ভারত ভ্রমণ

ভ্রমণপিপাসুদের একমাত্র "গাইড বুক"



গ্রন্থিক সংস্করণ

নেপাল-ভূটানসহ সমগ্র ভারত
(হলিডে হোম-এর তালিকা সহ)

ভারত ভ্রমণ

ভ্রমণ পিপাসুদের একমাত্র 'গাইড বুক'

বারিদবরণ ঘোষ

প্রচ্ছদ
নিতাই ঘোষ

অলঙ্করণ
অর্ণব সেনগুপ্ত

গ্রন্থিক সংস্করণ

BHARAT BHRAMAN

A Reliable Tourist Guide

by Baridbaran Ghosh



অক্ষর বিন্যাস	প্রকাশক	আলোকচিত্রী	মুদ্রণ	বর্ণানুক্রমিক সূচি
গ্রাফিক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
দূরভাষ [illegible]				

সূচিপত্র



(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

সুবোধ ব্রাদার্সের

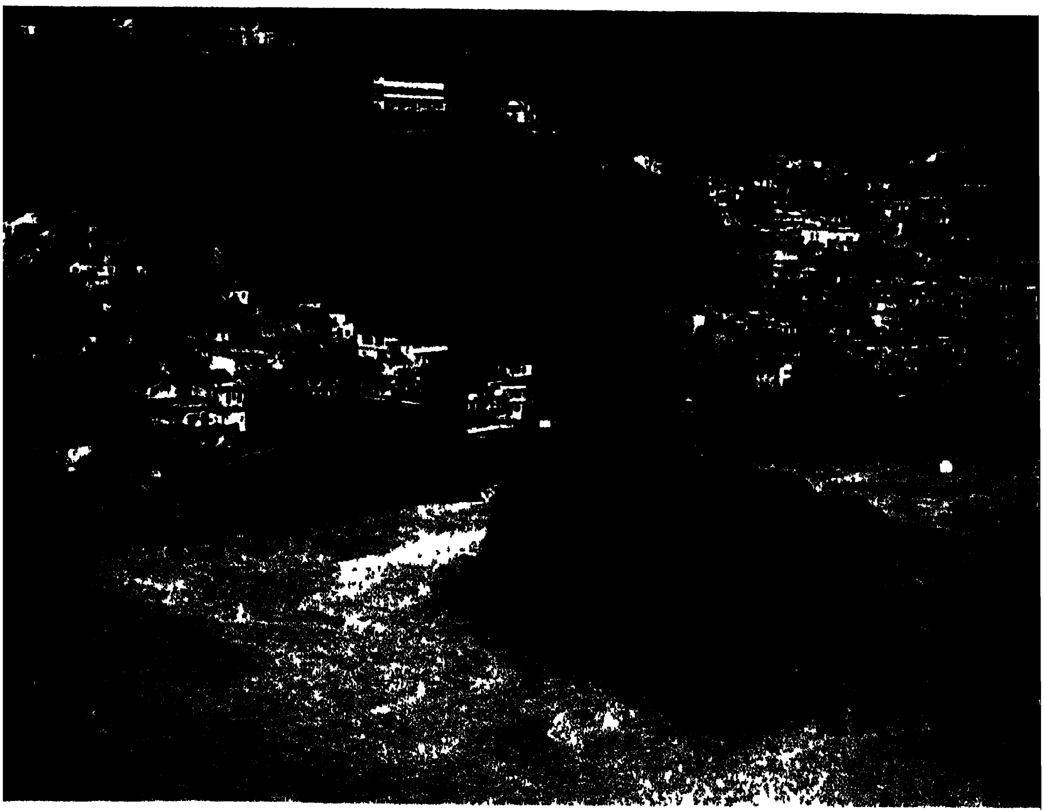


সুবোধ ব্রাদার্স প্রাঃ লিঃ

বি-২২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা - ৭০০ ০০৭

দুর্গাচক (হলদিয়া), বি. ডি. মার্কেট (বিধাননগর)

সূচিপত্র




ঐতিহ্যের সাথে
আধুনিকতায়
চিরন্তন....
প্রতিটি স্বর্ণালঙ্কারে।
গ্র্যান্ড সন্স অফ লেট এম. বি. সরকার

নিবেদন

বহু প্রার্থিত ভাবত ভ্রমণ অবশেষে প্রতীক্ষিত ভ্রমণার্থীদেব হাতে আমবা তুলে দিতে সমর্থ হয়েছি। বাঙালিব ভ্রমণপিপাসা এখন প্রবাদে পবিণত। এই ভ্রমণপিপাসুদেব কেউ কবেন ইতিহাসেব অনুসন্ধান, কেউ যান প্রত্নতত্ত্বেব প্রযোজনে, কেউ দেশে দেশে ঘুবে ঘুবে ভাবেন দেখব এবাব জগৎটাকে, কেউ মাটিতে দেবতাব খোঁজে ধ্যানমগ্ন, তীর্থযাত্রীব সঙ্গে চলেন প্রকৃতিপ্রেমিকেব দল। উদ্দেশ্য হযতো পৃথক, কিন্তু সকলেবই উৎস সেই মহাদেবেব জটা—সেই ভাবতভূমিব প্রাণবস আস্বাদন। আমাদেব এই বই তাই শুধু ভাবত ভ্রমণ নয, ভাবত-অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানেব সূত্রেই বাঙালি মিশে যায পাঞ্জাবিব সঙ্গে, কেবল মিলে যায মধ্য প্রদেশে। গড়ে ওঠে এক জাতীয সংহতি—এক জাতি, এক প্রাণ— একতা। আমাদেব এই বই তাই জাতীয সংহতিব এক দলিল।

একটি ধানেব উপবে একটি শিশিব বিন্দু দেখবাব জন্য যে আগ্রহ ছোট থেকেই লালন কবে এসেছিলাম তাকে সিদ্ধ প্রমাণ কবে তুললেন মিত্রবব শ্রীচিত্তবঞ্জন ঘোষাল তৎন প্রকাশক, গ্রন্থিকেব কর্ণধাব, শ্রীঅমৃত ভৌমিককে একদিন বাড়িতে নিয়ে এসে। মনে হল পথিক পথে বেব হয়ে পথ হাবিয়ে ফেলেন—তাকে সঠিক পথেব অনুসন্ধান দেওয়া আমাদেব যৌথ কর্তব্য। বাংলা ভাষায গাইড বইয়েব অভাব নেই তবে অভাব আছে সঠিক পথিক-বন্ধুব। পবিশ্রমে ও নিষ্ঠায অভিজ্ঞতায় আব তথ্য সংগ্রহে আমাদেব গাইড বইকে আমবা শুধু পথেব সাথী মাত্র কবে তুলি নি, কবে তুলেছি ভ্রমণকোষ-বিশেষ। তীর্থসাথী এখানে পাবেন তীর্থেব পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান, ঐতিহাসিক পাবেন স্থানসমূহেব ইতিহাস ও কিংবদন্তি প্রকৃতিপ্রেমিক আস্বাদ কবতে পাববেন সৌন্দর্যেব পীঠস্থানগুলিব মাধুর্য। সর্বশেষ তথ্যে এই বই তাঁকে কববে সহাযতা। প্রকৃতপক্ষে এ বই শুধু পড়েই বহু স্থান দর্শনেব আনন্দ দিতে যাতে পাবে, আমাদেব লক্ষ্য ছিল তাও। আমাদেব নবীন সহযাত্রী আমাদেব সে সাফল্য বিচাব কববেন।

এমন একটি তথ্যবহুল ভ্রমণ বন্ধুকে আপনাদেব হাতে তুলে দেবাব সঙ্গে আমবা কৃতজ্ঞচিত্তে পূর্ব প্রকাশিত সমস্ত ইংবাজি বাংলা ভাবত-বিষযক গাইড বইগুলিব সাহায্যেব কথা স্মবণ কবি। বহু পত্রপত্রিকায প্রকাশিত নানা ভ্রমণ বিববণী, নানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ নানা অভিধান এবং নানা ভ্রমণকাবীব অভিজ্ঞতাব সঙ্গে নিজেদেব অভিজ্ঞতা তিল তিল কবে মিশিয়ে আমবা আপনাদেব কাছে সবিনয়ে উপস্থিত কবেছি এ বই। নানা ট্যুবিস্ট অফিস আমাকে গভীবভাবে সহাযতা কবেছেন। বিশেষ কবে শ্রীশুভেন্দু প্রামাণিকেব কথা আমাব মনে পড়ছে। জাতীয গ্রন্থাগাব, আনন্দবাজাব পত্রিকা গ্রন্থাগাব আমাকে সমৃদ্ধ কবেছে। এ প্রসঙ্গে প্রিযভাজন শ্রীশক্তি দাস বাযেব কথা শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্মবণ কবি

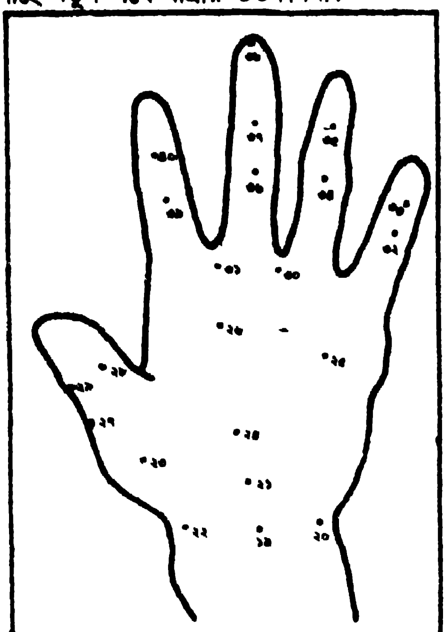
চেষ্টা কবেছি সমস্ত তথ্যকে আপনাদেব কাছে উপস্থিত কবতে সীমিত পবিসবেব মধ্যে। মলাটেব মধ্যেই বাড়তি এনে দিয়েছি নেপাল ও ভুটান ভ্রমণেব নানা সংবাদ। তবুও যদি কিছু ত্রুটি থেকে যায অনুগ্রহ কবে প্রকাশকের ঠিকানায চিঠি দিন—আমবা সাদবে পববর্তী সংস্কবণে তাব সংশোধন কবে দেব। আপনাদেব অভিজ্ঞতা আমাদেব গ্রন্থকে আবও সমৃদ্ধ কববে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমবা [illegible] ভ্রমণপিপাসুমাত্রেই আমাদেব সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু।

সময পবিবর্তনশীল। সব কিছুব বদল হযে যাচ্ছে। যানবাহনেব [illegible] প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে। অনুগ্রহ কবে এ বইযেব সঙ্গে এই পবিবর্তিত [illegible] যাচাই [illegible] লাগে।

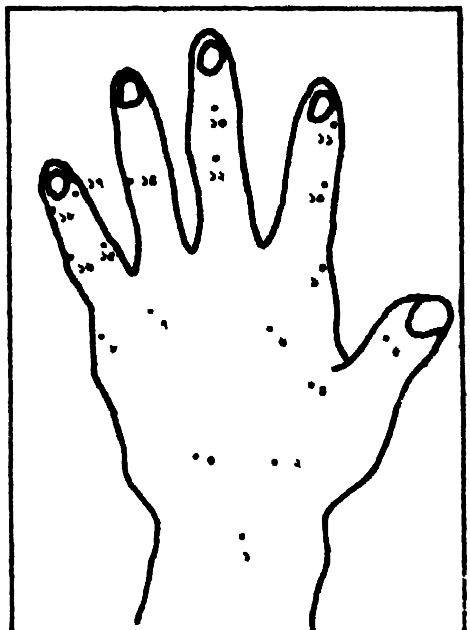
[illegible]

আকুপয়েন্ট মাসাজ—নানান রোগ সারাবার অব্যর্থ উপায়

ভ্রমণ-পিপাসু বাঙালি শরীরের কথা চিন্তা না করে বেরিয়ে পড়েন পথে। দুর্গম গিরি বা মরু-কান্তারেব নেশা টানে তাকে। কখন কোথায় কী খাবার পাওয়া যায়, কোথায় থাকা হবে সে সব বাছ-বিচার থাকে পিছনে পড়ে। পথের আনন্দ ভুলিয়ে দেয় সব কষ্ট। কিন্তু শরীর চলে তার নিজের নিয়মে। খানিকটা চাপ সহ্য করার পর সে জবাব দিতে চায়—দেখা দেয় নানা উপসর্গ—আনন্দ হয় মাটি। চিকিৎসক বা ওষুধও বহু জায়গায় সুলভ নয়। তাই আমাদের এই সহজ অথচ অব্যর্থ চিকিৎসা-পরামর্শ। সব উপসর্গ দূর করে নতুন উৎসাহে নতুন পথে যাত্রার শুভকামনা।



চিত্র নং ১ হাতেব তালু



চিত্র নং ২ হাতের পৃষ্ঠদেশ

প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসা-তত্ত্ব মতে মানব-শরীর এক 'অখণ্ড একক। সমস্ত দেহ-যন্ত্র—বাহিরের এবং ভিতরের—পরস্পর সংযুক্ত। এই সংযোগ সাধন করে যে সব বড়-ছোট 'প্রণালী' (বা 'চ্যানেল') সেগুলি আমাদের সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে। ১২টি প্রধান চ্যানেলের মধ্যে ৬টির অবস্থানই হাতে। শরীরের যে কোন অংশে যা কিছু রোগই হোক না কেন আমাদের হাত সেই রোগ-বার্তা পেয়ে যায় নির্দিষ্ট চ্যানেলের মাধ্যমে। হাত হয় অসাড়, নয় ব্যথায় আড়ষ্ট। তখনই দরকার আকুপয়েন্ট মাসাজ। হাতের নির্দিষ্ট জায়গায় এই আকুপয়েন্ট মাসাজ করলে দূর হয় শরীরের বহু রোগ, দেহ-যন্ত্র ফিরে পায় তার সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থা।

(ক) কীভাবে করবেন

১) প্রথম বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে নির্দিষ্ট বিন্দু টিপুন।

২) বুড়ো আঙুল দিয়ে বিন্দুতে চাপ দিন ও আস্তে-আস্তে ঘুরোন।

৩) বুড়ো আঙুলের চাপ বিন্দুতে দিয়ে সামনে-পিছনে করুন।

৪) বিন্দুটিকে বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষুন।

(খ) আকুপয়েন্ট-কোন উপসর্গে কোথায়

১) *শেনমেনসু—(চিত্র ১, ২০)—মন ও স্নায়ু শান্ত রাখে। উপসর্গ—সাইকোসিস, হিস্টিরিয়া, হৃদরোগ, হাইপোকন্ড্রিয়াক পেন।*

২) *ডালিংস্—(চিত্র ১, ১৯) উপসর্গ—বুক ধরফড়, মায়োকার্ডাইটিস, অনিদ্রা, ব্যথা—কবজিতে, পেটে, বুকে, হাইপোকনড্রিয়ামে, অল্পবয়সীদের ঘাম জ্বর বেড়ে গেলে।*

৩) *তাইউয়ানুস—(চিত্র ১, ২২) উপসর্গ—লাঙস ও ব্রংকিয়াল টিউবে সমস্যা, দুর্বল নাড়ী, ইনফ্লুয়েনজা, উপর-হাতের ভিতর দিকে নিউর্যালজিয়া।*

৪) *জুগেনটংডিয়ান—(চিত্র ১, ২১) উপসর্গ—গোড়ালিতে ব্যথা।*

৫) *উইচাংটংডিয়ান—(চিত্র ১, ২৪) উপসর্গ—তীব্র ও লাগাতর গ্যাসট্রো-এনটেরাইটিস, গ্যাস্ট্রিক আলসার, বদহজম।*

৬) *লাডগাংসু—(চিত্র ১, ২৬) উপসর্গ—অ্যাপ্রোপ্লেক্সি বা সন্ন্যাস রোগ, সর্দি-গর্মি, বুক-জ্বালা, উম্মাদ-রোগ, বমি, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, অসাড় আঙুল, টিনিয়া উনগুইয়াম।*

৭) *ইউজিকসু—(চিত্র ১, ২৩) উপসর্গ—মাথা-ব্যাথা, মাথা-ঘোরা, বুক ধরফড়, মাতলামি, কাশি, রক্তবমি, জ্বর, শিশুদের অপুষ্টি—পেটের রোগে বা পেটে পোকা হবার জন্য।*

৮) *হুয়াইটংডিয়ান—(চিত্র ১, ২৭) উপসর্গ—গোড়ালিতে ব্যথা।*

৯) *জিওংডিয়ান—(চিত্র ১, ২৯) উপসর্গ—বুকে ব্যাথা, বমি, ডায়ারিয়া।*

১০) *বিডিয়ান—(চিত্র ১, ২৮) উপসর্গ—পিত্তাশয় বা পেটে ব্যথা।*

১১) *শাওফুক্সু—(চিত্র ১, ২৫) উপসর্গ—রিউম্যাটিক হৃদরোগ, অ্যানজাইনা পেক্টরিস, বিষম নাড়ী, ঘুসঘুসে জ্বর, আঙুল দপদপ করা, মূত্রহীনতা, এনিউরেসিস, প্ররিটাস ভালভা, হিস্টিরিয়া।*

১২) *সিয়াওকুয়ানডিয়ান—চিত্র ১, ৩১) উপসর্গ—ব্রংকাইটিস, হাঁপানি।*

১৩) *ইয়াটংডিয়ান—(চিত্র ১, ৩০) উপসর্গ—ট্রাইগেমিনাল, নিউরালজিয়া, দাঁতে ব্যথা।*

১৪) *সিয়াওচাংদিয়ান—(চিত্র ১, ৩৯) উপসর্গ—আমাশয়।*

১৫) *দাচাংদিয়ান—(চিত্র ১, ৪০) উপসর্গ—পেটে ব্যথা, পাতলা দাস্ত, কনসটিপেশন, অ্যাপেনডিসাইটিস।*

১৬) *সানজিয়াওদিয়ান—(চিত্র ১, ৩৬) উপসর্গ—বুক, পেট এবং কোমরের সমস্যাবলী।*

১৭) *সিনডিয়ান—(চিত্র ১, ৩৭) উপসর্গ—জ্বর, স্নায়ুরোগ, হাঁপানি, ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের সমস্যা।*

১৮) *জোংচংক্সু—(চিত্র ১, ৩৮) উপসর্গ—জ্বর-রোগ, বুকে ব্যথা, মৃগী, সর্দি-গরমি, তড়কা।*

১৯) *গানদিয়ান—(চিত্র ১, ৩৪) উপসর্গ—মাথা ব্যথা, বুকে ব্যথা, লিভারের সমস্যা।*

২০) *ফিডিয়ান—(চিত্র ১, ৩৫) উপসর্গ—শ্বাস কষ্ট।*

২১) *মিংমেনডিয়ান—(চিত্র ১, ৩২) উপসর্গ—পিঠে ব্যথা, অণ্ডকোষে প্রদাহ।*

২২) *শেনডিয়ান—চিত্র ১, ৩৩) উপসর্গ—দাঁতে ব্যথা, কানে ধাপা ধরা, বধিরতা, ডায়ারিয়া, পেট ছাড়া, কনস্টিপেশন, রক্তমূত্র, ইসকুরিয়া, কোমা, পিঠ ব্যথা, পায়ে ব্যথা, ক্রনিক অ্যাডনেক্সাইটস, সিকনুরিয়া, বহুমূত্র (রাতে)।*

২৩) *শেনগিয়াডিয়ান—(চিত্র ২, ১) উপসর্গ—বিবিধ কারণে নিম্ন রক্ত-চাপ।*

২৪) *ইয়াওটংডিয়ান—(চিত্র ২, ২.৩) উপসর্গ—পিঠে ব্যথা বা টান লাগা।*

২৫) *হেগুক্সু—(চিত্র ২, ৪) উপসর্গ—মাথা ব্যতা, চোখ লাল হয়ে ফুলে যাওয়া, নাক বন্ধ হওয়া, দাঁতকপাটি লাগা, ফেশিয়াল হেমিপ্যারালিসিস, হাইপারহাইড্রোসিস, অ্যানহাইড্রোসিস।*

২৬) *ইয়ানটাংডিয়ান—(চিত্র ২, ৫) উপসর্গ—চোখে ঘা।*

২৭) লাওজেনসু—(চিত্র ২.৬) উপসর্গ - ঘাড়ে ব্যথা, ঘাড় মচকানো, কাঁধে ও পিঠে ব্যথা, হাত অসাড় হয়ে যাওয়া।

২৮) -সুওগাশেনজিংটংডিয়ান—(চিত্র ২, ৭) উপসর্গ—সায়াটিকা (কটিবাত), কোমরে ও কোমরের গ্রন্থিতে ব্যথা।

২৯) জিজুটংডিয়ান—(চিত্র ২, ৮) উপসর্গ—মেরুদণ্ডের সন্ধি-বন্ধনী মোচড়ানো, ককসায়ালজিয়া, কশেরুকার আন্তঃচাকতির উদ্‌গম।

৩০) হৌটৌটংডিয়ান—(চিত্র ২, ১৬) উপসর্গ—মাথার পিছনে ব্যথা, গালে ব্যথা।

৩১) হুইয়িনিটংডিয়ান—(চিত্র ২, ১৫) উপসগল—পেরিনিয়ামে ব্যথা।

৩২) শাওজেকেসু—(চিত্র ২, ১৮) উপসর্গ—জ্বর-রোগ, বুক-ব্যথা, চোখের সমস্যা, হাতে ব্যথা।

৩৩) শাওচংকসু—(চিত্র ২, ১৭) উপসর্গ—হৃদরোগ।

৩৪) পিয়ানটউটংডিয়ান—(চিত্র ২, ১৪) উপসর্গ—মাইগ্রেন (আধকপালে মাথাধরা), ব্যথা—বুকে, লিভারে এবং হাইপোকনড্রিয়ামে।

৩৫) টুডিংটংডিয়ান—(চিত্র ২, ১২) উপসর্গ—মাথার চাঁদিতে ব্যথা, স্নায়বিক মাথাব্যথা।

৩৬) এনিডিয়ান—(চিত্র ২, ১৩) উপসর্গ—হিক্কা।

৩৭) জিয়ানটংডিয়ান—(চিত্র ২, ৯) উপসর্গ—ঘাড়ে ব্যথা।

৩৮) কুযানটাউটিংডিয়ান—(চিত্র ২, ১০) উপসর্গ কপালে ব্যথা ও হাঁটুতে ব্যথা।

৩৯) শানগিয়াংকসু—(চিত্র ২, ১১) উপসর্গ—সেরিব্রাল হেমারেজ (মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ), দাঁতে ব্যথা, আমূল অসাড় হয়ে যাওয়া।

(গ) মনে রাখবেন

১) কীভাবে করবেন—সুষম চাপ দিয়ে একভাবে লাগাতার ডলবেন। প্রথমে অল্প চাপ দেবেন, পরে আস্তে আস্তে চাপ বাড়াবেন। হঠাৎ চাপ বাড়াবেন না বা কমাবেন না। খেয়াল রাখবেন। বেশি তাড়াতাড়ি বা জোরে মাসাজ করবেন না। আপনার উপসর্গ অনুযায়ী সঠিক আকুপয়েন্ট খুঁজে নিন এবং যথাযথ ভাবে মাসাজ করুন।

২) কতক্ষণ করবেন—যতক্ষণ না পর্যন্ত চামড়া গরম ও লালচে হয়ে যায়। স্থানটি স্পর্শকাতর, অসাড়, ফোলা-ফোলা বা ভারী হয়ে গেলে আর করবেন না। অবশ্য আপনার স্বাস্থ্যের উপর এটা নির্ভর করছে। সাধারণভাবে, একবারে ১৫-২০ মিনিট করাই যথেষ্ট।

৩) সাবধান বাণী—আহত হাতে মাসাজ করবেন না!

৪) সব শেষে—একবার মাসাজ করা হয়ে গেলে, অল্প বিশ্রাম নিয়ে খানিকটা জল পান করবেন: এতে আপনার শারীরিক বিপাক-ক্রিয়ার উন্নতি হবে, হজম ভালো হবে। চটপট চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

কাই জুইগি
সৌজন্যে : চায়না স্পোর্ট
অনুবাদ—সুবাস মৈত্র

কিছু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সঙ্গে নিন

বেড়াতে বেরিয়ে শরীর খারাপ তো হতেই পারে, রোগ ও লক্ষণ মিলিয়ে, ওষুধ প্রয়োগকরে নিজের চিকিৎসা নিজেই করুন।

রোগ ও লক্ষণ	ওষুধ, মাত্রা ও সময়
জ্বর :-	
১) হঠাৎ জ্বর হলে যদি বার বার জল খেতে চায়	১) Aconite-3 এক ফোঁটা করে দুই ঘণ্টা অন্তর।
২) গায়ে, হাতে, পায়ে ব্যথার সঙ্গে জ্বর হলে	২) Rhustox-30 দিনে চার বার।
৩) আইসক্রিম বা ঠাণ্ডা পানীয় খেয়ে জ্বর হলে	৩) Belladona-30 দিনে চার বার।
৪) ঠাণ্ডা থেকে গরমে গিয়ে জ্বর হলে, অনেক করে জল খাইবার প্রবণতা ও জিভে সাদা স্তর থাকিলে	৪) Bryonia-30 দিনে তিনবার এক ফোঁটা করে।
৫) বুকে কফ জমিয়া জ্বর হইলে	৫) Ipecacuma-6 দিনে তিনবার।
সর্দি :-	
১) হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগলে গরম থেকে ঠাণ্ডায় গিয়ে ঠাণ্ডা লাগলে	১) Aconite-30 এক ফোঁটা দিনে তিনবার।
২) ঠাণ্ডায়, নাক ও চোখদিয়ে জল ঝরতে থাকলে	২) Euphressia-6 এক ফোঁটা করে তিন ঘণ্টা অন্তর।
৩) আইসক্রিম ও ঠাণ্ডা পানীয় খেয়ে ঠাণ্ডা লাগলে	৩) Belladona-30 দিনে তিনবার।
কাশি :-	
১) হঠাৎ শুকনো কাশি। আইসক্রিম ও ঠাণ্ডা পানীয় খেয়ে কাশি হলে	১) Belladona-30 দিনে তিনবার। বেশী হইলে দিনে চার বার।
২) শুকনো কাশির সঙ্গে শ্বাসের কষ্ট থাকলে	২) Bryonia-6 দিনে তিনবার।
৩) যদি অসহ্য শুকনো কাশি হয় তবে ও বুকে ব্যথা থাকে	৩) Spongia-6x দুই ঘণ্টা অন্তর এক ফোঁটা করে।
৪) যদি কাশির সঙ্গে কফ বার হয় ও বাচ্চাদের শ্বাস কষ্ট হয় তবে	৪) Ipecacuma-6 দিনে তিনবার।
মাথাব্যথা :-	
১) যদি দপ দপ করে মাথা ব্যথা করে তবে	১) Belladona-30 দুই ঘণ্টা অন্তর এক ফোঁটা করে।
২) রাত্রে ঘুম না হওয়ায় মাথা ব্যথা হলে	২) Nux Vom-30 দুই ঘণ্টা অন্তর দিনে তিনবার।
৩) অসহ্য মাথা যন্ত্রণা ও সঙ্গে বমি বমি ভাব থাকলে ও রোদে ঘুরে মাথা ব্যথা হলে	৩) Glon-6 আধা ঘণ্টা অন্তর এক ফোঁটা করে।
পেটের ব্যথা :-	
১) ভীষণ পেটে যন্ত্রণা পেট চেপে ধরলে আরাম হয় তবে	১) Colocynthis-6 এক ঘণ্টা অন্তর ব্যথা কমলে দিনে চারবার।
২) মোচড়ানো ভয়ানক নাভীর চার ধারে ব্যথা হলে	২) Dioscorea-3 এক ফোঁটা আধা ঘণ্টা অন্তর।

রোগ ও লক্ষণ	ওষুধ, মাত্রা ও সময়
৩) বাজে পচা জিনিষ খেয়ে পেট ব্যথা ও গ্যাস হলে	৩) Carbo Veg-30 দিনে তিনবার।
৪) খুব মসলা ও তৈলাক্ত খাবার খেয়ে পেট ব্যথা হলে	৪) Nux Vom-30 দিনে তিনবার খুব গ্যাসের চাপ থাকিলে Carbo Veg-30 দুইবার খাইলে ভাল ফল হয়।
অম্বল ও অজীর্ণ :	
১) পেট ভার ও অজীর্ণ হলে	১) Nux Vom-30 দিনে তিনবার।
২) অতিরিক্ত অম্বল, মুখ টক হয়ে গেলে	২) Robinia-30 সকাল, দুপুর ও রাত্রে এক ফোঁটা করে।
৩) খুদামন্দ ও পেট ফেঁপে গেলে	৩) Carbo Veg-30 দিনে দুইবার।
গলা ব্যথা :	
১) গলা ব্যথা টনসিল ব্যথা হলে	১) Belladona-30 দিনে চার বার।
২) গলাব মধ্যে লাল ও ঘা হলে	২) Merc Sol-30 সকাল, দুপুর ও রাত্রে এক ফোঁটা করে।
আমাশা :-	
১) সাদা আম ও গরম লেগে আমাশা হলে	১) Merc Sol-30 দিনে তিনবার।
২) রক্তযুক্ত আমাশা হলে	২) Merc Cor-30 দিান তিনবার।
৩) মসলা জাতীয় খাবার খেয়ে আমাশা হলে ও পর পর পায়খানা ভাব অথচ পায়খানা না হলে	৩) NuX Vom-30 দিনে তিনবার।
কোষ্ঠ কাঠিণ্য:-	
১) যদি শক্ত পায়খানা, পায়খানাব বেগ থাকে, অথচ না হয়	১) Nux Vom-30 দিনে দুইবার।
২) খুব শক্ত পায়খানা ও প্রচুর জল পিপাসা থাকলে	২) Bryonia-30 সকালে ও বিকালে এক ফোঁটা করে।
ডায়ারিয়ার মত হলে :-	
১) মসলা জাতীয় খাবার খেয়ে পাতলা পায়খানা হয়ে, দুর্বল হলে	১) Carbo Veg-30 দিনে চারবার।
২) পাতলা জলের মত যদি মল না থাকে ও সঙ্গে পেট ফাঁপা থাকে	২) Cinchona-30 দিনে চারবার।
৩) খাবারের ফুড পয়জনিং থেকে ডায়ারিয়া ও বমি হলে অল্প জল, বারবার খাওয়ার ইচ্ছা থাকলে	৩) Arsenic Alb-30 দিনে তিনবার।

রোগ ও লক্ষণ	ওষুধ, মাত্রা ও সময়
ছোট বাচ্চাদের যদি	
১) সবুজ আমযুক্ত পায়খান হয়	১) Podophyllum-30 দিনে চারবার।
	২) Podophyllum এ পায়খানা না কমলে Ipecacuma-200 দিনে তিনবার।
৩) যদি পাতলা পায়খানার সঙ্গে খুব পেট ফাঁপা থাকে তবে	৩) প্রথমে দুধ জাতীয় খাবার বন্ধ করুন ও সঙ্গে Cinchona-30 দিনে তিনবার এক ফোঁটা করে দিন।
কান ও দাঁতের ব্যথা :-	
১) কান দাঁতের শুলান ব্যথা হলে ও যদি গরমে উপশম হয় তবে।	১) Chamomilla-3 দিনে চারবার।
২) যদি মাড়ির গোড়ায় ক্ষত অন্য কোন ক্ষত স্থান থেকে ব্যথা হয়	২) Merc Sol-30 দিনে তিনবার।
৩) দাঁতের ক্ষয় থেকে যদি ব্যথা হয় ও বাচ্চাদের দাঁতে (চলতি কথায় পোকালাগা) থেকে ব্যথা হলে	৩) Kerosoti-30 দিনে চারবার।
৪) আঘাত পাওয়া থেকে ব্যথা হলে	৪) Arnica Mont-200 দিনে তিনবাব।
৫) খুব হাঁটাচলা করে গায়ে হাতে পায়ে ব্যথা হলে	৫) Rhus tox-30 দিনে চারবার।
৬) পাহাড়ে উঠে খুব শ্বাস কষ্ট ও হার্টবিট বেড়ে যায়	৬) Coca-6 আধা ঘণ্টা অন্তর এক ফোঁটা করে।
৭) সমুদ্র ও নদীতে নৌকা চড়ে ও ডাঙায় ট্রেন চড়ে গা বমি ভাব ও মাথা ব্যথা হয় তবে	৭) Coculus-6 আধা ঘণ্টা অন্তর এক ফোঁটা করে।
৮) যদি পাহাড়ে পাতলা পায়খানা হয় তবে	৮) Dulcamara-30 দুই ঘণ্টা অন্তর এক ফোঁটা করে।

কিছু লক্ষণ ভিত্তিক ওষুধ জানুন :-

১) সুচালো অস্ত্রে আঘাত লাগলে Ledum-200 দিনে তিনবার। এটি টিটানাস টকসয়েড্ এর কাজ করে।

২) ধারালো অস্ত্রে কেটে গেলে Staphisagria-30 দিনে তিনবার।

৩) কেটে বা ছোড়ে গেলে Calendula-200 দিনে তিনবার।

৪) ১০৪° ফা এর উপরে জ্বর উঠলে ও অন্য ওষুধে না কমলে Varatrum Viride-θ পাঁচ ফোঁটা করে ১৫ মিনিট অন্তর।

৫) হাই ব্লাড প্রেসারে Rawolfia Serpentina-θ পাঁচ ফোঁটা করে আধা ঘণ্টা অন্তর।

৬) লো ব্লাড প্রেসারে Ambra Grassia-6 দিনে তিনবার এক ফোঁটা করে।

৭) হৃদ রোগের জন্য Cretegus-θ দশ ফোঁটা করে দিনে তিনবার। যদি ঘুম কমিয়া যায় তবে Passiflora Ind-θ ১০ ফোঁটা করে দিনে তিনবার।

৮) নূতন জুতো পরে ফোস্কা হলে Allium Cepa-30 দিনে তিনবার।

৯) ব্লাড সুগারের রুগীদের জন্য Sigizium Jambol-θ দশ ফোঁটা করে দিনে তিনবার।

১০) কোথাও কেটে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে Millefolium-θ পাঁচ ফোঁটা করে তিন ঘণ্টা অন্তর।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলির রোগ সারাবার আরো অনেক ক্ষমতা জানুন।

Aconite :-

১) শরীরের কোন রকম অসুবিধা দেখলে, কেবলমাত্র মৃত্যুভয়। রোগী কেবলমাত্র বলতে থাকে যে, সে মরে যাবে।

২) শরীরের কোন অংশের কেবলমাত্র একটি পেশীর স্পন্দন হতে থাকলে এই ঔষধ ভাল কাজ করে।

৩) সদ্যজাত শিশুদের হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে Aconite-30 দিনে তিনবার ভাল কাজ করে।

৪) দিনে গরম ও রাত্রে ঠাণ্ডা এই অবস্থায় জ্বর, আমাশা, গায়ে হাতে পায়ে ব্যথা হলে Aconite Nap-3.

৫) জল ছাড়া প্রত্যেক জিনিষের স্বাদ তিতো। ভয় পাওয়ার কারণে, মাসিক বন্ধ হলে Aconite-200

Arnica Mont :-

১) কোন মাংশপেশীতে আঘাত লেগে থেঁতলে যাওয়ার জন্য Arnica ভাল কাজ করে।

২) সাংঘাতিক ব্যথা, মনে হয়, বিছানা শক্ত জিনিষের তৈরী।

৩) আঘাত লেগে অথবা কাশি হলে যদি চোখ লাল বর্ণ ধারণ করে তবে Arnica Mont-30 দিনে চারবার।

৪) শরীরে ক্রমাগত ফোঁড়া বাহির হতে থাকলে এই ঔষধ ভীষণ ভাল কাজ করে।

৫) মল যদি ফিতার মত পাতলা সরু হয়ে নির্গত হয় তবে এই ঔষধ ভাল কাজ করে।

৬) হঠাৎ পড়ে গিয়ে গর্ভপাত ও ব্যথা হলে এই ঔষধ ভাল কাজ করে।

৭) এই ঔষধের রোগী প্রচণ্ড রাগী ও একা থাকতে পছন্দ করে।

৮) কোথাও আঘাত লাগবার পরে যদি রক্ত বমি হয় তবে এই ঔষধ ভাল কাজ করে।

৯) ফিতার মত সরু হয়ে মল বেরোলে এই ঔষধ সেবনে ভাল ফল পাওয়া যায়।

Arsenicum Album :-

১) প্রচণ্ড মৃত্যুভয়, অল্প অল্প জল বার বার খাওয়ার ইচ্ছা।

২) রোগী তার মৃত্যুর দিন ও সময় পর্যন্ত বলে ফেলে। অথচ রোগ তত গভীর নয়।

৩) রোগী ভাবে ঔষধ খেয়ে কি হবে, তার মৃত্যুর সময় হয়েছে।

৪) ভীষণ অস্থির, কেবল স্থান পরিবর্তন এমনকি এক বিছানা হতে অন্য বিছানায় যেতে চায়।

৫) কোন খাদ্য বা জল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে গেলে এই ঔষধ ভাল কাজ করে।

৬) জলের মত দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানার সঙ্গে বারবার জল খেতে চাইলে Arsenic-30 ভাল কাজ করে।

৭) বহুদিনের ঘা না সারায়, কালো হয়ে গেলে, অথবা জ্বালা বোধ হলে, Arsenic-200 ভাল কাজ করে।

৮) প্রচণ্ড শ্বাস কষ্ট, দম বন্ধ হয়ে মরে যেতে পারে, এই ভয়ে ঘুমোতেও চায়না।

৯) প্রচণ্ড অম্বল, পেট ভার মনে হয় যেন পেটের মধ্যে পাথর আছে।

১০) টক, ফল, দুধ কফি ও তীব্র ঝাঝালো খাদ্য খাবার ইচ্ছা।

Belladona :-

১) প্রচণ্ড উন্মাদনা, জিনিষপত্র ছড়িয়া ফেলা, কেটে ফেলা সামনে যাকে পাবে তাকে প্রহার করা ইত্যাদি।

২) যদি কেহ ভুতেব ভয় পায়, কালো জন্তু, কুকুর শিয়ালের ভয় পায় ও শরীরের কোন বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয় তবে এই ঔষধ ভাল কাজ করে।

৩) রোগীর মনে হয় ভিতরের শরীরের যন্ত্র সমূহ নেমে যাচ্ছে ও ফেটে যেতে পারে।

৪) যে কোন ব্যথা, দপদপ করে হতে থাকলে অথবা শরীরের কোন অংশ ফুলে লাল হয়ে ব্যথা করলে এই ঔষধের নিম্নশক্তি ভাল কাজ করে।

৫) শরীরের কোন একপাশে অষাঢ়তা দেখা দিলে Belladona-200 ভাল কাজ করে।

৬) শিশু বালিশে মাথা গুঁজে বারবার ঘুরতে থাকলে Belladona ও ভাল কাজ করে।

৭) শিশুদের বারবার খিঁচুনি হয়ে যদি দাঁত কপাটি লেগে যেতে থাকে তবে Belladona-3 ভাল কাজ করে।

৮) মায়েদের স্তন হঠাৎ ভারী, শক্ত হয়ে ব্যথা হলে Belladona-30 ভাল কাজ করে।

৯) বারবার অষাঢ়ে প্রস্রাব হতে থাকলে belladona-200 ভাল কাজ করে।

১০) প্রচণ্ড পেট ব্যথা হঠাৎ হয় আবার বন্ধ হয় এইরূপ হলে Belladona-3 দুই ঘণ্টা অন্তর ভাল কাজ করে।

Bryonia :-

১) পিত্ত বমি অথবা সবুজ পায়খানা হলে Bryonia-6 তিন ঘণ্টা অন্তর খাইলে ভাল কাজ করে।

২) শরীরের প্রত্যেক জয়েন্টে যদি কনকনে ব্যথা হয় তবে এই ঔষধ দিনে তিনবার 200 শক্তি খেতে হবে।

৩) মায়েদের মাসিকের পরিবর্তে যদি নাকদিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে তবে এই ঔষধ 30 শক্তি, দিনে তিনবার খেলে ভাল কাজ করে।

৪) প্রচণ্ড মাথা যন্ত্রণা, বোধহয় মাথা ফেটে যাবে।

৫) প্রচণ্ড শক্ত মল, বোধহয় গুহ্যদ্বার ফেটে যেতে পারে।

৬) শুকনো কাশি, কাশির সঙ্গে কোন কফ বের হয়না এই অবস্থায় Bryonia-6 দিনে চারবার খেতে হবে।

৭) মায়েদের স্তন শক্ত ভারী ও ব্যথা চেপে ধরে থাকলে উপশম হয়।

Carbo Vag :-

১) শরীরের ভিতরে জ্বালা অনুভব হইলে Carbo Vag-200 ভাল কাজ করে।

২) দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজরক্ত কান থেকে বের হলে Carbo Veg-200 ভাল কাজ করে।

৩) যদি পেটের ভিতরের বায়ুচাপ মাঝে মাঝে বুকে চাপ দেয় তবে Carbo Veg-30 দিনে তিনবার খাইতে হইবে।

৪) শরীরের কোন রকম অসুবিধায় যদি পাখার হাওয়া পছন্দ করে তবে জানিবেন Carbo Veg ভাল কাজ করবে।

৫) রোগের শেষ মুহূর্তে যদি শরীর হইতে ঠাণ্ডা ঘাম নির্গত হয় তবে Carbo Vag-6 ১৫ মিনিট অন্তর দিতে হইবে।

Colocynth :-

১) কোমরে ব্যথা, হাটতে গেলে মাংসপেশীতে টান পড়ে। মনে হয় পায়ের বেশীগুলি শক্ত হইয়া গিয়াছে ও ছোট হইয়া গিয়াছে।

২) পেটের প্রচণ্ড মোচড়ানো ব্যথা, উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিলে অথবা সম্মুখে পেট ভাঁজ করিয়া থাকিলে উপশম হয়। এই অবস্থায় Colocynth-6x ঘণ্টায় দুই ফোঁটা।

৩) বারবার প্রস্রাবের চাপ অল্প অল্প প্রস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত ও জেলির মত।

৪) টানিয়া ধরার মত ব্যথা, সব ব্যথাই ডানদিকে, ডান কাঁধ, ডান হাত, ডান পা, ডান কোমর ইত্যাদি।

Dioscorea :-

১) পেটেব নাভিব কাছে মোড়ানো ব্যথা, কিছু খাইলেই পেটে গ্যাস হয। ব্যথা সোজা হইযা দাঁড়ালে ও পিছনে হেলিযা দাঁড়ালে তবে উপশম পাওযা যায।

২) পেটেব ভিতবে গ্যাসেব জন্য বুকে ব্যথা হলে Dioscorea ও খুব ভাল কাজ কবে ঘণ্টায এক ফোঁটা কবে।

Ipecacuma :-

১) শিশুদেব প্রচণ্ড কাশি, কাশিব জন্য শক্ত নীল হযে যায, শ্বাসকষ্ট বমি, বমি ভাব, বমি হলে উপশম।

২) যে কোন বোগে এই ঔষধ প্রযোজ্য, যদি জিভ পবিষ্কাব ও বমি বমি ভাব, অথচ বমি হয না।

৩) সবুজ, আমযুক্ত পাযখানা, সঙ্গে বক্ত ও ব্যাঙেব ডিমেব মত দেখতে হলে Ipecacuma-200 দিনে তিনবাব।

৪) শবীবেব যে কোন অংশ থেকে টকটকে লাল বক্ত আপনা-আপনি বেব হলে এই ঔষধ খুব ভাল কাজ কবে।

৫) ভীষণ শ্বাস কষ্টে যদি বুকে কফ ভর্তি থাকে বমি বমি ভাব অথবা বমি হয তবে Ipecacuma-6 দিনে চাববাব।

Euphrasia :-

১) ঠাণ্ডায ক্রমাগত জল বেব হতে থাকলে Euphrasia-6 দিনে চাববাব খেতে হবে।

২) প্রচণ্ড কাশি, যদি তাব সঙ্গে ক্রমাগত চোখেব জল বেব হযে তবে এই ঔষধ ভাল কাজ কবে।

৩) মাযেদেব মাসিক, প্রচণ্ড পেটেব ব্যথা পবিমাণ অল্প একদিন থেকে এক ঘণ্টা অবধি থাকে।

৪) চোখে আলো একেবাবে সহ্য কবিতে পাবে না।

Merc Sol :-

১) শিশুদেব গলায ব্যথাব সঙ্গে যদি লাল পড়তে থাকে তবে Merc Sol-30 দিনে তিনবাব।

২) মুখেব মধ্যে কোথাও ঘা হলে তবে Merc Sol-30 দিনে চাববাব।

৩) সবুজ, আমযুক্ত ও বক্ত মল হয কুথে পাযখানা কবে পাযখানা হযে গেলে আবাম বোধহয তবে Merc Sol-30।

৪) পুরুষ অঙ্গে মাবাত্মক গভীব ঘা হলে Merc Sol-200 দিনে দুইবাব।

৫) স্তনে ভীষণ ব্যথা মনে হয মধ্যে কোথায ঘা হযেছে।

৬) যদি মল কম বক্ত বেশী বেব হয তবে Merc Sol-30 দিনে তিনবাব।

Cinchona :-

১) অতিবিক্ত বক্তপাতেব পবে যদি ভীষণ মাথাব্যথা কবে তবে Cinchona-30 দিনে তিনবাব। (ডাযবিযাব পবে মাথাব্যথা কবলেও)

২) পেট সর্বদাই গ্যাসে ভর্তি থাকে। সর্বদাই অস্বস্থি হইলে Cinchona 30 দিনে তিনবাব।

৩) অতিবিক্ত বীজ ক্ষবণেব পবে দুর্বল হইলে Cinchona-30 দিনে তিনবাব।

৪) ম্যালেবিযাব মত ছাড়িযা বাব বাব জ্বব আসিলে Cinchona জ্বব ছাড়িবাব সময দিতে হইবে।

৫) ভীষণ ঘাম, টপটপ কবিযা ঘাম বেব হয Cinchona-200।

Nux Bom :-

১) অনিযমিত জীবন-যাপন, বাতে ঘুম না হলে, তৈলাক্ত ও মশলা খাবাব খেযে যদি পেটে অস্বস্থি, পেট ব্যথা, গ্যাস হয তবে Nux Vom-30 দিনে তিনবাব।

২) মদ খাইযা লিভাব বাড়িযা গেলে NuX Vom-3 দিনে চাববাব।

৩) কোষ্ঠবদ্ধতা, পায়খানার বেগ সর্বদা থাকিলে ও পায়খানার সঙ্গে রক্ত বের হলে Nux-30 দিনে দুইবার।

৪) এই রোগী প্রচণ্ড রাগী, ঝগড়াটে হয়। অকারণে ঝগড়া করে।

৫) মাথা ব্যথা ও ভার মনে হয় মাথা শরীরের দ্বিগুণ ভারী।

Podophyllum :-

১) পেটের ব্যথা, সর্বদাই পেট ডলিয়া ও চাপিয়া রাখিলে উপশম।

২) সবুজ আমযুক্ত ডায়রিয়া, মল বাহির হইয়া আসে, ভীষণ দুর্গন্ধ। মল পাইপ হইতে জলের মত বাহির হয়।

Spongia Tosta :-

১) শুকনো কাশি, ঘামে, ঠাণ্ডা পানীয়, শুলে, ধূমপান করলে ও মাথা নীচু বাখলে বাড়ে।

২) দিন ও রাত্রি সব সময় শুকনো কাশি, কাশির সঙ্গে কিছুই বের হয় না।

৩) অন্ডকোষ ফুলে যাওয়া, ভীষণ ব্যথা, বোধ হয় আঘাত লেগেছে।

কি কি ওষুধ কি মাত্রায় সঙ্গে নেবেন?

Aconite-3,	Arnica Mont-200,	Arsenicum Alb-30,
Belladona-30,	Bryonia-6,	Carbo Vag-30,
Coca-6,	Colocyntheris-6,	Dioscorea-3
Ipecacuma-200, 6	Euphresia-6,	Glonoine-6,
Merc Sol-30,	Merc Cor-30,	Cinchona-30,
Nux Vom-30,	Podophyllum-30,	Spongia Toste-6x

উপরিউক্ত ওষুধগুলি শুধুমাত্র হঠাৎ কাজে লাগবার মত অল্প বিস্তার জানানো হয়।

Dr. Indrojit Sarkar.
B.H.M.S.Cal University.
Under rescarch on Cancer & Chronic Disease.

Dr. Indrojit Sarkar.
Nazirbagan More
6. K.P. Roy Lane.
Dhakuria
Cal-31.

"ওগো পথের সাথী নমি বারংবার"

INDIA - FACTS & FIGURES

Population, Density & Literacy figures are provisional

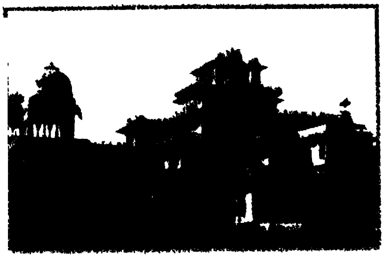
State	Capital	Area (In Sq. Km.)	Population	Density	Literacy (%)	Districts
Andhra Pradesh	Hyderabad	2,75,068	7,57,27,541	275	61.11	23
Arunachal Pradesh	Itanagar	83,743	10,91,117	13	54.74	14
Assam	Dispur	78,438	2,66,38,407	340	64.28	23
Bihar	Patna	94,163	8,28,78,796	880	47.53	36
Chhattisgarh	Raipur	1,35,194	2,07,85,956	154	65 18	16
Goa	Panaji	3,702	13,43,998	363	82 32	2
Gujarat	Gandhinagar	1,96,024	5,05,96,992	258	69.97	25
Haryana	Chandigarh	44,212	2,10,82,989	477	68.59	19
Himachal Pradesh	Shimla	55,673	60,77,248	109	77.13	12
Jammu & Kashmir	Srinagar	2,22,236	1,00,69,917	99	54 46	14
Jharkhand	Ranchi	79,714	2,69,09,428	338	54.13	22
Karnataka	Bangalore	1,91,791	5,27,33,958	275	67.04	27
Kerala	Thiruvananthapuram	38,863	3,18,38,619	819	90 92	14
Maharashtra	Mumbai	3,07,690	9,67,52,247	314	77.27	35
Manipur	Imphal	22,327	23,88,634	107	68.87	9
Meghalaya	Shillong	22,429	23,06,069	103	63,31	7
Mizoram	Aizawl	21,081	8,91,058	42	88 49	8
Nagaland	Kohima	16,579	19,88,636	120	67 11	8
Orissa	Bhubneshwar	1,55,707	3 67,06,920	236	63 61	30
Punjab	Chandigarh	50,362	2,42,89,296	482	69 95	17
Rajasthan	Jaipur	3,42,239	5,64,73,122	165	61 03	32
Sikkim	Gangtok	7,096	5,40,493	76	69 68	4
Tamil Nadu	Chennai	1,30,058	6,21,10,839	478	73.47	30
Tripura	Agartala	10,486	31,91,168	304	73 66	4
Uttaranchal	Dehra Dun	55,845	84,79,562	159	72.28	13
Uttar Pradesh	Lucknow	2,38,566	16,60,52,859	689	57.36	70
West Bengal	Kolkata	88,752	8,02,21,171	904	69.22	19

NATIONAL CAPITAL TERRITORY

State	Capital	Area (In Sq. Km.)	Population	Density	Literacy (%)	Districts
Delhi	Delhi	1,483	1,37,82,976	9,294	81.82	1
Andaman & Nicobar	Port Blair	8,249	3,56,265	43	81.18	2
Chandigarh	Chandigarh	114	9,00,914	7,903	81.76	1
Daman & Diu	Daman	112	1,58,059	1,411	81.09	2
Dadra & Nagar Haveli	Silvassa	491	2,20,451	449	60 03	1
Lakshadweep	Kavaratti	32	60,595	1,894	87.52	1
Pondicherry	Pondicherry	492	9,73,829	2,029	81.49	4
INDIA	**Delhi**	**32,87,263**	**1,02,70,05,247**	**324**	**65.38**	**590**

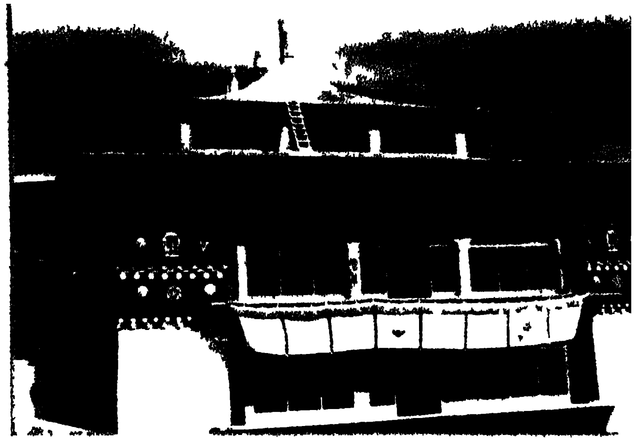
STATE DISTANCE GUIDE
Important Road Distances in India from Kolkata to...

Agartala	1,680 km.
Agra	1,258 km.
Ahmadabad	1,924 km.
Aizawl	1,547 km.
Ajmer	1,589 km.
Allahabad	805 km.
Ambala	1,600 km.
Amritsar	1,855 km.
Aurangabad	1,628 km.
Bangalore	1,881 km.
Bareily	1,239 km.
Bhagalpur	575 km.
Bhavnagar	2,111 km.
Bhopal	1,356 km.
Bhubaneshwar	441 km.
Bikaner	1,810 km.
Chandigarh	1,646 km.
Chennai	1,676 km.
Coimbatore	2,167 km.
Cuttack	416 km.
Dehra Dun	1,562 km.
Delhi	1,461 km.
Dhanbad	281 km.
Dibrugarh	1,520 km.
Gangtok	720 km.
Gaya	489 km.
Gorakhpur	816 km.
Guwahati	1,081 km.
Gwalior	1,248 km.
Hyderabad	1,516 km.
Imphal	1,565 km.
Indore	1,570 km.
Jaipur	1,462 km.
Jaisalmer	2,032 km.
Jalandhar	1,772 km.
Jammu	1,991 km.
Jamnagar	2,226 km.
Jamshedpur	295 km.
Jhansi	1,192 km.
Jodhpur	1,793 km.
Jorhat	1,384 km.
Kandla	2,289 km.
Kanniyakumari	2,359 km.
Kanpur	1,000 km.
Kohima	1,420 km.
Kolhapur	2,035 km.
Kota	1,516 km.
Lucknow	980 km.
Madurai	2,120 km.
Motihari	736 km.
Mumbai	1,987 km.
Muzaffarpur	652 km.
Mysore	2,020 km.
Nagpur	1,124 km.
Nashik	1,802 km.
Panaji	2,187 km.
Paradip	515 km.
Pathankot	1,884 km.
Patna	556 km.
Pondicherry	1,841 km.
Porbandar	2,318 km.
Pune	2,004 km.
Rajkot	2,140 km.
Rameswaram	2,268 km.
Raurkela	529 km.
Sagar	1,250 km.
Shillong	1,181 km.
Shimla	1,751 km.
Silchar	1,407 km.
Srinagar	2,284 km.
Thiruvananthapuram	2,384 km.
Tirupati	1,634 km.
Udaipur	1,867 km.
Ujjain	1544 km.
Vadodara	1,893 km.
Varanasi	680 km.
Vijayawada	1,248 km.
Vishkhapatnam	866 km.
Warangal	1,376 km.



১

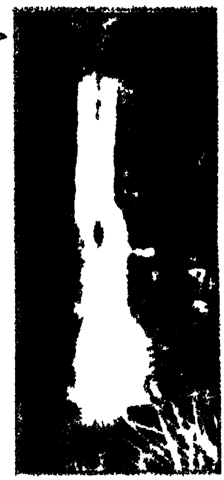
২



৩



৪



৫



৬



১। জয়পুর প্রাসাদ।

২। তাওয়াং গুম্ফা,
অরুণাচল প্রদেশ।

৩। চোর্তেন, সিকিম।

৪। বনতাওয়াং প্রপাত,
মিজোরাম।

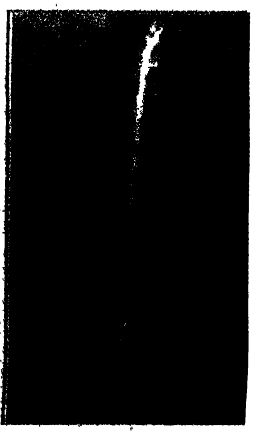
৫। তামদিল হ্রদ,
মিজোরাম।

৬। মিজো পাহাড়।

১



২



৩



১। গোল্ডেন বিচ, চেন্নাই।
২। নখালিখাই ঝরনা, চেরাপুঞ্জি, মেঘালয়।
৩। বিষ্ণু, পিলাক, ত্রিপুরা।
৪। আও যুদ্ধ-নৃত্য, নাগাল্যান্ড।
৫। স্যান্ড হেড-এ সূর্যাস্ত, রাজস্থান।
৬। কামাখ্যা মন্দির, গুয়াহাটি।

৪



৫



৬





১



২

৩



১। জুকোও উপত্যকা,
নাগাল্যাণ্ড।

২। অম্বুবাচী মেলা,
কামাখ্যা, গুয়াহাটি।

৩। লোকতাক হ্রদ,
মণিপুর।

৪। চেরাও বাঁশ-নৃত্য,
মিজোরাম।

৫। বিষ্ণু মন্দির,
বিষ্ণুপুর, মণিপুর।

৬। স্প্রেড ঈগল ফলস্,
মেঘালয়।



৪



৫



৬



১

১। জলমহল, জয়পুর।

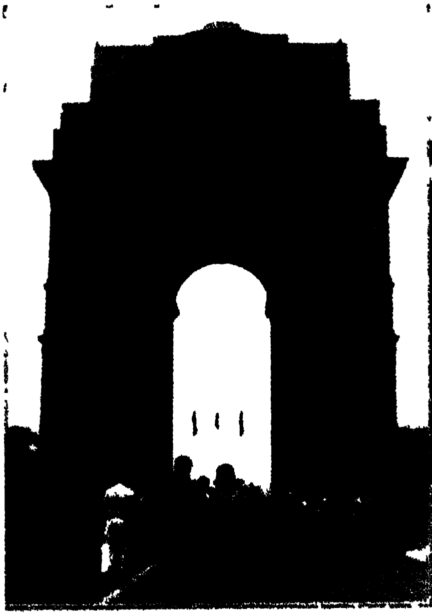
২। ইন্ডিয়া গেট, দিল্লি।

৩। লোসার উৎসব অরুণাচল প্রদেশ।

৪। গঙ্গা হরিদ্বার।

৫। কুতুব মিনার দিল্লি।

২

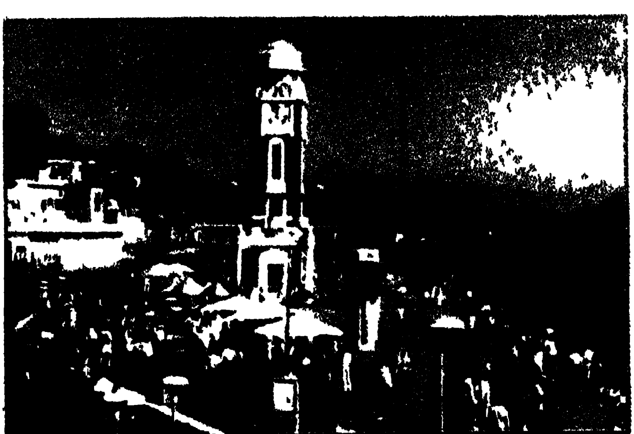


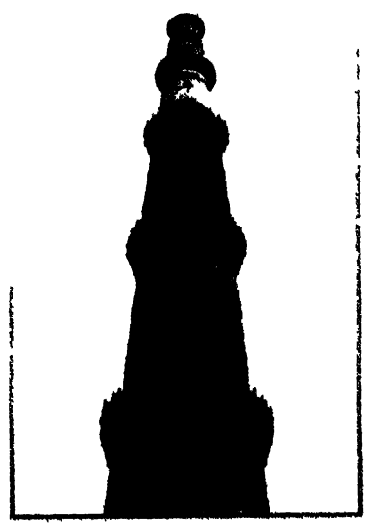
৩



৫

৪







১

১। কাজিবাঙা, অসম।

২। ত্রিপুবাসুন্দবী মন্দিব, মাতাবাড়ি, ত্রিপুবা।

৩। মাজুলি দ্বীপ অসম।

৪। মদন কামদেব অসম।

৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ স্মাবক কোহিমা।

৬। গাবো উপজাতিদেব ঘববাড়ি মেঘালয়।



২



৩



৪



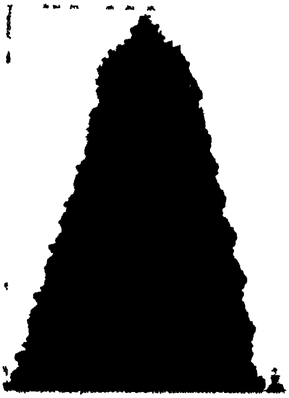
৫

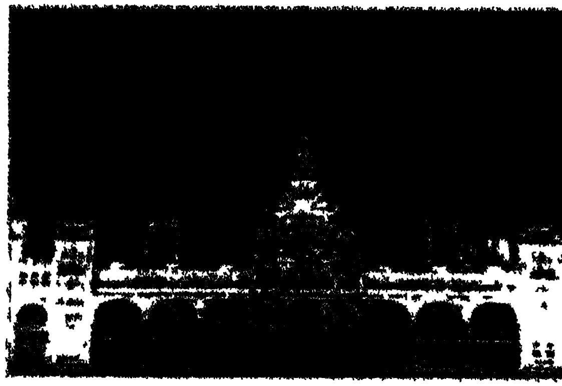


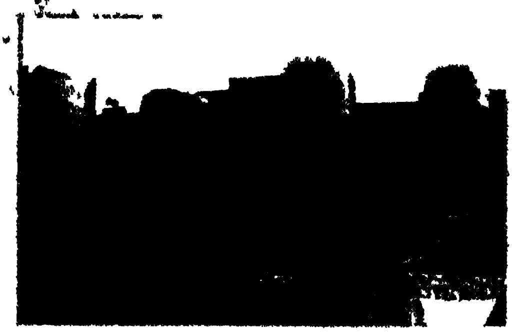
৬


১


২


৩


৪


৫


৬


৭

১ স্যাং হ৬ পাজস্থান

২ হ্রদের দৃশ্য
বাদাইকানাল

৩। চিন্নাস্বামী মন্দির
মহীশূর।

৪। আলোকশোভিত
মহীশূর প্রাসাদ

৫। জং সলমান দুর্গ
সোনার কেল্লা

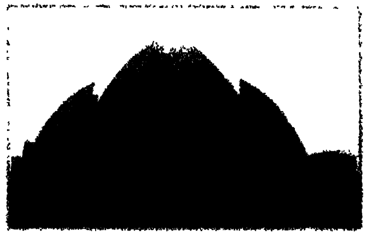
৬। পাবপুর প্রাসাদ

শ্রীপদ্মনাভস্বামী
মন্দির
তিরুবঅনন্তপুরম

১। ঊনকোটি, ত্রিপুরা।
২। লোটাস টেম্পল, দিল্লি।
৩। উখরুল-এর দৃশ্য, মণিপুর।
৪। সারনাথ, বেনারস।
৫। বৃহদীশ্বর মন্দির, তাঞ্জোর।
৬। ওয়ার্ডস লেক, শিলং, মেঘালয়।
৭। এনকে গুম্ফা, সিকিম।
৮। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, আগরতলা, ত্রিপুরা।

৩


১



২

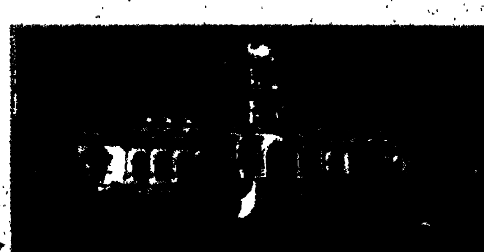
৪



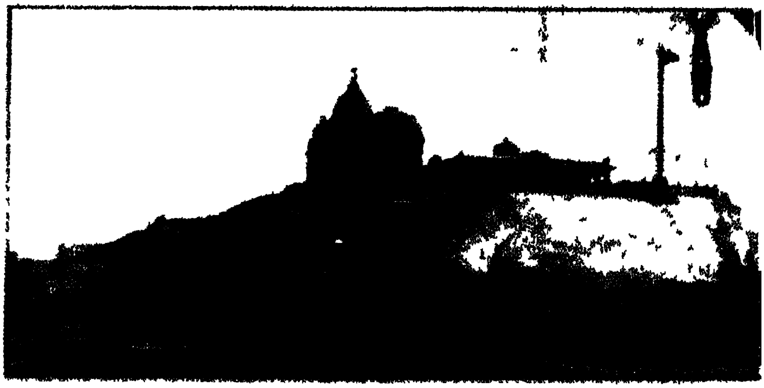
৫


৬

৭


৮


১। বিবেকানন্দ শিলা মন্দিব, কন্যাকুমাবী।
২। মহাবলীপুবম, তামিলনাড়ু।
৩। গোল্ডেন বিচ দুর্গ, চেন্নাই।
৪। মীনাক্ষী মন্দিব, মাদুবাই।
৫। এম জি বামচন্দ্রন সমাধি, চেন্নাই।

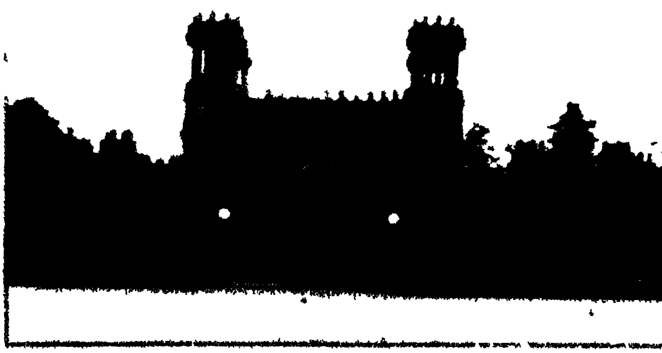


১



২

৩



৪



৫



অন্ধ্রপ্রদেশ

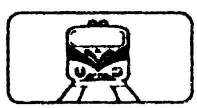
প্রদেশটির জন্ম ভাষাগত কারণে। মাদ্রাজের তেলুগুভাষী লোকদের দিয়েই এর আবির্ভাব। দাক্ষিণাত্য উপত্যকার প্রায় সিকিভাগ নিয়ে 2,76,754 বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই রাজ্যের দক্ষিণে তামিলনাড়ু, পশ্চিমে মহীশূর, উত্তর পশ্চিমে মহারাষ্ট্র, উত্তরে মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশা এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর। সমুদ্রোপকূলের দৈর্ঘ্য প্রায় 9,500 কিমি। লোকসংখ্যা 7,57,27,541 (2001)। সারা রাজ্যেই পাহাড় ও আধিত্যকা, গোদাবরী-কৃষ্ণাবিধৌত উপত্যকা, রায়লসীমার পার্বত্যভূমি, নেল্লর-গুন্টুরের সমুদ্রোপকূল সবই মনোরম সৌন্দর্যভরা। এর রাজধানী হায়দরাবাদ—ভারতের অন্যতম শহর। জেলার সংখ্যা 23। তিনটি অঞ্চল— রায়লাসীমা অঞ্চল, অন্ধ্র অঞ্চল ও তেলেঙ্গানা অঞ্চলে জেলাগুলি বিভক্ত। রাজ্যের পরিবহন ও সংযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। ভারতের 6টি প্রধান বিমানবন্দরের অন্যতম হল এ রাজ্যের বিশাখাপত্তনম। হিন্দু মুসলমানের নানা উৎসবে ভরা অন্ধ্র পর্যটকদের প্রিয় স্থান।

অন্ধ্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন না হলেও রাজা অশোকের সময়কালীন তো বটেই। তাঁর মৃত্যুর পর এখানে সাতবাহন বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরে চালুক্য ও চোল বংশের প্রতিষ্ঠা। 14 শতকে আলাউদ্দিন খিলজির অভিযানে এখানে মুসলমান সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। তারপর প্রায় 4 শতক ধরে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ চলতে থাকে-- শেষে হায়দরাবাদে নিজামের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় 1713 থেকে। স্বাধীনতার পর নিজাম যোগ দেন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে।

কখন বেড়াতে যাবেন অন্ধ্রপ্রদেশ সমুদ্রপৃষ্ঠের 1,760 ফুট (প্রায় 550 মিটার) উঁচুতে। বৃষ্টি হয় বেশি জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় 41°C এবং শীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 13°C। কাজেই বেড়াতে আসার সেরা সময় হল বর্ষা ধরে জুন থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে। তবে বর্ষা বাদ দিলেই ভাল। গড় বৃষ্টিপাত 90 সেমি। গ্রীষ্মে সুতি আর শীতে হালকা পশমি পোশাক হলেই চলে।

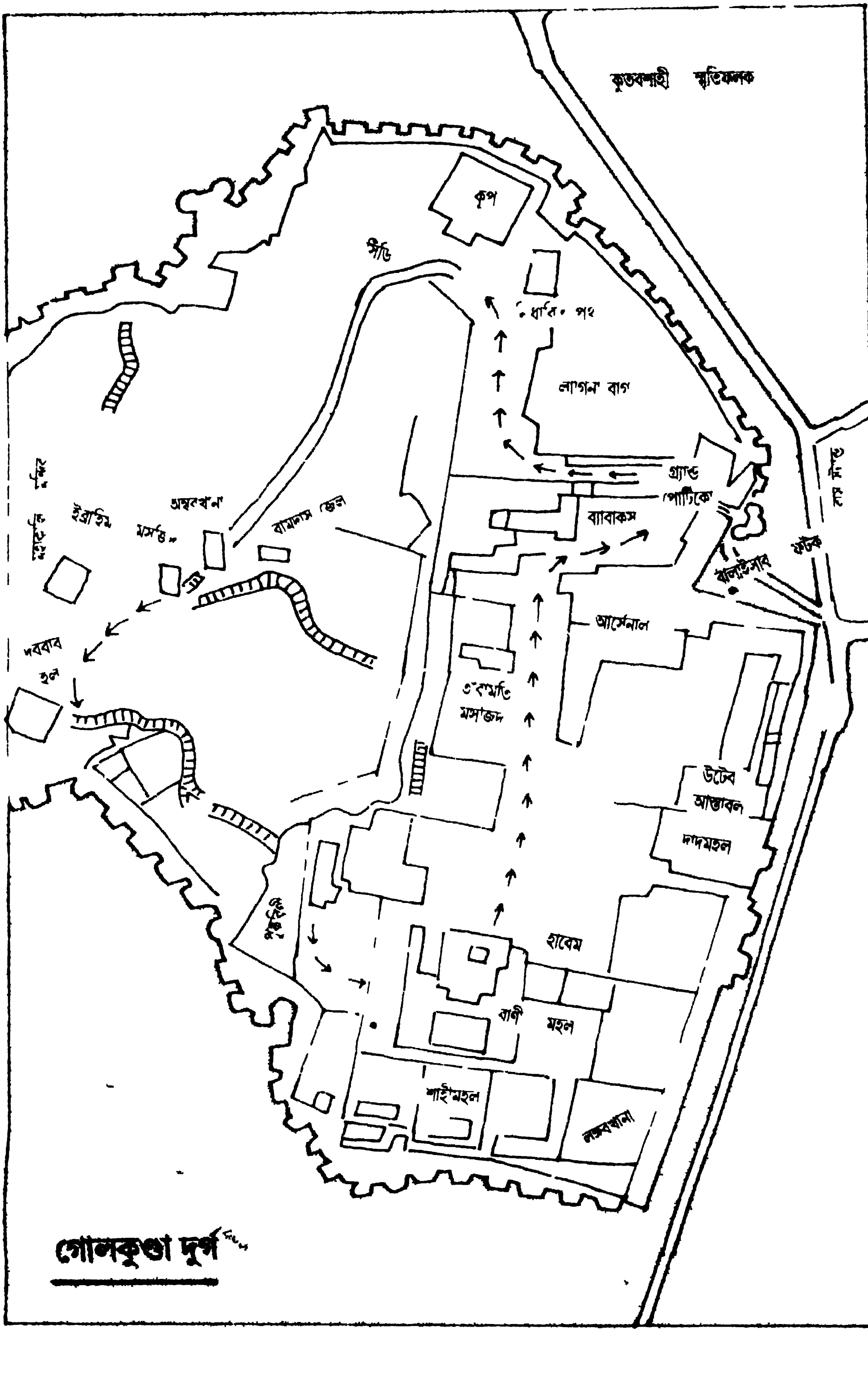
হায়দরাবাদ

অন্ধ্রপ্রদেশের জেলা, তালুক এবং শহর! প্রায় 217 বর্গমিটার আয়তনের এই জেলার বেশির ভাগই ঘন অরণ্য ও পর্বতসঙ্কুল। 16 শতকে কুতবশাহী আমলে এই শহরের জন্ম। 2 লক্ষ অধিবাসীর (জেলার মোট লোকসংখ্যা 36,84,460।) এই শহরটি আসলে দুই যমজ শহর হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের যোগফল। এর প্রাকৃতিক দৃশ্য, এর মন্দির মসজিদ, প্রাসাদ-হ্রদ, বাগিচায় হিন্দু মুসলিম ব্রিটিশ সংস্কৃতির চিহ্ন বর্তমান। সেই কবে 5 শতকে এর নামের সূচনা হয়েছিল। গোলকুণ্ডায় কাকতীয় রাজা গণপতির দুর্গ স্থাপনের সঙ্গে এর পদযাত্রা শুরু হয়। এর পরে সূচনা কুতবশাহী আমলের। 1589-তে মহম্মদ কুলি কুতব্ শাহ এই নতুন শহরের পত্তন করেন। তখন তাঁর প্রণয়িনী ভাগমতীর নামানুসারে শহরের নাম দেন ভাগ্যনগর। মুসি নদীর তীরেই প্রেমিকার সঙ্গে তাঁর প্রেমের প্রথম কদম ফুল ফুটেছিল। 2 বছর পরে নাম বদলে করেন হায়দরাবাদ। এ বছরেই নির্মাণ করেন সুখ্যাত চারমিনার পাথরঘাটির চৌরাস্তায় প্লেগ জয়ের স্মারক হিসাবে। মোগল রাজত্বের মধ্যে রাজ্যকে স্বাধীন ঘোষণা করেন নিজাম উল মুলক 1724-এ। স্থাপিত হল নতুন আসফ শাহী রাজবংশ। পরে নিজাম যোগ দিলেন স্বাধীন ভারতে মাসোহারার বন্দোবস্তের বিনিময়ে পৃথিবীর অন্যতম ধনী নিজামদের বংশের ইতিহাস যদি কেউ লেখেন?



কেমন করে যাবেন বিমানে - প্রতিদিন এখানের বেগমপেট বিমানবন্দরে বিমান উড়ে আসছে দিল্লি, বাঙ্গালোর, তিরুপতি ও চেন্নাই, মুম্বাই, বিজয়ওয়াড়া, বিশাখাপত্তম্ থেকে। কলকাতা থেকে Jet Airways এর বিমান প্রতিদিন ছাড়ে 11 40, 14 30 ও 19 20-তে। Alliance Air-এর বিমান ছাড়ে ম বৃ শ র 18 00টায় ও সো বু শু 19 45 এ। সাহারা ইন্ডিয়ার বিমান উড়ছে প্রতিদিন 6 40, 8 25, 11 20 ও 21 20-তে। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান যাচ্ছে হায়দরাবাদ প্রতিদিন 21 50 এ ছেড়ে। উড়ছে হায়দরাবাদ থেকে রাজমহেন্দ্রী, তিরুপতি, চেন্নাই, বিজয়ওয়াড়া পর্যন্ত। সময় লাগে চেন্নাই 1ঘ, মুম্বাই 1ঘ 10 মি, কলকাতা ভুবনেশ্বর হয়ে 1ঘ 25 মি, নাগপুর 1 ঘণ্টার মতো।

রেলে হায়দরাবাদের সঙ্গে ট্রেনপথে ভারতের সব প্রধান শহরই যুক্ত। কলকাতার পর্যটকরা পাবেন **হাওড়া থেকে** 8045 ইস্ট কোস্ট এক্স 10 45 ছেড়ে খড়গপুর, কটক, ভুবনেশ্বর, খুরদা রোড, বিশাখাপত্তনম্, রাজমহেন্দ্রী, বিজয়ওয়াড়া, সেকেন্দ্রাবাদ হয়ে হায়দরাবাদে 18 30, 1592 কিমি পার হয়ে। এটি পুনশ্চ হায়দরাবাদে 6 50 ছেড়ে পরের দিন 14.30 হাওড়ায়। 2703 ফলুকনামা এক্সপ্রেস 6 50 ছেড়ে পরদিন 9 35-এ সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছচ্ছে। 17.40-এ সেকেন্দ্রাবাদ ছেড়ে হাওড়া ফেরে 20 25-এ।


কুতবশাহী স্মৃতিফলক
কূপ
সিঁড়ি
নাগিনা বাগ
গ্র্যাণ্ড পোর্টিকো
ব্যারাকস
ফটক
আর্সেনাল
উটের আস্তাবল
দাদমহল
হারেম
রাণী মহল
শাহীমহল
লঙ্গরখানা
ইব্রাহিম মসজিদ
দরবার হল
গোলকুণ্ডা দুর্গ

আবার করমণ্ডল এক্সপ্রেসে (হাওড়া ছাড়ে 14.25) বিজয়ওয়াড়া (10.35) নেমে ট্রেন পাল্টে হায়দরাবাদ আসা যায়।

নিউ দিল্লি থেকে · 2724 অন্ধ্রপ্রদেশ এক্সপ্রেস 17.45 নিউ দিল্লি ছেড়ে মথুরা, আগ্রা ক্যান্ট, গোয়ালিয়র, ভোপাল, নাগপুর হয়ে সেকেন্দ্রাবাদ আসছে 19.00টায় আর হায়দরাবাদ পৌঁছচ্ছে 19.40-এ। হজরত নিজামুদ্দিন থেকে 7022 দক্ষিণ এক্সপ্রেস 20.30 ছেড়ে হায়দরাবাদ পৌঁছচ্ছে পরদিন 7.15। 2648 নিজামুদ্দিন-কোয়েম্বাটোর কঙ্গু এক্সপ্রেস 08.40 হজরত নিজামুদ্দিন ছেড়ে সেকেন্দ্রাবাদ আসে পরদিন 12.05-এ। নিজামুদ্দিন-ব্যাঙ্গালোর রাজধানী এক্সপ্রেস সোম মঙ্গল শুক্র শনি 20.50 ছেড়ে সেকেন্দ্রাবাদ আসে 19.10-এ।

চেন্নাই থেকে : 7053 চেন্নাই-সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস 16.00টায় ছেড়ে 6.55, 2759 চারমিনার এক্সপ্রেস 18.10 ছেড়ে সেকেন্দ্রাবাদ 7.15 এবং 8.25 হায়দরাবাদ। আবার হায়দরাবাদ থেকে 15.50 ও 20.10 ছেড়ে চেন্নাই সেন্ট্রাল পৌঁছচ্ছে যথাক্রমে 5.55 ও 10.20-তে।

মুম্বাই থেকে : মুম্বাই থেকে 7031 হায়দরাবাদ এক্স 12.45 ছেড়ে পুনে সোলাপুর হয়ে হায়দরাবাদে 6.10-এ। 7001 হুসেন সাগর এক্স 21.50 ছেড়ে হায়দরাবাদে 12.55। সেকেন্দ্রাবাদে আসছে 1019 মুম্বাই-ভুবনেশ্বর কোনাবক এক্সপ্রেস 15.10 মুম্বাই ছেড়ে পরদিন 7.40-এ। ফেরে হুসেন সাগর এক্স 14.20 ছেড়ে 5.10। হায়দরাবাদ এক্স 20.40 ছেড়ে মুম্বাই 13.25। **তিরুপতি** 5.30 ছেড়ে আসছে 7405 কৃষ্ণা এক্স সেকেন্দ্রাবাদে 20.30, হায়দরাবাদে 21.40 ; গুন্টুরে 5.30 ছেড়ে গোলকুণ্ডা এক্স সেকেন্দ্রবাদে 13 30। আর হায়দরাবাদে 5.30 ছেড়ে কৃষ্ণা এক্স তিরুপতি আসে 21.30; 12.50 ছেড়ে সেকেন্দ্রাবাদ থেকে গোলকুণ্ডা এক্সপ্রেস 21.15 গুন্টুরে আসে।

বিশাখাপত্তনম-এ 17.00 ছেড়ে গোদাবরী এক্স বিজয়ওয়াড়া-সেকেন্দ্রাবাদ হয়ে হায়দরাবাদে 6.40, আর হায়দরাবাদ 17.15 ছেড়ে গোদাবরী এক্সপ্রেস বিশাখাপত্তনম ফেরে 6.50-এ : গৌতমী এক্স কাকিনাড়া পোর্ট 19.15 ছেড়ে 6.50 মিনিটে। সেকেন্দ্রাবাদে ট্রেন আসছে মনমাদ 19.15 ছেড়ে 1405 বিশাখাপত্তনম-কাকিনাড়া-মনমাদ এক্সপ্রেস 9.10-এ। এই ট্রেন বিশাখাপত্তনম 23.15 ছেড়ে সেকেন্দ্রাবাদ আসে 16.40-এ। এছাড়াও নানা দিক থেকে ট্রেন আসছে।

সড়ক পথে : হায়দরাবাদ থেকে নীচের জায়গাগুলির **দূরত্ব**— ওয়াদা- গুন্টুর হয়ে 334 কিমি, ঔরঙ্গাবাদ 539 কিমি, শোলাপুর- বিজাপুর হয়ে বাদামী 597, কিমি, কার্নল- অনন্তপুর হয়ে বাঙ্গালোর 590 কিমি, বাসার 273 কিমি, সূর্যপেট -কাঠগুদাম হয়ে ভদ্রাচলম 311 কিমি, বিদর 130 কিমি, শোলাপুর হয়ে বিজাপুর 404 কিমি, কার্নল হয়ে লেপাক্ষি 494 কিমি, বাঙ্গালোরে হয়ে চেন্নাই 955 কিমি, আর গুন্টুর-নেলোর হয়ে ৩91 কিমি, শ্রীশৈলম 219 কিমি, তিরুপতি 580 কিমি, বিশাখাপত্তনম-রাজমহেন্দ্রী হয়ে 667 কিমি, ওয়ারাংগল 157 কিমি। সূর্যপেট হয়ে ওয়াদা 265 কিমি, শোলাপুর-পুনে হয়ে মুম্বাই 690 কিমি। বাস ছাড়ছে APSRTC Central Bus station, Jubilee (অনুসন্ধান Ph : 276203. বুকিং 276204) ও City Bus Station, Gowliguda, Hyderabad (অনুসন্ধান Ph: 241919, বুকিং 2557649) থেকে নিয়মিত বাস আসছে বাঙ্গালোর, গুন্টুর, নাগার্জুনসাগর, তিরুপতি, শ্রীশৈলম্ ভদ্রাচলম্, ওয়ারাংগল, নাগপুর, রায়চুর, বোম্বাই, ঔরঙ্গাবাদ থেকে। **স্থানীয় যানবাহন** বলতে পাবেন সাইকেল রিক্সা, সিটি বাস সার্ভিস, অটোরিক্সা, মিটারযুক্ত ট্যাক্সি ছাড়া

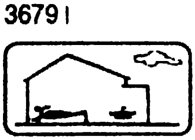
কনডাকটেড ট্যুর

Andhra Pradesh Tourism Development Corporation Ltd (APTDC), Yatri Niwas Hotel, Sardar Patel Road, Secundrabad 500003 (Ph 2843943) বেশ কয়েকটি সফর পরিচালনা করে থাকে।

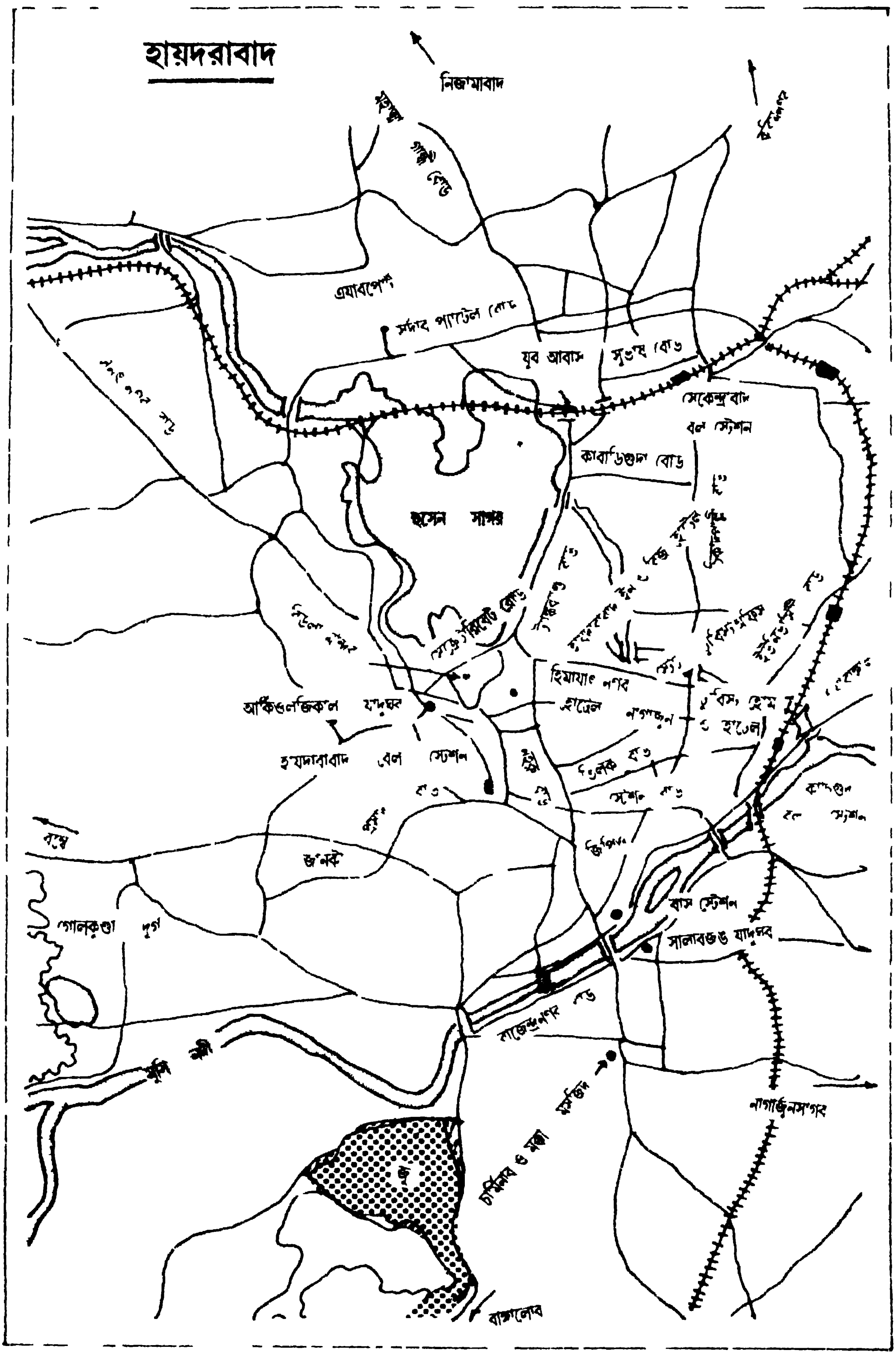
- **হায়দরাবাদ শহর দর্শন**। 8.00 টায় বেড়িয়ে ফেরা 18.00 টায়। ভাড়া মাথাপিছু ১২০৲ অন্যান্য দর্শনী যাত্রীর।
- **নাগার্জুন সাগর ও নাগার্জুন কোন্ডা**: 6 00 টা থেকে 21.00 টা। ভাড়া ৩০৫৲।
- **মন্ত্রালয়ম** : যথেষ্ট যাত্রী হলে তবেই 2 দিনের এই সফর। শনিবার সকাল 10.00 টায় শুরু, ফেরা রবিবার রাত 9.00 টা। রাঘবেন্দ্র স্বামী মন্দির, আলমপুর মন্দির, পিল্লালামারি মন্দির দেখার খরচ ২৮০ মাথাপিছু।
- **তিরুপতি-তিরুমালা** : যাচ্ছে প্রতি শুক্রবার বিকেল 4.00 টায়। ফেরা সোমবার সকাল 7.00 টায়। ভাড়া ৬৫০৲ থাকার খরচ সহ।
- **বিশাখাপত্তনম ও ওয়াদা** : দুটি পৃথক ট্যুরে ঘুরিয়ে আনে ৯০৲ বিনিময়ে। সময় 8.00- 19.00 টা। APTDC 15 দিনের **দক্ষিণ ভারত প্যাকেজ ট্যুরে** নিয়ে যাচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশ- তামিলনাড়ু - কর্ণাটক - কেরালা। প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবার যাত্রা শুরু হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটনের ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি। প্রাইভেট কার ও ড্রাইভারের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন— Thomas Cook (Ph : 2231988) 6-1-57, Nasir Arcade, Saifabad, Hyderabad- 500 004; Mercury Travels (Ph: 2830670) 92 & 93 Suryakiran Bldg., SD Road, Secundrabad-500 003; Sita World Travels, Sita House (Ph: 2233638) 3-5-874, Hyderguda ও Travel Corporation Ltd. (Ph: 2212722) 102, Regency House, 608 Somajiguda, Greetands Rd. Hyderabad 500082।

পর্যটন দফতর: হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ — এই দুই স্টেশনেই পর্যটন বিভাগের অফিস আছে। তবে মূল দপ্তরের ঠিকানা হল : Government of Andhra Pradesh Tourist Office, 5th Floor, Gagan Vihar, Mukhramjahi Rd., Hyderabad 500001 (Ph: 2557531), Andhra Pradesh Tourism Development Corporation-এর অফিসও এই বাড়িতেই 11th floor-এ, Ph: 2460 1979; আর ITDC-র অফিস হল : ITDC Tourist Office, Sandozi Building, 26 Himayatnagar, Hyderabad 500029 (Ph: 2666877)। পর্যটন দপ্তরের পর্যটক আবাসগুলির কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ অফিস : পর্যটন দপ্তর, ট্যাঙ্ক ব্যান্ড রোড, হায়দরাবাদ 500022, Ph: (040) 23453036; ফ্যাক্স : 2345 3086। কলকাতায় যোগাযোগ : অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটন, সিকিম কমার্স হাউস, দোতলা, 4/1 মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা 700 071, ফোন : 2281 3679।



কোথায় উঠবেন : বানজারা পাহাড়ের উপরে 5-তারা Hotel Banjara, 13 Banjara Hills (Ph: 222616, 2222222) SAC ১,৭৫০৲, DAC ১,৯৫০৲, স্যুইট ৪,৫০০৲; Holiday Inn Krishna (Ph: 2393939) 1, Banjara Hills ২৫০০৲ - ৬৫০০৲; Hotel Bhaskar Palace (Ph: 2396144) 6-3-248/2, Banjara Hills ১৩০০৲ - ৩০৫০৲; Taj Residency (Ph: 2399 999) Road No. 1, Banjara Hills ২৫০০৲ - ৫৮০০৲; এখানেই The Krishna Oberoi (Ph: 2392 323) ২৬০০৲ - ৬০৫০৲ ; 4-তারা Ritz Hotel, Hill Fort Palace (Ph: 2233571) R- 37 SAC ১১০০৲, DAC ১৩৫০৲ - ১৭০০৲ সার্ভিস চার্জ 10% ; 4-তারা Hotel, Sampurna International, Mukharamjahi Rd (Ph. 240165-66) SAC ৪০০৲ - ৫৫০৲,DAC ৫৫০৲ ৭৫০৲ । সার্ভিস চার্জ 10% ; 3-তারা Hotel Basera, SD Road, Secunderabad (Ph. 2823200) R-45 SAC ৬২৫৲, DAC ৮৫০৲; 3-তারা Hotel Sarovar, 5-9-22 Secretariat Road (Ph : 2237 638) R- 77 ৩২৫৲-৬০০৲; 2 তারা হোটেলগুলির মধ্যে Hotel Deccan Continental (Ph: 2840191) Ronald Ross Rd, Secunderabad SAC ৬৫০৲ DAC ৮৫৲ স্যুইট ১,২৫০৲ SAB ৩৫০৲ DAB ৫৫০৲; Hotel Nagarjuna, Basheerbagh (Ph: 2237201) R-50 SAC ৫৫০৲,DAC ৭৫০৲ স্যুইট ১০৫০৲ SAB ৪০০৲ DAB ৫২৫৲ ; Rock Castle Hotel, Jubilee Hills (Ph: 2233541) R-22 SAC ৩৫০৲ DAC ৪৫০৲ কটেজ ৩২৫৲ সার্ভিস চার্জ 10% ; Park Lane Hotel, 115 Park Lane (Ph: 270148) R-47 SAC ৪২৫৲ DAC ৫৭৫৲ ; Hotel Dwaraka, Lakdi-ka-Pul (Ph : 2237921), Rajbhavan Rd, SAB ২০০৲ DAB ২৯০৲ DAC ৩৯০৲ সার্ভিস চার্জ 10% ; Hotel Emerald, Chirag Ali Lane, Abids (Ph : 2202836) R 85 S ৪৫০৲, D ৬৫০৲ SAC ৬৫০৲, DAC ৮৫০৲ ; Hotel Rajdhani, Siddiamber Bazar (Ph: 2590650) R-88 S ২৫০৲, D ৩৫০৲ SAC ৪৯০৲, DAC ৫৭৫৲; Hotel Siddharta, 4-1-465 Troop Bazar (Ph . 2557421) R-108 SAC ৩৫০৲ DAC ৪৯০৲, 1-তারা হোটেলগুলির মধ্যে Percy's Hotel, Sardar Patel Rd, Secunderabad, R- 24 S ২৫০৲, D ৩৭৫৲ SAC ৪৫০৲,DAC ৫২৫৲ সার্ভিস চার্জ 10% ; Taz Mahal Hotel,4-1-999, Abids Road (Ph: 2237 988) R-69, S ২৬০৲, D ৩৫০৲ SAC ৪৫০৲, DAC ৬৫০৲; অন্যান্য হোটেলের মধ্যে Blue Moon Hotel, 6-3-186/A Raj Bahvan Rd, Begumpet (Ph: 2312815) R-30, SAC ৪২৫৲ DAC ৬৫০৲ SAB ২৫০৲ DAB ৩৭৫৲ সার্ভিস চার্জ 10%। এখানেই দামী হোটেল Welcomegroup Grand Kakatiya Hotel & Towers, Begumpet (Ph: 2310 132) ২৮০০৲ - ৭০০০৲; Hotel Asrani 1-7-179 MG Rd (Ph: 2822267) S ২৫০৲, D ৩৫০৲ SAC ৫২৫৲, DAC ৭৯০৲; Hotel Harsh, Nampally, রেল স্টেশনের উল্টোদিকে, S ২৫০৲, D ৩৭৫৲ SAC ৫৫০৲, DAC ৫৫০৲ ; এখানেই 5-8-230- এ Hotel Rajmata Pvt. Ltd. (Ph: 2203222) ৩০০৲ - ৪৭৫৲; স্টেশন রোড, নামপল্লীতে Hotel Annapurna S ২০০৲,D ৩০০৲ SAC ৩৭৫৲, DAC ৫২০৲; 5-8-225 নামপল্লীতে The Royal


হায়দরাবাদ
নিজামাবাদ
সর্দার প্যাটেল রোড
যুব আবাস
সেকেন্দ্রাবাদ
রেল স্টেশন
কাবাডিগুড়া রোড
হুসেন সাগর
হিমায়াৎ নগর
আর্কিওলজিক্যাল যাদুঘর
হায়দরাবাদ রেল স্টেশন
স্টেশন রোড
গোলকুণ্ডা দুর্গ
মুসী নদী
বাস স্টেশন
সালারজঙ যাদুঘর
নাগার্জুনসাগর
চার্মিনার ও মক্কা মসজিদ
বাঙ্গালোর

Hotel (Ph 2201020) ১২৫-২৫০, 5-8-268/271 নামপল্লীতে MKD Hotel R-60 S ১৭৫ D ২৫০ SAC ৩১০, DAC ৪১০, Mazzam Shahi Market-এ Hotel President SAC ২৭৫, DAC ৪২৫, Hotel Ashoka 29/11 Lakdi-ka-Pul (Ph 2230105) R-90, S ২৯০, D ৪০০ SAC ৫২৫, DAC ৭২৫, Lakdi-ka-Pul-এ Om International S ৩০০,D ৪০০ SAC ৪৮০, DAC ৫৯০ , বালানগর Hotel Samrat (Ph 2262881) S ২০০,D ৩৫০ SAC ৪৯০, DAC ৫৮০, Hotel Shivani Hyderguda R-40 S ২০০, D ৩৪০ DAC ৪২৫, লেক হিল্‌স রোডে Hyderabad Inn, R 30 S ২৫০ DAC ৪০০ . Hotel Jaya International (Ph 2475-2929), Bank St S ২০০ D ৩৫০ SAC ৪০০, DAC ৫৫০, Hotel Saptagiri, Station Road S ২০০ D ৩৫০ DAC ৫২০ , Hotel Suhail G P O র পেছনে S ২০০, D ৩৫০ DD ৪২৫ DAC ৫৫০। এছাড়াও ২১০ ৩৫০ এর মধ্যে হোটেল আছে নটরাজ, নিউ বয়্যাল, প্যালেস, যাত্রিক, স্বাগত, থ্রি ক্যাসলস্, ইম্পিরিযাল, কামাট, সুপার, শান্তিনিবাস, সাধনা লজ, শ্রীবৃন্দাবন। কাচিগুদা স্টেশন রোডে রাজমহল, ত্রিবেণী, ট্যুরিস্ট, বন্না, নটরাজ, সবস্বতী, শ্রী নন্দ ইত্যাদি। সেকেন্দ্রাবাদ রেল স্টেশানের কাছে - ইন্ডিয়ানা, অ্যালপাইন, সান, এভারেস্ট, পদ্মজা লজ, ন্যাশনাল লজ, শ্রীদেবী ইত্যাদি। Lakdi-ka-Pul-এ অযোধ্যা, দ্বারকা, ফেমিনা, হিলটপ, কৃষ্ণা, মধুব। ব্যাঙ্ক স্ট্রিটে সিদ্ধার্থ হোটেল প্রভৃতি অজস্র থাকার জাযগার অভাব নেই। সেকেন্দ্রাবাদে তৈরি হয়েছে অন্ধ্র রাজ্য পর্যটন দপ্তরের Shamirpet Lake Resort (Ph 244510) DAB ২১০, DAC ২৬৫ আব যাত্রীনিবাস (Yatri Niwas S P Road, Secunderabad 500 003, Ph 840 005) তো বয়েছেই সর্দার প্যাটেল রোডে DAB ৩২০, DAC ৪০০। আবও বয়েছে সেকেন্দ্রাবাদ রেল স্টেশনে RR (বিজ্ঞা, সুপারিনটেনডেন্ট) প্রতিদিন মাথা পিছু ৩০-৫০, YMCA (বিজ্ঞা সম্পাদক — অন্তত দুদিন আগে জানাতে হবে) ২০-৪০ প্রতিদিন মাথাপিছু । আছে Somajiguda-তে Lake View GH (বিজ্ঞা General Admn Deptt, Govt of A P Secretariat, Hyderabad), Greenlands GH, বেগমপেট (বিজ্ঞা ঐ)। সেকেন্দ্রাবাদে YWCA ৩০ ৪০। হায়দবাবাদে অন্ধ্র পর্যটন দপ্তবের Osman Sagar Guest House, Gandhipet এবং Vishranti Guest House, Ph 29233864 ৪০০-৬০০ মধ্যে, সব ঘরই AC।

ধরমশালা ঘর পিছু ২০-৩০ মধ্যে Grain Bazar, Municipal Sarai (নামপল্লী), এখানেই Rampratap Dharamsala, কাচিগুদায জুবিলি সরাই, সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনের বিপরীতে সজ্জনলাল সরাই ইত্যাদি।

কী কী দেখবেন এখানে—

চারমিনার নতুন শহরটি স্থাপনের 2 বছর পরে 1591-এ শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রধান বাজারের প্রবেশপথে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থেকে হায়দারাবাদের গৌরব-গাথা ঘোষণা করে চলেছে আজ 400 বছর ধরে এই চারমিনার। শহর থেকে ভয়াবহ প্লেগ রোগকে দূরীভূত করার জয়স্তম্ভ এই পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে স্থাপিত চারমিনার। প্রতিটি 53 মিটার উঁচু। কমবেশি 15 থেকে 30 মিটার বেড় নিয়ে চুন আর পাথরে তৈরি এই 4টি স্তম্ভ দেখতে গেলে আপনাকে রেল স্টেশন থেকে শহরের অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রায় 6 কিলোমিটার পথ যেতে হবে। এদের উপরে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা যায়। 3 তলায় রয়েছে একটি ছোট মসজিদ, একটি বিদ্যালয়ও। দোতলায় আছে একটি মন্দির। প্রতি রাত্রে সন্ধ্যা 7 00 টা থেকে রাত 9 00 টা পর্যন্ত 4টি মিনারকে যখন আলোকশোভিত করা হয়, সে এক অনুপম দৃশ্য। এখানে 12 বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের প্রবেশমূল্য লাগে না প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অবশ্যই প্রবেশমূল্য আছে। এরই উত্তরে শহরের প্রথম কাজ হিসেবে যখন 4টি রাস্তা বানানো হয় তখন তাতে প্রবেশের জন্য যে 4টি কামান বা খিলান তৈরি হয়, এখনো তা দেখা যায়।

মক্কা মসজিদ চারমিনারের পশ্চিমে শহরের তথা দাক্ষিণাত্যের বৃহত্তম মক্কা মসজিদটি তৈরি শুরু হয় আবদুল্লা কুতব শাহের আমলে 1614-য। নির্মাণ শেষ করেন ঔরংজীব 1687 তে। আর এর তোরণটি তৈরি করে দেন 1692-এ। একসঙ্গে 10 হাজার লোক এখানে নামাজ পড়তে পারেন। এর মধ্যে, মসজিদের বাঁদিকে আছে নিজামদের অনেকগুলি কবর। উঁচু স্তম্ভ শ্রেণী এবং তোরণ দুই ই একটি মাত্র পাথর কেটে তৈরি। এই পাথর আনা হয়েছিল 11কিমি উত্তরের এক গ্রানাইট পাথরের খাত থেকে। টেনে এনেছিল 1,400 টি বলদ। এই মসজিদের একটা ইট নাকি মক্কা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল।

জামি মসজিদ চারমিনারের উত্তর-পূর্বে স্থাপিত, প্রথম পথের পূর্ব দিকে একটি সরু গলির শেষে শহরের এটিই সবচেয়ে পুরনো মসজিদ, তৈরি করেন সুলতান মুহম্মদ কুলি 1598-এ। ইনি গোলকুণ্ডা থেকে হায়দরাবাদের (তখন নাম ভাগ্যনগর) নতুন রাজধানীতে আসার জন্যে মুসি নদীর উপরে যে পুল তৈরি করেন তা এখনো আছে।

হাইকোর্ট রূডগেজ রেলওয়ে স্টেশন থেকে বের হয়ে এসে যদি মুসি নদীটি আফজলগঞ্জ সেতু দিয়ে পার হয়ে আসেন

তবে পশ্চিম দিকে পাবেন হাইকোর্ট। লাল আর সাদা পাথরে তৈরি এর অট্টালিকাটি নদীর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে একটা শিল্পের মত। নদীর উত্তর তীরে রয়েছে ইন্দো সেরাসেনিক শৈলীতে গড়া ওসমানিয়া জেনারেল হস্পিটাল।

পাবলিক গার্ডেন / বোটানিকাল গার্ডেন নদীর উত্তর তীরেই এর অবস্থান। আর রেল স্টেশনের অবস্থান তো খুব কাছেই। এই বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঢুকলেই দুনিয়ার সব রকমের গাছ আপনার দেখা হয়ে যাবে। পদ্মফুলে ভরা লেক জোগাবে মনের ও চোখের খোরাক। এর মধ্যেই ফুল বাগিচা। সঙ্গে যদি ছোটরা থাকে তবে তারা তো খেলার মাঠ পেয়ে আর কোথাও যেতে চাইবে না। এখানেই দেখুন প্রাগৈতিহাসিক নানা যন্ত্র ভাস্কর্য, চিত্রমালা দেখুন শিলালেখ মুদ্রা প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র, পুরনো বস্ত্রাদির আশ্চর্য সংগ্রহ আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামে। এর পুরো নাম অবশ্য অন্ধ্রপ্রদেশ স্টেট মিউজিয়াম। মমিও দেখতে পাবেন এখানে। এর কাছেই রয়েছে অজন্তা প্যাভিলিয়ন। এখানে রয়েছে সমান মাপের অজন্তা ফ্রেস্কো ও দেওয়াল চিত্রের আশ্চর্য প্রতিচিত্রমালা এরই লাগোয়া আর এক বাড়িতে হেলথ মিউজিয়াম [illegible] আর্ট [illegible] শনি 5 15 [illegible] খোলার সময় 10 30 17 00 সোমবার বন্ধ

নৌবত পাহাড় (কালা পাহাড়) পাবলিক গার্ডেনের পেছনদিকে রয়েছে দুটি ছোট পাহাড়। কুতবশাহী আমল থেকে ঔরংজীবের আমল পর্যন্ত এদের চূড়া থেকেই রাজাদেশ প্রচারিত হত দামামা ধ্বনির সঙ্গে। 1940-এ নিজামের প্রধানমন্ত্রী স্যার মির্জা ইসমাইল এদের উপর দাঁড় প্যাভিলিয়ন গড়ে দেন। একটি পাহাড় থেকে রয়েছে জলস্তম্ভ বাগান আর এটির নাম নীলাদ্রি বা কালাপাহাড়। এখানে বিড়লারা রাজস্থান থেকে পাথর আনিয়ে বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় 10 ফুট (3 মিটার) উঁচু ভেঙ্কটেশ্বরের বা বালাজির মূর্তি বসিয়ে তৈরি করে দিয়েছে **শ্রীভেঙ্কটেশ্বরের মন্দির** অনেকটা খাজুরাহো মন্দিরের ঢঙে। এটি বিড়লা মন্দির নামেও পরিচিত। 16 মিটার (51 ফুট) উঁচু গোপুরমটি অবশ্য দক্ষিণী শৈলীর। এর পাশেই নতুন স্টেডিয়ামটির নাম **লাল বাহাদুর স্টেডিয়াম**। প্রতিদিন 6টা করে শো দেখানো হয়। তবে শনি রবিবার ও ছুটির দিনে 4 টি শো হয়।

চারমিনার থেকে দক্ষিণে এগিয়ে দেখতে পাবেন **চৌমহল্লা প্যালেস**। এর অন্দরমহলের সঙ্গে তেহরানের শাহের প্রাসাদের মিল লক্ষ করা যায়। প্রাসাদ ছাড়িয়ে **বারাদরি**। এখানে নিজামের পেশকার বা মন্ত্রী চন্দুলাল একদা বাস করতেন। কাছের ব্রিটিশ রেসিডেন্সি এখন মেয়েদের **ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি কলেজ**। স্টেশনের 12 কিলোমিটার দূরে **ফলকনুমা প্যালেসে** গিয়ে দেখুন প্রাচীন এই প্রাসাদের অভ্যন্তরটি কী বিপুল ব্যয়ে কারুকার্যে বিচিত্রিত। তবে দেখতে হলে কিং কোঠি প্যালেসে গিয়ে আগে থেকে অনুমতি চেয়ে নিন। এর ছবি বস্ত্রাদি, পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থসম্ভারে ভরা লাইব্রেরি বিস্ময় সৃষ্টি করে।

এবার চলুন 6 কিমি দূরত্বের মধ্যে একে একে দেখি মহাকালী মন্দির ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পুরানী হাভেলী আর সালারজং মিউজিয়াম।

মহাকালী মন্দির মন্দিরটি অবশ্য সেকেন্দ্রাবাদে। জুন জুলাই মাসে যখন বোনালু উৎসব হয় তখন মন্দিরটিতে উপাসনার জন্য বহু পুণ্যার্থীর আগমন হয়

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্বোধন হয়েছিল যদিও 1917 যতদূর ও এর নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয় 1939 এ নিজাম করেন। বিশাল এক চত্বরে অসংখ্য বাড়ি নিয়ে গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই কলেজ গবেষণাকেন্দ্র ছাত্রাবাস গ্রন্থাগার বোটানিক্যাল গার্ডেন। সবই স্থান পেয়েছে। ইন্দো সেরাসেনিক স্থাপত্যে নির্মিত কলা মহাবিদ্যালয়টি [illegible] উচ্চ এক [illegible] মাধ্যমে [illegible] পুরানী হাভেলীর বিশাল প্রাসাদোপম বাড়িটি দেখার [illegible]

সালারজং যাদুঘর আগেই বলে দিই সালারজং শব্দটির অর্থ প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ নিজামের প্রধানমন্ত্রী এমনই তৃতীয় সালারজং ছিলেন মীর ইউসুফ আলি। এদের বংশের পাঁচজন ব্যক্তি নিজামের প্রধানমন্ত্রীর পদ পেয়েছিলেন। মীর ইউসুফ আলি সকলের [illegible] আলি 13 বছর বয়সে সালারজং উপাধি পেয়েছিলেন। ইনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পান চব্বিশ বছর বয়সে ইনিই 1876 এ রোম থেকে কিনে এনেছিলেন 'ভেইলড রেবেকা' আশ্চর্য মার্বেল মূর্তি। এটিই সম্ভবত এই যাদুঘরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মূর্তি এর শিল্পী ছিলেন ইটালির জি এম বেনজনি 40 বছরের পরিশ্রমে তাঁর এই একমাত্র কাজটি করেই তিনি জগদ্বিখ্যাত হন। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের কুমারী রেবেকা বিয়ের আগে উটের পিঠে চড়ে যেতে যেতে হঠাৎ ভাবী স্বামী ইসাহাককে দেখে যে লজ্জা অনুভব করে মাথার আবরণ ফেলে দেন।— তাই যেন মূর্তিতে জীবন্ত। তবে এই যাদুঘরের 38টি গ্যালারিতে সংরক্ষিত প্রায় 35 হাজার প্রদর্শিত জিনিসের অধিকাংশ সংগ্রহ করেছেন তৃতীয় সালারজং মীর ইউসুফ আলি। 1914 তে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে অবধি তিনি বিশ্ব জুড়ে এই সংগ্রহের কাজে লাগেন আমৃত্যু (মৃত্যু 2 মার্চ 1949)। 1951 এ ডিসেম্বরে পণ্ডিত নেহরু সকলের জন্য এই সংগ্রহশালাটি উন্মুক্ত করে দেন। 1968 তে নতুন গৃহটি

নির্মিত হয়। জনসাধারণ প্রবেশ কবতে পান কেবল একতলা ও দোতলায়। প্রথমটিতে 20টি ও দ্বিতীয় তলায় 18টি গ্যালাবি আছে। এছাড়া পাবিবাবিক সংগ্রহটি আছে Founder's Gallary-তে। এব মধ্যে আছে সালাবজংকে দেওয়া এডওযার্ড অ্যালবার্টেব কপোব বিশাল পানপাত্র (1876), বানী ভিক্টোবিয়াব দেওয়া (1877) উর্দুতে লেখা এক স্মাবকপত্র, চেকোশ্লোভাকিযায় তৈরি কাট গ্লাসের পানপাত্র যাব ওপবেব দিক সোনা মোড়ানো। তাব শিশবসঙ্গী পুতুল ও খেলনাও আছে।

চীন, ব্রহ্মদেশ (বর্তমান মায়ানামাব), পাবস্য, মিশব, জাপান — নানান জাযগার জিনিস বিভিন্ন গ্যালারিতে সাজানো। ভারতীয সংগ্রহে আছে নানা ভাস্কর্য, চিত্রিত বস্ত্র, খোদাই কাঠেব কাজ, ছবি, হাতিব দাঁতেব কাজ, মিনাব কাজ, পাণ্ডুলিপি, অস্ত্রশস্ত্র। আছে ভারতেব প্রথম বাষ্ট্রপতি বাজেন্দ্রপ্রসাদ যে হাতিব দাঁতেব (ঘোড়াব) গাড়িখানি চড়ে প্রথম সংসদে যান সেই গাড়িখানিও। পাশ্চাত্য সংগ্রহেব মধ্যে আছে ইতালিয়ান চিত্রকব হেযেজের আঁকা 'সোপ বাবলস' ছবি, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যে টেবিলে বসে লিখতেন সেটি। সম্রাজ্ঞী নুরজাহান যে ছোট ছুবিটি দিযে ফল কাটতেন, শাজাহানের ছুরি, ঔরংজীবের বিশাল তরবারি, দ্বাদশ শতকেব পবিত্র কোবান— জাকুটি ভল মাসতাসামিব লেখা। আমিব খসরুব কবিতা। টিপু সুলতানের হাতিব দাঁতেব চেযাব, জাহাঙ্গিবেব পানপাত্র, অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, নানান ধাতেব ঘড়ি। এটি খোলা থাকে 10.00-17.00। শুক্রবাব বন্ধ। দর্শনী আছে। একটি দিন কেন, একাধিক দিন যদি যান তবেই এটি দেখা যেতে পাবে অংশত।

নেহেরু জুলজিক্যাল পার্ক 10 কিমি দূবেব এই পার্কটি আগে পাবলিক গার্ডেনেই ছিল। পবে এটি সবিযে নিযে আসা হয় 300 একব আযতনেব বর্তমান পার্কে। এব মধ্যে আছে প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুব পার্ক, প্রাচীন মানবেব যাদুঘব, প্রাকৃতিক ইতিহাস মিউজিযাম এবং লায়ন সাফাবি পার্ক। সিংহেব সাফাবি পার্ক ভাবতবর্ষে আব কোথাও নেই। মিনিবাসে চড়ে সিংহ দেখুন -- ভাড়া মাত্র জনপ্রতি ৫। ছোটদেব জন্য আছে মিনি বেল। ভাড়া ১। বড়বাও উট বা হাতির পিঠে চড়ে ঘুবতে পাবেন। খোলা 9.00-18.00, সোমবার বন্ধ।

হুসেন সাগব খুব কাছে 1 কিমিব মধ্যে। এই লেকেব চাবধারেই শহরটি বেড়ে উঠেছে। একবার বাজা ইব্রাহিম কুলি কুতব শাহ অসুস্থ হযে পড়লে হুসেন শাহ্ ওযালি তাঁকে সাবিয়ে তোলেন। সেই কৃতজ্ঞতাবশত তাঁব নামে এই লেক তৈবি করে দেন বাদশা ইব্রাহিম শাহ। এই হুসেন সাগরই যুগ্ম শহব হাযদবাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদকে আলাদা কবে দিয়েছে। সেনাবাহিনীব প্রযোজনে এই শহব গড়েছিল ইংরেজবা। এখানেই বাঁধেব গাযে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 17.5 মি উঁচু ও 350 টন ওজনের এক বিশাল বুদ্ধমূর্তি। 1990-এ এটি প্রতিষ্ঠিত হবাব পবে এক দুর্ঘটনায় মূর্তিটি জলের নীচে ডুবে যায। প্রায় দুবছর পরে 1992-এর এপ্রিলে মূর্তিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কবা হয। থাকার ভাল ব্যবস্থাও আছে এখানে।

লুম্বিনি পার্ক হুসেন সাগর লেকেব পাড়েই এই সুন্দব পার্কটি তৈরি করা হয়েছে। পার্ক কর্তৃপক্ষ বোটে কবে লেক ঘোরার ব্যবস্থাও রেখেছেন। অদূরেই মিউজিক্যাল ফাউন্টেন — সন্ধেবেলায় (7টা 8টা ও 9টা) চমৎকাব পবিবেশ তৈরি কবে। সোমবাব বন্ধ। এই লেকেব পাড়েই আছে একটি বাগান। প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী এন টি বামা বাওযেব নামেই এব নাম এন টি আব গার্ডেন। বাগানেব মাঝখানে বযেছে তাঁব স্মৃতিসৌধ। ঘুবে বেড়াতে ভালোই লাগবে।

গোলকুণ্ডা দুর্গ হাযদবাবাদ এলে 13 কিমি দূরে এই প্রবাদপ্রতিম দুর্গে আপনাকে যেতেই হবে। একদা এখানে হীরাব বাজাব বিখ্যাত ছিল। এখন এই দুর্গ খানিকটা ভেঙে পড়েছে। এই দুর্গটি আসলে ওযাবাংগালেব কাকতীয বংশেব শাসকদেবই ছিল। পরে বাহমনী বাজবংশের অধিকাবে এলে এই মাটিব দুর্গটি তাঁবা পাকা দুর্গে পরিণত করেন। এব পবে কুতবশাহীদেব অধিকাবে আসে এই দুর্গ। কাকতীয বাজ গণপতি নির্মিত গ্রানাইট পাহাড়েব উপবে এই দুর্গটি। 5 কিমি (3 মাইল) ব্যাপী পাথবের দেওয়াল দিযে ঘেরা, বাইরে পরিখা। দেওয়াল 5.5 মিটার (18 ফুট) উঁচু 8টি গেটেব মধ্যে 4টি দিয়ে এখন ঢোকা যায়। বুরুজ [illegible] 70টি। এব এমনই সুন্দর [illegible] কৌশল যে প্রবেশ [illegible] কেউ হাততালি দিলে তা প্রায় 61 মিটাব বা 200 ফুট উঁচু দুর্গ চূড়ায শোনা যায়। এটা ছিল [illegible] উপাযবিশেষ। আস্তব দেওয়া [illegible] পাইপ [illegible] পাবসিক চাকাব সাহায্যে জল তুলে উপবেব ছাদ, ছাদেব বাগান ও প্রাসাদে জলসেচনেব চমৎকার ব্যবস্থাও ছিল। 122 মিটাব (400 ফুট) উঁচু পাহাড়েব মাথায বাজপ্রাসাদ ছিল, ছিল জেনানা প্যালেস যাব সঙ্গে জড়িযে ছিল ভাগমতী, তাবামতী প্রেমমতী [illegible] বেগামেব [illegible] স্মৃতি। ছিল নৌমহল্লা।

ঔবংজীব দুবাব এই দুর্গ আক্রমণ করেন ও শেষবাবেব আক্রমণে (1687) এটি জনৈক কুতবশাহী সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতাব ফলে অধিকাব কবে নেন প্রায আট মাস অবরোধেব পর। এব বেশ কাছেই বযেছে কুতব শাহী বাজাদেব সমাধিস্থল। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র শৈলীতে নির্মিত। চাবপাশে সুন্দর বাগিচা। একটা বিষণ্ণতা যেন চারদিক ঘিবে। কাছেই দেখুন

ওসমানসাগর।

এখানে আর কী কী দেখবেন : একটু দূরে গিয়ে—

মীর আলম ট্যাঙ্ক : মীর আলম ছিলেন প্রথম সালারজং। তিনি সুখ্যাত তৃতীয় সালারজং-এর পিতামহ ছিলেন। তিনিই এটি নির্মাণ করেছিলেন। মাত্র 4 কিমি দূরের এখানে গিয়ে, হাতে যদি সময় থাকে, পিকনিক সেরে নিন।

রেমন্ডের কবর : 12.8 কিমি দূরে। 1786-তে ফরাসি সৈনিক রেমন্ড তৎকালীন একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে নিযুক্ত হন। তারপর দক্ষতা দেখিয়ে পনেরো হাজার সৈনিকের সেনাপতি পদে উঠে যান। সাধারণ লোকে তাঁকে আদর করে ডাকত মুসা রাম নামে। মৃত্যুর পর তাঁর সমাধির উপর 7 মিটার উঁচু একটি কালো গ্রানাইট পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। গিয়ে দেখবেন তার গায়ে তাঁর সই খোদিত রয়েছে 'JR'। প্রতি বছর তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে বিশাল উরস্ উৎসব পালিত হয়। কাছেই আছে অ্যানি জোন এলিজাবেথের কবর। তিনি কে, কেউ জানে না।

মহাবীর হরিণ বনস্থলী : 17 কিমি দূরে 300 একর জমিতে এখানে একটি চমৎকার ডিয়ার পার্ক তৈরি করা হয়েছে। চিতল, ব্ল্যাক বাক, শিঙ্কারা, বুনো শুয়োর, পাইথন— নানা জীবজন্তু রয়েছে এখানে। শীতে এলে আরো দেখবেন প্রায় একশ প্রজাতির সুন্দর সুন্দর পাখ-পাখালির মেলা।

ওসমান সাগর : 22.5 কিমি পশ্চিমে। 1908-এ মুসি নদীর বন্যায় যখন বিপর্যয় ঘটেছিল তখনই এই কৃত্রিম লেকটি তৈরি করতে হয়। গোলকুণ্ডা দুর্গ থেকে বেরিয়ে ডাইনেই দেখতে পাবেন এই লেক। প্রধান স্থপতি আহমেদ মির্জার তত্ত্বাবধানে এটি নির্মাণ করেন আসাফ শাহী রাজা নবাব আলি নওয়াজের পরিকল্পনানুসারে। আয়তন 46 বর্গকিমি। তৈরি করতে খরচ হয়েছিল প্রায় 58 লক্ষ টাকা। এর পরিচিত নাম গান্ডিপেট — এখানে চড়ুইভাতির জন্য দু-দুটো ভাল বাগান রয়েছে। সাঁতারুরাও স্বর্গ পাবেন খুঁজে। সুন্দর সুইমিং পুল রয়েছে। এখান থেকেই হায়দরাবাদের পানীয় জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

হিমায়েৎ সাগর : ওসমান সাগর থেকে 3 কিমি দক্ষিণে এগিয়ে গেলে পৌঁছে যাবেন মুসির উপনদী ইসি নদীর বন্যা থেকে বাঁচবার জন্য তৈরি কৃত্রিম লেক হিমায়েৎ সাগরে। এটির নামকরণ হয়েছে নিজামের জ্যেষ্ঠ সন্তানের নামানুসারে। এটি ওসমানের চেয়ে আকারে বড়, আয়তন 85 বর্গকিমি। তৈরি করতে খরচ পড়েছিল 93 লক্ষ টাকা। এখানেও পিকনিক সারতে পারেন।

ওসমান সাগরে থাকার জায়গা : Upper Income Group Guest House – Sagar Mahal-এ ৩২৫-৪০০ মধ্যে। আর Lower Income Group Guest House Vishranti-তে ৪০০ - ৬০০ বিনিময়ে (রিজা : APTDC, Yatri Niwas (Ph : 2840005) Secundrabad 3। হিমায়েৎ সাগরে থাকার জায়গা : DB—চারটি ঘর, রান্নার লোক পাবেন (রিজা : Suptd. Engr., P.W.D., Hd. Qr. Circle, Red Hills, Hyderabad) ; Kidwai Cottage (রিজা : Registrar, Agricultural University, Dilkhush Guest House, Somajiguda, Hyderabad)।

রামোজি ফিল্ম সিটি : শহর থেকে 25 কিমি দূরত্বে সোমাজিগুডায় তৈরি হয়েছে এই সিনেমা শহর। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই বাস এখানে আসছে 45 মিনিট থেকে 1 ঘণ্টা সময় নিয়ে। দেশবিদেশের নানা শহর, গ্রাম ও এলাকার অবিকল প্রতিরূপ গড়ে তোলা হয়েছে ফিল্ম সিটি জুড়েই। বিভিন্ন মন্দির, মসজিদ, রেলস্টেশন, বিমানবন্দর মায় রেস্তরাঁ এমন নিখুঁত ভাবে তৈরি করা যে আসল না নকল ভেবে ধন্দে পড়তে হয়। ঘুরে দেখার জন্য সত্যিই আকর্ষণীয়। ছবির কাজ চলছে সর্বদাই। ইটিভি বাংলার অনুষ্ঠান নির্মাণ এবং সম্প্রচার এখান থেকেই হয়। প্রবেশমূল্য আছে। চাইলে গাইডও পাবেন ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য। খাবার জন্য হোটেল এবং রেস্তরাঁ দুই-ই আছে। খাবার সঙ্গে নিয়ে ঢোকা নিষিদ্ধ। খোলা 9.00-18.00টা।

কোলানপুক : হায়দরাবাদ থেকে 60 কিমি দূরে এই গ্রামে প্রায় 2,000 বছরের পুরনো জৈন মন্দির আছে। এখানে 10 জন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি আছে। সব মূর্তিই পদ্মাসনে বসে। এদের মধ্যে সবুজ জেড্ পাথরের তৈরি মহাবীরের মূর্তিটি সবচেয়ে সুন্দর। মন্দিরের মধ্যে পর্যটকেরা বিনামূল্যে থাকার অনুমতি পান। এ ব্যাপারে জৈন মন্দিরের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

অনন্তগিরি পর্বত : হায়দরাবাদের 64 কিমি দূরে এই ছোট্ট পাহাড়ি জায়গায় যক্ষ্মা রোগীদের জন্য একটি স্বাস্থ্য নিবাস গড়ে তোলা হয়েছে। এর অন্য নাম বিকারাবাদ। এখানের আবহাওয়া খুব চমৎকার, পিকনিক করারও আদর্শ জায়গা। এখান থেকেই জন্ম হয়েছে মুসি নদীর — উৎস স্থল দেখে আসুন। এই শৈব তীর্থের পাহাড়টি 1,600 মিটার (5,300 ফুট)। অনন্তধারা নামে এক পার্বত্য নদী হঠাৎ বেলে পাহাড়ের মাঝে অদৃশ্য হয়েছে সেজন্য লোকে জায়গাটিকে পবিত্র ভাবেন। শিবরাত্রির সময় খুব বড় জমায়েত হয়। 7 কিমি দূরে চুনা পাথরের গুহা আছে বোরাগুহা নামে। ওয়ালটেয়ার-কোটলা-ভালাসা শাখার আরাকু স্টেশনে নেমে আসা যায়। DB, IB আছে। গ্রামের লোকেও বাড়ি ভাড়া দেন। এখান থেকে আরাকুভ্যালি যাওয়া সহজ।

ইয়াদাগিরি গুট্টা : হায়দরাবাদের 69 কিমি দূরে ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপরে রয়েছে বৈষ্ণবতীর্থে নরসিংহ স্বামীর বিখ্যাত মন্দির। মনে হলে দেখে আসতে পারেন। মনে হবে যেন তিরুপতির ছোট সংস্করণ দেখছেন। লোকে মানসিক করে এখানে। হায়দরাবাদ-কাজিপেট রেলপথের রায়গির স্টেশনে নেমে 4 কিমি পথ হেঁটে আসুন। অনেগুলি ধরমশালা আছে। আশ্রয়ের ভাবনা নেই। শুধু পিকনিকের ব্যবস্থা করে রাখুন। আর যদি গথিক স্টাইলের একটি সুন্দর 52 মিটার (173 ফুট) উঁচু গির্জা দেখতে চান, তবে চলুন 77 কিমি দূরে **মেডকে**। আর কর্ণাটক রাজ্যের **বিদর দুর্গটি** দেখার জন্য হায়দরাবাদ থেকে যাওয়াই ভাল। হায়দরাবাদের 130 কিমি দূরে এই দুর্গশহরে বাহমনী ও বারিদশাহী রাজাদের সুন্দর কবরগুলি রয়েছে। দুর্গের তো তুলনা নেই।

ইয়াদিগিরিগুট্টায় থাকার জন্যে আছে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের Punnyami Hotel (Ph· 237217) DAC ৬২৫, DAB ৪০০, ডর্মি ১০০। এ ছাড়া বিদরে ১২৫-২০০ মধ্যে ভারতীয় প্রথার আরো হোটেল পাবেন।

আলমপুর : হায়দরাবাদ-বাঙ্গালোর রেলপথের আলমপুর স্টেশন রোড স্টেশনে নেমে 9 কিমি গেলে অথবা হায়দরাবাদ থেকে বাসে সোজা এখানে এলে দেখতে পাবেন চালুক্য আমলের কয়েকটি সুন্দর মন্দির। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে দুটি পৃথক স্থানে এই মন্দিরগুলো ব্রহ্মেশ্বর মন্দির ও পাপনাথ মন্দির নামে পরিচিত। মূল মন্দিরটি নব ব্রহ্মার মন্দির অর্থাৎ 9টি মন্দিরের সমষ্টি। পট্টদকলের পাপনাথ মন্দিরের সঙ্গে এর স্থাপত্য রীতির খুব মিল দেখা যায়। তুঙ্গভদ্রার তীরে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে ব্রহ্মেশ্বরের আরো একটি মন্দির আছে। এখান থেকেই অনেকে শ্রীশৈলমে যাত্রা করে থাকেন। APTDC 2দিনের প্যাকেজ ট্যুরে শ্রীশৈলমে নিয়ে যায় প্রতি শনিবার ভাড়া ৪০০ থাকার খরচসহ।

নাগার্জুন কোন্ডা

তেলুগু ভাষায় 'কোন্ড' শব্দের অর্থ পাহাড়। আর নাগার্জুন ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অন্যতম শাখা মাধ্যমিকের প্রতিষ্ঠাতা ও দ্বিতীয় শতকের বিদর্ভের একজন প্রখ্যাত দার্শনিক। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলার পালনাদ তালুকের এই পাহাড়ে এসে বসবাস করেছিলেন বলে এই পাহাড়ের এই নাম বলে কথিত। পাহাড়ের পাদদেশের উপত্যকাটিও এই নামে পরিচিত। মার্চেলা রেল স্টেশন থেকে 22 কিমি দূরে এই স্থানে নিয়মিত বাস আসছে। হায়দরাবাদ থেকে 146 কিমি দূরের এই স্থানে অন্ধ্রের সব বড় শহর থেকেই নিয়মিত বাস আসে। কিছুদিন আগে জলসেচ পরিকল্পনায় কৃষ্ণা নদীর উপরে বাঁধ দেওয়ায় উপত্যকায় বিশাল জলাধার স্থাপিত হলে পাহাড়টি একটি দ্বীপে পরিণত হয়। বোটে বা লঞ্চে করে ওই দ্বীপে যেতে হয়। বোট যায় দুবার 9.30 ও 13.30।

প্রথমে 1925 ও পরে 1954-61—এই কয় বছরের উৎখননের ফলে প্রায় 100-র বেশি পুরনো সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। আগে এর নাম ছিল বিজয়পুর বা বিজয়পুরী। ইক্ষ্বাকু রাজবংশের রাজত্বকালে এখানে সভ্যতার চরম উৎকর্ষ ঘটে। নানা হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির গড়ে ওঠে এ সময়ে। সর্বদেবতার মন্দির ছিল ইহ্ভুল চান্তমূলের রাজত্বকালে। বৌদ্ধ সৌধাবলির জন্যই নাগার্জুন কোন্ডা বিখ্যাত। ইক্ষ্বাকুদের পতনের সঙ্গে এখানের ঐশ্বর্যও অবসিত হয়। পাহাড়ের উপরের দুর্গটি নির্মিত হয় অনেক পরে 14 শতকে। এখানে আছে একটি প্রেক্ষাসৌধ বা মুক্তরঙ্গমঞ্চ। 16.46 × 13 72 মিটার আয়তনের চত্বরে চারদিকের গ্যালারিতে 1,000 দর্শক বসতে পারতেন। পান্থশালা, শ্মশানের চৌবাচ্চা, শ্মশানের নিদর্শনও পাওয়া গেছে। শূর্পাকার পুষ্প ভদ্র স্বামীর মন্দির, কার্তিকেয়ের আয়ত মন্দির, সর্বদেবের প্রাসাদ—সবই ছিল। সংঘারাম থেকে বিচ্ছিন্ন স্তূপের সংখ্যা 5। বৃহত্তম প্রাচীনতম স্তূপটি ছিল মহাচৈত্য। বেশ কয়েকটি স্তূপে শারীরিক ধাতু পাওয়া গেছে। অনেকগুলিতে আছে বুদ্ধমূর্তি। আছে সাদামাটা 3 টি মন্দির দুর্গের মধ্যে। অনুমিত হয় নাগার্জুন কোন্ডা এখন বিশ্বের একমাত্র দ্বীপস্থিত মিউজিয়াম। এখানে আরো দেখবেন অশ্বমেধ যজ্ঞের যজ্ঞভূমি। দেখতে পাবেন নানা খোদাই চিত্রে কখনো প্রেমিক প্রেমিকাকে সুরাপাত্র এগিয়ে দিচ্ছে, প্রেমিকা নারাজ। মিথুন মূর্তিতে দেখবেন প্রেমিকার বাম মণিবন্ধে কাকাতুয়া বসে, প্রেমিকা তাকে খাওয়াচ্ছেন— প্রেমিক তা দেখে মুগ্ধ। কোনো দৃশ্যে নায়িকার চিবুক তুলে ধরে নায়ক তার খোঁপায় অলঙ্কার পরিয়ে দিচ্ছে।

নাগার্জুন সাগর এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য। এটি ভারতের বহুমুখী নদী পরিকল্পনার অন্যতম। নালগোন্ডা জেলার নন্দীকোন্ডা গ্রামের কাছে কৃষ্ণা নদীর উপর 123 মিটার (403 ফুট) উঁচু বাঁধ দিয়ে নাগার্জুন সাগর বিশাল জলাশয়টি তৈরি করা হয়েছে। এটি 19,000 হেক্টর বিস্তৃত ও 6,700 লক্ষ ঘন মিটার জল ধরে রেখে প্রায় 8 লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচন করে চলেছে। জলাশয় থেকে বাঁধের উভয় দিকে 216 ও 173 কিলোমিটার দীর্ঘ দুটি খাল কাটা হয়েছে। বাঁধটির দৈর্ঘ্য প্রায় 1,460 মিটার

(4,780 ফুট)। প্রায় 140 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই নাগার্জুন সাগরের 11 কিমি উজানে ছিল প্রাচীন নাগার্জুন কোন্ডা। বাঁধের জলে সব ডুবে যাবে ভেবে প্রত্ন বিষয়গুলি এই পাহাড়ের উপর তোলা হয়েছে। নাগার্জুন কোন্ডা খোলা থাকে 9.00-16.00, শুক্রবার বন্ধ, সেদিন ফেরিও বন্ধ থাকে। নাগার্জুন সাগরের 11 কিমি ভাটিতে গেলে দেখতে পাবেন চন্দ্রবাঁকা উপনদী কেমন একটি চমৎকার জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে ইথিপোথালাতে। জল পড়ছে প্রায় 70 ফুট উঁচু (21.3 মি.) থেকে। কাছেই পাইলনে আছে একটি আধুনিক খোদাই করা বিশাল গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভ, 8 কিমি দূরে। এব গা-লাগাও ড্যামের মডেলটি দেখলে আপনি বাঁধটি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন। তবে একটি জায়গা থেকে যদি বাঁধটি সম্পূর্ণ দেখতে চান তবে View Point-এ উঠুন। এর কাছের একটি হলে চার্ট, মডেল, ছবি দিয়ে সব বোঝানো হয়েছে। নাগার্জুন কোন্ডাব পাদদেশে দেখুন যেখানে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিল 3 শতকে। এখানে একদা চিকিৎসা, দর্শন, ইতিহাস শাস্ত্র শিখবাব জন্য এশিয়াব দূর দূর স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা আসতেন। দেখতে পাবেন আশ্চর্য শব্দ-কৌশলে ভরা স্টেডিয়ামটিও।

এখানে থাকাব ব্যবস্থাও আছে। অন্ধ্রবাজ্য পর্যটন দপ্তরেব Punnyami Vihar Complex (Ph: 277361, 277362) স্যুইট ৯০০, DAC ৬৫০; এখানে কটেজ পাবেন ৮০০; হিল কলোনিতে Punnyami (Ph: 276540) AC DLx ৫৫০, DLx ৩২৫; DAB ১৭৫-২৫০ ডর্মি ১০০। এখানেই আছে Youth Hostel ডর্মি ২০ (রিজা : Tourist Information Officer, Nagarjun Sagar Project, Dist. Nalgonda); পাইলনে Sethu Sadan R-2, D ২০০ Cottage ২৫০; Konda GH, Soundarya GH ১৭৫-২২৫। ইথিপোথালা জলপ্রপাতের কাছে পর্যটন দপ্তরের Hotel Pongali DB ২০০, Chandravanka RH R-2 D ৬৫ (রিজা : TIO, Nagarjun Sagar, Hill Colony, Ph: 276633) বলে নেওয়া দরকার দক্ষিণ দিকের ক্যানালের নাম জওহর ক্যানেল ও বাঁ দিকেবটির নাম লালবাহাদুর ক্যানেল।

ওয়ারাংগল

হায়দরাবাদ থেকে 140 কিমি উত্তরে হনমকোন্ডা রোড ধরে এখানে পৌছনো যায়। ট্রেনে এলে হায়দরাবাদ-বিজয়ওয়াড়া রেলপথে পড়ে। এছাড়া হায়দরাবাদ-দিল্লি অথবা হায়দরাবাদ - বিশাখাপত্তনম রেলপথের কাজিপেট স্টেশনে নেমেও এখানে আসা যায়। সময় লাগে 3 থেকে $3\frac{1}{2}$ ঘন্টার মত। ওয়ারাংগল থেকে 6 কিমি দূরে **হনমকোন্ডা মন্দির** দেখাব মত। রাজা রুদ্রদেব এই হাজার স্তম্ভের মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রতিটি স্তম্ভ দারুণভাবে খোদাই করা ও কারুকার্যপূর্ণ এবং চালুক্য শৈলিতে নির্মিত। এখানে তারকার আকারের শিব, বিষ্ণু ও সূর্যদেবের মন্দিরও আছে। এখানে এসে গেলে হনমকোন্ডা, পালামপেট বা রামাপ্পার . মন্দিরগুলো দেখাও সহজ হয়ে পড়ে। চানপুর হয়ে পালামপেট ও হনমকোন্ডার মধ্যে বাস চলাচল করে। কাকতীয় বংশের এই রাজধানীতে রাজা গণপতি 1199-এ দুর্গটি গড়তে শুরু করেন, সেটি 1261-তে সমাপ্ত করেন কন্যা রুদ্রম্মদেবী। ওয়ারাংগলেব কার্পেট শিল্পও বিখ্যাত। মার্কোপোলোর দেখা এই জায়গায় থাকাব জন্যে পাবেন SVP Rd-এ Hotel Ekasila S ১৫০, D ১৭৫-২৫০ SAC ৩০০, DAC ৩৭৫, Main Rd-এ Hotel Ashoka (Ph: 285491) R-31 SAC ৩৫০, DAC ৫০০ SAB ২৭০ DAB ৩২০, Hotel Shankar S ১০০ - ১৫০ D ১৭৫ - ২৫০; চৌরাস্তায় Hotel New Urvashi S ১০০-১৫০ D ১৭৫-২৫০। স্টেশন রোডে আছে নটরাজ হোটেল, গীতা লজ, মহেশ্বরী লজ, বিজয়া লজ ১০০-১৫০। আর আছে PWD RH, Municipal TB, রেলওয়েব RR, অন্ধ্র পর্যটন বিভাগেব Tourist Guest House এবং নানান ধরমশালা। শহবে ঘোরাব জন্যে সিটি বাস, ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্সা পাবেন। হনমকোন্ডার ট্যুরিস্ট অফিস থেকে রবিবার ও বুধবারে কন্ডাকটেড ট্যুরের বাস পাবেন। তাতে চড়ে দেখে আসুন রামাপ্পা মন্দির, দুর্গ, হাজার স্তম্ভের মন্দির, পাখাল লেক। চলুন যাই সেখানে।

রামাপ্পা মন্দির : গোটা পালামপেট গ্রামটি বিখ্যাত হয়ে আছে এই মন্দিরের কারণে (হায়দরাবাদের 227 কিমি দূরে)। ওয়ারাংগল বা কাজিপেট থেকে বাসে চড়ে এই জায়গা বেড়িয়ে যান। দেখবেন রামাপ্পা লেকের ধারে হনমকোন্ডা মন্দিরের ধরনে গড়ে উঠছে এই মন্দির। আকাবে ছোট তবে শিল্পসুষমা আরো সুন্দর। মন্দিরেব ভিতরের ছাদে ও স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ রয়েছে রামায়ণ ও মহাভারতের নানা চিত্র। আরো আছে নানা দেবী ও পুরাণের কাহিনীও চিত্রিত। প্রমাণ সাইজের কালোপাথরে তৈরি নর্তকী-মূর্তি ও নন্দীর মূর্তি আপনাকে বিস্ময়মুগ্ধ করবে। একটি শিলালিপি অনুসারে এই মন্দিরের নির্মাণকাল 1234 বলে অনুমিত হয়। আর বিশাল ও রম্য রামাপ্পা লেকের ধারে

একটুখানি পিকনিক সেরে নিন, দিনটি আপনার সার্থক হবে।

অন্য আর একটি দিন বেছে নিয়ে ওয়ারাংগল থেকে বাসে চড়ে 60 কিমি এসে (রামাপ্পা থেকে মাত্র 10 কিমি) পাখাল লেক ও স্যাংচুয়াররিটি ঘুরে যান। লেকটি কাকতীয় রাজারা 1213-তে কাটান। লেক দিয়ে ঘেরা বন্যপ্রাণী আবাসটিতে দেখুন বাঘ, চিতা, ভালুক, সম্বর ইত্যাদি প্রাণী। এমনি আরো একটি চমৎকার লেক লাখনাভরম, ওয়ারাংগল থেকে 90 কিমি দূরে।

এখানে এলে কিন্তু একটা রাত থাকতে হবে। থাকার জন্যে Hotel Natraj ১২৫-২০০; Ganesh Bhavan, Lakshmi Lodge ১১০-১৫০; Annapurna Lodge, Anand Lodge, APTDC-র Vanavihar Tourist RH ছাড়া PWD TB ও Municipal TB আছে। ধরমাশালাও পাবেন। আরও একটি চমৎকার স্যাংচুয়ারি আছে ইতুরনগরমে। লাঞ্জামাদাগু ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি। ওয়ারাংগল থেকে দূরত্ব প্রায় 63 কিলোমিটার। হনমকোন্ডা বা পালামপেট থেকে বাসে চড়েই এখানে আসতে পারবেন। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে বন্যপ্রাণীদের অকপট চলাফেরা দেখে মুগ্ধ হন। থেকে যেতে ইচ্ছে করছে? কোনো অসুবিধে নেই। ইতুরনগরমে থাকার জন্য পশ্চিমী প্রথার হোটেল সহ নানা ধরনের হোটেল পাবেন। আছে পর্যটন দপ্তরের ট্যুরিস্ট বাংলো। এছাড়া পাবেন সরকারী CH।

ভদ্রাচলম্

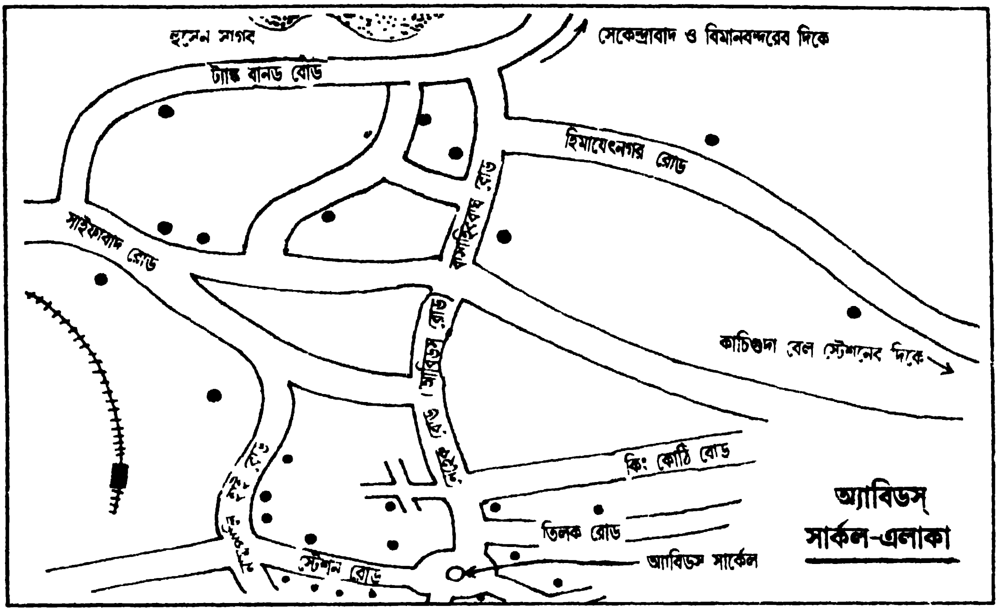
গোদাবরী নদীর তীরে বিখ্যাত হিন্দুতীর্থ। কথিত আছে সীতাকে অন্বেষণ করার জন্য লঙ্কা যাবার পথে রামচন্দ্র এখানে গোদাবরী পার হয়েছিলেন লক্ষ্মণের সঙ্গে। তাই ভদ্রাচলমে খুব প্রাচীন রামমন্দিবটি গড়ে উঠেছে। মূল মন্দিরটি 24টি ছোট মন্দিরে ঘেরা এবং 1টি নিচু পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। গোদাবরী নদীর উত্তর পাড়ে নদী থেকে দীর্ঘ একসার সিঁড়ি মন্দির পর্যন্ত উঠে গেছে। বিরাট উঁচু গোপুরম্। তার সামনে বিশাল এক নাটমন্দির বা মণ্ডপম্। ভদ্রাচলমের প্রধান উৎসবটি হয় রাম নবমীতে। অগণিত যাত্রী ও ভক্তের ভিড়ে জায়গাটি ভরে ওঠে। কিংবদন্তি যে গোপান্না নামে এক রামভক্ত সরকারি টাকা তছরুপ করে 6 লাখ টাকা নিয়ে মন্দির সংস্কার করেন 17 শতকে। সেই অপরাধে তাঁকে গোলকুণ্ডা দুর্গে বন্দী রাখলে স্বয়ং রামচন্দ্র নাকি সেই টাকা শোধের ব্যবস্থা করে ভক্তকে মুক্ত করেন। গোপান্না তখন রামদাস নামে পরিচিত হন এবং রামবিষয়ক বহু গীতরচনা করে বিখ্যাত হন। মন্দির দুপুর 1টা থেকে 3টে পর্যন্ত 2 ঘণ্টা বন্ধ থাকলেও খোলা হয় ভোর 4টেতে এবং বন্ধ হয় রাত্রি 9টায়।

এখানে আসতে হলে বিজয়ওয়াড়া-ওয়ারাংগল-কাজিপেট রেলপথের দোরনাকল জংশন স্টেশনে নামতে হয় দোরনাকল থেকে ট্রেন পাবেন 2.30-এ, 9.20-র ট্রেনটি আপনাকে ভদ্রাচলম নামিয়ে দিয়ে যাবে বিজয়ওয়াড়া হায়দরাবাদ থেকে আসা ভদ্রাচলম্‌গামী ট্রেনটি এখানে পাবে 16টায়। এছাড়া আর একটি ট্রেন পাবেন 19.20-তে এখানে আসার জন্য। কাজেই গাড়ি বদল করে ট্রেনে চড়ে ভদ্রাচলম স্টেশনে নামুন। রেলপথে দূরত্ব 55 কিমি দোরনাকল আর 126 কিমি বিজয়ওয়াড়া থেকে। ভদ্রাচলম্ রোড স্টেশন থেকে ভদ্রাচলম্ মন্দির 50 কিমি, বাস আসছে এ পথে নিয়মিত বাস আসছে দণ্ডকারণ্যের সদর জগদলপুর থেকে 266 কিমি পথ পার হয়ে, যেমন আসছে বিজয়ওয়াড়া, বিশাখাপত্তনম তিরুপতি, হায়দারাবাদ, চেন্নাই প্রভৃতি স্থান থেকে।

ভদ্রাচলম স্টেশন রোডে নেমে 30 কিমি পথ পেরিয়ে বোরগম পাহাড়ে নেমে তারপর ফেরি নৌকায় গোদাবরী পার হয়ে ভদ্রাচলম্ আসা যায়। ভদ্রাচলম্ রোডে রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম না থাকলেও, ভাল ওয়েটিংরুম আছে। আর ভদ্রাচলমে থাকার জন্যে PWD RH ছাড়া রাজ্য পর্যটনের পঞ্চবটী পর্ণশালা (রিজা : District PRO, Khammam 507001) এবং মন্দিব সংলগ্ন সুন্দর ধরমশালা আছে।

শ্রীকাকুলাম

শ্রীকাকুলাম হল গরিব লোকের উটি। সমুদ্রের অদূরে একদিক দিয়ে গেছে নাগাবলী নদী, অন্যদিকে বইছে বংশধার নদী। এরই মাঝে এই শহর। শহরটি এখন নতুন করে গড়ে উঠেছে বটে তবে এটি আসলে একটি প্রাচীন স্থান। দক্ষিণ ভারতে এটি এখন বিখ্যাত হয়েছে নকশাল আন্দোলনের কারণে। অগণন মন্দিরের এই শহর আশেপাশে উল্লেখযোগ্য তিনটি দেখার মত মন্দির রয়েছে। আরসাবল্লীতে রয়েছে ভারতের দ্বিতীয় সূর্যমন্দির—কোনারকের মতই ওড়িশ স্থাপত্যের নিদর্শনে ভবপুর। লোকে বলে এই মন্দির নাকি স্বয়ং ইন্দ্রের তৈরি। তবে এটি পুনর্নির্মাণ করেন পান্ডলু নামে এক ব্যক্তি 1778-এ। মন্দিরে সূর্য ছাড়া ইন্দ্র ও অন্যান দেবদেবীর মূর্তি আছে। শ্রীকাকুলাম থেকে 12 কিমি পূবে সমুদ্রতীরে শ্রীকূর্মম। এখানে রয়েছে কূর্মনাথ স্বামীর বিগ্রহ কূর্ম অবতারের মন্দির কি এদেশে আর কোথাও আছে? মনে তো পড়ছে না। তবে মন্দিরের স্থাপত্যকলা মন টেনে রাখবে এখানের শিলালিপিতে কলিঙ্গের গঙ্গা রাজাদের কথার নান



উল্লেখ রয়েছে। আর একটি মন্দির হল সোমেশ্বর শিবের মন্দির শ্রীমুখলিঙ্গম্। বাস আসছে এখানে শ্রীকাকুলাম থেকে। সময় নেয় ঘণ্টাখানেক।

শ্রীকাকুলাম রোড স্টেশন সাউথ ইস্টার্ন রেলে হাওড়া থেকে 749 কিমি। হাওড়া থেকে শ্রীকাকুলাম রোড স্টেশনে ট্রেন আসছে 6003 হাওড়া-চেন্নাই মেল 20.45 ছেড়ে 10.00, 7479 তিরুপতি এক্স 23.40 ছেড়ে 18.30; পুরী থেকে শুক্রবার 8439 তিরুপতি এক্স 8.45 ছেড়ে 15.05; 6358 হাওড়া-নাগেরকয়েল এক্সপ্রেস 23.05 ছেড়ে 12.00। এছাড়াও নানান জায়গা থেকে নিয়মিত ট্রেন এখানে আসছে-যাচ্ছে। স্টেশন থেকে শহর 12 কিমি, বাস আছে শহরে আসার। থাকার জন্য DB, PWD RH ছাড়া হোটেলও পাবেন।

এখান থেকে সমুদ্রের ধারে কলিঙ্গপত্তনমের কাছে সালিহুন্দমের বিশাল বৌদ্ধ ও জৈনস্তূপ দেখে আসুন। আরো যেতে পারেন শহরের প্রায় 70 কিমি পশ্চিমে বিজয়নগরম্-এ গিয়ে এক বিশাল দুর্গের মধ্যে কলিঙ্গ রাজাদের রাজপ্রসাদ দেখতে। থাকার জন্য এখানে TB, Municipal বাংলো, হোটেল পাবেন। যদি আরো 12 কিমি উত্তর-পূর্বে রামতীর্থম্-এ যান তবে যেমন বৌদ্ধ-জৈন মূর্তি ও অন্যান্য নিদর্শন দেখতে পাবেন, তেমনি দেখতে পাবেন, একটি ঝরনার পাশে রামের মন্দির। এর লাগোয়া পাহাড়টিতেই না কি রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সীতা তাঁর গায়ের অলঙ্কারসমূহ ফেলে দিয়েছিলেন।

রাজমহেন্দ্রী

গোদাবরী নদীর পাশে একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ও শহর। শহর থেকে পাঁচ কিমি দূরে সারঙ্গধর-মেটায় রয়েছে রাজনরেন্দ্রের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত গোদাবরী মার্কণ্ডেয় এবং কোটিলিঙ্গেশ্বরের মন্দিরের জন্যই তীর্থস্থানে পর্যবসিত। গোদাবরীর ঘাটে স্নান মহাপুণ্যকর্ম। গোদাবরী এখানে ভাগ হয়ে গেছে সপ্তধারায়। গঙ্গার মত পবিত্র এই নদীর তীরে প্রতি 12 বছর অন্তর কুম্ভমেলার মত পুষ্করম্ স্নান যোগে হাজার হাজার যাত্রী এসে উপস্থিত হন। স্টেশন থেকে 3 কিমি দূরে রত্নগিরি পাহাড়ের পাশে সত্যনারায়ণ মন্দির। আর অবাক বিস্ময়ে এখানে গোদাবরীর উপর ভারতের দ্বিতীয় দীর্ঘতম সেতুর উপর দাঁড়িয়ে আশপাশের সৌন্দর্য চাখুন নয়ন ভরে। এখান থেকেই ঘুরে আসতে পারেন পাঁচ শৈবতীর্থ কাকিনাড়া, দ্রাক্ষারাম, কোটিপল্লী, ভীমাভরম্ ও অন্তর্বেদী। দ্রাক্ষারামে দেখুন ভীমেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরে রয়েছে 381টি শিলালিপি। দক্ষ আরাম বা দক্ষ প্রজাপতির উদ্যান থেকেই এই নাম। লোকে বিশ্বাস করে এখানেই দক্ষযজ্ঞের পর সতী দেহত্যাগ করেন। মন্দিরের স্থাপত্যে মিশেছে চালুক্য ও চোল শিল্পধারা। ঐতিহাসিকেরা বলেন এটি আগে একটি বৌদ্ধতীর্থ ছিল। পরে আদি শঙ্করাচার্য

এখানে বৌদ্ধচৈত্যগুলোকে হিন্দু মন্দিরে ও শিবমন্দিরে পরিণত করেন। এই দক্ষিণের কাশীতে আছে শঙ্করনারায়ণ, নবগ্রহ ও অষ্ট দিকপালের মন্দির। কাকিনাড়া বা রাজমহেন্দ্রী স্টেশনে নেমে বাসে চড়ে দ্রাক্ষারামে আসা যায় যথাক্রমে 32 ও 17 কিমি দূরত্ব অতিক্রম করে। এখানে দেবস্থান ধরমশালা আছে থাকার জন্যে। আরো যেতে পারেন গোদাবরী যেখানে সমুদ্রে পড়েছে সেখানের সোমেশ্বর শিবের মন্দির **কোটিপল্লীতে**। কোটিপল্লী কথাটি এসেছে কোটি ফলি থেকে। অর্থাৎ এখানে প্রতিটি পুণ্যকর্ম কোটি ফলের পুণ্য বহন করে আনে।

রাজমহেন্দ্রীতে আসার জন্য সোজা হাওড়া থেকে প্রচুর ট্রেন পাবেন। হাওড়া থেকে হায়দরাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ আসার ট্রেনগুলিতেই রাজমহেন্দ্রী নামতে পারবেন। ট্রেন আসছে চেন্নাই থেকেও। হায়দরাবাদ থেকে সকাল 6.50-এ ইস্ট কোস্ট এক্স চড়লে রাজমহেন্দ্রী পৌঁছবেন বিকেল 15.50 নাগাদ। বিশাখাপত্তনম্-এ 17.00টায় গোদাবরী এক্সপ্রেস চড়লে এখানে 20.16; কাকিনাড়া পোর্ট-এ 19.15-য়ে গৌতমী এক্স চড়লে এখানে 20.37-এ পৌঁছে যাবেন। অনেকে ভদ্রাচলম্ থেকে ট্রেনে করে খাম্মামে এসে বাসে চড়ে রাজমহেন্দ্রী আসেন সুবিধে হয় বলে। ভদ্রাচলম্ বা চেন্নাই থেকে সরাসরি বাসও আসে এখানে।

থাকার জন্য নানান হোটেল পাবেন। দামী হোটেল Anand Regency 26-3-7 Jampet (Ph: 2461201) SAB ৪০০, DAB ৫৫০, SAC ৭৫০, DAC ৮৫০; **পুষ্কর ঘাটে** Hotel Panchavati ৩০০-৬৫০; এছাড়া Modern Hindu Hotel, Hotel Sri Durga, Metro Lodge প্রভৃতি হয়েছে।

ওয়ালটেয়ার

ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের তীরে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম জেলার একটি শহর। সমুদ্র পৃষ্ঠের 85 মি. উঁচু এ জায়গার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। সেজন্যে সারা বছর ধরে ভ্রমণার্থীরা এখানে বেড়াতে আসেন। এখানেই রয়েছে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়টি। এখানে সবশ্রেণীর লোকের উপযোগী থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। বিজয়নগরমের প্রায় 60 কিমি পশ্চিমের এই শহরকে এক সময়ে সাহেবরা বলতেন 'ইন্ডিয়ান ব্রাইটন'। সমুদ্রের ধারে ছায়াঘেরা পাহাড়, সমুদ্রবেলা সবই আপনাকে হাতছানি দেবে। তাছাড়া কাছে বিশাখাপত্তনম্-এর আকর্ষণ তো আছেই।

এখানে হাওড়া থেকে আসার সোজা ট্রেন রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের করমণ্ডল এক্স, মাদ্রাজ মেল, জনতা এক্স, ইস্ট কোস্ট এক্স। হায়দরাবাদ থেকে আসছে গোদাবরী এক্স। পুরী থেকে যে সব ট্রেন তিরুপতি যাচ্ছে তাও ওয়ালটেয়ার হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে রয়েছে প্রচুর ট্রেন। বিমান উড়ছে হায়দরাবাদ থেকে। উড়ছে চেন্নাই হয়ে বিশাখাপত্তনম্ থেকে কলকাতা 3 ঘণ্টা সময় নিয়ে। বাস স্ট্যান্ড স্টেশন থেকে খুব কাছে মাত্র 1 5 কিমি দূরে। আর বিশাখাপত্তনম্ থেকেও রাজ্যের সর্বত্র, এমনকি প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে বাস ছাড়ছে দিকে-দিগন্তরে।

বিশাখাপত্তনম্/ভাইজাগ

অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে একটি জেলা শহর এবং বন্দর। এটি ভারতের চতুর্থ বন্দর। এই বন্দর দিয়ে রপ্তানি হচ্ছে লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, চীনাবাদাম, চামড়া ও কাঠ, আমদানি করা হচ্ছে ভাল জাতের কার্পাস, কাপড়, যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল ইত্যাদি। রপ্তানির উন্নতির জন্য জোয়ার-প্লাবিত মাটি খুঁড়ে গভীর জলে একটি বিশাল পোতাশ্রয় তৈরি করা হয়েছে। এখন 8.7 মিটার চওড়া এবং 168 মি. লম্বা জাহাজ বছরের যে-কোনো সময় এই পোতাশ্রয়ে ঢুকতে পারে। এখানে 152.5 মি. লম্বা আধুনিক ব্যবস্থাযুক্ত 4টি বড় জাহাজঘাটা (Quay berths) আছে। প্রতিদিন গড়ে 306 মেট্রিক টন মাল বোঝাই হচ্ছে।

কী দেখবেন : বিশাখাপত্তনমের পুরনো নাম ছিল ভিজেগাপট বা ভাইজাগ। একদা নাকি অন্ধ্রপ্রদেশের একজন রাজা বারাণসী যাবার পথে এখানে এসে এখানের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিশাখ বা কার্তিকের মন্দির নির্মাণ করেন। তাই এই নাম। তালপুকুরে তালগাছ না থাকলেও নামটা থেকে যায়। এখানেও হয়েছে তাই। এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা স্নানের জন্য বেছে নেন এখানকার লসন'স্ বে-কে। আর প্রিয় জায়গাটি হল 'ডলফিনস নোজ' (Dolphin's Nose)। উত্তর দিকে কৈলাং এবং দক্ষিণে ইয়ারোদা গিরিশিরার মধ্যে বিশাখাপত্তনম্ অবস্থিত। ইয়ারোদা পর্বত শিরা সমুদ্র পর্যন্ত খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে পোতাশ্রয়টিকে সুরক্ষিত করে রেখেছে। এই যে পাহাড়ের অংশ সমুদ্রে ঢুকে পড়েছে, তাতেই এই নাম। এখানে যে উঁচু আলোকস্তম্ভটি (লাইট হাউস) রয়েছে সেটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 171.04 মি. উঁচু। এর আলো 64 কিমি দূর থেকে দেখা যায়। পূর্ব উপকূলে এটিই সবচেয়ে শক্তিশালী আলোকস্তম্ভ। ডলফিনস নোজ পয়েন্ট থেকে প্রতি শনিবার ও রবিবার এর উপরে উঠতে পারেন বেলা 2টো থেকে 4টের

মধ্যে। আর যাঁরা বন্দর দেখতে চান তাঁরা আসুন মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবারে বিকেল 4টে থেকে 6টার মধ্যে। নেহাৎ যদি অন্যদিনে এসে যান তবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের অনুমতি চেয়ে নিন, অসুবিধে হবে না। জাহাজ তৈরির কারখানা দেখতে ইচ্ছে? দেখুন না রবিবার বাদ দিয়ে যে কোনো দিন বিকেল 6.00 থেকে 8.00 মধ্যে। যাই দেখুন ওয়ালটেয়ারের **রামকৃষ্ণ বীচ**-এ ঘুরে বেড়াতে ভুলবেন না, এখানে রয়েছে এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য। কী কী দেখলেন? গান্ধিগ্রামে ভারতের একমাত্র জাহাজ নির্মাণ কারখানা হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড বন্দর, ডলফিনস নোজ। চলুন এবারে শহরের 8 কিমি দূরে ক্যালটেক্স তৈল শোধনাগারটি দেখে আসি। তারপর সমুদ্র থেকে পাহাড় দেখে আসি 5 কিমি গিয়ে। একটা নয় তিনটি ছোট পাহাড় — **রসপাহাড়, দরগা কোন্ডা ও বেঙ্কটেশ্বর কোন্ডা**। রসপাহাড়ে 1864-তে রস সাহেব বাড়ি তৈরি করেছিলেন। দরগা কোন্ডায় পীর ইশাক মৈদানার দরগা আর মসজিদ রয়েছে, আর ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকমুরের তৈরি বেঙ্কটেশ্বরের মন্দির আছে তৃতীয়টিতে। 8 কিমি দূরে আর-এক সমুদ্রবেলা **ঋষিকোণ্ডা** (Lawson Beach)। উলটোদিকে পাহাড়। বিশাখাপত্তনম্ থেকে বাস, অটো, ট্যাক্সি পাবেন এখানে আসার জন্য। থাকার জন্য রাজ্য পর্যটন দপ্তরের Punnyami Beach Resort (Ph· 2790734) আছে ভিমিলি রোডে, DAC ৬৫০-৮০০, DAB ৪৫০। শহরে দেখুন 1926-এ স্থাপিত অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়টি। দেখুন চিড়িয়াখানা। বিচ রোডে বিশাখাপত্তনম্ মিউজিয়াম। তারপরে চলুন সীমাচলম্, আরাকুভ্যালি, চিন্তাপল্লি, অনন্তগিরি, কোন্ডকারলা আভা, লেপাক্ষি বা অমরাবতী — যেখানে ইচ্ছে।

কেমন করে আসবেন : বিমানে — প্রতিদিন এখানে বিমান উড়ে আসছে কলকাতা, হায়দরাবাদ, ভুবনেশ্বর এবং বিজয়ওয়াড়া থেকে। কলকাতা থেকে Alliance Air-এর বিমান ম বৃ শ 13.05 মিনিটে ছেড়ে বিশাখাপত্তনম্ আসছে।

ট্রেনে : হায়দরাবাদ, কলকাতা থেকে এখানে ট্রেন আসছে খড়্গপুর, কটক, ভুবনেশ্বর হয়ে হাওড়া-মাদ্রাজ মেল, গৌহাটি-ত্রিবান্দ্রাম এক্স, করমণ্ডল এক্স, ইস্ট কোস্ট এক্স তিরুপতি এক্স; বোকারোতে 11.00 ছেড়ে বোকারো-আলেপ্পি এক্স বিশাখাপত্তনম্ আসছে 10.45, আলেপ্পি পৌঁছচ্ছে 20.30-এ। আবার 6.00 আলেপ্পি ছেড়ে বিশাখাপত্তনম্ 15.35 হয়ে ফিরছে 13.40। হায়দরাবাদ থেকে আসছে 7046 ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেস 6.50টা ছেড়ে 19.45; 7008 গোদাবরী এক্সপ্রেস 17.15 ছেড়ে 6.50; 7239 সীমাদ্রি এক্সপ্রেস গুন্টুর 8.00টা ছেড়ে বিশাখাপত্তনম্-এ 17.45-এ। 1405 মনমাদ-বিশাখাপত্তনম্ এক্সপ্রেস 19.15 মনমাদ ছেড়ে এখানে 4.40 মিনিটে। হায়দরাবাদ, চেন্নাই ও হাওড়া থেকে এর রেলপথে দূরত্ব যথাক্রমে 711, 781 ও 879 কিমি। **সড়কপথে** : নিয়মিত বাস আসছে এখানে রাজমহেন্দ্রী, কাকিনাড়া, আন্নাভরম্, আবাকু, বিজয়নগরম্ প্রভৃতি স্থান থেকে। শহরে চলছে বাস, রিক্সা, ট্যাক্সি।

কোথায় উঠবেন : এখানে অজস্র হোটেল আছে। তার কয়েকটির মাত্র নাম করছি। রেল স্টেশনের কাছের অঞ্চল ডাবা গার্ডেন। এখানে যেমন অনেক হোটেল আছে, তেমনি এখান থেকে সোজা পথে 1.5 কিমি এগিয়ে বাস স্টেশনের পাশেও আছে অনেক হোটেল। রাজ্য পর্যটন দপ্তরের যাত্রীনিবাস (Ph: 256233, 2710711), বিজ রোড, এম ভি পি কলোনি DAC ৬৫০, DAB ৪৫০; এদেরই ঋষিকোণ্ডায় ভিমিলি রোডে বিচ রিসর্ট (Ph· 2790 734) DAC ৬৫০-৮০০, DAB ৫০০। Das Tours and Travels (রিজা· Ph· 24256603/M.9830032609) Syamala Paradise ৩৫০- ৬০০, Centre Point ৪০০-৭০০, Vishnu Residency ৫০০-১০০০। এছাড়া Hotel Dolphin (Ph : 2567000) SAC ৮৯৫-১০৯৫ DAC ১১৯৫-১৩৯৫ স্যুইট ১২৯৫-১৫৯৫; Hotel Jupiter SAB ১১০-১৬০ DAB ১৫০-২২৫ DAC ৪৫০; ১৫০-৪৫০ মধ্যে Hotel Monorama, Hotel Ootty, Hotel Anand, Ranganath Lodge প্রভৃতি। ১২৫-৩৫০ মধ্যে Brindavan Lodge, Krishna Lodge, Hotel Srikanya, Hotel Sri Sathya, Durga Bhawan Lodge, Sri Ganesh Lodge প্রভৃতি। ওয়ালটেয়ার মেইন রোড, Poona Building-এ Hotel Prasanath (Ph : 2564757) SAB ১০০-১৫০ DAB ১৫০-২৫০ স্যুইট ২৯০-৪৫০; Hotel Puma SCB ৬০ DCB ১২৫ SAB ১৫০ DAB ২০০-২২৫; Hotel Apsara (Ph: 2564861) SAB ৪৫০ DAB ৬৫০ SAC ৬৫০ DAC ৮৫০ । এছাড়া আছে Hotel Swapna, Hotel Sandhya, Hotel Green's, Sangita Lodge প্রভৃতি ১৭৫-৩০০ মধ্যে। Hotel Vikram, 75 Feet Rd. SAB ২৫০ DAB ৪৫০ SAC ৪৫০ DAC ৬৫০; কিরলামপুদিতে Hotel Ocean View Inn (Ph : 2554828) SAB ১৭৫ DAB ২৫০-৩২৫ SAC ৩৫০ DAC ৪৫০; বিশাখাপত্তনমে Collector's Office Junction-এ Sagar Lodge SAB ১২৫ DAB

১৫০-৩০০, DAC ৩৫০-৪৫০; দ্বারকানগরে Hotel Konark (Ph : 2548251) DAB ২২৫-৩৫০, DAC ৪৫০; 47-11-2 দ্বারকানগরে Hotel Jyoti Swaroopa (Ph : 2548875) ২৫০-৪৭৫; বিচ রোডে Hotel Sea Pearl বেশ ব্যয়বহুল জায়গা : SAC ১৪০০, DAC ১৬৫০; এখানেই Hotel Palm Beach (Ph : 2554027); SAB ৩০০, DAB ৪০০, SAC ৪৭৫, DAC ৫৯০; Park Hotel (Ph: 2554488) ১১০০-৪০০০; Taj Residency (Ph: 2564372) প্রভৃতি ছাড়াও প্রচুর হোটেল রয়েছে।

হোটেল ছাড়া রেল স্টেশনে রিটায়ারিং রুম ও শহরে চৌলট্রি আছে। দক্ষিণ ভারতের চৌলট্রি উত্তর ভারতের ভাল ধরমশালার চেয়েও ভাল বলা যেতে পারে। আছে CH (রিজা: Collector, Vishakhapatnam), Municipal TB (রিজা : কমিশনার-মিউনিসিপ্যালিটি) ইত্যাদি।

কন্ডক্টেড ট্যুর : এমনিতে নিয়মিত ব্যবস্থা নেই তবে যাত্রীর সংখ্যা পর্যাপ্ত হলে চারটি পৃথক ব্যবস্থাপিত যাত্রার ব্যবস্থা হতে পারে— (1) শহর ও সীমাচলম্, সময় 13.00-17.00, ভাড়া ১৬৫ যায় সোম ও মঙ্গল; (2) ভীমিলি ও জ্যু, সময় 13.00-17.00, ভাড়া ১৬৫ যায়, বুধ ও বৃহস্পতিবার; (3) শ্রীকাকুলাম — শুধু শুক্রবার; (4) আরাকু ভ্যালি প্রতি রবিবার, ভাড়া ১৯০।

আরাকু ভ্যালি বা কলিঙ্গপতনম্-এও রাজ্য সরকারের পর্যটন বিভাগ যাবার ব্যবস্থা করেছেন। পর্যটন দপ্তরের ঠিকানা হল : Tourist Information Office, Vuda Building, Sripuram, Visakhapatnam, Ph : 2554716.

সীমাচলম্

ওয়ালটেয়ার থেকে 16 কিমি, বিশাখাপত্তনম্ থেকে 11 কিমি, সীমাচলম্ রেল স্টেশন থেকে 5 কিমি দূরে নরসিংহের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত এই গ্রামের নাম সীমাচলম্। হাওড়া থেকে ওয়ালটেয়ার যাবার পথে সীমাচলম্ রেল স্টেশন পার হতে হয়। এর পৌরাণিক নাম নৃসিংহক্ষেত্র বা প্রহ্লাদপুরী। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদই নাকি এখানে নৃসিংহদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে তা লুপ্ত হলে বহু পরে চন্দ্রবংশীয় কোনো পুরুষ বল্মীক স্তূপ থেকে সেই মূর্তি উদ্ধার করে বৈশাখ মাসের কোনো এক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির পর্যন্ত এখন বাস আসছে। পাহাড়টির ওপরে ওঠার জন্য রানী অহল্যাবাঈ 1,120টি সিঁড়ি তৈরি করে দেওয়ায় ওঠার কষ্ট অনেক কম হয়ে গেছে। সিঁড়ির দুপাশে নানা গাছপালা আছে। প্রথম তোরণের কাছেই আছে একটি ঝরনা। পাশেই জলাধার। রাজ্য-সরকার এই মন্দিরের ভার গ্রহণ করেছেন। সীমাচলমের নীচে থেকে একেবারে মন্দিরের কাছ পর্যন্ত সুন্দর রাস্তা তৈরি হয়েছে, সীমাচলম্ দেবস্থানের বাসে সেখান পর্যন্ত যাওয়া যায়। বর্তমান মন্দির, বিমান, নাটমন্দির নির্মাণ করেছেন সেনাপতি আখতাই (1268) বিজয়নগরের রাজা প্রথম নরসিংহের নির্দেশে। বাসে সময় লাগে 20 মিনিট। ভাড়া যৎসামান্য। কালো কষ্টিপাথরে তৈরি মন্দিরটি। এমন পাথরে তৈরি মন্দির ভারতে আর কোথাও নেই। প্রস্তর স্তম্ভে সুশোভিত চারটি বিশাল চত্বর পার হয়ে মন্দিরে যেতে হয়। দুধারে দোকান। দেবতার পুরো নাম বরাহলক্ষ্মী নৃসিংহ ভগবান। চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলবার আগে এখানে এসেছিলেন। মন্দির প্রবেশে সামান্য দর্শনী লাগে। দেবমূর্তি চন্দনাবৃত, কেবল বৈশাখী শুক্লা একাদশীতে চন্দনহীন মূর্তি দেখা যায়। এসময়ে এখানে মেলা বসে, পুণ্যার্থীরা আসেন বহু সংখ্যায়। মূল মন্দিরের একদিকে আছে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, অন্যদিকে সুন্দর রথ। মন্দির প্রাকারে বুদ্ধের খোদিত মূর্তি দেখা যায়। কেউ বলেন এটি মুখ্যত বৌদ্ধ মন্দিরই ছিল, পরে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত। এখানে প্রতিদিন দরিদ্রসেবা করা হয়। প্রাকৃতিক শোভা মনোহর। দেবতার নির্মাল্য চন্দন, চন্দনযুক্ত জল বহুজনে সেবা করেন। বহুজন মনস্কামনা পূরণের জন্য পূজা দেন। ভক্তগণ এখানে ত্রিধারায় চুল বিসর্জন দিয়ে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে ন্যাড়া হন। চুল বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকার বিদেশীমুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। সীমাচলমের সুবিখ্যাত এই চতুষ্কোণ মন্দিরের স্থাপত্যকর্ম বিস্ময়াবহ। মুখমণ্ডপের শিখর গোলাকার, তার সামনে 16টি স্তম্ভের নাটমণ্ডপ। মন্দিরের সারা গায়ে বিষ্ণু পুরাণের নানা কাহিনী সযত্নে উৎকীর্ণ। কল্পম স্তম্ভে পূজা দিলে নাকি বন্ধ্যানারী সন্তানবতী হন, গোবৎসাদির রোগ সারে। কল্যাণ মণ্ডপে আছে কারুকার্যখচিত 96টি স্তম্ভ, এখানে উদ্‌যাপিত হয় বিষ্ণু বিবাহ। এখানে থাকার জন্য পাবেন APTDC-এর RH ১৭৫-২৫০; আছে ডাকবাংলো, রেস্ট হাউস, ধরমশালা (২৫-৭৫) ইত্যাদি।

আরাকু ভ্যালি

পূর্বঘাট অঞ্চলে বিশাখাপত্তনম্-এর 114 কিমি, ওয়ালটেয়ার-কিরনন্দুল শাখা রেলপথে 119 কিমি ও কোরাপুটের 85 কিমি দূরে সমুদ্রপৃষ্ঠের 1,000-1,300 মি.

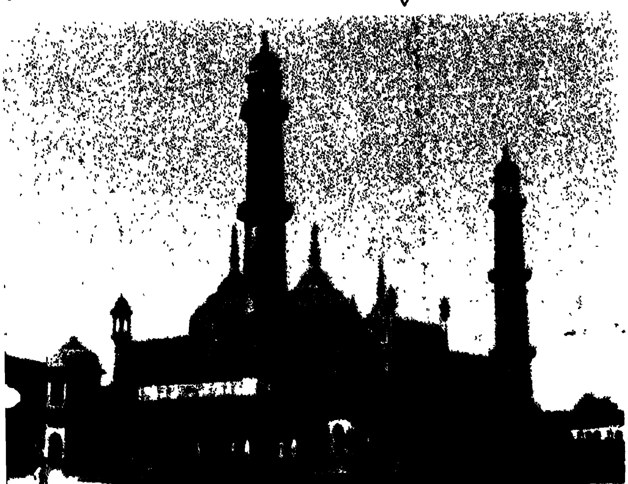


১



△ ২

▽ ৩



১· তীর্থক্ষেত্র গয়া-বিহার

২· অমরনাথ তুষারলিঙ্গ-জম্মু-কাশ্মীর

৩· জুমা মসজিদ-লক্ষ্ণৌ-উত্তর প্রদেশ

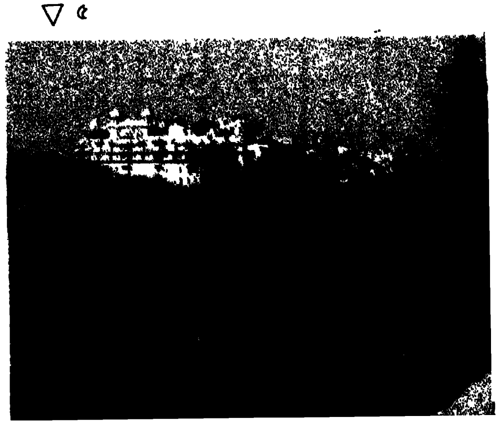
৪· মার্বেল রকস-জব্বলপুর-মধ্য প্রদেশ

৫· সিটি প্যালেস-উদয়পুর-রাজস্থান

▽ ৪

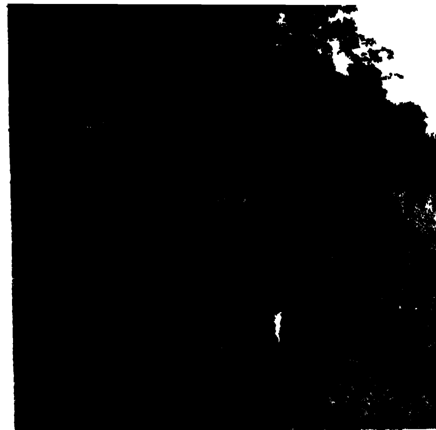


▽ ৫





△ ১



△ ২



▽ ৩

১ নাক্কি লেক-মাউন্ট আবু-বাজস্থান

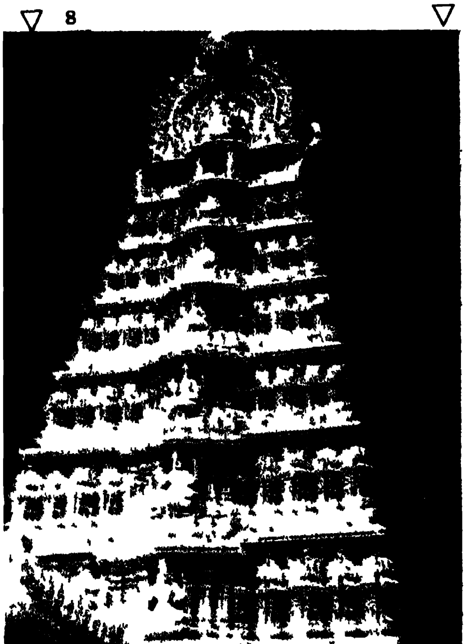
২ ডিম্বে ফবেস্ট-অকণাচল প্রদেশ

৩ ডালহৌসি-হিমাচল প্রদেশ

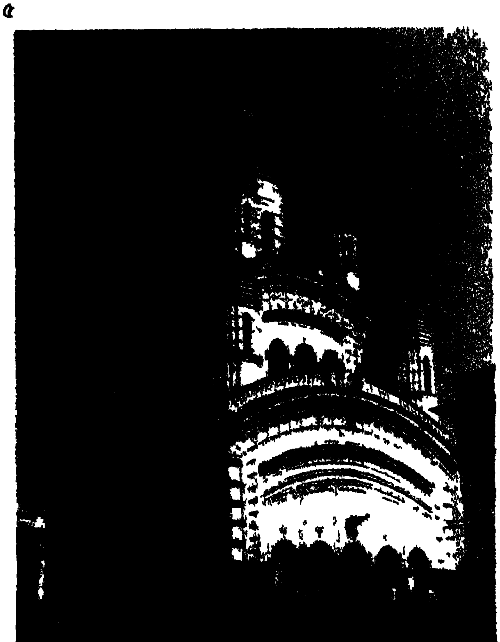
৪ চামুণ্ডেশ্ববী মন্দিব-মহীশূব-কর্ণাটক

৫ দক্ষিণেশ্বব মন্দিব-কলকাতা-পশ্চিমবঙ্গ

▽ ৪



▽ ৫



উঁচুতে অবস্থিত। একমাত্র 1ভি. কে. প্যাসেঞ্জার। সময় লাগে বিশাখাপত্তনম থেকে 4 ঘণ্টা। 7.45-এ ওয়ালটেয়ার ছেড়ে 10.19-এ বোরাগুহালু হয়ে 11.15-য় আরাকুভ্যালি। ট্রেনটি কোরাপুট পৌছয় 14.05-এ। স্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব 3 কিমি। সুন্দর পরিবেশ, মনোহারী পথশোভা ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর কারণে বহু পর্যটক এখানে আসেন। এর অরণ্য, উপজাতি এবং বহুমুখী দ্রব্য উৎপাদন কেন্দ্রগুলি— সবই আকর্ষণীয়। নিয়মিত বাস আসছে এখানে বিশাখাপত্তনম্ থেকে।

থাকার জন্য পর্যটন বিভাগের ময়ূরী ট্যুরিস্ট লজ (Ph: 2496343) আছে। রিজা : অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ময়ূরী ট্যুরিস্ট লজ, আরাকু ভ্যালি, বিশাখাপত্তনম্, DAB ৩৫০-৪০০, স্যুইট ৫৫০, কটেজ ৩৫০-৪৫০। আর আরাকু ভ্যালি রিসর্ট (Ph: 249490) DB Dlx ৪৫০, স্যুইট ৫০০, AC স্যুইট ৯০০। Das Tours and Travels (রিজা: Ph: 24256603/M.9830032609) Mayuri Cottage ৩৫০- ৫০০, Vikas Resort ৪০০-৬০০, Hillpark Hotel ৪০০-৭০০। Sai Krishna Hotel ৩৫০-৬০০। এছাড়া রেলওয়ে GH, PWD IB (রিজা: EE, PWD Vishakhapatnam), জিলা পরিষদ GH আর বেসরকারি পরিচালনায় অরুণোদয় লজ (কলকাতা যোগাযোগ · Ph: 22442051) আছে, তবে খাবার ব্যবস্থা নিজেদের করতে হবে।

55 কিমি দূরের **অনন্তগিরি** এখান থেকে যাওয়া সহজ। শিকার আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য ঘুরে আসতে পারেন **চিন্তাপল্লী**। থাকার জন্য TB আছে। যেতে পারেন **আন্নাভরম**। ওয়ালটেয়ারের 108 কিমি দূরে রত্নগিরি পাহাড়ে রয়েছে নারায়ণের মন্দির। আন্নাভরম্ স্টেশন থেকে পাহাড়টি মাত্র 3 কিমি। যেতে পারেন আরো 25 কিমি এগিয়ে **পিঠাপুরম্** তীর্থস্থানে। এর অন্য নাম পাদগয়া। গয়া নামে এক অসুর এখানে দেবতাদের যজ্ঞ সম্পূর্ণ করার জন্য নিজ দেহ দান করেছিলেন বলে জনশ্রুতি। এমনই দেহদানজনিত তীর্থ আছে ওড়িশার যাজপুর ও বিহারের গয়াতে। শিবরাত্রির সময়ে এখানে কুক্কুটেশ্বর শিবমন্দিরে খুব উৎসব হয়।

যুক্ত অরণ্য, পাখি ইত্যাদি যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা এখান থেকে ওড়িশার **কোরাপুট** ঘুরে আসতে পারেন বা যেতে পরেন **জেপুর** (দ্র : ওড়িশা)।

পুষ্পগিরি : পেনার ও পাগাঘ্নি নদীর সঙ্গমস্থলের খুব কাছে কুডাপ্পা জেলার বিখ্যাত শৈবতীর্থ পুষ্পগিরি দেখে আসি চলুন। নামটি শুনে মনে হবে ফুলের পাহাড়। তবে এখানে এখন রয়েছে 20টি শিবলিঙ্গ। বৈষ্ণবেরা বলেন এটি চিদাম্বরমের বিষ্ণু আরাধনায় রত নটরাজ ও ধ্যানস্থ বারাণসী শিবের মধ্যাবস্থা। হতে পারে। পাহাড়ের উপরে দেখতে পাবেন 4টি প্রধান শিবমন্দির রয়েছে। আবার রয়েছে কেশবস্বামী বিষ্ণুর মন্দিরও। স্থানীয় নাম চেন্নাকেশব। বহুদূর থেকে এই মন্দিরের গোপুরম্ দেখা যায়। গোপুরম্-এর গায়ে গীতার ভাষ্য খোদিত আছে। আছে রামায়ণ ও মহাভারতের নানা কাহিনীও। তার মধ্যে অবাক হয়ে দেখবেন মহাদেব কর্তৃক অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্রদানের কাহিনীটিও। অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে দেখতে পারেন কাশী বিশ্বনাথ, রাঘব স্বামী, বৈদ্যনাথ, ত্রিকোটিশ্বর, ভীমেশ্বর ইন্দ্রনাথেশ্বর, কমলা সম্ভবেশ্বরের মন্দির ছাড়া পাহাড়ের পাদদেশে আরো বহু ছোট ছোট মন্দির।

এখানে আসতে হলে সাদার্ন রেলের চেন্নাই-রায়চুর শাখার কুডাপ্পা স্টেশনে নামুন। চেন্নাই থেকে পাবেন চেন্নাই-দাদার এক্স (6.50 ছেড়ে 11.21), চেন্নাই-মুম্বাই এক্স (11.45 ছেড়ে 17.00), চেন্নাই-মুম্বাই মেল (22.15 ছেড়ে 10.51)। এটি চেন্নাই থেকে 262 কিমি দূরে। স্টেশন থেকে বাসে পুষ্পগিরি 16 কিমি মাত্র। কুডাপ্পায় নেমে এখানের প্রাচীন দুর্গ, সিদ্ধবটমা দেখে পুষ্পগিরি আসতে পারেন। তিরুপতি থেকেও কুডাপ্পায় সোজা বাস আসছে। কুডাপ্পায় রেলওয়ে RR ও DB আছে।

হর্সলে পাহাড়

অন্ধ্রপ্রদেশের একমাত্র শৈলাবাস সমুদ্রপৃষ্ঠের 1,265 মি. উচ্চে অবস্থিত। এটি যিনি পত্তন করেন সেই ডব্লু. ভি হর্সলে-র নামেই পাহাড়ের নাম। সেগুন-চন্দন-ইউক্যালিপ্টাসে ভরা এই শৈলাবাসে কটা দিন কাটিয়ে গেলে শরীর মন চনমনে হয়ে উঠবে। 27 কিমি দূরের শৈলশহর মদনাপ্পেলে গড়ে উঠেছে একটি যক্ষ্মা নিরাময় নিবাস। এখানে সড়কপথে বা রেলপথে দুভাবেই আসা যায়। এখান থেকে তিরুপতির দূরত্ব 122 কিমি., ব্যাঙ্গালোর 136 কিমি., গুন্টাকল 147 কিমি, পাকালা 182 কিমি, চেন্নাই 221 কিমি আর হায়দরাবাদ 431 কিমি। গুন্টাকল-তিরুপতি বা বেলারি-তিরুপতি প্যাসেঞ্জারে মদনাপ্পেল রোড স্টেশনে নামা যায়। এখান থেকে বাস পাওয়া যায় হর্সলে পাহাড়ে আসার জন্য। সময় লাগে 1 ঘণ্টার মতো। আর পেনুকোন্ডা তো হর্সলে পাহাড়ের গা-লাগাও আরো একটি শৈলশহর। শহরটি কৃষ্ণদেব রায়ের স্মৃতিবিজড়িত এবং একটি মসজিদ (শের খানের) দেখার মত। এখানে থাকার জন্য অন্ধ্ররাজ্য পর্যটন দপ্তরের Punnyami Hotel (Ph: 279 323, 279 324); চার ধরনের কটেজ : ব্লু জে ৭৫০, পিজিয়ন ৬২৫,

টার্টল ডাভ ৪৫০, কোরসার ব্লক ৩৫০। রিজা : Manager, Horsley Hills, Dist. Chittoor 517325। এছাড়া পর্যটন দপ্তরের সেকেন্দ্রাবাদ অফিস (APTDC, Yatri Niwas, SP Road, Secunderabad 3, Ph: 2816373) থেকেও অগ্রিম রিজার্ভেশন করা যায়। এছাড়া Mount Pleasant RH, R-30 D ২৭৫-৪৫০ থাকার পক্ষে খুবই ভাল। আর পাবেন PWD RH, Forest RH প্রভৃতি।

লেপাক্ষি : অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিম-দক্ষিণ সীমান্ত জেলা অনন্তপুরের এই প্রান্তিক শহরটি শৈব ও বৈষ্ণবতীর্থ দুই-ই। বিষ্ণুমন্দিরের সামনেই দেখতে পাবেন বিখ্যাত নাগলিঙ্গ শিবের মন্দির। হায়দরাবাদ-বাঙ্গালোর শাখা রেলেও হিন্দুপুর স্টেশন থেকে 16 কিমি এবং বাসে বাঙ্গালোর থেকে 99 কিমি দূরে এই গ্রামের শিবমন্দিরটি বিজয়নগর শৈলীতে 16 শতকে নির্মিত। কিংবদন্তি এটি নাকি অগস্ত্য মুনি নির্মাণ করেন। মূল মন্দিরের তিনটি প্রধান অংশ মুখমণ্ডপ বা রঙ্গমণ্ডপ, অর্থমণ্ডপ ও গর্ভগৃহ এবং কল্যাণমণ্ডপ। প্রথম দুটি জোড়া লাগানো, শেষেরটি পৃথক এবং অর্ধসমাপ্ত। মণ্ডপটি দাঁড়িয়ে আছে 38টি ধূসর রঙের শিলা-বেলেপাথরের খোদিত স্তম্ভের ওপর। এগুলিতে পল্লব-স্থাপত্যশৈলী সমুদ্রিত। কল্যাণমণ্ডপেই নাকি শিব-পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল। মন্দিরের সামনে এক শিলা-পাথরে নন্দীর বিশাল মূর্তি। এটিই ভারতের বৃহত্তম বৃষমূর্তি। এর পরেরটির কথা বলেছি বৃহদেশ্বরের নন্দী মূর্তি প্রসঙ্গে। তবে ভাস্কর্যের দিক দিয়ে এটি শ্রেষ্ঠ। দেখে মনে হয় জীবন্ত। এটি উচ্চতায় 6 মিটার (20 ফুট) ও 9 মিটার (30 ফুট) লম্বা। মন্দিরের চিত্রণও অনবদ্য। মন্দির প্রাঙ্গণের নাগলিঙ্গ দেখেও বিস্মিত হবেন। বিশাল ফণাযুক্ত নাগলিঙ্গের সামনে আপনি বুঝি নিজের সত্তা হারিয়ে বসবেন। শিব ও বিষ্ণু মন্দিরের মাঝের মন্দিরটি হল বীরভদ্রের। একটি মণ্ডপে ত্রিকোণের মতো এই তিনটি মন্দির দেখে আপনার ভাল লাগবে। থাকার জন্য সরকারি বিশ্রামভবন 'অভয়গৃহ' (রিজা: PRO অনন্তপুর) ছাড়া DB আছে। আছে ভাল ধরমশালা।

টাডপত্রি : মুম্বাই-চেন্নাই রেলপথের গুন্টাকলে নেমে 72 কিমি দূরে টাডপত্রিতে এসে দেখে যান ভেঙ্কটরমণ ও রামলিঙ্গেশ্বর শিবের মন্দির। প্রথমটি বিজয়নগরের প্রথম রাজা হরিহরের আমলে। এর গায়ে দেখবেন রামায়ণ ও পুরাণের নানা কাহিনী উৎকীর্ণ রয়েছে। মন্দিরের সামনে দেখতে পাবেন একটা পাথুরে রথ। আর শিবমন্দিরটি তৈরি করেন অনেক পরে রাজা প্রৌঢ় দেবরায়। মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পেন্নার নদী। কিংবদন্তি যে পরশুরাম নাকি এখানে উপাসনা করতেন। থাকতে পারেন এখানে PWD IB-তে।

শ্রীশৈলম

অন্ধ্রপ্রদেশের এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে আসার নানা পথ। যদি নাগার্জুন কোণ্ডায় বেড়াতে এসে থাকেন, তবে সেখান থেকে বাসে আসতে পারেন। আসতে পারেন কুর্নুলে শ্রীরাঘবেন্দ্র স্বামীর বৃন্দাবন বা মন্ত্রালয়ম্ দেখে বাসে এখানে। গুন্টুর, মহানন্দী, দোরনাকল, হায়দরাবাদ, বিজয়ওয়াড়া প্রভৃতি জায়গা থেকেই বাসে চড়ে আসতে পারেন। তবে মার্কাপুর স্টেশনে নেমে না আসাই ভাল। তবু নান্ডিয়াল স্টেশনে নেমে আসতে পারেন, দূরত্ব 112 কিমি। এখন নতুন মোটর পথ হয়েছে দোরনাকল থেকে। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে নাল্লামালাই পর্বতশ্রেণীর ঋষভ পর্বতে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধদের এই তীর্থক্ষেত্রে অবস্থিত। মহাভারতে এই পাহাড়ের নাম শ্রীপর্বত। ঐতিহাসিকেরা বলেন এখানে তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ বাস করতেন। এর পরে বৌদ্ধ প্রভাব বৃদ্ধি পায়। হিউয়েন সাঙ্ এবং ফা-হিয়েন দুজনেই এর উল্লেখ করে গেছেন। পণ্ডিত নাগার্জুনও কিছুদিন এখানে বাস করে গেছেন। এখানে রয়েছে সবচেয়ে জনপ্রিয় মন্দির মল্লিকার্জুন স্বামীর শিবমন্দির। দেবীর নাম ভ্রমরম্বা। মল্লিকার্জুন তথা শ্রীশৈলম্ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। কৃষ্ণা নদী এখানে পাতাল গঙ্গা নামে পরিচিত। এই নদীতে স্নান পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত। চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে এসে শ্রীশৈলম দেখে গেছেন। ভ্রমরম্বা হল কালিকা মূর্তি। শঙ্করাচার্যও এখানে এসেছিলেন। কৃষ্ণা নদী শ্রীশৈলমকে তিনদিকে ঘিরে রেখেছে সৌন্দর্যের আকর হয়ে। পাহাড়ের চূড়া সবচেয়ে উঁচু 790 মিটার (2,636 ফুট)। মন্দিরের মধ্যে আছে ব্রোঞ্জের নটরাজ মূর্তি। বাইরের দেওয়ালে শিবের নানা কাহিনী উৎকীর্ণ। জানুয়ারি মাসে শঙ্করনাথ কল্যাণম্ উৎসব, পরের মাসে শিবরাত্রি ও মার্চে তেলুগু নববর্ষ উৎসবে এখানে হাজার হাজার ভক্ত আসেন। কাছেই আছে দুটি ঝরনা. হতকেশ্বরমে আদি শঙ্করাচার্যের প্রায়শ্চিত্ত। 8 কিমি দূরে আছে শিখরেশ্বর স্বামীর মন্দির সর্বোচ্চ শিখরটিতে। থাকার জন্যে আছে পর্যটন বিভাগের Punnyami Hotel (Ph: 288 311) DAC ৫৫০ DAB ৪০০। আর পাবেন শৈলবিহার ট্যুরিস্ট RH (রিজা: DPRO, কুর্নুল), জেলা পরিষদ GH (রিজা : সেক্রেটারি), SC দেবস্থানম্ কটেজ, চৌলট্রিতে (6) মোট 200 ঘর (যোগাযোগ : Ex. Officer, Devasthanam, Srisailam-518101 Kurnul (Dist)। সবচেয়ে বড় উৎসব শিবরাত্রি।

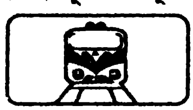
মহানন্দী : বিজয়ওয়াড়া-গুন্টাকল রেলপথে নান্ডিয়াল স্টেশন থেকে 16 কিমি দূরে নাল্লামালাই পাহাড়ের পাদদেশে

গভীর অরণ্যের মধ্যে একটি প্রাচীন শৈবতীর্থ। অবশ্য শঙ্করাচার্যের জন্মের আগে এখানে বৌদ্ধ প্রভাবই বেশি ছিল। শিবমন্দিরের চূড়ার দিকটি বৌদ্ধ গুম্ফার অনুসরণে তৈরি। জৈন প্রভাব নেই এমনও বলা যায় না। মন্দিরের শিবলিঙ্গের নীচ থেকে 5টি ঝরনার জল বয়ে এসে একটি কুণ্ডে পড়ছে। স্থানীয় লোকেরা এই কুণ্ডের জল খুব পবিত্র বলে মনে করেন। এখানকার প্রাকৃতিক শোভা মনকে মুগ্ধ করে দেয়। কারো মতে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উত্তর ভারতের কোনো সাধু। অন্য মতে নন্দবংশের কোনো রাজা এটি প্রতিষ্ঠা করেন। নন্দী ছিলেন তাঁদের দেবতা। তাই তাঁরা মহানন্দীর 16 কিমি ঘিরে নন্দীর 9টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শিবের মন্দিরের সামনেও একটি বড় মন্দির আছে। এখানে শিবরাত্রির সময় বড় উৎসব হয়। অন্য সময়ে এখানে পিকনিক করতে ভুলবেন না। কুর্নুল ও নান্ডিয়াল থেকে বসে আসা যায়। PWD RH ও ধরমশালা আছে। নান্ডিয়ালে আছে DB।

অহোবিলম্ : নান্ডিয়াল থেকে 46 কিমি দূরে নাল্লামালাই পাহাড়ের মাঝখানে নরসিংহ মন্দিরের দর্শন লাভের জন্য এখানে আসতে পারেন। এই বিখ্যাত বৈষ্ণবতীর্থে বিষ্ণুর 9টি নৃসিংহ মূর্তির পূজা হয়। মূর্তি অভয়দাতার — প্রহ্লাদকে অভয়দান করছেন দাঁড়িয়ে থেকে। পাহাড়ের নীচের মন্দিরটি প্রহ্লাদবরদ নৃসিংহের আর 9 কিমি দূরে পাহাড়ের 840 মিটার (2,800 ফুট) উঁচুতে মূল মন্দিরটি অবস্থিত। এখানে ভাবনাশী নদীর জল রক্তকুণ্ড নামে একটি কুণ্ডে এসে পড়েছে। জল লালচে রঙের। তাই লোকবিশ্বাস যে এতে প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুর রক্ত মিশেছে। চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য 11 শতকে এই মন্দিরে পুজো করে গেছেন। পর পর দুটি পাহাড়। বেদাদ্রি ও গরুড়াদ্রি। মাঝখানে আপার অহোবিলম্ উপত্যকা। পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালের গায়ে উগ্র নৃসিংহের মূর্তি ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। মণ্ডপ ও বিশাল গোপুরম্-এর সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। গুহা নৃসিংহের মন্দিরটিও বেশ বড়। এর সামনে আছে বিশাল একটি স্তম্ভ। কিংবদন্তি যে হিরণ্যকশিপু এতে পদাঘাত করলে এর মধ্যে থেকেই নৃসিংহদেবের আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। এখানের সবচেয়ে বড় উৎসব ব্রহ্মোৎসব হয় শিবরাত্রির পরের পক্ষে। এখানে আসতে হলে চেন্নাই থেকে সাউথ সেন্ট্রাল রেলে কুডাপ্পা আসুন 262 কিমি পথ পার হয়ে। সেখান থেকে 204 কিমি বাসে চড়ে অহোবিলম্ আসতে হবে। থাকার জন্য RH, ধরমশালা ও পাণ্ডাদের ঘর ভাড়া পেতে পারেন।

বিজয়ওয়াড়া

অন্ধ্রপ্রদেশের সমুদ্রতীর অঞ্চলের কৃষ্ণা জেলার তালুক ও শহর। শহরটি একটি ছোট পাহাড়ের নীচে এবং কৃষ্ণা নদীর উত্তর তীরে সমুদ্র থেকে 72 কিমি দূরে। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। অবশ্য গ্রীষ্মে তাপমাত্রা বাড়ে। কৃষ্ণা নদীর উপর একটি বড় বাঁধ (অ্যানিকট) আছে। একসময়ে এখানে বৌদ্ধপ্রভাব খুব বেশি ছিল। শহরটি খুব প্রাচীন। কিংবদন্তী যে, এখানে অর্জুন শিবকে তুষ্ট করে পাশুপত অস্ত্র পান — তাই নাম হয় বিজয়বাটিকা। তাই থেকে বিজয়ওয়াড়া। বিজয়ওয়াড়া/ বিজয়ওয়াদা/বেজওয়াদা। কৃষ্ণানদীর ধারে পাহাড়ের উপরে রয়েছে কনক দুর্গার মন্দির। পাহাড়ের নামও কনক দুর্গা। সন্ধেবেলায় যখন আলোয় সাজে তখন তাকে অপূর্ব দেখায়। নটরাজ স্বামীর মন্দির, সীতানাগুরু মন্দির প্রভৃতি দেখবার মত। অর্জুন যে শিবকে পূজা করেন তিনি মল্লেশ্বর মন্দিরে নাকি আছেন। আসলে বিজয়েশ্বর শিবই এখনে মল্লেশ্বর শিব নামে পূজিত হচ্ছেন। এখানে নাকি হিউনেয়ন সাঙ্ এসেছিলেন। অগস্ত্যও নাকি এখানে জয়সেন শিবের পূজা করেন। ভিক্টোরিয়া জুবিলি মিউজিয়ামে দেখতে পাবেন বুদ্ধের এক বিশাল মূর্তি। নদীর পরপারে 2 কিমি দূরে উন্দাবল্লীর গুহা মন্দিরটিও দেখে আসুন। এটিকে যখন সামনের দিকে থেকে দেখবেন, মনে হবে দোতলা আর অন্যদিক থেকে দেখলে মনে হবে পাঁচতলা। এর ফাঁকে কোন্ডাপল্লি গিয়ে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখে আসতে পারেন আর নিয়েও আসতে পারেন এখানের সুবিখ্যাত পুতুল শিল্পের দু'একটি নমুনা।



কেমন করে আসবেন : বিমান আসছে এখানে চেন্নাই, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থান থেকে।

ট্রেন আসছে : হাওড়া থেকে 20.45 ছেড়ে হাওড়া-চেন্নাই মেল কটক-ভুবনেশ্বর-বিশাখাপত্তনম্ হয়ে 18.35। করমণ্ডল এক্সপ্রেস 14.25 হাওড়া ছেড়ে 10.35-এ বিজয়ওয়াড়া; হাওড়া-তিরুপতি এক্সপ্রেস 23.40 হাওড়া ছেড়ে 8.00; হাওড়া-কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস 15.25-এ ছেড়ে 12.50; ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেস 10.45 হাওড়া ছেড়ে 11.15; ফলকনুমা এক্সপ্রেস 6.50 হাওড়া ছেড়ে 3.40-এ বিজয়ওয়াড়া আসছে। গুয়াহাটি থেকে গুয়াহাটি-ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেস 5.30 ছেড়ে 4.00। ডিব্রুগড়-চেন্নাই এক্স (কেবল রবিবার) 23.30 ডিব্রুগড় ছেড়ে গুয়াহাটি 14.00, বিজয়ওয়াড়া 12.50, চেন্নাই 20.30। দিল্লি থেকে বিজয়ওয়াড়া আসছে তামিলনাড়ু এক্স নিউ দিল্লি 22.30 ছেড়ে 0.15-তে। নিজামুদ্দিন-চেন্নাই রাজধানী এক্স 15.30-এ ছেড়ে এখানে আসছে 14.10 এ। আবার নিউ দিল্লি-চেন্নাই জিটি এক্স 18.40 ছেড়ে 23.10। জম্মু তাওয়াই-চেন্নাই আন্দামান এক্স জম্মু 23.15 ছেড়ে দিল্লিতে

13.55 ও বিজয়ওয়াড়ায় 3.15। হায়দরাবাদ থেকে ট্রেন আসছে হায়দরাবাদে 5.30 ছেড়ে কৃষ্ণা এক্স 12.55 এবং 17.15 ছেড়ে গোদাবরী এক্স 23.30 মিনিটে। আর নিউ দিল্লিতে 11.30 ছেড়ে কেরালা এক্স আগ্রা, ভূপাল, নাগপুর হয়ে বিজওয়াড়া আসছে 14.50-এ। শাখা লাইনে ট্রেন আসছে গুন্টুর ও মসলিপতনম্ থেকে। এখানে মিটার গেজ ট্রেন আসছে দ্রোণাচলম্ হয়ে সেকেন্দ্রাবাদ ও গুন্টাকল হয়ে বাঙ্গালোর থেকে। আর দক্ষিণের সব বড় শহর থেকে আসছে বাস।

কোথায় উঠবেন এখানে : 3 তারা হোটেল বান্দার রোডে লাব্বিপেটে Hotel Kandhari International এম. জি. রোড, (Ph . 2471311) R-77, SAC ৫২৫ DAC ৫৭৫-৬৫০; 2-তারা হোটেল এলুরু রোডে Mamata Hotel (Ph: 2571251) R-34, S ৩০০ SAC ৫২৫ D ৪৫০ DAC ৬৫৫; 2-তারা হোটেল 27-38-61 বান্দার রোডে Manorama Hotel (Ph: 2571301) R-50, S ৫০০ SAC ৭০০ D ৬০০ DAC ৯৫০; 27-8-1 শিবালয়ম্ স্ট্রিটে Hotel Chhaya R-38, S ২৭৫ D ৩৭৫ DAC ৫৭৫; এলুরু রোডে Sri Durga Bhavan SAB ১২৫ DAB ২২০; কালেশ্বর রাও রোডে Hotel Nataraj, R-37 S ১৭৫ SAC ৩৫০ D ৩০০ DAC ৪৬০ স্যুইট ৫৭৫। সীতানগরমে তৈরি হয়েছে অন্ধ্র রাজ্য পর্যটন দপ্তরের Krishnaveni Motel (Ph : 2426382) DAB ৩০০ DAC ৪৫০। এখানেই বসেছে পর্যটন দপ্তরের অফিস। ঠিকানা : APTDC, Krishnaveni Motel, Sitanagaram- 522 515, Ph : 275382। এছাড়া বহু সাধারণ হোটেল RR, DB, IB, প্রভৃতি আছে।

আর কী দেখবেন এখানে : বিজয়ওয়াড়াতে বাকি দেখার মধ্যে আছে গান্ধি হিল, গান্ধি স্তূপ, গান্ধি মেমোরিয়াল লাইব্রেরি এমনকি গান্ধি পাহাড়ে রয়েছে টয় ট্রেন। একটু দূরে গিয়ে দেখে আসুন মসলিপতনম্ বাণিজ্য কেন্দ্র।

মঙ্গলগিরি

গুন্টুরের পথে বিজয়ওয়াড়া থেকে 12 কিমি পূর্বে পূর্বঘাট পর্বতের বিখ্যাত তীর্থস্থান। এখানে বাসে আসা যায়। এখানে একটি রেল স্টেশনও আছে। পাহাড়ের [illegible] মন্দিরটি আছে তার মত উঁচু গোপুরম্ ভারতের [illegible] কোনো মন্দিরে নেই। আসল মন্দিরটি অবশ্য মঙ্গলগি[illegible] পাহাড়ের উপরে— পানকলা লক্ষ্মীনৃসিংহ স্বামীর মন্দির [illegible] পাহাড়ে ওঠার জন্য 600 সিঁড়ি আছে। এগুলি দিয়ে উঠে তবে এই মন্দির দেখা যায়। মধ্যে আছে চৈতন্য পাদপীঠ। এই মন্দির ছাড়া এখানে আর বিশেষ কিছু দেখার নেই। বিগ্রহের মুখগহ্বরে শরবতের পানা দেওয়া হয় বলে দেবতার নাম পানানৃসিংহ। অন্য কোনো ভোগ দেওয়া হয় না। এখানে ভক্তপ্রদত্ত পানার অর্ধেক বিগ্রহ গ্রহণ করেন, অর্ধেক নাকি ভক্তকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। 4.5 লিটার (5 সের) শরবত পানের পর তাঁর মুখগহ্বর পূর্ণ হয়ে গেলে নাকি আর যায় না। এ দৃশ্য দেখার জন্য পর্যটক, ভক্তদর্শক ভিড় করেন। দেখে আসুন না এই অলৌকিক দৃশ্য। আরো দুটি ছোট পাথরেব ঘরে কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তি এদিকে ওদিকে পড়ে আছে। বিগ্রহ দর্শনের জন্য দর্শনী দিতে হয় সামান্য। সমতলভূমিতে আছে দ্রোণ নরসিংহের মন্দির। এখানেও দক্ষিণা দিতে হয়। চৈত্র মাসে এখানে উৎসব হয়।

তিরুপতি

অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলার চন্দ্রগিরি তালুকের একটি শহর, চেন্নাই থেকে 232 কিমি দূরে। আয়তন— তিরুপতি 7 বর্গকিমি, তিরুমালা পাহাড়শ্রেণী 4 বর্গকিমি। পূর্বঘাট পর্বতমালার চন্দ্রগিরি পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত এই শহরের জলবায়ু মোটামুটি শুষ্ক ও স্বাস্থ্যপ্রদ। এই প্রাচীন শহরটি একদা চেন্নাই প্রদেশের উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। 1956-তে এটি অন্ধ্রপ্রদেশে আসে। তিরুমালার পবিত্র পর্বতে অবস্থিত শ্রীবেঙ্কটেশ্বর পেরুমলের বিখ্যাত মন্দিরের জন্য এর জগৎজোড়া খ্যাতি। এটি হিন্দুদের একটি খুব প্রাচীন এবং পবিত্র তীর্থস্থান শুধু নয়, সম্ভবত পৃথিবীর ধনী মন্দিরগুলোরও অন্যতম। বছরের পর বছর রাজা-রানীরা এই মন্দিরে তাঁদের ধনরত্ন উজাড় করে দিয়েছেন। সাধারণ ভক্তও দিয়েছেন তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। বিজয়নগরের রাজকীয় আনুকূল্যের কথা তো প্রবাদস্বরূপ। পল্লব, চোল, পাণ্ড্য রাজাদের বদান্যতাও তাতে মিশে গেছে। অবশ্য এখানের বরাহস্বামীর মন্দিরটি আরো প্রাচীন।

তিরুপতি কথাটির অর্থ শ্রীর পতি বা স্বামী। তিরুপতির বিষ্ণু বা বেঙ্কটেশ্বর দেবের কথা দ্বাদশ পুরাণে আছে। স্কন্দ পুরাণে আছে বিষ্ণুর দ্বাররক্ষী শেষনাগের অনুরোধক্রমে বিষ্ণু তিরুমালায় বাস করেন। তাই তিরুমালা পাহাড়ের অন্য নাম শেষাচল। তিরুমালার [illegible]সাতটি শৃঙ্গকে ভক্তগণ শেষনাগের সাতটি ফণা বলে বি[illegible] করেন। এখানকার বহু দেবতা ও দেবমন্দিরের মধ্যে বে[illegible] প্রধান, স্থানীয় নাম বালাজি। অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে [illegible]দেবী, গোবিন্দস্বামী, রামস্বামী

মন্দির বিখ্যাত। শেষাচলম্ বা সপ্তম শৃঙ্গটি হল তিরুপতি বা বেঙ্কটাচল।

বিগ্রহ স্বর্ণমণ্ডিত বিমান, তার কারুকার্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিস্ময়কর। প্রাকৃতিক শোভায় পরিপূর্ণ এই পাহাড়ে ওঠা এখন সহজসাধ্য হয়েছে। এখন পিচঢালা পার্বত্য পথে মোটর গাড়ি যেতে পারে। দেবস্থান কর্তৃপক্ষ নিজেদের বাসে যাত্রী নিয়ে ওপরে যান। তবুও তা বিশাল যাত্রী বহনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। সেজন্য মামুলি পথে শত শত যাত্রী ভোর থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রায় এক হাজার ফুট ওপরে ওঠেন। পথের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। উঠতে সময় লাগে প্রায় 4 ঘণ্টা। স্থানে স্থানে বিশ্রাম স্থান ও দোকানপাট আছে। বাসযাত্রীরা কপিলতীর্থ জলপ্রপাত ও আশ্রমের সৌন্দর্য দেখতে পান না। যেখান থেকে বাস যায় সেখানের গেটের নাম গেট রোড। ফটকের দুপাশে থামের উপর আছে দুটি হাতি। উপরে গরুড় মূর্তি। লোহার বোর্ডে লেখা, Road to Tirumalai Venkateswara Sannathi। মোটর বাসে উঠতে প্রায় 1 ঘণ্টা সময় লাগে। পর্বতশিখরে যেখানে যাত্রা শেষ, সেখান থেকে নীচে দেখবেন সবুজ উপত্যকা আর ঢেউ খেলানো ছোট ছোট পাহাড়ের সারি। শিখরের সমতলে বসেছে দোকান। হোটেল ধরমশালায় ছোট একটা শহর। পানীয় জল, বিদ্যুৎ সব আছে। তবে হাঁটতে হবে এই পরিচ্ছন্ন শহরটিতে।

মন্দিরের সামনে তিনটি অলঙ্কৃত ছোট গোপুরম্। মাঝেরটি একটু বড়। এর খিলানের মধ্যে আছে দেবদেবীর প্রতিমূর্তি। পাশের দুটির একটিতে উপবিষ্ট হরগৌরী ও অন্যটিতে সম্ভবত রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। মন্দির প্রাচীন দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যে প্রস্তর-নির্মিত এবং বিমান খুব উঁচু প্রাচীরে বেষ্টিত। পূর্বদিকে প্রবেশ পথের উপর পাঁচতলা ক্রমহ্রাসমান গোপুরম্ প্রথমে নজর কাড়ে। দেবস্থানের মধে ঢুকলে দেখবেন অসংখ্য অলঙ্কৃত থামের উপর সমতল ছাদযুক্ত দালান। দুপাশে দুটি প্রদক্ষিণ পথ। আবার একটি দালান। এব স্তম্ভগুলির সৌন্দর্য চোখে না দেখলে বর্ণনা করা যাবে না। অথচ প্রচণ্ড ভিড়ে সুস্থির হয়ে দেখার জো নেই। তিনটি প্রাকারে মন্দির বেষ্টিত। নাম, সমপঙ্গী প্রদক্ষিণ, বিমান প্রদক্ষিণ এবং বৈকুণ্ঠ প্রদক্ষিণ। প্রথমে পাবেন শ্রীকৃষ্ণ দেব রায়, বেঙ্কটপতি রায় ও অচ্যুত রায়ের মূর্তি। টোডরমল সস্ত্রীক এসে এর সুরক্ষা দৃঢ় করেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে আছে ধ্বজস্তম্ভ বা সোনার তালগাছ। আছে স্বর্ণকূপ, যজ্ঞশালা ও বাহনদের মূর্তি। বৈকুণ্ঠ প্রদক্ষিণ খোলা থাকে কেবল বৈকুণ্ঠ একাদশীর দিনে। এখানেই আছে মন্দিরের ভল্ট। তাতেই আছে সব রত্নরাজি। এখানে দেখুন শ্রীনিবাসের তিন মূর্তি। এবারে দেখুন মূল মন্দিরের বিমান। তার উপরে আছে গম্বুজ, তার উপরে সোনার কলসি। বিমানের চারদিক সোনা দিয়ে মোড়া। অজস্র সোনার মূর্তিতে ভরতি। চারতলায় বিভক্ত বিমানের চাব তলার দুধারে দুটি সোনার সিংহ প্রথমেই আপনার নজর কেড়ে নেবে। মূল মন্দিরের দরজার অপরূপ কারুকার্য বিস্ময়ে করবে হতবাক্। তারপর এগিয়ে গর্ভগৃহের মধ্যে আলো-আঁধারে দেখুন শ্রীবেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মূর্তি, মস্তকে তাঁর শোভা পাচ্ছে 'বয়রাকৃতম্' হীরকখণ্ডের টোপর। ক্ষণিক দর্শনেই আপনাকে তুষ্ট হতে হবে।

মন্দিরের বাইরে এসে দেখুন স্বচ্ছ সরোবর কুণ্ড— বেঙ্কটেশ্বর কুণ্ড। এর মাঝখানে ছোট মন্দির। পুণ্যার্থীরা এখানে স্নান সেরে মস্তক মুণ্ডন করে তবে দেবদর্শনে যান। ভক্ত মনে করেন দেবতা সর্বকামনা পূরণ করে দেন। অলঙ্কার ছাড়া গড়ে নগদ টাকা পড়ে প্রতিদিন 15 হাজার। দেখবেন একদল ব্রাহ্মণ সারাদিন টাকাই গুনে চলেছেন। জনসাধারণের সেবায় এ টাকা ব্যয় করা হয়। 'জয় বালাজি' বলে রাত্রি 3-টেতে মন্দিরের দ্বারোদঘাটন হয়। 3.30-5.30 পর্যন্ত বিনা দর্শনীতে সর্বদর্শন হয়। শুক্রবার গেলে কিন্তু দিতে হবে ১্। অন্য সময়ে গেলে ৩্ দর্শনী। 5.45-6.30 হয় তোমলা সেবা, 7.30 পর্যন্ত প্রথম অর্চনা, 8.00 পর্যন্ত সাফুমোরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। দুপুর 12.00-12.30 দ্বিতীয় অর্চন। 18.30 পর্যন্ত পুনশ্চ সর্বদর্শন সবার জন্য 19.30 পর্যন্ত সন্ধ্যারতি — মন্দির আলোয় ঝলমল করে ওঠে। 22.00 পর্যন্ত পুনশ্চ সর্বদর্শন। এরপর একান্ত সেবা। 22.30-এ দরজা বন্ধ। যদি এর মধ্যে না দেখা হয়ে থাকে তবে অপেক্ষা করুন পরের দিন ভোরের জন্য। পূজা দেবার নিয়মাবলি দেবস্থান থেকে জেনে নিন। দিতে পারেন 'দধ্যাদনম্' নৈবেদ্য—দই-ভাত; বা 'পরমান্নদানম্' অথবা জনপ্রিয় 'লাড্ডুভোগ'। এক একটা লাডডু প্রায় 500 গ্রামের। বাহনে চড়িয়ে বেঙ্কটেশ্বরের বিলাস মূর্তি দেখতে হলে সর্বোচ্চ ৭২্ দিন। যাই করুন— লম্বা লাইন দেবাব জন্য প্রস্তুত হয়ে আসুন। রাত্রিদিন সব সময়েই লম্বা লাইন। ধৈর্যপরীক্ষায় আগে উত্তীর্ণ হতে হবে। দুপুরে বালাজির কর্পূর আরতি দেখতে হলে ৪্ দিন। নিত্য আরতি ও নিত্য তুলসীর দানের জন্য বছরের সূচনায় দিতে হবে ৮৪্। পরে প্রথম বছরে ৪২্; মাথা ন্যাড়া করানোর জন্য লাইনে যেতে হবে, কুপন কাটতে হবে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় 700 জন মস্তক মুণ্ডন করছেন। 1985-তে মন্দিরের আয় হয়েছিল 22 কোটি 39 লক্ষ টাকা। শুধু নববর্ষের দিনই হয়েছিল 19 লক্ষ 50 হাজার। তবে সবাই এখানে আসতে পারেন মনে ভক্তি থাকলে। বার্ষিক উৎসব সেপ্টেম্বরে।



কেমন করে যাবেন : বিমানে— তিরুপতিতে বিমান আসছে হায়দরাবাদ, চেন্নাই, বাঙ্গালোর, বিজয়ওয়াড়া থেকে। চেন্নাই থেকে সময় লাগে 35 মিনিট, বিজয়ওয়াড়া থেকে 1.10 মিনিট।

রেলে: তিরুপতিতে রেল স্টেশন দুটি— তিরুপতি ইস্ট এবং তিরুপতি ওয়েস্ট (ব্যবধান 1 মাইল)। তবে রেনিগুন্টা স্টেশনে নামাই সুবিধের। এর পরেই তিরুপতি ইস্ট স্টেশন। রেনিগুন্টা থেকে তিরুপতি মাত্র 10 কিমি, বাস যাচ্ছে মুহুর্মুহু। রেনিগুন্টায় ট্রেন আসছে হায়দরাবাদ থেকে রায়ালসিমা এক্সপ্রেস 17.25 ছেড়ে 8.35। এটি তিরুপতি পৌঁছয় 9.00; কৃষ্ণা এক্সপ্রেস 5.30-এ হায়দরাবাদ ছেড়ে সেকেন্দ্রাবাদ, বিজয়ওয়াড়া, গুড্ডুর, রেনিগুন্টা হয়ে তিরুপতি পৌঁছয় 21.30-এ। নারায়ণাদ্রি এক্সপ্রেস 18-টায় সেকেন্দ্রাবাদ ছেড়ে তিরুপতি পৌঁছয় পরদিন 7.30-এ।

মুম্বাই থেকে মুম্বাই-তিরুপতি এক্সপ্রেস ধরে তিরুপতি আসা যায়। মঙ্গল, শনি মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে ছাড়ে 12.10, পৌঁছয় পরদিন 12.10। আবার তিরুপতি থেকে ছাড়ে 21.40 মুম্বাই পৌঁছয় 21.25 মিনিটে।

চেন্নাই থেকে সপ্তগিরি এক্সপ্রেস চেন্নাই সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে ছাড়ে 6.25-এ, তিরুপতি পৌঁছয় 9.30-এ। চেন্নাই-তিরুপতি এক্স 13.50 চেন্নাই ছেড়েতিরুপতি 17.00; চেন্নাই তিরুপতি ইন্টারসিটি এক্স 16.30 ছেড়ে 19.50।

কলকাতার যাত্রীরা হাওড়া থেকে হাওড়া-তিরুপতি এক্সপ্রেসে সরাসরি তিরুপতি আসতে পারেন। হাওড়া 23.40-এ ছেড়ে 16.00। আবাব হাওড়া থেকে মাদ্রাজ মেল ধরে গুড্ডুর স্টেশনে নেমে ট্রেন পাল্টে রেনিগুন্টা হয়ে তিরুপতি আসা যায়। গুড্ডুর থেকে দিনেব বিভিন্ন সময়েই রেনিগুন্টা শাখা লাইনের ট্রেন পাবেন।

আগ্রা, ঝাঁসি, ভূপাল, নাগপুর বিজয়ওয়াড়া হয়ে রেনিগুন্টায় আসছে 11.30 নিউদিল্লি ছেড়ে কেরালা এক্স 21.15-য়। অন্যদিকে তিরুবঅনন্তপুরমে 11.10-এ ছেড়ে কেরালা এক্স এর্নাকুলাম, কোয়েম্বাটুর হয়ে 5.15। পুরীতে ছাড়ছে 8.45 পুরী-তিরুপতি এক্স, পৌঁছয় 8.10; আর তিরুপতি ছাড়ে 14.50 পুরী আসে 13.00টায়। রেলপথে তিরুপতি থেকে দূরত্ব : চিত্তুর হয়ে বাঙ্গালোর 248 কিমি, কালাহস্তী হয়ে চেন্নাই 149 কিমি, নেলোর-বিজয়ওয়াড়া হয়ে হায়দরাবাদ 704 কিমি, বাঙ্গালোর-পুনে হয়ে মুম্বাই 1,281 কিমি। কলকাতা 1,616 কিমি, পুরী 1,119 কিমি।

সড়কপথে : তিরুপতি থেকে দূরত্ব — চিত্তুর হয়ে বাঙ্গালোর 228 কিমি, রেনিগুন্টা-কার্নুল হয়ে হায়দরাবাদ 532 কিমি, রেনিগুন্টা-কালাহস্তী হয়ে চেন্নাই 151 কিমি আর পুত্তুর-তিরুভাল্লুর হয়ে 162 কিমি, রেনিগুন্টা, কোড়ুর, আম্বাকুর, ডোরানালা হয়ে শ্রীশৈলম্ 420 কিমি। চেন্নাই থেকে সোজা বাসে এসে সেদিনেই ফেরা যায়। তবে বেশিরভাগ সময় যাতায়াতেই নষ্ট হয়। আর মন্দিরে ভিড় বেশি থাকলে ফিরতে প্রায় ভোর রাত হয়ে যায়। এখান থেকে দেবদর্শনী সহ Deluxe ও AC বাস যাচ্ছে আসছে যথাক্রমে ২৭৫৲ ও ৫০০৲ বিনিময়ে। তিরুমালা থেকে তিরুপতি যাবার জন্যে দেবস্থানম্-এর বাস মুহুর্মুহু ছাড়ছে। বাস আসছে চেন্নাই, বাঙ্গালোর, পন্ডিচেরী, কন্যাকুমারী, মাদুরাই, মহীশূর থেকেও। District Co-operative Society, Tirupathi-র সঙ্গে বাসভাড়ার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন।

কোথায় উঠবেন : এখানে পাশ্চাত্য প্রথার কোনো হোটেল নেই। ভারতীয় প্রথার হোটেল আছে। 42 G Car Street-এ Hotel Bhimas Deluxe (R-60) S ৩০০৲ D ৪৫০-৬০০৲ SAC ৫৬৫৲ DAC ৭৯০; এখানেই এই Hotel-এর Annexe-এ Bhimas Paradise S ৩২৫৲ D ৪৬৫-৬০০৲ SAC ৫২০৲ DAC ৭২৫; Renigunta Rd এ Hotel Urbashi (Ph . 23804, 22827) R-44 D ৪০০৲ SAC ৪৭৫৲ DAC ৬০০-৭৫০, TP Area-তে Hotel Seven Hills S ২৫০৲ D ৩৪০৲ DAC ৪৪০; এখানেই Hotel Prasanth (Ph 22997). S ২২৫৲ D ৩৫০৲ DAC ৩৫০, Hotel Mamata (Ph . 22024) S ১৬০৲ D ২৪০; Renigunta Rd-এ Hotel Vikram (Ph . 22977) R-54 S ২২৫৲ D ২৭৫৲ DAC ৩৭৫; Gandhi Rd-এ Hotel New Bhimas Lodge (Ph. 22386), Hotel Balaji Bhavan S ২০০৲ D ৩০০; G Car Street-এ Lodge Jaisham (Ph : 22389) S ২০০৲ D ৩০০; নেহরু স্ট্রিটে Sri Krishna Lodge (Ph: 22706) S ২২০৲ D ৩১০। তিরুপতিতে TTDC নতুন চৌলট্রি ঘরপ্রতি ৪৫; TTDC মেন ব্লক ১৫, ঘরপ্রতি। নতুন চৌলট্রির এক্সটেনশন ব্লক ১৫৲ TTDC Guest House ৪৫, New Choultry II ৩৫, New Choultry III ৩৫, Hillview RH ৭৫৲ (রিজা: Asst. Manager, AP Tourism Development Corporation, Hill View Tourist RH, Tirupati, Ph : 222494)

তিরুমালা-তে পাবেন TTD New GH ১৫০, TB Cottage ৭৫৲ ও ১০০, MBC Cottage ৭৫, NVC Cottage ৭৫, PPC Cottage ৭৫, শেষাদ্রিনগর কটেজ ৭৫, অঞ্জনাদ্রিনগর কটেজ ৪৫, Hill View Deluxe Cottages ৫৫, NM Cottage ৫৫, PPB Cottage ৫৫, SMC Cottage ৫৫, New Choultry। (রিজা . রিসেপশন অফিসার, TTD, Tirupati। 10 বা 15 দিন থাকার জন্য ২৫ বা ৫০৲ অগ্রিম দিয়ে ঘর রিজার্ভ করে রাখতে পারেন। তবে ব্রহ্মোৎসব বা বিশেষ উৎসবের সময়ে আগে যিনি আসবেন তিনিই ঘর পাবেন, অগ্রিম সংরক্ষণের ব্যবস্থা

থাকে না। বিনামূল্যে থাকার জন্যও এখানে New Choultry II এবং III পাবেন। Youth Hostel আছে M.R Palle-তে, রিজার্ভ পুলিশ কোয়ার্টার্স এর কাছে। নারী-পুরুষ মিলিয়ে 46টি শয্যা আছে। ভাড়া ২০-৪০ (রিজা: ওয়ার্ডেন, Ph : 250300)। তিরুপতিতে একসঙ্গে 20,000 লোক থাকার ব্যবস্থা আছে সব মিলিয়ে।

আর কী কী দেখবেন তিরুপতিতে: বেঙ্কটেশ্বরের মন্দিরের কাছেই রয়েছে তাঁর সহোদর **শ্রীগোবিন্দরাজস্বামীর মন্দির**। 2 কিমি দূরে রয়েছে পাহাড়ের পাদদেশে শহরের একেবারে উত্তরপ্রান্তে জলপ্রপাতের গা-লাগাও শৈব মন্দির **কপিলতীর্থম**। দেখুন **কোদণ্ডরামস্বামী** মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রস্বামীর মূর্তি। 5 কিমি দূরে গিয়ে দেখে আসুন বেঙ্কটেশ্বরের সঙ্গিনী পদ্মাবতীর মন্দির **তিরুচালুরে**।

তিরুমালায় : 8 কিমি দূরে গিয়ে **পাপনাশনম্**-এর জলপ্রপাতটি দেখে আপনার মন ভরে যাবে। যেমন ভরে যাবে 6 কিমি দূরের প্রপাত **আকাশগঙ্গাটিতে** গিয়ে। এখান থেকেই মন্দিরের পুজোর জল নিয়ে যাওয়া হয়। বেঙ্কটেশ্বরের চেয়ে পুরনো **বরাহস্বামীর** মন্দিরের কথা তো আগেই বলেছি। আর চন্দ্রগিরিতে যাবার পথে আট কিমি দূরে **পেরুমল্লপল্লীতে** যদি যান তাহলে তো এখানের তামা আর কাঁসার তৈরি বিগ্রহমূর্তিগুলো দেখে তো অবাক হয়ে যাবেনই।

একটু দূরে যাই চলুন—

চন্দ্রগিরি : বিজয়নগর রাজবংশের শেষের দিনগুলিতে চন্দ্রগিরির সুখ্যাতি বেড়ে ওঠে। এখানে 1,000 খ্রিস্টাব্দে যে দুর্গটি খাড়া হয়েছিল তা বিজয়নগরের রাজাদের হাতে নবীকৃত হয়। 183 মি. উঁচু একটা বিশাল পাথরের উপরে এই দুর্গটি নির্মিত। এর প্রাচীর মধ্যে অবস্থিত প্রাসাদ আর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখতে পাওয়া যায়। দুর্গের কাছে রাজার দুটি মহলের নিদর্শনও রয়েছে। এগুলিতে বিজয়নগরীয় স্থাপত্যের নিদর্শন লক্ষ করতে পারবেন।

গুডিমল্লম : স্বর্ণমুখী নদীর তীরে অবস্থিত এই গ্রামটিতে রয়েছে পল্লব রাজাদের নির্মিত একটি অপূর্ব মন্দির। মন্দিরটি শ্রীপরশুরামেশ্বর দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। আসলে মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল নদীর ভাঙন থেকে গুডিমল্লম গ্রামটিকে রক্ষা করার জন্য। ভেতরে মূল মন্দিরে আছে সূর্যদেবতার মূর্তি। মূর্তিটির ভাস্কর্য চেয়ে দেখবার মত।

শ্রীকালাহস্তী

কলকাতা-চেন্নাই রেলপথের গুড্ডুর জংশন থেকে শাখা লাইনে 60 কিমি দূরে একটি তীর্থস্থান। তিরুপতি থেকে 37 কিমি দূরে এখানে রয়েছে দুটি খাড়া পাহাড়ের মাঝখানে পল্লবরাজাদের তৈরি শিবমন্দির। আসলে মন্দিরটি বায়ুদেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। জনপ্রবাদ যে এখানের লিঙ্গটির আরাধনা করত জাল বুনে বুনে একটি মাকড়শা, নিজের মাথার মণি স্থাপন করে একটি নাগ এবং শুঁড় দিয়ে জল ছড়িয়ে একটি হাতি। মন্দিরে দীপশিখা বাতাসে নিত্য কম্পমান। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সুবর্ণরেখা নদী। শিবরাত্রিতে এখানে বিশাল উৎসব হয়। বাস আসছে এখানে চেন্নাই, তিরুপতি ও গুড্ডুর থেকে। এখানে থাকার জন্য পাবেন ৬৫-১০০ মধ্যে Bhima Lunch Home, Hotel Madhu, Devasthanam GH (রিজা : Ex. Officer, Sri Kalahasthiswara Swami Devasthanam)।

কল্যাণী বাঁধ : তিরুপতি থেকে 18 কিমি দূরে এই বাঁধটি রয়েছে তিরুপতি-মদনাপল্লে রোডের পাশে রঙ্গমপেট জঙ্গলের মধ্যে। এখান থেকেই তিরুপতি ও তিরুমালার যাবতীয় জল যাচ্ছে। থাকবার জন্যে PWD-এর অধীনে একটি IB আছে। চড়ুইভাতি করুন এখানে।

নারায়ণবনম্ : 36 কিমি দূরে এই গ্রামে রয়েছে কল্যাণ বেঙ্কটেশ্বরস্বামীর মন্দির। এখানেই নাকি পদ্মাবতীর সঙ্গে বেঙ্কটেশ্বরের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল।

কৈলাসনাথকোনা : 43 কিমি দূরে নীলগিরি পর্বতমালার এই জলপ্রপাতে খনিজ সম্পদ আছে। এজন্য এর জলের রোগ নিরাময় ক্ষমতা প্রচুর।

নাগালপুরম: 65 কিমি দূরবর্তী এখানের দেবনারায়ণ স্বামীর মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন কৃষ্ণদেব রায় ও তাঁর মাতা নাগাম্বা। মার্চ মাসে সূর্যপূজা উপলক্ষে যখন দেবমূর্তির পা, নাভি এবং কপালে সূর্যরশ্মি দিনের নানা সময়ে পড়ে, তখন এক বিশাল উৎসব হয়।

উপরের সবকটি জায়গাতেই আসার জন্য তিরুপতি থেকে বাস পাবেন।

অমরাবতী

অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর থেকে 34 কিমি দূরে কৃষ্ণা নদীর তীরে এক প্রাচীন স্থান। আগে নাম ছিল ধান্যকটক, এখন বলা হয় ধরনিকোট। আসলে ধরনিকোট অমরাতীর 805 মি পশ্চিমে। ধান্যকটক খ্রি: পূ: দ্বিতীয় শতক থেকে বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল। মহাচৈত্য নামে খ্যাত মুখ্য আরাধ্য স্তূপটি এ সময়েই নির্মিত হয়। রেলিং এর গায়ে আছে গ্রানাইট পাথরের উপর উৎসর্গ-লেখগুলি। এগুলিতে বিশাল ভারতের বিভিন্ন স্থানের ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা ও গৃহীভক্তের

দানের বিবরণ লেখা রয়েছে। এ সময়েব শিল্পকলার চরম নিদর্শন রয়েছে শিল্পীদের রিলিফের কাজে। এই বিশাল স্তূপকর্মের প্রভূত ব্যয় বহন করেছিলেন জনসাধারণই। মহাচৈত্যটি অবশ্য এখন অনেকখানিই নষ্ট হয়ে গেছে। রিলিফের কাজে বুদ্ধজীবনী ও জাতক চিত্রিত। মহাচৈত্যকে ঘিরে বহু ছোট ছোট স্তূপ মণ্ডপ মন্দির ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। ষষ্ঠ থেকে একাদশ শতকের বহু প্রস্তর ও ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি, মঞ্জুশ্রী ইত্যাদির বিগ্রহ পাওয়া গেছে। স্তূপ ধ্বংসের কারণ অবৈজ্ঞানিক খনন— একথা জেনে পর্যটক হিসাবে আপনার ক্ষোভ জাগতে পারে। এখান থেকে উদ্ধার করা বহু খোদিত প্রস্তর প্যারিস, কলকাতা, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, অমরাবতী ও লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে।

ভারতের এই বৃহত্তম বৌদ্ধস্তূপে বুদ্ধমূর্তির দুপাশে দেখবেন দুটি সিংহ বসে আছে। স্তূপের ব্যাস 50 মিটার (162 ফুট), উচ্চতা 28 5 মিটার (95 ফুট)। চারদিকে আছে 4 5 মিটার (15 ফুট) চওড়া প্রদক্ষিণ পথ। রেলিং এর উচ্চতা 14 ফুট। পাশেই দেখবেন অমরেশ্বর শিবমন্দির। শিবরাত্রির সময় এখানে হাজার হাজার ভক্ত আসেন। অথচ একসময় অমরাবতীতে আসতেন চীন-জাপান তিব্বত-শ্যাম সিংহল থেকে ছাত্ররা। এখন বহু আকর্ষণ কমে শুধু শিবমন্দিরের 15 ফুট উঁচু শিবলিঙ্গ (এত বড় কি ভারতের অন্যত্র আর আছে?) দেখতেই লোকেদের ভিড় বাড়ে। জনশ্রুতি যে, এই মন্দির স্থাপন করেন স্বয়ং ইন্দ্র দ্বাপর যুগের অবসানে। যাঁরা এখানে **আসতে চান**—উড়ে এলে 60 কিমি দূরের বিজয়ওয়াড়াতে নামুন। ট্রেনে এলে গুন্টুরে নামুন (26 কিমি) অথবা বিজয়ওয়াড়াতেও নামতে পারেন। এখন বাস আসছে সোজা এই অমরাবতীতে। স্থানীয়ভাবে কোন যানবাহন নেই শুধু সাইকেল রিক্সা ছাড়া।

এখানে **থাকার** জন্য পাবেন PWD Guest House (রিজা EE, PWD, Guntur) এবং Local Fund RH ছাড়া বাড়েওরা রোডে Hotel Neelam SAB ১৭৫ DAB ৩৫০ SAC ৪১০ DAC ৫৯০, Hotel Hindusthan International (Ph 275375) ২১০-৭৫০ মধ্যে। বিজওয়াড়া বা গুন্টুরেও থাকতে পারেন। গুন্টুরে আছে Kothapet Main Rd ও 2 তারা হোটেল Hotel Sudarsan (Ph 222681) R-22 S ১৭৫ D ৩০০ SAC ৪১০ DAC ৫২৫, Hotel Ravishankar (Ph 231750) R-36 S ২২৫ SAC ৩৬৫ D ৩২৫ DAC ৪৯০। অন্ধ্রবাজ্য পর্যটন দপ্তরের Punnyani Hotel (Ph 255332), DAB ২৭৫ ডর্মি ৬০।

অমরাবতীর মিউজিয়ামটিও এই ফাঁকে দেখে নিতে ভুলবেন না। এখানে দ্রষ্টব্য জিনিসপত্রের মধ্যে আছে বোধিবৃক্ষের প্রতিমূর্তি চক্র এবং স্তূপের প্রতিকৃতি। আছে প্রাচীন মুদ্রা, মৃৎপাত্র, ভাস্কর্য, বালা ও টেরাকোটার নানা নিদর্শন। এটি খোলা থাকে 9 00-17 00 মধ্যে। কোনো দর্শনী লাগে না।

মান্থানী কালেশ্বরম্ অন্ধ্র প্রদেশের উত্তর সীমান্তে গোদাবরী ও প্রাণহিতা নদীর সঙ্গমস্থলে বিখ্যাত এই শৈবতীর্থটি দেখতে হলে আসুন কাজিপেট স্টেশনে নেমে 107 কিমি বাসে চড়ে। তীর্থটির অন্য নাম পঞ্চগঙ্গা বা দক্ষিণা কাশী। গ্রামের নাম কালেশ্বর, তালুকের নাম মান্থানী। প্রখ্যাত এই গ্রাম মুক্তেশ্বর স্বামীর মন্দিরটি দু' হাজার বছরের পুরনো। জনবিশ্বাস এই যে মুক্তেশ্বর স্বামীর দর্শনমাত্রই দর্শনকারী মুক্ত হন। ফলে যমরাজের কেউ পুজো করে না। যম রাজা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। তিনি বললেন তুমি গিয়ে শিবলিঙ্গের পাশে অধিষ্ঠিত হও। আমার বিধানে সবাইকে আগে তোমার পুজো দিতে হবে, পরে শিবপুজো। তাই কালেশ্বর বা যমরাজের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল এখানে।

যাঁরা কাজিপেটে নামবেন না তাঁরা বিজয়ওয়াড়া বালহারসা রেলপথের পেড্ডাপল্লী স্টেশনে নেমে বাসে আধ ঘন্টাখানেক চড়ে মান্থানী আসতে পারেন। এখান থেকে একটু হেঁটে কালেশ্বর মন্দির।

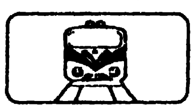
থাকার জন্যে কেবল মান্থানীতে DB ও PWD RH আছে। কালেশ্বর গ্রামে কিছু নেই।

অরুণাচল

অরুণাচলকে আমরা ভারতের 'সূর্যোদয়ের দেশ' আখ্যা দিতে পারি। ভারতের একেবারে পূর্ব সীমান্তের এই রাজ্যের পশ্চিমে ভুটান, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে চীন এবং পূর্বে পূর্বতন ব্রহ্মদেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখা এবং দক্ষিণে অসম ও নাগাল্যান্ডের জাতীয় সীমানা।

রাজ্যটির জন্মের একটা ইতিহাস আছে। দীর্ঘকালব্যাপী এর দুর্গমতার কারণে অঞ্চলটি কেবলমাত্র পর্ব• অভিযাত্রী এবং ভূতত্ত্ববিদের কাছেই পরিচিত ছিল। 1914-র আগে এর নিজস্ব কোনো পরিচিতি ছিল না। এই বছরেই অসমের দরং ও লখিমপুর জেলা থেকে কয়েকটি পার্বত্য অঞ্চল বিচ্ছিন্ন করে নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার ট্র্যাক্ট গঠন করা হয়। 1946 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটিকে আবার বালিপাড়া, লখিমপুর, সদিযা এবং তিরাপ ফ্রন্টিযার ট্র্যাক্টে উপবিভক্ত করা হয। এগুলির সঙ্গে নাগা পার্বত্য অঞ্চল একত্র করে 1951-তে এর নাম দেওযা হল নেফা— NEFA— North-East Frontier Agency। 1954-তে NEFA পুনর্গঠিত হয়ে কামেং, সুবনসিরি, তিরাপ, সিযাং, লোহিত ও তুয়েনসাং ফ্রন্টিয়ার ডিভিশনে বিভক্ত হয। শেষ বিভাগটি অবশ্য 1957 থেকে নাগাল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

অরুণাচল প্রথম রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য পায় 1972-এ ইউনিয়ন টেরিটরি হিসাবে পরিচিত হয়ে। অবশেষে 1975-এ এর মধ্যে থেকে একটি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। 30 সদস্যের বিধানসভা গঠিত হয় 1978-এ এবং 1987-তে অরুণাচল ভারতের 24তম রাজ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। আগে শিলং-এ ছিল এর সদর দফতর, এখন রাজধানী ইটানগরে পরিবর্তিত হয়েছে। 83,743 বর্গকিমি আয়তন সম্পন্ন এই রাজ্যের লোকসংখ্যা 10,91,117 (2001)— জনসংখ্যা অনুসারে ভারতবর্ষের 24তম রাজ্য। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে মাত্র 13 জন। আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের (87,853 বর্গকিমি) তুলনায় সামান্য ছোট। অবশ্য বনভূমির আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে 4 গুণ বড়। পশ্চিম কামেং, পূর্ব কামেং, নিম্ন সুবনসিরি, উচ্চ সুবনসিরি, পশ্চিম সিয়াং, পূর্ব সিয়াং, দিবং উপত্যকা, লোহিত, তিরাপ, তাওয়াং, ছাংলাং, পাপুম পারে ও উচ্চ সিয়াং এই 13টি জেলায় বিন্যস্ত এই রাজ্যের শ্বাসরোধকারী প্রাকৃতিক দৃশ্য, বিচিত্র বন্যজন্তু ও আদিবাসীদের মনোহর লোকজীবন পর্যটকদের আকর্ষণ করে চলেছে। খরস্রোতা নদী, দীর্ঘ তরুশ্রেণী, বহুপ্রজাতির বাঁশ গাছ আর প্রায় 550 ধরনের অর্কিড এদেশের মুখ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। হাতি, বাঘ, চিতা, গিবন, হিমালয়ান কালো ভালুক আপনি এর অরণ্যাঞ্চলে দেখতে পাবেন। আর পাবেন কস্তুরী মৃগের সন্ধান। মন্পা, সেরদুকপেন, আকা, দফ্লা, মিরি, আপতানি, আবর, মিশমি, পদম্, ওয়াংচু, লোক্‌টে প্রভৃতি উপজাতিদের বর্ণাঢ্য জীবনও কম আকর্ষক নয়। এদের নাচ-গান, এদের ধর্মবিশ্বাস (অনেকেই বৌদ্ধ এবং মহাযান মতাবলম্বী) বাস্তবিকই দর্শনীয় ও গবেষণার বিষয়। নিশি, আদি, টাগিন আর আপতানিরা সূর্য এবং চন্দ্রের (দয়নি-পোলো) আরাধনা করেন। বাংনীরা সূর্যকেই ইষ্টদেবতা ভাবেন। শোনা যায় বানফেরা উপজাতিরা (তিরাপ জেলায়) গভীর অরণ্যে বাস করেন, তাঁরা কোনো বস্ত্র পরেন না। নৃত্য এই রাজ্যের অধিবাসীদের একটা নিত্যকর্মের অঙ্গ। এঁদের হস্তশিল্পসামগ্রীও সংগ্রহযোগ্য। শাল, লুঙ্গি, তাঁতে বোনা জ্যাকেট, নানা ধরনের কাঠের এবং বেতের জিনিসপত্র পর্যটকরা সংগ্রহ করে আনতে ভোলেন না।



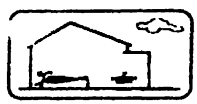
কেমন করে যাবেন : বিমানে : বিমানে এলে আপনাকে নামতে হবে অসম-এর কোনো বিমানবন্দরে। লীলাবাড়ি বিমানবন্দরের দূরত্ব ইটানগর থেকে 67 কিমি, নাহারলাগুন থেকে 57 কিমি। সেখান থেকে আপনাকে যেতে হবে উত্তর লখিমপুর, সেখান থেকে বাসে ইটানগর 2 ঘণ্টার রাস্তা। আর সরাসরি বাসে যেতে হলে বান্দরদুয়া চেকপোস্ট পেরিয়ে আপনাকে ইটানগর আসতে হবে। এছাড়া কলকাতা থেকে সরাসরি বিমান আসছে তেজপুরে। Alliance Air-এর বিমান ম শু 10.15-য় দমদম ছাড়ছে তেজপুরের উদ্দেশে। দূরত্ব ইটানগর থেকে 226 কিমি। নাহারলাগুন থেকে 216 কিমি।

ট্রেনে : ইটানগর যেতে হলে নামুন হরমোতি রেল স্টেশনে। অ্যালং যেতে হলে শিলাপাথর, তেজু যেতে তিনসুকিয়া, মিয়াও-নামডাফা যেতে মার্গারিটা, খোন্‌সা যেতে নাহারকাটিয়া রেল স্টেশনে নামুন। হরমোতি রেল স্টেশন ইটানগর থেকে 33 কিমি, নাহারলাগুন থেকে 23

কিমি। ট্রেনপথে গেলে জানালা দিয়ে অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে পৌঁছে যাবেন আপনার ভ্রমণ গন্তব্যে। 5716 শামুকতলা-তেজপুর এক্সপ্রেস শামুকতলা 5 15 ছেড়ে ফকিরাগ্রাম, নিউ বঙ্গাইগাঁও, রঙ্গিয়া, রাঙাপাড়া নর্থ হয়ে তেজপুর 21 45। কামাখ্যা থেকে 16 15 ছেড়ে 5813 কামাখ্যা-মারকংশেলেক অরুণাচল এক্সপ্রেস রঙ্গিয়া 18 00, রাঙাপাড়া নর্থ 23 30, লখিমপুর নর্থ 5 15 হয়ে মারকংশেলেক 11 45 পৌঁছচ্ছে। এই লাইনে এখন ট্রেন চলাচল ভীষণ অনিয়মিত। কলকাতা থেকে যাঁরা যাবেন তাঁদের উচিত হবে শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার বা গুয়াহাটি স্টেশন থেকে ভ্রমণকালে ট্রেন সম্পর্কিত খোঁজ খবর নিয়ে নেওয়া, যদি ট্রেনপথে অরুণাচল যেতে চান। আর কলকাতা থেকে ওই তিনটি স্থানে যাবার ট্রেনের কথা অসম ভ্রমণ প্রসঙ্গেই বলে এসেছি।

সড়কপথে : গুয়াহাটি থেকে সরাসরি বাস সার্ভিস রয়েছে ব্লু হিল্‌স ট্রাভেলস ও অসম ভ্যালি ট্রাভেলস এর। পল্টন বাজার থেকে বিকেল 5 30-এ বাসে উঠলে ভোর 4 30 নাগাদ ইটানগর পৌঁছে যাবেন। প্রথম সূর্যোদয়ের রাজ্যে এরকম ভোর মানেই বাড়তি পাওনা। এছাড়া বাস পাবেন শিলং (481 কিমি), তেজপুর (261 কিমি) ডিব্রুগড় (375 কিমি), তিনসুকিয়া (415 কিমি), জোড়হাট (245 কিমি), নওগাঁ (275 কিমি) থেকে। কলকাতা থেকে ইটানগরের দূরত্ব 1,530 কিমি। আর পাবেন ইটানগর পাশিঘাট, ইটানগর অ্যালং, ইটানগর দাপোরিজো মধ্যে প্রাইভেট বাস সার্ভিস। অরুণাচল রাজ্য পরিবহনের বাস পাবেন ইটানগর হরমোতি ও ইটানগর উত্তর লখিমপুরের মধ্যে।

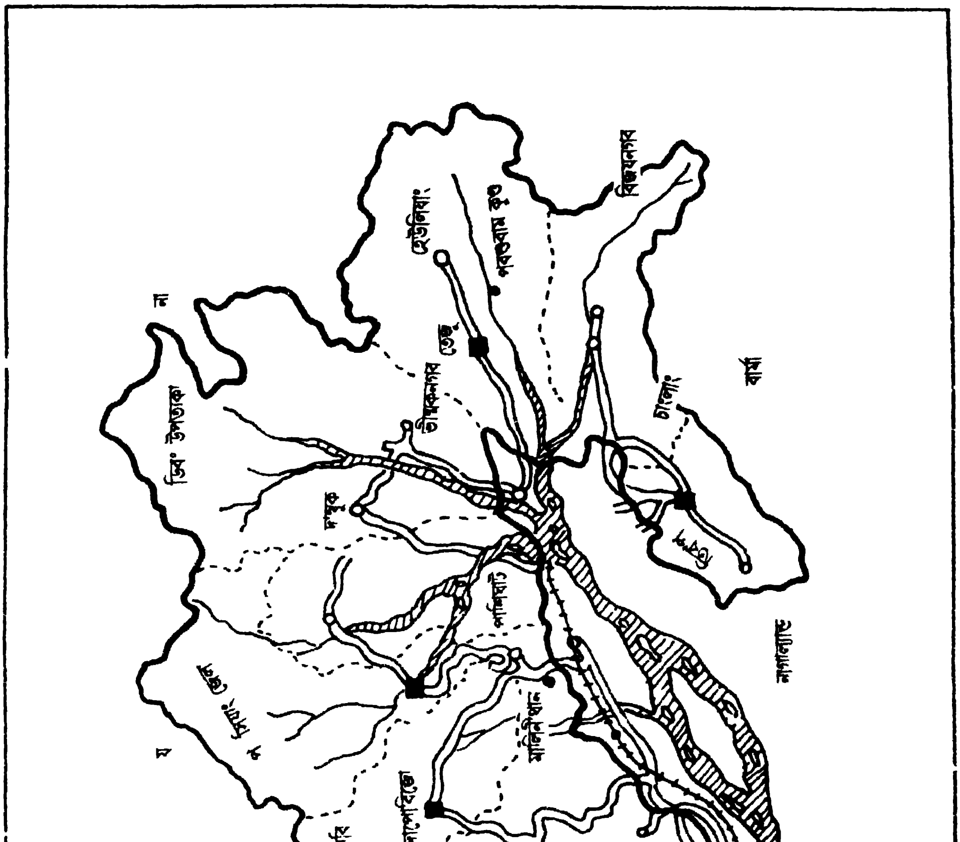
ইনার লাইন পারমিট (ILP) অরুণাচল যেতে হলে পর্যটকদের এই পারমিট আগেভাগে নিয়ে রাখতে হবে। ভারতীয় পর্যটকদের এই পারমিট পেতে গেলে কোনো অসুবিধা হয় না। তবে একটু ঝক্কি-ঝামেলা তো পোহাতেই হবে। এই পারমিট পেতে পারেন নীচের ঠিকানাগুলি থেকে (1) Liaison Officer Govt of Arunachal Pradesh Guwahati 781021 Shillong 791021, Lilabari, North Lakhimpur Assam, Parvati Nagar, Tezpur, Assam, Rownah, Jorhat, Assam Mohonbari, Dibrugarh, Assam, কলকাতায় পেতে পারেন Deputy Resident Commissioner, Govt of Arunachal Pradesh, Arunachal Bhavan, Block-CE 109, Sec 1, Salt Lake, Kolktata 700 091, Ph 23341243/2334 2460 (2) Deputy Commissioner, Tezu, Along, Ziro, Bomdila, Khonsa (3) Joint Secretary (Political), Govt of Arunachal Pradesh, Itanagar আর যাঁরা ভারতীয় নন তাঁদের Restricted Area Permit সংগ্রহ করতে হবে এই ঠিকানা থেকে— Secretary, Ministry of Home Affairs, Govt of India, (F 1) Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi 110001



কোথায় উঠবেন : (1) সরকারি ট্যুরিস্ট লজ পাবেন বমডিলা, তাওয়াং, তেজু, মিয়াওতে। (2) সার্কিট হাউস পাবেন অ্যালং, জিরো, তাওয়াং এবং ইটানগরে। এসব জায়গায় আশ্রয় পেতে হলে অন্তত 6 সপ্তাহ আগে বুকিং করে রাখুন। **বমডিলায়** এঁদের ঠিকানা (1) ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, বমডিলা 790001, Ph 222049। (2) ডেপুটি কমিশনার, ওয়েস্ট কামেং, বমডিলা Ph 222028।

ভালুকপুঙ

অরুণাচলের এই প্রাচীন শহরটি অসম ও অরুণাচলের সীমানায় অবস্থিত। নিকটস্থ রেল স্টেশন বালিপাড়া। বিমান বন্দর তেজপুর। এখান থেকে ভালুকপুঙের দূরত্ব 60 কিমি। অরুণাচলে প্রবেশ করার পর এই চেকপোস্টে ILP দেখাতে হয় পর্যটকদের। জায়গাটার নাম নিয়ে একটা জনশ্রুতি চালু আছে। পুরাণ কথিত বাণ রাজার রাজধানী তেজপুরে। এই বাণ রাজার পৌত্রের নাম ছিল ভালুক। জিয়াভরেলি নদীর দক্ষিণ তীরে ভালুকপুঙে তাঁর রাজধানী ছিল। এখনো ভালুক রাজা-নির্মিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখানে দেখা যায়। এই জিয়াভরেলি নদীর ধারেই তৈরি হয়েছে অসম পর্যটন বিভাগের ট্যুরিস্ট লজ। ভাড়া DAB ২৫০। বুকিং হয় তেজপুর ট্যুরিস্ট লজ থেকে। ঠিকানা TIO, Tezpur Tourist Lodge, Dt Sonitpur, Assam, Ph 221016। ট্যুরিস্ট লজ হলেও ব্যবস্থাপনা বাংলোর মত। চৌকিদারকে বলে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। সন্ধের পর লজের সামনে হাতির ঘোরাফেরা শুরু হয়। তেজপুর


অরুণাচল প্রদেশ
তিব্বত
ভুটান
অসম
নাগাল্যান্ড
বার্মা
তাওয়াং জেলা
লুমলা
দিরাং
কালাকতাং
বমডিলা
সেপ্পা
নহরলাগুন
ইটানগর
পাসিঘাট
তেজু
চাংলাং
বিজয়নগর

ভালকপুঙ পথে দেখে নিতে পারেন সোনাই রূপাই অভয়ারণ্য।

বমডিলা

কলকাতার দিক থেকে অরুণাচলের 13টি জেলার মধ্যে প্রথম যে জেলাটি পড়ে তার নাম পশ্চিম কামেং। এই জেলার সদর দফতর আছে বমডিলায়। 2,530 মি. উঁচু এই ছোট্ট শহরে শীতের প্রাধান্য বেশি হলেও পর্যটকদের গায়ের উপর দিয়ে যখন মেঘ ভেসে যায়, তখন কী রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা জাগে। যখন বরফ পড়ে (ডিসেম্বর-মার্চ) তখনো প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোহর। শুভ্রতার যে একটা অনুপম সৌন্দর্য আছে, তা এখানে অনুভব করা যায়। ছোট এই শহরটিতে অন্যান্য দর্শনীয়র মধ্যে আছে বৌদ্ধগুম্ফা— আপার মনাস্ট্রি ও লোয়ার মনাস্ট্রি। লোয়ার মনাস্ট্রিটিই এখানেব প্রাচীন গুম্ফা। এখানে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পারবেন। আপার মনাস্ট্রিটি তৈরি হয় 1962-তে। এই গুম্ফা থেকে পুরো বমডিলা শহর ও তার আশপাশ অতি সুন্দর দেখায়। আছে একটি গ্রন্থাগার, ছোট যাদুঘর যেখানে লোকজীবনের নানা উপকরণ সংগৃহীত, হস্তশিল্প কেন্দ্র ইত্যাদি। হস্তশিল্প কেন্দ্রে দেখতে পাবেন কাঠ, বাঁশ, বেতের তৈরি শিল্পসামগ্রী, কার্পেট, মুখোশ এই সমস্ত। কয়েকটি দোকানপাটও আছে। আর দেখবেন গাছে অজস্র আপেলের সমারোহ আপেল বাগিচায়। এখানে সব দেখতে হলে পুজোর ছুটিতে বেড়াতে আসাই ভাল। সমস্ত শহরে একটা সামরিক ছাপ আছে।

কাছের বিমান বন্দর তেজপুর (160 কিমি)। রেল স্টেশন ভালুকপুঙ। তেজপুর থেকে ভালুকপুঙ-টিপি-টেঙ্গাভ্যালি-রূপা হয়ে সময় লাগে 7 ঘণ্টা। বাস পাবেন। পাবেন টাটা-সুমোও। পুরো গাড়িও ভাড়া করতে পারেন আবার মাথাপিছু ২০০ দিয়েও যেতে পারবেন। ছাড়ে তেজপুরের মেঘদূত হোটেলের সামনে থেকে। রাজধানী ইটানগর থেকেও বাস পাবেন বমডিলা আসার। আর বমডিলা থেকে রাজ্য পরিবহনের বাস যাচ্ছে গুয়াহাটি, তেজপুর, ইটানগর, নাফরা, দিরাং, তাওয়াং প্রভৃতি শহরে।

থাকার জন্য পাবেন ট্যুরিস্ট লজ (রিজা: Tourist Information Assistant, বমডিলা-790001, Ph: 03782-222049) DAB Dlx ৪০০ DAB ১৭৫; দামি হোটেল Shiphiangpong (Ph: 03782-222373) SAB ৪০০ DAB ৭৫০ Dlx ৯১০। ৩০০-৪০০ ভাড়াব মধ্যে Hotel Samurai, Hotel Himland, Hotel Pineridge প্রভৃতি। এছাড়া আছে CH S ৪০ D ৭৫ ও IB S ৪০ D ৬০। অগ্রিম রিজা: ডেপুটি কমিশনার, ওয়েস্ট কামেং, বমডিলা 790001, Ph: 22028।

অ্যালং

শালিপাড়া থেকে ফুটহিল্‌স্ হয়ে উত্তরে যেতে হয়। আর শিলাপাথর রেল স্টেশন থেকে উত্তরে যেতে পড়ে এই সুন্দর জায়গা অ্যালং (Along)। অবশ্য পশ্চিম সিয়াং জেলার এই সদর দফতরে আসতে হলে ইটানগর থেকে সকাল 6টায় বাসে চড়ে রাত আটটা নাগাদ পৌঁছে যান। নর্থ লখিমপুর (147 কিমি), শিলাপাথর (169 কিমি) থেকেও বাস আসছে এখানে। এখানে এলে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমটি পরিদর্শন করতে কোনোক্রমে ভুলবেন না। অবশ্য সূর্য-চন্দ্রদেবের মন্দির দয়নিপোলো (Doynipolo— নিশি, টাগিন, আপতানিদের ইষ্টদেবতা) দর্শনেব পর ছোট যাদুঘরটি এবং ক্রাফট্ সেন্টারটি যেন আপনার দেখার তালিকায় থাকে। চৈত্র সংক্রান্তির সময়ে এলে অ্যালং থেকে শিলাপাথর যাবাব পথে শিলাপাথরের 25 কিমি দূরে দেখুন মেলা ও উৎসবের জাঁকজমকের মধ্যে আকাশীগঙ্গা জলপ্রপাত। অ্যালং-এ থাকার জন্য পাবেন DB ও CH। এছাড়া বাস স্ট্যান্ডের কাছে পাবেন সাধারণ হোটেল।

জিরো

নর্থ লখিমপুর থেকে 21 মাইল (33 কিমি) দূরে আছে সুবনসিরি রেলস্টেশন। এই লোয়ার সুবনসিরি জেলার সদর শহর জিরো, উচ্চতা (5,754 ফুট) 1,784 মিটার। ইটানগর থেকে জিরো বাস আসছে উত্তর লখিমপুর হয়ে ঘণ্টা ছয়েক সময় নিয়ে। পাবেন নন-স্টপ সার্ভিস ম বৃ শ। ছাড়ে সকাল 4টায়। সুবনসিরি নাম হয়েছে সুন্দর সুবর্ণশ্রী নদী থেকে। এখানেরই পার্বত্য জাতির নামেই নদীর নাম— নিশি, আপতানি, দাফলা, মিরি ইত্যাদি। লোয়ার সুবনসিরির জিরোর মত আপার

সুবনসিরিতেও একটি সুন্দর প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা শহর আছে। নাম **দাপোরিজো**। জিরো থেকে বাসে চড়েই এখানে আসতে পারেন। কাছাকাছি রেল স্টেশন শিলাপাথর (10 কিমি)। এখানের পাহাড়গুলো খুব উঁচু নয়। বরফ পড়ে না। চারিদিকে সবুজের সমারোহ— এ এক অনবদ্য দৃশ্য। থাকার জন্য দুটি জায়গাই আছে CH ও IB। অগ্রিম বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ : ডেপুটি কমিশনার, লোয়ার সুবনসিরি, জিরো-791120, Ph: (057892) 24255।

তাওয়াং

সবুজ পাহাড় শ্রেণীর অনুপম পরিবেশে বমডিলার কাছেই রয়েছে তাওয়াং শহরটি। বমডিলা থেকে বাস চলছে। দূরত্ব 180 কিমি। প্রাইভেট গাড়িও পাবেন। ভোর 5.30-এ ছেড়ে তাওয়াং পৌঁছচ্ছে বিকেল 4টা নাগাদ। প্রাইভেট গাড়ির জন্য যোগাযোগ করুন হিমালয়ান হলিডেজ-এর অফিসে। ভাড়া নেবে মাথা পিছু ২৫০্।

সকাল সকাল রওনা দিন। পথে পার হতে হবে 13,721 ফুট উঁচু সেলা পাস। যেতে যেতে কামেং নদীর ধারে যখন ছবির মতো ছোট্ট একটি শহর চোখে পড়বে, বুঝবেন 42 কিমি পার করে এসেছেন। এখানে রয়েছে ফলের বাগান, অর্কিড সংরক্ষণ কেন্দ্র, ইয়াক গবেষণা কেন্দ্র। আর এখানের উষ্ণপ্রস্রবণটি তো বিখ্যাত। ওঃ শহরটির নামই বলা হয়নি— **দিরাং**।

এবারে তাওয়াং-এর দর্শনীয় স্থানগুলির কথা একে একে বলি। প্রায় 3,060 মি. (10,200 ফুট) উঁচু এই শহরে 3,048 মিটার উচ্চতায় মহাযানী বৌদ্ধদের একটি মনাস্ট্রি রয়েছে। **তাওয়াং মনাস্ট্রি** নামে পরিচিত এই মনাস্ট্রি 17 শতকে তৈরি হয়েছিল এবং এখনো এখানে 500-র বেশি লামা বাস করেন। চারপাশে পাহাড় আর তারই মধ্যে একটি পাহাড়ের মাথায় তাওয়াং উপত্যকাকে দূরে রেখে এই মনাস্ট্রিটি স্থাপিত। এর মধ্যে 65টি আবাসগৃহ আছে প্রধান মন্দিরের চারপাশ ঘিরে। মন্দিরের মধ্যে, দুখাং প্রার্থনা হলের উত্তর-পূর্বে 8 মিটার (26 ফুট) উঁচু বুদ্ধের এক বিশাল প্রতিমূর্তি আছে আর আছে অমূল্য নানা প্রতিমূর্তি ও থাঙ্কা। নানা প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্র-পুঁথি, সুন্দরভাবে চিত্রিত ধর্মগ্রন্থাদি (এর মধ্যে সংস্কৃত গ্রন্থও আছে), প্রত্ন-পুস্তকের একটি মূল্যবান গ্রন্থাগার ও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্ররাজি এই বিহারে রক্ষিত হয়ে আছে। এই সংগ্রহশালাটি এখন গাদেন নামগিয়াল লাসে মিউজিয়াম নামে পরিচিত। তাওয়াং মনাস্ট্রি-র রাস্তাতেই দেখতে পাবেন আর-এক মনাস্ট্রি **আন্নি**। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের এই মঠ বনের গভীরে শান্ত-নির্জন পরিবেশে অবস্থিত। এছাড়া আরো কয়েকটি মন্দির আছে। যদি 4,200 মিটার (প্রায় 14 হাজার ফুট) উঁচু আর বরফে ঢাকা সেলা টপ পার হন, এখানে তবে দুর্লভদর্শন ইয়াক বা চমরী গাই-এর দেখা মিলে যেতে পারে। 15 কিলোমিটার দূরের **পিটিসো লেকে** গিয়ে দেখুন অজস্র ট্রাউট মাছ। জানুয়ারিতে এলে দেখুন স্থানীয় আদিবাসী মন্‌পাদের লোকনৃত্য লোসার আর লামাদের সুখ্যাত মুখোশ নৃত্য। সঙ্গে নিয়ে আসুন মন্‌পাদের তৈরি টুপি, শাল বা বাঁশের জিনিসপত্র। এখানের প্রত্যেক অধিবাসীদের ঘরেই মদ তৈরির ভাটি আছে। তা কি পান করবেন? অন্তত চিবিয়ে চুষে চুরপী তো খান—ঠাণ্ডা প্রতিরোধ করার শক্তি অর্জন করতে পারবেন। আর ইয়াকের মাংস খাবার দুষ্প্রাপ্য অভিজ্ঞতা অর্জনের স্থানও এই তাওয়াং। থাকার জন্য আছে Hotel Nichu S ১৫০্ D ৩২৫্; Hotel Shangrila (Ph: 222275) ৩৫০্-৫৫০্; Hotel Gori Chen S ১৫০্ D ৩০০্; Hotel Tashi Delek S ১২৫্ D ২৭৫্; Hotel Paradise (Ph: 222063) ৩৫০্-৫৫০্; Hotel Buddha ৫৫০্-৭৫০্; Hotel Alpine (Ph: 222515) ৩৫০্-৫৫০্ প্রভৃতি। আর আছে CH, DB, PWD IB; রিজা : Deputy Commissioner, Tawang, AP 790104, Ph: (03794) 222272। তৈরি হয়েছে অরুণাচল রাজ্য পর্যটন-এর ট্যুরিস্ট লজ (B-20)। থাকার জন্য এখন এটাই আদর্শ। অগ্রিম সংরক্ষণের জন্য : District Tourism Officer, Ph: (03794) 222589।

ইটানগর

রাজধানী ইটানগরের কথা তো নানা প্রসঙ্গে বলেছি। পাপুম পারে জেলার এই শহর ক্রমাগত সুন্দর ভাবে গড়ে উঠছে। নয়া দিল্লি, পুরনো দিল্লির মত এখানেও নতুন শহর, পুরনো শহর। পুরনো শহর নাহারলাগুন এখন পুনর্যৌবন পাবার পথে— নবীকরণের সূচনা হয়েছে মাত্র 1973-এ। পুরনো ইটানগরের রমরমাই বেশি। রাজভবন, নিউ সেক্রেটারিয়েট ছাড়া একাধিক বৌদ্ধ গুম্ফা, প্রাচীন মন্দির, মায়াপুরের ধ্বংসাবশেষ (এটাই তো এখনকার ইটানগর) প্রভৃতিও দেখুন। আর দেখুন

জওহরলাল নেহরু স্টেট মিউজিয়ামটি। মাত্র 8 মাসে তৈরি এই মিউজিয়ামে আছে দুটি গ্যালারি। একটিতে রয়েছে এখানকার বিভিন্ন উপজাতিদের জীবনযাত্রা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রদর্শনী আর দোতালায় রয়েছে 6টি বিভাগ—বস্ত্র, গয়না, অস্ত্র, বাঁশের ঝুড়ি, গৃহস্থালি সামগ্রী ও প্রত্নতত্ত্ব। চলুন 6 কিমি দূরের গঙ্গা লেকে। পাহাড় ও বনানীতে ঘেরা মনোরম পরিবেশে এই প্রাকৃতিক হ্রদটির অবস্থান। বোটিং ও পিকনিকের পক্ষে আদর্শ জায়গা। এখান থেকে প্রায় 200 কিলোমিটার দূরের **পাখুই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য** দেখে অসুন কামেং জেলায়। এখানে **তারাজুলি** নামে এক বনবিশ্রামাগার আছে। ইটানগর থেকে **সেজুসি** গ্রামে নেমে এই অভয়ারণ্য পাবেন। খুরি নদী পার হয়ে দেখবেন হোলোক, খোকন, বনসাম, বাদাম, গামার, শিমুল ও ভেলা গাছের বনও। বনে হাতি, বাঘ, চিতাবাঘ, নানাজাতের হরিণ আছে। তবে যাওয়ার পথ খুব মসৃণ নয়। সেজুসি থেকেই আবার বমডিলা আসতে পারেন।

কোথায় উঠবেন : ইটানগরে ঢুকতেই পাবেন Hotel Alena S ১২৫ D ২২৫; Hotel Hornbill, Ph. 244419 (R-14) S ১৫০ D ২৫০-৩৫০; Hotel Doyni-Polo Ashok (Ph : 2212626) S ১২০০ D ১৫৫০ স্যুইট ১৮০০; Hotel Ita Fort S ১৫০ D ৩২৫; Hotel Himalaya (Ph: 222210) S ১৫০ D ৩০০; Hotel Arun Subansiri (Ph: 223258) S ৪৭৫ D৬৯০ স্যুইট ৯০০; Hotel Ganesh S ১০০ D ১৫০। আর আছে MLA Hostel ও Field Hostel। এদের বুকিং . Chief Engineer, PWD, Z-11, Itanagar। নাহারলাগুনে আছে Youth Hostel (64 Beds), শয্যাপ্রতি ২০ Ph: (03781) 24730। এছাড়াও আছে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অতিথিভবন।

মালিনীথান

পশ্চিম সিয়াং পাহাড়ের পাদদেশে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে একটু দূরে রেখে মালিনীথানে চলুন দেখে আসি অতি প্রাচীন ইতিহাসের **আবিষ্কারকে**। প্রায় 800 বছরের পুরনো এই প্রত্নশহরের একটা কিংবদন্তি শোনাই। নবপরিণীতা রুক্মিণী দেবীকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এখানে শিব-পার্বতীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। নবদম্পতিকে পুষ্পমাল্যে বরণ করেছিলেন সতী। অপূর্ব মালা দেখে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন এ মালা গেঁথেছে কে? শিব সতীকে দেখিয়ে দিতে শ্রীকৃষ্ণ হেসে বলেছিলেন, আপনি অবশ্যই সুচারুমালিনী। তাই থেকেই নাম মালিনী। 1970-এ 4 মাস ধরে খনন কার্য চালাবার পর পুরাতাত্ত্বিকেরা মন্দিরটির সন্ধান পান। খনন কার্য চালাবার সময় কার্তিক, সূর্য, গণেশ এবং ষণ্ড নন্দীর প্রতিমূর্তি পাওযা গেছে। গ্রানাইট পাথরের এসব মূর্তি দেখে বোঝা যায় দেবী পার্বতীর পূজাই এখানে এককালে প্রচলিত ছিল। জায়গাটা আকাশী গঙ্গা থেকে শিলাপাথরে যেতে লিকাবালির কাছে পড়ে। **লিকাবালিতে** নন্দীর একটা প্রমাণ-আকারের মূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিগুলি সব পাথরে তৈরি। দু-চার ঘণ্টায় **মালিনীথান** দেখা সম্পূর্ণ হয় না। বিশেষ করে ইতিহাসে যাঁদের আগ্রহ রয়েছে, তাঁদের অবশ্যই দু-একদিন থাকতে হবে। এখানে CH পাবেন S ৭৫ D ১২৫, মালিনী ভবন S ৭৫ D ১২৫। আর আছে PWD IB, বিজ্ঞা . Extra Asst Commissioner, Likabali, Siang। •

পাশিঘাট

পূর্ব সিয়াং জেলার সদর দপ্তর ও আধুনিক শহর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও আধুনিক জীবন এখানে মিতালি পাতিয়েছে বলে পর্যটকেরা এই জায়গাটিকে পছন্দ করেন খুব। এখানে একটি মহাবিদ্যালয় আছে। বৈশাখ মাসে এখানে লোকে ভিড় করেন বর্ণাঢ্য লোক উৎসব **সোলুং** দেখবেন বলে। মারকাংশেলেক রেলস্টেশন (এখানে অরুণাচল এক্সপ্রেসে চড়ে আসা যায়, এটিই এ রাজ্যের শেষ রেল স্টেশন) থেকে মাত্র 42 কিমি দূরের এই শহরে আসার জন্যে বাস বা জিপ পাবেন। শিলাপাথর এবং ইটানগর থেকেও বাস পাবেন। থাকার জন্য আছে IB ও CH, রিজা. Deputy Commissioner, Pashi Ghat।

পরশুরাম কুণ্ড

এই রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত লোহিত জেলার একটি পর্যটন কেন্দ্র। লোহিত এখানে তিব্বত থেকে বয়ে এসে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশে বয়ে চলেছে। এই নদীরই

দক্ষিণতীরে এক বাঁকের মুখে তৈরি হয়েছে এক পবিত্র কুণ্ড—নাম পরশুরাম কুণ্ড। কালিকা পুরাণের মতে পিতৃ আদেশে পরশুরাম গর্ভধারিণী রেণুকাকে হত্যা করার পর এখানে স্নান করে পাপমুক্ত হন। সেজন্যই কুণ্ডের এই নাম। প্রতিবছর মাঘী পূর্ণিমাতে এখানে বিশাল মেলা বসে, পুণ্যার্থীরা কুণ্ডে স্নান করে পুণ্য সঞ্চয় করেন, পাপস্খালন করেন অপরাধীরা। তবে যাঁদের মা-বাবা জীবিত আছেন তাঁরা এখানে স্নান করবেন কেন? কভি নেহি। এ অঞ্চলে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। তার ফলে প্রাচীন কুণ্ড নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে। পাশে তৈরি হয়েছে রাম-লক্ষ্মণ সীতা-গণেশ এবং হনুমানের মন্দির। আসলে ভালুকপুঙের পরে টিপি নামক স্থান এ অঞ্চলের ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল। সারা বছরই এখানে ভূমিকম্প হয়। এখানে যে অর্কিডের গবেষণাগার আছে তার যন্ত্রপাতি নিরাপত্তার কারণে ইটানগরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ভূমিকম্পই পরশুরাম কুণ্ডের প্রাচীনত্ব বিনষ্ট করেছে। এখানে রাত্রিবাসের জন্য ধরমশালাও পাবেন। আর আছে IB ও DB।

ভীষ্মকনগর. লোহিত জেলায় মিশমি পাহাড়ের পাদদেশে এই গ্রামে এসে দেখতে পাবেন রাজা ভীষ্মকের দুর্গ। পাহাড় দিয়ে ঘেরা থাকায় দুর্গটি বাস্তবিকই দুর্ভেদ্য মনে হবে।

তেজু

তেজুর প্রধান আকর্ষণ এর মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি। এ ছাড়া আছে অনেক শৈব মন্দির ও বৌদ্ধ বিহার। এখান থেকে 22 কিমি দূরে আছে সৌমার পীঠ, এখানে পাবেন দেবী তাম্রেশ্বরীর মন্দির। যাবার পথে আধুনিক শহর সদিয়াতেও একবার নেমে ঘুরে নিতে পারেন। তিনসুকিয়া থেকে ব্রাঞ্চ লাইনের তালাপ স্টেশনে নেমে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে এখানে আসতে হয়। এখান থেকে তেজু 64 কিমি। তেজুতে যে একটি বিমানবন্দর আছে তা তো আগেই বলেছি। তিনসুকিয়া থেকে 140 কিমি দূরের এই শহরে বাসে আসা-যাওয়াই সুবিধেজনক। তিনসুকিয়া থেকে বাসে ধালাঘাট। সেখানে লঞ্চে করে ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে সদিয়া থেকে বাসে তেজু। তবে বাস যখন শোনপুরায় যাবে তখন ভালুকপুঙের মত এখানেও ILP দেখাতে হবে আপনাকে। কারণ এখানেই শুরু হচ্ছে অরুণাচলের সীমানা। শহরটিতে থাকতে মন্দ লাগে না। পরশুরাম কুণ্ড এখান থেকে যাওয়াই ভাল (15 মাইল = 24 কিমি)।

থাকার জন্য পাবেন পর্যটন বিভাগের ট্যুরিস্ট লজ (R-8) S ১২০ D ২০০; আর আছে PWD IB S ৫০ D ৭৫; CH S ৫০ D ৭৫। অগ্রিম রিজা. Deputy commissioner, Tezu।

নামডাফা ন্যাশনাল পার্ক

ভারত-বর্মা সীমান্তের তিরাপ জেলায় এই পার্ক। ডিব্রুগড় বিমানবন্দর থেকে 140 কিমি এবং নিকটতম রেল স্টেশন মার্গারিটা থেকে 64 কিমি দূরে। অসম রাজ্য পরিবহনের বাস আসছে ডিব্রুগড় থেকে তিনসুকিয়া-মার্গারিটা-মিয়াও হয়ে। মার্গারিটা ও মিয়াও থেকে পার্ক দর্শনের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করে যেতে হবে 26 কিলোমিটার দূরের **দেবান**-এ। এই **দেবান** ই হল নামডাফা-র প্রবেশদ্বার। পথের সঙ্গী হবে নোয়া-দিহিং নদী।

দুটি বৈশিষ্ট্যে এই পার্কটি পৃথিবীতে অনন্য। প্রথমত, এর উচ্চতার তারতম্য। 1,808 বর্গকিমি এই পার্কটির উচ্চতা 200 মি থেকে 4,500 মি। উচ্চতার এই তারতম্যের জন্য সমগ্র জঙ্গলটি অল্পসময়ে ঘুরে দেখা সম্ভব হয় না। সাধারণত পর্যটকেরা সমতল ও নিচু এলাকার জঙ্গলের অংশটি ঘুরে দেখেন। দ্বিতীয়ত এখানে বেড়াল প্রজাতির চারটি প্রাণীই— বাঘ, চিতা, তুষার চিতা ও কালো চিতা আছে। এছাড়া রয়েছে নানারকমের বানর, পাখ-পাখালি, শম্বর, চিতাবেড়াল, মেছোবেড়াল, লালপান্ডা, নানা ধরনের দুষ্প্রাপ্য লতাগুল্ম, উদ্ভিদ প্রভৃতি। চারপাশে বরফে ঢাকা পাহাড়ের মাঝখানেই এই সবুজের সমারোহ চিত্রবৎ মনে হবে। প্রাণভরে এর সৌন্দর্য দর্শন করুন— ভাল লাগবে।

থাকার জন্য পাবেন ট্যুরিস্ট লজ, মিয়াওতে (R-7) S ১২০ D ২০০ CH (R-6) S ৪৫ D ৭৫ ও IB (R-6) S ৫০ D ৭৫। রিজা Extra Asst Commissioner, Miao, এছাড়া Deban Forest Lodge (রিজা: DFO, Namdapha Forest Corporation) ও Namchik Rest House (রিজা: DM, Project Division, Miao)।

খোনসা

তিরাপ জেলার আধুনিক এবং জেলা শহর খোনসা।

উচ্চতা 3,000 ফুট (1930 মিটার)। অসমের নাহারকাটিয়া রেল স্টেশন থেকে এর দূরত্ব 89 কিমি। কাছের রেলস্টেশন এটিই। এখান থেকে খোনসা আসার বাস পাবেন। আবার তিনসুকিয়া-লিখাপানি রেলপথে মার্গারিটা স্টেশনে নেমে সেখান থেকেও বাসে করে খোনসা আসা যায়। তবে এ-পথ বন্ধুর এবং অপ্রশস্ত। খোনসা থেকে মিয়াও হয়ে নামডাফা যাওয়া যায়। মিয়াও চাংলাঙ জেলার সদর দফতর। থাকার জন্য এখানে পর্যটন দপ্তরের Tourist Lodge (R-7) রয়েছে সে কথা আগেই বলেছি। এছাড়া DB ও CH আছে। খোনসা-তে আছে সাধারণ মানের হোটেল।

বিজয়নগর

এই খোনসা থেকে এবার আসুন বাস বা জিপে চড়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতির আদত ক্ষেত্র বিজয়নগরে গহিন বন, পাহাড়, নোয়া-দিহিং নদীর পার্বত্য সৌন্দর্য দেখে যেতে। এখানের বৌদ্ধ সংস্কৃতি খামতি ও সিংফো সম্প্রদায়ের অবদান। অনেকগুলি বৌদ্ধস্তূপ ও বিহার আছে। আধুনিক শহরটি গড়ে উঠেছে 1969-এর পর থেকে। সার্কিট হাউস বা ইন্সপেকশন বাংলোতে থাকতে পারা যায়। তবে খাবারের জন্য চৌকিদারই একমাত্র ভরসা।



△ ১

▽ ২





△ ৩

১ মহীশূর রাজপ্রসাদ-কর্ণাটক

২ জয়সলমীর-রাজস্থান

৩ ওঙ্কারেশ্বর মন্দির-মধ্য প্রদেশ

৪ নৈনিতাল-উত্তর প্রদেশ

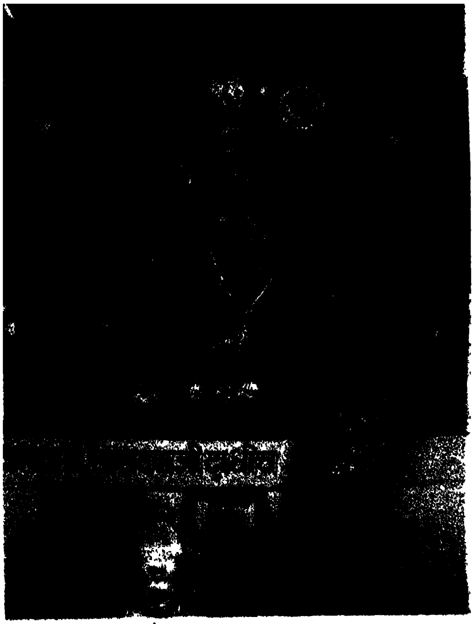
৫ তাজমহল-আগ্রা

▽ ৪



▽ ৫





△ ১



△ ২

▽ ৩



১· বড়ো গণেশ-ইন্দোর-মধ্য প্রদেশ

২· ফুন্টশিলিং-ভূটান

৩· জামা মসজিদ-মাণ্ডু-মধ্য প্রদেশ

৪· লাক্ষা দ্বীপ

৪ ▽



অসম

অসমকে পর্যটকদেব স্বর্গ বলে যে অনেকে অভিহিত করে থাকেন– এব বিচিত্র প্রাকৃতিক পবিবেশেব সঙ্গে পবিচিত হলে তাই মনে হয়। এব ঘন বনজ সম্পদ, শ্যামল শস্যক্ষেত্র, বন্যজন্তুব সমাবোহ, উচ্ছল নদ নদী, আর সেখানকার রঙিন মানুষ, তাদেব লোক উৎসব বিচিত্রা, সংগীত, নৃত্য আব হস্তশিল্পেব বৈশিষ্ট্য সবই পর্যটকদের কাছে প্রিয় বলে মনে হয়।

ভাবতের উত্তব-পূর্ব কোণে অবস্থিত এই বাজ্যটি উত্তবে দীর্ঘ হিমালয় পর্বতশ্রেণী, পূর্বে মায়ানমাব (বর্মা, পূর্বতন ব্রহ্মদেশ) দক্ষিণে চীন পর্বত এবং পশ্চিমে বাংলাদেশেব কিছু অংশ দিয়ে ঘেবা। এ বাজ্যেব মুখ্য আকর্ষণ হল দুর্ধর্ষ ব্রহ্মপুত্র নদ। এই নদই এখানেব উর্বরতাব প্রধান উৎস। এই নদেব আকর্ষণ পর্যটকদেব কাছে চুম্বকেব মত।

অসম কোনো নতুন রাজ্য নয়। রামায়ণ মহাভারত ও পুবাণেব যুগে অসম প্রাগ্জ্যোতিষ ও কামরূপ নামে পরিচিত ছিল। বামায়ণে উল্লেখ আছে অমূর্তবায ধর্মারণ্য প্রাগজ্যোতিষ স্থাপন করেছিলেন। মহাভারতে একে এক শক্তিশালী ও বিখ্যাত বাজ্য বলা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুবাণ এবং হরিবংশে আছে যে প্রাগ্জ্যোতিষেব বাজা হয়ে কামাখ্যাদেবীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলে এব নাম হয়ে যায় কামরূপ।

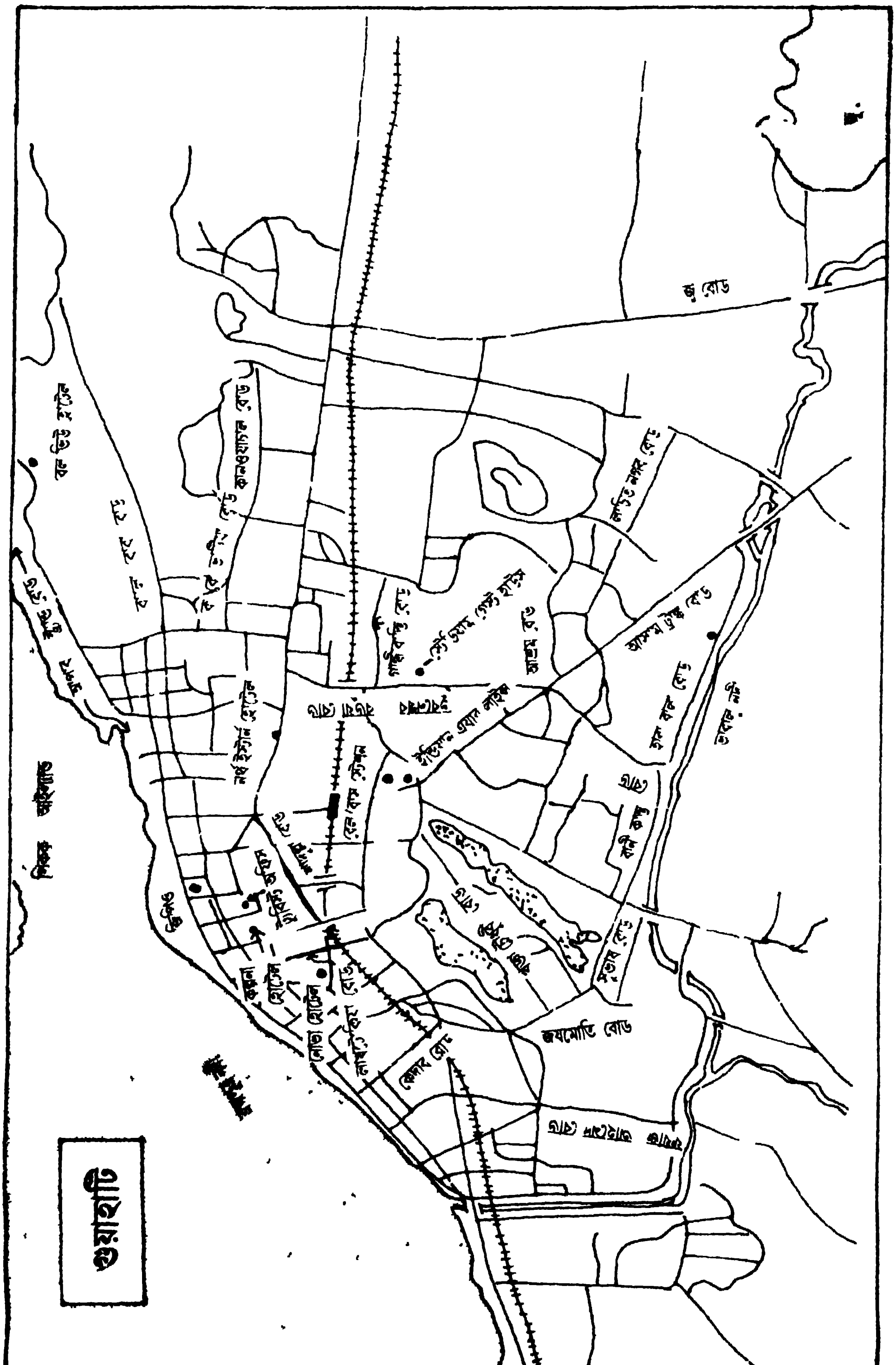
এব সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় 4 শতকেব শেষে হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে। কালিদাসেব কাব্যে কামরূপেব বর্ণনা আছে। হর্ষবর্ধনের বাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ কামরূপে এসেছিলেন। খ্রিস্টীয় 11 শতকেব একেবারে সূচনায় ব্রহ্মপাল প্রাগ্জ্যোতিষের রাজা হয়ে দুর্জয়া নামক স্থানে যে বাজধানী স্থাপন করেন, অনেকের মতে সেটিই হল আধুনিক গুয়াহাটি। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে শানজাতিব অন্যতম শাখা অহোমরা সুকাফার নেতৃত্বে পাটকাই অঞ্চল পার হয়ে পূর্ব অসমে প্রবেশ কবে এবং 1253-য চবাইদেওতে আধিপত্য স্থাপন করে। এই আহোম বা অহোম থেকেই অসম (পূর্বেব আসাম) শব্দের উৎপত্তি। আবার যার 'সম' বা তুলনা নেই এই অর্থেও 'অ-সম' নামেব উৎপত্তি ঘটেছে বলে কেউ কেউ বলে থাকেন।

মুসলমান আমলে হিন্দুবাজ কামতাব ধ্বংসেব পব সেখানে নতুন রাজ্য কুচবিহাবেব জন্ম হয়। 1515-তে কোচ উপজাতিব বিশ্বসিংহ কুচবিহারে তার রাজ্যেব বাজধানী স্থাপন করেন। তাব পুত্র নরনাবায়ণ ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। অনেক পবে ব্রহ্মদেশ অসমকে আক্রমণ করলে বিটিশ সবকার তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন (1824)। ফলে 1826-এ অসম, কাছাড ও জয়ন্তীয়া ব্রহ্ম (এখন মায়ানমার) অধিকারমুক্ত হয়। পবে ইংবেজবা ডুয়ার্স-সহ নিম্ন অসম কোম্পানিব বাজ্যেব অন্তর্গত কবে নেয়। তাবপব নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে 1935-এ অসমে তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত হয়। 1947-এ অসম এব শ্রীহট্ট অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানেব (বর্তমান বাংলাদেশ) সঙ্গে যুক্ত হয়। পবে অসম থেকেই জন্ম নেয় মেঘালয, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম প্রভৃতি বাজ্য।

মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এই প্রদেশে প্রচুব বৃষ্টিপাত হয়। অবণ্যবহুল এই রাজ্যেব বনসম্পদ মূল্যবান। বহু জাতি ও উপজাতিব বাসস্থান অসমে অসমীয়া ও বাংলা প্রধান ভাষা হলেও খাসি, গারো, লুসাই, মিকিব প্রভৃতি উপভাষাগুলিও উল্লেখযোগ্য। এ বাজ্যেব সবচেয়ে বড উৎসব 'বিহু'। এটি তিন ভাগে বিভক্ত– আশ্বিনেব 'কাতি বিহু' বা 'কঙালী বিহু'তে তেমন কোনো অনুষ্ঠান বা সংগীত নেই পৌষ সংক্রান্তির 'মাঘ বিহু' বা 'ভোগালী বিহু'-তে আমাদেব নবান্নেব মত খাওয়াদাওয়াই প্রধান। আব চৈত্র-সংক্রান্তির 'ব'হাগ-বিহু' বা 'বঙালী-বিহু'ই নৃত্য গীতসহ সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। এটিই অসমেব নববর্ষ-উৎসব। এব নাচ দুধবনেব—হুচারি ও বিহু।

চা, পেট্রোলিয়াম ও বনজসম্পদ অসমেব অর্থনৈতিক কাঠামো তৈবি কবেছে। গ্রামীণ মানুষেব প্রধান উপজীবিকা অবশ্য কৃষি। ব্রহ্মপুত্র ও ববাক— উভয উপত্যকাতেই অসম অধিবাসীরা বসবাস করে থাকেন। 78,523 বর্গকিলোমিটাব সমন্বিত এই রাজ্যেব অধিবাসীব সংখ্যা 2,66,38,407 (2001)। জেলার সংখ্যা 23। জেলাগুলি হল ববপেটা, বঙ্গাইগাঁও, কাছাড, দরং, ধেমাজি, ধুবড়ি, ডিব্রুগড, গোয়ালপাড়া, গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, উত্তর কাছাড পার্বত্য অঞ্চল, জোবহাট, কামরূপ, কার্বি আংলং, করিমগঞ্জ, কোকরাঝাড, লখিমপুর, মরিগাঁও, নওগাঁ, নলবাড়ি, শিবসাগর, শোণিতপুর ও তিনসুকিয়া। বিশ্ববিদ্যালয আছে 5টি। গুয়াহাটিতে আছে ইন্ডিযান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। স্বাক্ষরতাব হাব 64 28%, নাবী 56 03% পুরুষ 71 93%। বাজধানী দিসপুর। প্রতি 1000 পুরুষে নাবীব সংখ্যা 932।

কখন বেড়াতে যাবেন অসমে শীত এবং আর্দ্রতা দুই-ই প্রচুর। তবে গ্রীষ্মে তাপমাত্রা 35°-18°C এবং শীতে


গুয়াহাটি
জু রোড
জয়মোতি রোড
আসাম ট্রাঙ্ক রোড

26°-7°C। তবে শিলং পার্বত্য অঞ্চল এবং নাগা পার্বত্যভূমি বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ। বছরে গড় বৃষ্টিপাত 180-360 সেমি (70-140 ইঞ্চি)। বেড়াবার সেরা সময় অক্টোবর থেকে মে। অর্থাৎ দুর্গাপূজা থেকে রঙালী বিহু পর্যন্ত।

কোথায় যাবেন . গুয়াহাটি হল অসমের প্রাণকেন্দ্র। এখান থেকেই অসমের প্রায় সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রে যাওয়া যায়। গুয়াহাটি-শিলং রোডে প্রায় 10 কিমি দূরের **দিসপুর** নতুন করে রাজ্যের রাজধানী ঘোষিত হয়েছে।

গুয়াহাটি-কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক-গুয়াহাটি ঘুরে আসতে পারেন 440 কিমি ঘুরে। এমনি গুয়াহাটি-শিলং-গুয়াহাটি-200 কিমি, গুয়াহাটি-শিলং-কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক (ভায়া নওগাঁ)-গুয়াহাটি 600 কিমি, গুয়াহাটি-মানস-গুয়াহাটি 352 কিমি; গুয়াহাটি-শিলং-শিলচর-গুয়াহাটি 780 কিমি; গুয়াহাটি দিফু-হাফলঙ-গরমপানি-শিলং-গুয়াহাটি 815 কিমি; গুয়াহাটি-নওগাঁ-কাজিরাঙা-শিবসাগর-গুয়াহাটি 750 কিমি, গুয়াহাটি-মঙ্গলদই-ওবাং তেজপুর-ভালুকপুং-গুয়াহাটি 550 কিমি এবং গুয়াহাটি-হাজো-শুয়ালকুচি-গুয়াহাটি 75 কিমি। কাজেই গুয়াহাটি দিয়েই শুরু করা ভালো।

গুয়াহাটি

অসমে আসতে হলে গুয়াহাটিতেই (প্রাচীন উচ্চারণে গৌহাটি) আগে আসতে হবে। এর প্রাচীন নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, যার অর্থ 'প্রাচ্যের আলো'। গুয়াহাটি নামটি গুহার সারি বা গুয়াহাটি থেকে এসে থাকতে পারে। ব্রহ্মার মানসপুত্র শক্তিশালী ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত সবুজে ঘেরা এই শহরটি বস্তুত অসমের প্রবেশদ্বার। কলকাতার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এই সুখ্যাত বাণিজ্য শহরটিতে বিমান ও নদী— দুই বন্দরই আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের 54 মিটার (180 ফুট) উচ্চে অবস্থিত এই শহর কামরূপ জেলার সদর শহর। আবহাওয়া ঠাণ্ডা অথচ মনোরম। বৃহত্তর গুয়াহাটি ক্রমশই বেড়ে চলেছে। এখানেই আছে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, চিড়িয়াখানা, জাতীয় স্টেডিয়াম এবং নতুন তৈলশোধন কেন্দ্রটি। আর চারপাশে আছে নানা দ্রষ্টব্য স্থান। তাদের কথা একে একে বলছি।



কেমন করে আসবেন। Indian Airlines, Alliance Air, Jet Airways প্রভৃতি সংস্থার বিমান নিয়মিত যায় গুয়াহাটি, ডিব্রুগড়, তেজপুর, শিলচর, জোড়হাটসহ অসমের সমস্ত প্রধান শহরে। IC-229 প্রতিদিন গুয়াহাটি যাচ্ছে সকাল 9.50-এ কলকাতা ছেড়ে। Jet Airways বিমানও প্রতিদিন সকাল 10.15-য় কলকাতা ছেড়ে গুয়াহাটি যাচ্ছে। এছাড়াও এই সংস্থার বিমান গুয়াহাটি যাচ্ছে সো ম বু শু শ 11.30-এ ছেড়ে আর বৃ র 11.30-এ 9W621 উড়ান। দিল্লি থেকে সো শ 7.40-এ ছেড়ে সরাসরি গুয়াহাটি যাচ্ছে, আর সো বু শু আসছে বাগডোগরা হয়ে। এছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তেজু, আইজল, শিলং, জিরো প্রভৃতি শহরে Jet Air-

গুয়াহাটি থেকে দূরত্ব (কিলোমিটারে)

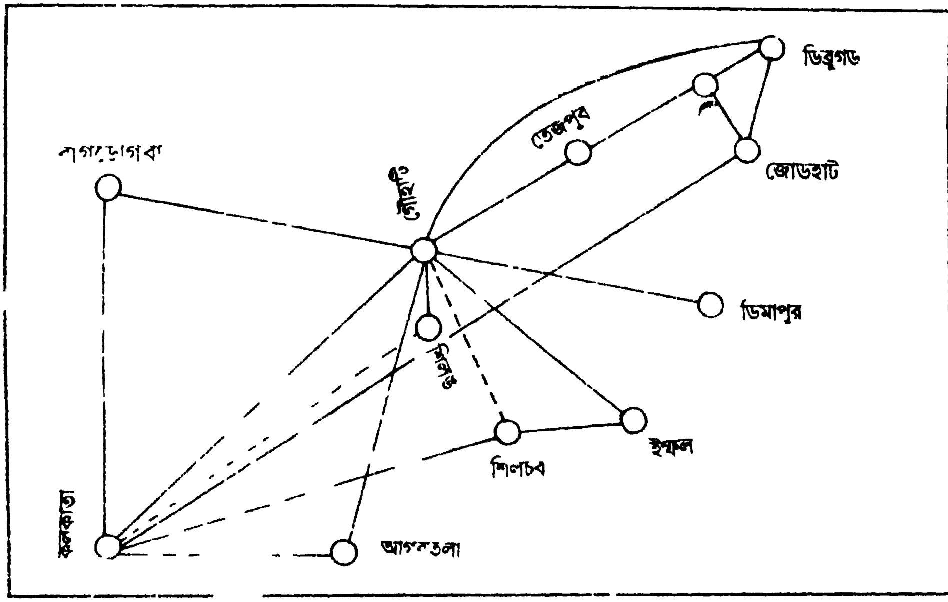
আগরতলা	579
আইজল	538
অ্যালং	595
বদরপুর	308
বঙ্গাইগাঁও	190
ভালুকপুং	250
বাগডোগরা	523
বমডিলা	342
মুম্বাই	3104
চেরাপুঞ্জি	154
কলকাতা	1,182
ডিমাপুর	280
ধুবড়ি	287
ডিব্রুগড়	445
ডিগবয়	541
দিফু	269
দুলিয়াযান	503
দরং	100
দার্জিলিং	587
দিল্লি	2,160
গৌরীপুর	227
গোলাঘাট	307
ঘুম	580
গ্যাংটক	624
হাফলং	355
ইটানগর	420
ইম্ফল	487
জোড়হাট	214
কাজিরাঙা	217
কোকরাঝাড়	276

ways এবং Alliance Air সংস্থার বিমান যাতায়াত করছে গুয়াহাটি থেকে।

সড়কপথে গুয়াহাটি সড়কপথে ভারতের সমস্ত প্রধান শহরের সঙ্গে যুক্ত।

গুয়াহাটি থেকে সড়কপথে দূরত্ব দিল্লি 2 160 কিমি, মুম্বাই 3,104 কিমি, চেন্নাই 2,688 কিমি এবং দার্জিলিং 587 কিমি দূরে। অন্যান্য স্থানের দূরত্ব হল শিলং 103 কিমি, মানস 176 কিমি, কাজিরাঙা 217 কিমি, ডিমাপুর 280 কিমি, কোহিমা 342 কিমি, ইটানগর 420 কিমি, ইম্ফল 487 কিমি, গ্যাংটক 624 কিমি আগরতলা 599 কিমি, ডিব্রুগড় 445 কিমি, শিবসাগর 369 কিমি, থিম্পু 539 কিমি এবং 140 কিমি, লামডিং 221 কিমি, হাফলং 355 কিমি, দিফু 269 কিমি, দরং 100 কিমি, শিলচর 398 কিমি, আইজল 538 কিমি, তেজপুর 181 কিমি, বমডিলা 342 কিমি, তুরা 284 কিমি, শিলিগুড়ি 513 কিমি এবং কলকাতা 1,182 কিমি। গুয়াহাটির সঙ্গে নানা রাজ্যের যোগ রয়েছে NH 31 37 ও 40 এর সাহায্যে। অসম, মেঘালয় ও অরুণাচল প্রদেশ সরকারের বাস গুয়াহাটি ও অন্যান্য শহরের মধ্যে যাতায়াত করছে। ব্লু হিলস্ ট্রাভেলস (Ph 2547911), রেহাবাড়ি, অসম ভ্যালি ট্রাভেলস (Ph 2546133) পল্টনবাজার, গ্রিন ভ্যালি ট্র্যাভেলস্ (Ph 2543646), পল্টন বাজার, নেটওয়ার্ক ট্র্যাভেলস (Ph 2522007), পল্টনবাজার, রাইনো ট্রাভেলস্ (Ph 2540666), পানবাজার প্রভৃতি সংস্থা সারা উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে বাস চালাচ্ছে। তাদের নিজের বাস টার্মিনাস, বিশ্রামঘর এবং মালপত্র রাখার ব্যবস্থা আছে। অসম ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট (Ph 227102), স্টেশন রোড থেকে ট্যাক্সি ভাড়া করতে পাবেন। কিলোমিটার-প্রতি ৭, রাতের জন্য ৫০ প্রতি রাত। ব্লু হিল ট্রাভেলস থেকেও গাড়ি ভাড়া নিতে পারেন। তবে এদের ভাড়া বেশি।

রেলপথে *গুয়াহাটি যেতে হলে নিচের ট্রেনগুলির কোনো একটিতে উঠুন। কামরূপ এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে* 17 35 ছেড়ে মালদা 01 50, নিউ জলপাইগুড়ি 6 40, *নিউ বঙ্গাইগাঁও 13 30 হয়ে গুয়াহাটি 18.00;* এরপর লামডিং, ফারকেটিং, মরিয়ানি, নিউ তিনসুকিয়া হয়ে ডিব্রুগড় টাউন পৌঁছচ্ছে 8 45-এ। কাঞ্চনজঙ্ঘা 6 25 শিয়ালদহ ছেড়ে বোলপুর 9 25, মালদা 13 45, নিউ জলপাইগুড়ি 18 20, নিউ কুচবিহার 21 20, নিউ বঙ্গাইগাঁও 00 30 এবং গুয়াহাটি 4 00। ত্রিবান্দ্রাম-গুয়াহাটি এক্স কেবল মঙ্গলবার হাওড়া ছাড়ে 12 40, বোলপুর 15 02, মালদা 19 30, নিউ জলপাইগুড়ি 1 00, নিউ বঙ্গাইগাঁও 5 30 হয়ে গুয়াহাটি 10 45। সরাইঘাট এক্সপ্রেস সপ্তাহে তিনদিন (ম বৃ র) 15 50 এ হাওড়া ছেড়ে গুয়াহাটি পৌঁছচ্ছে পরদিন 09 45-এ। বাঙ্গালোর গুয়াহাটি এক্সপ্রেস বাঙ্গালোর 22 30 ছেড়ে (বৃ শু) হাওড়া 12 20 তারপর 12 40-এ হাওড়া (শুক্র ও রবি) ছেড়ে গুয়াহাটি পৌঁছচ্ছে পরদিন 10 45-এ। আর এর্নাকুলাম-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস বৃহস্পতিবার 12 40-এ হাওড়া ছাড়ছে গুয়াহাটির উদ্দেশে। হাওড়া ফেরার ট্রেন পাবেন গুয়াহাটি থেকে কামরূপ এক্স 6 30 এ ছেড়ে হাওড়া পৌঁছায় পরদিন 6 30-এ, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্স 22 00 ছেড়ে শিয়ালদহ 20 35-এ, গুয়াহাটি ত্রিবান্দ্রম এক্স (বুধবার) 5 03 এ ছেড়ে হাওড়ায় 3 30 পরদিন এবং ত্রিবান্দ্রমে 6 00 পৌঁছায়। ডিব্রুগড় 22 00 ছেড়ে নিউতিনসুকিয়া 23 10, লামডিং 7 30 হয়ে গুয়াহাটি 12 45 এ পৌঁছয় ব্রহ্মপুত্র মেল। রাজধানী এক্স (মঙ্গল, বৃহ) 17 30 ডিব্রুগড় ছেড়ে গুয়াহাটি 6 00-এ। লিডো থেকে লিডো গুয়াহাটি ইন্টারসিটি এক্স 16 15 ছেড়ে নিউ তিনসুকিয়া 18 30 হয়ে গুয়াহাটি 7 30। গুয়াহাটি থেকে পাবেন মরিয়ানি যাবার গুয়াহাটি জোড়হাট মরিয়ানি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। গুয়াহাটি 20 30 ছেড়ে জোড়হাট 7 30 মরিয়ানি 8 30 এ পৌঁছয়। এছাড়া চলছে কাছাড় এক্স, বরাকভ্যালি এক্স ভায়া লামডিং লোয়ার হাফলং বদরপুর করিমগঞ্জ-ধর্মনগর কুমারঘাট শিলচর, অসম মেল ভায়া লামডিং ফারকেটিং ডিমাপুর শিমালগুড়ি তিনসুকিয়া, তিনসুকিয়া মেল, কাজিরাঙা এক্স (ফারকেটি থেকে মরিয়ানি জং হয়ে), ত্রিপুরা প্যাসেঞ্জার লামডিং থেকে ধর্মনগর, অরুণাচল ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ভায়া গুয়াহাটি মারকেংশেলেকের পথে যাতায়াত করছে। দিল্লি গুয়াহাটির মধ্যে যাতায়াত করছে নর্থ-ইস্ট এক্স জলপাইগুড়ি-কাটিহার বারৌনি, পাটনা-এলাহাবাদ-কানপুর হয়ে। নিউ দিল্লি থেকে 6 45 ছাড়ে, গুয়াহাটি পৌঁছায় 19 00। আবার গুয়াহাটি 8 15 ছেড়ে নিউ দিল্লি ফেরে 20.25। অবধ-অসম এক্স দিল্লি 8 25 ছেড়ে লখনৌ হয়ে গুয়াহাটি 4 45, আবার গুয়াহাটি 20 30 ছেড়ে দিল্লি ফেরে 15 35। 4055 ব্রহ্মপুত্র মেল 22 00 টায় ডিব্রুগড় ছেড়ে এসে গুয়াহাটি থেকে দিল্লির দিকে 14 30-এ। দিল্লি থেকে 21 00 ছেড়ে গুয়াহাটি 14 15 এবং ডিব্রুগড় 4 45টায়। এছাড়া গুয়াহাটি-রঙ্গিয়া-রঙ্গাপাড়া-নর্থ তেজপুর-উত্তর লখিমপুর এবং মারকেংশেলেকের মধ্যে কয়েকটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনও যাতায়াত করছে।



কোথায় উঠবেন [সূচি SCB Single Common Bath, SAB Single Attached Bath, SAC-Single Air-Conditioned, SD-Single Deluxe, S এর পরিবর্তে আগে D থাকলে Double বোঝাবে এবং 3B-Three Bedded] Hotel Nandan পল্টনবাজার GS Rd, (Ph 2521476) ৫৫০-১৮৫০, Hotel Belle Vue, MG Rd, (Ph 2504848) SAC ৮৫০, DAC ১১৫০। Hotel Urvasi গুয়াহাটি এয়ারপোর্টের কাছে (25) SAC ৪৭৫, DAC ৭২৫ । Hotel Kuber International (Ph 2514353, 2520807) হেম বড়ুয়া রোড, ফ্যান্সি বাজার (75) SAB ৩২৫-৫০০ DAB ৪৫০-৬৫০, AC স্যুইট ৭৫০-১২৫০, ফ্যান্সি বাজারেই Hotel Nova (Ph 2523464) SAB ২৭৫-৩৫০ DAB ৩৭৫-৬৫০, DAC ৭৭৫, Hotel Suradevi (Ph 2545050) পানবাজার SCB ১২৫ SAB ১৫০, DCB ১৩৫ DAB ২২৫, 3B ২৭৫, Hotel Mayur (Ph 2541115) পল্টনবাজার SAB ১৫০-১৯০, DAB ১৭৫-২৭৫, 3B ২৫০-৩২৫, Hotel Ambassador (Ph · 2554886) পল্টনবাজার SCB ১১০, DCB ১২০-১৭০, SAB ১৯০-২৫০, DAB ২৫০-৩৭৫; রেলওয়ে স্টেশনের কাছে Hotel Rajmahal (Ph . 2522476), A T. Road ৮৫০-২৩৫০ মধ্যে, পানবাজার ডোলপুলের কাছে Hotel Silver Line S ১২৫ D ২২৫ 3B ৩২৫, Hotel Dynasty (Ph 2510496) S S Road, ১৩০০-৩৭০০, Hotel North Eastern, GNB Rd SAB ১৬৫ ২৫০, DAB ২০০-৩৮০, SAC ৩৫০, DAC ৬৫০. Hotel Rajdoot Palace পল্টনবাজার SAB ১২৫-২২৫, DAB ২৫০-৩৫০, Hotel Nav-Alka, SRCB Rd (Ph 2541070) ফ্যান্সি বাজার ৩২৫-৫৫০, দামী হোটেল Hotel Brahmaputra Ashok (Ph 2541064), MG Rd S ১৬০০, D ২৪০০, Hotel Chilarai Regency (Ph 2546877), H P Brahmachari Rd, পল্টনবাজার SAB ৫০০, DAB ৬৫০, SAC ৬৫০-৮৫০, DAC ১০৫০-১৫০০, Hotel East Inn, Zoo Narengi Rd, DAC ৬৫০, DAB ৩৫০-৫৫০, Konarak Hotel, পল্টনবাজার SAB ৫০০, DAB ৬৫০, Hotel Vandana (Ph 2543475), SCB ১২০, DCB ১৫০, SAB ১৮০-, ২২৫, DAB ২০০-২৬০, SAC ৩৭৫, DAC ৪৭৫, Vikash Lodge, পল্টনবাজার SCB ১১৫, SAB ১৪০, DAB ১৭৫, Hotel Princess জওহরনগর SAC ২৭৫, DAC ৩৫০-৪৭৫, DD ৫২৫, স্যুইট ৭৭৫, Hotel Alankar, চাঁদমারি SAB ১১৫, DAB ২৫০, 3B ৩২৫, Hotel Bob, পল্টনবাজার DAB ১১-২২৫, 3B ২৭৫; Hotel East India, GR Rd

(অপ্সরা সিনেমার বিপরীতে) SCB ১১৫, SAB ১৪৫, DAB ১৮০-২৭৫, Hotel Embassy, K C Sen Rd (Ph 2544886) পল্টনবাজাব SAB ২৫০, SCB ১০৫, DAB ৩২৫, DCB ১২০, 3B ৩৭৫, Hotel Eden, পল্টনবাজার SAB ১৩০, DAB ২২০, 3B ২৬০, Hotel Joydurga (Ph 2544138) SAB ১২০-১৭৫, DAB ২৪০, 3B ২৭৫, Hotel Kirandeep বেলতলায় বশিষ্ঠ আশ্রমের কাছে SAB ১১৫, DAB ১৪০, পল্টনবাজারে Hotel Madhuban SAB ৯০, DAB ১২৫, 3B ১৬০, Hotel Oberoi, পল্টনবাজারে GS Rd, Ulbari SAB ১৬৫, DAB ২৪৫, Hotel Sukhamani (Ph 2522160) SAB ১৬৫-২১০, DAB ২৪০ ৩২০, 3B ২৭৫ ৩২৫, Hotel Blue Diamond পানবাজাব যশোবন্ত বোডে SAB ১০৫, SCB ৮০, DAB ২৫৫, 3B ১৭৫, Hotel Luit, Machkhowa SAB ১১০ DAB ১৭৫, 3B ২৪০, Hotel Siddharth ফ্যান্সি বাজাব SAB ৩২০, SAC ৫৫০, DAC ৬৫০ DAB ৪৫০, পানবাজাবে MN Rd-এ Hotel Prag Continental (Ph 2540850) SAB ৭৫০-১০০০, DAB ৫৫০ ৭০০ SAC ৬৫০ ৯৫০, DAC ৮৫০ ১৪৫০, শান্তিপুরে AT Rd-এ Hotel Samart (Ph 2541657) SAB ২৫০, SAC ৩৯০, DAB ৪৫৫, DAC ৯৫০ ১৪৫০ পানবাজারে Hotel Regal SCB ৮৫, DCB ১২০, ওখানেই Hotel Kalpana SCB ৬০ ৯৫, DAB ১৪০-১৭৫ 3B ২২০। এ সব ছাড়া অসম সরকারেব ট্যুরিস্ট বাংলো পাবেন স্টেশন রোডে (রিজা ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিসাব, স্টেশন রোড, গুয়াহাটি 781001, Ph 2544475) DAB ২৮০ ডর্মি ৩৫ ৫০। Dr B Barua Rd-এ আছে স্টেডিয়াম গেস্ট হাউস SAC ২৫০ DAC ৩৭৫ SAB ১৫০। Satribari Christian Hospital Ground এ YMCA- তে যদি থাকাব সুযোগ পান Double Bed Room-এ চার্জ মাথা পিছু ৩০ মাত্র। এছাড়া আছে পানবাজার CH, Forest IB, Engineers' Institute প্রভৃতি।

কী কী দেখবেন এখানে গুয়াহাটিতে এলেন, কোথাও একটা জায়গায় উঠলেন, চলুন এবার প্রথমে কাছাকাছি দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে আসি, তাবপবে একটু দূরের জায়গায় বেড়িয়ে আসবো।

কামাখ্যা মন্দিব / কামরূপ মন্দিব কামরূপ জেলাব ঝালুকাবাড়ি থানার অন্তর্গত, ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীবে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 293 মি উঁচুতে নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত। চারদিকে প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোহব। দেবীর নাম কামাখ্যা। ইনি দশ মহাবিদ্যাব অন্যতমা (দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলে বিষ্ণু সতীব দেহ খণ্ড খণ্ড করে ফেলেন। সতীব যোনিদেশ এখানে পড়েছিল)। একান্ন পীঠের অন্যতম এই স্থানে আদি মন্দিবটি স্থাপন করেন রাজা নরক। পরে 1556-তে রাজা নরনাবায়ণ এটির সংস্কার করেন। তন্ত্রের পীঠস্থান এই মন্দিরে দেবী

গুয়াহাটি থেকে দূবত্ব (কিলোমিটাবে) :

কোহিমা	342
কালিম্পং	582
লঙ্কা	184
লাউখাওয়া	152
লিডো	540
লামডিং	221
মানস	176
মঙ্গলদই	70
মার্গারিটা	532
ম'বকা'শোলেক	475
নাহারকাটিয়া	576
নামরূপ	543
উত্তর লখিমপুব	415
নগাঁও	120
নাজিরা	387
ওরাং	140
ফুন্টশোলিং	374
পবশুরাম কুণ্ড	613
পাশিঘাট	515
শিবসাগর	369
শিলঘাট	180
শিলচর	398
শিলং	103
শিলিগুড়ি	513
তিনসুকিয়া	483
তুরা	284
তেজপুর	181
থিম্পু	549
তাওয়াং	532
জিরো	480

কামাখ্যার সঙ্গে কামেশ্বরের বিবাহ উৎসব স্মরণ করে পৌষমাসে পৌষবিয়া উৎসব, বসন্তে বাসন্তী উৎসব, আষাঢ়ে অম্বুবাচীতে (এসময়ে তিনদিন মন্দির অবশ্য বন্ধ থাকে) ও শরতে দুর্গাপূজা উল্লেখযোগ্য। দুপুরে একটার সময় কিছুক্ষণের জন্য মন্দির বন্ধ থাকলেও খোলা থাকে সকাল 8 00 থেকে সূর্যাস্ত অবধি। নিচে থেকে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই প্রায় 1 ঘণ্টা সময় লেগে যায়। মন্দিরটি শহর থেকে 10 কিমি দূরে গুয়াহাটি-পাণ্ডু রাস্তার উপর। অম্বুবাচীতে যে উৎসব হয়, সে সময়ে পর্যটকদের ভিড় হয় সারা ভারতবর্ষ থেকে। তখন মহিষ বলিও হয়। থাকার ব্যবস্থা নেই তেমন। তবে পাণ্ডাদের সঙ্গে ব্যবস্থা করলে তাঁদের বাড়িতে থাকতে পারেন। সে সুযোগ কমই হয়। কামাখ্যা পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় রয়েছে **ভুবনেশ্বরী মন্দির**। এখান থেকে নিচে গোটা গুয়াহাটি শহরটিকে ছবির মতো মনে হয়। মন্দিরের ভিতরে অন্ধকার গর্ভগৃহে [illegible] দেবমূর্তি আছেন [illegible] দেবীর মূর্তি মান বলা [illegible] পশ্চিমদিকের এই মন্দির [illegible] সিঁড়ি [illegible] থেকে এবং [illegible] গুয়াহাটি [illegible] হয়ে আসে। [illegible] পাবেন। ট্যাক্সিও পা[illegible] অটোরিক্সাও পাবেন। ভুবনেশ্বরী [illegible] অবশ্য কামাখ্যা মন্দির থেকে পায়ে হেঁটে 15 মিনিট দূরত্বে। শহরের পূর্বদিকে [illegible] পাহাড়ের পশ্চিমে উপরে রয়েছে **নবগ্রহের মন্দির**। নবগ্রহ অর্থ 9টি গ্রহ। কিংবদন্তি বলে এখানে জ্যোতিষ বা জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা হত। সেজন্যেই এর নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর। অনেকগুলো পাহাড়ি ধাপ পেরিয়ে এই ত্রিশূলওয়ালা গোলাপি গম্বুজের মন্দিরটিতে পৌঁছতে হয়। ভিতরে নটি মনোলিথ পাথরে নির্মিত 9টি প্রস্তরমূর্তি নবগ্রহের প্রতিনিধি। ভিতরটা ভীষণ অন্ধকার বলে মূর্তিতে কোনো খোদাইচিহ্ন আছে কিনা বোঝা যায় না। রেল স্টেশন থেকে 3 কিমি দূরে এই মন্দিরে যাবার জন্য ট্যাক্সি বা অটোরিক্সা পাবেন। গুয়াহাটি আদালতের বিপরীতে ব্রহ্মপুত্র নদের মাঝখানে অরণ্যভরা **পীকক আইল্যান্ডে** রয়েছে **উমানন্দ মন্দির**। শিবের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরে শিবরাত্রির সময় পুণ্যার্থীদের খুব ভিড় হয়। 1664 তে নির্মিত এই মন্দিরে ৩৫-৪০ খরচ করে নৌকো চড়ে আসতে পারেন কাছারি রোড থেকে। আশপাশে দেখতে পাবেন আরো কয়েকটি মন্দিরের বিধ্বস্ত অবস্থা। গুয়াহাটি শহরের মধ্যস্থলে শুক্রেশ্বর পাহাড়ি টিলার উপর নদীর তীরে রয়েছে **জনার্দন মন্দির**। এখানে বুদ্ধদেবের একটি প্রতিমূর্তি দেখতে পাবেন যেখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের মিলন ঘটেছে। গুয়াহাটির কাছাকাছি অন্যতম আকর্ষণীয় ট্যুরিস্ট স্পট হল **মদনকামদেব**। সবাইঘাট ব্রিজের উত্তরে 31 নং জাতীয় সড়ক ধরে প্রায় 40 কিমি দূরে মদনকামদেব পর্বত। খননকার্যের সময় উদ্ধার হয় শিব, বিষ্ণু, অপ্সরা রমণী, নটরাজ, মিথুন মূর্তি ও অন্যান্য নানা শিল্পকীর্তি। খাজুরাহো ও কোনারকের মূর্তির সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। গুয়াহাটি শহরের 12 কিমি দক্ষিণে ছবির মতো আধুনিক স্থাপত্য সম্বলিত একটি প্রাচীন আশ্রম **বশিষ্ঠ আশ্রম**। লোকে বলে, এখানেই নাকি বশিষ্ঠ নামের সেই বিখ্যাত মুনি বাস করতেন। সন্ধ্যা, ললিতা আর কান্তা নামের তিনটি পাহাড়ি নদী বয়ে চলেছে আশ্রমের সবুজ ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে। জায়গাটির মাধুর্যের কারণে এখানে ভক্ত আর পিকনিককারী - উভয়েই ভিড় করেন। এখানে একটি বিশ্রাম ঘরও আছে। ভাবালুমুখ, কাছারি প্রাঙ্গণ থেকে RG Barua রোড ধরে শহরের বাস চলছে এখানে। কন্‌ডাকটেড ট্যুরের বাসও পাবেন (সবশেষে তার তালিকা দেখুন)। এবার চলুন দেখে আসি **অসম রাজ্য যাদুঘরটি**। রেল স্টেশন থেকে মাত্র 10 মিনিটের পথ। খোলা থাকে 10 00 16 30। রবিবার 8 00-12 00। সোমবার, দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার বন্ধ। এটি ট্যুরিস্ট লজের কাছে দীঘলী ট্যাঙ্কের বিপরীতে অম্বরীতে অবস্থিত। আলোকোজ্জ্বল এই যাদুঘরে প্রদর্শিত দ্রব্যাদির পরিচয় পরিষ্কার ইংরেজি ও অসমীয়া ভাষায় প্রদত্ত। প্রদর্শনীর ঠিক সামনেই নুড়ি পাথরের একটা স্তর বিছানো আছে—ফলে কোন জিনিসেই দর্শক হাত দিতে পারেন না। ঘরের মধ্যে বাজছে মৃদু বাজনা। তারই মধ্য দিয়ে নানা স্থাপত্য, শিলালিপি, চিত্রাদি, পোশাকাদিতে পূর্ণ এই ছোট যাদুঘরটি দেখতে খুব ভাল লাগে। **গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়** 1948 এ শহর থেকে 10 কিমি দূরে ঝালুকবাড়িতে। বাসে চড়ে এখানে আসা যায়। চার্চফিল্ড থেকে মাঝিরগাঁও, রানী থেকে গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ বা ভি আই পি রোড থেকে গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজে যাবার বাসে চেপে এখানে আসতে পারবেন। 10 00-16 00 মধ্যে এলে এখানের অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল মিউজিয়ামটি দেখতে পাবেন (ছুটির দিন বাদে)। এই সময়ের মধ্যে দেখতে পাবেন ঐতিহাসিক গবেষণা কেন্দ্রটিও। দেখলে ভাল লাগবে জপরীযোগ টিলার RG Barua রোডে অবস্থিত রেল স্টেশন থেকে 5 কিমি দূরের অসম রাজ্য **চিড়িয়াখানাটিও**। পাহাড়ি অরণ্য পরিবেশে দেখুন গণ্ডার, বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ ও নানা ধরনের পাখি।

এর মধ্যে বোটানিক্যাল গার্ডেনটিও ভাল লাগবে। গ্রীষ্মে 6 00-18 00 ও শীতে 7 00-1700 খোলা থাকে। শুক্রবার বন্ধ। এখানে **ফরেস্ট মিউজিয়ামটি** দেখতে ভুলবেন না যেন। রবিবার আসবেন না। ছোটদের ভাল লাগবে উজানবাজারে **গুয়াহাটি তারামণ্ডলের** প্রদর্শনী। **1 ঘন্টার প্রদর্শনীর প্রবেশ মূল্য ১০।** খোলা থাকে 11 00-19 00। আর আধুনিককালের সৃষ্টি 1961-তে স্থাপিত গুয়াহাটি তৈল শোধনকেন্দ্রটিও একবার ঘুরে যেতে পারেন। রুমানিয়া সরকারের সহযোগে এটি ভারতের প্রথম পাবলিক সেক্টর শোধনাগার।

আরো কী কী দেখবেন গুয়াহাটিকে কেন্দ্র করে চলুন আরো কিছু জায়গা দেখে আসি।

গুয়ালকুচি গুয়াহাটি থেকে 32 কিমি দূরে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে অসমের সবচেয়ে বড় এই গ্রামটি বিখ্যাত হয়ে আছে এন্ডি, মুগা ও পাটের কাপড় তৈরির জন্যে। মাছখাওয়া থেকে এখানে আসার জন্য বাস পাবেন। গুয়াহাটির ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার থেকে ট্যাক্সি ভাড়াও পাওয়া যায়। তাছাড়া দিনে কয়েকবার ফেরি নৌকো যাতায়াত করছে উত্তর গুয়াহাটি থেকে এখানে। এখানে এলে দেখতে পাবেন নপাড়া গ্রামের তাঁতীরা সারাদিন ধরে পরিশ্রম করে গড়ে তুলছেন অপরূপ সব শিল্পকর্ম। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। ঘরের দাওয়ায় খটাখট শব্দ তুলে অবিরাম বুনে চলেছেন। এখানে গুয়ালকুচি সিল্ক উইভিং কো-অপারেটিভ থেকে আপনার পছন্দমত কেনাকাটা করতে পারেন। ইচ্ছে করলে সরাসরি শিল্পীদের কাছ থেকেও কিনতে পারেন আপনার পছন্দের জিনিসটি।

চান্দুবি লেক খাসি এবং গারো পাহাড়ের মধ্যবর্তী ও গুয়াহাটি শহরের 64 কিমি দূরের এই উপহ্রদে গিয়ে মাছ ধরুন, শিকার করুন। জাতীয় সড়ক ধরে গোয়ালপাড়ার দিকে যেতে এই হ্রদ পড়বে। সরকারি বাসে যেতে পাবেন। পিকনিক করার পর যদি থেকে যেতে মনে চায় তো Holiday Resort ২৫০ ৩২৫ বা পিকনিক কটেজে থেকে যেতে পারেন।

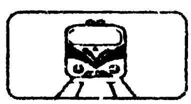
দরং · গুয়াহাটি শহর থেকে 81 কিমি দূরে ভুটান সীমান্তের কাছে এই শহরে যদি নভেম্বর-মার্চে আসেন তবে ভুটিয়া মেলায় এসে পশমি কাপড়চোপড়, কস্তুরী, ঘোড়া ও গোরুর পরিবর্তে কেমন করে ভুটিয়ারা নুন, শুকনো মাছ এবং কাপড়চোপড় সংগ্রহ করছেন দেখে পুলকিত হবেন। বিদেশিদের এখানে আসতে হলে অনুমতি নিতে হয়। রঙ্গিয়া হয়ে বাস আসছে এখানে।

হাজো শহর থেকে 24 কিমি দূরে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে হাজো এক বহুধর্মের সমন্বয় ক্ষেত্র। এখানের হয়গ্রীব মাধব মন্দিরটি খুব বিখ্যাত। এক শ্রেণীর বৌদ্ধমতাবলম্বীদের মতে বুদ্ধ এখানেই নির্বাণ লাভ করেন। আবার পীর গিয়াসুদ্দিন আউলিয়া নির্মিত পোয়ামক্কা (এখানে মক্কার পোয়া ভাগ বা এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ মাত্র পবিত্রতা আছে কল্পনা করা হয়) মসজিদ মুসলমানদের একটা বড় তীর্থক্ষেত্র। মাছখাওয়া থেকে চলছে এখানে আসার প্রাইভেট বাস।

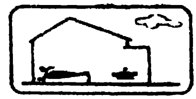
ভৈরবকুণ্ড এটিও আর-একটি চমৎকার পিকনিক স্পট। গুয়াহাটি থেকে 137 কিমি দূরে অরুণাচল প্রদেশ এবং ভুটান সীমান্তে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে এই জায়গাটির অবস্থান। গুয়াহাটি থেকে এখানে আসার জন্য ASTC-র বাস পাবেন।

ডিব্রুগড়

অসমের উত্তর পূর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই শহরটি একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। চারপাশের চা-বাগিচা আর ব্রহ্মপুত্রের সেরা রাজকীয় রূপ এই শহরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে অপূর্ব পরিমাণে। তবে এখানে বাকি দ্রষ্টব্য মানুষের তৈরি ব্রহ্মপুত্রের বাঁধ,



মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতি। এখান থেকেই সোনারিতে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে অরুণাচলের পাশিঘাটে বা অসলং এ যেতে পারেন। আরামে থাকার নানা ব্যবস্থা আছে। গুয়াহাটি থেকে সড়কপথে আসুন 445 কিমি পথ পেরিয়ে। আর যদি জোড়হাটে এসে থাকেন তো দূরত্ব অনেক কমে গেছে, মাত্র 83 কিমি। যাঁরা উড়ে আসতে চান, তাঁরা IAC র বিমান পাবেন সো বু শু র 9 45-এ কলকাতা থেকে। ট্রেন আসছে দিল্লি থেকে নিউ দিল্লি ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস ম বু শ 14 00 নিউ দিল্লি ছেড়ে গুয়াহাটি 17 15 ও ডিব্রুগড় 5 15, দিল্লি ডিব্রুগড় ব্রহ্মপুত্র মেল দিল্লি 21 00 থেকে ছেড়ে গুয়াহাটি 14 15 এবং ডিব্রুগড় 4 45 এ। চেন্নাই এগমোর থেকে চেন্নাই ডিব্রুগড় এক্স বৃহস্পতিবার 22 25 ছেড়ে গুয়াহাটি 05 15 ডিব্রুগড় 20 30। হাওড়া ডিব্রুগড় কামরূপ এক্স হাওড়া 17 35 ছেড়ে গুয়াহাটি 18 00, ডিব্রুগড় 08 45-এ পৌঁছাচ্ছে। এলেন যখন



তখন থাকার জায়গা বলে দিই। সরকারি ব্যবস্থায় DB এবং CH আছে, ডিব্রুগড়ের DC-র সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আর যদি ঝামেলা পোহাতে না চান তো

যে-কোনো একটি হোটেল চলুন চৌকিডিঙিতে Hotel Monalisa SAB ১৮০ DAB ২২৫-৩০০ স্যুইট ৫০০, নিউ মার্কেটে Hotel Manas DCB ৭৫ ১৪৫, চৌকিডিঙিতেই Goswami Guest House DAB ১৮০ ২৭৫ SAB ১৬৫, নিউ মার্কেটে আরো তিনটি হোটেল Hotel East End SAB ১৭৫ DAB ২৫৫ DD ৩৭৫, Hotel Sunrise SCB ৭০ SAB ১২৫ DCB ৯৫ DAB ১৭৫, Hotel Ellora SCB ৬৫ SAB ১২৫ DCB ৮৫, DAB ১৫০, H S Rd এ রয়েছে Hotel Nataraj SAB ২৫০ ২৫ DAB ৩২০, DD ৪২০ সুইট ৫০০। এছাড়া অলকা, ... , ... রেমন্ড, নিউ কুসুম, বিভা ... , ... হ্যান্টলেও উঠতে পারেন।

ডিগবয়

অসমের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে ... সেখানে না গেলে অসম ভ্রমণ ... ব্যর্থ হবে ... লোগামপুর জেলার এই শহর ডিব্রুগড় থেকে ... দিকে ৭০ কিমি। পাশ দিয়ে চলে গেছে অসম ট্রাঙ্ক রোড ... উত্তরপূর্ব রেলপথ। শহর থেকে প্রায় 6 কিমি দক্ষিণে বয়ে চলেছে লাবণ্য সুন্দর বুড়ি ডিহিং নদী। 1825 এ প্রথম তেলের সন্ধান পেলেও 1890-এ প্রথম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তেল তোলা আরম্ভ হয়। ভারতে একমাত্র এই শহরেই তৈলক্ষেত্র এবং তৈল শোধনাগারের একত্র অবস্থান আছে। শোধনাগারটি শহরের মাঝখানে। এখানে তেল থেকে যে ... তৈরি হয় তা উৎকৃষ্ট জাতের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই শহরই সবচেয়ে বেশি তেল সরবরাহ করেছিল। 32 কিমি দূরে দক্ষিণ পূর্ব নাহারকাটিয়াতেও তেলের খনি রয়েছে। ডিগবয় আসলে বেশ কয়েকটি ছোট টিলার উপরে গঠিত শহর —সেজন্যে এর সৌন্দর্যও লক্ষণীয়। অবশ্য পাশাপাশি 100 কিমি দূরে গড়ে উঠেছে এর প্রতিস্পর্ধী তৈল শহর দুলিয়াযান (এখানে Oil India Ltd -এর GH আছে DAB ২২৫)। আর আছে জনৈক ইটালীয় রাজকুমারীর নামের শহর মার্গারিটা। এখানেই একদা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের প্রথম তৈল শোধনাগারটি স্থাপিত হয়েছিল। এর চারপাশেই লিডো প্রভৃতি অঞ্চলে রয়েছে অনেকগুলি কয়লাখনি। সড়ক ও রেলপথে সংযুক্ত এই শহরের দুটি হোটেলের নাম বলি Hotel Nijora SCB ৭৫, DCB ১১৫, Golden Hotel SCB ৬৫, DCB ৯০।

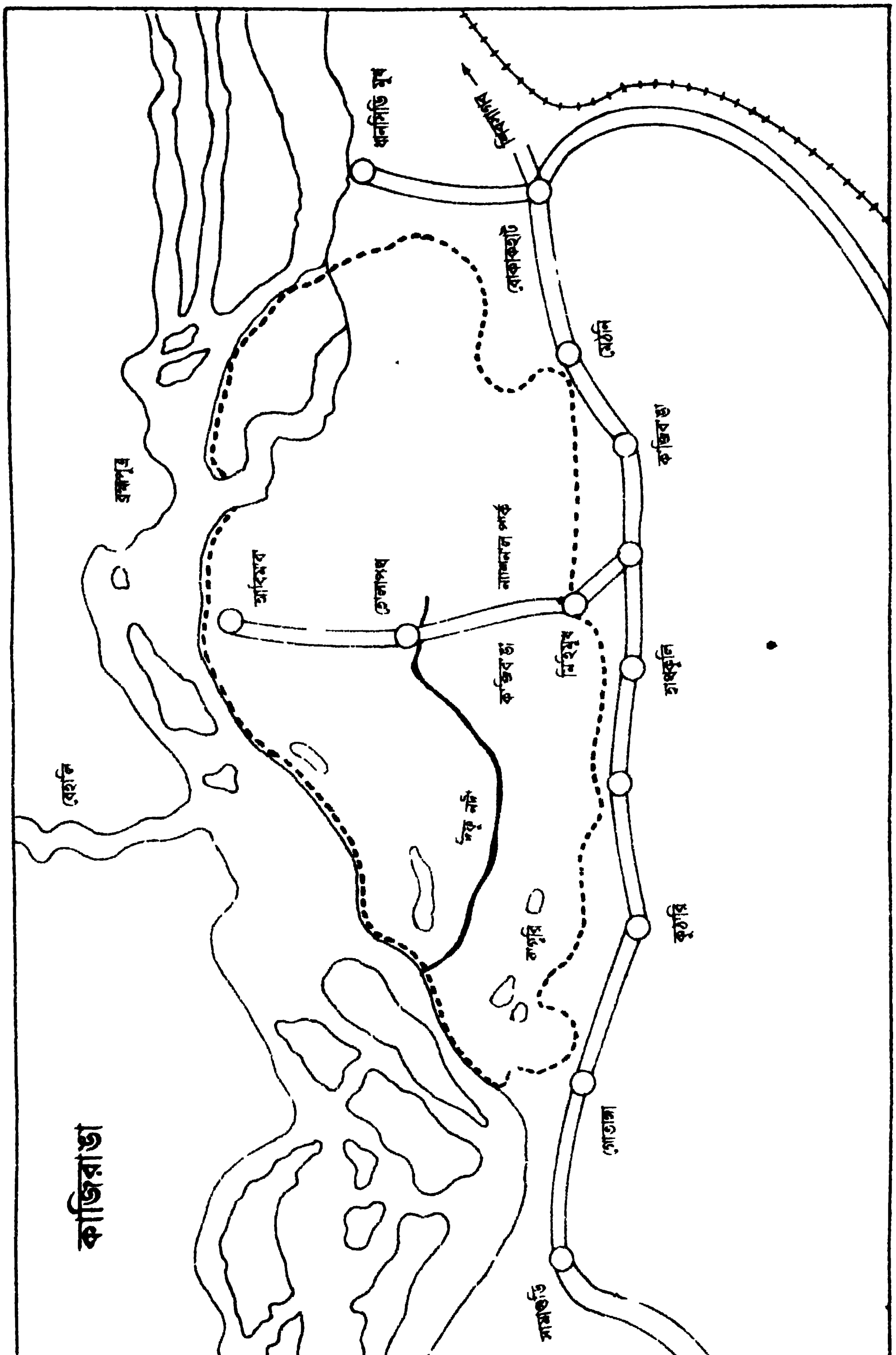
হাফলং

উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার সদর শহর। একটি দারুণ চমৎকার হিল স্টেশন। সমুদ্রপৃষ্ঠের 680 মি উচ্চে এই পাহাড়ি স্বাস্থ্যপ্রদ শহরটিতে হ্রদের মাধুর্যও উপভোগ্য। এমন সুন্দর যে একটি ছুটি কাটানোর স্থান আছে আমরা অনেকে জানিই না। দুষ্প্রাপ্য অর্কিড (নীল ...) ... এখানে অথবা সুন্দর ... কিন্তু শুধু ... এখানে আসা ... । চলন খুব কাছেই রয়েছে জাটিঙ্গা গ্রাম ... দেখে যান। দূরত্ব 9 কিমি। ... এরই অন্বেষণে এখানে আসেন। যদি ... গ্রামবাসীদের জ্বালানো মশালের ... নাকি ... অন্বেষণ ... ওই সময় কুয়াশা ... পর্যটকদের ... দূর ... এখানে একটা মিউজিয়াম আছে। ... হাফলং-এর দূরত্ব 345 কিমি, ... 112 কিমি।

... থেকে নবাব ভার্জিন ... এক্সপ্রেস এক রাত্রির সফর হাফলং ... এলে 10 ... সময় লাগে। গুয়াহাটি থেকে Network Travels (Ph 2522007) ... সুপার (ভাড়া ...) এবং 204 ... দিফু থেকে ASTC-র বাস আসছে হাফলং-এ।

হাফলং-এর ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে ট্যুরিস্ট লজ আছে, (Ph ... 384...) 22468। ... DAB ২৬০ । আছে Circuit ... হাউস। বিভা DC হাফলং 788819 Ph 22223। হোটেল আছে Eastern Hotel SCB ..., DCB ১৭০, Haflong Hotel SCB ৮০ DCB ১২৫ Benison Hotel SCB ৯০ DCB ১৩০, Jowesswari Hotel SCB ৮৫ ১৪০, DCB ১৫০ ২২৫, District Council Guest House DAB ১৩০। এছাড়া এখানে কনক হোটেল, কুসুম হোটেল, সঞ্জীব হোটেল প্রভৃতি আছে।

দিফুতেও আছে ট্যুরিস্ট লজ ওই একই ভাড়ায়।


কাজিরাঙা

আর আছে Kamakshya Hotel SAB ১২৫, SCB ৮৫, স্টেশন রোডে Labina Hotel SCB ৭৫ DCB ১০৫ 3B ১০০, Hotel Enterprise SCB ৭০ ও DCB ৯০ ইত্যাদি।

উমরাংসো যদি হাফলং থেকে শিলং-এ আসতে চান, তাহলে উমরাংসো ঘুরে নিতে পারেন। এখান থেকে শিলং যাবার বাস পাবেন ASTC ও Blue Hills এই দুই পরিবহন সংস্থারই। জায়গাটির অসম ও মেঘালয় সীমান্তে অবস্থান এবং হাফলং থেকে দূরত্ব 112 কিমি। পথের সৌন্দর্য আপনার মন ভরিয়ে দেবে। অবশ্য হাফলং থেকে শিলং যাবার পথে এখানে আপনাকে রাত কাটাতেই হবে। কাজেই ঘুরে দেখার সুযোগ ছাড়বেন কেন।

থাকার জন্য সাধারণ মানের হোটেল পাবেন। বাস স্ট্যান্ড থেকে কিলোমিটার খানেক দূরত্বে পর্যটন দপ্তরের Tourist Lodge D ৬৫০ ডর্মি ১০০, আর আছে Kapili Hydro Electric project-এর IB।

জোড়হাট

চারপাশে চা বাগিচায় ঘেরা এই সুন্দর শহরটি অসমের চা শিল্পের নাভিকেন্দ্র। কাছেই পৃথিবীখ্যাত টোকলাই এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশনে নিত্যনতুন চা গাছ সৃষ্টির গবেষণা হয়ে চলেছে। চলছে চা গাছের চিকিৎসা বিষয়েও নানা গবেষণা। এই শহরেই রয়েছে রিজিওন্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটারি, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। এই জোড়হাট থেকেই নিয়ামতিঘাট পৌঁছে সেখান থেকে ফেরি নৌকোয় কমলাবাড়ি গেলেই আপনি ব্রহ্মপুত্র নদের উপর পৃথিবীর সর্ববৃহৎ নদসৃষ্ট দ্বীপ মাজুলিতে পৌঁছে যাবেন। এই দ্বীপেই রয়েছে বেশ কয়েকটি বৌদ্ধবিহার। কমলাবাড়ি, ঔনিযাতি, গোরমুর এবং দখিনপতে রয়েছে এই সত্রগুলি। অসমীয়া সংস্কৃতি – শিল্প, সংগীত নাটক, নৃত্য প্রভৃতি চর্চারও প্রধান কেন্দ্র এই সত্রগুলি। আসলে মাজুলি বৈষ্ণবতীর্থরূপেও সমান প্রসিদ্ধ। জোড়হাট থেকে 60 কিমি দূরে রয়েছে নাম্বোর রিজার্ভ ফরেস্টে পুনর্জীবিত উষ্ণপ্রস্রবণ। 90 কিমি দূরে রয়েছে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর। শিবসাগর জেলার এই জোড়হাট শহরটি শিবসাগর থেকে 56 কিমি দূরে। এখানে উড়ে আসতে পারেন। কলকাতা থেকে পাবেন Jet Airways বৃ র 11-30-এ, Alliance Air বৃ শ 10 15-য় সরাসরি জোড়হাট। অথবা ট্রেনে চড়ে গুয়াহাটি থেকে জোড়হাট আসুন। 20 30টায় গুয়াহাটি থেকে গুয়াহাটি-জোড়হাট মরিয়ানি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস চড়ে 7 35-এ। ট্রেনটি মরিয়ানি পৌঁছচ্ছে 8 30-এ। একই ভাবে 19 45-এ মরিয়ানি থেকে ছেড়ে 20 20-তে জোড়হাট হয়ে গুয়াহাটি ফিরে আসে 07 30-এ। মরিয়ানি থেকে জোড়হাট মাত্র 24 কিমি। অথবা সড়কপথে জাতীয় সড়ক ধরে গুয়াহাটি থেকে আসেন তো 1450 কিমি আসতে হবে। এখন ভেবে দেখুন আগে জোড়হাট যাবেন, না আগে কাজিরাঙা গিয়ে তারপর জোড়হাট যাবেন। আমরা বলব আগে কাজিরাঙা দেখে তবে 90 কিমি পাড়ি দিয়ে জোড়হাট আসুন। এখানে CH, PWD RH, DB ছাড়া ট্যুরিস্ট লজ (Ph 2321579) রয়েছে-- ভাড়া DB ২৬০। যদি হোটেল চান তার হদিশ দিয়ে দিই— Hotel Paradise (Ph 2321521) DAB ৮৫০ SAB ৩০০, DAC ৬৫০, Phikan Rd-এ Hotel Solace SAB ১৭০ DAB ২৭৫, AT Rd-এ Baruna Travellers Lodge SAB ১২৫ DAB ২০০, 3B ২৫০ Hotel Dilip (Ph 2321610) SAB ১৫০ DAB ২২০ SAC ৩২৫ DAC ৫০০ Gar Ali-তে Hotel Eastern SAB ২০০ DAB ৩২৫ DAC ৭৭৫, এখানেই Hotel Broadway SAB ১২৫, ১৫০ DAB ২০০ ২৭৫। এছাড়া ১০০-১৫০ মধ্যে নানা ছোট মাঝারি হোটেল রয়েছে।

ওরাঙ

গুয়াহাটির 150 কিমি দূরে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরে পূর্বভারতের অন্যতম সুন্দর অভয়ারণ্যটি যদি দেখতে চান তবে এখানে আসতেই হবে। ওরাঙ থেকে অভয়ারণ্যের দূরত্ব 18 কিমি। তেজপুর গুয়াহাটি সড়কপথেই ওরাঙ পড়বে। 1 অক্টোবর 1992 থেকে এর নাম হয়েছে **রাজীব গান্ধি** অভয়ারণ্য। 79 81 বর্গকিমি জোড়া এই অভয়ারণ্যে দেখুন গণ্ডার, বাঘ, ভালুক, বন্যশূকর সম্বর, নানা জাতের হরিণ, সোনালি দীর্ঘ লেজওয়ালা লাঙ্গুর বানর আর নানা জাতের পাখি। বাসে আসতে চাইলে চার্বিযালি থেকে সকালে ও সন্ধ্যায় বাস পাবেন। সে কারণে আপনাকে ওরাঙ-এ রাত্রিবাস করতেই হবে। তবে তেজপুর থেকে জিপ ভাড়া করে এলে একদিনেই ওরাঙ বেড়িয়ে ফেরা যায়। থাকার জন্য অসম পর্যটন দপ্তরের ট্যুরিস্ট লজ D ২৬০, আর দুটি ফরেস্ট বাংলো আছে। একটি শিলবাড়ি বাংলো অপরটি সাতশিমুল বাংলো। বিস্তা Div Forest

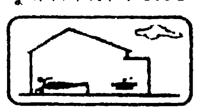
Officer, Assam Wildlife Division, Tezpur। প্রবেশদ্বারের সামনেই তৈরি হয়েছে পর্যটন বিভাগের ট্যুরিস্ট কটেজ। সঙ্গে খাবার নিতে হবে। চৌকিদার অবশ্য রান্নার দায়িত্ব নেয়। বনজঙ্গল যাঁদের খুব প্রিয় তাঁরা আরো 7.5 কিমি এগিয়ে আসুন সাতশিমুল। গা-ছমছম করা গভীর বনের মধ্যেই বাংলো। এখানে 97টির মতো একশৃঙ্গ গণ্ডার আছে। আছে বুনো হাতি, হগ ডিয়ার, পেলিক্যান। ছেড়ে আসতে মন চাইবে না। থাকতে হলে বেশ আগে থেকে ট্যুরিস্ট কটেজ 'বুক' করে রাখুন।

তেজপুর

চলুন এবার তেজপুরে যাই। কেন যাব? মন্দির দেখতে, চোখ ভরে প্রাকৃতিক শোভা দেখতে, ব্যবসা বাণিজ্য করতে এমন কি পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানেও। গুয়াহাটি থেকে 181 কিমি দূরে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে নদ যেখানে পাহাড়ি ঢালে নেমে দুর্ধর্ষ হয়ে পড়েছে সেখানেই এই পুরনো শহরটি গড়ে উঠেছে। নানা সময়ে নানা নামে এই শহর পরিচিত ছিল। কেউ বলেছেন দেবীকূট— দেবীর আবাস, কেউ ডেকেছেন ঊষাবন— ভোবের অরণ্য, কারো কাছে সে কোটিবর্ষা— বর্ষার শহর, কেউ ডাকেন বনপুর— অরণ্যের দেশ আর খুব প্রাচীন নাম ছিল শোণিতপুর— রক্তের শহর। শোণিতপুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অসুররাজ বাণ। কিংবদন্তী বলে শ্রীকৃষ্ণপুত্র অনিরুদ্ধ রাজকন্যা ঊষাকে এখানেই হরণ করে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেছিলেন। তখন শোকাহত রাজা শহরের উত্তরে মহাভৈরবী মন্দিরে গিয়ে শিবের কাছে কন্যাকে ফিরে পাবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, মেয়েকে অবশ্য ফিরে পাননি। তবে লোকে বলে, ঊষার তাঁতযন্ত্রটির টুকরো নাকি পরে পাওয়া যায় প্রস্তরীভূত অবস্থায়। এটি পাওয়া গেছে বামুনী পাহাড়ের উপরে, তেজপুরের 2 কিমি দূরে, ঊষা যেখানে ছোটবেলায় খেলা করতে ভালবাসতেন। প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করেন এখানে শিব ও অন্যান্য দেবতার সাতটি মন্দির ছিল একদা— ভূমিকম্পের ফলে যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যায়। শোণিতপুর নাম হওয়ার কারণটিও এই ফাঁকে জানিয়ে দিই। ঊষা-অনিরুদ্ধের বিয়েকে কেন্দ্র করে হর (বাণ ছিলেন এঁরই ভক্ত) এবং হরির (এঁর পৌত্র অনিরুদ্ধ) মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়— তাতেই এই শহর শোণিত অর্থাৎ রক্তে নাকি ভেসে গেছিল।

গল্প শুনলাম, এবার চলুন অসমের সবচেয়ে প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ দেখে আসি তেজপুর থেকে 6 কিমি পশ্চিমে দা পার্বতীয়াতে। এখানে দেখবেন আনুমানিক 5 শতকে নির্মিত গুপ্তযুগের পাথুরে দরজাটি। আরো একটি ধ্বংসস্তূপে দেখি 1685-তে রাজা গঙ্গাধর সিংহ নির্মিত বিশ্বনাথ মন্দিরটি তেজপুরের 60 কিমি পশ্চিমে বৃদ্ধগঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গমস্থলে। অনেকে তেজপুর থেকেই ওরাঙ, ভৈরবকুণ্ড বা ভালুকপুং বেড়াতে যান। ভালুকপুং-এর জন্য দ্র.অরুণাচল প্রদেশ (পরের অধ্যায়)।

তেজপুরে আসবেন কেমন করে : উড়ে এলে নামুন শহর থেকে 10 কিমি দূরে সালোনি বিমানবন্দরে। তেজপুর-গুয়াহাটি নিয়মিত বিমান উড়ছে, উড়ছে কলকাতা থেকেও Alliance Air-র বিমান মঙ্গল শনি 10 15-য় কলকাতা ছেড়ে তেজপুর পৌঁছচ্ছে 11.35-এ। ট্রেনে এলে কলকাতা থেকে ভ্রমণার্থীরা হাওড়া-কামরূপ এক্স বা শিয়ালদা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্স ধরে গুয়াহাটির আগের স্টেশন রঙ্গিয়া-তে নেমে সেখান থেকে তেজপুরগামী ট্রেন ধরে আসুন। তবে ট্রেনে আসতে হলে এ পথে ট্রেন পরিষেবা চালু আছে কিনা আগে থাকতে ভালো করে জেনে নেওয়া উচিত হবে। রেলের ক্লোক রুমে মালপত্র রেখে শহর ঘুরে আসতে পারেন নিশ্চিন্তে। নৌকোয় আসার মজা চান? ফেরিতে চড়ুন শীলাঘাটে। সড়কপথে বাস চলছে নানা জায়গা থেকে। কাজিরাঙা, জোড়হাট, শিবসাগর, শিলাবাড়ি—যেখানেই থাকুন তেজপুরে আসবার বাস পাবেন। গুয়াহাটি থেকে তো আছেই বাস [ASTC-র তেজপুর যাবার বাস · সকাল 10 30-এ সুপার; 11 15-তে এক্সপ্রেস; 12.30-এ সুপার। বিকেল 3.30-এ সুপার।



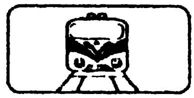
কোথায় থাকবেন ভাবছেন? চলুন হদিশ দিই। Hotel Luit রানু সিং রোডে (Ph:221220) SAB ১৫০, DAB ২৫০; আর নবনির্মিত ভবনে SAB ৪৫০, DAB ৫৫০, SAC ৬০০, DAC ৭৫০; মেন রোডে Hotel Parijat (Ph : 220565) SAB ১৫০, DAB ২২৫, 3B ২৫০, জোনাকি সিনেমা রোডে Hotel Blue Star SCB ৮৫, SAB ১১৫, DCB ১৪৫, DAB ২২৫; কারখানা রোডে Hotel Rest House DAB ১৫০-২২৫, 3B ২৫০, NC Rd-এ Hotel Himalaya SCB ৭৫, DCB ১১০, 3B ১৪৫; বিনু রাজা রোডে Central Lodge SCB ৮০, SAB ১১৫, DCB ১৩৫, DAB ১৬৫-২২৫; মসজিদ রোডে Hotel International SAB ১১৫, DAB ১৪৫, DAC ৪৫০ ; হাতি পিলখানায়

Hotel Kanyapur SAB ৯৫ DAB ১৬৫ 3B ২১০। এছাড়া আছে Meghdoot Hotel (Ph 220714) সিমেট্রি রোডে ১১৫ ৩০০ মধ্যে, Hotel Frontier ৮৫ -৩০৫ মধ্যে ইত্যাদি। সরকারি ব্যবস্থা যদি পছন্দ তবে পর্যটন বিভাগের টুরিস্ট লজ (Ph 221016) DAB ২৬০ ডর্মি ৫০, এছাড়া CH DB, PWD, RH অথবা অরুণাচল সরকারের CH-এর খোঁজ নিন।

কাজিরাঙা

অসমে যারা বেড়াতে আসেন তাঁদের বেশির ভাগের আকর্ষণ হচ্ছে কাজিরাঙা অভয়ারণ্য। এবার তার কথা বলি। কাজিরাঙা অভয়ারণ্য বিখ্যাত হয়ে আছে প্রধানতঃ একশৃঙ্গী গণ্ডারের জন্য। প্রধানতঃ এদের সংরক্ষণের জন্যেই এর প্রতিষ্ঠা হয় 1908-এ। স্বাধীনতা লাভের পর 1974-এর 1 জানুয়ারি তারিখে এটি জাতীয় উদ্যান বা National Park-এর মর্যাদা লাভ করে 1976 এ এটি শ্রেষ্ঠ সুপরিচালিত জাতীয় উদ্যান হিসাবে Indian Board of Wildlife এর চেয়ারম্যানের ট্রফি লাভ করে। একশৃঙ্গী গণ্ডারেরা এখানে গৃহপালিত পশুর মতই তৃণ ও জলাভূমিতে ঘুরে বেড়ায়। এছাড়া এখানে হাতি বাঘ, বন্যমহিষ, গউর, জলা হরিণ, সম্বর, বন্যশূকর, বাইসন, চিতাবাঘ, ভালুক প্রভৃতি জন্তু আছে। এরই লোভে পর্যটকরা এখানে আসেন। 430 বর্গকিমি জায়গা জোড়া এই অভয়ারণ্যে বর্তমানে 1164টি গণ্ডার, 1094 এর মতো বুনো হাতি, বুনো মহিষ 1 034 এর মতো 1428টি হগডিয়ার, 300-র বেশিরকম প্রজাতির পাখির বাস।

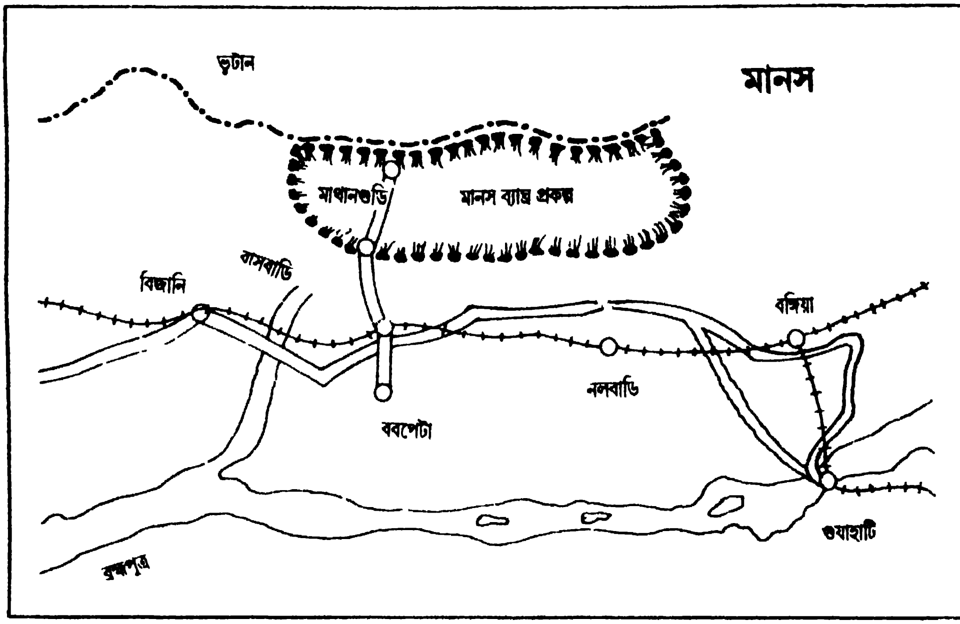
কাজিরাঙায় মরশুম শুরু ১লা নভেম্বর থেকে। বিদেশী হলে আগেভাগে Entry Permit সংগ্রহ করে নিন। থাকার জন্য অসম পর্যটন দপ্তরের তিনটি টুরিস্ট লজ আছে। অরণ্য, বনানী এবং বনশ্রী। বাংলো আগে থেকে রিজার্ভ করে যাওয়াই ভালো। অরণ্য লজ-এর বুকিং Officer-in charge, Aranya Tourist Lodge PO Kaziranga National Park Dist Golaghat, Pin 785 109, Ph (0376) 2266-2429। ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট পাঠাতে হবে— State Bank of India, Kohora Branch-এ এই নামে Managing Director, Assam Tourism Development Corporation Ltd। খরচ DAB ৫৫০ কটেজ ৬৫০ স্যুইট ১৬৫০। ঘরের সংখ্যা 21। খাবার প্রাতরাশ ২৫ ৪০ লাঞ্চ এবং ডিনার ৮৫ মাথাপিছু। বনানী লজ DAB ৩৮০ (একতলা) ৪১০ (দোতলা)। বনশ্রী লজ DAB (8) ২৬০ 4B (1) ৪০০। বনানী ও বনশ্রী লজ এর বুকিং Banani Lodge PO Kaziranga National Park, Dt Golaghata Pin 785 109 Ph (0736) 22662423। কুঞ্জবন লজ এ আছে ডর্মি অ্যাকোমোডেশন ৫০ ৮০ মধ্যে। আর আছে Youth Hostel (Ph 2546827) এছাড়া PWD IB আছে। একটু দূরে আবিমাবায় FRH বাগুরিতে FIB আছে।



কেমন করে আসবেন কার কিভাবে ঢোকার আগে আসুন আপনাকে এখানে আসার পথ জানিয়ে দিই। বিমানে যদি আসেন তবে 97 কিমি দূরের জোড়হাট বিমানবন্দরে নামুন। এখানে বিমান আসে কলকাতা থেকে Alliance Air বৃ শ 10 15 Jet Airways বৃ র 11 30-এ ছেড়ে। বিদেশী যাত্রীরা অবশ্যই গুয়াহাটি (217 কিমি দূর) বিমানবন্দরে নেমে তবে সড়কপথে এখানে আসতে পারবেন।

রেলপথ যদি সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশন জানতে চান তবে তার নাম বলি খাকশাবান্দা, মাত্র 43 কিমি দূরে চাপারমুখ শীলঘাট শাখা লাইনে (NF Railway)। তবে সবচেয়ে সুবিধের হল মেন লাইনে কাজিরাঙার 72 কিমি দূরে ফারকেটিং স্টেশনে নামা। ট্রেন যাচ্ছে আসছে চেন্নাই ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস, গুয়াহাটি জোড়হাট মরিয়ানি এক্স, হাওড়া-ডিব্রুগড় কামরূপ এক্স, দিল্লি ডিব্রুগড় ব্রহ্মপুত্র মেল, গুয়াহাটি তিনসুকিয়া-লিডো ইন্টারসিটি এক্স। ফারকেটিং থেকে বাকি পথটুকু বাসে করে আসা।

সড়কপথ কাজিরাঙা গুয়াহাটি থেকে 217 কিমি জোড়হাট থেকে 96 কিমি ফারকেটিং 72 কিমি নওগাঁ 96 কিমি, জোড়হাট হয়ে ডিব্রুগড় 222 কিমি, শিলং 286 কিমি এবং কলকাতা থেকে 1427 কিমি (শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি হয়ে)। বাস চালাচ্ছে অসম রোড ট্রান্সপোর্ট। জোড়হাট গুয়াহাটি, ফারকেটিং প্রভৃতি জায়গা থেকে বাস এসে দাঁড়াচ্ছে কোহোরাতে। কাজিরাঙা যেতে হলে এই কোহোরা ন্যাশনাল পার্ক স্টপেই নামতে হয়. তারপর ভিতরে ঢুকতে হয় 5 কিমি। রাত্রিকালীন যে বাসগুলো এর উপর দিয়ে যায়, অনুরোধ করলে সেগুলিও এখানে থামে। গোলাঘাট গুয়াহাটি রুটের যে কাজিরাঙা এক্সপ্রেস যায় কাজিরাঙা ফরেস্ট লজের জন্য তাতে 10টি রিজার্ভ সিট থাকে। এছাড়া কন্‌ডাক্টেড ট্যুরের বাসের জন্য এই অধ্যায়ের শেষের দিকের পাতা



উলটে পরিচিত হয়ে যান। চেষ্টা করবেন এক্সপ্রেস বাসে যাতায়াতের। সেটাই সুবিধের।

চলুন এবারে কাজিরাঙার ভিতরটা দেখে আসি। যেদিন সকালে পার্কের ভিতরে ঢুকবেন তার আগের দিন সন্ধেবেলায় অবশ্যই টিকিট কিনে রাখবেন। তারও আগে একটা প্রয়োজনীয় কাজ সেরে রাখা ভালো। সেটা হল Elephant seat booking Office-এ গি য নিজেদের নাম বনদপ্তরের খাতায় লিখিয়ে নেওয়া। প্রবেশমূল্য ২০্। টুরিস্ট লজের গা-লাগাও কোহোরার ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস থেকে সন্ধ্যা 7.00-9.00টায় টিকিট বিক্রি হয় পরের দিনের ভ্রমণের জন্য। টুরিস্ট লজ থেকে প্রায় 4 কিমি ভিতরে আপনাকে ঢুকতে হবে। ভোর 5.00টায় উঠুন জিপে বা মিনিবাসে, তারপর পৌঁছে যান মিহিমুখ হাতি পয়েন্টে। এখানে আসার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা পর্যটন বিভাগ ভাড়া দিলেই করে দেন, ভাড়া মাথাপিছু ৩০্। মিহিমুখে আপনাকে উঠতে হবে হাতির পিঠে। দারুণ মজা। নিজেকে মনে হবে রাজা রাজা। 23টি হাতি আছে এই কাজের জন্য। একটা হাতিতে 3-4 জন বসবেন—ভাড়া দিতে হবে মাথা পিছু ১২০্ আর দর্শনী লাগবে ২০্। বারো বছরের কমবয়সীদের জন্য হাতি চড়ার খরচ মাথাপিছু ৬০্। আবার 'জাঙ্গল সাফারি' বা জিপ গাড়িতে চড়েও ঘুরতে পারেন। দিনে দুবার, সকাল 10টা ও বিকেল 3 টায় এই ঘোরা শুরু হয়। তিন ধরনের সাফারি আছে . ছোট— ৪৮০্, মাঝারি— ৫৫০্ এবং বড় ৯০০্। এছাড়া বাধ্যতামূলক টোল ফি ৩০০্। ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা পিছু ৫০্, মুভি ক্যামেরা হলে ৫০০্। হাতি চড়ে ঘোরা যায় সকাল 6-8টা পর্যন্ত। হাতি চড়ার পালা শেষ হলে তবেই গাড়ি জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি পাবে। যদি কাজিরাঙা রেঞ্জ থেকে ঢোকেন তবে কোহোরা, দাফলঙ্ বা ফোলিয়ামেয়ারের রাস্তা ধরুন। পশ্চিম দিকে এলে মোনাবিল, বির্মলি, কাঞ্চনজুরির রাস্তা আর পূর্ব দিক থেকে এলে আগোরাটোলি, সোহোলা, রঙ্গমাতিয়ার পথ ধরতে হবে। সোহোলা, মিহিমুখ, কাঠপাড়া, ফোলিয়ামেয়ার এবং হারমোতিতে রয়েছে ওয়াচ টাওয়ার। তাতে উঠে পার্কের জীবজন্তু, পাখ-পাখালি আর মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। দেখাশোনার আগে বা পরে টুরিস্ট লজের ক্যাটারিং থেকে খাবার বা রেস্টুরেন্টে টুকিটাকি খেয়ে নিন। যদি সময় থাকে, পাশের গ্রামে খবর দিন—সেখানের শিল্পীরা এসে বিহু নাচ দেখিয়ে যাবেন। ট্যুরিস্ট লজে সন্ধেবেলায় বসে ভিডিও ফিল্মেও অসমের সাংস্কৃতিক জীবন, কাজিরাঙা পার্কের বন্যজীবন দেখে পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারবেন। আর যদি আসক্তি থাকে তবে ট্যুরিস্ট লজের 'পেলিক্যান' Bar-এ গিয়ে বা ফরেস্ট লজের 'বাফেলো' বারে গিয়ে একটু বিলাতি বা হালকা পানীয় পান করে আসতে পারেন। এই দুটি লজেই বিদেশি মুদ্রার বিনিময়ও করা হয়ে থাকে। তবে মোটরে

বা জিপে বেড়াতে গিয়ে অবশ্যই বনবিভাগের একজন গাইড সঙ্গে নেবেন— তিনি পথও দেখাবেন আবার দর্শনীয় জন্তুদের দেখিয়ে দিতে পারবেন।

বরপেটা

বরপেটা জেলার সদর দফতর এবং সড়কপথে গুয়াহাটির পশ্চিমে 140 কিমি। শ্রীমাধবদেব প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব মঠটি এখানের প্রধান আকর্ষণ। মাধবদেব ছিলেন বৈষ্ণব আচার্য শঙ্করদেবের উত্তরাধিকারী এবং এই মঠে তাঁর মূর্তিও আছে। সত্রের এবং কীর্তনঘরের চারপাশের ভূমিকে খুব পবিত্র বলে মান্য করা হয়। ট্রেনে বা বাসে গুয়াহাটি থেকে বরপেটা রোডে আসা যায়। ট্রেন আসছে হাওড়া থেকে কামরূপ এক্সপ্রেস, গুয়াহাটি এক্সপ্রেস, সরাইঘাট এক্সপ্রেস। শিয়ালদহ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ছাড়াও অন্যান্য ট্রেন গুয়াহাটি যাচ্ছে বরপেটা হয়ে। গুয়াহাটি থেকে সাড়ে চার ঘণ্টায় বাস পৌঁছে দিচ্ছে বরপেটায়। থাকার জন্য পর্যটন দপ্তরের ট্যুরিস্ট লজ (Ph : 03666-260749) DAB ২৬০। হোটেল এখানে Hotel Casino SCB ৮৫ DCB ৯০ ১২৫। Hotel Chandraprava SCB ৬৫ DCB ৯৫, বরপেটা রোডে Doli hotel (Ph : 2123) SAB ৮৫ DAB ১৪৫ 3B ২২৫।

মানস

হিমালয়ের পাদদেশে মানস নদীর তীরে গড়ে উঠেছে যে অভয়ারণ্যটি সেটিও কাজিরাঙার চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয়। উত্তর কামরূপ জেলার এই অভয়ারণ্যটিতে এখন একটি বিশিষ্ট ব্যাঘ্র প্রকল্প গড়ে উঠেছে। ভুটান রাজ্যের গিরিসঙ্কটে পড়ে মানস নদী এখানে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে (মানস, হাকুয়া ও বেকি) এখানের প্রকৃতিতে সৌন্দর্যের এক নতুন মাত্রা সঞ্চার করেছে। এখানে মাছ ধরা, নৌকো বাওয়া এক উদ্দাম জীবনের প্রতীক। তা ছাড়া পাখি আর নানা ধরনের জন্তু দেখার আকর্ষণ তো আছেই। প্রায় 70-80 মি. উচ্চতায় 380 বর্গকিমি জুড়ে গড়ে ওঠা এই উদ্যানটি ওয়াইল্ড লাইফ ফাউন্ডেশনের পৃথিবীব্যাপী 9টি সংরক্ষিত ব্যাঘ্র উদ্যানের অন্যতম। এখানে জুলাই-সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসবেন না, সে সময় এটি বন্ধ থাকে।

এখানে এসে দেখুন দুর্লভ সোনালি লাঙ্গুর, বন্যমহিষ, জলা হরিণ, সম্বর, হাতি, বাইসন, গণ্ডার, বাঘ আর নানান জাতের পাখি। এমনকি ময়ূর পর্যন্ত। এখানে আসতে হলে যদি বিমানে আসেন তবে গুয়াহাটি বিমান ক্ষেত্রে নামুন (180 কিমি)। জানেনই তো গুয়াহাটিতে সরাসরি বিমান আসছে মণিপুরের ইম্ফল, ত্রিপুরার আগরতলা, নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর ছাড়া শিলচর, ডিব্রুগড়, তেজু, জোড়হাট, লীলাবাড়ি, তেজপুর, শিলং কলকাতা, দিল্লি, পাটনা, বাগডোগরা প্রভৃতি জায়গা থেকে। যদি রেলে আসেন তবে মাত্র 40 কিমি দূরেব বরপেটা রোড স্টেশনে নামুন। NEF Railway-এর এই স্টেশনটি গুয়াহাটি কলকাতা, লখনৌ, পাটনা, বারাণসী, শিলিগুড়ি প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। মানস যে জায়গায় অবস্থিত তার আর একটা নাম আছে— মাথানগুড়ি। যাঁরা সড়কপথে এখানে আসতে চান তাঁরা বরপেটা থেকে 31নং জাতীয় সড়ক ধরে ট্যুরিস্ট জিপ বা স্থানীয় ট্যাক্সি ধরুন। বরপেটা রোডে (Ph : 03666-232289) অথবা গুয়াহাটির (Ph: 0361-2547102) ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারে এইসব গাড়ির জন্য যোগাযোগ করুন। তারপর সবকিছু দেখার জন্য সেরা সময় নভেম্বর-এপ্রিলের মধ্যে চলে আসুন। থাকার ব্যবস্থাও আছে। যদি বরপেটায় থাকেন তো ট্যুরিস্ট বাংলোতে (রিজা: ট্যুরিস্ট অফিসার, ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিস, বরপেটা রোড, অসম) থাকুন DAB ২৫০; থাকতে পারেন রেলওয়ে বিশ্রামকক্ষে, প্রতি শয্যা ৩৫। PWD IB (রিজা : EE, PWD, R&D) বরপেটা, অসম-এর ভাড়া শয্যা-প্রতি ৪০ আর ৩০ ভাড়ায় পাবেন ফরেস্ট বাংলোতে (রিজা: DFO, নর্থ কামরূপ ডিভিশন, রঙ্গিয়া অসম, সিট। মাথানগুড়িতে ফরেস্ট বাংলোর (রিজা: ডিরেক্টার, টাইগার প্রজেক্ট, মানস, পো. বরপেটা রোড, জেলা : বরপেটা Ph: 232289) দোতালায় ৯০, একতলায় ৪৫ মানস কটেজে ডর্মি মাথাপিছু ২০। এ ছাড়া মানস ফরেস্ট লজ ৫০ ৮০। তাঁবু খাটিয়ে থাকার ব্যবস্থাও আছে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নেই তবে রাঁধুনি পেতে পারেন— তৈজসপত্র পর্যটকদেরই আনতে হবে। মানস ফরেস্ট লজটি এক পাহাড়ের মাথায় যার নীচে দিয়ে তরতরিয়ে বয়ে চলেছে মানস নদী। কী রোমাঞ্চকর! তবে মানসে কোনো রেস্তোরাঁ, দোকানপত্র, সেলুন কিছুই নেই। অবশ্য বরপেটা রোডের ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিসে বিদেশি মুদ্রা ভাঙাতে পারেন।

চলুন এবার এই অভয়ারণ্যে একটু ঘুরে আসি। এর বুক পর্যন্ত বেড়ে ওঠা ঘাসের জঙ্গল ভেঙে দেখে আসি শিমুল, খয়ের, সিদা, উদাল, বহেরা আর কাঞ্চনের বাহার। দেখে আসি ভারতীয় গণ্ডার, বাঘ, গউর, লাঙ্গুর, খুদে শূকর, শক্ত লোমওয়ালা খরগোশ। দেখে আসি পেলিক্যান

আর ধনেশ পাখি, ময়ূর আর লিপ্তপদ সারস, সাদা মাথা রেডস্টার্ট আর মার্গেনসেন সারস। তারপর চড়ি হাতির পিঠে। জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হলে আর বুনো সব জন্তুজানোয়ার দেখতে হলে হাতির পিঠে চড়তেই হবে। মাথানগুড়িতেই হাতিতে উঠুন তারপর চলুন মানসের ভিতরে সকাল 9টা থেকে 12টা, বিকেল 2টো থেকে 5টার মধ্যে। পথ নির্দিষ্ট আছে—ঠিক 3 ঘণ্টায় ঘোরা হয়ে যাবে। হাতি চড়ার খরচ এক ট্রিপের জন্য ১০০ প্রতি যাত্রী। প্রতিদিন মাথা পিছু দর্শনী ২০, শিশু বা ছাত্র হলে ৫। এছাড়া যাঁরা মাথানগুড়িতে বাস বা জিপ নিয়ে আসবেন তাঁদের রোড ফি দিতে হবে দিনে মোটরকার-জিপ পিছু ২০, মিনিবাস ৫০ বাস ট্রাক ৮০। মাছ ধরার নেশা আছে বুঝি? তাহলে ছিপ প্রতি ১০ খরচ করুন। এজন্য নৌকো ভাড়া পেয়ে যাবেন। আর যদি 15 দিন ধরে মাছ ধরার পরিকল্পনা নিয়ে থাকেন তবে পুরো ১০০ খরচ করুন। তবে মশির নদীতে মাছ ধরার জন্য নভেম্বর ডিসেম্বরে আসবেন, খরচার দশগুণ উঠে যাবে। নৌকোতে চড়বেন? তারও ব্যবস্থা আছে। ছোট নৌকা 4 ঘণ্টায় ১৫ চারজনে চড়ার নৌকো ঐ 4 ঘণ্টা ২০ আর চার জনের বড় নৌকো 4 ঘণ্টার জন্য ১০ (বিজ্ঞ Forest Boat Officer Mathanguri)। এতেও মন ভরেনি? মাছ ধরেছেন-পিকনিক করবেন? তবে মাত্র 2 কিমি এগিয়ে ফুলগুড়িতে গিয়ে সাধ মিটিয়ে আসুন। তবেই তো আপনার মানস পূর্ণ হবে। কন্ডাকটেড ট্যুর তালিকা পরে দেখুন। আর বিদেশীদের জন্য একটা জরুরি খবর মাথানগুড়ি যাবার পথে বাঁশবাড়িতে একটি চেক পোস্ট আছে, সেখান থেকে তারা মানস ভ্রমণের জন্য অনুমতি পত্র সংগ্রহ করুন। এই বাঁশবাড়িতেই ATDC-র তত্ত্বাবধানে একটি Tourist Lodge নির্মীয়মান। নানা কারণে এই পর্যটন কেন্দ্রটি এখন অশান্ত। কাজেই মানস ভ্রমণের পরিকল্পনা করার আগে টুরিস্ট অফিসে খোঁজ নিয়ে পরিস্থিতি জেনে নিন। খোঁজ নিন— Director of Tourism, Assam Station Road Panbazar Guwahati 781001 Ph 2544475 অথবা Assam Bhavan, 8 Russel Street, Kolkata-16, Ph 2229 8330-31।

শিবসাগর

তাই শাখার অন্তর্গত অহোম রাজাদের এক কালের রাজধানী ছিল এই শিবসাগর। ব্রিটিশদের আগমনের আগে 600 বছর ধরে এঁরা এখানে রাজত্ব করে গেছেন। শিবের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই শহরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 1734 এ রাজা শিবসিংহের পত্নী মাদাম্বিকা শিবসাগর নামক বিশাল হ্রদতুল্য সরোবরের চারপাশে। প্রায় 250 বছরের পুরনো জলাশয়টি 129 একর জমি জুড়ে আছে। এর তীরে আছে 3টি প্রাচীন মন্দির শিবদোল বিষ্ণুদোল এবং দেবীদোল (দোল = দেউল = মন্দির)। এগুলিও ওই বছরেই ওই রানীই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিবদোল হল ভারতের সমস্ত শিবমন্দিরের মধ্যে উচ্চতম- উচ্চতা 31 মিটার (104 ফুট) এবং এর পাদমূলের পরিসীমা 60 মিটার (195 ফুট)। এখানেই গড়ে উঠেছে আধুনিক শিবসাগর শহর। শিবসাগর জেলার এই সদর শহরটি ক্রমবর্ধমান। চা এবং তৈল উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রণী এই জেলাতেই নাজিরা নামক স্থানে- শহর থেকে 18 কিমি দূরে- ONGC-র পূর্বাঞ্চলীয় সদর দফতরটি রয়েছে।

এখানে আসতে হলে 55 কিমি দূরের জোড়হাট (রৌরিয়া) বিমান ক্ষেত্রে নামতে পারেন। সবচেয়ে কাছে রেলস্টেশন শিমুলগুড়ি (গুয়াহাটি ডিব্রুগড় শাখা) 16 কিমি দূরবর্তী। এছাড়া বাস আসছে এখানে গুয়াহাটি, জোড়হাট, ডিব্রুগড় প্রভৃতি শহর থেকে। অসম পর্যটন দফতর চালাচ্ছেন কনডাকটেড ট্যুরের বাস।

এখানে এসে উঠতে পারেন ট্যুরিস্ট লজে (বিজ্ঞ Asst Tourist Information Officer Sibsagar Ph 03772-222394) SAB ১৫০ DAB ২৫০ বা সার্কিট হাউসে (বিজ্ঞ Deputy Commissioner, Sibsagar)। এটি শিবসাগরের তীরেই অবস্থিত। যদি হোটেলে উঠতে চান তার হদিশ দিই। Hotel Brahmaputra (BG Rd) SAB ২৫৫ DAB ৩২৫ ৪৫০ SAC ৫৫০ DAC ৭৭৫, Hotel Priya (A T Rd) SAB ১২৫ DAB ১৮০ সুইট ৩৫০, Hotel Piccolo বোর্ডিং রোড SCB ৮০ DCB ১১৫ SAB ১২৫ ১৫০ DAB ১৭৫ ২৬৫, Hotel Kareng SAB ৮৫-১২৫ DAB ১৫০ ২৫০ ইত্যাদি। চলুন এবার এখানে একটু ঘুরে বেড়াই।

কারেং ঘর ও তলাতল ঘর— শহর থেকে মাত্র 6 কিমি দূরে পিরামিডের মত 7 তলা এক রাজপ্রাসাদের 3টি তলা মাটির নীচে। তাতেই নাম তলাতল। উপরের তলাগুলোর নাম কারেং ঘর। তৈরি করিয়েছেলেন রাজা রুদ্রসিংহ (1696-1714 খ্রি)। **রঙ ঘর**— দিখৌ নদী পার হয়েই দেখুন ডিম্বাকৃতি দ্বিতল চাতালটি। এটি তৈরি করিয়েছিলেন রাজা প্রমত্ত সিংহ (1744-1751 খ্রি)। এখান থেকেই অহোম রাজারা হস্তিযুদ্ধ এবং অন্যান্য ক্রীড়ানুষ্ঠান উপভোগ করতেন। এটি কারেং ঘরের খুব কাছেই। এখন এখানে বসে বিহু

উৎসবের জমকালো আসর।

গরগাঁও রাজপ্রাসাদ—*শিবসাগরের 13 কিমি দূরে গরগাঁও ছিল সে সময়ে অহোম রাজাদের প্রধান শহর।* এখানের প্রাচীন রাজবাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন পঞ্চদশ রাজা সুকলেন মাঙ্ 1540-এ। পুরনো রাজপ্রাসাদটি ভেঙে এখানে 7 তলা রাজপ্রাসাদটি নির্মাণ করেন রাজা রাজেশ্বর সিংহ 1762-তে।

জয়সাগর একটি বিশাল দিঘি, আকারে শিবসাগরের চেয়েও বড়। 318 একর জমির উপর কাঁচ কাঁচ জল অতলস্পর্শী যেন। শহরের 5 কিমি দুরে শহীদ মাতা জয়মতী দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে এটি খনন করেন রাজা রুদ্র সিংহ রংপুব নামক স্থানে1697-এ। জয়মতীর স্বামী স্থানীয় রাজার আক্রোশ থেকে বাঁচবার জন্য নাগাল্যাণ্ডে পালিয়ে গেলে জয়মতী শত্রুর প্রবল অত্যাচারে মারা যান। রুদ্র সিংহ এখানে তিনটি মন্দিরও নির্মাণ করেন। জয়ডোল (বিষ্ণুমন্দির), শিবডোল এবং দেবীডোল (দুর্গামন্দির)—খুব পবিত্র বলে বিবেচিত। এখানে রয়েছে ঘনশ্যামের ডেরা বা নিত গোঁসাই। ইনি ছিলেন বাঙালি স্থপতি। জয়সাগরের পাড়েই এখন রয়েছে একটি মহাবিদ্যালয় ও মৎস্য গবেষণাকেন্দ্র। গৌরীসাগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রানী ফুলেশ্বরী দেবী (1722-1731)। রানী এই 150 একর জলাশয়টি দেবী দুর্গার উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। এর পাড়েও আছে 3টি একই নামের ডোল বা মন্দির। এটি শহর থেকে 12 কিলোমিটার দূরে। শহর থেকে 8 কিমি দূরে পিতা রুদ্র সিংহের স্মৃতিতে রুদ্রসাগর খনন করেছিলেন পুত্র রাজা লক্ষ্মী সিংহ 1773-এ। এর পাড়েও আছে একটি শিব মন্দির। আপনি যদি 37 নং জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে যান, শহর থেকে 12 কিমি দূরে নামডং নদীর উপর একটি শিলাখণ্ড কেটে তৈরি যে পাথুরে সেতুটি পাবেন তারই নাম নামডং স্টোন ব্রীজ। এটি 1703 খ্রিস্টাব্দে তৈরি করিয়েছিলেন রাজা রুদ্র সিংহ। এবার চলুন শহর থেকে 28 কিমি পূর্বে **চরাইদেও**-তে। এখানেই অহোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সুকাফা-র তৈরি অহোম রাজবংশের আদি রাজধানীটি ছিল। এটি বিখ্যাত হয়েছে রাজা এবং রাজবংশীয়দের কবরখানা বা অসংখ্য 'মৈদামে'র জন্য। আপনি যদি মুসলমান হন তো অবশ্যই যাবেন, না হলেও যাবেন আজান পীর দরগা শরীফ-এ। শহর থেকে 22 কিমি দূরে সারাগুরি চাপোড়িতে এই দরগার আজান পীর ছিলেন প্রথম মুসলিম পীর যিনি অসমীয়া ভাষায় প্রায় 160টি 'জিকি'র রচনা করেছিলেন। উরস্ উৎসবের সময় এখানে হাজার হাজার ভক্ত উৎসবে এসে এই সংস্কারক পীরের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। গাছের ছায়ার নীচে এই সুরক্ষিত পবিত্র দরগায় পৌঁছলে মন সহসা একটা বৈরাগী শান্তির স্পর্শ পায়। এছাড়াও এই শহর ও তার আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য বৈষ্ণব মঠ ও আখড়া, মুসলিম দরগা, বৌদ্ধ ও শক্তি বিহার। আছে প্রায় আরও পাঁচশো ছোট বড় জলাশয়, অজস্র কবর স্থান ও মৃৎস্তূপ। যেখানে একসময়ে অহোম, মণিপুরী, জয়ন্তীয়া এবং শান রাজারা রাজত্ব করেছিলেন—তাঁদের রাজধানী বা দুর্গগুলির ধ্বংসস্তূপও ইতস্তত লক্ষ করা যায়।

শিলচর

বরাক নদীর ধার ঘেঁষা বাঙালি প্রধান এই শহরটি কাছাড় জেলার সদর দফতর। এখানে আসার জন্য বিমান পাবেন কলকাতা আর ইম্ফল থেকে। Alliance Air-এর বিমান প্রতিদিন সকাল 6.20-তে কলকাতা ছেড়ে শিলচর আর ম শ 9.45-এ ছেড়ে শিলচর হয়ে যাচ্ছে ইম্ফল। এদেরই বিমান সোমবার 13.30 এ ছেড়ে শিলচর যাচ্ছে। ট্রেনও আসছে শিলচরে লামডিং লোয়ার হাফলং-বদরপুর হয়ে লামডিং-শিলচর কাছাড় এক্সপ্রেস 21.00 ছেড়ে 8.30; লামডিং-শিলচর বরাক ভ্যালি এক্স 7.45 ছেড়ে 19.50। লামডিং-শিলচর দূরত্ব 214 কিমি। বাস যাচ্ছে গুয়াহাটি, শিলং এমনকি মণিপুব থেকে। অসম রাজ্য পরিবহনের বাস রাজধানী এক্স যায় গুয়াহাটি শিলচর, সপ্তাহে দুদিন। এখানে এসে বেড়িয়ে যান 17 কিমি দূরে উধরাবন্দে শ্রীশ্রীকাঁচাকান্তি দেবীর মন্দিরে। এককালে এখানে নরবলি হত। দেখে আসুন 25 কিমি দূরে এককালের কাছাড়ি রাজবংশের রাজধানী খাসপুব। এখানে দেখবেন ইতস্তত ছড়িয়ে আছে নানা রাজপ্রাসাদ আর কেল্লার ধ্বংসাবশেষ। 66 কিমি উত্তর পূর্বে রয়েছে ভুবন পাহাড়ে শিব ভুবনেশ্বরের মন্দির। এটিও কাছাড়ি রাজবংশের নির্মাণ। শিবরাত্রি, দোলযাত্রা এবং বারুণীতে (বামুনী আদিত মেলা) এখানে খুব বড় উৎসব হয়। মন্দিরের 5 কিমি উত্তরে মণিসুড়ঙ্গটি দেখার মতো। এখানে নাকি একদা শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। এর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ত্রিবেণী নদী। এছাড়া রিক্সা করে যদি শিলচর শহরটি ঘুরে মেডিকেল কলেজ কি শহিদ স্তম্ভটি দেখেন--মন্দ লাগবে না। এখানে হোটেল পাবেন : Hotel Maruti (Ph : 221702) হসপিটাল রোডে ১৫০-৩০০ মধ্যে; Hotel Ajanta, Central Road-এ SCB ৭৫-১০৫ SAB ১২৫-১৫০ DAB ১৫০-২৪৫; Hotel Maradona, Lakhimpur Rd. SCB ৬০ SAB ১১০ DAB ১৫০ 3B ২১৫; Hotel Geetanjali,

Club Rd, SAB ১৬৫ SAC ৩০০ DAB ২৮০ DAC ৪৫০, Hotel Swagat Central Rd SAB ১২৫ DAB ১৫০ প্রভৃতি অজস্র হোটেল। অসম পর্যটন দপ্তরের ট্যুবিস্ট লজ (Ph 03842-232376) আছে SAB ১৭৫ DAB ২৬০। আর পাবেন DB CH বুকিং-এব জন্য যোগাযোগ ডেপুটি কমিশনাব, শিলচব, অসম।

তিনসুকিয়া

গুযাহাটি থেকে সডকপথে 483 কিমি। এটিই উত্তব অসমেব প্রধান বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্র। কলকাতা ও দিল্লি থেকে সবাসরি ট্রেন আসছে এখানে। এখানেব প্রধান শিল্প হচ্ছে প্লাইউডেব কাবখানাগুলি। এখানে হোটেল পাবেন Hotel Madras, GNB Rd (Ph 220617) SCB ৭৫ SAB ১০৫ DCB ৮০ DAB ১৭৫, Hotel Palace AT Rd (Ph 222106 222131) SAB ১৯৫ DAB ২৬৫ SAC ৩২৫ DAC ৫২৫, Hotel Mim, GNB Rd (Ph 221160) SCB ৭৫ SAB ১০০ DCB ৮৫ DAB ২০০ Hotel Highway AT Rd (Ph 221716, 220835) SAB ৩২৫ SAC ৪৫০ DAB ৪২৫ DAC ৫৫০, Hotel Ballerim AT Rd (Ph 221217) SAB ২২০ DCB ৭০ DAB ১৭৫, Hotel Ritz Shir Bari Rd SAB ৭৫ DAB ১৫০ DAC ২৫০ ৩০০, Hotel President Station Rd, SAB ১২০ DAB ১৮০ ২২৫, Hotel Rex, Rongagora Rd SCB ৬৫ SAB ৯৫ DCB ৯৫ DAB ১৩০। এছাডা কামাখ্যা, ডিলাক্স, হংকং, জ্যোতি প্রভৃতি হোটেলও পাবেন।

নওগাঁ

গুযাহাটি থেকে 120 কিমি দূরে নওগাঁতে এলে শহবেব মাত্র 4 কিমি দূবের বাটাদ্রব, যার বর্তমান নাম বরদুয়া, সেখানে একটু বেডিযে যেতে পারেন। এখানে অসমেব সুখ্যাত ধর্মসংস্কাবক শ্রীশঙ্কবদেবেব জন্ম হযেছিল। অসমের মহাপুরুষিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় এখানের নামঘরটিকে খুব শ্রদ্ধাব চোখে দেখেন। নওগাঁ থেকে 48 কিমি গিযে দ্রবকা পৌঁছে যদি কোনো দিন হাতিখেদাব জীবন্ত দৃশ্য দেখতে পান, সে আপনাব স্মৃতির মণিকোঠায চিবকালীন সম্পদ হয়ে রইবে। থাকার জন্য আছে পর্যটন দপ্তবেব ট্যুরিস্ট লজ (Ph 03672-222906) DAB ১৬০।

আর যদি সময করতে পারেন তবে গুযাহাটি থেকে বাসে চডে 364 কিমি দূরে **উত্তব লখিমপুব** ঘুরে যান। তেজপুব ও ধেমাজি থেকেও বাস পাবেন। বিমানে এলে লীলাবাডি নামুন। এখান থেকেই অরুণাচল প্রদেশেব প্রবেশ পথ ইটানগব যেতে পারেন (56 কিমি)। এখানে চা শিল্প অগ্রগণ্য। ঘুরতে পারেন ব্রহ্মপুত্র নদেব তীরে গুযাহাটির 268 কিমি দূবে **ধুবডিতেও**। শহবের দক্ষিণ পূর্ব কোণে একটি গুরুদ্বার আছে। এটি অসমে মুঘল অভিযানেব সময নবম গুরু তেগবাহাদুর স্থাপন করেছিলেন। আর গুযাহাটির 162 কিমি দূরে গোযালপাডাব মাত্র 12 কিমি দূবে ছোট্ট পাহাড **শ্রীসূর্য** পাহাডে গিযে দুর্গা, গণেশ, সূর্য, চন্দ্র, বুদ্ধের ও শিবেব অসংখ্য মূর্তি ও লিঙ্গে প্রণাম জানান। যদি মাঘী পূর্ণিমাতে (জানুয়ারি মাসে) যান তবে বিশাল এক মেলা দেখতে পাবেন।

পর্যটন বিভাগ পবিচালিত কন্‌টাকটেড ট্যুব 3 দিনেব **হিল প্যাকেজ**। ভাডা মাথাপিছু ১২০০। শিশুদেব জন্য ৭০০। সপ্তাহের প্রতি বুধবাব বেডিযে আনে দিফু হাফলং জাটিঙ্গা। নভেম্বব থেকে এপ্রিল মাসে একবার দু'দিনেব ট্যুরে নিযে যাচ্ছে কাজিরাঙা ও তার আশপাশ মঙ্গল ও শুক্রবাব বাদে সপ্তাহেব অন্য দিনগুলিতে। খরচ মাথাপিছু ৬০০/৪৫০। ২ দিনেব নেচার ট্যুরে নিযে যাচ্ছে তেজপুব ভালুকপুং টিপি। খরচ ৬৫০/৪৭৫। প্রতি রবিবাব ও মাসেব দুই শনিবাব যাচ্ছে হাজো, শিযালকুচি ও মদনকামদেব। সকাল 7 00-টায বেবিযে ফিবছে 18 50। ভাডা মাথাপিছু ১০০ শিশু ৯০। গুযাহাটি দর্শন সকাল 7টা থেকে 18টা। দেখবেন কামাখ্যা মন্দিব, মিউজিযাম, এম্পোবিযাম, গীতা মন্দির, চিডিযাখানা, বশিষ্ঠ আশ্রম। খরচ ৬৫ প্রতি জন, শিশু ৫০। এছাডা আছে মানস অভযারণ্য সফর (বর্তমানে বন্ধ)। আর আছে গুযাহাটি থেকে শিলং দর্শন। সকাল 7টায গুযাহাটি থেকে রওনা হযে শিলং ও তাব আশপাশ ঘুরে ফেবে রাত 8 00 টায।

বি: দ্র: প্রতিটি খরচ থাকা, খাওযা ও যাতায়াত ভাডা সহ। এছাডাও আপনি আপনাব পছন্দমতো ভ্রমণসূচিব কথা জানিযে এবং এ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য জানতে চাইলে যোগাযোগ করুন— Director of Tourism, Assam Station Road, Panbazar, Guwahati 781001, Ph 2547102, 2544475, অথবা কলকাতাস্থ অসম ভবন, 8 রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-700 071, ফোন 2229 8331-32।

আন্দামান ও নিকোবর

ভারতেব অন্যতম ইউনিয়ন টেবিটবি। ছোট বড প্রায 300ব কিছু বেশি দ্বীপ নিয়ে এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটি বঙ্গোপসাগরের বুকে 6°-14° উত্তব অক্ষাংশ এবং 92°-94° পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। 10° চ্যানেল আন্দামানকে নিকোবব থেকে আলাদা কবে বেখেছে। দ্বীপপুঞ্জেব পূর্বদিকেব সমুদ্রটি হল আন্দামান সাগর এবং পশ্চিমদিকেব সমুদ্রটি হল বঙ্গোপসাগর। পাহাড়ি ভূসংস্থানের পাহাড ও উপত্যকার বিস্তাব দেখলে মনে হয সাগরতলেব ভূপৃষ্ঠ থেকে ওঠা একটি পর্বতমালার শিখবেব অংশ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেবে 732 মি উচ্চতাব স্যাডেল পীক হল এই দ্বীপপুঞ্জেব সবচেযে উঁচু জাযগা। ভূতাত্ত্বিকদেব মতে আন্দামান হযত কোনো কালে মাযানমার (পূর্বতন ব্রহ্মদেশ)-এব সঙ্গে যুক্ত ছিল আব নিকোবব অঞ্চলটি সুমাত্রাব ইন্দোনেশিযাব সঙ্গে যুক্ত ছিল। 1700 খ্রিস্টপূর্বেব চীনা নথিতে এসব কথা জানতে পাওযা যায। পবে 2 শতকে ঐতিহাসিক টলেমি ওঁব 'জিওগ্রাফিযা' বইতে এই দ্বীপপুঞ্জের কথা বলে গেছেন। মার্কোপোলো এখানে এসেছিলেন 1290 খ্রিস্টাব্দে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে এই দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। এব আধুনিক ইতিহাসেব সূচনা 1788-তে। ভারতের বডলাট লর্ড কর্নওযালিস এ বছবে তৎকালীন ইন্ডিযান নেভিব লেফটেন্যান্ট ব্লেযাবকে বলেছিলেন আন্দামানে একটি উপনিবেশ গড়ে তুলতে। অবশ্য তাব আগে সিপাহি বিদ্রোহেব পর লর্ড ক্যানিং অপরাধীদেব নির্বাসনে পাঠাবার জন্যে এই দ্বীপপুঞ্জ অধিকাব করেছিলেন। 1858-তে এখানে অধুনালুপ্ত বন্দীপল্লিটি স্থাপিত হযেছিল। বস্তুত 1858 থেকে 1945 পর্যন্ত আন্দামানে দীর্ঘ মেযাদে দণ্ডিত কযেদিদেব, বিশেষ কবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতদেব জন্য বিশাল বন্দীপল্লি ছিল। 1942-45 পর্যন্ত এই দ্বীপ জাপানেব অধিকাবে থাকার পব পুনরায় 1945-এ ব্রিটিশরা অধিকার করে নেয়। বন্দীপল্লিটিকে উঠিযে নেওযা হয। এরপর 1947-এ এল স্বাধীনতা। তার আগেই জাপানি দখলের সময বিমানক্ষেত্র, রাস্তাঘাট, জাহাজ নোঙবেব ব্যবস্থা ইত্যাদি অনেকখানি কাজই এগিয়ে গিয়েছিল। 8249 বর্গকিমি আয়তনের এই দ্বীপপুঞ্জদ্বয়ে 2001 আদমশুমার মতে মোট লোকসংখ্যা 3,56,265। জনসংখ্যা অনুযাযী ভাবতে ৩২তম।

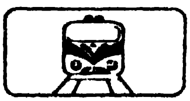
আন্দামানের প্রধান অংশ গ্রেট আন্দামান 5টি বড আকারের দ্বীপ নিযে গঠিত। নর্থ আন্দামান, মিডল আন্দামান, সাউথ আন্দামান, বারাটাঙ্গ এবং রুথল্যান্ড। এব দক্ষিণে লিটল আন্দামান। নিকোবর দ্বীপসমূহের একেবারে উত্তরের দ্বীপটিব নাম কার নিকোবর। একেবাবে দক্ষিণের নাম গ্রেট নিকোবর। আসলে দুটি দ্বীপপুঞ্জই একই ভূখণ্ডের অন্তর্গত, একটি পর্বতশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। দুটি যেন দুটি পর্বতশৃঙ্গেব উপর, মাঝের অংশ সমুদ্রগর্ভে ডুবে আছে। মোট জনসংখ্যাব অধিকাংশই উপজাতীয। আন্দামানের আদিম অধিবাসীবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিযাব আদিমতম জনসমষ্টি। এবা প্রধানত জারোযা ও সেন্টেনেলিজ - এই দুই শাখা নিযে গঠিত এবিমটাগা গোষ্ঠী। এখানে যে 6টি আদিম জনজাতি থাকে তাদের নিযে সভ্য জগতেব লোকেবা নানা গল্প তৈবি কবেছে। এরা নাকি মানুষ ধরে খায ইত্যাদি। আসলে সভ্যতা থেকে দূবে থেকেও এবা স্বভাবত সবল ও শান্তিপ্রিয। এদেব 2টি জনগোষ্ঠী হল মঙ্গোলযেড এবং বাকি 4টি নিগ্রযেড গোষ্ঠীভুক্ত। মঙ্গোলযেডদের মধ্যে নিকোবরিবা সভ্য। এদেব মেযে পুরুষেব অনেকেই উচ্চশিক্ষিত। একজন 1986-তে পণ্ডিচেরী মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ কবে বেরিযেছেন। গ্রেট নিকোবাবে যে শমপেন জাতি বাস কবে তাদেব সংখ্যা 200 । লিটল আন্দামানের ডুগং ক্রিক এবং সাউথ ক্রিক অঞ্চলে বাস করে যে ওঙ্গিবা তাদেব সংখ্যা 98। দক্ষিণ আন্দামানেব পশ্চিম অংশে বাস কবে যে জারোযাবা তারা সংখ্যায 200 আব স্ট্রেইট দ্বীপের অধিবাসীব (গ্রেট আন্দামানে) সংখ্যা মাত্র 28। অবশ্য উত্তব সেন্টিনেল দ্বীপের সেন্টিনেলিবা মাত্র সংখ্যায 100 জন এবং এবা সভ্যজগতের মানুষের সংস্পর্শে আসতে অনিচ্ছুক। জারোযাবা এবং এবা একটু হিংস্র স্বভাবেব সন্দেহ নেই। শিকাবই এদেব একমাত্র জীবিকা। এদের সম্পর্কে বিস্তারিত সব তথ্য এখনো জানা যাযনি। নিকোবরিবা জাতিগতভাবে আন্দামানিদেব থেকে একেবাবে আলাদা।

এর বিশাল অরণ্যসম্পদ—পাদাউক (আন্দামান রেডউড), গুরজান (প্লাইউড), পাপিতা (ম্যাচউড) থেকে বছবে প্রায 6 কোটিরও বেশি টাকার কাঠ মূল ভূখণ্ডে আনা হয। প্রধান শস্য ধান ছাডা নারিকেল, কাজু, ববারেরও চাষ হয। এখানেব সরকাবি করাতকলটি প্রাচ্যের মধ্যে সবচেযে বড। কেন্দ্রশাসিত এই অঞ্চলটি একজন চীফ কমিশনার ও পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসন কবেন।

কখন বেড়াতে যাবেন আন্দামানেব আবহাওয়া সাবা বছর ধরেই নাতিশীতোষ্ণ ধবনেব । তাপমাত্রা ওঠানামা করে গ্রীষ্মে 33° C- 22° C শীতে 31° C থেকে 20°C এব

মধ্যে। তাই এখানে অসহ্য গরমও নেই আবার শীতের ভাব খুবই কম। সারা বছর ধরেই প্রায় এক ধরনের আবহাওয়া বৃষ্টি হয় অবশ্য বর্ষাকালে বেশ। ওই সময়টা বাদ দিলে বছরের যে কোনো সময়ে চলে আসুন ভারতের এই প্রায় শেষ ভূখণ্ড উপভোগ করুন আরামদায়ক সমুদ্রবায়ুর প্রাচুর্য।

যাবার আগে নিয়ম পালন অন্তত 6 দিন আগে কলেরার এবং 6 মাস আগে বসন্তের টিকা নিয়েছেন এমন ডাক্তারি সার্টিফিকেট নিতে হবে International Form এ। এই Form পাবেন স্ট্যান্ড রোডের নিউ সেক্রেটারিয়েটের দোতলার অফিস থেকে।



কেমন করে যাবেন বিমানে কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ারের মধ্যে Alliance Air এর বিমান যাতায়াত করছে সপ্তাহে 5 দিন। দমদম বিমানবন্দর থেকে বিমান ছাড়ছে সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার ভোর 5 00, সময় লাগছে পুরো 110 মিনিট। এছাড়া মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার 6 15 চেন্নাই থেকে বিমান যাচ্ছে পোর্টব্লেয়ার 8 20তে। পোর্টব্লেয়ারের এয়ার স্ট্রিপ খুব ছোট, দক্ষ বৈমানিকরাই মাত্র এই বিমান চালান।

জলপথে জলপথে পোর্টব্লেয়ার থেকে নীচের জায়গাগুলির দূরত্ব কিলোমিটারে। কলকাতা 1,255, চেন্নাই 1, 191, বিশাখাপত্তনম্ 1,200, ইয়াঙ্গন (রেঙ্গুন) 580 সুমাত্রা 145। আপাতত 3-4 খানি জাহাজ পোর্টব্লেয়ারের হ্যাডো হার্ফে বন্দরে যাতায়াত করছে কলকাতা ও চেন্নাই থেকে। এই বন্দরে প্রতিটি জাহাজই 4 থেকে 5 দিন অপেক্ষা করে। আপনি এই কটি দিনের মধ্যেই দ্বীপের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার পর স্বস্থানে একই জাহাজে চড়ে ফিরে আসতে পারেন। যাবার জন্য যেমন আগে থেকে টিকিট কেটেছিলেন, ফেরার জন্যও তেমনি আগেভাগেই টিকিট কেটে নেবেন, নইলে বিপদে পড়তে পারেন। জাহাজে যেতে সময় লাগে দিন তিনেক।

শহরের মধ্যে ঘোরার জন্য আছে রিক্সা, অটোরিক্সা, ট্যাক্সি, সরকারি বাস প্রভৃতি। এছাড়া ঘণ্টা হিসেবে সাইকেল, স্কুটার বা মোটরবাইক ভাড়া করেও ঘুরে বেড়াতে পারেন।

টিকিট কাটার নিয়মকানুন

একটা ব্যাপার জেনে রাখুন কলকাতা বা চেন্নাই যেখান থেকেই টিকিট কাটুন, জায়গা কিন্তু সেখানে বিলি হয় না। প্যাসেঞ্জ অ্যালট করে পোর্টব্লেয়ারের জাহাজী কর্তৃপক্ষ। কাজেই টিকিটের জন্য দরখাস্ত পাঠাতে হবে তাঁদেরকেই, আপনার স্থানীয় অফিসের মাধ্যমে। পোর্টব্লেয়ার থেকে খবর এলে তবেই আপনার টিকিট পাওয়া সম্ভব হবে। কাজেই যাওয়ার বেশ আগে থেকেই আপনাকে এ-সব করার উদ্যোগ নিতে হবে। যাত্রার 4/5 দিন আগে 3টি পাসপোর্ট সাইজের ফোটোসহ নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করে আবেদন করতে হয় SCI (Passage Depeartment) কলকাতা বা চেন্নাই অফিসে। নিউ দিল্লিতে এই ঠিকানায় ফর্ম পাওয়া যাবে Resident Commis sioner A & N Administration F 105, Curzon Road New Delhi 110001, Ph 23782945

জাহাজের খবর

এম ভি হর্ষবর্ধন এম ভি আকবর ও এম ভি নিকোবর এই 3টি জাহাজ সাধারণত কলকাতা বন্দর থেকে আন্দামান যাতায়াত করে। চেন্নাই বন্দর থেকে ভি এস নেদ ও নানকৌরি জাহাজ দুটি পোর্টব্লেয়ার যায়। ভাড় কেবিন- এক ও দুই বার্থের ডিলাক্স ৪৭৬০, প্রথম শ্রেণী চার বার্থের ৩৯৩০ প্রথম শ্রেণী দুই বার্থের ৩৩৪০, দ্বিতীয় শ্রেণী ছয় বার্থের ৩১১০, দ্বিতীয় শ্রেণী চার বার্থের (বে টাইপ) ২৩৮০। ডর্মিটরি (AC) ২০০০, বাঙ্ক শ্রেণী ১০৯০। কেবিন যাত্রীদের জন্য লাগেজ 250 কেজি পর্যন্ত ফ্রি। বাঙ্ক শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য 55 কেজি পর্যন্ত। বাড়তি লাগেজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মাশুল লাগে লাগেজ 3 x 2 ফুটের মধ্যে হতে হবে অতিরিক্ত লাগেজের প্রতিটি প্যাকেটে যাত্রীর নাম ও টিকিটের নম্বর লিখে রাখতে হয়। জাহাজ করে ছাড়ছে এবং অন্যান্য সংবাদের জন্য যোগাযোগ করুন Shipping Cor poration of India (SCI Ph 2248-2354/22484921 Fax 22482035/ 22480377) 13, Strand Road Kolkata 700 001 চেন্নাই-এ SCI (Jawahar Building Rajaji Salai Chennai 600 001 Fax 2523 1218, পোর্টব্লেয়ারে SCI (Ph 03192 233 590 233347) Aberdeen Bazar Port Blair 744101

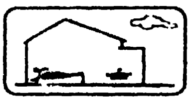
বেড়াতে যাবার আগে বিধি-নিষেধ জেনে নিন

বিদেশী পর্যটকদের এই দ্বীপপুঞ্জে বেড়াতে হলে অনুমতি নিতে হবে নিজের নিজের দেশের ভারতীয় মিশনগুলি থেকে অথবা দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই বা পোর্টব্লেয়ারের ইমিগ্রেশন অফিস থেকে। তাঁদের বেড়াবার চৌহদ্দি হল পোর্টব্লেয়ারের পুর এলাকা, জলিবয়, বেডস্কিন এবং উত্তর ও দক্ষিণ সিঙ্কে দ্বীপে। অবশ্য 6-20 জনের গ্রুপে থাকলে বিদেশী পর্যটকেরা হ্যাভলক, নীল, মায়াবান্দের, দিগ্লিপুর ও আরও কিছু দ্বীপ দেখার জন্য আন্দামান ও নিকোবর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চীফ সেক্রেটারির কাছ থেকে বিশেষ

অনুমতি পেতে পাবেন।

ভারতীয় পর্যটকেরা যদি কার নিকোবর ভ্রমণ করতে চান তবে তাঁদেরও কেন্দ্রের কাছ থেকে অগ্রিম অনুমতি নিতে হবে। যোগাযোগ Home Ministry (Union Territories Cell), South Block, New Delhi অথবা Deputy Commissioner, Car Nicobar অথবা Chief Secretary, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair

সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে মদ্যপান নিষেধ।



কোথায় উঠবেন এখানে

হোটেল ব্যবস্থা খুব একটা প্রচুর নয়। তবুও পোর্টব্লেয়ারে পাশ্চাত্য প্রথায় ওটি প্রধান হোটেল রয়েছে — কর্বিযিনস্ কোভে Andaman Beach Resort (R-32) (Ph 233462) SAC ৯০০ DAC ১৫২৫, SAB ৭১০, DAB ৮৮০। রিজা TCI Peerless Resort (Ph 233463) SAC ১৩০০ DAC ২২০০ কটেজ ২৩০০, ২৭৫০, কলকাতায় এদের রিজা 2228 7883, মেরিন হিল এ Hotel Bay Island (Ph 232198) SAC ২৬০০ ৩০০০ DAC ৩৮০০, ৪৫০০। রিজা TCI (Welcome group)। সাউথ পয়েন্টে Sinclairs Bay View (Ph 232937) SAB ১৫০০, DAB ১৯০০, SAC ১৭৫০, DAC ২২৫০। দক্ষিণ আন্দামানে হাড্ডোতে— Megapoda Nest (Ph 232207 / 232380) SAC ৮৭৫, DAC ১২৫০, মেরিন হিলে Tourist Home (Ph 2365) S ১৬০, D ২৪০, হাড্ডোতে Tourist Home S ১২৫ D ১৫০, কর্বিযিনস কোভে GH D ১২৫ হাড্ডোতে GH-1 D ১২৫ - বিদেশীদের জন্য ২২৫। রিজা Deputy Director (Tourism) Secretariat, A & N Administration। এছাড়া ফেরাগঞ্জে IB, হাড্ডোতে RH CH, Neil Island-এ RF ইত্যাদি আছে। YH (PH 232459 220431), Aberdeen Bazar PO 744101 (B-42) শয্যাপ্রতি ২০। YMCA-এর সদস্যদের জন্য ঘর ২০ শয্যাপ্রতি। হাড্ডোতে Ananda Lodge (Ph 221252) S ৭৫, ১১০, D১২৫-১৭৫। **মধ্য আন্দামানে** বেতাপুর, কদমতলা এবং রানাঘাটে আছে RH। **উত্তর আন্দামানে** RH আছে দিঘলিপুর, কদমতলা এরিয়াল বেতে। CH আছে মায়াবন্দরে। **নিকোবরে** IB ও CH— কার নিকোবরেএবং কামোর্টরে GH রয়েছে আর আছে Nicobarese Cottage (2) হাড্ডোতে, (Ph 232098) DAC ৩০০, DAB ২৪০। এই সমস্ত সরকারি আবাসে থাকার খরচ মোটামুটি এই রকম— GH D ১০৫ DB D ২৫০, TH D ১০৫ CH D ৬০, S ৩০। বিদেশীদের বাড়তি ভাড়া দিতে হয়। খাবার খরচ আলাদা। আগে থেকে সর্বত্র বুক করুন।

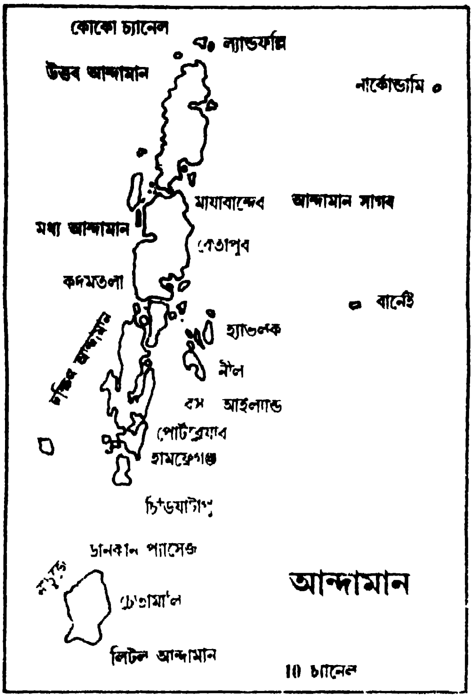
ধরমশালা— পোর্টব্লেয়ারে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের অধীনে গান্ধি ধরমশালা, SBI-এর পেছনে ড দেওয়ান সিং ধরমশালা। আবেরদীনে মুসলিম মুসাফিরখানা, বাঙালিদের মিলনকেন্দ্র—অতুলস্মৃতি সমিতি। এঁদের GH আছে। যদি অসুবিধেয় পড়েন আর বাঙালি হন, তবে এঁদের কাছে সাহায্য পাবেন।

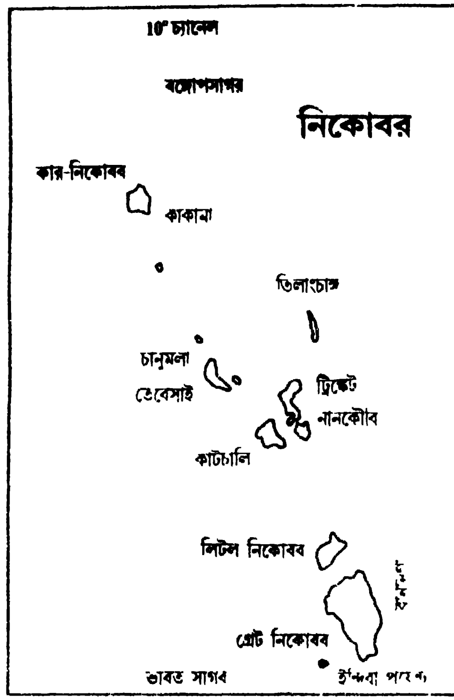
পোর্টব্লেয়ার

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী। একসময়ের ভয়ঙ্কর 'কালাপানি'র চেহারা আজ ভারতের অন্যান্য আধুনিক শহরের মতোই। এখানেই 1943 এ প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে। বাংলাদেশ, মায়ানমার (বার্মা), পূর্ববর্তী ব্রিটিশ গায়েনা থেকে ছিন্নমূল মানুষেরা এখানে এসে বসতি গড়েছেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশী উদ্বাস্তুরাও বহুসংখ্যায় এখানে এসেছেন। কাজেই দক্ষিণ আন্দামানের এই শহর পোর্টব্লেয়ারকে এখন ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যেতে পারে। আসুন, জায়গাটা ঘুরে দেখা যাক।

কী কী দেখবেন এখানে

সেলুলার জেল পোর্টব্লেয়ারে দেখার জায়গার অভাব নেই তবে প্রথমেই মনে আসে 'ভারতের বাস্তিল' সেলুলার জেলের কথা। কারণ এর প্রতিটি কণাই কিছু না কিছু কথা অব্যক্ত ভাষায় বলে চলেছে। এখন এটি আর জেল নয়, একটি জাতীয় স্মারক, একটি পবিত্র তীর্থস্থান। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ নির্যাতনের ইতিহাস, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বর্ণময় কথা। ইংরেজেরা প্রথম এই দ্বীপের অন্তর্গত চাথাম অংশে আসে 1777 খ্রিস্টাব্দে। পরে 1788 তে এখানে বসবাসের উপযোগিতা নিয়ে সমীক্ষা হয়। 1789-এর 25 অক্টোবর চাথামে উড়ল ব্রিটিশ উপনিবেশের পতাকা। 1857-য় হল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। 200 জন 'অপরাধী'কে 'সেমারামিস' জাহাজে চড়িয়ে তারা এই দ্বীপে নির্বাসিত করল—শুরু হল কালাপানির নির্যাতনের ইতিহাস। তারপরে রস ও ভাইপার দ্বীপে স্থাপিত হল জেল। 1894 খ্রিস্টাব্দে পোর্টব্লেয়ারের উত্তর-পূর্ব কোণে 20 মিটার উঁচু একটা টিলার উপর শুরু হল সেলুলার জেলের নির্মাণের কাজ, শেষ হয় 690টি সেল নিয়ে 1910-এ। জেলখানার কেন্দ্রস্থলে একটি



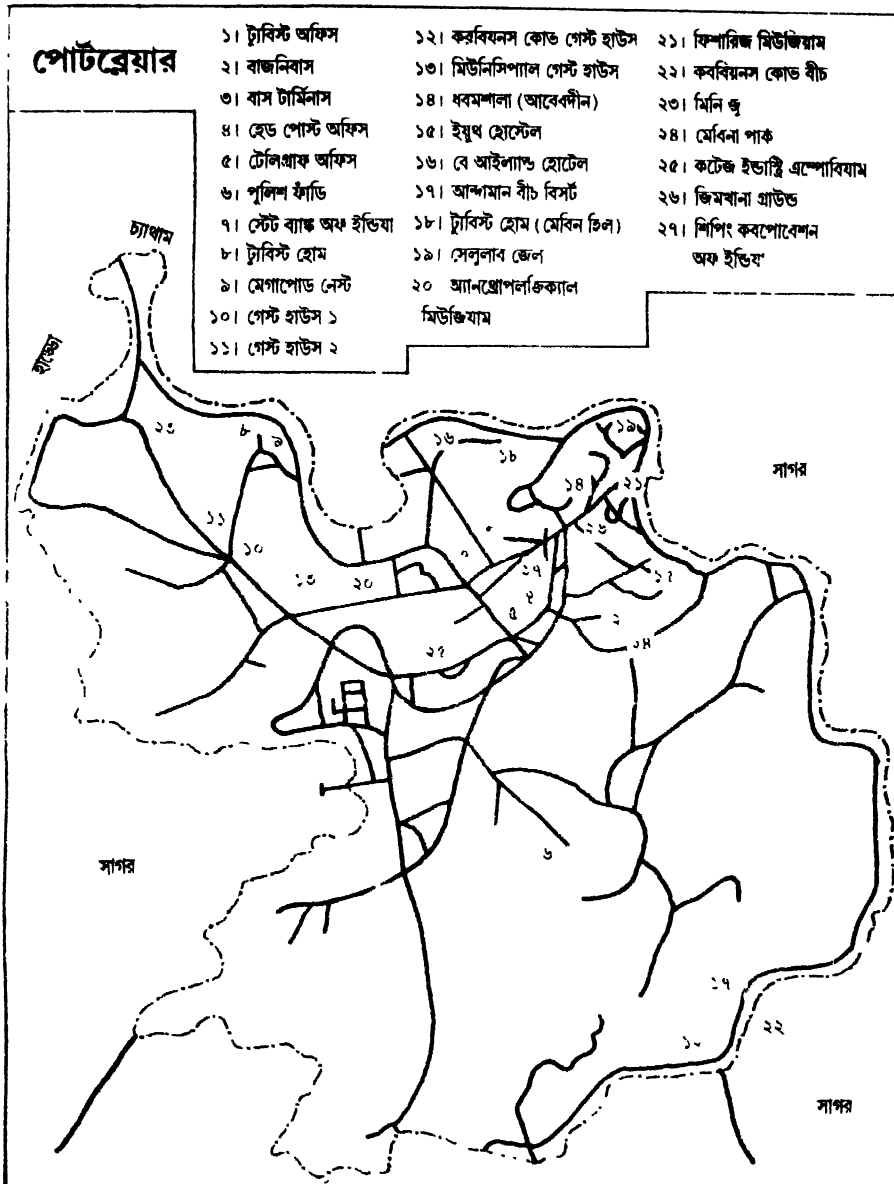


4 তলা সমান টাওয়ার রেখে 7 দিকে 7টি বাহু ছড়িয়ে প্রতিটিতে 3টি তলা রেখে প্রতিতলায় 8"×10" করে খুপরি খুপরি জেলের ঘর তৈরি হল। একটি বাহুর ঘর থেকে অন্য বাহুর ঘর দেখা যায় না। লোহার গরাদে দেওয়ালের দরজা থেকে কিছুটা দূরে তালা লাগাবার অভিনব ব্যবস্থা হল। তৈরি হল ফাঁসির ঘর। কত বিপ্লবী শহিদ এই ফাঁসিমঞ্চে জীবন আহুতি দিয়েছেন তার পুরো হিসেব নেই।

রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে এক ধিক্কার সভার দাবিতে 1938-এ ইংরেজ সরকার বহু রাজবন্দীকে সেলুলার জেল থেকে মুক্ত করে দেশে ফেরত পাঠাতে বাধ্য হয়। 1943 এর 29 ডিসেম্বর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু পোর্টব্লেয়ারে এসে জিমখানা গ্রাউন্ডে নামেন। আজকের নেতাজি সুভাষ গ্রাউন্ডে তাঁর একটি মর্মর মূর্তি দেখতে পাবেন। অবশেষে 1979-তে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সেলুলার জেলকে জাতীয় স্মারক হিসেবে ঘোষণা করেন। পরে 7টি বাহুর 4টিকে ভেঙে ফেলে সেখানে নির্মিত হয়েছে এক বিশাল হাসপাতাল। বাকি 3টি বাহুর মধ্যে 1টি ব্যবহৃত হয় স্থানীয় জেলখানা হিসেবে। অন্য 2টি দাঁড়িয়ে আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাক্ষী হয়ে। প্রধান গেটের দুপাশের লাগোয়া ঘরগুলি এখন মিউজিয়ামে রূপান্তরিত। তাতে বহু রাজবন্দীর ছবি ও তাঁদের ব্যবহৃত জামাকাপড় বিছানাপত্র সংরক্ষিত আছে। আরো দেখতে পাবেন মূর্তি ও মডেলের সাহায্যে সেকালের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর কী ধরনের অত্যাচার হত তার নিদর্শন। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে। জেল পরিদর্শনের জন্য জেলারের অনুমতি চেয়ে নিন।

পোর্টব্লেয়ারে আছে একটি ছোট চিড়িয়াখানা। এতে আছে নোনা জলের কুমির, রাবার কাঁকড়া, ম্যাকে, সবুজ টিকটিকি, সাবস, হরিণ আর নানা জাতের মাছ। খোলা থাকে 9.00 থেকে 17.00। সোমবার বন্ধ। প্রবেশ মূল্য ২। আর আছে মিউজিয়াম।

অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল মিউজিয়াম : এখানে দেখুন অ্যাবঅরিজিনাল উপজাতিদের নিদর্শন মিনিয়েচার আকারে। খোলা থাকে 9.00 থেকে 4 00। রবি ও ছুটির দিন বন্ধ। **মেরিন মিউজিয়াম** বা সামুদ্রিক প্রাণীদের সংগ্রহশালা। এখানে সমুদ্রজীবনের প্রায় 350 ধরনের প্রজাতির নানা মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে। এধরনের আরও একটি মিউজিয়াম আছে, **ফিশারিজ মিউজিয়াম**। এখানেও নানা সামুদ্রিক প্রাণী ও প্রবালের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ রয়েছে। মিডল পয়েন্টে আছে জুলজিক্যাল মিউজিয়াম। খোলা 9.00 থেকে 17.00। মাঝে আধঘণ্টা বন্ধ থাকে। চিড়িয়াখানার কাছেই রয়েছে ফরেস্ট মিউজিয়াম। এখানে দেখুন এই দ্বীপের বিচিত্র বৃক্ষসম্পদ। একই গাছ থেকে জাত



অথচ সম্পূর্ণ আলাদা দুই রঙের কাঠ। খোলা 9.00 থেকে 17.00। রবিবার বন্ধ। জলক্রীড়ায় আগ্রহী হলে চলে আসুন **দিলথামান ওয়াটার স্পোর্টস কমপ্লেক্সে**। নানান ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। খুব দূরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না? পায়ে হেঁটেই চলে আসুন **গান্ধী পার্কে**। এখানে ছোট-বড় সবার জন্যই রয়েছে মনপসন্দ্ নানা আয়োজন। সন্ধেটা এখানেই কাটিয়ে ফিরে যান রাতের আস্তানায়।

করবিয়নস কোভ সী বীচ : ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিকেল কাটাবার জন্যে মনোরম সমুদ্রবেলা। স্নান করুন, বার বার। মাছ ধরুন প্রাণের খুশিতে। পোর্টব্লেয়ারের 10 কিমি দূরের এই সমুদ্রবেলায় চড়ুইভাতি করুন খুশিতে প্রাণময় হয়ে। ছুটির দিনগুলোতে বাস আসছে। এখানে ট্যাক্সিও পাবেন। নারকেল গাছে ঘেরা এই সমুদ্রসৈকতে বিদেশী পর্যটকেরা ভিড় জমিয়েই চলেছেন। সমুদ্রের একটু দূরেই আছে স্নেক

আইল্যান্ড। পাশেই **ব্ল্যাক আইল্যান্ড**। থাকতে চান? TCI এর হোটেল ছাড়া আছে ট্যুরিস্ট হোম।

চাথাম স্ মিল : এশিয়ার সবচাইতে পুরনো ও বৃহত্তম করাত কল এটি। এখানে এলে দেখতে পারেন কিভাবে বড় বড় লগ থেকে নানা আকার ও মাপের কাঠ তৈরি হচ্ছে। খোলা থাকে 6.30 থেকে 14 30 পর্যন্ত।

চিড়িয়াটাপু : দক্ষিণ আন্দামানের একেবারে দক্ষিণে চিড়িয়াটাপু। পাহাড়ি রাস্তায় এঁকেবেঁকে নানান ছোট গ্রাম পার হয়ে বর্মানালা নামে সমুদ্রজলের নালা ডিঙিয়ে এখানে এলে দেখবেন প্রচুর ম্যানগ্রোভ। সুন্দরবনের পর এই ম্যানগ্রোভ উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রের নোনাজলে বিশাল বিশাল গাছ বেড়ে উঠে এই ম্যানগ্রোভ বা গরানগাছের বন গড়ে উঠেছে। চিড়িয়াটাপু-র সমুদ্রতট চড়ুইভাতিরও আদত জায়গা। হাতিরা এখানে কেমন করে জঙ্গলে কাটা বড় বড় গাছ টানার জন্য ট্রেনিং পাচ্ছে তা যদি দেখতে চান তো চলুন মধুবনে।

রস আইল্যান্ড : শহরের ঠিক বিপরীত দিকে পোর্টব্লেয়ারের মুখে ব্রিটিশদের এককালের হেডকোয়ার্টার এই দ্বীপে ঘোরার আনন্দ আলাদা রকমের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই জায়গাটা পরিত্যক্ত হলেও এখনও ব্রিটিশ-জাপানিদের নানা চিহ্ন রয়ে গেছে। এই দ্বীপে এখন কেউ থাকে না। দ্বীপটি নৌবাহিনীর আওতায় রাখা আছে। টিলার উপরে আছে চিফ কমিশনারের কুঠিবাড়িটির বিরাট সিংহদ্বার ও বাড়িটির কিছু অংশ। আছে বাতিঘরও। তবে এখন গেলে দেখতে পাবেন এসব জায়গায় ময়ূর ও হরিণেরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ফিনিক্স বে জেটি থেকে লঞ্চে সময় লাগে মিনিট কুড়ি। লঞ্চ ছাড়াছে 8.30,10.30,12.15ও 14 00টায়। ফেরার সময় পাবেন 9.15,11.00,12.30 ও 16.00 টায়। বুধবার বন্ধ থাকে।

ওয়ান্ডুর ন্যাশনাল পার্ক : 15টি দ্বীপের 280 বর্গকিমি জায়গা জুড়ে এই পার্ক। বৈচিত্র্যে ভরপুর এই পার্কে দেখতে পাবেন ম্যানগ্রোভ অরণ্য, চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য আর নানারকমের প্রবাল। এরই আকর্ষণে ছুটে আসছেন দেশী-বিদেশী পর্যটক। পোর্টব্লেয়ার থেকে 29 কিমি দূরে ওয়ান্ডুর। বোটে করে ঘুরে আসুন গ্রাব, রেডস্কিন, জলিবয় প্রভৃতি দ্বীপগুলিতে। পোর্টব্লেয়ার থেকে বাসে করে আসা যায়। সময় লাগে 3 ঘণ্টা।

সিপ্পিঘাট : শহর থেকে 15 কিমি দূরে গড়ে উঠেছে সিপ্পিঘাট কৃষি খামারটি। এখানে নানা ধরনের মশলাপাতির পরীক্ষামূলক চাষ হয়। এখানে সরকার পরিচালিত Water Sports Complex রয়েছে। আপনি কায়াক অথবা মোটরবোট ভাড়া করে জলবিহার করতে পারেন। খোলা থাকে 8.00-17.00। সোমবার বন্ধ।

মাউন্ট হ্যারিয়েট : অপরূপ প্রকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য মাউন্ট হ্যারিয়েটের সুখ্যাতি। একসময়ে ব্রিটিশ কমিশনারের গ্রীষ্মাবাস ছিল। 1,183 মি. উঁচু হ্যারিয়েটে বাস অথবা ট্যাক্সি চেপে আসতে পারেন। লঞ্চে করে এলে হোপটাউন থেকে ট্রেক করে উঠতে পারেন হ্যারিয়েটের শীর্ষে। অনুমতি মিললে থাকতে পারেন বনবিভাগের GH-এ।

হ্যাভলক আইল্যান্ড : পোর্টব্লেয়ারের ফিনিক্স বে জেটি থেকে মোটরবোটে চেপে আসুন হ্যাভলক দ্বীপে। সুন্দর সমুদ্রবেলা,নানান ধরনের প্রবাল সমন্বিত এই দ্বীপের আয়তন 100 বর্গকিমি। পোর্টব্লেয়ার থেকে 54 কিমি দূরের এই দ্বীপে বিদেশীদেরও থাকার অনুমতি আছে। থাকার জন্য গড়ে উঠেছে যাত্রীনিবাস।

ভাইপার অ্যাইল্যান্ড : প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়াও এই ছোট্ট দ্বীপটির অন্য আকর্ষণ আছে। 1894-1910 পর্যন্ত রাজবন্দীদের এই দ্বীপেই রাখা হত। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ইতিহাসের নানা সাক্ষ্য আজও রয়ে গেছে। দূরত্ব ফিনিক্সের জেটি থেকে মাত্র 3 কিমি। ফিনিক্স বে জেটি থেকে প্রতিদিন বিকেল 15.00টায় $1\frac{1}{2}$ ঘণ্টার ব্যবস্থাপিত সফরে লঞ্চ আসছে এখানে।

নীল দ্বীপ : এই দ্বীপের প্রধান আকর্ষণ এখানের অগভীর সমুদ্র, প্রবালের বৈচিত্র্য আর সবুজের সমারোহ। এরই আকর্ষণে এর বিস্তৃত সমুদ্রবেলায় ভিড় জমায় দূরদূরান্তের পর্যটকেরা। পোর্টব্লেয়ার-এর ফিনিক্স বে জেটি থেকে এখানে মোটরবোট আসে। তবে আগে কোন কোন দিন মোটর বোট ছাড়বে তা জেনে নিন জেটি থেকে। এখানে থাকার জন্য একটি সরকারি Rest House আছে।

পোর্টব্লেয়ার থেকে 136 কিমি দূরের মায়াবান্দের বা 122 কিমি দূরের লিটল আন্দামান ঘুরে আসুন সমুদ্রপথে। বাসে করেও মায়াবান্দের আসা যায়। বাসপথে দূরত্ব 240 কিমি। তবে অন্য এক মজা রয়েছে এ পথে।

এছাড়াও ঘুরুন বার্ড আইল্যান্ড, লের্বারিছ্ আইল্যান্ড, সিঙ্কে আইল্যান্ড প্রভৃতি।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 19টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে মাত্র 12টিতে লোকবসতি আছে। কার নিকোবরে (আয়তন 131 বর্গকিমি বা 49 বর্গমাইল) জনবসতি সর্বাধিক।

নিকোবরিরা জাতিগতভাবে আন্দামানিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধর্মে প্রধানত খ্রিশ্চান। এদের নৌ প্রতিযোগিতা দেখার মত ও উত্তেজনাময়। অনেকগুলি সমুদ্রবেলার মধ্যে প্রধান কাকানা চাপাতি ও মালাক্কার বেলাভূমিগুলি। আর যদি ইন্টারভিউ দ্বীপে যান, তবে বুনো হাতির প্রেমবিলাসের ইন্টারভিউ দূর থেকে দেখে নিয়ে পরিতৃপ্তি অনুভব করতে পারবেন। যেতে পারেন গ্রেট নিকোবর এর শেষপ্রান্তের **পিগম্যালিয়ন বা ইন্দিরা গান্ধী পয়েন্ট-এ** এরপর আর কোনো ভূখণ্ড নেই শুধুই অন্তহীন জলরাশি।

লিটিল আন্দামানের **হাট বে দ্বীপে** ওঙ্গেদের বাসস্থান ডুগং ক্রীক যেতে হলে ফিনিক্স বে জেটি থেকে সরকারি বোটে করে যেতে হবে। সময় লাগে 5 ঘণ্টা। তবে এর জন্য বিশেষ অনুমতির দরকার। হাট বে তেই আছে আন্দামানের একমাত্র জলপ্রপাত। টুরিস্টদের জন্য যোগাযোগ করুন Deputy Commissioner of Police Port Blair Ph 233089।

হাট বে দ্বীপে যাবার জন্যে পোর্টব্লেয়ারের ফিনিক্স বে জেটি থেকে ফেরি ধরতে হবে। এখানে Harbour Master এর অফিসে যান। সেখানেই টিকিট বা কোন জাহাজ কখন যাচ্ছে সব খবর পাবেন। যে জাহাজগুলো যায় তাদের মধ্যে আছে M V Little Anandamans M V Onge T S S Yerewa S S Cholung প্রভৃতি।

নিকোবর-এ থাকার জন্য আছে CH IB ও GH। ভাড়া CH কার নিকোবর এ S ৯০ D ৬০ IB ১৫০ GH কামোর্তার এ D ১২৫

কনডাকটেড ট্যুরের সুযোগ নিন। নিশ্চিন্তে বেড়ান

আন্দামান পর্যটন বিভাগ পর্যটকদের সুবিধার জন্য নিয়মিত দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘুরিয়ে দেখাবার ব্যবস্থা রেখেছে। বাস ছাড়ছে **আন্দামান টিল হাউস** থেকে 9 00 13 55 মধ্যে নিজে গিয়ে বা ফোন করে সিট বুক করে রাখুন এই ঠিকানায় Tourist Information Centre Secretariat Port Blair Ph 232642 234060 234061। তবে যথেষ্ট সংখ্যায় যাত্রী না হলে ব্যবস্থাপিত সফর স্থগিত রাখা হয়।

ট্যুর 1 জলি বয় রেডস্কিন আইল্যান্ড 8 30 16 30। বাসে, ভাড়া মাথাপিছু ১০২, শিশু ৫২, বোটে, ভাড়া মাথাপিছু ১০২, শিশু ৫৫।

ট্যুর 2 ওয়ান্ডুর বিচ (সিপ্পিঘাট হয়ে) এগ্রিকালচার ফার্ম রবার প্ল্যান্টেশন। 8 30 12 00। বাসে, ভাড়া মাথাপিছু ১০২, শিশু ৫২।

ট্যুর 3 চিড়িয়াটাপু। 8 30 থেকে 16 30 বাসে ভাড়া মাথাপিছু ১০২ শিশু ৫২।

ট্যুর 4 করবাইনস কোভ বিচ। 8 30 থেকে 12 30। বাসে ভাড়া মাথাপিছু ৫০, শিশু ২৫।

ট্যুর 5 শহর দর্শন (গান্ধি পার্ক ওয়াটার স্পোর্টস কমপ্লেক্স, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড প্রদর্শনী) 14 00 থেকে 19 00। বাসে, ভাড়া মাথাপিছু ৫০ শিশু ২৫।

শুধু লাইট অ্যান্ড সাউন্ড প্রদর্শনী দেখার খরচ মাথাপিছু ২০, শিশু ১০।

ট্যুর 6 শহর ও তার আশপাশে। 8 30 থেকে 12 30 এবং 13 30 থেকে 17 00। বাসে, মাথাপিছু ৫০ শিশু ২৫।

ট্যুর 7 মাউন্ট হ্যারিয়েট। বাসে ভাড়া মাথাপিছু ২৫ শিশু ১০।

নৌ বিভাগ (Marine Department) পরিচালিত ট্যুরগুলি হল

ট্যুর 1 জলি বয় রেড স্কিন আইল্যান্ড সোমবার বাদে প্রতিদিন সকাল10টায় বোটে ভ্রমণ ওয়ান্ডুর থেকে ভাড়া মাথাপিছু ১০০ শিশু ৫০ **2** ফিনিক্স বে জেটি থেকে রস আইল্যান্ড বুধবার বাদে প্রতিদিন 8 30/10 30/ 12 30এ। ভাড়া ২৫/১০ **3** ফিনিক্স বে জেটি থেকে হারবার ক্রুইজ প্রতিদিন 3টে থেকে 5টা। ভাড়া ৩০/১৫। যোগাযোগ Marine Department Port Blair Ph 232742, 232526।

এছাড়া Hotel Shompen-এ Shompen Travels (Ph 232425) আবেরদীন বাজারে Island Travels (Ph 233358) এরাও নানা কনডাকটেড ট্যুরে পোর্টব্লেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে আসে।

যাবতীয় তথ্যের জন্য খোঁজ নিন

1 Govt of India Tourist Office (Ph 221006) VIP Road PO Junglighat Port Blair 74410।

2 Directorate of Information Publicity & Tourism (Ph 232694) Andaman and Nicobar Administration Secretariat Port Blair 744101 Ph (03192) 232694 232747 Fax 03192 230933

3 Tourist Information Centre, Tourist Home, Haddo Port Blair Ph 232380

উত্তরপ্রদেশ

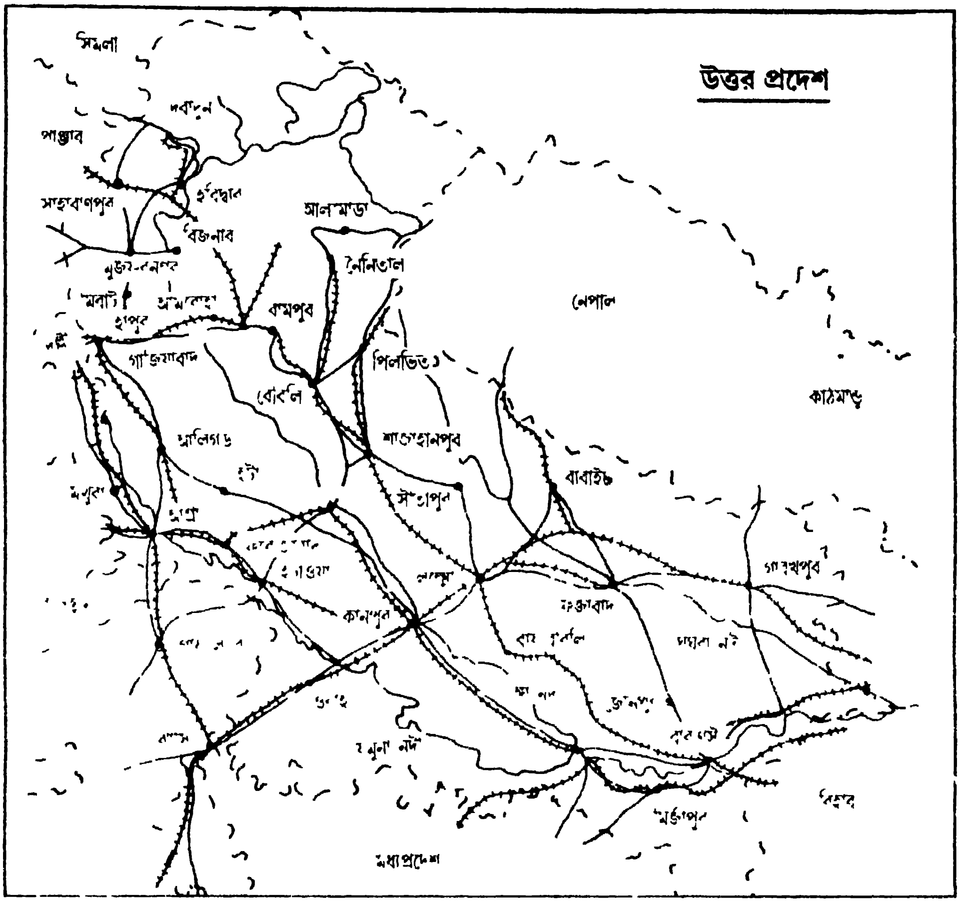
কিংবদন্তি আর ইতিহাস মিলে উত্তরপ্রদেশের জীবনেতিহাস রচনা করেছে। রাম ও কৃষ্ণ, সন্ত ও সাধুদের জন্মভূমি উত্তরপ্রদেশ একদা মধ্যদেশ নামে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ আমলে এর নাম হয় যুক্তপ্রদেশ ইউনাইটেড প্রভিন্স। সেই ইউ পি এখন হল উত্তরপ্রদেশ। রামায়ণ ও মহাভারতে এই প্রদেশের বহু উল্লেখ আছে। আছে কালিদাস প্রমুখের কাব্যে। 1857 র স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামেও এর ভূমিকা অগ্রগণ্যের। সম্প্রতি এই রাজ্য থেকে একটা অংশকে আলাদা করে তৈরি হয়েছে নতুন রাজ্য উত্তরাঞ্চল। ভারতবর্ষের পঞ্চম বৃহৎ রাজ্য উত্তরপ্রদেশ সর্বাধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত। এখন সমগ্র রাজ্যটি 70টি জেলায় বিভক্ত। জেলাগুলির নাম আগ্রা, আলিগড় এটাওয়া, ফিরোজাবাদ, মৈনপুরি, মথুরা, হাথরাস, আজমগড় বালিয়া, মউ, কৌশাম্বি, ফতেপুর, প্রতাপগড় এলাহাবাদ, সন্ত রবিদাস নগর, বুদায়ুন, বারেইলি, পিলিভিত শাহজাহানপুর, ফৈজাবাদ, আম্বেদকর নগর, বেহরাইচ, বরাবাঁকি, গোন্ডা সুলতানপুর, গোরখপুর, দেওরিয়া, কুশীনগর, মহারাজগঞ্জ, বান্দা, হামিরপুর, জলৌন, ললিতপুর, মাহোবা, ঝাঁসি, কানপুর, কানপুর দেহাত, ফারুকাবাদ, এটা, লখনৌ, হরদোই, খেরি, রায়বেরিলি, সীতাপুর, উন্নাও, বুলন্দশহর, মীরাট, গাজিয়াবাদ, গৌতমবুদ্ধ নগর, মোরাদাবাদ, বিজনোর, রামপুর, জ্যোতিবা ফুলে নগর, সাহারানপুর, মুজফফরনগর, বারাণসী, জৌনপুর চন্দৌলি, গাজিপুর, চিত্রকূট, মির্জাপুর, সোনভদ্রা, বস্তি, শ্রাবস্তী, সিদ্ধার্থনগর, বলরামপুর, বাগপত, কনৌজ, আউরিয়া, সন্ত কবীর নগর। জনসংখ্যা 16 60 52 859 (2001) আয়তন 2 38566 বর্গকিলোমিটার। উত্তরে উত্তরাঞ্চল উত্তর পূর্বে নেপাল, উত্তর পূর্ব কোণে বিহার, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমে রাজস্থান। দিল্লি, হরিয়ানা এবং হিমাচল প্রদেশের সীমানায় আবদ্ধ এই প্রদেশ তার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় তীর্থস্থান, মন্দির, স্মৃতিচিহ্ন, অনবদ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য, অরণ্য, নদ নদী, পর্বত আর বন্যপ্রাণী নিয়ে নিত্য পর্যটকদের হাতছানি দিচ্ছে। এখানের অরণ্য ও আপনাকে সঙ্গী হিসেবে চাইছে

প্রকৃতির গঠন অনুসারে উত্তরপ্রদেশ উত্তরে উত্তুঙ্গ হিমালয় পর্বতমালা, তার নীচে পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত অরণ্য ভূমি এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমি পর্যন্ত চার ভাগে বিভক্ত। অবশ্য বেশির ভাগ ভূমিই গঙ্গাবারি বিধৌত। গঙ্গা, ঘাগড়া ইরাবতী, গোমতী, গণ্ডকী, বেতোয়া, শোন, চম্বল পারবাহিত নদীগুলি হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যে প্রাণের যোগসূত্র রচনা করে গেছে। পর্বত দেবদারু, পাইন, ফার বৃক্ষ, খনিজ পদার্থ এই ভূমির মুখ্য সম্পদ। জুন থেকে সেপ্টেম্বর এখানে বৃষ্টি নামে, অক্টোবরের মাঝ থেকেই আসে শীত বুড়ি তার কাঁথা নিয়ে। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 45° C আর সর্বনিম্ন 11°C। শীতে 32°C-2°C। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বেড়াতে আসার সেরা সময়। এমনকি প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও এর এক মাধুর্য আছে। এখানের অভয়ারণ্য এখানের বিখ্যাত দশেরী, ল্যাংড়া মরৌলি আমের মিঠা স্বাদ, সাহারানপুরের লিচু, এলাহাবাদের কাশীর পেয়ারা, কাশীর পান আর পানমশালা সব কিছুর স্বাদ নিতে এখানে ছুটে আসতেই হয়।

মনুস্মৃতিতে যার নাম আর্যাবর্ত তাকেই পরবর্তীকালে আলবেরুনি প্রমুখ (1030) ঐতিহাসিকেরা বলেছেন হিন্দুস্থান। এখানে একদা ইক্ষ্বাকু, দশরথ রাম কৃষ্ণ, দুষ্মন্ত, ভরত রাজত্ব করে গেছেন। অযোধ্যা, মথুরা, কনৌজ, এলাহাবাদ তাই আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। আলমগীর পুরের সাম্প্রতিক খননকার্য এখানের সভ্যতার হরপ্পা যুগের সমকালীন বলে প্রমাণিত করেছে। কপিলাবস্তুর গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে বারাণসী, সারনাথ, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, কুশীনগরের ইতিহাস বিজড়িত। জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভদেব, পার্শ্বনাথ, শান্তিনাথ, মল্লিনাথ নেমিনাথেরা এখানেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, বাল্মীকি, ব্যাসের জন্মভূমিও এই উত্তর প্রদেশ। মৌর্য, পুষ্যমিত্র, কুশান, গুপ্ত, মৌখরি রাজাদের শাসনভূমি এই প্রদেশে ধীরে ধীরে মোগল অধিকার সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছিল। শাহজাহানের আমল পর্যন্ত আগ্রাই ছিল তাদের রাজধানী।

অশোক স্তম্ভ, সারনাথের তোরণ, মথুরার ভাস্কর্য, গুপ্তযুগের দেবালয়ের কারুকার্য জৌনপুরের জালির কাজ, আগ্রার মোগল স্থাপত্য, কাশী বিশ্বনাথ ও মথুরার দ্বারকাধীশ মন্দির, কালঞ্জর প্রাসাদ, চুনার, আগ্রার দুর্গ উত্তরপ্রদেশের দীর্ঘ কালব্যাপী শিল্প ও সৌন্দর্যবোধকে এখনো ধারণ করে আছে। এখানেই একদা ভারতের প্রথম নাটক নামে 'কংসবধ' মথুরায় অভিনীত হয়েছিল হাজার হাজার বছর আগে- রাসলীলা নৃত্যে এখনো তার অবাহত, কথক, নৌটঙ্কী নাচে তার প্রবাহ।

মথুরা ছিল ধ্রুপদ সংগীতের জন্মযাত্রী। স্বামী হরিদাস ও তানসেনের বিখ্যাত সংগীত এই প্রদেশেরই সৃষ্টি। বারাণসীর ঠুংরি আর তবলার ঘরানা, কাশীর কাজরী,



অযোধ্যার বীডা, বুন্দেলখণ্ডের লোকগীতি উত্তরপ্রদেশের আকাশ বাতাসকে এখনো মথিত করে। মথুরার জন্মাষ্টমী, আগ্রার বটেশ্বরে শিবরাত্রির পশুমেলা, মীরাটের নৌচণ্ডী, দশেরা-দীপাবলি হোলি, দ্বারকাধীশ মন্দিরের অন্নকূট, অযোধ্যার রামনবমী, লখনৌ এর মহরম - সব উৎসবেই আপনার আমন্ত্রণ। অতএব আপনি আসুন। স্মৃতিতে সঞ্চয় হোক এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। আর ফিরে যাবার সময় হয়ত বারাণসীর শাড়ি, লখনৌ-এর চিকনের কাজ, ভাদোহী মির্জাপুরের পশমি কার্পেট, আগ্রার শ্বেতপাথরের কাজ, বারাণসী আর মোরাদাবাদের পিতল- কাঁসার শিল্প, শাহারান-পুরের দারুশিল্প এমনকী কানপুর আগ্রার চর্মজাত দ্রব্য— আপনার মঞ্জুষা পূর্ণ করে রাখবে।

হিন্দি-ইংরেজি এখানে খুব চলে। উর্দু জানা থাকলে আরো ভাল। অতএব হরি হর আল্লা ভরসা করে পথে নামুন। আর প্রথমেই চলুন লখনৌ।

লখনৌ

উত্তরপ্রদেশের রাজধানী, তবে আকারে কানপুরের চেয়ে বড় শহর। আয়তন 79 বর্গকিমি। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সংবলিত এই শহর গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এবং এখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বসবাস। ব্রিটিশ আমল থেকেই এখানে একটি ক্যান্টনমেন্ট আছে। জনশ্রুতি যে রামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণকে এই স্থানটি ইজারা দেন এবং তার নাম থেকেই এর নাম লক্ষ্মণাবতী বা লক্ষ্মণপুর হয়। অন্য মতে এখানের দুর্গের স্থপতি লখনার নাম থেকে নাম হয় লখনৌ। লক্ষ্মণের আমলের কোনো নিদর্শন নেই বটে, তবে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে খ্রিস্টপূর্ব আমলে এখানে যে একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল— তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। লক্ষ্মণ টিলা নামে একটি উঁচু টিলা

এখনো আছে। মোগল সাম্রাজ্যের অবনতির সময় মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (1719-48) সাদৎ খান বুরহান উল মুলক্ অওধের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে রাজ্যে শৃঙ্খলা আনেন। চতুর্থ নবাব আসফউদ্দৌলা ফৈজাবাদ থেকে লখনৌ-এ রাজধানী নিয়ে আসেন। 1856-য় এখানে ব্রিটিশ অধিকার স্থাপিত হয়। 1857-য় স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় লখনৌ দারুণভাবে আলোড়িত হয়। গোমতীর উভয়তীরে নবাবদের নানা স্মৃতিচিহ্ন রয়ে গেছে। এর উভয়তীরেই ধীরে ধীরে শহরটি সম্প্রসারিত হয়েছে। নবাবী আভিজাত্য এই শহরের প্রাণবস্তু। সন্ধের লখনৌ সেই আভিজাত্যকে দীর্ঘকাল ধরে রেখেছে। প্রবাদে বলে 'বেনারস কি সুবা ঔর লখনৌ কি সাম্'— বেনারসের প্রভাত এবং লখনৌ-এর সন্ধ্যা - দুই-ই অনবদ্য এই প্রদেশে। 'পহলে আপ'-এর সৌজন্য লখনৌ ঘরানার সৃষ্টি।

লখনৌ এর জরি তামা পিতলের কাজ, হাতির দাঁতের কাজ, চিকন ও রেশমের কাজ, আতর জরদা কাচের চুড়ি-জুতো, এই শহরের জামা মসজিদ, হুসেনাবাদ, ইমামবাড়া, মচ্ছিভবন, স্টেডিয়াম এবং 'ভাতখণ্ডে সংগীত' আপনাকে স্বাগত জানাবে।

কখন আসবেন সমুদ্রপৃষ্ঠের 123 মিটার উঁচু এই শহরে গ্রীষ্মকালে যথেষ্ট গরম পড়ে। শীতের মাত্রাও কম নয়। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ 36.6°C এবং শীতে সর্বনিম্ন 11.1°C। প্রচণ্ড বৃষ্টি হয় জুন-সেপ্টেম্বর মাসে। ওই সময়টি বাদ দিন। আসুন অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে। শীতে আনুন গরম পোশাক।



কেমন করে আসবেন যদি বিমানে আসেন তবে লখনৌ বিমানবন্দরেই নামুন। IAC বিমান দিল্লি থেকে লখনৌ আসছে প্রতিদিন। পাটনা ও মুম্বাই থেকে সপ্তাহে তিনদিন। কলকাতা থেকে Sahara Airlines-এর বিমান প্রতিদিন 15.00 ছেড়ে 18.40। কানপুর, দেরাদুন, দিল্লি এবং উত্তর ভারতের নানান প্রান্তেও যাওয়া যায় IAC-র বিমানে। লখনৌ বিমানবন্দরের নাম আমৌসি, হজরতগঞ্জ এলাকা থেকে 15 কিমি দূরে। IA-র অফিস (Ph 2240927) হোটেল ক্লার্কস অবধে।

রেলপথ হাওড়া থেকে লখনৌ 979 কিমি দূরে। হাওড়াতে 20.35 ছেড়ে দুন এক্সপ্রেস লখনৌ 17.55, দেরাদুন 6.45; 23.00টা ছেড়ে 3073 হিমগিরি এক্সপ্রেস (ম শু শ) লখনৌ 19.20, জম্মু তাওয়াই 14.30। 20.00টা ছেড়ে 3005 অমৃতসর মেল লখনৌ 16.10, অমৃতসর 9.00। 3049 অমৃতসর এক্সপ্রেস 13.15 ছেড়ে লখনৌ 15.20, অমৃতসর 9.40। 3013 উপাসনা এক্সপ্রেস 13.10 ছেড়ে লখনৌ 7.25, দেরাদুন 19.00। শিয়ালদহ থেকে 3151 জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস 11.45 ছেড়ে লখনৌ 10.10, জম্মু-তাওয়াই 9.55; অকাল-তখ্‌ত এক্সপ্রেস 8.40 ছেড়ে লখনৌ 2.35, অমৃতসর 18.15। গুয়াহাটি থেকে 5609 অবধ-অসম এক্সপ্রেস 20.30 ছেড়ে লখনৌ 5.20, নিউ-দিল্লি 15.35। 3483 ভিওয়ানি-ফারাক্কা এক্স (সো বৃ শ) 20.00 মালদা টাউন ছেড়ে লখনৌ 19.50, দিল্লি 6.50, ভিওয়ানি 10.30।

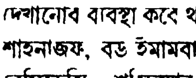
নিউ দিল্লি থেকে 2004 শতাব্দী এক্সপ্রেস (রবি বাদে) 6.15 ছেড়ে কানপুর 11.05, লখনৌ 12.30। 4230 নিউ দিল্লি লখনৌ মেল 22.00 ছেড়ে বেরিলি 2.50, লখনৌ 7.05। 2402 শ্রমজীবী এক্স 13.15 নিউ দিল্লি ছেড়ে লখনৌ 21.35, পাটনা পৌঁছয় 7.20। 2420 গোমতী এক্সপ্রেস (রবিবার বাদে) 14.20 ছেড়ে 22.50। 4014 সদ্‌ভাবনা এক্সপ্রেস (ম শ) 16.45 দিল্লি ছেড়ে লখনৌ 3.05, সুলতানপুর 6.00। 2556 নিউদিল্লি গোরখপুর এক্সপ্রেস (ম শু র) 20.10 ছেড়ে লখনৌ 4.50, গোরখপুর 9.40। 2554 বৈশালী এক্সপ্রেস 19.45 নিউ দিল্লি ছেড়ে লখনৌ 3.40, বারৌনি 17.15। 3020 বাঘ এক্সপ্রেস কাঠগোদাম 19.10 ছেড়ে লখনৌ 5.00, হাওড়া 11.15। ট্রেনটি হাওড়া থেকে ছাড়ে 21.45, লখনৌ 23.50, কাঠগোদাম পৌঁছে 8.45। 5203 বারৌনি-লখনৌ এক্সপ্রেস 20.00 বারৌনি ছেড়ে লখনৌ 12.55। ট্রেনটি লখনৌ 15.40 ছেড়ে বারৌনি ফেরে 8.25। 5006 দেরাদুন-গোরখপুর এক্স দেরাদুন 15.25 (ম বৃ) ছেড়ে মোরাদাবাদ 20.10, লখনৌ 2.20, গোরখপুর 7.50। ট্রেনটি গোরখপুর থেকে ফেরে 21.05 ছেড়ে লখনৌ 3.00, দেরাদুন 14.05। 4673 শহীদ এক্সপ্রেস দ্বারভাঙা 9.15 ছেড়ে (সো বু বৃ শ) লখনৌ 00.45 হয়ে অমৃতসর 21.00।

মুম্বাই থেকে 2133 পুষ্পক এক্সপ্রেস 8.20 ছেড়ে লখনৌ পরদিন 8.45। ভূপাল থেকে 1273 ভূপাল লখনৌ এক্সপ্রেস 17.50 ছেড়ে পরদিন 5.30। 8475 পুরী নিউ দিল্লি নীলাচল এক্সপ্রেস (ম শু র) পুরী 9.30 ছেড়ে ভুবনেশ্বর 10.55, খড়্গপুর 16.35, টাটানগর 19.10, মোগলসরাই 6.30 হয়ে লখনৌ 13.10, নিউ দিল্লি 21.40।

সড়ক পথে লখনৌ থেকে বেরিলি-মোরাদাবাদ হয়ে দিল্লি 497 কিমি, কানপুর হয়ে আগ্রা 365 কিমি,

রায়বেরিলি-জৌনপুর-বারাণসী হয়ে কলকাতা 1001 কিমি, কানপুর হয়ে এলাহাবাদ 274 কিমি, কানপুর 79 কিমি এবং বারাণসী 320 কিমি। বাস চলছে ভারতের নানান শহরের সঙ্গে যোগ রেখে ডিলাক্স এবং এক্সপ্রেস সার্ভিসে। বাস যাওয়া-আসা করছে লখনৌ থেকে অযোধ্যা, এলাহাবাদ, কাঠগোদাম, কানপুর, খাজুরাহো, দিল্লি, দুধোয়া জাতীয় উদ্যান, নৈনিতাল, বারাণসী, বেরিলি, রানীক্ষেত, হৃষিকেশ প্রভৃতি স্থানে। UPSRTC-র বাস স্ট্যান্ড রেলস্টেশনের বিপরীতে চারবাগে। এরা ছাড়া ট্রাভেল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া 3 Shahnajaf Marg (Ph, 23321?) Sethi Transport Co, Subhash Road, Bhadosia Travels, HAL Market, Faizabad Road— কোচ এবং ট্যাক্সি চালাচ্ছে। টেম্পো, অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্সা ভাড়া পাওয়া যায়। সিটি বাস সার্ভিসও আছে।

কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা UPSRTC প্রতিদিন সীজনে চারবাগ রেলস্টেশন থেকে স্থানীয় দ্রষ্টব্যগুলি দেখানোর ব্যবস্থা করে থাকে 9 00-14 00 মধ্যে। দেখায় শাহনাজফ, বড় ইমামবাড়া, রুমি গেট, ছোট ইমামবাড়া, রেসিডেন্সি, শাহিদস্মারক। যাবার পথে বেশ কিছু স্মৃতিস্তম্ভ, পার্ক আর বাগিচাও দেখিয়ে দেয়। ভাড়া দর্শনী ছাড়া মাথাপিছু ৭৫। **খোঁজ নিন** ইউ পি ট্যুরিজম, ৩ নওলকিশোর রোড, লখনৌ (Ph· 2228 349, 2225 165), Fax (0522) 2221776। Hotel Gomti (Ph 2212 291, 2214 708) রবিবার 9 00-16 00 ছাত্তারবাগ ও কাইজারবাগ বাস স্টেশন থেকে ছেড়ে ঘুরিয়ে আনে 9 কিমি দূরের Kukrail Reserve Forest। এ ছাড়া যাত্রীসাপেক্ষে বাস যায় একই দিনে নৈমিষারণ্য এবং অযোধ্যা। ভাড়া ৮০ করে। 3 দিনের সফরে যাচ্ছে দুটি সফর—দুধোয়া এবং কতরবেট উদ্যান, 4 দিনের সফরে কুশীনগর-লুম্বিনী-কপিলাবস্তু-শ্রাবস্তী-অযোধ্যা। 8 দিনের প্যাকেজ ট্যুরে যাচ্ছে কাঠমান্ডু পর্যন্ত ১৬০০ বিনিময়ে।



কোথায় উঠবেন· হজরতগঞ্জে 8 মহাত্মা গান্ধি মার্গে 5 তারা হোটেল Clarks Avadh (Ph. 216500) SAC ৩৫০০ DAC ৩৬০০-৩৯০০, শাহনাজফ রোডে 3-তারা হোটেল Carlton (Ph 2244021) R-70, SAC ৮৫০ DAC ৯৫০-১২৫০, AC ছাড়া ৫৫০-৭০০; 6 সাপ্রু মার্গে UPSTDC-র Gomti Hotel (Ph. 2212291) AC Dlx DB ১৩০০ (প্রাতরাশ সহ) AC Semi-Dlx DB ৯৫০ DAC ৮৭৫ DB (A-Cooler) ৫৫০, এছাড়া অন্যান্য দামী হোটেল 4 রানা প্রতাপ মার্গে Hotel Arif Castles (Ph 2231313) ৯০০-১৭০০ মধ্যে, 133/273 আমিনাবাদ রোডে Hotel Deep Avadh (Ph 2216521) ২২৫-৫৫০ মধ্যে, 6 স্টেশন রোডে Kohinoor (Ph 2237693) R 52, SAC ৬৭৫ DAC ৯৫০, 5 বিধানসভা মার্গ হোসেনগঞ্জ ক্রসিং-এ Deep Hotel (Ph 2216441) R-52 S ২২৫ D ২৭৫ SAC ৩৫০ DAC ৪৮০, 3 লালবাগে Elora Hotel R 22, S ২২৫ D ৩৫০ SAC ৪৯০ DAC ৫৯০, আমিনাবাদে ডা বি এন বর্মা রোডে Gulmarg Hotel R-53 S ১৭৫-২৫৫ D ২৫০-৩৫০ SAC ৩৭৫ DAC ৮৭৫, 16 বিধানসভা মার্গে Hotel Charan International (Ph 2232516) R-45, S ৩২? D ৪২৫-৪৯০ SAC ৫১' DAC ৬২০, রেল স্টেশনের কাছে চারবাগে Hotel Mayur (Ph 2451824) R-16, S ২২৫ D ৩২০ SAC ৫২৫ DAC ৬২৫, এখানেই Mohan Hotel (Ph 2454283) R-80, S ২৫০-৩৫০ D ৩৭৫-৫২৫ SAC ৫৭৫ DAC ৬২৫, 9 বিধানসভা মার্গে Hotel Raj (Ph 2244232) R 40, S ২২৫-২৫০ D ৩২৫-৪৫০। কম দামি হোটেল S ১৫০-২২৫ মধ্যে 6 লালবাগে Avadh Hotel (Ph 247487), 52 হজরতগঞ্জে Capodr's Hotel (Ph 2243598) R-30, 195 গৌতমবুদ্ধ মার্গে Apsara Hotel R-26। S ১২৫-২২৫ মধ্যে —আমিনাবাদে ঝাণ্ডেওয়ালা পার্কে Central Hotel R 54, নাকা হিন্দোলায় Amber R-31, 55 শিবাজি মার্গে Madhuvan Hotel R-25, 9 শিবাজি মার্গে Darpan Hotel R-26, স্টেশনের কাছে চারবাগে Sharma & New Sharma Hotel R-32/48, 19 হিউয়েট রোডে Plaza Hotel R-20; নডিবাজারে Pal Hotel R-36, এখানেই Naresh Hotel R-21, লালবাগে Hyland Hotel, Success Hotel R-10; 9 বিশ্বেশ্বরনাথ রোডে Tourist Hotel R 20; আমিনাবাদে Bengal Hotel R-10, এখানেই শ্রীরাম রোডে Vaishali Hotel R-43, কাছেই Kanshala Hotel R-13, চারবাগে **বাঙালি হোটেল** রয়েছে তিনটি, এদের ব্যবস্থাও ভাল Bengali Hotel (Ph 2455819) R-35, Kaveri Hotel (Ph 2456505 নিউমার্কেটে কেবল থাকার জন্যে) R-55 এবং Hindusthan Hotel (Ph 2455812) R-30, 3 বিধানসভামার্গে হজরতগঞ্জে Chowdhury Lodge R-28, গৌতম বুদ্ধ মার্গে Unnao Naresh Hotel, চারবাগে Rajendra Hotel। আরো সস্তার হোটেলের

মধ্যে আছে 108 ক্যান্টনমেন্ট রোডে Lila Hotel R-30, নাকা হিন্দোলায Rajdhani Hotel লালবাগে Shalimar Lodge, আমিনাপার্কে Taj Hotel, Kashmir Hotel, Surya Hotel, Bombay Hotel, K S Hotel, চারবাগে Maharaja Hotel গুরুগোবিন্দ সিং মার্গে Amravati Hotel, বিজযনগরে Yatri Hotel, Vishnu Gopal Hotel ইত্যাদি। আব আছে চারবাগে নর্দান রেলওযের RR S ৫০ ৭৫ D ৭৫-১৯০ ডর্মি ৫০, নর্থ ইস্টার্ন রেলওযে RR ঐ, সবকাবি কর্মচাবীদেব জন্য জওহর ভবনেব পিছনে State GH (Ph 240164) ৩৫-৬০ রানা প্রতাপ মার্গ YMCA (Ph 2247227) S ৩৫ D ৪৫ ডর্মি ২০।

ধরমশালা (প্রধানত তীর্থযাত্রীদেব জন্য) নাকা হিন্দোলায শীতল ধরমশালা, বিনাযক ধবমশালা, আমিনাবাদে ছেদিলাল চকে লালা ভোলানাথ, গঙ্গাপ্রসাদ, চারবাগে নিউ মার্কেটে মুসলিম মুসাফিবখানা ইত্যাদি।

কি দেখবেন এখানে প্রথমেই যাই চলুন কমি দবওযাজা (দূরত্ব ট্যুবিস্ট বাংলো থেকে) 5 কিমি দূবে। এর অন্য নাম টার্কিশ গেট। আসলে কনস্ট্যান্টিনোপলেব গেটের সঙ্গে এর খুব মিল আছে যদিও, এর স্থাপত্য অযোধ্যা ঘবানাকেই তুলে ধরেছে। বড ইমামবাডাব কাছেই বিশাল দরজাটি দেখতে পাবেন। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন একটা বিশাল গোলবৃত্তকে কেটে অর্ধেক করা হযেছে। 1783-তে এখানে যে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয তাব রিলিফ হিসেবে পরের বছব নবাব আসফ-উদ্-দৌলা এটি তৈরি করান। তাঁর বেগমের কবর রযেছে এখানে। ঈদ্ এর সময় এখানে বিশাল উৎসব হয। 1857-ব বিদ্রোহেব সময় ব্রিটিশরা এটিকে ধ্বংস কবে দেয অংশত।

এবার দেখি বড ইমামবাডাটি। এটি ওই একই কারণে দুর্ভিক্ষেব দুর্গতি থেকে রক্ষা করার জন্যে নবাব আসফ-উদ্-দৌলা নির্মাণ কবান 1784-তে। একদা বহু ধনীও এখানে রাতে গোপনে কাজ কবতেন। আগের অলঙ্করণ অনেকটা নষ্ট হযে গেলেও এর বিশালতা, এব গঠনশৈলী, এর ভিতরের গুপ্ত দরবার কক্ষ 162 ফুট x 53 ফুট x 50 ফুট x (50 মি x 16মি x 15মি) একটিও কডি ছাডা নির্মিত, বিশ্বে অনন্য। এটিব স্থপতি ছিলেন ইরান দেশেব খিফায়াতুল্লা। ভিতরের শব্দ-ব্যবস্থা আশ্চর্যজনক— আওয়াজ করলেই বুঝতে পারবেন। ঠিক বাইবে থেকে একটা সিঁডি সোজা চার তলাব ভুলভুলাইয়াতে উঠে গেছে। এই গোলকধাঁধাব অল্প বাঁকা পথে ঢুকবেন কিনা ভেবে দেখুন (ভয নেই)। গাইড ছাডা যাবেন না কিন্তু। ইমামবাডার চত্বরেই বাঁদিকে রযেছে চমৎকার একটি মসজিদ। ডানদিকে এক বিশাল কূপ বা বাওলি। ভুলভুলাইয়া খোলা থাকে 600-17 00। মাথা পিছু দর্শনী ১৫। বাওলি দর্শনেব জন্য আলাদা প্রবেশমূল্য লাগবে না।

এবাব দেখুন ছোট ইমামবাডা, আবেক নাম হুসেনবাদ ইমামবাডা, কমি দবওযাজাব পিছনে পশ্চিম দিকে। নিজেব স্মৃতিসৌধ হিসেবে এটি নির্মাণ করেন মুহম্মদ আলি শাহ্ 1837-এ। চারপাশে বাগিচা আর উচে একটি জলাশয়ে ঘেরা এই হুসেন ইমামবাডায দেখবেন তাজমহলের অনুকৃতি। এখানে সমাহিত আছেন শাহেব কন্যা জীনৎ আসৃজা এবং জামাতা। ভিতবে ঘব-বাবান্দায আর্বাব ও কোরান থেকে উদ্ধৃতি রযেছে। কালো জমিতে সাদা অলঙ্করণেব কাজ অপরূপ। আযনা, ঝাড লণ্ঠন, চন্দন কাঠের তাজিযাতে সাজানো কক্ষগুলি আপনাকে দীর্ঘক্ষণ আবিষ্ট বাখবে। খোলা থাকে 6 00-17 00।

এরই পশ্চিমে রযেছে লখনৌ এর বিখ্যাত জুম্মা মসজিদ। এটিরও নির্মাণ শুরু কবেছিলেন নবাব আলি শাহ্, তবে শেষ করেন তাঁব মৃত্যুব পব তাব বেগম মালিকা জাহান। অযোধ্যার তৎকালীন রাজ্যপাল স্যাব ম্যাকডানাল্ড 1901-এ এটিকে পুনঃসংস্কাব করেন। তিনটি বিশাল ডোম যেন তিনটি বিশাল পিঁযাজ।

ছোট ও বড ইমামবাডার মাঝখানে হুসেনাবাদ সাযরেব কাছে দাঁডিযে বযেছে **ক্লক টাওযাব**। এটিব নিমাণ শুরু হয 1880-তে, শেষ হতে 7 বছর সময লাগে। হুসেনাবাদ ট্রাস্ট থেকে এজন্য ১,১৭,০০০ সে সময়ে খরচ হয়। উচ্চতা 221 ফুট (67 মিটার) এবং নীচের বেড 20 ফুট (6 মিটাব)। এটি তৈবি করান নবাব নাসিব-উদ-দীন হাযদার।

হুসেনাবাদ তালাও-এর কাছে নবাব মুহম্মদ আলি শাহ্ একটি বারদুযাবি নির্মাণ কবেছিলেন। এটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে সংস্কারসাধন কবে এখানে একটি চিত্র গ্যালাবি গডে তোলা হযেছে। অযোধ্যাব নবাবদেব নানা প্রতিকৃতি এখানে রাখা হযেছে। খোলা 8 00-17 00। প্রবেশ মূল্য আছে। কমি দবওয়াজার মসজিদ থেকে আপনি দেখে এসেছেন যে টিলাটি তার নাম লক্ষ্মণ টিলা। জনশ্রুতি যে এখানেই রামানুজ লক্ষ্মণের রাজত্ব ছিল, নাম ছিল লক্ষ্মণাবতী। বিশ্বাস না করুন, তবে এ কথা সত্যি যে এখানেই লখনৌ-এব প্রথম বসতি গডে ওঠে। পবে এটি অধিকার করেন পীর মহমম্মদ শাহ্। এখন এখানে গডে উঠেছে বিখ্যাত আলমগিবি— ঔবংজীবেব মসজিদটি। এব অন্য নাম তিলেওযালি মসজিদ— নির্মাণ করেন ঔবংজীবের অধীনস্থ অযোধ্যাব সুবেদাব সুলতান আলি। কোণে সুন্দব আজানগৃহ সমেত এর তিনটি ডোম দেখার

মত। এর অলংকরণও খুব সুন্দর। এখন এ জায়গার অন্য নামও হয়েছে— টিলা পীর মহম্মদ।

শহরের মাঝে সিকান্দারবাগের পশ্চিমে কার্লটন হোটেলের কাছে যে বিশাল অট্টালিকাটি দেখবেন, সেটি আসলে **শাহনাজফ ইমামবাড়া**। এর অন্য নাম নাফজ-এ-আশরফ্। শাহনাজফ নামটি কিন্তু এদেশের নয়। ইরাকের একটি শহরের নামে এর নামকরণ, সেখানে হজরত আলির কবর ছিল। এখানের শাহনাজফে সমাধিস্থ রয়েছেন রাজা গাজী-উদ্দীন হায়দার এবং তাঁর ইউরোপীয় বেগম মুবারক মহল সমেত অন্যান্য পত্নীরা। এখান থেকেই সিপাহিরা তাঁদের আক্রমণ শানিয়েছিলেন প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে (1857)। খোলা থাকে 6.00-17.00।

নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের গ্রীষ্ম নিবাসটি রয়েছে সিকান্দার বাগে। বেগম সিকান্দার মহলের নামে এটির নামকরণ করেছিলেন ওয়াজিদ আলি শাহ্। একদা এটিই ছিল প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল। এখন এখানে স্থাপিত হয়েছে ন্যাশনাল বোটানিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া। এঁর তৈরি আর একটি বাগিচা হল কৈসরবাগ (1845-50)। এর মাঝখানেই লখনৌ-এর নবাবদের স্বর্গভূমি রচিত হয়েছিল। মাঝখানে একটি জলাশয়ে রয়েছে একটি বারদুয়ারি। আর লাল বারদুয়ারিতে সাজাত আলি খানের সময়ে নবাবেরা অভিষিক্ত হতেন। একটি সিংহাসন ও দরবার কক্ষ রয়েছে এখানে। এখন এখানে স্থাপিত হয়েছে **রাজ্য ললিতকলা অকাদেমি**। বাগিচাটি সযত্নে লালিত। এর মাঝে দেখবেন আলিসাহেব এবং তাঁর বেগম মুরশিদজাদীর সুন্দর কবর।

এর কাছেই রয়েছে অযোধ্যার প্রথম নবাব গাজী-উদ্দীন হায়দার নির্মিত **ছত্তরমঞ্জিল** প্রাসাদটি। এমন নামকরণ কেন জানেন? অবশ্য আপনি বুঝতে পারবেন পশ্চিমি ঢঙে তৈরি এই প্রাসাদ শীর্ষে উজ্জ্বল একটি ছাতা দেখলেই। এককালে এই প্রাসাদে নবাবেরা বাস করতেন। এখন এখানে রয়েছে সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট। আর লখনৌ-এর প্রাচীনতম গৃহগুলির অন্যতম **নন্দন মহল মকবারাতে** শায়িত রয়েছেন সম্রাট আকবরের সুবেদার আবদুল রহিম খান-ই-খানান।

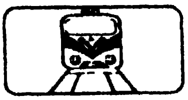
লখনৌ শহরের আর এক দর্শনীয় স্থান **রেসিডেন্সি**। এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও একদা এর সৌন্দর্যের তুলনা ছিল না। অযোধ্যার নবাবরা ব্রিটিশদের জন্যে এটা তৈরি করে দিয়েছিলেন। 1857-য় এই চৌকির ওপর কতবার কামান দাগা হয়েছে। গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত এই রেসিডেন্সির চওড়া বারান্দা, নজরদারি টাওয়ার, ভূগর্ভস্থ কক্ষ— সবই অবাক হয়ে দেখতে হয়। চার পাশের সুরক্ষিত বাগান আপনার মনোহরণ করবে। রাতে ঝরে পড়ে আলোর বন্যা। 1857-র বিদ্রোহের সময় 87 দিন ধরে প্রজাসাধারণ অবরোধ সৃষ্টি করার পর এই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। 100 বছর পর 1957 খ্রিস্টাব্দের 15 আগস্ট এখানে গোমতীর তীরে গড়ে উঠেছে শহিদ স্তম্ভটি ইংরেজদের সঙ্গে 1857-র যুদ্ধে নিহত লখনৌ-এর জানা-অজানা বীর শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে। এখানে সব সময়ে যেতে পারেন, তবে মডেল রুমে যেতে হয় 8.00-17.00 মধ্যে। প্রবেশমূল্য ২ টাকা, তবে শুক্রবারে এবং যারা দশ বছরের নীচে তাদের টিকিট লাগে না। রাতে ফ্লাডলাইটে দেখুন, স্বপ্নপুরীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাবে।

শহরের 2 কিমি দূরে গড়ে উঠেছিল প্রতিভাবান স্থপতি জেনারেল ক্লদ মার্টিনের পরিকল্পনায় বালকদের বিদ্যালয় **লা মার্টিনিয়র স্কুল**। ইটালীয় স্থাপত্যে নির্মিত লখনৌ-এর এটি একটি প্রাচীন অট্টালিকা। এর মাঝখানে রয়েছে একটি ছিদ্রওয়ালা গম্বুজ 38 মিটার (123 ফুট) উঁচু। অবশ্য ওঠার জন্যে ভিতরে কোনো সিঁড়ি নেই। 1840-এ এর নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। এর দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে বাগানের মাঝখানে দিলখুসা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। দেখে আসুন বারাণসী বাগে প্রিন্স অফ ওয়েলস, চিড়িয়াখানাটি (1921)। সর্পগৃহটি খুব মূল্যবান। জীবজন্তুগুলি দর্শনীয়। দর্শনীয় লখনৌ-এর স্টেট মিউজিয়ামটিও। গুপ্ত ও কুষাণ যুগের মুদ্রা সংগ্রহ, বৌদ্ধ ও জৈন স্থাপত্য, পোড়ামাটির নিদর্শন, নানান বাদ্যযন্ত্র দেখে তৃপ্তি অনুভব করুন। খোলা 10-17.00, সোমবার বন্ধ। কৈসরবাগে আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামটিও বেশ ভাল। নানারকম নৃতত্ত্বের সংগ্রহ রয়েছে, বিশেষ করে এই প্রদেশের। খোলা 10-17.00। চারবাগের চিলড্রেন্স মিউজিয়ামটিও দর্শনীয়। এ ছাড়া লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় (গ্রন্থাগারটি রবীন্দ্রনাথের নামে), কিং জর্জ মেডিকেল কলেজ, বীরবল সাহানী ইনস্টিটিউট অফ প্যালিওবোটানি, টক্সিকোলজি ইনস্টিটিউট ইত্যাদি দেখে নিতে পারেন। আর ফেরার সময় লখনৌ চিকন শাড়ি, আতর আনতে ভুলবেন না। মন ভরিয়ে দেবে সবার শেষে। এর জন্যে হজরতগঞ্জ, আমিনাবাদ বা চকে বাজারপত্র সেরে নিন।

কানপুর

উত্তরপ্রদেশের একটি জেলা এবং জেলা শহর। এখান দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা ও ঈশান নদী। প্রচুর আমবাগানে

ঘেরা কানপুরের প্রাচীন নাম ছিল কান্‌হাইয়াপুর। তা থেকে আধুনিক কানপুর হয়েছে। 1801-এ কানপুর জেলা ইংরেজদের অধিকারে আসে। 1857-য় স্বাধীনতা সংগ্রাম এখানেই ফেটে পড়ে—এর সাক্ষী ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের জন্মস্থান বিঠুর। চামড়া, পশম ও বস্ত্র শিল্পে বিখ্যাত এই শহরে আপনি আসবেন বিঠুরের মন্দির এবং অ্যালেন ফরেস্টের মনোহর আকর্ষণে



এখানে আসা খুব সহজ কারণ কলকাতা-দিল্লি রেলপথে কানপুর একটি খুব বড় স্টেশন। কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশনে ট্রেন আসছে আগ্রা, আমেদাবাদ, অমৃতসর, বরৌনি, মুম্বাই, চিত্রকূটধাম, কাটিহার, দিল্লি, ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি, গোরখপুর, কোটা, মজফফরপুর, পাটনা, পুরী, টাটানগর, বারাণসী প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান স্টেশন থেকে। হাওড়া থেকে কানপুরের দূরত্ব রেলপথে 1,007 কিমি। ট্রেন পাবেন 3007 উদ্যান আভা এক্সপ্রেস 9 40 ছেড়ে পরদিন 8 15। 3039 দিল্লি জনতা এক্সপ্রেস 20 15 ছেড়ে 23 05। 2381 পূর্বা এক্সপ্রেস (বু বৃ র) ভায়া গয়া 9 25 ছেড়ে 1 20, 2303 পূর্বা এক্সপ্রেস (সো ম শু শ র) ভায়া পাটনা 9 10 ছেড়ে 1 25। 2311 কালকা মেল 19 40 ছেড়ে 12 00। 2305 রাজধানী এক্সপ্রেস 13 35 ছেড়ে 4 45 (র), 2301 রাজধানী এক্সপ্রেস (রবি বাদে) 16 15 ছেড়ে 4 45 মিনিটে কানপুর পৌঁছচ্ছে। শিয়ালদহ থেকে 2313 রাজধানী এক্সপ্রেস (সো ম বৃ শ) 16 35 ছেড়ে 5 25 কানপুরে যাচ্ছে। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এর বিমান আসছে যাচ্ছে লখনৌ এবং দিল্লি থেকে, শহর থেকে 13 কিমি দূরের বিমান বন্দরে।



থাকার জন্যে বেশ কিছু হোটেল আছে এখানে। Hotel Ashoka (Ph 2312742) 24/16, Birhana Rd ২২৫-৪৫০, Hotel Ganges Ltd, (Ph 2352 962) 51/50 Nayaganj ২২৫-৫৫০, Hotel Gaurav (Ph 2318531) 18/54, The Mall ৬৫০-১০৫০, Hotel Meghdoot (Ph 2311999) 17/3 B The Mall ১৭৫ ৪৫০, The Landmark Hotel (Ph 2317601) 10, Som Datta Plaza, The Mall ৩০০০ ১১,০০০; Hotel Pandit (Ph 2318413) 49/7 Generalgang ১৭৫-৪৭৫, Hotel Swagat (Ph 2541923) 10, Feet Road Birhana Nagar ৩০০ ৯০০। এছাড়াও 3A সর্বোদয় নগরে Hotel Godawari & Guest House, 24/54 বীরাহানা রোডে Hotel Saurava (Ph 2267971) চুনীগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের কাছে সুলতানগঞ্জে Hotel Mayur, 65/58 A সার্কুলার রোডে Hotel Yatrik (Ph 2260373) Hotel Kanpur পোস্ট অফিসের Station View, সিভিল লাইন্সে Barkley House R R ইত্যাদি। রাজ্য পর্যটনের পর্যটক আবাসটি রয়েছে তাতিয়াগঞ্জে - রাহি তাতিয়াগঞ্জ (Ph 282117) DAC ৫৭৫ DB Cooler ৪৭৫।

শহরের মধ্যে দেখুন কোম্পানির বাগান, ফুলবাগ, কমলা টাওয়ার, প্রয়াগ নারায়ণ মন্দির, রাধানারায়ণ মন্দির, গুরু প্রসাদ মন্দির, স্মৃতি উদ্যান, মেমোরিয়াল চার্চ, কুইন্স পার্ক, মতি ঝিল, রাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং বেশ কয়েকটি কারখানা। কিন্তু কানপুরে আসার মুখ্য আকর্ষণ হল বিঠুর। বিঠুর গঙ্গাতীরে এক প্রাচীন হিন্দুতীর্থ। 19 শতকে এর খ্যাতি অবশ্য 1857 র স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে। এর প্রাচীন নাম ছিল ব্রহ্মাবর্ত—সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত করে ব্রহ্মা নাকি এখানের গঙ্গার ঘাটে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তাই এই নাম। কার্তিক পূর্ণিমার দিন এখানে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর আগমন ঘটে। পেশোয়ার শেষ বাজীরাও ইংরেজের কাছে বৃত্তি পেয়ে এখানে থাকতেন। কিন্তু তার পুত্র নানাসাহেবের বৃত্তি ইংরেজ শাসকরা বন্ধ করে দেয়। এই নানাসাহেবই বিঠুর সিপাহিদের বিদ্রোহের ব্যাপারে মদত দেন। এখানের অন্যতম এক তীর্থ মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন। অপর পারে পরিহার গ্রামেই রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে ত্যাগ করে আসেন। বাল্মীকি সীতাকে ব্রহ্মাবর্ত আশ্রমে স্থান দেন, জন্ম হয় লব-কুশের। এই গঙ্গাতীরের শোভার কোনো তুলনা হয় না। ব্রহ্মাবর্ত ঘাট মনোহারিতায় অনন্য। ব্রহ্মাবর্তে দেখবেন অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বখুরের চিহ্ন। দেখবেন বাল্মীকি আশ্রম ও মন্দির। রাম-সীতার মন্দির, লব-কুশের জন্মস্থান ইত্যাদি।

বিঠুর কানপুর থেকে 23 কিমি উত্তর পূর্বে। কানপুর সেন্ট্রাল থেকে 2 বগির ট্রেন ঘণ্টা দেড়েক সময় নিয়ে এখানে ভোর, দুপুর এবং সন্ধ্যায় আসছে। বাসও যাচ্ছে এখান থেকে। যদি কল্যাণপুর স্টেশনে নামেন তবে পথ 13 কিমি। ট্যাক্সি ও টাঙা পাবেন কানপুর থেকে। আসলে বিঠুর হল কানপুরের শহরতলি বিশেষ।

এখান থেকেই অনেকে কনৌজ বা সংকাসা (দ্র পৃষ্ঠা ৮৯) বেড়াতে চলে যান। দূরত্ব— কনৌজ 80 কিমি। থাকার জন্য আছে UPSTDC-র Tourist Bunglow।

এলাহাবাদ

গঙ্গা, যমুনা ও এখন অদৃশ্য কিংবদন্তির সরস্বতীর পুণ্য সঙ্গম স্থল হিন্দুদের এক প্রাচীন ও পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। লোক বিশ্বাস যে, অমৃতের কুম্ভটি দানবদের থেকে নিয়ে যাবার সময় কয়েক ফোঁটা অমৃত নাকি এই সঙ্গমে পড়ে যায়। সুতরাং এখানে স্নান করলে সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে যায় বহুকাল ধরে এই বিশ্বাস প্রচলিত। জন্মান্তরও আর গ্রহণ করতে হয় না। বহু মন্দিরে আর অজস্র স্নানের ঘাটে এখানকার ধর্মবোধ চিরজাগ্রত। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিতে, অবিরত শাস্ত্র পাঠে এবং গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের উপদেশ দানে এলাহাবাদ সদা মুখরিত। ডিসেম্বর-জানুয়ারির মাঘ মেলা, 6 বছর অন্তর অর্ধকুম্ভ, 12 বছর অন্তর কুম্ভমেলা এলাহাবাদকে বিখ্যাত করে রেখেছে।

এর প্রাচীন নাম প্রয়াগ। ব্রহ্মা এখানে যজ্ঞ করে পূর্ণাহুতি দান করেছিলেন সেই নাম প্রয়াগ বা তীর্থ। নহুষের পুত্র যযাতির বংশধরেরা এখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নাম দেন প্রতিষ্ঠাপুর। রাম ও সীতা এখানে তীর্থদর্শন করতে আসেন ও ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমে রাত্রি যাপন করেন। সম্রাট অশোকের সময় থেকেই প্রয়াগ প্রসিদ্ধিলাভ করতে থাকে। এখানেই হর্ষবর্ধন প্রতি 5 বছর অন্তর সঞ্চিত সমস্ত সম্পদ বিতরণ করতেন নিঃশেষে। অনেক পরে অযোধ্যার নবাব ও মুসলিম শাসনের পর ইংরেজদের অধিকারে আসে। 1857-র স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে এলাহাবাদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পরেও জাতীয় কংগ্রেসের সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে এলাহাবাদ ছিল সদামুখর।



কেমন করে আসবেন এলাহাবাদ IA-র বিমান সার্ভিস এখন বন্ধ। কলকাতা থেকে সাহারা ইন্ডিয়া সংস্থার বিমান সোম বুধ শুক্র 15 00টায় উড়ছে এলাহাবাদের উদ্দেশে। ট্রেন আসছে নানা দিক থেকেই এখানকার 2টি স্টেশন— এলাহাবাদ সিটি এবং এলাহাবাদ জংশনে। এদিক থেকে কলকাতা-দিল্লি রেলপথে পড়ে এলাহাবাদ জংশন। হাওড়া থেকে 814 কিমি দূরের এলাহাবাদে পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় 14 ঘণ্টা। কানপুর কেমন করে আসবেন প্রসঙ্গে হাওড়া থেকে ছাড়া যে সমস্ত ট্রেনের কথা বলা হয়েছে, তার সবগুলিই এলাহাবাদ স্টেশনে থামে। **এলাহাবাদ সিটিতে** ট্রেন আসছে বারাণসীতে 04 00 ছেড়ে 7 15, 11 30 ছেড়ে 14 35, 15 50 ছেড়ে 19 00, 20 25 ছেড়ে 5 00, 19 45 ছেড়ে 22 30, 14 40 ছেড়ে 18 00 – দূরত্ব 136 কিমি। গোরখপুর 22 30 ছেড়ে 5003 চৌরিচৌরা এক্স বারাণসী 4 20 হয়ে এখানে 7 50 কানপুর 11 30, কাশী এক্স 5 00 ছেড়ে 16 00 – দূরত্ব 355 কিমি। ট্রেন দুটি এলাহাবাদ সিটি ছাড়ে যথাক্রমে 21 15 ও 8 45। বেনারস পৌঁছয় যথাক্রমে 23 55 ও 12 55-য়। **এলাহাবাদ জংশনে** ট্রেন আসছে নিউ দিল্লি থেকে 21 30 ছেড়ে দিল্লি-এলাহাবাদ প্রয়াগরাজ এক্স 6 50, দিল্লি 6 25 ছেড়ে কালকা মেল 17 25, 6 30 ছেড়ে 2816 নিউ দিল্লি পুরী এক্স (সো বু বৃ শ) 15 20, 7 05 ছেড়ে 3008 উদয়ন আভা তুফান এক্স 22 25, 22 35 ছেড়ে 2802 নিউদিল্লি পুরী পুরুষোত্তম এক্স 8 00। 15 30 দিল্লি ছেড়ে 3040 হাওড়া দিল্লি জনতা এক্স 08 10, 23 30 হাওড়া ছেড়ে 2307 হাওড়া-যোধপুর এক্স 12 20, 22 00 ছেড়ে 2321 হাওড়া মুম্বাই মেল 11 15, 15 15 ছেড়ে 9306 হাওড়া ইন্দোর শিপ্রা এক্স (সো বৃ শ) 6 05 **গুয়াহাটি** 8 15 ছেড়ে 5621 নর্থ ইস্ট এক্স 10 35, ব্রহ্মপুত্র মেল ডিব্রুগড় 22 00 ছেড়ে গুয়াহাটি 12 00 হয়ে এলাহাবাদ 20 00 নিউ জলপাইগুড়ি থেকে 4083 মহানন্দা লিঙ্ক এক্স 12 00 ছেড়ে পাটনা 23 40, মুগলসরাই 3 40 হয়ে এখানে 6 25। এলাহাবাদের দূরত্ব নিউ দিল্লি থেকে 623 কিমি। মীরাটে 18 45 ছেড়ে সঙ্গম এক্স 8 25টায়। হাওড়া থেকে এলাহাবাদ আসছে 15 15 ছেড়ে চম্বল এক্স (ম বৃ র) 6 05। বারাণসীতে 17 35 ছেড়ে গঙ্গা-কাবেরী এক্স (সো বু) 20 30, চেন্নাইয়ে 17 30 ছেড়ে ঐ ট্রেন 4 45 এ, দূরত্ব– 2013 কিমি। এই ট্রেন নাগপুর ছাড়ে 13 10-এ। বেরিলিতে 12 00টা ছেড়ে ত্রিবেণী এক্স লখনৌ 16 00, এলাহাবাদ 21 15। পুরীতে 9 30 ছেড়ে পুরী নিউ দিল্লি এক্স 17 10—দূরত্ব 1196 কিমি। এটি 15 20 তে ছেড়ে পুরী ফিরে যায় 13 30-এ। দুর্গ-এ 20 10 ছেড়ে সারনাথ এক্স এলাহাবাদে 12 35 পৌঁছে বারাণসী যায় 16 10, ছাপড়া 22 00 আর বারাণসীতে 12 30 ছেড়ে এলাহাবাদে 22 25 ও দুর্গে ফেরে 15 30। দুর্গ থেকে এলাহাবাদ 726 কিমি। গোয়ালিয়রে 17 25 ছেড়ে বুন্দেলখণ্ড এক্স এলাহাবাদে 6 10 আর ফেরে 496 কিমি পার হয়ে 13 30 ছেড়ে 9 10।

সড়কপথে এখানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাস্তা হল জিটি রোড। এলাহাবাদ থেকে (কিমি-তে) দূরত্ব আগ্রা 433, লখনৌ 237, চেন্নাই 1790, দিল্লি 612, কলকাতা 799, মুম্বাই 1499, ভূপাল 680, বারাণসী 122, জয়পুর 673 সিমলা 1011, নৈনিতাল 615, খাজুরাহো 288, মুসৌরি 817, পাঠানকোট 3078,

গোরখপুর 298, লুম্বিনী 406, অযোধ্যা 165, চিত্রকূট 126 ইত্যাদি। বাস যাচ্ছে দেশের নানা প্রান্তে— অযোধ্যা, চিত্রকূট, গোরখপুর, জৌনপুর, কানপুর, লখনৌ, কাশী প্রভৃতি স্থানে।

কোথায় উঠবেন পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় প্রথারই হোটেল আছে। স্টেশন থেকে 2 কিমি মধ্যে লীডার রোডে Hotel Twins (Ph 2401164) DAB ২০০-৩০০, Hotel Shanti (Ph 2401607) DAB ১৫০-২৫০, 3B ২১০, Hotel NC (Ph 2401166) DAB ২০০-২৬০, 3B ২৭০। এছাড়া Anand Niwas Hotel, পুষ্পরাজ সিনেমার কাছে Gulab Mansion Hotel, Kailash Hotel, Standard Hotel, জনস্টনগঞ্জে Hotel Bashishtha (Ph 2400004/2405359) DAB ২৭৫-৩৫০ DAC ৫০০-৬৫০, Hotel Shankar (Ph 2401548) DAB ১৯০, 3B ২৫০, Hotel Kashi (Ph 2400812) DAB ২০০-৩০০, Hotel Raj ১২৫-২৫০, Hotel Sargam (Ph 2402667) DAB ২০০-২৭৫, বিবেকানন্দ মার্গে Hotel Surya (Ph 2402841) DAB ২২৫-৮০০, Hotel Laxmi (Ph 2401831) DAB ১৫০-২৫০, সিভিল লাইন্সে Hotel Yatrik (Ph 2601509) 33, Sardar Patel Marg ৬৭৫-১৬৫০, Hotel Samrat (Ph 2624960) 49A Mahatma Gandhi Rd ৪২৫-৮৭৫, Hotel Royal 24 South Rd ১৫০-২২৫, Hotel Pravag (Ph 2602729) 73,Noorullah Rd, ২২৫-৪৭৫, Hotel Presidency (Ph 2623308) 19-D, Sarojini Naidu Marg AC ৬৫০-৯০০। এছাড়া আরও হোটেল রয়েছে শহরের বিভিন্নপ্রান্তে।

UPSTDC র Tourist Bunglow (Ph 2601440, 2604377) 35, MG Marg সিভিল লাইন্সে বাস স্ট্যান্ডের কাছে। DAC DLx ১২০০ DAC ১০৫০, DB Dlx ৬০০, DB Cooler ৫০০, ডর্মি ১০০। এছাড়া 13 সরোজিনী নাইডু মার্গে YMCA (বিজ্ঞ Secretary) , 9-A কমলা নেহরু রোডে YMCA। আর আছে PWD IB, CH ও RR। **ধরমশালা** অনেক আছে। তার মধ্যে জিরো রোডে চিনি, পুরুষোত্তম দাস নাগরওয়ালা, হিউয়েট রোডে চামেলিবাঈ, নুরগঞ্জে হালবাই, যূথিগঞ্জে কৃষ্ণন, দারাগঞ্জে রাস্তোগী, মহাত্মা গান্ধি মার্গ 93 তুলারাম বাগে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও বাঙালির জন্য কালীবাড়ি (যোগাযোগ সেক্রেটারি, কালীবাড়ি, 1023 Muthiganj, Allahabad 211003)।

কী দেখবেন এখানে চলুন প্রথমেই যাই সঙ্গমে।

সঙ্গম গঙ্গা, যমুনা ও অদৃশ্য সরস্বতী নদী যেখানে মিলিত হয়েছে, সেই যুক্ত ত্রিবেণীই হল সঙ্গম বা প্রয়াগ। এখানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দর্শনও এক মনোরম পুণ্যকর্ম। প্রতি বছর মাঘ মাসে এখানে মাঘ মেলা বসে, তখন সারা মাস ধরে উৎসব ও সঙ্গমে স্নান চলে। তীর্থযাত্রীরা এ সময়ে দলে দলে আসেন। স্টেশন বা হোটেল থেকে অটোতে চড়ে আসুন কিল্লাঘাটে। কিল্লাঘাটে পাবেন নৌকা সঙ্গমে যাবার জন্য। মাথাপিছু ৩৫ ভাড়ায় এবং যাত্রীদের সঙ্গম দেখিয়ে আনে।

প্রয়াগ মহাকুম্ভ প্রতি 12 বছর অন্তর (শেষ মেলা 2001 এ হয়ে গেল, এবার 2013 তে আবার হবে।) এখানে বিখ্যাত কুম্ভ মেলাটি মাঘী মেলার সঙ্গে মিলে এক বিশাল সর্বভারতীয় (বহু বিদেশীও আসেন) উৎসবে পরিণত হয়। এত সাধুসন্তের সমাগম আর কোন মেলাতে হয় না। স্বয়ং আদিগুরু শঙ্করাচার্য প্রয়াগের তীর্থ মহিমা দান করে গেছেন। মৎস্যপুরাণের মতে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত অমৃত বহন করে নন্দনকাননে নিয়ে গেছিলেন 12 দিনে। দেবতার 1 দিন = মানুষের 1 বছর। তাই 12 বছর অন্তর এই মেলা উদ্‌যাপিত হয়। পুরাণ অনুসারে বর্তমান প্রয়াগ হল আদিকালের কৌশাম্বী যাই হোক সরস্বতীকে এখন আর দেখতে পাবেন না। তবে পশ্চিমবাহিনী যমুনা ও দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার দুটি ধারা দৃশ্যমান দেখবেন, গঙ্গার জলে শুভ্রতার আবাস, যমুনার জলে স্নিগ্ধতার ছায়া। বিশাল মেলা প্রাঙ্গণ অস্থায়ী শিবিরে ভরে ওঠে। এলাহাবাদে গাড়ি ঢোকার পথে রেল ব্রিজ থেকেই সঙ্গমের আভাস পাবেন। স্টেশন থেকে রিক্সা করেই যেতে হবে। অবশ্য আটকে দেওয়া হবে বহু আগেই। তারপর শ্রীচরণই ভরসা। পৌঁছে স্নান করুন, পিতৃতর্পণ করুন, মস্তক মুণ্ডনও করতে পারেন। এ সময়ে সূর্যের মকর রাশি ও বৃষ রাশিতে অবস্থান ঘটে।

দুর্গ শহর থেকে 4 কিমি দূরে যমুনার তীরে সঙ্গমের অদূরে 1538-এ সম্রাট আকবর এই দুর্গটি নির্মাণ করেন। এটি শহরটিকে নদীদ্বয়ের গ্রাস থেকে রক্ষা করে চলেছে, তৈরি করতে খরচ পড়েছিল 2.5 কোটি টাকা আর 20,000 মানুষের পরিশ্রম। আকবরনামা অনুসারে দুর্গটি ছিল 4 মহলা। প্রথম মহলে ছিল বাগিচা সমেত 12টি অট্টালিকা সম্রাটের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য। এর পরে ছিল বেগমদের মহল, তৃতীয়টিতে থাকতেন আত্মীয়পরিজনেরা এবং চতুর্থটি ছিল সৈন্যদের জন্য। সেটি 93 মহলা। 77টি তহ্‌খানা, 220টি আস্তাবল, 1টি বাওলি এবং 5টি কুয়ো ছিল দুর্গের মধ্যে। 3টি বিশাল

তোরণের মধ্য দিয়ে এখানে প্রবেশ করতে হত। প্রধান তোরণের মধ্যে **অশোক স্তম্ভটি** বিশেষ করে দেখার। 10.6 মিটার উঁচু বেলেপাথরের খণ্ডা স্তম্ভটি সম্ভবত 232 খ্রিস্টপূর্বাব্দে স্থাপিত হয়েছিল। এর গায়ে দেবপ্রিয় অশোকের 6টি উপদেশ উৎকীর্ণ আছে আর আছে কবি হরিষেণ রচিত সমুদ্রগুপ্তের খোদিত প্রশস্তি। বিরাট থামওয়ালা কারুকার্য সমন্বিত একটা বিশাল দরবার কক্ষ এখনো কালের হাত এড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দুর্গের মধ্যে আছে **পাতালপুরী ব্রাহ্মণ্যমন্দির** এবং **অক্ষয়বট**। এ দুটিও দেখতে ভুলবেন না। উত্তরপ্রদেশের সবচেয়ে প্রাচীন এই পাতালপুরী মন্দিরে নির্বাসনকালে সীতাসহ রামচন্দ্র নাকি এসেছিলেন। 7 শতকে এসেছিলেন হিউয়েন সাঙ্। তিনি বহু দেবতা চিত্রিত এই মন্দিরের কাছে দেখে গেছিলেন অক্ষয়বট। আকবর মন্দিরের চার পাশে উঁচু করে দুর্গ গড়লে মন্দিরটি নীচে চলে যায়। এই গাছ থেকে যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলে নাকি স্বর্গলাভ ঘটে। সেজন্য বহু জন ঝাঁপ দিতেন। এই কুপ্রথা বন্ধ করার জন্য আকবর গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। কিন্তু পুরোহিতেরা বলে গাছটির মৃত্যু হয়নি, এখনো তাঁরা নিয়মিত জল সেচন করে গাছটিকে জীবিত রেখেছেন।

ভরদ্বাজ আশ্রম একদা এখানে রামায়ণোক্ত ভরদ্বাজ ঋষি বাস করতেন। রামচন্দ্র এখানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রায় 10,000 শিষ্য ছিল। খুব মজার ব্যাপার এখানেই পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়টি।

বিশ্ববিদ্যালয় : রেল স্টেশন থেকে 5 কিমি দূরে বৃক্ষরাজি শোভিত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের হালকা হলুদ রঙের বেলেপাথরের যে অট্টালিকাটি দেখবেন সেটি আসলে 1872 খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত Muir Central College-এর বিস্তৃতি। পরে বিখ্যাত ইংরেজ স্থপতি এমার্সনের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িটি ৮,৯০,০০০ টাকা খরচ করে 12 বছরে সমাপ্ত হয়, উদ্বোধন করেন লর্ড ডাফরিন 1886-তে।

আনন্দভবন বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে উলটোদিকে আনন্দভবন হল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের পারিবারিক বাসগৃহ। এই বাড়িতে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের বহু পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল কমিটি এখন এর দেখাশুনো করে। একটি অংশে নেহরু পরিবারের ব্যবহৃত জিনিসপত্র নিয়ে একটি মিউজিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে। খোলা থাকে 9.30-12.00 এবং 12.30-17.00। পিতা মতিলালের এই বাড়িটি জওহরলাল 1930-এ জাতির উদ্দেশে দান করেন। এর পাশেই রয়েছে **স্বরাজ ভবন**, সেটি জাতিকে দান করে গেছেন মতিলাল স্বয়ং। এই বাড়িতে এখন বসেছে শিশুভবন।

জওহরলালের নামে সম্প্রতি একটি **প্ল্যানেটোরিয়াম** বা তারামণ্ডল স্থাপিত হয়েছে এখানে। এই তারামণ্ডলটি দেখতে ভুলবেন না। দেখতে অনেকটা বিড়লা তারামণ্ডলের মতই।

চন্দ্রশেখর আজাদ পার্ক ও এলাহাবাদ মিউজিয়াম শহরের মাঝখানে 188 একর জুড়ে যে মনোহর উদ্যানটি একদা আলফ্রেড পার্ক নামে (তাঁর এলাহাবাদ ভ্রমণকে স্মরণে রাখার জন্য) পরিচিত ছিল, সেটি এখন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে এখানে নিহত মুক্তিযোদ্ধা চন্দ্রশেখর আজাদের নামে নামাঙ্কিত। এখানে এখন নিয়মিত খেলার আসর বসে, ফুলের প্রদর্শনী, ডগ শো ইত্যাদিতে এই পার্ক নিত্য জীবন্ত। চন্দ্রশেখরের একটি মূর্তিও এখানে স্থাপিত হয়েছে। এই পার্কেই রয়েছে নানা ঐতিহাসিক ও শিল্পসম্পদ নিয়ে এলাহাবাদ যাদুঘরটি। চিত্ররাজির মধ্যে রয়েছে নিকোলাস রোয়েরিকের আঁকা ছবি, প্রচুর রাজস্থানী মিনিয়েচার পেন্টিং এবং টেরাকোটার সংগ্রহ। জওহরলালকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের দেওয়া জিনিসপত্রও এখানে সংরক্ষিত। খোলা থাকে 15 এপ্রিল -15 জুলাই 6.30-12.30 এবং 16 জুলাই 14 এপ্রিল 10.00-16.30। সোমবার বন্ধ। পার্কের উত্তর দিকে গথিক রীতিতে গড়া বেলেপাথরের পাবলিক লাইব্রেরি গৃহ। প্রয়াগ সংগীত সম্মিলনীটিও এখানেই অবস্থিত।

স্টেশন থেকে 3 কিমি দূরে ক্রসথয়েট রোডে অবস্থিত রয়েছে এলাহাবাদের সাহিত্য ধারার নিদর্শন **হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন**। এর হিন্দি চর্চা ভারত বিখ্যাত। এর নিজস্ব মিউজিয়াম, প্রেস ও লাইব্রেরি আছে।

সময় পেলে কোটিতীর্থ **শিবকুটি** ঘুরে আসতে পারেন গঙ্গার তীরে। শ্রাবণ মাসে শিবপূজা উপলক্ষে এখানে বিশাল মেলা বসে। কাছেই মহিলা সাধুদের পরিকল্পিত **নারায়ণী আশ্রম**।

খুসরুবাগ এলাহাবাদের অন্যতম আকর্ষণ। এখানে তিনটি সমাধিমন্দিরে স্তব্ধ হয়ে আছে মুগল ইতিহাসের সম্রাট পিতা, বেগম ও পুত্রের ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কাহিনী। এখানে তিনটি কবরে সমাহিত হয়ে আছেন জাহাঙ্গিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরু, তাঁর মাতা শাহ বেগম এবং ভগিনীর নশ্বর দেহ। মন্দির তিনটির কারুকার্য বিস্ময়কর। ছবি আর পারসি বয়েত এতে উৎকীর্ণ। 6.00-16.00 মধ্যে রেল স্টেশন থেকে 3 কিমি গিয়ে এই সমাধিস্থল দেখে আসুন। একই দূরত্বে কোসাম-এর পশ্চিমে

পাবোসা পাহাড়ে রয়েছে কিছু শিলালিপি। এটি একটি জৈন তীর্থও।

স্টেশন থেকে 6.5 কিমি দূরে রয়েছে সর্পদেবতার মন্দির **নাগবাসু মন্দির** গঙ্গার একটা খাড়াই উপত্যকায়। এখান থেকে সঙ্গমের কাছে দারাগঞ্জের পাশের গঙ্গার দৃশ্য বড় মনোরম। রেল স্টেশনের 1.5 কিমি দূরে মহাত্মা গান্ধি মার্গ ও সরোজিনী নাইডু মার্গের সংযোগস্থলে রয়েছে **অল সেন্টস ক্যাথিড্রালটি**। নরম্যান স্থাপত্যে সাদা-লাল পাথরের বাড়িটি খুবই চিত্তাকর্ষক।

এলাহাবাদের দূরে দূরে : কৌশাম্বীর কথা আলাদা করে লিখেছি, এলাহাবাদ থেকে সেখানে ঘুরে আসতে পারেন। আর যেতে পারেন 17 7 কিমি দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যমুনার অপর পাড়ে প্রাগৈতিহাসিক স্থান **ভিটায়**। মৌর্যযুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত এই দুর্গশহরের খ্যাতি ছিল প্রচুর। এখানে মাটি খুঁড়ে 7 শতকের তীর, পাথরের ঘুঙুর, মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। দেখবেন কেমন করে পোড়ামাটি আর সিমেন্ট দিয়ে কুয়োর দেওয়াল তৈরি হয়েছিল সেই প্রাচীন যুগেও। পাত্রগুলি এত মসৃণ, টেরাকোটার মূর্তি এত জীবন্ত যে বলার নয়। যাদুঘরে দেখুন হাতি, ব্রোঞ্জ পাথর ও মাটির কাজের নানা নিদর্শন, কুষাণ যুগের মুদ্রা প্রভৃতি।

আর যেতে পারেন 58 কিমি দূরে **টনস্ অ্যাকোয়াডাক্ট** দেখতে চকঘাট সাইড রোডের দিকে। মোটর চলে। পাখি ও মাছের স্বর্গ। এখানে থাকার জন্য ক্যানেল IB আছে (রিজা: Ex. Engr, Belan Canal Construction Division, 10 D N Marg, Allahabad, UP)।

কৌশাম্বী

বর্তমান নাম কোসাম। এলাহাবাদ থেকে প্রতাপপুর হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে 62 কিমি দূরে। এলাহাবাদ থেকে মৌ পর্যন্ত বাসে গিয়ে টাঙা করে যেতে হয়। রামরৌলি হয়ে গেলে এলাহাবাদ থেকে কৌশাম্বী মাত্র 40 কিমি, রামরৌলির পর থেকে রাস্তা কাঁচা। শিবরাজপুর পর্যন্ত বাসে গিয়ে বাস বদল করেও এখানে আসতে পারেন। ট্যাক্সিও পাবেন প্রয়োজন হলে। কাছেই নিকটবর্তী রেল স্টেশন হল এলাহাবাদ। এখান থেকে সরাই অকিল পর্যন্ত নিয়মিত বাস চলাচল করে। থাকার জন্য UPSTDC-র TB (রিজা: Tourist Officer, 35 মহাত্মা গান্ধি মার্গ, এলাহাবাদ, Ph: 253640) এবং PWD-IB (রিজা: Ex.Engr, PWD, Allahabad) পাবেন বাস স্ট্যান্ডের কাছে। মৌ-তে পাবেন Rest Shed ও PWD RH।

দুর্গপ্রাকার ও পরিখাবেষ্টিত প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের উপর বর্তমানের কোসাম ও পাসের গ্রামটি দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীন প্রাকার 6.4 কিমি দীর্ঘ, 11 মি উঁচু ছিল। বুদ্ধস্মৃতি-পূর্ণ কৌশাম্বীতে কনিষ্কের সময়ে বুদ্ধমিত্রা নামে এক ভিক্ষুণী বোধিসত্ত্বের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। হিউয়েন সাঙ এখানে এসেছিলেন। বুদ্ধ এখানে কয়েকবার এসে বাণী দান করে গেছেন। রামায়ণ ও মহাভারত অনুসারে বৎস বংশের রাজা কুশাম্বী এই রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ঘোষিত, কুক্কুট ও পাবারিক নামে তিন ধনী শ্রেষ্ঠী এখানে ঘোষিতারাম, কুক্কুটারাম ও পাবারিকারাম বিহার স্থাপন করেন। এর উপপ্রান্তে চতুর্থ বুদ্ধাবাস বদরিকারাম। এলাহাবাদের অশোক স্তম্ভটি এখানেই ছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এখানে 6 কিমি ব্যাপ্ত দুর্গ শহরটির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন নিদর্শন আছে। বৌদ্ধ শ্রমণদের অনেকেই এখনো ত্রিবেণীতে স্নান করে পায়ে হেঁটে এখানে আসেন। ঘোষিতারাম বিহার, ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গ, প্রাসাদ এবং স্তূপ ছাড়া 3 কিমি দূরে প্রাচীন জৈন মন্দিরটিও দেখে আসতে পারেন।

বিন্ধ্যাচল

মির্জাপুর জেলার বিখ্যাত এই হিন্দুতীর্থটি এখন একটি চমৎকার স্বাস্থ্যনিবাসও। অজীর্ণ রোগের মুক্তি ঘটে বলে বহু পর্যটক এখানে এসে বসবাস করে নীরোগ হয়ে ফিরে যান। এখানে জলের ওষধি গুণ আছে। অগস্ত্য মুনি দক্ষিণাপথে যাবার আগে বিন্ধ্য পর্বতকে নতমস্তক হয়ে থাকার আদেশ দেন বলে বিন্ধ্যাচল এখানে আনত—এই হল পৌরাণিক বিশ্বাস।

এখানের মূল দেবী বিন্ধ্যবাসিনী। এঁর মন্দির পূর্ব ভারতের কামাখ্যা মন্দিরের সমমর্যাদামণ্ডিত। এখানে নিয়মিত যাগযজ্ঞ হয়। এখানেই সতীর বাম পায়ের আঙুল পড়েছিল বলে এটি একটি সিদ্ধপীঠ। মহিষাসুরকে বধ করে দেবী বিন্ধ্য পাহাড়ের ছোট্ট টিলায় বসবাস করতে থাকেন। তান্ত্রিক এই দেবী ছাড়া অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে শিবপুরীতে মহাদেব। গঙ্গাতীরের শিবপুরী বা শিউপুরাতে বহু পর্যটক ঘর ভাড়া করে থাকেন। রেল লাইনের অপর পারে কালী মন্দিরের কালীকুয়ার জল ক্ষুধাবৃদ্ধিকর ও হজমশক্তি বর্ধক। বহুজনে তাই এখান থেকে জল নিয়ে আসেন। সামনে বিস্তৃত মালভূমির

ওপরে হনুমানজির মন্দির। আর অষ্টভুজার পাহাড়ের উপরে একটি গুহাতে দেবী অষ্টভুজার মন্দিরের দেবীমূর্তিটিও দেখার মত। গুহাতে মাথা নিচু করে সাবধানে ঢুকতে হয়। এর আরো পশ্চিমে এগিয়ে সুন্দর একটি ঝরনার পাশে রাম সীতার মন্দির ছাড়া আরো ছোট বড় অনেক মন্দির আছে।

এখানে আসার জন্যে হাওড়া থেকে সরাসরি ট্রেনে চড়ে 732 কিমি পার হয়ে বিন্ধ্যাচল নামতে পারেন। হাওড়া থেকে জনতা এক্স, শিয়ালদহ থেকে লালকিল্লা এক্সপ্রেস বিন্ধ্যাচল আসছে। মোগলসরাই থেকে ক্যান্টনমেন্ট মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার চেপেও এখানে নামতে পারেন। যদি বারাণসী এসে থাকেন তবে সেখান থেকে বা মির্জাপুর ও মোগলসরাই থেকেও বাসে চড়ে আসতে পারেন। মির্জাপুর মাত্র 7 কিমি এখানে UPSTDC-র সুন্দর TB আছে Jahnvi (Ph 263494) DAB ৩০০ DAC ৪৫০ ৫৫০ ভাড়া ৫০। এলাহাবাদ 83 কিমি, কাশী 86 কিমি।

বিন্ধ্যাচলে থাকার জন্য GT Road-এর ধারে যাত্রীনিবাস, DB, RR PWD IB (বিজ্ঞ Ex Engr PWD Mirzapur UP) গোয়েঙ্কা প্রভৃতি ধরমশালাও আছে। শিউপুরায় পাবেন বাড়ি ভাড়া। বিন্ধ্যাচলে গঙ্গার ঘাটে সকালবেলায় শস্তায় টাটকা মাছ কিনে এনে খেতে পারেন।

চুনার

মির্জাপুর জেলার শহর ও তহসিল চুনার-এর আয়তন 636 বর্গমাইল (1,647.5 বর্গকিমি)। বিন্ধ্যপর্বত, জিরগো পাহাড় আর গঙ্গা অধ্যুষিত চুনার গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখানের প্রধান আকর্ষণ এর ঐতিহাসিক দুর্গটি। কথিত আছে যে, উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের ভাই ভর্তৃনাথ এই দুর্গ স্থাপন করেন। মুসলমান আমলে শের শাহ্ দুর্গটি বিয়ের যৌতুক হিসেবে পান। বহুবার মোগল পাঠানদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এই দুর্গকে কেন্দ্র করে। 1575-এ আকবর এটি অধিকার করার পর দীর্ঘদিন মোগলদের অধিকারে থাকে। পরে 1764-তে বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ এটির অধিকার পায়।

দুর্গসহ শহরটি গঙ্গার উপর বিন্ধ্যপর্বতের একটি অংশে মানুষের পায়ের আকৃতির মত ছিল বলে এর নাম ছিল চরণাদ্রি — তা থেকেই নাম হয়েছে চুনার। দুর্গটি 360 মিটার দীর্ঘ, 120 270 মিটার চওড়া। হিন্দুগৃহ ও মন্দিরাদির উপকরণ দিয়েই প্রধানত এটি তৈরি। রেল স্টেশনের কাছেই দুর্গাকুণ্ড ও জীনা নালার ধারে কামাক্ষী মন্দির অবস্থিত। কাছেই পাহাড়ের গায়ে হাতি, সিংহ ঘোড়ার মূর্তি খোদিত রয়েছে। পিছনের দেওয়ালের শিলালিপি গুপ্তযুগের বলে মনে করা হয়। আবো উত্তরে দুর্গাখো গুহাতে প্রতি বছর দুর্গাপূজায় নবমীতে একটি মেলা বসে। এখানেও গুপ্তযুগের শিলালিপি দেখতে পাবেন।

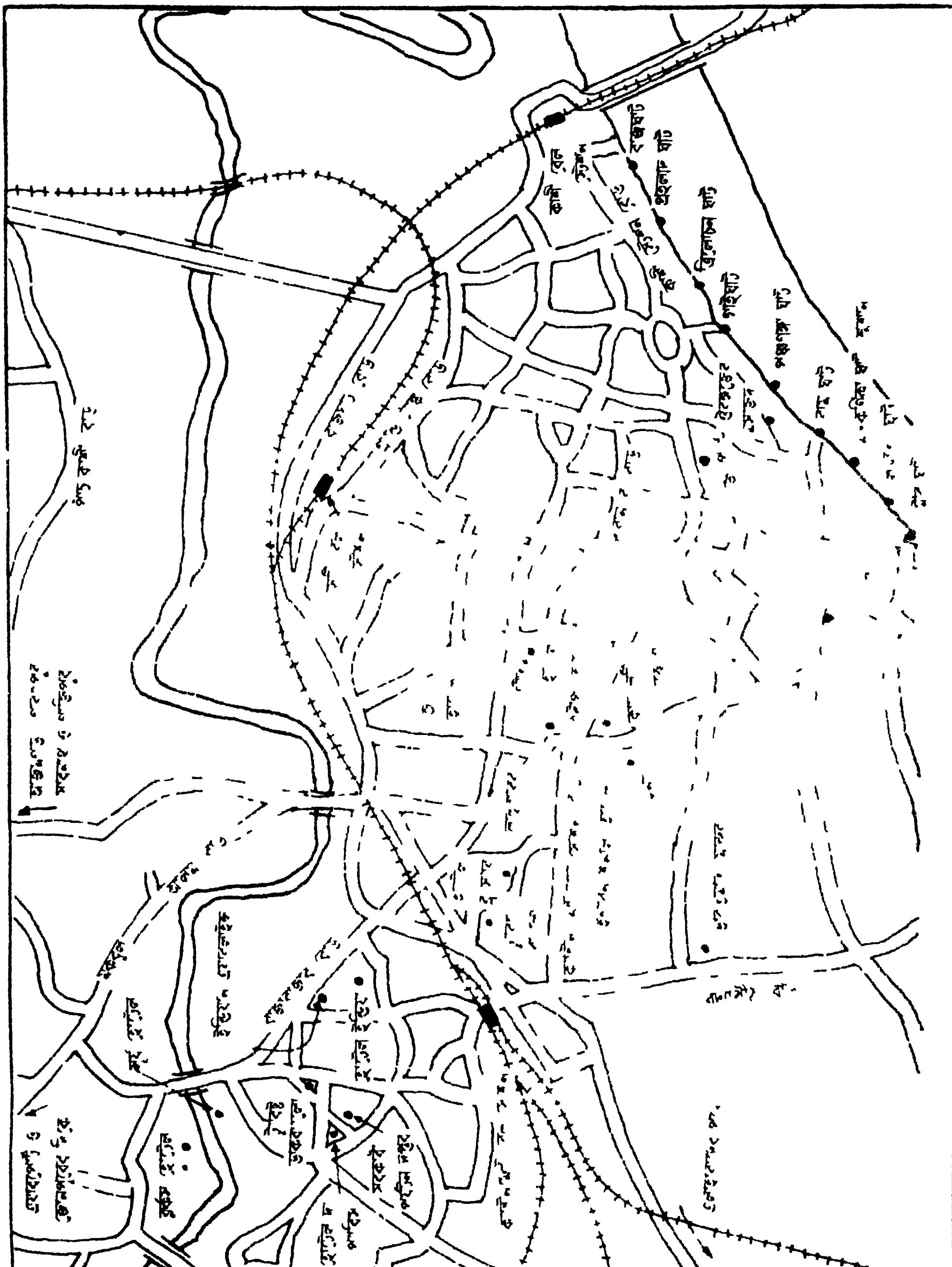
এছাড়া মির্জা মুর্যাজিনের জুম্মা মসজিদ, গণেশ্বরনাথের মন্দির, শাহ্ কসম ফকিরের দরগা, ইফতি খাঁর মসজিদ ইত্যাদিও দেখবার মত। চুনারে স্বামী বল্লভাচার্যের জন্ম হয়েছিল। তবু চুনারের প্রধান আকর্ষণ এখানের দুর্গটিই। ঢুকতেই দেখবেন বিশাল মার্বেল পাথরে কার কার অধিকারে এই দুর্গ ছিল তার তালিকা। ভিতরে ঢুকে দুর্গটি দেখে অবাক লাগবে। উপরে এখন সামরিক ছাউনি, সুন্দর রাস্তা। গোপনে পালিয়ে যাবার পথ ইত্যাদি দেখুন। উপর থেকে গঙ্গানদী, নীচের শহর ছবির মত মনে হবে। এখানের পাথরের আর মাটির কাজ বিখ্যাত। আসার সময় কিছু সংগ্রহ করে আনবেন। বাস স্ট্যান্ড বা স্টেশনেই দোকান-পসারি বসেছে।

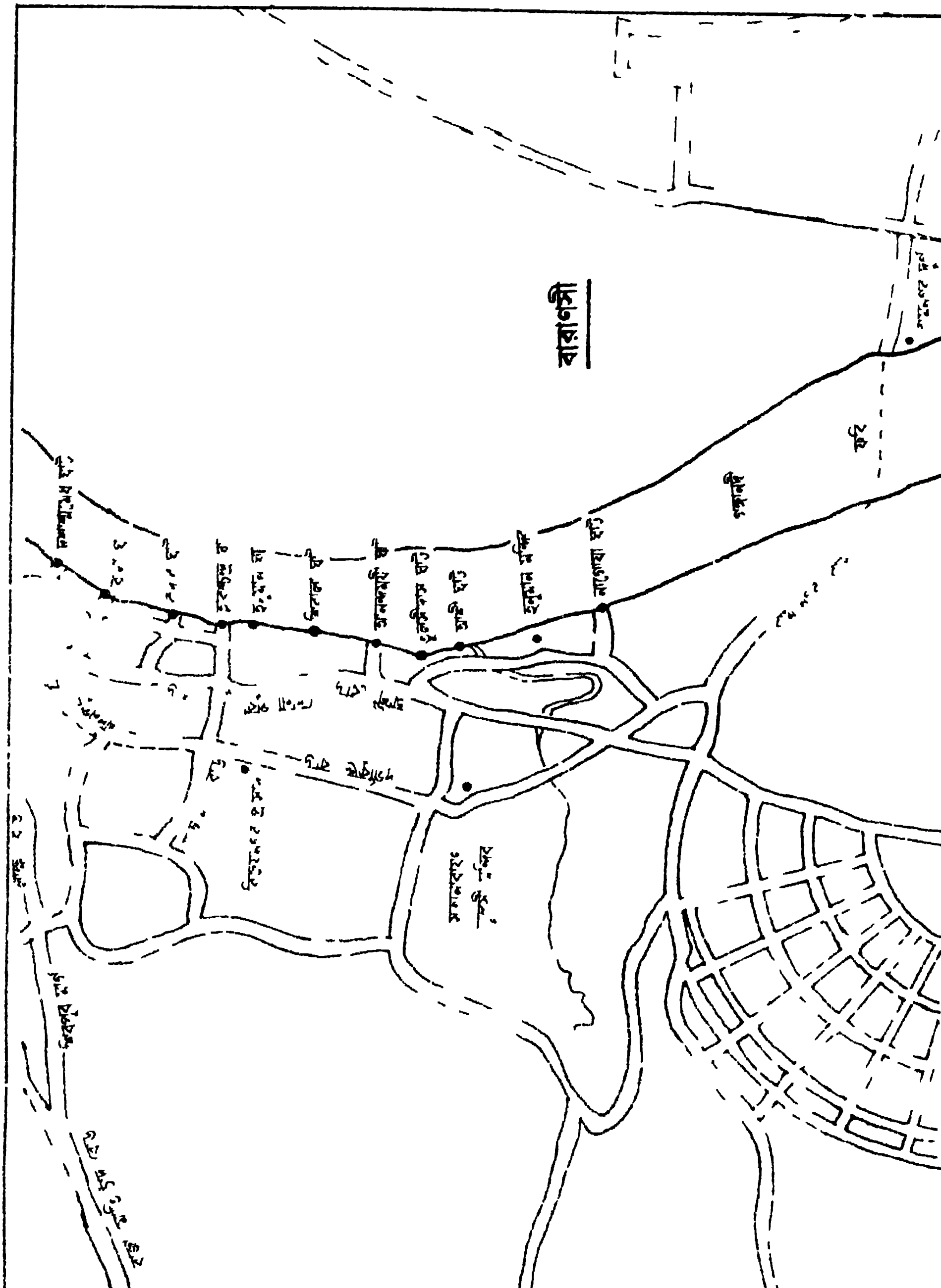
এলাহাবাদ বা বারাণসী থেকে চুনারে ট্রেন আসছে। তবে কাশী থেকে বাসেই এলে সুবিধে। দূরত্ব 36কিমি। আবার বিন্ধ্যাচল থেকেও ঘণ্টাখানেকের পথ (38 কিমি) ট্রেনে বা বাসে করে আসতে পারেন। বাসস্ট্যান্ড বা স্টেশন থেকে একটা টাঙা ভাড়া করে সব ঘুরে ঘুরে দেখুন। এখানের জল পান করে পেটের রোগ ভাল করুন।

থাকার জন্য New Central lodge এবং The New Sanatorium পাবেন। দুর্গের কাছে পাবেন PWD IB (বিজ্ঞ EE, PWD, Chunar Fort, Dt Mirzapur UP)। এছাড়া Garden Lodge, Hotel Plaza প্রভৃতি। কাছেই বিন্ধ্যাচল।

বারাণসী

উত্তরপ্রদেশের এই সুপ্রসিদ্ধ অর্ধচন্দ্রাকৃতি নগরী দেখে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রেলের ব্রীজের (মালব্য ব্রীজ) ওপর থেকে বলে উঠেছিলেন 'যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল দেখা যায় বারাণসী'। উত্তরবাহিনী গঙ্গার তীরের এই শহরের আয়তন 73 বর্গ কিমি-- লোকসংখ্যা প্রায় 10 লক্ষ। এই শহরের অন্য নাম কাশী। কাশীখণ্ডে (৩০/৬৯ ৭০) লেখা আছে যে এই নগরী বরণা (বরুণা) ও অসি নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলে (বরুণা চ অসি চ মধ্যে) এর নাম বারাণসী। আবার কাশ নামে এক রাজা এর পত্তন করেছিলেন বলে এর নাম কাশী। 'কাশ' শব্দের অর্থ

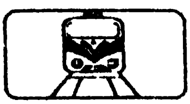



বারাণসী

আলোকিত। এই শহর নানা অর্থেই আলোকিত — বিশেষ করে অধ্যাত্ম অর্থে। ভারতের এই প্রাচীন শহর (রোম সভ্যতার সমতুল্য) একদা ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ জাতক এবং জৈন ধর্মগ্রন্থে কাশীর উল্লেখ আছে। হিন্দুদের পরমপবিত্র এই তীর্থ সপ্ততীর্থ ও একান্ন পীঠের অন্যতম। এর অন্য নাম পঞ্চক্রোশ প্রমাণ ও পঞ্চক্রোশী। কাশী প্রদক্ষিণ বা পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা নিতান্ত পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত। বারাণসী বৌদ্ধদের কাছেও পুণ্যস্থান। বুদ্ধ সিদ্ধিলাভের পর নিকটস্থ সারনাথে তাঁর বোধি প্রকাশক উপদেশাদি দান করেন। খ্রিস্টীয় 7 শতকে হিউয়েন সাঙ এখানে 30টি বৌদ্ধ বিহার, 3,000 ভিক্ষু ও 100টি হিন্দু মন্দির দেখেছিলেন।

1194 থেকে বারাণসী দিল্লির সুলতানদের ও পরে মোগলদের অধীনে আসে। 1775 এ অযোধ্যার নবাব একে ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেন। এর উল্টোদিকে রামনগরে কাশীর মহারাজা কাশীনরেশের প্রাসাদ। 1911 য় কাশীরাজ্য পুরোপুরি দেশীয় রাজ্যরূপে স্বীকৃতি পায়। মধ্য যুগে একে 'বানারস' বলা হত। 1956 র 24 মে এক সরকারি আদেশ বলে এর নাম 'বারাণসী' হয়ে যায়।

মন্ত্র আর আলোক উদ্ভাসিত পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন এই শহর শতসহস্র মন্দিরের মালায় গাঁথা। কাশী বিশ্বনাথের মন্দির এই মালার লকেট। শিব নাকি এখানেই তাঁর আবাসস্থল গড়ে তোলেন। অজস্র স্নানের ঘাটে তাঁকে নিত্য স্মরণ করে পুণ্যকামীর দল। সেই সব ঘাটের ছাতাগুলি এক বৈশিষ্ট্য দান করেছে এই শহরকে। গঙ্গা নদীতে নৌকা বাওয়া এক আরামদায়ক বিলাস। বারাণসীর সূক্ষ্ম জরির কাজ, এখানের টোল চতুষ্পাঠী সহ প্রথাবদ্ধ সনাতন শিক্ষা, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, রামলীলা এবং মোক্ষলাভের আকর্ষণ সব নিয়ে যুগে যুগে পর্যটকদের কাশী হাতছানি দিয়েই চলেছে। বেড়াতে আসুন অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে। সেটাই সেরা সময়।



কেমন করে আসবেন

বিমানপথে — বিমানবন্দর বাবতপুর শহর থেকে 22 কিমি দূরে। সারনাথ থেকে 40 কিমি। দিল্লিতে 5 50 ছেড়ে IA 737 বিমান এখানে আসে 7 05, আবার 7 45 ছেড়ে ভুবনেশ্বরে পৌঁছে 8 35, মুম্বাইতে 15 20 ছেড়ে বারাণসীতে 17 15 পৌঁছে আর 17 45 ছেড়ে লখনৌ 18 25 পুনশ্চ মুম্বাইতে 21 25, দিল্লিতে 5 30 ছেড়ে এলাহাবাদ 6 35, বারাণসী 7 30, পাটনা 8 30। কলকাতায় 13 05 ছেড়ে আসে 15 10, আবার 15 30 ছেড়ে গোরখপুরে 16 10 পৌঁছয়। দিল্লিতে 12 35 ছেড়ে IB 737 প্রতিদিন আসছে আগ্রা খাজুরাহো হয়ে বারাণসীতে 15 20। এটি এখানে 15 50 ছেড়ে দিল্লি ফেরে 18 35 একই পথ ধরে। বারাণসী থেকে কাঠমাণ্ডু যাচ্ছে শনিবার 11 45 ছেড়ে 12 45 এবং সোম ও বুধ 10 45 ছেড়ে 11 45 কাঠমাণ্ডু 10 35 ছেড়ে শনিবার 11 05 এবং সোম ও বুধ 9 35 ছেড়ে 10 05।

রেলপথে বারাণসী ভারতের বহু প্রধান শহরের সঙ্গে যুক্ত। কলকাতা থেকে এর দূরত্ব 677 কিমি। হাওড়া, শিয়ালদহ দুজায়গা থেকেই ট্রেন আসছে। হাওড়ায় পূর্বা এক্সপ্রেস বু ও র 9 25 ছাড়ছে, পৌঁছচ্ছে 19 35, 23 00 ছেড়ে হিমগিরি এক্স (ম শু শ) 14 35 20 00 ছেড়ে অমৃতসর মেল 9 50, 13 15 ছেড়ে অমৃতসর এক্স 8 25 20 35 ছেড়ে দুন এক্স 10 25। শিয়ালদহে 11 45 ছেড়ে জম্মু তাওয়াই এক্স 2 35, অকাল তখত এক্সপ্রেস (বুধবার) 8 40 ছেড়ে 21 10, 3133 শিয়ালদহ বারাণসী এক্স 20 55 ছেড়ে পরদিন 21 55। মুম্বাইতে 00 10 ছেড়ে মহানগরী এক্স 4 30 এবং 5 20 লোকমান্য তিলক ছেড়ে লোকমান্য তিলক বারাণসী এক্স সো-বৃহ শ 8 10। দাদারে 6 35 ছেড়ে দাদার গোরখপুর এক্স 12 25। পুনেতে 16 05 ছেড়ে পুনে বারাণসী এক্স 21 25 সুরাটে 6 20 ছেড়ে তাপ্তি গঙ্গা এক্স (ম শ বাদে) 9 30 মিনিটে। ধানবাদে 22 40 ছেড়ে ধানবাদ ফিরোজপুর গঙ্গা সাটলেজ এক্স 6 20 লখনৌতে 18 00 ছেড়ে 4228 বরুণা এক্সপ্রেস 23 15, অমৃতসর মেল অমৃতসরে 18 30 ছেড়ে 16 35, 18 50 ছেড়ে জম্মু তাওয়াই এক্স 1 30। হিমগিরি এক্স 22 05 ছেড়ে 21 05, দেরাদুন বারাণসী এক্স 18 15 দেরাদুন ছেড়ে 18 40, দুন এক্স 20 25 ছেড়ে 16 10 মিনিটে। চেন্নাই সেন্ট্রালে 17 30 ছেড়ে গঙ্গা-কাবেরী এক্স (সো শ) 8 10। সেকেন্দ্রাবাদে 22 30 ছেড়ে সেকেন্দ্রাবাদ রাজেন্দ্রনগর এক্স। (মা বু) 4 45। নিউ দিল্লিতে 6 30 ছেড়ে নীলাচল এক্স ম শু র, 20 10, 13 15 ছেড়ে শ্রমজীবী এক্স 2 35, 13 30 ছেড়ে কাশী বিশ্বনাথ এক্স 05 45। পুরীতে 9 30 ছেড়ে নীলাচল এক্স (ব শু র) 7 32 দূরত্ব 1061 কিমি। আমেদাবাদে 20 30 ছেড়ে সবরমতী এক্স 1600 কিমি পার হয়ে 11 15। দুর্গ 20 10 ছেড়ে সারনাথ এক্স 16 10 মিনিটে 868 কিমি পথ পেরিয়ে এসে। গোয়ালিয়রে 17 25 ছেড়ে বুন্দেলখণ্ড এক্স কিমি এসে 10 25-এ। গোরখপুরে ট্রেন পাবেন 5 00, 6 45, 17 10, 22 30-এ। বারাণসী পৌঁছচ্ছে যথাক্রমে 10 45, 12 45, 22 20, 4 30 মিনিটে। দূরত্ব 231 কিমি। নিউদিল্লি 15 45 ছেড়ে লিচ্ছবি এক্স এলাহাবাদ 2 50, বারাণসী 5 25 এবং এলাহাবাদে

2 05 ছেড়ে পূর্বা এক্স 5 10।

সড়কপথে বারাণসী থেকে (কিমিতে) এলাহাবাদ কানপুর হয়ে আগ্রা 606, এলাহাবাদ 125, সাসারাম ঔরঙ্গাবাদ হয়ে বোধগয়া 243, এলাহাবাদ ফতেপুর হয়ে ভোপাল 757, ডালটনগঞ্জ রাঁচি কটক হয়ে ভুবনেশ্বর 996, দুর্গাপুর-বর্ধমান হয়ে কলকাতা 681, এলাহাবাদ কানপুর এটোয়া হয়ে দিল্লি 710, কানপুর 320, রেওয়া হয়ে খাজুরাহো 406 কিমি, গাজিপুর গোরখপুর হয়ে কুশীনগর 259 কিমি, জৌনপুর রায়বেরিলি হয়ে লখনৌ 320, গোরখপুর হয়ে নেপালের লুম্বিনী 320, সাসারাম গয়া হয়ে নালন্দা 334 ঐ পথে রাজগির 317, গাজিপুর আরা হয়ে পাটনা 249 কিমি। **বাস চালাচ্ছে** এখানে UP Road Transport Corporation ছাড়া বিহার রাজ্য পরিবহন ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্য পরিবহন। মুখ্য বাস স্ট্যান্ড তিনটি - UPSRTC র বাস স্ট্যান্ড রেল স্টেশনের উল্টো দিকে শেরশাহ সুরী মার্গে। এখান থেকে চুনার, গাজিপুর, ফৈজাবাদ, সারনাথ প্রভৃতির বাস পাবেন। সারনাথে যাবার বাস অবশ্য গোধূলিয়া মোড় থেকেই ছাড়ে। গোলগড্ডার পিলিকোঠি থেকে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর বাস ছাড়ছে 225 কিমি দূরের শক্তিনগর, 200 কিমি দূরে সিংরৌলি যাচ্ছে 4 30,9 45, 12 00 ও 15 00 ছেড়ে, ওবরা (150 কিমি) যাচ্ছে 9 30, 12 30 15 15 16 00 এবং 18 00, রেণুসাগর (195 কিমি) 8 30, নৌগড় (297 কিমি) যাচ্ছে 8 30 9 30 এবং 13 30 ছেড়ে। বারাণসী ক্যান্টনমেন্ট বাস স্টেশন থেকে বাস ছাড়ছে এলাহাবাদ (127 কিমি) প্রতি 1/2 ঘণ্টা অন্তর,নালপুর (322 কিমি) 7 00 18 30, 21 00 ঘন ঘন যাচ্ছে মির্জাপুর (75 কিমি), সোনাউলি (305 কিমি) 3 00, 4 00, 9 30, 12 30 215 কিমি দূরের নেপালের লুম্বিনীতে 6 00, গোরখপুর (215কিমি) 7 30, 8 30, 13 15, 14 00, 15 30 এবং 19 30 মিনিটে, জৌনপুর (58 কিমি) 8 45, 9 00, 11 00, 20 30 এবং বলরামপুর (380কিমি) 9 15 ছেড়ে । স্থানীয়ভাবে কোচ, টুরিস্ট ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, রিক্সা, টাঙা এবং সিটি বাস সার্ভিসের সুযোগ আছে। কোচের জন্য যোগাযোগ ক্যান্টনমেন্টে ITDC, Hotel Varanası Ashok (Ph 24255।) UPSTRC Bus Stand, Sher Shah Surı Marg, Cantt, (Ph 242011), ট্যুরিস্ট ট্যাক্সির জন্য ঐ ITDC-তে । Beneras Tours, Hotel Clarks Varanası (Ph 242401), ক্যান্টনমেন্টে ম্যালে Hotel De Parıs (Ph 243562-84)। আর পাবেন গঙ্গায় বেড়ানোর জন্য ফেরি ও নৌকো ভাড়া।

কোথায় উঠবেন আগে দামি হোটেলগুলির কথা বলি। ক্যান্টনমেন্টে The Mall-এ 5 তারা হোটেল Clarks Varanası (Ph 2348501), R 130, SAC ৫০০০ DAC ৬৭০০, এখানেই নাদেসর প্যালেস গ্রাউন্ড-এ 5 তারা Taj Ganges (Ph 2345100) R-104, SAC ৫৭৫০, DAC ৬২৫০ , The Mall এ 4-তারা Varanası Ashok (Ph 246020) R-84, SAC ২৬৫০ DAC ৩৭০০, চেতগঞ্জে হাথোয়া মার্কেটে 3 তারা Pallavı Interna tional (Ph 2356939) R-85, S ৪৯০ D ৫২৫ DAC ৫২০ ৭১০ , ভেলুপুরায় 2 তারা হোটেল Diamond (Ph 2310696) R 40, S ৪২৫ D ৫৭৫ SAC ৬১৫ DAC ৮৭৫, 56 প্যাটেলনগরে Parvaaz (Ph 243045, 243144) R-18, S ২০৫ D ৩৫০ SAC ৩৯০ DAC ৪৭৫, ম্যালে Hotel De Parıs (Ph 2346601) SAC ৬৭৫ DAC ৮৭৫, 59 প্যাটেলনগরে Hotel India (Ph 242161) R-36, S ২২৫ D ৩৭৫ SAC ৪১০ DAC ৫২৫ পাম কাটোরাতে Gautam (Ph 2521816 266928) R 37 S ২২৫ D ২৫০ SAC ৩৭৫ DAC ৫৫০ সোনারপুরায় Bombay International (Ph 256621 256631) R-36, S ১১৫ D ৩২৫ SAC ৩৭৫ DAC ৪২৫, লোহরাবীরে Ajaya (Ph 2354507) R 33, S ১৫০ ২২৫ D ২৭৫ ৩৫০, Hotel Vaishal S ১৫০ D ২২৫ 3B ২৭৫, Hotel Avaneesh (Ph 353-465) SAC ৩২৫ DAC ৪৭৫ Hotel Natraj S ১২৫ D ২১০ 3B ২৯০, Pradeep Hotel (Ph 2544963) SAB ২৭৫ DAB ৩৫০ SAC ৫৫০ DAC ৬৫০ এখানেই Hotel International R-26, DAB ২২৫ ৩৫০, লোহরাবীরে Pushpanjali (Ph 2354 276) R 15 DAB ১৫০ ২২৫, গোধূলিয়ায় Hotel Palace (Ph 2352950) DAB, ২২৫ ৩৫০, Hotel Ganges (Ph 2321097) DAB ৩২৫ DAC ৩৭৫ ৫৫০ 4B ৩৭৫ ৪২৫ । এবারে S ১২৫ -১৭৫ মধ্যে গোধূলিয়াতে গির্জাঘর ক্রসিং এ Anup, KVM Palace (বিড়লা ঘড়িঘরের কাছে) প্যারেড কোঠিতে Amar (Ph 2343509), Raj Kamal, পিশাচমোচনে Vishal (Ph 2356065, 2355935) R-42 ঔরঙ্গাবাদে D/54/16 D রবিনিকেতনে Sun Shiv R 12, লোহরাবীরে Watraj (Ph 2365817) R-34, লাক্সা রোডে Upwan RH (Ph 2354770) R-39, Varanası RH (Ph

2365187) R-12, Calcutta Vishram Bhawan, R-18, কবীর রোডে Vandana (Ph: 2366810) R-16, রেল স্টেশনের বিপরীতে ক্যান্টনমেন্টে Mansarover (Ph. 2343446) R-17; Relax (Ph: 2343137) R-14; Mint House Hotel (Ph: 2343089); 98/24 হৌজ কাটরাতে Girnar (Ph : 2356417) R-18; দশাশ্বমেধ রোডে D-273 অগস্ত্যকুণ্ডে Devi Vilas; Dasaswamedh Boarding House (Ph : 2401701) R-22; D 64/129 বিদ্যাপীঠ রোডে Garden View (Ph 263026) R 18; মালদহিয়াতে Blue Star (Ph 2343137) R-12 ইত্যাদি। এর কাছাকাছি ও আরো কমদামি হোটেল. দশাশ্বমেধ রমণ কাটরায় Banaras Lodge (Ph 232526), Bellevue Lodge, Sri Venketeswara Lodge, Krishna Lodge (Ph 232445), সিদ্ধিগিরি বাগে Manir GH, লোহরাবীরে Modern Lodge (Ph. 2344213); গোধূলিয়াতে Ellora Hotel, New Krishna Lodge (Ph 2352440) Minakshi Lodge, Garden Lodge, 65 জঙ্গমবাড়ি রোডে Natraj Lodge, Annapurna Lodge, গঙ্গা রোডে Kailash Lodge; C13/11 ঔরঙ্গাবাদে Hotel Yogesh; কোদাই কি-চৌকিতে Ajanta Hotel (Ph 2345818), নঈ সড়কে Green Lodge, সিগরা, Hotel Chandra, বরুণা ব্রীজে Hotel Overland. ইংলিশিয়া লাইন্সে Hotel Priya, রথ যাত্রায় Hotel Sunita ইত্যাদি আরো বহু হোটেল পাবেন বেশ সস্তায়।

দশাশ্বমেধ রোডে দশাশ্বমেধ বোর্ডিং হাউস (Ph 2401701) বাঙালির ঐতিহ্যবাহী হোটেল. এখানে DAB ১২৫-১৯০ DCB ৭৫-১৪০। তবে দু'বেলা খাওয়া বাধ্যতামূলক। অন্যান্য বাসস্থানের মধ্যে আছে UPSTDC-র TB ক্যান্টনমেন্ট রেলস্টেশনের বিপরীতে প্যারেড কোঠিতে (Ph 2208413, 545) DAC ৬৭৫ DB Cooler ৪৭৫ DAB ২৭৫ ডর্মি ৭৫, ম্যালে ক্যাবাভান পার্কে Tourist DB, RR, CH, YMCA ক্যান্টনমেন্টে এবং International GH (বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার BHU)। প্রচুর ধরমশালা আছে এখানে : লাক্সা রোডে অন্নপূর্ণা তেলওয়ালী, রামপুরায় বেবিওয়ালা, গোধূলিয়াতে হরসুন্দরী, জয়পুরিয়া অতিথি ভবন, বীরেশ্বর পাণ্ডে, নটকোট ছত্ত্ররাম, মৈদাগীনে, বেওয়াবাঈ, জৈন, তেলিয়াবাগে সর্দার প্যাটেল, বুলানালাতে Lucknow; মিশির পোখারাতে Sindhi, দশাশ্বমেধে Maharashtrian, Sant, Tarapure; কালভৈরবের কাছে Parvatiya; লক্ষ্মণপুরায় Sri Tulsi Ram Laxmi Devi, ডালমণ্ডিতে Muslim Musafirkhana ইত্যাদি। আনন্দময়ী মা আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম (সুন্দর পরিবেশ) ইত্যাদিতেও আশ্রয় পেতে পারেন।

কন্‌ডাকটেড ট্যুর: 1. প্রতিদিন গঙ্গা ভ্রমণ-মন্দিরদর্শন-হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখা গ্রীষ্মে 5.30-11.45 ও শীতে 6.00-1200 মধ্যে ৬৫ বিনিময়ে। 2. সারনাথ ও রামনগর দুর্গ প্রতিদিন গ্রীষ্মে 14.30-18.25 ও শীতে 14.00-17.55 মধ্যে ৬৫ ভাড়ায়। UPSTDC (Ph. 2208162) ট্যুরিস্ট বাংলো, প্যারেড কোঠি থেকে যাত্রা শুরু, তবে ম্যালে Govt. of India Tourist Office, 15B, The Mall, Varanasi Cantonment (Ph 2343744) থেকে চড়া যায়। বাসেই টিকিট। এছাড়া Varuna Travels (Pandey Haweli, Ph 2323370, 2357279) প্রধানত গোদৌলিয়া মার্কেট মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বাসস্থাপিত সফরের আয়োজন করে। ব্যবস্থা করে ITDC ও। যায় চুনার, বিন্ধ্যাচল, এলাহাবাদ, খাজুরাহো মাইহার, চিত্রকূট। এছাড়া নৌকায় গঙ্গা প্রদক্ষিণ করুন। দশাশ্বমেধ ঘাটে উঠে ৬০ ৭০ বিনিময়ে।

কী দেখবেন এখানে কাশীর তিন মুখ্য আকর্ষণ কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, গঙ্গা এবং হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। আর এখান থেকে রামনগর, সারনাথ, চুনার, বিন্ধ্যাচল, গাজিপুর, মির্জাপুর ইত্যাদি ঘুরে আসতে পারেন।

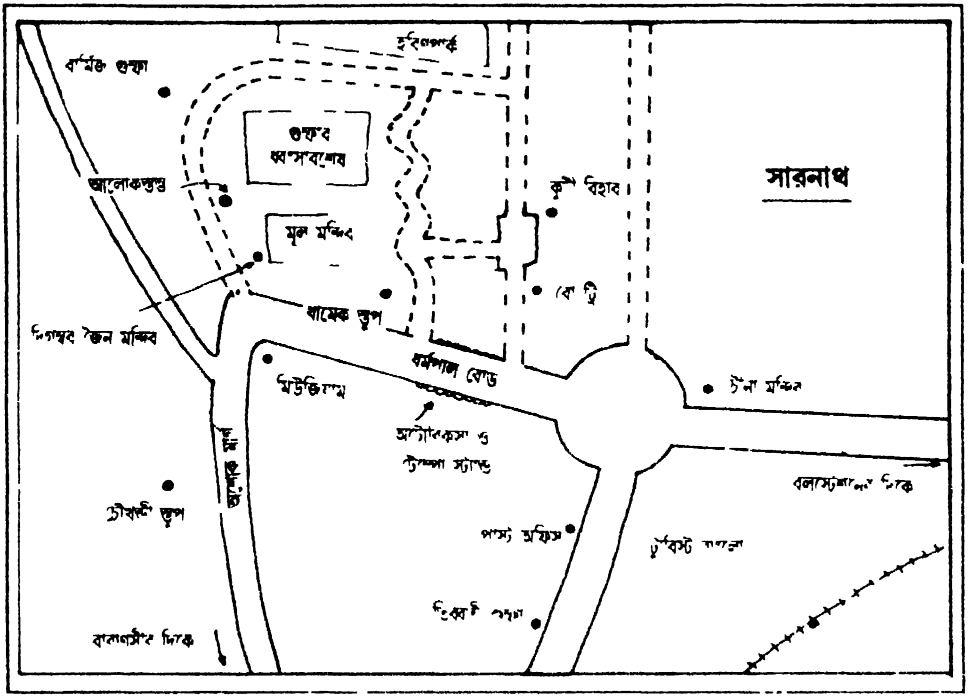
কাশী বিশ্বনাথ মন্দির . এটিই তীর্থযাত্রীদের মুখ্য আকর্ষণস্থল। আসল নাম বিশ্বেশ্বর মন্দির। চূড়া আর গম্বুজ সোনা দিয়ে মোড়া বলে নাম স্বর্ণমন্দির। রেল স্টেশন থেকে একটা রিক্সা বা টাঙা করে গোধূলিয়ার মোড় হয়ে মন্দির 4½ কিমি প্রায়। সোজা মন্দিরে যাবে না। নামতে হবে গলির মুখে। বেনারসের গলিগুলি এক বিখ্যাত ব্যাপার। গলি সরু—দারুণ সরু। দুপাশে হাজারো দোকান পশারি। শাঁখের, হাতির দাঁতের, কাঁসা-কাঠ পাথরের নানা শিল্প দ্রব্য, বিখ্যাত বেনারসীর দোকান, ঢুকতেই বিখ্যাত রাবড়ির দোকান, পানমশলা, জরদার দোকানে ঠাসা গলির মধ্য দিয়ে সাবধানে এগিয়ে চলুন বিনায়ক গণেশকে প্রণাম করে এবং ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো বিশ্বনাথের জীবন্ত বাহন ষাঁড়কে সমীহ করে (সাবধান! গাঁদা ফুলের মালা বাইরে রাখবেন না, ষণ্ডের প্রসাদী হয়ে যাবে!) মন্দিরে ঢুকুন। দূর থেকে যে চূড়া দেখে আপনি অভিভূত হয়েছিলেন, কাছে গিয়ে কিন্তু বিশেষ কোনো আকর্ষণ অনুভব করবেন না। তবে বিশ্বনাথ আছেন, গঙ্গার জল দিয়ে পারলে নিজ হাতেই তাঁর মাথায় জল ঢেলে দিন।

এই মন্দিরটি খুব প্রাচীন নয়। পুরনো মন্দির দেখেছিলেন হিউয়েন সাঙ তাঁর পো লো না সি-তে। তখন মহাদেবের বিগ্রহ ছিল কাঁসার তৈরি প্রায় 4 মিটার (13 ফুট) লম্বা। এখন তার স্থানে কালো পাথরের শিবলিঙ্গ। প্রথমে প্রাচীন মন্দির ভেঙে রাজিয়া মসজিদ নির্মাণ করেন কুতুব-উদ্দীন আইবক। আকবরের আমলে রাজা টোডরমল পুনশ্চ মন্দির তৈরি করেন। এখন মন্দিরের পাশেই যে জ্ঞানবাপী দেখবেন— সেখানে ঔরংজীব সেটি ভেঙে ফেলে নির্মাণ করলেন জ্ঞানবাপী মসজিদ এখনো দেখবেন মন্দির থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে। এর পিছনের অংশে এখনো দেখতে পাবেন প্রাচীন মন্দিরের শিল্পকর্ম ও স্থাপত্য। এখন যে মন্দিরটি [illegible] সেটি 1776-এ তৈরি করে [illegible] অহল্যাবাঈ হোলকার [illegible] মহারাজ [illegible] [illegible]

[illegible] (আসল [illegible] স্নান করেই মন্দিরে আসেন) একটু এগোলে [illegible] দশাশ্বমেধ ঘাট। এর ছবিই প্রথমে [illegible] আসে। বিরাট প্রশস্ত চাতাল। পিছনে [illegible] মন্দির। নানা দিক দিয়ে ঘাটের ধাপ নেমে গেছে জলে। বিরাট বিরাট তালপাতার ছাতা— তার নীচে পাণ্ডারা। কত কত লোক গঙ্গায় ডুব দিচ্ছেন মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, তিলক মাটি নিচ্ছেন। অনেকে নৌকা ভাড়া করে নানা ঘাটে ঘুরছেন, চলে যাচ্ছেন মালব ব্রীজের নীচে রামনগরে। কতই ঘাট কেদারেশ্বর মীর ঘাট, ললিতঘাট জলসাই ঘাট, দত্তাত্রেয় সান্ধিয়া, অসি ঘাট জানকী, শিবালা, দণ্ডি, লালী চৌকি, নারদ, সোমেশ্বর, রাজা, চৌষট্টি, মুন্সী, অহল্যাবাঈ মানসরোবর, মণিকর্ণিকা, মানমন্দির, রানা ঘাট, হরিশচন্দ্র তুলসী ঘাট —সংখ্যায় প্রায় 40টি।

তুলসী ঘাটের কাছেই তুলসী মানস মন্দির। এর দেওয়ালে শ্বেতমর্মরে সমগ্র তুলসীদাসী রামায়ণ রামচন্দ্রের জীবনীসহ চিত্রাবলী মুদ্রিত। এটি নির্মিত হয়েছে মাত্র 1964-তে। কাশীর অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে অবশ্য দ্রষ্টব্য হনুমানের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ছোট্ট একটি বনের মধ্যে তুলসীদাস স্থাপিত **সঙ্কটমোচন** মন্দির। এর উল্টোদিকেই রামচন্দ্রের মন্দির— চৈত্র মাসে রামনবমীতে বিশাল উৎসব হয়। পেশোয়া প্রথম বাজীরাও নির্মিত (1725) অন্নপূর্ণা মন্দির। সূর্য, গণেশ গৌরীশঙ্কর এবং হনুমানের উদ্দেশে নির্মিত চারটি মন্দির এখানে। এখানেই দেবী পার্বতী শিবকে অন্ন ভিক্ষা দিয়েছিলেন। মন্দিরের সামনে অনেক ভিখারি। ভারতমাতার মন্দির গান্ধিজি উদ্বোধন করেন 1936-এ। এখানে কোনো দেবী নেই, আছে মার্বেল পাথরে খোদিত ভারতবর্ষের বিশাল রিলিফ ম্যাপ। টাউন হলের কাছে আছে কাশী কোটাল **কাল-ভৈরবের** মন্দির— যার বাহন কুকুর। মন্দিরের বাইরে লেখা আছে অহিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ। 6 কিমি দূরে উত্তর ভারতের নগরশৈলীতে নির্মিত 18 শতকের দুর্গামন্দিরটির পাশে একটি পুষ্করিণী। নাটোরের রানী ভবানী এটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের শিখর চূড়াগুলি দেখবার মত। প্রচুর বানর এখানে বাস করে বলে একে মাংকি টেম্পলও বলা হয়। গণেশ মন্দিরে গিয়ে ফেরার পথে [illegible] জানান।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কাশী হল ভারতের শিক্ষাকেন্দ্র। [illegible], জ্ঞানচর্চার কোনো প্রশ্ন দেখা দিয়েছে [illegible] উত্তর। কাশী জংশন [illegible] স্টেশন থেকে 11 কিমি দূরে 200 একর জমির উপর গড়ে উঠেছে এটি শিক্ষা শহর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় Benaras Hindu University। এর প্রতিষ্ঠাতা দেশবরেণ্য সন্তান পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য— প্রবেশদ্বারেই তাঁর মূর্তি দেখতে পাবেন। প্রায় 112 দেশী বিদেশী বিষয় এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি বিষয় পৃথক ভবনে স্থাপিত। ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট হোস্টেলগুলির স্থাপত্যও দর্শনীয়। এর মধ্যেই স্থাপিত হয়েছে ভারত কলাভবন — গ্রীষ্মে 8.00-12.00 এবং শীতে 9.30-16.30 খোলা থাকে- ছুটির দিনগুলিতে বন্ধ। এর মধ্যেই সম্প্রতি বিড়লাদের যে বিশ্বনাথ মন্দির স্থাপিত হয়েছে তা অবশ্য দর্শনীয়। এর উঁচু গেট, দেওয়ালের চিত্র, মার্বেল সবই অনবদ্য শিল্পের নিদর্শন। রেল স্টেশন থেকে রিক্সা, টাঙা, সিটি বাস সবই আসে। কন্ডাকটেড ট্যুরের বাসও যায়। নৌকোতে অসি ঘাটে নেমেও এখানে আসতে পারেন। দেখে আসতে পারেন 1791-এ স্থাপিত সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়টিও। এর মধ্যের সরস্বতী ভবন, [illegible]নের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি সবই দেখুন। অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে আছে আলমগীর মসজিদ (যার কথা বিশ্বনাথ মন্দির প্রসঙ্গে বলে এসেছি)। এর গম্বুজগুলি গঙ্গাতল থেকে 232 ফুট (72 মিটার) উঁচু। 4 কিমি দূরে দুর্গা মন্দিরের পিছনে স্বামী ভাস্করানন্দের মর্মর স্মৃতিস্তম্ভ ভাস্করানন্দজিকা সমাধি। গঙ্গার পাশে মহারাজা চেৎ



সিংহের রাজপ্রাসাদ। এখানে অম্বররাজ মানসিংহ প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির, যেটি পরে জয়পুরের মহারাজ সওয়াই জয়সিংহ সমৃদ্ধ করেন ইত্যাদি।

রামনগর গঙ্গার যে কোনো ঘাট থেকে নৌকোয় অপর পাড়ে রামনগর বেড়াতে যান। বাসেও যেতে পারেন। দূরত্ব 17.5 কিমি। এখানে রয়েছে বারাণসীর প্রাক্তন মহারাজার রাজপ্রাসাদটি। এটি একটি দুর্গ বিশেষ। এই দুর্গ-প্রাসাদটি তৈরি হয়েছিল বর্ষাকালে বন্যার প্রকোপ ঠেকাতে।

এর দরবার হল এবং রাজকীয় যাদুঘরটিতে নানান আসবাবপত্র, পালকি, অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক-আশাক ইত্যাদি সংগৃহীত আছে। আর আছে একটি আশ্চর্য ঘড়ি। 1872 এ তৈরি এই ঘড়ি চন্দ্র সূর্যের অবস্থান, দিন ক্ষণ সবই নির্ভুলভাবে জানান দিচ্ছে। খোলা থাকে 10.00-12.00 এবং 13.00-17.00 যাদুঘর দেখার দর্শনী ১.৫০, এখানের দুর্গামন্দিরটি দেখতে ভুলবেন না। মন্দির গাত্রে খোদিত দেব-দেবী ও জীবজন্তুর মূর্তি চেয়ে দেখার মতো। এটির নির্মাতা রাজা চেত সিংহ।

রামলীলার 10 দিন ব্যাপী উৎসবের সময় আসুন। ফেরার পথে ব্যাসকাশী দেখে আসুন। মূল মন্দিরে অষ্টধাতুর লিঙ্গ তিনটির মধ্যে মাঝের বড় আকারের মূর্তিটি ব্যাসদেব। তাঁর দুপাশে পুত্র শুকদেব এবং বিশ্বনাথ। ব্যাসকাশীতে না মরাই ভাল। গাধা হয়ে পরজন্মে জন্মাতে হয়। ব্যাসদেব একবার কাশীর মত পুণ্যক্ষেত্র তৈরি করতে প্রস্তুত হলে অন্নদা কালা বুড়ি সেজে এসে তাঁকে ছলনা করেন। বার বার জিজ্ঞেস করেন, এখানে মারা গেলে কি হয়? শেষে ব্যাস রেগে উত্তর দিলেন— গাধা হয়। তখন বুড়ি শুনতে পেয়ে আশীর্বাদ করলেন— তাই হবে। অতএব সাবধান।

সারনাথ

বারাণসীর 9.5 কি মি দূরে এক বিখ্যাত বৌদ্ধতীর্থ আসল নাম শারঙ্গনাথ (তা থেকেই সারনাথ) বা ঋষিপতন বা মৃগদাব। গৌতম বুদ্ধ এখানের মৃগোদ্যানে সর্বপ্রথম উপদেশ দান বা ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। শান্তি ও নির্বাণ লাভের অষ্টাঙ্গিক মার্গ তিনি এখানেই প্রচার করেন। বস্তুত সারনাথ হল বৌদ্ধমতের জন্মস্থান এখানেই গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় শারঙ্গনাথ (হরিণদেব প্রভু) রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। সাম্প্রতিক উৎখননে প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে জানা গেছে।

প্লেনে এলে বারাণসীর বাবতপুর বিমানবন্দরে নেমে

32 কিমি আসুন বাসে। গোধূলিয়া থেকে বাস ছাড়ছে দিনে তিনবার। UP ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে UPSRTC প্রতিদিন কনডাক্টেড ট্যুরের বাস চালাচ্ছে সারনাথে। রিকশা, ট্যাক্সি, অটোরিকশা বা টাঙ্গা পাবেন গোধূলিয়া থেকে এখানে আসার জন্য। ট্রেন আসছে রাজগীর থেকে বুদ্ধপূর্ণিমা এক্সপ্রেস 22.30 ছেড়ে পরদিন 9.00টায়। রাজগীর 7.40 ছেড়ে নালন্দা এক্সপ্রেস বারাণসী 1[illegible].00টায়। বারাণসী থেকে [illegible] আসছে 20.50 ছেড়ে [illegible] [illegible] 21.17 এবং 12.30 [illegible] প্যাসেঞ্জার ট্রেন 12.58 মিনিটে। দূরত্ব [illegible]।

এখানে [illegible] পারেন (যদিও সকালে এসে সব [illegible] [illegible] ফিরে যাওয়া যায় সহজেই) [illegible] UP পর্যটন বিভাগের Hotel Mrigadaba (ফোন 2586965। DAC ৬৫০ DB Dlx [illegible] টাকা [illegible] রিজিওনাল ট্যুরিস্ট অফিসার, বারাণসী, [illegible] অফিসার, সারনাথ মহাবোধি সোসাইটির GH বিড়লা RH (রিজা সেক্রেটারি), ধর্মশালা ইত্যাদিতে।

এখানে দেখুন পাশাপাশি দুটি স্তূপ বাস থেকে নামতেই আপনার নজরে পড়বে। একটির নাম চৌখণ্ডী স্তূপ। চারকোনা ইটের এই স্তূপেই বুদ্ধকে তাঁর পুরনো পাঁচ সঙ্গী অভ্যর্থনা জানান। পরে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং হুমায়ুনের সারনাথ ভ্রমণকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে আকবর এটির সংস্কার করান। অন্যটির নাম ধামেক স্তূপ। এটি এখনো অক্ষত— দু একটি অংশ ছাড়া। এটি 46 মি বা 150 ফুট উঁচু। এর গায়ে এখনো দেখতে পাবেন নানা জ্যামিতির নকশা। কিভাবে এটি সৃষ্টি হয়েছিল তা জানা যায় না। এর নীচের অংশের ব্যাস 93 ফুট (30 মিটার)। স্তূপের কাছেই যে জৈন মন্দিরটি দেখবেন সেটি 1824-এ নির্মিত (অবশ্য বিখ্যাত জৈনতীর্থ চন্দ্রাবতী বারাণসী থেকে 30 কিমি দূরে।) আরো বহু স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। এর মধ্যে ধর্মরাজিকা স্তূপটি 18 শতকে বারাণসী রাজ জগৎ সিং নিজের প্রাসাদের মালমশলা হিসেবে ব্যবহারের জন্য ভেঙে ফেলেন। কী আশ্চর্য।

ধামেক স্তূপের অনতিদূরে মহাবোধি সোসাইটি 1931-এ মূলগন্ধ কুটি বিহার নির্মাণ করেন। এখানে এই উপ-মহাদেশে তক্ষশীলা, মীরপুরখা, নাগার্জুনকোন্ডায় আবিষ্কৃত বুদ্ধস্মৃতিসমূহ সংগৃহীত হয়ে আছে। প্রখ্যাত জাপানি শিল্পী কোসেৎসু নোসু অঙ্কিত দেওয়াল চিত্রে বুদ্ধের জীবনের নানা কাহিনী (যেমন মারগণ ভয় দেখাচ্ছেন, বুদ্ধের জন্মের আগে মা স্বপ্ন দেখছেন) চিত্রিত। বুদ্ধের উজ্জ্বল মূর্তি শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। নীচে জুতো খুলে রেখে উপরে দেখে আসুন। সেখানে বসে বিশ্রামও নিতে পারেন। এই বিহারের সামনেই রাস্তা পার হয়ে বিড়লা RH ও মহাবোধি সোসাইটির অফিস। বিহারে প্রতিবারে নভেম্বরের পূর্ণিমায় বিশাল বৌদ্ধ সম্মেলনে নানা দেশ থেকে ভক্তেরা যোগদান করেন। কাছেই রয়েছে চীনা মন্দির ও বার্মিজ বিহার। এসব ছাড়াও আপনার ভাল লাগবে খননের ফলে মাটির নীচে আবিষ্কৃত সব ঘরবাড়ির চিহ্ন, বিদ্যালয়গৃহ ও পীঠ যেখানে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যরা উপদেশ দিতেন। এখানেই ছিল অশোক স্থাপিত সেই বিখ্যাত অশোক স্তম্ভটি। এর মসৃণতা বিস্ময়কর। এর শীর্ষভাগ কাছেই যে প্রত্নতাত্ত্বিক মিউজিয়ামটি রয়েছে তাতে সংরক্ষিত। খননের ফলে আবিষ্কৃত তোরণ, নানা মূর্তি, বিশাল ধর্মচক্র সব নিদর্শন সুন্দরভাবে সংরক্ষিত। অশোক স্তম্ভের এই শীর্ষদেশ, যেখানে সিংহের উপরে ধর্মচক্র ছিল (যা ভগ্ন হয়ে গেছে, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ওই ভগ্নচক্র সিংহ মূর্তিগুলিই এখন গৃহীত হয়েছে জাতীয় চিহ্ন হিসেবে) তা আসলে পশুশক্তির উপর ধর্মের বিজয় ঘোষণা করে চলেছিল। এখানে গুপ্তযুগের (3-6 শতক) শিল্পকলার নিদর্শন, অস্ত্রশস্ত্র, পোড়ামাটির কাজ, ব্যবহৃত তৈজসপত্র সবই রাখা আছে। আছে একটি পাথরের বাক্স যার মধ্যে একটি সোনার পাত্রে নাকি অস্থি ছিল। সেই সোনার পাত্র পাওয়া যায়নি। শুক্রবার বন্ধ, অন্যদিন 10.00-17.00 খোলা – দর্শনী ১.৫০। এদের প্রকাশিত পুস্তিকাটিও সংগ্রহ করতে পারেন।

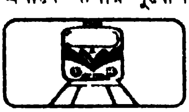
বেনারস থেকেই উৎসাহীরা ইচ্ছে করলে রাজারি দেওদারি জলপ্রপাত, 70 কিমি দূরে চন্দ্রপ্রভা অভয়ারণ্য, সাসারাম, বোধগয়া, পিপরাওয়া, গোরখপুর, কৌশাম্বী, কুশীনগর ঘুরে আসতে পারেন। অবশ্য 8 কিমি দূরে কুশুর্নি জঙ্গলে গিয়ে পিকনিক করার মজাটাও ইচ্ছে হলে উপভোগ করতে পারেন।

অযোধ্যা

সরয় বা ঘর্ঘরা নদীর তীরে অবস্থিত এই বিখ্যাত হিন্দুতীর্থের নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ ও রামচন্দ্রের জীবনের নানা কথা এক সঙ্গে মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় তাঁর 14 বছর বনবাস আর রাবণকে হত্যার কথা, রামের পাদুকাকে সিংহাসনে বসিয়ে ভরতের রাজ্য পালনের কথা। এতরেয় ব্রাহ্মণ, অথর্ব বেদ, রামায়ণ মহাভারত ও নানা পুরাণগ্রন্থে এর উল্লেখ আছে।

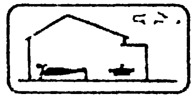
পুরাণে সূর্যবংশ ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদের বিবরণও আছে। জৈন ঐতিহ্যানুযায়ী 24 জন তীর্থঙ্করের মধ্যে 23 জনই ছিলেন ইক্ষ্বাকুবংশীয়। এদের মধ্যে স্বয়ং আদিনাথ বা ঋষভদেব ও অন্য 4 জন অযোধ্যাতে জন্মেছিলেন। এক সময়ে অযোধ্যাকে কোশলও বলা হত। যশোবর্মা, গুর্জর প্রতিহার রাজবংশের পর 1193 এ অযোধ্যা মোগলদের হাতে পড়ে। অনেক পরে বিদ্রোহ দমন সূত্রে সম্রাট বাবর এখানে এসে অল্প কয়েকদিন বাস করেন এবং রামের জন্মস্থান বলে প্রসিদ্ধ 'জন্মস্থান' মন্দিরটির উপকরণ দিয়ে সেখানে একটি মসজিদ যা 'বাবরি মসজিদ' নামে খ্যাত হয় নির্মাণ করেন। এ নিয়ে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দীর্ঘকাল অব্যাহত আছে। 6 ডিসেম্বর 1992 উগ্রহিন্দুদের আক্রমণে মসজিদটি ধ্বংস হয়। সারা বিশ্বে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বহু মানুষ মারা যান। আপাতত সরকার পুনর্নির্মাণ এর পাশে একটি মন্দির রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এখন এই স্থান দর্শন করতে হলে আপনাকে পুলিশের বেষ্টনী পার হয়ে যেতে হবে।

এক সময়ে গুপ্তরাজারা এর শ্রীবৃদ্ধির উদ্যোগ চেষ্টা করেন (3-5 খ্রিস্টীয় শতকে)। অবধ নামে পরিচিত অযোধ্যা অঞ্চল প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় (1857) বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। মুসলমান যুগে অযোধ্যা রাজ্যের রাজধানী ছিল প্রথমে ফৈজাবাদ ও পরে লখনৌ। এখন অযোধ্যা ফৈজাবাদ জেলার একটি শহর। সপ্ত মহাতীর্থের অন্যতম এই শহরে পুণ্যার্থী মাত্র আগমন করেই সর্বপাপ বিমুক্ত হয়ে মোক্ষলাভের অধিকারী হন। বুদ্ধ এখানে 14টি গ্রীষ্ম অতিবাহিত করেছিলেন। আপনিও এখানে আসার সুযোগ নিন।



কেমন করে আসবেন উড়ে এলে লখনৌ (আমৌসি) বিমানক্ষেত্রে নামুন— দূরত্ব 105 কিমি। এলাহাবাদ, গোরখপুর বা বারাণসী বিমানক্ষেত্রে নেমেও আসা যায়। **রেলপথে** **কলকাতা** থেকে এখানে সরাসরি আসতে হলে শিয়ালদহ 11 45-এ ছাড়া জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস ধরে এখানে পরদিন 6 02, হাওড়া থেকে 20 35-এ ছাড়া দুন এক্সপ্রেস এখানে পরদিন 14 18। দিল্লি থেকে 20 30 ছেড়ে সরযূ যমুনা এক্স (সো বু শ) লখনৌ 6 10, অযোধ্যা 9 08 পৌঁছে শাহগঞ্জ-মৌ হয়ে যাচ্ছে দ্বারভাঙা 22 20-তে। আবার দ্বারভাঙা 9 15 ছেড়ে অযোধ্যা 21 33, দিল্লি 11 00টা। মালদায় 20 00টা ছেড়ে ফারাক্কা এক্সপ্রেস অযোধ্যা 16 05 ভিওয়ানি পৌঁছচ্ছে 10 30-এ। এছাড়াও এখানে আসার জন্য ট্রেন পাবেন শতদ্রু এক্স, তাপ্তি-গঙ্গা, শবরমতী, বারাণসী লখনৌ প্যা, বারাণসী বেরিলি এক্স প্রভৃতি।

সড়ক পথে 7 কিমি দূরের ফৈজাবাদ থেকে নিয়মিত বাস যাচ্ছে লখনৌ 115 কিমি, এলাহাবাদ 160 কিমি, গোরখপুর 128 কিমি, বস্তি 62 কিমি, গোণ্ডা 116 কিমি শ্রাবস্তী 109 কিমি, কুশীনগর 183 কিমি বারাণসী 209 কিমি এবং কানপুর 194 কিমি। সেজন্যে ফৈজাবাদ থেকে অযোধ্যা যাওয়াই সুবিধে। এখান থেকে প্রচুর অটোরিক্সাও পাবেন। আগের ট্রেনগুলি ফৈজাবাদেও দাঁড়ায়।



কোথায় থাকবেন এখানে থাকার জন্য পাবেন অনেক ধরমশালা। বিড়লা ধরমশালা, জানকী ভবন, বাল্মীকি ভবন, মানস ভবন, চমনলাল, জানকী মহল, শ্যামসুন্দর, চন্দ্রেশ্বর, জৈন ধরমশালা ছাড়াও আরও রয়েছে এছাড়া আছে RR ও GH। আর আছে উত্তর প্রদেশ পর্যটন দপ্তরের Pathik Niwas Saket (Ph 232435) রেলস্টেশনের কাছেই DAC ৩৫০ DB Cooler ২৫০ DAB ২০০ ডর্মি ৬০।

কী দেখবেন এখানে মন্দির মসজিদ ঘাট পর্বতের স্থান অযোধ্যায় মন্দিরের সংখ্যা প্রচুর। এর মধ্যে 35টি শিবের এবং 63টি বিষ্ণুর মন্দির। উল্লেখযোগ্য হল নাগেশ্বর নাথ, হনুমান এবং দর্শন সিং মন্দির। কথিত আছে রামচন্দ্রের পুত্র কুশ অযোধ্যা থেকে 3 কিমি দূরে সরযূ নদীর তীরে নাগেশ্বরনাথ মন্দিরটি স্থাপন করেন। সরযূ নদীর ঘাটগুলি খুব পবিত্র। এর মধ্যে গুপ্তঘাট খুবই উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মণ বর্জন করার পর রামচন্দ্র এখানে দেহ বিসর্জন করে স্বর্গে যান। এজন্য এখানে পিতৃতর্পণ করেন বহুজনে।

অযোধ্যার সবচেয়ে দর্শনীয় স্থান **হনুমান-গড়ি**। জনশ্রুতি যে, রাম সীতাকে উদ্ধার করে দেশে ফেরার সময় হনুমানও সঙ্গে আসেন এবং এখানে কয়েকদিন বাস করেন। হনুমানের মন্দিরটি তৈরি করে দেন নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং শেষ করেন তাঁর পুত্র মন্ত্রী টিকাইত রাই এর পরামর্শে। কিরীটেশ্বরনাথ শিবমন্দিরটি নাকি সীতার প্রথম আগমন উপলক্ষে মাতা কৌশল্যা নির্মাণ করেন। ত্রেতা-কা মন্দিরের স্থানেই নাকি রামচন্দ্র এক যজ্ঞ করে নিজের ও স্ত্রী সীতার মূর্তি স্থাপন করেন। আমাওয়ান বলে যে মন্দিরটি দেখবেন সেটি সম্প্রতি কালে বিহারের আমাওয়ানের রাজা তৈরি করে দেন। নানা দেবতার মূর্তি আছে বিভিন্ন কক্ষে।

ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে 2 কিমি দূরে রাম জন্মভূমিতে রামচন্দ্র জন্মেছিলেন বলে বিশ্বাস। এই পবিত্র স্থানের পাশেই গড়ে উঠেছে বাবর স্থাপিত বাবরি মসজিদ। আর

একটি আধুনিক শিল্পসম্মত মন্দির হল জনম্ স্থানের কাছেই কনক ভবন বা সোনে-কা ঘর। রামসীতার মূর্তি এখানে পূজিত। মন্দিরটি তৈরি করে দেন টিকমগড়ের রানী। রামঘাট বা স্বর্গদ্বারে রামের শেষ সৎকার হয়, লক্ষ্মণঘাটে লক্ষ্মণ স্নান করেন। সীতাঘাটে সীতার মন্দির আছে। হনুমানগড়ির দক্ষিণে 3টি ঢিবি আছে। প্রথমটি 65 ফুট (20 মিটার) উঁচু, নাম— মণিপর্বত বা ওরাঝর— দেখতে অশোক নির্মিত বৌদ্ধস্তূপের মত। দ্বিতীয়টির নাম সুগ্রীব পর্বত। দুটির মাঝখানে শেঠ ও জব এবং সমাধি আছে। প্রতি বছর এই পর্বতে রামনবমীতে বিশাল উৎসব হয়। কাছাকাছি আছে 24তম জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের মন্দির।

একটি দলের মধ্যে দেখে আসুন নবাব সুজাউদ্দৌলার পিতা নবাব সফদরজং স্থাপিত চমৎকার গোলাপ বাগিচা গুলাববাড়ি 6 কিমি দূরে। সুজাউদ্দৌলার বেগম বহু বেগমের মকবারাটিও একটি চমৎকার বাগানের মধ্যে স্থাপিত দূরত্ব 8 কিমি। 11 কিমি দূরেও একটি সরকারি বাগান রয়েছে। এখানে সব দুষ্প্রাপ্য ধরনের ফলের গাছ রয়েছে। 25 কিমি দূরে ভরতের মামার বাড়ি নন্দীগ্রামে আছে ভরতকুণ্ড। এখানেই রাজা দশরথের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। আর যারা পিকনিক করতে ভালবাসেন তাঁদের জন্যে কয়েকটি জায়গার হদিশ দিই— শহরে রামনগর ধাওয়েরি পার্ক, তুলসী উদ্যান, একটু দূরে গুলাব বাড়ি, সরকারি গার্ডেন, 24 কিমি দূরে বীনাহিতে ঘাঘরা ক্যানেলের পড়ে।

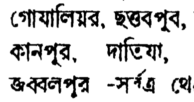
অযোধ্যার জেলা সদর হল ফৈজাবাদ, অযোধ্যা থেকে 7 কিমি দূরে। এখানেই অযোধ্যার নবাবদের প্রাসাদগুলি রয়েছে। এদের মধ্যে দর্শনীয় গুলাব বাড়ি ছাড়া মোতি মহল, খুর্শীদ মহল, দিলখুসা এবং বহু বেগম মকবারা। ফৈজাবাদের প্রাসাদ অট্টালিকাগুলির স্থাপত্যও লক্ষ করবার মত। গুলাব বাড়ি বা তুলসী স্মারক ভোলার নয় তাদের উঁচু বনেদ আর বিশালতা দিয়ে। পাশের গ্রামগুলিতে উপজাতিদের উৎসবগুলিও দর্শনীয়, বিশেষ করে গোণ্ডা জেলার দেবীপত্তন গ্রামে। মুসলিমদের বার্ষিক উরস উৎসবও দর্শনযোগ্য।

ঝাঁসি

উত্তরপ্রদেশের একটি জেলা, তহসিল এবং শহরের নাম ঝাঁসি। 10,062 বর্গকিমি আয়তনের এই শহর সমুদ্র পৃষ্ঠের 600 মিটারেরও বেশি উঁচুতে অবস্থিত প্রধান নদী বেতোয়া বা বেত্রবতী। তালবহত, বাবায়া সাগর, পাঁচওয়ারা, মগরওয়ারা প্রভৃতি কৃত্রিম হ্রদ এখানের সৌন্দর্যের উৎস। জলবায়ু উষ্ণ এবং খুব শুকনো। শীতকালে শিলাবৃষ্টি হয়। চান্দেলা ও বুন্দেলা রাজ শাসিত ঝাঁসি একসময়ে মারাঠাদের অধিকারে আসে। 1817-য় ইংরেজরা পেশোয়া গঙ্গাধরের কাছ থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নেয়। 1857-য় এখানে ও কাল্পী জেলায় দেখা দিল বিদ্রোহের সূচনা। পেশোয়া গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যু হল অপুত্রক অবস্থায় কিন্তু তাঁর বিধবা পত্নী লক্ষ্মীবাঈকে উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করা হল না। রানী তাঁর সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই যুদ্ধেই তাঁর মৃত্যু হয়। ... 1858-য় ঝাঁসির পতন হয় এবং ইংরেজদের শাসন ... সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর বীরত্বের কথা, দেশপ্রেমের কথা আজও ভারতের মানুষের কানে বাজে। ঝাঁসির প্রাচীন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ এখনো দেখতে পাওয়া যায়।



কেমন করে আসবেন : সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর 98 কিমি দূরের গোয়ালিয়র। **রেলপথে** কলকাতা থেকে ঝাঁসি আসতে হলে হাওড়া থেকে 15 15 চম্বল এক্সপ্রেস (আগ্রা) মঙ্গল, বুধ, রবি চেপে এলাহাবাদ মানিকপুর বান্দা হয়ে আসবেন, 15 40, গোয়ালিয়র পৌঁছবেন 17 40, আগ্রা ক্যান্ট 20 00টা। আবার আগ্রা ক্যান্ট 3 50 ছেড়ে হাওড়া পরদিন 6 20। 1159 চম্বল এক্স (গোয়ালিয়র) 15 15 হাওড়া ছেড়ে 15 40। এছাড়া ঝাঁসিতে ট্রেন আসছে আমেদাবাদ, অমৃতসর, বাঙ্গালোর, বিলাসপুর, মুম্বাই, দিল্লি, ফিরোজপুর, ইন্দোর, জব্বলপুর, জম্মু-তাওয়াই, কন্যাকুমারী, লখনৌ, চেন্নাই, ম্যাঙ্গালোর, পুনে, রায়পুর, সেকেন্দ্রাবাদ, ত্রিকবনন্তপুরম, বারাণসী, বিশাখাপত্তনম্-- সর্বত্র থেকে। **বাস আসছে** খাজুরাহো, গোয়ালিয়র, ছত্তরপুর, মাহোবা, দেওগড়, ওরছা, লখনৌ, কানপুর, দাতিয়া, শিবপুরী, ফতেপুর, চিত্রকূট, জব্বলপুর -সর্বত্র থেকে। রেল স্টেশন থেকে বাস স্টেশনের দূরত্ব 3 কিমি। শহরে টাঙা, টেম্পো, সিটি বাস সা... পাবেন।



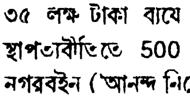
থাকার জন্যে পাবেন UPSTDC-র Hotel Virangana (Ph 2442-402), শিবপুরী রোড, ন্যুমাইশ ময়দান DAC ৬৫০ DB Dlx ৪২৫ DB Cooler ৩২৫, ডর্মি ৭০। রেল স্টেশনের কাছে সিভিল লাইনে Jhansi Hotel, ব্লক A-তে S ১৭৫-২৫০ এবং ব্লক 'B তে S ৩২৫ (খাওয়া সমেত)। এখানেই Ashok Hotel S ২০০ D ৩২৫, প্রকাশ হোটেল, সিভিল লাইন্স (Ph 2443133) S

১২৫-১৭৫, D ২০০-৩২৫। সিপ্রি মার্কেট Sipri Hotel, শিলাজিৎ হোটেল, খাণ্ডোর গেটের কাছে Sri Ram Lodge, PR RWD IB (বিজা EX Eng PWD, Jhansi), CH- সিন্ধি District Magistrate। ধরমশালা নারায়ণ, লোকমান্য, ঝাঁসি, গোপাল সর্বজি মন্দিরের কাছে। স্টেশন রোডে বন দপ্ত, অম্বাওয়ালি, রানী, সিন্ধি— রানীমহলে।

এখান থেকে যেতে পারেন বাবিনা, বারোয়া সাগর (24 কিমি), চাঁদপুর, দাতিয়া, ওর্‌ছা, গুভা, দেওগড় প্রভৃতি স্থান।

আগ্রা

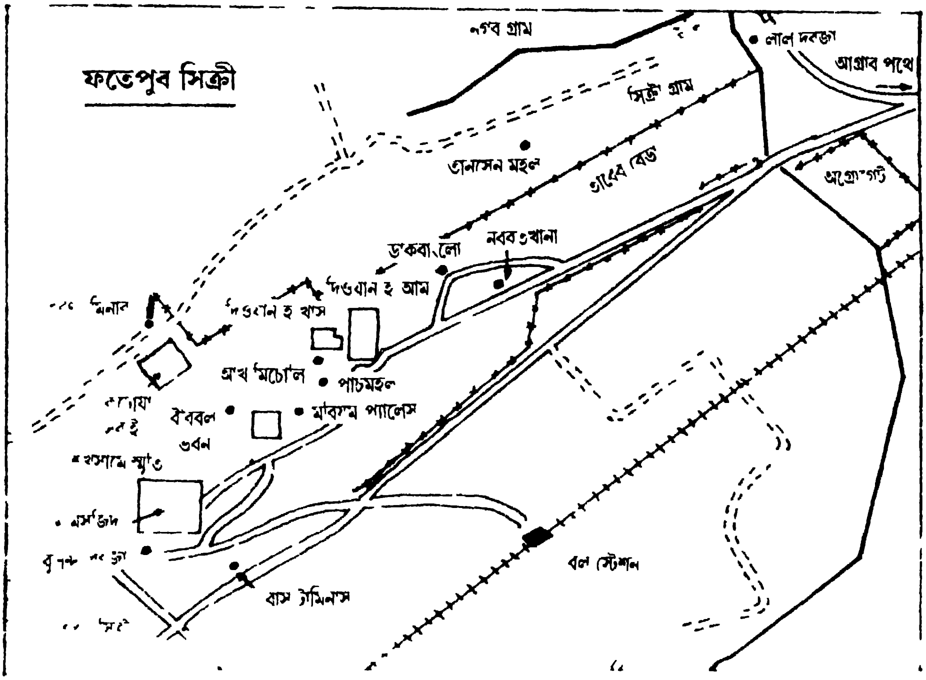
আগ্রা আসলে উত্তরপ্রদেশের একটি রাজস্ব বিভাগ, জেলা এবং জেলা সদর, আয়তন 4820 বর্গকিমি। যমুনার বাম তীরে অবস্থিত পুরনো আগ্রাকে গজনীর সুলতান মামুদ ধ্বংস করে দেন। নানা পালাবদলের পর 1527 সালে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করে বাবর আগ্রা অধিকার করেন। আগ্রাকে প্রথম সাজিয়ে তোলেন শের শাহ। বর্তমান আগ্রা যমুনার দক্ষিণ তীরে স্থাপন করেন আকবর ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুর্গ নির্মাণ, বাংলা ও গুজরাটি স্থাপত্যরীতিতে 500 অট্টালিকা নির্মাণ, কবরোলিতে নগরবইন ('আনন্দ নিকেতন') নির্মাণ, ফতেপুর সিক্রিতে রাজধানী স্থাপন ইত্যাদি আকবরেরই কীর্তি। পুত্র জাহাঙ্গির এবং পরে শাহজাহান আগ্রাকে জগদ্বিখ্যাত করে তোলেন। এখানেই ঔরংজীব অভিষিক্ত হন। বহু হাত বদলের পরে আগ্রা আসে ইংরেজের অধিকারে। আগ্রার দশেরা মেলা, তেজগঞ্জে লালু জগধর মেলা ও সাঁতার উৎসব বিখ্যাত। বোদলা ও বাটেশ্বর মেলা, স্বামীগ্রামের কৈলাস মন্দিরে ও শীতলামন্দিরের মেলায় প্রচুর লোক সমাগম হয়ে থাকে। আর তাজমহল তো পৃথিবীর শুধু সপ্তমাশ্চর্যের অন্যতম নয়, জগতের সমস্ত প্রেমের সমাহিত রূপ- কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল — এ তাজমহল।



কেমন করে আসবেন এখানে IA বিমান আসছে মুম্বাইতে 16 35 ছেড়ে জয়পুরে 18 05 পৌঁছে ও18 35 ছেড়ে 19 15। এটিই ফিরে যাচ্ছে 19 45 ছেড়ে— জয়পুরে 20 25 পৌঁছে মুম্বাই 22 25। দিল্লি থেকে আসছে 12 35 ছেড়ে সোজা 13 05 এবং 13 35 ছেড়ে 14 15 খাজুরাহো, 15 20 বারাণসীতে। আবার বারাণসীতে 15 50, খাজুরাহোতে 16 55 ছেড়ে আগ্রায় পৌঁছে 17 35 ও দিল্লি ফিরে যায় 18 35।

ট্রেন . আগ্রার স্টেশনের সংখ্যা পাঁচ— আগ্রা ফোর্ট, আগ্রা সিটি, রাজা কি মান্ডি, আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট ও ইদগা রেল স্টেশন। এর মধ্যে প্রধান দুটি হল ফোর্ট এবং ক্যান্টনমেন্ট। কলকাতার পর্যটকরা হাওড়া থেকে 9 40 উদয়ন আভা তুফান এক্স ধরে পরদিন 15 15 , চম্বল (আগ্রা ক্যান্ট) এক্সপ্রেস শুধু শুক্রবার, 15 15 হাওড়া হতে ধানবাদ এলাহাবাদ ঝাঁসি হয়ে পরদিন 20 00 আগ্রা ক্যান্ট পৌঁছচ্ছে। এছাড়া দিল্লি এক্স, কালকা মেল, পূর্বা এক্স এ আগ্রা যেতে হলে তুণ্ডলা জংশনে নামতে হবে। সেখান থেকে আগ্রা 27 কিমি। ট্রেন বদল করে যেতে হবে। ক্যান্টনমেন্টে ট্রেন আসছে দিল্লি থেকে 5 30 ছেড়ে পঞ্জাব মেল 8 30, 20 05 ছেড়ে দাদার এক্স 00 50, 10 40 ছেড়ে ঝিলম এক্স 13 47, 21 15 ছেড়ে কর্ণাটক এক্স 23 49, 18 50 ছেড়ে ইন্দোর মালোয়া এক্স 22 07, 6 00 ছেড়ে শতাব্দী এক্স 7 55, 7 15 ছেড়ে তাজ এক্স 9 45, 18 40 ছেড়ে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক এক্স 21 32, 9 55 ছেড়ে মঙ্গলা এক্স 12 28, 4 20 ছেড়ে ছত্রিশগড় এক্স 8 30, 7 05 ছেড়ে উদয়ন আভা তুফান এক্স 12 50, 2406 গন্ডোয়ানা এক্স 14 30 ছেড়ে 16 57 মিনিটে। দিল্লি থেকে দূরত্ব 199 কিমি। পুরনো দিল্লিতে 21 45 ছেড়ে গঙ্গা যমুনা এক্স 22 50, বারাণসীতে 12 45 ছেড়ে গঙ্গা যমুনা এক্স 4 40-এ। মুম্বাইতে 19 10 ছেড়ে পাঞ্জাব মেল 1,344 কিমি পার হয়ে পরের দিন 16 40, অমৃতসরে 8 25 ছেড়ে অমৃতসর-দাদার এক্স 0 40, জম্মু তাওয়াই-তে 21 40 ছেড়ে ঝিলম এক্স 13 42, 22 30 ছেড়ে হিমসাগর এক্স 17 55 ব্যাঙ্গালোরে 18 25 ছেড়ে কর্ণাটক এক্স ওয়াদি হয়ে 08 05, পুরীতে 20 15 টাটানগর 6 00টায় ছেড়ে 1937 কিমি পার হয়ে কলিঙ্গ-উৎকল এক্স 9.30 , বিলাসপুর 13 00 ছেড়ে ছত্তিশগড় এক্স 15 45, হজরত নিজামুদ্দীনে 16 20 ও মথুরায় 18 10 ছেড়ে মহাকোশল এক্স 19 12, জব্বলপুরে 14 35 ছেড়ে এই ট্রেন 6 10, লালকুঁয়াতে 19 10 ছেড়ে কুমায়ুন এক্স আগ্রা ফোর্টে 6 20, পুনেতে 17 35 ছেড়ে ঝিলম এক্স 1401 কিমি পার হয়ে আগ্রা ক্যান্টনমেন্টে 17 15, ভাস্কো-ডা-গামাতে 13 30 ছেড়ে 2779 গোয়া এক্স এখানে 3.05।

সড়ক পথ . কলকাতা থেকে আসানসোল-সাসারাম-কাশী-এলাহাবাদ-ফতেপুর-কানপুর-কনৌজ-বেওয়ার-শেকোযাবাদ হয়ে আগ্রা 1,280 কিমি। দিল্লি থেকে 204 কিমি পার হয়ে ITDC-র বাস আসছে-যাচ্ছে একই দিনে। বাস আসছে মথুরা (54), ভরতপুর (55), গোয়ালিয়র (118), জয়পুর (230), কানপুর (290),



হৃষিকেশ (373), লখনৌ (369) এলাহাবাদ (483) হরিদ্বার (604) বেনারস (605) ছাড়াও আলিগড়, ফতেপুর সিক্রি, ঝাঁসি প্রভৃতি স্থান থেকে।

কনডাকটেড ট্যুরের বাস পাবেন তাজ এক্সপ্রেসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট থেকে এই বাস ছাড়ে 10 30 নাগাদ, সব ঘুরে ফিরে আসে 18 30 মিনিটে। দুপুরে খাবার আগে ঘুরিয়ে আনবে ফতেপুর সিক্রি ও খাওয়ার পরে আগ্রা ফোর্ট ও তাজমহল দেখায়।

অ্যাটেনশন প্লীজ AC এবং প্রথম শ্রেণীতে যারা আগ্রা যাবেন তাঁরা ট্রেনে এবং বাসে ভ্রমণের জন্য রিজার্ভেশনের ব্যাপারে Northern Railway Reservation Office, State Entry Road, Connaught Place, New Delhi আসুন। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা রিজার্ভেশন পাবেন নিউ দিল্লি স্টেশনে। যাঁরা আগ্রা থেকে আসবেন তাঁরা আগ্রা ক্যান্টন-এর এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাউন্টার থেকে রিজার্ভেশন করাতে পারবেন। রিটার্ন টিকিটের রিজার্ভেশন দু দিন পর্যন্ত বহাল থাকে। UPSTC সোমবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল 9 00 ছেড়ে 10 30 ডিলাক্স বাস নিয়ে যাচ্ছে আগ্রায়। আগ্রায় এটি ছেড়ে আসে 18 30 । ভাড়া ৭২, শিশু ৬০। A/C বাস ছাড়ে 7 20 দিল্লি আর আগ্রার মাঁরস হোটেল থেকে 16 35 ছেড়ে দিল্লিতে 21 00। দিল্লিতে ছাড়ে ম্যারিডিয়ান রোডে কনট সার্কাস এর L ব্লকের 6 নং জীবন মানসন থেকে। দেখাচ্ছে সিকান্দ্রা, আগ্রা দুর্গ, তাজমহল। শুক্রবার কোনো দর্শনীয় স্থানেই প্রবেশ মূল্য লাগে না বলে বাস ভাড়া কম লাগে।



কোথায় উঠবেন এখানে আগ্রাতে বিশ্বজুড়ে পর্যটকেরা আসছেন। তাই পয়লা নম্বরের দামী হোটেল থেকে সাধারণ পর্যটকের জন্য হোটেল ও অন্যান্য আবাসস্থল রয়েছে। **খুব দামি হোটেল** Taj View (Ph 2361171) ৩৬০০ ১৫০০০— বেড়ানো, পান-ভোজন ভিডিও, সাঁতার কাটা সমেত ফতেহাবাদ রোডে, Welcom Group-এর 6-B ম্যাল রোডে Mughal Sheraton (Ph 2361701) SAC ৫০০০, DAC ৭০০০, 54 তাজ রোডে Hotel Clarks Shiraj (Ph 2361421) R 145, SAC ৩৬০০, DAC ৫৭০০ থেকে, ফতেহাবাদ রোডে Galaxy Hotel (Ph 2361171) H-105 SAC ১০৫০, DAC ১৩৫০, স্যুইট ২১০০ থেকে, এখানেই Hotel Mansingh (Ph 2361771) R-40 SAC ১৮০০-১৮৫০, D ২১৫০-২৫৫০, Hotel Agra Deluxe (Ph 2267330) ৬৫০-১৩০০ মধ্যে, এখানেই Hotel

Mayur Tourist Complex (Ph 2360302) R-34 S ৫৫০, D ৭৭৫, SAC ৭৯০, DAC ৯১০, এখানেই ITDC-র Agra Ashok, (Ph 2361223) SAC ২১৫০, DAC ৪৫৫০, তালগঞ্জ রোডে Holiday Inn SAC ৬৭৫, DAC ৭৯০, 137 স্টেশন রোডে Grand Hotel, R-31 (Ph 2364014) S ৮০০, D ৯০০ SAC ১১২৫, DAC ১৪২৫ , 3 তাজ রোডে Jaiswal Hotel, R-17 SAC ৪০০, ৫৫০, DAC ৫৫০-৮০০, ফতেহাবাদে Hotel Amar (Ph 2360695), SAC ৯০০, ১৩৫০ DAC ১২৫০, ১৭৫০। এতো গেল দামি হোটেলের কথা। ২৭৫, ৩৫০ মধ্যে হোটেলও আছে প্রচুর। কলকাতার পর্যটকদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিপি টোলার The Calcutta Hotel (Ph 2364347)। এছাড়া কারিয়াপ্পা রোডে Agra Hotel, ক্যান্টনমেন্টে 263 স্টেশন রোডে Hotel Ranjit (Ph 2364446), R-18, ম্যালে Hotel Tourist, R-15, প্রতাপপুরায় India Hotel, R-12, মহাত্মা গান্ধি রোডে Imperial Hotel (Ph 2364500), রাজা কি-মান্ডি রেল স্টেশনে UPSTDC-র Tourist Bunglow (Ph 235 0120 2351720) DAC ৯০০ AC ৮০০ DB Cooler ৫৫০ DAB ৪৫০ ডর্মি ৭৫, এবং তাজগঞ্জে Hotel Taj Khema (Ph 2330140) DAC Dlx ১৯০০ DAC ৯০০, DB Cooler ৭০০, ইত্যাদি। S ২২৫, নীচে, দিল্লি গেটে Ashoka Hotel, ম্যালে Agra Catress রাযগঞ্জ রোডে Bengal Lodge, Gobardhan Hotel, Jaggi Hotel, দিল্লি গেটে Empress Hotel বাস স্টেশন এর 1/2 কিমি মধ্যে ছিপি টোলায় বাঙালি হোটেল The Calcutta Hotel ইত্যাদি। আর আছে ফতেপুর সিক্রিতে Archaeological RH, RR ইত্যাদি। YH আছে Sanjay Place M G Road, Agra-282002, শয্যা প্রতি ২০, (বিজা ওয়ার্ডেন, Ph 2354462), কিন্তু দ্রষ্টব্য স্থানগুলি থেকে অনেক দূরে।

ধরমশালা গযাপ্রসাদ বিহারীলাল, আর্বাব বিশ্বম্ভরনাথ (আগ্রা সিটি রেল স্টেশনের সামনে) এবং রাজা-কি-মান্ডি স্টেশনের বিপরীতে প্রতাপচাঁদ জৈন, সুন্দরলাল জৈন, ফকিরচাঁদ ধরমশালা ইত্যাদি।

কী দেখবেন এখানে তাজমহল সম্রাট শাহজাহান পত্নী মমতাজমহলের সমাধি। মার্বেল পাথরের এই স্বপ্নের স্থপতি টিটানস আর রূপকার শাহজাহান। অবশ্য তাজের স্থপতি কে এ নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন জেরনিমো ভেরনেও অথবা ওস্তাদ ঈশা। ওস্তাদ আহমদ লাহোরির নামও এই তালিকায় উচ্চারিত হয়। পার্সি ব্রাউনের মতে তাজ দিল্লির খান ই-খানানের সমাধির আদর্শে নির্মিত আর এই সমাধি নির্মিত হয় হুমায়ুনের সমাধির আদর্শে। তবে তাজেই ঐসলামিক স্থাপত্যের চরম বিকাশ ঘটেছে সন্দেহ নেই।

সম্রাট শাহজাহান প্রিয়তমা পত্নী আর্জুমন্দ বানু বেগমের (ইনিই পরে মমতাজমহল) সমাধির জন্য এই তাজমহল 1633-53 অর্থাৎ 21 বছর ধরে নির্মাণ করান। পাদিশাহনামা অনুসারে এটি তৈরি করতে খরচ হয় ৫০ লক্ষ টাকা। অন্য একটি হিসাবে ৪,১১,৪৮,৮২৬ টাকা ৭ আনা ৬ পাই। এর প্রধান তোরণটি লাল বেলেপাথরের তৈরি এবং নীচে থেকে 100 ফুট (31 মিটার) উঁচু। এর উপরে উত্তরে ও দক্ষিণে 11টি করে 22টি ছত্রী ও তার পাশে চারটি সরু মিনার ও চারকোণে 'কর্ণকূট' আছে। তোরণ মুখে আরবি ভাষায় লেখা। এটি দিয়ে ঢুকলেই দেখতে পাবেন একটি আটকোণা ঘর, তার ধনুকাকৃতি ছাদের মাঝখান থেকে একটি পারস্য দেশের বাতি ঝুলছে। এটি দান করেন লর্ড কার্জন। প্রধান স্মৃতিসৌধটি দুটি উঁচু বেদির উপর অবস্থিত। প্রথমটি 4 ফুট (1 2 মিটার) উঁচু, লাল বেলেপাথরের তৈরি দ্বিতীয়টি মার্বেল তৈরি। এই মর্মর বেদিকার চারদিক থেকে 4টি মিনার উঠেছে। প্রত্যেকটি মিনার বেদি থেকে 137 ফুট (42 মিটার) উঁচু। এর 3টি তল ও মোট 154টি (47+49+58) ধাপ আছে। মূল স্মৃতিসৌধটি মর্মর বেদিকার ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। এটি 108 ফুট (34 মিটার) উঁচু চারকোণে চারটি গম্বুজ এবং মাঝে 187 ফুট (58 মিটার) উঁচু বিরাট গম্বুজ। এর চূড়াটি সোনালি।

সৌধের মাঝখানে একটি আটকোণা ঘর সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সমাধিগৃহ। মমতাজের সমাধি মর্মর গৃহের ঠিক মাঝখানে। সম্রাটের সমাধি একটু তফাতে ও উঁচুতে। সমাধি দুটির চারদিকে 8 ফুট (2 5 মিটার) উঁচু মার্বেলের জালির কাজ। এর 8টি পাশ আছে। সে যে কী অনবদ্য কাজ না দেখলে বোঝানো যাবে না। চিরঞ্জিলাল, ছোটেলাল, মন্নুলাল, মনোহর সিংহ এর হাতের স্পর্শ এতে রয়ে গেছে। চোদ্দ সন্তানের জননী রূপসী মমতাজ শেষ সন্তানটি প্রসব করতে গিয়ে মারা গেলেন বুরহানপুরে। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয় 6 মাস পরে নিয়ে আসা হয় আগ্রায়। পরে শাহজাহানের মৃত্যু হলে তাঁকেও সমাধিস্থ করেন পুত্র ঔরংজীব মায়ের পাশে।

যমুনা বয়ে চলেছে সামনে। সৌধে সমগ্র কোরানের বাণী। রঙ-বেরঙের 35 ধরনের পাথর। প্রেমের বৈচিত্র্য। জালি পরদার ভিতর দিয়ে সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর কবরে এসে পড়ে দিনের রবিকর, রাতের জ্যোৎস্না; পূর্ণিমা রাতে জ্যোৎস্না-প্লাবিত তাজমহল—সে একটি কবিতা। তাই অন্যদিন তাজসূর্যোদয় থেকে রাত 10টা পর্যন্ত খোলা থাকলেও

পূর্ণিমার আগের দু-দিন ও পরের দু দিন বন্ধ হয় রাত 12টায়। নিঝুম রাতের জ্যোৎস্না স্নাত এ এক একটি সনেট তাজের দর্শনী ১৫, শুক্রবার ছুটি।

আগ্রা দুর্গ এই প্রাসাদ দুর্গটি আকবর তৈরি করান 1556 এ। তবে এখন যে রূপ দেখছি তাতে পুত্র জাহাঙ্গির এবং পৌত্র শাহজাহানের অবদান কম নয়। এর চারপাশের দেওয়াল শক্ত বেলেপাথরে তৈরি আর 21 মিটার (70 ফুট) পর্যন্ত উঁচু। কোথাও কোথাও 1 5 মাইল (2 কিমি) অবধি চওড়া। ভিতরে কত স্মৃতিসৌধ। আবুল ফজলের মতে এর সংখ্যা ছিল 500— কিন্তু কটিই বা টিকে রয়েছে। নাদির শাহ, মারাঠি আক্রমণ তো কম যায়নি এর উপর দিয়ে। আগে এর 4টি তোরণ ছিল দিল্লিগেট, অমর সিং গেট, ওয়াটার গেট এবং দর্শনী দরওয়াজা। এখন দর্শকের জন্য শুধু অমর সিং গেটটি খোলা।

ভিতরে দেখুন সাদা মার্বেলে তৈরি সম্রাটের নিজস্ব মহল দেওয়ান ই খাস। শাহজাহান দেওয়ান-ই আম বা দরবার কক্ষটি তৈরি করান 1627 খ্রিস্টাব্দে। এর মেঝে এবং ছাদ লাল বেলেপাথরে নির্মিত, স্তম্ভে পঙ্খের কাজ এত সুন্দর যে মনে হয় মার্বেল। ব্যালকনিতে বসে সম্রাট প্রজাদের অভিযোগ শুনতেন। এর কাছেই মুসম্মন বুরুজ বা জসমান প্রাসাদ। এখানেই বন্দী অবস্থায় জীবনের শেষ বাট দিন আবদ্ধ ছিলেন শাহজাহান আর শুধু আরশি দিয়ে দেখতেন প্রিয়তমা মমতাজের সমাধি। জাহাঙ্গির মহলের স্থাপত্যে মিশেছে হিন্দু ও সেরাসেনিক শৈলী। এর সূক্ষ্ম পাথরের কাজ বিস্ময় সৃষ্টি করে। দেওয়ালে একদা ঝুলত উজ্জ্বল রঙিন ও সোনার ছবি। 260 ফুট × 288 ফুট (80 × 90 মিটার) আয়তনের এই মহলের দু-কোণে দুটি বিশাল স্তম্ভ। মাঝখানের চত্বরটি ছিল 76 ফুট ×176 ফুট (23 × 23 মিটার) প্রশস্ত- চার পাশে দোতলা অট্টালিকা। মোতি মসজিদে বয়ে যায় যেন মুক্তোর ঢেউ- সারা ভারতে এমন সুন্দর মসজিদ আর আছে কিনা সন্দেহ। একদা এখানে ছাদ থেকে সোনার শিকল দিয়ে ঝোলানো থাকত এক বিশালাকৃতি বহুমূল্য মুক্তা। অদূরে শ্বেতপাথরের নাগিনা মসজিদ ও তার দক্ষিণ পূর্ব কোণে মচ্ছিভবন। দুর্গের অদূরে আগ্রা ফোর্ট স্টেশনের উল্টোদিকে দেখে আসুন বেগম জাহানারার তৈরি জামি মসজিদটি—সেটিও কম সুন্দর নয়।

ইতমদ্-উল-দৌলার কবর: আগ্রা সিটি স্টেশন থেকে 1 5 কিমি, তাজমহল থেকে 6 2 কিমি দূরে রয়েছে সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের পিতার সমাধি। ইনি জাহাঙ্গিরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর কন্যা নুরজাহান নিজে এই সমাধিভবন নির্মাণ করান। পারসীয় মোজেক দিয়ে তৈরি এ ধরনের সমাধি ভারতে এই প্রথম। সমস্ত সৌধটি মর্মরে নির্মিত এবং ভিতরে বাইরে জ্যামিতিক ছাঁদে এমনভাবে শিল্পিত যে মনে হয় তাজের চেয়েও এটি সুন্দর। এর প্রধান প্রবেশপথটি দোতলা এবং লাল বেলেপাথরের উপরে মোজেক করে দারুণ ভাবে তৈরি। মূল সমাধি 150 ফুট (46 মিটার) উঁচু এক বেদিতে স্থাপিত। সবটাই শ্বেতমর্মরে সূক্ষ্ম জালির কাজে পরিপূর্ণ। এর চার কোণে দোতলা অষ্টকোণাকৃত চারটি স্তম্ভ মাঝখানে চমৎকার একটি ডোম। মেঝেও মর্মর নির্মিত, দেওয়ালে পবিত্র কোরানের বাণী। জানলায় জালির কাজে লতা পাতা কুঁড়ির আশ্চর্য সমন্বয়। ইতমদ উদ দৌলা থেকে 1 কিমি দূরে চিনি-কা রৌজায় ঘুরে আসুন। এখানে আছে শাহজাহানের প্রধানমন্ত্রী ও কবি আফজল খাঁ এবং তাঁর বেগমের সমাধি। 1639-এ তিনি লাহোরে মারা যান এবং মৃত্যুর আগে নিজেই এই সৌধ তৈরি করান।

সিকান্দ্রা: আগ্রা থেকে 10 কিমি উত্তরে সিকান্দ্রা। 1492-এ লোদী অধিপতি সিকান্দর লোদী এটি অধিকার করেন তাই তাঁর নামানুসারে এই নাম। এখানেই রয়েছে আকবরের সমাধি - কবির ভাষায় "এইখানে মোগলের মুকুট রতন, শয়ান শান্তির মাঝে, পথিক সুজন/নেহারিবা এ সমাধি ভক্তিপ্লুত মনে, সম্ভ্রমে নোয়ায় শির হৃদয় রতনে'। এ সমাধির পরিকল্পনা ছিল স্বয়ং আকবরের, তবে সম্পূর্ণ করেন পুত্র জাহাঙ্গির। 25 ফুট (8 মিটার) উঁচু দেওয়াল দিয়ে চার গেটওয়ালা এক বিশাল বাগানের মধ্যে এটি স্থাপিত। প্রধান তোরণটি দক্ষিণমুখী। 74 ফুট (23 মিটার) উঁচু লাল বেলেপাথরে তৈরি এই স্মৃতিসৌধের চারকোণে চারটি শ্বেতমর্মর নির্মিত 93 ধাপওয়ালা মিনার। মোগলদের গৌরবের দিনে প্রধান তোরণটি ছিল চন্দন কাঠের তৈরি, এর ছাদ তৈরি হয়েছিল রুপো দিয়ে—তাতে সোনার কাজ। সবই বিনষ্ট হয়ে গেছে 1857-র স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং জাঠ আক্রমণে। 496 ফুট × 496 ফুট (154×154 মিটার) বিশাল এক চত্বরে 30 ফুট (9 মিটার) উঁচু বেদির উপর মূল সমাধিটি স্থাপিত। 5 তলা এই সৌধের প্রতিটি তলা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে এসেছে আকারে। সৌধের ভিতও 339 বর্গফুট (32 বর্গমিটার)। প্রত্যেকটি তলায় খোলা বারান্দা। মাঝের তিনটি তলার রঙ লাল। একেবারে উপরেরটি সাদা মার্বেলে। এ থেকে বোঝা যায় আকবর কতটুকু এবং জাহাঙ্গির কতটুকু তৈরি করে দিয়েছিলেন। এর সামনে এখন চামড়া, মর্মর, হস্তীদন্ত ও নানান হস্ত শিল্পের বিপণি বসেছে। পর্যটকেরা অভিজ্ঞান হিসেবে কিনে আনছেন সে সব। খোলা থাকে সকাল থেকে সন্ধে। শুক্রবার ছাড়া অন্যদিনগুলিতে দর্শনী লাগে।

ফতেপুর সিক্রি

আগ্রা থেকে 37 কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে এটি একদা ছিল আকবরের আনুষ্ঠানিক রাজধানী 14 বছরের মধ্যেই এটি পরিত্যক্ত হয়। এখানে দুর্গ ও প্রাসাদগুলি রক্তবর্ণের বেলেপাথরে তৈরি। প্রধান তোরণদ্বার 54 মিটার উঁচু, আকবরের দক্ষিণ ভারত অভিযানের সাফল্যের স্মারক। এর মধ্যে সর্বোত্তম শিল্পকীর্তি সেলিম চিস্তির সমাধির হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ প্রতিফলিত। শহরটি 1569 74 মধ্যে নির্মিত। পাথরে জায়গা, চারপাশে পরিখা। ভিতরে জলাধার অট্টালিকা উদ্যান প্রমোদকুঞ্জ, স্নানাগার, মসজিদ, স্মৃতিসৌধ সবই। এখানে বিশেষ করে দেখার হল **দেওয়ান ই আম** সম্রাটের সিংহাসন, রাজমহিষীরা যেখানে বসতেন, **দেওয়ান ই খাস** সবচেয়ে কারুকার্য সমন্বিত তুরস্ক সুলতানের বাসগৃহ, বৌদ্ধ অনুকরণে নির্মিত পাঁচতলা প্রমোদভবন পাঁচমহল, অম্বর মহিষীর বাসগৃহ মরিয়ম গৃহে দেখুন বারান্দার গায়ে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ও দেয়ালে কবি ফৈজীর কবিতা ও শিল্পকলার বিন্যাস, সবচেয়ে বড় প্রাসাদ **যোধাবাঈ** প্রাসাদ, বীরবল প্রাসাদ জলাশয়ের তীরে 18 মিটার উঁচু **হিরণ মিনার**— এখানে থেকে সম্রাট শিকার করতেন। সর্বোত্তম স্থাপত্যকীর্তি **জামী মসজিদ** এর দক্ষিণের তোরণ বুলন্দ দরওয়াজা ও পূবের তোরণ বাদশাহী দরওয়াজা নামে খ্যাত, এখানে একসঙ্গে দশ হাজার ধর্মার্থী নমাজ পড়তে পারেন। শ্বেতমর্মরে কারুকার্যখচিত শেখ সেলিম চিস্তির সমাধি (1571)। আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বাসে চড়ে এখানে আসুন। ইদগা স্ট্যান্ড থেকে বাস ছাড়ছে সকাল 7 30 থেকে আধ ঘণ্টা অন্তর। ফতেপুর থেকে শেষ বাস 18 30 ছেড়ে আগ্রা আসে। ভাড়া ৫্। মনে রাখবেন শাহী দরওয়াজা হল মূল প্রবেশ পথ। বুলন্দ দরওয়াজা নয়। এখানে আপনি সরকারি গাইড পাবেন। দেখতে যেতে পারেন **রাধাস্বামীর সমাধিও** আগ্রা সিটি থেকে 6 কিমি দূরে।

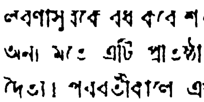
থাকার জন্য রয়েছে রাজ্য পর্যটনের গুলিস্তান ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স (Ph 288 2490) DAC ৯০০্ DB Cooler ৫৫০্ (এপ্রিল সেপ্টেম্বর ভাড়া হ্রাস কম)।

দয়ালবাগ : এখানেই রয়েছে রাধাস্বামী সৎসঙ্গ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী স্বামী মহারাজের সমাধি মন্দির **স্বামীবাগ মন্দির**। স্বামীবাগ কথাটির অর্থ পরম প্রভুর উদ্যান। সাদা ও গোলাপি পাথরের সঙ্গে হলুদ, সবুজ ইত্যাদি নানা রঙের মোজাইক পাথর ব্যবহার করে এই মর্মর মন্দিরটিকে এক অপূর্ব রূপ দেওয়া হয়েছে। মন্দির গাত্রে খোদিত পদ্ম, অশোক, পেঁপে, আঙুরলতা প্রভৃতি প্রায় জীবন্ত। এই সমাধির কাছেই রয়েছে রাধাস্বামী সম্প্রদায় স্থাপিত আত্মনির্ভর কলোনি দয়ালবাগ। এদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবই আছে। এদের উৎপাদিত চর্ম, বস্ত্র ও দুগ্ধ শিল্প সুবিখ্যাত। দেখার মত একটি আদর্শ জায়গা। খোলা থাকে 8 00 17 00টা। দেখুন তাজ থেকে 10 কিমি দূরে বাবরের হাতে তৈরি **রামবাগ**— একদা যা আরামবাগ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

মথুরা

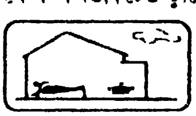
আগ্রা থেকে মথুরা জেলার প্রধান শহর। যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরে আগ্রা দিল্লি সড়কের ওপর চন্দ্রাকারে অবস্থিত। প্রবৃদ্ধের জন্মভূমি বলে এর প্রচুর গৌরব। বেদে এর উল্লেখ নেই, তবে রামায়ণ মহাভারতের যুগে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি পায়। নানা নামে এটি বিভিন্ন সময় পরিচিত হয়েছে মধুপুরী, মধুবন, মথুরা, মদুরা, মোহপুর ইত্যাদি। রামায়ণ ও বিষ্ণুপুরাণ মতে মধুপুত্র লবণাসুরকে বধ করে শত্রুঘ্ন এই মথুরাপুর স্থাপন করেন। অন্য মতে এটি প্রতিষ্ঠা করেন হিরণ্যকশিপুর পুত্র মধু দৈত্য। পরবর্তীকালে এখানের রাজা হন কংস। তারই কারাগারে জন্ম নেন কৃষ্ণ। পরে কৃষ্ণ কংসকে বধ করে এর রাজা হন। তবে জরাসন্ধের ক্রমাগত মথুরা আক্রমণে মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় গিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাণে মথুরাতে দ্বাদশ বন ছিল বলে উল্লেখ রয়েছে মধু, কুমুদ, কাম্যক, খাদির, তাল, বহুল, বিল্ব, বৃন্দাবন, ভদ্র ভাণ্ডীর, মহাবন ও লৌহজঙ্ঘ। এখনো পুণ্যার্থীরা এগুলি দেখে আসেন।

গৌতম বুদ্ধ প্রায়ই এখানে আসতেন। এখানেই রাজকুমার থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হন যিনি সেই উপগুপ্তের কাছে অশোক দীক্ষা নেন। এ সময়ে বহু বৌদ্ধ স্তূপ নির্মিত হয়। পরে বৌদ্ধপ্রভাব কমে হিন্দু প্রভাব বাড়তে থাকে। চৈতন্য সমসাময়িক যুগে আবার মথুরা প্রাণবন্ত হয়।



কেমন করে আসবেন আগ্রা থেকে 56 কিমি এবং দিল্লি থেকে 145 কিমি দূরের মথুরাতে আসার জন্য কলকাতা থেকে সরাসরি ট্রেন পাওয়া যায়। দিল্লি মুম্বাই মেন লাইনের একটি উল্লেখ্য স্টেশন মথুরা। **নিউ দিল্লি** থেকে ট্রেন আসছে 7 05 ছেড়ে উদয়ন আভা তুফান এক্স 10 54, **হাওড়া থেকে** এই ট্রেনই 9 40 ছেড়ে এক রাত্রি কাটিয়ে পরের দিন 16 50।

বারাণসীতে 12 45 ছেড়ে গঙ্গা যমুনা এক্স 6 00। নয়া দিল্লি থেকে আরো ট্রেন আসছে— 5 30 ছেড়ে পঞ্জাব মেল 7 37, 20 50 ছেড়ে দাদার এক্স 23 34, 10 50 ছেড়ে ঝিলম এক্স 12 44, 7.15 হজরত নিজামুদ্দিন ছেড়ে তাজ এক্স 8 57, 18.40 ছেড়ে জিটি এক্স 20 37, 11 30 ছেড়ে কেরালা এক্স 13 24, 9 55 ছেড়ে মঙ্গলা এক্স 11 40, 4 20 ছেড়ে ছত্তিশগড় এক্স 7 25 এবং 17 00 ছেড়ে পশ্চিম এক্স 19 15 তে। মুম্বাই সি এস টি 19 05 ছেড়ে পঞ্জাব মেল পরদিন 17 36। বান্দ্রায় 22 25 ছেড়ে দেরাদুন এক্স 2 10, 7 25 ছেড়ে ফিরোজপুর জনতা এক্স 9 15, 21 30 ছেড়ে গোল্ডেন টেম্পল মেল 16 30, 8 20 ছেড়ে জম্মু-তাওয়াই এক্স বিশাখাপত্তনম্ এ 4 00 ছেড়ে সমতা এক্স বুধবার 14 00। হজরত নিজামুদ্দিনে 16 20 ছেড়ে 139 কিমি পার হয়ে মহাকোশল এক্স 18 10। জব্বলপুরে 14 35 ছেড়ে এই ট্রেন 7 18 মথুরায়। আগ্রা ফোর্টে 22 05 ছেড়ে কুমায়ুন এক্স 23 40, লালকুঁয়ায় 19 10 ছেড়ে এই ট্রেন মথুরায় 3 30 মিনিটে। লখনৌতে 18 20 ছেড়ে 5313 কানপুর লিঙ্ক এক্স 7 10 এ। মরধর এক্স 23 10 ছেড়ে 6 40। দিল্লি ছাড়া উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও হরিয়ানার বিভিন্ন শহর **সড়ক পথে** মথুরার সঙ্গে যুক্ত। দিল্লি, আগ্রা, ভরতপুর থেকে নিয়মিত বাস আসছে এখানে। স্থানীয়ভাবে টাঙা, রিক্সা ও ট্যাক্সি পাবেন। দিল্লি থেকে কন্ডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা আছে।



কোথায় উঠবেন : তীর্থ করতে এসে বাসস্থানের নিরাপত্তা একটা বড় ব্যাপার। মথুরা সিভিল লাইন্সে UPSTC-র Tourist Bunglow Hotel Kadamba (Ph 2407822) SAB ১০০ DAB ২৫০ DAC ৫২৫ DB Cooler ৪০০। এছাড়া জনপ্রতি মাত্র ৫০ টাকায় ডর্মিটরিতে বা ১৭৫-২৫০ মধ্যে বাসস্থানগুলির মধ্যে রয়েছে দিল্লি থেকে 195 কিমি দূরে বরসনাতে 20 শয্যার TB, দিল্লি থেকে 153 কিমি দূরে গোকুলে 20 শয্যার TB, দিল্লি থেকে 169 কিমি দূরে রাধাকুণ্ডেও রয়েছে UPSTDC-র 20 শয্যার TB। সিভিল লাইনস-এর TB সাতদিন আগে পুরো টাকা পাঠিয়ে রিজার্ভ করে নিন (রিজা ম্যানেজার TB, Mathura অথবা Instant Reservation Centre, 36 Janpath, Chandralok, New Delhi)। কম খরচে থাকার একটি ভাল জায়গা Internationl Guest House, শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমির পাশেই। S ৭৫-১০০ DAB ৭৫-১৭৫ DAC ২৫০-৩২৫। দামি জায়গা Hotel Madhuvan (Ph . 2404064) S ৩৭৫ D ৪৭৫ SAC ৫২৫ DAC ৬৯০। হোটেল আছে— Hotel Brij Bihar ১২৫ ৩০০, Mohan Hotel R 15 ১০০-১৭৫, বাঙালি ঘাটে Agra Hotel ১৮০ ৩০০, ডাম্পিয়ার নগরে Mayur TL ১২৫ ৩০০, দিল্লি রোডে Nepal Hotel ১০০-২৫০ ইত্যাদি। আছে FRH, PWD IB, RR ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং অজস্র ধরমশালা।

কী কী দেখবেন এখানে : মথুরার সবচেয়ে আকর্ষণীয় মন্দিরটি অবশ্য প্রাচীন নয়, আধুনিক। তার নাম **গীতা মন্দির**। শহরের প্রান্তে অবস্থিত এই মন্দিরের খোদাই কাজ এবং চিত্রাবলি মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। গীতা স্তম্ভের গায়ে সমগ্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকগুলি পুরোপুরি খোদাই করা আছে। দেখে আসুন **শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি**, 1814-য় শেঠ গোকুলদাস নির্মিত **দ্বারকাধীশের মন্দির** শহরের মাঝখানে। এটিই শহরের প্রধান মন্দির। হোলি, জন্মাষ্টমী এবং দীপাবলীর সময় মন্দিরকে দারুণ করে সাজানো হয়। এই বছরেই শেঠ গোকুলদাস বাঁধিয়ে দেন **বিশ্রাম ঘাট**। এখানেই কৃষ্ণ কংসকে নিহত করার পর এসে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সকাল সন্ধ্যায় এখানে আরতি হয়।

দ্বারকাধীশ মন্দিরের কাছেই **জামা মসজিদ**। 1661 খ্রিস্টাব্দে 4টি বিশাল মিনারওয়ালা এই মসজিদটি নির্মাণ করেন আবো ইন নবীব খান। অনেকের মতে এটিই কৃষ্ণের আদি জন্মভূমি। এর কাছেই ছিল কংসের কারাগার। অসম্ভব নয়। সুলতান মামুদ 1017 খ্রিস্টাব্দে এই মথুরা লুণ্ঠন করে হিন্দু মন্দির থেকে 25,000 পাউন্ডের (11,000 কেজির) 5টি সোনার বিগ্রহ নিয়ে যায়। আর একটি মূর্তি ছিল 1,120 পাউন্ড (510 কেজি) ওজনের সোনার তৈরি, তাতে একটি নীলা ছিল 3½ পাউন্ড ওজনের। সিকন্দর লোদিও লুণ্ঠন চালান। তিনি বিজয়সেনের নির্মিত মন্দির ধ্বংস করেন। বীরসিংহের মন্দির ধ্বংস করে ঔরংজেব স্থাপন করেন ইদগা। এর একাংশে আছে কেশবদেবের একটি ছোট মন্দির ও কৃষ্ণ চবুতরা। কাছেই গড়ে উঠেছে ভগবত ভবন। যমুনা ঘাটের কাছেই সতী বুরুজ। বিহারী মল্লের স্ত্রী এখানে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যান। যমুনার ধারেই স্বামী ঘাটের কাছে কংসকেল্লা। ডাম্পিয়ার পার্কে আছে একটি চমৎকার সরকারি প্রত্নতাত্ত্বিক মিউজিয়াম। গুপ্ত ও কুষাণ যুগের (400-1200 খ্রিস্টাব্দ) বহু নিদর্শন এখানে রয়েছে। সব পর্যটকই এখানে একবার ঘুরে যান। প্রতি সোমবার ও ছুটির দিন বন্ধ। **সতর্কতা** · পাণ্ডাদের অত্যাচার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলুন। মথুরা থেকেই এবার **ব্যবস্থাপিত সফরে** ঘুরে আসুন একে একে নীচের জায়গাগুলি।

বৃন্দাবন

মথুরা থেকে 10 কিমি উত্তরে— বাসে, টাঙায় বা ছোট লাইনের ট্রেনে চড়ে আসা যায়। আগে পাশ দিয়ে যমুনা বয়ে যেত, এখন দূরে সরে গেছে। বরাহপুরাণ অনুসারে মথুরা দ্বাদশ বনের অন্যতম। যদিও কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখে গেছেন, 'চৌরাশী ক্রোশ বেষ্টিত শ্রীব্রজমণ্ডল', তবুও আধুনিক যুগে বৃন্দাবনের পরিক্রমা 6.4 কিমি। কৃষ্ণ-লীলাভূমি বৃন্দাবন কালিন্দীর কূলে (যমুনা) তিনি রাসলীলা করেন। আসলে চৈতন্যদেবের প্রবর্তনায় এখানের লীলাস্থলগুলির পুনর্জীবন ঘটে। এগুলি সংখ্যায় প্রায় 4,000।

যমুনাতীরের এই সুন্দর নগরীটি মন্দিরময়। বৈষ্ণব মন্দিরগুলির মধ্যে মদনমোহন বা মদনগোপাল, গোবিন্দ এবং গোপীনাথের মন্দির সবেচেয়ে পুরনো 16 শতকে নির্মিত। জনশ্রুতি যে রামদাস বা কৃষ্ণদাস নামে এক মুলতানী বণিক মদনমোহন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। অবশ্য মন্দিরের শিলালিপি অনুসারে রামচন্দ্রের পুত্র গুণানন্দ এটি তৈরি করেন। কবি সুরদাসের রচনায় মদনমোহনের উল্লেখ আছে। ঔরংজীবের রাজত্বকালে মূল বিগ্রহটিকে করৌলিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এবার চলুন যাই **গোবিন্দজির মন্দির**। এটি 1590-এ জয়পুরের রাজা মানসিংহ নির্মাণ করেন। এর স্থাপত্য মনোমুগ্ধকর। গ্রিক ক্রসের ঢঙে নির্মিত এর দেওয়াল 10 ফুট (3 মিটার) চওড়া। 7 তলা এই মন্দিরের উপরের 4 তলা ঔরংজীব ভেঙে ফেলেন। যা আছে তার সৌন্দর্যও কম নয়। ঐ আক্রমণের সময় কৃষ্ণ বিগ্রহটি জয়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন এই মন্দিরে নিতাই-গৌর ও অন্যান্য বিগ্রহ আছে। পিছনে নতুন মন্দিরে আছে রাধা-গোবিন্দের বিগ্রহ। **গোপীনাথের মন্দিরটি** দেখতে অনেকটা মদনমোহন মন্দিরের মত। এটি তৈরি করেন জয়পুরের জনৈক শেখবৎ রাজপুত্র রায় শিলজি। এই কাছোয়া রাজা আকবরের সেনাপতি ছিলেন। প্রাচীন হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন বহন করে চলেছে 1626-এ নির্মিত রাধাবল্লভ মন্দিরটি। তবে কী আর দেখবেন! শুধু রয়ে গেছে ভিত্তিভূমিটি। 17 শতকে এটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। স্বামী হরিদাসের উপাস্য কুঞ্জবিহারী যেখানে স্থাপিত আছে সেই **নিধুবনে** একদা ছিল শ্রীরাধার ক্রীড়াস্থলী। আর শ্রীকৃষ্ণের বিহারভূমি ছিল **সেবাকুঞ্জে**। এটি নির্মাণ করেন রাধাবল্লভিয়া সম্প্রদায়াচারী শ্রীগোস্বামী হিতহরি বংশজি। **বাঁকাবিহারী** ছিল খুবই প্রাচীন একটি মন্দির। হরিদাস স্বামীর শিষ্যগণ 1921-এ এটিকে পুনর্নির্মাণ করেন। নিধুবন থেকে হরিদাস স্বামী বাঁকাবিহারীর মূর্তিটি পেয়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে যদি কোনো মন্দির দেখে আপনার চোখ ঝলসে যায়, জানবেন সেটিই **কাচের মন্দির**। কেশিঘাটে রয়েছে **যুগলকিশোরের মন্দির** (1927)। এই মন্দিরের নাটমণ্ডপের খিলানের নীচে গোবর্ধনলীলা খোদিত আছে। বৃন্দাবনের সবচেয়ে লম্বা মন্দির হল **রঙ্গজি মন্দির**। আধুনিক এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন 185: -য় শেঠ গোবিন্দ দাস ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। এর প্রধান তোরণটি রাজপুত ঢঙে নির্মিত। আর মন্দিরটিতে অনুসরণ করা হয়েছে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্য শৈলী। বাইরের প্রাচীর 773 ফুট (240 মিটার) x 440 ফুট (136 মিটার)। ভিতরেই আছে সরোবর, বাগিচা। ধ্বজস্তম্ভটি 50 ফুট (15 মিটার) এবং সম্ভবত সোনায় মোড়া।

বৃন্দাবনে এসে 17 দিন ধরে ব্রজ পরিক্রমা করেন ভক্ত তীর্থযাত্রী। তার **পথনির্দেশ** জানাচ্ছি। 1-2 বৃন্দাবন শহরের মধ্যে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা। 3 যাত্রা শুরু ভূতেশ্বর মন্দির থেকে। তারপর ধ্রুবটিলা, তালবন, ধেনুকাসুর, কুমুদবন, দর্শনান্তে, মধুবনে রাত্রিযাপন। 4 শান্তনুকুণ্ড, বহুলাবন, কদমখণ্ডী, শ্যামকুণ্ড, কুমুদ সরোবর এবং রাধাকুণ্ড। 5 . পৈঠা, গোবর্ধন পরিক্রমান্তে সেখানেই বাস। 6-7. গাটুলি, গুলানকুণ্ড দেখে ডিগে অবস্থান। পরদিন ডিগ দর্শন পুনশ্চ। 8 : বিমলা কুণ্ড দেখে কাম্যবনে রাত্রি যাপন। 9 . বর্ষানা গমনান্তে প্রিয়াজি মন্দির দেখে সেখানেই নিশিযাপন। 10 : প্রেম সরোবর, সঙ্কেত বন, পবন সরোবর দর্শনান্তে আনন্দগ্রাম গমন। 11-12 : যাবট দর্শনান্তে কোশীবাস ও কোশী দর্শন। 13: শেষশায়ী, ক্ষীরসাগর ঘুরে এসে খেলন বনে রাত্রিযাপন। 14 : নন্দঘাট পার হয়ে ভদ্রবন এবং ভাণ্ডীরবন পার হয়ে মাঠবন গমন। 15 : বিল্ববন দর্শনান্তে মানসসরোবরে গিয়ে রাত্রিযাপন। 16 : লৌহবন, রাবেল, গোকুল, মহাবন ঘুরে ব্রহ্মাণ্ডঘাটে রাত্রিযাপন। শেষ দিন : গোকুল, মথুরা দেখে পুনশ্চ ভূতেশ্বর মন্দিরে প্রত্যাবর্তন।

চলুন এবার মথুরা বাস স্ট্যান্ড থেকে বাসে চড়ে 4 কিমি দক্ষিণ-পূর্বে যমুনা নদীর তীরে **গোকুল** দর্শন করে আসি এই গোকুলেই যশোদা মায়ির কোলেই কৃষ্ণ গোপনে বড় হয়ে উঠেছিলেন কংসের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। জন্মাষ্টমী বা অন্নকূট মহোৎসবের সময় এখানে আসুন। আর কার্তিক মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে যে ত্রিনবৎ মেলা বসে তার উৎসবও কম নয়। গোকুলের শ্রেষ্ঠ তীর্থ

হল যমুনার **ব্রহ্মাণ্ড ঘাট** আর সেবা মন্দিরটি হল **মথুরানাথের মন্দির**। অবশ্য জনপ্রিয়তম মন্দির হল ছটি পালনা বা শ্যামলালজির মন্দির। প্রথম জীবনে যিনি মুসলমান কবি ছিলেন এবং পরে বৈষ্ণবভক্তে পরিণত হন, সেই রাস খাঁ-এর সমাধি আছে রমণ চরতিতে। এর কাছেই নন্দভবন বা চুরাশিখাম্বা। চুরাশিটি স্তম্ভযুক্ত এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন মেবারের রানা কাটিয়া। ঔরংজীব এই মন্দির নির্মাণ বন্ধ করে এখানে মসজিদ গড়তে চেয়েছিলেন তবে পেরে ওঠেননি। মন্দিরের বিগ্রহ রাধা কৃষ্ণ।

যমুনার বামতীরে **মহাবন**। সম্রাট অশোকের রাজত্বের শেষভাগে গোকুলে মহাবন বৌদ্ধবিহার গড়ে ওঠে। ফা হিয়েনের বর্ণনানুযায়ী এই বিহারের নাম ছিল কৃষ্ণপুরী বিহার। কয়েক সহস্র বৌদ্ধ শ্রমণ এখানে বাস করতেন। গজনীর সুলতানের আক্রমণে মহাবন লুণ্ঠিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। গোকুলে থাকার জন্য TB আছে।

মথুরার 20 কিমি দূরের কাছের বড়দাদা বলরামের নামে রয়েছে বলদেব শহর। শহরের মাঝখানে **বলদেব মন্দির**। চৈত্র ও অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় এখানে দুটি বিশাল উৎসব হয়। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী তখন আসেন। মথুরা থেকে দীগে যাবার পথে 26 কিমি দূরে রয়েছে **গোবর্ধন**। ইন্দ্র রেগে গিয়ে বজ্র ও বর্ষণে এই দেশ বিনষ্ট করতে উদ্যত হলে শ্রীকৃষ্ণ আঙুলের সাহায্যে **গিরিগোবর্ধন** ধারণ করে 7 দিন ধরে ব্রজবাসীদের এর নীচে আশ্রয় দিয়ে বাঁচান বলে পুরাণে বলা হয়েছে, পাহাড়ের চূড়ায় 1520-তে বল্লভাচার্য নির্মিত একটি মন্দির আছে। এছাড়া আরো বহু মন্দির এবং **মানসী গঙ্গা** নামে বিশাল সরোবর রয়েছে। এটি আকবরের রাজত্বকালে রাজা মানসিংহ পুনর্নির্মাণ করেন। এখানের রাধাকুঞ্জে থাকার ব্যবস্থা আছে। আরো ঘুরে আসতে পারেন **নন্দগ্রামে**। এখানেই পালক-পিতা নন্দর গৃহে কৃষ্ণ বেড়ে ওঠেন। তাঁর নামে একটি বিশাল মন্দির আছে। এটি 19 শতকে সম্ভবত রূপ সিংহ নির্মাণ করেন। কাছেই পান সরোবর— ব্রজের চার পবিত্র সরোবরের অন্যতম। এখানেই রাখালরাজ কৃষ্ণ গোচারণে গিয়ে গোরুদের জলপান করাতেন। কয়েকটি ছোট ছোট মন্দিরও আছে। আর শ্রীরাধার জন্মস্থান **বর্ষানাতেও** আপনাকে যেতে হবে পূর্ণ ব্রজ পরিক্রমার জন্য। এর আসল নাম ব্রহ্মসারিণ। এখানে আছে চারটে সুন্দর পাহাড় চতুরানন ব্রহ্মার প্রতীক হিসাবে। রাধা লাড়লিজির উদ্দেশে কয়েকটি মন্দির গড়ে উঠেছে এখানে। এখানের প্রেম সরোবরের তীরেই নাকি কৃষ্ণরাধার প্রথম দর্শন ঘটেছিল। বর্ষানা গোবর্ধন থেকে 21 কিমি উত্তরে। থাকার জন্যে একটি TB আছে।

দীগ মথুরা থেকে 33 কিমি দূরে এক ঐতিহাসিক স্থান। ভরতপুরের জাঠ সর্দার সুরযমল একদা এখানে থাকতেন। তিনি 18 শতকে এখানে বেশ কয়েকটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই সব প্রাসাদে আগ্রা থেকে লুঠ করে আনা কিছু জিনিসপত্র রয়েছে। কাছেই রূপসাগর লেক। তার তীরে একটি দুর্গ। এই দুর্গ ইংরেজ ভারতবাসীর বহু যুদ্ধের সাক্ষী।

কপিল

অতি প্রাচীন হিন্দু ও জৈন তীর্থ কপিল (Kapil) মথুরা থেকে 176 কিমি দূরে। উত্তর পূর্ব রেলপথের মথুরা কানপুর শাখার কপিল রোড স্টেশনে নেমে কপিল 5 কিমি দূরে। টাটুন অথবা টাঙা নিন। অবশ্য যদি কপিল রোড স্টেশনে না নেমে পরের স্টেশন কাইমগঞ্জে নামেন, তবে সোজা বাস পাবেন পথ 9 কিমি। ইচ্ছে হলে দিনে দিনে বেরিয়ে আসতে পারেন। নইলে PWD র RH বা জৈন মন্দির লাগাও তিনটি যাত্রী নিবাসের একটিতে থাকতে পারেন। তবে জৈনপুরীতে বাঙালি বা আমিষভোজীদের কোনো ঠাঁই নেই।

এককালে কপিল ছিল দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদ রাজার পাঞ্চাল রাজ্যের রাজধানী। কপিলের স্বয়ম্বর সভাতেই লক্ষ্যভেদ করে অর্জুন দ্রৌপদীকে লাভ করেন। মনে হয় সে সময়ে কপিলে মেয়েদের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। বুদ্ধদেবের সময়ে এর নাম হয় চম্পেযপুর। গৌতম-বুদ্ধ পূর্বজন্মে এখানে এক বোধিসত্ত্ব হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে জন্মগ্রহণ করেন ত্রয়োদশ জৈন তীর্থঙ্কর বিমলনাথ স্বামী। সে কারণেই এটি এখন একটি প্রখ্যাত জৈন তীর্থ। জৈন সারাউগী সমাজ এখানে তিনটি অতি সুন্দর নেমিনাথের মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন। সেগুলি ছাড়া বহু প্রাচীন জৈন মন্দির আছে এখানে। একদিনে শেষ করা অসম্ভব।

এখানের প্রাচীনতম ও লোকপূজ্য দেবতা হল রামেশ্বরনাথ মহাদেব। রাম সীতাকে উদ্ধার করে ফেরার সময় এখানে এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। দ্রৌপদী বিয়ের দিন যে কুণ্ডে স্নান করেন বলে প্রবাদ, সেই দ্রৌপদী কুণ্ডটিও কাছেই। এর কাছেই দ্রুপদকোটে রাজা দ্রুপদের রাজসভা ছিল। এখানে দাঁড়িয়ে অর্জুন লক্ষ্যভেদ করেন এবং দ্রৌপদী সূতপুত্র বলে কর্ণকে অপমান করে তাঁর গলায় বরমাল্য দিতে অস্বীকার করেন।

শ্রাবস্তী

"মুখে তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য" – জীবনানন্দের কবিতার পঙক্তি আপনি ভোলেননি নিশ্চয়। সেই শ্রাবস্তীর এখনকার নাম হল সাহেথ মাহেথ। সমৃদ্ধ কোশলরাজের এই নগরীর কথা রামায়ণ মহাভারতে উল্লিখিত আছে। পৌরাণিক রাজা শ্রাবস্ত এই নগরীর পত্তন করেন। বুদ্ধদেব এখানে 15টি বর্ষা যাপন করেন এত বেশিদিন তিনি আর কোথাও থাকেননি। এখানেই বুদ্ধ নানা পরমাশ্চর্য ঘটনা প্রদর্শন করেন। দস্যু অঙ্গুলিমাল, যে হত্যা করে নিহতের আঙুল কেটে নিয়ে গলায় মালা করে পরত বুদ্ধ তার মধ্যে পরিবর্তন এনে তাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দেন। আজীবিক সম্প্রদায়ের সংশয়বাদী গুরু পুরন কস্সপকেও তিনি এখানে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাস্ত করেন।

পরে মহারাজ অশোক ধর্মযাত্রায় বের হয়ে এখানে আসেন এবং জেতবনের পূর্বতোরণের কাছে দুটি 21 মিটার উঁচু স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ করেন। সাম্প্রতিক খননে সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। কুষাণ যুগে শ্রাবস্তীর সমৃদ্ধি চূড়ান্ত হয়। পরে এখানে জৈন ধর্মের বিস্তার ঘটে। মহাবীর প্রায়ই এখানে এসে নিজের ধর্ম প্রচার করেন। ফা হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ শ্রাবস্তী ভ্রমণ করে বিস্তৃত বিবরণ লিখে রেখে গেছেন। জেতবন, পুব্বরামা সব কিছু খননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে আলেকজান্ডার কানিংহামের প্রচেষ্টায়। তিনি কুশীনগরও উদ্ধার করেন। শ্রাবস্তীর ইটের স্তূপ থেকে বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্মের পুনরুত্থান ঘটেছে। আর ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম ধর্মের ছাপ তো আছেই।

এখানে আসতে হলে উত্তর পূর্ব রেলপথের বলরামপুর স্টেশনে নামুন। স্টেশন থেকে 21 কিমি বাসে। শ্রাবস্তী গোরখপুর অযোধ্যা হয়ে 130 কিমি, গোন্ডা থেকে 50 কিমি। বলরামপুর থেকে সাহেথ মাহেথ এ কয়েকটি বাস আসে।

থাকার জন্য পর্যটন দপ্তরের আবাস রাহি শ্রাবস্তী পাবেন কাটরা শ্রাবস্তীতে DB Dlx ৩৫০, DAB ২০০। বলরামপুরে পাবেন TCI পরিচালিত 2 তারা হোটেল Hotel Maya, PWD IB (রিজা Ex Engr), Raj GH (রিজা ম্যানেজার), মহারানী সাহেবা ধরমশালা, বার্মিজ ধরমশালা, শ্রাবস্তীতে PWD IB (রিজা Ex Engr), বার্মিজ টেম্পল RH (বার্মিজ তীর্থযাত্রীদের জন্য, রিজা The Monk) চাইনিজ টেম্পল RH, জৈন ধরমশালা।

এখানে দেখুন জেতবন বিহার সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ, কোশাম্বী কুঠী, মহামলগন্ধ কুঠী ও স্তূপসমূহ, আনন্দবোধি বৃক্ষ, শ্রাবস্তী নগরীর ধ্বংসাবশেষ এবং আধুনিক বর্মি ও চীনা মন্দির।

সংকাস্য/সঙ্কিসা-বসন্তপুর

ফারুখাবাদ জেলায় অবস্থিত সঙ্কিসা একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ ও শৈবতীর্থ। হীনযান বৌদ্ধমতে লুম্বিনীর পরেই এর স্থান। স্থানটি সম্পর্কে বৌদ্ধ কাহিনীতে আছে জগৎ সুদ্ধ সবাই বুদ্ধের অমৃতবাণীতে পরিতৃপ্ত। কিন্তু স্বর্গে চলে গেছেন বলে মা মায়াদেবী পুত্রের অমৃতবচন থেকে বঞ্চিত। সেই দুঃখে তিনি কাঁদছেন শুনে দেবরাজ বুদ্ধকে স্বর্গে আমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধ সশরীরে ত্রয়োত্রিংশ স্বর্গে গিয়ে মা এবং সমস্ত দেবদেবীকে বৌদ্ধধর্মের সার অভিধর্ম শুনিয়ে পুনশ্চ পৃথিবীতে ফিরে এসে এই সঙ্কিসাতেই অবতীর্ণ হন। সঙ্কিসা বা সংকাস্য তাই বুদ্ধের দ্বিতীয় জন্মভূমি। এখানেই বুদ্ধ শিষ্য সারিপুত্তকে মহাঅর্হৎ বলে ঘোষণা করেন। যাঁরা অজন্তার 1 নং গুহা বা সাঁচিস্তূপের উত্তর তোরণের চিত্র দেখেছেন, তাঁরা এই কাহিনী সেখানে চিত্রিত দেখেছেন নিশ্চয়ই। এখানে বসবাসকালে বুদ্ধ প্রতিদিন মধু পুষ্করিণীতে স্নানাদি ভিক্ষায় বের হতেন। তাঁর মৃত্যুর পর কনৌজবাসীরা সেখানে একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। হিউয়েন সাঙ পুষ্করিণী ও স্তূপ দুই-ই দেখে গেছেন। এগুলি কনৌজ আক্রমণের সময় সুলতান মামুদ ধ্বংস করে দেন।

এখানে আসার জন্য যদি **বিমানে** চড়ে থাকেন, তবে আগ্রাতে নামুন অথবা দিল্লিতে। উত্তর রেলপথের শিকোহাবাদ ফারুখাবাদ শাখার পাখনা স্টেশনে নামুন দিল্লি বা আগ্রা থেকে। পাখনা থেকে সঙ্কিসার দূরত্ব 11 3 কিমি। কলকাতা থেকে এর দূরত্ব 1,293 3 কিমি। ফতেগড় থেকেও বাস আসছে।

থাকার জন্য UPSTDC-র Tourist Bunglow DAC ২৫০,৩৫০, ডর্মি ৭৫, ছাড়া PWD IB আছে (রিজা Ex Engr, Fategarh, Dist Farrukhabad)। যাত্রীনিবাস আছে। ধরমশালাও পাবেন।

এসে দেখুন বিশারী দেবীর মন্দির, অশোকের স্তম্ভ—

যাঁর মাথায় একদা একটি হাতি ছিল — এখন সংস্কার করে সংরক্ষিত, বৌদ্ধ স্তূপে বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন উপবিষ্ট মূর্তি, কৌশুয়া তাল (পুষ্করিণী), নীর-কা-কোট বৌদ্ধস্তূপ ধ্বংসাবশেষ, শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ, ষোলং স্তম্ভগুলি এবং একটি ঘাট। শ্রাবণ মাসে শিবমন্দিরে একমাস ধরে মেলা হয়। হাজার হাজার ভক্ত এসে শিবের মাথায় জল দেন।

কনৌজ

এখান থেকেই 50 কিমি পূর্বে (কানপুর থেকে 80 কিমি পশ্চিমে) কনৌজ বা কান্যকুব্জ বেড়িয়ে আসার পরিকল্পনা নিতে পারেন। ট্রেনে এসে উত্তর পূর্ব রেলপথের কনৌজ স্টেশনে নেমে রিক্সা করে শহরে আসুন। প্রাচীন কান্যকুব্জ ছিল দুর্ভেদ্য দুর্গের মত। বর্তমান শহরটি প্রাচীন নগরীর ভগ্নাংশ মাত্র।

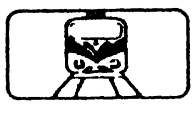
প্রাচীন স্তূপলেখ ও শিলালেখে কান্যকুব্জ নামটি পাওয়া যায়। এ থেকেই কনৌজ শব্দটি এসেছে। রামায়ণে আছে (১/৩২) যে রাজা কুশনাভ মহোদয় নামে একটি নগরী স্থাপন করেন। বায়ুর শাপে তাঁর 1 কোটি কন্যাই কুঁজা বা কুঁজো হয়ে যায়। এ থেকেই মহোদয় কন্যাকুব্জ বা কান্যকুব্জ নামে পরিচিত হয়ে যায়। টলেমি একে বলেছেন — কানোগজা। ফা হিয়েন বলেছেন কা নাও যি, হিউয়েন সাঙ বলেছেন কনৌজ। প্রতিহার, মৌখরি, গুপ্ত, পুষ্যভূতি বংশের রাজারা এখানে রাজত্ব করে গেছেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালেই কনৌজ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। অবশ্য গৌরবের শিখরে ওঠে প্রতিহারদের রাজধানী হিসেবেই।

বিভিন্ন যুগে কনৌজ রাজসভার রাজানুগৃহীত কবি নাট্যকারদের মধ্যে বাণ, বাক্‌পতিরাজ, রাজশেখর ও শ্রীহর্ষের নাম উল্লেখযোগ্য। সুলতান মামুদ পর্যন্ত এখানকার অট্টালিকা ও মন্দিরগুলির কারুকার্য দেখে বিস্মিত হন। সে সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত এখন। দেখবার মত আছে শহরের প্রাচীনতম কীর্তি প্রতিহার যুগের **অজয় পালের মন্দির**। মুসলমান যুগের মন্দিরগুলির মধ্যে আছে ফুলমতী দেবীর মন্দির, গোবর্ধন মন্দির, বরাহ মন্দির এবং গৌরীশঙ্কর মন্দির। আগে সীতা কা রসোই নামে যে মন্দির ছিল তারই ভগ্নাবশেষের উপর ইব্রাহিম শাহ নির্মাণ করেন **জামি মসজিদ** (1406)। আর আছে মকদুম জাহানিয়া মসজিদ, মকদুম আকবরের সমাধিসৌধ, বালাপীরের সমাধি, শেখ মেহেদীর স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি। ও হ্যাঁ, কনৌজের স্মৃতিকে কি সুরভিত রাখতে চান আপনি? তবে এখানের সুবিখ্যাত আতর সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

বাসে কানপুর, ফতেগড় (56 কিমি) বা সঙ্কিসা-- যেখান থেকেই আসুন -- নামুন **সরাইখিরন স্টপেজে**। এখানে থাকার জন্যে মকরন্দনগরে UPSTDC-র Tourist Bunglow রাহি কনৌজ (Ph 05694-234275) DAC ৪০০, ৬০০ আছে। আর আছে একটি DB এবং PWD RH (রিজা Ex Engr, PWD, Farrukhabad) আছে।

কুশীনগর / কাশিয়া

প্রাচীন কুশীনগর আজ হয়েছে কাশিয়া। স্থানীয় অধিবাসীরা অবশ্য বলেন মাথা কুঅর কা কোট। অবশ্য এর প্রাচীনতম নাম কুশাবতী মল্লরাজ মহাসুদর্শনের রাজধানী। বুদ্ধদেবের সময় কুশীনগরীর সমৃদ্ধি বিলুপ্তপ্রায় ছিল। বৈশালী ত্যাগ করে বুদ্ধ তাঁর আশি বছর বয়সে এখানে আসেন এবং এখানেই তাঁর মহাপরিনির্বাণ ঘটে হিরণ্যবতী নদীর কাছে মল্লদের শালকুঞ্জে। এখানে মল্লরা বুদ্ধের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন পূত মুকুটবন্ধন চৈত্যের কাছে এবং দেহাবশেষ আট ভাগে ভাগ করেন। পরে মৌর্য সম্রাট অশোক এখানে ও এর কাছে তিনটি স্তূপ নির্মাণ করেন। এদের মধ্যে পরিনির্বাণে শয়ান বুদ্ধদেবের মূর্তি যেটিতে রয়েছে সেটি প্রায় 70 মিটার (224 ফুট) উঁচু ছিল। মুখ্যস্থলের এটিই প্রধান আকর্ষণ। কাছেই পরিনির্বাণ চৈত্য। কার্লাইল এটিকে আবিষ্কার করেন খননকার্যের পরে। স্তূপের মধ্যে কাঠকয়লা, কড়ি, ছোট নলাকার পুঁতি, মূল্যবান পাথর, মুক্তাপূর্ণ তামার পাত্র ইত্যাদি পাওয়া যায়। একটি কুলুঙ্গিতে ছিল বুদ্ধের ধ্যানরত পোড়ামাটির মূর্তি, সম্ভবত 1 শতকে নির্মিত। 1927-এ বর্মাদেশের দুজন দাতার অর্থে এই খননকার্য পরিসমাপ্ত হয়। পরিনির্বাণ মন্দিরে দেখবেন আজও মহাবিহার স্বামী হরিবল প্রদত্ত প্রায় 6 মি (20 ফুট) দীর্ঘ পরিনির্বাণে শয়ান বুদ্ধের চুনা পাথরের অনবদ্য মূর্তি। চারপাশে আবিষ্কৃত হয়েছে বিবিধ বৌদ্ধ শিক্ষালয় স্তূপ ও আটটি বিশাল সঙ্ঘারাম। মুখ স্থলের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় 200 মি দূরে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধের প্রকাণ্ড পাথরের মূর্তি (মাথা-কুঅর) মূল আসনে অবস্থিত দেখবেন যদিও মণ্ডপটি আধুনিক কালে নির্মিত। মূর্তিটি সম্ভাব্য 10-11 শতকে নির্মিত। আরো 1.5 কিমি পূর্বদিকে স্তূপ, দেবায়তন, রামভার নামে ইটের স্তূপটি দেখতে পারেন। সম্ভবত স্তূপের এই স্থানেই বুদ্ধের দেহ দাহ করা হয়েছিল।



এখানে আসতে হলে : বিমানে এলে নামুন গোরখপুরে। ট্রেনে এলেও নামুন গোরখপুরে। তার

পর 53 কিমি বাসে চড়ে এখানে আসুন। বাস আসছে দেওরিয়া থেকে কাশিযায়।

থাকার জন্যে রাজ্য পর্যটনের পান্থনিবাস (বুদ্ধ মার্গ, কুশীনগর 274 403, Ph 271038, 272038) DAC S Dlx ১৮০০, DAC ১৭০০, DAC (American Huts) ১৪০০, DAB ৬০০, ডর্মি ১০০। ITDC-র Travellers Lodge পথিক নিবাস আছে, DAB ৩০০, DAC ৫২৫-৬৭৫ মধ্যে (রিজা ম্যানেজার), PWD IB (রিজা Ex Engr, Kushinagar Dist Deoria) LRP IB (রিজা Ex Engr, Basti), Mungaadaw Arakanse RH (রিজা The Monk), Birla Buddha Dharmasala Burmese Parinirvana Dharmasala Chinese Dharmasala ইত্যাদি আছে, ঘুরে ঘুরে দেখুন নির্বাণ মন্দির স্তূপ ও ধ্বংসাবশেষ ছাড়া মাথা কুনোয়ার মন্দির ও সঙ্ঘারাম, অঙ্গার চৈত্য বা রামভরটিলা, বার্মা, চীনা এবং তিব্বতী আধুনিক মন্দিরগুলি।

নাওগড়

আর একটি বৌদ্ধতীর্থ গোরখপুর জেলায় উত্তর নেপালের সীমান্তে নাওগড়। খননের ফলে পুরাকীর্তি, অশোক নির্মিত স্তম্ভ ও স্তূপের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এক সময়ে এই এলাকা লুম্বিনীর অন্তর্গত ছিল। অনেকের মতে এখানেই বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। অশোকের লিপিসহ স্তম্ভগুলি থেকে ঐতিহাসিকেরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন। বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বৌদ্ধমঠ ও মন্দির এখানে দেখুন। **লুম্বিনীর জন্য দেখুন নেপাল।**

এখানে আসতে হলে গোরখপুর-নাওগড় শাখার নাওগড় স্টেশনে নেমে সামান্য উত্তর দিকে হেঁটে চলুন। গোরখপুর থেকে লুম্বিনীগামী বাসে 75 কিমি। বাস যায় বস্তি থেকেও। থাকার জন্য IB (রিজা Ex Engr, PWD), মহবোধি সোসাইটি বিশ্রাম ভবন ইত্যাদি আছে। গোরখপুর থেকে একই দিনে যাওয়া আসা করা যায়।

উত্তরপ্রদেশের কয়েটি উল্লেখযোগ্য প্যাকেজ ট্যুর

1 **দিল্লি-হরিদ্বার-হৃষিকেশ-দিল্লি** . দুদিনের সফর। প্রতি সোম, বুধ, শনি।

প্রথম দিন : দিল্লির চন্দ্রলোক বিল্ডিং, 36 জনপথ থেকে বাস ছাড়বে 4 00। দুপুরের খাওয়া করকিতে পোলারিস হোটেলে। হরিদ্বার পৌঁছবে 13.30। হরিদ্বার ঘুরে সন্ধেতে হর কি-পাউরিতে আরতি দেখে 19 00 বাস ছেড়ে হৃষিকেশের মুনি-কি-রেতি 20 00। TB-তে থাকা খাওয়া। মোট এলেন 235 কিমি।

দ্বিতীয় দিন . ঘুরুন লছমনঝুলা, হৃষিকেশ। দুপুরে খাওয়ার পর মুনি কি-রেতি থেকে বাস ছাড়বে 14 30 এবং নিউ দিল্লিতে ফিরবে 20 30।

2 **দিল্লি-হরিদ্বার-লছমনঝুলা-হৃষিকেশ-দেরাদুন-মুসৌরি ডাকপাথর-দিল্লি** চারদিনের সফর। যাত্রা মঙ্গল ও শুক্রবার।

প্রথম দিন নিউ দিল্লির চন্দ্রলোক বিল্ডিং থেকে 8 00 ছেড়ে হরিদ্বারে 13 00। হরিদ্বারে দুপুরের খাওয়া, মনসাদেবী মন্দির, সপ্তর্ষি আশ্রম, ভীমগোড়া, হর কি পাউরি দর্শন। 19 30 হরিদ্বার ছেড়ে মুনি-কি রেতি-তে 20 20। এখানে TB তে থাকা খাওয়া।

দ্বিতীয় দিন জলখাবার খেয়ে 8 00 রওনা হয়ে 8 15 লক্ষ্মীঝুলায়। স্বর্গাশ্রম, গীতাভবন, পরমার্থ নিকেতন ইত্যাদি দেখে 12 00 রওনা হয়ে 12 15 মুনি কি রেতি পৌঁছে দুপুরের খাওয়া। এখান থেকে 14 00 ছেড়ে দেরাদুন 15 30। চা পান। দেরাদুন দেখে 16 00 ছেড়ে মুসৌরি 17 50। পরের দিন গান হিল, বাগান, ক্যামেলস ব্যাক ইত্যাদি দেখে এখানে রাত্রিবাস।

তৃতীয় দিন · মুসৌরি দেখে 14 00 রওনা হয়ে ডাকপাথরে 17 30। এখানে দর্শন ও রাত্রিবাস ও খাওয়া।

চতুর্থ দিন . ডাকপাথরে 9 30 ছেড়ে চিতল পার্কে 13 30। এখানেই খাওয়া। পার্ক দেখে 14 30 ছেড়ে দিল্লি 6 30 পুনশ্চ।

3. **দিল্লি - হরিদ্বার - হৃষিকেশ - চাম্বা - ধনোলটি ডাকপাথর - কালসি - দিল্লি** চার দিনের সফর। যাত্রা প্রতি সোমবার।

প্রথম দিন : 8 00 দিল্লির চন্দ্রলোক বিল্ডিং থেকে যাত্রা শুরু করে 13 30 হরিদ্বার। পথে করকিতে দুপুরের খাওয়া। হরিদ্বার দর্শন করে 19 00 ছেড়ে 20 00 মুনি কি-রেতিতে। এখানে TB তে রাত্রিবাস।

দ্বিতীয় দিন . হৃষিকেশ-লছমনঝুলা দেখে 13 30 খাওয়ার পর ছেড়ে চাম্বা-ধনোলটি হয়ে মুসৌরি 18 30। এখানে রাত্রিবাস।

তৃতীয় দিন : মুসৌরি দেখে 15 00 ছেড়ে ডাকপাথরে 18 00। TB তে রাত্রিবাস।

চতুর্থ দিন : ডাকপাথর দেখে জলখাবার খেয়ে অশোকের শিলালিপি দেখে 10 00 রওনা হয়ে দিল্লিতে 16.30।

4. দিল্লি-করবেটপার্ক দিল্লি ... সফর। প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি।

প্রথম দিন দিল্লির চন্দ্র ... 8 00 ছেড়ে রামনগরে লাঞ্চ খেয়ে ধিকালা 17 30। এখানে FRH এ রাত্রিবাস।

দ্বিতীয় দিন : ধিকালায় করবেট ন্যাশনাল পার্ক দর্শন — হাতি চড়া সমস্ত দিন।

তৃতীয় দিন · সকালে 7 00 ছেড়ে রামনগরে দুপুরের খাওয়া সেরে এখানে ... কাজ দেখে নিউ দিল্লি ফেরা 18 00।

5 লখনৌ-দুধওয়া পাক লখনৌ. তিন দিনের সফর। ছাড়ে প্রতি শুক্রবার।

প্রথম দিন লখনৌ এর 6 সাপ্রু মার্গের হোটেল গোমতী থেকে 7 45 যাত্রা ... গোলা ... দর্শন ... দুধওয়া ন্যাশনাল পার্ক 14 30 দূরত্ব 257 কিমি। এখানে Tent Colony ...

দ্বিতীয় দিন . পার্ক দর্শন ও রাত্রিবাস

তৃতীয় দিন ... থেকে 7 45 যাত্রা করে 13 45 এ ... দেবীর মন্দির, ... এখান থেকে 16 00 ছেড়ে লখনৌ 18 00।

6 বারাণসী গোরখপুর-কুশীনগর-শ্রাবস্তী : তিন দিনের সফর ছাড়ে প্রতি শুক্রবার।

প্রথম দিন : বারাণসী TB থেকে 7 00 ছেড়ে সারনাথ দেখে কুশীনগরে 14 00 পৌঁছে খাওয়া ও দর্শন। এখানে 17 00 ছেড়ে গোরখপুরে 18 30 পৌঁছে গোরখনাথ মন্দির দর্শন, রাতের খাওয়া ও রাত্রিবাস।

দ্বিতীয় দিন : 7 00 গোরখপুর ছেড়ে ফারেন্ড-সোনৌলি হয়ে নেপালের লুম্বিনীতে 10 30 পৌঁছে দর্শন ও খাওয়া। এখানে 12 30 ছেড়ে বলরাম পুরে 20 00 টায়। —রাত্রিবাস।

তৃতীয় দিন : বলরামপুর ছেড়ে শ্রাবস্তী-গোন্ডা হয়ে শ্রাবস্তী 7 30। দর্শন করে 9 30 ছেড়ে 12 30 অযোধ্যা গমন, দর্শন, ভোজন। 14 00 অযোধ্যা ছেড়ে জৌনপুর হয়ে বারাণসী19 00 ।

7. দিল্লি আগ্রা-ভরতপুর-দিল্লি: দুদিনের সফর। ছাড়ে প্রাত মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার।

প্রথম দিন : দিল্লির চন্দ্রলোক বিল্ডিং 7 00 ছেড়ে মথুরায় 10 00। মথুরা-বৃন্দাবন দর্শন করে মথুরায় 12 15 ছেড়ে 13 00 আগ্রা। তাজমহল, আগ্রা ফোর্ট দেখে TB- তে রাত্রিবাস।

দ্বিতীয় দিন : 7 00 আগ্রা ছেড়ে 8 00 ফতেপুর সিক্রি দর্শন। এখান 10 00 ছেড়ে 10 30 ভরতপুর পাক্ষীনিবাস দর্শন। এখান 11 30 ছেড়ে 13 00টায় মথুরা মধ্যাহ্নভোজন ও ... এখান 15 00 ছেড়ে দিল্লি ফেরা 19 00টায়

8. দিল্লি- করবেট পার্ক-রানীখেত-কৌশানি-নৈনিতাল-দিল্লি: চার দিনের সফর। ছাড়ে প্রতি সোমবার।

প্রথম দিন . দিল্লির চন্দ্রলোক বিল্ডিং 7 30 ছেড়ে 197 কিমি পার হয়ে 16 00 করবেট জাতীয় উদ্যানে। এখানে রাত্রিবাস।

দ্বিতীয় দিন : 9 30 পার্ক দর্শন , হাতি চড়ে 17 30 কৌশানি। পথে রানীখেত দর্শন। কৌশানি TB-তে রাত্রিবাস।

তৃতীয় দিন . কৌশানি থেকে 8 00 ছেড়ে নৈনিতাল 11 30 । নৈনিতালে দর্শন করে TB-তে রাত্রিবাস।

চতুর্থ দিন : নৈনিতালে 8 00 ছেড়ে পথে দুপুরের খাবার সেরে দিল্লিতে ফেরা 18 00।

যোগাযোগ করুন উত্তরপ্রদেশ পর্যটন নিগম রাজর্ষি **পুরুষোত্তমদাস** টান্ডন পর্যটন ভবন, সি 13 বিপিন খণ্ড গোমতী নগর, লখনৌ 226010, Ph (0522) 22308916 22308017, ফ্যাক্স (0522 22308937। কলকাতায় উত্তরপ্রদেশ পর্যটন নিগম 12A নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা 700 001 Ph 22214974।

উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি জনপ্রিয় ট্রেকিং রুট

1 মুসৌরি থেকে চক্রাতা (সৈঞ্জি হয়ে 14 কিমি, ... (11 কিমি) ... (9 কিমি) ... (14 কিমি) চক্রাতা (11 কিমি)। বিশ্রামের জন্য সব জায়গায় ... বাংলো আছে।

2 চক্রাতা থেকে হিমাচল প্রদেশ সীমান্ত ... দিয়ে, ... হয়ে 11 কিমি ... (19 কিমি) ... (19 কিমি) ... (14 কিমি। ট্রেক করতে হবে 2 900 ফুট (900 মিটার, থেকে 7,000 ফুট(2,170 মিটার)। বিশ্রামের জন্য সব জায়গায় ফরেস্ট রেস্ট হাউস আছে।

3 আলমোড়া থেকে পিণ্ডারি গ্লেসিয়ার (বাগে কাপকোট এসে-লোহারখেত (16 কিমি)-ঢাকুরি (9 কিমি) খাতি (9 কিমি) দোয়ালি (11 কিমি) ফুরকিয় (5 কিমি) পিণ্ডারি গ্লেসিয়ার (5 কিমি)। ট্রেক করে উঠতে হবে 3,500 ফুট (1,085 মিটার) থেকে 11,000 ফু (3 410 মিটার)। বিশ্রামের জন্য সব জায়গায় PWD বাংলো আছে। এই পথেই পড়বে সুন্দরডুঙ্গা ও কাপাহিনি গ্লেসিয়ার।

উত্তরাঞ্চল

ভারতের 27তম অঙ্গরাজ্য। 55 845 বর্গকিমি আয়তনবিশিষ্ট রাজ্যটির জন্ম 9 নভেম্বর, 2000। দক্ষিণে উত্তরপ্রদেশ, পূবে নেপাল, পশ্চিমে হিমাচলপ্রদেশ এবং উত্তর পূর্বে চীন সীমান্ত দিয়ে ঘেরা এই রাজ্য 13টি জেলায় বিভক্ত। এর মধ্যে 12টি জেলারই অবস্থান পার্বত্য অঞ্চলে।

জেলাগুলি হল দেরাদুন, উত্তরকাশী, তেহরি গাড়োয়াল, রুদ্রপ্রয়াগ, চামোলি, হরিদ্বার, পাউরি গাড়োয়াল, বাগেশ্বর, পিথোরাগড়, আলমোড়া, নৈনিতাল, চম্পাওয়াত এবং উধম সিং নগর।

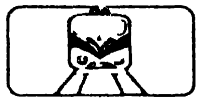
লোকসংখ্যা 84 79 562 (2001)। ভাষা মূলত হিন্দি। উত্তরপ্রদেশের ভৌগোলিক আয়তনের মাত্র 17 শতাংশ নিয়ে এই রাজ্যটি গঠন করা হলেও পর্যটন ও বনজসম্পদে উত্তরাঞ্চল সম্পদশালী। গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী কেদার বদরীর মতো তীর্থস্থান, নৈনিতাল মুসৌরির মতো আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে প্রতি বছর প্রায় 8.3 কোটির মতো পর্যটক আসেন। হরিদ্বার এবং তার কুম্ভমেলা যাকে দিলীপকুমার রায় বলেছেন Kumbha —India's ageless festival —সেও তো বিশ্বের আকর্ষণের বস্তু।

উত্তরাঞ্চলের বর্তমান বিধানসভার সদস্যসংখ্যা 31 তবে ভবিষ্যতে এই সংখ্যা হবে 60। এই রাজ্য থেকে লোকসভায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে 5 জন এবং রাজ্যসভায় 3 জন।

এবারে চলুন রাজ্যটি ঘুরে দেখা যাক। প্রথমেই যাই এ রাজ্যের রাজধানী দেরাদুনে।

দেরাদুন

খুব পুরনো আমল থেকেই দেরাদুন জেলা ও শহর প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। কালসিতে সম্রাট অশোকের শিলালিপি এখনো দেখতে পাওয়া যায়। দেরাদুন শহরটি 700 মিটার উঁচুতে রিশপানা এবং বিন্দ্যাল নদীর মধ্যে অবস্থিত। কিংবদন্তি যে, এখানে মহাভারতের দ্রোণাচার্য বাস করতেন। তাঁর নাম থেকেই ডেরা বা দ্রোণ নামে পরিচিত হয়েছে। রাম ও লক্ষ্মণ এবং পঞ্চপাণ্ডব এখানে এসেছিলেন। আগে এর নাম ছিল কেদারখণ্ড—শিবভূমি— যা থেকে শিবালিক পর্বতের নাম এসেছে। দেরা হরিদ্বার রেলপথের শেষ স্টেশন দেরাদুনে ঢুকতে হয় একটা সুড়ঙ্গ পাথর মাঝখান দিয়ে। শহরটি সড়কপথে চকরাতা মুসৌরি এবং রাজপুরের সঙ্গে যুক্ত। 1857 য় এখানে পৌরশাসন প্রবর্তিত হয়। 1699-এ এখানে একটি গুরুদ্বার গড়ে ওঠে। সামরিক শহর দেরাদুনের রাস্তাঘাট খুব সুন্দর।



কেমন করে আসবেন দেরাদুন শব্দটির অর্থ দুন বা উপত্যকার ডেরা বা আশ্রয়। সুতরাং এখানে আসা মানেই পাহাড়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। প্রতিদিন **বিমান** আসছে জলিগ্রান্ট বিমানবন্দরে দিল্লি থেকে। শহর থেকে দূরত্ব 24 কিমি। **রেল** উত্তর রেলপথের শেষ স্টেশন হল দেরাদুন। কলকাতায় যাত্রীরা সরাসরি দেরাদুন যাবার ট্রেন পাবেন হাওড়া থেকে রেলপথে দূরত্ব 1524 কিমি। 3009 দুন এক্সপ্রেস প্রতিদিন 20 35 হাওড়া ছেড়ে ধানবাদ বারাণসী লখনৌ হরিদ্বার হয়ে দেরাদুন 6 45 এ। 3013 উপাসনা এক্সপ্রেস (কলকাতা দেরাদুন) 13 10 হাওড়া হয়ে আসানসোল পাটনা বারাণসী লখনৌ, হরিদ্বার হয়ে 19 00টায় দেরাদুন আসছে বান্দ্রা 22 25 ছেড়ে 9019 দেরাদুন এক্স 1701 কিমি আক্রম করে ও ব্যাদালিয়া 6 15 হয়ে আসছে 16 50। এটি আবার দেরাদুন 10 35 ছেড়ে দিল্লি 22 10 এবং বান্দ্রা পৌঁছায় 4 35। বারাণসী 8 30 ছেড়ে বারাণসী দেরাদুন এক্স এর বাত্রির পর 9 00। দেরাদুনে দুন এক্স 20 15 ছেড়ে হাওড়া পৌঁছয় দুদিন পর 6 55। 2017 নিউ দিল্লি দেরাদুন শতাব্দী এক্সপ্রেস 7 00 ছেড়ে দেরাদুন 12 40, ফেরে 17 00 ছেড়ে 22 40। দূরত্ব 320 কিমি। হরিদ্বার থেকেও এই ট্রেনগুলি দেরাদুন আসে।

সড়ক পথে বাস আসছে দিল্লি (255 কিমি) হরিদ্বার (54 কিমি), ঋষিকেশ (43 কিমি) আলিগড় মিরাট কর্ণাক হয়ে আগ্রা (382 কিমি), সিমলা (221 কিমি), হনুমান চটি ভায়া ঋষিকেশ (261 কিমি) কেদারনাথ যেতে গৌরীকুণ্ড (257 কিমি), নৈনিতাল (458 কিমি) মথুরা, আম্বালা চণ্ডীগড় প্রভৃতি স্থান থেকে। যাচ্ছেও সেখানে। দিল্লির ইন্টার স্টেট বাস টার্মিনাস থেকে 30 40 মিনিট অন্তর বাস আসছে এখানে সাত ঘণ্টা সময় নিয়ে। আজমিরী গেট থেকে ছাড়ে সকাল 10 30 পর্যন্ত। পরে রাত 9 30। শহরে চলছে ট্যাক্সি, রিক্সা, অটোরিক্সা, টাঙা প্রভৃতি। অটো বা ট্যাক্সি চুক্তি করে নিয়ে শহর

দেখাই ভাল। ছয় সিটের টেম্পো তুলনামূলকভাবে সস্তা। যাত্রী পেলে USTDC (66 গান্ধি রোড) বাসে করে শাহানশাহী আশ্রম, টপকেশ্বর, ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সহস্রধারা দেখিয়ে নিয়ে আসে। রিজিওনাল ট্যুরিস্ট অফিস থেকে 9 30-16 00 মধ্যে ৫০ ভাড়ায়। দেরাদুন শহর একদিনেই ঝটিতি সফরে দেখা যায়। এখান থেকেই মুসৌরি বেড়ানো সহজ। হরিদ্বারে যাবার বাসভাড়া ২০ এবং মুসৌরি যাবার বাসভাড়া ১২।

কোথায় উঠবেন দাম ও পশ্চিমি প্রথার হোটেল 97 রাজপুর রোড Hotel Madhuban (Ph 2749990) SAC ১৬৫০ DAC ২২৫০, 19 রাজপুর রোডে Hotel Kwality (Ph 2657001) S ৩২৫, D ৫২৫ DAC ৬২৫-৭৭৫, 7 কোর্ট রোডে Hoel Relax (Ph 26527776) S ৩৭৫, D ৬৫০, SAC ৭২৫, DAC ৯৭৭, স্টেশনের কাছে, 1 হরিদ্বার রোডে Hotel Prince (Ph 2627070) S ২২৫, D ৪২৫; 6 আস্টলি হল, রাজপুর রোডে Hotel President (Ph 2657386) S ৭৫০, D ১২১০ গান্ধি রোডে Hotel Meedo S ২২৫, D ৩০০ 4B ৪০০, 28 রাজপুর রোডে Hotel Meed's Grand (Ph 2657171) S ৪২৫, D ৬২৫, SAC ৭৭৫, DAC ১১২৫, EC রোডে Hotel Regent (Ph 223578) D ২৫০, DAC ৪৫০, 29 রাজপুর রোড অনেরাস্ত প্যালেসে Inderlok Hotels Pvt Ltd (Ph 2658113) ৬৫০-১২৫০ মধ্যে, 74C রাজপুর রোডে Hotel Shahenshah (Ph 228508) ৮৫০-২১৫০, এছাড়া থাকার জন্য S ১৫০-৩০০, D ৩০০-৪০০ মধ্যে আছে মহাত্মা গান্ধি রোডে Hotel Victoria, Standard Hotel Vishal Bharat Lodge, 4 দর্শনী গেটে Oriental Hotel, রাজপুর রোডে Metro Hotel, Doon View Hotel, চক্রাতা রোডে Central Lodge প্রভৃতি। S ২০০-৩২৫, D ২৭৫-৩৫০ মধ্যে শুধু থাকার জন্য হোটেল 12 নিউ রোডে Hotel Aroma, মহাত্মা গান্ধি রোডে Hotel Nishima, Tourist Hotel, 17 রাজপুর রোডে Park View Hotel; ত্যাগী রোডে Hotel Akashdeep, 157 লিটন রোডে Hotel White House ইত্যাদি। **ধরমশালা**— গান্ধি রোডে আগরওয়াল, জৈন (খুবই ভাল ব্যবস্থা), শাহারানপুর রোডে শিবাজি, রাজা রোডে কালুসন ইত্যাদি। এছাড়া 45 গান্ধি রোডে GMVN-র Tourist Complex Drona (Ph 2652794) DAB ৩২৫-৩৭৫, DAC ৪২৫-৬৫০, ডর্মি ৭০। রাজপুরে PWD IB (বিজ্ঞ Ex Engr PWD, Dehradun), সহস্রধারা PWD IB (বিজ্ঞ Regional Tourist Officer, 56, Gandhi Road, Dehradun), নিউ ক্যান্টনমেন্ট রোডে CH (বিজ্ঞ District Magistrate, Dehradun) ও YMCA আর রেলওয়ে GH।

কী দেখবেন এখানে

সহস্রধারা: 14 কিমি দূরে। সিটি বাস চলছে। নিজেরাও পিক আপ ভ্যান ট্যাক্সিতে শেয়ারে যেতে পারেন। পথে গাড়িরে ওঠা নামা শ্বাসরুদ্ধকর। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরনা নেমে এসেছে সহস্র ধারে। বিন্দু বিন্দু জল পড়ছে, যেমন বর্ষাকালে ছাতা থেকে গড়িয়ে পড়ে। দাঁড়িয়ে স্নান করুন। জলে প্রচুর গন্ধক- ফলে বহু রোগ সেরে যায়। কত লোক এসে এখানে সারাদিন কাটিয়ে যাচ্ছেন। একটা খরস্রোতা ঝরনা বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের মাঝ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। পারাপার হতে ভয় হয়, অথচ ছোট্ট লাফেই পার হয়ে যাবেন। উপরে মন্দির। বাস যেখানে দাঁড়ায় সেখানেই একটা ওয়েটিং রুম। নৈসর্গিক শোভা অতুলনীয়। উড়ছে হাজারো নাম না জানা পাখি। আসার সময় বোতলে ভরে জল নিয়ে আসুন। রাস্তে যেতে যেতে 'ধূমপান করবেন না' এমন নোটিশ রাস্তার পাশে দেখবেন। দু পাশের গন্ধকে লেগে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। এখানে GMVN-এর TRH ও PWD IB আছে।

12 কিমি দূরে আছে **লক্ষ্মণ শিবমন্দির** দেরাদুন হৃষিকেশ রোডে। মন্দির পর্যন্ত বাস যায়। শুধু লক্ষ্মণ ও শিবের উদ্দেশে জায়গাটি উৎসর্গীকৃত। রবিবার নানা স্থান থেকে তীর্থযাত্রীদের ভিড় হয়। পিকনিকও করেন অনেকে। 5½ কিমি দূরে **টপকেশ্বর** মন্দির। ভক্তি বিশ্বাস না থাকলেও এসে দেখুন। গুহার ভিতর বহুকালের পুরনো শিবের মন্দির। স্যাঁতা, অন্ধকার গুহার ভিতর যুগ যুগ ধরে টপটপ করে জল পড়ছে শিবের মাথায় গুহার ছাদ বেয়ে। পাশেই পাহাড়ি নদী – বর্ষায় ভেসে যায়। কিন্তু অন্য সময়ে তিরতির করে বয়ে যায়। নানান আকারের পাথর সংগ্রহ করে মানুষ এখান থেকে পেপার ওয়েট হিসেবে। বাস যেখানে দাঁড়াবে সেখান থেকে মন্দির ½ কিমি মত। শিবরাত্রিতে এখানে খুব উৎসব হয়। দ্রোণাচার্য নাকি এখানে তপস্যা করেন। ঢুকতেই দুর্গামন্দির আর বাল্মীকি গুহা দেখে নিন।

ছোট এই শহরে আছে ONGC-র বিশাল ঘাঁটি। এছাড়া ভারতীয় সামরিক বাহিনীর বিখ্যাত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি। তারপরে মেয়েদের ওয়েলহাম স্কুল, উপকণ্ঠে সংলগ্ন পাহাড়ে দূন স্কুল। কাউলাগড় রোডে বন বিভাগের গবেষণা কেন্দ্র **ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট**। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের **টেগোর ভিলা** ইত্যাদি দেখুন। চক্রাতা রোডে আছে **বনবিভাগের মিউজিয়াম**। এটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বনবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র। সোম থেকে শুক্র 10-5টা খোলা। মিউজিয়ামটি অবশ্য দর্শনীয়। এমনকি 45 কিমি দূরে ডাকপাথরে **যমুনা** জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দেখুন চক্রাতা যাবার পথে বাসে করে। ছবি তোলা নিষেধ। থাকতে পারেন GMVN এর TRH (Ph 222133) এ ৩৫০-৬০০, ডর্মি ৭০।

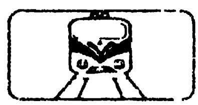
এখান থেকে যেতে পারেন 56 কিমি দূরে **হরিপুর**। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য যে কত মনোমুগ্ধকর তা বলে বোঝানো যাবে না। হিমালয় এক নতুন রূপে দেখা দেয়। কাছেই কালসিতে অশোকের শিলালিপি এখানে দেখতে পাবেন। বাসে চড়ে যেতে পারেন। আর যেতে পারেন মুসৌরি থেকে সিমলা যাবার পথে 91 কিমি দূরে 2,135 মি (7000 ফুট) সামরিক ক্যান্টনমেন্ট শহর **চক্রাতায়**। শরৎকালে এখানের পাহাড়ের শোভা দেখার মতো। দেরাদুন থেকে নিয়মিত বাস আসছে। তবে পথে দু জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে গেট পার হতে হবে। পথে মসূরী হয়ে, তারপর 23 কিমি দূরের সাহিয়া হয়ে। আপনি যদি মুসৌরি থেকে চক্রাতায় আসেন, তা হলে অবশ্য এই ঝামেলা থাকবে না। সরকারি শৈলাবাসে ক'দিন কাটাতে পারেন। 5 কিমি দূরে টাইগার ফল আর 8 কিমি দূরে দেওবন এখানের মুখ্য আকর্ষণ।

হাঁটতে উৎসাহ হলে দেখতে যেতে পারেন 4 কিমি দূরের **রবার্স কেভ**। কাছেই বয়ে চলেছে টনস নদী। শহর থেকে বাস আপনাকে পৌঁছে দেবে আনারওয়ালা গ্রাম পর্যন্ত। এর দূরত্ব 7 কিমি। বাকি পথটুকু পায়ে হেঁটেই পৌঁছতে হবে।

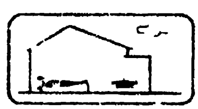
দেরাদুন থেকেই আসতে পারেন **রাজাজি অভয়ারণ্য**। এটি দেরাদুন থেকে 15 কিমি, দিল্লি থেকে 220 কিমি, লখনৌ থেকে 510 কিমি আর হরিদ্বার থেকে মাত্র 5 কিমি। এখানে দেখুন হাতি, বাঘ, চিতা, সম্বর, চিতল, ভাল্লুক, বনশুয়োর, পাইথন, ময়ূর, নীলগাই, কাকার এবং নানান জাতের পাখি। থাকার জন্য FRH আছে কাঁসরাও, মতিচুর, চীলাখণ্ড, বেরিবাড়া, রানীপুরে (বিস্তারিত জানতে Director, Rajaji National Park, Dehradun, Ph 23794, Wildlife Warden, Dehradun Region বা DFO, Shivalik Forest Division, Dehradun)।

মসুরি / মুসৌরি

জায়গার আসল নাম কিন্তু মসুরি। ইংরেজদের উচ্চারণে মুসৌরি হয়েছিল। এখন আবার মসুরি ফিরে এসেছে। আপনি যখন যাবেন তখন মসুরিই বলবেন, নইলে লোকে হয়তো ঠোঁটের কোণে একফালি বাঁকা হাসি হেসে বসবে। মসুরি বহির্হিমালয়ে অবস্থিত 1971 মি উঁচুতে একটি প্রসিদ্ধ শৈলনিবাস। দেরাদুন থেকে মসুরি 35.2 কিমি এবং দিল্লি থেকে 272 কিমি। ঘোড়ার খুরের মতো এই পাহাড়টির কাছে কাছে আরো ছোট ছোট পর্বতশ্রেণী এখানের রমণীয়তা বাড়িয়ে দিয়েছে। এর পশ্চিমের একটি উপত্যকার উপর দিয়ে বয়ে গেছে যমুনা নদীর একটি শাখা। উত্তর দিকে চোখে পড়বে পর্বতমালার তুষারের মধ্যে **ভাণ্ডারপুঞ্ছ** এর ঝাপসা রূপ। আপেল, পেয়ারা, অ্যাপ্রিকট, চেরি প্রভৃতি ফলের বাগান, পর্যটকের আকর্ষণ ... ...



কেমন করে আসবেন ট্রেনে ... দেরাদুন ... দেরাদুন, হিমালয়ের কোলে ... আসার সেরা সময় ... জুলাই এবং ... মসুরি ... 272 কিমি ... 132 কিমি ... 90 কিমি ... 10 ... 40 কিমি ... 36 কিমি ... 8 ... 7 ... 1,559 কিমি বাস এবং গাড়িও পাওয়া যায় ... দিল্লি থেকে গাড়িতে ... 4 ঘণ্টা।



কোথায় উঠবেন এখানে এখানে প্রচুর দামী ও মাঝারি দামের হোটেল আছে। তবে পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত বলে দাম একটু বেশিই মনে হয়। তিনটি বড় বাজারে — গান্ধীর বাজার, লাইব্রেরি বাজার এবং কুলরি বাজারে হোটেলগুলি। এখানে চড়া মরসুম হল 25 এপ্রিল থেকে 10 জুলাই। তখন হোটেলের চার্জ বেড়ে যায়। অন্য সময়ে (15 এপ্রিল থেকে 25 এপ্রিল ও 15 সেপ্টেম্বর থেকে 31 অক্টোবর পর্যন্ত) একটু কম। প্রথমে আমরা প্রত্যেকটি হোটেলের DB তে কেবল থাকার জন্য প্রায় কাছাকাছি একটা দরওয়ারি তালিকা দিচ্ছি পর্যটকদের সুবিধার জন্যে।

পরে অন্যান্য হোটেলের তালিকা দিচ্ছি।

● ক. DB চড়া মরসুমে ২২৫-৩৫০ ও মরসুমে ২০০-৩০০। ল্যান্ডোর বাজারে ও কুলরি বাজারে অনুপম, অমর, হিল ভিউ, পায়োনিয়র, বক উড, রাজ ট্যুরিস্ট, স্টার, নিশিমা, এভারেস্ট, প্রিয়া, বোযাঙ্কে, স্বাগত, সিঙ্গার, নাজ, বিগাল, রামা, সানভিউ, ইত্যাদি। লাইব্রেরি বাজারে গুলমার্গ, সূর্যকিরণ, শালিমার, জীত ইত্যাদি।

● খ. DB চড়া মরসুমে ২৭৫-৫৫০, মরসুমে ২২৫-৩৭৫। কুলরি ও ল্যান্ডোর বাজারে অম্বর, দীপ/মাউন্টেন ভিউ, হিমালয় ক্লাব, মিড টাউন কপ, মিনার্ভা, বিকাশ, গুরুত্রয়ম, দুন ভিউ, হিল কুইন, মানস সরোবর, বাঙ্গা, ওয়ালনাট গ্রোভ, দর্পণ, গ্রেন ভিলা, মুসৌরি ক্লাব, মোতি প্যালেস, বসুশ্রী, উইন্ডারমেয়ার ইত্যাদি। লাইব্রেরি বাজারের আদর্শ, কাশ্মীর, প্যারাডাইস, মজন, লাইব্রেরি ক্লাব, পদ্মিনী নিবাস, ইন্দিরা প্রিন্স প্রভৃতি।

● গ DB চড়া মরসুমে ২৭৫-৪৫০, মরসুমে ১৭৫-৩০৫। কুলরি বাজারে ব্রেন্ট উড, নন্দা ভিলা সিলভারটন, কনাট ক্যাসেল দার ভিউ, হোটেল ভিউ, হকম্যান্স বের্গক্লিলম, গালাম ইন্টারন্যাশনাল, বাড/রাজ ডিলাক্স, হইসপারিং উইনডোজ, প্যারামাউন্ট।

অন্যান্য হোটেল Savoy Hotel (Ph 2632010) ২০০০-৩০০০, Claridges Hotel Padmini Nivas (Ph 2632793) ৬০০-১৫০০, Hotel Valley View (Ph 2632324) ৩৫০-৮০০, Hotel Laxmi Palace (Ph 2632774) ২৫০-৪৫০, Hotel Broadway (Ph 2632243) ১৫০-২২৫, Claridges Nabha Resort (Ph 2632525), Barlowganj Rd ২৩০০-৩৫০০, Hotel Shiva Contiental (Ph 2632171) The Mall, Kulri ১৩০০-৩৫০০ প্রভৃতি। Kasamanda Lodge (Ph 2632424) Mall Road ১২০০-২৩০০, Hotel Classic Heights (Ph 2632514) Library Chowk ৭৫০-২৭০০, Country Inn (Ph 2631194) Kincretg Haya Coolie Est Nalapani House (Ph 2631194) ৮৫০-১৫০০, Hotel Filigree (Ph 2632380) ৫৫০-১৩৫০, Hotel Shining Star (Ph 2632468), Library Chowk opp Vasu Theatre ৮৫০-২৬৭০, Hotel Solitaire Plaza (Ph 2632165), Picture Palace, Kinag Rd ৯৫০-১৫৫০, Rosel Yinn Estate Hotel (Ph 2632 201), Library Chowk ৮৫০-১৫৪০, Hotel Mitsons Pvt Ltd (Ph 2632 874), Kulri, near Masonic Lodge Bus Stand ৩৫০-৭৮০ প্রভৃতি।

ধরমশালা: লাইব্রেরি বাজারে লক্ষ্মীনারায়ণ, গুরুদ্বার, ল্যান্ডোর বাজারে জৈন ধরমশালা, আর্যসমাজ মন্দির, মুসাফিরখানা সনাতন ধর্ম মন্দির। এছাড়া PWD IB – মসুরি কেম্পটি ফল্‌স রোডে লাইব্রেরি বাজার বাস স্ট্যান্ড থেকে 2.5 কিমি দূরে ৬০ (বিজ্ঞ Ex Engr, Provincial Division PWD Dehradun CPWD IB (ল্যান্ডোরে) ঐ, (বিজ্ঞ Ex Engr, CPWD Dehradun), GMVN এর Tourist Complex (Ph 2632682) DAC ৬৫০-৮০০ ডর্মি ১০০। ম্যালে YWCA ও Mount Rose Tourist Home, ডর্মি শুধু মহিলাদের জন্য। আগাম বুকিং করতে হবে।

কী দেখবেন এখানে নৈসর্গিক শোভা তো আছেই, আছে গান হিল। এখানে ওঠার উপায় দুটি। পাহাড়ি সিঁড়ি বাঁধানো পথ সোজা উপরে। কষ্ট হয়। কিন্তু পথে পথে বসবার উপর গেলেই ঠান্ডা পানীয় পাবেন। নামবার সময় দুর্ভাবনাও লাগে না। আর সিটি বোর্ড নীচে, লেট্যা হয়। এখানে শুনতে পাবেন পাশের হোটেলে বাজছে বাংলা গানের রেকর্ড কখনো। থেকে 400 মিটার টানা উপরে ওঠার জন্যে রোপওয়ে কারের ব্যবস্থা করেছেন। সময় নেয় 4.5 মিনিট। ভাড়া ১০। লাগে যেতে। উপরে একটা সমতল স্থান। সেখানে আছে খাবারের দোকান, বড় বড় দূরবীন। তাতে চোখ লাগিয়ে দূরে বন্দরপুঞ্চের শৃঙ্গ এমনকি বদ্রীনাথের মন্দির, মেঘ জমা আর বৃষ্টি হওয়া দেখা যায়। গাছের উপর দিয়ে ভেসে যাওয়া মেঘ আপনাকে আচ্ছন্ন করবে। নীচের শহর ... সবই মায়াময় ... মসুরিকে পাশের ... সঙ্গে এই রোপওয়েতে যুক্ত করা হচ্ছে। ... দারুণ ব্যাপার।

... 4.8 কিমি দূরে মসুরির সর্বোচ্চ চূড়া ... 60 ... 2,650 মিটার উঁচু লাল টিব্বাতে ওঠার ... অনেক। এখান থেকে ... এর কাছে কাঠগোদাম টিব্বা থেকে পাশের নন্দাদেবী, ত্রিশূল, দ্রোণগিরি সব শৃঙ্গের দৃশ্য পরিষ্কার আকাশে দেখা একটা অভিজ্ঞতা বিশেষ। হেঁটে বা রিক্সা করে টিব্বা দুটির নীচে পর্যন্ত যেতে পারেন বাস স্ট্যান্ড থেকে।

মসুরির আর এক আকর্ষণ ক্যামেলস ব্যাক— নীচে থেকে দেখতে এই পাহাড় চূড়াকে মনে হবে যেন উটের পিঠ। রিঙ্ক হলের কাছে কুলরি বাজার থেকে এটি শুরু

হয়ে শেষ হয়েছে 3 কিমি দূরে লাইব্রেরি বাজারে। ঘোড়ায় চড়ে উঠুন অথবা পায়ে হেঁটে বিকেলবেলা। তারপর দেখুন হিমালয়ে সূর্যাস্তের অনুপম দৃশ্য। এর নীচেই 'মুসৌরি পাবলিক স্কুল' প্রাণস্পন্দনে পূর্ণ।

4 কিমি দূরে লনের মধ্যে যেখানে একটি সুন্দর কৃত্রিম লেক রয়েছে পাইন গাছে আর ফুলেকুসুমে ঘেরা, সেই মিউনিসিপ্যাল গার্ডেনটি মসুরির প্রফুল্ল ভালে যেন উজ্জ্বল টিপ। নৌকা বেয়ে, কাফেটারিয়াতে চা, কোল্ড ড্রিংকস আর স্ন্যাক্স নিয়ে যদি মন না ভরে তবে পিকনিক করুন।

জলপ্রপাত বুঝি ভাল লাগে? তবে চলুন 6 কিমি দূরে মোসি প্রপাতে পায়ে পায়ে গিয়ে। এখানেও পিকনিক করতে পারেন। তবে সেরা প্রপাত হল কেম্পটি ফল্স শহর থেকে 15 কিমি দূরে মসুরি চক্রাতা রোডের ওপরে। ওপর থেকে জলধারা পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হয়ে কী মনোহারিভাবে ঝরে পড়ছে। সূর্যকরোজ্জ্বল দুপুরে এর নীচে নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে স্নান করবেন — দারুণ দারুণ। মসুরি থেকে এখানে বাস আসছে। দেরাদুন থেকেও ভাড়া ১৪। GMVN লাইব্রেরি বাস স্ট্যান্ডের সামনে থেকে মসুরি, ধানোলটি, সুরখণ্ডাদেবী, মসুরি লেক, কেম্পটি ফলস্ প্রভৃতি সফরে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। দিনে তিনবার 9টা, 12টা, ও 15টায়। মরসুম ছাড়া অন্য সময়ে দুইবার এই সফর হয়। খরচ ১০০ মতন। খোঁজ নিন Tourist Bureau, Near Jhulaghar, Mussoorie, Ph 2632863। পর্যটন দপ্তর ছাড়াও নানান বেসরকারি সংস্থাও মসুরি ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য প্রস্তুত।

6 কিমি দূরের স্কেটিং রিঙ্কে গিয়ে বরফে স্কেটিং করুন কুলরি বাজারে। 10 কিমি দূরে ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে দেখে আসুন বেনাগ মানমন্দির অথবা 12 কিমি মোটরে আর 6 4 কিমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে দেখে আসুন ভাট্টা ফল্স। মসুরির স্মৃতি চিরদিন মনে থাকবে।

এবারে আমরা যাব কুমায়ুন পাহাড়ের তিন শৈলাবাস-- নৈনিতাল, রানীখেত আর আলমোড়া দেখতে। তার আগে এই পথের আরও দু-একটি জায়গার কথা বলে নিই।

বেরিলি: পুরনো শহর। প্রাচীন রোহিলাখণ্ডের একসময়ের রাজধানী। 1537-এ এই শহর স্থাপন করেন বাস দেও ও বারেল দেও রোহিলা। দেখার মধ্যে সপ্তদশ শতকে নির্মিত দুটি মসজিদ, এছাড়া দুটি চার্চও আছে দেখার মতন। এখানকার জরির কাজ বিখ্যাত এবং অবশ্য দ্রষ্টব্য। এখান থেকে কুমায়ুন অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে যাবার বাস পাবেন।

পন্থনগর: বেরিলি থেকে কাঠগোদামে আসার পথে পড়বে পন্থনগর—ভারতের উন্নতমান বীজের জননক্ষেত্র। এর জন্যেই এখানকার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। পন্থনগরের 11 কিমি দূরে রয়েছে **উধম সিং নগর**। পুরনো নাম রুদ্রপুর। স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বীর নায়ক উধম সিং-এর স্মৃতিরক্ষার্থে এর এই নামকরণ। উল্লেখযোগ্য পর্যটনকেন্দ্র না হলেও একটু শ্রদ্ধা জানাতে ঘুরে যেতেই পারেন। দেখার মধ্যে কয়েকটি মন্দির ও গুরুদ্বারা। থাকার জন্য আছে বেসরকারি হোটেল ছাড়াও PWD IB ও FRH।

কাঠগোদাম: উল্লেখযোগ্য রেল স্টেশন। কুমায়ুন হিমালয়ের প্রবেশদ্বার বলা হয়। ফল উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত এই শহরের উচ্চতা 1758 ফুট। এখান থেকেও হিমালয়ের বেশ কয়েকটি শৃঙ্গ পরিষ্কার নজরে আসে। কলকাতা থেকে সরাসরি এখানে আসতে পারেন হাওড়া থেকে বাঘ এক্সপ্রেস চড়ে। লখনৌ থেকেও এখানে আসার ট্রেন পাবেন।

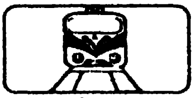
লখনৌ থেকে কাঠগোদামের দূরত্ব 241 মাইল বা 399 কিমি। লখনৌতে যে কোনো ট্রেনে আসুন। তারপর 5308 নৈনিতাল এক্সপ্রেস ধরুন, ছাড়ছে 21 00 মিনিটে। সারারাত ট্রেনে থেকে সীতাপুর, লখিমপুর, পিলিভিত, ভোজিপুরা, পার হয়ে পৌঁছে যান লালকুয়া জংশনে 6 25। এখানে থেকে বাসে কাঠগোদাম। যদি আগ্রা থেকে আসেন তবে আগ্রা ফোর্ট 21 30 বা মথুরাতে 23 20 আসা 5311 কুমায়ুন এক্স ধরে লালকুয়া পৌঁছে যান 8 30 মিনিটে 486 + 399 কিমি অতিক্রম করে এসে। লালকুঁয়া থেকে লখনৌ ফেরার ট্রেন পাবেন 20 50, লখনৌ পৌঁছায় 6 10।

নৈনিতাল

নৈনিতালের উচ্চতা 1,938 মি (6,360 ফুট)। নৈনিতাল আসলে একটা লেকের নাম। স্থানীয় দেবী নয়নার নাম থেকে জায়গাটারই নাম হয়ে গেছে নৈনিতাল। 'তাল' মানেই পুকুর বা জলাশয়। এই শৈলাবাস সম্পর্কে ব্রিটিশরা প্রথম জানতে পারেন 1841-এ প্রকাশিত 'আগ্রা আখবার' নামে একটি পত্রিকায় শাজাহানপুরের জনৈক ইউরোপীয় বণিকের রচনা থেকে। সমুদ্রপৃষ্ঠের 1938 মিটার উঁচুতে উইলো গাছে ঢাকা এই হ্রদের চারপাশে সাতটা পাহাড়। এই লেকে বার্ষিক নৌ-প্রতিযোগিতা একটা উৎসব বিশেষ। জনশ্রুতি যে এখনেই সতীর নয়ন দুটি পড়েছিল। তাই নাম

নয়নাদেবী। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট বাড়ি, পুরনো সব বাংলো, একটা আশ্চর্য স্মৃতিময়তা সৃষ্টি করেছে। নৌকা বেয়ে, পনিতে চড়ে, মাছ ধরে, ট্রেকিং করে অথবা শুধু শুধু ঘুরে বেড়িয়ে জীবনটাকে এখানে উপভোগ করুন।

কেমন করে আসবেন যদি উড়ে আসেন তবে 71 কিমি দূরের পন্থনগর (ফুলবাগ) বিমানবন্দরে নামুন। দিল্লি থেকে সপ্তাহে তিনদিন বিমান এখানে আসে। সীজনে অতিরিক্ত বিমান ওড়ার ব্যবস্থা হয়। বিমান চলানুসারে সপ্তাহে তিন দিন পন্থনগর থেকে সোজা কোচ সার্ভিস চালান কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম।



রেল পথে কলকাতা থেকে এলে আপনাকে নামতে হবে কাঠগোদাম স্টেশনে। হাওড়া থেকে পাবেন প্রতিদিন 3019 হাওড়া কাঠগোদাম বাঘ এক্সপ্রেস। হাওড়া ছাড়ে 21 45 মিনিটে, পৌঁছয় তৃতীয় দিন সকাল 8 45-এ। কাঠগোদাম থেকে নৈনিতালের দূরত্ব 35 কিমি। এখান থেকে নৈনিতাল যাবার জন্য বাস পাবেন 30 মিনিট অন্তর। মোটর ভাড়াও পাবেন। লখনৌ থেকে এলে আপনি পাবেন 5308 লখনৌ-লালকুয়াঁ নৈনিতাল এক্সপ্রেস। 21টায় লখনৌ ছেড়ে পরদিন লালকুয়াঁ পৌঁছয় 6 25-এ। আগ্রা থেকে এলে পাবেন 5311 আগ্রা ফোর্ট লালকুয়াঁ কুমায়ুন এক্স। 21 30-এ আগ্রা ফোর্ট ছেড়ে লালকুয়াঁ পৌঁছয় পরদিন 8 30-এ। এরপর বাসে লালকুয়াঁ থেকে কাঠগোদাম হয়ে নৈনিতাল। লখনৌ থেকে কাঠগোদামের দূরত্ব 399 কিমি।

নৈনিতালে রেলওয়ে বুকিং অফিস আছে তল্লিতালে রাজ্য পর্যটন বিভাগের অফিসেই। এখান থেকেই ওই সমস্ত ট্রেনের রিজার্ভেশন করতে পারবেন। আর বিমানের টিকিটের জন্য যেতে হবে ম্যালে, KMVN-এর অফিসে।

সড়ক পথে নৈনিতাল থেকে দূরত্ব (কিমি) -- আলমোড়া 65, রামপুর-মোরদাবাদ হয়ে দিল্লি 318, রানীখেত 54, বেরিলি 137, হরিদ্বার 306, দেরাদুন 373,বদ্রীনাথ 303, মোরদাবাদ 155,লখনৌ 380। বাস যাচ্ছে-আসছে দিল্লি, দেরাদুন, হরিদ্বার, মীরাট, মোরাদাবাদ, বেরিলি, লখনৌ, পিথোরাগড় প্রভৃতি স্থান থেকে। প্রতিদিনই উত্তরাঞ্চল ও ইউ পি রোডওয়েজের ডিলাক্স কোচ ছুটছে দিল্লি-নৈনিতাল দিল্লি পথে। মিটারযুক্ত ট্যাক্সি, সাইকেল রিক্সা, টাঙ্গা, হাতে টানা রিক্সা এবং নৈনিতাল-ভোয়ালি সিটি বাস সার্ভিস পাবেন স্থানীয় ভাবে। যদি কাঠগোদাম থেকে নৈনিতাল ট্যাক্সিতে আসেন তবে ১৯০ মত ভাড়া পড়বে। নৌকা করেও ঘুরতে পারেন নানা স্থানে।

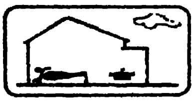
● ব্যবস্থাপিত সফর ●

কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম (Ph 33043) সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, নৈনিতাল 263001 থেকে এবং ম্যাল রোডের ট্যুরিস্ট ব্যুরো (Ph 35656) নৈনিতাল থেকে কুমায়ুন অঞ্চলের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়ে নিয়ে আসে বিশেষ বাসে। এ ছাড়া অনেক ট্রাভেল এজেন্সির (যেমন Skylark Travel Agency) বাসও যাচ্ছে। ●সরকারি বাসে কাছাকাছি ভীমতাল ইত্যাদি ডিলাক্স বাসে ৯৮। ● দুদিনের জন্য কৌশানি ২১০। ● চার দিনের জন্য বদ্রীনাথ (বিশ্রাম কর্ণপ্রয়াগ, বদ্রী ও কৌশানিতে) ৫৬০ ●চার দিনের কুমায়ুন দর্শনে রানীখেত, কৌশানি, পিথোরাগড়, যজ্ঞেশ্বর, আলমোড়া ভ্রমণ ৫৬০। ● একই দিনে মুক্তেশ্বর, রামগড় ভ্রমণ ৯৮ ● একদিনের জন্যে রানীখেত ৯৮। ● দুদিনের বেড়ানোয় করবেট জাতীয় উদ্যান ২৫০। ●তিন দিনের কৌশানি করবেট ভ্রমণ ৩৪০। প্রাইভেট কোম্পানির বাসে জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক 7 30-18 00 মাথাপিছু ১৪০, অফসিজনে ১১০। ● গ্রীষ্মে ছয় দিনের কেদার-বদ্রী ভ্রমণ ৬৭৫। ভীমতাল আলমোড়া-কৌশানি-রানীখেত নৈনিতাল (দুদিন এক রাত্রি, 9 30 ছেড়ে কৌশানি 16 30, রাত্রে সেখানে থেকে পরের দিন 7 30 ছেড়ে রানীখেত হয়ে বিকেলে নৈনিতালে পুনশ্চ) ভাড়া সীজনে ৩২৫ অন্য সময়ে ২৬৫। ভাড়া নির্দিষ্ট থাকে না। কমেও কোনো কোনো গাড়ি যায়। থাকা খাওয়া সব ওই টাকায়।

নৈনিতালে বাস আসছে

স্থান	দূরত্ব (কিমি)	সময় (ঘন্টা)
কাঠগোদাম	34	1 30
হালদুয়ানি	40	1 30
রানীখেত	60	3 00
আলমোড়া	63	3 00
পন্থনগর	71	3 00
রামনগর	101	3 30
কৌশানি	113	5 00
বেরিলি	141	5 00
টনকপুর	168	6 30
পিথোরাগড়	188	7 00
হরিদ্বার	305	9 00
হৃষীকেশ	323	10 00
দিল্লি	338	9 00
দেরাদুন	385	10 30
লখনৌ	401	11 00

নৈনিতালের লেক দেখায় ২৫। যদি কৌশানি থেকে বৈজনাথ যান তবে আরো ২৫ লাগে।



কোথায় উঠবেন : DAB ৬৭৫ ও তার উপরে হোটেল· মল্লিতালে— Belvedere Hotel (Ph: 232082), R-12, Metropole Hotel (Ph: 235589) R-47, Royal Hotel (Ph· 233007) R-46, Sherwani (Ph: 235504) R-20, Aroma Hotel (Ph: 235354) R-29, Coronation Hotel (Ph: 235649) R-46, Madhuban (Ph. 232295) R-20, Prem Sarovar Hotel (Ph: 235084) R-18, Tourist Hotel (Ph: 235580) R-12; ম্যালে— Elphinston Hotel (Ph: 235534) R-51, Grand Hotel (Ph: 235406) R-31, Gurdup Hotel (Ph: 235528) R-10, Silverton Hotel (Ph: 235549) R-23, Alka Hotel (Ph: 235220) R-50, Hotel Pratap Regency (Ph: 235865) R-25, Ambassador Hotel (Ph: 235642) R-15, Evelyn Hotel (Ph: 235457) R-53, Everest Hotel (Ph. 235453) R-47, Kumaon Hotel (Ph: 235174) R-10, Natraj Hotel (Ph: 235173) R-25; **তল্লিতালে**— Hill View Hotel (Ph: 235361) R-18, Manasarovar Hotel (Ph. 235582) R-35, National Hotel (Ph: 235537) R-21, Prashant Hotel (Ph: 235347) R-35, Punjab Hotel (Ph 235545) R-21, Savoy Hotel (Ph: 235580) R-13; মূলেশ্বরের কাছে Hotel Mountain Trail (Ph: 232024); DAB ২৭৫ ও তার উপরে **মল্লিতালে**—Ajanta Hotel (Ph: 235697) R-21, Anupam Hotel R-10, Shervani Hill Top Inn (Ph: 236128) R-20, YWCA (Ph: 235657) R-20; **তল্লিতালে**— Ashok Hotel (Ph. 235180) R-43, Empire (Ph: 235325) R-10, Himalaya Hotel (Ph: 235258) R-47; **ম্যালে**— Alps Hotel (Ph: 235371) R-20, Central Hotel R-20, India Hotel (Ph: 235517) R-40 এবং Krishna Hotel (Ph: 235662) R-10।

আর দামী হোটেলগুলির মধ্যে Claridges Naini Retreat (Ph: 235105), হরিভবন, আর্যপট্ট স্লোপ, মল্লিতাল ১৭৫০-৩৫০০, Vikram Vintage Inn (Ph· 236177) মল্লিতাল ২২৫০-৪০০০; মনু মহারানী এস্টেট (Ph: 236242) ৩৫০০-৪৮০০; Lakeside Inn (Ph: 235777), ম্যাল ১২৫০-১৭৫০; Kolhi Cottage (Ph: 236368) ৩৫০-৬০০; Hotel City Heart (Ph: 235228) ৫৫০-১৬০০; Palace Belvedere Hotel (Ph: 235082) ১০৯০-১৭৫০; প্রভৃতি। এছাড়া Kumaon Mandal Vikas Nigam পরিচালিত মল্লিতালে Tourist Reception Centre DAB ৭৫০-১৩০০ ডর্মি ১৩০। এদেরই TRC তল্লিতালে DAB ৯০০-১৫৫০ ডর্মি ১৩০। কলকাতায় যোগাযোগ: KMVN, 12 N. S. Road, Kolkata 1, Ph : 26220 7855। ভীমতালে Tourist Bunglow DAB ৪০০-৬০০ কটেজ ৫৭৫-১০২৫ ডর্মি ১২০। সাততালে Tourist Bunglow D ৩২৫ কটেজ ৬৫০। নওকুচিয়া তালে TB D ৩৭৫-৬৭৫ ডর্মি ১২০। কাঠগোদামে, কাশীপুরে, গিরলেকে, রামনগরে পাবেন TB ৩৫০-৬০০ মধ্যে। নয়না পীকে পাবেন Log Hut। আর কাছে UP জল নিগমের Nainital Club (Ph· 235420) রিজা : Estate Officer, UP Sachivalaya, Lucknow। ৩২ স্যুইট 5 VIP কটেজ— সাইপ্রাস, চ্যালেট, লাইব্রেরি ব্লক, ব্রুকহিল লজ ইত্যাদি; নগরপালিকা TH (6 ঘর) রিজা : Asst Director, Tourist Bureau, Nainital; YH (রিজা . ওয়ার্ডেন Ph· 236353), সভ্য ২০, অন্যান্য ৪০; Hydel IB (Ph: 235421, রিজা : Chief Engr U.P. State Electricity Board, Nainital); UP জলনিগম লক্সলি হল (রিজা : Ex. Eng. VI Divn. U.P. Jalnigam, Nainital), PWD IB, **ধরমশালা**— অঞ্জুমান-এ ইসলামিয়া মুশাফির-খানা, গুরুদ্বার, আর্য সমাজ মন্দির, লালা পরমা শিবলাল শাহ সেবা সমিতি। এছাড়া অনেক হলিডে হোম আছে— রেলওয়ে HH ম্যালে (Ph: 235538), মল্লিতালে SBI HH (Ph: 235645), এখানেই বোকারো প্ল্যান্ট হলিডে হোম হেডিংলি কটেজ (Ph: 235178), মল্লিতালে বি ডি পাণ্ডে হাসপাতালের কাছে Indian Oil HH, ম্যালে জগতী হোটেলে Allahabad Bank HH, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া HH ম্যালে, তল্লিতালে P & T HH (Ph· 235565) ইত্যাদি। আরও হলিডে হোমের খবর জানতে বইয়ের 'সংযোজন' অংশ দেখুন।

কী দেখবেন এখানে : নৈনিতালের অন্যতম দর্শনীয় স্থান নয়না পীক। বাস স্ট্যান্ড থেকে 5.64 কিমি দূরে শহরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পিকনিক করার জায়গা

2,610 মিটার উঁচু চুড়োয় বসে। ভাবলেই দারুণ লাগে। নীচে লেক, চারপাশে হিমালয়ের অনবদ্য দৃশ্য মুহূর্তে মনের মধ্যে রচনা করে দেয় নন্দনকাননের অনুভূতি। এর অন্য নাম **চীনা পীক**। ঘোড়ায় চড়া পথে উঠতে হয়। রাতে থাকবার জন্য বলছি — থাকার জন্যে লগ হাট (Ph 235543) রয়েছে। কারণ সূর্যোদয়ের মনোহর মুহূর্তটিকে আপনাকে কাছে পেতেই হবে। ব্রাহ্মমুহূর্তে আপনি এক পরমাশ্চর্য দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে আপন অনুভূতি সূর্যের মধ্যে মিশিয়ে দিতে পারবেন। 2,481 মিটার উঁচুতে আর এক গিরিচূড়া চড়ুইভাতির আহ্বান জানাচ্ছে আপনাকে। এর নাম **লরিয়াকান্ত**। দূরত্ব ওই 6 কিমির মধ্যে। এখানেও ঘোড়াচলা পথ। এটি নৈনিতালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চূড়া। 2.5 কিমি দূরে আর এক দৃশ্যপট বরফে মোড়া **স্নো ভিউ**, কেউ বলেন **টিফিন টপ**। এর উচ্চতা 2,270 মিটার 4 কিমি দূরে রয়েছে 2,292 মিটার উঁচু **ডরোথি সীট**। এটাও পিকনিকের আদর্শ স্থান। ডরোথি কেলেট নামে এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা সম্ভবত এখানে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে স্বামী একটি স্মারক নির্মাণ করেছেন তাঁর নামে। এখান থেকে আপনি **শের-কা-দণ্ডা** এবং আযারপেট্টার সমস্ত দৃশ্য উজ্জ্বল ভাবে দেখতে পাবেন। প্রায় একই দূরত্বে রয়েছে 2,118 ফুট উঁচুতে **ল্যান্ডস এন্ড**। এখান থেকে খুর পাতাল এবং পাহাড়ি ধাপকাটা জমিগুলোকে ছবির মত মনে হয়। কাছেই খ্রিশ্চান এবং মুসলমানদের কবরখানা। ঘোড়ায় চড়ে এপথে আসা যায়। আর **খুরপা লেক** হল 'বোক' মাছদের আড্ডাখানা। যদি জীবনে ছিপ না ধরে থাকেন তবুও আপনার ছিপে এ লেকে মাছ উঠবেই। আকারে ছোট তবে মৎস্য সম্পদে ভরপুর। নৈনিতালে জেলা শাসকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিন অতএব। **হনুমানগড়ির** দূরত্ব মাত্র 3 কিমি। প্রচুর হিন্দু মন্দিরের জন্যে এখানে তীর্থযাত্রীদের ভিড় হচ্ছে বটে, তবে আপনার আমন্ত্রণ এখানে সূর্যাস্তের পরমক্ষণটি চিরস্থায়ী করে মনের পটে এঁকে নেবার জন্যে। 4 কিমি দূরে রাজ্য **মানমন্দিরটিও** দেখার মত। এখানে শুধু জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত পড়াশুনোই হয় না, কৃত্রিমভাবে তৈরি উপগ্রহগুলিও দেখার মত। আর পাহাড়, সরোবরের সঙ্গে যদি অরণ্যকে আপনার পরিবেশের মধ্যে পেতে চান, তবে 9 কিমি দূরের **কিলবুরিতে** সপ্তাহখানেক কাটিয়ে আসতে পারেন। চড়ুইভাতি, শিকার আর মনোহর দৃশ্যে আপনি ডুবে থাকুন। থাকার জন্য FRH (রিজা DFO, Nainital Forest Division) পাবেন। এসব জায়গা ঠিক ঠিক দেখার জন্যে গাইড চাইলে পাবেন। যোগাযোগ করুন— ম্যালে KMVN-এর অফিসে বা পন্থ মার্গে হিমালয়ান ট্যুরিস্ট কর্পোরেশনে।

এবার চলুন নৈনিতাল থেকেই একটু দূরে ঘুরে আসি। পর্যটকদের জীবনটাই তো ঘোরার। 11 কিমি দূরে 5,600 ফুট (1,706 মিটার) উঁচুতে একটি ছোট স্বাস্থ্যনিবাস হল **ভোয়ালি**। দেশের অন্যতম সেরা যক্ষ্মানিবাসটি তাই এখানেই গড়ে উঠেছে। পার্বত্য ফলে ভরা এই নগরে থাকার জন্যে FRH এবং RH পাবেন। এখান থেকে 3 কিমি দূরে গোরাখালে আছে **গোল্লাদেবের** বিখ্যাত মন্দির। এখানে একটি সৈনিক স্কুলও আছে। বাস আসছে এখান পর্যন্ত। 18 কিমি দূরে নৈনিতাল কাঠগোদাম সড়কের মাঝামাঝি রয়েছে **জেওলিকোট**। 1,219 মিটার উঁচু এই শহরেও একটি স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে উঠেছে। আর এর খ্যাতি মৌমাছি পালন কেন্দ্র হিসেবেই বেশি। যাঁরা প্রজাপতি ভালবাসেন জেওলিকোট তাঁদের কাছে স্বর্গোদ্যান। খোলা থাকে 10.00-17.00। থাকার জন্য PWD IB আছে। মৌমাছির পালনক্ষেত্রেও একটি ছোট অতিথি ভবন আছে। 21 কিমি দূরে **সাততাল** পৌঁছতে হলে আপনাকে বাসে চড়ে 15 কিমি আসার পর বাকি পথটা ঘোড়ার পিঠে পার হতে হবে। ছোট ছোট সাতটি হ্রদ মিলেই এই সাততালের মনোরম প্রকৃতি গঠন করেছে। 23 কিমি দূরে **ভীমতাল** নৈনিতালের অন্যতম আকর্ষণীয় লেক। এখানে শুধুই নৌকা বেয়ে দিনগুলি রঙিন হয়ে ওঠে। মৎস্য শিকারিরা এখানে স্বর্গ খুঁজে পান। হ্রদের মাঝখানে একটি ছোট্ট দ্বীপে গিয়ে চড়ুইভাতি করে আসুন।

এখানে পাশ্চাত্য প্রথার হোটেল আছে। আছে একটি ট্যুরিস্ট বাংলো (রিজা KMVN, নৈনিতাল, Ph 05942-247122), DAB ৪০০-৫৫০, কটেজ ৬০০-৯৫০, ডর্মি ৭০। আছে জেলা পরিষদের একটি ডাকবাংলোও। খোলা থাকে 1 এপ্রিল থেকে 31 অক্টোবর, বাসে চড়ে অতএব এখানে আপনার আগমন ঘটুক।

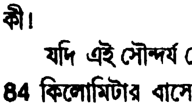
25 কিমি দূরে **রামগড়ে** আসুন ভোয়ালি হয়ে বাসে চড়ে। ছোট্ট একটি গ্রাম যেন। ফুলবাগিচায় ভরা এই রামগড়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'গীতাঞ্জলি'র কয়েকটি কবিতা। কবির বড় প্রিয় রামগড় আপনারও তো প্রিয় স্থান। 26 কিমি দূরে **নৌকুচিয়াতাল** আসা যায় সোজা নৈনিতাল থেকে বাসে করে। তবে **ভীমতালে** এলে আর মাত্র বাসে 4 কিমি। এই হ্রদটিতে 9টি কোণ আছে — তাই এই নাম। মাছ ধরতে, হাঁস শিকার করতে এমন জায়গার আর জুড়ি নেই। নানান জাতের পাখিও আসছে এই হ্রদে। 52 কিমি দূরে **মুক্তেশ্বর**-এ ভোয়ালি আর রামগড় হয়ে বাসে আসা যায়। এখানে গড়ে উঠেছে

কেন্দ্রীয় পশুচিকিৎসার গবেষণা কেন্দ্রটি। থাকার জন্য দুটি DB, PWD IB এবং গবেষণা কেন্দ্রের GH আছে। এর নৈসর্গিক দৃশ্যের কোনো তুলনা নেই।

রানীখেত

কুমায়ুন অঞ্চলের আর একটি চমৎকার শৈলাবাস। সারা বছর ধরে পর্যটকরা এখানে অবকাশ উদ্‌যাপনের জন্য এসে এর সবুজ বনানী, মৃদুমন্দ পবন হিল্লোল, রমণীয় আবহাওয়া আর সুউচ্চ সূর্যকরোজ্জ্বল তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গগুলিকে পরমাত্মীয় করে উপলব্ধি করেন। রানীখেত শব্দটির অর্থ রানীর খেত। পাইন, ওক, দেবদারু আর সাইপ্রাসের প্রেমে পড়ে কবে কোন এক রাজার রানী এখানেই বাসা বেঁধেছিলেন কে জানে। তবে সেই থেকে নাম হয়ে গেল রানীক্ষেত্র থেকে রানীখেত। গল্প যাই হোক না কেন, ব্যাপারটা যে রাজা-রানীর মতোই তাতে সন্দেহ কী।

যদি এই সৌন্দর্য দেখতে চান তবে কাঠগোদাম থেকে 84 কিলোমিটার বাসে চড়ে চলে আসুন। যদি রামনগর স্টেশনে নামেন তবে 96 কিমি বাসে চড়তে হবে। বিমানবন্দর পন্থনগর 177 কিমি দূরে। 1829 মিটার উঁচু এই শহরে গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ 32°C এবং শীতে সর্বনিম্ন 3 3°C তাপমাত্রা দাঁড়ায়। নৈনিতাল থেকে 60 আলমোড়া থেকে 48, বেরিলি থেকে 190, দিল্লি থেকে 361, কর্ণপ্রয়াগ হয়ে গোপেশ্বর থেকে 145, কৌশানি থেকে 74, পিথোরাগড় থেকে 169 কিমি বাস চলছে। এখানে পৌঁছে বিভিন্ন দিনে সূর্যের আলোতে নন্দাদেবী, কামেত, ত্রিশূল, নন্দাকোট, হাতিপর্বত, গৌরীপর্বত, নীলকান্ত প্রভৃতি চূড়ার সৌন্দর্য আস্বাদ করুন। আসার জন্যে বেছে নিন মার্চ-জুন আর সেপ্টেম্বর-নভেম্বরের মরসুম দুটি। শহরেই আছে ফিরে যাবার জন্যে রেলের বুকিং অফিস।



কোথায় উঠবেন : এখানে এসে থাকার জন্য বেছে নিন কোনো একটা হোটেল। নৈনিতালের চেয়ে সস্তা এখানে। সদর বাজারে পাবেন Moon Hotel (Ph. 220258) DAB ৮৫০-১৬৫০, কটেজ ১৭৫০, কলকাতা যোগাযোগ TTMI, Ph 2244 2051, Ev-erest Hotel (Ph 220115) ৪০০-৬০০, Alka Hotel ৪০০-৬০০; Tourist Hotel ৪৫০-৭৫০; Nataraj Hotel ৪০০-৬০০, আপার ম্যালে Meghdoot Hotel (Ph 220475) ৪০০-৬০০; Nortons Hotel ২৫০-৪০০। মহাত্মা গান্ধি মার্গে West View Hotel (Ph 220261) ২২০০-৩৫০০, Hotel Raj Deep (Ph 220447) ১৫০-৩০০। সদর বাজার থেকে 5 কিমি দূরে ম্যাল রোডে KMVN এর Tourist Bunglow (Ph 220893) DAB ৬৫০-৯৫০ ডর্মি ৭০, চিলিয়ানৌলাতে Himadri Tourist RH (Ph 220588) DAB ৬৫০-৯৫০ ডর্মি ৭০। FRH 'রিজা DFO, Almora) R-5 S ৭৫, কালিকায় FRH (রানীখেত থেকে 5 কিমি, রিজা ঐ) ঐ, PWD IB (Ph 54 রিজা Ex Engr Jal Nigam), ভাড়া ঐ, Ranikhet Club R-2, 2B ৪৭৫। **ধরমশালা** জুয়াড়ী বাজারে শিবমন্দির ধরমশালা, বাল্মীকি আশ্রম, মুসাফিরখানা ইত্যাদি।

এখানে দেখবেন (কাছে থেকে দূরে গিয়ে) 6 কিমি দূরে **কালিকায়** একটি ফরেস্ট নার্সারি, একটি প্রাচীন কবর এবং দেবী কালিকার একটি মন্দির। থাকার জন্যে FRH আছে। এর কাছেই 1 কিমির মধ্যে রয়েছে উপত। আলমোড়া যাবার পথে যদি এখানে নেমে যান তবে এর প্রাকৃতিক শোভা আপনাকে মুগ্ধ করবে। তবে এখানের প্রধান আকর্ষণ কিন্তু 9টি গর্তওয়ালা গলফ খেলার মাঠখানি। চৌবাটিয়া যখন যাবেন তখন 6 কিমি দূরে পথে পড়বে **ঝুলাদেবীর মন্দির**। এখানে পূজিত রামচন্দ্র এবং দেবী দুর্গা। 5 কিমি দূরে রয়েছে বিখ্যাত বাবা হৈরা খানের মন্দির **চিলিয়ানৌলাতে**। এর নৈসর্গিক শোভা, দূরের হিমালয়ের গাম্ভীর্য আপনাকে মুগ্ধ করবে। বহু পর্যটক এখান থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যান পশমি পোশাক। 8 কিমি দূরে রামনগরের পথে পড়ে **তারিখেত**। এখানে গান্ধিজি কিছুদিন বাস করেছিলেন। গান্ধি কুঠিতে **গান্ধি আশ্রম** গড়ে তোলা হয়েছে। এখানের **গোল্লামন্দির** খুবই পবিত্র। এখানে আসার পথে রানীখেত থেকে মাত্র 3 কিমি দূরে রয়েছে আয়ুর্বেদিক ঔষুধ তৈরির গবেষণা কেন্দ্র কো-অপারেটিভ ড্রাগ ফ্যাক্টরি। 10 কিমি দূরে **চৌবাটিয়া** বিখ্যাত হয়ে রয়েছে এর ফলসম্ভার আর সরকারি বাগিচার জন্যে। চৌবাটিয়া কথাটি এসেছে **চতুর্ম্বর্ষিকা**—যার অর্থ চার পথের মিলন স্থল। এখানের আপেলের স্বাদ নিতে ভুলবেন না। আপেলের স্বাদের অমৃত আর প্রাকৃতিক দৃশ্যে অমৃত—মিলে যেন সঞ্জীবনীর অনুভব। 13 কিমি দূরে **ভালু ড্যামে** যখন যাবেন তখন সেখানের লেকের তীরে চড়ুইভাতি সারবেন ভেবেই কিন্তু যাবেন। মাছ সংগ্রহ করুন এই লেক থেকেই। চৌবাটিয়া থেকে মাত্র 3 কিমি। আলমোড়া যেতে 13 কিমি দূরে পড়ে তুষারমৌলি হিমালয়কে নতুন এক রূপে দেখার

স্থান **মাঝখালি**। রামনগর যাবার পথে 13 কিমি দূরে পড়ে **বিলেখ পার্ক**। এমনি আরো একটি পার্ক পড়ে এই পথেই - 16 কিমি দূরে **সৌনি পার্ক**। ঘোড়ায় চড়া পথে 22 কিমি দূরে গিয়ে **দ্বারহাটে** গিয়ে দেখতে পাবেন খুব প্রাচীন একটা মন্দির। এটি পড়ে কর্ণপ্রয়াগ যাবার পথে। একদা এখানে কাত্যুরি রাজারা বসবাস করতেন। তুষারমৌলি হিমালয়ের এক ধ্যানমগ্ন রূপ দেখতে হলে

রানীখেতের দূরত্ব

	(কিমি)
দিল্লি (থেকে)	361
বেরিলি	190
পন্থনগর	177
পিথোরাগড়	169
বাগেশ্বর	145
রামনগর	96
কাঠগোদাম	84
কৌশানি	74
নৈনিতাল	60
আলমোড়া	45

52 কিমি দূরে (শীতলাখেত থেকে 26 কিমি মোটরে) **দুনাগিরিতে** আসুন। এখানে একটি সুপ্রাচীন দুর্গা মন্দিরও আছে। প্রাচীন একটি শিলালিপি এখানে রয়েছে - তার তারিখ 1181।

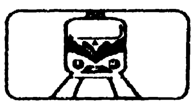
শীতলাখেত এর সৌন্দর্যও অতুলনীয়। 5500 ফুট উঁচু এই সৌন্দর্যস্থানে আসতে হলে আপনাকে রানীখেত থেকে প্রায় 36 কিমি পথ পার হতে হবে। এখান থেকে 3 কিমি দূরে আছে শাহী দেবীর মন্দির। থাকার জন্য KMVN-এর Tourist Bunglow (05966 244005) DAB ২৫০-৬০০, সুইট ৭০০, ডর্মি ৭০। আর আছে একটি FRH।

এমনি আর এক সুন্দর স্থান **ম্যানিলা** 66 কিমি দূরে। তবে ভিকিয়াসেনে নেমে 13 কিমি অশ্বারোহণে যেতে হবে। 114 কিমি দূরে **বাগেশ্বরে** যেতে পাবেন সদলে চড়ুইভাতি করতে। আর আলমোড়া যাবার পথে পটলদেবীতে অনেক তীর্থপথিক চান **আনন্দময়ী মায়ের** আশ্রমে ঘুরে যাবার জন্যে। **রানীখেত থেকে কর্ণপ্রয়াগ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ যাবার বাস যাচ্ছে।**

তপোবনের দূরত্ব এখান থেকে 21 কিমি। তবে এই পথ সাধারণ ভ্রমণার্থীদের জন্য নয়। পুরো পথটাই হেঁটে যেতে হবে।

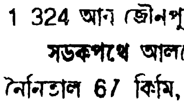
আলমোড়া

কুমায়ুন বিভাগের অন্যতম জেলা ও সদর মিউনিসিপ্যাল এই শহরটির আয়তন 11 9 বর্গকিমি এবং এটি সমুদ্রপৃষ্ঠের 1,640 মিটার উঁচুতে অবস্থিত একটি প্রাচীন স্বাস্থ্যকর শৈল্যাবাস। এখানে একটি সৈন্যাবাসও আছে। ত্রিশূল— তার উত্তর-পূর্বে ভারতের সবচেয়ে উঁচু শিখর নন্দাদেবী (7,817 মিটার)। নন্দাঘুন্টি, নন্দাকোট প্রভৃতি আলমোড়ার কাছাকাছিই। নকশা করা কাঠের কাজ বেতের ঝুড়ি, মাদুর ও পশম দ্রব্যের আদত জায়গা আলমোড়ায় একদা শালিবাহনদেব বংশধর চাঁদবংশীয় রাজারা বাস করতেন। এখানে একটি ডিগ্রি কলেজে আছে। আছে রানীখেত, বৈজনাথ, বাগেশ্বরের আকর্ষণও। তবে এখানে শক্তিপূজারই প্রাধান্য বেশি। আরো আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অকৃপণ বিস্তার তার হ্রদ, শাল পাইনের অরণ্য, গিরিচূড়া, নদীর স্রোতে। যে কাষায় পাহাড়ের উপর এই শহর দাঁড়িয়ে স্কন্দপুরাণের মানস খণ্ডানুসারে সেটির দুপাশে প্রবাহিত ছিল কোশী এবং সুয়াল নদী। এটিই নাকি বিষ্ণুর আবাসস্থল ছিল।



কেমন করে আসবেন যদি বিমানে চড়ে আসেন তবে 127 কিমি দূরের পন্থনগর বিমানবন্দরে নামুন। ট্রেনে এলে নামতে হবে কাঠগোদামেই (ভ নৈনিতাল)। এই রেল স্টেশন থেকে আলমোড়া 90 কিমি দূর, স্টেশন থেকে বাস আসছে এখানে। কলকাতা থেকে লখনৌ হয়ে কাঠগোদাম 1,368 বেরিলি হয়ে 1 324 আর জৌনপুর-লখনৌ হয়ে 1,391 কিমি।

সড়কপথে আলমোড়া থেকে রানীখেত 50 কিমি, নৈনিতাল 67 কিমি, রানীখেত হয়ে কাঠগোদাম 133 কিমি, বেরিলি 196 কিমি, দিল্লি 378 কিমি, কৌশানি 52 কিমি বাগেশ্বর 90 কিমি, পিথোরাগড় 122 কিমি, জাগেশ্বর 34 কিমি। এসব জায়গা ছাড়া বাস আসছে গরুড়, হলদুয়ানি, বৈজনাথ, রামনগর, লোহারঘাট প্রভৃতি স্থান থেকেও। কোশি নদীর ধারে ধারে বাস এবং ট্যাক্সি ছুটবে কাঠগোদাম থেকে।



কোথায় উঠবেন এখানে আলমোড়ায় থাকার জন্যে হোটেলের কোন অভাব নেই। পাবেন Hotel Savoy (Ph 230329) ২৫০-৫৫০, Hotel Himsagar (Ph 230711) ৮৫০-১২৫০,

Hotel Ambassador (Ph 230118) ৩২৫-৫০০, Hotel Konark (Ph 231217) ২২৫-৪০০, Hotel Shikhar (Ph 230253) ২৫০-৯৫০, Hotel Ranjana (Ph 230301) ২৫০-৪০০, Hotel Trishul (Ph 230243) ২৫০-৪০০, Alka Hotel ৩৫০-৪৫০ প্রভৃতি, Hotel Nilkanth (Ph 230032) ২৫০-৪০০, New Himalaya ২৫০-৩৫০, Mansarovar ২৫০-৩৫০ প্রভৃতি। DB পাবেন ১৫০-২৫০ মধ্যে নিউ হিমালয়, ট্যুরিস্ট কটেজ, মানসরোবর প্রভৃতিতে এবং DB ২০০-৩৫০ মধ্যে নীলকণ্ঠ, ত্রিশূল প্রভৃতি হোটেলে। হলিডে হোম আছে গ্রীষ্মে DB ১৫০ ডর্মি ৫০ শীতে DB ১২০ ডর্মি ৪০। আলমোড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি ট্যুরিস্ট বাংলো পাবেন। আলমোড়ার TB বা হলিডে হোমের কথা বললাম।

এছাড়া KMVN ট্যুরিস্ট বাংলো (Ph 30250) D ৪০০-৬০০, কটেজ ৪০০, স্যুইট ৭০০ ডর্মি ৬০। এমনি কৌশানি, রানীখেত, শিট লাখেট, যাজ্ঞেশ্বর, বাগেশ্বর প্রভৃতি স্থানে TB রয়েছে। আর পিণ্ডারি হিমবাহ যেতে লোহাঘাট, ঢাকুরি, খাটি, ডোয়ালি, ফুরকিয়াতে TB ব ডর্মি পাবেন মাথাপিছু ৬০-৮০ হবে। আর পাবেন আলমোড়াতে CH (রিজা DM), PWD IB (রিজা Ex Engr Provincial Divn PWD Almora) FRH (রিজা DFO, West Almora) Zilla Parishad DB (রিজা কার্যাধিকারী, জিলা পরিষদ, আলমোড়া) DB ৮০, ধরমশালা — ম্যালে হরিপ্রসাদ টমটা ধরমশালা।

আলমোড়াতে বাস আসছে-যাচ্ছে

থেকে	দূরত্ব (কিমি)
লখনৌ	400
দিল্লি	378
হরিদ্বার	354
রামনগর	143
লোহাঘাট	135
পিথোরাগড়	122
হলদুয়ানি	103
চৌকোরি	102
কাঠগোদাম	90
দুনাগিরি	90
বাগেশ্বর	90
বৈজনাথ	71
নৈনিতাল	63
কৌশানি	52
রানীখেত	50

কী দেখবেন এখানে বাস স্টেশন থেকে (এখানে একটি যাদুঘর আছে) পৌনে এক কিমি দূরে কালিমঠের পথে একটি ঘোড়ায় চলা পথ গিয়েছে একটি ছোট পাহাড়ের চূড়ায় **কাসার দেবী মন্দিরে**। পথটি বেশ চওড়া এবং বেশ মনোরম। পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখুন নন্দাকোট বা চৌখাম্বা শৃঙ্গের মনোহারিতা। **কালিমঠ** শহর থেকে 5 কিমি দূরে। কোনো মঠের জন্যে এই নাম নয়, মাটির রঙ কালো বলে কালিমাটি থেকে নাম হয়ে গেছে কালিমঠ। এখান থেকেও হিমালয়ের দৃশ্য খুব মনোরম। নীচে আলমোড়া শহরের ছবির মত দৃশ্য, দূরের সিহীদেবী, বান্দনীদেবী আর বিনসর পাহাড় আপনাকে মুগ্ধতায় আবিষ্ট রাখবে। 2 কিমি দূরে **ব্রাইট এন্ড কর্নার** থেকে হিমালয়ের বরফ ঢাকা শৃঙ্গরাজিতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার অবশ্য কোনো তুলনা নেই। যারা পার্ক ভালবাসেন তারা ঘুরুন শহরের **মোহন যোশী** পার্কে। এর মধ্যে ইংরেজি V অক্ষরের আদলে একটি লেক আছে। 3 কিমি দূরের **সিমতলার** প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ডুব দিয়ে পিকনিক করুন। এখানেই স্থাপিত হয়েছে **উদয়শঙ্কর কলাকেন্দ্র**। 6 কিমি দূরের **চিটাই** গিয়ে গোল্লাদেবের মন্দির দেখার ফাঁকে আরো একবার প্রকৃতিকে চোখে দেখুন। 3 কিমি দূরে **নারায়ণ তেওয়ারি দেবল**এ ডিয়ার পার্কটিও খুব মনোরম।

বিনসর

কুমায়ুন হিমালয়ের দৃশ্য যে কত সুন্দর তা এখান থেকে না দেখলে বোঝা যায় না। বিনেশ্বর দেবতা (মহাদেব) থেকে বিনসর। দেবতার মন্দির কাছেই। আলমোড়া থেকে বিনসরের দূরত্ব 30 কিমি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা 2412 মিটার। এখানে আসার জন্য ট্যাক্সি ও জিপ পাবেন আলমোড়া থেকে। ভাড়া নয় ৭০০-৭৫০ মধ্যে, যাওয়া এবং আসা। এখান থেকে কুমায়ুন হিমালয়ের যে শৃঙ্গগুলি আপনি পরিষ্কার দেখতে পাবেন সেগুলি হল নন্দাদেবী, নন্দাকোট, পঞ্চচুলি, মীবাঘুণ্টি, ত্রিশূল, দেবীদর্শন, চৌখাম্বা, কেদারনাথ প্রভৃতি। জিরো পয়েন্ট থেকে সূর্যাস্ত দেখার অপরূপ অভিজ্ঞতা ভুলতে পারবেন না।

থাকার জন্য আছে KMVN-এর Tourist Bunglow (Ph 05962-251110) DAB ৫৫০-৭৫০ ডর্মি ৭০। এছাড়া Forest RH আছে জিরো পয়েন্টের কাছে। বেসরকারি হোটেলেও আছে। AP প্রথায়, খরচের হার বেশ ওপরের দিকেই।

একটু দূরে যেতে চাইছেন? চলুন তবে 10 কিমি দূরের **মাতেলায়** মোটরে চড়ে। একটা সুন্দর বাগান, কাছের হাওয়ালবাগ বাগান, ফল সংরক্ষণ শিক্ষাকেন্দ্র - সব দেখুন। থাকুন লগ কেবিনে (যোগাযোগ টুরিস্ট ব্যুরো, আলমোড়া) আর ত্রিশূল পর্বতের অনবদ্য সৌন্দর্য দর্শন করুন। 17 কিমি দূরে **কাটারমল** এ রয়েছে 800 বছরের পুরনো সূর্যমন্দির। মন্দির থেকে 1½ কিমি দূরে 'বিকট অরণ্য' এলাকায় PWD DB আছে (বিজ্ঞা Ex Engr Almora)। 34 কিমি দূরে **যজ্ঞেশ্বর** দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম। অনেক প্রাচীন মন্দির আছে। সবচেয়ে ছোটটি তৈরি করেছেন চাঁদ রাজারা। একটি ছোট মিউজিয়ামও রয়েছে। এখানের RHটি 'দেবদারু অরণ্যে ঘেরা' একটি স্বপ্নালয় বিশেষ।

আলমোড়া থেকে 17 কিমি দূরে 2 116 মিটার উঁচু **গণনাথ**-এ গিয়ে নানা প্রাচীন গুহা আর শিবের মন্দির দেখে আসুন। খুব ভাল হয় যদি কার্তিকী পূর্ণিমার মেলার সময় উপস্থিত থাকেন। তবে তখন এখানকার FRH এ থাকতে হলে অনেক আগে থেকে ব্যবস্থা করে আসুন।

90 কিমি দূরের আর একটি শৈব তীর্থ **বাগেশ্বর**। এটি সরযূ এবং গোমতী নদীর উৎস স্থলে অবস্থিত। মন্দির মোটর চলা পথ এসেছে আলমোড়া থেকে।

আলমোড়া থেকেই যাওয়া যায় 71 কিমি দূরের **বৈজনাথেও** (দ্র পরবর্তী পৃষ্ঠা)। বৈজনাথের মন্দিরমালা দেখে, মন্দিরের গায়ের প্রাচীন শিল্পকর্মে মুগ্ধ হয়ে আরও 3 কিমি দূরের 'কোটি কি মাঈ' এর বিষ্ণু মন্দির দেখে আসতে পারেন।

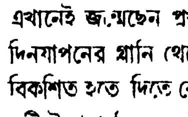
আলমোড়ায় ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, গাড়ি সারাবার কারখানা, এক্সকারশন এজেন্ট, সিনেমা, কলেজ— সবই আছে। অন্তত 3টি ডাকঘর আছে। আর আছে পিণ্ডারি গ্লেসিয়ারে ট্রেকিং এর আনন্দ— আলমোড়া থেকে 171 কিমি দূরে গিয়ে, বাসে চড়ে কাহকোটে পৌঁছান। এখানে পনি এবং কুলি পাবেন। তারপর লোহারখেত 16 কিমি— ঢাকুরি 9 কিমি - খাটি 9 কিমি— ডোয়ালি 11 কিমি— ফুরকিয়া 5 কিমি— পিণ্ডারি গ্লেসিয়ার 5 কিমি— 3,657 মিটার উঁচুতে পৌঁছে যান। মারতোলি থেকে তাঁবু আনতে ভুলবেন না। 15 মে-15 জুন এবং 15 সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের প্রথম পর্যন্ত হল ট্রেকিং-এর সেরা সময়।

কৌশানি

আলমোড়া থেকে বাসে গেলে দূরত্ব মাত্র 52 কিমি। রানীখেত থেকে 79, কাঠগোদাম থেকে আলমোড়া হয়ে 142 আর রানীখেত হয়ে 163, আলমোড়া হয়ে নৈনিতাল থেকে 120 এবং রানীখেত হয়ে 138 কিমি। বাস আসছে 39 কিমি দূরের বাগেশ্বর, 62 কিমি দূরের লোহাঘাট, 43 কিমি দূরের গোয়ালদাম, 62 কিমি দূরের ভারারি, 503 কিমি দূরের দিল্লি থেকেও। ট্রেনে এলে নামুন কাঠগোদামে। স্টেশন থেকে কৌশানি 145 কিমি দূরে।

1,890 মিটার উঁচু কৌশানিতে শীতে তাপমাত্রা নেমে দাঁড়ায় 2°C, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 26°C। জুলাই আগস্ট বাদ দিয়ে সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল – যে কোনো সময়ে আসতে পারেন। তবে শীতে এলে পশমি পোশাক সঙ্গে আনবেন। এসে কুমায়ুন হিমালয়ের আসল সৌন্দর্য চাখুন। মনে হবে এই তো হাত বাড়ালেই তুষারমৌলি পর্বত আপনার নাগালে এসে যাবে। প্রায় 300 কিমি বিস্তারিত তুষারাবৃত পর্বতরাজি সত্যিই এখানে আপনার হাত বাড়ালেই বন্ধু। নীলাকাশ আর শ্বেত শুভ্র শৃঙ্গে এখানে নিত্য শৃঙ্গার। যখন সূর্য ওঠে, অস্ত যায়, পূব পশ্চিম আকাশ রক্তিম হয়ে ওঠে তখন তো সে আপনার প্রেমের রোমান্টিক রঙে কখনো লাজ-রাঙা কখনো সোনালি। মহাত্মা গান্ধি এখানে 12 দিন কাটিয়ে গেছেন— তাঁর গীতা অনাসক্তি যোগের টীকা এখানেই রচনা করেছিলেন। তিনি বলতেন এ হল সুইটজারল্যান্ড। এখানেই জন্মেছেন প্রখ্যাত হিন্দি কবি সুমিত্রানন্দন পন্থ। দিনযাপনের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে আপনার কবি মনকে বিকশিত হতে দিতে কৌশানিকে আপনার অবকাশের দিন কটি ইজারা দিন বন্ধু।

এখানে দেখুন আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দাঘুন্টি, গৌরীশঙ্কর, দেবীদর্শন, নন্দাকোট, পঞ্চচুলী প্রভৃতি শৃঙ্গগুলির অনুপম দৃশ্যরাজি। গান্ধি-শিষ্যা সরলা বেন প্রতিষ্ঠিত কস্তুরবা গান্ধি আশ্রমটিকেও আপনার পর্যটন তালিকার অন্তর্ভুক্ত করুন।



এখানে এসে উঠুন Pine View Hotel DAB ৩৫০-৫০০, Himalays Hotel DAB ৩৫০-৫২৫, Tourist Lodge (Ph 245012) Uttrakhand ৪০০-৬০০, Hotel Krishna Mount

View (Ph 245008) DAB ১২৫০ ২৫০০, State Govt Bunglow ৫০-৭৫, (রিজা Ex Engr PWD Almora), FRH (রিজা কনজারভেটর, DFO Almora), Zilla Parishad DB (রিজা কার্যাধিকারী, জিলা পরিষদ), গান্ধিজির অনাসক্তি যোগ আশ্রম (রিজা ম্যানেজার, কৌশানি 263639, উত্তরাঞ্চল) ৮০ + খাবার খরচ আলাদা। KMVN Tourist Bunglow (Ph 245006) DAB ৩০০ ৬৫০, কটেজ ৭০০ ৯০০, ডর্মি ৭০, রিজা Incharge, TB, Kaushani, Dt-Almora— কলকাতায় KMVN এর দপ্তরে শুধু সীজনে বুকিং করতে হয় অন্তত এক মাস আগে। অগ্রিম ভাড়ার 25% জমা দিতে হয় এবং তা অ ফেরতযোগ্য।

বৈজনাথ কৌশানি থেকে দূরত্ব মাত্র 19 কিমি। এখানেই দেখুন জনশ্রুতি অনুসারে পাণ্ডবদের নির্মিত গরুড় উপত্যকায় 1,125 মিটার উঁচুতে গোমতী নদীর তীরে ভারতের প্রাচীনতম ও একমাত্র পার্বতী মন্দিরটিকে। এই মন্দির গাত্রের প্রাচীন শিল্পকর্ম দেখে মুগ্ধ হবার মতো। মন্দিরের ভেতরে পাথরে খোদাই দেবী পার্বতীর মূর্তি, 6 ফুট উঁচু। শিব, গণেশ ও অন্যান্য দেবতার মূর্তিও আছে। প্রাচীন রাজবংশের নানান সামগ্রী সংগ্রহশালায় গিয়ে দেখুন।

বাসে কৌশানি থেকে সময় লাগে ঘণ্টাখানেক। জিপে চড়েও আসতে পারেন। থাকার দরকার হবে না। তবু থাকার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। KMVN-এর Tourist Resort (Ph 224101) ২০০-৩০০, ডর্মি ৬০, আর আছে Irrigation Department এর IH।

চৌকরি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 2010 মিটার উঁচুতে অবস্থিত চৌকরির খ্যাতি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং এখান থেকে প্রায় 1 5 কিমি হাঁটাপথে কস্তুরী মৃগ (Mask Deer) গবেষণা কেন্দ্রটির জন্য।

বাগেশ্বর-পিথোরাগড়ের রাস্তায় পড়ে। বাগেশ্বর থেকে দূরত্ব 47 কিমি, বাস সময় নেয় 3 ঘণ্টা মত। আলমোড়া, বৈজনাথ, গোয়ালদাম, কৌশানি থেকেও এখানে আসার বাস পাবেন। চৌকরি থেকেও ফেরার বাস পাবেন।

এখান থেকে দেখুন পরপর হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা পঞ্চচুলী, নন্দাখাত, নন্দাকোট, নন্দাদেবী, নন্দাঘুণ্টি, চৌখাম্বা প্রভৃতি শৃঙ্গগুলির মনভোলানো দৃশ্য। তারপর 2286 মিটার ট্রেক করে পৌঁছে যান কস্তুরী মৃগ দেখতে। কাছেই সরলা বেনের আশ্রমটিও ঘুরে দেখুন।

থাকার জন্য আছে KMVN-এর Tourist Bunglow DD ৪২৫-৬০০ 4B ৫০০-৭৫০ কটেজ ৩৫০-৬৫০, ডর্মি ৮০। হোটেল 3 কিমি দূরে, Hotel Himdarshan ২০০ ৪৫০ প্রভৃতি।

পূর্ণাগিরি

নাগাধিরাজ হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে নেপাল সীমান্তে পূর্ণাগিরি মহাপীঠ। 52 পীঠের মধ্যে মুখ্য দেবীপীঠ চারটি। তার মধ্যে পূর্ণাগিরি একটি। নৈনিতাল জেলার এই মহাপীঠে আসবার জন্য পিলভিত থেকে ব্রাঞ্চ লাইনে গিয়ে টনকপুর মণ্ডিতে নেমে হেঁটে পর্বতারোহণ শুরু করতে হয়। দেবীভাগবত পুরাণ অনুসারে বিষ্ণুচক্রে কর্তিত সতী অঙ্গের নাভি এখানে (মতান্তরে ওড়িশার যাজপুরে) পড়েছিল।

পিলিভিত লখনৌ কাঠগোদাম রেলপথের মাঝামাঝি স্টেশন। নৈনিতাল এক্স লখনৌতে 21 00 ছেড়ে পিলিভিতে পৌঁছয় 2 55 মিনিটে। এই নৈনি এক্স-এ থ্রি টায়ার ও সাধারণ কোচ লাগানো থাকে যা পিলিভিতে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে জুড়ে দেওয়া হয়, এবার আপনি ওতে চড়ে চলে আসতে পারেন টনকপুরে। সময় লাগে ঘণ্টা দুই। মিটার গেজ লাইনের ট্রেন পাবেন 6 15, 10 05 ও 17 20 মিনিটে। 5310 রোহিলাখণ্ড এক্স লখনৌতে 7 20 ছেড়ে পিলভিত পৌঁছয় 14 05 মিনিটে। যাঁরা বাসে আসতে চান তাঁরা লখনৌ-এর কেশরগঞ্জ থেকে আসতে পারেন টনকপুরে। ইচ্ছে হলে হলদুয়ানিতে রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে বাস ধরে টনকপুরে পৌঁছে যেতে পারেন দুপুর নাগাদ। তবে এখানে আসবেন মার্চ মাসে, অন্য সময়ে নয়। এ সময়ে 'লাখো আদমি' এখানে আসেন— অশোক অষ্টমীর দিন, এ সময়ে 'বড়িয়া মেলা' লেগে যায়।

যাঁরা লখনৌ থেকে রিজার্ভেশন সঙ্গে সঙ্গে পান না, তাঁরা ইচ্ছে করলে স্টেশন সংলগ্ন লালা হিন্দোলায় শেঠ শঙ্করলালের ধরমশালায় থাকতে পারেন, পরিচ্ছন্ন এবং দৈনিক ভাড়া ৪০-৬০ মাত্র। দড়ির খাটিয়া পাবেন। রেলপথে দূরত্ব লখনৌ টনকপুর 325 কিমি। বাস সকাল 6 00 নাগাদ ছেড়ে সন্ধে 5 00 নাগাদ পৌঁছয়। লখনৌ ছেড়ে বাস থামে সীতাপুর, লখিমপুর, গোলা, পিলিভিত প্রভৃতি স্থানে। পিলিভিত থেকে টনকপুর 65 কিমি। পিলিভিতেই দেখতে পাবেন মেলার প্রস্তুতি— দুপাশে জলসত্র বসে গেছে। টনকপুর পতিতপাবনী সারদা নদীর তীরে এক অপূর্ব শোভাময়ী সীমান্ত নগরী— ওপারে নেপাল রাজ্য। শাল, ডাক, চীর বনের ছায়া ঢাকা এই

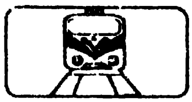
টনকপুরে নাকি একদা প্রজাপতি ব্রহ্মা মহাযজ্ঞ করেছিলেন। প্রাচীন টনকপুরের ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখতে পাবেন। কাছেই **গোডিগোটে** আছে বাণাসুরের অস্ত্রাগারের নিদর্শন। টনকপুর মণ্ডি শহরের মাঝখানে এক বিশাল মার্কেট— উত্তর ভারতে যার জুড়ি নেই। থাকার জন্য KMVN-এর Tourist Bunglow হয়েছে। D ২৫০ থেকে, ডর্মি ৬০। টনকপুরে পৌঁছে মেলার বাসের টিকিট পেতে খুব কষ্ট হবে। লাইন দিয়ে টিকিট কেটে ভাগ্যে যে বাসের নম্বর পড়বে, সেই বাসেই যেতে হবে। খণ্ডযুদ্ধ হয় টিকিট কাটার জন্যে।

টনকপুর থেকে বাস ছেড়ে বনভূমি পার হয়ে সারদা নদী। পৌঁছে যাবেন **ঠুলিগাড়ে**। মধ্যমপাণ্ডব ভীম নাকি এখানে চীর গাছ লাগিয়েছিলেন। এখানের বন থেকেই নাকি মহাপ্রস্থানের পথে পাণ্ডবেরা গিয়েছিলেন। এবার একটি বড় জলপ্রপাত পার হয়ে এগিয়ে চলুন জনস্রোতের মাঝখান দিয়ে। সবাই যাচ্ছেন 'সাচ্চা দরবারে'—উঁচু পর্বতমালার উপরে অন্নপূর্ণা চটিতে মা পূর্ণাগিরির মন্দিরে। মায়ের পবিত্র দেবস্থানের নামই 'সাচ্চা দরবার'। যেতে যেতে ধ্বনি শুনবেন — 'পূর্ণাগিরি মায়ী কি জয়, সাচ্চা দরবার কি জয়।' 'ইয়াদ করো ইস মইয়াকো, পার কর দো নাইয়া কো।'

খুব সতর্কভাবে পাহাড়ে উঠতে হবে। অশক্তরা ডাণ্ডি-কাণ্ডি পাবেন। চৈত্রের অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত এখানে বিশাল উৎসব। বাঁসীর পার হয়ে হনুমানচটিতে চা টা খেয়ে চলুন লাদী খোলা। হালকা চড়াই পার হয়ে ভৈরবতীর্থ টুননামে। এর অর্থ ইন্দ্র ভবন। এখানে স্নান সারুন। অনেকে মস্তক মুণ্ডন করছেন। এর পর পূজার ডালি সংগ্রহ করে মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা। একটি অনবদ্য 6 ফুট × $3\frac{1}{2}$ ফুট (1.9 × 1.1 মিটার) অপূর্ব তামার মন্দির আছে। এক রাজা-রানী সন্তান প্রার্থনা করে সন্তান পেয়ে এই মন্দির তৈরি করে দেন। টুননামে রাত্রিবাস করার জন্যে অনেক চটি আছে। পুজোর ডালি ১১ বা ২১। এবার চলুন মোচাকৃতি পূর্ণাগিরি মহাপীঠে। রাতে এখানে থাকতে পাবেন না। কেউ থাকে না। এখানে প্রতি রাতে মন্দিরে শুয়ে থাকে বাঘেরা। পূর্ণাগিরি পাহাড়ে ওঠার মুখেই নীচে সিঁড়ির কাছে একটি ছোট মন্দির আছে। এর পর ভীষণ চড়াই—তার নাম 'বাঁশ কি চড়াই'— লোহার বাঁশ ও চেন ধরে উঠতে হয়। এখন অবশ্য পাহাড়ের গা কেটে সরু সিঁড়ি তৈরি হয়েছে। পাশে লোহার রেলিং। তার পাশে হাজার ফুট গভীর খাদ। পা ফসকালে একেবারেই মোক্ষ। খাড়াই বেয়ে ওঠার সময় দূরের এক পাহাড় থেকে আসা এক উজ্জ্বল আলো দেখতে পাবেন— সিদ্ধবাবার আশ্রমের আলো। সিদ্ধবাবার গল্পও শুনতে পাবেন লোকমুখে। যাই হোক ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে পুজো দিন উপরে গিয়ে। চার কোণে চারটি থামের উপর ছোট একটি মন্দির— ফুট সাতেক (দু মিটার) উঁচু। তারই মধ্যে দেবী ভগবতীর শ্বেতপাথরের ছোট মূর্তি। দেবীর নামও পূর্ণাগিরি। মহারাজ জ্ঞানচন্দ্র এটি তৈরি করিয়ে দেন। এখানের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কোনো তুলনা নেই।

মায়াবতী

মায়াবতী আসার জন্য সেই টনকপুর স্টেশনেই নামতে হবে। লখনৌ থেকে ট্রেন ধরে নামুন পিলভিত স্টেশনে।



পিলভিত থেকে মিটার গেজ লাইনের ট্রেন ধরে টনকপুর। (আসা যাওয়ার জন্য পূর্ণাগিরি দ্রষ্টব্য)। তারপর টনকপুর রেল স্টেশন থেকে বাসে চড়ে 91 কিমি পথ পার হয়ে আসুন লোহাঘাটে। অনিয়মিতভাবে পাওয়া জিপ ধরে লোহাঘাট থেকে 9 কিমি পার হয়ে এলেই পৌঁছে যাবেন মায়াবতী আশ্রমে। যদি আগেভাগে আশ্রমে চিঠি লিখে আসেন, আশ্রমের জিপ আপনাকে গিয়ে নিয়ে আসবে। যাতায়াতের ভাড়া ২০০ র কাছাকাছিই পড়বে। যদি হেঁটে আসেন তবে কুলির মাথায় মাল চড়িয়ে ধরুন পাকদণ্ডীর পথ। আসার জন্য **সেরা সময়** 15 মার্চ–15 জুন আর 15 সেপ্টেম্বর 15 নভেম্বর।

থাকার জন্যে গেস্ট হাউসে 4টি DB ঘর পাবেন। অন্তত 1 মাস আগে এজন্যে লিখুন এই ঠিকানায় The President Advaita Ashram, PO Mayabati Via-Lohaghat, Dist Pithoragarh, Pin 262524, কলকাতায় যোগাযোগের ঠিকানা Advaita Ashram, 5 Entally Road, Kolkata 700 014 Ph 224? 2898। যদি স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদন সঙ্গে পাঠাতে পারেন, তবে নিশ্চিন্ত হতে পারেন থাকার জায়গার ব্যাপারে। এছাড়া মায়াবতীতে আছে FRH এবং লোহাঘাটে KMVN (Ph 24316) এর TB (20 শয্যা) D ৩০০-৪০০ ডর্মি ৬০।

আলমোড়া থেকে বাসে চড়ে লোহাঘাট হয়েও এখানে আসতে পারেন। আগে মায়াবতী ছিল মায়াবতী জেলায়, এখন পিথোরাগড় জেলায়। আলমোড়ায় যখন বাস ছাড়বে পিছনে দেখবেন নন্দাদেবী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। একমুখো রাস্তা যেখানে শুরু সেই দুর্নিয়ায় একটু টুকিটাকি খেতে পাবেন। লোহাঘাটে বাস থামলে, যদি আগে থেকেই

জানিযে রাখেন, আশ্রমেব মানুষ ছুটে এসে আপনাকে বরণ করে নেবেন।

হিমালয় স্বামী বিবেকানন্দকে বরাবর আকর্ষণ করেছিল। 1896-এ লন্ডনে তাঁর কাছে অদ্বৈত বেদান্তের কথা শুনে আকৃষ্ট হন ইংরেজ দম্পতি ক্যাপটেন জে এইচ সেভিয়ার এবং মিসেস শার্লট এলিজাবেথ সেভিযার এবং তাঁদের মধ্যবযসী বন্ধু মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড। এঁদের নিযে আল্পস্ পর্বতমালা দেখাব সময স্বামীজি এঁদের কাছে হিমালযের পর্বতমালায একটি আশ্রম স্থাপনেব ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বামীজি এব পরে বন্ধু লালা বদ্রী শাহকে আলমোড়ায় একটি আশ্রমেব উপযুক্ত স্থান বেছে দিতে বলেন এবং সেভিযাব দম্পতিকে পাঠিযে দেন সেখানে। তা থেকেই এই মাযাবতী আশ্রমের জন্ম। প্রথম দাযিত্ব পান স্বামী স্বরূপানন্দ। আশ্রমেব এই নাম তাঁরই দেওযা। অঞ্চলটির আগে নাম ছিল মাঈপীঠ। আশ্রমেই স্থাপিত হয 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার নতুন অফিস। আশ্রম প্রতিষ্ঠাব সময অদ্বৈত আশ্রমের মর্মবাণী (প্রসপেক্টাস) স্বামীজি নিজে হাতে ইংরেজিতে লিখে পাঠিযে দেন। বড শান্তির আর সৌন্দর্যের এই আশ্রম। এখানে একটি চমৎকার হাসপাতাল আছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সিস্টার নিবেদিতা, চিত্তরঞ্জন দাশের প্রিয স্থানটিতে আপনার ভাল লাগবে।

এখানে থেকে প্রায 3 কিমি দূরে 1,000 ফুট (310 মিটার) উঁচু ধমব ঘব পাহাড়ে বেড়াতে গিযে বিবেকানন্দ ধ্যানস্থ হন। এখান থেকে তুষার দৃশ্য বড মনোরম।

চম্পাবতী

মাযাবতী থেকে লোহাঘাট হযে এখানে আসা যায। লোহাঘাট থেকে মাত্র 14 কিমি দূরে এই চম্পাবত বা চম্পাবতী । এখানে কযেকটি প্রাচীন মন্দিব আছে। তাব মধ্যে দুর্গাদেবী এবং শিবেব মন্দিবগুলির স্থাপত্য খুবই সুন্দর। বাগনাথ, মানেশ্বব মহাদেব, বালেশ্বব মন্দির অনবদ্য। ইচ্ছে হলে এখানেও ঘুরে আসতে পারেন।

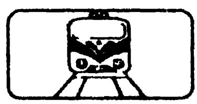
টনকপুব থেকে চম্পাবত 75 কিমি, বাসে সময লাগে 3 ঘন্টা। পিথোরাগড, পিলিভিত, বেরিলি থেকেও বাস এখানে আসছে। মাযাবতী থেকে দূবত্ব 23 কিমি।

PWD IB ও বনবিভাগের বাংলো ছাড়াও থাকাব জন্যে সুন্দর Tourist Bunlow আছে KMVN (Ph 22030)-এর। DAB ৩০০-৪০০ ডর্মি D ৬০। খাবাব পাওযার অসুবিধে আছে। একদিনের ভাডা MO করে ম্যানেজাব, ট্যুরিস্ট লজ, পো-চম্পাবত, জেলা-পিথোরাগড উত্তরাঞ্চল পাঠিযে দিন।

পিথোরাগড়

ঐতিহাসিক মন্দিররাজিব প্রত্নভূমি পিথোরাগডের একপাশে নেপাল আর তিব্বত। এখানে আসেন নানা বৃক্ষেব সন্ধানে উদ্ভিদবিদ, আসেন পর্বত আরোহী ট্রেকিং-এর জন্যে, ধার্মিক আসেন ঈশ্বরেব সন্ধানে, সুন্দরের সন্ধানী আসেন নৈসর্গিক শোভার জন্যে। কুমাযুনের চাঁদ রাজাদেব সময থেকে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্মরণীয হযে আছে। 4 কিমি লম্বা এবং 5 কিমি চওডা এই উপত্যকায পৌঁছে যাওযা এবং কাশ্মীবের মিনি সংস্করণ দেখা-- একই অভিজ্ঞতাব উৎসভূমি।

সমুদ্রপৃষ্ঠের 1815 মিটার উঁচুতে 6.47 কিমি আযতনের এই শহরে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 20°C এবং 14.5°C। এপ্রিল-জুন অথবা সেপ্টেম্বরেব মাঝামাঝি থেকে মধ্য নভেম্বরেব মধ্যে একদিন চলে আসুন।



প্লেনে এলে নামুন কাছেব বিমানক্ষেত্র নৈনিসৈনি-তে। দূরত্ব 4 কিমি। এখান থেকে পিথোরাগড আসাব বাস পাবেন। ট্রেনে এলে নামুন ওই টনকপুরেই। এখান থেকে পিথোরাগড 158 কিমি দূরে। কাঠগোদামের দূরত্ব 212 কিমি। সডকপথে টনকপুব হযে দিল্লি 503, বেরিলি 268, পিলিভিত 215, লোহাঘাট 62, নৈনিতাল 188 এবং হলদুযানী 218 কিমি। বাস আসছে দিল্লি (503 কিমি), পন্থনগর (249 কিমি), নৈনিতাল (188 কিমি), রানীখেত (161 কিমি), আলমোড়া (121 কিমি) প্রভৃতি জাযগা ছাড়াও আরো অনেক জাযগা থেকেই।



থাকার জন্যে আনন্দ, ধামী, সম্রাট, জ্যোতি, জ্যোতির্ময়, লক্ষ্মী, রাজা, ত্রিশূল, রঞ্জনা, পার্কি, অলঙ্কার, জিত প্রভৃতি হোটেল আপনার আযত্তের মধ্যে। এছাড়া KMVN-এব TB (Ph 225434) পাবেন D ২২৫ ডর্মি ৬০, অফ সীজনে ভাড়া একটু কম। লোহাঘাটেও একই হারে TB পাবেন। আর আছে PWD IB (রিজা Asst Engr (1) Prov Divn Pithoragarh), FRH (Ph 34), রিজা DFO Pithoragarh, Zilla Parishad DB ইত্যাদি।

এখানে থেকে দেখুন 7 কিমি দূরের চণ্ডকের নিসর্গ শোভা, 6 কিমি দূরের থল কেদারে শিবরাত্রির উৎসব অথবা 18 কিমি দূরের ধ্বজ-এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। দূরে গিয়ে এবট মাউন্টেন, দেবীধুরা, গঙ্গোলিহাট বা ভেরিনাগ দেখে আসতে পারেন। পিথোরাগড় থেকে 208 কিমি দূরে মিলাম গ্লেসিয়ার-এর পথ গেছে।

মুনসিয়ারি পিথোরাগড় জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত আর একটি চমৎকার শৈলাবাস এই মুনসিয়ারি। হিমালয়ের ঠিক কোলের এই শহরটির সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা 1517 মিটার। ছিমছাম ছোট্ট এই শহরটি থেকে হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি দেখার অভিজ্ঞতা মনোরম। ট্রেকিং শুরু করার জন্য এ স্থান আদর্শ। এখান থেকেই মিলাম রালাম-নামিক হিমবাহের পথে এগিয়ে চলেন ট্রেকিং বিলাসীরা।

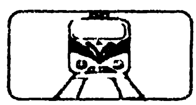
এখানে আসতে হলে পিথোরাগড় থেকে বাস ধরে আসতে হবে, সবচেয়ে কাছের রেলস্টেশন সেই কাঠগোদাম-ই, 261 কিমি দূরে। বিমানবন্দর নৈনিসেনি 124 কিমি দূরে।

থাকার জন্য বেশ কিছু সাধারণ মানের হোটেল আছে। KMVN-এর Tourist Bunglow (Ph 22339) DAB ৩৫০ ৫০০ 4B ৪৫০ ৬০০ ডর্মি ৮০। এছাড়া আছে PWD Inspection Bunglow (বিজ্ঞা Ex Engineer PWD, DT Pithoragarh, Uttranchal)।

করবেট জাতীয় উদ্যান

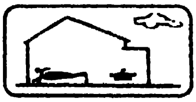
দিল্লি থেকে মাত্র 300 কিমি উত্তর পূর্বে নৈনিতাল ও পৌরি গাড়োয়াল জেলা জুড়ে ভারতের অন্যতম প্রাচীন এই পার্কটি প্রথম স্থাপিত হয় 1935-এ। পরের বছর 8 আগস্ট তারিখে 256 বর্গকিমি বনাঞ্চলের ওপর বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য ভারতবর্ষের প্রথম ন্যাশনাল পার্ক তদানীন্তন গভর্নর ম্যালকম হাইলের নামানুসারে স্থাপিত হল। 1957-য় প্রখ্যাত প্রকৃতিবিদ, শিকারি ও গ্রন্থকার জিম করবেটের নামানুসারে এর নামকরণ হল 'করবেট ন্যাশনাল পার্ক', 520 8 বর্গকিমি জায়গা জুড়ে। পরে আরো 300 বর্গকিমি বনাঞ্চলকে ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। 400-1,200 মিটার উচ্চতার মধ্যে শিবালিক পর্বতমালার এই বনাঞ্চলে শাল, হলদু, রোহিনী, শিশু, খয়ের, বক্কলী, চির প্রভৃতি গাছ রয়েছে। 50টি স্তন্যপায়ী প্রজাতি, 540 প্রজাতির পাখি, 25টি সরীসৃপ প্রজাতি নিয়ে করবেট আজ ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্পগুলির মধ্যমণি। 1972-এ বাঘের সংখ্যা ছিল 40, 1984 তে বেড়ে হয় 90 আর 1992-র গণনা অনুযায়ী বাঘের সংখ্যা 92। অন্যান্যরা লেপার্ড 41, হাতি 307, স্লথ বিয়ার 52, বার্কিং ডিয়ার 2 127, হগ ডিয়ার 213, স্পটেড ডিয়ার 29,158, সম্বর 5 368 হনুমান 6,200, লাঙ্গুর 7,500। এছাড়াও রাম গঙ্গার জলে কুমির আর কচ্ছপ। মাছ ধরবেন? দারুন সুযোগ আছে। 1 অক্টোবর থেকে 30 জুন অবধি অভয়ারণ্যের বাইরে কোশী ও রামগঙ্গা নদীতে মাছ ধরবার অনুমতি মেলে রামনগর বনদপ্তর থেকে। সাপ দেখবেন— চলুন সর্পোদ্যানে।

কখন আসবেন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নভেম্বর ফেব্রুয়ারিতে 30°C এবং 40°C, মার্চ এপ্রিলে 40°C 90°C এবং মে জুনে 44°C-19°C। তবে আসুন 15 জুনের মধ্যে। তখনই পর্যটকদের জন্যে এই পার্ক খোলা থাকে ফলের সৌন্দর্যে ডুবে যান। মোট 14টি অবজারভেশন টাওয়ার আছে বন্য পশু দেখার জন্যে।



কেমন করে আসবেন উড়ে এলে আপনাকে নামতে হবে পন্থনগরে **ফুলবাগ বিমানবন্দরে।** কাছের রেল স্টেশন উত্তর পূর্ব রেলপথের মোরাদাবাদ রামনগর শাখার রামনগর স্টেশন। অবশ্য লখনৌ-লালকুঁয়া রামনগর মিটার গেজ লাইনেও আসা যায়। দিল্লি থেকে আসা 5013 দিল্লি-কাঠগোদাম রানীখেত এক্স এর একটি অংশ মোরাদাবাদ থেকে আলাদা হয়ে 5013A করবেট পার্ক লিঙ্ক এক্স নামে রামনগর যায়। দিল্লি থেকে ছাড়ে 22 45 মোরাদাবাদ 2 15, রামনগর 4 50। রামনগর থেকে সড়কপথে যেতে হবে। সড়ক পথে রামনগর দিল্লি থেকে গাজিয়াবাদ হাম্বর হয়ে মোরাদাবাদে এসে 7 কিমি এগিয়ে বাঁদিকের পথে ঘুরলে কোশীপুর, রামনগর, ধিকালা যাবার পথ পেয়ে যাবেন। দূরত্ব 290 কিমি। লখনৌ থেকে এলে সীতাপুর শাজাহানপুর হয়ে বেরিলি এসে নীচের 3 টি পথের যে কোনো 1টি ধরে আসতে পারেন— 1 খিচা-হলদুয়ানী হয়ে রামনগর, 2, রামপুর দোবাহা কোশীপুর হয়ে এবং 3 খিচা-রুদ্রপুর দোবাহা কোশীপুর হয়ে। দূরত্ব 430-450 কিমি। রামনগর হল ব্যাঘ্র প্রকল্পের সদর দফতর কিন্তু যেতে হবে আপনাকে ধিকালা। রামনগর থেকে ধিকালা (51 কিমি), নিয়ামত বাস ছাড়া মিনি বাসও যাচ্ছে। রানীখেত (112 কিমি) নৈনিতাল (128 কিমি) থেকেও বাস

যাচ্ছে। সূর্যাস্তের পর আর উদ্যানে ঢুকতে পাবেন না। খাকি রঙের পোশাক পরে আসলে জীবজন্তুরা ভয় পেয়ে পালাবে না।



কোথায় উঠবেন এখানে : **ধিকালায়** · মূল তোরণ ধানগড়ি গেট থেকে 3 কিমি দূরে আমদণ্ডা গেট। এই গেট পেরিয়ে ভেতরে এসে পাবেন ধিকালা FRH (5R) DB ২৫০, কেবিন ২০০, নিউ FRH (4R) ২৫০, 3B ট্যুরিস্ট হাটমেন্টস ১০০, 24 বার্থের লাগহাট— ভাড়া বার্থপিছু ২৫ ছাত্রদের জন্য ১০। বাথরুম কমন। ২৫ বিনিময়ে কম্বল, বালিশ ভাড়া পাবেন। তবে এই জায়গাগুলিতে বিদেশীদের থাকতে হলে বাড়তি ভাড়া দিতে হয়। ধিকালাতে খাবার জন্য খরচ আলাদা। বিজরানিতেও খাবাবের জন্য আলাদা দাম দিতে হয় এবং তার দাম বর্তমানে যথেষ্ট বেশি। **ধিকালায়** একটি বেসরকারি রেস্তোরাঁ আছে। দাম তুলনামূলক ভাবে অনেকটা কম।

করবেট পার্ক (ঠিকলা)-এর দূরত্ব

লখনৌ	503 কিমি
দিল্লি	290 "
শ্রীনগর	204 "
আলমোড়া	180 "
পাউরি	174 "
মোরাদাবাদ	131 "
নৈনিতাল	128 "
রানীখেত	112 "
হালদুয়ানি	104 "
কাশীপুর	76 "
রামনগর	51 "
ধানগড়ি	51 "

খিনানৌলিতে FRH DB ২৫০ (এই FRH-টির রিজার্ভেশন লখনৌ থেকে করতে হয়); সরপতুলি FRH ২০০, গইরাল FRH ১৭৫, বিজরানি FRH ১৭৫, খাণ্ডা (2R) ৭৫, সুলতান (2R) ৭৫। রিজার্ভেশন-এর জন্য যোগাযোগ করুন : DFO, Ramnagar Forest Division, Ramnagar, Dt. Nainital 244715, অন্তত 6 সপ্তাহ আগে ভাড়ার অর্ধেক IPO-তে অথবা SBI, Ramnagar শাখার Draft দিয়ে সংরক্ষণ করুন। সেটাই ভাল হবে। এমনি করে ট্যাক্সি, হাতি ইত্যাদি আগে থেকে রিজার্ভ করুন। এর জন্য এবং অভয়ারণ্যে প্রবেশ করার অনুমতিপত্রের জন্য যোগাযোগ করুন Field Director, Project Tiger, Corbett National Park, Ramnagar, Dt. Nainital 244715. Ph : (05946)2853189। পাশের Conservator of Forests, Corbett National Park-এর অফিস থেকেই পাবেন পার্কে ঢোকার অনুমতিপত্র এবং ভেতরের RH-গুলিতে থাকার বুকিং। এখানেই থাকার জন্য পাবেন KMVN-এর Tourist Resort (Ph: 285225) DAB ৪০০-৮০০, ডর্মি ৬০।

খিনানৌলি FRH-এর জন্য . Chief Conservator of Forests, Widlife Preservation Organisation, UP, 17 Ranapratap Marg, Lucknow 226001. Ph . (0522) 2283902.

পার্কের কাছেই কোশী নদীর পাড়ে দুটি বিলাসবহুল থাকার জায়গা আছে। (1) Tiger Tops Corbett Lodge, এদের বুকিং হয় দিল্লি থেকে। ঠিকানা · Tiger Tops India, 1/1 Rani Jhansi F.d, New Delhi 110055 (2) Quality Inn Corbett Jungle Resort, রিজা: Quality Inn, 51 Vasant Marg, Vasant Vihar, New Delhi 110057.

কী দেখবেন এখানে . এখানে বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ ও পাখি দেখতে পাবেন, সামান্য টাকা দিয়ে মহশির, ট্রাউট বা গুঞ্চ মাছ ধরতে পারবেন। তার আগে যেসব নানান ধরনের প্রবেশ মূল্য বা ভাড়া আপনাকে গুনতে হবে তার একটা ধারণা দিই। **প্রবেশমূল্য** : ধানগড়ি বা আমদণ্ডা গেটে দিতে হবে। প্রথম 3 দিনের জন্যে বিদেশী ১০০, অতিরিক্ত প্রতিদিনের জন্য মাথাপিছু ৫০; ভারতীয় হলে ১৫ ও ১০, ছাত্র হলে ৫। গাড়ি নিয়ে গেলে— ভারী যান ৫০; হালকা গাড়ি ৫০; ক্যামেরা মুভি ৩০; স্টিল ক্যামেরায় ছবি তোলার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের কোনো চার্জ দিতে হয় না, বিদেশীদের জন্য প্রতিদিন ৫০ হারে। আর সেলুলয়েড বা ভিডিও ফিল্ম তোলার জন্য বিশেষ অনুমতি নিতে হয় এবং সেই সময়ই কী হারে চার্জ দিতে হবে তা কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেন। **হাতিচড়া** : 4 জন $2\frac{1}{2}$ ঘণ্টা মাথা পিছু ৩৫। ছাত্র ১৫। **মাছধরা** ৫ এক সপ্তাহ, নৌকায় চড়ে ধরলে ৩৫। **সরকারি গাড়ির ভাড়া** মিনিবাস ৫ ও ৬। পিক-আপ ভ্যান ১০ এবং **জিপ** ৯ প্রতি কিমি প্রতি সিটের জন্য।

কনডাকটেড ট্যুর. USTDC ও KMVN মিলিতভাবে করবেট ন্যাশনাল পার্ক দেখানোর জন্য কয়েকটি সফরের ব্যবস্থা করেছে। সপ্তাহের প্রতি মঙ্গল, শুক্র ও রবিবার নয়া দিল্লির UP Tourism,

Chanderlok Building, 36 Janpath ND-1. Ph : 23322251 থেকে যাত্রা শুরু হয়। 2 রাত্রি 3 দিনের সফরের খরচ মাথাপিছু ১৭০০; শিশু ১৫০০, আর 3 রাত্রি 4 দিনের খরচ মাথাপিছু ১৯০০/১৫০০/১৭০০। পর্যটন দপ্তরের গাড়িতে করে ঘুরলে খরচ পড়বে মাথাপিছু ২৭০০।

দুধোয়া জাতীয় উদ্যান : এটির বয়েস কম, জাতীয় উদ্যান হিসেবে স্থাপিত হয়েছে 490 বর্গকিমি জায়গা নিয়ে 1977 এর 1 ফেব্রুয়ারি উত্তর লখিমপুর-খেরীর শাল বনে ঘেরা অরণ্য জলাভূমি ও তৃণভূমিতে। আদি জন্ম 1958। সারদা নদী পার হয়ে এখানে আসার রোমাঞ্চ আলাদা। এর সবচেয়ে কাছের শহর 10 কিমি দূরের পালিয়া।

দিল্লি থেকে সড়কপথে 430 কিমি, লখনৌ থেকে 38 কিমি। রেলে দিল্লি থেকে এলে 322 কিমি পার হয়ে শাজাহানপুরে নেমে 100 কিমি গাড়িতে পাড়ি দিন। লখনৌ থেকে আসা সুবিধে। মৈলানি হয়ে দূরত্ব 238 কিমি। তারপর সড়কে 122 কিমি। মোট 260 কিমি। মৈলানি ছাড়িয়ে একটু আগেই সারদা নদীর পুল। নিঘাসন হয়ে না আসাই ভাল, রাস্তা ভাল নয় সবটা। এই অভয়ারণ্য সৃষ্টির পিছনে যিনি বর্তমান তিনি বিখ্যাত শিকারি অর্জন সিংহ। নরখাদক বাঘের স্বভাব বদলনোর জন্যে তিনি গবেষণা করেন। তাঁর ফার্মের নাম Tiger Heaven, তিনিই একমাত্র এশীয় যিনি World Wildlife Fund-এর স্বর্ণপদক পেয়েছেন।

মোটরে যেতে যেতে যে মৈলানি পড়ে সেই জংশন স্টেশনে অনেকে নেমে শাখা লাইনের ট্রেন ধরে দুধোয়া যান।

এখানের প্রধান দ্রষ্টব্য এক ধরনের বিশেষ হরিণ— জলাভূমিতে থাকে, Swamp Deer বা বারশিঙ্গা। স্থানীয় লোকে বলে Gond। এদের সংরক্ষণের জন্যই এই অভয়ারণ্য। সারা ভারতের প্রায় 4,000 বারশিঙ্গার মধ্যে এখানেই প্রায় 2,600টি আছে। নেপাল আর অসম থেকে 1984-85-তে গণ্ডার এনে ছাড়া হয়েছিল— এখন তারা এখানের প্রধান আকর্ষণ। এছাড়া বাঘ, প্যান্থার, স্লথ বিয়ার, সম্বর, পিফাউল, নীলগাই, কাকাতুয়া, বার্কিং ডিয়ার, ভোঁদড়, কুমির, ঘড়িয়াল, চিতল, বন শুয়োর, ফিশিং ক্যাট, সজারু, বুনো শিয়াল ও নানান ধরনের সরীসৃপ এবং 400 প্রজাতির পাখি দেখতে পাবেন। চিতল হরিণই আছে প্রায় 10,000, নীল গাই 600। গণ্ডারদের ঘিরে রাখা হয় 5,000 ভোল্টের বিদ্যুতের তার দিয়ে। আসুন নভেম্বর থেকে মে মাসের মধ্যে। এই অভয়ারণ্যে প্রবেশের জন্য ভারতীয়দের দিতে হয় প্রথম তিনদিনের জন্য ১০। পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য ৫। বিদেশীদের জন্য বাড়াতি হারে। ক্যামেরার জন্য পৃথক চার্জ।

থাকার জন্য আছে Forest Rest House এখানের দুধোয়া, সাথিয়ানা, বাঙ্কাতি, সোনারিপুর ও কুইলা তে। ভাড়া ঘর ৬৫, কটেজ ও ডর্মি ৩৫। দুধোয়া RH-এ খাবার পাওয়া যায় এবং এখানে বেডের সংখ্যা 67। অন্যত্র শুধু থাকা। ঘোরার জন্য গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। মিনিবাস প্রতি কিমি ১৫, জিপ ২০ এবং অন্যগাড়ির ক্ষেত্রে ১২; আর হাতির পিঠে চড়ে ঘুরতে চাইলে তাও পাবেন। ভাড়া 2 ঘণ্টার জন্য ৪০। রিজা : 30% অগ্রিম সহ IPO-তে সপ্তাহ আগে টাকা পাঠান— Director, Dudhwa National Park, Lakhimpur-Kheri, Ph: 252106 অথবা Chief Wildlife Warden, 17, Rana Pratap Marg, U.P Lucknow, Ph: 2283902। কোনো সময়েই বিশেষ অনুমতি না থাকলে কোনো পর্যটককে একা একা বেড়াতে দেওয়া হয় না।

রূপকুণ্ড/হোমকুণ্ড

এর অন্য নাম ত্রিশূলী তীর্থ। রহস্যে ও কিংবদন্তিতে ভরা রূপকুণ্ড গাড়োয়াল-কুমায়ুনের একটি 'মোরেন পন্ড'। এই হ্রদের তীরে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলি আজকের সভ্য দুনিয়ার বিস্ময়। কেউ বলেন এরা তীর্থযাত্রী, ঐতিহাসিক ফিরে যান ইতিহাসের অতীতলোকে।

কুমায়ুনের অন্যতম প্রবেশপথ হলদুয়ানি— যদিও ট্রেনের শেষ পথ কাঠগোদাম। সেখান থেকে রূপকুণ্ড যাওয়ার শেষ বাস-পথ গোয়ালদাম (175 কিমি)। বাস ছাড়ে দুবার — 9.00 ও 10.45। যেতে সময় নেয় 10 ঘণ্টা। কৌশানি থেকেও সরাসরি বাস আসছে গোয়ালদামে।

গোয়ালদামে থাকার জন্য আছে FRH (রিজা : DFO, Chamoli, Garhwal) আর আছে বাসস্ট্যান্ডই পাইনে ঘেরা GMVN-এর TRH, মেলে DAB ও ডর্মি প্রথায় থাকার ব্যবস্থা। (রিজা : Tourist Officer, Almora)। আহার হিসেবে সুগন্ধী

আতপ চালের ভাত, সবজি আর ঝরনার শীতল জলের প্রাচুর্য। FRH বা TRH-র চৌকিদারের জিম্মায় মালপত্র রেখে এগিয়ে চলুন 6,500 ফুট (2,015 মিটার) উঁচু রূপকুণ্ডের দিকে।

গোয়ালদাম থেকে দেবল 11 কিমি। পথের বেশির ভাগ উৎরাই। পাথর কেটে বানানো হয়েছে পাকদণ্ডী। ছুটতে ছুটতে ভারসাম্য বজায় রেখে নামতে হয়। পিণ্ডার গঙ্গার তীরে চিবিংগা গ্রামে উপস্থিত হয়ে পিণ্ডার গঙ্গার দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে যাবেন। গ্রাম ছাড়াতেই নদীর ওপর তারের পুল— থাবালী গোয়ালদাম দেবল পথের সঙ্গম। এর সামনে ছোট গ্রাম নন্দাকেশরী 4,500 ফুট উঁচুতে। দেবল থেকে দূরত্ব 3 কিমি। দেবল 4,425 ফুট (1,350 মিটার) উঁচুতে রূপকুণ্ডের পথে সবচেয়ে সমৃদ্ধ গ্রাম। দেবল থেকে জিপ চলছে লোহারজঙ্গ গিরিবর্ত্ম পর্যন্ত। মান্দোলীর নীচে বর্গাডিগড। এখানে FRH-এ রাত কাটাতে পারেন। অথবা 1½ কিমি দূরে মান্দোলীর RH বা পঞ্চায়েত অতিথি নিবাসেও কাটাতে পারেন প্রথম রাত্রিটি। মান্দোলী 7 500 ফুট (2 325 মিটার) উঁচুতে। এখান থেকে সরু পায়ে চলা পথ এগিয়ে চলেছে লোহারজঙ্গ গিরিবর্ত্মের দিকে। কামাতুর ভয়ঙ্কর অত্যাচারী দৈত্য লোহারজঙ্গকে দেবী বধ করায় স্থানীয় জনসাধারণ দেবী দুর্গার মন্দির নির্মাণ করে গিরিবর্ত্মের শীর্ষে। এর পাশেই RH। এখন অবশ্য দেবল থেকে সরাসরি লোহারজঙ্গে এসে প্রথম-রাত কাটাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

মান্দোলী থেকে ওয়ান 16 কিমি ও 9,000 ফুট (2,800 মিটার) উঁচু, লোহারজঙ্গ মাত্র 2 কিমি। লোহারজঙ্গ থেকে ওয়ান যাবার দুটি পথ- (1) বেগম গ্রাম হয়ে সূর্যহীন জঙ্গলে ঘেরা পিচ্ছিল পথে— এ পথে পড়ে মনোরম হ্রদ ব্রহ্মতাল 3,470 মিটার (11,200 ফুট) এবং লালনিংড়া পাহাড় 4,030 মিটার (13,000 ফুট)। (2) অন্য পথটি সোজা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। পথের পাশে পড়বে কালী ও ভগবতীর মন্দির। একটানা উৎরাই। পথ স্যাঁতসেঁতে সূর্যালোকের অভাবে। কোয়েল গঙ্গার তীরে কাঠের পুল পেরিয়ে ওয়ান গ্রাম। রূপকথার মত এই গ্রামেই মনুষ্য বসতির শেষ স্বাক্ষর দেখতে পাবেন। যতুরপানি নদী পার হয়ে চড়াই পথের শেষে 8,000 ফুট (2,480 মিটার) উঁচুতে আছে FRH। আছে GMVN-এর TRH, ডর্মি ৮০, এছাড়া PWD-এর ডাকবাংলো।

বাংলোর কাছে লাটু মহারাজের মন্দির। ওয়ান হিমালয়-প্রেমিকদের স্বর্গভূমি। এখান থেকে রূপকুণ্ড যাবার 3টি পথ। এখান থেকেই আবার যাওয়া যায় কুয়ারী গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে যোশীমঠে। পথে পড়বে শুকরী— ভূনা বুগিয়াল (10,500 ফুট)— বড় জলডুঙ্গা 3,560 মিটার (1,150 ফুট) হয়ে 10 কিমি দূরে বাগচো 4,180 মিটার (13,491ফুট)। বাগচো থেকে পাথরনাচুনি 5 কিমি। এখান থেকে একটি পথ গেছে কনোন গ্রামে। এখান থেকে যেমন যোশীমঠ যাওয়া যায় কুয়ারী গিরিবর্ত্ম পার হয়ে তেমনি রূপকুণ্ড যাবার পৃথক পথ আছে। আর সুতোল সাতকুণ্ড যমুন্দোলী-চানোনীয় ঘাট হয়ে যাওয়া যায় হোমকুণ্ড। আর শেষ বা তৃতীয় পথটি বৈদিনী বুগিয়াল আলিবুগিয়াল হয়ে পাথরনাচুনিতে গিয়ে মিশেছে। ওয়ান বিশ্রাম ভবন থেকে বৈদিনী বুগিয়াল 3,825 মিটার (12,500 ফুট), 12 কিমি। সবুজ ঘাসের গালচেকে বলে 'বুগিয়াল'। বরফ গলতেই এখানে ভেড়া চরানো শুরু হয়। এর উত্তরে আছে বৈদিনী কুণ্ড- তার নীলাভ জলে ত্রিশূল নন্দাঘুন্টির প্রতিবিম্ব - অহো। সে দৃশ্য আর কোথাও দেখবেন না। পাশেই সিংহবাহিনীর মন্দির ও শ্লেট পাথরের ধরমশালা।

রাত কাটান বৈদিনী বুগিয়ালের কাঠের বাংলোয়। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আপনি জেগে উঠুন শব্দহীন বিশাল নৈঃশব্দ্যের মধ্যে। রোদ ঝলমলে হিমালয়ের অপার্থিব সৌন্দর্যে নয়ন দুটি ভরে নিন। চা খেয়ে ধরুন হুলিযাথরের পথ। ডানদিকের পথ গেছে পাথরনাচুনির দিকে। নর্তকীদের নূপুর নিক্বণর আবেশে যখন এক রাজার তীর্থদর্শন পণ্ড হবার উপক্রম হল তখন স্বপ্নে লাটু মহারাজ তাঁকে তিরস্কার করলে সংবিৎ ফিরে পেয়ে রাজা নর্তকীদের জ্যান্ত কবর দিতে বলেন। হতভাগ্য নাচুনিরা পাথর হয়ে গেলেন। কী করুণ পরিণাম এই পাথরনাচুনির। গল্প মান করতে করতে এগিয়ে চলুন কৈলুবিনায়কের পথে কুয়াশাকে গায়ে মেখে একোনাইট ফুলের মদির গন্ধে আবেশ হয়ে 2 কিমি পথ— সময় নেবে অন্তত 1½ ঘণ্টা। 14,000 ফুট (4,340 মিটার) এই পাহাড়ের সমতলে সিদ্ধিদাতা গণেশ পথের দ্বার আগলে দাঁড়িয়ে। 2 ফুট উঁচু সুন্দর মূর্তি। পথের গা বেয়ে নেমেছে কৈলুগঙ্গা। এবার আসুন রূপকুণ্ডের পথের শেষ বাসস্থান বগুয়াবাসায় (14,500 ফুট)। এখানে 1960 সালে ধরমশালা স্থাপন করে গেছেন স্বামী প্রণবানন্দজি। 5-6 জন থাকতে পারেন। আর পাবেন ট্রেকার্স হাট। ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড আছে হুলিযাথরে। এর অন্য নাম বলপাসুলেড়া। এখানে রাত কাটিয়ে নন্দা ভগবতীর জয়ধ্বনি দিয়ে চলুন ত্রিশূলী তীর্থের দিকে।

রূপকুণ্ডের আবিষ্কর্তা ফরেস্টার মাধোয়াল সিংহ। সদাই বরফে ঢাকা। এর উপরের বরফের পাতলা স্তর সরিয়ে 1956 সালে উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সহায়তায় প্রথম নৌকা নামে ডিমের আকারের এই কুণ্ডে।

এখান থেকেই জন্ম হয়েছে রূপগঙ্গা নামে ছোট্ট নদীর। এর পাড় জুড়ে অসংখ্য মৃতদেহ— প্রায় 600 বছরেরও পুরনো। হয়ত তীর্থযাত্রীরা তুষার ঝড়ে গড়িয়ে এখানে এসে বরফে সমাধি লাভ করেছে। 16,500 ফুট (5,115 মিটার) উঁচু রূপকুণ্ডে পৌঁছানো আর প্রাণ নিংড়ে ফেলার অর্থ বুঝি এক। জিউনারা গলি থেকে ক্রমাগত গড়িয়ে আসছে পাথর। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে অজস্র সাদা সাদা হাড়— শিরদাঁড়া-দাঁত চোয়াল-মাথার খুলি হাত পায়ের মাংস সুদ্ধ দেখে হয়ত শিউরে উঠবেন— 60 বছরের অন্ধকার ও জীবনরেখা পাশাপাশি আপনাকে আবিষ্ট করে তুলবে।

রূপকুণ্ড থেকে 11 কিমি উত্তরে হোমকুণ্ডী সমতল। পার্বতী নাকি এখানে হোম করেছিলেন দেবতাদের খুশি করে কৈলাসে থাকার মানসে। এর 3 কিমি দূরে হোমকুণ্ড (14900 ফুট)। জিউনারা গলি বা রন্টি যেতে পারেন পর্বতারোহীগণ – তীর্থযাত্রীরা নন। এই রূপকুণ্ড এবং হোমকুণ্ডে যাবার জন্যে যোগাযোগ (1) Yatra Manager, Garhwal Mandal Vikash Nigam Ltd Muni ki Reti Rishikesh Uttranchal (2) Trek o Tour G B Panth Marg Naintal Uttranchal। তবে গোয়ালদাম থেকে যাবার আগে পথের খোঁজ খবরের জন্য অবশ্য যোগাযোগ করুন Regional Tourist Officer Garhwal Region Pauri Dist, Garhwal, Uttranchal। গাইডের জন্য যোগাযোগ, দেবলের কাছে পূর্ণা গ্রামের বীর সিংহ, গঙ্গা সিংহ, ওয়ানের কেদার সিং, ইন্দার সিং বা দিদনার রণজিৎ সিংহের সঙ্গে।

পিণ্ডারি হিমবাহ

এই পথ তীর্থযাত্রী নয়, সৌন্দর্যকামী ও অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়দের জন্য। এখানে আসতে হলে একন হাওড়া থেকে 21 45-এ ছাড়া হাওড়া কাঠগোদাম 3019 বাঘ এক্সপ্রেস। নামুন কাঠগোদামের আগের স্টেশন হলদুয়ানি-তে। যদি লখনৌ থেকে আসেন তাহলে 21 00টায় ছাড়া নৈনিতাল এক্স ধরে এই হলদুয়ানিতেই নামুন। হলদুয়ানি স্টেশন থেকে রিকশ করে 1 কিমি দূরের বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে ভারারি র উদ্দেশে ছাড়া বাস ধরে কাঠগোদাম-ভাওয়ালি গরমপানি আলমোড়া-কোশি-কৌশানি বাগেশ্বর-কাপকোট হয়ে ভারারি আসুন 205 কিমি পথ পেরিয়ে। ভারারি থেকে পিণ্ডারি 58 কিমি পথ। পায়ে হেঁটেই এই পথটা যেতে হবে। এখান থেকেই হাঁটা শুরু করতে পারেন বা আরো 12 কিমি এগিয়ে সাং ভিলেজ থেকেও হাঁটা শুরু করতে পারেন। এখন বাস আপনাকে সাং ভিলেজ পর্যন্ত নিয়ে আসবে। ফেরার পথে পুনশ্চ ভারারি-তে বাস পাবেন। আবার জিপ বা ভাড়া করা গাড়িতে এলে হলদুয়ানি থেকে বাগেশ্বর আসুন। সময় নেবে 6 8 ঘণ্টা। ভাড়া ৯০০ ১২০০ মতন।

থাকার জন্য কয়েকটি হোটেল আছে। উল্লেখযোগ্য হোটেল অন্নপূর্ণা (Ph 05963 2221109)। ঘর ১৫০ ২৫০, ডর্মি ৬০। খাবার হোটেল কাছেই। ভাত সবজি মাংস চা কফি পাবেন। মাছ নেই। এখান থেকেই কুলি ও গাইড কাম কুক পাবেন। কুলি নেবে ১০০ পারাও (রোজ), গাইড ১৫০ রোজ। সঙ্গের রেশনও এখান থেকেই সংগ্রহ করে নেবেন।

বাগেশ্বরে রাত কাটিয়ে পরদিন সং এ আসুন। জীপ সময় নেবে ঘন্টা দুই। ভাড়া ২৫০ ৩৫০ মতন। এখানে একটিমাত্র খাবার হোটেল আছে। থাকার জায়গা গোটা তিনেক। এখান থেকেই পায়ে হেঁটে পাইন-ফার রডোডেনড্রন গুচ্ছের আতিথ্যে এগিয়ে চলুন। সং থেকে লোহারখেত 3 কিমি। এখানে রাত্রিবাস করতে পারেন। থাকার জন্য PWD TB ১৫০ ৩০০, KMVN TB ডর্মি ৮০ আছে। বাড়ি ভাড়াও পাবেন ১০০ ২০০ মধ্যে। খাবার হোটেলও আছে। লোহারখেত থেকে আসতে হবে 11 কিমি দূরের ঢাকুরিতে। পুরোটাই খাড়াই পথ। রাত্রিবাসের জন্য PWD TB ও KMVN TB আছে। ভাড়া একই। ঢাকুরিতে কৌটিল্য, নামিক, নন্দাকোট, কাফনি প্রভৃতি পর্বতশৃঙ্গের সৌন্দর্য উপভোগ করে আসুন খাতি। দূরত্ব ৪ কিমি। বিশ্রাম নেবার ইচ্ছে থাকলে পাবেন KMVN TB ডর্মি ৬০ ও PWD TB ১৫০-২৫০। আরো আছে পিণ্ডারি হোটেল থাকা ৭৫ খাওয়া ২৫, নন্দা রেস্টুরেন্ট থাকা ৭৫ খাওয়া ২৫, হিমালয়ান হোটেল প্রভৃতি। গরম জল বালতি প্রতি ৫ ১০। খাতি-র 1 কিমি আগেই আছে জয় সিং-এর শান্তি গেস্ট হাউস, থাকা ৪০ খাওয়া ২৫। খাতি থেকে আসতে হবে 11 কিমি দূরের দোয়ালি তে। এখানেও রাত্রিবাসের জন্য PWD ও KMVN TB আছে। দোয়ালি থেকে আসতে হবে ফুরকিয়া। দূরত্ব 7 কিমি। PWD ও KMVN TB পাবেন। ফুরকিয়া থেকে অবশেষে আরো 5 কিমি হেঁটে জিরো

পয়েন্ট। 7 দিন সময় নিয়ে আসুন যাতায়াতের জন্য। আর এই 7 দিনে সপ্ত জন্মের সৌন্দর্যভাণ্ডার গড়ে তুলুন মনের মধ্যে— রম্যাণি বীক্ষ্য ।

জিরো পয়েন্টে থাকার জন্য বাংলো আছে তবে বাংলোর দুটি ঘরে সব মিলিয়ে 10 জনের ব্যবস্থা হতে পারে। আর আছে ধর্মানন্দ বাবার আশ্রম। বিনি পয়সায় চা ও খিচুড়ি পাবেন।

যাত্রীরা গাইডের জন্য খাতি র দেবেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ঠিকানা শ্রীদেবেন্দ্র প্রসাদ, গ্রাম ও পো খাতি ভায়া পিণ্ডারি রোড, জেলা বাগেশ্বর Ph 2263679। কুলি, রান্নার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে টেন্ট সব ব্যবস্থাই করে দেবে। এছাড়াও খোঁজ করুন শ্রীদুর্গা সিং দামু, শ্রীঅমর রাম আর্য, ধম সিং দামু—এঁদের সঙ্গে। এই পথের সেরা বন্ধু এঁরা।

প্যাকেজ ট্যুর ভ্রমণার্থীদের সুবিধার জন্য GMVN বাগেশ্বর থেকে 7 দিনের বাগেশ্বর পিণ্ডারি বাগেশ্বর প্যাকেজ ট্যুরে নিয়ে যাচ্ছে। খরচ মাথাপিছু ৩০০০, যোগাযোগ Yatra Manager, GMVN, Muni-ki-Reti, Rishikesh-249201, Ph (0135) 2431 1793।

KMVN এর Tourist Bunglow রয়েছে বাগেশ্বরে। DAB ২৫০ ৩৫০, ডর্মি ৭০। এছাড়া হোটেলেও রয়েছে। GVMN-এর TB (2R) আছে ঢাকুরি, লোহারখেত, খাতি, দোয়ালি, ফুরকিয়ায। ডর্মি ৭০। পিণ্ডারিতে আছে PWD ছাড়াও ১০০ ১৭৫ মধ্যে কিছু হোটেল।

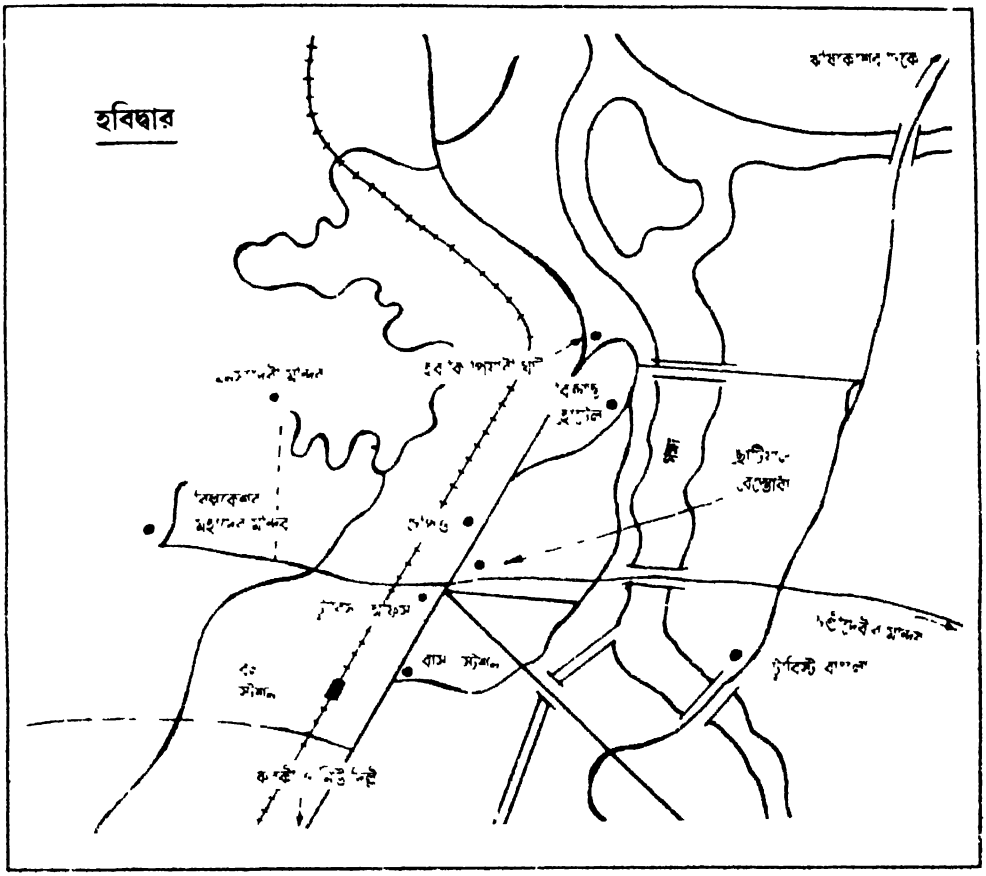
আরো বেড়ানোর ইচ্ছে। পাহাড়ি মোহিনী বুঝি হাতছানি দিচ্ছে। তবে ফিরে আসুন ঢাকুরিতে। সেখানে রাত কাটিয়ে চলুন ভোরে 4 কিমি দূরের **উমলায**। সেখান থেকে পথ গিয়েছে **সুন্দরডুঙ্গা হিমবাহের** দিকে। পথ নেই, পথ কেটে যেতে হয় অভিযাত্রীকে। এর জন্যে চাই পাহাড়ি পথে চলার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। যাতোলী আর ঢুঙ্গিয়াঢনে পরপর দুটি রাত কাটিয়ে 10 5 কিমি পথ পেরিয়ে পরের রাত কাটান 5 কিমি দূরের শেপার্ড হাটে। তারপরে ষষ্ঠ দিনে পৌঁছে যান সুন্দরী সুন্দরডুঙ্গায় (4,500 মিটার, 14,500 ফুট)। সারা বছর ধরে ঝড়ে পড়া তুষার আপনাকে স্বাগত জানাব। ডাইনে **বালজৌরীকাস** আর তার সামনে **রকি পীক** । সেখানে ঝালরের মত ঝুলছে **গ্লেসিয়ার**। চোখের আর মনের তৃপ্তি ঘটিয়ে ফিরে আসুন 43 কিমি পার হয়ে আবার ঢাকুরিতে । অথবা দোয়ালি থেকে এক দিনেই দেখে নিন **কাফনী হিমবাহ** 12 কিমি গিয়ে। দুর্গম পথঘাট, পদে পদে ভয় আর আশঙ্কা। পিণ্ডারিতে আসার জন্য যে DB গুলি পাবেন তাতে যদিও অগ্রিম বুকিং আর হয় না, তবুও ডর্মিতে জায়গা পাবেন যখনই যান। তবে একটা চিঠি লিখে দিন এই ঠিকানায়, ভালই হবে— Ex Engr, PWD, Bageswar, Uttranchal অথবা তাঁকেই Kapkot-এর ঠিকানায়।

নৈমিষারণ্য

স্নানপদ্ধ ভারতীয় ঋষিদের আদিপীঠ বিখ্যাত হয়ে আছে মহাভারতের প্রথম বর্ণনা স্থান হিসাবে। এখনো এর পরিবেশ সেই সত্যযুগের মতই। এখানের পাণ্ডাদের আতিথেয়তা মনে রাখার মত। কোনো প্রত্যাশা নেই কারো। পথের দুপাশে ফলের গাছে। পাকলে যদি আপনার সামনে পড়ে— আপনিই তার অধিকারী হবেন। গৌড়ীয় মঠের আশ্রমে আপনি সহজেই থাকতে পারবেন। দেখে আসুন **চক্রতীর্থ**, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় স্নান করলে সব পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। সেজন্য তখন বহু যাত্রী আসেন। কাছেই অরণ্য নিমসারে দেবী মহামায়ার **ললিতা মন্দির**। বাল্মীকির আশ্রম— পাশেই তার রাম-সীতার মন্দির, রামেশ্বর শিব। আছে ব্যাস আশ্রমে প্রাচীন যজ্ঞকুণ্ডের সামনে **ব্যাস মন্দিরে** ব্যাসদেবের মূর্তি । অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে আছে সত্যনারায়ণ, পঞ্চপাণ্ডব, পুরাণ মন্দির, নারদাশ্রম। এখান থেকে 10 কিমি দূরে **মিশ্রক তীর্থ** বা **মিশ্রীতীর্থে** আছে দধীচি কুণ্ড— এর পাশেই ছিল দধীচি মুনির আশ্রম। তাঁর অস্থি দিয়েই বজ্র নির্মাণ করে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেন— 'দধীচি ত্যাজিলা তনু দেবের মঙ্গলে'। সেজন্য এটি একটি মহাতীর্থ। চারপাশ প্রাচীন মন্দির, মঠ ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষে ঘেরা। লখনৌ থেকে 89 কিমি দূরে সীতাপুর জংশন বা বালামৌ জংশনে নেমে ট্রেন বদল করে 25 কিমি দূরে নৈমিষারণ্যে আসুন। বাসও পাবেন লখনৌ, সীতাপুর, বালামৌ থেকে গৌড়ীয় মঠের আশ্রম ছাড়া Tourist Bunglow, PWD CH, ধরমশালা এবং পাণ্ডাদের বাড়ি পাবেন।

হরিদ্বার

উত্তরপ্রদেশের মীরাট বিভাগে সাহারানপুর জেলায় অবস্থিত। এখানেই গঙ্গা শিবালিক পাহাড়ের গহ্বর থেকে সমতলে এসে পড়েছে। উচ্চতা 297 7 মিটার। এর আদি নাম কপিলস্থান বা কপিলা। হয়ত কোনো এক কালে কপিল মুনি এখানে থাকতেন। অন্য নাম গঙ্গাদ্বার (মহাভারত)— কারণ গঙ্গা এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন।



সুপ্রাচীন এই তীর্থে বিষ্ণুর চরণচিহ্ন একটি পাঁচিলে বর্তমান আছে বলা হয়। সেটি হরিচরণ মন্দির নামে খ্যাত। এই জন্যেই স্থানটির নাম হরি-কি-পাউরি। ভারতের সপ্ততীর্থের অন্যতম এই তীর্থ বৈষ্ণবদের কাছে হরিদ্বার এবং শৈবদের কাছে হরদ্বার নামে পরিচিত। হরি-কি-পাউরিও হর-কি-পাউরিতে পরিণত। এখানেও 12 বছর অন্তর কুম্ভমেলা বসে। শেষ কুম্ভমেলা হয়েছে 1998 সালে। পুরাণে বলা হয়েছে— এখানে রাজা প্রতীপ, অগস্ত্য ও লোমপাদ তপস্যা করেছিলেন। এখানেই জয়দ্রথের তপস্যায় খুশি হয়ে মহাদেব তাঁকে বর দেন। তীর্থযাত্রার সময় অর্জুন এখানে এসেছিলেন বলে মহাভারতে বলা হয়েছে। ভরদ্বাজ মুনিও কিছুদিন এখানে বাস করেন।

আধুনিক ইতিহাস বলে 1399-এ তৈমুর লঙ হরিদ্বার আক্রমণ করে লুণ্ঠন করেন। এখন হরিদ্বার গেলে যে গঙ্গাকে দেখতে পাবেন, তা আসলে কৃত্রিম ভাবে বাঁধ দিয়ে তৈরি গঙ্গার স্রোত। মূল নদী থেকে কৃত্রিম এলাকা তৈরি করে ব্রহ্মকুণ্ড তৈরি হয়েছে। এখানে স্নান ও পরে দান পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হয়। নিরাপত্তার জন্য লোহার শিকল ধরে স্নান করা উচিত। পরিষ্কার জলে নীচের পাথরগুলি পর্যন্ত দেখা যায়। দেখা যায় বড় বড় মহাশোল মাছ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দর্শনার্থীরা তাদের 'মচ্ছিকা-গোলী' খাওয়াচ্ছেন। হরিদ্বারে আমিষ ভক্ষণ আইন করে নিষেধ করা হয়েছে। ব্রহ্মকুণ্ডের সামনে বিড়লা টাওয়ার। একটি ছোট পুল পার হয়ে হরি-কি-পাউরি যেতে হয়। নদীর ধারাকে দুটি ভাগে ভাগ করে সুন্দর একটি ছোট দ্বীপের চেহারা দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যার হরিদ্বার বড় মনোহর। গঙ্গায় ভাসানো হচ্ছে অজস্র প্রদীপ। মন্দিরে তখন শাস্ত্রপাঠ আর কীর্তনের সুর নাস্তিককেও ভক্তে পরিণত করে।

কী কী দেখবেন এখানে : হরি-কি-পাউরি তো দেখলেন। আরো দেখুন ক্যানেল শতবার্ষিকী ব্রীজ,

ভীমগোদা ট্যাঙ্ক, সাধুবেলা, পরমার্থ আশ্রম, মানবকল্যাণ আশ্রম, অবধূত মণ্ডল, সপ্তঋষি আশ্রম, ভারতমাতা মন্দির, পাবনধাম, মনসা পাহাড়, চণ্ডী পাহাড় ইত্যাদি।

হরি কি-পাউরি থেকে চাইলেই দেখতে পাবেন মাথার চূড়ায় মনসাদেবীর মন্দির নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনসা পাহাড়। সেখানে উঠলেই গোটা হরিদ্বারকে পুরো দেখতে পাবেন। একটুখানি টাঙায় চড়ে বা সবটাই পায়ে হেঁটে যেতে পারবেন। অবশ্য রোপওয়েতে চড়ার মজা হয়েছে এখন। দুপুর 12 30 থেকে 2 30 পর্যন্ত বাদ দিয়ে সকাল 8 00 থেকে সন্ধে 6 30 পর্যন্ত রোপওয়ে খোলা। বড় আর ছোটদের জন্যে ৬ আর ৪ করে আপাতত। গঙ্গার অন্য পাড়ে নীল পাহাড়ের চুড়োয় চণ্ডীমন্দিরটিও আর একদিন দেখে আসুন— ভাল লাগবে খুব। হাঁটতে হাঁটতে ভীমগোদা জলাধারও দেখে আসুন না। বেশ বড় মাপের কর্মকাণ্ড। দারুণ লাগবে।



কেমন করে আসবেন এবার নিশ্চয়ই মনে মনে ঠিক করেছেন গঙ্গার এই আদি তীর্থস্থানে একবার আসবেন। উড়ে এসে নামুন দেরাদুন বিমানবন্দরে। যদি কলকাতা বা আশপাশ থেকে ট্রেনে যেতে চান তবে দুন এক্সপ্রেসে রিজার্ভেশন করিয়ে নিন। ট্রেনটি (3009 আপ) সাধারণত হাওড়া স্টেশনের 10 নং প্ল্যাটফর্ম থেকে রাত 20 35 মিনিটে ছাড়ে। সেই রাতটা আর পরের রাতটা ট্রেনে কাটিয়ে তার পরের সকালে ভোর 4 12-তে পৌঁছে যাবেন হরিদ্বারে। হাওড়া থেকে দেরাদুন মোট 1524 কিমি। এর 52 কিমি আগেই হরিদ্বার অর্থাৎ 1472 কিমি। হরিদ্বারের খাতির খুব। এখানকার রেলওয়ের আইনে ছিল কনসেশন টিকিটে ব্রেক জার্নি চলে না। কিন্তু হরিদ্বারের বেলায় দেরাদুনের টিকিট কেটে আসা বা যাওয়ার পথে ব্রেক জার্নি করতে পাবেন। যদি দিল্লি থেকে ট্রেনে আসেন তবে আপনাকে 268 কিমি পাড়ি দিতে হবে। দুটো ভাল ট্রেন রয়েছে। যদি নিউ দিল্লি থেকে ট্রেনে ওঠেন তবে 7 00টায় ছাড়া 2017 শতাব্দী এক্সপ্রেস চড়ে রাত 11 22-এ হরিদ্বার পৌঁছে যান। ট্রেনটি দেরাদুন পৌঁছয় 12 40-এ। দিল্লি থেকে রাতের ট্রেন পাবেন 4041/4041A দিল্লি-দেরাদুন/কোটদ্বার মসুরি এক্সপ্রেস, 22.15-য় ছেড়ে হরিদ্বার 5 35-এ, দেরাদুন 8 00টা। 2055 নিউ দিল্লি-দেরাদুন জনশতাব্দী এক্সপ্রেস (রবি বাদে) দিল্লি 15 30 ছেড়ে হরিদ্বার 19 47, দেরাদুন 22 00টা। বান্দ্রা টার্মিনাস থেকে আসছে 9019-বান্দ্রা দেরাদুন এক্সপ্রেস বান্দ্রা 22 25 ছেড়ে নিউ দিল্লি 6 15, সাহারানপুর 11 55 হরিদ্বার 14 22, দেরাদুন 16 50। 4317 ইন্দোর দেরাদুন এক্সপ্রেস 15 00 ইন্দোর ছেড়ে নিউ দিল্লি 11 30, হরিদ্বার 16 46, দেরাদুন 19 00টা। অন্য কোনো রেলপথ বা ট্রেন ধরে এসে হরিদ্বারের মাত্র 28 কিমি দূরের লক্সার স্টেশনে নেমে আবার ট্রেন ধরে চলে আসুন হরিদ্বারে। লক্সার থেকে হরিদ্বার আসার জন্য প্রচুর ট্রেন পাবেন। লখনৌ থেকে দূরত্ব 493 কিমি, বারাণসী থেকে 489 কিমি।

ট্রেন ছেড়ে যাঁরা বাসে যেতে চান (কলকাতার লোকেদের জন্যে নিশ্চয়ই নয়) তাঁদের জন্য উত্তরপ্রদেশ বাস নিগম (UPSRTC) -এর সুন্দর বাস রয়েছে দিল্লির কাশ্মীরি গেট থেকে (মাত্র 5 ঘণ্টায় 222 কিমি), আগ্রা (দূরত্ব 368 কিমি) থেকে 10 ঘণ্টায়। দিল্লির আজমীর গেট থেকে লাক্সারি বাসে দেরাদুন আসতে পাবেন। পরে হরিদ্বারে আসতে পাবেন। মথুরা (দূরত্ব 358 কিমি) থেকে প্রায় একই সময়ে। কর্বাক, পাঠানকোট, আম্বালা, সাহারানপুর, হৃষিকেশ, দেরাদুন, চণ্ডীগড়, কুলু, পাতিয়ালা, হলদুয়ানি, বৈজনাথ, নৈনিতাল, বৃন্দাবন – সব জায়গা থেকেই হরিদ্বার যাওয়া আসার বাস রয়েছে সকাল দুপুর বিকেলে। এছাড়া শেয়ার ট্যাক্সি তো সব জায়গাতেই পাবেন। হরিদ্বার শহরের ভিতরে আছে টাঙা, রিক্সা আর ট্যাক্সি।



কোথায় উঠবেন হরিদ্বার হল ধরমশালার শহর। শ পাঁচেক ধরমশালা তো আছেই। হিসেব অনুযায়ী বিনি পয়সায় থাকার কথা। তবে অলিখিত ভাবে টাকাপয়সা দিতেই হয়। এখানেই উঠতে চান, কি হোটেলেই যেতে চান— রিক্সাওয়ালার হাতে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তাদের সঙ্গে এঁদের কমিশনের ব্যাপার আছে। তবে কোনো হোটেলে উঠেই একেবারে অনেক দিনের টাকাপয়সা আগ্রিম দিয়ে ফেলবেন না। দু-একদিনের জন্য উঠে ধরমশালা খুঁজে নিতে পাবেন। ভোলাগিরি ধরমশালা বা সিন্ধি ধরমশালা অনেকেরই পছন্দ। ব্রহ্মকুণ্ডের কাছে ছোট ঘর ভাড়াও পাওয়া যায়।

কয়েকটা হোটেলের নাম . হরিদ্বার রেলওয়ে স্টেশনের কাছে পাবেন Hotel Bhaskar Yatri Niwas (Ph 2425473) ৩২৫ ১২৫ মধ্যে, Hotel Kailash Deluxe (Ph 2423530) ৩২৫-৭৫০ মধ্যে, Hotel Madras (Ph 2426356) ২৫০-৮০০ মধ্যে, Hotel Samrat (Ph 2427380) ২০০-৮০০ মধ্যে। বিষ্ণুঘাটে-- Hotel Raj Deluxe (Ph 2427755) ২৫০-৫০০ মধ্যে, Hotel Ganga

Nihar (Ph 2422728) ২৫০-৫০০ মধ্যে, Hotel Rana (Ph 2426475) ২০০-৪৫০ মধ্যে, Hotel Aditya Deluxe (Ph 2424500) ২৭০-৫৫০ মধ্যে, Hotel Hari Niwas (Ph 2427457) ২৫০-৮০০ মধ্যে, Hotel Vishrant (Ph 2426779) ২৭৫-৫৫০ মধ্যে Hotel Vikrant (Ph 2426343) ২৫০-৪০০ মধ্যে, Hotel Sona (Ph 2426340) ২৫০-৬৫০ মধ্যে। হর কি পাউরি অঞ্চলে— Jnan Lodge (Ph 2425348) ৩৫০-৭২৫ মধ্যে, Hotel Alaka (Ph 2427244) ৩৫০-৭২৫ মধ্যে Hotel Tirtha (Ph 2425211) AC ৫৭৫-১৫৫০ মধ্যে। শ্রাবণনাথ ঘাটে Ananda Niwas Lodge (Ph 2427067) ২৭৫-৪৫০ মধ্যে, মনসামন্দিরের কাছে Hotel Vasundhara (Ph 2426010) ৪২৫-৮৫০ মধ্যে, Hotel Vikash (Ph 2425667) ১৫০-৩৫০ মধ্যে, Chandra Niwas Marwari Bhawan (Ph 2427912) ২৫০-৪০০ মধ্যে, কুশঘাট অঞ্চলে Lodge Kaushal Bhawan (Ph 2426628) ১৭৫-৮২৫ মধ্যে, Hotel Sri Niwas (Ph 2427914) ১৭৫-৩০০ মধ্যে।

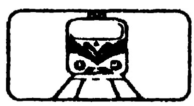
এছাড়া বেলওয়ালা-তে Tourist Bunglow (Ph 2426379) DAB ৩০০, DAC ৪২৫-৭৫০, ডর্মি ৬০ বেড প্রতি। স্টেশনে RR ছাড়াও হয়েছে Modern Reception Centre (Ph 426430), বেশ ব্যয়বহুল। আর আছে Canal Dam IB (রিজা SDO Canals, Mayapur, Hardwar), PWD IB প্র. ৩। আপনি যদি বাঙালি হন তবে দাদা-বৌদির হোটেলে যেতে হবেই। এর উল্টোদিকেই দিদির হোটেল। চুপি চুপি বলি, পোস্ত পাবেন এখানের মেনুতে। যদি হরিদ্বারের আরো খোঁজখবর পেতে চান তবে লালতারাও ব্রীজের কাছে ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে খোঁজ নিন। তবে মাছ ডিম মাংস কোথাও প্রকাশ্যে খেতে চাইবেন না, বিপদে পড়বেন। আর সাবধান লালমুখো বাঁদর থেকে। এদের চটাবেন না। হাতের নাগালে কিছু রাখবেন না।

আর কোথায় যাবেন এখান থেকে হরিদ্বারে থাকতে থাকতে আপনি একটা দিন করে হৃষিকেশ আর (25 কিমি উত্তরে) লছমনঝুলা ঘুরে আসুন। ঘুরে আসুন কনখল টাঙা চড়ে 4 কিমি দূরে। কনখল হল দক্ষ প্রজাপতির স্থান— এখানেই সতী দেহত্যাগ করেছিলেন। পথে দেখে নেবেন গুরুকুল কাংড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ফার্মেসি। হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ যাবার পথে ঘুরে আসুন চিল্লা অভয়ারণ্য। দেখুন সেরা হাতির সংগ্রহ।

হৃষিকেশ

জনশ্রুতি যে, রৈভ্য বলে এক ঋষি এখানে কঠোর তপস্যা করলে স্বয়ং ঈশ্বর হৃষিকেশ নাম ধারণ করে অবতীর্ণ হন। সেই থেকে এই জায়গায় নামও হয়ে গেল হৃষিকেশ। গঙ্গার ডান দিকে হরিদ্বার থেকে 24 কিমি উত্তরে হৃষিকেশ হল উত্তরাখণ্ডের শ্রেষ্ঠ তীর্থগুলিতে যাবার প্রবেশ তোরণ। তীর্থযাত্রীরা হৃষিকেশের গঙ্গায় পিতৃতর্পণ করেন। মহাপ্রস্থানে যাবার আগে পাণ্ডবরাও বশিষ্ঠ মুনির নির্দেশ মত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত সকলের উদ্দেশে এখানে পিণ্ডদান করেন। গঙ্গা এখানে আদৌ গভীর নয়। তবে খরস্রোতা। জল মাছে পরিপূর্ণ। এখান থেকেই সবলে লছমনঝুলা ঘুরে আসেন।

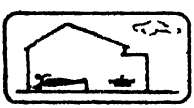
কোন সময়ে যাবেন মার্চ মাসের শেষ থেকে জুলাই, আবার সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের প্রথম অবধি যাবার সঠিক সময়। মার্চ-এপ্রিলে পাহাড়ি ফুলের সৌন্দর্য অনবদ্য। এপ্রিলের মাঝামাঝি বিশ্বযাৎ সংক্রান্তির বিশাল মেলা হয়। এদিন থেকেই বদ্রীনাথের পথ খুলে দেওয়া হয়। শীতের পোশাক এবং কম্বল সঙ্গে থাকা আবশ্যক।



কেমন করে আসবেন যেমন করে হরিদ্বার আসা যায় তেমনি ভাবেই হৃষিকেশেও আসা যায়। অর্থাৎ হাওড়া অথবা দিল্লি থেকে দেরাদুনগামী ট্রেনে চেপে লাক্সার হয়ে হরিদ্বারে আসুন। তারপর এখান থেকে হৃষিকেশ যাবার ট্রেনে উঠুন। দূরত্ব 25 কিমি, সময় নেয় ঘণ্টাখানেক। ট্রেন পাবেন 2 45, 5 15, 8 45, 12 50 17 10 ঘণ্টায়। হরিদ্বার থেকে বাস, ট্যাক্সি, শেয়ার ট্যাক্সি হরদম আসছে এখানে। আর হৃষিকেশ থেকে আসছে যাচ্ছে 225 কিমি দূরের দিল্লি, 44 কিমি দূরের দেরাদুন, বদ্রীনাথ, শোনপ্রয়াগ, হনুমান চটি, লঙ্কা প্রভৃতির বাসও। হৃষিকেশ হয়েই বাস যাচ্ছে কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গোমুখ প্রভৃতি স্থানেও।

গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম পরিচালিত ট্যুর প্রতিবছরই GMVN ভ্রমণার্থীদের সুবিধার্থে বেশ কয়েকটি ট্যুর পরিচালনা করে থাকে। হৃষিকেশ থেকে যাত্রা করা ট্যুরগুলি হল (১) সপ্তাহের প্রতিদিন হৃষিকেশ-যমুনোত্রী কেদারনাথ-বদ্রিনাথ, ১১ দিনের ট্যুর বাসে। খরচ বড় ৪,৫০০ শিশু ৪,০০০। (২) হৃষিকেশ-বদ্রিনাথ, ৪ দিনের ট্যুর বাসে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার। খরচ ১,৮৫০/ ১,৬৫০। (৩) হৃষিকেশ-যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী গোমুখ, ৭ দিনের ট্যুর বাসে প্রতি শুক্রবার। খরচ ৩০০০/২৬০০।

(৪) হৃষিকেশ কেদারনাথ বদ্রিনাথ, ৬ দিনের ট্যুর সপ্তাহের প্রতিদিন। খরচ গাড়িতে ৪৯০০, বাসে ২৮০০/২৫০০। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন Deputy General Manager GMVN Ltd Muni-Ki-Reti, Rishikesh-249201, Ph (0135) 2431793 General Manager, GMVN Ltd , 74/1 Rajpur Road, Dehradun 248001, Ph (0135) 2746817 অথবা UP Tourism, 12A Netaji Subhas Road, Kolkata 700001, Ph 2220 7855। GMVN ছাড়া হৃষিকেশ থেকে গাড়োয়াল মোটর ওনার্স ইউনিয়ন GMOU, হরিদ্বার বা হৃষিকেশ দুটি স্থান থেকেই এসব জায়গা বেড়িয়ে নিয়ে আসছেন। ভাড়া তুলনামূলক ভাবে কম। তবে এসব ট্যুরের জন্য যাতায়াতসমেত অন্তত 20-21 দিন হাতে রাখুন। হৃষিকেশ থেকে দূরত্ব কিমিতে দেরাদুন 42, হরিদ্বার 24, নরেন্দ্রনগর 16, নীলকণ্ঠ, 16 মুসৌরি 77, যমুনোত্রী 228, গঙ্গোত্রী 258, উত্তরকাশী 154, কেদারনাথ 228 এবং বদ্রীনাথ 301 কিমি।



কোথায় উঠবেন এখানে হরিদ্বারের মতো এখানে হোটেল কম তবে ধরমশালা প্রচুর। তবু যাঁরা হোটেলে থাকতে পছন্দ করেন তাঁদের জন্য কয়েকটির হদিশ দিয়ে রাখছি। Hotel Akashganga (Ph 2430451) ৩২৫-৫৭৫ মধ্যে, Hotel Basera (Ph 2430767) ৪৫০-১২০০ মধ্যে, Hotel Neelkantha (Ph 230644) ৪০০-১০৫০ মধ্যে, Hotel Inderlok (Ph 2430555) ৪৭৫-১১৫০ মধ্যে, লছমনঝুলাতে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে Ganga View Guest House (Ph 2432821) ১৭৫-৩৫০ মধ্যে, Hotel Ishan (Ph 2431534) ২২৫-৩৫০ মধ্যে, Nigha Tourist Resort, লছমনঝুলা, তপোবন এ ২৭৫-৩৭৫ মধ্যে।

এছাড়া GMVN-এর Tourist Complex Rishilok (Ph 2430373) মুনি-কি-রেতি রোডে, DAB ৪০০-৭০০ ডর্মি ১০০। আর আছে PWD IB হরিদ্বার রোড, FRH মুনি কি-রেতি রোডে।

ধরমশালা অন্ধ্র আশ্রম, বাবা কালীকমলী (Ph 2430006), জয়রাম অন্নক্ষেত্র, পঞ্জাব সিং ক্ষেত্র, শিবানন্দন আশ্রম, শ্রীবিঠল আশ্রম, ভগবান আশ্রম, গোপাল কুঠি, গীতা ভবন, পরমার্থ নিকেতন, শাহারানপুরী-ওয়ালী স্বর্গাশ্রম ইত্যাদি। বাবা কালীকমলী ধরমশালার কলকাতা অফিসের ঠিকানা কালীকমলী ধরমশালা, মনোহরদাস কাটরা, 204 মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা 700 007, Ph 22386701।

কী দেখবেন এখানে খুব মজার কথা এখানে ভরত শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণের নামে মন্দির থাকলেও রামের নামে (রঘুনাথ অবশ্য আছে) কোনো মন্দির নেই। অবশ্য ভরতের মন্দিরই মূল মন্দির। খোলা থাকে 5 00 11 00 এবং 13 00 21 00। ঋষিকুণ্ড রঘুনাথ মন্দির, পুষ্কর মন্দির, ত্রিবেণী ঘাট (এখানে মা গঙ্গাকে আরতি দিন সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে), মুনি-কি-রেতি প্রভৃতি।

এখানের মুখ্য দুটি আকর্ষণ হল যোগ আশ্রমগুলি- শিবানন্দনগরে Divine Life Society (ঠিকানা The Divine Life Society, Shibananda Ashram Shibananda-Nagar Rishikesh Uttaranchal), মুনি কি-রেতিতে Yoga Niketan স্টেশন রোডে Yoga Sadhana Ashram, মহেশ যোগীর বিখ্যাত Academy of Meditation শঙ্করাচার্যনগরে এবং লছমনঝুলায়। হরিদ্বার থেকে সোজা বাস আসে কালীকমলী ঘাটের উল্টো দিক পর্যন্ত। কোনো কোনো বাস একেবারে পুলের সামনে পর্যন্ত আসে। তবে একটু হেঁটে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ আলাদা। সুন্দর আবহাওয়া, পাথুরে পথে হাঁটতে, বানরদের আতিথ্য (সাবধান একটুও রাগাবেন না, ভয় পাবেন না, পেয়ারা খেতে দিন। নিজে খান – এমন স্বাদ জীবনে পাননি) পেয়ে এগিয়ে যেতে খুব ভাল লাগে। এসে খিদে পেলে হোটেলে নিরামিষ খাবার খান। (হৃষিকেশে আমিষ ও মদ্য নিষিদ্ধ— তাই ঢোকার আগে লেখা আছে 'এখানে মাছের ঝোল আর ভাত পাওয়া যায়' নিশ্চয়ই পর্যটকদের কথা ভেবেই এমন লোভনীয় বিজ্ঞাপন।)

লছমনঝুলা পর্যটকদের এক মুখ্য আকর্ষণ। এটি আগে পাট দড়ির পুল ছিল, 1939 খ্রিস্টাব্দে লোহার দড়ির পুলে পরিণত হয়। উঠলেই দোলে। মনে হয় এই বুঝি পড়ে যাব। কিন্তু সে ভয় নেই। জিপ পার হয় এই পুলে। এখন এর কাছে গড়ে উঠেছে রামঝুলা। লছমনঝুলায় লক্ষ্মণ ঝুলেছিলেন কিনা জানি না। তবে রামঝুলায় যে রাম ঝোলেননি— একথা সত্য। তবে বাড়তি পথ হলেই ভাল। পুল পার হলেই 13 তলা মন্দিরটি সকলকে আকর্ষণ করে। গীতাভবনের গায়ে দেখবেন সমগ্র গীতা লিখিত। সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে গঙ্গা পর্যন্ত নেমে যান। এখান থেকেই কালীকমলীওয়ালীর ফ্রি নৌকা সার্ভিস চলে (বর্ষাকালে বন্ধ থাকে)— অবশ্য সুযোগ নিন— দ্রুত আপনার ফেরার বাস পেয়ে যাবেন। গঙ্গার তীরে ঝকঝকে সবুজ জলের ধারে রুপোলি বালির রাশি আপনার মনোহরণ করবেই।

আর খিদে পেলে খাড়া টিকির বিজ্ঞাপন চটিওয়ালার হোটেল অথবা অন্যত্র। দারুণ খাওয়া।

একটা পরামর্শ যদি সম্ভব হয় হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশে না এসে দেবাদুন থেকে আসুন। এ পথের সৌন্দর্য আপনাকে বিমোহিত করবেই।

পঞ্চপ্রয়াগ

পঞ্চকেদার ও পঞ্চবদ্রীর মত হৃষীকেশ থেকে বদ্রী যাবার পথে পাঁচটি প্রয়াগ পড়ে— ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গমে **দেবপ্রয়াগ**, অলকানন্দা ও পিণ্ডার নদীর সঙ্গমে **কর্ণপ্রয়াগ**, অলকানন্দা এবং মন্দাকিনী সঙ্গমে **নন্দাপ্রয়াগ** এবং অলকানন্দা ও ধৌলি নদীর সঙ্গমে **বিষ্ণুপ্রয়াগ**। **কর্ণপ্রয়াগে** উমা ও কর্ণের মন্দির। রানীখেত এখান থেকে 96 কিমি। থাকার জন্যে ধরমশালা ছাড়া TL FRH, PWD, IB ও টেম্পল কমিটি গেস্ট হাউস আছে। এখান থেকে 20 কিমি দূরে বদ্রীনাথের পথে নন্দপ্রয়াগ আছে 'গোপালজির মন্দির'। থাকার ব্যবস্থা আগের মতই। কেদার ও বদ্রীর পথ ভাগ হয়েছে যেখানে সেখানেই রুদ্রপ্রয়াগ 620 মিটার (2,000 ফুট) উঁচুতে। এটি শ্রীনগর থেকে 36 কিমি আর হৃষিকেশ থেকে 141 কিমি দূরে। শ্রীনগর থেকে বাস ছাড়ে ভোর 5.00। এখান থেকে দেবপ্রয়াগ 70 কিমি ও গৌরীকুণ্ড 73 কিমি। রুদ্রপ্রয়াগে থাকার জন্য আছে GMVN এর Tourist Rest House (Ph 233347) DAB ২০-১৭৫ ডর্ম ১১০ Tourist Complex ডর্ম ১১০। ছোড়া টেম্পল কমিটি GH কালাকমলী ধরমশালা, FRH, PWD IB ও প্রাইভেট হোটেল আছে। রুদ্রপ্রয়াগ শহরটি খুব ছোট। গৌরীকুণ্ড যাবার বাস পেতে দেরি থাকলে অলকানন্দা ও মন্দাকিনার সঙ্গমস্থল দেখে আসতে পারেন। আর বাস করলে তো কথাই নেই। সঙ্গমের কাছেই রুদ্রনাথ শিব ও চামুণ্ডার মন্দির। এই মন্দাকিনীর তীরে তীরেই যেতে হয় কেদারনাথে।

এখান থেকে বাসে চলে চলুন গুপ্তকাশী মন্দাকিনী এখানে ঝরনার মত পাহাড় ভেঙে নেমেছে। কয়েকশ ফুট উপর থেকেও তার কুলুকুলু ধ্বনি কানে এসে বাজবে। কেদারনাথ এখান থেকে প্রায় 34 কিমি। গুপ্তকাশীতে বাস অনেকক্ষণ থামে- রাস্তা খুব সরু ও অসমতল দুটো বাস পাশাপাশি ওঠানামা করতে পারে না। কিছু সময় ধরে ওপর থেকে বাস শুধু নামতেই থাকবে তারপর ওপরে বাস দাঁড়াবে। তখন নীচে থেকে বাস উঠে আসবে।

হেমকুণ্ড

যোশীমঠ থেকে বদ্রী যাবার পথে 19 কিমি দূরে গোবিন্দঘাট। গোবিন্দঘাট থেকে বদ্রী 23 কিমি। গোবিন্দঘাট গুরুদ্বারে থাকা-খাওয়া-শোবার ব্যবস্থা আছে। তবে স্থান সঙ্কুলান হওয়া মুশকিল। পাশে কয়েকটি প্রাইভেট লজ আছে। শুধুই থাকা। দূরত্ব বাস-পথ থেকে ½ কিমি। FRH-ও আছে। বুকিং-এর জন্য লিখুন DFO 3, বনবিভাগ, গোপেশ্বর, চামোলি, উত্তরাঞ্চল। এখান থেকেই 4,328 মিটার উঁচুতে রয়েছে হেমকুণ্ডের পার্বত্য হ্রদটি। যাবার পথে পার হতে হবে 12.5 কিমি দূরের ঘাংঘড়িয়া। এখানেও থাকার জন্যে গুরুদ্বার, FRH (Ph 01389-22179) ও GMVN-এর ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস DAB ৬০০-৮০০ ডর্ম ১৩০, Hemkanta Hotel আছে। এখান থেকে চলুন ঐ হেমকুণ্ডে। দূরত্ব মাত্র 5.5 কিমি চড়াইয়ের কষ্ট স্বীকার করে হাঁটতে হবে অথবা ২৫০-৫০০ দিয়ে ঘোড়া ভাড়া করতে হবে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার এই স্থানেই শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ নাকি পূর্বজন্মে মেধস মুনি নামে তপস্যা করেছিলেন এবং পরে আদেশ পেয়ে খালসা ধর্ম প্রচার করেন। তাই এটি শিখদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। হ্রদের শীতলতম জলে তাঁরা স্নান করেন। সারা বছরই জলে বরফ ভাসছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোহর। থাকার ব্যবস্থা নেই। পাশেই হিন্দুতীর্থ লক্ষ্মণের তপস্যাভূমি **লোকপাল**। এখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে ভূইন্দর নদীর। পথের পাশে ফুটে আছে ব্রহ্মকমল সাদা পাপড়ি মেলে।

পুষ্পবতী উপত্যকা

ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, স্থানীয় লোকেরা বলেন 'ফুলো কা ঘাঁটি'। গোবিন্দঘাট থেকে ½ কিমি দূরে ভুগিয়াল। এখানে পথ ইংরেজি Y অক্ষরের মত বেঁকে গেছে — ডান দিকেরটি গেছে হেমকুণ্ডে আর বাঁ দিকেরটি ফুলের উপত্যকায়। ডান দিকে একটু দূরে বাঁকের মুখে অসম্ভব সুন্দর গ্লেসিয়ার, যার মাঝখানে গহ্বর। বাঁদিকের রাস্তায় এগিয়ে দেখতে পাবেন পর্যটনির্দেশ একটি সাইনবোর্ডে। তাতে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় ও বিধি-নিষেধের তালিকা। 1981 থেকে এই উদ্যানকে 'ন্যাশনাল পার্ক' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বন্ধুর এই পথে চলার সময় জল সঙ্গে রাখবেন। আর একটি গ্লেসিয়ার পেরিয়ে চেকপোস্টে পৌঁছতেই হয়ত ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। চেকপোস্টের গায়েই

পুষ্পবতী নদী— তার উপরে দোযাবি সেতু। এখানেই যাবাব পারমিট পাবেন। জন প্রতি ৫ এবং প্রত্যেক ক্যামেরার জন্য ৭ ফি। নীচে নদী ছুটে চলেছে সগর্জনে। দূরে মিশেছে লক্ষ্মণ গঙ্গায়। ভযাবহ সব গ্লেসিযার পার হযে এক বিশাল নৈঃশব্দ্যের প্রান্তরে সহসা দেখবেন বঙবাহারি ফুলেব মেলা সবুজ ঘাসেব আস্তরণেব মধ্যে। 1931-এ এক ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল কামেট শৃঙ্গ (25,447 ফুট) জয করতে আসেন। দলনেতা ফ্র্যাঙ্ক এস স্মাইথ। হঠাৎ তাঁরা এই পুষ্প উপত্যকা আবিষ্কার করেন। স্মাইথ নাম দেন ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স। আর এই নামেই একটি বই লিখে জগতেব কাছে একে পবিচিত কবে দেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী আব সৌন্দর্য-পিপাসুদের এই স্বর্গোদ্যানে 450 প্রজাতিব ফুল আছে। 1937 সালে স্মিথ আবাব এখানে আসেন। 10 কিমি দৈর্ঘ্য এবং 2 কিমি প্রস্থ জুড়ে অসংখ্য ফুলেব বৈচিত্র্য, ঔজ্জ্বল্য ও হালকা গন্ধে মনপ্রাণ পূর্ণ হযে ওঠে। ফুল শুধু ফুল।

হরিদ্বার থেকে এই নন্দনকানন 310 কিমি। গোবিন্দঘাট থেকে ঘাংঘরিযা পায়ে হেঁটে 6-7 ঘণ্টা। আজকাল পবিবেশ বক্ষাব কাবণে ঘোড়ায চড়ে যাওযায অনুমতি নেই। তবে এ পথে হাঁটায বিন্দুমাত্র কষ্ট নেই। সঙ্গে নেবেন পানীয জল, শুকনো খাবাব, চুইংগাম, চকোলেট, বর্ষাতি, গাইড, লাঠি ইত্যাদি। গোবিন্দঘাট-ঘাংঘড়িযা 14 কিমি। গুরুদ্বারে ধূমপান, পানাহাব নিষেধ। **আসার উপযুক্ত সময়** জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে আগস্ট মাসেব মাঝামাঝি পর্যন্ত। এটাই ফুলেব সময, যদিও ফুল ফোটা নির্ভর করে সঠিক বৃষ্টিপাতের উপব।

ফুলেব পবিবেশে থাকতে থাকতে এক বাব মিসেস জোযান মার্গারেট লগী ব ছোট্ট ভাঙা সমাধিটিতে শ্রদ্ধা জানিযে আসবেন। কাবণ চন্দ্রালোকিত এই পুষ্পবনেব সৌন্দর্য দেখতে দেখতেই তো তাঁব মৃত্যু ঘনিযে এসেছিল। 7 দিনের ঋষিকেশ পুষ্পবতী উপত্যকা হেমকুণ্ড বদ্রীনাথ প্রতি সোমবাব এবং বৃহস্পতিবার নিযে যাচ্ছে গাড়োযাল মণ্ডল বিকাশ নিগম লি। প্রাপ্তবযস্কদেব জন্য ৪,১৫০, অপ্রাপ্তবযস্কদেব বেলাতে লাগবে ৩,৭০০।

পাউরি

কেমন করে আসবেন দেবপ্রযাগ থেকে 63 কিমি (শ্রীনগব 33 কিমি) বাসে চড়ে এসে 5,300 ফুট (1,640 মিটার) উঁচু দেবদারু-পাইনেব স্নিগ্ধ হাওযায আর সূর্যাস্তে বঙিন মেঘেব হিমালযের শৃঙ্গে নযন দুটিকে স্থিব কবাব অনবদ্য দৃশ্যেব সাক্ষী হতে চলে আসুন একমুঠো পাহাড়ি শহর পাউরিতে। শ্রীনগর, ল্যান্সডাউন ও কোটদ্বাব থেকেও এখানে আসা যায। ল্যান্সডাউন ও কোটদ্বাব থেকে পাউরিব দূরত্ব যথাক্রমে 86 ও 134 কিমি।

কোথায় উঠবেন আপনাকে ঠাঁই দেবার জন্যে GMVN-এব সুন্দর Pauri Tourist Complex, Ph (01368) 222 359 DAB ২২৫ ৩৭৫ ডর্মি ৭০ ছাড়া FRH, PWD IB, CH, Municipal RH, জিলা পরিষদ বাংলো, Sweet Home, Hotel Sun-N-Snow (Ph 222242) প্রভৃতিব আযোজন বযেছে। এখানেব স্থানীয মন্দিব কাণ্ডলিযা নাগদেব মন্দিব, কালেশ্বব মন্দিব প্রভৃতি।

যারা পর্বতশৃঙ্গের সৌন্দর্য আরও একটু কাছ থেকে উপভোগ করতে চান তারা 19 কিমি দূরে খিরসুতে চলে আসুন খিরসু। পাউরি থেকে প্রতিদিন সকালে বাস পাবেন। দিনেও পাবেন খিরসুতে আসার জন্য। থাকতে চাইলে তাও পারেন। আছে GMVN-এর Tourist Bunglow (Ph 01368-26211) DAB ৩২৫ ৪৫০ ডর্মি ৮০। যত ভোরে আসবেন ততটাই ভালভাবে দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন। কেননা বেলা বাড়াব সাথে সাথে মেঘের দল হাজির হযে আপনাব দেখায বাধ সাধবে।

যোশীমঠ

এবাব আপনি নিশ্চযই বদ্রীনাথেব পথে যাবাব জন্য উন্মুখ হযে উঠেছেন। তবে যাবাব পথে যোশীমঠে গিযে একটা দিন থাকলে, বেড়ালে ভাল লাগবে। এ যেন 'সন্ধেবেলায প্রদীপ জ্বালাব আগে সকালবেলায সলতে পাকানো'। হৃষিকেশ থেকে বদ্রীনাথ যাবাব বাসপথে যোশীমঠ 257 কিমি দূরে— উচ্চতা 6,260 ফুট (1,940 মিটাব)। বিকেলের বাসে গেলে যোশীমঠে বাত কাটাতেই হয।

বাতে থাকার জন্য GMVN-এর Travellers Lodge (Ph 01389-222118) DAB ২৫০-৫৫০ ডর্মি ১৩০, এদেবই আব একটি RH (Ph 222226) DAB ৪৫০-৬০০ 5B ৫৫০ ডর্মি ১৩০। এছাড়া PWD

IB FRH বিড়লা RH প্রাইভেট হোটেল এবং অনেকগুলো ধরমশালা পাবেন বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি এখানে থেকে নরসিংহ, [illegible] ও অষ্টভুজ গণেশ মন্দির ঘুরে আসুন। বাস স্ট্যান্ডের কাছেই উপরে রয়েছে জ্যোতির্মঠে মূর্তিসহ **শঙ্করাচার্য গুম্ফা**। এখানে রয়েছে কৈলাস থেকে আনা স্ফটিকে তৈরি শিবলিঙ্গ। কল্পবৃক্ষটির বয়স [illegible] 2 400 বছর। [illegible] অনেক সময় যোশীমঠ থেকে যাওয়া একটি পথ [illegible]। এখান থেকে নন্দাদেবীর দৃশ্য (8 000 মিটার 25 650 ফুট) বড় মনোহর। আর এখানে ভুটিয়া জনজীবন যাযাবরী বৃত্তি ইয়াক ও ইয়াকের দুধ ঘি মাংসের সঙ্গে ইচ্ছে হলে পরিচিত হতে পারেন যোশীমঠ থেকে যেতে পারেন **নন্দাদেবী ন্যাশনাল পার্কে**। যাবার সেরা সময় [illegible] [illegible]

P [illegible] of Forests Nanda [illegible] Park Joshimath [illegible] Uttranchal।

পঞ্চবদরী

বদ্রীনাথ বলতে যা বোঝাই আমরা [illegible] বদ্রী বা বদরীবিশাল অন্য চার বদরী হল আদি বৃদ্ধ ধ্যান [illegible] যোগবদরী। এই সমগ্র অঞ্চল জুড়ে একদা বদরী [illegible] কুলের বিশাল বন ছিল। সেজন্য এর নাম ছিল বদরী বন এখন মুখ্য বা বিশাল স্থানীয় উচ্চারণে হয়ে গেছে বদরীনারায়ণ বা বদ্রীনাথ। **আদিবদরী** কর্ণপ্রয়াগ থেকে [illegible] 19 কিমি দূরে এখানের মন্দির [illegible] ফুট উঁচু। [illegible] উমা ও [illegible] মন্দির আছে [illegible] পিপলকোটির [illegible] নামের ছোট্ট [illegible] নারদ প্রতিষ্ঠিত **বৃদ্ধবদরীর** ছোট্ট মন্দির এখানে শঙ্করাচার্যও আরাধনা করেছেন। যোশীমঠ থেকে [illegible] গিয়ে 6 300 ফুট (1 960 মিটার) উঁচু [illegible] নির্জন পথের শোভা আস্বাদন করতে করতে গিয়ে দর্শন করে আসুন **ধ্যানবদরীর** মন্দির। ইচ্ছে হলে এখান থেকেই পঞ্চকেদারের কল্পেশ্বরও ঘুরে আসতে পারেন 2 কিমি দূরে। পথে বিশ্রামের জন্য পাবেন পিপলকোটিতে ধরমশালা মন্দির কমিটির GH সাধারণ হোটেল এবং PWD IB। যোশীমঠ থেকে ডানদিকের পথটি গেছে 15 কিমি দূরে তপোবনে। বাসে চড়ে এখানে এসে বাস বদল করে (ছাড়ে সকাল 9 30 বিকেল 3 30) চলুন সুবাযনে। ইচ্ছে হলে পায়ে পায়েও এ পথ অতিক্রম করতে পারেন। তবে খুব কষ্টকর চড়াই। সুবাযনে আধবদরীর [illegible] দেখে আরো 2 4 কিমি দুরন্ত চড়াই অতিক্রম করে **ভবিষ্যবদরীতে** (11500 ফুট) সদ্য নির্মীয়মাণ মন্দির মূর্তি সব দেখে আসুন। যোশীমঠ থেকে বদ্রীনাথের বাসে **গোবিন্দ ঘাট** (19 কিমি) পেরিয়ে পাণ্ডুকেশ্বর সেখানে নেমে [illegible] কিমি হেঁটে **যোগবদরীতে** গিয়ে দেখে আসুন অপূর্ব দেবমূর্তি। জনশ্রুতি পাণ্ডুরাজা অথবা পঞ্চপাণ্ডবের নাম থেকে এই স্থানের নাম হয়েছে **পাণ্ডুকেশ্বর**। এই বাসই [illegible] চলেছে বদরীবিশালের দিকে।

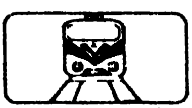
বদ্রীনাথ, **বদ্রীনারায়ণ** **বদরীবিশাল** চার তীর্থের [illegible] বদ্রীনাথ [illegible] সর্বশ্রেষ্ঠ। পদ্মপুরাণ [illegible] তীর্থ সম্পর্কে [illegible] [illegible]। মানার নিকটস্থ সরস্বতী নদীর [illegible] [illegible] ছিল এবং এখানেই [illegible] [illegible] বিভক্ত করেন বলে লোক বিশ্বাস। 10 500 ফুট বা 3 260 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। [illegible] সন্তি তীর্থানি দিবি ভূমৌ রসাতলে বদরী সদৃশং তীর্থ ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। স্বর্গ মর্ত্য পাতালে অনেক তীর্থ থাকলেও বদরীর মত তীর্থ আর কোথাও [illegible] না পাণ্ডবেরা এই পথেই স্বর্গারোহণে গিয়েছিলেন। নৈমিষারণ্য এখানেই মহাদেব ব্রহ্মার প্রথম [illegible] সনক সনন্দন সনাতন ও সনৎ এর জটিল প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। অতীতের নাম কেশবপ্রয়াগ।

ভারত তিব্বত সীমান্তে শেষ গ্রাম মানা – পুরনো [illegible] নাম মণিভদ্রাশ্রম বা মণিভদ্রপুর। বদরীর অর্থ [illegible] লক্ষ্মী [illegible] মানে কুল গাছ হয় [illegible] [illegible] নারায়ণের [illegible] নাম। ভারত থেকে [illegible] যাবার যে একটি পথ ছিল তার [illegible] হয়। মানাগ্রামের নীচে [illegible] অন্য দিক থেকে মিলেছে সরস্বতী নদী। [illegible] হয়েছে কেশবপ্রয়াগ।

ব্যাসগুহা গণেশ গুহা ঘটকর্ণের মন্দির আছে। প্রায় 20 কিমি দূরে শতপন্থ তাল 4 500 মিটার (14 500 ফুট)।

যে পাহাড়ের মাথা থেকে বসুধারা প্রপাত নেমেছে সেই পাহাড়ের শীর্ষে 8টি জলধারা আছে। ধারাগুলির নাম হল ধ্রুব, ধার, সোমা, অনিল, অনল, প্রদ্যুৎ, প্রভাস এবং

প্রত্যূষ। মহর্ষি নারদ বসুধারার কাছে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। নীলকণ্ঠ পর্বত আরোহণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন স্মাইথ, টিলম্যান, হিলারী। 1960-এ ও পি শর্মা এবং দুজন শেরপা নীলকণ্ঠে আরোহণ করেন। ঐ অভিযানের নেতা ছিলেন নবীন্দ্রকুমার। দুপাশে নর ও নারায়ণ এবং অন্যান্য পর্বত। এরই সামনে নীলকণ্ঠ শিখর। বদ্রীনাথ মন্দিরে পদ্মাসনে বিষ্ণুর যোগমূর্তি। মন্দির তৈরি করে মূর্তিটি স্থাপন করেন গাড়োয়ালের রাজা। মন্দিরের উপরে যে স্বর্ণখচিত চাঁদোয়াটি দেখবেন, সেটি রানী অহল্যাবাঈ দান করেছেন। এখানেই শঙ্করাচার্যের আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয় বলে কথিত। মন্দিরের সামনেই উষ্ণ প্রস্রবণ **তপ্তকুণ্ড** আর মানা থেকে 4 5 কিমি দূরে বিখ্যাত **বসুধারা** জলপ্রপাত। অলকানন্দার দক্ষিণ তীরে প্রায় 5 কিমি লম্বা ও 2 কিমি চওড়া এক প্রশস্ত উপত্যকাতে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি 15 মিটার উঁচু শঙ্কু আকারের, উপরে ছোট চাঁদোয়া এবং তার উপরে গিল্টি বৃত্ত ও চূড়া। মন্দিরের ভিতরের পুরনো অংশে কোনো কারুকার্য নেই, বাইরের ভোগমন্দিরটি পরে নির্মিত। এর পাশে আছে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির। বিষ্ণু বা বদ্রীনাথের মূর্তির পাশে দেখবেন উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি মূর্তি। পূজারীরা দক্ষিণ ভারতীয় রাওলগণ। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে। কালীপূজার পর বদ্রীনাথের প্রতীক মূর্তিটিকে যোশীমঠে নিয়ে আসা হয়। শীতের চার মাস বরফে ঢাকা থাকে বলে লোকজন সব নীচে নেমে আসেন।



কেমন করে আসবেন যদি বিমানে আসেন তবে হৃষিকেশ থেকে 17 কিমি দূরে হৃষিকেশ দেরাদুন রোডের উপরে জলি গ্র্যান্ট (Jolly Grant) বিমান বন্দরে নামুন — দিল্লি থেকে প্রতিদিন এখানে একটি বিমান আসছে। ট্রেনে এলে নামুন 296 কিমি দূরের হৃষিকেশে অথবা 331 কিমি দূরের কোটদ্বারে। এই সব স্টেশন থেকে বাস ও ট্যাক্সি পাবেন বদ্রীনাথ আসার। হৃষিকেশ থেকে পৌঁছতে 1½ দিন সময় লাগে। GMVN নিয়মিত কন্ডাকটেড ট্যুরের বাস চালাচ্ছে। হরিদ্বার থেকেও আসতে পাবেন দেবপ্রয়াগ (72) গাড়োয়াল শ্রীনগর (36), রুদ্রপ্রয়াগ (32), নন্দপ্রয়াগ (19), চামোলি (10), পিপলকোটি (21), যোশীমঠ (34), গোবিন্দঘাট (20), পাণ্ডুকেশ্বর (2), হয়ে বদ্রীনাথ (20) কিমি।

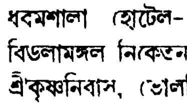
● **আউলি স্কিয়িং কেন্দ্র** প্রায় 3 কিমি দীর্ঘ এবং মসৃণ স্কি করার জন্য একেবারে মনপছন্দের স্থান। আপনার ভ্রমণসূচীতে না থাকলেও ঢুকিয়ে নিতে বাধা কোথায়। নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত স্কি শিক্ষার কোর্স চালু থাকে। সাধারণত 7 এবং 15 দিন মেয়াদি দুটি কোর্স করানো হয়। হরিদ্বার, হৃষিকেশ বা দেরাদুন থেকে সোজা চলে আসা যায় আউলিতে। এর জন্য জিপ পাবেন। ভাড়া নেবে ২৫০ মতন। তবে যাঁরা ট্রেকিং-এ উৎসাহী তাঁরা 2 5 ঘণ্টায় ট্রেক করে (4 5 কিমি) যোশীমঠ থেকে আউলি চলে আসতে পারেন।

এখানেই তৈরি হয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম রোপওয়ে টি, যোশীমঠ থেকে আউলি হয়ে গড়সন। যাতায়াত ১৫০। বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করতে হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (স্কিয়িং), প্রযত্নে ট্যুরিস্ট বাংলো, গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম লি, যোশীমঠ, জেলা চামোলি, উত্তরাঞ্চল।

● **কোটদ্বার থেকেও** হাওড়া অমৃতসর মেন লাইনে নাজিবাবাদ জংশনে নেমে গাড়ি বদল করে আসতে পারেন ল্যান্সডাউন (42), পাউরি (32), শ্রীনগর (29 কিমি) হয়ে বদ্রীনারায়ণ কোটদ্বার থেকে শ্রীনগর 138 কিমি।

● **কেদারনাথ থেকে** যদি আসেন তবে উখীমঠ, গোপেশ্বর (24), চোপটা (6) মণ্ডল (28), গোপেশ্বর (11), চামোলি হয়ে (হরিদ্বার বদ্রীনাথ দেখুন) আসতে পারেন। শ্রীনগর থেকে বদ্রীনাথ 189 কিমি।

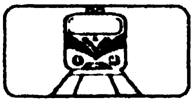
● **কাঠগোদাম রেল স্টেশন থেকেও** বদ্রীনাথ আসতে পারেন। প্রথমে রানীখেত (95 কিমি) নেমে বাস বদল করে কর্ণপ্রয়াগ (136 কিমি)। তারপর কর্ণপ্রয়াগ থেকে বাসে চড়ে 109 কিমি।



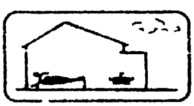
বদ্রীনাথে আধুনিক জীবনের সব সুযোগ সুবিধা আছে। ডাকঘর, হাসপাতাল, পুলিশ, বাজার ধর্মশালা হোটেল- সব কিছু আছে। **ধর্মশালা** বিড়লামঙ্গল নিকেতন, অলকা, কেদারেশ্বর, বাঙালিদের শ্রীকৃষ্ণনিবাস, ভোলগিরি, বালানন্দ ব্রহ্মচারী আশ্রম, পরমার্থলোক, জ্ঞানপুরিয়া, মহারাষ্ট্র, সীতা মন্দির, মানবকল্যাণ, ঝুনঝুনওয়ালা, বেঙ্গলি, বাজোরিয়া, কালীকমলী, মোদী ভবন, ভজন আশ্রম, মন্দির কমিটি GH (বদরী সদন), PWD IB, বাঙালি পাণ্ডার বাড়ি, অন্য পাণ্ডার বাড়ি ইত্যাদি ছাড়া GMVN-এর দেবলোক হোটেল (Ph 01381-22212) DAB ২৫০ ৬০০ স্যুইট ৮৫০, ডর্মি ৭০, বাস স্ট্যান্ডে GMVN এর-TRH এবং যাত্রীনিবাস, ভাড়া একইরকম। কলকাতার হোটেল, সুপ্রিয়া টুর হোটেল।

ল্যান্সডাউন

এই পাহাড়ি শহরটির খ্যাতি এর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য। বড়লাট ল্যান্সডাউনের নামে এর নামকরণ করা হয় 1865-তে।



কেমন করে আসবেন কাছের রেলস্টেশন কোটদ্বার। হাওড়া অমৃতসর মেল লাইনে নাজিবাবাদ জংশনে নেমে গাড়ি বদল করেও এখানে আসতে পাবেন। শিয়ালদহ থেকে 3151 জম্মু তাওয়াই এক্স 11 45-এ ছেড়ে নাজিবাবাদ আসছে 18 50, হাওড়া থেকে 3005 অমৃতসর মেল 20 00 ছেড়ে নাজিবাবাদ 00 06 মিনিটে। নাজিবাবাদে 4041 A কোটদ্বার লিঙ্ক প্যাসেঞ্জার পাবেন 3 35-এ, পৌঁছয় 7 20 মিনিটে। কোটদ্বার থেকে দূরত্ব 42 কিমি। শ্রীনগর থেকে 29 কিমি। কোটদ্বার থেকে বাস ও জিপ পাবেন। সময় লাগবে ঘণ্টা খানেক।



কোথায় থাকবেন থাকার জন্য বিভিন্ন মানের হোটেল পাবেন। আছে GMVN এর Tourist Rest House D ১৭০ ২০০, যার ডর্মি প্রথায় বেড প্রতি ৮০।

এখানের টিপ ইন টপে (TRH থেকে 1 কিমি দূরে) দেখুন দূরের শৃঙ্গরাজি। এখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য মন ভরিয়ে দেবে। এছাড়া দেখুন রাইফেলস বাহিনীর মিউজিয়াম, চার্চ, কালেশ্বর শিবমন্দির, শাকম্ভরী মন্দির প্রভৃতি।

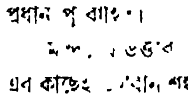
পঞ্চকেদার

কেদারনাথের পথ দিয়েই দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থানে গিয়েছিলেন কিংবদন্তি যে পঞ্চপাণ্ডবকে দেখে শিব মাটির নীচে আত্মগোপন করেছিলেন, কিন্তু তার প্রস্তরীভূত পশ্চাদ্দেশ মাটির উপরে জেগে থাকে। সেখানেই নাকি পাণ্ডবেরা মন্দির নির্মাণ করেন। শিবের অন্য চার অঙ্গের পূজা হয়— তুঙ্গনাথে (11,644 ফুট, 3,550 মিটার) বাহুপূজা, রুদ্রনাথে (11,840 ফুট, 3,610 মিটার) মুখ পূজা, মদমহেশ্বরে (11 744 ফুট = 3,580 মিটার) নাভি এবং কল্পেশ্বরে জটা পূজা হয়। মহিষের সম্মুখভাগের পূজা দেখতে হলে আপনাকে যেতে হবে নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরে। লোকশ্রুতি পঞ্চকেদারের মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চপাণ্ডবেরা।

কেদারনাথ কেদার নামে আরো দুটি তীর্থ আছে গয়া এবং কাশ্মীরে। কিন্তু দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ তীর্থটি হিমালয়ের কেদারে। এই জ্যোতির্লিঙ্গের উল্লেখ মহাভারতের বনপর্বে, মৎস্য কূর্ম অগ্নি লিঙ্গ স্কন্দ প্রভৃতি পুরাণে আছে। দেবী পুরাণ অনুসারে এটি একটি পিতৃতীর্থ। 3,640 মি (11,750 ফুট) উচ্চ হিমালয়ের অন্যতম এই শ্রেষ্ঠতীর্থ পঞ্চকেদারের মধ্যমণি। প্রায় 3 বর্গকিমি বিস্তৃত এক প্রায় গোলাকার প্রস্তরময় উষর উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে দক্ষিণ প্রবাহিনী মন্দাকিনী। পূর্ব তীরে মন্দির ও বসতি, পশ্চিম তীর বসতিহীন। শীতের ছয় মাস বরফে ঢাকা। উপত্যকার তিনদিকে মহাপন্থ বা সুমেরু পর্বতমালা — রুদ্র হিমালয়, বিষ্ণুপুরী, ব্রহ্মপুরী উদ্গারীকণ্ঠ ও স্বর্গারোহিণী। এখানে দেখুন পঞ্চগঙ্গা -- অলকানন্দা (অদৃশ্য), মন্দাকিনী দুগ্ধগঙ্গা, ক্ষীরগঙ্গা (এর নাম চোরাবারি তাল বা গান্ধি সরোবর মন্দাকিনীর উৎস) এবং মৌগঙ্গা। পাঁচটি কুণ্ড দেখুন উদক, রেতস, অমৃত, ঈশান এবং হংস। এদের মধ্যে উদককুণ্ডই পুণ্যতম ধারা। বিশ্বাস, এর জল পান করলে জন্মান্তর ঘটে না। এর জলে গন্ধক মেশানো আছে বলে সর্বদা বুদবুদ ওঠে।

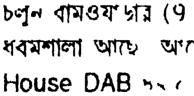
উপত্যকার উত্তরে কেদারনাথ পর্বতের নীচে কেদারনাথের মন্দির পাথরে তৈরি। এখানে শিবের কোনো মূর্তি নেই। আকারহীন কেদারনাথ শিলাকে মহিষরূপী মহেশ্বর বলে বলা হয়। দক্ষিণের লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের রাওয়াল বংশ এবং মন্দিরের রাওয়াল প্রধান পুরোহিত।

মন্দির এর উত্তরে দেখুন শঙ্করাচার্যের সমাধিক্ষেত্র। দীপান্বিতার পর থেকে অক্ষয় তৃতীয়া পর্যন্ত মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। বৈশাখের শেষে বা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে আবার দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাধারণের বিশ্বাস কেদারনাথে এসে পঞ্চকেদার না দেখলে তীর্থ সম্পূর্ণ হয় না। অতএব কেদারনাথ মন্দিরাদি দেখে পঞ্চকেদারে যেতে পারেন। কেদারনাথ শৃঙ্গের উচ্চতা 7,060 মিটার (22,770 ফুট)।



কেমন করে আসবেন কলকাতা থেকে ট্রেনে হৃষিকেশ পর্যন্ত। এই দূরত্ব হল 1946 কিমি। এখান থেকে বাসে করে গৌরীকুণ্ড। দূরত্ব 212 কিমি। গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথ পর্যন্ত বাকি 14 কিমি পথ পায়ে হেঁটে যেতে হবে। হৃষিকেশ আসার জন্য হাওড়া থেকে ধরুন

3000 দুন এক্সপ্রেস, 3005 অমৃতসর মেল 3049 অমৃতসর এক্সপ্রেস অথবা শিয়ালদহ থেকে 3151 জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস নামুন হরিদ্বার অথবা আগের স্টেশন লাক্সার এ। এবার হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ যাবার ট্রেনে উঠুন। এবার হৃষিকেশ থেকে বাস চেপে গৌরীকুণ্ড আসুন রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত উভয় স্থানে যাবার পথ এক। তারপর এই **রুদ্রপ্রয়াগ থেকেই কেদারনাথে যাবার পথ আলাদা** হয়ে গেছে। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আসুন তিলওয়াবা (9 কিমি)। এরপর অগস্ত্যমুনি (10 কিমি)। এখানে PWD IB FRH ও ধরমশালা আছে। অগস্ত্যমুনির মন্দির দেখুন। পরে কুণ্ড (19 কিমি)। এখান থেকে ডানদিকের পথ উখীমঠ তুঙ্গনাথ হয়ে রুদ্রনাথ গোপেশ্বর ও চামোলির দিকে গেছে। আসুন গুপ্তকাশী (5 কিমি)। থাকার জন্য TB PWD IB মন্দির কমিটির GH ধরমশালা আছে। তুঙ্গনাথ ও খাম্বা শৃঙ্গ দেখে মুগ্ধ হবেন। পূজা দিন বিশ্বনাথ ও অর্ধনারীশ্বর মন্দিরে। এখান থেকে একটি রাস্তা বাঁ দিকে চলে গেছে **মদমহেশ্বরে** (34 কিমি)। এরপর শোনপ্রয়াগ (29 কিমি)। থাকবার জন্য টেম্পল কমিটির চটি আছে। এখান থেকে রাস্তা গেছে ত্রিযুগীনারায়ণে এখানেই মিলন ঘটেছে মন্দাকিনী ও শোনপ্রয়াগ নদীদ্বয়ের। গুপ্তকাশী ও শোনপ্রয়াগের মাঝে ফাটা চটিতে দাবান ও সীতাপুরে RH পাবেন। এবার আসতে হবে গৌরীকুণ্ডে (5 কিমি) এখানে থাকার জন্যে **টেম্পল** কমিটির GH PWD IB GMVN এর 24 শয্যার ডর্মি ৭৫ আর Tourist Lodge এ DAB ৫৫০, ডর্মি ১০০ চটি ধরমশালা এবং CBRI এর হাট পাবেন। আসলে এই **গৌরীকুণ্ড পর্যন্তই আপনি বাসে আসতে পারবেন**। এবার পায়ে হাঁটা শুরু করুন। তার আগে পার্বতীর মন্দিরে পূজা দিন এবং গরম জলের কুণ্ড দেখুন। এবার জঙ্গলচটিতে চা খান চটিতে বিশ্রাম নিন। এগিয়ে চলুন রামওয়াড়ার (9 কিমি) দিকে। এখানেও চটি এবং ধরমশালা আছে আছে GMVN এর Tourist Rest House DAB ৮২৫ ডর্মি ১০০ এবার গরুড় চটি (3 কিমি)। পথ শেষ হয়ে এল গরুড় থেকে 3 কিমি দূরেই কেদারনাথ। যারা হাঁটতে পারবেন না তারা ডাণ্ডি কাণ্ডি ও ঘোড়া পাবেন। ভাড়া যাওয়া আসা ক্রমে ১২০০ ১৬০০ ও ৮৫০ ৫০০। মালপত্র সঙ্গে থাকলে খচ্চর বা কুলি নিতে হবে অগ্রিম ভাড়া দিয়ে চটিতেও রেখে যেতে পারেন নিশ্চিন্তে ও বিনিময় রসিদ নিয়ে।



কোথায় উঠবেন গরুড় চটি পার হলেই ? কিমির মধ্যে রাস্তার বাঁদিকে GMVN-এর TL এবং Hotel Himlok DB ২৫০ ৬৫০ ডর্মি ১৩০। এখান থেকে মন্দির বেশ অনেকখানি। কাছাকাছি আছে প্রচুর ধরমশালা এবং পাণ্ডাদের ঘর। আর আছে TB বিড়লামঙ্গল নিকেতন চাঁদ ভবন, আরতি ভবন, মন্দির কমিটির RH ভজন আশ্রম যোগমায়া আশ্রম, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ জ ব ভবন, মুন্দ্রাভবন, যুগীলাল কমলপৎ ইত্যাদি। কলকাতার যাত্রীরা বিড়লামঙ্গল নিকেতনের অগ্রিম বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন Jayashri Charity Trust 9/1 R N Mukherjee Rd, Kolkata 1। আর কেদারনাথে স্বল্প ভাড়ায় কম্বল পেতে পারেন। খাবার জন্যে হোটেলপত্রও আছে।

বিদ্র কলেরার প্রতিষেধক নিয়েছেন এমন সার্টিফিকেট সহ কেদারনাথ আসুন।

ত্রিযুগীনারায়ণ শোনপ্রয়াগ থেকে 5 কিমি হাঁটা পথে যেতে হয় অথবা আর ফুল ফলের বিতানের মধ্য দিয়ে। গঙ্গোত্রী থেকে কেদারনাথে যাবার সুপ্রাচীন ঘোড়ায় চলা পথ এই ত্রিযুগীনারায়ণ থেকেই গেছে। এখানে ঠিক কেদারনাথের মন্দিরের শৈলী এবং স্থাপত্যের অনুকরণে নারায়ণ মন্দির একটি চতুষ্কোণ মণ্ডপ রয়েছে এর সামনে হাজার হাজার বছর ধরে প্রজ্বলিত রয়েছে **অখণ্ডধুনি**। বলা হয়ে থাকে হর পার্বতীর বিয়ের সময় যে হোমশিখা জ্বালানো হয়েছিল তা এখনো অম্লান। পর্যটকেরা সবাই তার ভস্ম নিজেদের ললাটে টীকা হিসাবে পরেন। আর এখান থেকে হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি, নীচে বয়ে চলা মন্দাকিনী অনবদ্য। ব্রহ্মকুণ্ড বা রুদ্রকুণ্ডে স্নান সেরে বিষ্ণুকুণ্ডে মার্জন সেরে সরস্বতীতে পিণ্ডদান করে ধরমশালা বা হর পার্বতীর বিবাহবেদিতে পূজা দিতে হয় এখানে। যদি ইচ্ছে হয় কালী কমলীর ধরমশালায় থাকুন। না থাকলেও চলে।

মদমহেশ্বর এবার থেকে ফেরার পালা। নেমে আসুন গৌরীকুণ্ডে। এখানেই বাস অপেক্ষা করছে। পরে তাতে উঠবেন। এখান থেকে বা গুপ্তকাশী থেকে পথ গেছে মদমহেশ্বরে। প্রয়োজন হলে একটা কুলি ভাড়া করে মদমহেশ্বর রওনা হন। যাবার পথে **কালীমঠে** (4 কিমি) একটু থেমে মহাকালী মহাসরস্বতী ও মহালক্ষ্মীর মন্দির দেখুন। চলুন আরও 5 কিমি এগিয়ে লেখ-এ। এখানে রাতটুকু কাটান যারা হাতে সময় পেয়েছেন তারা এখানে বিশ্রাম না নিয়ে আরও এগিয়ে রাঁশু (5 কিমি) বা রানতোলিতে (7 কিমি) বিশ্রাম নিন। রাঁশুর **রাকেশ্বরী মন্দিরে** আশ্রয় ও আহার পাবেন। এখান থেকে 15 কিমি দূরে মদমহেশ্বরে শিবের নাভির পূজা হয়। তবে পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা পার হয়ে আসতে হবে। সব ভুলিয়ে

ক্লান্তির অবসান ঘটায় প্রাকৃতিক মনোহর দৃশ্যাবলি। ফেরার পথে উখীমঠে গিয়ে দেখুন দেওরিতাল লেক।

21 দিনে পঞ্চকেদার

মন স্থির করে হরিদ্বারের টিকিট কাটুন। হাতে 21টি দিন আর হাজার দেড়েক টাকা। চারজন হলে ভাল হয়। সঙ্গে নিন ক্যারিম্যাট স্লিপিং ব্যাগ এছাড়া অল্প জামা কাপড় ও সবরকম শীতের পোশাক একটা প্লাস্টিক শীট সঙ্গে রাখবেন। টুকিটাকি ওষুধ শুকনো খাবার আর একটা প্রেশার কুকার [illegible]বেন। দরকার মনে হলে একটা লাঠি সাধারণভা[illegible] ঘোরার জন্য সবচেয়ে ভাল কেদারনাথ মদমহেশ্বর তুঙ্গনাথ রুদ্র[illegible] কল্পেশ্বর এই ক্রম [illegible]

কেদারনাথ [illegible]

রুদ্রপ্রয়াগ [illegible] গৌরীকুণ্ড। [illegible] কেদারনাথ 14 [illegible] 8 [illegible]

মদমহেশ্বর [illegible]

[illegible]

[illegible]

কিমি। মোট যাতায়াত 60 কিমি

তুঙ্গনাথ উখীমঠ থেকে চোপটা বাসে এবার চ্যাম্পটা। চোপটা থেকে তুঙ্গনাথ 3 কিমি। মোট যাতায়াত 9 কিমি। **রুদ্রনাথ** চোপটা থেকে মণ্ডল। মণ্ডল থেকে 28 কিমি রুদ্রনাথ মোট যাতা[illegible] (অনসূয়া সহ) 56 কিমি। **কল্পেশ্বর** মণ্ডল থেকে হেলাং। হেলাং থেকে কল্পেশ্বর 9 কিমি মোট যাতায়াত 18 কিমি।

তুঙ্গনাথ উখীমঠ থেকে 30 কিমি এগিয়ে চলুন তুঙ্গনাথে। এখানে আছে ভারতের সর্বোচ্চ মন্দির (12 072 ফুট) যেখানে শিবের বাহু পূজা হয়। পঞ্চপাণ্ডব ও ভৈরব মন্দির দেখুন এখানে। প্রকৃতির পূজারীরা দেখুন পঞ্চচুলী নন্দাদেবী নীলকণ্ঠ কেদারনাথ ও বন্দরপুচ্ছের অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা। যারা হাঁটতে গররাজি তাঁরা (১) গৌরীকুণ্ডে বাসে চেপে চোপটা পৌঁছান, (২) গোপেশ্বরে চেপেও চোপটায়। তারপর হাঁটা পথ 3.5 কিমি মাত্র। পথে আপনাকে স্বাগত জানাবে **রডোডেনড্রনগুচ্ছ** আর বীজন করবে পাইনের সমীরণ।

রুদ্রনাথ এখানে শিবের মুখের পূজো হয় আগেই বলে এসেছি। এই রুদ্রনাথ গুহা মন্দিরের উচ্চতা 3 617 মিটার (11 670 ফুট)। আসতে হলে তুঙ্গনাথ থেকে [illegible] নদীর পাড়ে মণ্ডলচটিতে আসুন 6.5 কিমি পথ হেঁটে। থাকার জন্য ধরমশালা আছে। রাতটুকু কাটিয়ে পরের দিন সকালে দুর্গম 22 কিমি পথ পার হতে গিয়ে যখন ক্লান্তি এসে চরণ দুটিকে আড়ষ্ট করে দেবে তখন পথের সাথী হয়ে দেখা দেবে বাগাল[illegible]দের ধূপ [illegible] একা না যাওয়াই ভাল বুগ্যালকেই সঙ্গী করে নিন। [illegible] পশুর শিবমন্দির দেখে PWD IB তে রাত কাটিয়ে গেলে পথের কষ্ট লাঘব হবে অনেক যারা উৎসাহী তাঁরা অনসূয়া মন্দিরটি দেখে আসুন (2 015 মিটার/6 500 ফুট) থাকার জন্য চটি আছে। 3 কিমি দূরে অত্রিমুনির গুহা দেখে আসুন। অত্রিমুনির স্ত্রী অনসূয়া। এখানে এলে এই গল্পটি আপনাকে শুনতেই হবে অনসূয়া শ্রেষ্ঠ সতী হিসেবে পূজিত হন। সব সতীদের মাহাত্ম্যে দেবতারা [illegible] হিংসেয় জ্বলে উঠলেন। [illegible] সব স্বামীদের পাঠালেন [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] সব। অনসূয়া [illegible] আহার [illegible] অনসূয়াকে [illegible] বললেন। বিপন্ন অনসূয়া [illegible] আনলেন তিনি কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে দিয়ে [illegible] সিদ্ধ হল। দেবতারা ফিরে এলেন। এতে স্ত্রীর [illegible] গেলেন। আবার দেবতারা পরীক্ষা করতে এলেন বললেন অনসূয়ার স্তনের দুধ পান করবেন। মাতা অনসূয়া আবার স্মরণ করলেন অত্রিমুনিকে। তিনি এসে অতিথিদের গায়ে কমণ্ডলুর জল ছিটাতেই তারা দুগ্ধপোষ্য শিশু হয়ে গেলেন অনসূয়াও যত্নে তাদের স্তন্যপান করালেন। এদিকে দেবতারা স্বর্গে ফিরছেন না দেখে আশ্রমে স্বামীদের খোঁজ করতে এসে তিনটি শিশুকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন স্ত্রীরা। [illegible] ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং অনসূয়ার সতীত্বের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে স্বামীদের স্বর্গে ফিরিয়ে [illegible]।

কল্পেশ্বর তুঙ্গনাথ [illegible] গোপেশ্বর। সেখা[illegible] চামোলি। তারপর যোশীমঠের দিকে এগোবার সময় রাস্তায় চলুন কল্পেশ্বর যেখানে মহিষরূপী শিবের জটার পূজা হয়। এর অন্য নাম তাই জটেশ্বর নির্জন পথে জ্যোৎস্না আলোতে না হলেও দিনের আলোয় যেতে নিজেকে সন্ন্যাসী মনে হবে। তরুবীথিকা তো আছেই কল্পেশ্বর দেখেই ফিরে আসুন যোশীমঠে। এখানেই রাত কাটান তারপর ঠিক করুন বাড়ি ফিরবেন না হৃষিকেশ পৌঁছে গঙ্গোত্রী গোমুখ দেখবেন। এর পরে উৎসাহীদের জন্য সে কথাই বলছি।

বদ্রীনাথ এবং কেদারনাথ মন্দিরে বিশেষ পুজো সম্পর্কে দু-চার কথা

বদ্রীনাথ

সকালবেলার পুজো

মহা অভিষেক	১০০১ টাকা	(চারজন মাত্র)
অভিষেক	৫০১ টাকা	(২ জন মাত্র)
গীতা পাঠ	২০১ টাকা	(২ জন মাত্র)
বেদ পাঠ	১৫১ টাকা	(২ জন মাত্র)

সন্ধ্যাবেলার পুজো

কর্পূর আরতি	২১ টাকা	(২ জন মাত্র)
রৌপ্য আরতি	৬১ টাকা	(২ জন মাত্র)

প্রতিদিনের ভোগব্যবস্থা

বাল বোগ (ক্ষীর ভোগ)	১৫১ টাকা
পিণ্ড প্রসাদ	৭ টাকা
প্রতিদিনের যাত্রী ভোগ	১১ টাকা
নিত্য নিয়ম ভোগ (পূর্ণ)	৭৫১ টাকা
নিত্য নিয়ম ভোগ (অর্ধ)	৫৫১ টাকা
খিচুড়ি ভোগ	১০১ টাকা

সকালবেলা পুজো শুরু হয় ৪টে ২০ মিনিটে
সন্ধ্যাবেলা পুজো শুরু হয় ৫টায়

কেদারনাথ

সকালবেলার পুজো

মহাভিষেক	৫৫১ টাকা	(পাঁচজন মাত্র)
রুদ্রাভিষেক	৩৫১ টাকা	(পাঁচজন মাত্র)
অষ্টোপচার পুজো	৮১ টাকা	(পাঁচজন মাত্র)
পঞ্চশোপচার পুজো	৩১ টাকা	(পাঁচজন মাত্র)

সন্ধ্যাবেলার পুজো

সম্পূর্ণ আরতি	২০১ টাকা	(পাঁচজন মাত্র)
অষ্টোত্তরী	২৫ টাকা	(পাঁচজন মাত্র)
শিবমহিমা স্তোত্র	৪১ টাকা	(পাঁচজন মাত্র)
শিবতাণ্ডব	৪১ টাকা	(পাঁচজন মাত্র)

প্রতিদিনের ভোগব্যবস্থা

দৈনিক যাত্রীভোগ	৫ টাকা বা তদূর্ধ্ব
খিচুড়ি ভোগ	২৫ টাকা বা তদূর্ধ্ব
দৈনিক যজ্ঞ	২১ টাকা বা তদূর্ধ্ব
বাল ভোগ	৪১ টাকা বা তদূর্ধ্ব

নিত্যনিয়াম ভোগ (বিশেষ) ১৫১ টাকা বা তদূর্ধ্ব
নিত্যনিয়াম ভোগ (উত্তম) ২৫১ টাকা বা তদূর্ধ্ব
১ দিনের সম্পূর্ণ পুজো১০০১ টাকা বা তদূর্ধ্ব

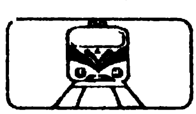
দ্র কমপক্ষে ৫টাকা পুজো দু জায়গাতেই দেওয়া যায়।

গঙ্গোত্রী

মধ্য হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের চার তীর্থস্থানের অন্যতম গঙ্গোত্রী কেদার বদরীর চেয়ে দুর্গম বলে পর্যটকরা কম আসেন বটে, তবে এর পথের সৌন্দর্য যেন তুলনাহীন। বদ্রীনাথ অঞ্চলের 6 900 মি উঁচু চৌখাম্বা শিখর থেকে উদ্ভূত গঙ্গোত্রী হিমবাহের উত্তর পশ্চিমে যেখান থেকে আগে হিমবাহ গলে গঙ্গা বা ভাগীরথী নদী প্রকাশিত হয়েছিল, সে স্থানটিই গঙ্গোত্রী। এখানের তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে 21°-24° C এবং শীতকালে 70° 30 C হয়। কাছেই কয়েকটি জলপ্রপাত আছে। তাদের জলের বেগ এত বেশি যে তার সাহায্যে পানি-চাক্কী চালিয়ে গম পেষা হয়।

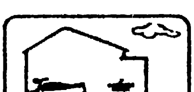
এখানে **গঙ্গাদেবীর গঙ্গোত্রী** মন্দিরটি 3140 মি উঁচুতে অবস্থিত। মন্দিরের কাছেই ভগীরথ যে পাথরে বসে গঙ্গাকে মর্ত্যে আনার জন্য তপস্যা করেছিলেন সেটি আছে। 5 500 বছর আগে শ্রীকণ্ঠ পর্বতে গঙ্গাবতরণের জন্য ভগীরথ মহাদেবের আরাধনা করেছিলেন। আসলে গঙ্গা হল সমগ্র ভারতের জীবনধারা। এখানেই পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয় নিধনের পাপ মোক্ষণের জন্য দেবযজ্ঞ উদ্‌যাপন করেছিলেন। এখানেই ভাগীরথী কিছুক্ষণের জন্য উত্তরবাহিনী হয়ে বহমানা। মন্দিরটি 18 শতকে তৈরি করেন গোর্খা কমান্ডার অমর সিং থাপা। পরে জয়পুরের মহারাজা নতুন করে তৈরি করে দেন। বনবাসকালে হিসেবে এখানে পাণ্ডা বা পুরোহিত, কিছু দোকানদার যাত্রী সন্ন্যাসী ছাড়া আর কেউ থাকেন না।

কখন আসবেন এখানে তিন ধরনের ঋতু বর্তমান। নভেম্বর থেকে এপ্রিল বরফে ঢাকা শীতলতম, মে থেকে নভেম্বর ঠাণ্ডা আর বর্ষা হয় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে। কাজেই বেড়ানোর সেরা সময় হল মে-জুন এবং সেপ্টেম্বর অক্টোবর। অক্টোবরের শেষ এবং নভেম্বরের প্রথমেই ধীরে ধীরে সব ফাঁকা হয়ে আসে। এ সময়ে এলে ভারী পশমী পোশাক আনুন। জুন সেপ্টেম্বরে এলে পশমী পোশাক হলেই চলবে।



কেমন করে আসবেন যাঁরা বিমানে আসবেন, তাঁরা দেবাদুন বা শাহারানপুরের সারসওয়া বিমানবন্দরে নামুন। তারপর আসুন হৃষিকেশে। **রেলের** যাত্রীরা হৃষিকেশে নামুন – কলকাতা বা দিল্লি থেকে

হরিদ্বারে নেমে ট্রেন বদল করে। সড়কপথে যেতে হলে হৃষিকেশ আসতেই হবে। UP Roadways এর বাস দিল্লি থেকে নিয়মিত আসছে হরিদ্বার হয়ে হৃষিকেশ। হৃষিকেশ থেকে নিয়মিত বাস যাচ্ছে গঙ্গোত্রীর লঙ্কা বাস স্ট্যান্ডে। ট্যাক্সিও পাবেন। বাস ছাড়ে ভোর 5 00। গঙ্গোত্রী পৌঁছয় 251 কিমি পার হয়ে রাত্রি 9 30 নাগাদ। বেলাতেও একটি বাস ছাড়ে। তবে তাতে গেলে আর গঙ্গোত্রী যাবেন না। কারণ সেটি 8 00 নাগাদ ছেড়ে 181 কিমি দূরের উত্তর কাশী আসতেই বেলা 4টে বাজিয়ে দেয়। কাজেই হৃষিকেশ যখনই পৌঁছান, নেমেই গঙ্গোত্রী যাবার বাসে টিকিট কেটে নিন। হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ বাসে 24 কিমি। **যমুনোত্রী** বা গঙ্গোত্রী যেখানেই যান **ধারাসু** পড়বে পথে। এই ধারাসু থেকেই গঙ্গোত্রী যাবার পথ আলাদা হয়েছে। ধারাসু হরিদ্বার থেকে 150 কিমি। এখানে থাকার জন্য FRH পাবেন। যদি পথে হর্ষিলে কোনো কারণে থাকার ইচ্ছে হয় তবে উত্তরকাশী থেকে অনুমতিপত্র জোগাড় করে আনবেন নইলে জায়গা পাবেন না। উত্তরকাশী থেকে বাস আসছে ভাটোয়ারি (PWD IB ও FRH আছে), গাংনানি (FRH, চমৎকার গন্ধকের ঝরনা ও পাহাড় দৃশ্য), সুখী (FRH), হর্ষিল (আপেল খেতে ভুলবেন না) পার হয়ে লঙ্কা বাস স্ট্যান্ড (TL আছে)। লঙ্কা থেকে ট্রেক করে 2 কিমি গিয়ে ভৈরবঘাটিতে TL, FRH, PWD, IB এবং ধরমশালা পাবেন। হৃষিকেশ থেকে গঙ্গোত্রীর বাস ভাড়া ১০০ মতো।



থাকার জন্য **উত্তরকাশীতে** থাকার বহু ব্যবস্থা আছে। বাস স্ট্যান্ডের কাছেই GMVN-এর Tourist RH (Ph· 01374-22271) DAB ২৫০ ৫২৫ ডর্মি ১০০। এদেরই Travellers Lodge DAB ৪৫০-৬৭৫ ফ্যামিলি ৭৫০-৮৫০। আর আছে FRH PWD IB, বিড়লা ধরমশালা, বাবা কালীকমলী ধরমশালা, পঞ্জাব-সিন্ধ ক্ষেত্র, নানা হোটেল এই 4000 ফুট উঁচু পাহাড়ি শহরে। এখানে নামলেই মাউন্টেন গাইডরা ছুটে আসবেন। খরচ খুব বেশি নয় থাকার। এখানে দেখুন NIM— নেহরু ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং, বিশ্বনাথ মন্দির, কুটিদেবীর মন্দির, একাদশ রুদ্র এবং পরশুরামের মন্দির। কেউ কেউ যে বলেন ঐখানে মহাভারতের জতুগৃহ নির্মিত হয়েছিল— তা সত্য নয়। জতুগৃহ হয়েছিল প্রয়াগে বারণাবতে। রুদ্রপ্রয়াগ থেকেও উত্তরকাশীতে বাস আসে সকাল 7 00 ছেড়ে বিকেল 16 30।

উত্তরকাশী থেকে হর্ষিল পর্যন্ত আকাশে নীলের বন্যা ও দুপাশে চির পাইনের অনবদ্য সৌন্দর্য। হর্ষিলে যদি রাত কাটান তবে হোটেল থেকে পাবেন ভেড়ার লোমের হালকা অথচ দারুণ গরম কম্বল। উত্তরকাশী থেকে ভোর 5 00 বাস ছেড়ে হর্ষিলে আসে সকাল 8 30 নাগাদ। সেই বাসও যাচ্ছে গঙ্গোত্রী। এ পথের প্রাকৃতিক দৃশ্যও তুলনাহীন। লঙ্কায় এখন নতুন ব্রীজ হয়েছে— জাহ্নবী ব্রীজ। ফলে ট্রেক করার কষ্ট গেছে। সোজা বাস আসছে গঙ্গোত্রীতে। ব্রীজ থেকে কয়েকশ ফুট নীচে নদী— মনে হয় যেন একটা সাদা ফিতে। জাহ্নবী নদীর এপারে লঙ্কা, ওপারে ভৈরবঘাটি। একদিন থাকার পক্ষে ভৈরবঘাটি মনোরম। GMVN RH ও TL, PWD IB ও চটির হোটেল আছে। যদি সময় পান, সামর্থ্য থাকে পায়ের, তবে 32 কিমি হেঁটে গিয়ে **দধিতাল** লেক দেখে আসুন যাতায়াতের পথে দুটি রাত আগোড়া FRH-এ কাটিয়ে। নৈসর্গিক দৃশ্য তুলনাহীন। FRH বুকিং করে নিন উত্তরকাশীর DFO র কাছে। ভাল হয় যদি গাইড বা কুলি-কাম গাইড পান। গৌরীকুণ্ড থেকেও গঙ্গোত্রী আসতে পারেন বাসে 349 কিমি পার হয়ে ১৩৫ বিনিময়ে।

কিছু দরকারি কথাবার্তা

- যাত্রা শুরুর আগে কলেরার টিকা নিন, সঙ্গে সেই সার্টিফিকেট রাখুন।
- খাবার জল ফুটিয়ে নিন। সঙ্গে সর্বদা খাবার জল নিয়ে ঘুরুন।
- পশমি পোশাক, কম্বল, বর্ষাতি, ছাতা, তোয়ালে, ওষুধ, বাড়তি ব্যাটারিসহ টর্চ, মাফলার, রোদের চশমা, হান্টার বুট, নরম চামড়া ও ক্যানভাসের জুতো, গ্লিসারিন, পাউডার ইত্যাদি নিন।
- পথের চটিতে রান্নার তেল, আলু, চা, কেরোসিন ইত্যাদি পাবেন। তবে টাটকা সবজি পাবেন না। টিনে ভর্তি খাবার সঙ্গে রাখুন।
- টেহরি ও উত্তরকাশীতে পেট্রোল পাবেন।
- লঙ্কা বাস স্ট্যান্ডে কুলি ও গাইড পাবেন। হরিদ্বার থেকে সমস্ত রাস্তাটা দারুণ শুকনো।
- বিদেশীদের সর্বত্র যাবার অধিকার আছে অনুমতিপত্র লাগে না।

গঙ্গোত্রীর উচ্চতা 3,160 মিটার (10,200 ফুট)।

এখানে গঙ্গা উপর থেকে প্রপাতের মত পড়ে নীচে একটা গিরিখাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সগর্জনে। সে এক অপরূপ দৃশ্য। দূরে গঙ্গাজির মন্দির। মন্দির থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে গঙ্গার গর্ভ পর্যন্ত। বিশাল পাথুরে বেলাভূমিতে প্রহরের পর প্রহর কাটাতে পারেন শুধু গঙ্গার তরঙ্গ উচ্ছ্বাস দেখে আর শুনে। কাছেই ভগীরথ শিলা—যার কথা বলে এসেছি।

এখানে স্নান করুন পবিত্র মনে হবে নিজেকে। গঙ্গোত্রী খোলা থাকে অক্ষয় তৃতীয়া থেকে দীপাবলি পর্যন্ত। এরই মধ্যে আসুন। সঙ্গের একটি ছোট্ট পাত্রে কি এই বারিধারা ধরে আনবেন বন্ধু?

আর এত দূরেই যখন এসেছেন তখন আরো 19 কিমি চড়াই উৎরাই পার হয়ে গোমুখ দর্শন না করে কি ফিরে যাবেন?

গোমুখ

হরিদ্বার থেকে গোমুখ 307 কিমি। অথাৎ গঙ্গোত্রী থেকে প্রায় 19 কিমি পথ ট্রেক করে কিছু চড়াই উৎরাই ভেঙে যেতে হবে। কিছুক্ষণ চলার পরই দেখতে পাবেন ভগীরথ শৃঙ্গ। উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে রাস্তার দুপাশের গাছের সংখ্যা কমে যায়। এখানে শুধু চির আর ভূজ গাছ। প্রাচীনকালে ভূর্জপত্র দিয়ে কাগজের কাজ চালানো হত। ভূর্জপত্র আসলে গাছের পাতা নয়, গাছের ছাল। টান দিলে এগুলো পাতলা কাগজের মত পরতে পরতে উঠে আসে। সকালে যদি গঙ্গোত্রী থেকে বের হন তবে দুপুর নাগাদ 1830 ফুট (560 মিটার) উঁচু এবং 8 কিমি দূরের চিরবাসা-তে পৌঁছে যাবেন। চারদিকে সবুজ চিরগাছের বন। একটা সরকারি RH আছে, আছে পথের ধারে দুটি ত্রিপল ঢাকা চায়ের দোকান বরফ পড়লেই গুটিয়ে নীচে চলে আসে।

চিরবাসা থেকে ভূজবাসা 6 কিমি দূর। চড়াই নেই বটে, তবে ধস নামে খুব। তাই খুব সাবধানে পথ এগোতে হবে। আলগা পাথর খসলেই কয়েকশ ফুট নীচে। পৌঁছে যেতে বেলা চারটে হয়ে যাবে। ভূজবাসার উচ্চতা 3,860 মিটার (12,440 ফুট)। গাছপালা বলতে ভূর্জগাছ। হয়ত হরিণের পাল, ভেড়ার পাল, চাই কি কস্তুরী মৃগের দেখা পেয়ে যেতে পারেন। ভূজবাসার আগে একটি আশ্রম আছে— বাঙালি মাতাজির আশ্রম গঙ্গার পাড়ে। আর ভূজবাসাতে আছে লালবাবার আশ্রম 1963 থেকে। পুরো নাম লালবিহারী দাস, রাজস্থানের মানুষ। একসময়ে এটিই ছিল পর্যটকদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। এখন গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে Tourist RH, 40 জন থাকতে পারেন। DAB ৫৫০, ডর্মি ১৬০,। আর তাঁবুতে থাকলে মাথা পিছু ১৩০,। অগ্রিম বুকিং— Manager, Tourist Bungalow, Bhujbasa, PO Gangotri Dt Uttarkashi, Uttranchal এই ঠিকানায়। কোনো কারণে না যেতে পারলে টাকা ফেরত পাবেন। আর আছে DB। লালবাবার আশ্রমে থাকা খাওয়া ফ্রি। দিনে খিচুড়ি, রাতে রুটি-ডাল পেট ভরে। আর পাবেন সর্বদা ফুটছে চা নামে যে বস্তু, তাই। আশ্রম খোলা থাকে অক্ষয় তৃতীয়া (মে র মাঝামাঝি) থেকে অক্ষয় নবমী (অক্টোবর) পর্যন্ত। একটি ঘরেই গাদাগাদি হয়ে থাকতে হবে। রাত 9টা নাগাদ শোয়ার কম্বল পাবেন। সকালে ফেরত দিন। প্রাকৃতিক কাজকর্ম গঙ্গার পাড়ে মুক্তাঙ্গনে সারতে হবে।

এবারে ভূজবাসা থেকে 3 কিমি এগিয়ে গোমুখ এর বরফের 'দেওয়াল' পাবেন। পথে দেখবেন নিশানা— Way to Gaumukh নীচে বাংলায় 'গোমুখ যাইবার পথ' – হিন্দি নেই। বাঙালির খাতির আর কি। বাতাসে অক্সিজেন কম, শ্বাস নিতে একটু কষ্ট হবে বই কি। দেওয়ালের নীচে গুহামুখ (গোরুর মুখের মতো দেখতে) থেকে গঙ্গার উৎস প্রবল বেগে বেরিয়ে আসছে। খরস্রোতা জল মৃত্যুর মতো শীতল। কিন্তু জীবন্তই তো। নইলে এত গর্জন কিসের? তবে আবেগ তাড়িত হয়ে গুহামুখের কাছে যাবেন না। গোমুখে উৎসব হয় গঙ্গা দশেরার দিন। গঙ্গার জন্ম মকরসংক্রান্তির দিন এবং **জন্মাষ্টমীর** সময়ে। এ সময়ে আসতে পারেন। শুকনো নারকেল ভেঙে পাঁচ টুকরো করে গঙ্গায় উৎসর্গ করুন। এখানের দৃশ্য দেখে পথের এত কষ্টের সার্থকতা অনুভব করবেন। এই গোমুখই কি মহাদেবের পদতল? কে জানে— আর্চার্য জগদীশচন্দ্র বসু কী বলেন।

ফেরার পথে গঙ্গোত্রীর 15 কিমি আগে গঙ্গাদাসজির ছোট্ট কুঠিয়াতে যেতে পারেন। এই ফলাহারী বাবা প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই কুঠিয়াতে সাধনায় মগ্ন— কোথাও বাইরে যান না। কেউ যখন থাকে না, তখনও। পথিকের পায়ের শব্দ পেলে বলেন — কোই মহাত্মা আয়া। একটু গল্পও করতে পারেন এঁর সঙ্গে।

গোমুখ থেকেই লালবাবা আশ্রমের সামনের নদীর তীরে কাঠের গুঁড়ি ফেলে রাখা অস্থায়ী সেতু দিয়ে নদী পেরিয়ে যেতে পারেন **তপোবনে**। এখানে আছে শিমলিবাবার আশ্রম। এই আশ্রমের চেয়ারে বসে সামনে দেখুন দিগন্তবিস্তৃত সাদা মেঘের মত বরফ আর বরফ।

ডান দিকে শিবলিঙ্গ শৃঙ্গ, বাঁদিকে ভগীরথ শৃঙ্গগুলি। গাছপালা নেই, শুধু উড়ছে পাহাড়ি ময়না পাখি। এখানে থেকেই যেতে হয় কালিন্দী খাল। এখানেই বেস ক্যাম্প করে শুরু হয় বিভিন্ন শৃঙ্গ আরোহণের উদ্যোগ। এখান থেকেও ভুজবাসা যেতে পারেন। ভুজবাসায় আছে GMVN-এর TL।

যমুনোত্রী

6 315 মিটার উঁচু বিশাল বন্দরপুঞ্জ শৃঙ্গের পশ্চিমে যমুনোত্রী 3,322 মিটার উচ্চে অবস্থিত এক বিখ্যাত শৈলতীর্থ। ঋষি অসিত দেবল এখানে তপস্যারত ছিলেন দীর্ঘকাল ধরে। প্রতিদিন তিনি যমুনা এবং গঙ্গা— উভয় নদীতেই স্নান করতে যেতেন। কিন্তু বৃদ্ধ হলে যখন তিনি গঙ্গোত্রীতে যেতে পারতেন না, জনশ্রুতি যে, স্বয়ং গঙ্গাই একটি কোমল ধারায় বয়ে এসে এই যমুনোত্রীতে তাঁর আশ্রমের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতেন। যমুনোত্রী মন্দিরটি হল পশ্চিমের শেষ প্রান্তের মন্দির। এখানে যমুনাজির মন্দিরটিই হল আরাধনার প্রধান পীঠস্থান। মন্দিরের খুব কাছেই কয়েকটি গরম জলের প্রস্রবণ আছে। এগুলি গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রবল বেগে এবং প্রায় ফুটন্ত অবস্থায়। এর মধ্যে একটি (সূর্যকুণ্ড)190° ফারেনহাইট (188°C) তাপমাত্রাযুক্ত। তীর্থপথিক একখণ্ড কাপড়ে চাল ও আলু বেঁধে লাঠির ডগায় নামিয়ে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা সিদ্ধ হয়ে গেলে তুলে তাকেই প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করেন। অপেক্ষাকৃত কম গরম কুণ্ডে স্নান করলে শরীর তাজা হয়ে ওঠে। পুজোর শেষে খিচুড়ি প্রসাদ পাবেন মাধববাবার আশ্রমে। আশ্রমের নীচে দিয়ে খরবেগে বয়ে চলেছে যমুনা নদী 11 কিমি উপর থেকে জাত হয়ে। সূর্যকুণ্ডের কাছেই দিব্যশিলা। এখানে আগে পুজো দিন স্নান সেরে। তারপরে পুজো দিন যমের বোন যমুনাজিকে। স্থানীয় লোকেদের মতে যমুনা মন্দির 1892-93 সালে তৈরি করে দেন জয়পুরের মহারানী গুলারিয়া। 1923 খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায়, কেবল দেবমূর্তি পড়ে থাকে। এটি আবার তৈরি করা হল। কিন্তু 1982 সালে আবার দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখন আবার সংস্কার করা হয়েছে।



কেমন করে আসবেন যাঁরা গোমুখ গেছেন তাঁরা যদি যমুনোত্রী যেতে চান তবে ভুজবাসা থেকে দুপুর দুপুর নেমে আসুন গঙ্গোত্রী। সূর্যাস্তের মধ্যে এখানে পৌঁছে রাতটা এখানেই কাটান। পরের দিন সকালে রওনা হয়ে নেমে আসুন উত্তরকাশীতে। বাস পেতে কষ্ট হবে গঙ্গোত্রীতে কারণ বাসের সংখ্যা কম। হয়ত রাত কাটাতে হবে এখানে পুনশ্চ। উত্তরকাশীর বাস না পেলে হনুমান চটির বাস পেলেও সেখানে আসুন। পরের দিন চলুন বারকোট। বারকোট থেকে হনুমানচটির বাস পাবেন ইচ্ছে হলে বারকোটে GMVN-এর TL এ (DAB ৫৫ ১ ৮৫ থাকুন। এবারে আসুন স্যাযানা চটিতে এখানেও এদের TRH অথবা চটিতে উঠুন। খাওয়া পাবেন পুরি, হালুয়া, সবজি ভাত ডাল, এমনকি ঘি মাখা আলুসেদ্ধ এখানে থেকে চলুন যমুনোত্রী।

যাঁরা হরিদ্বার থেকে যমুনোত্রী যাবেন তাঁদের দুটি পথ আছে যাবার। প্রথমটি হরিদ্বার হৃষিকেশ (24 কিমি), নরেন্দ্রনগর (40 কিমি, থাকার জন্যে PWD IB ও হোটেল আছে। সূর্যাস্তের দৃশ্য অবিস্মরণীয়)— চাম্বা (85 কিমি, TB ও FRH আছে, এখানের আপেল খেতে ভুলবেন না) টেহরি (106 কিমি, PWD IB জেলা পরিষদ IB, এখানে ভাগীরথী ও ভিলান গঙ্গার মিলন ঘটেছে) ধারাসু (150 কিমি, FRH) বারকোট (205 কিমি, FRH TRH TL, পুরনো মন্দির দেখুন) — স্যাযানা চটি (234 কিমি, TL,PWD IB)— হনুমান চটি (241কিমি, FRH Subordinate PWD IB, এটি বাস টার্মিনাস এবং এখানেই হনুমান গঙ্গা ও যমুনা মিলেছে) জানকীবাঈ চটি (249 কিমি, TL, PWD IB, FRH এখানে দেখুন উষ্ণ প্রস্রবণ, পায়ে হাঁটা পথে এগিয়ে চলুন 8 কিমি)— এরপর 6 5 কিমি হেঁটে আসুন হরিদ্বার থেকে 255 কিমি দূরের যমুনোত্রীতে।

দ্বিতীয় পথটি হরিদ্বার থেকে দেরাদুন মুসৌরি হয়ে গেছে। হরিদ্বার থেকে দেরাদুন 55 কিমি মুসৌরি 90 কিমি - কেম্পটি ফলস 105 কিমি পাব তন 118 কিমি যমুনা ব্রীজ (রাত কাটাতে পারেন, হোটেল খাবার, চা সবই পাবেন)— 132 কিমি নৈনবাগ (জেলা পরিষদ RH, হোটেল খাবার, চা, ছোট শিব মন্দির)— 144 কিমি দামতা (PWD RH, হোটেল)— 163 কিমি কুনওয়া (RRH বা হোটেল। এখান থেকে যমুনা নদী পার হন রোপওয়ের সাহায্যে লাখামণ্ডলে যাবার জন্য, সেখানে বিখ্যাত মন্দির রয়েছে)— বারকোট 182 কিমি, (FRH PWD IB, Tourist RH, TL আছে)। বারকোট থেকে যমুনোত্রী যাবার জন্য প্রথম পথটি দেখুন। অবশ্য বেশির ভাগ পর্যটক হৃষিকেশ হয়ে যাওয়াটাই পছন্দ করেন (দ্র গঙ্গোত্রী)। এই পথ ধারাসু পর্যন্ত গিয়ে তারপর গেছে

আরো প্রায 100 কিমি পাব হয়ে যমুনোত্রীব দিকে। এ পথেবও শেষ 15 কিমি হাঁটতে হবে। অবশ্য ডাণ্ডি, কাণ্ডি ও কুলি পাবেন স্যাযানা চটিতে। হেঁটে যেতে 2 দিন, ঘোডায 1 5 দিন। হনুমান চটিতেও এই সুযোগ আছে। ভাডা মোটামুটি এইবকম ঘোডা ২২৫, কাণ্ডি ৪০০, ডাণ্ডি ১১০০, কুলি 20 কেজি পর্যন্ত ৭৫। শেষ পথটুকু দুবন্ত চডাইযে ভবা, খুবই কষ্টসাধ্য।

হর-কি-দুন উপত্যকা

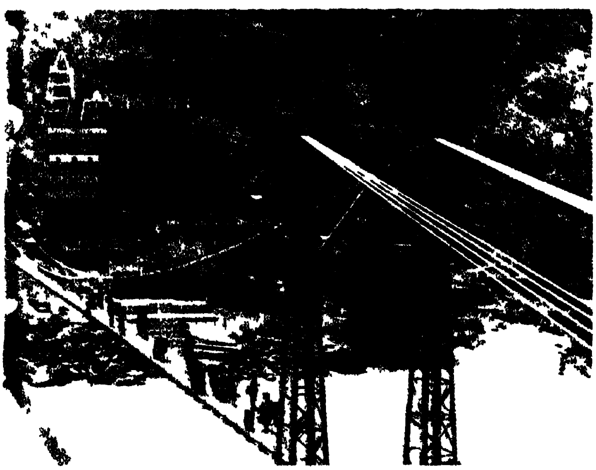
3,566 উঁচু, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভবপুব এই উপত্যকাটিতে আসুন এপ্রিল থেকে নভেম্ববেব মধ্যে। এই সমযটিই ট্রেকিং এর পক্ষে সবচাইতে ভাল। মুসৌবি থেকে আসা সুবিধেজনক। চলাব পথে থাকাব জন্য PWD RH পাবেন সাঁমা পুবৌলাতে। আশপাশের গ্রাম থেকে খাবাব কিনতে পাববেন। মুসৌবি থেকে বাসে 147 কিমি পাব কবে আসুন নৈতযাবে। এখানে বাত্রিবাসেব জন্য FRH পাবেন। পবদিন 12 কিমি হেঁটে আসুন সাক্রী। সাক্রি থেকে আরো 12 কিমি দূবে তালুকা। বাস্তা চলে গেছে **গোবিন্দ অভযাবণ্যের** মাঝখান দিযে। চলতে চলতেই দেখা মিলবে বাঁদর, বেবুন, কাঠবেডালির। শজারুবা এপাশ থেকে ওপাশ ছুটে যাচ্ছে। তবে স্নো লেপার্ড, কিংবা হিমালযের কালো ভালুকেব সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওযাই ভাল। তালুকায পৌঁছে বিশ্রাম নিন FRH-এ। চতুর্থ দিন পাযে হেঁটে আসুন 12 কিমি দূরে 2561 মি উঁচু ওসলাতে। এখান থেকে হব কি দুন আব মাত্র 14 কিমি। বাতটা এখানেই কাটিযে (বনবিভাগেব RH) পবদিন সকাল সকাল বওনা দিন। হব কি দুনের মনোবম প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রাণ ভবে দেখুন। দেখবেন পথেব ক্লান্তি কখন ভুলে গেছেন। জুলাই আগস্ট মাসে এখান থেকে মাঝখণ্ড পাস হযে যমুনোত্রী যাওযা যায। তবে এপথে যেতে হলে অবশ্যই একজন গাইড সঙ্গে রাখা দবকাব।



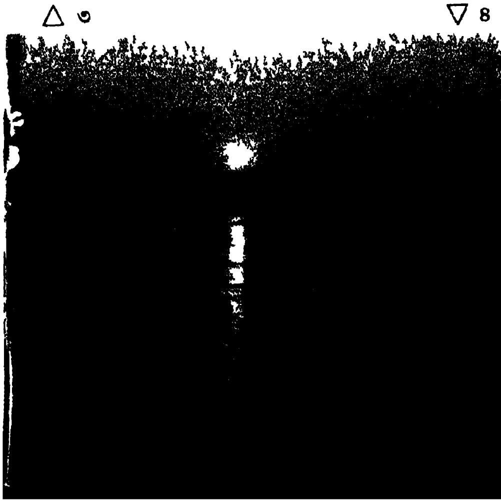
△ ১



△ ২



△ ৩



▽ ৪



/ ৫

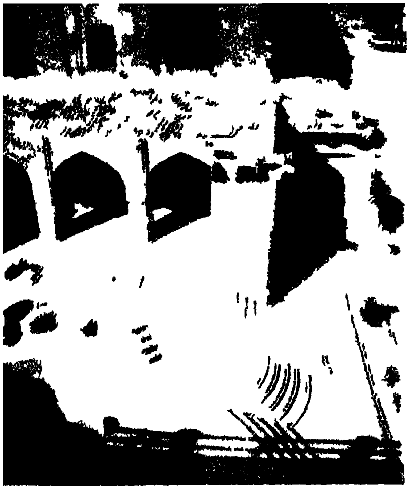
১ মণ্ডলেশ্বর মন্দির মাণ্ডু মধ্য প্রদেশ

২ কেদারনাথ মন্দির উত্তর প্রদেশ

৩ লছমনঝুলা উত্তর প্রদেশ

৪ দীঘা পশ্চিমবঙ্গ

৫ পূর্ণকুম্ভ-এলাহাবাদ উত্তর প্রদেশ



△ ১

১ জাহাজমহল মাণ্ডু-রাজস্থান

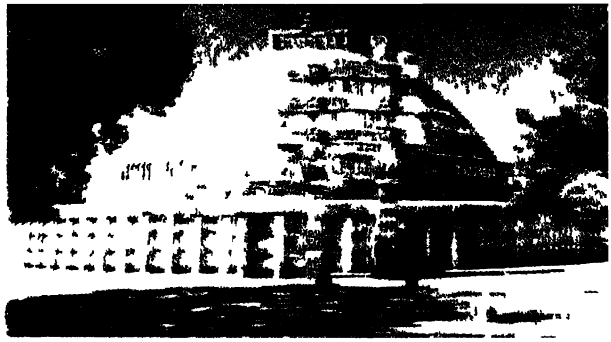
২ সাচী স্তুপ মধ্য প্রদেশ

৩ হরিদ্বার উত্তর প্রদেশ

৪ বৈজনাথ মন্দির উত্তর প্রদেশ

৫ গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া মুম্বাই

৬ নীরমহল ত্রিপুরা



△ ২

▽ ৩



৪ ▽



। ৫



▽ ৬



ওড়িশা

নামটি উড়িষ্যা না ওড়িশা— এ নিয়ে অনেকের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। ওড়িয়া ভাষীদের এই দেশকে বাংলায় বলা হয় উড়িষ্যা কিন্তু ওড়িয়া ভাষায় লেখা হয় ওড়িশা। তাহলে দ্বন্দ্ব মিটে গেল। আমরা যাদের দেশ, তাদের মত করেই লিখছি ওড়িশা। ওড়িশা শব্দটি মনে হয় 'ওড্রবিষয়' শব্দটি থেকে এসেছে। এক সময় এ রাজ্যের কপিল আর বৈতরণী থেকে গোদাবরীর (পরে কৃষ্ণা থেকে মহানদী) বিস্তৃত অঞ্চলের নাম ছিল কলিঙ্গ। তখন কলিঙ্গের রাজধানী ছিল তোশাল। কলিঙ্গের সীমান্তের যাজপুর পূর্ব ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে প্রাচীন কাল থেকে প্রসিদ্ধ।

খ্রি পূ 4 শতকে মহাপদ্ম নন্দ কলিঙ্গ জয় করার পর দেবপ্রিয় অশোক এই রাজ্য জয় করেন। বিশাল মৃত্যুর শ্মশানে দাঁড়িয়ে এই কলিঙ্গতেই তিনি 'ধর্মাশোক' হন। পরে পরে চেদি, খারবেল, গুপ্ত মৌখরি প্রভৃতি বংশের রাজত্বের পর মোগল অধিকারে আসে ওড়িশা। প্রাদেব আগে ওড়িশার শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন মুকুন্দ হরিচন্দন (1559 68)। 1765-তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানের দেওয়ানি পায়। তারপর প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ রাজত্ব। ওড়িশা প্রদেশ প্রথম গঠিত হয় 1936-এ।

সবুজ সমভূমি, নীলাভ পর্বতরাজি আদিগন্ত, সমুদ্রবেলা, জলপ্রপাতের ধাবমান পতন, বন্যপ্রাণী অধ্যুষিত দীর্ঘ অরণ্যানী পর্যটককে ওড়িশা ভ্রমণে হাতছানি দেয়। 1 55 707 বর্গকিমি আয়তনের এই রাজ্যের ভূত্বকের গঠন থেকে এর সুপ্রাচীনত্ব জানা যায়। লোকসংখ্যা প্রায় 4 কোটি, 3,67,06,920 (2001)। ওড়িশার মন্দিররাজি ও তার স্থাপত্য জগন্নাথ মন্দিরের উৎসব, বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ, পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া, সমুদ্রের অপার বিস্তার, হ্রদের নিরন্তর ঢেউ পশ্চিমবঙ্গবাসীকে তার সবচেয়ে কাছের এই তীর্থভূমিতে সুপ্রচীন কাল থেকে আহ্বান করে চলেছে। জীবনযাত্রার মানও এখানে তুলনামূলকভাবে সহজ। ওড়িশার প্রধান আকর্ষণ ভুবনেশ্বর, চিল্কা, কটক, গোপালপুর অন সী, হীরাকুদ বাঁধ, কোনারক, পুরী বা রাউরকেল্লা ছাড়াও এর গ্রামে-গঞ্জে দেখার আরো বিষয় রয়েছে। এখানের কুটির শিল্প সংগ্রহযোগ্য।

ভুবনেশ্বর এই প্রদেশের রাজধানী। শীত থাকে মোটামুটি নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 49° C, শীতে 16° C-5° C।

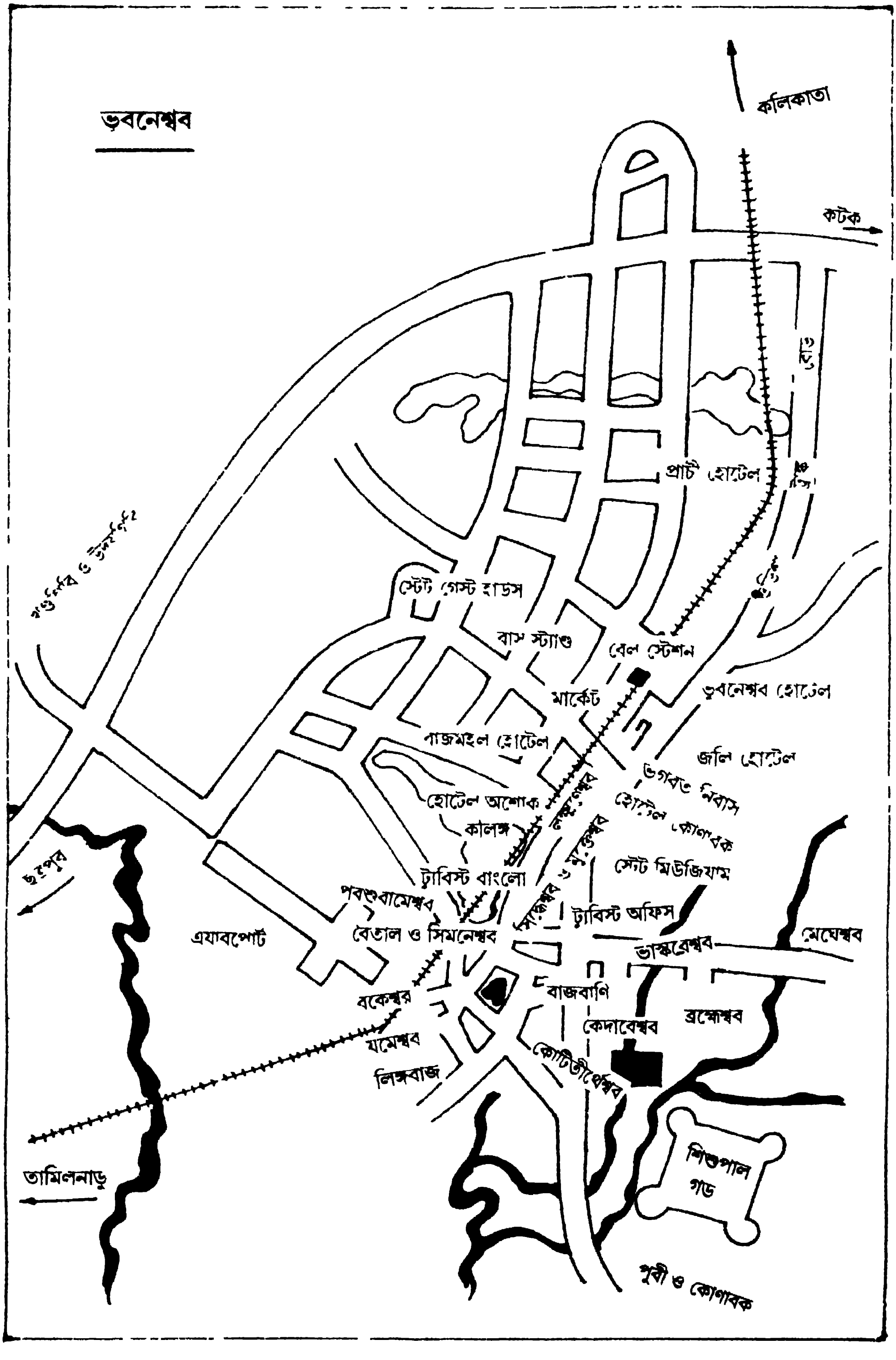
পুরী প্রায় চিরবসন্তের স্থান। তবুও ওড়িশা বেড়াবার জন্য জুন থেকে অক্টোবর সময়কে বাদ দিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের ব্যাপার।

ভুবনেশ্বর

ওড়িশার রাজধানী। কলকাতা, কটক এবং পুরী থেকে যথাক্রমে 433, 27 এবং 64 কিলোমিটার দূরে। পুরাণে এর নাম ছিল একাম্রবন। শহরের 8 কিমি দূরে ধৌলি পাহাড়ে রয়েছে সম্রাট অশোকের (272-236 খ্রি পূ) শিলালিপি। শহরের কেন্দ্রস্থান থেকে 2 কিমি দূরের পরিখা-বেষ্টিত শিশুপালগড়ে খ্রি পূ 3 4 শতকের নিদর্শন পাওয়া গেছে। 7-8 কিমি দূরের উদয়গিরি খণ্ডগিরিতে আছে জৈন রাজা খারবেলের (খ্রি পূ প্রথম শতক) শিলালিপি ও কীর্তি। হাতি গুম্ফার ওপারে দেখতে পাবেন এক চিত্রগৃহের ভগ্নাবশেষ। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে গুপ্তযুগের কীর্তি। অজস্র মন্দিরের মধ্যে এখন শতখানেক মাথা তুলে রয়েছে। মন্দিরে শৈবপ্রভাব বিশেষ লক্ষ করা যায়। অবশ্য কয়েকটি পুরনো মন্দিরে বুদ্ধদেবের অনুকরণে নকুলীশের মূর্তি পাওয়া যায়। লিঙ্গরাজ সর্বপ্রধান মন্দির। ইংরাজের রাজত্বকালে ভুবনেশ্বরের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং কটক গুরুত্ব পায়। তীর্থস্থান হিসাবে ভুবনেশ্বরের গুরুত্ব কমে গিয়ে পুরীর গুরুত্ব বাড়ে। স্বাধীনতা লাভের পর এখানেই ওড়িশার রাজধানী স্থাপিত হয়। নতুন শহরটি পুরনো শহরের পশ্চিম সংলগ্ন। এখানেই সংসদ, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়, এয়ারপোর্ট প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির সৌন্দর্য অতুলনীয়। এতে রিলিফের কাজ অনবদ্য। মন্দিরের গাত্রে দেব দেবী ছাড়া পশু পাখি জলপরী, মিথুনমূর্তি আর বনানীর সৌন্দর্য খোদিত।

কখন যাবেন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 54 মি উঁচু ও 33 বর্গকিমি আয়তনবিশিষ্ট এই শহরে বেড়াবার ঠিক সময় সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত। পুরী বা গোপালপুর অন-সী-তে আরো মাসখানেক থেকে যেতে পারেন।

কী দেখবেন ভুবনেশ্বর শহর তো দেখবেনই। আর দেখতে হবে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি, ধৌলি, নন্দনকানন, রত্নগিরি, হীরাপুর, কান্টিলো, বারমুল, অত্রি, ভূশণ্ডপুর,


ভুবনেশ্বব
কলিকাতা
কটক
প্রাচী হোটেল
স্টেট গেস্ট হাউস
বাস স্ট্যাণ্ড
বেল স্টেশন
মার্কেট
ভুবনেশ্বব হোটেল
বাজমহল হোটেল
জলি হোটেল
ভগবত নিবাস
হোটেল অশোক
হোটেল কোণাবক
কালিঙ্গ
স্টেট মিউজিযাম
টুবিস্ট বাংলো
পবশুবামেশ্বব
টুবিস্ট অফিস
এযাবপোর্ট
বৈতাল ও সিমনেশ্বব
ভাস্কবেশ্বব
মেঘেশ্বব
বকেশ্বব
বাজবাণি
কেদাবেশ্বব
ব্রহ্মেশ্বব
যমেশ্বব
লিঙ্গবাজ
কোটিতীর্থেশ্বব
তামিলনাড়ু
শিশুপাল গড
পুবী ও কোণাবক

বাণপুর ওড়াগাঁও প্রভৃতি। সবই ভুবনেশ্বরের 100 কিমি-র মধ্যে। ভুবনেশ্বর নাম কেন হল আপনার জানতে ইচ্ছে হতে পারে। পুরাণে চোদ্দ ভুবন আছে, সাতটি পৃথিবীর নীচে ও সাতটি উপরে। এগুলি হল তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য। এই চোদ্দ ভুবনের ঈশ্বর এখানে বাস করতেন বলে কথিত। যখন এখানে লিঙ্গরাজ মন্দির স্থাপিত হল তারপর এর নাম একাম্রকানন থেকে ভুবনেশ্বর রাখা হয়। রাজা তখন ললাটেন্দু কেশরী। কেশরী ও চোড়গঙ্গা রাজবংশের রাজত্বকালে এখানে প্রায় শত হাজার মন্দির গড়ে ওঠে। পরে অবহেলায় বহু মন্দির ধ্বংস হয়। যেগুলি রয়ে গেল তাদের মধ্যে দ্রষ্টব্য লক্ষ্মণেশ্বর, শত্রুঘ্নেশ্বর, ভরতেশ্বর (খ্রি 6 শতক), পরশুরামেশ্বর ও স্বর্ণজলেশ্বর (খ্রি 7 শতক), বৈতাল (খ্রি 8 শতক), মুক্তেশ্বর (খ্রি 10 শতক), ব্রহ্মেশ্বর, রাজারানী ও লিঙ্গরাজ (খ্রি 11 শতক) এবং অনন্ত বাসুদেব মন্দির (খ্রি 13 শতক)। আর দেখতে পাবেন ওড়িশা রাষ্ট্রীয় যাদুঘর, উপজাতি গবেষণা প্রভৃতি।

লিঙ্গরাজ মন্দির ভুবনেশ্বরের বৃহত্তম ও সুন্দরতম মন্দির, পুরীর মন্দিরের চেয়ে আকারে ছোট হলেও পরিধিতে অনেক বিস্তৃত। মন্দিরের চারপাশে 7.5 ফুট (2.3 মিটার) চওড়া ও 127 ফুট (40 মিটার) উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। মন্দির প্রাঙ্গণের আয়তন 520 (160 মিটার) ও 435 ফুট (135 মিটার)। মন্দিরের উচ্চতা 165 ফুট (51 মিটার)। এছাড়া উত্তরমুখে 28 ফুট (8.7 মিটার) বাহিরশালা ও 235 ফুট (73 মিটার) মুখশালা আছে। তিনটি প্রবেশদ্বারের মধ্যে পূর্বদিকের সিংহদ্বার বৃহত্তম। একটি উচ্চমঞ্চের ওপর মন্দিরটি দণ্ডায়মান। তাই দূর থেকেই আপনার নজর কেড়ে নেবে। প্রথমে এর দেউল ও জগমোহন নির্মাণের পর রাজা কমল কেশরী এর ভোগমণ্ডল নির্মাণ করে দেন। শেষে ললাটেন্দু কেশরী একে সম্পূর্ণ করেন।

মন্দিরের ভিতরের মূর্তির নাম হরিহর— এক বিরাট শক্তিপীঠের উপর বিরাজিত। লিঙ্গমূর্তিতেই তিনি পূজিত। ভারতবর্ষে অবশ্য লিঙ্গপূজা খ্রি পূ 3 শতক থেকেই হয়ে আসছে। এখানের বৈশিষ্ট্য হরি ও হর একসঙ্গে পূজিত, যা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও সম্ভবত হয়নি। ঘৃতের প্রদীপের স্বল্পালোকে অন্ধকার গর্ভগৃহে পাষাণমূর্তি দেখতে হয়, যদিও অন্যত্র বিজলি বাতি আছে। লিঙ্গরাজের ব্যাস 10 ফুট (3 মিটার)। কালো পাথরের বেদিতে আছে একটি শুভ্ররেখা (হরির প্রতীক)। একটি ট্রাস্টি বোর্ড এর পূজা পরিচালনা করে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মতই এখানে পূজা হয়। তবে এখানে তিনবার রথযাত্রা হয়। বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রা ছাড়া আষাঢ় ও চৈত্রের অশোক ষষ্ঠীতে রথযাত্রা হয়। বহু মন্দিরের প্রদর্শশালা এই লিঙ্গরাজ মন্দিরে কার্তিক, গণেশ, নৃসিংহদেব, পতিতপাবন ও বৃষভ মূর্তিও আছে।

মন্দিরের বাইরের প্রকাণ্ড বৃষ মূর্তির পাশে আছে লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি, গোপালিনী মন্দির ও নিশাপার্বতী মূর্তি। মূল মন্দির গাত্রে মিথুন মূর্তি আছে। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালের খোপে খোপে আট দিকের মধ্যে ছয় দিকে (উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম) রয়েছে আট দিকপাল মূর্তির ছয়জন—কুবের, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋতি ও বরুণ। এখানে হিন্দু ছাড়া অন্য জাতির প্রবেশ নিষেধ। অন্য জাতির লোক বাইরের চত্বরে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে পারেন।

বিন্দু সরোবর রয়েছে মূল মন্দিরের 7-8 শত ফুট (250 মিটার) দূরে। ক্লান্ত পার্বতীর পিপাসা নিবারণের জন্য ভারতবর্ষের সমস্ত নদ-নদী সরোবর থেকে বিন্দু বিন্দু জল এনে এর সৃষ্টি হয়েছিল বলে এই নাম। সেজন্য একে পবিত্র ভাবা হয়। জগন্নাথদেবও বৎসরে একবার এখানে স্নানের জন্য আসেন। এটি আয়তনে 1400 × 1,100 ফুট (430 × 340 মিটার)। গভীরতা 15 ফুট (4.6 মিটার)। সবুজ রঙের জল বিশিষ্ট এর সরোবরের ল্যাটারাইট পাথরের সিঁড়িগুলি আজ ভেঙে পড়ছে। এর পূর্ব দিকের ঘাটের নাম কর্ণিকা। সরোবরের মাঝখানে উৎকল প্রথানুসারে একটি ছোটদ্বীপে 60 × 50 ফুট (18.6 × 15.5 মিটার) আয়তনের একটি জলমন্দির আছে। চৈতন্যদেব এখানে স্নান করেছিলেন। এই বিন্দু সরোবর তাই পবিত্র বলে কথিত।

অনন্তবাসুদেব মন্দিরটি এরই পূর্ব পাড়ে। আর রয়েছে **সিদ্ধারণ্য**। এখানে আছে গৌরীকুণ্ড বা কেদারগৌরী নামে একটি প্রাকৃতিক প্রস্রবণ— যার আয়তন 46 × 20 হাত (21 × 9 মিটার)। এরই পাড়ে আছে 35 ফুট (11 মিটার) উঁচু সুন্দর **মুক্তেশ্বর মন্দিরটি**। এর সামনেই আছে 15 ফুট (4.6 মিটার) উঁচু প্রবেশদ্বার বা তোরণ। এর গায়ে উৎকীর্ণ রয়েছে পঞ্চতন্ত্রের উপাখ্যান। তোরণে রয়েছে দুপাশে হেলান দেওয়া দুই নারীমূর্তি। ভিতরে আছে বৈচিত্র্যময়ী সপ্তমাতৃকার মূর্তি। তাঁর কাছে গণেশ-কার্তিকের দুই বাহন মূষিক ও ময়ূর এবং কোলে একটি শিশু। অনবদ্য মূর্তি। এখানে গৌরীকুণ্ড নামে একটি ছোট সরোবরও আছে।

পরশুরামের মন্দিরটি মুক্তেশ্বর মন্দিরের ঠিক বিপরীতে। এটিই নাকি এখানের সর্বপ্রধান মন্দির। উচ্চতা

40 ফুট (12 মিটার)। এর গায়ে শিব-পার্বতীর বিবাহের চিত্র মুদ্রিত। এছাড়া অন্য নানা পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে রাবণ কর্তৃক কৈলাশ-উত্তোলন এবং নটরাজের মূর্তি আপনার নজর কাড়বেই। শহরের যাদুঘরটি দেখতে ভুলবেন না। প্রদর্শনী ফি লাগে না। সোমবার বন্ধ। অন্যদিন 11.00-17.00 খোলা।

কেমন করে যাবেন বিমান IAC-র বিমান আসছে ম বৃ শ কলকাতা এবং প্রতিদিন দিল্লি থেকে। কলকাতা থেকে Alliance Air-র বিমান সো বু শু 18.00 ছেড়ে এবং IAC-র ম বৃ শ 10.15 ছেড়ে ভুবনেশ্বর যাচ্ছে। সপ্তাহে তিনটি করে বিমান আসছে চেন্নাই, হায়দরাবাদ, নাগপুর, রায়পুর ও মুম্বাই থেকে। সপ্তাহে চারটি বিমান বেনারস থেকে সরাসরি ভুবনেশ্বরে আসছে, কিন্তু ফিরতি বিমান পাবেন না।

ট্রেন ট্রেনপথে কলকাতা থেকে ভুবনেশ্বরের দূরত্ব 437 কিমি। হাওড়া থেকে ট্রেন করমণ্ডল এক্স 14.25 ছেড়ে পৌঁছে 21.25, 20.45 ছেড়ে চেন্নাই মেল 3.50, ইস্ট কোস্ট 11.00 ছেড়ে 19.10, হাওড়া ভুবনেশ্বর ধৌলী এক্স 6.00 ছেড়ে 13.05, পুরী এক্স 22.05 ছেড়ে 5.35, জগন্নাথ এক্স 18.35 ছেড়ে 2.25 ভুবনেশ্বর পৌঁছচ্ছে। চেন্নাই থেকে 9.05 ছেড়ে আসছে করমণ্ডল এক্স 5.10, কোচি-গুয়াহাটি এক্স 3.55 ছেড়ে 12.41 তিরুপতিতে 9.45 ছেড়ে তিরুপতি-হাওড়া এক্স 14.55, হায়দরাবাদে 7.00 ছেড়ে আসছে ইস্ট কোস্ট এক্স 3.55, মুম্বাই 15.05 ছেড়ে কোনারক এক্স 4.50, পুরী থেকে ভুবনেশ্বর ট্রেন যাচ্ছে 18.30, 21.05, 20.15, 17.50, 9.05 এবং 13.00। এই ট্রেনগুলি পৌঁছচ্ছে যথাক্রমে 20.25, 22.53, 21.40, 19.40, 10.10 এবং 14.30 মিনিটে। হজরত নিজামুদ্দিন থেকে আসছে কলিঙ্গ-উৎকল এক্স 12.50 ছেড়ে 7.00, নিউদিল্লিতে 6.30 ছেড়ে নীলাচল এক্স টাটানগরে 8.05 হয়ে এখানে 15.45, নিউ দিল্লি-ভুবনেশ্বর (হাওড়া হয়ে) রাজধানী এক্স 17.15 ছেড়ে 16.45 প্রভৃতি ট্রেন।

সড়কপথে কলকাতা ও চেন্নাই-এর সঙ্গে ভুবনেশ্বরকে যুক্ত করেছে জাতীয় সড়ক 5। ভুবনেশ্বরের নতুন বাস টার্মিনাসটিও এই পথের ধারেই। কলকাতার শহিদ মিনার থেকে CSTC, ORTC-র প্রচুর বাস যাচ্ছে ভুবনেশ্বরে (দূরত্ব 480 কিমি)। এছাড়া বাস আসছে-যাচ্ছে কটক (1 ঘণ্টা), বেরহামপুর (5 ঘণ্টা)। প্রাইভেট ভিডিও কোচ যাচ্ছে সম্বলপুর, বারিপদা, বেরহামপুর।

কোথায় উঠবেন যেমন করেই হোক পৌঁছে তো গেলেন ভুবনেশ্বরে। মাথা তো গুঁজতে হবে একটা জায়গায়। থাকার জায়গা বলে দিচ্ছি--পকেট বুঝে ঠিক করে নিন এবার। লিউইস রোডে পান্থনিবাস ট্যুরিস্ট বাংলো (Ph 2432515) D ৩৭৫ DAC ৭০০-৭৫০, 3B ৪৫০, ট্যুরিস্ট বাংলোর কাছেই Hotel Kalinga Ashok (Ph 2431055) SAC ১১৫০-১৭৫০ DAC ১৪০০-২০০০, Oberoi Hotel, Nayapalli (Ph 2440890-96) ২৮০০-৩৮০০ মধ্যে Hotel Padma (Ph 2416626) ১৪০-১৯০ মধ্যে, কটক রোডে Venus Nibas ২০০-১৬৫ মধ্যে, Swagat Inn (Ph 2408486) ১৫০-২৭৫ মধ্যে, কাছেই Venus Inn Bapuji Nagar-এ ২৫০-৩৫০ মধ্যে। কটক রোডে Bhubaneswar Hotel (Ph 2416977) SAB ১৮০ DAB ২২৫ 3B ২৬৫ SAC ৩২০ DAC ৬৯৫, Hotel Keshari (Ph 2401095/2408593) 113 Station Square, ৫৫০-২১০০ মধ্যে, Hotel Prachi (222 472) 6 Janpath Rd ১২০০-৩৫০০ মধ্যে, Hotel Safari International (Ph 2480552/2480175) 721, Rasulgarh ৭৫০-১৫০০ মধ্যে Hotel Siddhartha (Ph 2575 981) 19-A, Cuttack Rd (স্টক এক্সচেঞ্জ-এর কাছে) ৬০০-১৩০০ মধ্যে, Hotel Swasti (Ph 2504178) 103, Janpath, Unit-III ১১০০-২৬৫০ মধ্যে, The Kenilworth (2433600) 86/A-1, Gautam Nagar ১৫০০-৩০০০ মধ্যে।

অন্যান্য হোটেল হোটেল গজপতি, বুদ্ধনগর SAB ৮৫, DAB ১০০-১৭৫, হোটেল জনপথ SCB ৭৫ SAB ১০০, DAB ১৭০, ভগবতী নিবাস SAB ১০০, DAB ১৭৫-২৮০, DAC ৩৯৫ জলি লজ D ১০০-১৭০, হোটেল বেনারসওয়ালা SCB ৭৫, SAB ১০০, DAB ১৬৫; বন্ধু লজ S ৯৫-১৪৫, D ১০০-১৯৫, হোটেল রাজমহল, (Ph 532 448) বাপুজিনগর ৭৫-১৪৫ মধ্যে, হোটেল পুনম S ১৪৫, D ১৯৫, SAC ৩১০, DAC ৪১০, হোটেল নূপুর (Ph 2404254) SAB ১৬৫, DAB ২৩০, SAC ২৮০, DAC ৪২০, হোটেল নন্দন (Ph 501347), স্টেশন স্কোয়ার SAB ১৪৫, DAB ১৯৫, সিটি গেস্ট হাউস, অশোকনগর SCR ৮৫, DCB ১২০; আর আছে Yatri Nibas ডর্মি ৩৫-৪৫, RRD ৫০, DAC ১৮০, ডর্মি ৩৫।

অন্যান্য আবাসস্থল ট্যুরিস্ট বাংলো (ক্লাস।।) — পান্থনিবাস, পুরী রোড, ভুবনেশ্বর — এটি পাবার জন্য খোঁজ করুন ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিসার, ওড়িশা ট্যুরিস্ট অফিস, 5 জয়দেব মার্গ, কল্পনা চক, ভুবনেশ্বর 14 (Ph· 432515)। ভুবনেশ্বরের SDO-র সঙ্গে যোগাযোগ করুন সিভিল হাউসের জন্য। ভুবনেশ্বরের সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার (সেন্ট্রাল সার্কেল) আপনাকে ইন্সপেকশন বাংলোয় থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। অবশ্য এসব সরকারি কর্মচারীদের জন্যই নির্দিষ্ট। ফাঁকা থাকলে অন্যেরা পেতে পারেন। রেলের প্যাসেঞ্জাররা রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম পেতে পারেন। ভাড়া ৩৭৫, AC ৯৮০।

ধরমশালা দুধওয়ালা, ডালমিয়া, খণ্ডগিরিতে জৈন ধরমশালা, স্টেশনের কাছে পতঙ্গিয়া।

এখান থেকে আর কোথায় ঘুরবেন। অত্রি, ওড়াগাঁও, কোনারক, কান্টিলো, খণ্ডগিরি-উদয়গিরি, ধৌলি, নন্দনকানন, রঘুরাজপুর, বানপুর, ভূশণ্ডপুর, হীরাপুর— একে একে এদের কথা বলি। ঠিক করে নিন কোথায় যাবেন। পুরীর কথা আলাদা করে বলছি।

অত্রি খুর্দা রোড থেকে 14 কিমি, ভুবনেশ্বর থেকে বাগমারি হয়ে 42 কিমি বাসে। এখানে খোলা যাত্রী শেড ও দোকান আছে। এর অন্য নাম হঠকেশ্বর তীর্থ। সবুজ বনানী ঘেরা পরিবেশে অতি প্রাচীন শিবমন্দিরের পাশে গন্ধকের উষ্ণকুণ্ডের জন্য বিখ্যাত। নিরাপত্তার কারণে কুণ্ডটি সরকারি ব্যবস্থায় ঘিরে রাখা হয়েছে। উষ্ণ জল পাশের একটি পুকুরে স্নানযোগ্য হয়ে পড়ে এবং সেখানে চর্মরোগ মুক্তির আশায় হাজার হাজার যাত্রী স্নান করেন ও হঠকেশ্বরে পূজা দেন। মকর সংক্রান্তিতে মকর মেলা বেশ ধুমধামের সঙ্গে হয়। অত্রি একটি স্বাস্থ্যনিবাসও বটে। এখান থেকে কাছেই খুর্দা ফোর্ট ও বরুণাই।

থাকার জন্য আছে OTDC-র পান্থনিবাস (0674-2431299) DAB ১৫০, ডর্মি ৫০।

ওড়াগাঁও রঘুনাথ মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এখানের রামনবমী উৎসব দেখার মত। ভুবনেশ্বর থেকে 114 কিমি ও নয়াগড় শহর থেকে 30 কিমি দূরে। ভুবনেশ্বর থেকে নিয়মিত বাস যায়।

কোনারক

পার্সি ব্রাউন একবার বলেছিলেন তাজমহল দেখার আগে যদি কোনারক দেখা হত তবে তাকেই পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য বলে ঘোষণা করা হত। এমন একটি জায়গা দেখতে একেবারে ভুলবেন না। বাসে, মোটরে, প্লেনে এমনকি গোরুর গাড়িতে হলেও এখানে আপনাকে যেতেই হবে। পুরী থেকে সোজা মেরিন ড্রাইভ ধরে কোনারকের দূরত্ব 35 কিমি। আর যদি পিপলি হয়ে যেতে চান তা হলে আপনাকে 85 কিমি পাড়ি দিতে হবে। অবশ্য ভুবনেশ্বর থেকে পুরী রোড ধরে প্রায় 60 কিমি দক্ষিণ-পূর্বে। কন্ডাকটেড ট্যুরে যে-সব বাস যাচ্ছে পুরী বা ভুবনেশ্বর থেকে তাতে করে গেলেই সাধারণ দর্শনার্থীর সুবিধে বেশি। 1250-60-এ ওড়িশার রাজা লাঙ্গুলিয়া নরসিংহ দেব এটি নির্মাণ করেন। এর বিগ্রহের নাম ছিল 'মৈত্রাদিত্য বিরঞ্চিদেব'। 17 শতকে ওড়িশার সুবাদার বাখর খাঁর ভয়ে এই মূর্তি পুরীতে স্থানান্তরিত হলেও এখন তা অদৃশ্য হয়েছে।

227 ফুট (70 মিটার) উচ্চতাবিশিষ্ট এই মন্দিরের সামনের জগমোহনের উচ্চতা বর্তমানে 119 ফুট 6 ইঞ্চি (37 মিটার)। অনুমান করা হয় এই মন্দির নির্মাণের আগেও কোনো প্রাচীন মন্দির এখানে ছিল। কাছের গ্রামে অষ্টশম্ভু ও অষ্ট শক্তির মন্দির আছে। এগুলি নিয়ে কোনারক পদ্ম ক্ষেত্র নামে অভিহিত। মন্দির পূর্বমুখী। বর্তমান নাটমন্দিরটি পরে নিকৃষ্ট কারিগর দিয়ে নির্মিত। মূল মন্দির ও নাটমন্দিরের মাঝখানে সূর্যের সারথি অরুণের মূর্তিযুক্ত যে স্তম্ভ ছিল তা এখন পুরীর মন্দিরে স্থাপিত। চারদিকে চারটি দরজা ছিল। পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দরজাতে দর্শক এখনো দেখতে পাবেন অতিকায় সিংহমূর্তি, অশ্ব ও হস্তিযুগল।

মন্দিরটি দেখলেই মনে হবে এটি যেন একটি রথ। সত্যিই এটি সূর্যের রথের কল্পনা। ভিত্তি বেদির গায়ে দেখবেন 9 ফুটের (2.8 মিটার) বেশি উঁচু 12 জোড়া চাকা। 24টি চাকা আসলে বছরের 24টি পক্ষ (কৃষ্ণ ও শুক্ল)। প্রতিটি চাকায় 8টি অর বা স্পোক হল দিনের 8 প্রহরের এক একটি। পূর্বদিকে প্রধান সিঁড়ির দুপাশে থাকা 7টি ঘোড়ার মূর্তি সপ্তাহে 7টি দিনের বা সূর্যকিরণের সাত রঙের প্রতীক। 3 তলা ছাদ আর বাইরের কারুকার্য দেখতে দেখতে ধাপে ধাপে স্বর্গের সোপান নির্মাণ করেছে। মন্দিরের গায়ে জীবনের, সৌন্দর্যের, শিল্পের অনবদ্য বলিষ্ঠ চিত্র খোদিত। এখানের মিথুনমূর্তি মনে কোনো কালিমা সৃষ্টি করে না। একটা পবিত্রতাই মনে সৃষ্টি করে। বাস্তব ও কাল্পনিক জীবজন্তু, রাজা, সৈনিক, নাগরিক, বণিক, গোযান প্রভৃতি চিত্র খোদিত রয়েছে। মন্দিরের উপরের দিকে নৃত্যরত দেবতা ও নর্তকীদের চিত্র বেশি। এক সময়ে সব কিছুর উপরে একটি পাথরের কলস ও দেবতার আয়ুধ

ষোড়শদল পদ্ম ছিল, তা পরে ভেঙে পড়ে, [illegible] যায়।

পুরাণে বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র শাম্ব পিতার অভিশাপে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হলে এখানে সূর্য আরাধনায় রত হন। তখন সূর্যদেব তাঁকে বর দিলে তিনি রোগমুক্ত হন। তারপর তিনিই এই মন্দির নির্মাণ করে সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মাঘী শুক্লা সপ্তমীর উৎসব ও কিছুদূরে চন্দ্রভাগা নদীর সাগরবেলায় অনুষ্ঠিত মেলা নাকি আজও সেই স্মৃতি বহন করে চলেছে। বিশ্বাস করবেন কিনা তা আপনারই সিদ্ধান্ত। এই মন্দিরের গঠন কৌশল আপনাকে বিস্মিত করবেই। নীচের লোহার কড়িগুলি 20 × 8 ফুট (6.2 × 2.5 মিটার)। ওজন 71 মণ (2,650 কেজি)। ব্যবহৃত পাথরের মোট ওজন 2000 টন। মন্দিরটি নানা কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে পরিত্যক্ত হয়। সেজন্য মূল মন্দিরে পাথর ও বালি বোঝাই করে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা হয় ও লোহার ফ্রেম বেঁধে নানাপ্রকারের চেষ্টা হয়। সূর্যদেবের কৃষ্ণবর্ণ মূর্তিটি, আগেই বলেছি আজ অদৃশ্য। কিন্তু এজন্যেই নাবিকেরা একে বলতেন ব্ল্যাক প্যাগোডা। দিল্লির যাদুঘরে এর কোনো কোনো মূর্তি সংরক্ষিত হয়েছে। কোনারকের মন্দির সর্বশ্রেণীর পর্যটকের কাছে উন্মুক্ত। তবে পাশের নবগ্রহ মন্দিরটি কেবল হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত।

হিউয়েন সাঙ কোনারকের কথা বলেছেন, তবে নাম তখন ছিল চেলিতালা। বলেছেন আবুল ফজলও। বলা হয়ে থাকে স্থপতি সিবাই সাঁতরা এবং তাঁর শিল্পী সংঘ 12 বছরের পরিশ্রমে এই মন্দির নির্মাণ করেন। অনেকে একটু গণ্ডগোলে পড়বেন — স্থানটির সঠিক নাম কী—কোনারক অথবা কোনার্ক। দুটিই ঠিক। সমগ্র ভারতে যে সাতটি অর্কক্ষেত্র স্থাপিত হয় (লোলার্ক, বরুণার্ক প্রভৃতি) এটি তারই অন্যতম। তবে কোণে স্থাপিত বলে হয়ত কোনার্ক নামটিই ছিল। লোকমুখে তা কোনারক বা কনারকে পরিণত। এখন মন্দির দেখার জন্য বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে।

পুরী থেকে সকালে বেরিয়ে কোনারক ঘুরে সেদিনই ফিরে আসতে পারেন। থাকতে চাইলে থাকার ব্যবস্থাও আছে। OTDC-র পরিচালনায় পান্থনিবাস (Ph 06758-236831/21) DAC ৩০০-৪০০, NAC ১৫০-২৫০, 5B ২০০-৩০০। যাত্রীনিবাস (Ph 06758-236820) 24টি DB, AC ৩২৫, NAC ১৫০, 5B ২০০। সান ভিলা (Ph 236821) ডর্মি ৪০। বেশ কিছু প্রাইভেট হোটেলও আছে। এছাড়া Youth Hostel, PWD-র ইন্সপেকশন বাংলোতেও থাকতে পারেন, আগে থেকে যদি বুক করে থাকেন তবেই।

কান্টিলো নাম শুনেছেন নাকি? হ্যাঁ, এটাও যাবার মত জায়গা। বিশেষ করে আপনি যদি মন্দিরপ্রেমী হন তো নিশ্চয়ই যাবেন। ভুবনেশ্বর থেকে 100 আর খুর্দা থেকে মাত্র 70 কিমি দূরের জায়গাটিতে যেতে দুটি স্থান থেকেই নির্দিষ্ট বাস পেয়ে যাবেন। তারই একটি করে এখানে পৌঁছলেই দেখতে পাবেন জোড়া পাহাড়ের উপরে সবুজ বনানী ঘেরা নীলমাধবের বিখ্যাত মন্দিরটি। এর পূজ্য দেবমূর্তিটি পুরীর জগন্নাথদেবের অনেক আগে থেকেই পুজো পেয়ে আসছেন। দেখবেন নীলমাধবের পাদদেশ থেকে অবিরত পূত বারিধারা বয়ে চলেছে। দেখবেন সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সঙ্গে প্রভু সিদ্ধেশ্বরের শক্তি কেমন চলমান। সবচেয়ে ভাল লাগবে এর খোলামেলা পরিবেশে সবাই মিলে একটু চড়ুইভাতি করে নিলে। অবশ্য কারো যদি থেকে যেতে ইচ্ছে হয় তবে তিনি ভুবনেশ্বরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অথবা কান্টিলো গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছ থেকে আগেভাগেই রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করে আসবেন এবং আপনাকে যথাক্রমে PWD ইন্সপেকশন বাংলো ও পঞ্চায়েত ধরমশালায় থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। শান্ত পরিবেশে এমন সুন্দর স্থানে থাকাটাও একটা অভিজ্ঞতা।

খণ্ডগিরি উদয়গিরির কথা আপনি বাড়ি থেকে বের হবার সময়ই ভেবে নিয়েছিলেন নিশ্চয়। এখানে না এলে তো ওড়িশা দর্শন সম্পূর্ণই হবে না। ভুবনেশ্বর শহর থেকে 6 কিমি দূরে পশ্চিমে 2টি বালি পাথরের পাহাড়। খণ্ডগিরির পূর্ব উত্তরেই উদয়গিরি। উচ্চতা যথাক্রমে 34 এবং 38 মিটার। খণ্ডগিরির উপরে অনতি প্রাচীন মন্দিরে এখনো পুজো হয়। এটি জৈনগুহা— তীর্থঙ্কর ও পার্শ্বনাথের মন্দির আছে। খ্রি পূ 1 শতকে তৃতীয় রাজা খারবেলের সময়ের মন্দির। তবে ঋষভদেবের মন্দিরটি 18 শতকের। এতে 15টি খাতগুহা দর্শনীয়। এর অনন্ত গুম্ফার চিত্রাদি দেখার মত. উদয়গিরির হাতিগুম্ফায় খারবেলের 'লেখ' আছে। গণেশ গুম্ফায় আছে শান্তিকরদেবের 'লেখ' (8-9 শতক)। এখানে 18টি দর্শনীয় খাতগুহা আছে। রানীগুম্ফা সবচেয়ে বড় এবং অলংকারযুক্ত। গুহাগুলিতে এক বা একাধিক কক্ষ আছে। তার সামনে আছে প্রচলিত বারান্দা। রানীগুম্ফাতে তিনদিকে বারান্দা। এটি দোতলা। জৈন সাধুরা এদের অপ্রশস্ত কক্ষে কষ্টের সঙ্গে জীবনযাপন করতেন। রানীগুম্ফা, মঞ্চপুরী, গণেশ গুম্ফার ছবিগুলি সুন্দর। সম্প্রতিকালে এই অঞ্চল খুঁড়ে প্রাচীনযুগের কুঠার, হাতিয়ার প্রভৃতি পাওয়া গেছে। গুহার ছবিগুলির মধ্যে

সীতাহরণের কাহিনীও আছে। আগে যাবেন সেজন্য উদয়গিরিতে, পরে উঠবেন ধাপে ধাপে খণ্ডগিরিতে। খণ্ডগিরিতে ওঠা অবশ্য সহজ আর সেখান থেকেই উদয়গিরি এমনকি শহর ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলি পর্যন্ত দেখতে পাবেন। যাঁরা কন্‌ডাকটেড ট্যুরে যাবেন, সব দেখার মত সময় পাবেন না অথচ থাকার ব্যবস্থা কিছু ভাল নেই। তবে বেড়াবার ফাঁকে খাওয়া-দাওয়া কি চা-টা খেয়ে নেবার ব্যবস্থা আছে পাহাড়ে ওঠার আগেই সমতলে।

ধৌলি চলুন এবার অশোকের শিলালিপি দেখতে, ভুবনেশ্বর থেকে 8 কিমি দূরে। চারপাশের ধানখেত দেখতে দেখতে আপনার মনেই হবে না যে এখানে সেই ভয়াবহ কলিঙ্গ যুদ্ধ হয়েছিল। অথচ এখানেই চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে পরিণত হয়েছিলেন। শুরু হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মের বিজয় অভিযান। পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা একটি হাতির গায়ে ব্রাহ্মীলিপিতে রয়েছে 260 খ্রি পূ এর শিলালিপিটি অশোকের অহিংস হবার ঘোষণা বুকে নিয়ে। সম্প্রতি জাপান বুদ্ধসংঘ ও কলিঙ্গ নিপ্পন বুদ্ধসংঘের যৌথ উদ্যোগে **শান্তিস্তূপ** নামে যে বৌদ্ধ মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে, তা স্থানটিকে ভ্রমণার্থীর কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। পাহাড়ের চূড়ায় প্রাচীন ধবলেশ্বরের মন্দিরটিও সংস্কার করা হয়েছে 1972-এ। এটি দেখেই চলে আসতে হবে অবশ্য।

নন্দনকাননটিই বোধহয় পুরীর সমুদ্রের পরে অন্যতম দর্শনীয় স্থান মনে হবে। বিশেষ করে ছোটদের তো কথাই নেই। কলকাতার চিড়িয়াখানা দেখা হলেও এর আকর্ষণ একটুও কম মনে হবে না। কারণ প্রায় প্রাকৃতিক পরিবেশে রাখা বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, ভালুক, ঘড়িয়াল, সাদা বাঘ, পেলিকান, অজগর প্রভৃতি দেখে মনে রোমাঞ্চ জাগবেই। এছাড়া এর গা লাগাও বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখাটাও আপনার উপরি লাভ। নন্দনকাননের জন্ম 1960 সালে। 240 হেক্টর জমি আর 160 হেক্টর জলাভূমি গড়া এই সংরক্ষিত বনটি ভুবনেশ্বর থেকে মাত্র 20 কিমি দূরে। একদিকে সাদা বাঘ, কুমির অন্যদিকে ছোটদের জন্য টয় ট্রেন আর বড়দের জন্য লেকের জলে নৌকা বাওয়া আর সবাই মিলে পিকনিক করা— সত্যিই স্বর্গের উদ্যান। এখন আবার 20 হেক্টর জায়গা জুড়ে 27 লক্ষ টাকা খরচ করে সিংহদের জন্য সাফারি পার্ক হয়েছে। হাতির জন্যও অভয়ারণ্য। আপনার সাফারি গুটিয়ে নিন। হরদম বাস যাচ্ছে শহর থেকে— তার মধ্যে আবার নন্দনকানন স্পেশাল আছে। পুরী থেকে কন্‌ডাকটেড ট্যুরেও নন্দনকানন ঘোরা যায়। বরাং রেল স্টেশন মাত্র 2 কিমি দূরে। সেখানে নেমে সাইকেল রিক্সা করেও আসতে পারেন। যদি থাকতে চান বা চড়ুইভাতি করতে চান, লিখুন রেঞ্জ অফিসার, নন্দনকানন, পো বরাং, কটক। থাকার জন্য ট্যুরিস্ট কটেজও পাবেন। লোভ হচ্ছে না?

এবার চলুন কয়েকটি কম জানা জায়গায় ঘুরে আসি।

বরুণাই ভুবনেশ্বর আর খুর্দা থেকে যথাক্রমে 32 কিমি ও 4 কিমি দূরে বরুণাই। হাজার হাজার মানুষ এখানে ঘুরে যান। পাহাড়ের চূড়ায় দেখুন বরুণাই দেবতার মন্দির। নীচে ছায়াঘেরা আমবাগিচার মাঝে দেখুন নিত্যধারায় বয়ে যাওয়া ঝরনা 'স্বর্গগঙ্গা' চড়ুইভাতির এমন আদর্শ জায়গা আর নেই। খুর্দা পর্যন্ত বাসে গিয়ে ট্যাক্সি বা অটোরিক্সা নিয়ে একটু ঘুরে আসুন না।

বাণপুরও আপনার মন্দ লাগবে না হয়ত। ভুবনেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠার পিছনে যাদের অবদান বেশি সেই শৈলোদ্ভব রাজবংশের এটি ছিল রাজধানী। আবার এখানেই পাওয়া গেছে বহু বৌদ্ধমূর্তি। দেবী ভগবতীর মন্দির ও দক্ষ প্রজাপতি মন্দিরের ওড়িশা শিল্পকলা মুগ্ধ করে। বাসে চড়ে ভুবনেশ্বর থেকে 105 কিমি এবং বালুগাঁও থেকে মাত্র 8 কিমি।

বাবমুল-এর সৌন্দর্য অবশ্য মহানদীর গন্ডনালীর জন্যেই। সুনকানিয়া পাহাড় থেকে বাবমুল পর্যন্ত মহানদীর 22 কিমি ব্যাপী বিস্তৃত এই অংশকে বলা হয় 'সাতকোশিয়া গর্জ'। বেড়ানোর বেশ ভাল জায়গা। বাসে চড়ে গনিয়া থেকে আসুন 96 কিমি, পরে একটা জিপ নিয়ে 14 কিমি ঢুকে মনোরম লবঙ্গী অভয়ারণ্য পৌঁছে যান। পাহাড়, নদী, অরণ্যের একত্র সমাবেশ স্থানটিকে এক অপূর্ব সৌন্দর্য দান করেছে। আপনি প্রকৃতি প্রেমিক হলে অবশ্য দ্রষ্টব্য এই অভয়ারণ্য। কিছুদূরে মহানদীর তীর ধরে **টিকরপাড়া**। এখানে দেখুন ঘড়িয়াল প্রকল্প। ঢেনকানল থেকে বাসে অঙ্গুল হয়ে সেখান থেকে টিকরপাড়াগামী বাসে বা জিপ ভাড়া নিয়েও এখানে আসতে পারেন। কলকাতা থেকে সরাসরি অঙ্গুল আসার প্রাইভেট বাস পাবেন বাবুঘাট থেকে।

থাকার জন্য লবঙ্গীতে আছে FRH, টিকরপাড়ায় আছে দুটি FRH। কাছে দূরে থাকার জন্য আছে পূর্ণাকোট FRH, তুলকা FRH প্রভৃতি।

ভুশণ্ডপুর জায়গাটা ভুবনেশ্বর থেকে 5নং জাতীয় সড়ক ধরে বালুগাঁও যাওয়ার পথে পড়ে। দূরত্ব 65 কিমি। এখানে দেখুন উগ্রতারার মন্দির। আসলে এটি চামুণ্ডার চতুর্ভুজ মূর্তি। জনশ্রুতি যে ইনি ওড়িশার গজপতি রাজাদের ইষ্টদেবী ছিলেন। পাহাড়, আমবন আর

কুলুকুলু বযে যাওয়া ঝরনাব শান্ত মিষ্টি আবহাওযায একটি পিকনিক সেবে নেবেন নাকি?

কনডাকটেড ট্যুব

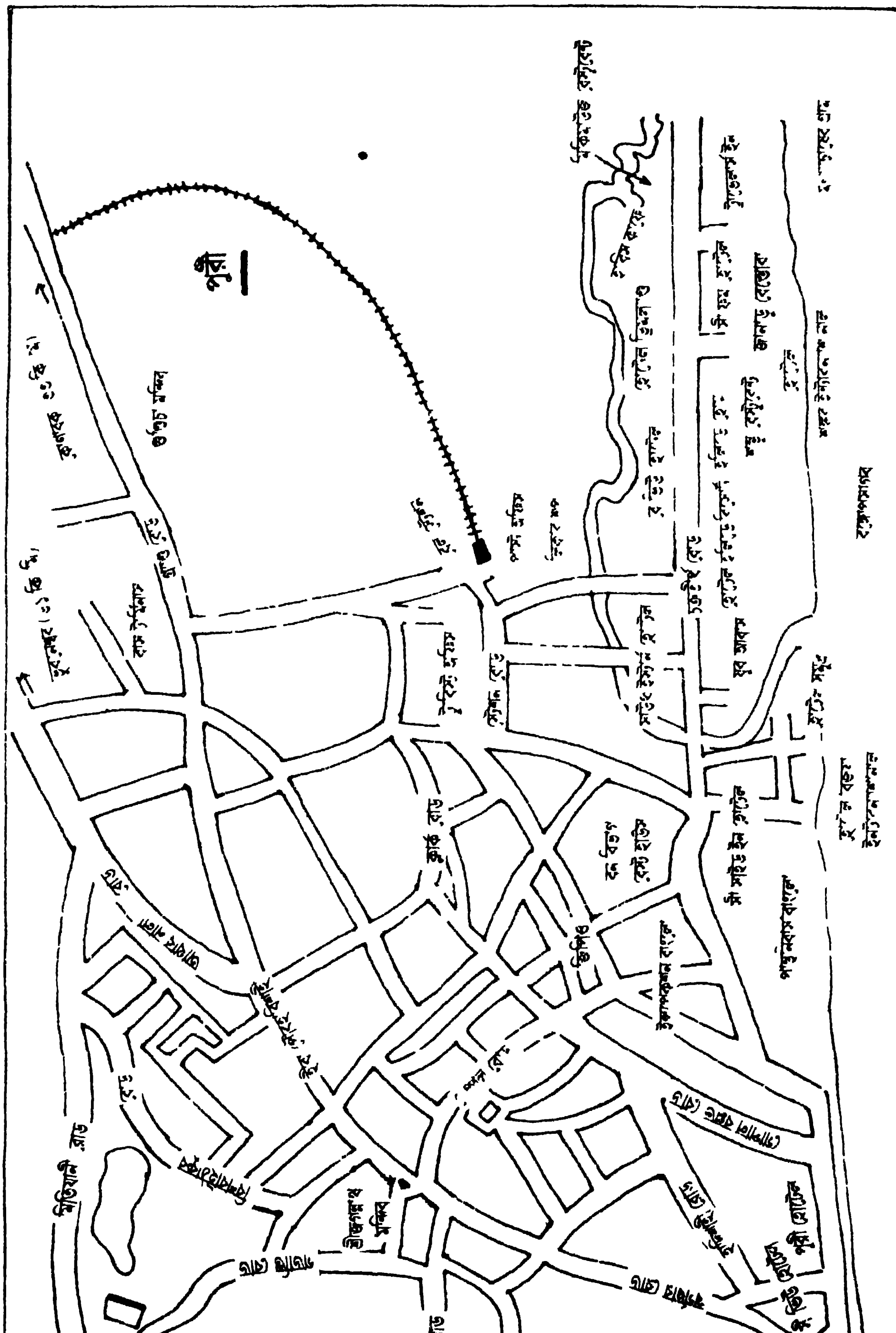
OTDC ভুবনেশ্বব থেকে প্রতিদিন দুটি ট্যুর পরিচালনা কবেন। ট্যুব শুরু হয ভুবনেশ্বব পান্থনিবাস, লিউইস রোড (Ph 0674-2432382 Fax 2431053, E-mail otdc@sancharnet in website www orissa-tourism com/otdc html) থেকে এবং এখান থেকেই অগ্রিম টিকিট বুক কবা যায। বাস ছাডে সকাল 9 00 টায। ভুবনেশ্বব শহর ও মন্দিব, পুরীব সমুদ্রতট, জগন্নাথ মন্দির, পিপলি হযে কোনাবক। ফেরা সন্ধে 6 30। ভাড়া মাথাপিছু ১৮০। অন্য ট্যুবটিতে ঘুবিযে আনে নন্দনকানন, খণ্ডগিরি উদযগিবি, ধৌলি ও বেশ কিছু মন্দিব। সকাল 9 00 বেরিযে ফেবা বিকেল 5 00। ভাড়া মাথাপিছু ৯০ -১৫। রাজ্য পর্যটন দপ্তবের ঠিকানা হল Department of Tourism, Paryatan Bhawan Bhubaneswar 751014, Orissa Ph (0674) 2492177 Fax 24300887।

পুরী

সত্যি কথা বলতে কি ওড়িশাতে বেড়াবাব জন্যে সবাব সবেচেযে পছন্দেব জাযগা পুবী। এমন চিরবসন্তের জাযগা ভূভারতে মেলা দুষ্কব। পুজোতেই বলুন আব গবমেই বলুন, পুরী যাবার কথাই আগে মনে আসে। যিনি যেমন খরচ কবতে পারবেন, সেই খবচেই পুবী ঘুবে আসা যায়। পুবীব ইতিহাস বেশ প্রাচীন। ওড়িশা বাজ্যের জেলা ও শহর। এব উত্তবে ঢেঙ্কানল ও কটক, পশ্চিমে গঞ্জাম ছত্রপুর আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগব। এই সাগরটিব আকর্ষণই এর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এমন সুন্দব সমুদ্রবেলা পৃথিবীতে আঙুলে গোনা যায়। সমুদ্রতীরেব আবহাওযা চিরদিনই সমান, সেজন্যে সাধাবণ জামাকাপড নিযে ঘুরতে পারেন। শহবের ও জেলাব অন্যত্র গ্রীষ্মকালে 39° C ও শীতকালে 16° C। ভাষা— বাংলা, ওড়িযা, হিন্দি, ইংবেজি।

ভাবতেব চারধাম— বদ্রীনাথ, দ্বাবকা, বামেশ্বর আব পুরী। সাতটি মোক্ষদাযিকা পুবীর মধ্যে এটি অন্যতম। এর অন্য নাম দশাবতাব ক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র, নীলাচল, পুরুষোত্তমক্ষেত্র, নীলাদ্রি প্রভৃতি। এক সমযে বুদ্ধেব দাঁত পুরীতে সংরক্ষিত ছিল বলে বৌদ্ধধর্মেব প্রসাব ছিল। পবে সিংহলে দাঁত নিযে গেলে তা হ্রাস পায। পুরী বিখ্যাত হযে আছে চৈতন্যদেবব (1486-1532) জীবনের শেষ 18 বছবের স্মৃতিচিহ্ন বয়ে। তাঁর পুণ্য স্পর্শ চিহ্নিত জগন্নাথদেবেব মন্দিবটি পুরীর আব একটি মহৎ আকর্ষণ। 1197-এ নির্মিত এই মন্দিব 22 ফুট (6 8 মিটাব) উঁচু ভিত্তিভূমিব উপব স্থাপিত। এর দুটি প্রাচীব বাইবেবটি 24 ফুট (7 4 মিটাব) উঁচু—নাম মেঘনাদ, ভিতবটিব নাম কূর্মবেড চারটি প্রবেশদ্বার থাকলেও দর্শনার্থীরা প্রবেশ কবেন পূবেব সিংহদ্বাব দিযেই। ঢোকাব আগেই পাবেন কালো পাথবের তৈবি কোনাবক থেকে আনা 34 ফুট (10 5 মিটাব) উঁচু অরুণ স্তম্ভ। তাবপব পাব হতে হবে 22 টি সিঁড়ি — 'বাইশ পাহাচ'। ওড়িযা ভাষায সিঁড়িকে বলে 'পাহাচ'। অন্য দ্বাবগুলিব নাম পশ্চিমে ব্যাঘ্র, উত্তবে হস্তী ও দক্ষিণে অশ্ব। সিংহদ্বাব দিযে ঢুকলেই সামনে 400 x 278 ফুট (124 x 86 মিটাব) প্রাঙ্গণ। মূল মন্দিবেব উচ্চতা 192 ফুট (60 মিটাব), পবিধি 42 ফুট (13 মিটাব)। দাক্ষিণাত্যেব রীতি অনুযাযী মন্দিরটি চাবভাগে বিভক্ত (1) ভোগমণ্ডপ— 58 x 56ফুট (18 x 17 4 মিটাব)— এব দবজাব উপব আছে নবগ্রহ মূর্তি। এখানে ভোগ বাখা হয এটি পৃথিবীব সবচেযে বড বান্নাশালা। উনুন সংখ্যা 243 (মতান্তরে 752) (2) মুখশালা— 80 x 80 ফুট (25 x 37 মিটাব)। এখানেও আছে গরুড স্তম্ভ। এটি ধবেই নির্নিমেষ নযনে চৈতন্যদেব জগন্নাথদেবেব মূর্তি দেখতেন। এখান থেকে দেবমূর্তি দেখতে কোনো দর্শনী দিতে হয না। (3) জগমোহন— পিবামিডেব মত দেখতে। আযতন 80 x 120 ফুট। (4) তাব পিছনে বিমান বা বড দেউল। এব একটা অন্ধকার গর্ভগৃহ বর্তমানে বিদ্যুতের আলোয আলোকিত— লক্ষ শিবলিঙ্গের ওপব প্রতিষ্ঠিত বত্নবেদিতে শ্রীজগন্নাথ, শ্রী বলবাম ও দুজনের মধ্যে সুভদ্রাদেবী ও সুদর্শনচক্র বর্তমান। রত্নবেদিতে লক্ষ্মী সরস্বতীর মূর্তিও আছে। বিদ্যুৎ থাকলেও ত্রিমূর্তি দর্শন কবতে হয আজও ঘৃতের প্রদীপের স্বল্পালোকে। এব পশ্চিমে আছে অক্ষযবট।

জগন্নাথ প্রাঙ্গণে বহু মূর্তি আছে। সূর্য, নরসিংহ, ভূষণ্ডীকাক, গণেশ, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি। মূল মন্দিবের পশ্চিমে গেলে দেখতে পাবেন বিমলাদেবী ও লক্ষ্মীদেবীর মন্দির। প্রতি বছব মহাষ্টমীর দিন বিমলাদেবীব মন্দিরে ছাগ বলি দেওয়া হয। এদিন মহিলাব দেবী মূর্তি দেখতে পান না। পুরীর আর কোনো বিষ্ণুমন্দিবে পশুবলি হয না। জগন্নাথদেবেব পূজাপদ্ধতি কঠিন নিযমানুসারে হয়— ভোর থেকে জাগবণ, উদঘাটন, দুন্দুভিধ্বনি, মঙ্গলারতি,


পুরী
বঙ্গোপসাগর
পুরী হোটেল

গৃহমার্জন, দণ্ডকাষ্ঠপ্রদান, বেশ পবিবর্তন, হোম সূর্যপূজা, দ্বারপাল পূজা, বাল্যভোগ। সকালবেলায বাজভোগ ছত্রভোগ। 12টায ছত্রভোগ, 2টায মধ্যাহ্ন ভোগ, সন্ধ্যা 6টায সন্ধ্যা ভোগ, রাত্রে বড় শৃঙ্গাব ভোগ। জগন্নাথেব বেশের নাম শৃঙ্গার। আরতি, অবকাশ, প্রহর, চন্দন, বড়— পাঁচ সময়ে পাঁচটি শৃঙ্গার। ভোগ দুবকম-- কোঠভোগ (মন্দিবের খরচে) ও ছত্রভোগ (অন্যদেব দেওয়া অর্থ থেকে)। কোঠভোগ মহাপ্রসাদ বলে বিক্রি করে মন্দিরের প্রভূত আয হয। ছত্রভোগে ডাল, তবকাবি, অন্ন। কোঠভোগে দই, খই, মাখন, নাবিকেল, খিচুড়ি, পোলাও, ঘি-ভাত, পিঠে, জিলিপি ইত্যাদি থাকে। মহাপ্রসাদ কখনো অপবিত্র বিবেচিত হয না। এখানে 'আটকে' বন্ধনেব ব্যবস্থা আছে ৮—১,৩২,০০০ দিয়ে। বার মাসে **চণ্ডিকা** উৎসব। এব মধ্যে **বথযাত্রা** উল্লেখযোগ্য। মাঘ মাসেব বসন্ত পঞ্চমীতে বণপুব জঙ্গল থেকে কাঠসংগ্রহ কবে অক্ষয তৃতীযায বথনির্মাণ শুরু হয। তিনজনেব জন্য তিনটি রথ। জগন্নাথেব বথ সবচেয়ে বড় 34 ফুট (10 5 মিটাব) উঁচু ও 5 5 ফুট (1 7 মিটার) চওডা শীর্ষে চক্র ও গবুড়। 18টি চাকা, বঙ পীত। বথেব নাম নন্দীঘোষ বা গবুডধ্বজ। বক্ষক নৃসিংহ, সাবথি – মার্তাল, পার্শ্বদেবতা -ববাহ গোবর্ধন, কৃষ্ণ, গোপীকৃষ্ণ, নৃসিংহ, বাম, নাবাযণ, ত্রিবিক্রম, হনুমান ও রুদ্র। বলবামেব রথ 33 ফুট (10 2 মিটাব) উঁচু ও 6 ফুট 9 ইঞ্চি (2 মিটাব) চওডা। 16টি চাকা, বঙ নীল। নাম তালধ্বজ বা হলধ্বজ। সাবথি--সুদ্যম্ন। পার্শ্বদেবতা— গণেশ, কার্তিক, সর্বমঙ্গলা, প্রলম্বঘ্ন, হলাযুধ, নাটাম্বব মহেশ্বর ও শেষ দেব। সুভদ্রাব রথ 31 5 ফুট x 6 ফুট (10x1 8 মিটাব)। চাকা 14, বঙ কালো। নাম— পদধ্বজ বা দর্পদলন। সাবথি—অর্জুন। পার্শ্বদেবতা– চণ্ডী চামুণ্ডা, উগ্রতাবা, বনদুর্গা, শূলীদুর্গা, বাবাহী, শ্যামাকালী মঙ্গলা ও বিমলা।

দোলযাত্রাও দেখবাব মত। স্নানযাত্রা হয জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায। ত্রিমূর্তিকে এদিন স্নানবেদিতে 108 বাব স্বর্ণকলস ভবতি জলে স্নান কবানো হয। 14 বছর অন্তব ত্রিমূর্তিব কাঠের মূর্তি বদল হয নবকলেবর উৎসবের দ্বারা। সমগ্র মন্দিরে পুরুষ কর্মীব সংখ্যা 6,000। 20,000 মানুষেব অন্নসংস্থান হয মন্দিব থেকে। পূজাব হার ২২ ৫০-৩২,০০০। এর চেযে শস্তাতেও হয আটকে বাঁধা ছাড়া। আনন্দবাজাব থেকে মহাপ্রসাদ বিক্রি হয। **দর্শনী** : ফ্রি সকাল 9.00-10 30। তাবপব ২৫ পযসা। বিশেষ দেবদর্শনী ২ ও ৩। **নিষেধ** . হিন্দু ছাড়া অন্য জাতিব প্রবেশ নিষিদ্ধ; ছবি তোলা নিষিদ্ধ। এদেব জন্য সুযোগ আছে মন্দিবেব বিপরীতে রঘুনন্দন লাইব্রেবিব (ইংবেজি ও ওডিযা বইযে পূর্ণ, তালপাতাব পুঁথিও প্রচুব) ছাদ থেকে মন্দিব দর্শন ও ছবি তোলাব।

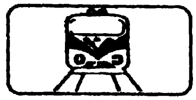
শুধু কি জগন্নাথ মন্দিব দেখে ফিরে যাবেন ভেবেছেন? বোকামি হবে। এখান থেকে দেখে নিন দ্রষ্টব্য স্থানগুলি। একটা বিক্সা নিযে নিন ১৫-২৫ চুক্তিতে। সে-ই গাইড হযে নানা উপাখ্যান শুনিয়ে পবম যত্নে ঘুরিযে দেবে সব তীর্থস্থান। এবা বেশিব ভাগই ভাল মানুষ। দেখে আসুন মোতিগঙ্গা নদীব উপবে 48 মি লম্বা আর 8 মি চওডা 18 খিলানেব পুরনো সেতু 18 নালা। শহবের উত্তবসীমাতে **দবিযা হনুমান** আব চক্রতীর্থে সোনাব **গৌবাঙ্গ মন্দিব**। যদি হিন্দু না হন ওখানে যাবেন না।

পুবীব সমুদ্র নিশ্চযই দেখবেন। এমন পাগল কবা জায়গা বোধকরি ভূভাবতে নেই। সকাল সন্ধে সূর্যোদয ও সূর্যাস্তেব বঙ বদল আপনাকে উন্মনা করবেই। এব লক্ষ তরঙ্গমালা আপনাব চিবদিনেব বোমাঞ্চকব স্মৃতিব উৎস। তটভূমি থেকে প্রায 1 মাইল (1 6 কিলোমিটাব) অগভীব সমুদ্রবেলায স্নান এক মনোবম অভিজ্ঞতা। হয নুলিযাব সাহায্য নিন (ওদেব বিচিত্র টুপি দেখলেই চিনতে পাববেন) অথবা নিজেবাই ঢেউযেব সঙ্গে তাল মিলিযে ডুব দিন। স্নান শেষে সমুদ্রবেলায সূর্যস্নান সেও এক নতুন অভিজ্ঞতা। ছুটে ছুটে ঝিনুক কুড়িযে নিন, জেলেদেব মাছ ধবা দেখুন এমনকি নৌকা নিযে দূর সমুদ্রে চলে যান। ফোটোগ্রাফাব ঘুবছেন - নিন না আপনাব একার, পবিবাবেব ছবি তুলিযে। তাঁবাই আপনাব ঠিকানায ছবি পাঠিযে দেবেন। দেখুন তাবা মাছ আব শঙ্কব মাছ। ভোব থেকে বাত পর্যন্ত হাঁটুন দুবেলা বালিযাড়ি ধবে। শুনুন অজস্র বীচিমালাব তরঙ্গ ক্ষোভ। কোনোদিনই পুরনো হয না পুবীর সমুদ্র। সেজন্যেই তো এর নাম স্বর্গদ্বাব। এরই লাগোযা **কানপাতা হনুমান, মহোদধি, বিদুব পুবী, সুদামা পুবীতেও** একটু ঘুবে নিন। কত মঠ আশ্রমই না গড়ে উঠেছে এখানে। এখান থেকে জগন্নাথ মন্দিব যাবাব পথে একবাব যান সিদ্ধবকুল ক্ষেত্রে। এখানেব পুবনো বকুল গাছটিব কোটব আজ শূন্যগর্ভ। এখানে মৃত্যু হলে নাকি আর জন্মান্তব হয না। সিমেন্ট দিযে দুটি চমৎকাব খিলান এখানে গডা হযেছে। তিনটি দেবতার পূজা হয, ছোট মন্দিরটিতে অ হিন্দুরাও যেতে পাবেন। পাববেনই-বা না কেন —এখানেই তো একদা বাস করেছিলেন চৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ ভক্ত হরিদাস প্রভু। এবাব চলুন পাযে পাযে **গম্ভীরায**। এখানেই চৈতন্যদেব জীবনের শেষ 18 বছর (তিবোধান 1532) ছিলেন। তাঁব ব্যবহৃত কাঁথা, কমণ্ডলু ও পাদুকা আজও দেখতে পাবেন। এর দোতলায আছে

চৈতন্যলীলার মূর্তিসহ প্রদর্শনী। ৫০ পয়সা দর্শনী দিতে হবে এজন্য জনপিছু। মন্দিরের থেকে কাছেই— মন্দির দেখেও ঘুরে আসতে পারেন পায়ে হেঁটে— আছে পুণ্যময় শ্বেতগঙ্গা ও যশেশ্বর। দেখুন বাসুদেব সার্বভৌমের বাড়ি। তারপরেই দেখুন **মার্কণ্ডেয়েশ্বর** মন্দির ও সংলগ্ন সরোবরটি। জগন্নাথ মন্দিরের 3 কিমি দূরে **নরেন্দ্র সরোবর বা চন্দন সরোবরও** দেখবার মত। সরোবরের মাঝখানে সাজানো মন্দির আছে। এপ্রিল-মে মাসে চন্দন যাত্রার সময় জগন্নাথের প্রতিনিধি মদনমোহনকে 21দিন ধরে চন্দন মাখিয়ে সাজানো নৌকায় চড়িয়ে নৃত্যগীত সহ এখানে স্নান করানো হয়। এরই মধ্যে রিক্সা থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে আসুন **রায় রামানন্দের বাড়ি** আর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রম। এরই গা-লাগাও **কুলদানন্দ** ব্রহ্মচারীর আশ্রমটি দেখলেও মনে শান্তি পাবেন। খুব ভাল লাগবে গুণ্ডিচা বাড়ি গেলে। অবন্তীর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী গুণ্ডিচাদেবীর নামে নামকরণ; এটি হল জগন্নাথের মাসির বাড়ি। বলরাম আর সুভদ্রাকে নিয়ে জগন্নাথ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে 7 দিনের জন্য মাসির বাড়ি আসেন। অর্থাৎ রথযাত্রার পর 7 দিনের বেড়ানো। তারপর উল্টোরথে আবার মূলমন্দিরে নিয়ে যাওয়া।

সোনার গৌরাঙ্গ যখন যাবেন, তখন যেন সঙ্কটমোচন, নদীয়া গৌরাঙ্গ আর জগন্নাথের শ্বশুরবাড়ি (খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, তবে একটি টিলায় উঠতে ভালই লাগবে) দেখতে ভুলবেন না। এখানে সমুদ্রকে আবার নতুন করে দেখে ভাল লাগবে। আরো দুটো সরোবর দেখে আপনার ভাল লাগবে— **লোকনাথ সরোবর** এবং **ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর**। প্রথমটি জগন্নাথ মন্দির থেকে মাইল 2 (3 কিমি) দূরে আমবনের মধ্যে। শিবরাত্রির দিনটি ছাড়া এই সরোবরে একটি শিবলিঙ্গ জলমধ্যে থেকে পূজা পান। অহিন্দুরা যেতে পান না। আর ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরটি নাকি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় গোরুর খুরের আঘাতে নির্মিত হয়। এর জলে কচ্ছপ দর্শনও হয়ে যেতে পারে। বাকি রইল **টোটা গোপীনাথ** দর্শন। ছটুক পাহাড় নামে ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপর মনোরম পরিবেশে অবস্থিত ছোট্ট মন্দিরটির সঙ্গে চৈতন্যদেব এবং তাঁর পার্ষদদের স্মৃতি বিজড়িত। চৈতন্যদেব প্রায়ই এখানে এসে বাস করতেন। নিভৃতে বাস করার উপযোগী এই উদ্যান গৃহেই শ্রীচৈতন্য তিরোধিত হবার আগে ছিলেন—'টোটায় শয়ন অবশেষে।'

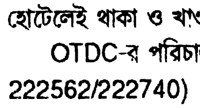
এবারে আমরা ভ্রমণার্থীদের পুরী যাওয়ার রাস্তার কথা আগে বলি।



কেমন করে যাবেন: বিমানে: বিমান এলে আপনাকে নামতে হবে ভুবনেশ্বর বিমানবন্দরে (দেখুন: কেমন করে যাবেন/ভুবনেশ্বর)। সেখান থেকে বাস অথবা ট্রেনে পুরী।

ট্রেনে: কলকাতা থেকে রেলপথে পুরীর দূরত্ব 500 কিমি। হাওড়া স্টেশন থেকে সরাসরি ট্রেন যাচ্ছে পুরীতে। 8409 UP জগন্নাথ এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে সন্ধে 18.05 ছেড়ে পৌঁছয় 5.00; 8007 UP পুরী এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে 21.55 ছেড়ে 8.50, এছাড়া 2821 UP ধৌলী এক্সপ্রেসে 6 05 হাওড়া ছেড়ে 13.20-তে ভুবনেশ্বর নেমে বাসে পুরী আসা যায়। দিল্লি থেকে আসছে 6.35 ছেড়ে নীলাচল এক্স (ম. শু. র) 16.30, 22.35 ছেড়ে পুরুষোত্তম এক্স 6.45, 6.30 ছেড়ে পুরী এক্স (সো. বু. বৃ শ) 14.30; হজরত নিজামুদ্দীন 12.50 ছেড়ে কলিঙ্গ-উৎকল এক্স 10.00। খুর্দা রোড স্টেশনে নেমেও শাখা লাইনের ট্রেন ধরে অথবা বাসে করে পুরী আসা যায়। হাওড়া থেকে ঠিক এক রাত্রি জার্নি। পাটনা থেকে বৈদ্যনাথধাম-পুরী এক্স প্রতি বুধবার 9.00 পাটনা ছেড়ে পরদিন 3.50 পুরী আসছে।

সড়ক পথে: বাসে আসতে [illegible]। কলকাতার শহিদ মিনার থেকে ওড়িশা সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাস আসছে। সময় লাগে 14 ঘণ্টার মত। হিজলী কো-অপারেটিভের বাস ছাড়ছে তালতলা থেকে। বিশাখাপত্তম, রাঁচি, দুর্গাপুর থেকে বাসে সময় লাগে 12, 14, 16 ঘণ্টা। এছাড়া কোনারক, ভুবনেশ্বর থেকে বাস আসছে মুহুর্মুহু। শহরে পৌঁছে পাবেন সাইকেল ও অটোরিক্সা, মিটার ছাড়া ট্যাক্সি।



কোথায় উঠবেন: পুরী এমন একটা জায়গা এখানে যেমন খরচ করবেন, সেই মত থাকার জায়গা খুঁজে পাবেন। হোটেল, ধরমশালা তো আছেই, বহুস্থানে ব্যক্তিমানুষের বাড়িতে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আগে হোটেলের কথা বলি। বেশির ভাগ হোটেলেই থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

OTDC-র পরিচালনায় পান্থনিবাস (Ph: 06752-222562/222740) চক্রতীর্থ রোডে। মরসুম ভেদে ভাড়ার হারের তারতম্য ঘটে। অক্টোবর থেকে জানুয়ারি ভাড়ার হার সর্বোচ্চ, তারপর ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই, আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ভাড়ার হার সবচেয়ে কম। যুবরাজ স্যুইট ৯০০-১৫০০; AC ৬০০-৮৫০; NAC (D) ৪০০-৬৫০ NAC ২০০-৫০০; 5B ৫০০-৮০০।

কলকাতা OTDC, Ph 2244 3653। Das Tours & Travels (Ph 24256603/M 9830032609) **হোটেল প্রিন্স** ৪০০-৬০০, হোটেল হেভেন ৪০০ ৮০০, **হোটেল রাজ** ৩৫০-৭০০, হোটেল সোনালী ৩৫০ ৮০০, হোটেল আর এল ৪০০-১০০০, পুরী হোটেল (সী বীচ Ph 223809) DB (107) ১৬৫-৮৫০ এখানে কেবল থাকা। **কলকাতায় যোগাযোগ** 16K Fern Road Kolkata 700019 (Ph 2440-5040) ভিক্টোরিয়া ক্লাব হোটেল (সী বীচ, Ph 222005) DAB ২২৫ ৫৫০ DD ৩২৫ 4B ৪৫০ ৬০০, হোটেল সাগরিকা (সী বীচ Ph 224063) DAB ১৬৫ ২১০ DD ২৭৫ ৩২৫ 3B ২৮০, ওসিয়ান ভিউ হোটেল (সী বীচ, Ph 222352) ২৭৫-৪২৫ মধ্যে। হোটেল সোনালি (Ph 223545) ৩৩০-৯০০, হোটেল বিজয়া ইন্টারন্যাশনাল, চক্রতীর্থ রোড (Ph 223705) ৫৫৫ ১৫০০ (সেফ ডিপোজিট, ট্রাভেল কাউন্টার, সব ধরনের খাওয়া), **কলকাতায়** বসেও বুক করতে পারেন 3B Camac St , Kol-16, হোটেল প্রাচী (স্বর্গদ্বার Ph 2402366) SAC ৮৮০ DAC ১২৫০, হোটেল 'Z' (Ph 222554) ২৫০ ৩৫০ মধ্যে। নীলাচল লজ (ভজনকুটির, সী বীচ Ph 223387), বারান্দায় পাতা ডেক চেয়ারে বসে সমুদ্র দেখুন। ২৭৫ ৭৫০ মধ্যে সুবিধা ডাক্তার, ধোবা, গাড়ি, রেলওয়ে বুকিং, চ্যানেল মিউজিক। হোটেল পুলিন পুরী (বিচ রোড Ph 222360) DAB ৩৯৫ ৫৫০ DD ৫৭৫ ৬৭৫ 5B ৬৭৫ ৭২৫, হোটেল নিউ সি হক (মেরিন ড্রাইভ Ph 230268) DAB ৩২৫ ৩৭৫। এই দুয়েরই কলকাতায় বুকিং 48A, Sundari Mohan Avenue, Ph 22450578, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে হোটেল (Ph 222063) SAB ৫৫০ DAB ৮৫০ 3B ১২৫০ আর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ৬৭০-১৩৫০ মধ্যে, রিজা 14 Strand Road, Kolkata 700001, Ph 2248-2936, হোটেল হলিডে ইন (Ph 223782) DAB ২৫৫ ৩৭৫/ ৩৭৫ ৪৭৫, সী সাইড ইন (চক্রতীর্থ রোড, Ph 222531) D ১৮০ 3B ২৪০, হোটেল সমুদ্র প্রা লি (চক্রতীর্থ, Ph 222705) DAC ৬৫০ (Deluxe) SAC ৪৫০ D ৩৫০, তোশালি স্যান্ডস্ *রিসর্ট, পুরী-কোনারক মেরিন ড্রাইভ (Ph 222888/* 223317) ১৬০০-৫০০০ মধ্যে, হোটেল হান্স কোকো পামস্ (স্বর্গদ্বার, গৌরবাতশাহী Ph 230038) ১২৫০ ২৫০০ মধ্যে, হোটেল হলিডে রিসর্ট (চক্রতীর্থ রোড, Ph 222440) ৬০০-১৪০০ মধ্যে, হোটেল মে ফেয়ার বিচ রিসর্ট' (চক্রতীর্থ রোড, Ph 224041) ১৩৫০-২১০০ মধ্যে।

ট্রেন থেকে নেমেই আপনি অবশ্য পাবেন বালানন্দ ব্রহ্মচারী তীর্থাশ্রম। পরে পরে পাবেন হোটেল দি কমফর্ট, স্বপনপুরী, হোটেল ভিক্টোরিয়া ১৭৫-৩৭৫, সী ভিউ হোটেল থাকা খাওয়া ১৪০ ২২০, গ্রান্ড হোটেল ১২৫-২১০ মধ্যে, সোনি হোটেল ১৫০ ২১০, হোটেল সীগাল ১৫০-২১০ বিদেশ ঘর ১৬৫ ২৫০ (কলকাতায় 5 B B Ganguli St Kol 12, Ph 2236-0833), এছাড়া তটিনী গেষ্ট হাউস (পুরী হোটেলের পেছনে) Ph (06752) 224143, দ্রৌপদী হোটেল, প্যারাডাইস, সাগর লজ, জ্যোতি হোটেল বিনোদিনী, ভারতী, যাত্রীনিবাস, সুভদ্রা, মিলি, গোল্ডেন প্যালেস, কলিঙ্গ লজ, হ্যাপি হাউস প্রভৃতি হোটেল সারা শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মধ্যবিত্তের আওতার মধ্যে। এর কোনো কোনোটিতে (দ্রৌপদী, বিদেশঘর, সাবিত্রী, আনন্দমেলা) নিজে রান্না করে খেতে পাবেন। অনেক সময় সমুদ্র দেখার লোভে সমুদ্র তীরের হোটেলগুলিতে চার্জ বেশি হয়, নইলে ভিতরের হোটেলগুলি মন্দ নয়। ইয়ুথ হোস্টেল রয়েছে চক্রতীর্থ রোড (Ph 222424) ডর্মি ২০।

যদি **ধরমশালা** চান, তাও আছে। স্যানিটারি পায়খানাসমেত বগলা ও বাগাড়িয়া। খাটা পায়খানাসমেত ধনজি, মূলজি, দুধওয়ালা, গোয়েঙ্কা, খেমকা, কোঠারি এবং মদন পাল। ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও ভোলাগিরি আশ্রমের আশ্রয়ও পেতে পারেন। পুরীতে অফ্ সীজন ফেব্রুয়ারি এপ্রিল, সেপ্টেম্বর নভেম্বর। এ সময়ে হোটেল চার্জ একটু কম থাকে। ভিড়ের সময় আবার বেড়ে যায়। এছাড়া উল্লেখ করতেই হয় বিভিন্ন কর্মীসংস্থার হলিডে হোম এর কথা। কম খরচে থাকার জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। পুরীতে রয়েছে অজস্র হলিডে হোম। এদের কোনো একটিকে পছন্দ করুন আর অগ্রিম রিজার্ভেশনের জন্য বইয়ের **সংযোজন** অংশে দেওয়া হলিডে হোম তালিকা দেখে যোগাযোগ করুন।

কনডাকটেড ট্যুর

ওড়িশা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের পুরী থেকে কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা আছে। শুরু হয় পান্থভবনের সামনে থেকে। অগ্রিম বুকিং করা যায় পর্যটন দফতর স্টেশন রোড (Ph 222664), পান্থভবন (Ph 223526) পান্থনিবাস (222740) ও ইয়ুথ হস্টেল (Ph 222424) থেকে। বাস ছাড়ে সকাল 6 30 কোনারক, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, ভুবনেশ্বর হয়ে ফিরে

আসে সন্ধে 6 30। ভাড়া মাথাপিছু ১০০-১৫০ বাসের ধরন অনুযায়ী। সোম, বুধ ও শুক্রবার ঘুরিয়ে আনে ভারতবর্ষের বৃহত্তম হ্রদ চিল্কা। 1100 বর্গকিমি এই লেগুনের মধ্যে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য দ্বীপ। এখানে ঘোরার জন্য পর্যটন বিভাগ ও অনেক বেসরকারি সংস্থার স্পীডবোট ও মোটরবোট ভাড়া পাওয়া যায়। এই সফর সকাল 6 30 শুরু হয়ে শেষ হয় সন্ধে 7 00। মাথাপিছু ১০০-১৬৫। এছাড়া বেশ কিছু অনুমোদিত বেসরকারি সংস্থা কন্ডাকটেড ট্যুর পরিচালনা করেন। লাক্সারি কোচ এবং এঁদের ভাড়াও বেশ।

আর কোথায় ঘুরবেন পুরীতে যখন এসেছেনই এর চারপাশও অল্প খরচেই একটু ঘুরে আসুন। একদিন চলুন সাক্ষীগোপাল, নন্দনকানন, কোনারক, খণ্ডগিরি-উদয়গিরির দিকে। অন্যগুলির কথা বলেছি। পুরীর পান্থনিবাস থেকে রওনা হয়ে এগুলি ঘুরে আসতে পারেন, (কনডাকটেড ট্যুর দেখুন) সকালে রওনা হয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এসে। এখন সাক্ষীগোপাল-এর কথা বলি।

সাক্ষীগোপাল এর আর এক নাম সত্যবাদ। পুরী থেকে 20 কিমি দূরের এই মন্দিরে সাক্ষীগোপালকে না দেখলে নাকি পুরী ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয় না। প্রধান রাস্তা থেকে 2 কিমি দূরে হলেও কনডাকটেড ট্যুরের বাসগুলো একেবারে মন্দিরে পৌঁছে দেবে। বাস থামতেই আপনার যা অভিজ্ঞতা হবে তা আগে থেকেই বলে সাবধান করছি। পাণ্ডারা ছেঁকে ধরবেন— একটু অত্যাচারী এঁরা এখানে। আগে পুরী স্টেশনেই ছিল বেশি অত্যাচার। এখন পুরী স্টেশনে পাণ্ডাদের চেয়ে হোটেল দালালদের অত্যাচারই বেশি। যাই হোক পাণ্ডাদের সামলে মন্দিরটি দেখে আসুন নইলে কেউ কেউ আপনাকে স্বর্গবাসের অধিকারী নাও ভাবতে পারেন। তবে এখানে ছবি তুলবেন না ভুলেও।

বালিঘাই যেতে পারেন পুরীর 8 কিমি দূরে যদি এর তটসীমায় পিকনিকের বাসনা থাকে। নুয়া নাই নদীর উৎসমুখে সূর্যস্নান ও মজা লোটার অভিজ্ঞতা নিন্দের নয়। একটা ট্যাক্সি, অটোরিক্সা এমনকি সাইকেল রিক্সা নিয়েও ঘুরে বেড়াতে পারেন যদি প্রকৃতিপ্রেমী হন।

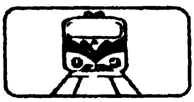
ব্রহ্মগিরি : জগন্নাথের অন্নবাসরের পর হাজার হাজার পুণ্যার্থী আসেন এখানের অলরানাথের মন্দিরে। বালিয়াড়িতে ঢাকা বলিহারচণ্ডীর মন্দিরটাও এই ফাঁকে দেখা হয়ে যেতে পারে। পুরী থেকে এর দূরত্ব 25 কিমি। এর পাশ দিয়ে চলেছে জানকি নদী। এর দৃশ্য খুবই মনোরম। আর আপনি যদি ছবি ভালবাসেন তবে একবার পটশিল্পীদের আদত জায়গা— পুরী থেকে 16 কিমি দূরের রঘুরাজপুরে ঘুরে আসুন। চন্দনপুর বাস স্টপে নেমে যেতে হবে। অবসর সময়ে সংগ্রহ করে আনুন কিছু পটচিত্র স্মারক হিসাবে। সাক্ষীগোপাল যাবার পথে পিপলিতেও পাবেন সেখানের চমৎকার অ্যাপ্লিক শিল্পের নমুনা। আর পুরীর বাজার থেকে কিনতে হাজারও জিনিস— ছোটদের জন্য ম্যাগনেটের কৃষ্ণ-জগন্নাথ, কটকী শাড়ি, শঙ্খ ও শঙ্খের জিনিসপত্র, পুরীর স্মৃতি থালা-গেলাস, নারকেলের শৌখিন দ্রব্য প্রভৃতি।

চিল্কা

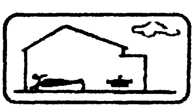
না, সব টাকা খরচ করে ফেলবেন না। চিল্কা যেতেই হবে। পুণ্য সঞ্চয় হয়েছে। এবারে চাই সৌন্দর্য সঞ্চয়ের অভিজ্ঞতা। এজন্য দুটো একটা দিন খরচ করুন। পুরী থেকে একদিনেই ঘুরে আসতে পারেন, আবার থেকে যেতেও পারেন। কত কবির কবিতার জন্মভূমি চিল্কার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলে বোঝানো যাবে না, চোখে দেখলেও সবটা বুঝি দেখা যাবে না। দক্ষিণে পাহাড়ের সবুজিমা আর উত্তরে সমুদ্রের বিস্তার নিয়ে ভারতের সবচেয়ে বড় মিষ্টিজলের হ্রদ চিল্কা মাছধরা, শিকার, নৌবিহার, পিকনিক আর অজস্র পাখি দেখার এক মনোরম স্থান। মন এখানে হারিয়ে যাবেই। একসময়ে বঙ্গোপসাগরের অঙ্গ এই চিল্কা আজ সমুদ্রস্রোতে এসে পড়া বালিয়াড়ির স্তূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। লম্বা চওড়া 72 x 16 কিমি এই হ্রদে দেখুন নানা জাতের পাখি এমনকি সুদূর সাইবেরিয়া থেকে উড়ে আসা পরিযায়ী পাখির দল। চিল্কায় অনেকগুলি সুন্দর নামের দ্বীপের সমারোহও। নলবন, নুয়াপাড়া, সতপাড়া, কালিযাই, হনিমুন, ব্রেকফাস্ট, কলিযুগেশ্বর — কী মিষ্টি নাম সব। এদের মধ্যে কালিযাই আর কলিযুগেশ্বরে দেব-দেবীর মন্দিরও আছে।

সতপাড়ায় আপনি দেখা পাবেন ডলফিনের। বলতে গেলে প্রকৃতির কোলে ডলফিনদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দেখতে পাওয়ার এটাই আদর্শ জায়গা। সতপাড়া থেকে আধ ঘন্টায় পৌঁছে যেতে পারেন চিলিকার মুখে। সেখানের রাজহংস দ্বীপে ঘুরে বেড়ান আর উপভোগ করুন ভার্জিন বীচের অপার সৌন্দর্য। পুরী থেকে পর্যটন দপ্তরের (OTDC) কনডাকটেড ট্যুরেও সতপাড়া-চিলিকা ঘুরে যেতে পারেন। সকাল 6 30-এ যাত্রা শুরু হয়, ফেরা সন্ধে 5 30-এ। ভাড়া মাথাপিছু ১১০। চিল্কার পাশ দিয়ে

ট্রেনেব লাইন গেছে, বড বাস্তাও আছে। যাত্রীবা অপলক চোখে এব সৌন্দর্য দেখতে দেখতে চলে যান। কলিযুগেশ্ববে নৌকা করে যাওযা একটি দাকণ আকর্ষণ। প্রায 40 কিমিব জলবিহারের খবচ মাত্র ২০। প্রায 3 ঘণ্টা ঘুরিযে নিযে আসবে। মন্দিরে কালী ও শিবদর্শনও হয়ে যাবে। অক্টোবর থেকে মে মাস হল যাবাব উৎকৃষ্ট সময। শীতে হালকা গরমবস্ত্র মাত্র লাগে।



কেমন করে যাবেন পুবী থেকে কন্ডাকটেড ট্যুর বাসে যাওযা চলে। একদিনেই ঘুবে আসতে পাববেন। এছাড়া ট্যাক্সি ভাড়াও কবতে পাবেন। দূবত্বটা 160 কিমি। যাঁবা সবাসরি ট্রেনে যেতে চান তাঁবা দক্ষিণ পূর্ব রেলওযেব কলকাতা-চেন্নাই বেলপথেব গাড়িতে চড়ে যাবেন। সবচেয়ে কাছেব স্টেশন বালুগাঁও এবং বম্ভা। বালুগাঁও থেকে সাইকেল রিক্সাতেই আসা যায। যাঁরা কলকাতা থেকে আসবেন তাঁবা চিল্কা স্টেশনে নেমে যেতে পারেন। তবে একটু দূর হবে তাতে। প্লেনে যাঁবা যাবেন তাঁদের নামতে হবে ভুবনেশ্বরেই। তারপব ধবতে হবে মোটব রাস্তা। বালুগাঁও, বরকুল আর বম্ভা ছুঁযে গেছে 5 নং জাতীয সড়ক। ঘনঘন বাস আসছে ভুবনেশ্বর, পুরী, কটক থেকে। ভুবনেশ্বব আব বেরহামপুব থেকে বালুগাঁও যথাক্রমে 96 ও 84 কিমি। বালুগাঁও থেকে 5 কিমি দূবেব চিল্কাতে যাবাব জন্যে সাইকেল ও অটোরিক্সা ছাড়া ট্যাক্সিও পাবেন।



এখানে কোথায় উঠবেন যাঁরা চিল্কার সৌন্দর্যে আটকা পড়েন, তাঁদেব জন্য থাকার নানা ব্যবস্থা আছে। রম্ভাতে পান্থনিবাস ট্যুবিস্ট বাংলো (ম্যানেজাব, Ph 06810 278346 Rambha, Dt-Ganjam) DAB ২০০ ২৭৫, DAC ৫৫০, ডর্মি ৫০। বরকুল-এ পান্থনিবাস (ম্যানেজাব, Ph 06756 220488, PO Balugaon, Dt Puri) DAB ৩০০-৪৫০, DAC ৫০০-৮০০, অশোকা হোটেল বালুগাঁও S ১২৫-২০০, D ২০০-৪৯০, হোটেল চিল্কা ১৫০, ২২৫ (8টি ঘব)। এছাড়া বেভেনিউ ইন্সপেকশন বাংলো (4টি ঘব), বালুগাঁওতে পুষ্পক হোটেল, বাণপুরে খাসমহল বাংলো। আর রম্ভায বেলওয়ে বিটাযাবিং রুম তো আছেই।

আব কোথায় ঘুরবেন চিল্কাতে থাকতে থাকতে রম্ভার 22 কিমি দূরে পাহাড়ের চূড়ায নদীঘেবা **নাবাযণী দেবীব মন্দিব নাবাযণীতে** দেখে আসতে পাবেন। এক বিষ্ণুর মূর্তিব পদমণ্ডল থেকে বহির্গত ছোট্ট নদীব সৌন্দর্য দেখুন 11 কিমি দূরের নির্মলঝোরায়।

বেরহামপুর

গঞ্জাম জেলায সবচেযে বড শহর বেরহামপুর। ভুবনেশ্বরে বিমানবন্দরে নেমে 180 কিমি দূরেই এই শহব। দক্ষিণ পূর্ব বেলেব কেন্দ্রস্থল এই শহর মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা, হাযদবাবাদ, পুরীব সঙ্গে বেলযোগে সংযুক্ত। OTDC-ব বাসে 4 ঘণ্টায ভুবনেশ্বব পৌঁছে যেতে পারেন এখান থেকে। স্টেশন থেকে 3 কিমি দূবে বাসস্ট্যান্ড। অক্টোবব থেকে জুনের মধ্যে এখানে এসে এব আশেপাশের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নিতে পারেন। বেবহামপুবেব কথা বিশেষ করে বলছি যাতে ভিড়ের জাযগাগুলোয হোটেলপত্র না পেলে এখানে থাকতে পারেন।

প্রচুব হোটেল রযেছে। অপ্সবা লজ S ৬৫-৯০ D ৯০-১১০, অরবিন্দ লজ, স্টেশন রোড ৬৫-৯০, বাসন্তী নিবাস, আর্বান ব্যাঙ্ক বোড ৬৫, ৯০ ভারতী লজিং, আর্বান ব্যাঙ্ক বোড ৭৫ ১০০, দুর্গাভবন, সিটি হাই স্কুল বোড ৬৫ ১০০, গিরিজাভবন, আবান ব্যাঙ্ক বোড ৭০ ৯০ লেকভিউ লজ, বার্মালিঙ্গম ট্যাঙ্ক বোড ৬৫ ১১০ লক্ষ্মী নিবাস, আর্বান ব্যাঙ্ক বোড ৬৫ ১১০, উদীপি লজ, ফাযাব স্টেশন বোড ৭৫ ১১০, এছাড়া সবকারি ব্যবস্থায মিউনিসিপ্যাল গেস্টহাউস, সার্কিট হাউস, ইন্সপেকশন বাংলো প্রভৃতিও পাবেন।

এখানে এলে হযত এখানকাব সিল্কেব শাড়ি, কাঁসা পিতলেব বাসন বা পাপোষ গালিচা কেনাব জন্য লোভও হবে।

গোপালপুর-অন-সী

বেরহামপুব (বাংলা উচ্চাবণে বহরমপুব) থেকে মাত্র 16 কিমি দূরে বাসে চড়ে **গোপালপুব-অন-সী** তে যাওযাব জন্যে আপনাব প্রাণ নিশ্চয় ছটফট কবছে। কারণ যাঁরা দীঘা বা পুবীর সমুদ্র দেখেছেন তাঁরা সমুদ্রের শান্ত সমাহিত রূপের মধ্যে এক অনবদ্য সৌন্দর্য দেখতে পাবেন এখানে। কোলাহল নেই আব নিবাপত্তাব অভাবও নেই। সমুদ্রেব মাখন নীল বিস্তাবেব মধ্যে এ স্থান যেন রত্নখচিত অঙ্গুবীয। সূর্যোদয ভোলার নয়। স্নান করুন, বেলায ঘুবে বেড়ান— একা, দুজনে অথবা অনেকে। বেশিদিন নয়, সপ্তাহের শেষের দিকে দুটো দিন বেড়িযে আসুন এখানে। স্বাস্থ্য ফিবে যাবে কিছুদিন থাকলে। বোটিং করুন।

কখন যাবেন অক্টোবর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে হালকা শীতের পোশাক নিলেই হবে। তবে ডিসেম্বর

জানুয়ারি উপভোগ্য।

কোথায় উঠবেন : এখানে সবচেয়ে আরাম-দায়ক হোটেল অবশ্য ওবেরয় পামবিচ (Ph: 2242021/2242023)। ইন্ডোর গেমস, ভিডিও পার্লার, লাইব্রেরি এমনকি নিজস্ব 'সী বীচ' আছে এঁদের; খরচ সব মিলিয়ে জনপ্রতি ২৬০০-৪১০০। কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল থেকেও (Ph : 2249-2323) রিজার্ভেশন করাতে পারেন। এঁরা ট্রেনের টিকিটেরও বন্দোবস্ত করে দেন। হোটেল হলিডে হোম (Ph : 2242049) R-12, D ৩০০-৫০০; হোটেল শালিমার ১৫০-২০০; হলিডে ইন (বাথসহ) ১০০-২০০; কৃষ্ণ ভিলা ১১০-২০০; মায়ার্স লজ ১১০-২০০; হোটেল মারমেড অফ্ মোটেলস্ (Ph: 2242050) ৬০০-১১০০; ওশিয়েন হাউস ১৭৫-৩০০। এছাড়া আছে গোল্ডেন হাউস, ওয়েভার্লি লজ ২২৫-২৭৫, রোহিণী ভিলা, লাবোস, সানি লজ ছাড়া PWD ইন্সপেকশন বাংলো, রেভিনিউ ঐ, (রিজা : কালেক্টর গঞ্জাম) এবং কেবল সভাদের জন্য ইয়ুথ হোস্টেল (Ph : 2242324), নারী 6, পুরুষ 12টি শয্যা, ২০ প্রতিশয্যা। আছে OTDC-র পান্থনিবাস (Ph: 0680-2242088) DAC ৪০০-৫৫০ DAB ২০০-৩৫০, ডর্মি (৮টি) ৭০। অন্যান্য Sea View Lodge (Ph: 2242 038) ১৭৫-৪০০; কল যোগাযোগ . 2 G.C. Avenue, Kol 12, Ph: 2237 8974। Hotel Kalinga (Ph: 2242 067) ২০০-৩৫০। Sea Side Breeze (Ph: 2242075) ২৫০-৩৫০। Tourist Home (Ph. 2242068) ১৫০-৩০০। Hotel Rosalin (Ph: 2242 077) ১৫০-২৫০। Yatrinivas Gopalpur (Ph: 2242 088) ১৫০-২৫০। Hotel Sea Pearl (Ph: 2242556/557) AC ৮৫০ NAC ৬০০ প্রভৃতি। বিদেশীরা, বিশেষ করে রাশিয়ানরা এই সমুদ্রবেলা খুবই পছন্দ করেন।

কেমন করে যাবেন : বিমানে: আসুন ভুবনেশ্বর। সেখান থেকে 200 কিমি দূরে গোপালপুর।

রেল : SE-র হাওড়া-চেন্নাই রেলপথের (দূরত্ব 603 কিমি) বেরহামপুর স্টেশনে নেমে মাত্র 20 কিমি দূরে গোপালপুর। বেরহামপুর হাওড়া থেকে 603 কিমি, চেন্নাই থেকে 1261 কিমি, পুরী থেকে 103 কিমি। হাওড়া থেকে 6003 আপ মাদ্রাজ মেল 19.35 ছেড়ে পৌঁছয় 6.35, ইস্ট কোস্ট এক্স 10.15 ছেড়ে 22.35, গুয়াহাটি-ত্রিবান্দ্রম 3.55 ছেড়ে 15.47, হাওড়া-তিরুপতি এক্স 23.30 ছেড়ে 14.05 বা করমণ্ডল এক্স 13.25 চড়ে 23.40 মিনিটে বেরহামপুর নামুন। ভুবনেশ্বর থেকে কোনারক এক্স ও পুরী থেকে তিরুপতি এক্সেও যেতে পারেন।

সড়কপথে বালুগাঁও এখান থেকে 99 কিমি, কলকাতা 644 কিমি (NH 5)। রেলস্টেশন বেরহামপুর থেকে বাস স্ট্যান্ড 3 কিমি, তারপর পারেন ORTC-র নিয়মিত বাস সোজা গোপালপুর-অন্-সী পর্যন্ত। তাছাড়া বালুগাঁও হয়ে কটক থেকে, ভুবনেশ্বর, চিল্কা থেকেও বাস পারেন। মিটার ছাড়া ট্যাক্সি পেতে পাম বীচ হোটেলে ম্যানেজারকে (Gopalpur-on-Sea 761002) আগে থেকে জানাতে হবে। বেরহামপুরে রিক্সা আছে কিন্তু গোপালপুর-অন-সী-তে নেই।

আর কোথায় ঘুরবেন : সমুদ্রবেলা খুব সুন্দর। তবে যাঁরা থেকে যেতে চান বা সময় পান তাঁরা বিকেলের দিকে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতে পারেন মন্দিরে। এখানে একটি লাইট হাউসও (বাতিঘর) আছে। সেটি দেখে আসার অভিজ্ঞতাও মন্দ হবে না।

আর্যপল্লি যেতে হলে বেরহামপুর থেকে 30 কিমি যেতে হবে। এখানেও সমুদ্রের ঢেউ যেন কানে কানে কথা বলে এর নির্জন পরিবেশে। সবুজ ক্যাসুরিনা আর নীল সমুদ্র এখানে মেশামেশি। তবে থাকতে হবে আপনাকে বেরহামপুরে। অবশ্য যদি ছত্রপুরে থাকেন তো এস্থান মাত্র 6 কিমি দূরে। আরো একটি শান্ত ও নির্জন সৈকতে অবসর কাটাতে চান? তবে চলুন **পতিসোনাপুর**। এখান থেকে 30 কিমি দূরে গোপালপুর-অন-সী-র দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশ সীমান্তের কাছাকাছি বেহুড়া নদীর এই সৈকতটি আপনার ভালো লাগবেই। একটু মন্দিরের ছোঁয়া যদি চান তবে চলুন বেরহামপুর থেকে 32 কিমি দূরে নিয়মিত বাস রাস্তার উপর **তারাতারিণীতে**। থাকার জন্য আগেই ছত্রপুরের তহশীলদারের সঙ্গে যোগাযোগ করে রেভেনিউ IB-কে রিজার্ভ করুন। ঋষিকুল্যা নদীর পাশের নীল পাহাড়ের চূড়ায় তারা ও তারিণীদেবীর যুগল মন্দির দেখে আপনার আত্মা তৃপ্ত পাবে। বিশেষ করে চৈত্র মাসের প্রতি মঙ্গলবার তো পুণ্যার্থীতে এই মন্দির ভরে যায়।

এখানের অন্যতম আকর্ষণ হল **তপ্তপানি**— বেরহামপুর (গঞ্জাম) থেকে মাত্র 50 কিমি এবং গোপালপুর থেকে 66 কিমি দূরবর্তী তপ্তপানির গন্ধকমিশ্রিত উষ্ণ প্রস্রবণ। তাকে ঘিরে বনানীর **শ্যামলিমা** মনোহরণ করবেই। এর উষ্ণ জলকে স্নানোপযোগী করে

পাশের একটি পুকুরে জমা করা হয়। স্নান করুন। সমস্ত রোগ ও ক্লান্তি মনে হবে দূর হয়ে গেল। চর্মরোগ থাকলে তো কথাই নেই। বেরহামপুর থেকে ঘণ্টা'দুয়েকের পথ বাসে চলে যান। নিয়মিত বাস অন্তত 6 বার যায় সকাল 5.00 থেকে দুপুর 11.30 টার মধ্যে। বিকেল 4.00 পর্যন্ত বাস চলে। চিল্কা থেকে তপ্তপানি আসতে পড়ে গোপালপুর-অন সী। এবার ঠিক করে নিন কোনটা আগে দেখে নেবেন। OTDC-র 'পান্থনিবাস' এ (P O Govindpur, Via-Puddamari, Ganjam, Orissa, Digapahandi-21) আছে তপ্তপানিতে। উঠতে পারেন ঘর ভাড়া ১৭৫-৩৭৫ করে। এছাড়া 6টি কটেজ আছে ১৭৫ করে ভাড়ায়। পান্থনিবাসের গোলাপবাগানটি সুন্দর। পথে যেতে যেতে ছোট গ্রাম দিগপাহান্ডির পাহাড়ের চূড়োয়। বিপুল অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষও আকর্ষণ করে। এটা নাকি একসময় রাজার হাতিশালা ছিল। তপ্তপানির ডাব অবশ্য পেট খেতে ভুলবেন না। আর ভুলবেন না পান্থনিবাস থেকে 30 কিমি দূরে তিব্বতি রিফিউজিদের হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টার যেতে।

অন্য দেখার জায়গাগুলির মধ্যে **মহেন্দ্রগিরি**-র বনানী ও পার্বত্যভূমি কম আকর্ষণীয় নয়। রামায়ণ মহাভারত আর কালিদাসের কাব্যে এই পাহাড়ের কথা আছে। নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে শীর্ণ নদী মহেন্দ্রতনয়া। এখানের ভগ্নস্তূপখণ্ড প্রত্ন গবেষণার আকরভূমি। প্রতি শিবরাত্রিতে দারুণ জমায়েত হয়। বেরহামপুর থেকে NH 5 ধরে তপ্তপানি হয়ে বাসে চড়ে 125 কিমি দূরবর্তী এখানে আসা যায়। অবশ্য হাঁটার জন্য তৈরি থাকতে হবে। PWD-র IB আছে জীরঙ্গ এবং পারলাখেমুণ্ডি—দু-জায়গাতেই। শেষের স্থানটিতে সার্কিট হাউস এবং REO-এর Rest Shed আছে। প্রথম দুটির জন্য পারলাখেমুণ্ডির Exec Engnr এবং শেষ দুটির জন্য যথাক্রমে SDO (Civil) ও SDO মাইনর ইরিগেশন-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

জৌগড় ঘুরে আসি চলুন এবারে। মালতী পর্বতমালার বুকে অশোকের স্মৃতিচিহ্নবহ প্রাচীন স্থান। বৌদ্ধ ও শৈবমন্দিরযুক্ত এই স্থানে যেতে হলে বাসে চড়ে বেরহামপুর থেকে 35 কিমি দূরের পুরুষোত্তমপুরে নামুন। তারপর জিপে চড়ে জৌগড়ে। জায়গাটি বুদ্ধখোল থেকে মাত্র 2 কিমি দূরে।

খিচিং: এটি ছিল খৈরীবন্ধন ও কান্দাখৈরী নদীর মাঝখানে অবস্থিত কলিঙ্গের ভঞ্জ রাজাদের রাজধানী। বাদাম পাহাড় রেলস্টেশন থেকে 67 কিমি। তবে কলকাতা থেকে যোশীপুর হয়েও কেওনঝড়গামী বাসে চড়ে দেওকোট বৈতরণী নদীর পুলের কাছে খিচিং মোড়ে নেমে একটু হেঁটে যাওয়ার পথই ঠিক। এখানকার PWD IB তে থাকার জন্য Exec Engnr (R&D), PO Rairangpur, Dt Mayurbhanj-এ যোগাযোগ করুন। রাজপরিবারের উপাস্য দেবী কিচকেশ্বরীকে ঠাকরানীশালা মন্দিরে দেখুন। আধুনিক কালে (1925) নির্মিত মন্দির চত্বরের মধ্যে বহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাবেন। ক্লোরাইট পাথরের এসব মন্দির ভারতেই খুব কম আছে। কাছেই কুতুইতুণ্ডিতে নীলকাণ্ঠেশ্বরের (শিব) গ্রানাইট পাথরের মন্দিরও দেখার মতো। খনন করে এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে বাদা দেউল ও খাণ্ডিয়া দেউল। চন্দ্রশেখরের মন্দিরে 14টি একশিলা স্তম্ভও দর্শনযোগ্য।

সিমলিপাল

কখন যাবেন সিমলিপাল অভয়ারণ্য দর্শকদের জন্য খোলা থাকে নভেম্বর থেকে 15 জুন পর্যন্ত।

কী দেখবেন আধুনিক এই জাতীয় উদ্যানটি (1979-80) কেন্দু মহুয়া, চম্পা, কদমগাছের শ্যামলিমা, ফুলের সমারোহে, গগনচুম্বী পাহাড়চূড়া, উচ্ছল জলপ্রপাত আর আরণ্যক জীবজন্তুতে পূর্ণ। কখনো মন ছুটবে আপনার হরিণ, চিতল আর সম্বরের ছুটন্ত পায়ে পায়ে, কখনো ভল্লুক, নীল গাই আপনাকে চেনে রাখবে। চমকে উঠবেন হয়ত বাঘের গর্জনে আর হায়েনা শিয়ালের পদচারণায়। 946 মি উঁচু মেঘাসানি চূড়ায় উঠলে তো আপনি রাজা। এই জাতীয় উদ্যানের বিস্তৃতি প্রায় 2,750 বর্গকিমি। কোর এরিয়া 845 বর্গকিমি। যোশীপুর থেকে কনডাকটেড ট্যুরের বাস আসছে এখানে। যাত্রী সংখ্যা পর্যাপ্ত হলে সকাল 8 থেকে রাত 8 পর্যন্ত সিমলিপাল ঘোরা যায়। ভাড়া মাথাপিছু ৭৫ মতন। আর লাক্সারি জিপ-এ ঘোরার ব্যবস্থা আছে। একটা জিপে ৮-১০ জন লোক যেতে পারবেন। ভাড়া ঘণ্টা এবং কিলোমিটার হিসেবে। সারাদিনের ভাড়া মোটামুটি ১,২০০-১,৫০০। এরকম একটি জিপ ভাড়া করে সঙ্গে সারাদিনের রসদ নিয়ে ঘুরে বেড়ান বরাহপানি, পুরন্দা, মাহানা প্রভৃতি জায়গায়। বিকেলে চাহেলোর নুনের স্তূপের কাছে যখন



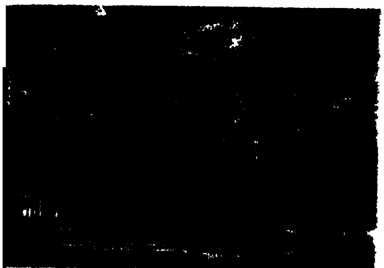
△ ১



△ ২



△ ৩



△ ৪



△ ৫



△ ৬



△ ৭



△ ৮

১· কলকাতা-পশ্চিমবঙ্গ

২· মা কালী-পশ্চিমবঙ্গ

৩· মাববেল প্যালেস-কলকাতা

৪· প্রাচীন বটগাছ (২০০ বছর)

৫· বেলুবমঠ-হাওড়া-পশ্চিমবঙ্গ

৬· মৃৎশিল্পী-কুমাবটুলি-কলকাতা

৭· ইসকনের রথযাত্রা-কলকাতা

৮· পৌষমেলা-শান্তিনিকেতন

৯· ভিক্টোরিয়া মেমোবিয়াল-কলকাত

১০ ভূগর্ভ রেল-কলকাতা

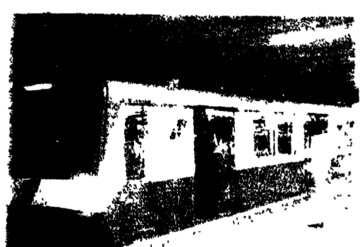
১১ পবেশনাথ মন্দির-কলকাতা

১২· পোলো খেলা-কলকাতা

১৩· গঙ্গায় সূর্যোদয়-কলকাতা

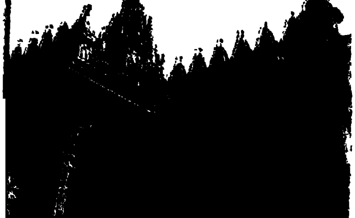


△ ৯



△ ১০

▽ ১১



▽ ১২



▽ ১৩





◁ ১

১ মা অন্নপূর্ণা-ইন্দোব-মধ্য প্রদেশ

২ ম্যাল সিমলা হিমাচল প্রদেশ

৩ চুখা ভিলেজ ভূটান

৪ ডাল লেক-কাশ্মীব

৫ কোভালম বীচ কেবল

৬ মা দুর্গা-পশ্চিমবঙ্গ



◁ ৬



△



△ ৩



▽



আসবেন, তখন এই উদ্যান-বাসিন্দাদের বেশিরভাগই আপনার চোখের সামনে হাজির থাকবে। যোগাযোগ Deputy Project Manager, R & D (Tourism) Simlipal Forest Development Corpn, Ltd Joshipur Dt Mayurbhanj।

কোথায় উঠবেন. এখানের কাছাকাছি থাকার জায়গার অভাব নেই। বিদ্র —বন্ধনীর মধ্যে যোশীপুর থেকে দূরত্ব বুঝিয়েছি। লুলুং-এ আছে OTDC-র অরণ্যনিবাস, DAB ১৫০ ৪৭৫, ডর্মি ৮০। কলকাতায় OTDC র অফিস (55 লেনিন সরণি, কল 13, ফোন 22164556, 22443653) থেকে অগ্রিম বুকিং করা যায়। Chahala (40 কিমি) 4 বেডের দুটি স্যুইট ২৫০ করে —বাড়তি শয্যা ৭৫, Eucaliptus Villa (40 কিমি) 4 বেডের 2 স্যুইট ২৭৫ করে- (বাড়তি ঐ), Solitary Lodge (44 কিমি) 4 বেডের একটি স্যুইট ৩২৫ করে (ঐ) Fall View RH Baheripani (56 কিমি) 4 শয্যার দুই স্যুইট ৩২৫ করে, Nawna (68 কিমি) 4 শয্যার দুই স্যুইট ১৮০ ২৪০ করে, Joronda (71 কিমি) 4 শয্যার একটি ঘর ১৭৫ করে, Log house (98 কিমি) 4 শয্যার দুই স্যুইট, Upper Bara Kamra (125 কিমি) 6 শয্যার দুই স্যুইট পাবেন। Forest Rest House-এর রিজার্ভেশনের জন্য Tiger Reserve, Simlipal National Park, Baghra Road, PO Baripada Dt Mayurbhanj, Orissa, Pin-757002। প্রথম 3টি আবাসগৃহের জন্য ওই একই ঠিকানায় Director-কে লিখতে হবে। আর **বারিপদা-য়** গণেশভবন, বিনোদভবন, অপ্সরা লজ, কালিকা লজ পাবেন। এছাড়া সার্কিট হাউস বা IB, Baripada পেয়ে যেতে পারেন। বারিপদায় যদি থাকেন তবে জানুয়ারি মাসের মকর উৎসব দেখার জন্য যোশীপুরে যেতে বা খিচিং এ আষাঢ় মাসে রথযাত্রা দেখতে ভুলবেন না। এখানকার তাঁতের কাপড়, পাথর খোদাই জিনিসপত্র সংগ্রহযোগ্য।

যাবেন কেমন করে বালাসোর রেল হেড কোয়ার্টারের যোশীপুর স্টেশনে নামতে হবে। SE রেলপথের টাটানগর স্টেশন থেকেও আসতে পারেন। সড়কপথে কেওনঝড় হয়ে ভুবনেশ্বর থেকে 323 কিমি, কলকাতা থেকে NH 6 ধরে 290 কিমি এবং বালাসোর থেকে 160 কিমি।

যোশীপুরে ট্যুরিস্ট লজ আছে DAB ১৭৫-২৬৫। যোগাযোগ Manager PO Joshipur, Dt Mayurbhanj, Orissa, Pin 757034। আছে খৈরী নিবাস FRH 2B স্যুইট ১৭৫। এছাড়াও যোশীপুরে থাকা ও খাওয়ার জন্য অনেক কম দামি হোটেল ও ধাবা আছে।

যোশীপুরই হল সিমলিপালের তোরণদ্বার। এখানে কুমির প্রকল্পটি দেখবেনই। সকাল 6 30 কলকাতায় বাস ছেড়ে যোশীপুরে দুপুর 13 25। বারিপদা থেকে ORTC-র বাসে একই দিনে সকাল বিকেলে ঘুরে আসা যায়। কলকাতা থেকে বারিপদা যেতে 6 ঘণ্টার একটু বেশি সময় লাগে। বনের মধ্যে জিপে ঘোরা ও স্পটলাইটের জন্য অনুমতি নিন -Asst Conservator of Forests, Simlipal National Park Joshipur 757034। বনে থাকার জন্য পর্যটন ফি জনপ্রতি ১০। বিদেশীদের জন্য বাড়তি হারে। সাধারণ ক্যামেরার জন্য অতিরিক্ত ২৫৫। তবে গাড়ি ও ক্যামেরা বিশেষে চার্জ ভিন্ন। ছাত্রদের জন্য 50% ছাড় আছে। উদ্যানের ভিতরেও বন বাংলো ও কটেজ আছে কয়েকটি। তবে এখানে এসে ফেরার জন্য মন কেমন করবেই।

বারিপদাতেই যদি এসেছেন তবে ৫ কিমি দূরে প্রস্তরযুগের স্থান **কুচাই** দেখে নিন সিমলিপাল যাবার পথে। দেখতে পাবেন ওই পথেই ৪ কিমি দূরে প্রস্তরযুগের সভ্যতাবাহী **কলিযানাকেও**। আর ময়ূরভঞ্জ রাজের প্রাচীন রাজধানী **হরিপুর** মাত্র 16 কিমি দূরে। এটি স্থাপিত হয়েছিল 1400-তে। রসিক রায়ের ইষ্টকনির্মিত মন্দিরটি ভঞ্জ রাজাদের কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ। একটু দূরেই নীহংসপুরের ভগ্নাবশেষ অন্দরমহলের প্রাচীন নিদর্শন। কাছেই রাধামোহনের মন্দির। কাছেই মহারাজ হরিহর ভঞ্জ নির্মিত জগন্নাথ মন্দিরও দ্রষ্টব্য।

চাঁদিপুর অন্-সী

বালেশ্বরের এই বেলাভূমিটি কম মনোরম নয় গোপালপুরের চেয়ে। অল্পদিনের বেড়ানোর জন্য কাজু আর ঝাউবনে ঘেরা নির্জন আর অগভীর বালুকাতটে আপনার অবকাশটি কাটান। জল নেমে যাবে তটভূমি থেকে, চলবে তখন গাড়ি। সমুদ্র ঢেউ 5 কিমি পর্যন্ত ওঠা নামা করছে— এই বিস্ময়কর বেলাভূমিতে। যখন ঢেউ নামে, অজস্র ঝিনুকের মেলা বসে যায়। কুড়োতে কুড়োতে সূর্যি ওঠা, পাটে বসা দেখুন - কবিতা লিখতে

ইচ্ছে হবে। নৌকা চড়ার আনন্দেও ভরপুর হতে পারেন।

কেমন করে যাবেন: ট্রেন: কলকাতা-ভুবনেশ্বর ভায়া খড়্গাপুরের ট্রেনে সোজা বালাসোর। **সড়ক:** বালাসোর থেকে কটক 177, পুরী 267,ভুবনেশ্বর 205 এবং যাজপুর 105 কিমি। NH 5 ধরে কলকাতার শহিদ মিনার থেকে ভদ্রক, পুরী বা কটকের বাসে চড়ে বালাসোরে নামুন। সেখান থেকে 13 কিমি দূরের সাগরবেলায় যাবার জন্য বাস, অটো ট্যাক্সি বা রিক্সা। বাস অবশ্য কম। বালাসোর থেকে রিক্সা নেবে ৩০-৩৫; সময় নেবে ঘণ্টাখানেক। রিক্সা করে গোলবাড়ি নেমে সেখান থেকে শেয়ার অটো বা ট্রেকার চড়ে পৌঁছে যান চাঁদিপুর।

কোথায় থাকবেন: পান্থনিবাস (OTDC, PO Chandipur, Dt Balasore, Orissa, Pin 756025, Ph: 06782-2370051), 34টি ঘরের মধ্যে DAB ২৫০-৩৫০ DAC ৫০০-৭০০ 5B ৩৫০ ৫০০ ডর্মিটরিতে শয্যা প্রতি ৮০, খাবারও এখানে পাবেন। FRH (DFO, Baripada), খাবার নেই। Das Tours & Travels (Ph. 24256603/M. 9830032609) হোটেল আনন্দময়ী ৪০০-৬০০, PWD IB (Exec. Engr R&B, Balasore)— যাঁরা সরকারি কাজে আসেন তাঁদের জন্য : শান্তিনিবাস--- কলকাতায় বুকিং (N Das 25/1 Gariahat Rd, Cal-31, Ph: 2440-3505) D (5) DAB ১৫০-২০০ 3B ১৯০ 5B ২৭৫ হোটেল আনন্দময়ী D (27), S (4)— রেস্টুরেন্ট আছে, ১৫০-২২৫; কলকাতায় বুকিং 49 G C Ave, Cal-13 Ph: 2237 8039; মুক্তাঙ্গন লজ— D (4) ১১৫; দীপক নিবাস D ১৬৫ Badshaha Lodge D (4) ১১৫ Major Sinha's Lodge D (2) ১২৫ ডর্মিটরি 8 শয্যার ৫৫ করে; Repose Hotel S (1) ৮৫ D (2) ৯০ । এসবই চাঁদিপুরে। এছাড়া **বালাসোরে** Circuit House (ADM, Balasore)– সরকারি কর্মচারিদের জন্য ১৫ সাধারণের জন্য ৩৫ (যদি সিট থাকে); NH IB (GT Rd, Balasore)– Ex. Engr. (R & B, Balasore) S (2) ৩৫ D (4) ৪৫— খানসামা আছে। স্টেশন রোডে PWD ডাকবাংলো S (2) ৩৫ D (2) ৪৫ হোটেল দীপক (G.T.Rd) S (10) ১০০ D (8) ১৫০-২০০— খাবার পাবেন: Hotel Diamond (কাছারি রোড) D (7) ১৭৫ খাবার আছে; হোটেল মুনলাইট (নয়াবাজার) S (8) D (6) ১১০-১৯০; Seven Heaven Lodge (মোতিগঞ্জ) S (5) D (5) ৫০ ও ৭৫ খাবার নেই; Hotel Swarna Chura (বাস স্ট্যান্ডের কাছেই— S (10) D (20) ৭৫-৯০ এবং ১২৫-২০০ (খাবার)। আরো সাধারণ হোটেল পাবেন।

আর কী দেখবেন · বালাসোরে থাকতে মহাদেব বাণেশ্বরের মন্দির দেখবেন। দুর্গাপূজা আর শিবরাত্রিতে ধুমধাম। চাঁদিপুরে যাঁরা যান তাঁদের অন্য মহৎ আকর্ষণ হল 2 কিমি দূরের বলরামগড়ি। এটি শুধু ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ মাছ ধরার ক্ষেত্র নয়। এখানে বুধবলঙ্গ নদী সমুদ্রে মিশেছে। মাছ ধরার নৌকোয় বেড়ানোও একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। আর রোমাঞ্চ জাগে যখন ভাবি কাছের বুড়িবালাম নদীর তীরেই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ("বাঘাযতীন") জীবনের সমাপ্তি ঘটেছিল। জেলের স্মৃতিবেদি আর সেকালের হাসপাতালের স্থানে অবস্থিত বারবাটি মেয়েদের স্কুল অনুমতি নিয়ে ঘুরে দেখলে জীবনটা সার্থক মনে হবে! বালাসোর থেকে 8 কিমি দূরের **চষাখণ্ডে** রয়েছে বিপ্লবী বাঘাযতীনের স্মৃতি।

রেমুনা বালাসোর থেকে 9 কিমি দূরের বৈষ্ণবতীর্থ ক্ষেত্রে রেমুনায় উপাস্য দেবতা ক্ষীরচোরা গোপীনাথ। বৈষ্ণবদের পরমগুরু মাধবেন্দ্র পুরী কিছু চাইতেন না। পুরী যাবার পথে গোপীনাথের ক্ষীরভোগ হচ্ছে দেখে লোভ হলেও চেয়ে খাননি। তাই স্বয়ং গোপীনাথই নাকি এক ভাঁড় ক্ষীর চুরি করে এনে মাধবেন্দ্র পুরীকে দেন। তাই এই নাম। মন্দিরের মধ্যে 2 কামরার বিশ্রাম ঘর আছে মন্দির কর্তৃপক্ষের হেফাজতে। এখানের প্রসাদ ও ক্ষীর পরিব্রাজকদের মুখ্য আকর্ষণ। বাস, রিক্সা আছে। ধরমশালাও আছে।

পঞ্চলিঙ্গেশ্বর : নীলগিরি পর্বতমালায় স্থাপিত স্রোতস্বিনী নদীঘেরা আরণ্যক পরিবেশে পঞ্চ শিবলিঙ্গের মন্দিরটিও দেখার মত। বালাসোর থেকে প্রায় 26 কিমি ও নীলগিরি থেকে 6 কিমি দূরের এই স্থানটিতে যাবার জন্য বালাসোর থেকে সোজা বাস পাবেন সকাল 7.30 থেকে। এখানের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করে (PO শ্যামসুন্দরপুর, ভায়া-রাজ নীলগিরি, জেলা-বালাসোর, পিন-756040) পান্থশালায় থাকতে পারেন। D ৬৫ ও ডর্মি ৩৫ করে।

চন্দনেশ্বর : এই নামের মন্দির এবং তালসারি সমুদ্রবেলার জন্য বিখ্যাত। দীঘা বেড়াতে গিয়েও দেখে আসতে পারেন রিক্সা চড়েই, ২৫ মত খরচ করে। বাসও

যায় চন্দনেশ্বর হয়ে বালাসোরে দীঘা থেকে। বালাসোর আর কলকাতা থেকে সড়কপথে দূরত্ব যথাক্রমে 88 ও 170 কিমি। জলেশ্বর রেল স্টেশনে নেমে স্টেশন থেকে OT-র সাহায্য নিয়েও চন্দনেশ্বরে আসতে পারেন। এখানে Tourist বিভাগের একটি ট্যুরিস্ট বাংলোও সম্প্রতি তৈরি হয়েছে। এখান থেকেও বাস চড়ে চাঁদিপুর ঘুরে আসতে পারেন—মন্দ হবে না।

তালসারি : বালেশ্বর জেলার ভোগরাই থানা এলাকায় তালসারি সুন্দর সমুদ্রসৈকত। সমুদ্রসৈকতে বালির পাহাড়ের ওপরে ওড়িশা সরকারের একটি পান্থশালা আছে। পশ্চিমবঙ্গের দীঘা হয়ে যাঁরা চন্দনেশ্বর আসেন তাঁরা সহজেই তালসারির সমুদ্রসৈকতের নির্জনতার স্বাদ, কাছে দূরের ঝাউবনের আস্বাদ নিতে পারবেন।

আরাদি : ঘুরে আসুন প্রাকৃতিক পরিবেশ আর বিখ্যাত 'অখণ্ডলমণি' মন্দির দেখতে। ভদ্রক স্টেশন থেকে 40 কিমি। বালাসোর থেকে 110 কিমি। এখানেও আছে একটি ট্যুরিস্ট বাংলো। বৈতরণী নদীর ধারে এই মন্দিরে রোগমুক্তির জন্য হাজার হাজার মানুষ আসেন। আপনি চাঁদবালি থেকে নৌকো চড়েও আসতে পারেন। শিবরাত্রির সময়েও এখানে খুব ধুমধাম হয়। বৈতরণী আর ব্রাহ্মণী নদী যেখানে সমুদ্রে মিশেছে সেই **ধমরাতেও** চাঁদবালি থেকে (40 কিমি দূর) ঘুরে আসতে পারেন নৌকো বা মোটরলঞ্চে চড়ে। বালাসোর থেকে 160 কিমি দূরে। আবার 75 কিমি দূরের জয়চণ্ডী অরণ্যের বায়বানিয়াতেও পিকনিক করতে পারেন।

আরাদিতে থাকার জন্য আছে OTDC র পান্থশালা (Ph: 06786-234108) DAB ১৭৫ ডর্মি ৪০।

বাংরিপোসি

শান্ত, স্তব্ধ, নির্জন একটি চমৎকার ছুটি কাটানোর জায়গা। বিদ্যাভাণ্ডার, অর্ধেশ্বর, বুড়াবুড়ি ইত্যাদি পাহাড় আর গাছে ঘেরা সুন্দরী বাংরিপোসি বাংলো থেকে 1 কিমি দূরে বয়ে চলেছে বুড়িবালাম নদী। 3 কিমি দূরে ঠাকুরানী হিলস্। পায়ে পায়ে ছোট্ট পাহাড়ে উঠে হাতি, ভালুক চাই কি বাঘের দর্শনও মিলে যেতে পারে। শহর থেকে 4 কিমি দূরে পাহাড়ে ওঠার মুখেই দেবী বাংরিপোসির মন্দির। দেবী গজপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা এবং জাগ্রত বলে খ্যাত।

কলকাতা থেকে দূরত্ব 279 কিমি, ভুবনেশ্বর থেকে 285 কিমি, যোশীপুর থেকে 59 কিমি, বালাসোর থেকে 90 কিমি এবং বারিপদা থেকে 35 কিমি। কলকাতা থেকে **ট্রেনে** আসতে হলে হাওড়া থেকে 6.00 ধৌলি এক্সপ্রেসে চেপে বালাসোরে নামতে হবে। ট্রেন এখানে পৌঁছচ্ছে 9.40। বালাসোর স্টেশন থেকে বাসে করে বাংরিপোসি আসতে হবে। সময় লাগবে ঘণ্টা তিনেকের বেশি। আবার জিপে করেও এখানে আসতে পারেন। সময় কম লাগবে, তবে খরচ বেশি। ভাড়া নেবে ৫৫০-৭০০ মতন। আবার বালাসোর থেকে বারিপদা হয়ে বাসে আসা যায়। এছাড়া কলকাতার বাবুঘাট থেকে সরাসরি এখানে আসার বাস পাবেন। সময় লাগে 8 ঘণ্টা। আর হাতে ছুটি থাকলে মেদিনীপুরের হাতিবাড়ি ডাকবাংলোতে কদিন কাটিয়ে জামশোলা থেকে বাস ধরে আধঘণ্টার পথে বাংরিপোসি চলে আসুন।

বাংরিপোসিতে থাকতে পারেন OTDC-র পান্থশালায় (Ph· 06791-28292) DAB ১৫০ থেকে। এছাড়া 2টি প্রাইভেট হোটেল আছে, সবসুদ্ধ এদের গোটা পঁচিশেক শয্যা আছে। কলকাতায় : Utkal Bhavan, 55 Lenin Sarani, Kolkata 700 013, Ph . 2216 4556। এছাড়া আছে হাতে গোনা গুটিকয়েক ছোট আকারের হোটেল। আর থাকতে পারেন সিমলিপাল রিসর্ট SAB ১৪৫ DAB ২৫০। কল রিজা · 173/1, G-Block, New Alopore, Kolkata - 53, Ph : 24783700 ঠিকানায়।

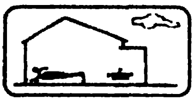
কটক

ওড়িশার অন্যতম জেলা ও প্রধান শহর। এর চারটি মহকুমা— আঠগড়, কেন্দ্রাপাড়া, যাজপুর ও সদর। এর উত্তরে কেওনঝড় ও বালেশ্বর, দক্ষিণে পুরী, পশ্চিমে ঢেন্‌কানল ও পূর্বে বঙ্গোপসাগর। মহানদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে জেলা শহরটি ত্রয়োদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত ও ওড়িশার রাজধানী ছিল একদা।

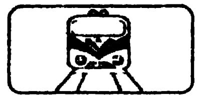
কখন যাবেন . ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি শ্রেষ্ঠ সময়। গ্রীষ্মে সুতি এবং শীতে পশমি পোশাক আবশ্যক । বর্ষাকাল জুন-সেপ্টেম্বর।

কী দেখবেন : শহরের দর্শনীয় মহানদী নদীতীরে **বারবাটি** দুর্গের ধ্বংসস্তূপ। রাজা অনঙ্গভীম নির্মিত এই দুর্গটি একদা পরিখা ও পাথরের পাঁচিলে ঘেরা ছিল। আকবরের সময় এখানেই ছিল রাজা মুকুন্দরামের 9 তল বিশিষ্ট রাজবাড়ি। আর আছে মুসলমানদের পবিত্র কদম-রসুল— হজরতের মক্কা থেকে আনা স্মৃতিচিহ্নসহ। এরই

উল্টোদিকে আধুনিক **বারবাটি স্টেডিয়াম**। আর উপাস্য দেবী **কটকচণ্ডীর** মন্দির। কটকের নদীর পাথর-বাঁধানো তটভূমি 11 শতক থেকেই পর্যটকদের আকর্ষণ করে এসেছে।



কোথায় উঠবেন এখানে থাকার জায়গার অভাব নেই। পান্থনিবাস (OTDC) বক্সীবাজার (Ph 0671-2306867/2306916) DAB ডিলাক্স ৫০০-৫৭৫ DAC ৫০০ ৫৭৫ NAC ৩০০ বাসন্তী লজ (Thoriasahi) S (12) ৯৫ D (13) ১০০ ঐ AC (1) ১৯৫ ঊর্মি শয্যাপ্রতি ৩৫, হোটেল নীলাদ্রি মঙ্গলবাগ S (16) ৯৫ D (8) ১৪০ ঐ AC (2) ২৭০, হোটেল ত্রিমূর্তি, লিঙ্ক রোড R (38) SAC ২৭০ ঐ ডিলাক্স ৩৫৫, বোম্বে হোটেল, কলেজ স্কোয়ার, (Ph 2612753) S (39) ৭৫ D (32) ১০০ AC ১৯৫, কটক হোটেল, কলেজ স্কোয়ার, (Ph 2610766) SR (15) S ৬৫ D ৯০, হোটেল আনন্দ-রানীহাট (Ph 2613236)। R(32) D ৭৫ AC ১৯৫, হোটেল অশোকা, কলেজ চক (Ph 2613993) R (50) S ১০০ ঐ AC ১৭৫ D ১৭৫ ঐ AC ৩০০, হোটেল এশিয়ান, রানীহাট R (24) S ৭৫ D ১০০, হোটেল বিশ্রাম, লিঙ্ক রোড S ৯৫ ঐ AC ২৬৫ স্যুইট ৩৫০, হোটেল বিজয়া, কলেজ স্কোয়ার, S ৯৫ D ১২০ ঐ AC ২২৫; হোটেল অরবিন্দ, কলেজ স্কোয়ার, বিনোবা মার্গ S ১০০ AC ২২৫ , হোটেল ফাইভ স্টার, মণি সাহু চক D ১০০ ঐ AC ১৭৫ হোটেল ইন্দ্রপুরী, মেছুয়াবাজার S ৭০ D ১১০ অতিরিক্ত শয্যা ৩৫ , হোটেল ওরিয়েন্ট, তিনকোনিয়া বাগিচা D ১৭৫ ঐ AC ২৮০ স্যুইট ৩২০; হোটেল রঙ্গিং, বাদামবাড়ি (Ph 2610722) R (50) S ৭৫ D ১৫০ , হোটেল আনন্দভবন, বজ্রকপাটি রোড, S ৭৫ D ১২৫, হর্ষদ হোটেল, বালুবাজার ইন্ডিয়ান লজ, মণিসাহু চক, ৪৫ ও ৫৫, মাদ্রাজ হোটেল, মিনচৌরি ৪৫ ও ৫৫, রায়চন্দ্র লজ, মঙ্গলাবাগ ৪৫, ৫০ ও ৬০, সন্তোষ ভবন, বাঁকা বাজার S ৪৫-৫৫ D ৫৫-৭৫, শ্রীকৃষ্ণ লজ, মহাতাব রোড, S ৫০ ও ৭৫ D ৫৫ ও ৭৫; হোটেল লর্ডস, শিববাজার (Ph 2622050, Gram-LORDS) S (13) ৭৫ D (22) ১২৫ ঐ AC (2) ২২৫, এ ছাড়া বোম্বে হোটেল ১০০ AC ২২৫ ; অরবিন্দ ভবন ৩৫-৫৫; অম্বিকা হোটেল (Ph · 2610137) ৫০ ৭৫; স্টেডিয়াম গেস্টহাউস D ৫০-৭৫, হোটেল শৈলজা ৪৫ ও ৬৫; দেবলোক লজিং , মধুপাটনা ৪৫ ও ৬৫, হোটেল বীণা, চৌধুরীবাজার ৫৫ ও ৭৫; হোটেল সাগর বিহার, ভূতমুণ্ডাই ৯৫ ঐ AC ২২৫ প্রভৃতি হোটেল ছাড়াও সাধারণ কিছু হোটেল পাবেন।



কেমন করে যাবেন **বিমান** ভুবনেশ্বর এখান থেকে 29 কিমি। রেল SE Rly-তে ভুবনেশ্বর, কটক, দিল্লি, হায়দরাবাদ, চেন্নাই এর সঙ্গে যুক্ত। কলকাতা থেকে 9 ঘণ্টার জার্নি। **সড়ক** ভুবনেশ্বর 29 কিমি NH 5 । কলকাতা-কটক বাস শহিদ মিনারে ভোর 5 0 ৭ থেকে । পুরীর বাস কটক হয়ে যায়। চারপাশ থেকেই বাস আসছে সম্বলপুর, চিপলিমা, বুবলা প্রভৃতি থেকে হীরাকুদের দিকে। কটক রেল স্টেশনের ট্যুরিস্ট কাউন্টারে সব খোঁজ খবর পাবেন।

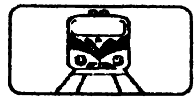
আর কোথায় ঘুরবেন কটকে দেখুন বারবাটি স্টেডিয়াম, র‍্যাভেনশ কলেজ, রেডিও স্টেশন, বিদ্যাধরপুরের চাল গবেষণা কেন্দ্র, শহিদ মেমোরিয়াল হল, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বাড়ি, লালবাগ, মারাঠা আর্মি ক্যাম্প, চণ্ডীখোল প্রভৃতি। ওড়িশার কেশরী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত অষ্ট শিবপীঠের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাবেন চৌদ্বারে। মহাভারত অনুসারে এটি ছিল বিরাট রাজার রাজধানী এখানে দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব গুপ্তবাসে ছিলেন। কটক থেকে সড়কপথে 24 কিমি এবং জলপথে 5 কিমি। 30 কিমি দূরে **ছাতিয়াবটে** জগন্নাথ মন্দির আছে, এর কাছেই দেখা যায় অমরাবতী কটকের ধ্বংসস্তূপ— এককালে যা ছোট গঙ্গদেবের দুর্গ ছিল। ধনিয়া পাহাড়ের পিছনে অমরাবতী দর্শনীয় স্থান। 125 কিমি দূরে বাস পথে পড়ে **নরাজ**— এককালে বৌদ্ধসংস্কৃতি পীঠ ছিল। এখানে মহানদীর প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম। কটকের 40 কিমি উত্তরে NH 5 এর উপর বন অধ্যুষিত পাহাড় আর বেগবতী নদীর কলতানমুখর **চণ্ডীখোল**-এ বাবা ভৈরবানন্দের আশ্রম যেমন দেখার তেমনি কাছের এক লিঙ্গের পঞ্চমুণ্ড মহাবিনায়ক গণেশও দর্শনযোগ্য। মহানদীর মধ্যে ছোট একটি দ্বীপে (কটক থেকে 35 কিমি) **ধবলেশ্বর** মন্দির ছাড়া বৌদ্ধকেন্দ্র **রত্নগিরি**, **ললিতগিরি**, **উদয়গিরি** (কোনারকের কাছের পর্বত নয়, অন্য) দেখতে কটক থেকে চলুন। এগুলি কটক থেকে যথাক্রমে 70, 55 ও 60 কিমি দূরে। রত্নগিরির তোরণ, বুদ্ধমূর্তি, বিহার গুপ্তোত্তর যুগের শৈলীর অপূর্ব নিদর্শন। পথরাজপুরের পান্থনিবাস-এ 2 টি ঘর আছে ৩৫ করে ভাড়ায়, থাকতে পারেন। OTDC-র **কন্ডাকটেড ট্যুর**— সোমবার ছাড়া 8 00-18 00, ৬৫ মধ্যে ঘুরে আসুন ভুবনেশ্বর, ধৌলী, নন্দনকানন অথবা ৬০, 8 00-20.30 পুরী, সাক্ষীগোপাল, কোনারক, মেরিন ড্রাইভ থেকে।

পারাদ্বীপ সৈকতনগরীটি দেখবার মত জায়গা। বন্দরও। ভুবনেশ্বর বিমানবন্দর 125 কিমি। কটক স্টেশনে নেমে এখানে আসুন 95 কিমি পথ পেরিয়ে। হাওড়া আন্দুল কোলাঘাট - ভদ্রক কটক পারাদ্বীপ, ভুবনেশ্বর-পারাদ্বীপ, কাঠগুড়ি —ভুবনেশ্বর বাস চলছে এখন তখন। OST-র বাস আছে। থাকার জায়গা হোটেল অ্যারিস্ট্রোক্র্যাট (Ph 222091-94), গোল্ডেন অ্যাঙ্কর (Ph 222647), সী ভিউ হোটেল ৭৫, দ্বীপ হোটেল ৪৫ ও ৬০। এছাড়া পোর্ট ট্রাস্টের নেহরু বাংলো ও মধুবন গেস্ট হাউস (রিজা PRO, পোর্ট ট্রাস্ট পারাদ্বীপ) আছে, এখানের মাছ ধরা দেখাও আনন্দের। তবে **সাবধান**, বন্দর এলাকার ছবি তুলবেন না আর পোর্ট দেখতে হলে Chairman, Paradeep Port Trust এর কাছে আগে অনুমতি নিন। বিদেশীরাও মদ্যপানের জন্য অনুমতি নিন।

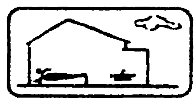
যাজপুর

এই টানেই এই বৈতরণী তীর্থটাও সেরে নিতে পারেন। হাওড়া-চেন্নাই রেলপথের যাজপুর কেওনঝড় রোড স্টেশন থেকে 35 কিমি দূরে। একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম যাজপুর বিরজা ক্ষেত্রে পড়েছিল সতীর নাভি। অন্য পুরাণে বলা হয় এখানে গয়াসুর দেবতাদের জন্য দেহ দান করলে তার নাভি পড়ে এখানে। যযাতিপুর থেকে যাজপুর নাম। এক সময়ে এটি ওড়িশার রাজধানীও ছিল। হিউয়েন সাঙ এর প্রশংসা করে গেছেন। বিরজাদেবীর মন্দিরে দেবীমূর্তি দ্বিভুজা ও সিংহবাহিনী। আসলে তিনি দুর্গাই— তাই এক হাতে শূল ও অন্য হাতে মহিষাসুরের লেজ। দুর্গাপূজার সময় রথযাত্রাও হয়। শ্যামাপূজাতেও খুব ধুম। শহরে প্রচুর শিবমন্দির— অখণ্ডলেশ্বর, অঙ্গেশ্বর, ত্রিলোচনেশ্বর বিখ্যাত। প্রথমটির গায়ে জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের দিগম্বর মূর্তি খোদিত। বিরজা মন্দিরের পাশেই **ব্রহ্মকুণ্ড**। এখানের জগন্নাথ মন্দিরটিকে মূলমন্দির বলে অনেকে দাবি করেন।

রাজা যযাতি বৈতরণী তীরে দশাশ্বমেধ কার্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন বলেও কথিত। বৈতরণীর পাড়ে জগন্নাথ মন্দির ছাড়া দ্রষ্টব্য প্রাচীন কালীমন্দির। নদীর মাঝে দ্বীপের উপর বরাহনাথের মন্দির— চৈতন্যদেব 1510-এ এই মন্দির দেখেন। এর সামনের ঘাটই দশাশ্বমেধ ঘাট। গণপতি মন্দিরের ছোট্ট কুলুঙ্গীর ছোট রাবণমূর্তি অবশ্যই দেখবেন। মাতৃকা মন্দিরে অষ্টমাতৃকার পূজা হয়। এখানে নাকি পাণ্ডবেরা এসেছিলেন। এই নবীগয়া ক্ষেত্রে পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান ও পুণ্যকর্ম পাণ্ডবেরা করেছিলেন। **সূর্যনারায়ণ মন্দির, বাঙ্গ্রাবট** দর্শনীয়।



কেমন করে যাবেন কলকাতা ভুবনেশ্বর রেলপথে যাজপুর রোড স্টেশনে নেমে বাসে করে এখানে আসা যায়। এছাড়া সরাসরি বাস আসছে কলকাতা, ভুবনেশ্বর, কটক বালেশ্বর, কেওনঝড় প্রভৃতি জায়গা থেকে। কলকাতার বাবুঘাট থেকে ওড়িশা ট্রান্সপোর্টের বাস 17 00টায় ছেড়ে সিংপুর যায় যাজপুর হয়ে।



কোথায় থাকবেন OTDC -র লজ বিরজা পান্থশালা (Ph 220029) DAB ১২৫ DAC ৩০০ 5B ২০০ ডর্মি ৪০। এছাড়া PWD IB ও গুটিকয়েক হোটেল আছে। বরাহনাথ মন্দিরের গা-লাগাও যাত্রীনিবাস আছে। ধরমশালাও। তবে এখানে রাত্রিবাস না করলেও চলে। ভদ্রকে হোটেলে থেকেও এখানে ঘুরতে পারেন। বাস আছে।

কপিলাস প্রাচীন শৈবতীর্থ। 2,000 ফুট (620 মিটার) উঁচু পাহাড়ের শিবমন্দিরটির জন্য কৈলাস বলেও পরিচিত এই স্থান। কটক থেকে 66 কিমি, ঢেনকানল থেকে 26 কিমি ও ভুবনেশ্বর থেকে 114 কিমি দূরে। শিবের নাম চন্দ্রশেখর বা শেখরেশ্বর, মন্দির 80 ফুট (25 মিটার) উঁচু। অন্যমূর্তি— গণেশ, কার্তিক, পার্বতী। এই মন্দিরের পূর্বদিকে আছে নারায়ণ ও বিশ্বনাথের ছোট মন্দিরদ্বয়। চারপাশে আছে অনেকগুলি গুহা। পাহাড়ের মাথায় আছে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। পুরী তালচের শাখার ঢেনকানল টাউন স্টেশন থেকে দেওগাঁ স্টেশনে নেমে বাস পথে যেতে হবে। 5 কিমি মোটরপথে গিয়ে পাহাড়। হেঁটে উঠুন। পাহাড়ের নীচে IB (EE, পূর্ত বিভাগ, ঢেনকানল) ও বড় ধরমশালা আছে। আছে OTDC-র পান্থশালা (Ph 06762-284419) DAB ১৭৫ ডর্মি ৪০। সাধারণ হোটেলও পাবেন।

ফুলবনী . ফুলবনী জেলার প্রধান শহর। উপজাতিদের সাংস্কৃতিক জীবন লক্ষ করার মত। পুষ্পশোভিত প্রকৃতিও দেখার মত। এখানে এলে অক্টোবর-জুনের মধ্যে আসুন। প্লেনে এলে 211 কিমি দূরের ভুবনেশ্বর বিমানবন্দরে নামতে হবে— পরে বাসে। ট্রেনে এলে SE Rly-এর বেরহামপুর স্টেশনে নেমে 127 কিমি বাসে। অন্য সব উল্লেখযোগ্য শহর থেকে নিয়মত বাস আসছে-যাচ্ছে। খুর্দা রোড 183 কিমি। শহরে রিক্সা-ট্যাক্সি দুই পাবেন। এসে উঠতে পারেন বাস স্ট্যান্ডের

কাছে গুরু লজ, ভেঙ্কটেশ্বর লজ-এ বা হোটেল হিল ভিউ (Ph 253552), হোটেল রাজকমল (Ph 253467), গুরু লজ (Ph 253835), লক্ষ্মী লজ (Ph 253502), ভেঙ্কটেশ্বর লজ (Ph 253874) প্রভৃতি। এছাড়া আছে PWD IB, CH, NAC GH প্রভৃতি। বেরহামপুর থেকেও এখানে ঘুরে যেতে পারেন (দ্র **বেরহামপুর**)। যদি শীতে আসেন প্রচুর গরম জামাকাপড় আনবেন—বড্ড শীত পড়ে। শীতকালে এলে পলাশগুদায় মকরযাত্রা, বলসিংহে চূড়াখই, কেরুডিতে কালীপূর্ণিমা যাত্রা, পুরাণ কটকে দশেরা, বালিগুদায় কার্তিক পূর্ণিমা উৎসব দেখে নিতে পারবেন ফুলবনীর আশেপাশে। এছাড়া **বালসকুম্পায়** (18 কিমি) বরলাদেবীর মন্দির। **পদ্মাতলায়** (37 কিমি) পুকুরে সন্ধ্যাবেলায় বন্যজন্তুদের অদ্ভুত দর্শন। **পুরাণ কটকে** (40 কিমি) ভৈরবীদেবীর মন্দির, **পুতুদিতে** (15 কিমি) জলপ্রপাতের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন। আর **বৌধ** (70 কিমি) গিয়ে বিশাল বুদ্ধের পদ্মাসন মূর্তি সহ বৌদ্ধ সংস্কৃতি ছাড়া রামেশ্বর, চন্দ্রবুল গোপালজিউ মাতঙ্গেশ্বরী ও হনুমান মন্দির দেখে আসতে পারেন। বেরহামপুর, ভুবনেশ্বর, সম্বলপুর থেকে বাস আসছে এখানে। প্রয়োজন হলে থেকে যেতে পারেন এখানের পান্থনিবাস, হোটেল সশীকা, রাজশ্রী হোটেল, মিশ্র লজ, রঞ্জন হোটেল বা আনন্দভবনে ৬৫-৮৫ টাকার মধ্যে। ফুলবনী থেকে পুতুদি বাস থেকে নেমে 5 কিমি, পদ্মাতলা পুরাণ কটক স্টপ থেকে 17 কিমি। তবে যাতায়াতের জন্য নিজেদেরই গাড়ির ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

ডারিংবাড়ি ওড়িশার একমাত্র জায়গা যেখানে শীতকালে বরফ পড়ে। ফুলবনী থেকে দূরত্ব 135 কিমি। বাস আসতে সময় নেয় ঘণ্টাসাতেক। বেরহামপুর থেকেও সরাসরি ডারিংবাড়ি আসার বাস পাবেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় চারহাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই জায়গাটি গ্রীষ্মে বড়ই মনোরম। আর সেই কারণেই গাছের ছায়ায়, পাহাড়ের কোলের এই সবুজ উপত্যকাটি গ্রীষ্মাবাস হিসেবে এককথায় অসাধারণ। এই নির্জন উপত্যকাটিতে থাকার জন্য হোটেল পাবেন না। তবে রয়েছে এনজিও পরিচালিত Jagruti Guest House বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ Secretary Jagruti PO Daring-badi Dt Kandhamal Orissa। PWD IB, বিজ্ঞা EF, PWD PO Baliguda Dt Phulbani এছাড়া Forest Bunglow-তেও থাকার জায়গা আছে।

কেওনঝড় কেওনঝড় জেলার প্রধান শহর। আসার সেরা সময় অক্টোবর-মার্চ। ভুবনেশ্বর থেকে 235 কিমি দূরের এই স্থানে রেলে এলে নামতে হবে 114 কিমি দূরের যাজপুর কেওনঝড় রোড স্টেশনে (SE Rly)। সড়কপথে ORTC-র বাসে সকাল 6.30টায় শহিদ মিনার থেকে চড়ে রাত 9.00টায় আসুন। এছাড়া ভুবনেশ্বর, যাজপুর-কেওনঝড় রোড রেল স্টেশন থেকেও নিয়মিত বাস পাবেন। শহরে পাবেন সাইকেল রিক্সা।

এসে উঠুন চাওয়াদা লজ S ৬০-১০০, D ৫০-৯০, কেওনঝ. লজ ৫০-১০০, মিনি লজ ৬০-১০০, লাবণ্য লজ ৬৫-১২০, হোটেল বড়াল ৬৫-১২৫। এছাড়া সরকারি সার্কিট হাউস (বিজ্ঞা কালেক্টর), PWD IB (EE Keonjhar) ও NH IB (EE NH, Keonjhar) আছে। খোদ কেওনঝড়ে দেখুন বিষ্ণু জগন্নাথ মন্দির আর একটু আশেপাশে সিদ্ধ জগন্নাথ, সিদ্ধকালী আর পঞ্চবটী চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1575 ফুট (490 মিটার) উঁচু পাহাড় আর পাহাড়ে ঘেরা ছোট শহরটির **গোনাসিকা** পাহাড়েই বৈতরণী নদীর উৎস। চলুন না বৈতরণীর উৎস সন্ধানে। গোরুর নাকের মত উৎসস্থলটি দেখে আসি অজস্র উপঢৌকা, বৃক্ষ নানারঙের পাহাড়ের বৈতরণী নদীর ধারে ব্রহ্মেশ্বর মহাদেবের মন্দির দেখাও চমৎকার। উৎস থেকে একটু দূরে গেলে দেখবেন নদীটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছে গো-নাসার মত দেখাতে এক পাথরের নীচে। সেজন্য এর নাম গুপ্তগঙ্গা। কেওনঝড় থেকে 45 কিমি পথে এখানে থাকতে হবে। কেওনঝড় থেকে বাসে চলে আসুন কতারবেড়া 23 কিমি। পরে 7 কিমি এসে চলুন দেখে আসি সীতাবিঞ্জিতে আধখোলা ছাতার মত পাথর **রাবণছায়ায়** প্যাটান যেসকো চিত্র। 500 ফুট (155 মিটার) জলপ্রপাত যদি আপনাকে আকর্ষণ করে তবে আসুন শুকনো সময়ে জিপে চড়ে 40 কিমি দূরের **খণ্ডধর**-এ। আর 100 ফুট (31 মিটার) উঁচু জলপ্রপাতেই যদি মন ভরে যায় তবে মাত্র 5 কিমি দূরের **সঙ্ঘাগড়ে** ঘুরে আসতে পারেন। একটু বেশি উঁচু, 200 ফুট (62 মিটার), জলপ্রপাত পাবেন 10 কিমি দূরের **বধঘ গড়ে**। পিকনিকও করুন এখানে। এছাড়া 70 কিমি দূরে ঠাকুরানী পাহাড়ের মুর্গা মহাদেব আর কুশাই নদীর তীরে আনন্দপুরের কাছে কোশলেশ্বর মন্দির। আবলোকিতেশ্বরের মূর্তি আর পাথর বাঁধানো নদীতটে ঘুরে বেড়ানো মন্দ নয়।

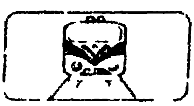
সম্বলপুর

সবুজ বনানী, বিচিত্র বন্যপ্রাণী, উচ্ছল জলপ্রপাত ও

উপজাতিসমূহের অনন্য সংস্কৃতি ক্ষেত্র সম্বলপুরের কথা সুদূর দ্বিতীয় শতকে ঐতিহাসিক টলেমি 'সম্বলক' নামে উল্লেখ করে গেছেন। বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা ইন্দ্রভূতির কথা ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাউরকেল্লা থেকে 125 মাইল (200 কিমি) দক্ষিণ পশ্চিমে শিল্পনগর সম্বলপুরে যেতে যে আদিবাসী গ্রামের মধ্য দিয়ে কক্ষপথে। তসর, সিল্ক ও বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত এই শহরে একবার ঘুরে যান।

কখন যাবেন সম্বলপুরে সারা বছরের যে কোনো সময়েই যেতে পারেন। তবে ভাল সময় হল অক্টোবর এপ্রিলের মধ্যে কোনো সময়ে। শীতে এলে গরম পোশাক আনতে ভুলবেন না।

কী দেখবেন এখানে দেখার মত হল সম্বলেশ্বরী, পাটনেশ্বরী, মন্দির ছাড়া বুদ্ধরাজা, ব্রহ্মপুরা এবং [illegible] মন্দির।



কেমন করে যাবেন বিমানবন্দর ভুবনেশ্বর 321 কিমি দূর [illegible] হাওড়া [illegible] এখানে [illegible] সম্বলপুর [illegible] স্টেশন, ঝাড়সুগুদা বা টাটা থেকে সোজা। [illegible] কলকাতা থেকে সরাসরি ইস্পাত (সম্বলপুর) এক্সপ্রেস 6.50 হাওড়া ছেড়ে 18.00 সম্বলপুর, [illegible] 10 [illegible] এক্সপ্রেস সম্বলপুর পৌঁছচ্ছে পরদিন 10 টা। সড়কপথে প্রচুর বাস ছোটাছুটি করছে রাজ্যের প্রধান শহরগুলি [illegible] এবং রায়পুর, রাঁচি বা সরঙ্গ থেকে। শহরে পাবেন অগণ্য সাইকেল রিক্সা।



কোথায় উঠবেন এখানে থাকার জায়গা অনেক। পান্থনিবাস (Ph 2521482) DAB ডিলাক্স ৪৫০, ৫৭৫, DAC ৩৭৫ ৬২০, NAC ২৫০ ৩০০ DAC ২৫০ ৩০০ অশোকা হোটেল (Ph 2521010) S (30) ৬৫ ৯৫ D (10) ৬০ ৯৫, নটরাজ হোটেল (Ph 2520 456) S (30) ৭০ ৯৫ D (14) ১২৫ ডর্মি শয্যাপিছু ৪৫, হোটেল অপ্সরা (Ph 2521366), হোটেল সুজাতা (Ph 2400403), হোটেল ত্রিবেণী (Ph 2403024), হোটেল লি-এন জা (Ph 2521301), নিউ বোম্বে লজ (Ph 2410422), চন্দ্রমণি লজ (Ph 2521440), S (31) ৯০-১২৫ D (2) ১৪০-১৯০। এছাড়া আছে PWD IB (EE, Sambalpur)— এখানে চার্জ সামান্য, খানসামা পাবেন। এখানকার কালাকাঁদ মিষ্টি অবশ্যই খাবেন। সিনেমাগৃহ— অশোক টকিজ, গেইটি টকিজ, লক্ষ্মী টকিজ। সম্বলপুর রেলস্টেশনে নেমে ট্যুরিস্ট কাউন্টারে সব খোঁজখবর পাবেন।

কনডাকটেড ট্যুর

সম্বলপুর থেকে আশেপাশের জায়গা ঘুরিয়ে আনার জন্য OTDC তিনটি ট্যুরের ব্যবস্থা রেখেছেন। রবিবার বাদে প্রতিদিন বেলা 1.00 টায় ছেড়ে ট্যুরিস্ট কোচ দেখিয়ে নিয়ে আসে এশিয়ার বৃহত্তম **হীরাকুদ বাঁধ** ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল। ফেরে সন্ধে 6.00টায়। ভাড়া মাথাপিছু ৬০। প্রত্যেক শনিবার সন্ধে 7.00 টায় ছেড়ে নিয়ে যাচ্ছে **উষাকোঠী অভয়ারণ্য**। ফেরা রাত্রি 1.00 টা। 6 ঘণ্টার গা ছমছম করা সফরের খরচ, মাথাপিছু ৭২। রবিবার সকাল 7.00টায় ছেড়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রাচীন তীর্থ **নৃসিংহনাথ মন্দির**. এটি গন্ধমাদন পর্বতে অবস্থিত। ফেরা রাত 8.00টায়। ভাড়া মাথাপিছু ৭২ মাত্র।

আর কী দেখবেন দেখার অনেক জায়গা আছে। **হীরাকুদ বাঁধ** মধ্যপ্রদেশের রায়পুর থেকে জাত হয়ে 450 কিমি দীর্ঘ মহানদীর [illegible] ওড়িশা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সম্বলপুর জেলায় প্রধানতঃ আরো কয়েকটি শাখানদী [illegible] অঞ্চলে এসে পড়ে প্রতিবারে প্লাবন সৃষ্টি করে প্রভূত ক্ষতিসাধন করত। তাই প্লাবন রোধ করতে, জলসেচ [illegible], বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতির উদ্দেশে, মহানদীর উপর হীরাকুদ বাঁধের পরিকল্পনা করা হয়। এর নাম যেখানে হীরা পাওয়া যেত সেই হীরাকুদে এই বাঁধের সূত্রপাত 1948-এ এবং সমাপ্তি 1957-এ। 4 800 মিটার দীর্ঘ, 49 মি উচ্চ এবং 810 কোটি ঘনমিটার জলধারণ শক্তিসম্পন্ন এই বাঁধ বিশ্বের দীর্ঘতম খরচ হয়েছে 26.78 কোটি টাকা। ওড়িশার অর্থনীতিতে নতুন প্রাণদাতা এই বাঁধ সম্পূর্ণ ভারতীয় কারিগরিতে নির্মিত। বাঁধের উদ্বোধক তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এর নাম দিয়েছিলেন তীর্থযাত্রা। বুরলাতে এর অফিস।

সমুদ্রপৃষ্ঠের 155 মি উচ্চ এখানে আসতে হলে অক্টোবর-এপ্রিলের মধ্যে আসুন। সপ্তাহে তিনদিন **বিমান** নামছে কলকাতা থেকে রাউরকেল্লায় জামসেদপুর হয়ে। রাউরকেল্লার দূরত্ব এখান থেকে 211 কিমি। এছাড়া 12 কিমি দূরে হীরাকুদ ও 72 কিমি দূরে ঝাড়সুগুদাতেও আছে দুটি ছোট বিমান অবতরণক্ষেত্র।

রেলপথ কাছের রেলস্টেশন সম্বলপুর 16 কিমি দূরে। ঝাড়সুগুদা থেকে তিতলাগড় শাখালাইনের ট্রেনে চড়েও এখানে আসতে পারেন। ঝাড়সুগুদা থেকে ট্রেন

পাবেন 5 10, 8 35, 9 20, 10 50, 12 45, 16 35, 17 30, 20 35 ও 22 50 এ। ঝাড়সুগুদা SE Rly র কলকাতা মুম্বাই শাখার স্টেশন।

সড়কপথে হীরাকুদ থেকে বেরহামপুর 494 কিমি ভুবনেশ্বর 328 কিমি, কলকাতা 621 কিমি ঝাড়সুগুদা 72 কিমি, রাউরকেল্লা 211 কিমি এবং সম্বলপুর মাত্র 16 কিমি। এখানে আসার জন্য বাস পাবেন সম্বলপুর, বুরলা আর চিপলিমা থেকে। OTDC ছাড়া অন্য বাসও চলছে। প্রজেক্টের নিজেদেরই জিপ আছে— Information Officer, Hirakud Dam Project-কে আগেভাগে জানিয়ে রিজার্ভ করে রাখুন। Dam-এ জলবিহার করতে চাইলেও Chief Engineer of the Project কে লিখতে হবে মোটরবোট সংরক্ষণের জন্য। **সাবধান** বাঁধের ছবি তুলবেন না। বাঁধ দেখার জন্যও অনুমতি চেয়ে রাখবেন। এখানে আসতে ভুলেও হীরাকুদ রেলস্টেশনে নামবেন না, দুর্গতির একশেষ হবেন। সম্বলপুরের কোনো হোটেলে (দ্র সম্বলপুর) উঠে সেখান থেকে আসাই ঠিক হবে। অথবা বুরলা অশোক যাত্রীনিবাস থেকে। এখানে একটি প্রথম শ্রেণীর রেস্ট হাউস আছে। অবশ্য একটি মুসাফিরখানা আছে হীরাকুদে (রিজা Chief Engr, Hirakud Dam Project, Burla, Ph Burla 1), IB আছে বুরলাতে।

হীরাকুদে এসে আপনি দেখুন অ্যালুমিনিয়ম সেন্টার, অ্যালুমিনিয়ম ইন্ডাস্ট্রিজ, মূল বাঁধ (পৃথিবীর 14টি বৃহৎ বাঁধের অন্যতম), ক্যানেল, পাওয়ার হাউস বরফ কারখানা, বুরলায় – জহর মিনার ও হীরাকুদে গান্ধি মিনার। এই দুটি মিনার থেকে বাধ এবং জলাধারের সম্পূর্ণ দৃশ্য দেখা যায়। 35 কিমি দূরের **চিপলিমা** পাওয়ার প্রজেক্টটাও সম্বলপুর থেকে বাসে চড়ে একবার ঘুরে আসুন। মহানদী এখানে 24 39 মি উঁচু থেকে ঝরে পড়ে জলবিদ্যুৎ তৈরি করে চলেছে। চারপাশে ধীবরদের বাস। দেখে আসুন NH 6-এর উপর সম্বলপুর থেকে 46 কিমি দূরে বাসে চড়ে **উষাকোঠীর** কাছে বাদরামার বন্যজন্তুর আবাসভূমিকেও। এই সংরক্ষিত অরণ্যে হাতি, বাঘ, গৌর, সম্বর, কালোচিতা, হরিণ আর বন্যশূকর দেখে মন ভরে যাবে ওয়াচ টাওয়ারে উঠে। DFO Badrama, Dt Sambalpur-এর অধীনে একটা রেস্ট হাউসও আছে। ঘুরে আসুন সম্বলপুর থেকে 164 কিমি দূরে গন্ধমর্দন পাহাড়ের উপর প্রাচীনতীর্থ **নৃকসিংহনাথে** (নৃসিংহনাথ)।

নৃকসিংহনাথ · অতি প্রাচীন তীর্থ। প্রতি বছর মে মাসে নৃকসিংহনাথ মেলা বসে। এই পাহাড়ের অপর ঢালে আছে বিখ্যাত হরিশঙ্কর মন্দির ও একটি জলপ্রপাত। গন্ধমর্দন পর্বতের সঙ্গে রামায়ণের স্মৃতি জড়িত। হিউয়েন সাঙ জায়গাটিকে Po-lo-mo-lo-ki-li বা পরিমলগিরি বলে চিহ্নিত করে গেছেন। পর্বতের চূড়ায় প্রায় 10 মাইল ব্যাপী উপত্যকায় প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ আবার হরপ্পা সময়ের বলে কেউ কেউ মনে করেন। পাহাড়টি নানা ওষধি গাছে পরিপূর্ণ। গ্রীষ্মকালে দারুণ আরামের জায়গা। দেবতার মূর্তি সিংহের মস্তক ও বিড়ালের দেহের, তাই নাম **মার্জার কেশরী বিষ্ণু**। মন্দিরের ভাস্কর্য, কষ্টিপাথরের দেবমূর্তি, পাথরের দরজা ও অন্যত্র দুর্গা, গণেশ প্রভৃতি যেমন আকর্ষণ করে তেমনি ভক্ত এখানের পাপহরণ নালায় স্নান করে পাপমুক্ত হন বলে বিশ্বাস করেন। এখানের ঝরনার মনোহারিত্ব অতুলনীয়। সামনের ঘাটের নাম পঞ্চপাণ্ডবের ঘাট। OTDC র পান্থশালা য ট্যুরিস্টরা থাকতে পারেন, রিজার্ভেশনের জন্য লিখুন ম্যানেজারকে (Panthashala, Nurusimhanath, PO Paikamal, Dt Sambalpur-768039) অথবা ফোন করুন 272436-এ।

এই ফাঁকে ঘুরে আসতে পারেন 32 কিমি দূরের শিবালয় হুমাতে সম্বলপুর থেকে বাসে চড়ে। এই মন্দিরটি ওড়িশার একমাত্র হেলানো মন্দির। মাছ ভরতি মহানদী প্রায় পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। মাছ ধরতে গেলে কিন্তু পাবেন না। লোকে বলে বিমলেশ্বর প্রভুর চেলা বলে ওদের ধরা যায় না। সামান্য পয়সা দিয়ে নদীতে নৌবিহারের সুযোগ আছে দেশী নৌকায়। ঘুরে আসুন ঝাড়সুগুদা রেলস্টেশন থেকে 26 কিমি পশ্চিমে শিলালিপিসহ গুহাগ্রাম **বিক্রমখোলে**। সম্বলপুর থেকে ঝাড়সুগুদা হয়ে বাসে 88 কিমি। **প্রধানপতের** পাহাড়, জলপ্রপাত যদি টানে তবে NH 6 ধরে সম্বলপুর থেকে 96 কিমি পথে দেওঘর এসে এখানে আসুন। পথে দেওঘরে দেখুন গোপীনাথ, জগন্নাথ ও গোকর্ণেশ্বরের মন্দির। তারপর এখানে এসে বসন্তনিবাস বা ললিতবসন্ত নামে দুটি সুন্দর গেস্ট হাউসের যে কোনো একটিতে উঠে এখানের সৌন্দর্য উপভোগ করুন।

ভিতরকণিকা

বৈতরণী আর ব্রাহ্মণী নদীর সঙ্গমে এশিয়ার অন্যতম সেরা এই ম্যানগ্রোভ অরণ্যটি অবস্থিত। এখানে রয়েছে 367 বর্গকিমি এলাকা নিয়ে একটি জাতীয় উদ্যান আর কাছেই কুমির প্রকল্প। সুন্দরী, রাইন, হেঁতালে ছাওয়া এই

জঙ্গলে দেখা পাবেন সোনাজঙঘা, সাদা কাক, সাদা কাস্তেচোরা ছাড়াও অজস্র জানা-অজানা পাখ-পাখালির। দেখা পাবেন চিতল হরিণের। কচি ঘাসের লোভে ওরা প্রায়শই বাংলোর সামনে ভিড় জমায়। এখানের কুমির প্রকল্পে বিশ্বের একমাত্র সাদা কুমিরটি আছে। শীতকালে এখানে নানা দেশ থেকে আসা পাখির মেলা বসে। আর আসে সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রশান্ত মহাসাগর বেয়ে একধরনের সবুজ রঙের কচ্ছপ, গহিরমাতা দ্বীপের একাকুলায় ডিম পাড়তে। সাধারণত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে আসে, থাকে দিন পনেব।

এখানে আসতে হলে কলকাতা থেকে হাওড়া-ভুবনেশ্বর-চেন্নাই রেলপথের ভদ্রক স্টেশনে নামতে হবে। ট্রেন আছে হাওড়া-ভদ্রক প্যাসেঞ্জার 14.30 ছেড়ে পৌঁছয় 22.30। আর 6.00 ছেড়ে ধৌলী এক্সপ্রেস 10.40. 11.00 ইস্টকোস্ট এক্সপ্রেস 16.30 তো আছেই। খড়্গপুর-যাজপুর প্যাসেঞ্জার করেও খড়্গপুর থেকে এখানে আসতে পারেন। খড়্গপুর ছাড়ে 15.35, ভদ্রক পৌঁছে 20.35- এ। এ তো গেল ট্রেনের কথা। ট্রেন থেকে ভদ্রকে তো নামলেন। এবারে রিক্সা করে বাস স্ট্যান্ডে এসে চড়তে হবে ট্রেকার অথবা বাসে চাঁদবালি পৌঁছনোর জন্য। দূরত্ব 50 কিমি। সময় লাগবে ঘণ্টাদুয়েক। চাঁদবালি থেকে নৌকা বা বন বিভাগের লঞ্চে চেপে নলতাপেটিয়ার ঘাট। ঘাট থেকে 4 কিমি দূরত্বে ডাংমল। হেঁটে বা রিক্সা ভ্যানে করে আসতে পারেন। এই ডাংমলেই রয়েছে ফরেস্ট বাংলো (রিজা : DFO চাঁদবালি, বালেশ্বর, বা DFO রাজনগর, কেন্দ্রাপারা (Ph . 272460)। DAB ১১০, ডর্মি বেড পাওয়া যায়। এছাড়া গহিরমাতা দ্বীপে কিছুটা ভেতরে আছে একাকুলা ফরেস্ট RH। এখানে দুটি ঘর আছে। গুপ্তি গ্রামে আছে FRH ও সেচদপ্তরের IB। তবে খাবারের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। সেজন্য চাঁদবালি থেকে খাবারদাবার (রেশন) সঙ্গে নিয়ে নেওয়া দরকার।

চাঁদবালিতে আছে Aranyanivas। এর বুকিং কলকাতায় ওড়িশা পর্যটনের অফিস থেকে (55 Lenin Sarani, Kol 13, Ph 22443653) করা যায়। DAB ১৫০, ডর্মি ৫০।

রাউরকেল্লা

ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে অধিষ্ঠিত রাউরকেল্লা একটি উন্নত শিল্পনগরী। স্বাধীন ভারতের তিন প্রধান ও প্রথম ইস্পাত প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম এই লৌহনগরীর পত্তন হয় 15 আগস্ট 1953। অন্য দুটি হল ভিলাই ও দুর্গাপুর। তবে অন্য দুটি থেকে এর বৈশিষ্ট্য হল এর LD পদ্ধতি। 1855-য় এই পদ্ধতির আবিষ্কারক হেনরি বেসামার অক্সিজেনের প্রাচুর্যের অভাবে যাকে রূপ দিতে পারেননি, অস্ট্রিয়ার দুই শিল্পশহর Leriz ও Doreu তা রূপ দেয় বলে শহরদুটির আদ্যাক্ষর নিয়ে এই পদ্ধতির নামকরণ হয়েছে। এতে কম মূলধনে ও কম পরিচালন ব্যয়ে প্রভূত উৎপাদন সীমিত জায়গায় সম্ভব হয়েছে খোলা চুল্লীর ব্যয়ের তুলনায়। এখানে মুখ্যত পাতজাতীয় জিনিস— প্লেট, টিন, শীট ইত্যাদি তৈরি হয়। তাছাড়া উপজাত দ্রব্যের ব্যবহারও এখানে সর্বাধিক। একটা নিচু গিরিশ্রেণীর একদিকে এই শিল্পনগরী স্থাপিত। এর জল আসে কোয়েল, শঙ্খ আর ব্রাহ্মণী নদী থেকে। কাছেই লৌহখনি ও চুনাপাথরের অঞ্চল। এখানে জাহাজ ও মোটরগাড়ির জন্য বিশেষ লৌহ-উৎপন্ন নির্মাণের জন্য ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে জার্মানির বিখ্যাত ক্রুপ ও ডিমাগ কোম্পানি এই কারখানা নির্মাণ করেন। 1962-তে একটি সার কারখানাও হয়েছে। স্থানীয় আদিবাসীদের এখানে কর্মসংস্থান হয়েছে। বস্তুত সমগ্র সুন্দরগড় জেলার উন্নতির এটিই প্রাণকেন্দ্র।

কেমন করে যাবেন রাউলকেল্লায় একটি বিমানবন্দর আছে। IA-র এখানের ঠিকানা : Hill View, Rourkela-1. AIR INDIA-Secter-3, Rourkella 2; Lufthansa, Sector-6, Rourkella-3, Swiss Air, Rourkela-2. **রেল** : হাওড়া-মুম্বাই (ভায়া নাগপুর) রেলপথে রাউরকেল্লা স্টেশন। হাওড়া থেকে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস 18 00 ছেড়ে, ইস্পাত (সম্বলপুর) এক্সপ্রেস 6.10 ছেড়ে, হাওড়া-কোরাপুট এক্সপ্রেস 21.00 ছেড়ে, গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস 13.45 ছেড়ে, মুম্বাই মেল 20.15 ছেড়ে, আমেদাবাদ এক্সপ্রেস 22.25 ছেড়ে, 415 কিমি দূরের রাউরকেল্লা স্টেশন হয়ে যাচ্ছে। সময় নেয় সাড়ে সাত থেকে নয় ঘণ্টার মতো। এখান থেকে মুম্বাই-এর দূরত্ব 1960 কিমি। এছাড়া খড়গপুর, ঝাড়সুগুদা, বোকারো, চেন্নাই, সম্বলপুর, পুরীর সঙ্গে সোজা ট্রেনে যোগাযোগ আছে।

সড়ক : রাউরকেল্লা থেকে কলকাতা 859 কিমি, রাঁচি 264 কিমি, ভিলাই 475 কিমি। OSTC-র বাস যাচ্ছে নিয়মিত কটক, বেরহামপুর, রাঁচি, কেওনঝড় থেকে। গ্রুপে গেলে বাস পাবার জন্য যোগাযোগ করুন—ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজার, রাউরকেল্লা 2-এর সঙ্গে।

কোথায় উঠবেন : হোটেল চন্দ্রলোক, মেইন রোড-1 (Ph : 2510622) S (15) ১২৫ D (20) ২০০ DAC ৩৫০ ; অপ্সরা হোটেল, নিউ স্টেশন রোড-11 (Ph : 2510286); S (18) ১০০ D (24) ২৫০ DAC ৩৫০ ; ডিলাক্স হোটেল (Ph : 2510351); S(12) ১২৫-২০০ D (14) ১৫০-২২৫ ; রাজমহল হোটেল S (16) ১২৫ D (7) ১৮০ AC ৩৫০-৪৫০ ; বাঙালির সোলান হোটেল, নিউ স্টেশন রোড (Ph : 2500600) S (13) ১০০ D (24) ১৫০-২২৫ AC ৩৫০; হোটেল অজন্তা, বিসরা রোড (Ph : 2522843); S (12) ৭০-৯৫, D (11) ১০০-১৭৫, হোটেল ব্লুস্টার S (7) ৭৫ D (8) ৯৫-১২৫, ডর্মি শয্যাপ্রতি ৩৫; ওল্ড স্টেশন রোডে নটরাজ S (8) ৭৫ D (5) ১২০; হোটেল প্যারাডাইস ১০০-১৫০, Sector 19-এ রাউরকেল্লা হাউস (স্টিল অথরিটি) SAC ৬২৫ DAC ৮৫০ খাবার সমেত; Sector 4-এ অতিথিভবনে কেবল প্রাতরাশসহ, DAC ৬০০-৮৫০। বিজ্ঞ : PRO, Rourkella Steel Plant, Rourkella-769011। এ ছাড়া দামী হোটেল ময়ূর রেসিডেন্সি, হোটেল রাধিকা, ত্রিদেব ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতিও আছে। আছে PWD IB (EE, Rourkella)। সুন্দরগড় কালেক্টরের অধীনে **সার্কিট হাউস**। **ধরমশালাও** আছে ডেলি মার্কেটে লক্ষ্মীনারায়ণ ধরমশালা ও সর্বজনিক ধর্মশালা আর বাসস্ট্যান্ডে অমর ভবন। ক্লাবে যেতে চান চলুন রাউরকেল্লা ক্লাব (Sec.-2), পানপোশ-এ ব্রাহ্মণী ক্লাব।

কী দেখবেন : রাউরকেল্লা স্টিল প্ল্যান্ট দেখতে বিশেষ অনুমতি নিতে হবে PRO, স্টিল প্ল্যান্টের কাছ থেকে। বিদেশীদের কেন্দ্রীয় বিদেশ দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে। দেখতে পারেন অবশ্য 6 লক্ষ টন নাইট্রো সার উৎপাদনক্ষম **ফার্টিলাইজার প্ল্যান্টটি**। আর চোখ জুড়িয়ে যাবে 28 একর জমি-জোড়া ইন্দিরা পার্কে। এখানে অবজারভেশন টাওয়ার, হ্রদ, শিশুউদ্যান, রেলওয়ে মুঘল উদ্যান, গ্রীন হাউস, রোজ গার্ডেন দেখতে খুবই ভাল লাগবে।

আর কী দেখবেন : চলুন **বেদব্যাস মন্দিরে**। লোকে বলে এখানেই নাকি ব্যাসদেব মহাভারত লেখেন। ব্রাহ্মণী নদীর জলে পড়ছে পাহাড় আর তার উপরের মন্দিরের ছায়া। পুরনো শিবমন্দির। উপরের গুহাটিতে নাকি ব্যাসদেব থাকতেন। এখান থেকে নেমে গুরুকুল বৈদিক আশ্রমে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়। শিবরাত্রিতে বসে 20 দিনব্যাপী বড় মেলা। রাউরকেল্লা থেকে 12 ও পানপোশ থেকে 5 কিমি দূরে বাস বা রিক্সা যায়। এখানে কোনো বাসস্থান নেই, রাউরকেল্লা থেকেই যেতে হয়। ঘুরে আসুন শঙ্খনদীর উপর **মণীন্দ্র বাঁধ**-এর উপর দিয়ে 32 কিমি দূরে। পিকনিকও করুন। Dam কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আগে থেকে ব্যবস্থা করে হ্রদে নৌকো চড়ুন। আর ছোট্ট এক Forest House -এ উঠে জলপ্রপাতের ধারে পিকনিক করার ইচ্ছে থাকলে চলুন বনাইগড় হয়ে 114 কিমি দূরের 244 মি উঁচু থেকে পড়া **খণ্ডধর** জলপ্রপাতে। প্রত্নতত্ত্বে আগ্রহ থাকলে চলুন তান্ত্রিক উপাসনার ক্ষেত্র **জুনাগড়**-এর প্রাচীন গুহাগুলিতে। রাউরকেল্লা থেকে 180, হেমাগিরি থেকে 4 এবং কণিকা থেকে 15 কিমি দূরে। **খোগড়**-এর জলভূমির দুটি আকর্ষণ— পিকনিক এবং কালো গ্রানাইট এবং কালো গ্রানাইট পাথরের শিব। টানছে? চলুন 27 কিমি বাস বা রিক্সায়।

ভবানীপাটনা কালাহান্ডি জেলার প্রধান শহরে আসুন কেসিঙ্গা বেলস্টেশনে (35 কিমি) নেমে বা ভুবনেশ্বর (418 কিমি) বেরহামপুর থেকে বাসে চড়ে। এখানে অশোক লজ, বোম্বে লজ, হোটেল অপ্সরা, পুষ্প লজ, রবি লজ, হোয়াইট হাউস প্রভৃতি হোটেলে চার্জ বেশ কম, ৭০ ১০০ মধ্যে। এদের কোন একটিতে উঠে ঘুরে আসতে পারেন জলপ্রপাতের জলবিন্দুতে অবিরত গড়ে ওঠা রামধনু রঙ **ফুরলি-ঝারন** জলপ্রপাতে ভবানীপাটনা থেকে বাসে চড়ে 15 কিমি দূরে। এখানে থেকেও **জুনাগড়ে** যেতে পারেন 26 কিমি ভবানীপাটনা-জেপুর বাসে চড়ে সতীস্থান দেখতে। এখানের সতী স্তম্ভগুলি বাস্তবিকই গবেষণার বিষয়। ঐতিহাসিক আসুগড় দুর্গটি মাত্র 35 কিমি দূরে। বন্যপ্রাণী দেখতে যান ভবানী পাটনা-রামপুর রোডের বাসে চড়ে 32 কিমি দূরের **কারলাপত**-এ। 67 কিমি দূরের **বেলাখণ্ডি**-তে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখতে পাবেন। মানিকেশ্বরীর মন্দির, খাণ্ডুয়ালা জলপ্রপাত মন ভরিয়ে দেবে। চিতা বাঘ, সম্বর দেখতে পাবেন ভবানীপাটনা জেপুর বাসে চড়ে 77 কিমি দূরে আমপানিতেও।

রানীপুর-ঝরিয়াল : বলঙ্গীর জেলার দর্শনীয় স্থান। SE Rly-এর বলঙ্গীর স্টেশনে নেমে অথবা ভুবনেশ্বর, সম্বলপুর, পুরী, রায়পুর থেকে আসা বাসে বলঙ্গীরে নেমে এখানে আসুন 127 কিমি পথ বাস বা ট্যাক্সিতে এসে। পুরাণে এরই নাম 'সোমতীর্থ'। শৈব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও তন্ত্রধর্মের মিলন স্থল এখানে দেখুন রাজারানী মন্দির, যোগিনী মন্দির ও সোমেশ্বর মন্দির। আর **ইন্দ্রলথ**-এর ইষ্টক-নির্মিত মন্দিরটি তো ওড়িশার সর্বোচ্চ ইষ্টক মন্দির। একটা কথা—বাস এখান পর্যন্ত আসে না। **বলঙ্গীর**-এ

বলঙ্গীব লজ, গীতা লজ, হলিডে ইন, হোটেল নিউ প্যারাডাইস (Ph : 22627); অশোপ হোটেল (Ph : 22744); হোটেল ওল্ড প্যারাডাইস (Ph : 22735); হোটেল তারা (Ph : 22380); প্রভৃতিতে ৫০-৭৫-র মধ্যে জায়গা পেয়ে যাবেন। এখান থেকে **সোনপুর** (48 কিমি), **চড়িদা** (82 কিমি), দেখে **পাপক্ষয় ঘাট** (77 কিমি) আসতে পারেন। এখানের মহানদীতে স্নানে সব পাপ নাকি ক্ষয় হয়ে যায়।

জোরান্ডা : ঢেন্‌কানল জেলার শূন্যবাদীদের পবিত্রতীর্থ। ধর্মমতের প্রবর্তক মহিমা গোস্বামীর প্রায় 100 ফুট (31 মিটার) উঁচু সমাধি মন্দির ছাড়া শূন্য মন্দির, ধুনি মন্দির দেখুন। মাঘী পূর্ণিমায় এলে দেখবেন বিশাল মেলা। তালচের-পুরী ব্রাঞ্চ লাইনে জোরান্ডা রোড স্টেশনে নেমে রিক্সা বা ঢেন্‌কানল থেকে বাসে (24 কিমি) আসুন। বিশ্রামভবন বা ধরমশালায় উঠুন। পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসকালে যেখানে কাটিয়েছিলেন বলা হয় সেই **সপ্তশয্যায়** ঘুরে আসুন বাসে চড়ে 11 কিমি দূরে। সপ্তর্ষি মন্দির, রঘুনাথ মন্দির দেখুন রামনবমীর সময় (মার্চ-এপ্রিল)। ছোট্ট একটা ঝরনাও পাশ দিয়ে কুলুকুলু করে বয়ে যাচ্ছে।

কোরাপুট : ওড়িশার বৃহত্তম জেলা কোরাপুট এবং জেলা শহরের নামও কোরাপুট। ওড়িশার এই জেলাটির অবস্থান অন্ধ্রপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের মাঝে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 2,900 ফুট উঁচুতে। আদিবাসী অধ্যুষিত কোরাপুটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এককথায় অসাধারণ। এরই টানে এবং আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি খুব কাছ থেকে জানতে দেখতে পর্যটকরা এখানে ভিড় জমান। কাছেই পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুদের শহর দণ্ডকারণ্য। পুনর্বাসন দপ্তরের অফিসটি অবশ্য এই কোরাপুট শহরেই । সবুজ, ছায়াঘেরা বনপথে ঘুরে বেড়ানো এবং পাখির গান শোনার ফাঁকে পায়ে হেঁটে ছোট টিলায় উঠে মন্দিরে জগন্নাথ দর্শন সেরে আসুন।

এখানে থাকার জায়গা বলতে কয়েকটি সাধারণ মানের হোটেল আছে। আর সরকারি ব্যবস্থায় FRH, PWD IB, Dandakaranya GH, CH ইত্যাদি। ট্যুরিস্ট অফিসের যোগাযোগ : 240318

জেপুর : কোরাপুট জেলার একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক শহর। কোরাপুট জেলা শহর হলেও যাতায়াত, থাকা খাওয়া ইত্যাদি সব ব্যাপারেই সুবিধা অনেক বেশি এই শহরে। সে কারণে জেপুরকে ভিত্তি করে এ অঞ্চলে ঘোরা পর্যটকদের পক্ষে সুবিধের। কোরাপুট থেকে দূরত্ব 21 কিমি। বাস আসছে-যাচ্ছে সর্বদা।

এখানে দেখার মধ্যে রাজপ্রসাদ সূর্যমহল। এখন অবশ্য প্রাসাদটি সরকারি অফিসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে ঘুরে দেখায় কোন বাধা নেই। দেখুন দরবার হল, রঘুনাথজী মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির প্রভৃতি।

70 কিমি দূরের **দুদুমা জলপ্রপাত** আপনার মন টানবে। মাছকুণ্ড নদীর জল কেমন সবেগে নীচে পড়ে ফেনায়িত হয়ে উঠছে। জায়গাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম এবং এটি একটি তীর্থস্থানও।

থাকার জন্য এখানের হোটেল অপ্সরা (Ph : 222272, 223273), গণেশ লজ, কেদার গৌরী লজ, কৃষ্ণ লজ, লক্ষ্মীনিবাস লজ, মনোরমা লজ (Ph. 222330); হোটেল আনন্দ, হোটেল মধুমতী (Ph 223277); রাধাকৃষ্ণ লজ, ওয়েলকাম লজ, উডল্যাণ্ড লজ, কোনারক লজ, চিত্রমালা লজ প্রভৃতির যে কোনো একটিতে উঠুন। এদের খরচ ৬৫-১৫০, মধ্যে।

অনেকেই অন্ধ্রপ্রদেশ ভ্রমণকালে আরাকু ভ্যালি থেকে বাসে করে কোরাপুট ও জেপুর ঘুরে যান।

গুপ্তেশ্বর : কোরাপুট জেলার জেপুর স্টেশনে নামুন SE রেলের কোনো ট্রেনে অথবা NH 43-র উপর ভুবনেশ্বর, বেরহমপুর বা প্রধান শহরগুলি থেকে বাসে। কোরাপুট থেকে দূরত্ব 74 কিমি, জেপুর থেকে 58 কিমি। তারপরে চলুন মালকানগিরি জেলার **রামগিরি পাহাড়** আর ঘন শালবনে ঢাকা প্রকৃতিসৃষ্ট দুর্গম গুহা **গুপ্তেশ্বর**— অন্তত, শিবরাত্রির সময়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 2,000 ফুট (620 মিটার) উঁচু চুনাপাথরের এই পাহাড়ে নাকি রাম-সীতা বনবাসকালে ছিলেন। গুহামন্দিরে প্রদীপ জ্বাললেই নিভে যায়। বর্ষার জল ছাদ চুঁইয়ে নীচে পড়ছে। সেই জলের খনিজ পদার্থ জমে সৃষ্টি করেছে দীর্ঘকালের ব্যবধানে 6×10 ফুট (1.8×3 মিটার) গুপ্তেশ্বর শিবলিঙ্গ। জয়পুর থেকে বাসে চড়ে আসুন ব্যাপারিগুদা স্টপে। তারপর হাঁটুন 24 কিমি । এখানে থাকার জন্য আছে OTDC-র পান্থশালা (Ph: 06852-250318) DAB ১২৫, ডর্মি ৪০। এছাড়া জেপুরের তহশীলদারের অধীনে PWD IB আছে। এখানে যদি আসেনই তবে 52 কিমি বাসে চড়ে Papadahandi অবশ্য যাবেন। চম্পকফুলে ছাওয়া শিবের মন্দিরে আর প্রত্নস্তূপ মন টানবে।

কর্ণাটক

আগে যে রাজ্যের নাম ছিল মহীশূর এখন তারই নাম হয়েছে কর্ণাটক। কর্ণাটক আবার প্রাচীনকালে কর্ণাট নামেও পরিচিত ছিল। এদেশের ভাষা কন্নড়—এরই সংস্কৃত রূপ কর্ণাটক। অবশ্য প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে কর্ণাট এবং কুণ্ডল এই দুই নামেই দেশটি পরিচিত ছিল। বিজয়নগরের রাজারা ভেল্লোরে যখন রাজত্ব করতেন তখন নিজেদের কর্ণাটকের অধিপতি বলতেন। কর্ণাটকের নবাবদের পূর্বপুরুষ জুলফিকার আলি খাঁ (আনুমানিক 1692-1703) 'কর্ণাটকের নবাব' এই উপাধি ব্যবহার করতেন। মৌর্যসম্রাট অশোকের সময়ে কর্ণাটকের বিভিন্ন অংশে সত্যপুত্র ও কেরলপুত্রেরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর এখানে হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হলে তাদের রাজধানী হয় মহীশূর।

সংস্কৃত শব্দ কর্ণাটক-জাত কন্নড় = কর + নাড়ু = কালো মাটির দেশ। এই ভাষা প্রাচীন। 500 খ্রিস্টাব্দে লিখিত কন্নড় ভাষার কবিতার তাম্রফলক-নিদর্শন মিলেছে। 1 নভেম্বর 1956 পুরনো মুম্বাই, হায়দরাবাদ, চেন্নাই এবং কেন্দ্রশাসিত কুর্গের কানাড়া ভাষা-ভাষী অঞ্চলের সমন্বয়ে ভারতের অষ্টম বৃহত্তম রাজ্য হিসাবে মহীশূর (আধুনিক কর্ণাটক) রাজ্যের উদ্ভব। 1 নভেম্বর 1973-এ মহীশূর রাজ্যের নাম পরিবর্তিত হয়ে কর্ণাটক হয়েছে। 27টি জেলা (বাঙ্গালোর, গ্রামীণ বাঙ্গালোর, বেলগাঁও, বেলারি, বিদর, বিজাপুর, চিকমাগালুর, চিত্রদুর্গ, কোদাগু, ধারোয়ার, গুলবর্গা, কোলার, মাণ্ড্য, মহীশূর, উত্তর কানাড়া, রায়চুর, শিমোগা, দক্ষিণ কানাড়া, টুমকুর, হাসান, বাগালকোট, চামরাজানগর, দাভাঙ্গেরে, গডগ, হাভেরি, কোপ্পাল ও উদিপি), 173টি তালুক নিয়ে 191,791 বর্গকিমি আয়তনের এই রাজ্যটিকে বেলগাঁও, মহীশূর, বাঙ্গালোর এবং গুলবর্গা—এই 4টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই রাজ্যের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি— 5,27,33,958 (2001)। এর উত্তরে মহারাষ্ট্র ও গোয়া, পশ্চিমে আরবসাগর, দক্ষিণে কেরালা ও চেন্নাই এবং পূর্বে অন্ধ্রপ্রদেশ।

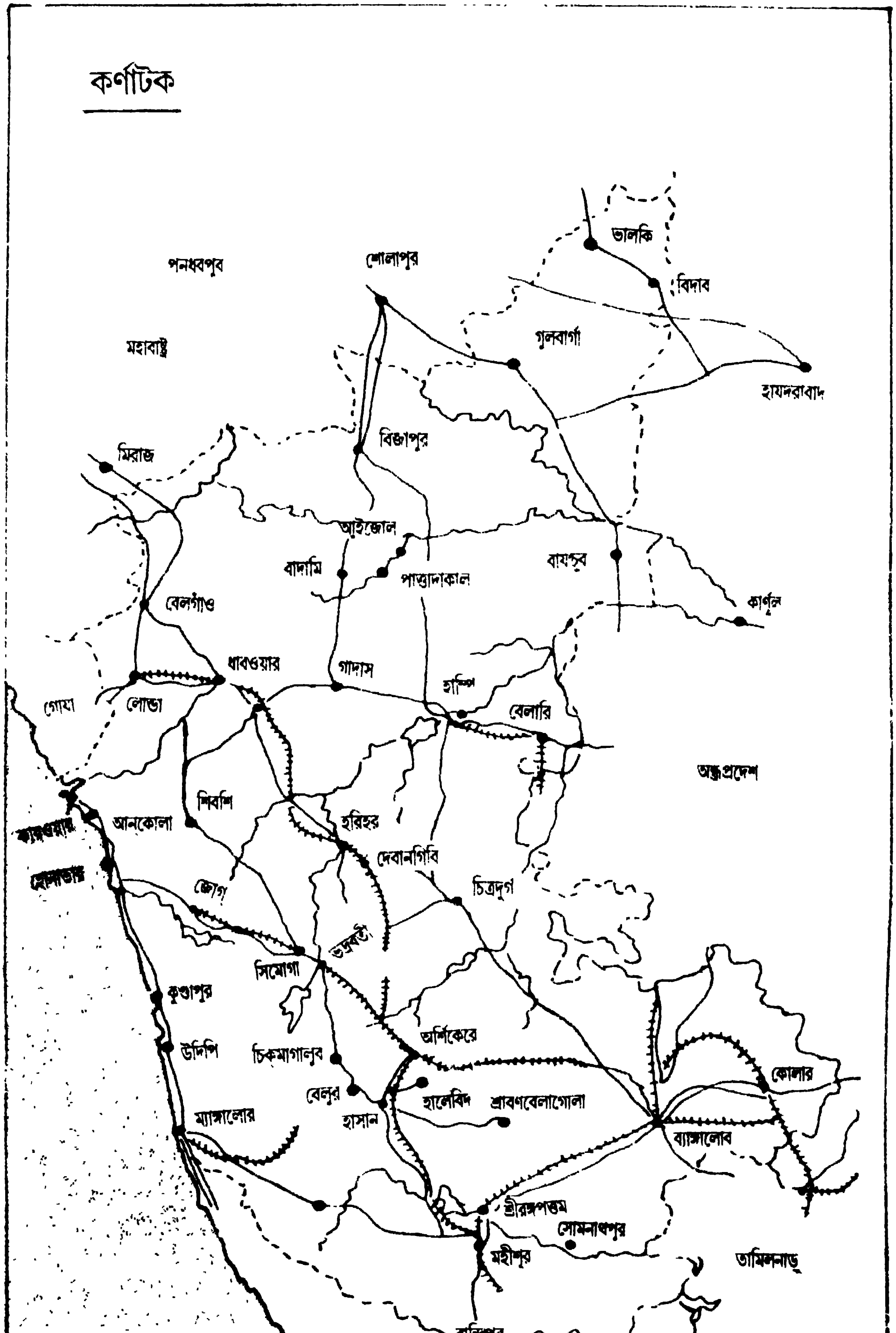
এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি পর্যটকদের টেনে নেয়। চন্দন কাঠ, সোনার খনির এই দেশ একদা নাকি মহিষাসুর নামের এক রাজার নাম থেকে মহিসুর বা মাহিষ্মতী নামে পরিচিত হয়। কেউ বলেছেন এর প্রাচীন নাম মহীশূর নয় মহেশ্বর। অনেকের মতে এখানেই ছিল রামায়ণের দণ্ডকারণ্য, সুগ্রীব-বালীর কিষ্কিন্ধ্যা, তুঙ্গ ও ভদ্রা নদীর মাঝে ছিল বানর রাজ্য। রোমের সঙ্গে 2 হাজার বছর আগেও কর্ণাটকের বাণিজ্য ছিল। হোয়সাল রাজাদের সময়ে এর সমৃদ্ধি চূড়ান্তে পৌঁছায়। এর প্রমাণ বেলুর, হালেবিড়ি ও সোমনাথপুর। উৎসব আর নৃত্য, গান আর ভক্তি, বৃক্ষ আর পশুর আশ্চর্য ভূমি কর্ণাটকে যে পর্যটক একবার আসেন, তাঁর মনে দ্বিতীয়বার আসার জন্যেও আকাঙ্ক্ষা জাগে। রাজধানী বাঙ্গালোর।

কখন আসবেন বেড়াতে : সমস্ত রাজ্যটি গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত এবং জলবায়ুর তেমন কোনো পার্থক্য হয় না। তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ 35° C এবং সর্বনিম্ন 26° C। শীতকালে সর্বোচ্চ 25° C এবং সর্বনিম্ন 14° C হয়। দিনে-রাতে তাপমাত্রার ওঠানামা খুবই সামান্য। 770 মি উচ্চে অবস্থিত এই রাজ্যে বেড়াতে আসার সেরা সময় অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস। প্রথমে বাঙ্গালোর চলুন।

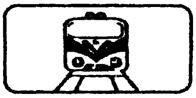
বাঙ্গালোর

কর্ণাটকের রাজধানী এবং প্রধান শহর। প্রায় 914 মি উঁচুতে এই সুপরিকল্পিত শহরের লম্বা ও প্রশস্ত পথ, বড় বড় বাড়ি, পার্ক, বিজ্ঞানালয় প্রভৃতি প্রধান আকর্ষণের স্থান। শহরটি উদ্ভবের পিছনে একটি কিংবদন্তি আছে — সেটি শোনাই আগে। বিজয়নগরের রাজা বীরবল্লাল রাজ্যপাট হারিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে একদিন তিনি যখন মৃতপ্রায়, তখন এক বনে বৃদ্ধা তাঁকে সেদ্ধ সিম (বীন্স) খেতে দিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। কৃতজ্ঞ রাজা তখন এই স্থানের নামকরণ করেন (বীন্স খেয়েছিলেন বলে) 'বেন্দাকালুরু'। শব্দটা উচ্চারণ করা কঠিন। তাই লোকমুখে দাঁড়িয়ে গেল 'বেঙ্গালুরু' — আর তার থেকেই বাঙ্গালোর। কিন্তু শহরটা দেখে তো খুব প্রাচীন মনে হয় না।

ইতিহাস বলে, মগদী সর্দার কেম্পেগৌড়া (1513-59) এখানে এক বিরাট শহরের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং এর চতুঃসীমানায় 1537-এ 4টি গম্বুজ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর তৈরি মাটির দুর্গটি অনেক পরে হায়দার আলি ও তাঁর ছেলে টিপু সুলতান পাথর দিয়ে গড়িয়ে দেন। আজকের বাঙ্গালোর কেম্পেগৌড়ার স্বপ্নকে


কর্ণাটক
ভালকি
পনধরপুর
শোলাপুর
বিদার
মহারাষ্ট্র
গুলবার্গা
হায়দরাবাদ
মিরাজ
বিজাপুর
আইহোল
বাদামি
পাত্তাদাকাল
রায়চুর
কার্ণুল
বেলগাও
ধারওয়ার
গাদাগ
হাম্পি
গোয়া
লোন্ডা
বেলারি
অন্ধ্রপ্রদেশ
শিরশি
আনকোলা
হরিহর
দেবানগিরি
জোগ
চিত্রদুর্গ
ভদ্রবতী
সিমোগা
কুণ্ডাপুর
অর্শিকেরে
উদিপি
চিকমাগালুর
কোলার
বেলুর
হালেবিদ
শ্রাবণবেলাগোলা
ম্যাঙ্গালোর
হাসান
ব্যাঙ্গালোর
শ্রীরঙ্গপত্তম
সোমনাথপুর
মহীশূর
তামিলনাড়ু
কেরালা
বান্দিপুর

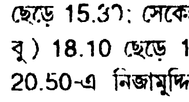
অতিক্রম করে আরো বড় হচ্ছে, তবে আধুনিক বাঙ্গালোর তাঁকে ভোলেনি — সিটি কর্পোরেশন বিল্ডিঙের সামনে তাঁর মূর্তিস্থাপন করে তাঁকে সম্মান জানিয়েছে। বাঙ্গালোর দ্রুত বাড়ছে এবং সুন্দরও হচ্ছে। একসময়ে অবসরপ্রাপ্ত মানুষেরা এখানে এসে থাকতে ভালবাসতেন। ফুলের সমারোহ, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এখানে একাকার হয়ে গেছে।



কেমন করে আসবেন : **বিমানে উড়ে** : বিমান আসছে সোজা বাঙ্গালোর বিমান বন্দরে প্রতিদিন কলকাতা, মুম্বাই, হায়দরাবাদ, দিল্লি, চেন্নাই, কোচিন, মাদুরাই, কোয়েম্বাটোর প্রভৃতি বিমানবন্দর থেকে। তবে এর সবচেয়ে কাছের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হল চেন্নাই। এখান থেকে দিনে অন্তত 4 বার বিমান আসছে। বিমান পথে চেন্নাই 1 ঘণ্টা, হায়দরাবাদ 55 মি:, হায়দরাবাদ ছুঁয়ে দিল্লি 3 ঘণ্টা 20 মি., তিরুপতি 45 মি., কোয়েম্বাটোরে নেমে কোচিন 1 ঘণ্টা 50 মিনিট, মুম্বাই 1 ঘণ্টা 30 মি., পুনে 2 ঘণ্টা 20 মি.। যাচ্ছে বাঙ্গালোর থেকে হায়দরাবাদ, চেন্নাই প্রভৃতি জায়গায়। এলায়েন্স এয়ার বিমান চালাচ্ছে বাঙ্গালোর-মুম্বাই মধ্যে। দমদম থেকে প্রতিদিন 19.45-এ ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান বাঙ্গালোরের উদ্দেশে উড়ছে; জেট এয়ারওয়েজের বিমান প্রতিদিন 14.30-এ এবং সাহারা ইন্ডিয়ার বিমান প্রতিদিন 6.40-এ।

রেলে চড়ে : বাঙ্গালোরে তিনটি রেলস্টেশন — বাঙ্গালোর ক্যান্টনমেন্ট, বাঙ্গালোর ইস্ট এবং বাঙ্গালোর সিটি। শেষের স্টেশনটিই গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা থেকে সোজা বাঙ্গালোর যাচ্ছে গুয়াহাটি-বাঙ্গালোর এক্সপ্রেস প্রতি সোম ও বুধবার 3.50 হাওড়া ছেড়ে, পৌঁছয় 19.20। ট্রেনটি গুহাহাটি ছাড়ে মঙ্গল ও রবি 05.30টায়। এছাড়া যাওয়া যায় চেন্নাই হয়ে। হাওড়া থেকে চেন্নাই সেন্ট্রালে ট্রেন যাচ্ছে (দূরত্ব 1663 কিমি) খড়গপুর, ভুবনেশ্বর, রাজমহেন্দ্রী হয়ে 6003 আপ চেন্নাই মেল 20.45 হাওড়া ছেড়ে 4.45; 2841 আপ করমণ্ডল এক্স 14.25 ছেড়ে 17.35; এবার চেন্নাই থেকে বাঙ্গালোরের ট্রেন ধরুন — 7.15 চেন্নাই ছেড়ে বৃন্দাবন এক্স 13.20, 13.00 ছেড়ে 20.05, 22.50 ছেড়ে 5.15, 15.45 ছেড়ে 21.25 যথাক্রমে বাঙ্গালোর এক্স, বাঙ্গালোর মেল এবং লালবাগ এক্স। চেন্নাই-মহীশূর শতাব্দী এক্সপ্রেস 6.00 ছেড়ে বাঙ্গালোর সিটি 10.50, মহীশূর 13.00। এছাড়া বাঙ্গালোরে ট্রেন আসছে থাঞ্জাভুর-মহীশূর এক্সপ্রেস থাঞ্জাভুর 19.20 ছেড়ে, বাঙ্গালোর 6.30 হয়ে মহীশূর পৌঁছচ্ছে 9.30। ত্রিবান্দ্রাম সেন্ট্রাল 15.15 ছেড়ে বাঙ্গালোর এক্সপ্রেস 9.40, হুবলি-বাঙ্গালোর-হাম্পি এক্স হুবলি 17.00 ছেড়ে বাঙ্গালোর 6.30। 2626 কর্ণাটক এক্স নিউদিল্লি 21.15 ছেড়ে 13.55 ভূপাল, খাণ্ডোয়া, গুন্টাকল, ধরমভরম হয়ে। ট্রেন আসছে গোরখপুর থেকে অনন্তপুর ধরম্‌ভরম্ হয়ে গোরখপুর-বাঙ্গালোর এক্স (কেবল শনি) 6.30 ছেড়ে 10.15, আমেদাবাদ-বাঙ্গালোর এক্স আমেদাবাদ 18.00 ছেড়ে 7.35। জয়পুর-বাঙ্গালোর এক্সপ্রেস (ম. বৃ.) জয়পুর 19.30 ছেড়ে 15.30; সেকেন্দ্রাবাদ-বাঙ্গালোর এক্সপ্রেস (কেবল বৃ.) 18.10 ছেড়ে 10.15; 2430 রাজধানী এক্সপ্রেস 20.50-এ নিজামুদ্দিন ছেড়ে এখানে 7.25 প্রভৃতি। মুম্বাই-বাঙ্গালোরের মধ্যে ট্রেন রয়েছে সহ্যাদ্রি এক্স, মহালক্ষ্মী এক্স, উদয়ন এক্স প্রভৃতি। তবে 20.30 বাঙ্গালোর ছেড়ে সরাসরি মুম্বাই 20.25 আসে একমাত্র 6530 উদয়ন এক্স।

সড়কপথে : দক্ষিণের প্রায় সব প্রধান শহরের সঙ্গে বাঙ্গালোর সড়কপথে সংযুক্ত। চেন্নাই 334 কিমি, মুম্বাই 1099 কিমি, মহীশূর 138 কিমি, বেলুর 222 কিমি, হ্যালেবিড 214 কিমি, শ্রবণবেলগোলা থেকে 152 কিমি, এছাড়া এর্নাকুলাম, কোয়েম্বাটোর, উটকামণ্ড, তিরুপতি, পানাজি, মাদুরাই, বিজাপুর ও যোগ প্রভৃতি স্থান থেকে বাস আসছে-যাচ্ছে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যাতে। রাজ্যের মধ্যে চিকমাগালুর, মারকারা, হাসান, মহীশূর থেকে KSRTC-র বাস ছাড়াও প্রাইভেট বাস খুব ঘন ঘন।



কোথায় উঠবেন : এলেন, এবারে বাসস্থানের ব্যবস্থা করুন। পরে বের হবেন শহর আর আশপাশ দর্শনে। কর্ণাটক পর্যটন দপ্তরের ঠিকানা জানিয়ে দিই : Karnataka State Tourism Development Corporation, 10/4, Kasturba Road, Bangalore 560001; Ph: (080) 2221 2901-03; Fax: (080) 2227 2580। কলকাতায় এদের অনুমোদিত সংস্থা: Wayfarers India, 6B Sultan Alam Road, Kolkata 33; Ph 2424 0628। বাঙ্গালোরে হোটেলের প্রাচুর্য এত যে তার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া অসম্ভব। 5-তারা হোটেল থেকে সাধারণ মানের হোটেল পর্যন্ত আছে। Hotel Airlines (Ph. 2227 1602), 4 Chennai Bank Rd. ৪৫০-১৩৫০; Ananda Bhavan Lodging (Ph: 22874313) Chickpet, Bangalore-53 ১২৫-৩০০; Berrys Hotel (Ph : 2558 7383) 46/1, Church Street ৩৫০-৬৫০, Hotel Bombay Ananda Bhavan

(Ph: 2221 4581) 68, Grant Rd. ৪০০-১৩০০, Gateway Hotel (Ph: 225 8445) 66, Residency Rd. ২৮৩০ থেকে; Hotel Curzon Court (Ph: 2558 2297) 10, Brigade Rd. ৬৫০-১৪৫০; Guestline Hotel & Resorts (Ph: 22420431) 1&2 KIADS Indl. Area ৯০০-১৪৫০, Holiday Inn (Ph: 22262233) 28, Sankey Rd ২,৪০০-৪,৬৫০; Hotel Ajantha (Ph: 2558 4321) 22A, M.G. Rd. ১৭৫-৮৫০; ITDC-র Hotel Ashok (Ph: 22269462) PB No. 505, High Grounds ৪০০০-১২০০০; Hotel Bangalore International (Ph : 22268011) 2A-2B, Crescent Rd., ৬৫০-২৫০০; Hotel Broadway Annexe (Ph 22871321) 19, Kempegowda Rd. ৩৫০-৫০০ এখানেই Hotel Broad way Complx (Ph: 2287 2321) ৪৭৫-৮০০; Hotel Cauvery Continental 11/37, Cunnigham Rd. ৭২৫-২৬০০; Hotel Chanakya (Ph 2226 5055) 44, Race Course Rd ৫৫০-৮৫০; Hotel Gangothri (Ph 2334 4564) 173/1, S. C Rd. Sheshadripuram ৫৭৫-৮৫০; Hotel Geo (Ph : 22221583) 11, D S Hostel Rd. ৩৭৫-৭৫০; Hotel Hoysala (Ph: 2365311) 212, SC Rd. ৪৫০-৭৫০; Hotel Nahar Heritage (Ph: 2227 8731) 14, St. Marks Rd. ৯০০-১৪৫০; Hotel Kanishka (Ph: 22265544) No. 2, Main Rd. Gandhinagar ৪৫০-৭৫০, Hotel Mahaveer (Ph: 2287 3670) Tank Bank Rd. সিটি স্টেশনের কাছে ৩৫০-৬০০; Hotel Shalimar (Ph: 22258061) Tower No. 126, BVK Iyenger Rd ১৭৫-৩৫০; Hotel Tribhuvan (Ph: 22263151) No.4, 5th Main Rd ৩৫০-৯০০; New Victoria Hotel (Ph: 25584076) 47/48, Residency Rd. ৩৫০-৯০০; Hotel Nilgiri's Nest (Ph. 2558 8401) 171, Brigade Rd ৩৭৫-৬৭৫; Quality Inn Kensigton Terrace (Ph: 25594666) 14, Kensington Rd. ১২৫০-১৮৫০; Taj Residency (Ph: 25584444) 41/3 M.G.Rd. ৫৫০০ থেকে; Taj West End (Ph: 22255055) Race Course Rd. ৩৬০০ থেকে; Welcom Group Windsor Manor Sheraton & Towers (Ph: 22269898) 25, Sankey Rd. ৩৭০০ থেকে; Hotel The Capitol (Ph: 2228 1234) No.3, Rajbhavan Rd. ১৩৫০-২৭৫০; Hotel Rajatha (Ph: 2228 1056), 812/1, Rajatha Complex ৩৫০-৬৫০; Kabiri River Lodge (Ph: 2558 6163), Shrungar Shopping Centre, M.G.Rd. ৪৫০-৮০০; Kamath Yatri Niwas Pvt.Ltd. (Ph 2226 0088),No.4, 1st Cross, Gandhinagar ৭৫০-১৪৫০। **ধরমশালাও** আছে স্টেশন রোডে Gubbi Thotadappa Choultry, বাণী বিলাস রোডে Vasavi; কুইন্‌স্‌ রোডে Parsi; গান্ধিনগর Msharastra Mandal ইত্যাদি।

কী দেখবেন এখানে : শিল্পীর ক্যানভাসে আঁকা বাঙ্গালোরে শহর পরিক্রমার একটা সহজ রুট বাতলে দিই। এইভাবে পর পর দেখুন।

লালবাগ: ভারতের সেরা উদ্যানগুলোর অন্যতম এই লালবাগ প্রায় 100 হেক্টর জমির উপর 1,800 প্রজাতির 890 ধরনের বৃক্ষ, গুল্ম, লতা এবং ওষধি বৃক্ষের সমাহার। এর নামই হল 'শস্য কাশী'। এর মাঝখানে যে কাচের ঘরটি আছে— সেখানে বছরে দুবার—স্বাধীনতা দিবসে ও প্রজাতন্ত্র দিবসে যে পুষ্পপ্রদর্শনী হয়, সে সময়ে যদি উপস্থিত থাকেন তবে পুষ্পপ্রকৃতির কাছে আপনি নিজেকে একেবারে সমর্পণ করে বসবেন নিঃশেষে। বলা হয়ে থাকে যে পুত্র টিপু সুলতানকে খুশি করতেই নাকি হায়দার আলি এই বাগানটি তৈরি করেছিলেন। কেম্পেগৌড়া স্থাপিত 4টি ওয়াচ-টাওয়ারের 1টি রয়েছে এখানেই। আর এমন 'ফুলের ঘড়ি' আর কোথাও কি দেখবেন? 18 শতকে স্থাপিত এই বাগান প্রতিদিন কী গভীর যত্নেই না বড় হয়ে উঠে গোটা এশিয়ায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। 8.00 থেকে 20.30 পর্যন্ত এই বাগানে ঘুরতে ঘুরতে আরো দেখুন ঝরনা, বানানো হ্রদ, পুকুরে পদ্ম আর গাছে গোলাপের সমারোহ। একটু বা ছুটুন হরিণের পিছে। দারুণ! দারুণ! মনে রাখবেন এটিই এ শহরের বোটানিক্যাল গার্ডেন।

কুব্বন পার্ক : এবার চলুন যাই শহরের ঠিক মাঝখানটিতেই 300 একর জায়গায় গড়ে ওঠা প্রায় 125 বছরের পুরনো এই বাগিচায়। এর শ্যামল তৃণপথে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে পৌঁছে যান গথিক ঢঙের ওই লাল বাড়িটিতে— এটিই এখানে স্টেট লাইব্রেরি। সরকারি যাদুঘর, বিশ্বেশ্বরায়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম, ভেঙ্কটপ্পা আর্ট গ্যালারিতে ঘুরে ঘুরে দেখা

একটা সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। দেখুন ব্রিটিশ আমলে গথিক ঢঙে নির্মিত কর্ণাটক হাইকোর্টটি (আওরা কাছেরি)। তবে যাদুঘরটি দেখতে ভুলবেন না (বন্ধ . বুধবার ও ছুটির দিন, খোলা 10.00-17.00) এখানে দেখে নিতে পারবেন হরপ্পা-মহেঞ্জদড়োর পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনও। এর নতুন নাম Jayachamarajendra Park.

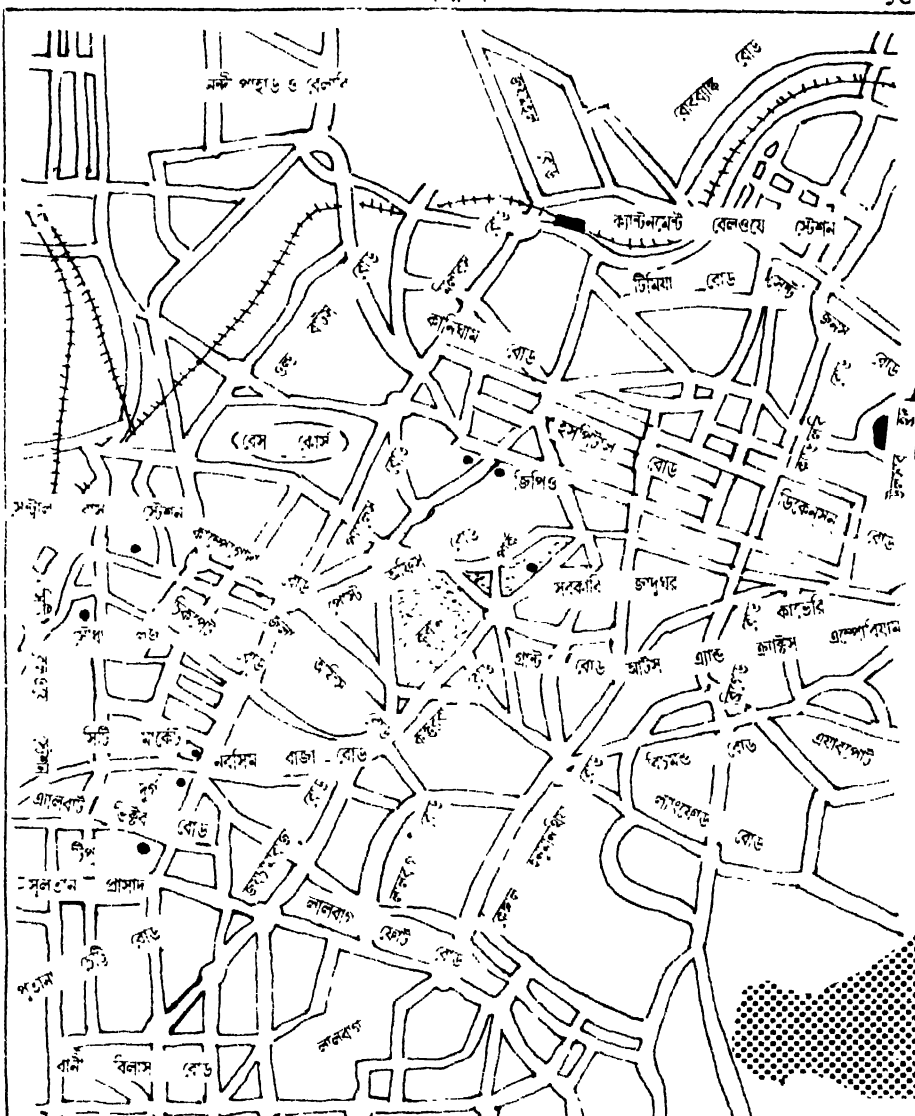
বেড়াতে বেড়াতে আরো দেখুন নব-দ্রাবিড়ীয় রীতিতে গড়ে ওঠা **বিধান সৌধটি**—এরই মধ্যে রয়েছে রাজ্য সেক্রেটারিয়েট এবং বিধানসভাটি। এর বিশাল ভোজসভার বিরাট দরজাটি খাঁটি চন্দনকাঠে তৈরি। বিধান সৌধের চারপাশের ময়দানে সাধারণ মানুষ সহজেই ঘুরে বেড়াতে পারেন, তবে ভিতরে ঢুকে দেখতে হলে আগে থেকে কেয়ারটেকারের অনুমতি নিয়ে নিন। দেখার সময় 8.00-9.00 এবং 18.00-19.00। ছুটির দিন বন্ধ। দেখুন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স লাইব্রেরি সকাল-বিকেল। আগে থেকে অনুমতি নিয়ে রেখে দেখুন হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফট্ লিমিটেড, ভারত ইলেকট্রনিক্স, ভারতীয় টেলিফোন শিল্প, হিন্দুস্থান মেশিন টুলস্ প্রভৃতি। এখানেই অবস্থিত রমণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ভারতের বিজ্ঞান গবেষণাগার দুটিও। বিখ্যাত বেহালাবাদক T Choudiah র প্রতি উৎসর্গীকৃত বেহালার আকারের হলটিতে সারা বছর ধরে সাংস্কৃতিকঅনুষ্ঠান হয়ে চলেছে। আরো দুটি প্রেক্ষাগৃহ হল রবীন্দ্র কলাক্ষেত্র এবং টাউন হল।

বাঙ্গালোরের আশেপাশে . নন্দী হিল্‌স্—শহর থেকে 61 কিমি দূরের শৈলাবাস। 1468 মি উঁচু এই পাহাড়ের ঢাল্ মালভূমির কেন্দ্রে 'অমৃত সরোবর' নামে একটি হ্রদ আছে। পবিত্র এই জলের মধ্যে নাকি ওষধি গুণ বর্তমান। পর্বতশৃঙ্গে 5টি বিশ্রামশালা আছে (রিজা: ডিরেক্টর, ডিপার্টমেন্ট অফ্ হর্টিকালচার, লালবাগ বাঙ্গালোর-4), খাবার ব্যবস্থাও আছে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় প্রথায়। আছে পর্যটন দপ্তরের হোটেল ময়ূর পাইন টপ (Ph: 08156-278624) DAB ২৫০। বাস আসছে এখানে। বাগান এবং উপরে-নীচে দুটি মন্দির সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিকতায় ভরা। টিপু সুলতানের সময় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত যুদ্ধবন্দীদের এখানে ধরে এনে 600 মি উঁচু খাড়াই থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হত। এখনো জায়গাটি 'Tipu's drop' নামে পরিচিত। নন্দী পর্বতের কথায় মনে পড়ে যায় বাসবানাগুড়িতে Bull Temple-এর কথা। এখানে আছে একটিমাত্র বিশাল পাথর কেটে তৈরি করা বিশাল ষণ্ড নন্দীর মূর্তি (এমনটি আছে মহীশূরের চামুণ্ডী পাহাড়ে)। এখানের গণেশ মূর্তিটি নিয়ে প্রবাদ আছে যে এই মূর্তি ক্রমাগত বাড়তে থাকায় শেষে একটা মন্দির তৈরি করে তাঁর বৃদ্ধি আটকানো হয়। এর মাত্র কয়েক ফুট দূরেই কেম্পেগৌড়ার তৈরি আরো একটি স্তম্ভ রয়েছে। নন্দী হিল্‌স্ এর কাছেই দেখুন টিপু সুলতানের গ্রীষ্মাবাস ও দুর্গ এবং 1695-এ তৈরি কোটে ভেঙ্কটরমণ মন্দির।

বানেরঘাট্টা জাতীয় উদ্যান : শহর থেকে 16 কিমি দূরে বানেরঘাট্টা জাতীয় উদ্যানে চলুন। এখানকার পাহাড়টিতে ওঠবার জন্য পাথর কেটে সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে' প্রায় 104 বর্গকিমি আয়তনের এই পাহাড়ে উঠে ঢেউ খেলানো নীচের দৃশ্য দেখলে পাগল হয়ে যেতে হয়। এখানে একটি অভয়ারণ্যও গড়ে উঠেছে। হয়েছে লায়ন সাফারি, টাইগার সাফারি, ক্রোকোডাইল প্রজেক্ট, ডিয়ার পার্ক প্রভৃতি। প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের (ট্যাক্সিডার্মি) দিয়ে সাজানো পার্কটি ছোটদের ভালো লাগবে। খোলা 9.00-13.00, 15,00-17.01 মঙ্গলবার বন্ধ। একটু দূরে (32 কিমি) আছে একটি মঠ ও পুকুর।

28 কিমি দূরে হেসারঘাট্টাতে আছে একটি বড় হ্রদ ও ইয়টিং ক্লাব। প্রতি বছর এই ক্লাব ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করে। 36 কিমি দূরে আছে টিপ্পেগুণ্ডন হাল্লি বা চামরাজ সাগর। এখান থেকেই শহরের পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে। ছবির মত সুন্দর এই জলাধারের কাছে পর্যটকদের থাকার জন্য একটি DB আছে (রিজা EE Bangalore. Ph 22141)। 54কিমি দূরে সড়কপথের উপরে আছে সুপ্রাচীন ও ঐতিহাসিক মন্দির ঘাটি সুব্রহ্মণ্য মন্দির—এটি গুন্টাকল রেলপথে মাকালী দুর্গা রেলস্টেশন থেকে মাত্র 3.2 কিমি। থাকার জন্য ধরমশালা পাবেন। চলুন জানুয়ারি মাসে সরস্বতী পূজার পর মকর সংক্রান্তিতে এসে 1,219 মি উচ্চতার শহর থেকে 60 কিমি দূরে শিবগঙ্গার মেলায়।

কোলার : বাঙ্গালোর থেকে মোটর পথে প্রায় 70 কিমি। (ট্রেন পথে যেতে হলে বাঙ্গালোর সিটি স্টেশনে সকাল 6.45 উঠে 2 ঘণ্টায় বঙ্গারপেট পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে ইলেহান্‌কা প্যাসেঞ্জার চড়ে মিনিট চল্লিশেকের মধ্যে কোলার পৌঁছে যান।) দূরে ভারতের একমাত্র সোনার খনি কোলারে পৌঁছে যান। বাস আসছে সোজা। এটি শুধু ভারতের একমাত্র স্বর্ণখনি নয়, পৃথিবীর মধ্যে গভীরতমও (2,743 মি থেকে 3,048 মি — প্রায় 2 মাইল)। এতখানি নীচে যাবার সুযোগও আপনি আর কোথাও পাবেন না। অতএব অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে এলে উরগ্রামে Kolar Gold Mining Undertaking-এর সেক্রেটারির কাছে অনুমতি নিয়ে নিন। তারপর এলিভেটারে চড়ে নীচে নামুন। যদি আপনার যাবার দিন


ক্যান্টনমেন্ট বেলওয়ে স্টেশন
টিমিয়া রোড
কানিংহাম রোড
রেস কোর্স
হসপিটাল রোড
জিপিও
ডিকেনসন রোড
সরকারি জাদুঘর
কাবেরী
গ্রান্ট রোড
আর্টস এ্যান্ড ক্রাফ্টস এম্পোরিয়াম
সিটি মার্কেট
নরসিমা রাজা রোড
লালবাগ ফোর্ট রোড
লালবাগ
বাণী বিলাস রোড
সাউথ এন্ড রোড

ব্যাঙ্গালোর

ম.বৃ.শু. হয় আর 20 জন দর্শনার্থীর মধ্যে থাকেন (সো.বু হলে 40 জন) তবে বিনা দর্শনীতে নীচে যেতে পারেন। অন্যদিন দর্শনী লাগে। শনি রবি বন্ধ। বন্ধ দরজা তাঁর জন্যও যিনি দশ বছরের নীচে। একসময়ে এখানে প্রায় 700 বছর ধরে গঙ্গাবংশের রাজাদের রাজধানী ছিল। একথা এখন মনেই রাখে না লোকে।

আরো দেখে আসতে পারেন 90 কিমি দূরে গৌরীবিদানুর তালুকে (এঁদেরই অধীনে আছে DB) বিদুর **অশ্বত্থ** নামে একটি প্রাচীন গাছ। প্রবাদ যে, এটি রোপণ করেছিলেন মহাভারতের সেই মহৎ মানুষ বিদুর। অর্কাবতী নদী কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর মধ্যে স্বাভাবিক সীমারেখার কাজ করছে। এই অর্কাবতী ও কাবেরী নদীর সংযোগস্থলে প্রায় 100 কিমি দূরে মেকাডাট বা ছাগল লম্ফ দেখতে যাবেন? দেখবেন দুটি নদী যুক্ত হয়ে পাহাড়ের মধ্যে এঁকেবেঁকে সোজা 457.2 মিটার নীচে পড়ে ভারি সুন্দর একটি প্রপাত তৈরি করেছে। একসময়ে দুপাশের পাহাড় এত কাছে ছিল যে একটা ছাগল ইচ্ছে করলে লাফিয়ে খাদটা পার হয়ে যেতে পারত — তাই এই নাম। নদী সঙ্গমে দেখতে চলুন সঙ্গমেশ্বর মন্দির।

বাঙ্গালোরে কন্ডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা : শহরে এবং শহরের বাইরের এই সব দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার জন্য কন্ডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থার সুযোগ নিন — বেড়ানো অনেক সহজ হবে। আগে থেকে টিকিট বুক করুন কর্পোরেশন হাউসের বিপরীতে বাদামি হাউসে কর্ণাটক স্টেট ট্যুরিজম্ ডেভেলপমেন্ট (KSTDC) কর্পোরেশনের অফিসে (Pn 22275883)। তারপর বাসে উঠুন বাদামি হাউস থেকেই (N R Square, Bangalore 560002)। এছাড়া KSTDC, Mitra Towers, 3rd Floor, 10/4, Kasturaba Rd, Bangalore-1 (Ph: 2227 2580)— এই ঠিকানাতেও টিকিট বুক করতে পারেন। এয়ারপোর্ট এবং রেলওয়ে স্টেশনেও KSTDC-র সহায়তা কেন্দ্র আছে।

(ক) শহর দর্শন : রবিবার ছাড়া প্রতিদিন। সময় 7.30-13.30 এবং 13.30-17.30। ভাড়া ১০০৲।

(খ) মন্ত্রালয়, তুঙ্গভদ্রা বাঁধ, হাম্পি— প্রতি শুক্রবার। খাবার ছাড়া ৬৫০৲।

(গ) শ্রীরঙ্গপাটনা, মহীশূর বৃন্দাবন গার্ডেন— প্রতিদিন। সময় 7.30-22.30। দুপুরের খাওয়া সমেত ২৪৫৲।

(ঘ) তিরুপতি—22.30 ছেড়ে পরের রাতে 21.30 ফিরে। মরসুমে প্রতিদিন। অন্য সময়ে বু.বৃ.শু.শ.। ভাড়া ৪১৫৲ দর্শনীসহ।

(ঙ) বেলুর, হালেবিড, শ্রবণবেলগোলা—সময় 7.30-22.30। ভাড়া ৩৫০৲। এর সঙ্গে যোগ ফলস্ দেখিয়ে 3 দিনের ট্যুর ৭০০৲।

(চ) উটকামণ্ড—প্রতিদিন এপ্রিল-জুনে, অন্য সময়ে কেবল শুক্রবার। সময় সকাল 7.15। 3 দিনের ট্যুর। ভাড়া ১০৯০৲। এই ট্যুরেই দেখতে পাবেন শ্রীরঙ্গপাটনা, মহীশূর ও বন্দীপুর।

(ছ) শিবসমুদ্রম, রঙ্গনাথিটু, মহীশূর, বৃন্দাবন গার্ডেনস— কেবল শুক্র শনি রবি। সময় 7.30। পুরো 1 দিনের ট্যুর। খরচ ২৬০৲; AC ৩৩০৲।

(জ) তুঙ্গভদ্রা বাঁধ, হাম্পি, বাদামি, পট্টদকল, আইহোল, বিজাপুর— প্রতি বৃহস্পতিবার; 5 দিনের ট্যুর। খরচ ১২৫০৲।

(ঝ) নন্দী হিলস—প্রতি সো. ম. বু 8 30-18.00। ভাড়া ১৭৫৲।

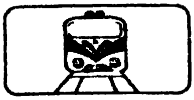
(ঞ) মরসুমে প্রতিদিন, অন্য সময়ে শু. শ, 7.00টায় রওনা হয়ে ফেরা প্রতিদিন 22.00 নাগেরহোল ও মারকারা দেখে। ভাড়া ৭০০৲।

(ট) হোগেনাক্কাল ও কৃষ্ণরাজসাগর বাঁধ—8.00 থেকে 20 30 জুলাই-ডিসেম্বরে রবি ও ছুটির দিনে। ভাড়া ২৭৫৲।

এছাড়া ডিলাক্স বাসে (KSTDC) ঘুরুন আলাদা আলাদা ভাবে শিমোগা, হসপেট, কালিকট, কান্নানোর, ম্যাঙ্গালোর রাত্রিবেলায় চড়ে ১৪০-২১০৲ মধ্যে। ITDC-ও বাঙ্গালোর দর্শনের জন্য বাসের ব্যবস্থা করেছেন। খোঁজ নিন ITDC, Ashok Hotel, K K High Grounds, Bangalore-1 (Ph: 22179411)। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা নানান প্যাকেজ ট্যুরে যাত্রীদের ঘুরিয়ে আনছে Mysore State Bank, Nehru Circle, Mysore 1— এই ঠিকানা থেকে।

মহীশূর

চন্দন আর সুগন্ধের শহর মহীশূরকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'গন্ধদাগুড়ি'— চন্দনবৃক্ষের মন্দির। সত্যিই পৃথিবীর সেরা চন্দন উৎপাদক দেশ এটি। টিপু সুলতান, ওয়াডিয়ার রাজবংশ এর গৌরব। এর রাজকীয়ত্ব প্রাসাদে, বাগিচায়, পার্কেও। এখানের দশেরা উৎসব দেখার জন্য সারা ভারত বিজয়া দশমীতে হাজির হয়ে যায়। এ সময়ে যদি আসতে চান ভাল, তবে থাকার জায়গা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে আসুন।

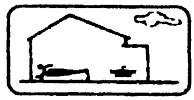


কেমন করে যাবেন : বিমান : সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর বাঙ্গালোর 139 কিমি দূরে। IA-র বিমান উড়ছে এখান থেকে মহীশূরে। বাঙ্গালোর থেকে ট্রেনে বা বাসে মহীশূর আসুন।

রেল: বাঙ্গালোর থেকে মিটার গেজ লাইনে ট্রেন আসছে মহীশূরে বাঙ্গালোর সিটি থেকে। 6222 চেন্নাই-মহীশূর এক্স বাঙ্গালোর 5.50 ছেড়ে মহীশূর 10.00, এই ট্রেনটি চেন্নাই সেন্ট্রাল ছাড়ছে 23.00; 6206 টিপু এক্স 14.15 বাঙ্গালোর ছেড়ে মহীশূর 16.45। 6216 চামুণ্ডী এক্স 18.15 ছেড়ে 21.10। দূরত্ব 139 কিমি। চেন্নাই থেকে সোজা বাঙ্গালোর এসে ট্রেন বদল করে এখানে আসা যায়। 2007 চেন্নাই-মহীশূর শতাব্দী এক্স 6.00 চেন্নাই সেন্ট্রাল ছেড়ে 500 কিমি অতিক্রম করে সোজা এখানে আসছে 13.00 (মঙ্গল বাদে)। থাঞ্জাভুর থেকে 19.20 ছেড়ে 6831 থাঞ্জাভুর-মহীশূর এক্সপ্রেস পৌঁছচ্ছে 9.30। ফেরে 15.45 ছেড়ে 6.15। আবার, পুনে থেকে ট্রেন আসছে আরসিকেরে ও হাসান হয়ে।

সড়ক: মহীশূর সড়কপথে বাঙ্গালোর, মারকারা হয়ে ম্যাঙ্গালোর, উটি, বন্দীপুর অভয়ারণ্য, হাসান প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে যুক্ত। বাঙ্গালোর থেকে মহীশূর 138 কিমি, উটকামণ্ড 159 কিমি, ম্যাঙ্গালোর 254 কিমি মারকারা 116 কিমি হাসান 121 কিমি, হালেবিড 150 কিমি শ্রবণবেলগোলা 83 কিমি, শিবসমুদ্রম্ 80 কিমি। বাঙ্গালোর থেকে কয়েক মিনিট অন্তর না-থামা এক্স বাস আসছে এখানে। সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস চালাচ্ছে KSRTC চামুণ্ডা হিল, কোলার, চেন্নাই, বৃন্দাবন গার্ডেনস্ উটকামন্ড, মারাকারা, এর্নাকুলাম, বেলুর, চিকমাগালুর, হাসান, পানাজি, কালিকট, কোয়েম্বাটুর-এর দিকে। প্রাইভেট বাস চলছে। চলছে সরকারি- বেসরকারি কন্‌ডাকটেড ট্যুরের বাসও।

কন্‌ডাকটেড ট্যুরের বাস: JLB রোডস্থ হোটেল ময়ূর হোয়শালা (Ph: 2425349) য় KSTDC-র পরিবহন শাখা অফিস (Ph: 2423652) থেকে বাস ছাড়ে। Tourist Office (Ph. 2422096)-এর ঠিকানা: Old Exhibition Building, Irwin Road, Mysore। প্রতিদিন 8.00-21.30 মধ্যে দেখাচ্ছে শহরের দর্শনীয় স্থান এবং শ্রীরঙ্গপাটনা ও বৃন্দাবন গার্ডেন সকালে রওনা হয়ে রাতে ফিরে ১৩০্। যাচ্ছে বেলুর /হালেবিড/ শ্রবণবেলগোলা সকাল-সন্ধের ভ্রমণে প্রতি মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি 7.30-20.30 ২১০্। যাচ্ছে উটি ২৩০্ (কেবল মরসুমে)। প্রতিদিন ম্যাঙ্গালোরে সন্ধেতে ছেড়ে সারারাত ধরে। ট্যাক্সিও পাবেন। ITDC-ও এই ধরনের সফর পরিচালনা করে। এদের বাস ছাড়ে ললিতামহল প্রাসাদ থেকে।



কোথায় উঠবেন : এখানেও হোটেলের ব্যবস্থা বেশ ভালই। দামি হোটেলগুলির মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণরাজসাগরে Hotel Krishnarajsagar, (Ph: 257222 ৮৫০-১৫০০্; ভাইসরয় রোডে Hotel Metropole (Ph: 2420681); ১২০০-২৩৫০; ITDC-র Lalithamahal Palace Hotel (Ph: 2571265) ৫৬০০-১৯,০০০; Hotel Quality Inn Southern Star (Ph: 2426426) No 13/14, Vinobha Road ২৩০০-৫৫০০; Ramanashree Comforts Ltd (Ph: 2522202) L-43/A, Hardinge Circle ১৯৫০-৩৮০০্; Hotel Mysore Dasaprakash 793, S Patel Rd. ১৭৫-৬৫০; Hotel Dasaprakash Paradise (Ph: 2515565) 105, Vivekananda Rd. ৬০০-১২০০; Hotel Aashraya (Ph: 2427088) Dhanavantri ২২৫-৬০০; Hotel Indra Bhavan (Ph: 2423933) Dhanvantri Rd. ১৫০-৩০০; Hotel Brindavan (Ph: 2423426) Bangalore Nilgiris Rd ২২৫-৪৭৫; Hotel Calinga (Ph: 31310) 23,K. R. Circle ২২৫-৩৪০; Hotel High-way Ltd (Ph: 521534) New Bannimandap Ext. ৩৭৫-৫৭৫; Hotel Rajendra Vilas Palace (Ph: 2520690); Chamundi Hills ৪৫০-১১০০; Hotel Maurya (Ph: 2426677) 9/5, Hanumantha Rao St-11 ১৭৫-৩৫০; Hotel Metropole (Ph: 2520871) 5, Jhansi Rd ৭৫০-১৪০০; Hotel Siddharta (Ph: 426869) Guest House Rd, Nazarbad ৩৫০-৭৫৫। Hotel Kings Court (Ph: 2421142) Jhansi Rd ১৪০০-৩৬০০।

KSTDC-র Hotel Mayura Hoysala (Ph: 2425349), DAC ৭০০-৮৫০ DAB ৩০০-৪৫০। Jhansi Lakshmibai Rd ২৫০-৮৫০ এবং Mayura Yatri Nivas (Ph : 2423492) ২০০-৩০০। ডর্মি ৭০। এছাড়া সরকারি GH আছে ঝাঁসি লক্ষ্মীবাঈ রোডে, চামুণ্ডী GH আছে জে. এল. বি. রোড সরকারি অফিসারদের জন্য প্রধানত সংরক্ষিত ; Ridge House (রিজা: Suptd, State Guest Houses,

Kumarakripa Cottage, Kumarakripa Rd, Bangalore)। রেল স্টেশনে আছে RR; Youth Hostel (Ph. 2544704) Hudco, II Stage, Saraswathi Puram, 50 বেডের (26 পুরুষ, 24 মহিলা) জনপ্রতি ২০। চামরাজা রোডে Maharaja's College Hostel এবং ভাইসরয় রোডে Maharani's College Hostel। **ধরমশালা** (কেবলমাত্র থাকার জন্য— Seethavilas Choultry, Nanaraja Urs Choultry, Kalyan Mandap, Old Agrahara। **রেস্টুরেন্ট** কার্জন পার্ক রোডে Gayland, Royal; সয়াজি রোডে Indra Cafe, গান্ধি স্কোয়ারে Madhunivas ইত্যাদি।

কী কী দেখবেন : মহীশূরকে রাজপ্রাসাদের দেশও বলা যেতে পারে।

মহীশূর রাজপ্রাসাদ : প্রাক্তন ওয়াদিয়ার এই রাজপ্রাসাদটি ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ রাজপ্রাসাদ। বলা হয় এর গঠনশৈলী নাকি বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের সমতুল— তবে এই প্রাসাদ সম্ভবত ধনশালীতার দিক থেকে তাকে অতিক্রম করে গেছে। 1911-12-তে এটি পুনর্নির্মিত হয় হিন্দু ও মুসলিম উভয় স্থাপত্যের মিশ্রণ বৈশিষ্ট্য দিয়ে। এর খিলান, সারিবদ্ধ তরুশ্রেণী, গম্বুজ মিনার সবই ঐশ্বর্যময় শিল্পের নিদর্শন। কল্যাণ মণ্ডপের ছবিগুলিতে তৎকালীন মহারাজাদের সমকালীন জীবন চিত্রিত। দশেরা উৎসবে দেখানো হয় সোনার সিংহাসনটি। প্রতি সপ্তাহের শেষে আর ছুটির দিনগুলিতে যখন প্রাসাদটিকে আলোকমালায় সাজানো হয়—সে এক পরম উজ্জ্বল দৃশ্য। বাইরের ইন্দোসেরাসেনিক শৈলী ও ভিতরের হোয়সাল শৈলীতে তখন এক আশ্চর্য মিলনোৎসব। প্রাসাদটি দেখার জন্য অনুমতি মেলে (আবেদন জানান: প্যালেস অফিসে হুজুর সেক্রেটারির কাছে)। দর্শনী ৫্। খোলার সময় 10.00-1700।

চামরাজেন্দ্র আর্ট গ্যালারি : এটি জগনমোহন প্রাসাদে অবস্থিত। অমূল্য সব ছবির অনেকগুলিই বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রবি বর্মা অঙ্কিত। এখানে মহীশূর ঘরানার শিল্পরীতির সম্যক পরিচয় পান পর্যটক-দর্শক। ঢুকতেই প্যারেড ঘড়িটির বৈশিষ্ট্য প্রথমে আপনাকে আকর্ষণ করবে। তারপর ছবির পর ছবি। অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে মহিলার ছবিটি। খোলা: 8.00-1200 এবং 14.30-17.00। দর্শনী: ৫্ বন্ধ. বৃহস্পতিবার ও ছুটির দিন।

ললিতামহল: প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। চামুণ্ডী পাহাড়ের পাদদেশে এই প্রাসাদটি তৈরি হয়েছিল রাজার অতিথিদের থাকার জন্য। শ্বেতশুভ্র প্রাসাদের চূড়াটি তৈরি লন্ডনের সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল চূড়াটির আদলে। দেখার জন্য আগে থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, Dept. of Information and Tourism, Mysore, এর কাছে অনুমতি নিয়ে নিন।

দেখে আসুন চেলুবম্বা ম্যানসনে The Central Food Technological Research Institute (খোলা 8.00-12.00 বা 13.00-17.00) আগে থেকে অনুমতি নিযে সান্ডালউড অয়েল ফ্যাক্টরি গিযে চন্দন তেল বের করা দেখুন 8.00-12 00 বা 13.00-17.00 টার মধ্যে, সরকারি রেশম কারখানায় দেখুন ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট (বুধবারে 10,30-17.30, শনিবারে 10.30- 14.00, রবিবার বন্ধ)। সেন্ট ফিলোমেনা চার্চ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ইত্যাদি। স্টেশনের কাছেই আছে **রেল মিউজিয়াম**। এটি স্থাপিত হয়েছে 1979 সালে। এখানে দেখুন বিভিন্ন মডেলের রেল ইঞ্জিন, নানা ধরনের সিগন্যাল আর মহীশূর রাজপরিবারের ব্যবহৃত রাজকীয় রেল কামরা।

শহর থেকে দূরে গিয়ে দেখুন এই জায়গাগুলো—

চামুণ্ডী পাহাড় : কিংবদন্তি এই যে মহিষাসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মহীশূরের লোকেদের প্রার্থনামতো দেবী চামুণ্ডেশ্বরী এই পাহাড়েই নাকি অসুরটিকে বধ করেন। মন্দিরের 'গোপুরম'টি 300 বছরের পুরনো হলেও এর বনিয়াদ নাকি 2 হাজার বছর আগের। মন্দিরে ওঠার জন্য যেমন সোজা মোটরে যাবার পথ আছে তেমনি যাঁরা পায়ে হেঁটে যেতে চান তাঁদের জন্য পাথর কেটে কেটে প্রায় 1 হাজার সিঁড়ি কাটা হয়েছে-- সোপান বেয়ে ওঠা বেশ রোমাঞ্চকর। যেতে যেতে মাঝপথে 7.6 মি চওড়া আর 4.8 মি উঁচু একটি পাথর কেটে তৈরি শিবের বাহন ষাঁড়ের বিশাল মূর্তি মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। ষাঁড়টির গলার ঘণ্টা, মালা পর্যন্ত ওই একটা পাথর কেটেই তৈরি, কিন্তু দেখলে মনে হয় জীবন্ত সব। বনভোজনের আদর্শ জায়গা কিন্তু পাহাড়ে। চূড়ায় চামুণ্ডী মন্দিরটির জন্যে হিন্দুদের ছোটখাটো তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেছে। মনে রাখবেন মন্দিরে হিন্দু ছাড়া অন্যদের প্রবেশ নিষেধ। রাতের বেলায় পাহাড়ের চূড়া থেকে মহীশূর শহরটি দেখলে এক আলোকোজ্জ্বল স্বর্গপুরী মনে হয়। অদূরেই রয়েছে রাজেন্দ্রবিলাস রাজপ্রাসাদ। মন্দিরটি শহর থেকে10 কিমি দূরে অবস্থিত।

বিলিগিরিরঙ্গা পাহাড় : এর অন্য নাম শ্বেতাদ্রি বা সাদা পাহাড়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1,555 মি. উঁচুতে অবস্থিত


ব্যাঙ্গালোর
ওমর খৈয়াম রোড
সেন্ট ফিলোমেনস ক্যাথিড্রাল
পুলিকেশী রোড
আকবর রোড
সরকারি আবাস
রেলওয়ে স্টেশন
টুরিস্ট
হোটেল হয়শালা
মেট্রোপোল হোটেল
ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স
আরউইন রোড
জিপিও
ধন্বন্তরী রোড
দেবরাজা মার্কেট
রিজ হোটেল
আশীর্বাদ হোটেল
সোমনাথপুর
ম্যাঙ্গালোর
বিনোবা রোড
বৈষ্ণোরা
সিটি বাস স্টেশন
পার্ক লেন হোটেল
নজরবাদ রোড
সাংগ্রাই
চীনা
সুদর্শ লজ
মহারাজার প্রাসাদ
জগনমোহন প্রাসাদ ও আর্ট গ্যালারি
চামারাজা রোড
সিদ্ধার্থ হোটেল
বানীবিলাস রোড
রেস কোর্স
কাম্বারাজা আর্স রোড
সরকারি সিল্ক ফ্যাক্টরী
চামুণ্ডী পাহাড়
উটি

মহীশূর সিটি

এই পাহাড়ে টিক ও চন্দন কাঠের ঘন জঙ্গল আর শক্ত উঁচু ঘাস নানা প্রজাতির বন্য জীবজন্তুদের থাকার পক্ষে আদর্শ। একটু সাহস আর সাবধানে ঘোরাফেরা করলে এদের সঙ্গে মোলাকাত হবেই। পাহাড় চূড়ায় একটি সুন্দর মন্দির রয়েছে— **রঙ্গনাথ মন্দির**। মন্দিরটি দ্রাবিড় স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত।

বৃন্দাবন গার্ডেন্স ও কৃষ্ণরাজসাগর বাঁধ : শহর থেকে 19 কিমি দূরে কাবেরী নদীতে শুধুমাত্র পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে বিশাল একটি বাঁধ 1923-এ তৈরি হয়েছে — নাম কৃষ্ণরাজসাগর বাঁধ। এটি 3 কিমি লম্বা এবং জলাধারের আয়তন 129.5 বর্গকিমি। দক্ষিণ ভারতে এত বড় জলাধার আর নেই। এরই তীরে গড়ে উঠেছে বিখ্যাত বৃন্দাবন উদ্যান— স্থাপত্যে, পুষ্পসম্ভারে, সৌন্দর্যবোধে যার কোনো তুলনা নেই। এই উদ্যানটির নির্মাতা বিচক্ষণ ইঞ্জিনিয়ার স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া। এর সবুজ ভেলভেটের মত লনগুলোর চারদিক নানারঙের ফুল দিয়ে ঘেরা। রাতে এর উপর আলো পড়লে স্বর্গীয় সুষমা ঝরে পড়ে। এর প্রধান আকর্ষণ এখানের অজস্র কৃত্রিম ঝরনা— যেখান থেকে নানা ছন্দে জল বের হচ্ছে। সম্প্রতি এটি একটি 'মিউজিক্যাল ফাউন্টেনে' পরিণত হয়েছে। বাজনার তালে তালে ঝরনার জলের গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত হয়ে ঝরনা নৃত্য করছে— এ দৃশ্য ভুলবার নয়। প্রতিদিনই 18.25-19.25 পর্যন্ত দর্শকরা এ ঝরনা দেখেন, রবিবার 18.00-20.00। এদিনই ঝরনা নাচে সুরের তালে আলোকমালার মাঝে। হ্রদে কাবেরীর এপার- ওপার নৌকা বাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আছে সাঁতার কাটা, মাছ ধরার ব্যবস্থাও। এখানে ঢুকতে লাগে ৫। ছবি তোলার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয় সাধারণ ১০, ভিডিও ১০০ বিনিময়ে। শুধু শুধু ছবি তোলা নিষেধ। এখানে পর্যটন বিভাগের বাস আসছে। ট্যাক্সিও আসছে। বাঙ্গালোর থেকে আসছে 153 কিমি দূর থেকে কন্ডাকটেড ট্যুরের বাস। এসে যাতে থাকতে পারেন সেজন্য পাশ্চাত্য প্রথার Hotel Krishnarajsagar (Ph: 257222) ৮৫০-১৫৫০; Hotel Mayura Cauvery S ১৫০ D ২২৫ (রিজা Manager, K. R. Sagar, 571607, Dt. Mandya, Ph: 08236-257252 অথবা Commercial Manager KSTDC, 10/4, Kasturba Rd., Bangalore-1), একটি ট্রাভেলার্স বাংলোও আছে।

নানজনগুড়: শহরের 19 কিমি দূরে কপিনী নদীর তীরে একটি ছোট শহর। এখানে 16 শতকে নির্মিত শিবমন্দিরটির জন্যেই শহরটি বিখ্যাত। এখানে একটি ভারতীয় ধরনের হোটেল, একটি ডাকবাংলো ও ধরমশালা আছে।

বাঁদীপুর অভয়ারণ্য

মহীশূরের একেবারে দক্ষিণে 80 কিমি দূরে উটির দিকে (নানজনগুড় থেকে 60 কিমি দূরে) এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে সমগ্র জঙ্গলটির নাম ছিল বেণুগোপাল ওয়াইল্ড লাইফ পার্ক। এটা আসলে আগে ছিল মহীশূরের মহারাজাদের সংরক্ষিত শিকার-উদ্যান। মে-জুনের বর্ষার পর এখানে আসুন। মহীশূর থেকে উটি যাবার বাসে চড়ে এখানে আসতে পারবেন। বাঙ্গালোর থেকেও বাস এখানে আসে। যাবার আগে DFO Mysore-কে চিঠি দিয়ে অনুমতি নিন, থাকার ব্যবস্থা সেরে রাখুন। বনদপ্তর পরিচালিত 9টি কটেজ রয়েছে। এর মধ্যে 2টির বুকিং হয় ব্যাঙ্গালোরের বনদপ্তরের (Chief Warden, Wildlife, Aranya Bhavan, 2nd Floor, 18th Cross, Malleswaram, Bangalore 560003; Ph: 2334 1993) অরণ্যভবন থেকে। বাকিগুলির জন্য যোগাযোগ করতে হবে মহীশূর ব্যাঘ্রপ্রকল্পের (Field Director, Project Tiger, Aranya Bhavan, Ashoka-puram, Mysore 570008, Ph 2520901) অফিসে। ভাড়া ২৫০-৪৫০ মধ্যে। ক্যান্টিনে খাবার পাবেন। ভিড় এড়াতে আগাম অর্ডার দিয়ে রাখুন।

বাঁদীপুরে হাতির পিঠে চড়ে ঘোরার ব্যবস্থা নেই। জঙ্গল ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য বনদপ্তর বাসের ব্যবস্থা রেখেছেন। 25 সিটের বাস সকাল, সন্ধে দুবেলাই পর্যটকদের নিয়ে জঙ্গল ভ্রমণে যাচ্ছে। সাধারণত একটা বা দুটো ট্রিপ হয়, তবে পর্যটক সংখ্যা বেশি হলে সেই অনুযায়ী ট্রিপের সংখ্যা বাড়ানো হয়। আগাম টিকিট কেটে বাসে উঠতে হয়।

ওয়াইল্ডারনেস জোনের সীমানা ঘেঁষে তৈরি হয়েছে টুরিস্ট জোন। বিশেষভাবে চিহ্নিত গেম রোড ধরেই বাস চলে। রাস্তার দুধারের ঘাসবন পুড়িয়ে পরিষ্কার রাখা হয়। ফলে তখন দেখে নিতে পারবেন হরিণ, বাইসন, প্যান্থার, হাতি, ভালুক, কেমন স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে: ছবি নিতে ইচ্ছে? আগে থেকে অনুমতি নিয়ে নেবেন তবে, নইলে মুশকিলে পড়বেন। অনুমতির জন্য লিখুন: Forest Officer, Forest Dept, Woodyard, Ashokpuram, Mysore অথবা Asst. Director, Bandipur Park, Bandipur-571318। মহীশূর ও উটি থেকে এখানে বাস আসছে। মেলকামানহাল্লি-তে KSTDC-র Hotel Mayura Prakruti (Ph. 08229-27301) D ৪০০।

নগরহোল ন্যাশনাল পার্ক : মহীশূরের 96 কিমি দক্ষিণে কোদাগু জেলায় 640 বর্গকিমি জোড়া এই অরণ্যটি একসময়ে মহারাজার জন্য সংরক্ষিত ছিল। কাবিনী নদীর উত্তরের এই অংশটি 1955 সালে নগরহোল অভয়ারণ্য নামে অভিহিত হয়। এখানে আসার সেরা সময় অক্টোবর-মার্চ। তবে এপ্রিল-মে মাসে জন্তু-জানোয়ারের দেখা বেশি মেলে। এখানে 250 প্রজাতির পাখি আছে। এছাড়া অ্যান্টিলোপ, ভালুক, জংলি বেড়াল, হরিণ, হাতি, লেঙ্গুর, সম্বর, বাঘ, প্যান্থার প্রভৃতির দেখা মিলবে। যদি ট্রেক করার ইচ্ছে থাকে তাহলে আগেভাগেই অনুমতি নিয়ে রাখুন Chief Wildlife Warden, Aranya Bhavan, (Ph: 23341993) 18th Cross, Malleswaram, Bangalore কাছ থেকে। ঘোরার জন্য ভ্যান, জিপ, মিনিবাস ভাড়া পাওয়া যায়। থাকতে চাইলে আছে সুন্দর একটি ট্যুরিস্ট লজ। কাবিনী নদীর পাড়ে কর্ণাটক পর্যটন দপ্তরের Kaubini River Lodge। লজটি কারাপুরা থেকে 2 কিলোমিটার দূরে থাকায় নিজস্ব যানবাহন না থাকলে নগরহোল থেকে যাতায়াত অসুবিধেজনক। আর আছে বনদপ্তরের 2টি বাংলো। গঙ্গোত্রী ও কাবেরী।

শ্রীরঙ্গপাটনা/শ্রীরঙ্গপত্তনম

যমজ পাহাড় ফ্রেঞ্চ রক্স্ থেকে 3 কিমি দূরে এগিয়ে কাবেরী নদীর দুই শাখার মধ্যে দ্বীপের মত অঞ্চল— টিপু সুলতানের রাজধানী এই শ্রীরঙ্গপাটনা। মহীশূরের 16 কিমি দূরের এই অঞ্চলের সঙ্গে টিপুর স্মৃতি সবচেয়ে জড়িয়ে আছে। 1200 খ্রিস্টাব্দে নির্মিত শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির থেকেই জায়গার এই নাম। মন্দিরে বিষ্ণুর এক বিশাল অনন্তশয়ান মূর্তি। অদূরে টিপুর ভূগর্ভস্থ বন্দীনিবাস। এখানে তিনি ইংরেজদের বন্দী করে রাখতেন। টিপু-নির্মিত সুন্দর মিনার সহ জামা মসজিদ ও তাঁর প্রাসাদ 'দরিয়াদৌলত' দেখার মত। এর অর্থ 'ঐশ্বর্যের নদী'। 15 শতকে কৃষ্ণদেব রায়ের অনুমতি নিয়ে হেব্বার তিম্মানা যে দুর্গটি তৈরি করেছিলেন— সেই দুর্গের বাইরে এক বিরাট উদ্যানের মধ্যে এই প্রাসাদটি। সোনালি ও নানা রঙে চিত্রিত এর ছাদ এবং দেওয়াল। আছে হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের জীবনের নানা অনুপম ছবি। আপাতত এটি এখন একটি (দ্বিতলে) যাদুঘরে পরিণত। এর পূর্বদিকে 2 কিমির কম দূরত্বে রয়েছে টিপু ও তাঁর পিতার সমাধি গম্বুজটি। ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধে এখানে টিপুর মৃত্যু হয় 1799-এ। সাজানো উদ্যানের মধ্যে পাথরের এই ঘি-রঙা গম্বুজটি টিপু তৈরি করেছিলেন পিতামাতার সমাধি হিসেবে। পরে ইংরেজরা টিপুকেই এখানে সমাধিস্থ করে। সংলগ্ন একটি প্রার্থনা ঘরও দ্রষ্টব্য। টিপুর ডোরা কাটা বাঘের লাঞ্ছন চিহ্ন, হস্তিদন্তখচিত আবলুস কাঠের দরজা সবই এখানের প্রাচীন সমৃদ্ধিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে আপনি দেখতে পাবেন টিপু সুলতানের তরবারি, ঢাল ইত্যাদি সংরক্ষিত আছে। এখানে আসতে হলে মহীশূর থেকে ট্রেনে, সাধারণ ও কন্ডাকটেড ট্যুরের বাসে আসতে পারেন। আর বাঙ্গালোর পর্যটন বিভাগের দফতরে (৯ সেন্ট মার্কস রোড) রিজার্ভ করিয়ে এসে Sriranga-patne Motel-এ (D ২০০) বা PWD-র TB অথবা IB কিংবা KSTDC-র H. Mayura River View-তে (Ph: 252114, D ৩৫০-৬৫০, কটেজ ৩০০-৪৫০) উঠতে পারেন।

রঙ্গনাথিট্টু পক্ষিরালয়: শ্রীরঙ্গপাটনা থেকে 3 কিমি দূরের কাবেরী নদীর মাঝে (মহীশূর থেকে 16 দূরে) তিনটি দ্বীপের অন্যতম এই পাখির অভয়ারণ্যে কতই না যাযাবর পাখি আসছে। অবশ্য তাদের দেখতে হলে জুন-সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসুন। পাখি দেখুন, লেকে বোটিং করুন আর ইচ্ছে হলে KSTDC-র কটেজ অথবা PWD-র IB-তে থাকুন। এর কাছাকাছিতেই ঘুরে দেখুন স্কট্স্ বাংলোর চিত্রশালা অথবা কাবেরী ও ছোট্টনদীর মিলনস্থল সঙ্গমে।

সোমনাথপুর

হোয়সাল রাজারা শিল্প, স্থাপত্য, নৃত্য ও গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা যে 3টি বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ করেন (অপর 2টি বেলুর ও হালেবিড়ে) সোমনাথপুরের সোমনাথ মন্দিরটি তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। এটি নির্মাণ করেন হোয়সাল-সেনাপতি সোম 1268 খ্রিস্টাব্দে। শ্রীরঙ্গপাটনা আসতে যে পথ ধরেছিলেন সেই পথেই বাস ধরে আরো পূর্বদিকে এগিয়ে মহীশূর থেকে 35 কিমি দূরের এই মন্দিরটি হোয়সালীয় বিশেষ রীতিতে তারার আকারের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে। গোপুরম খুব উঁচু নয়। ঘাড় উঁচু করে দেখতে হয় না। সিমেন্টহীন 3টি মন্দির একই ভিতে— মাঝে কেশব ও দুপাশে জনার্দন ও বেণুগোপালের মন্দির। ভিতরের পশমিকাপড়, প্যানেল ও চূড়ার কাজ অনবদ্য। চেন্নাকেশবসহ সব মন্দিরেই নানা

হিন্দু পৌরাণিক আখ্যান বর্ণিত আছে। কারুকর্মে দর্শক দেখবেন প্রতি আখ্যানের শেষে একটি করে 'দরজা' আঁকা আছে। মন্দির খোলা 9.00-17.00। থাকতে পারেন KSTDC-র ট্যুরিস্ট হোম Mayura Keshava-তে (Ph: 27017)। ১২৫-২২৫ বিনিময়ে।

তালকাড়: মহীশূর থেকে 64 কিমি সোমনাথপুরের প্রায় 30 কিমি দক্ষিণ পূর্বে কাবেরী নদীর তীরে গঙ্গা ও চোল রাজাদের প্রাচীন রাজধানী ছিল তালকাড়। এখানে পঞ্চলিঙ্গ মন্দিরসহ প্রায় 30টি মন্দির বালিয়াড়ির নীচে চাপা পড়ে গেছে। 12 বছর অন্তর কার্তিক মাসে যখন 5টি সোমবার হয় তখন পঞ্চলিঙ্গ দর্শন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বালি খুঁড়ে পঞ্চলিঙ্গ মন্দিরগুলি বের করে। তীর্থযাত্রীরা পূজা দেন, উপাসনা করেন। চোলরাজাদের পরাজিত করার স্মৃতি হিসেবে হোয়সাল রাজা বিষ্ণুবর্ধন এখানে কীর্তিনারায়ণের একটি সুন্দর মন্দির তৈরি করেন। শিবমন্দিরের সামনে তালা ও কাড়ু নামে দুই ভাইয়ের মূর্তি থেকেই জায়গার এই নাম।

মহীশূরের সেরা উৎসব 'দশেরা'

বহু পর্যটকই মহীশূরে আসার জন্য দুর্গাপুজোর সময়টি বেছে নেন। কারণ এ সময়ে মহীশূরে 'নবরাত্রি' বা 'নয়রাত্রির উৎসব' প্রায় মধ্যযুগীয় রাজকীয় জাঁকজমকের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবের আনুষ্ঠানিক অংশগুলি রাজ্যের রাজ-পরিবারেরা এখনো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করে চলেছেন। রাজ্যের রাজ্যপাল এতে যোগ দেন। উৎসবের দশম দিন, বিজয়া দশমী হল সবচেয়ে মনোহর। এদিন রাজ্যপাল একটি সুচিত্রিত ও সুসজ্জিত হাতির উপর উঠে বিশাল শোভাযাত্রার অগ্রভাগে থাকেন। তাঁর পিছনে চলে ঘোড়সওয়ার, পদাতিক এবং উটের বাহিনী। যতদিন উৎসব চলে ততদিনই রাজপ্রসাদ ও অনেক বড় বড় বাড়ি আলোকমালায় সাজানো হয়। ফলে এ সময়ে রাতের মহীশূর এক স্বপ্নপুরীতে পরিণত হয়।

প্রদর্শনী মাঠে বসে বিশাল প্রদর্শনী। তাতে নানারকম জিনিস প্রদর্শিত হয়। নাচে, গানে, উৎসবে মহীশূর একেবারে উৎসব নগরীতে হয় রূপান্তরিত। তবে এখানে এ সময়ে আসার আগে হোটেলে জায়গা পাবেন কিনা সেটা নিশ্চিত করে আসাই সবচেয়ে ভাল।

শিবসমুদ্রম : সোমনাথপুর থেকে 27 কিমি মহীশূর থেকে 77 কিমি দূরে 'শিবের সমুদ্র' কাবেরী নদীর দুটি শাখার মধ্যে অবস্থিত জলপ্রপাত। এখানকার বনাচ্ছাদিত সবুজ উপত্যকাগুলির নীরবতা ভেঙে দিয়েছে এখানে প্রপাতের গর্জন। কাবেরী নদী প্রায় 200 ফুট (62 মিটার) উঁচু থেকে এখানে নীচে পড়ছে আছড়ে। কাছেই একটি দ্বীপের কাছে গগনচুক্কী ও বারাচুক্কী নামে দুটি জলপ্রপাত। কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর সীমানায় সুন্দর অরণ্যময় পরিবেশে রয়েছে শিব ও রঙ্গনাথের দুটি মন্দির। 122 মি নীচে রয়েছে ভারতের প্রথম দিকের অন্যতম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি (1902)। থাকার জন্য TB আছে (রিজা General Superintendent of Generations, Sivasamudram)। শিবসমুদ্রম্-এর 18 কিমি দূরে কাবেরী নদী-শাখা শিমসরি জলধারার কাছে আরো একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। এখানেও আছে RH-এর আরামদায়ক আবাস। বেড়াতে আসুন বর্ষাকালে—মে-জুনে।

মহীশূরের আশপাশে ভ্রমণ বিবরণের শেষে একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য বিষয়ের কথা পর্যটকদের বলি। এটি দেখার জন্যে সুযোগ করে নিতে পারলে তা আপনার চিরকালীন রোমাঞ্চময় স্মৃতি হয়ে থাকবে। তা হল— **খেদা**, বুনো হাতি ধরার অপারেশন খেদা। কারাপুরা ফরেস্ট মহীশূর থেকে প্রায় 53 কিমি দূরে। এখানে কয়েক বছর পর পর হাতি ধরার জন্য সরকারের তরফ থেকে ব্যবস্থা হয়। এ কাজের জন্য 2,000 মত শিক্ষিত লোকেরা হাজির হন এবং ধ্বংসমুখী হাতিদের কাছ থেকে ধান ও আখের খেত রক্ষা করে এক একবারে 70-100 হাতি ধরে ফেলেন। এগুলোকে দিয়ে পরে মন্দির, চিড়িয়াখানা ও সার্কাসের কাজে লাগানো হয়। রোমাঞ্চকর এই ব্যাপারে সাক্ষী হবার জন্য অন্য বহুজনের মধ্যে আপনিও চলুন না।

বেলুর

ইচ্ছে করেই পশ্চিমবঙ্গের বেলুড়ের সঙ্গে পার্থক্য দেখাবার জন্যে বানান রেখেছি বেলুর। তাছাড়া পুরাণ ও প্রাচীন শিলালিপিতে এর আদি নাম পাওয়া গেছে বেলাপুরম্। 800 বছর আগের হোয়সাল রাজাদের এই সমৃদ্ধ শহরটি এখন যেন ঘুমন্ত। হাসান থেকে 40 কিমি দূরের এই শহরটি কিন্তু বিখ্যাত হয়ে উঠেছে 12 শতকে নির্মিত দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির চেন্নাকেশবের জন্য। এটি নির্মাণ করেন হোয়সালরাজ

বিষ্ণুবর্ধন। এসময়ে জৈন ধর্মাবলম্বী বিষ্ণুবর্ধন রামানুজের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন— সেজন্য এটি একটি বিষ্ণুমন্দির। এত বছর পরেও এই সৌন্দর্য অটুট। ফার্গুসন সাহেবের মতে বিশ্বের কোনো সৌধ এমন শিল্পকর্মের তুলনীয় নয়। মন্দিরে ঢোকার আগে হতাশ হলেও ভিতরে ঢুকলে এর সৌন্দর্য আপনাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করবে। এই মন্দিরের পাথর স্থানীয় নয় বলেই মনে হয়।

পাথর-কাটা জানলা, হিন্দুপুরাণ আর হোয়সাল দরবারের বিচিত্র কাহিনী নিয়ে খোদিত প্যানেল ধীরে ধীরে উন্মোচিত করবে এক অমরাবতীর তোরণ। তারার মত ভিত্তির উপরে শিখরহীন এই মন্দিরে পশ্চিমে ছাড়া তিনদিকের দরজার মধ্যে দক্ষিণের দরজায় দেব-দানব-জন্তুর সমাবেশ, পুবের দরজায় বিস্ময়কর কারুকর্ম। গর্ভগৃহ, সুখনাসী, মণ্ডপ সবই অনবদ্য কারুকর্মমণ্ডিত। 38টি স্তম্ভের উপরে ব্র্যাকেটের মতো মদনিকা মূর্তি অতুলনীয়। বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নারীমূর্তিগুলো বড়ই মনোহর। চেন্নাকেশবের (চিহ্ন কেশব?) নারায়ণ মূর্তি সৌম্যস্নিগ্ধ, তাণ্ডব নৃত্যে শিবের লীলামুদ্রা অপরূপ -- বিষ্ণুক্রোড়ে লক্ষ্মীর স্নিগ্ধলাস্য — সব ছাড়িয়ে আকর্ষণীয় বুঝি মহিষমর্দিনী মূর্তিটি। এটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের মূর্তি। প্রথমে দেখে মনে হয় অসুরের পাশবিক শক্তিই এখানে বড়, দুর্গা মূর্তি ক্ষুদ্রতর। তবে দ্বিবাহু দুর্গা অস্ত্রাঘাত করেছেন অসুরের অঙ্গে। একটু খুঁটিয়ে দেখলে আবার মনে হবে এটি অসুর নয়, সিংহ — পায়ের নখর, কেশর ও চক্ষু তাই প্রমাণ করে। বৃত্তাকার এই মূর্তিতে দুর্গা নয়, অসুরই সিংহের গায়ে আঘাত করছে। পুচ্ছের বৃত্তেই হয়ত সিংহবাহিনী দুর্গা রয়েছেন। মূল মন্দিরের দক্ষিণে রয়েছে কাপ্পে চেন্নিগরায়ের মন্দির। এখানে দুর্গা, গণেশ ও সরস্বতীর মূর্তি রয়েছে। বীর নারায়ণের মন্দিরটির গায়ে রয়েছে সুন্দর সুন্দর মূর্তি। কাছেই একটি সরোবর আছে।

বেলুর থেকে সড়কপথে হাসান 40 কিমি, বাঙ্গালোর 222 কিমি, মহীশূর 155 কিমি এবং শ্রবণবেলগোলা 93 কিমি। বাস আসছে মহীশূর থেকে কন্ডাকটেড ট্যুরে। ট্রেন আসছে মহীশূর, বাঙ্গালোর, ম্যাঙ্গালোর থেকে হাসানে।

হাসান জেলা শহর এবং খুব পুরনো জনবসতির শহর। এখানে দেশের একমাত্র উপগ্রহ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রটি রয়েছে। আবহাওয়া সারা বছরই বেশ মনোরম। ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস গরমের একটু আধিক্য থাকে। এখান থেকেই বেলুর, হালেবিড ও শ্রবণবেলগোলা বেড়িয়ে নেওয়া সুবিধেজনক। বাঙ্গালোর থেকে বাঙ্গালোর-ম্যাঙ্গালোর জাতীয় সড়কপথে এখানে আসুন। উঠুন নীচে বলা হোটেগুলির কোন একটিতে। তারপর সেখান থেকে চলুন বাসে আপনার দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে।

থাকার জন্য ITDC -র হোটেল Hassan Ashok (Ph : 268731) ১২৫০-১৫৫০ AC ১৮০০-৩২০০; KSTDC-র Hotel Mayura Velapuri (Ph: 08177-22209) D ১৭৫-২৭৫ ডর্মি ৫০। এছাড়া আছে বেলুর বাস স্ট্যান্ডের কাছে Gaytri ও Lunch Home; National Lunch Home, Hotel Harsha Mahal, Vijaya Lodge, Hotel Dwaraka, Sangam Lodge ইত্যাদি। আরো আছে ITDC-র Travellers Bunglow II (রাঁধুনি পাবেন) ও Traveller's Lodge I। Youth Hostel আছে জেলা স্টেডিয়ামের পাশে (Ph: 266168,) রিজা · Warden, Hassan YH, Hassan 573201)। পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে 42টি শয্যা, ২০ শয্যাপ্রতি।

হালেবিড/হালেবিড়ু : কন্নড় ভাষায় হালেবিড়ু শব্দের অর্থ পুরনো রাজধানী। এখানেই একদা ছিল হোয়সাল বল্লা রাজাদের রাজধানী দ্বারসমুদ্র। 12 শতকের প্রথম দিকে রাজা বিষ্ণুবর্ধন এই রাজধানী নির্মাণ করেন; পরে পুনর্গঠিত করেন বীর সোমেশ্বর। বেলুরের চেন্নাকেশব মন্দির নির্মিত হওয়ার 10 বছর পর এখানে হোয়সালেশ্বর মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করেন বিষ্ণুবর্ধন স্থপতি থকনাচার্যের সহায়তায় কিন্তু 80 বছরেও এর নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় না। তারকাকৃতি ভিত্তির উপরে শিখরহীন জোড়া মন্দিরে 4টি দরজা। পাথরে মন্দিরের গায়ে খোদিত নানা দেবদেবীর মূর্তি ও পৌরাণিক কাহিনী। মন্দিরের দুদিকেই একটি করে স্তম্ভ— ছত্রের নীচে নন্দীমূর্তি আছে। প্রাচীর গাত্রে 2,000 গজ (620 মিটার) মূর্তির চিত্র বিস্ময়কর। কাছেই আছে কেদারেশ্বরের অন্য একটি মন্দির। ছড়িয়ে রয়েছে আরো অনেকগুলি মন্দির এখানে ওখানে। রাজপ্রাসাদে হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘর। কাছেই বাস্থল্লী গ্রামে উৎসর্গীকৃত একটি জৈন বস্তি আছে। বেলুর (16 কিমি), হাসান (39 কিমি), বাঙ্গালোর (236 কিমি), মহীশূর (115 কিমি) থেকে এখানে বাস আসছে। ট্রেনে এলে হাসান নামুন। তারপর বাসে।

থাকার জন্য আছে KSTDC-র Hotel Mayura Shantala (Ph: 08386-273224) DB ২০০; আছে ITDC-র প্রথম শ্রেণীর Traveller's Lodge (রিজা : ম্যানেজার), আছে দ্বিতীয় শ্রেণীর TB (রিজা : Asst Eng. PWD, Hassan)। মন্দির চত্বরে মদ্যপান নিষেধ।

শ্রবণবেলগোলা

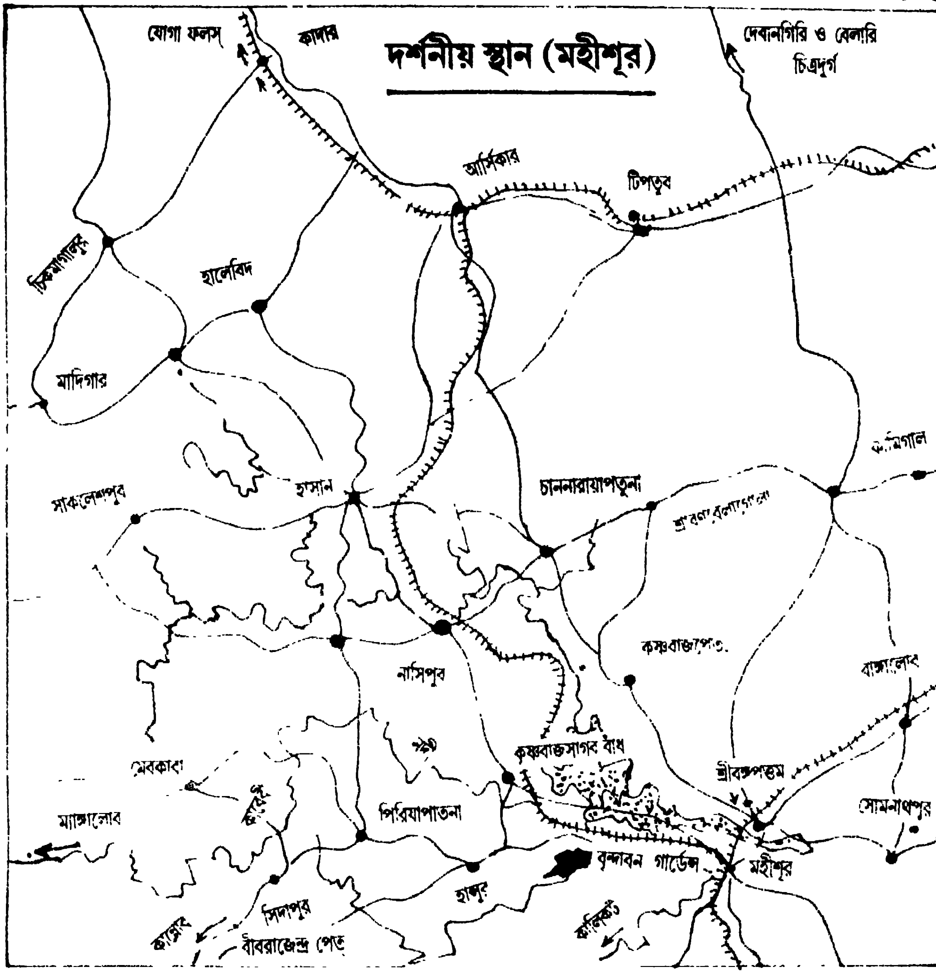
এবার চলুন যাই হাসান পেরিয়ে শ্রবণবেলগোলায়। হাসান হল কর্ণাটকের একটা বর্ধিষ্ণু শহর। এর স্থানীয় শিল্প ও পর্যটনের গুরুত্ব একে বিখ্যাত করে তুলেছে। এখান থেকেই সহজে বেলুর, হালেবিড যেমন যাওয়া যায়, তেমনি যাওয়া যায় শ্রবণবেলগোলার গোমতেশ্বর বাহুবলীর বিশাল মনোলিথ মূর্তি দেখতে। হাসান থেকে বাস আসছে এখানে। হাসান আসুন ট্রেনে। অথবা মহীশূর থেকে সোজা আসুন এখানে কন্ডাকটেড ট্যুরের বাসে। কুনিগল ও চান্নারায়পাটনা হয়ে 161 কিমি দূর বাঙ্গালোর, চান্নারায়পাটনা হয়ে 99 কিমি মহীশূর, 52 কিমি হাসান, 52 কিমি বেলুর 106 কিমি হালেবিড-এর সঙ্গে শ্রবণবেলগোলা সড়কপথে যুক্ত। খ্রিস্টজন্মের 3-4 শত বছর আগে বর্ধমান মহাবীরের 6 জন শ্রুতকেবল শিষ্যের অন্যতম ভদ্রবাহুর এখানে মৃত্যু হয়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য একদা এই ভদ্রবাহুর শিষ্যত্ব নেন। তাঁর পৌত্র অশোক এখানে এসেছিলেন। সুন্দর শ্রবণবেলগোলা ইন্দ্রগিরি ও চন্দ্রগিরি নামে দুটি পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত। 'বেলগোলা' শব্দের অর্থ সাদা পুকুর। 17 শতকে বেলগোলা নামের পুকুরটি খনন করা হয়েছিল রাজা চিক্কা ওয়াদিয়ারের উদ্যোগে। সম্ভবত 'শ্রমণ' থেকেই কথাটি এর আদিতে যুক্ত হয়ে স্থানটির এই নামকরণ হয়েছে। হাসান থেকে যেতে প্রায় 25 কিমি দূর থেকেই শ্রবণবেলগোলার 57 ফুট (18 মিটার) উঁচু বিশাল মূর্তিটির মস্তক ভাগ নজরে পড়ে। কল্যাণী নামের একটি পুকুরের পাশ দিয়ে ইন্দ্রগিরি পাহাড়ের নীচে পৌঁছতে হয়। পাহাড়টি 470 ফুট (145 মিটার) উঁচু। এই পাহাড়ের শৃঙ্গ কেটে একটি মাত্র পাথর কুঁদেই এই বিখ্যাত গোমতেশ্বরের মূর্তি নির্মিত হয়। প্রায় 600 সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে এই মূর্তি দেখতে হয়। উঠবার সিঁড়ির পাশ দিয়েই নেমে গেছে নামবার সিঁড়ি — মাঝখানে আছে লোহার রেলিং ও রোদ থেকে বাঁচার জন্যে দুটো ছাউনি। উঠতে জনপ্রতি টিকিট কাটতে হয় ৫ করে। বিশাল বাহুবলী গোমতেশ্বরের মূর্তি সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন— বৈরাগ্য ও সংযমের প্রতীক। দুই ভাইয়ের যুদ্ধে যে ভাই জয়ী হন, তিনি পরাজিতকে সিংহাসন দেন। জৈন বাহুবলীর মূর্তিতে সেই সংযম ও ত্যাগ। এখন দণ্ডায়মান এই মূর্তির গা বেয়ে লতাগাছ, উইটিপি সব গড়ে উঠেছে। মূর্তিটি গঙ্গাবংশের রাজা রচনামল্লের সেনাপতি শ্রীচামুনন্দ্রায় তৈরি করিয়েছিলেন — করেছিলেন বিখ্যাত ভাস্কর অরিষ্টনেমি 968 খ্রিস্টাব্দে। জৈন সন্ন্যাসী বাহুবলী ছিলেন আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের ছোটভাই।

প্রতি 12 বছর অন্তর এই মূর্তির 'মহামস্তকাভিষেক' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তখন মূর্তির পিছনে 57 ফুট (18 মিটার) উঁচু ভারা বাঁধা হয়। পুরোহিতরা তাতে উঠে শুভ মুহূর্তে গোমতেশ্বরের মাথার উপর পবিত্র জল, দুধ, ঘি, মধু, রক্ত কুমকুম, ফল ইত্যাদি ঢালতে থাকেন। মূর্তির গা বেয়ে যখন এসব, এমনকি সোনা-রূপা-মোহর পড়তে থাকে তখন সে গা দেখবার মত দৃশ্য হয়। এমন দৃশ্য দেখা যাবে আবার 2005 খ্রিস্টাব্দে। মন্দিরে আরো আছে বহু শিলালেখ, কারুকার্যখচিত স্তম্ভ, সুন্দরী নারীমূর্তি। চন্দ্রগিরি পাহাড় (220 ফুট), ইন্দ্রগিরির চেয়ে ছোট হলেও আরো 1500 বছর প্রাচীন জৈনধর্মের নিদর্শন আছে এখানে।

এখানের চন্দ্রগুপ্ত বস্তির পাথরে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও তাঁর গুরু ভদ্রবাহুর জীবনকাহিনী খোদাই করা আছে। পার্শ্বনাথের একটি মূর্তি ছাড়া 60 ফুটের (19 মিটার) একটি মনোলিথ স্তম্ভের উপরে 20 ফুটের (6 2 মিটার) একটি মণ্ডপ আছে।

অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে হাসানে এসে ITDC-র হোটেল অশোকে একটা রাত কাটিয়ে সব দেখুন, ভালই লাগবে। এছাড়া মন্দিরের কাছে কর্ণাটক পর্যটন দপ্তরের ট্রাভেলার্স বাংলোও আছে বাথরুম সহ। আছে ট্যুরিস্ট হোম-ও, তবে জল আনা হয় কাছের কুয়ো থেকে। 4 ঘরের দিগম্বর জৈন ভবন ধরমশালা আছে— কেবল বিদ্যুতের খরচ নেয়। রান্নার বাসনপত্রও পাওয়া যায়। জৈন দিগম্বর ধরমশালাও আছে 9 ঘরের। গাইডও পেতে পারেন। বিস্তারিত খোঁজ নিন মহীশূর বা বাঙ্গালোরের পর্যটন দফতরে।

চিকমাগালুর : হালেবিড থেকে 22 কিমি উত্তর-পশ্চিমে, বেলুর থেকে 24 কিমি দূরে মালনাদের একটি চমৎকার বেড়াবার জায়গা। পশ্চিমঘাটের এই বনময় পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে কফির চাষ হয়। এলাচের চাষও হয়। 17 শতকে মক্কা থেকে বাবাবুদান নামে এক মহাপুরুষ কফির চারা নিয়ে এসে ভারতে প্রথম রোপণ করে কফি চাষের পত্তন করেন। এখান থেকে 6 কিমি দূরের বাবাবুদান গিরিশ্রেণী তাঁরই স্মৃতি বহন করে চলেছে। মনোরম এই স্থানে থাকার জন্যে হাসান থেকে বেলুরে বাসে চড়ে এসে PWD-র Asst Engineer-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে (চিঠি লিখেও আসতে পারেন) এখানের ট্রাভেলার্স বাংলোতে উঠতে পারেন।



কেম্মানাগুডি : **6,000 ফুট (1,860 মিটার) উঁচু** বাবাবুদান পাহাড়ের 4,750 ফুট (1,470 মিটার) উঁচুতে রয়েছে এই ছোট শৈলাবাসটি চিকমাগালুর থেকে 50 কিমি দূরে। আসতে পারেন চিকমাগালুর-তারিকেরে বাসরুটের বাস ধরে। চারদিকের কফি বাগিচা ছাড়া রোপেওয়েতে করে আকরিক লৌহ আনার দৃশ্যও নয়নমনোহর। কেম্মানাগুডির অন্য নাম কৃষ্ণরাজেন্দ্র শৈলাবাস। এখানে থাকার জন্য ট্যুরিস্ট হোম আছে। এখানের হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্টও রাত্রিবাসের জায়গা করে দেয় অনুরোধ করা হলে। তারপর ঘুরুন শান্ত নদীগুলোর পাশে। ভদ্রাবতীতেও যেতে পারেন। ভদ্রাবতীতে একটি আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠেছে। এখানে আসতে হলে হাসান (35 কিমি) বা চিকমাগালুর (77 কিমি) থেকে বাসে আসতে হবে। পর্যটকের জন্য ভাল ডাকবাংলো আছে। অর্ডার দিলে আমিষ বা নিরামিষ খাবার খেতে পাবেন এখানে (রিজা: The Secretary, Board of Management, Mysore Iron & Steel Works, Bhadrabati, Mysore)। কাছে আরো দুটি দ্রষ্টব্য স্থান ভদ্রা অভয়ারণ্য (Wildlife Sancturay-তে থাকার জন্য CH ও FRH আছে) এবং কালাহস্তী জলপ্রপাত ঘুরে আসতে পারেন।

শৃঙ্গেরী: ভদ্রা থেকে 56 কিমি দূরে। 8 শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও অদ্বৈতবাদের মহান ব্যাখ্যাতা শঙ্করাচার্য স্থাপিত চার ধর্মশিক্ষা পীঠের অন্যতম ধর্মপীঠটি এখানে অবস্থিত। চিকমাগালুর জেলার তুঙ্গ নদীর তীরে এই ছোট সুন্দর শহরটি কোপ্পা থেকে 24 কিমি দূরে। তুঙ্গ নদীর বাম তীরে অবস্থিত আদি শঙ্করাচার্যের মঠ (শঙ্কর জয়ন্তীতে বিশেষ উৎসব হয় এখানে) 1,200 বছরের

পুরনো মঠ ছাড়া **শঙ্করাচার্য** স্থাপিত বলে খ্যাত সারদম্বা মন্দিরটি দ্রষ্টব্য। এটিতে দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য বর্তমান। আরো একটি মন্দির **বিদ্যাশঙ্কর মন্দির**। এতে দ্রাবিড়ীয় ও হোয়সালীয় স্থাপিত্যের সংমিশ্রণ। এর বাইরের দেওয়ালের গায়ে সুন্দর খোদাই কাজ ও স্থাপত্যে লক্ষণীয়। এখানে থাকার জন্য ট্রাভেলার্স বাংলো (রিজা :Administrator-in-Charge, Shri Sringeri Math, Sringeri) আছে তাঁরই তত্ত্বাবধানে GH, আর আছে । পুরসভার অধীনস্থ টাউন হল ও সেন্ট্রাল হলে থাকার ব্যবস্থা (রান্নার ব্যবস্থাও হতে পারে)।

এখানে আসতে হলে বাঙ্গালোর-পুনা রেলপথের বিরুর স্টেশনে নেমে 97 কিমি বাসে চড়ে সোজা আসুন। প্রাইভেট বাস আসছে শিমোগা, চিকমাগালুর, ধরমশালা, হাসান হয়ে আগুম্বে, বেলুর থেকেও।

যোগ জলপ্রপাত

ভদ্রাবতীর থেকে মোটরপথে শিমোগা যাওয়ার পর সেখান থেকে যোগ বা গেরসাপ্পো প্রপাত পর্যন্ত প্রায় 105 কিমি পথ অত্যন্ত রমণীয়। মহীশূরের পশ্চিমে পার্বত্যময় প্রদেশে এই প্রপাতে বেলুর রেলপথের শেষ স্টেশন তালগুপ্পাতে নেমেও যাওয়ার পথ শ্বাসরুদ্ধকর। অবশ্য আগেই সাগর স্টেশনে নেমে বাসে যাওয়াটাই সুবিধের। সাগর 33 কিমি, শিমোগা 104 কিমি (তালগুপ্পা হয়ে), বাঙ্গালোর 378 কিমি, মহীশূর 348 কিমি। বাস আসছে সিরসি, শিমোগা, ভদ্রাবতী থেকেও। পশ্চিমঘাট অঞ্চলের সর্বাধিক মনোমুগ্ধকর এই অঞ্চলে সরাবতী নদী সবেগে 293 (960 ফুট) মিটার নীচে একটি খাদে পড়ে চারটি প্রপাতধারায় বিভক্ত হয়ে বয়ে চলেছে। প্রথমটির নাম রাজা, পরেরটি গর্জনকারী (Roarer), তৃতীয়টি রকেট এবং শেষেরটির নাম রানী। বর্ষার জলে পরিপূর্ণ প্রপাতের দিনের বেলার রামধনু রঙ যদি মনে 'স্বপ্নাবেশ' জাগায় তবে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে সৃষ্টি করে মায়াময় তৃতীয় ভুবন। এমন সুন্দর প্রপাত, ভারতের এমন উচ্চতম প্রপাতও আর দ্বিতীয়টি কি দেখবেন? অতএব আসুন জুন-সেপ্টেম্বরের কোনো এক জ্যোৎস্নাময় রাতে, থাকুন **কর্ণাটক পর্যটন** দপ্তরের হোটেল ময়ূর গেরুসোপ্পা (Ph: 08186-244732) DAB ২৫০, Dlx ৩৫০, কিংবা এখানের IB (রিজা: Suptd Engr, Elec, MG Hydro-Electric Works, Jog Falls, Shimoga District), YH অথবা Woodlands Hotel SAB ৭৫-১৫০, DAB ১৫০-২৫০। তারপর দিনে প্রপাতের জলে রামধনু দেখে দেখে মন ভরিয়ে ঘুরে আসুন সরাবতী ভ্যালি প্রজেক্ট (অনুমতি নিন: Karnataka Power Project) অথবা মহাত্মা গান্ধি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ট্রলি দিয়ে নীচে নেমে। একটু দূরে (13 কিমি) গেলে দেখতে পাবেন Lingamakhi Dam ও জলাধার। সাগর রেল স্টেশনের রিটায়ারিং রুমেও থাকতে পারেন। আরো দূরে আছে (16 কিমি) সবাবতী নদীর উপরে হিরেভাস্গর বাঁধ— দৈর্ঘ্যে 3,505 মি, উচ্চতায় 304 মি.। যোগ থেকেই বাস পাবেন এসব বাঁধে আসতে।

এখান থেকেই আবার 34 কিমি দূরে চন্দনকাঠ শিল্পের আদত জায়গা **সাগর** এবং **সোরাব** আসতে পারেন। কারখানায় গিয়ে দেখা ছাড়া কেনার ব্যবস্থা আছে। আছে হস্তিদন্ত শিল্পের কারখানাও। থাকার জন্যে RR ছাড়া আছে হোটেল। আর যদি নগ্নপূজা দেখতে চান তবে চলে আসুন শিমোগার 115 কিমি দূরে মালনাদে পৌঁছে **চন্দ্রগুপ্তি** নামক গ্রামে। আসতে হবে অবশ্যই 20 মার্চ তারিখে। দেখবেন 4 কিমি দূরের বরদা নদীতে স্নান সেরে হাজার হাজার নারী-পুরুষ নগ্নশরীরে রেণুকম্বা-মাতঙ্গী মন্দিরে এসে মানসিক দিয়ে ব্রত উদ্‌যাপন করছেন। ছোট্ট পাড়াগাঁয়ে সেদিন মেলা, উৎসব ও আদিমতার এক পরম উৎসব।

মাদিকেরী/মারকারা

এক সময়ের দেশীয় রাজ্য কুর্গ এখন একটি জেলায় পরিণত। জেলার নাম অবশ্য কোদাগু। বীরত্বের জন্য খ্যাত কোদাগুদের এই জেলায় **চন্দন কাঠ, মধু ও মোম** প্রচুর পাওয়া যায়। এই জেলারই প্রধান শহর হল **মারকারা**। এখন নতুন নাম **মাদিকেরী**। ম্যাঙ্গালোর থেকে মহীশূর যেতে 48 নং জাতীয় সড়কের উপরে। এই দুটি জায়গা থেকেই ঘন ঘন বাস আসছে যথাক্রমে 134 ও 114 কিমি পথ পার হয়ে। ব্যাঙ্গালোর থেকেও সোজা বাস এখানে আসছে 6 ঘণ্টা সময় নিয়ে। মারকারা বাস স্টপের খুব কাছেই আছে দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ। 1781-তে টিপু সুলতান এটি নতুন করে গড়ে নাম দেন জাফরাবাদ। দুর্গে এখন সরকারি অফিস। পায়ে হেঁটে উঠবার পথে গেটের একধারে **গণেশ মন্দির**। তার ভিতরে প্রমাণ সাইজের একজোড়া পাথুরে হাতি বিস্ময় সৃষ্টি করে। 1820-তে তৈরি তিনজন রাজার সমাধিসৌধ দেখতে

পাবেন শহরের উত্তরপ্রান্তে। মুসলিম স্থাপত্যরীতিতে তৈরি এই সমাধিসৌধের গম্বুজগুলি সোনার তৈরি।

শহরের পশ্চিমপ্রান্তে পাহাড় চুড়ো থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখতে ভুলবেন না। একসময়ে, রাজারা এখানে বসেই সকাল ও সন্ধের রূপদর্শন করতেন। সেই থেকে এই জায়গার নাম **রাজাস সিট**।

ভিন্নপথে একটু দূরে 150 বছর আগের তৈরি **ওঙ্কারেশ্বর মন্দির**। নভেম্বর মাসের শেষে এখানে একটি উৎসব হয় এবং দেববিগ্রহকে নৌকার উপর বসিয়ে কাছের পুকুরে পরিক্রমা করানো হয়।

মারকারায় থাকার জন্য রাজা সিট-এ KSTDC-র ভাল হোটেল Hotel Valley View (Ph: 08272-228 387) DAB ৩৩০-৪০০, Dlx. ৫০০; Anchorage Guest House ২০০-৩০০, Hotel Cauvery ১৭৫-২৫০ ছাড়া ছোটবড় হোটেল এবং GH, IB, RH ইত্যাদি আছে। দিনে দিনে বেড়িয়েও ফিরতে পারেন মহীশূরে/ ম্যাঙ্গালোরে।

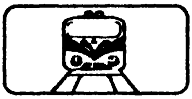
মারকারা থেকে 40 কিমি দূরে **ভাগমণ্ডল**। এটি বিখ্যাত **ভাগমণ্ডলেশ্বর** মন্দিরের জন্য। যদি 17 অক্টোবর এখানকার **তালকাবেরীতে** উৎসবে আসেন তবে এখানের ছোট্ট দুহাত পরিমাণ একটি কুণ্ডে দেখতে পাবেন স্বভাবত নিস্তরঙ্গ জলে বুদবুদের আবির্ভাব। লোকদের ধারণা এদিন দেবী কাবেরী এখানে আবির্ভূত হন। পাশের কুণ্ডটি অবশ্য বড় এবং স্নানযোগ্য। কাছের ব্রহ্মগিরি পাহাড়ে নাকি পাণ্ডবেরা একদা বাস করেছিলেন। 17 অক্টোবর অর্থাৎ তুলা সংক্রান্তি তিথি। এখান থেকেই কাবেরী নদী বের হয়েছে। কাছেই একটি RH আছে।

ম্যাঙ্গালোর

দক্ষিণ কানাড়া জেলার প্রধান শহর এবং ভারতের পশ্চিমঘাট অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। মারকারা থেকে প্রায় 125 কিমি দূরে এই সুন্দর শহরটি নেত্রবতী ও গুরুপুর নদীর সঙ্গমের কাছে অবস্থিত। ইবনবতুতা 14 শতকে লিখে গেছেন তখনো এখানে প্রায় 4,000 মুসলমান বণিক বাস করত। হায়দার আলির আমলে এই প্রধান সমুদ্রবন্দরে সেগুন কাঠ দিয়ে জাহাজ তৈরি হত। এখন এখানের পথঘাট, বাড়িঘর সব কিছুই শোভাময়। 3 কিমি দূরের **মঙ্গলাদেবীর মন্দিরের** উপাস্য দেবী মঙ্গলার নাম থেকেই এখানের নাম ম্যাঙ্গালোর। অভ্যন্তরীণ জলপথ ও নারিকেলকুঞ্জ শোভিত নাতিশীতোষ্ণ ম্যাঙ্গালোরের দক্ষিণ কানাড়ীয় শিল্পরীতির বাহক তিনটি জৈন মন্দির ঘুরে দেখতে পারেন ঘণ্টাখানেক গাড়িতে ঘুরে। এখানে দেখুন টিপু সুলতানের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ **সুলতানের ব্যাটারি**। একদা এই দুর্গটি পাহারা দিত টিপুর নৌসেনারা। এখনো আছে কামান শ্রেণী।

মঙ্গলাদেবীর মন্দিরছাড়া **গণপতি মন্দির** দর্শনীয়। অদূরে কাদারি পাহাড়ের সুন্দর পরিবেশে আছে শিবের মন্দির ও গুহা। ভ্রমণকারীদের এখানে থাকার নানা ব্যবস্থা আছে। এখান থেকেই ঘুরে আসতে পারেন 53 কিমি দূরে কারকালা। এখানে দেখবেন একটি মাত্র পাথর কুঁদে গোমতেশ্বরের 13 মিটার (42 ফুট) উঁচু মূর্তি। পাহাড়ের উপরে এটিই সম্ভবত ভারতের দ্বিতীয় উচ্চতম মূর্তি। এখান থেকে আশেপাশের গ্রাম, কফির ক্ষেত সবই মনোহর। প্রায় একই দূরত্বে ভেনুরে রয়েছে গোমতশ্বরের একটি তুলনামূলক ছোট 9 মিটার (30 ফুট) উঁচু মূর্তি। 34 কিমি দূরের মুদাবিদ্রি বিখ্যাত জৈন তীর্থক্ষেত্র এবং যথেষ্ট স্থাপত্যশিল্প সমৃদ্ধ। জৈন মন্দিরের বিশাল হল ঘরটিতে 1,000 স্তম্ভ আছে। যার মধ্যে কয়েকটির খোদাই কাজ মনে রাখার মত। 92 কিমি দূরে রয়েছে উদিপি। অবশ্য 60 কিমি ছোট একটি পথ দিয়েও এখানে আসা যায়। এখানে আসবেন এখানের বিখ্যাত কৃষ্ণমন্দিরের জন্যে। প্রতি বছর এখানে হাজার হাজার পুণ্যার্থীর ভিড় হয়। যাঁরা হিন্দু নন, তাঁরা মন্দিরে ঢুকতে পারেন না বটে তবে কাছেই একটা ঝরোখা থেকে দেবমূর্তিকে দেখে নিতে পারেন। দেবমূর্তি স্থাপন করেছিলেন মাধবাচার্য। মন্দিরের দরজা রুপো দিয়ে তৈরি। দেবতার 2 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের রথ সোনায় মোড়া ও মহাভারতের আখ্যানে চিত্রিত। এটি পর্যটকদের কাছে বাড়তি আকর্ষণ। বাড়তি আকর্ষণ নিকটস্থ পুকুরে মাছেদের ঘোরাফেরা দেখা। সাধু পুরন্দর দাস তাঁর ভজন গানগুলিতে এখানকার মন্দিরটিকে বিখ্যাত করে গেছেন। উদিপিতে থাকার জন্য Hotel Mallika ১০০-১৬৫ ছাড়া Royal Mahal, Krishna Villa প্রভৃতি হোটেল, ধরমশালা, TB ইত্যাদি আছে।

ম্যাঙ্গালোর থেকে 68 কিমি দূরে পূর্বদিকে নেত্রবতী নদী দিয়ে বেষ্টিত **ধর্মস্থল** একটি তীর্থস্থান ও দাতব্য স্থান হিসেবে বিখ্যাত। মন্দিরের রেস্ট হাউসে তীর্থযাত্রীরা 3 দিন বিনা পয়সায় খেতে ও থাকতে পারেন। 132 কিমি দূরে রয়েছে সুব্রহ্মণ্য মন্দির। সমস্ত ধর্মের হাজার হাজার লোক এখানে ব্রত উদ্‌যাপন করতে প্রতি বছর আসেন। 57 কিমি দূরে, উদিপির 5 কিমি দূরে **মণিপাল**-এর সুন্দর চিত্রিত শহর ছুটি কাটানোর জন্যে আদর্শ।

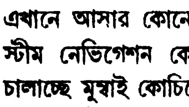


ম্যাঙ্গালোর কেমন করে আসবেন: বিমান: বাঙ্গালোর ও মুম্বাই থেকে IA-র বিমান এখানে নিয়মিত আসে। শহর থেকে বিমানবন্দর 25 কিমি দূর— বাসে বা ট্যাক্সিতে আসা যায়। Airlines Office আছে KS Road, Poonja Arcade (Ph. 21300)।

রেল: কলকাতার পর্যটকদের এখানে আসতে হলে হাওড়া থেকে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে চেন্নাই নেমে, চেন্নাই-ম্যাঙ্গালোরগামী ট্রেন ধরে আসতে হবে। চেন্নাই থেকে সোজা ট্রেন আসছে এখানে 6601 চেন্নাই-ম্যাঙ্গালোর মেল 19 45 ছেড়ে 900 কিমি পাব হয়ে পরের দিন 13 10, 6627 চেন্নাই-ম্যাঙ্গালোর ওয়েস্ট কোস্ট এক্স 11.00 ছেড়ে 5.30-এ ম্যাঙ্গালোর পৌঁছচ্ছে। ম্যাঙ্গালোর থেকে ট্রেন দুটি ছাড়ছে যথাক্রমে 12.30 এবং 21.15। লোকমান্য তিলক ছেড়ে 2619 মৎসগন্ধা এক্সপ্রেস 14.05 ছেড়ে পৌঁছচ্ছে 6.10-এ। ফেরে ম্যাঙ্গালোর 14 40 ছেড়ে তিলক টার্মিনাস 6.40। 6867 তিরুচিবাপল্লী-ম্যাঙ্গালোর এক্সপ্রেস 6.00টায় তিরুচিরাপল্লী স্টেশন ছেড়ে এখানে 22.00। ম্যাঙ্গালোর থেকে 6.30 ছেড়ে ফেরে 22.15-য়। তিরুবঅনন্তপুরম থেকে কুইলন, কালিকট হয়ে মালাবার এক্স 18.20 ছেড়ে 9.50 এবং ত্রিবান্দ্রম-ম্যাঙ্গালোর পরশুরাম এক্স 06.20 ছেড়ে 21.10। ম্যাঙ্গালোর থেকে ছাড়ছে যথাক্রমে 17.50 এবং 4.15 তিরুবঅনন্তপুরমের উদ্দেশে। 6604 ত্রিবান্দ্রাম-ম্যাঙ্গালোর মাভেলি এক্সপ্রেস (কেবল শনিবার) 19 00 ছেড়ে ম্যাঙ্গালোর পৌঁছচ্ছে 19.15। আবার প্রতি শুক্রবার ম্যাঙ্গালোর 22.00 ছেড়ে তিরুবঅনন্তপুরম 12.40।

প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সমস্ত প্রধান শহরের সঙ্গেই ম্যাঙ্গালোর রেলপথে সংযুক্ত।

সড়ক: সড়কপথে ম্যাঙ্গালোর থেকে মহীশূর (মারকারা হয়ে) 261 কিমি, বাঙ্গালোর 403 কিমি, হাসান 153 কিমি, উদিপি 58 কিমি, কারকালা 53 কিমি, মণিপাল 57 কিমি। এসব জায়গা থেকেই নানান ধরনের সরকারি ও প্রাইভেট বাস আসছে। ম্যাঙ্গালোর বাস স্টেশন রেল স্টেশন থেকে 1 কিমি দূরে। অতএব এখানে আসার কোনো অসুবিধা নেই। **জলপথ:** মুম্বাই স্টীম নেভিগেশন কোম্পানি সপ্তাহে একদিন জাহাজ চালাচ্ছে মুম্বাই কোচিনে ম্যাঙ্গালোর বন্দর ছুঁয়ে। অবশ্য মরসুমে এই জাহাজ চলে না।



কোথায় উঠবেন এখানে : হোটেলের অভাব নেই এখানে। প্রচুর হোটেল রয়েছে বাস স্টেশনের কাছে। KS Rao রোডে রেল স্টেশনের কাছে Hotel Pooja International (Ph: 2240171) SAB ৩৫০-৪৫০, DAB ৪৫০-৬৫০, SAC ৫৫০-৭৫০, DAC ৭৫০-১৩৫০; Welcome Group Manjarun (Ph: 2220420) SAC ১৬০০-২৮০০, DAC ২৮০০-৪৪৪০; Hotel Moti Mahal (Ph: 2241411), Falnir Rd. SAB ৫০০, DAB ৭৫০, SAC ৮৫০, DAC ১২০০, Hotel Navaratna (Ph : 2227941) DAB ৩১০, SAC ৪৫০, DAC ৬০০, স্যুইট ৭৫০; Panchami Boardings & Lodging ১০০-১৭৫; Hotel Vasanth Mahal ১০০-১৭৫; Hotel Srinivas (Ph: 2240061), Ganpathy High School Rd. ২৭৫-৫৫০। এছাড়া Laxmi Mahal Lodge (নিরামিষ), Visha Bhavan, Hotel Ashirvad, Venkatesh, Vasanta Mahal, Hotel Adarsha; আরো আছে Light House Hill Road-এ Hotel Annela; Hampankatta-য় Kirti Mahal ২৫০, ৬০০; Woodlands Hotel, Hotel Woodside ১৫০-২৫০; Bhavanthi Street-এ Om Mahal, BEM High School Road-এ Om Mahal, Krishna Bhawan Hotel ইত্যাদি। কাদরি পাহাড়ে KSTDC-র Hotel Mayura Nethravathi (Ph : 2211192) ১৫০-২৫০; ডর্মি ৫০। এছাড়া রেলওয়ে RR, কাদরিতে IB (রিজা : EE, PWD, S. Kadra Division, Mangalore); Municipal TB (রিজা: Commissioner, Municipal, South Kadra) — এখানে চিকিৎসা ও আধুনিক সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা আছে।

কারোয়ার : কারোয়ার নাম মনে করলেই রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির কথা মনে পড়ে যায়। কর্ণাটকের পশ্চিম উপকূলের প্রধান এই শহরে আসুন কংক্রীট বাঁধানো হুবলি-কারোয়ার রাস্তা দিয়ে 161 কিমি পথ সানন্দে পার হয়ে। এই পথ চলেছে বন্যপ্রাণী অধ্যুষিত ঘন বনানীর মাঝ দিয়ে পাহাড়ের চূড়া আর উপত্যকার ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে। বাসে আসতে কী ভালটাই না লাগে। বাস আসছে যোগ হয়ে বাঙ্গালোর থেকে 261 কিমি পথে, এমনি 40 কিমি ডান্দেলি, 125 কিমি মারগাঁও, 158 কিমি পানাজি থেকে। এটি একটি বড় রেল জংশন স্টেশন হুবলি-পুনা-বাঙ্গালোর লাইনে।

এবার চলে আসুন সমুদ্র উপকূলে। স্নান করুন, সাঁতার কাটুন নিরাপদে। বনভোজন করুন সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ঝাউবনের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে। আরো রোমাঞ্চের

সন্ধান পেয়ে যাঁরা বনভোজন করতে চান তাঁরা মোটরলঞ্চ চড়ে কালানদীর চরে চরে অনুসন্ধান করুন। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কারোয়ারে মাছ এবং বন্যপ্রাণী শিকারের ব্যবস্থা আছে, সুযোগ নিন, রোমাঞ্চে কেটে যাবে অবসর মুহূর্তগুলি। কালানদীর সেতু পেরিয়ে সদাশিবগড়ে পৌঁছে শিবাজির বিধ্বস্ত দুর্গ দেখে মধ্যযুগের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস স্মরণ করুন। এই কালী সেতু পার হয়েই বাসে গোয়া চলেও যেতে পারেন।

থাকার জন্যে কারোয়ার বাস স্ট্যান্ডেই পাবেন নানা হোটেল — অশোক হোটেল, সি ভিউ লজ, উদিপি আনন্দ ভবন গোবর্ধন হোটেল কাজুবাগে ১২৫-২৫০ মধ্যে। এছাড়া North Karwar-এর DC-র তত্ত্বাবধানে আছে IB ও DB।

গোকর্ণ : কারোয়ার থেকে 56 কিমি দূরে আরব সাগরের তীরে গোকর্ণ একটি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। এখানের প্রধান মন্দিরটির নাম মহাবালেশ্বর। পবিত্রতায় এই তীর্থ কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের পরেই। প্রতি শিবরাত্রির সময়ে এখানে বিশাল ধর্মীয় উৎসব হয়। সে সময়ে মন্দিরের বিগ্রহকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে সমুদ্রের ধারে একটি সরকারি অতিথিশালা (IB) আছে। আছে কর্ণাটক পর্যটন দপ্তরের Hotel Mayura Samudra (Ph: 256236) ১২৫-২৭৫।

মাগোদ জলপ্রপাত : হুবলি-কারোয়ার রাস্তায় এল্লাপুর থেকে 19 কিমি দূরে মাগোদ। এর কাছেই গঙ্গাবলী বা বাদেতী নদী পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে নির্গত হয়ে 183 মিটার (600 ফুট) উঁচু থেকে সহসা একটি খাদে পড়েছে। এই পতন এত মনোহর যে যাঁরা যোগ ফল্‌স্ দেখে এসেছেন তাঁরাও মুগ্ধ হবেন! থাকার জন্য পাবেন KSTDC-র একটি ট্যুরিস্ট হোম।

ডান্দেলি

কারোয়ার থেকে 40 কিমি উত্তর-পূর্বে ডান্দেলি। বাঙ্গালোর-পুনে লাইনের আলনাভার স্টেশন (34 কিমি) থেকে শাখা লাইনের ট্রেন ধরে এখানে আসা যায়। বাঙ্গালোর থেকে রেলপথে আলনাভারের দূরত্ব 526 কিমি। হুবলি থেকে 57 কিমি। বাঙ্গালোর থেকে ট্রেন পাবেন 6589 বাঙ্গালোর-কোলহাপুর এক্সপ্রেস, 21.00 ছেড়ে এখানে 6.35, কোলহাপুর 13.00টা। যশবন্তপুর থেকে 7309 যশবন্তপুর-ভাস্কো এক্সপ্রেস, 16.10 ছেড়ে 1.42। হুবলি থেকে 1048 হুবলি-মিরাজ এক্স, 22.30 ছেড়ে এখানে 23.29। বাসপথে হুবলি থেকে দূরত্ব 72 কিমি, কারোয়ার থেকে 40 কিমি, ধারোয়ার থেকে 28 কিমি। হুবলি, বেলগাঁও, বাঙ্গালোর থেকে সরাসরি ডান্দেলি যাবার বাস পাবেন।

এটি এখন একটি পরিপূর্ণ শিল্পনগরী। বনসম্পদ, কাগজ, প্লাইউড ও ফেরো ম্যাঙ্গানিজ সম্পদে ডান্দেলি পূর্ণ। বন্যপ্রাণীদের জন্য সংরক্ষিত বনে হাতি বাইসন, বাঘ, প্যান্থার, সম্বর ও চিতল ঘুরছে দুপাশে কালী ও কাবেরী নদীতে ঘেরা প্রায় 130 বর্গমিটার জমিতে। দুটি ওয়াচ টাওয়ারের যে কোনো একটিতে উঠে এদের ঘোরাফেরা দেখুন। ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে আসুন। শেষের দিকে এলে দেখবেন নানা জাতের পাখি। এখানে অবশ্য বাসেও আসা যায় 76 কিমি ধারোয়ার, 40 কিমি কারোয়ার, 104 কিমি বেলগাঁও থেকে।

থাকতেও পাবেন KSTDC র Hotel Mayura Sahyadri-তে ১৫০-২৫০ বিনিময়ে অথবা DFO, Dandeli Sanctuary-র তত্ত্বাবধানে থাকা 6টি FRH-এর যে কোন একটিতে। কুলগীতে আছে বনবিভাগের DB, দূরত্ব এখান থেকে 11 কিমি।

ডান্দেলি থেকে প্রায় 11 কিমি উত্তরে এল্লাপুর-বেলগাঁও রাস্তায় রয়েছে লালগুলি। এখানের প্রপাতটিও খুব মনোহর। ঘন বনের মধ্যে কালী নদী হঠাৎ 61 মিটার উঁচু থেকে পড়ে এক মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। আপনি যদি থাকতে চান তবে 4.8 কিমি দূরে তাতোয়ালে IB-তে থাকুন — তবে খাবার ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হবে।

হরিহর : হুবলি-বাঙ্গালোর 116 কিমি দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে একটি প্রাচীন শহর। এখানে বাসে চড়ে আসতে পারেন 4নং জাতীয় সড়ক ধরে 71 কিমি দূরের শিমোগা এবং 149 কিমি সাগর থেকে। 1223-এ এখানে হরিহরেশ্বরের একটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। দেবতার নামেই শহরের নাম। পরে 1268-তে সোমনাথপুরের স্থাপয়িতা সোম মন্দিরটিকে আরো বড় করেন। মন্দিরে একটি প্রাচীন তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। হরিহর থেকে 14 কিমি দূরবর্তী শিল্পকেন্দ্র দেবাঙ্গিরি হয়ে 78 কিমি দূরে (চিকজাজুর শাখা বেলপথের স্টেশনও) চিত্রলদুর্গ (চিত্রদুর্গ) বাঙ্গালোর থেকে 203 কিমি। 17-18 শতকের পাল্লোগার শাসকবর্গের সঙ্গে এখানকার ইতিহাস জড়িত। পাহাড়শিখরে পাথরে তৈরি দুর্গটি তৈরি করেছিলেন হায়দার আলি। মন্দিরগুলিও দেখার মত। শহরে ভারতীয় ধবনের হোটেল ও পর্যটকদের জন্য DB আছে। এখান থেকে 3.2 কিমি দূরে হোল্‌কার রোডে চন্দ্রাবল্লীর মনোরম উপত্যকা দেখে আসুন। একদা এখানে যে একটি প্রাচীন সভ্যতাও গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ

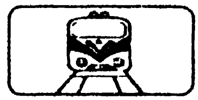
পাওয়া গেছে এখানে আবিষ্কৃত রোমান মুদ্রা থেকে। অগাস্টাস সিজার এবং টাইবেরিয়াসের সময়ের অনেক রোমান মুদ্রা এখানে পাওয়া গেছে।

ধারোয়ার : হুব্‌লি থেকে 19 কিমি দূরে উত্তর পশ্চিমে উত্তর কানাড়া জেলার একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। অন্য কোনো আকর্ষণ না থাকলেও কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়টি এখানে স্থাপিত হয়েছে বলে অনেকেই আসেন। এটি একটি রেলওয়ে স্টেশন লোন্ডা-হুব্‌লি বেলপথে। ট্রেন আসছে লোন্ডা-হুবলি এক্সপ্রেস 3.10 ছেড়ে ধারোয়ার 4.27, হুবলি 5.10-এ। এই দুটি জায়গা থেকেই আবার বাস আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি RH আছে। দেশী হোটেল ও TB আছে। দেশী হোটেল ও TB আছে। কয়েক কিমি দূরে আছে সোমেশ্বর পাহাড়। এখানে এসে দেখুন শাল্মলা নদীর উৎসস্থল।

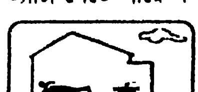
বেলগাঁও/গোকক ফল্‌স: ধারোয়ার থেকে 70 কিমি দূরে বেলগাঁও জেলার প্রধান শহর। 12-13 শতকে এই শহর ছিল রাট্টাদের রাজধানী। এখানে একটি প্রাচীন দুর্গ আছে। তবে শুধু এটি দেখার জন্য কোনো পর্যটক বিমানে মুম্বাই, বাঙ্গালোর থেকে আসেন না, আসেন না বাঙ্গালোর থেকে হুব্‌লি-লোন্ডা রেলপথে বেলগাঁওতে, এমনকি আইহোল বা দক্ষিণের কোনো বাসে চড়ে এখানে। কেন আসেন জানেন? গোকক নামে একটি জলপ্রপাতের আকর্ষণে। বেলগাঁও-এ থেকে 53 কিমি বাসে চড়ে এখানে পর্যটকেরা আসেন। অবশ্য পুনে-বাঙ্গালোর রেলপথে গোকক রোড স্টেশনে নেমে 7 কিমি এগিয়ে ঘাটপ্রভা স্টেশনে গিয়ে গোকক্ জলপ্রপাত দেখুন। এখানে ঘাটপ্রভা নদী সহসা 52 মি. (170 ফুট) নীচে পড়ে একটি অনবদ্য জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। প্রপাত থেকে 4 কিমি দূরে একটি RH আছে। আর বেলগাঁও-এ হাডকো কলোনিতে আছে KSTDC-র Hotel Mayur Malprabha (Ph: 0831-2470781) DB ১৯০, ডর্মি ৫০।

হাম্পি

মহীশূর রাজ্যের ঐতিহাসিক জায়গাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান হাম্পি বেলারি জেলার হস্‌পেট থেকে 11 কিমি দূরে। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত হাম্পিতে বিজয়নগরের মত বিরাট এক শহরের ধ্বংসাবশেষের ছবি দেখতে পাওয়া যায় (1336-1565)। এক সময়ে এই বিজয়নগর একদিকে আরবসাগর থেকে বঙ্গোপসাগর এবং অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি থেকে ভারতীয় উপদ্বীপসমূহ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 14 শতকে দুই স্থানীয় রাজকুমার হক্কা বা হরিহর ও বুক্কা —দুই ভাই এই রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। ধীরে ধীরে এটি সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। 1565-তে দাক্ষিণাত্যের সুলতানরা সংঘবদ্ধভাবে বিজয়নগরের সেনাপতিকে পরাস্ত করলে রাজা গেলেন পালিয়ে আর সমস্ত শহরটাকে তছনছ করে অগ্নিদগ্ধ করে দিল বিজয়ীপক্ষ। বিজয়নগর নৃপতিরাজ শিল্প ও স্থাপত্যের পূজারী ছিলেন তা এখনকার ধ্বংসাবশেষ থেকেই বোঝা যায়। প্রায় 26 বর্গকিমি জুড়ে এই ধ্বংসাবশেষের পুনরুদ্ধার করেছে সরকারি প্রত্নবিভাগ। পার্বত্যময় এই অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে তুঙ্গাভদ্রা নদী।



কেমন করে আসবেন: বিমান: 74 কিমি দূরের বেলারি বিমানবন্দরে বিমান আসছে বাঙ্গালোর থেকে। 259 কিমি দূরের বেলগাঁও বিমানবন্দরে বিমান আসছে মুম্বাই থেকে। **বেলপথ**: কাছের রেলস্টেশন হস্‌পেট থেকে এখানের দূরত্ব 13 কিমি। এই স্টেশন বাঙ্গালোর-হুব্‌লি-গুন্টাকল রেলপথে অবস্থিত। 6592 হাম্পি এক্স 22.15 বাঙ্গালোর ছেড়ে ধরমভরম 1.45, গুন্টাকল 4.50, বেলারি 6.10 ও হসপেট 7.40-এ। এই হসপেট স্টেশনে নেমে বাসে করে হাম্পি আসতে হবে। ট্রেনটি এরপর গডগ 9.20 হয়ে হুবলি পৌঁছয় 11.00টায়। কলকাতা থেকে যেতে হলে হাওড়া থেকে করমণ্ডল এক্সে বিজয়ওয়াড়া নেমে সেখান থেকে বিজয়ওয়াড়া-হুবলি 7225 অমরাবতী (ম.বু.শ.র.) এক্স ধরুন। বিজয়ওয়াড়া 19.45 ছেড়ে গুন্টাকল 5.50, বেলারি 7.08, হসপেট 8.35-এ নামুন। হুবলি পৌঁছচ্ছে 12.15। **সড়ক** : হাম্পির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের বেশ কয়েকটি পর্যটন কেন্দ্রের সড়কপথে সংযোগ রয়েছে। হাম্পি থেকে আইহোল 146 কিমি, বাদামি 180 কিমি, বাঙ্গালোর 353 কিমি, বেলারি 74 কিমি, বিদর 378 কিমি, বিজাপুর 254 কিমি, হুব্‌লি 151 কিমি। হাম্পিতে হামেশাই বাস আসছে হস্‌পেট ও কমলাপুর থেকে। এ ছাড়া বাস আসছে আনোগোণ্ডি, বাদামি, বাগলকোট, বাঙ্গালোর, বেলগাঁও, বিজাপুর, হায়দরাবাদ, গুন্টাকল, মন্ত্রালয়, মহীশূর, ম্যাঙ্গালোর থেকেও। স্থানীয় যানবাহন নেই, তবে হস্‌পেটে ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি পেতে পারেন।



কোথায় উঠবেন : হস্‌পেটে স্টেশন রোডে Hotel Sandarshan S ১২৫-১৭৫, D ১৭৫-৩৫০; Pampa Lodge S ১২৫, D ২০০;

বাস স্ট্যান্ডে Shanbag Lodge S ৮৫ D ১৫০; পুরনো বাস স্ট্যান্ডে Padma Lodge S ১২৫ D ১২৫-২০০; Malligadi Tourist Home (Ph : 258101) 6/143, Jambunatha Rd. ১৪০০-৩৬০০; গান্ধি চকে Mayura Lodge S ৭৫ D ১২৫; Sundar Lodge S ৭৫ D ১২৫; Lokare Lodge S ৭৫ D ১২৫। এছাড়া আছে IB (রিজা : Commissioner, City Municipal Council, Hospet, PH : 28340); হসপেট স্টেশনে RR; **ধরমশালা** আছে Bandri Raghappa Choultry, Katta Nanjappa Choultry । 3 কিমি দূরে কমলাপুরে আছে KSTDC-র Hotel Mayura Bhubaneswari (Ph: 08394-241574) ৩০০-৪৫০; Hotel Mayura Vijoynagar (Ph: 239270), Tungabhadra Dam ১৭৫-২৫০; Hampi Power House Guest House (রিজা : Suptd. Eng.,Tungabhadra Dam, Ph: 239272)।

কী কী দেখবেন এখানে : ধ্বংসপ্রাপ্ত কয়েকটি মন্দিরের মধ্যে এখনো পূজা হচ্ছে বিরূপাক্ষ মন্দিরে। শিবের এই মন্দিরটি পম্পাপতি নামেও পরিচিত। পম্পা হল শিবের সঙ্গিনী— তুঙ্গাভদ্রার সখি। মন্দিরটিতে চালুক্য ও হোয়সাল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিজয়নগরীর বৈশিষ্ট্য মিশেছে। 4টি প্রবেশ দ্বারের মধ্যে সবচেয়ে বড় পূর্বদিকের তোরণটি 50 মি উঁচু। গর্ভগৃহে যাবার বারান্দা পথটির দুপাশের দেওয়ালে নানা জীবজন্তু খোদিত আর ছাতে আঁকা আছে নানা পৌরাণিক আখ্যান।

রথযাত্রা এবং ডিসেম্বরে পম্পা ও বিরূপাক্ষের বিবাহ উপলক্ষে দারুণ উৎসব হয়— হাজার হাজার মানুষ আসেন তখন। মন্দিরের কাছে 15টি আবাসকক্ষ ও 2টি ধরমশালা আছে। এই মন্দিরের দক্ষিণে পাথর কুঁদে তোলা 2টি গণেশ মূর্তি আছে। এর 1টি আছে একটি মন্দিরের মধ্যে লম্বা স্তম্ভের উপরে। অন্যটি দেখবেন মুক্ত মন্দিরাঙ্গনে রয়েছে। যদিও খুবই ধ্বংসের মুখে তবুও 1513-তে বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেব রায় নির্মিত বালকৃষ্ণের কৃষ্ণমন্দিরটি দেখার মত। এরই পিছনে মন্দিরময় চত্বরে এক স্থানে রয়েছে খুবই ধ্বংসোন্মুখ এক পাথরের তৈরি 7 মি উঁচু নরসিংহের মূর্তি। সম্প্রতি লক্ষ্মীর একটি বিচ্ছিন্ন মূর্তি এখানে আবিষ্কৃত হওয়ায় মনে হয় এটি আসলে যোগলক্ষ্মী নরসিংহের বিশাল মূর্তি ছিল।

রাজবাড়ির চত্বরে একটা চতুষ্কোণ মন্দির **হাজারা রামমন্দির**— রাজবাড়িরই মন্দির ছিল। 15 শতকের এই মন্দিরের গর্ভাংশে ব্যাসল্ট পাথরে কুঁদে রাখা আছে বিষ্ণুর অবতারের নানা কাহিনী। বাইরের দেওয়ালে 3 সারির স্থাপত্যকর্মে রামায়ণের মুখ্য কাহিনীগুলি রূপায়িত হয়েছে। দোতলা একটা মঞ্চে একটা সারিতে 10টি কক্ষবিশিষ্ট হস্তিশালাটিও দেখার মত।

হাজারা রামস্বামী মন্দিরের উত্তরপূর্বে রয়েছে জেনানা মহলের ভগ্নদশা। পরে সম্ভবত রাজা অথবা তাঁর সৈন্যরা ব্যবহার করতেন। এখানে কয়েকটি 'ওয়াচ-টাওয়ার' আছে। প্রাসাদে মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাব আছে। এখানে আরো আছে একটি ট্রেজারি বা ভাঁড়ার ঘর এবং পদ্মমহল। ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে হাজারা মন্দিরের পশ্চিমদিকের রাজপ্রাসাদটিও সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। U-আকৃতির এই প্রাসাদের অবশ্য মেঝে, ভিত্তি ও ইটের টুকরো ছাড়া বেশি কিছু দেখা যাবে না। উপরের তলায় থাকত অন্দরমহল। রানীরা স্নান করতেন আবদ্ধ একটি দরদালানে রাখা 50'x50'x6' ফুট চতুষ্কোণ চৌবাচ্চায়, তার চারপাশের ঝুলবারান্দাগুলি দারুণ সূক্ষ্ম কারুকার্যময় ছিল।

দেখবার মত আরো একটি 16 শতকে নির্মিত শিল্পের চরমোৎকর্ষবহ **বিঠ্‌ঠল মন্দির**। একটি বিশাল চতুষ্কোণের উপর এই মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন কৃষ্ণদেব রায়। গোপুরম্ সুন্দর কারুকার্যখচিত। পূর্বদিক রাখা আছে আগে ঠিক যেমন রথ ব্যবহৃত হত তার পাথুরে প্রতিকৃতি। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ভক্তকবি ও গীতিকার পুরন্দর দাসের জন্মদিনে এখানে বিশাল উৎসব হয়। অচ্যুত রায় দেবের আমলে নির্মিত অচ্যুত রায় মন্দির বা ত্রিভঙ্গলনাথের মন্দিরটিও দেখার মত। দুপ্রস্থ তোরণ দুপ্রস্থ দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে গেছে। প্রধান তোরণের কাছে ধ্বংসোন্মুখ কয়েকটি স্তম্ভে কিছু আদিরসাত্মক মিথুন-মূর্তি রয়ে গেছে।

তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণতীরে মাতঙ্গ পর্বতের পাদদেশে রয়েছে **কোদণ্ড রামমন্দির**। এখানেই নাকি রামচন্দ্র বালীকে হত্যার পর সুগ্রীবের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেন। মন্দিরে রামচন্দ্রের একটি মূর্তি আছে। মনে রাখতে হবে এখন যার নাম তুঙ্গভদ্রা, আগে তারই নাম ছিল পম্পা। পম্পা, ঋষ্যমুখ, মাল্যবান পর্বত, কিষ্কিন্ধ্যার রাজত্বে পৌঁছে আপনি হয়ত রামায়ণের যুগের একটা অনুভূতির স্পর্শও পেয়ে যাবেন। কাছেই কমলাপুরের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার যাদুঘরে গিয়ে ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা নানা নিদর্শন দেখলেও আপনার ভাল লাগবে। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন এটি খোলা থাকে 10.30-18.00 পর্যন্ত। দর্শনী লাগে না।

চলুন এখান থেকেই দেখে আসি তুঙ্গভদ্রা ড্যাম। হস্‌পেট থেকে 6 কিমি আর হাম্পি থেকে 17.5 কিমি দূরে তুঙ্গভদ্রা নদীর উপরে 590 মিটার লম্বা 49 মি উঁচু একটি বিশাল বাঁধ দেওয়া আছে। বিশাল 379 বর্গমিটার জলাধারে 1,32,559 মিলিয়ন কিউবিক ফুট জল ধরে। এখান থেকে প্রায় 2 মিলিয়ন একর জমিতে চাষের জল যাচ্ছে। একদা বিজয়নগরের রাজারা চাষের কাজের জন্য যে খাল কেটেছিলেন— এই প্রকল্প তাকে কাজে লাগিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের এই সর্ববৃহৎ কৃত্রিম বাঁধ যেখানটিতে দেওয়া হয়েছে তার নাম মল্লপুরম্। এখানের জলসম্পদ হতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও করা হয়েছে। অনুমতি নিয়ে এই প্রকল্প, জাপানি মডেল বাগিচা, পুকুরের মাছ, ভিউ টাওয়ার সব দেখুন। যদি থাকতে চান তবে বাঁধের EE-র কাছে অনুমতি নিয়ে Vaikunt Guest House, Tourist Home-এ থাকতে পারেন। বাঁধের অপর পারে মুনিরাবাদ অঞ্চলে আছে Indra Bhavan Guest House ও Lake View Guest House (রিজা : Asst Engr, PWDA No.1 Sub Division, Munirabad) । যদি হাম্পি থেকে আসেন তবে সেখানের Amruth Refreshments, Servaram Hotel, Shanbag Hotel, Shanti Hotel-এ যান। আর বাঁধে আছে KSTDC-র Hotel Mayura Vijoynagar (Ph: 239270)।

বাদামি

এক সময়ে চালুক্যদের রাজধানী বাদামি (পূর্বনাম বাতাপি) পরিচিত আজ তার কয়েকটি মন্দির এবং গুহার জন্যে। 6-7 শতকের এই মন্দিরগুলোর কয়েকটি তৈরি করা, কয়েকটি আবার পাহাড় কেটে নির্মিত। বাদামি রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন প্রথম পুলকেশি (535-566)। তাঁর পুত্র কিরীটবর্মন শহরটিকে সুন্দর করে সাজিয়ে মন্দির ও বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করেন। তাঁর ভাই মঙ্গলেসা (598-610) গুহামন্দিরগুলির নির্মাণ কর্ম শেষ করেন। অবশ্য এই বংশের প্রধান রাজা ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশি(610-642) যিনি যুদ্ধে পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মনকে হারান। পরে এই পল্লবদের হাতেই বাদামির ধ্বংস ঘটে। অবশ্য বাদামি নানা সময়ে বিজয়নগর, আদিলশাহ, মারাঠা, হায়দার আলিদের রাজ্যে পরিণত হয়ে অবশেষে ব্রিটিশদের দখলে এসে মুম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত হয়।

এখানে বেড়াতে আসার সেরা সময় হল অক্টোবর থেকে মার্চ। যদি বিমানে আসেন তবে 192 কিমি দূরের বেলগাঁও বিমানবন্দরে নামুন। মুম্বাই থেকে উড়োজাহাজ নামে এখানে। যদি ট্রেনে আসেন তবে বাদামি শহর থেকে মাত্র 4 কিমি দূরের বাদামি স্টেশনে নামুন হুব্‌লি-শোলাপুর মিটার গেজ লাইনের ট্রেনে চড়ে। বাঙ্গালোর, বাগলকোট বা বিজাপুরের সঙ্গে এই লাইনের যোগ আছে। স্টেশন থেকে শহরে আসার জন্য বাস পাবেন। আর **সড়কপথে** বাদামি থেকে আইহোল 46 কিমি, বাগলকোট 66 কিমি, বাঙ্গালোর 502 কিমি, বিজাপুর 132 কিমি, গডগ 70 কিমি, হাম্পি 180 কিমি, হসপেট 167 কিমি, হুব্‌লি 97 কিমি, পানাজি 284 কিমি ও পট্টদকল্ল সোজা 29 কিমি। KSTC-র বাস আসছে এখানে আইহোল, বাঙ্গালোর, পট্টদকল্ল, বাগলকোট, বেলগাঁও, বিজাপুর, গডগ, হস্‌পেট, হুব্‌লি প্রভৃতি স্থান থেকে। স্থানীয় যানবাহন বলতে কেবল টাঙা পাবেন।

থাকার জন্যে স্টেশন রোডে Mahakuteswara Lodges S ৭৫ D ১২৫; Chalukya Lodge S ১০০ D ১৭৫; বাজারে Lakshmi Vilas Hotel S ৭৫ D ১২৫। দলবদ্ধভাবে এলে অল্প খরচায় Akkama Devi কল্যাণমণ্ডপে থাকতে পারেন। রামদুর্গ রোডে KSTDC-র Hotel Mayura Chalukya (Ph: 265046) ১৭৫-২২৫ (রিজা : বাদামিতে হোটেলের ম্যানেজার অথবা বাঙ্গালোরে 10/4 Kasturba Rd-এ KSTDC-র Office)। এই রাস্তাতেই আছে PWD IB (রিজা: EE, Badami) S ৩৫ ,17 দিন আগে পুরো টাকা দিলে থাকার ব্যবস্থা হবে।

কী দেখবেন এখানে : চলুন আগেই দেখে আসি গুহাচতুষ্টয়। শহর থেকে মাত্র 1 কিমি দূরে বাদামি দুর্গের বিপরীত দিকে রয়েছে এই গুহাগুলি। চারটির মধ্যে তিনটি হল ব্রাহ্মণ্যগুহা, চতুর্থটি জৈন গুহা। প্রায় 200 সিঁড়ি উঠে তবে এই গুহাগুলিতে পৌঁছনো যায়।

গুহা ১ : এটি শৈব গুহা। এখানে আছে 18 হাতের (8 মিটার) এক নৃত্যরত শিবমূর্তি আর আছে দু-হাতের গণেশ মূর্তি ছাড়া মহিষাসুরমর্দিনী, অর্ধনারীশ্বর ও শঙ্করনারায়ণের মূর্তি। ছাদে অন্যান্য কারুকর্মের মধ্যে একটি নাগচিহ্ন লক্ষ করার মত।

গুহা ২: গুহাটিতে বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষণীয়। প্যানেলে ত্রিবিক্রম ও ভূবরাহের মূর্তি আছে। ভিতরের ছাদে অনন্তশয়ন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং অষ্টদিকপালের মূর্তি

খোদিত রয়েছে। তবে খুব মজা লাগবে ভিত্তিপ্রস্তরেই আনন্দোচ্ছল বামন মূর্তিগুলি দেখে।

গুহা ৩ : এই গুহাটিই তুলনামূলকভাবে বৃহৎ ও বেশি সুন্দর। আরো কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙে চলুন এই গুহায়। দেখবেন বৈষ্ণব ও শৈব উভয় প্রভাবই রয়েছে এর খোদাইকর্মে। প্যানেলে রয়েছে ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, শঙ্করনারায়ণ, ভূবরাহ, অনন্তশয়ন ও হরিহরের বীর্যবান খোদাই কাজ। ভিতরে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে এটি মঙ্গলেসা কর্তৃক 578 খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল জানা যায়। গুহার স্তম্ভের ব্র্যাকেটে কয়েকটি দারুণ সুন্দর মূর্তি রয়েছে।

গুহা ৪ : তিন নম্বর গুহার পূর্বদিকের জৈনগুহায় এবার চলুন। দেখুন পদ্মাবতী ও পার্শ্বনাথ, গৌতম স্বামী প্রভৃতি তীর্থঙ্করদের মূর্তি।

এবারে একটু পরিশ্রম করবেন? দুই ও তিন নম্বর গুহার মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের ফাটলে কাটা খাড়া কয়েকটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলুন পৌঁছে যাই বাদামি দুর্গের দক্ষিণ অংশে টিপু সুলতানের স্থাপিত পুরনো কামানটির পাশ দিয়ে। পাহাড় চূড়ায় কৌশলগতভাবে স্থাপিত এই দুর্গে আছে শস্যভাণ্ডার, রাজকোষ, ওযাচ টাওয়ার, দরবার হল প্রভৃতি। পাহাড়ের উত্তর সীমানায় আছে কয়েকটি মন্দির— এর মধ্যে সর্বপ্রাচীন মালেগিট্টি শিবালয়ে মালাকর শিবের প্রসন্ন মূর্তি রয়েছে। পাহাড়চুড়োয় স্থাপিত এই মন্দিরটি পাথরের তৈরি তবে সিমেন্টের কণামাত্র ব্যবহার নেই। একটি দ্রাবিড়ি চূড়াও আছে এতে। নীচে শিবালয়টিতেও অনুরূপ চূড়া আছে তবে গর্ভমন্দিরটি বিলুপ্ত। অগস্ত্য তীর্থের (পুষ্করিণীর) চারপাশে আরো কিছু মন্দিরের সারি দেখতে পাবেন।

এই বাদামি থেকেই আরো দেখতে যেতে পারেন 50 কিমি দূরে চোলচিগুড়ে বনশঙ্করী মন্দির। এখানে দেবীর নাম শাকম্ভরী। 17 শতকের এই মন্দিরে সিংহাসনা অসুরদলনী দেবীমূর্তি কালো পাথরে খোদিত। মন্দিরটি দ্রাবিড়ি রীতির। সামনেই হরিড়া তীর্থ (হরিশচন্দ্র তীর্থ) নামে বৃহৎ সরোবর। তন্তবায় শ্রেণী এই দেবীর বিশেষ ভক্ত। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে যদি আসেন তবে বাদামি থেকে বাসে চড়ে এর মেলা ও উৎসবে আসুন। যেতে পারেন 24 কিমি দূরে বাসে চড়েই গুলেদগুড়ে 1580 খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় আদিলশাহের অমাত্য সিঙ্গাপ্পা নায়েক দেশাই নির্মিত দুর্গটি দেখে আসতে। পরে টিপু সুলতান এটি দখল করে নেন। শেষে ব্রিটিশরাও। এখানে কয়েকটি মন্দির ছাড়া সৈয়দ বাসার দরগা আছে। এখানে গেলে বিখ্যাত 'চোলি' কিনে আনতে ভুলবেন না। আরো একটু এগিয়ে 42 কিমি দূরে গড়গ-এর 12 কিমি দক্ষিণ-পূর্বে লাক্কুণ্ডিতে যদি যান তবে একসঙ্গে 50টি মন্দির, 29টি শিলালিপি দেখতে দেখতে আপনি নিজেই চালুক্য, কলচুরি, শিউনা এবং হোয়সালদের যুগে পৌঁছে যাবেন। মন্দিরের চালুক্য শিল্পরাজি আপনাকে গ্রাস করে নেবে। কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরের মতো অলঙ্কারবহুল জাঁকজমক মন্দির আপনাকে বিমুগ্ধ করবে; এমনকি মহাবীরের জৈন মন্দিরটিও। আর পাওটা-কাটা কুয়োর সৌন্দর্য দেখেও আপনি চমৎকৃত হয়ে যাবেন। ফাঁক পেলে মিউজিয়ামটিও ঘুরে আসুন 10.00-17.00 মধ্যে কাজের দিনে। 14 কিমি দূরের মহাকূট-এর পর্বত, শিবের মহাকূটেশ্বর মন্দির, প্রস্রবণ, বিষ্ণু পুষ্করিণী, মুখলিঙ্গের প্রস্তর মূর্তি। ছোট ছোট মন্দিরগুলির দেওয়ালের কারুকর্ম সবই একে দক্ষিণ কাশী নামে পরিচিত করেছে। যদি দাক্ষিণাত্যের এই কাশীতে যেতে চান তবে বাদামি থেকে বাসে চড়ে 3 কিমি দূরের শিবযোগ মন্দিরে নামুন। এখানেই বাসের যতি। বাকি পথটুকু হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এগিয়ে যান। এই মহাকূটে যেতেই বাদামি থেকে মাত্র 10 কিমি দূরে আছে শিবের নাগনাথ মন্দির। ছাদে সাপের লাঞ্ছন চিহ্ন দেখতে পাবেন। মূল রাস্তা থেকে হেঁটে মাত্র 1 কিমি।

পট্টদকল

চলুন এবার যাই বিজাপুর জেলার মালপ্রভা নদীর তীরে, বাদামি থেকে বাসে চড়ে (অথবা আইহোল, বিজাপুর বা বাগলকোট থেকে বাসে চড়েও) 29 কিমি দূরের ছোট্ট এই গ্রামটিতে। মন্দিরময় এই গ্রামের আগে নাম ছিল রক্তপুর বা পট্টদ কি-সুভোলাল। পট্টদকল শব্দের অর্থ সম্ভবত 'রাজটীকা গ্রহণের আসন'। হয়তো এখানেই চালুক্য রাজাদের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হত। প্রায় 10টি প্রধান মন্দির ঘিরে রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট মন্দির ও মন্দির ভিত্তি— এগুলিতে দক্ষিণ ভারতীয় চালুক্য শিল্পধারা বা দ্রাবিড়ি রীতির সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে উত্তর ভারতের শিল্পধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে— অনেকটা ভুবনেশ্বর মন্দিরের মত। প্রকৃতপক্ষে রাজা বিক্রমাদিত্য অন্তত দুটি মন্দির নির্মাণের জন্য কাঞ্চীপুরম্ থেকে ভাস্কর আনিয়েছিলেন।

এখানে দেখুন ছোট্ট হলেও উত্তর ভারতীয় রীতিতে নির্মিত কাদা সিদ্ধেশ্বর মন্দির। পার্বতীকে পাশে নিয়ে একটি তোলা হাতে নাগ এবং ত্রিশূলধারী শিবের মূর্তি সত্যিই মনোহারী। জম্বুলিঙ্গ মন্দিরটিও ছোট, তবে পার্বতী

আর নন্দীকে পাশে নিয়ে শিবের নৃত্যরত মূর্তিটি দেখার মত। এখানেও উত্তর ভারতীয় রীতির স্তম্ভ, বহির্ভাগের **অশ্বখুরাকৃতি** খিলান, আর দক্ষিণী রীতিতে আস্তর দেওয়া দেওয়াল দেখবার মত। **বালুপাথরে** 'রেখানগর' উত্তরভারতীয় রীতির স্তম্ভযুক্ত। **গলগনাথের মন্দিরটি** অসম্পূর্ণ থাকলেও শিবের অন্ধকাসুর হত্যার মূর্তিটি মনে ছাপ রেখে দেয়।

সব মন্দিরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো মন্দিরটি অবশ্য **সঙ্গমেশ্বর মন্দির**। 'বিজয়েশ্বর' রাজা বিজয়াদিত্য (696-733) এটি তৈরি করিয়েছিলেন দ্রাবিড়িয় রীতিতে। বাইরের দেওয়ালে সুন্দর চিত্র আছে। মন্দির পরিবেষ্টনীর ঠিক বাইরে রয়েছে 680 খ্রিস্টাব্দে নির্মিত অলঙ্কৃত পাপনাথ মন্দির। পল্লব রীতি আর উত্তরী রীতির আশ্চর্য সংমিশ্রণ এই মন্দিরে। এখানে রামায়ণ-মহাভারতের মুখ্য কাহিনীগুলি চিত্রিত। প্রধান কক্ষটির 16টি স্তম্ভে খোদিত রয়েছে মনুষ্যমূর্তি। আর ভিতরের ছাদে রয়েছে বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে শিব-পার্বতীর অনবদ্য খোদাইকাজ।

এখানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মন্দির দুটি। প্রথমটি **বিরূপাক্ষ মন্দির** ও দ্বিতীয়টি **মল্লিকার্জুন মন্দির**। এ দুটি তৈরি করেছিলেন বিক্রমাদিত্যের (734-745) দুই স্ত্রী— লোকমহাদেবী ও ত্রৈলোক্যদেবী (এঁরা দুই বোন ছিলেন)। পল্লবদের জয় করার স্মারক এ দুটি। লোকমহাদেবী নির্মিত বিরূপাক্ষ মন্দিরের আসল নাম **লোকেশ্বর**। দক্ষিণী রীতিতে নির্মিত এটিই এখানের মন্দিরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়। গর্ভমন্দিরের সামনের গোপুরম্ 16টি মনোলিথ পাথরের উপর ভর করে আছে, এতে আছে ভাস্কর্যময় ব্র্যাকেট এবং প্রতিটি দেওয়ালে আছে 4টি করে জানলা। দেওয়ালচিত্রে রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান স্থান পেয়েছে। **মল্লিকার্জুন** মন্দিরটির আসল নাম **ত্রৈলোক্যেশ্বর মন্দির**— বিরূপাক্ষের তুলনায় ছোট। ভিতরে ছাদে গজলক্ষ্মী এবং পার্বতীসহ নটরাজের প্যানেল আছে। মন্দিরের স্তম্ভে বর্ণিত রয়েছে কৃষ্ণজন্মের কাহিনী। আর আছে মহিষাসুরমর্দিনী এবং উগ্রনরসিংহের স্থাপত্যকর্ম। এরই ফাঁকে 1.5 কিমি এগিয়ে দেখে আসুন দ্রাবিড়িয় রীতিতে তৈরি একটি জৈন মন্দিরে 9 শতকীয় সুন্দর স্থাপত্যকর্ম। আর এই সব মন্দির থেকে সংগৃহীত নানা দ্রব্যের সংগ্রহ যদি দেখতে চান তবে একবার স্কাল্পচার গ্যালারিটি ঘুরে দেখুন ছুটির দিন বাদে দর্শনী ছাড়াই 10.00-5.00 মধ্যে। পট্টদকলে আসতে হলে বাদামি বা বাগলকোট থেকে দিনের বেলায় এসে মন্দির দেখুন।

আইহোল

6-8 শতকে চালুক্য রাজবংশের একদা রাজধানী ছবির মত সুন্দর আইহোল গ্রামটি বিজাপুর জেলায় মালপ্রভা নদীর তীরে অবস্থিত। শিলালিপিতে একে কখনো বলা হয়েছে আয়াবোলে, কখনো-বা আর্যপুর। হিন্দু মন্দির স্থাপত্যকর্মের জন্মভূমি আইহোল-এর প্রায় 125টি মন্দিরকে 22টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। বেশির ভাগ মন্দির 6-8 শতকে নির্মিত হলেও কোনো-কোনোটি বোধহয় আরো প্রাচীন। কেবলমাত্র একটি 6 শতকীয় দুর্গের চিহ্ন এখনো দেখা যায়। অবশ্য কাছের মেগুটি পাহাড়ের কাছে মোরেরা আর অঙ্গদিগালুতে মাটি খুঁড়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে, এখনো যাচ্ছে।

মোটামুটি অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে একদিন এখানে আসুন, বাদামির কোনো হোটেল থাকুন অথবা আইহোলের টুরিস্ট হোমে (রিজা ম্যানেজার) থাকার ব্যবস্থা করুন। বাদামি 46 কিমি, আমিনগড় 10 কিমি, বিজাপুর 129 কিমি, পট্টদকল সোজা 17 কিমি। বাস আসছে আমিনগড়, বাদামি, বাগলকোট, পট্টদকল থেকে। ট্রেনে এলে হুবলি-শোলাপুর মিটার গেজ লাইনের বাগলকোট স্টেশনে নামুন। তারপর চলুন মন্দিরগুলো দেখে আসি।

সব মন্দিরের কথা বলা যাবে না, কয়েকটির কথা বলি। এখানের বিখ্যাত মন্দিরগুলোর মধ্যে **দুর্গামন্দির** অন্যতম। নামটি এসেছে দুর্গদাগুড়ি— দুর্গের কাছের মন্দির থেকে। বিষ্ণু মন্দির হলেও এটি বৌদ্ধ চৈত্যের হিন্দুকরণ বলেই মনে হয়। আবার বিশাল ভিত্তিভূমির উপরের এই মন্দিরে উত্তর ভারতের শিকারা রীতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি। ঢুকবার মুখেই স্তম্ভগুলিতে নানা মূর্তি ও শিল্পের সমারোহ। দেওয়াল চিত্রে রামায়ণ মহাভারতের আখ্যান, নৃসিংহ, নন্দীবাহন শিব, বরাহ মহিষাসুরমর্দিনী ও হরিহরের খোদিত মূর্তি সবই মনের মধ্যে বিস্ময় ও সৌন্দর্যের জগৎ সৃষ্টি করে। তবে দুর্গাপ্রতিমার এমন মহিমাময় ও মাধুর্যময় মূর্তি দুর্লভ। 6 শতকের শক আক্রমণকারী মহিষরাজের পরাজয় কাহিনী যেন এই ভঙ্গিমার পদতলে ফুটে উঠেছে। এটি নিয়ে কিংবদন্তিও আছে। রাজা রণরাজেশ্বরের কন্যার আকার ধরেই যেন দুর্গাদেবী এখানে আবির্ভূত হয়ে পড়েছিলেন।

লড়খানের মন্দির: চালুক্য শিল্পরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভবত এই মন্দিরেই হয়েছিল। দুর্গামন্দিরের ঠিক

দক্ষিণে এই মন্দির পঞ্চায়েত হলের ঢঙে তৈরি। জানালায় আছে উত্তর ভারতীয় জালির কাজ। মূল মন্দিরে নন্দী ও শিবের মূর্তি আছে। মন্দিরটি 450 খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এবং একজন মুসলমান শাসক, যিনি এটিকে তাঁর বাসগৃহে পরিণত করেছিলেন— তাঁর নামেই মন্দিরের নাম। এর খুব কাছেই রয়েছে ভগবতী দেবীর **গৌদা মন্দির**। খুব উঁচু বেদির উপরে16টি স্তম্ভের উপর এই মন্দির। লড়খান মন্দিরের উত্তর-পূর্বে **সূর্যনারায়ণের মন্দিরে** 6 মিটার উঁচু ঊষা ও সন্ধ্যাসহ শিবের অশ্ববাহিত অনবদ্য মূর্তিটি রয়েছে। বাজারের ঠিক মাঝখানে 5 শতকের কতকগুলি মন্দিরে রয়েছে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর খোদিত মূর্তি। তবে ট্যুরিস্ট হোমের পিছনে খুব পুরনো একটি মন্দির **হুচিমাল্লি মন্দির** রয়েছে। এর বারান্দাধর্মী মন্দির গৃহ দেখবার মত। অবশ্য আইহোলের একমাত্র তারিখ সমন্বিত মন্দির মেগুটি মন্দির একটি ছোট্ট পাহাড়ের উপরে তৈরি হয়েছিল 634 খ্রিস্টাব্দে। সম্ভবত অসম্পূর্ণ এবং এখন ধ্বংসোন্মুখ এই মন্দিরের দ্রাবিড়ি রীতির উদ্ভবের কালের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে গেছে। শিলালিপি থেকে জানা যায় দ্বিতীয় পুলকেশির জনৈক সেনাপতি রবিকীর্তি এটি নির্মাণ করেছিলেন। ভিতরের জৈন মূর্তি দেখে আপাতত এটিকে জৈন মন্দির মনে হলেও তা কিন্তু নয়। হুচিমাল্লি মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে 6 শতকীয় গুহামন্দির **রাবণফাড়ি**। এটি বাদামি গুহার চেয়ে আকারে বড়। তিন দিক থেকে এটিতে ঢোকা যায়। নানা রকমের মূর্তির মধ্যে রয়েছে মহিষাসুরমর্দিনী, গণেশ সহ নটরাজ শিব, সপ্তমাতৃকার মূর্তি। ভিতরের ছাদ অলঙ্কৃত। একটি যাদুঘরও এখানে রয়েছে 10.00-17.00 মধ্যে দেখে আসুন ছুটির দিন বাদে।

এখান থেকেই দেখে আসতে পারেন 45 কিমি দূরে কৃষ্ণা ও মালপ্রভা নদীর সঙ্গমস্থলে তীর্থক্ষেত্র **কুদলসঙ্গমও**। নদীর তীরেই রয়েছে বিখ্যাত **সঙ্গমেশ্বর শিবের মন্দির**। এখানে রয়েছে সন্তকবি বাসবেশ্বর ও তাঁর সঙ্গিনী নীলাম্মা, নন্দী ও গণেশ প্রভৃতি মূর্তি। বাসবেশ্বর এখানেই নির্বাণলাভ করেন। মন্দিরের দিকে নদীর ঠিক মাঝখানে একটি প্রস্তরমণ্ডপে বাংলো রয়েছে (রিজা : Asst. Ex.Engineer, No. 1 Sub-Division, Bagalkot)।

বিজাপুর

10-11 শতকে চালুক্যদের শাসনকালে এই শহরের পত্তন ঘটে। চালুক্যরা এটিকে বিজয়নগর = বিজয়ের নগর মনে করত আর তা থেকেই বিজাপুর। আলাউদ্দিন খিলজি, বাহমনী রাজা, আদিলশাহী বংশ প্রভৃতিদের অধীনে বিভিন্ন সময়ে বিজাপুরের ইতিহাস ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। এই ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে মুম্বাই (ভায়া শোলাপুর), ভাস্কো-ডা-গামা (ভায়া হুবলি ও লোণ্ডা), বাঙ্গালোর বা হস্‌পেট (ভায়া গদগ) স্টেশন থেকে ট্রেনে করে বিজাপুর স্টেশনে এসে নামুন। আবার বাসে করেও হস্‌পেট, বাদামি বা হুবলি থেকে আসতে পারেন। এছাড়াও বাস পবেন 175 কিমি দূরের কোলহাপুর, 192 কিমি বেলগাঁও, 342 কিমি পুনে বা 99 কিমি দূরের শোলাপুর থেকে। বাসে এলে নামুন গান্ধিচকের কাছে বাস স্ট্যান্ডে। তারপর থাকার ব্যবস্থা করে নিন নীচের হোটেলগুলির কোন একটিতে, KSTDC-র Hotel Mayura Adil Shahi (Ph: 220934) আনন্দমহল রোড ১৬৫-২৫০ ও স্টেশন রোডে Mayura Annexe (Ph: 220401) AC ৪৫০ থেকে (সার্ভিস চার্জ 10%), বাস স্ট্যান্ডের উল্টোদিকে Hotel Lalitoha Mahal (Ph: 221641) ৬৫-২৫০; গান্ধিচকে Mysore Restaurant S ৭৫ D ১২৫; আজাদ রোডে Hotel Prasad S ৬৫ D ১১০; স্টেশন রোডে Hotel Prasanth S ৭৫ D ১২৫; সৈনিক স্কুলের কাছে KSRTC GH ; আথানি রোডে PWD CH; স্টেশন রোডে PWD IB (রিজা : EE, PWD)।

কী দেখবেন এখানে : আসর মহল : শহর থেকে 5 কিমি দূরে হজরত মহম্মদের পবিত্র কিছু নিদশন এখানে আছে বলে বিশ্বাস। মহম্মদ শাহ এটিকে তৈরি করেছিলেন 1646-এ। ছাদের ও দেওয়ালের নিসর্গচিত্র অনুপম। মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ।

গোলগম্বুজ : মহম্মদ আদিলশাহের (1627-56) কবর। তিনিই মৃত্যুর আগে এই বিশাল সমাধিটি নির্মাণের আদেশ দিয়ে গেছিলেন। 1,700 বর্গমিটার আয়তনের 51 মি উঁচু ও 37 মি ব্যাসের এই গম্বুজের দেওয়াল 3 মি পুরু। এটি আকারে রোমের সেন্ট পিটার ব্যাসিলিকার পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম। এর ফিস্‌ফিসানি গ্যালারিতে ঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজ 37 মি দূর থেকেও শোনা যায়। যে কোনো শব্দ একবার ধ্বনিত হলেই সেটি 11 বার প্রতিধ্বনিত হয়। কবরে সুলতান, তাঁর দুই পত্নী, শিক্ষয়িত্রী রম্ভা, কন্যা এবং নাতি সবাই সমাহিত রয়েছেন। অষ্টকোণ এই গম্বুজের চূড়ায় উঠলে শহরটিকে পূর্ণাঙ্গ দেখা যায়। এখানে একটি মসজিদ, একটি নক্করখানা, একটি তোরণ এবং একটি ধরমশালা আছে। এখানে ঢুকতে দর্শনী

লাগে। খোলা থাকে 6.00-18.00। শুক্রবার দর্শনী লাগে না।

আরো একটি গোলগম্বুজে (আসলে দুটি মসজিদ) রয়েছে খান-ই-খানান এবং তাঁর পুত্র খাওয়াস খানের (আদিলশাহের বিশ্বাসঘাতক) সমাধি রয়েছে। পিতা দ্বিতীয় আদিলশাহের সেনাপতি ও পুত্র সিকান্দারের মন্ত্রী ছিলেন। 1 কিমি দূরে জামি মসজিদে-এ (জুম্মা মসজিদ) প্রতি শুক্রবার খুত্‌বা পড়া হয়। এটিই বিজাপুরের প্রথম এবং সর্ববৃহৎ মসজিদ, 1556-1686-র মধ্যে নির্মিত। আয়তন 10,810 বর্গমিটার। 9 খিলানের 45 কক্ষবিশিষ্ট এর গম্বুজটির চূড়া যেন একটি ফুলের কুঁড়ি ।

দেখুন 1 কিমি দূরে ইন্দো-সেরাসেনীয় শিল্পধারার **মেহতাব মহল**, 1.5 কিমি দূরে ইব্রাহিম ইলের পত্নী তাজ সুলতানের স্মৃতিপূত সায়র **তাজ বাওড়ি**, 2 কিমি দূরের বাগিচা ইব্রাহিম রৌজা ঠিক মদিনায় আহম্মদের সমাধির পাশের বাগিচার মতই। দুটি অট্টালিকার একটিতে সপরিবার ইব্রাহিম আদিলশাহ (1580-1627) সমাহিত অন্যটি একটি মসজিদ। এর থেকে আগ্রার তাজমহল নির্মাণের প্রেরণা পান শাহজাহান।

1.5 কিমি দূরে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ধাতুনির্মিত বন্দুক মালিক-ই-ময়দান-এ। এটি লম্বায় 5.45 মি. ব্যাস 1 5 মি এবং ওজন 55 টন। আদিলশাহী বংশের এই কিংবদন্তির কামানটি নাকি প্রচণ্ড সূর্যতাপের মধ্যে হাত দিলেও মনে হবে বরফ-ঠাণ্ডা আর একটু ঠুকে দিলেই ঘণ্টার মিষ্টি বোল শোনা যাবে। এর খোলা-মুখটি সিংহের মতো আর মুখের দুপাশে একটা হাতি যেন পিষে মারা হচ্ছে এমন মূর্তি আছে। দারুণ লোমহর্ষক দেখতে। আরো দেখার মধ্যে রয়েছে 5 কিমি দূরে অসমাপ্ত সমাধি, বড় কামান, গগনমহল ইত্যাদি।

এখানে থাকতে থাকতে আরো দেখুন—

রায়চুর: মুম্বাই থেকে চেন্নাই যাবার পথে বিজাপুর রাজ্যের প্রধান দুর্গটি দেখার জন্য এখানে আসুন। 13 শতকে এই জায়গাটি কাকতীয় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই পাহাড়ি দুর্গটি হিন্দুদের তৈরি। রেল স্টেশনে থেকে 3 কিমি দূরে 1294-এ তৈরি এই প্রাসাদ দুর্গ থেকে নীচের দৃশ্যটি দেখার মত। এখানে থাকার জন্য ১২৫-৩৫০ মধ্যে কয়েকটি হোটেল আছে। হস্‌পেট থেকে বাসে আসা ভাল।

গুলবর্গা : রায়চুর থেকে উত্তরে প্রায় 130 কিমি দূরে এই শহর বাহমনী সুলতানদের প্রথম রাজধানী। এখানে রয়েছে 15টি টাওয়ার ও ভিতরে স্পেনের কোরডোবা মসজিদের মত একটি মসজিদসহ একটি বিশাল দুর্গ। সমাধি সৌধগুলোও দেখার মত— মাথায় তাদের 100 ফুট (31 মিটার) উঁচু গম্বুজ। বিজাপুর থেকে 159 কিমি দূরের এই দুর্গের কাছে রয়েছে **বাসবেশ্বর মন্দির**।

থাকবার জায়গা আছে এখানে। KSTDC-র Hotel Mayura Bahamani (Ph: 220644) ১০০-১৫০ আছে। এছাড়া হোটেল পাবেন। ঘুরে আসতে পারেন 62 কিমি দূরের **জামখণ্ডিতে** অথবা 16 কিমি দূরের হ্রদ **কুমটাগিতে**। বাস আসছে বিজাপুর থেকেই। ভূগর্ভস্থ নরসিংহ মন্দির দেখতে চলে যেতে হবে 6 কিমি দূরের টর্ভিতে। এখানেই রামায়ণের কন্নড় অনুবাদ হয়েছিল যার নাম টোরবি রামায়ণ।

বিদর . গুলবর্গা থেকে উত্তরে রায়চুর থেকে 56 কিমি বাসে গিয়ে এখানে এসে দেখতে পাবেন দুটি দুর্গ। একটি খুব পুরনো, অন্যটি 14 শতকের। শেষেরটির মধ্যে তিনটি প্রাসাদ— রঙিন মহল, চিনি মহল ও টার্কিশ মহল। বাহমনী ও বারিদি রাজাদের সমাধি দেখা আপনার বাড়তি লাভ। ভাল লাগবে নরসিংহ মন্দিরটিও। বাসস্থান আছে এখানে KSTDC-র Hotel Barid Shahi (Ph. 226571), Yadgir Rd. S ১২৫ D ২০০। আরো আছে CH, GH, (PWD-র)। আর যদি বাসবা কল্যাণে যান তবে বাসবেশ্বর মন্দির, প্রভুদেব মণ্ডপে একটু প্রণাম জানিয়ে আসবেন। স্নান করবেন ত্রিপুরান্তকেশ্বর সরোবরে।

কেরল

ঘন অরণ্য, প্রশান্ত নদনদী, নারিকেল কুঞ্জশোভিত সমুদ্রবেলা, ঝিকিমিকি নদীবাঁধের জল, নৃত্যগীতমুখর কোনো প্রদেশে আপনার মন কি যেতে চাইছে? চলুন তবে কেরলে। এই প্রদেশের সংস্কৃতি অতি প্রাচীন। বহির্ভারতের সঙ্গে এর বাণিজ্যও দীর্ঘদিনের। একদা ফিনিশীয় জাহাজ এর বন্দরে আসত দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, জায়ফল, গোলমরিচ, হাতির দাঁত, আর চন্দন সংগ্রহের জন্য। আসত গ্রিস-রোমের বাণিজ্যতরী। টলেমি, প্লীনি বর্তমান কোদাঙ্গালুর (ক্র্যাঙ্গানোর, যার আগে নাম ছিল মুজিরিস— তার সমৃদ্ধির সুখ্যাতি করে গেছেন। খ্রিস্টজন্মের 1,000 বছর আগে এসে ভিড় করত বারে বারে সলোমনের জাহাজ বাইবেলের সেই 'ওফির' বন্দরে (এখন যেখানে তিরুবঅনন্তপুরমের দক্ষিণে পুভার গ্রাম)। সেন্ট টমাস এখানে এসেছিলেন 25 খ্রিস্টাব্দে। পরে পরে বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিমগণ এখানে নিজ নিজ সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রসার ঘটান। এখানে বাস করেছেন আদি শঙ্করাচার্য (788-820)। 1498-এ এখানে পদার্পণ করেন ভাস্কো-ডা-গামা। অনিবার্য হয়ে ওঠে পোর্তুগিজদের সঙ্গে ওলন্দাজদের যুদ্ধ। এতে জড়িয়ে পড়েন কোজিকোডের স্থানীয় রাজা জামোরিন। শেষ অবধি তিনি ইংরেজদের সহায়তায় ওলন্দাজদের তাড়িয়ে দেন। 1766 নাগাদ হায়দার আলি এখানে প্রভাব বিস্তার করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে এরপর আবির্ভাব ঘটে প্রথমে টিপু সুলতানের ও পরে ইংরেজদের। 1947-এ ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। 1956-য় রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসারে ত্রিবাঙ্কুর ও কোচির দক্ষিণের তামিলভাষী অঞ্চল চেন্নাই-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। সত্যি কথা বলতে, পরশুরাম একদা যেখানে কিংবদন্তির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সেই কেরলকে আমরা 1956 অবধি পৃথকভাবে চিনতামই না।

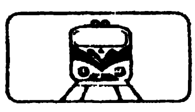
এখন কেরলে 14টি জেলা। কোজিকোড, কান্নানোর, এর্নাকুলাম, কোট্টায়াম, মালাপুরম্, ত্রিচুর, তিরুবঅনন্তপুরম, ইড্ডুকি, কোল্লাম, পত্তনমথিট্টা, আলাপ্পুঝা, পালকাড, কাসারগোড এবং ভেনাদ। 38,863 বর্গকিমি আয়তনের এই রাজ্যে জনসংখ্যা তিন কোটিরও বেশি (3,18,38,619–2001)। এই প্রদেশের রাজধানী তিরুবঅনন্তপুরম (ত্রিবান্দ্রম)। মেডম্ মাসে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) কেরলের নববর্ষ উৎসব, ধানকাটা উৎসব ওনম্, চিনগম (আগস্ট-সেপ্টেম্বর); কথাকলি, তুল্লাল, মোহিনীআট্টম নৃত্যের যাদু, কর্ণাটিকি সংগীতের ঘরানার সম্পদে সম্পন্ন কেরালা একদিকে যেমন ভারতের সবচেয়ে ঘন বসতির প্রদেশ, অন্যদিকে তেমনি এখানেই শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যয় করা হয়। ভারতীয় সার্কাসের শতকরা 90 ভাগ কলাকুশলীই কেরলের অধিবাসী। হিন্দু-খ্রিস্টান-মুসলমানদের তীর্থস্থানে পূর্ণ কেরলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরও কোনো তুলনা নেই। তবুও উত্তর ভারতের সঙ্গে আচরণ ও খাদ্যগত পার্থক্যের জন্য অন্য প্রদেশের পর্যটকগণ যে মাঝে মাঝে অস্বস্তি ভোগ করেন না— এমন নয়।

কখন আসবেন বেড়াতে: কেরলের উচ্চভূমি অঞ্চলের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও মনোরম, কিন্তু সমভূমি উষ্ণ ও আর্দ্র। তবে গড় উষ্ণতা 32 2°C। কোচিনে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 35°C এবং 20°C। তিরুবঅনন্তপুরমে ঠাণ্ডা আর একটু বেশি পড়ে। বেড়াতে আসার সেরা সময় তাই অক্টোবর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে। সাধারণ জামাকাপড় পরলেই চলে।

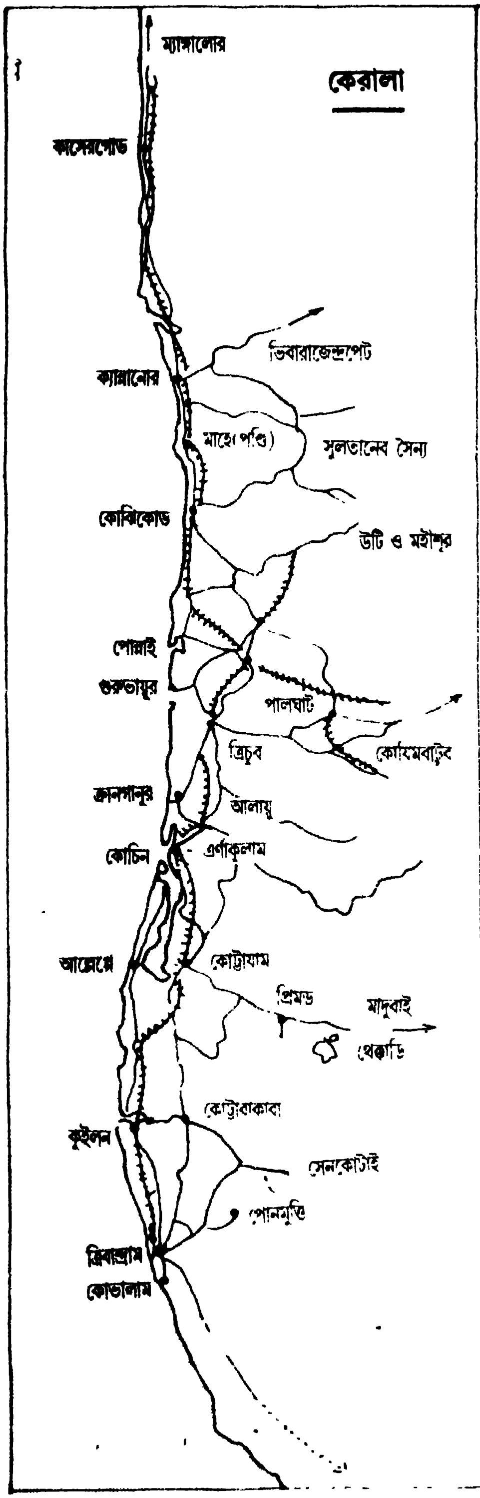
কোথায় যাবেন বেড়াতে : কেরলের ভ্রমণসূচি আমরা দক্ষিণ থেকে ক্রমশ উত্তর দিকে এগিয়ে চিহ্নিত করেছি। তাই প্রথমে চলুন যাই এর রাজধানী শহর তিরুবঅনন্তপুরমে। যাঁরা কন্যাকুমারী ঘুরে আসেন তাঁরাও প্রথমে এখানে আসেন আবার এখান থেকেই কন্যাকুমারী যাওয়া সহজ (দ্রঃ কন্যাকুমারী— তামিলনাড়ু)।

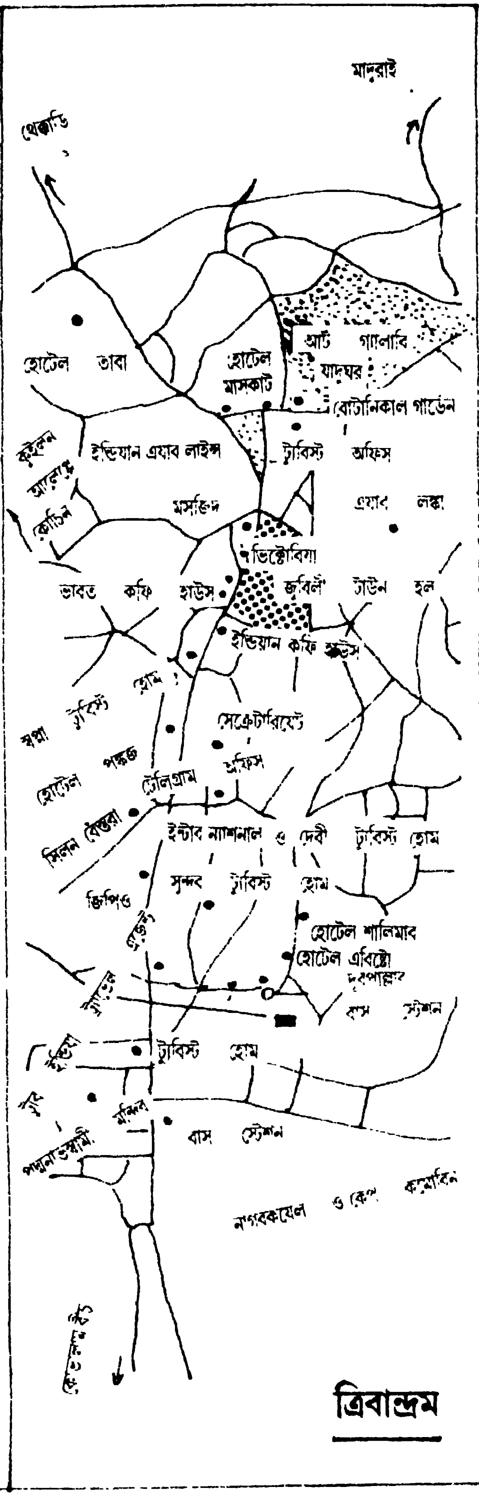
তিরুবঅনন্তপুরম (ত্রিবান্দ্রম)

এর অন্য নাম ত্রিবন্দরম্। প্রাচীন নাম তিরু-অনন্তপুরম্-এর অর্থ অনন্তনাগের শহর। এখন তিরুবঅনন্তপুরম এই নামটিই চালু হয়েছে। অনন্তনাগের উপরই বিষ্ণু শায়িত ছিলেন প্রলয়কালে। এখানের নদনদীগুলি সাধারণত বর্ষাপুষ্ট। যোগাযোগ ব্যবস্থাযথেষ্ট উন্নত। 7 টি পাহাড়ের উপর গড়ে ওঠা সমুদ্রতীরের এই শহর আপনাকে এর সমুদ্রবেলা, মন্দির, প্রাসাদ, যাদুঘর, চিত্রশিল্প— সব কিছু দিয়ে আপন করে নেবে।



কেমন করে আসবেন : বিমানে : তিরুবঅনন্তপুরম বন্দরটি একটি আন্তর্জাতিক বিমানক্ষেত্র। তাই AI, IA, Air-Lanka প্রভৃতি এখানে নামে। এয়ার ইন্ডিয়া


কেরালা
ম্যাঙ্গালোর
কাসেরগোড
ভিরারাজেন্দ্রপেট
ক্যান্নানোর
মাহে (পণ্ডি)
সুলতানের সৈন্য
কোঝিকোড
উটি ও মহীশূর
পোন্নাই
গুরুভায়ুর
পালঘাট
ত্রিচুর
কোয়েমবাটুর
ক্রানগানুর
আলায়ু
কোচিন
এর্ণাকুলাম
আল্লেপ্পে
কোট্টায়াম
প্রিমড
মাদুরাই
থেক্কাডি
কোট্টারাকারা
কুইলন
সেনকোটাই
পোনমুড়ি
ত্রিবান্দ্রাম
কোভালাম


মাদুরাই
থেক্কাডি
আর্ট গ্যালারি
যাদুঘর
হোটেল তারা
হোটেল মাসকাট
বোটানিকাল গার্ডেন
ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স
ট্যুরিস্ট অফিস
মসজিদ
এয়ার লঙ্কা
ভিক্টোরিয়া জুবিলি টাউন হল
ভারত কফি হাউস
ইন্ডিয়ান কফি হাউস
স্বপ্না ট্যুরিস্ট হোম
সেক্রেটারিয়েট
হোটেল পঙ্কজ
টেলিগ্রাম অফিস
মিলন রেস্তরা
ইন্টার ন্যাশনাল ও দেবী ট্যুরিস্ট হোম
জিপিও
সুন্দর ট্যুরিস্ট হোম
হোটেল শালিমার
হোটেল এরিস্টো
বাস স্টেশন
ট্যুরিস্ট হোম
মন্দির
পদ্মনাভস্বামী
বাস স্টেশন
নাগরকয়েল ও কেপ কমোরিন
কোভালাম বিচ
ত্রিবান্দ্রম

(Ph: 2324837) ও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স (Ph: 23268370) দুইয়েরই অফিস রয়েছে মিউজিয়াম রোডে। আর এয়ার-লঙ্কা অফিস (Ph: 232 2309) 15/1289/1, গণপতি কোভিল রোডে। মুম্বাই, চেন্নাই, তিরুচিরাপল্লী, কোচি, গোয়া, দিল্লি মাদুরাই, কলম্বো প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে তিরুবঅনন্তপুরম বিমানপথে যুক্ত। ইস্ট-ওয়েস্ট এয়ারলাইন্সের বিমান প্রতিদিন মুম্বাই-তিরুবঅনন্তপুরম যাচ্ছে আসছে। সময় লাগে মুম্বাই 2 ঘণ্টা, কোচি 30 মিনিট, ত্রিচি 45 মিনিট, কলম্বো 50 মিনিট।

রেলপথে: হাওড়া থেকে মঙ্গল ও রবি 6324 ত্রিবান্দ্রাম এক্সপ্রেস 23.05 ছেড়ে ত্রিবান্দ্রাম পরের পরদিন 23.10। প্রতি বুধবার 6358 নাগেরকয়েল এক্সপ্রেস হাওড়া ছাড়ছে 23.05, ত্রিবান্দ্রম আসছে 22.20 আর নাগেরকয়েল 00.30-এ। **গুয়াহাটি** থেকে প্রতি বুধবার 5.30 ছেড়ে আসা গুয়াহাটি-ত্রিবান্দ্রাম এক্সপ্রেস হাওড়া পরদিন 3.30, ত্রিবান্দ্রাম পরের পরদিন 6.00। কন্যাকুমারীতে 4.45 ছেড়ে 1082 কন্যাকুমারী-মুম্বাই এক্স আসছে 6.50; মুম্বাই থেকে ওই ট্রেন আসে কোয়েম্বাটোরে 1.10, এখানে 11.00। ম্যাঙ্গালোরে 17.50 ছেড়ে 6330 মালাবার এক্স 9.25, 6350 পরশুরাম এক্স 4.15 ছেড়ে 18.55; চেন্নাই 19.30 ছেড়ে 2623 চেন্নাই-তিরুবঅনন্তপুরম মেল 11 50, এছাড়া গুয়াহাটি-ত্রিবান্দ্রম সাপ্তাহিক এক্স চেন্নাই 11.10 ছেড়ে 6.00 এবং রবিবারে গান্ধিধাম 5.20 ছেড়ে আমেদাবাদ 11.30 হয়ে 6335 গান্ধিধাম-নাগেরকয়েল এক্স 4.40 আর হাপা থেকে 5.15 ছেড়ে 4.40 পৌঁছচ্ছে 6333 হাপা-ত্রিবান্দ্রম এক্স। ট্রেনদুটি তিরুবঅনন্তপুরম থেকে ছাড়ে যথাক্রমে বৃহস্পতিবার 13.30 ও সোমবার 13.30। শোরানুর জংশন 14.30 ছেড়ে 6301 ভেনাদ এক্সপ্রেস ত্রিচুর 15.04, এখানে 22.10; গুরুবায়ুর 21.15 ছেড়ে 6128 গুরুবায়ুর-চেন্নাই এগমোর এক্স ত্রিবান্দ্রম 4.00, মাদুরাই 11.50, চেন্নাই এগমোর 20.35। ট্রেনদুটি ত্রিবান্দ্রাম থেকে ছাড়ে যথাক্রমে 5.00 ও 21.40। নিউদিল্লিতে 11.30 ছেড়ে কেরালা এক্স 15 35, হজরত নিজামুদ্দীন 11.00 ছেড়ে 2432 ত্রিবান্দ্রম রাজধানী এক্স (রবিবার, মঙ্গলবার) এখানে 5.45 পৌঁছচ্ছে। এ ছাড়া ট্রেন আসছে অন্যান্য দিক থেকেও। তবে যাঁরা কন্যাকুমারী থেকে আসবেন তাঁরা তো সহজেই সেখান থেকে ট্রেন পেয়ে যাবেন এখানে আসতে।

সড়কপথে: তিরুবঅনন্তপুরম সড়কপথে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্রের অনেকগুলির সঙ্গেই যুক্ত। তার মধ্যে দূরত্বে এর্নাকুলাম হয়ে কালিকট 448 কিমি; কুইলন, আলেপ্পি হয়ে কোচি 223 কিমি, পদ্মনাভপুরম্ হয়ে কন্যাকুমারী 87 কিমি, কোট্টায়াম-পেরিয়ার হ্রদ হয়ে মাদুরাই 471 কিমি, কোট্টায়াম-পেরিয়ার 272 কিমি, সোজা পোনমুড়ি 61 কিমি, ওয়ারকালা হয়ে কুইলন 73 কিমি, ওয়ারকালা সোজা 55 কিমি।

বাস: KSRTC (Ph. 2327224, 2322386 Central Bus Station, Thampanoor) সপ্তাহে 2 দিন ডিলাক্স এক্স বাস চালাচ্ছে কুইলন ও আলেপ্পি হয়ে কান্নানোর-তিরুবঅনন্তপুরম এবং তিরুবঅনন্তপুরম-কোট্টায়াম। পথে পড়ে এর্নাকুলাম, আলওয়ে, ত্রিচুর এবং কোজিকোড। এছাড়া নিয়মিত দ্রুত প্যাসেঞ্জার বাস চালাচ্ছে তিরুবঅনন্তপুরম, আলেপ্পি, আলওয়ে, কন্যাকুমারী, এর্নাকুলাম, কোট্টায়াম, শেনকোট্টা, ওয়ারকালা, ত্রিচুর, আর থেকাড্ডিতে KSRTC। কুইলন তুতিকোরিন, মাদুরাই-কোট্টায়াম, মাদুরাই-নাগেরকয়েল, কান্নানোর-মহীশূরের মধ্যে চলছে যোগাযোগকারী বাস সার্ভিস। Madras State Transport চালাচ্ছে তিরুবঅনন্তপুরম এবং কন্যাকুমারীর মধ্যে এক্স বাস সার্ভিস। জেনে রাখুন, এই বাস স্টেশনে চূড়ান্ত অব্যবস্থা রয়েছে। নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড না থাকায় বাস খুঁজে পাওয়া ভার। বাস খুঁজে পেলেন তো টিকিট কাটা শেষ হওয়ার আগেই বাস চলতে শুরু করল। তাই বেশি দূরে যেতে হলে উচিত হবে ট্রেন বা প্রাইভেট বাসে চড়া।

স্থানীয় ভাবে চলছে লাক্সারি, মিনি-লাক্সারি ও সাধারণ কোচ ভাড়ার বিনিময়ে। চালাচ্ছে Varma Travels, East Fort এবং KTDC, Transport Division, Chettikulamkara। পাবেন ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি। অন্যান্য Car পাবেন উপরের দুটি পর্যটন সংস্থার কাছে খোঁজ করে। নিয়মিত ভাড়াটে ইয়েলো-টপ ট্যাক্সিও পাবেন। আছে অটোরিক্সা এবং KSRTC-র চালানো সিটি বাস সার্ভিস।

● কনডাকটেড ট্যুর ●

1. তিরুবঅনন্তপুরম শহর পরিক্রমা: প্রতিদিন 8.00-19.00, সোমবার বন্ধ। ভাড়া ৯০। দেখুন—পদ্মনাভস্বামী মন্দির, শঙ্কুমুখম্ বীচ, অ্যাকোয়ারিয়াম, SMSM ইনস্টিটিউট, আরুভিক্কারা বাঁধ, নেয়ার বাঁধ, কোভলম বীচ, যাদুঘর, আর্ট গ্যালারি, জু। যাদুঘর ও জু সোমবার বন্ধ থাকে। বুধবার বাদে প্রতিদিন হাফ-ডে ট্যুর -এ 14.00-19.00 শঙ্কুমুখম্ বীচ, কোভলম বীচ, ভেলি হ্রদ

দেখুন। ভাড়া ৬০৲।

2. কন্যাকুমারী ভ্রমণ : প্রতিদিন 7.30-19.00। ভাড়া ২১০৲। দেখুন— কোভলম্ বীচ, পদ্মনাভপুরম্, রাজপ্রাসাদ, শুচিন্দ্রম্ মন্দির, কন্যাকুমারী, বিবেকানন্দ স্মারক শিলা।

3. পোনমুড়ি ভ্রমণ: প্রতিদিন 7.45-19.00। ভাড়া ১৪০৲। দেখুন— গোল্ডেন ভ্যালি, পোনমুড়ি।

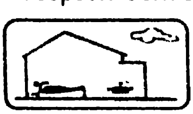
4. পেরিয়ার অভয়ারণ্য : প্রতি শনিবার (চতুর্থ শনিবার বাদে) সকাল 6.30 বেরিয়ে ফেরা পরদিন 21.00টা। ভাড়া ৩৫০৲ (থাকা ও খাওয়া বাদে)।

5. কোদাইকানাল ভ্রমণ : মাসের চতুর্থ শনিবার ও দিনের সফরে বেরিয়ে ঘোরা কোদাইকানাল, মাদুরাই ও পেরিয়ার অভয়ারণ্য। ভাড়া ৫৩০৲।

ট্যুরের বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন স্টেশনের কাছেই KTDC-র Tourist Reception Centre (Ph: 2330031), Subramoniam Rd, Thampanoor Thiruvananthapuram-1 বা Asst. Manager, Travel & Tour Division (Ph: 233 1321), KTDC, Guest House Compound, Thycaud Thiruvanantapuram-1। তিরুবঅনন্তপুরমে রেল স্টেশন ও বাস টার্মিনাস-এর অবস্থান মুখোমুখি। এখান থেকেই অর্থাৎ Tourist Reception Centre-এর সামনে থেকেই যাত্রা শুরু হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : অ-হিন্দুরা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন না। হিন্দু পুরুষ অবশ্যই ধুতি পরবেন শুধু, অন্য জামা-টামা ছেড়ে ঢুকবেন।

যাবার জন্য **রিজার্ভেশন**: KTDC-র Tourist Reception Centre-এ, Ph: 2330031।



কোথায় উঠবেন: East Fort-এ 3 তারা হোটেল Hotel Lucia (Ph: 2463443) ১৫০০-৫৫০০৲; Aristo Rd-এ Hotel Horizon (Ph: 2326888) R-47, ১১৫০-২২০০৲; MG Rd এ (সেক্রেটারিয়েটের বিপরীতে) Hotel Pankaj (Ph: 2464645) ১২০০-২২০০৲; এখানেই Hotel Santosh S ২০০৲ D ৩৫০৲; Nalanda Tourist Home (Ph: 2264864) S ১২৫-২০০৲ D ২২৫-২৭৫৲; Manjalikulam Rd-এ Annies Tourist Home (Ph: 2329048) S ১০০৲ DAB ১৬৫৲; Baba Tourist Home (Ph: 2325230) S ১৪০৲ D ২০০৲; Hotel Tilak (Ph: 2328886) S ১২০৲ D ১৪০৲; Hotel President (Ph: 2325305) D ২০০৲ DAC ২৫০৲; Sivada Tourist Home (Ph: 2325320) S ৮৫৲ D ১৪০৲ DAC ২৫০৲; Sunder Tourist Home (Ph: 2329646) S ৮০৲ D ১৪৫৲; Thampanoor-এই Hotel Dwaraka International (Ph: 2328561) S ৭৫৲ D ১৪৫৲; Hotel Keerthi (Ph: 2325650)S ১০৫৲ D ১৭৫৲; Green Land Lodge (Ph: 2323485)S ৬৫-৮৫ D ১৫০৲; Hotel Prasad International (Ph: 28118210), Western Express Highway ৩০০-৩২৫৲; Hotel Amritha Pvt Ltd (Ph: 2323091) Thycaud ৩০০-৬৫০৲; জি পি ও-র কাছে Hotel Geeth (Ph: 2471987) ৪০০-১২০০৲; Hotel Residency Tower (Ph: 2331661) South Gate of Secretariat, Press Rd.; ৫৫০-১৬৫০৲; Hotel Sukhvas (Ph 2331591), Manjalikulam Rd ১০০-২৭৫৲; Hotel Jas (Ph: 2324881) PB No. 431, Thycaud ৫৫০৲ ১৮০০৲, Hotel The South Park (Ph. 2333333) MG Rd ৩১০০-৫১০০৲; Hotel Surya Samudra Beach Garden (Ph: 2481825) Pulinkudi, Mullur ১২০০-১৫০০০৲; Venkiteswara Tourist Home (Ph 2323992) S ২০০৲ D ২৫০-২৭৫৲। আয়ুর্বেদ কলেজের কাছে Bhaskara Bhavan Tourist Paradise (Ph: 2339662) S ১৫০৲ D ২০০৲, Statue Rd-এ Swapana (Ph: 2320291) S ৬৫৲ D ১১৫৲; Hotel Poorna (Ph: 2331315) S ৮৫৲ SAC ২০০৲ DAB ১৬৫৲ DAC ২৭৫৲; Hotel Mayfair (Ph: 2326283) S ১০০৲ SAC ২০০D ১৭৫৲ DAC ২৭৫৲; Press Rd-এ Hotel Devdas (Ph: 2321545) S ১০৫৲ D ১৬৫৲ DAC ২৭৫৲; PMG Junction-এ Hotel Prasanth (Ph. 2436189) S ১৫০৲ D ২০০৲ DAC ৩০০৲; Pattom-এ Navatara (Ph: 2331178) S ১৫০৲ SAC ২৫০৲ D ২০০৲ DAC ৩০০৲; Highway Inn S ২০০৲ SAC ৩০০৲ D ২৫০৲ DAC ৩৭৫৲; Peari Lodge (Ph: 2327127) S ৭৫৲ D ১৪০৲; Aristo Rd-এ Model School-এর কাছে Paramount (Ph: 2333474) S ১৫০৲ SAC ২৫০৲ D ১৭৫৲ DAC ৩২৫৲।

এছাড়া ম্যাসকট স্কোয়ারে KTDC-র Hotel Mascot (Ph: 2318990) AC ১১৯৫ AC dlx. **২৩৯৫৲ স্যুইট ১৮০০-২৫০০৲; থাম্পানুর রোডে KTDC-**

র Hotel Chaitthram (Ph. 2330977) DAC ১০০০, DAC Dlx ১২৫০, DB Dlx ৭০০, DAB ৬০০। আরো অজস্র হোটেল ছড়িয়ে রয়েছে এদিকে-ওদিকে। অন্যান্য আরো বাসস্থানের মধ্যে রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম (রিজা: স্টেশন মাস্টার) S ৪৫, D ৭৫; Thycaud-এ KTDC-র যাত্রীনিবাস (Ph 2324 462); GRH রিজা: ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর, তিরুবঅনন্তপুরম); রেল স্টেশনের কাছে Corporation RH (Ph: 2339277, রিজা: সুপারিন্টেন্ডেন্ট), বোট ক্লাবের কাছে Velli-তে YH (রিজা: ওয়ার্ডেন, তিরুবঅনন্তপুরম-695021, Ph: 2330 059) মাথাপিছু ২০; Palatam-এ YMCA (Ph: 2330059), ধরমশালা আছে— Moolji Jaitha Satram, Pazhavangadi (কেবল গুজরাতিদের মাত্র 3 দিনের বাসের জন্য)।

কী দেখবেন এখানে

শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দির: কেরলের সর্ববৃহৎ মন্দির, খ্যাতিও সর্বশ্রেষ্ঠ। এর প্রতিষ্ঠা কবে কেউ জানে না। তবে কিংবদন্তি যে, খ্রিস্টজন্মের 3,000 বছর আগে এর প্রতিষ্ঠা। তবে এখন যা কিছু আপনি দেখবেন সবই রাজা মার্তণ্ডের কীর্তি। তিনি 3 হেক্টর জায়গার উপর এক বিশাল মন্দিরের কাজ শুরু করেন 1729 নাগাদ। আসলে পদ্মনাভস্বামী রাজাদের কুলদেবতা এবং রাজারা চিরকালই নিজেদের 'পদ্মনাভ দাস' বলেই পরিচিত করে এসেছেন যুগে যুগে। বর্তমানে এই মন্দির সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। দাক্ষিণাত্যের বিশেষ ঢঙে 7 তলা ক্রমহ্রাসমান গোপুরমটি সত্যিই বিস্ময়কর। প্রতিটি তলাতেই অজস্র দেবদেবী, পুরাণকাহিনী এবং অজানা মানুষের বিচিত্র মিছিল। সামনের পদ্মতীর্থ নামে বৃহৎ জলাশয়ে সমগ্র গোপুরম্-এর ছায়া দেখে আপনি বিস্মিত হবেন।

আকারে প্যাগোডার মত এই মন্দিরটি 4 হাজার রাজমিস্ত্রি, 6 হাজার মজুর ও 100 হাতির সাহায্যে 6 মাসে নির্মাণ করেন। হাতিরা বয়ে এনেছিল 30 মাইল (50 কিমি) দূর থেকে পাথর ও কাঠ। মন্দিরের কুলশেখর মণ্ডপটি 368টি গ্রানাইট পাথরের কারুকার্য মণ্ডিত স্তম্ভের উপর নির্মিত। প্রতিটি স্তম্ভে আবার ছোট ছোট স্তম্ভের সারি। একটিতে নখের আঘাতে বাজনা বাজালে ও পাশের স্তম্ভে কান দিয়ে শুনলে মনে হবে বুঝি মৃদঙ্গ বাজছে। মন্দিরের চারদিকের পাঁচিল নানা কাহিনী চিত্রে চিত্রিত।

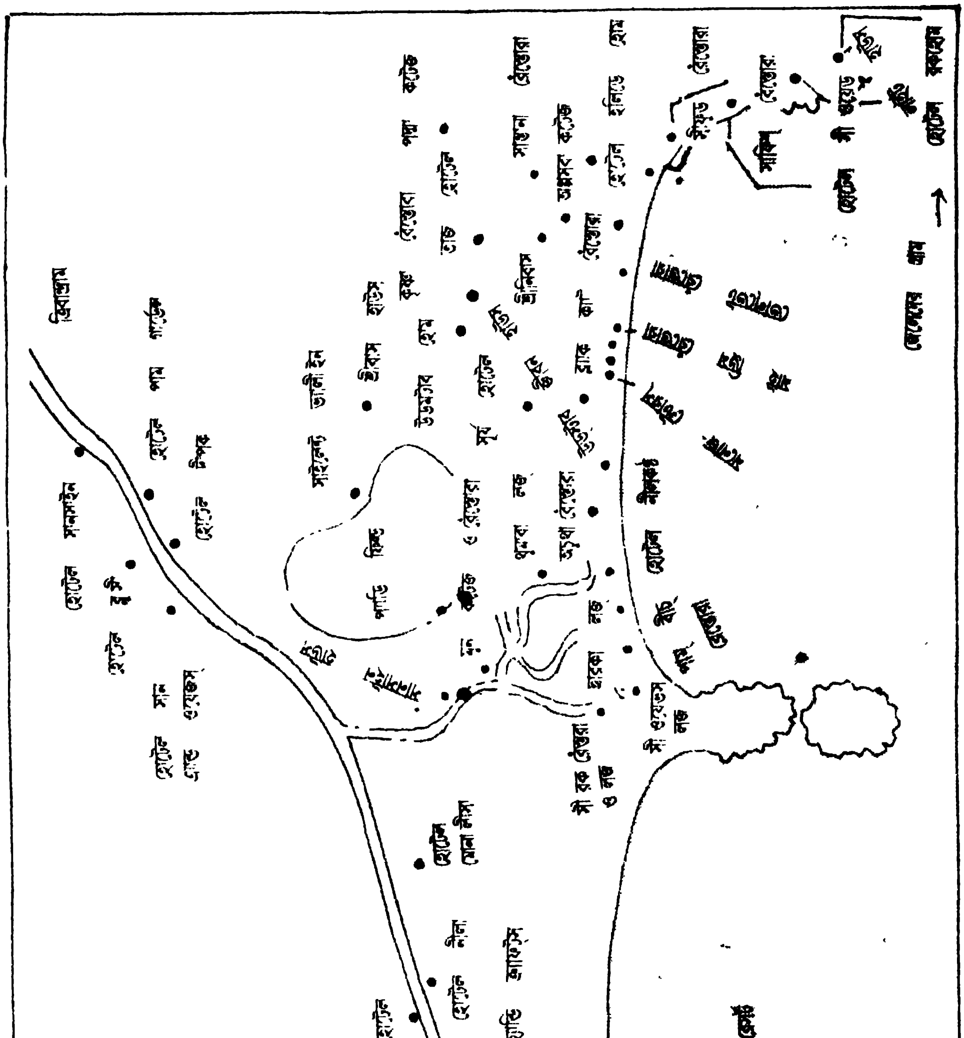
সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকলেই মন্দিরের সামনে সুউচ্চ একটি স্তম্ভ। সেগুন কাঠের এই স্তম্ভ সোনা দিয়ে মোড়া। মন্দিরের চারপাশে ছাদযুক্ত প্রশস্ত প্রদক্ষিণ পথ। দু পাশে তার অসংখ্য স্তম্ভে বিচিত্র কারুকার্য। পদ্মনাভস্বামীর বিমান বা মূল মন্দির দোতলা, তার সামনে প্রশস্ত নাটমন্দিরের মধ্যে অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর বিরাট ও অপূর্ব দেববিগ্রহকে পূর্ণত দেখতে হলে আপনাকে ওটি দরজা দিয়ে দেখতে হবে, নইলে দর্শন হবে খণ্ডিত। মূর্তি 30 ফুট (9.3 মিটার) লম্বা। দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে দেখতে হবে শিরোভাগ, যেখানে শেষনাগের অজস্র ফণা শোভা পাচ্ছে। মধ্যের দরজা দিয়ে দেখুন নাভিকমল এবং উত্তরের দরজা দিয়ে দেখুন চরণাংশ। মধ্যস্থ দরজা দিয়ে যখন দেখবেন তখন লক্ষ করবেন নাভিকমলের কাছে বিরাজিত স্বর্ণনূপুরমণ্ডিত ভগবান পদ্মনাভ নারায়ণের একটি ছোট মূর্তি ও পাশে অধিষ্ঠিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর মূর্তি।

মন্দির খোলে সকাল 8.30। সকাল ও সন্ধ্যায় দেবদর্শন করা যায়, দেখতে হবে নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে। এখানে পুরুষ দর্শককে কেবল লুঙ্গির মত ধুতি পরে, খালি গায়ে খালি পায়ে দেবদর্শন করতে হয়। ধুতি ভাড়া পাওয়া যায় মন্দিরের বাইরে। সঙ্গে টাকার ব্যাগ বা ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া নিষেধ। অহিন্দু প্রবেশ করবেন না। ভূমিষ্ঠ প্রণাম নিষিদ্ধ, দণ্ডবৎ হাতজোড় করে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করুন। পূজার জন্য যা দর্শনী দিতে হয় বা অন্য টাকাকড়ি দিতে হয়, তা আগে মন্দিরের অফিসে দিতে হয়। এর জন্য রসিদ পাবেন অবশ্যই।

মন্দির প্রাঙ্গণে আরো সব দেবতারা আছেন— নরসিংহ, রাম, কৃষ্ণ, বেদব্যাস, অশ্বত্থামা, গণেশ, হরিহরপুত্র, অঞ্জনেয়, ক্ষেত্রপাল, বালগোপাল প্রমুখেরা আছেন। চৈতন্যদেব এই মন্দির দর্শন করেছিলেন। বছরে দুবার (মার্চ-এপ্রিল, অক্টোবর-নভেম্বর) 10 দিন ধরে মন্দির থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিগ্রহসহ বিশাল শোভাযাত্রা ও আরাত ও উলসাভোম উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ঘোড়া-পালকি- হাতি নিয়ে। এছাড়া 2 বছর অন্তর 56 দিন ধরে উদযাপিত হয় 'মুরাজপম্' উৎসব।

নেপিয়ার মিউজিয়াম: মানমন্দির পাহাড়ের কাছে পাবলিক গার্ডেনের মাথার উপরে একটা দারুণ বর্ণময় কামানের আকর্ষণীয় সজ্জাসমন্বিত অট্টালিকাটি দেখলেই আপনি বুঝবেন এখানে পৌঁছে গেছেন। বহু ধরনের ব্রোঞ্জ সংগ্রহ এখানে আছে। নায়ার-পরিবারের মডেল বা 300 বছরের মন্দির-কক্ষটি দেখার মত। নতুন দেবতা 'হরিহর পুত্র সস্তা'র মূর্তি দেখুন এখানে। মোহিনীরূপে বিষ্ণু ও শিবের মিলনে এর জন্ম। প্রতিদিন 8.00-18.00 খোলা থাকে। দর্শনী ২ টাকা মাত্র।

চিড়িয়াখানা : যাদুঘরটির খুব কাছেই। বাচ্চারা সঙ্গে


কোভালাম বীচ

থাকলে ঘুরেই আসুন না। দুষ্প্রাপ্য পাখি আর জন্তু দেখুন। খোলা 8.00-18.00, বন্ধ সোমবার। ক্যামেরা সঙ্গে নিলে ৫, তবে সিনে ক্যামেরার জন্যে ১৫।

চিত্রালয়ম্‌ বা আর্ট গ্যালারি : যাদুঘরের চৌহদ্দির মধ্যে এই চিত্রালয়টি রবি বর্মা, রোয়েরিকের মূল্যবান চিত্রসংগ্রহ; রাজপুত, মোগল ও তাঞ্জোর ঘরানার চিত্রানুকৃতি; অজন্তা ও বাঘ গুহার চিত্রাবলির অনুলিপি; জাপান, চীন, জাভা ও বালীর প্রাচ্যদেশীয় চিত্রসংগ্রহে সমৃদ্ধ। এই শিল্পালয়টির উদ্বোধন হয়েছিল 1935-এ। খোলা থাকে সোমবার পুরো ও বুধবার সকাল ছাড়া 11.00-17.00।

অ্যাকোয়ারিয়াম: আর্ট গ্যালারির পাশেই, শঙ্কুমুখম্‌ বীচের কাছে। এটি এশিয়ার মধ্যে অন্যতম বৃহৎ এবং অত্যাধুনিক মৎস্যাধার। সমুদ্রবিজ্ঞানী এবং মৎস্য বিশেষজ্ঞরা এখানে নানা গবেষণা করতে পারেন। সাগরবেলায় জলজ উদ্ভিদ, জলজ প্রাণীর এই অ্যাকোরিয়ামটি অবশ্য দেখে নেবেন। সোমবার ছাড়া অন্যদিন 9.30-18.00 মধ্যে আসুন।

এখানে আরো দেখুন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজাদের বসতগৃহ **কৌড়িয় প্রাসাদ**। অনুমতি নিয়ে দেখুন এর স্থাপত্য ও অন্দরের সৌন্দর্য। যাদুঘর-সংলগ্ন পাবলিক গার্ডেন ও চিলড্রেন্স পার্কে ঘুরে বেড়ান। ঘুরুন সেক্রেটারিয়েট উদ্যান, গান্ধি পার্ক, ওয়াটার ওয়ার্কস, বাগান আর **ভেলি** ট্যুরিস্ট গ্রামেও। গাছগাছালিতে ছাওয়া ভেলির হ্রদটির সৌন্দর্য অসাধারণ। এর একদিক মিশেছে সমুদ্রের সঙ্গে। একটি ভাসমান ড্রামের সাঁকো আছে। আর আছে জলবিহারের ঢালাও ব্যবস্থা।

এখান থেকে দূরে আর কী কী দেখবেন—

কোভলম্‌ বীচ

তিরুবঅনন্তপুরম থেকে 13 কিমি দূরে এই সমুদ্রবেলায় যদি না আসেন কেরলে এসে আপনার ভ্রমণ হবে অসার্থক। পুরীর সমুদ্রের উত্তালতা এখানে নেই, কিন্তু প্রশান্তভাবের যে রাজমহিমা তা এখানে ছাড়া আর কোথাও নেই। সারা পথের দুপাশের নারকেল শ্রেণী (কের=নারকেল+আলয়= কেরালা?) আপনার মধ্যে সঞ্চার করবে নীলাঞ্জন মায়া। পথে উঁচু হয়ে যেতে যেতে একসময় গিয়ে থেমে যাবে বাসের চাকা। মনে হবে তবে কি শুধু একটা পিকনিক স্পটে এলাম মাত্র! গাছগাছালি আর পাখির ডাক যখন উন্মনা করবে তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে চোখ আটকে যাবে গ্রানাইট পাথরের কয়েকটি উঁচু স্তম্ভে। তারপর সেই অপার গম্ভীর মহিমা সহসা উদ্‌ঘাটিত হবে আপনার চোখের সামনে। এ সমুদ্র ভয় দেখায় না, কাছে টানে। যতক্ষণ খুশি থাকুন। যতবার খুশি স্নান করুন, গরম লাগলে সমুদ্রবেলার ছাতায় বিশ্রাম নিন। আবার স্নান করুন। রাতে যখন আকাশে চাঁদ উঠবে, তারার মালা আর নারিকেলশ্রেণীতে যখন এক আশ্চর্য নৈঃশব্দ্য বাঁধা পড়ে যাবে, ধীর গুটিগুটি পায়ে সমুদ্র আসবে এগিয়ে তীরের দিকে— তার চিরকালীন সাক্ষী হয়ে থাকার জন্য পায়চারি করে নিন দণ্ড কয়েক। একসময় যখন ফিরে আসবেন, তখন মনে হবে গোটা কোভলম্‌ বীচ আপনার পিছু পিছু হেঁটে আসছে।

এখানে থাকার জন্য ITDC-র Kovalam Ashok Beach Resort (Ph. 2480101) SAC ৭২০০ DAC ৮১০০, Suite ১১,০০০ + ১০% বাড়তি; KTDC-র Mulloor-এ Hotel Soorya Samudra Holiday Resort (Ph: 2480089) ২৪৫০ থেকে; ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ বাড়তি ভাড়া; Raja Hotel S ১২৫ D ২৫০; Sun Waves ৫৫০-৭০০; Blue Sea (Ph. 2480401) DAB ২৫০-৪৫০, Palm Garden ৩০০-৪৫০; Kovalam Tourist Home S ১৫০ D ২৫০; Hotel Rockholm (Ph: 2480407), Light House Rd ৬৫০-৭৫০; Varmas Beach Resort (Ph: 2480478) DAB ৫৫০-৮০০; Hotel Palmanova (Ph: 2480494) SAB ৩৫০-৫৫০, DAB ৪৫০-৬৭৫; Hotel Sea Rock ৩৫০-৬০০, Hotel Seaweed (Ph: 2480391), Light House Rd. ২৫০-১০০০ ইত্যাদি।

নিশ্চয় আপনি আবার তিরুবঅনন্তপুরমে ফিরে এসেছেন। এখান থেকে খুব ইচ্ছে করবে একবার সমুদ্রোপকূলে ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান কেন্দ্র **থুম্বা রকেট লঞ্চিং স্টেশনটি** দেখে আসতে। নিশ্চয়ই যাবেন সেখানে, তবে ভিতরে ঢোকার অনুমতি কি পাবেন? বাইরে বাইরেই দেখে আসুন তবে। দেখে আসুন 16 কিমি দূরে **আরুভিক্কারা** গিয়ে ওয়াটার ওয়ার্কস্‌। পিকনিকও সারতে পারেন। ইচ্ছে করলে IB-তে থেকে যেতেও পারেন (রিজা: Asst. Ex. Engr. PHED, Aruvikkara)। তারপর ঘুরে ঘুরে দেখুন ঢুকে পড়া সমুদ্রের লেগুন, প্রণত হোন ভগবতী মন্দিরে, স্নান সারুন করমুনা নদীতে।

এমনি করে চড়ুইভাতির আরো একটা দারুণ পরিবেশ যদি পেতে চান তবে তিরুবঅনন্তপুরম থেকে 1নং কনডাকটেড ট্যুরের বাসে চড়েই 29 কিমি দূরে **নেয়ার হ্রদ ও বাঁধটির** পাশে চলে যান। জীবনটা এখানে

জলে আর পাহাড়ে ছড়িয়ে দিন—হ্রদে নৌকো চড়ুন, পাহাড়ে মাউন্টেনিয়ারিং-এর সুযোগ নিন। আর অবকাশ পেলে চলে যান শিবানন্দ যোগ বেদান্ত আশ্রমে। দিনের বেলায় অভয়ারণ্যের চারদিক ঘুরে রাতে এসে বসুন বাঁধের পাশে— আলোকমালায় সজ্জিত বাঁধটিতে বসে দূরের স্বপ্নে বিভোর হোন।

ইচ্ছে হলে Project House-এ রাত্রিবাস করুন (রিজা: EE, Irrigation, PWD, Thiruvananthapuram)।

ওয়ারকালা

তিরুবঅনন্তপুরম-কুইলন পথের পাশে সমুদ্রের ধারে একটি বিখ্যাত বৈষ্ণবতীর্থ। এখানে 1252-য় নির্মিত শ্রীজনার্দন স্বামীর মন্দিরটি খুব পবিত্র। মন্দিরে আছে চতুর্ভুজ কৃষ্ণের মূর্তি, তিনি শঙ্খচক্রপদ্মপাণি। ওয়ারকালা স্টেশন থেকে মাত্র 2 কিমি দূরের সমুদ্র পার্শ্বে পাহাড়ের উপর এই মন্দিরে মার্চ-এপ্রিল মাসে 10 দিন ধরে বিখ্যাত 'আরাত্তু' উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সুন্দর এই মন্দিরটিতে পুজো দিলে নাকি রোগমুক্ত হওয়া যায়— এবং সেজন্যে এখানে পুণ্যার্থীদের খুব ভিড় হয়। এখানের পাপনাশম্ প্রস্রবণে তাঁরা স্নান করেন এর ভেষজগুণের জন্য। মন্দিরে একটি বড় ঘণ্টা দেখতে পাবেন, সেটি দান করেছিলেন এক ওলন্দাজ ক্যাপ্টেন।

অন্য আর একটি আকর্ষণ হল এখানকার শিবগিরিতে নারায়ণগুরুর সমাধি সারদা মঠ। একালের কেরলের সমাজসংস্কারক নারায়ণগুরু এখানেই দেহরক্ষা করেন। এক জাতি, এক ধর্ম ও এক ঈশ্বর্ মতের এই প্রবক্তার শিষ্যগণ এখন নারায়ণ ধর্ম সংঘম্ থেকে তাঁর ধর্মপ্রচার করে চলেছেন। এখানে আসার জন্য তিরুবঅনন্তপুরম-কুইলন পথে 45 কিমি আসুন তিরুবঅনন্তপুরম থেকে। আর যদি কুইলন থেকে আসেন তবে 39 কিমি দূরত্ব পার হন। ট্রেনেই আসুন, বাসেই আসুন— এখানে এলে আরো ভাল লাগার কারণটি এখন বলি। এখানকার সমুদ্রবেলা আশ্চর্য লাল পাথরের মত উঁচু এবং সেখান থেকেই ওই ধাতুমিশ্রিত প্রস্রবণটি বেরিয়ে এসেছে। এক জায়গায় দেখবেন পাহাড়ের ভিতর দিয়ে প্রায় 0.5 মাইল প্রায় 1 কিমি টানেল কেটে কেমন করে খালের জল আনা হয়েছে।

এক ফাঁকে কাছেই ঐতিহাসিক স্থান আঞ্জেনগো ঘুরে আসুন। মালাবার উপকূলে ইংরেজরা এখানেই ব্যবসা স্থাপন করেছিল। এখনও 17 শতকের একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পারেন। এর কাছেই আছে 18 শতকের প্রথম পর্যন্ত তম্বুরেত্তিদের একদা রাজধানী আত্তিঙ্গল— বেড়ালে ভালই লাগবে।

ওয়ারকালায় (বার্কালা) থাকার জন্যে বেশ কিছু হোটেল আছে। Hotel Sea Pearl (Ph: 2605105), Nikhil Beach Resort (Ph: 2602122), Panchavati Beach Resort (Ph: 2602120), Akshay Beach Resort (Ph: 2602668) প্রভৃতি। এদের ভাড় ৫০০ মধ্যে, তবে মরশুম অনুযায়ী ভাড়ার হার বেশ ওঠা-নামা করে। আর তারকা হোটেল Taj Golden Retreat, অবশ্যই বিলাসবহুল এবং দামী। এছাড়া একটি সরকারি GH আছে (রিজা: ম্যানেজার) S ৬৫ D ৮০।

নেয়ার অভয়ারণ্য: তিরুবঅনন্তপুরম থেকে পোনমুড়ি যাওয়ার পথেই ঘুরে নিন নেয়ার অভয়ারণ্য। তিরুবঅনন্তপুরম থেকে দূরত্ব 30 কিলোমিটার। 128 বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত অভয়ারণ্যে একটি লায়ন সাফারি পার্ক আছে। কাছেই বনদপ্তরের অফিস। সেখান থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করুন। তারপর বনদপ্তরের জাল দিয়ে ঘেরা গাড়িতে চড়ে ঘুরে ঘুরে দেখুন। বাইরের গাড়ির প্রবেশ নিষেধ। নেয়ার নদীর ওপরে বাঁধটিও দ্রষ্টব্য। স্পীডবোট চেপে নদীর বুকে ঘুরে বেড়ানোর বন্দোবস্ত আছে। ওয়াচটাওয়ার থেকে বাঁধ এবং সংলগ্ন বনভূমির দৃশ্য মনোরম। চলুন যাই পরের দ্রষ্টব্য পেপ্পারা-য়।

পেপ্পারা নেয়ার থেকে মাত্র 20 কিমি দূরে। ছোট ছোট টিলা, জঙ্গল এবং নদী নিয়ে শান্তসবুজ পরিবেশ। আসার পথটিও চমৎকার। কালো পিচরাস্তার দুপাশে রবার এবং ইউক্যালিপ্টাসের ঘন জঙ্গল। ঘুরে দেখুন কারানা নদীর ওপর পেপ্পারা ড্যাম। এরজন্য সংশ্লিষ্ট অফিসে নাম-ধাম নথিভুক্ত করাতে হবে। ক্যামেরা থাকলে অফিসে জমা রেখে যেতে হবে। সংরক্ষিত এলাকা, ছবি তোলা নিষিদ্ধ। বাঁধের ধারে আছে ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড। আছে এন সি সি-র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বাঁধের সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা নীচে জলের কাছে নামা যায়।

নেয়ার-এ থাকার জন্য আছে KTDC -র পর্যটন আবাস অগস্ত্য হাউস (Ph: 0471-272160) DAB ৩৫০, ডর্মি ১০০।

পোনমুডি /পোনমুড়ি : তিরুবঅনন্তপুরমের 61 কিমি দূরে 325 মি উচ্চতায় একটি চমৎকার শৈলাবাস রয়েছে। কারো যদি বায়ু পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে থাকে— এটি বেছে নিতে পারেন। আর চড়ুইভাতিরও আদর্শ জায়গা। তিরুবঅনন্তপুরম থেকে KTDC-র কন্‌ডাকটেড ট্যুরের

বাস আসছে এখানে। দূরত্ব 56 কিমি। পোনমুড়ি যাবার পথটিও খুব সুন্দর। যাবার পথেই চোখে পড়ে পাহাড়ের খাঁজে ফসলের উপত্যকা গোল্ডেন ভ্যালি।

থাকার জন্য রয়েছে Tourist Complex, Govt Guest House, প্রভৃতি। ভাড়া ৩০০-৫০০। আর আছে Holiday Hut (Cottages) 2B ৫০ 3B ৭০ 4B ৮৫ (রিজা. ম্যানেজার GH, Ponmudi, Ph : 0472-2890230)।

পদ্মানাভপুরম্ রাজবাড়ি (তামিলনাড়ুতে) : হোক না অন্য প্রদেশে, তিরুঅনন্তপুরমে যখন এসেছেন ঘুরেই আসুন না কন্যাকুমারী যাবার পথে দক্ষিণদিকে 45 কিমি দূরে থুকালাই নামে একটি জায়গা থেকে মাত্র 2 কিমি দূরত্বে পদ্মনাভপুরম্। এখানে আসছে তিরুবঅনন্তপুরম থেকে কনডাকটেড ট্যুরের বাস। থাকার কোনো জায়গা নেই, প্রয়োজনও নেই। ত্রিবাঙ্কুর রাজবংশের একদা বাসস্থান রাজপ্রাসাটি ঘুরে ঘুরে দেখেই ফিরে যেতে পাববেন হয় তিরুঅনন্তপুরম্ না হয় কন্যাকুমারীতে। দেখবার জন্যে অবশ্য মাথাপিছু ৩ দর্শনী দিতে হবে।

তিরুবঅনন্তপুরম থেকে মালদ্বীপ

ভারত মহাসাগরের বুকে প্রায় 1,200 ছোট দ্বীপ নিয়ে মালদ্বীপপুঞ্জ গঠিত। তার রাজধানী মালে ও তৎসংলগ্ন আরো কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে পর্যটন কেন্দ্র। তিরুবঅনন্তপুরম থেকে নিয়মিত বিমান যাচ্ছে দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী মালেতে। সোম, মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনিবার ছাড়ে এই বিমান। এছাড়া বেশ কিছু ট্রাভেল এজেন্সি প্যাকেজ ট্যুর পরিচালনা করে। এইসব প্যাকেজ ট্যুরে গেলে খরচ কম হয়। মালদ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণে ইচ্ছুক পর্যটকরা যাবতীয় তথ্যের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন : Ministry of Tourism, Ghazee Building (2nd Floor), Male, Republic of Maldives।

এখানকার দেওয়াল চিত্র, ব্রোঞ্জ ও ভাস্কর্যের কারুকর্ম আপনাকে ভোলাবে কিন্তু বিস্ময়ে ভরিয়ে দেবে এখানকার কাঠের সূক্ষ্ম কারুকর্ম। এখানের মাদার হলের মেঝে কী দিয়ে তৈরি জানেন? ভাবতেই পারবেন না। এই শিল্প এখন একেবারে লুপ্ত। কালো মসৃণ মেঝে তৈরি হয়েছে নারকেল ছোবড়া পুড়িয়ে। সোমবার যাবেন না, বন্ধ থাকে প্রাসাদ।

এখান থেকে **কন্যাকুমারী কাছেই**, মাত্র 34 কিমি। কাছেই **শুচীন্দ্রম্**-ও। তাদের জন্য দেখুন তামিলনাড়ুর বিবরণ প্রসঙ্গ।

কুইলন (কোল্লাম)

মৃদুমন্দ সমীরণে দোলায়মান নারিকেলকুঞ্জে ঘেরা অষ্টমুড়ি হ্রদের তীরে একটি পরিপূর্ণ জীবন্ত ছবি যদি দেখতে চান তবে চলে আসুন কুইলনে। এক পাশে চীনামাটির পাহাড়শ্রেণী আপনাকে করবে মুগ্ধ বিস্ময়াহত। কুইলন শুধু একটা সৌন্দর্য নগরী নয়, অতীত ভারতের ইতিহাসও। এখানে 20 শতকের আধুনিকতার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে হাত মিলিয়েছে অতীত চীনের সংস্কৃতি— **চীনের জালে** আজও জীবন্ত। চীনের জাল? সে এক আশ্চর্য অতীতবাহী মৎস্যশিকার পদ্ধতি। এই অদ্ভুত জাল যন্ত্রের উপরে থাকে একটা লণ্ঠন আর তার নীচে এক বিশাল জাল— মাঝখানে দণ্ড দিয়ে খাড়া করা। অনেকগুলো মানুষ সেই দণ্ড ধরে ধরে সমুদ্রে টেনে টেনে যায় আর তাতেই অজস্র মাছ ধরা পড়ে। কুইলনে কি কোচিতে এসব দেখে আপনার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে নতুন তথ্য জমা পড়বে।

শুধু কি চীন, এখানে স্মরণাতীত কাল থেকে এসেছে ফিনিশীয়, পারসিক, গ্রিক, আরবি আর রোমানেরা তাদের জাহাজ আর পণ্য নিয়ে। মার্কোপোলোর লেখায় এই উত্তর মালাবার উপকূলের প্রাচীন বন্দরের নাম পাই কোয়ালাম। সেই প্রাচীন বন্দর এখন ৪টি খাড়ির— অষ্টমুড়িহ্রদ— উপরে এক আধুনিক শহর। এই লেক, ছোট পাহাড়, নারিকেলবীথি এক সৌন্দর্যের জাল বুনে চলেছে এখানে। নৌকোয় চড়ে ঘুরে ঘুরে সেই সৌন্দর্য নিঃশেষে লেহন করুন। আর ওই নৌকো চড়েই প্রায় 10 ঘণ্টার টান টান জলভ্রমণে ব্যাক-ওয়াটারের উজানে চলে যান আলেপ্পিতে : পৃথিবীর সেরা প্রাকৃতিক দৃশ্যের কয়েকটির সঙ্গে আপনার এপথে আলাপ-গুঞ্জন হয়ে যাবে চিরস্থায়ী ভাবে। মনে হবে নেপলস্-এর হ্রদে ভ্রমণের চেয়েও বুঝি অধিকতর সুখকর। প্রতিটি মোড়ে মোড়ে আপনার জন্য প্রকৃতি অজস্র সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে উপস্থিত। সবুজ পাড় দিয়ে ঘেরা জল, নীল আকাশ, দুপাশের ছোট ছোট গ্রাম, পাহাড়ের হাতছানি— জানি না আপনার নিশ্বাস ফেলার অবকাশ হবে কিনা।

এখানের কাচ, ছোবড়া টালি অ্যালুমিনিয়াম শিল্প দেখুন। নয়নভরে অবলোকন করুন কাজুবাদামের

অজস্রতা। অষ্টমুড়ি লেকের উপরে দেখুন থেভালি **রাজপ্রাসাদ**, কুরিপুঝার ছোবড়া কারখানা। 3 কিমি দূরে **থঙ্গসেরির** ট্যুরিস্ট বাংলোতে উঠে ভাঙা দুর্গের পাশে উপভোগ করুন চড়ুইভাতির মজা। অথবা 16 কিমি দূরে গিয়ে ইন্দো-নরওয়েজিয়ান মৎস্য এলাকা দেখে আসুন। সেই নৌকো চড়েই যাবেন কিন্তু। কুইলন তিরুবঅনন্তপুরম থেকে 73 কিমি দূরে।

বিমানে এলে তিরুবন্তপুরমেই নামতে হবে। হাওড়া থেকে সরাসরি ট্রেনে আসতে পারেন। এছাড়া ট্রেনে আসতে পারেন গুয়াহাটি, তিরুবঅনন্তপুরম, কোট্টায়াম, এর্নাকুলাম, মাদুরাই, তিরুচিরাপল্লী, চেন্নাই থেকেও। কুইলন-এ ট্রেন আসেছে **হাওড়া** থেকে 6324 ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেস মঙ্গল রবি 23.05 ছেড়ে কুইলন 21.40, ত্রিবান্দ্রম 23.10। প্রতি বুধবার 6358 হাওড়া-নাগেরকয়েল এক্সপ্রেস 23.05 ছেড়ে কুইলন 21.00, নাগেরকয়েল 00.30। গুয়াহাটি থেকে 5.30 ছেড়ে গুয়াহাটি-ত্রিবান্দ্রম এক্স (বুধ) হাওড়া 3.30, চেন্নাই 10.45, কুইলন 4.20, ত্রিবান্দ্রম 6.00। তিরুনেলভেলি থেকে 6383 কুইলন এক্সপ্রেস 9.20 ছেড়ে 15.05; ফেরে 12.25 ছেড়ে 17.50। **মুম্বাই** থেকে 6331 ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেস 12.10 ছেড়ে কুইলন 4.20; 1081 কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস মুম্বাই 15.35 ছেড়ে এখানে 9.25, কন্যাকুমারী 13.45। **ম্যাঙ্গালোর** থেকে 4.15-য় ছেড়ে 6350 পরশুরাম এক্সপ্রেস কুইলন 17.05, ত্রিবান্দ্রম 18.55; 6330 মালাবার এক্সপ্রেস 17.50 ছেড়ে কুইলন 7.20, ত্রিবান্দ্রম 9.25। গান্ধিধাম থেকে 5.20 ছেড়ে 6335 নাগেরকয়েল এক্সপ্রেস কুইলন 2.50, নাগেরকয়েল 6.55 প্রভৃতি। KSRTC-র ডিলাক্স এক্স বাস আসছে এখানে তিরুবঅনন্তপুরম, আলেপ্পি, এর্নাকুলাম, কোট্টারাকারা এবং কোট্টায়াম থেকে। আর Inland Water Transport Corporation **ফেরি সার্ভিস** চালাচ্ছে কুইলন এবং আলেপ্পির মধ্যে। যাচ্ছে এর্নাকুলাম এবং কোট্টায়ামের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে।

এখানে **থাকার** জন্যে Paikada Rd-এ Hotel Karthika (Ph: 2745538) R-76, S ২২৫ D ৩০০ DAC ৩৫০-৫৫০; ক্যান্টনমেন্টে Hotel Neela S ১৫০-২০০ D ২৫০-৩২৫ SAC ৪৫০-৫৫০ DAC ৬৫০-৫৮০; পরমেশ্বর নগরে Hotel Sudarsan (Ph: 2744322) R-35 ২৫০-১২৫০; ট্যুরিস্ট বাংলো রোডে Hotel Shah International (Ph: 2742362) ২৫০-১২৫০। জেটি রোডে Hotel Everest, Hotel Sea Bech ছাড়া আরো হোটেল আছে। আছে সরকারি GH (রিজা · Manager; Ph: 2743620) S ৮৫ D ১২৫। KTDC-র **যাত্রী নিবাস** (Ph : 2745538) DAB ২৭৫ DAB Dlx ৩৩০ DAC ৪৯৫।

আলাপ্পুষা (আলেপ্পি)

চলুন এবার যাই প্রাচ্যের 'ভেনিস'-এ। কুইলন থেকে উত্তরে 85 কিমি দূরে আলেপ্পিতে জলপথে বেড়ানো যে একটা স্মরণীয় ব্যাপার তা আপনাদের এই মাত্র বলে এসেছি। শুধু কেরল নয়, সারা পৃথিবীর সেরা প্রাকৃতিক শোভাগুলির অন্যতম হল এই অঞ্চল। সমুদ্র এখানে মূল ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে ঘুরতি জল বা ব্যাক-ওয়াটারের সৃষ্টি করেছে। এতে লঞ্চ বা নৌকো চড়ে আরোহণ খুবই আনন্দের। অথচ শহরটি একটি অতি ব্যস্ত শিল্পকেন্দ্র। নারকেলের ছোবড়া থেকে দড়ি-কার্পেট ইত্যাদি তৈরির একটা আদত জায়গা। আছে গোলমরিচের কারখানাও। আবার এই শহরের মধ্যেও খাল ঢুকে গেছে।

আচ্ছা, আপনি কি সময় করে আগস্ট মাসের দ্বিতীয় শনিবারে এখানে উপস্থিত থাকতে পারবেন? যদি পারেন, তবে এখানের নেহরু বোট রেস প্রতিযোগিতা দেখার দুর্লভ সুযোগ পাবেন। পম্পা নদীতে এই নৌকো প্রতিযোগিতা 'স্নেক বোট' নামে বিখ্যাত—প্রতিযোগিতায় যেসব সাপ ছাড়া হয়, তাদের নৌকোর হুডে নিয়ে এই দৌড়—গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠবে আপনার! দেখার অসুবিধে হবে না— দৌড় দেখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। এখানে আরো দেখুন **মুল্লাকাল দেবীর** মন্দির। মন্দিরে অবশ্য কোনো ছাদ নেই, বর্ষা-রোদ—দেবী ভিজছেন-পুড়ছেন। কিন্তু এই জাগ্রত দেবীর মন্দিরে ডিসেম্বর মাসে 11 দিন ধরে বিরাট উৎসব হয়। আর মন্দিরের চারপাশে জুঁই ফুলের বাগান দেখে মন মাতোয়ারা হয়ে উঠবে। কাছেই **ভেম্বনাদ** লেকে নৌকো বিহারও দারুণ উপভোগ্য। এমনকি সরকারি অতিথিশালায় যদি ওঠেন, সেখানে বসে আলেপ্পির মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখতে দেখতে আবেশ এসে যাবে।

এখান থেকে 14 কিমি দূরে **আম্বালাপুঝাতে** ত্রিবাঙ্কুরের একদাখ্যাত সপ্তশ্রেষ্ঠ মন্দিরের মধ্যে অন্যতম শ্রীকৃষ্ণ মন্দির রয়েছে। লোকে বলে স্বয়ং ভগবানই নাকি এই মন্দির নির্মাণ করে দেন। যদি মার্চ-এপ্রিল মাসে

আসেন তবে 10 দিন ধরে এর উৎসবের সময় আসবেন। আর হ্যাঁ, এখানে এলে দেবতার 'পলপায়সম' খেতে ভুলবেন না। এমন পায়েস বোধহয় অন্য কোথাও চেখে দেখেননি। আর্লেপ্পি থেকে 34 কিমি দূরের **হরিপদ**-এও যেতে পারেন শ্রীসুব্রহ্মণ্য স্বামী মন্দির দেখতে। সুব্রহ্মণ্য মন্দিরগুলির মধ্যে এটিই সবচেয়ে পুরনো।

এখানে যদি আগস্ট-সেপ্টেম্বরে আসেন তবে মাত্র 3 কিমি এগিয়ে দয়া করে একবার **পায়িপাদে** যাবেন—এখানেও দেখতে পাবেন ওই সর্প-নৌকো দৌড়ের রোমাঞ্চ। এখানে একটা **নাগমন্দিরও** আছে। সেটি 6.5 হেক্টর বিশাল জমির ওপরে এবং মন্দিরে প্রায় 4,000 গ্রানাইট পাথরের নাগমূর্তি রয়েছে। এমনটি বোধ করি কোথাও দেখার সৌভাগ্য হবে না। এখানের উৎসব অবশ্য অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। বন্ধ্যা ও নিঃসন্তান দম্পতি এখানে উরুলি নামে এক ধরনের ধাতব ঘণ্টা উৎসর্গ করেন। লোক বিশ্বাস, তাতে তাঁরা সন্তানবতী হন।

এখানে থাকার জন্য KTDC-র হোটেল Arram (Ph: 2244460) ২৫০-৭৫০; এবং যাত্রীনিবাস (Ph: 2244460) DAC Dlx ১২৫০, DAC ৭০০, DAB ৪০০। Karthika Tourist Home (Ph: 2245524), S.D.V Rd. DAB ১৫০-২২৫; Allepey Prince Hotel (Ph: 2243752) SAC ৪২৫, DAC ৫৭৫; Kuttandu Tourist Home (Ph: 2251354) D ২২৫, DAC ৪৫০; Sri Krishna Bhavan (Ph: 2243453) ১২৫-২২৫ প্রভৃতি।

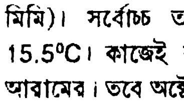
কোট্টায়াম : কোচি থেকে 76 কিমি দূরে ভেম্বনাদ লেকের অপর পারে কুইলন-এর্নাকুলাম রেলপথে একটি স্টেশন কোট্টায়াম। কুইলন থেকে ট্রেনে 1.5 ঘণ্টার জার্নি। মেন সেন্ট্রাল রোডের উপরে এই বাণিজ্য শহরে আপনি কিন্তু না আসবেন ট্রেনে, না আসবেন বাসে। যদি সত্যি করে বেড়াতে চান তো ভেসে আসুন জলে— ওই নৌকো চড়েই, প্রায় 3 ঘণ্টায় সুরধনী পার হয়ে, প্রকৃতির গভীরে ডুব দিয়ে। দুপাশে রাবার, চা, কফি, গোলমরিচ আর লঙ্কার গাছ দেখতে দেখতে ভেসে চলার অভিজ্ঞতাই স্বতন্ত্র। শহরে দেখুন একটি সিরিয়ান গির্জাসমেত কয়েকটি পুরনো গির্জা, দেখুন পরনঙ্গনমে Sister Alfons-এর স্মৃতিসৌধ— তিনি নাকি একদা নানা বিস্ময়ের কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। এখান থেকেই যেতে পারবেন কুমারাকোম ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স (16 কিমি), পেরিয়ার অভয়ারণ্য (120 কিমি), ভৈকাম (40 কিমি), উদয়নপুরম্ মন্দির (ভৈকাম থেকে মাত্র 3 কিমি) অথবা এট্টুমানুরে (15 কিমি)।

এখানে থাকার জন্যে— K K Rd-এ Anjali Hotel (Ph: 2563661) SAC ৮৫০, DAC ১১০০, এখানেই Hotel Ambassador (Ph: 2563293) S ২২৫, D ৩০০, DAC ৪০০; MG Rd-এ Hotel Adia (Ph . 568391) S ৩০০, D ৪৫০, DAC ৭০০; T.B. Rd-এ Hotel Triveni S ১৫০, D ৩০০, স্যুইট ৩৫০, SAC ৪৬৫, DAC ৫২৫; Hotel Rajdhani; KTDC-র Hotel Aiswarya (Ph: 2581254) S ১৬৫-৪০০ D ২২৫-৫০০, SAC ৫২৫-৬০০, DAC ৭০০-৭৫ ; এছাড়া আছে Indraprastha Tourist Home, Hotel Lakshmi Niwas, Jamuna Tourist Lodge, PWD RH (রিজা : EE, PWD, Koyattam). Govt. GH, (রিজা: ম্যানেজার) YMCA (Ph: 2560541), YWCA (Ph: 2560188) ইত্যাদি। এখানে না থাকলেও অবশ্য চলে যায়!

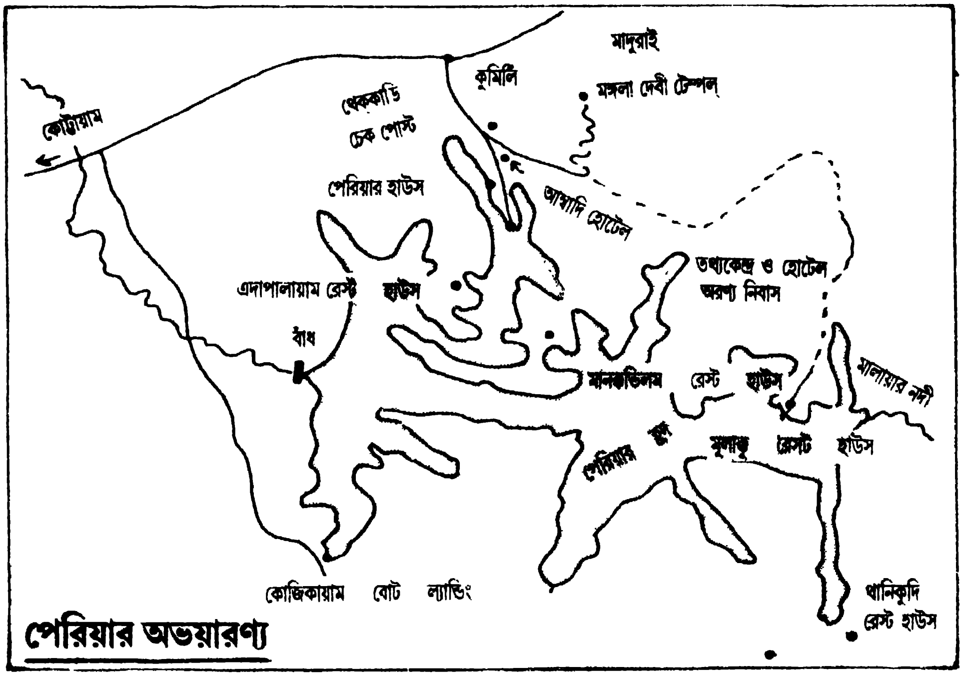
পেরিয়ার বন্যপ্রাণী আশ্রয়

এ এক আশ্চর্য অভয়ারণ্য, বোধকরি ভারতে কেন, দুনিয়ায় আর এমনটি নেই। কেন নেই? এখানে শুধু হাতি দেখুন। এমন নানা ধরনের নানা বয়সের হাতি আর একত্রে কোথাও দেখতে পাবেন না। এদের দলবদ্ধভাবে দেখুন, পৃথক পৃথক দলে ঘুরতে দেখুন, একাকী কিংবা দুজনে। বিগতযৌবন অথবা সাতদিনের শিশু, ছোট্ট এবং দৈত্যাকার— সব ধরনের হাতিই আপনি দেখতে পাবেন। সে এক বিস্ময়কর, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হবে আপনার জীবনে।

কখন আসবেন : এখানে দারুণ বৃষ্টি হয় জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত — ধরুন প্রায় 80 ইঞ্চি (2,032 মিমি)। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 29.5° C, সর্বনিম্ন 15.5°C। কাজেই বর্ষা বাদ দিয়েই যখনই আসুন আরামের। তবে অক্টোবরের শেষ থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত আসাই ঠিক হবে। গ্রীষ্মের শেষে এলে অতিরিক্ত আরো কিছু দেখবেন— পরে বলছি সে কথা।



কেমন করে আসবেন : উড়ে এলে আপনার নামবার জায়গা তিনটি— কোচি (208 কিমি), মাদুরাই (145 কিমি) এবং তিরুবঅনন্তপুরম (258 কিমি)। ট্রেনে এলে হয় 199 কিমি দূরে কোট্টায়ামে নামুন (দ্র পৃ ১৮৮) অথবা নামুন 67 কিমি দূরের বোদিনায়কানুরে বা 145 কিমি দূরের মাদুরাই স্টেশনে (দ্র. মাদুরাই)। আর বাস তো চড়তেই হবে, যেভাবেই



পেরিয়ার অভয়ারণ্য

আসুন। সোজা বাস আসছে তিরুবঅনন্তপুরম থেকে থেক্কাডিতে (এর জঙ্গলেই তো এই অভয়ারণ্য)। নিয়মিত দ্রুতগামী প্যাসেঞ্জার বাসও আসছে এখান থেকেই, এর্নাকুলাম থেকে তিরুবঅনন্তপুরমে আসার বাসের সময়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে। তাছাড়া মাদুরাই থেকে কোট্টায়ামে আসার যে আন্তঃরাজ্য বাসটি আসে সেটিও থেক্কাডির উপর দিয়ে যায়।

কোথায় উঠবেন : এখানে থাকার নানা ব্যবস্থা আছে। অভয়ারণ্যের সবচেয়ে কাছের যোগাযোগ কেন্দ্র কুমিলি 2 মাইলের (3 কিমি) মধ্যে। এখানেই KTDC-র Information Centre। এর ঠিক উল্টোদিকে থাকার জন্য রয়েছে Lake Queen Tourist Home (Ph : 2322084) S ১০০-১৫০ DAB ২২৫-৩২৫। আর অভয়ারণ্যের ভেতরে আছে KTDC-র Aranya Nivas (Ph: 2322023) সব ঘরই তিন বিছানার। সাধারণ ১০০০-১৭০০ AC ১৩৫০-১৫০০ আর American Plan সাধারণ ১৫০০-১৭৫০ AC ২০০০-২২০০। লেকের দ্বীপে ত্রিবাঙ্কুর মহারাজার প্রাসাদে Lake Palace (Ph : 2322024) AP-S ১৯০০ D ২৭৫০; Periyar House (Ph: 0486-2322026); স্যুইট : রেগুলার ১০০০ ডিলাক্স ১৩০০ সুপিরিয়র ১৫০০ পেরিয়ার ২০০০। ফরেস্ট চেক পোস্টের কাছে Hotel Ambadi (Ph: 2322194) ৩৭৫-৮৫০; এছাড়া আছে বনদপ্তরের RH (রিজা: Chief Conservator of Forest, Wildlife, Thiruvananthapuram) তথা Wildlife Preservation Officer, Ph: 2322027, Periyar Tiger Reserve, Thekkadi। এছাড়া আছে Hotel Woodlands, Hotel Ritz, Hotel Periyar View এবং বন্দীপেরিয়ারে Tourist Hotel। খুব ভাল হয় যদি লেকে মহারাজার প্রাসাদের (এটি তাঁর গ্রীষ্মনিবাস ছিল) GH-এ একটা ঠাঁই করে নিতে পারেন। তাহলে বিছানায় শুয়ে শুয়েই জানলা দিয়ে আপনি দেখতে পাবেন — যা দেখার জন্য এখানে এসেছেন।

কী দেখবেন এখানে : কেরলের সবচেয়ে বড় নদী পেরিয়ারের বাঁধের কাছের এই অভয়ারণ্যে নৌকা করে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা থেক্কাডির গভীর জঙ্গলে মোটরে করে আসার অভিজ্ঞতার চেয়েও রোমাঞ্চকর। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা 1936 সালে এই বনটিকে 'নেল্লিকামপাত্তি অভয়ারণ্য' হিসেবে গড়ে তোলেন। 1950-এ এর নাম হয় 'পেরিয়ার বণ্যপ্রাণী আশ্রয়'। 777

বর্গকিমি (প্রায় 300 বর্গমাইল) এলাকা জুড়ে 914 থেকে 1,828 মি উচ্চতায় এই অভয়ারণ্যে এসে হাতির আশ্চর্য সম্ভার ছাড়া আরো দেখুন গউর (বাইসন), বুনো শুয়োর, নীলগিরি টর, মাউস ডিয়ার, মালবেরি স্কুইরেল, বুনো কুকুর, ব্ল্যাক লাঙ্গুর বাঁদর। বাঘ এবং চিতাবাঘ কদাচিৎ দেখবেন। তবে যদি গ্রীষ্মের মধ্যে আসেন, যখন অরণ্যের ভিতরের খালের জল শুকিয়ে যায়, তখন দেখবেন রাতের আঁধারে (আহা, চাঁদনি রাতেও!) তারা কেমন জল খেতে আসছে। দেখবেন নানা জাতের জলচর পাখি। আর আছে কচ্ছপ— স্টার টরটয়েস, ক্যামেরায় ক্লিক করুন। লেকে মহশীর মাছ ধরুন। লেকে ঘুরে বেড়াবার জন্য মোটর লঞ্চে চড়ে নিরাপদ দূরত্বে হাতিদের জীবনযাপন লক্ষ করুন। ওয়াচ টাওয়ারে উঠুন। বছরে 1½ লক্ষ লোকের মধ্যে আপনিও একজন বিশিষ্ট অতিথি হয়ে যান এখানে। মোটর লঞ্চের জন্য অরণ্য নিবাস হোটেল বা থেক্কাডির Wildlife Preservation officer, Thekkadi-র সঙ্গে যোগাযোগ করুন। লেকের পাড়ে বনদপ্তরের অফিস সংলগ্ন টিকিট কাউন্টার মোটামুটি সারাদিনই খোলা থাকে। এখান থেকেই বিভিন্ন ধরনের যাত্রীবাহী নৌকার টিকিট কিনতে পাবেন।

এখান থেকে ইচ্ছে করলে 19 কিমি দূরের ক্রুসা দ্বীপ, পাবারাস্ দ্বীপ, 16 কিমি দূরের আরুণি খাড়ি, পেরিয়ার বাঁধ (অনুমতির জন্য সুপারিনটেনডেন্ট, পেরিয়াব ড্যামের সঙ্গে যোগাযোগ করুন) দেখে আসুন। ভালই লাগবে। শিকারের জন্য অঞ্চল নির্দিষ্ট আছে, অনুমতি সংগ্রহ করে নিন। এখান থেকেই ঘুরে আসুন পীরমেড়— কোট্টায়াম্ থেকে 45 কিমি দূরে। 914 মি উঁচু এই শৈলাবাসে বাস করুন, ট্রেক করুন। থেক্কাডি থেকে মাত্র 45 কিমি। থাকার জন্য রয়েছে সরকারি GH (Ph: 2332071), KTDC-র Sabala Motel।

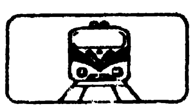
কোচি (কোচিন)

ভ্রমণ-নির্দেশিকার মাঝামাঝি জায়গায় এসে কোচি-র কথা বলছি বলে ভাববেন না এর গুরুত্ব তিরুবঅনন্তপুরমের চেয়ে কম। পর্যটক বন্ধু, আপনি ইচ্ছে করলে এখান থেকেই আপনার কেরল-পর্যটন শুরু করতে পারেন। এখন কোচিনের পরিবর্তে কোচি নামটিই ব্যবহৃত হচ্ছে।

রাজধানী কোচির নাম থেকেই এই দেশীয় রাজ্যটির এমনই নাম। 19 শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোচি বর্তমান কেরলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 1502-এ পোর্তুগিজরা এখানে বসবাসের অনুমতি পায়। পরের বছর তারা এখানে দুর্গ নির্মাণ করে ও পাশের রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকে। 1663-তে ওলন্দাজেরা তাদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরা বসবাস করতে থাকে। 1759-এ কোচি রাজ্য কালিকটের জামোরিনদের অধিকাবে আসে। 1776-এ হায়দার আলি এখানের রাজাকে হারিয়ে কর দানে বাধ্য করেন। 1791-এ কোচি ব্রিটিশের অনুগত করদরাজ্যে পরিণত হয়।

1502-এ এখানে ভাস্কো-ডা-গামা আসেন। পোর্তুগিজরা আসার পরই কোচি শহরের পত্তন ঘটে। কোচি ভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর— একে বলা হয় 'আরবসাগরের রানী'। নারকেলের শ্যামলিমায় ঢাকা কোচি একটি বাণিজ্য শহর। এখান থেকে জাহাজে চলে যাচ্ছে গোলমরিচ, রাবার আর ছোবড়া। এখানের চীনা জাল, ইহুদি সিনাগগ, ডাচ প্রাসাদ, পোর্তুগিজ স্থাপত্য, আর ব্রিটিশ প্রভাব আশ্চর্যভাবে আজও বর্তমান। এরা কেরলের অন্যতম সম্পদ। সমুদ্র আর তার ঘুরতি জল, অজস্র নারকেলগাছের ফাঁকে সূর্যরশ্মির আলোছায়ার বুনুনি, নদীর নিরন্তর বয়ে যাওয়াই কোচিকে করে তুলেছে কেরলের 'বিউটি স্পট'। সামুদ্রিক আর আরণ্যক পরিবেশ যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের তো এখানে আসতেই হবে। এখানে মানুষের গড়া উইলিংডন দ্বীপ আপনাকে হাতছানি দেবেই।

এখানে কখন আসবেন · 83.52 বর্গকিমি আয়তনের এই সমুদ্র শহরে গ্রীষ্মে তাপ ওঠে 35°C, শীতে নামে 20°C, এখানে বেড়াবার সেরা সময় তাই অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে। এমনি সাধারণ পোশাক-আশাক হলেই চলে যাবে।



কেমন করে আসবেন : বিমানে : IAC, Jet Airways, Alliance Air প্রভৃতির বিমান সোজা আসছে এখানে দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, গোয়া, বাঙ্গালোর, তিরুবঅনন্তপুরম, কোয়েম্বাটুর থেকে। সময় লাগে মুম্বাই থেকে 1 ঘণ্টা 45 মি; বাঙ্গালোর 50 মি.; চেন্নাই 1 ঘণ্টা। প্লেন ওড়ে দিল্লি থেকে ডাবোলিম (গোয়া) হয়ে কোচি ও পরে তিরুবঅনন্তপুরমে। সময় বদলাচ্ছে হরদম— খোঁজ নিয়ে নিন।

রেলে: স্টেশন তিনটি। এর্নাকুলাম জংশন, এর্নাকুলাম টাউন এবং কোচি হারবার টার্মিনাস। কলকাতার যাত্রীরা পাবেন 6324 হাওড়া-ত্রিবান্দ্রম এক্স (ম.ব.), 23.05 ছেড়ে এর্নাকুলাম জং পৌঁছয় 18.05; 6358 গুরুদেব

এক্স (কেবল বুধ) 23.05 ছেড়ে এর্নাকুলাম টাউন 17.35, ট্রেনটি নাগেরকয়েল পৌঁছয় 00.30 ঘ.। ট্রেন আসছে মুম্বাইতে 12.10 ছেড়ে 6331 ত্রিবান্দ্রাম-মুম্বাই এক্স এর্নাকুলাম জংশন 1.10। 1081 কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস 15.35 মুম্বাই ছেড়ে এর্নাকুলাম টাউন স্টেশনে আসছে পরদিন 5.45, কন্যাকুমারী 13.45। এর্নাকুলাম আসছে কান্নানোর 05.00 ছেড়ে শোরানুর জং হয়ে 6308 কান্নানোর-আলেপ্পি এক্স এর্নাকুলাম 11.15, আলেপ্পি 12.50। আব আলেপ্পি 15 50 ছেড়ে এর্নাকুলাম 17.00 ও কান্নানোর-এ 23.40। ওখা 1.45 ছেড়ে ওখা-এর্নাকুলাম এক্স এর্নাকুলাম 23 55; তিরুচিরাপল্লী 19.25 ছেড়ে এরোদ 22.25 হয়ে 6865 তিরুচিরাপল্লী-এর্নাকুলাম এক্স এর্নাকুলাম জং 5.30; পাটনা 13.20 ছেড়ে 6310 পাটনা-এর্নাকুলাম (বৃহস্পতি) 18 05; প্রতি শুক্রবার গুয়াহাটি 5.30 ছেড়ে 5624 গুয়াহাটি-এর্নাকুলাম এক্সপ্রেস এর্নাকুলাম জংশন 01.20। লোকমান্য তিলক টার্মিনাস 11 40 ছেড়ে 6345 নেত্রবতী এক্সপ্রেস এর্নাকুলাম জংশন 14.20। নিউদিল্লি 11.30 ছেড়ে 2626 কেরালা এক্স মথুরা আগ্রা-ঝাঁসি-নাগপুর-বিজয়ওয়াড়া হয়ে এর্নাকুলাম জংশন 10.15। আসছে গোরখপুর-ত্রিবান্দ্রাম 5012 রাপ্তি সাগর এক্সও (বৃ.শ.র) 6.00 গোরখপুর ছেড়ে চেন্নাই 1.10 হয়ে এর্নাকুলাম জং 15.15, ত্রিবান্দ্রাম 20.25। আসছে আরো স্থানীয় ট্রেন কোট্টায়াম, কুইলন, তিরুবঅনন্তপুরম, তিরুচিরাপল্লী, চেন্নাই, ম্যাঙ্গালোর থেকে।

সড়কপথে: কোচি থেকে আলেপ্পি 64 কিমি, বাঙ্গালোর 565 কিমি, কোয়েম্বাটোর 223 কিমি, গুরুভায়ুর 109 কিমি, গোয়া 848 কিমি, কন্যাকুমারী 308 কিমি, কোদাইকানাল 444 কিমি, চেন্নাই 694 কিমি, মাদুরাই 329 কিমি, মহীশূর 470 কিমি, উটি 312 কিমি, থেক্কাডি 190 কিমি, তিরুবঅনন্তপুরম 223 কিমি এবং তিরুচিরাপল্লী 476 কিমি দূরে। KSRTC সপ্তাহে 2 দিন ডিলাক্স এক্স বাস চালাচ্ছে এর্নাকুলাম থেকে (1) কান্নানোর ভায়া আলওয়ে, ত্রিচুর, কোজিকোড; (2) তিরুবঅনন্তপুরম ভায়া আলেপ্পি, কুইলন। KSTDC দ্রুতগামী প্যাসেঞ্জার বাস চালাচ্ছে আলেপ্পি, কুইলন, কোট্টায়াম, তিরুবঅনন্তপুরম, পালঘাট, কান্নানোর, কোজিকোড, গুরুভায়ুর, মুন্নার, পণ্ডিচেরি, এরোদ, তুতিকোরিন, ভেলাংকান্নি এবং ত্রিচুর থেকে। এ ছাড়া যোগাযোগ-রক্ষাকারী বাস চলছে কোট্টায়াম থেকে থেক্কাডি এবং মাদুরাই আবার পালঘাট থেকে কোয়েম্বাটোরের মধ্যে। স্থানীয়ভাবে এর্নাকুলাম/ উইলিংডন দ্বীপ/ মাত্তানচেরি/ ফোর্ট কোচি প্রভৃতির মধ্যে বাস চলছে। এসব স্থানের মধ্যে চলছে ফেরি সার্ভিসও। প্রয়োজন হলে লঞ্চ বা লাক্সারি নৌকো ভাড়া পেতে পারেন— যোগাযোগ এর্নাকুলামের গেস্ট হাউস সমূহের সুপারিনটেনডেন্ট অথবা মালাবার হোটেল এবং সী লর্ড হোটেল। 3 জন নেবার মত ট্যাক্সি/অটোরিক্সাও পাবেন। খোঁজ নিন— Kumar Taxis, Annavathil, Ph: 25858.পাবেন ট্যুরিস্ট ট্যাক্সিও।

কোথায় উঠবেন : 4 তারা উইলিংডন দ্বীপে Taj Malabar Hotel (Ph: 2668010) R-37 SAC ২৫০০, DAC ৩০০০; 3-তারা Sealord Hotel এর্নাকুলামের শানমুগাম রোডে (Ph: 2382474) R-40 SAC ৮০০-১১০০, DAC ৯৫০-১৬০০; উইলিংডন দ্বীপে Casino Hotel (Ph: 2668421) R-35 SAC ১৯০০, DAC ৩৫০০, 2-তারা Bharath Hotel (Ph: 2353501) দরবার হল রোডে, R-95 ৬৫০, ১২৫০; এর্নাকুলামের MG Rd-এ Grand Hotel (Ph: 2382061) R-24 S ১৯০, D ২৪০, SAC ২০০ DAC ৯০০-১৪০০, Chulikat Jn-এ Hotel Abad (Ph 2228211) R-20, ৮৫০-১৫৫০; এর্নাকুলামে (এর পরের তারকা হোটেলগুলি সবই এর্নাকুলামে) MG Rd-এ Hotel International (Ph: 2382091) R-25 ১৩৫০-২৫০০; এই রাস্তাতেই Woodlands (Ph: 2368900) R-52 ৪৫০-১২৫০; 1-তারা Airlines (Ph. 2366633) R-445 ১৫০, D ২৫০, SAC ২৭৫ DAC ৩২৫; Hotel Abad Plaza (Ph: 2361595) R-41 SAC ৯০০-১০৫০, DAC ১৩০০-১৭০০; চিত্তুর রোডে রেল জংশনের কাছে Hotel Sangeetha (Ph: 2368487) R-48 S ২৫০, D ৩০০, SAC ৩৬৫, DAC ৪৫০। অন্যান্য হোটেলের মধ্যে এর্নাকুলামে রয়েছে মার্কেট রোডে Biju's Tourist Home R-28 (Ph: 2381881) S ১২৫, D ১৫০-২৫০, DAC ৩৫০; Hotel Blue Diamond (Ph: 2382118) R-42 S ১২৫, D ২৭৫, SAC ৩০০; MG Rd-এ Dwaraka Hotel (Ph: 2352706) S ৪৫০, D ৬৫০, SAC ৬৫০, DAC ৮০০-১২৫০; Hotel Sea King R-54 S ১২৫, D ২১০, SAC ২৭৫, DAC ৩৫০; Hotel Midland R-28 S ১২৫, D ২৫০, SAC ৩০০, DAC ৩৫০; রবিপুরম্ অঞ্চলে Mercy Tourist Home R-36 S ১৭৫, D ২৭৫, DAC ৩৭৫-৪৭৫; পারমার রোডে Elite Tourist Home R-24 S ১০০,

D ১৫০ SAC ২০০ DAC ২৭৫; চিত্তুর রোডে Gaanam Hotel Ltd. (Ph: 2367123) ৩৫০-৬৭৫; কালুরে Hotel Kalpaka International R-40 S ৮৫ D ১৫০-২০০ DAC ৩৫০; স্টেডিয়াম রোডে Hotel Luciya (Ph: 2354433) ৩০০-৫৫০; ব্যানার্জি রোডে Hotel Megha R-17 S ৯০ D ১৪০ SAC ১৮০ DAC ২৮০; Plaza Tourist Home R-22 S ৮৫ D১৪০ SAC ১৮০ DAC ২৫০; কোচিতে জয়মত নগরে Hill Top Resorts (Ph: 540100) ১৩৫০-৫০০০; উইলিংডন দ্বীপে Hotel Maharaj P. Ltd (Ph: 2666816), Bristow Rd ২০০-৬৫০; শানমুগাম রোডে Sealord Hotel (Ph: 2352682) ৪০০-১৬০০; ক্যারিয়ার স্টেশন রোডে Paulson Park Hotel (Ph: 2354002) ১৫০-৬৫০; বিচ রোডে Sea Queen Hotel (Ph: 2366604) ৩০০-৬৫০; এম জি রোডে The Avenue Regent (Ph: 272660) ১৩৫০-১৭৫০, সাউথ রেলওয়ে স্টেশনের কাছে The Metropolitan (Ph: 2352412) ৫৫০-১২০০। শানমুগাম রোডে Queen Mary Tourist Home R-21 S ৮৫ D ১৫০ SAC ২০০ DAC ২৫০; Hotel Seashell R-9 S ৮৫ D১৫০ SAC ২০০ DAC ২৭৫; Thoppumpaddy-তে Hotel Geo R-15 S ৫০ D১০০ DAC ২০০; Kappalandi Kukku-তে La Bella R-13 S ৮৫ D ১৫০ SAC ২০০ DAC ২৫০; উইলিংডন দ্বীপে Maruthi Tourist Home R-22 S ৮৫ D ১৫০ DAC ২৫০; বোলঘাট্টি দ্বীপে (PO Mulavukad) Bolghatty Palace R-11 S ১১০ D ১৭৫ SAC ২৫০ DAC ৩০০; ফোর্ট কোচি-র কালভেটি রোডে Hotel Seagull R-8 D ১৬৫ DAC ২৫০। এছাড়া আরো ছোটবড় হোটেল আছে। তালিকাভুক্ত হোটেলগুলি ভারত সরকারের পর্যটন বিভাগ অনুমোদিত। আর পাবেন এর্নাকুলামে সাউথ রেলওয়ে জংশনে Railway RR (রিজা : স্টেশনমাস্টার); এর্নাকুলাম গেস্ট হাউসের সামনে Goverment RH (রিজা: ম্যানেজার, গভ : GH); ফোর্ট কোচি বীচের কাছে PWD IB, Youth Hostel (Ph: 2422808, রিজা : NGO Qtrs. Jn., Thrikkara, BMC P.O.. Ernakulam, Cochi 682021); চিত্তুর রোডে YMCA (Ph: 2355620), মাত্তানচেরিতে Corporation TB KTDC-র Hotel Bolghatty Palace (Ph: 0484-2750500) রয়েছে উইলিংডনে, বেশ ব্যয়বহুল। লেক ফ্রন্ট কটেজ ১৯০০; ডিল্যাক্স ২৪০০ এক্সিকিউটিভ স্যুইট ৩৩৯০ প্যালেস স্যুইট ৪৪০০।

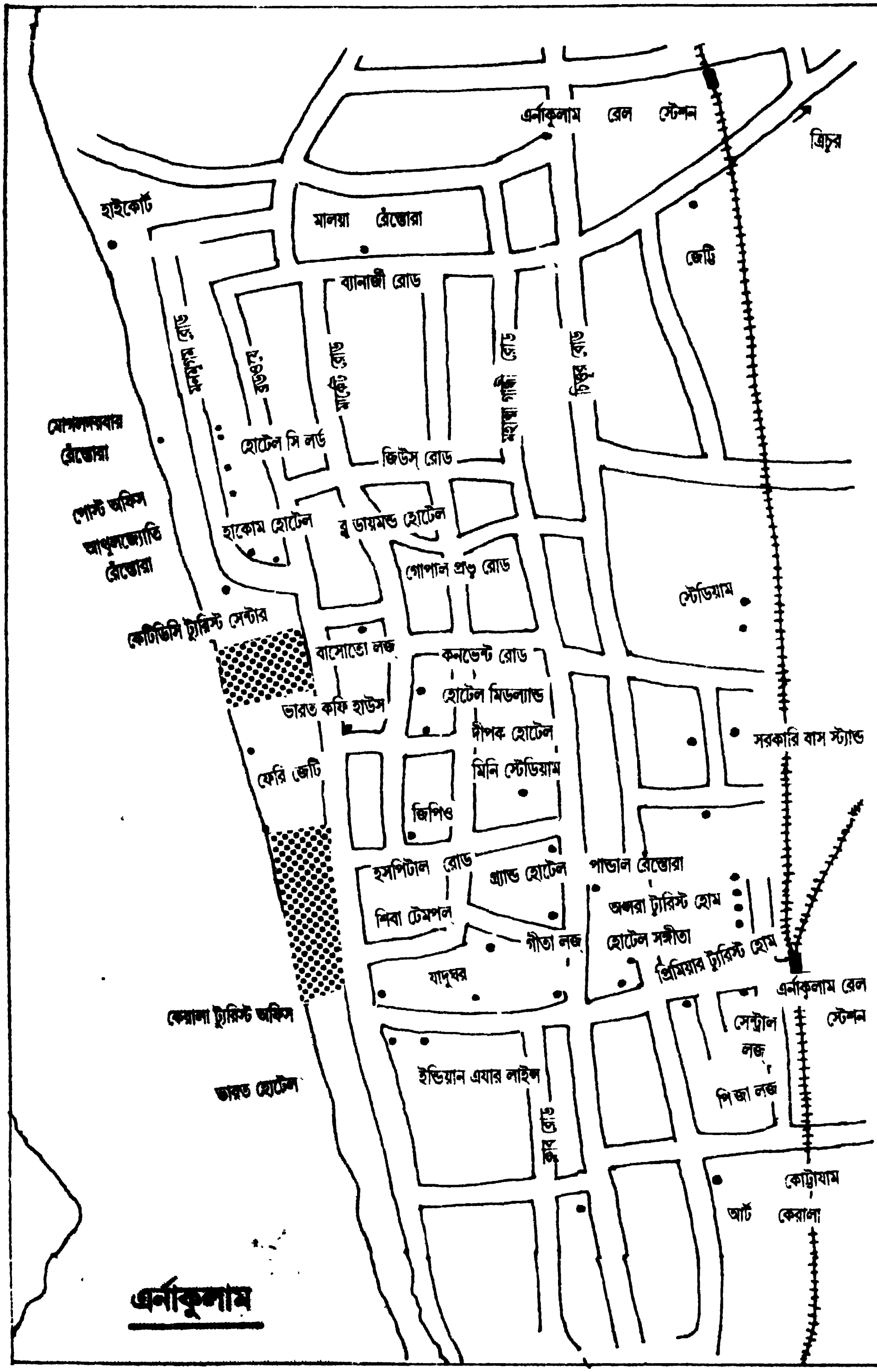
কী দেখবেন এখানে

মাত্তানচেরি রাজপ্রসাদ/ডাচ প্রাসাদ : 1555-তে মাত্তানচেরিতে এই রাজপ্রাসাদটি পোর্তুগিজরা তৈরি করে কোচি-র সে সময়ের রাজাকে উপহার দিয়েছিলেন। 1663-তে ডাচেরা রাজবাড়ির সংস্কার ও পরিবর্ধন ঘটালে এর নাম হয় ডাচপ্রাসাদ। রাজবাড়ির মাঝখানে আছে রাজাদের অভিষেক যেখানে হত সেই দরবার হল। এখন এখানে কোচিরাজাদের প্রতিকৃতিগুলি রয়েছে। পাশের ঘরগুলিতে রয়েছে 17 শতকের দেয়ালচিত্রে রামায়ণ ও পুরাণের নানা কাহিনীর চিত্রণ। শুক্রবার ও জাতীয় ছুটির দিনগুলি ছাড়া এটি খোলা থাকে 10.00-17.00।

ইহুদী উপাসনালয়: মাত্তানচেরিতে এই সিনাগগ রয়েছে ডাচপ্রাসাদের ঠিক সামনেই। তৈরি হয়েছিল 1568-তে। চীন থেকে আনা অনবদ্য হাতে-আঁকা টালি দিয়ে তৈরি মেঝে যার সৌন্দর্যবর্ধন করছিল, সেই উপাসনা মন্দিরটি 1662-তে পোর্তুগিজরা পুড়িয়ে দিলে আবার এটি ওলন্দাজদের সহায়তায় পুনর্নির্মিত হয় 2 বছরে। এখানে রয়েছে বৃহৎ কাগজে লেখা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের এবং রবি ভার্মার দানপত্রের তামার পাটাটি। মাত্তানচেরির জু টাউনের এই উপাসনাগৃহটি শনিবাব ছাড়া প্রতিদিন খোলা থাকে 9.00-12.00 এবং 15.00-18.00। প্রবেশমূল্য লাগে না।

গুন্ডুদ্বীপ: কোচির কাছাকাছি সবচেয়ে ছোট দ্বীপ। এর আয়তন সব মিলিয়ে 5 একর মাত্র। এর মাঝখানে রয়েছে একটিমাত্র বাড়ি যেখানে সমবায় প্রথায় নারকেল ছোবড়ার শিল্পকেন্দ্রটি বর্তমান। আপনি যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের বোনার কাজ দেখেন তো অবাক হয়ে যাবেন।

চলুন ফোর্ট কোচি গিয়ে **সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চটি** একবার দেখে আসি। এই প্রোটেস্টান্ট চার্চটি 1510-এ তৈরি এবং সম্ভবত ভারতের ইউরোপীয় স্থাপিত প্রথম চার্চ। ভাস্কো-দা-গামাকে প্রথমে এখানেই সমাহিত করা হয়েছিল। 14 বছর পরে তাঁর নশ্বরদেহ পর্তুগালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার স্মৃতিচিহ্ন এখনো বর্তমান। এর কাছেই দেখে আসি **সান্তাক্রুজ ক্যাথিড্রাল** আর তার মূল্যবান চিত্রসম্ভার। দেখে বিস্মিত হই **চীনা জাল** (এর কথা আগেই বলেছি)। খুব ভাল লাগবে মানুষের তৈরি দ্বীপ **উইলিংডন**। কোচি বন্দরকে গভীর করতে গিয়ে যে মাটি ওঠে তাই দিয়ে এই দ্বীপ তৈরি হয়েছে। ফেরি চলছে এখানে নিয়মিত ।


এর্নাকুলাম রেল স্টেশন
ত্রিচুর
হাইকোর্ট
মালয়া রেস্তোরা
জেটি
ব্যানার্জী রোড
হোটেল সি লর্ড
জিউস্ রোড
রেস্তোরা
পোস্ট অফিস
হাকোম হোটেল
ব্লু ডায়মণ্ড হোটেল
গোপাল প্রভু রোড
স্টেডিয়াম
কেটিডিসি ট্যুরিস্ট সেন্টার
বাসোতো লজ
কনভেন্ট রোড
হোটেল মিডল্যাণ্ড
ভারত কফি হাউস
দীপক হোটেল
সরকারি বাস স্ট্যাণ্ড
ফেরি জেটি
মিনি স্টেডিয়াম
জিপিও
হসপিটাল রোড
গ্র্যাণ্ড হোটেল
পাণ্ডাল রেস্তোরা
শিবা টেম্পল
অজন্তা ট্যুরিস্ট হোম
গীতা লজ
হোটেল সঙ্গীতা
প্রিমিয়ার ট্যুরিস্ট হোম
যাদুঘর
এর্নাকুলাম রেল স্টেশন
কেরালা ট্যুরিস্ট অফিস
সেন্ট্রাল লজ
ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স
ভারত হোটেল
পিজা লজ
কোট্টায়াম
আর্ট কেরালা
এর্নাকুলাম

এখানেই রয়েছে ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট অফিসটি। এর্নাকুলাম আর কোচির মাঝের এই দ্বীপটি উভয় স্থানের সঙ্গে পুল দিয়ে যুক্ত। এখানেই রয়েছে কোচির রেল স্টেশন, এয়ারপোর্ট। পুলের উপর রাতের বেলায় যখন আলোকমালা জ্বলে ওঠে, মনে হয় যেন কোনো এক পরীর জগতে আমাদের অভিসার চলছে।

কোচি থেকে লাক্ষাদ্বীপ

সোসাইটি ফর প্রমোশন অব রিক্রিয়েশনাল ট্যুরিজম অ্যান্ড স্পোর্টস সংক্ষেপে SPORTS সংস্থা-- সেপ্টেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত নানারকম প্যাকেজ ট্যুরে পর্যটকদের লাক্ষাদ্বীপ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। বেড়াবার সেরা সময় ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস। কেরালার কোচিন হারবার থেকে পর্যটকদের বিলাসবহুল জাহাজ এম ভি টিপু সুলতান করে নিয়ে যাওয়া হয়। প্যাকেজ ট্যুরগুলির মধ্যে সবচাইতে আকর্ষণীয় হল 5 দিনের সফরে কালপেনি, মিনিকয় ও কাভারাত্তি ঘোরা। বিস্তারিত জানতে হলে যোগাযোগ করুন : অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, 'স্পোর্টস' (Ph: 2668387) ইন্দিরা গান্ধি রোড, উইলিংডন আইল্যান্ড, কোচি 682003।

এর্নাকুলাম : এটি একসময়ে কোচি রাজ্যের রাজধানী ছিল। মূল ভূখণ্ডে এই শহর। ঘুরতি জলের প্রসারতার মধ্যে রয়েছে ছোট দ্বীপ। আগে নাকি ঋষিনাগ নামে এক সন্ন্যাসী এখানে শিবপূজা করতেন। তা থেকেই এর প্রাচীন নাম ছিল ঋষিনাগকুলম্, আর তা থেকেই এর্নাকুলম। বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানের এই শহরে ভাদ্র মাসে (চিঙ্গম্) 'ওনাম' উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পরস্পর প্রীতিভোজ, নাচ-গান, নৌকা প্রতিযোগিতা এর অঙ্গ। এছাড়া **ত্রিপুনিত্তুর মন্দিরে** অগ্রহায়ণ মাসে 10 দিন ধরে বিরাট উৎসব হয়। বিখ্যাত শিবমন্দির 'এরনাথকুলাম আপ্পন' খুব প্রাচীন। এর কাছেই আছে নাগ ও গণপতির মন্দির। আর আছে **হিলপ্যালেস মিউজিয়াম** (খোলা সোমবার ছাড়া প্রতিদিন 9.00-17.00), দরবার হলে Parishnath Thampuram Museum (সোমবার ছাড়া প্রতিদিন 9.30-12.00,15.00-17.30, দর্শনী লাগে না)। ছোটদের জন্য আছে চিলড্রেন্স ট্রাফিক পার্ক, সুভাষ বসু পার্ক ইত্যাদি।

কনডাকটেড ট্যুর

কোচি থেকে KTDC (Ph : 2353234) Shanmugham Rd, Ernakulam পরিচালিত ট্যুরগুলি হল—

● **নৌকায় ভ্রমণ** : ঘুরে আসুন ডাচ প্রাসাদ, ইহুদি উপাসনাগৃহ, ফ্রান্সিস চার্চ, চাইনিজ ফিশিং নেট, গুন্ডু দ্বীপ, বোলঘাট্টি দ্বীপ। প্রতিদিন সকাল 9.00 এবং 14.00। Hotel Sealord-এর সামনের বোট জেটি থেকে নৌকা ছেড়ে ফেরা যথাক্রমে 12.30 ও 17.30। মনোরম এই নৌকোভ্রমণের খরচ জনপ্রতি ৭০্।

● **কোচি-থেক্কাডি** : 2 দিনের এই সফরে নিয়ে যাচ্ছে পেরিয়ার অভয়ারণ্য। প্রতি শনিবার 7.30 ছেড়ে ফেরা রবিবার রাতে। খরচ ৩০০্ (থাকা-খাওয়া বাদে)।

● **কোচি-ভেলাঙ্কান্নি** : 3 দিনের এই ট্যুরে পেরিয়ার অভয়ারণ্য ছাড়াও দেখিয়ে আনে মাদুরাই, তাঞ্জাভুর, তিরুচি। প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবার রাতে যাত্রা করে ফেরা সোমবার সকালে। খরচ ৭৫০্। (থাকা-খাওয়া বাদে)।

এছাড়াও KTDC 17.30-19.00 সূর্যাস্ত ভ্রমণের ব্যবস্থা রেখেছে। তবে এটি খুবই অনিয়মিত। সেজন্য ভাল করে খোঁজ নেওয়া উচিত।

মুলাভুকদ দ্বীপ : এখন নাম **বোলঘাট্টি দ্বীপ**। ফেরি করে গিয়ে দেখে আসা যায় এখানের রাজবাড়ি। এটি ওলন্দাজেরা 1744-এ নির্মাণ করে। পরে এটি ব্রিটিশ রেসিডেন্টের আবাস হয়। এখন তো এটি KTDC-র একটি প্রথম শ্রেণীর হোটেল। রাজবাড়ির মধ্যেই গলফ খেলার মাঠ। স্থানীয় লোকে জায়গাটিকে ডাকেন **'পোনিক্কর'** নামে। কাছেই **ভল্লরপদম্** দ্বীপে কুমারী মেরির একটি পুরনো গির্জা আছে।

আর কোথায় কোথায় যাবেন এখান (এর্নাকুলাম) থেকে : **আলওয়ে** : 21 কিমি দূরে পেরিয়ার নদীর তীরে কেরলের এই শিল্পনগরীতে চলুন ট্রেনে বা বাসে চড়ে। ভেবে দেখুন কী করবেন— পেরিযার নদীতে সাঁতার কাটবেন না শিবরাত্রির সময় গিয়ে নদীর তীরের বিশাল উৎসবে মেতে উঠবেন। নদীর বেলাভূমিতে শিবলিঙ্গমূর্তি হল এখানের মূল আকর্ষণ। সারা রাত ধরে জেগে শিবভক্তরা এখানে এদিন উপাসনা করেন। একদা টিপু সুলতান ত্রিবাঙ্কুর জয় করতে এসে এখান থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হন— পেরিয়ার নদীতে তখন ভয়ানক বন্যা। এখানে থাকার জন্যে প্যালেস রোডে রয়েছে Alwaye Woodlands, Alankar Tourist Home, Aroma Tourist Home, Brindaban Tourst Home ছাড়া Govt. GH (Ph : 223636, রিজা : ম্যানেজার), RH (রিজা : District Collector, Ernakulam অথবা

Manager RH)। কালাডি যাবার আকর্ষণ আছে এখান থেকে।

কালাডি

কোচি থেকে 44 কিমি দূরে আর আলওয়ে থেকে মাত্র 10 কিমি দূরে কালাডি বিখ্যাত হয়ে আছে আদি **শঙ্করাচার্যের** জন্মভূমি হিসাবে। পেরিয়ার নদীর তীরে কালাডি আসতে পারেন বাসে বা জলপথে। শঙ্করাচার্য এখানে জন্মেছিলেন 8 শতকে। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত দুটি মন্দির এখানে প্রথমে দেখুন। একটি তাঁর নিজস্ব মন্দির— **দক্ষিণামূর্তি** ও অন্যটি শারদার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। মন্দিরদ্বয় পরিচালনা করেন শৃঙ্গেরি মঠ। দুটি মন্দিরের মাঝখানে একই চত্বরে, নাম বৃন্দাবন, রয়েছে **শঙ্করাচার্যের** মাতা আর্যাম্বার সমাধিভূমি। আর আছে **শঙ্করাচার্যদের** পারিবারিক দেবতা কৃষ্ণের মন্দির। সম্প্রতি এখানে নির্মিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির। এখানে এসে থাকতে পারেন শ্রীশঙ্করাচার্য অতিথিশালায় (রিজা : ম্যানেজার, শঙ্করাচার্য গেস্ট হাউস, পো : কালাডি) অথবা কালাডির 16 কিমি দূরে Angamalai-তে Elite Tourist Home-এ। ধরমশালা এবং চৌলট্রিও পাবেন। এখান থেকেই ঘুরে আসতে পারেন 2 কিমি দূরের 609 মি উঁচু মালায়াত্তুর পাহাড়ের উপরে মালায়াত্তুরের সেন্ট টমাসের উপাসনাগৃহ ক্যাথলিক চার্চটি দেখতে, বিশেষ করে এপ্রিল মাসের বিশাল উৎসবে। মার্চ-এপ্রিলেও আসতে পারেন পেরুমল উৎসবের সময়। যেতে পারেন আরো 15 কিমি এগিয়ে বিখ্যাত শিবমন্দির দেখতে **এত্তুমানুরে**। মন্দিরের ভিতরের এবং বাইরের দেওয়ালের চিত্রগুলি দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে যাবেন। বিস্মিত হয়ে যাবেন ভিতরের নিপুণ ভাস্কর্যকর্ম দর্শনেও। একটিই অসুবিধে— অ-হিন্দুরা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেন না। যদি মন্দিরটি ভালভাবে দেখতে চান, তবে কোট্টায়ামে রাত কাটিয়ে নিন।

কোদাঙ্গালুর (ক্র্যাঙ্গানোর)

চলুন এবারে একটু পিছিয়ে আবার এর্নাকুলামের কাছাকাছি যাই। চলে যাই আলওয়ে-ত্রিচুর পথের পশ্চিম দিকে এর্নাকুলাম থেকে মাত্র 32 কিমি দূরে প্রাচীন এই শহরে। এর নতুন নাম **কোদাঙ্গালুর** আর পুরনো নাম ছিল **মুজিরিস**। এর একটা প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। এখানেই একদা সেন্ট টমাস এসে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন। তারও বহু আগে থেকে এখানে গ্রিক, রোমক, ইহুদি, আরবীয়েরা এসে বাণিজ্য বিস্তার করেছিল। চেরামন পেরুমলের একদা রাজধানী এই ক্র্যাঙ্গানোর বিখ্যাত তিরুভানচিকুলামের প্যাগোডার পাশে তাঁদের সুখ্যাত **অল্লাল** পেরুমকোভিলকম্ রাজপ্রাসাদটি অবস্থিত ছিল। তখন জায়গাটির নাম ছিল **'চেরামন পরম্ভু'**। এখানে আছে তিরুভানচিকুলম-এর মন্দির, ভগবতী মন্দির।

রাজা সেঙ্কুট্টুভান-এর ভগবতী মন্দির জুড়ে একটা আখ্যান আছে। শিলাপ্পাদিকরম্ আখ্যানের নায়িকা কন্নকী মাদুরাই থেকে চলে এসে এখানে আগুনে আত্মাহুতি দেন। তখন চের রাজা তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন দেবী দুর্গার বিভূতি। তাই তাঁর উদ্দেশে এই ভগবতী মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। এখন মন্দিরে কালীমূর্তি দেখা গেলেও এটি আসলে একটি শিবমন্দিরই ছিল। দেবীর মূর্তি 2 মি উঁচু এবং সম্ভবত কাঁঠাল কাঠে তৈরি। এখানে আরো দেখুন ভারতের সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদটি— **চেরামন জামা মসজিদ**। এটি 629-এ তৈরি হয় ঠিক হিন্দু মন্দিরের আদলে। রাজা চেরামন পেরুমলের অনুরোধে পয়গম্বর স্বয়ং নাকি মালিক ইবিন দিনার এবং তাঁর 20 জন অনুচরকে এখানে পাঠিয়ে দেন। তাঁদের কেউ কেউ এখানে সমাহিত আছেন।

এখানে থাকার জন্য PWD RH (রিজা: ম্যানেজার) ছাড়া ট্যুরিস্ট হোম এবং লজ পাবেন। এখান থেকে মাত্র 8 কিমি দূরে অথবা কোচি থেকে 30 কিমি এবং কোট্টায়াম থেকে 40 কিমি দূরে ভাইকম রোড স্টেশনে নেমে অথবা ভেম্বানাদ লেক থেকে ঘুরতি জলে নৌকো বেয়ে চলুন যাই **ভাইকম**-এ। এখানে রয়েছে দক্ষিণাকালীর বিখ্যাত শৈবমন্দির বৈকাথপ্পন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে নাকি রোগ ভাল হয়, স্বাস্থ্য ফিরে আসে, এমনকি পার্থিব লাভ পর্যন্ত ঘটে যায়। 11-12 শতকে নির্মিত এই মন্দিরে পরে কাঠের দরজা জানালা এবং দেওয়াল চিত্র সংযুক্ত হয়। গোলাকৃতি এমন শিবমন্দির অবশ্য দেখা যায় না। কেরল-এর বৃষিকম্ মাসে এখানে ভাইকম অষ্টমী উপলক্ষে বিশাল উৎসব হয়। এখানেও অহিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ। থাকার জায়গা নেই— থাকতে হবে কোচি অথবা কোট্টায়ামে (আগেই বলেছি)।

ত্রিচুর : পর্যটক, এখানে আসার জন্য আপনি অবশ্যই বেছে নিন শিবরাত্রির উৎসবকালীন সময়। তারপর, কোচি থেকে 74 কিমি দূরের, কালাডি হয়ে ট্রেনে চড়ে অথবা বাসে আলওয়ে-সোরানুর পথে ত্রিচুর চলে আসুন।

এখন থ্রিসুর নামটিই ব্যবহৃত হচ্ছে। উটি থেকেও বাস আসে, যেমন আসে কোয়েম্বাটোর থেকে। তারপর পৌঁছে যান একটু উঁচু টিবির উপর **বেদক্কুনাথন শিবমন্দির**। মন্দিরের চারদিকে 4টি গোপুরম্ এবং এটি 3 6 হেক্টর জমির উপরে দাঁড়িয়ে। মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে গিয়ে দেখুন বেদক্কুনাথন শিবলিঙ্গ, শঙ্করনারায়ণ এবং রামচন্দ্রের মূর্তি। জনশ্রুতি অনুযায়ী এগুলি নাকি পরশুরাম স্বয়ং স্থাপন করে গেছেন।

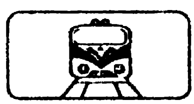
শিবলিঙ্গের একটা বৈশিষ্ট্যের কথা জেনে রাখুন। বহুশত বছর ধরে ক্রমাগত লিঙ্গকে ঘি দিয়ে অভিষেক করাতে করাতে মূল লিঙ্গের চারপাশে প্রায় 3 মিটার (10 ফুট) ঘিয়ের পুরু আস্তর পড়ে গেছে। মজার কথা কাছেই সর্বদা প্রদীপ জ্বলছে। চরম গ্রীষ্মও পড়ছে—তবুও ঘি গলে যায় না আবার গন্ধ হয়েও যায় না। পুরনো ঘি দিয়ে চিকিৎসা হয় বলে হাজার বছরের পুরনো ঘিয়ের এখানে খুব চাহিদা। মন্দিরের মধ্যে চমৎকার চিত্রমালা এবং খোদাইয়ের কাজ রয়েছে। শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে বিশাল উৎসব হয়। এই মন্দিরের ঠিক বাইরে অনুষ্ঠিত হয় এখানের বিখ্যাত 'পুরম্' উৎসব— লক্ষ লক্ষ লোক আসেন। তখন বিশাল এক হস্তিবাহিনীকে সোনাদানা দিয়ে সাজিয়ে এক বিশাল শোভাযাত্রা বের করা হয়। তারপর সারারাত ধরে যে আতসবাজি পোড়ানো হয়, সারা দক্ষিণ ভারতে তার তুলনা মেলা ভার।

এখানে আরো দেখতে পাবেন প্রাচীন প্রাসাদ, দুর্গ, চিড়িয়াখানা আর যাদুঘর। চিড়িয়াখানার সাপের ঘরটি ভারতের মধ্যে সেরা সর্পসংগ্রহ গৃহ। দেখতে ভুলবেন না। এখানে থাকার জায়গা আছে কয়েকটি। Hotel Luciya Palace (Ph : 224-731) S ১২৫-৩৫০ D ৪০০ SAC ৫৫০ DAC ৬২৫; Hotel Elite International (Ph : 221033) D ২৮৫ DAC ৫১০; TB RD-এ Casino Hotel (Ph : 224699) S ৪৫০ D ৫৭৫ SAC ৭০০ DAC ৯০০ ; Hotel Suria International (Ph : 224774) S ১২৫ D ২৫০ SAC ৩২৫ DAC ৪০০ ; Oriental State Hotel, RO Rd-এ Ambassador Hotel, TPT বাস স্ট্যান্ডের কাছে Municipal Tourist Home; Volga TH; Govt. GH; KTDC-র হোটেল নন্দনম (Ph: 2556266) AC Dlx. ৬০০ Dlx. ৪০০ DAB ৩০০; যাত্রীনিবাস মঙ্গলা (Ph: 255 4061) ৪৫০; যাত্রীনিবাস অঞ্জনম (Ph: 255 2408) DB ১৭৫; এছাড়াও স্টেডিয়াম রোডে KTDC-র যাত্রীনিবাস (Ph 2332333) S ১৫০ D ৩০০ SAC ৩২৫ DAC ৪৭৫ ইত্যাদি। এবারে চলুন মুন্নারের পথে।

মুন্নার

KSRTC-র বাসে চেপে কোচি থেকে এখানে আসুন। দূরত্ব 127 কিমি। কালাডি থেকেও বাস পাবেন। এর উচ্চতা প্রায় 5,000 ফুট (1½ কিমি)। মুন্নার কেরালার অল্প পরিচিত শৈলাবাস। মুন্নার নদীর তীরে এই সুন্দর শহরটি অবস্থিত বলে এই নাম। এখানের আকর্ষণ 7 কিমি দূরে পল্লিভাসাল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং 15 কিমি দূরের মাত্তুপেট্টি বাঁধ ও জলাধার। এরাভিকুলম রাজমালাই অভয়ারণ্য এখান থেকে 12 কিমি। দেখা পাবেন হাতি, সিংহপুচ্ছ ম্যাকাক ও বিরল প্রজাতির পাহাড়ি ছাগল নীলগিরি টাহর। এখানে থাকার জন্য আছে S N Tourist Hostel D ১৫০-৩০০ মধ্যে; Govt. GH, PWD RH প্রভৃতি। দামি হোটেল Royal Retreat।

গুরুবায়ুর



দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান এই তীর্থস্থানে যাঁরা পূর্ব বা দক্ষিণ ভারতের নানা অংশ থেকে আসবেন তাঁরা 8 কিমি দূরের ত্রিচুর স্টেশনে নামুন। যাঁরা ম্যাঙ্গালোর থেকে আসবেন তাঁদের পক্ষে 52 কিমি দূরের কুট্টিপুরম্ স্টেশনে নামাই ভাল। তারপর এ দুটি জায়গা থেকেই নিয়মিত আসা বাসে চড়ে গুরুবায়ুরে আসুন। কোচি থেকেও বাস আসছে 109 কিমি পাড়ি দিয়ে। অবশ্য এখানের বর্তমান মন্দিরটি দেখে খুব পুরনো মনে হবে না আপনার— মাত্র 150 বছরের একটু বেশি পুরনো। অথচ এটি একটি খুব প্রাচীন পুণ্যভূমি। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত রাজা জনমেজয় এখানে কৃষ্ণপূজা করে নাকি রোগমুক্ত হন। মন্দিরের মনোহর কৃষ্ণমূর্তিটি সত্যযুগে মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাকে দেন। কৃষ্ণও নাকি পূজা করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে সমস্ত দেশ জলমগ্ন করে দেবার আগেই শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়শিষ্য উদ্ধবকে দিয়ে প্রাচীন বিগ্রহটি দ্বারকা থেকে ভার্গবক্ষেত্রের কোথাও নিয়ে যেতে বলেন। তখন গুরু বৃহস্পতি বায়ুর সাহায্যে এখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। গুরু বায়ু থেকে এস্থানের নাম হয় অন্য উচ্চারণে গুরুবায়ুর।

যাই হোক প্রায় 500 বছর আগে পাণ্ড্যরাজারা প্রাচীন

মন্দিরটি তৈরি করেন। মন্দিরে ঢোকার আগেই অফিস পাবেন— সেখানে পূজা ভোগ ও অন্যান্য শুভ কাজের জন্য টাকা জমা দিতে হয়। তারপর বিরাট মণ্ডপ 'নাদাসপুর' পার হবার আগেই বড় গ্রানাইট পাথরে পুষ্পচন্দন দিয়ে গুরু ও বায়ুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয়। একটু এগিয়ে পাবেন সোনা দিয়ে মোড়া 22.6 মিটাব (73 ফুট) উঁচু একটি বড় তালগাছ। বর্তমান স্তম্ভটির কাঠ আনা হয়েছিল নীলাম্বর অরণ্য থেকে। 700 তোলা সোনা দিয়ে মোড়া এই স্তম্ভে প্রতিদিন সকালে শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব পতাকা তোলা হয় এবং সন্ধ্যেয় নামিয়ে নেওয়া হয়। কাছেই হাতিশালায় 21টি হাতি আছে। প্রতিদিন পতাকা তোলার সময় সেখান থেকে হাতিরা দৌড়ে এসে এই ধ্বজস্তম্ভ স্পর্শ করে। যে হাতি প্রথম স্পর্শ করে পরের 10 দিনের জন্য সে পায় VIP-র বিশেষ খাতির। হাতি-দৌড় দেখবার জন্য প্রতিদিন এখানে ভিড় হয়।

মূল মন্দিরের সামনে নাটমন্দির 'কূথমপালাম্'। এখানে বৈশাখ মাসে মণ্ডপস্থ হয় গুরুবায়ুর নিজস্ব নাট্য 'কৃথু'। তা থেকেই জন্ম হয়েছে কথাকলির। মূল মন্দিরে ঢোকাব জন্যে দুটি পথ। উঠোনেব উত্তব-পূর্ব দিকেব পথটি অব্রাহ্মণদের জন্য। এখানে খালি গায়ে ঢুকতে হয়। দুপাশে নামকীর্তন হচ্ছে।

মন্দিরের মধ্যে গোলাকার একটি পাদপীঠের উপর নবকিশোর নটবররূপে অনাবৃত দেহ কৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্তি দেখে বিমোহিত হবেন— চার হাতে শোভা পাচ্ছে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম। আপনি কি শুচীন্দ্রম্ গেছেন (তামিলনাডু দেখুন)? ঠিক এমনিই মূর্তি দেখছেন নিশ্চয়ই। অবশ্য সেখানে নীচের হাত দুটিতে দেখেছেন মাখন আর ছাড়ানো কলা। মন্দিরের গাম্ভীর্যপূর্ণ স্থাপত্য-ভাস্কর্যও আপনাকে সমান বিস্ময়ে অভিভূত করবে। নানা চিত্রের মধ্যে অনন্তশয়ান বিষ্ণুর চিত্রও আপনাকে বিশেষ আকর্ষণ করবে। পূর্বদিকের প্রবেশ দ্বারে বিল্বমঙ্গল বসে সাধনা করতেন। মন্দিরে কৃষ্ণের পুজো হয় পাঁচবার। ভোর 3টেয় নামকীর্তন দিয়ে জাগরণ ও রাত্রি 10.30 টায় শয়ন। উষা পূজার পর কৃষ্ণের প্রতিভূ একটি সোনার মূর্তিকে সুসজ্জিত একটি হাতির পিঠে চড়িয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করানো হয়। আপনি সেই পরিক্রমায় যোগ দিন, ভাল লাগবে। সন্ধেতেও এমনি শোভাযাত্রা হয়। বর্তমানে মন্দির পরিচালনার ভার নিয়েছেন সরকার। অফিসে গেলে নানা রেটের পুজো তালিকা পাবেন— ১ থেকে ৩,০০০-র পুজো হয়। সকালে পুজো 7.30, হাতের দৌড় হাতি কিনে করালে ১,৫০০, মন্দিরের চারদিকে 1,000 প্রদীপ আলোক সজ্জিত করালে ৮০০, একবেলা ব্রাহ্মণ ভোজন করানোর জন্য ২৫০, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত 21 বার কৃষ্ণপূজার জন্য ৩৫০০ ইত্যাদি লাগে। নিম্নতম হার ৫০ পয়সা— বেন্ন নৈবেদ্যম্— একগুলি মাখন। তুলাভরম্ হয়— নিজের ওজনের সমান চাল ডাল, কাপড়চোপড়, ফলমূল ইত্যাদি দিয়ে। আজ পর্যন্ত এ মন্দির একবারও অভিযানকারীরা লুঠ করেনি। এখানে আগস্ট-সেপ্টেম্বরে অষ্টমী রোহিণী, নভেম্বর-ডিসেম্বরে শুক্লপক্ষ একাদশী, ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে কুচেলা দিবস, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারিতে ধ্বজো প্রতিষ্ঠা দিবস, ফেব্রুয়ারি-মার্চে হাতির দৌড় দিয়ে শুরু 10 দিন ব্যাপী উৎসব হয়।

এখানে থাকার জন্যে KTDC-র TB, Elite Tourist Home, Sri Krishna Bhavan, Libra Tourist Home, Devaswom Satrams, Ramakrishna Lodge, Hotel Triveni ইত্যাদি আছে। এখান থেকেই দেখে আসুন 3 কিমি দূরে চাবাকাড়ে হায়দার আলির সেনাপতি হায়দ্রস-এর কুঠি। এখান থেকে আরো 1 কিমি এগিয়ে পালয়ুরে রোম সিরীয় চার্চ— সম্ভবত সেন্ট টমাস স্থাপিত। আগে এটি অবশ্য একটি মন্দির ছিল।

আপনার যদি নাচের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকে তাহলে শোরানুর থেকে 32 এবং এর্নাকুলাম থেকে 19 কিমি দূরের চেরুতুরুতি যেতে পারেন। এটি বিখ্যাত হয়ে আছে কেরলের শ্রেষ্ঠ কবি ভাল্লাতোল নারায়ণ মেনন প্রতিষ্ঠিত কেরালা কলামণ্ডপের জন্য। এখানে কথাকলি, মোহিনী আট্টম নাচের সঙ্গে গান-নাচ-অভিনয় সবই শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1930-এ। রাত্রিবাসের জন্য TB আছে।

মালাম্পুষা

ত্রিচুর থেকে কোজিকোড বা কালিকটে যাবার পথে সোরানুর থেকে অন্য একটি রাস্তা ধরে এখানে আসা যায়। আবার কোয়েম্বাটোর থেকে ত্রিচুর যাবার জন্যে NH-47 যেখানে পালঘাট থেকে কালিকট দিয়ে এগিয়ে গেছে সেই রাস্তা ধরে 8 কিমি এগোলেই মালাম্পুষায় আসা যাবে। পালঘাট থেকে বাস আসছে এখানে 14 কিমি পার হয়ে। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে, পশ্চিমঘাট পর্বমালার নিচু পাহাড়ি এলাকার শান্ত ক্রোড়ে এখানে জলসেচের জন্যে একটি বিশাল বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। বাঁধে রুই-কাতলার বিশাল সম্ভার। চড়ুইভাতির জন্য মন কেমন করছে বুঝি? খুবই স্বাভাবিক। বাঁধের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাগানটিতে পৌঁছে যাওয়ার অর্থ কিন্তু স্বর্গের

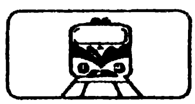
নন্দনকাননেই পৌঁছে যাওয়া। প্রতি শনি, রবি ও উৎসবের দিনগুলিতে যখন বাগানটিকে আলোকিত করা হয় তখন যে কী অনুপম দৃশ্য হয়, তা বলে বোঝানো যায় না। বাগানের ধাপে ধাপে নামে আলোর ঝরনা, সবুজ গালিচায় ফোটে তারার মালা, ফুলের স্তবকে আর ছোট ছোট মূর্তিতে চলে যেন আলাপচারিতা।

থাকার জন্যে পাবেন KTDC-র গার্ডেন হাউস (Ph: 2815217) DAB Dlx ৭৫০, Dlx ৪০০, Semi Dlx ৩৫০, Standard ৩০০— খাবার-দাবারও পাবেন। মালাম্পুষা রোডে Hotel Dam Palace (Ph: 2555977) DAB ১৭৫-২২৫। পর্যটন বিভাগের Tourist Home S ১৩০, D ১৮০, DAC ২৬৫ (খাবার পাবেন), PWD RH (রিজা Ex. Engr., Malampuzha Dam), PWD Malampuzha House (রিজা ঐ), PWD Malampuzha-র অধীনে Motels (6 জন জায়গা পাবেন)। এখানে আসার পথে বা এখান থেকে যাবার পথে কৃষিশহর **পালঘাটে** যেতে পারেন। থাকার জন্যে বাস স্ট্যান্ডে Devaprava (S ১২৫, D ২৫০, DAC ২৫০)। কলেজ রোডে Apsara (S ১২৫, D ২০০ DAC ৩৫০); ইংলিশ চার্চ রোডে Hotel Indraprastha (S ১৫০, D ২৫০, SAC ৩৬৫, DAC ৪২৫ লাক্সারি ট্যাক্স 10%)। Rest House পাবেন।

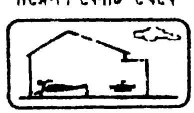
এখানের পাহাড়, ধানখেত, তালশ্রেণী দেখতে দেখতে চলে যান টিপু সুলতানের দুর্গটি দেখতেও। এখান থেকেই মালামপুষা, তিরুভিলামালা মন্দির (29 কিমি) দেখে আসতে পারেন। তবে কোচি-কোট্টায়াম-এরুমিলি-চালক্কম্ হয়ে কোচির 209 কিমি দূরের **সাবারিমালাই** যেতে বলতে খুব সাহস পাচ্ছি না। কারণ এই জঙ্গলের ভিতরে অন্তত 4 ঘণ্টা হেঁটে গিয়ে আয়াপ্পা স্বামীর মন্দির দেখতে যেতে বলি কেমন করে? বিষ্ণু মোহিনী বেশে হরের সঙ্গে মিলিত হয়ে হরিহর পুত্রের জন্ম দেন। তাঁর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত সাবারিমালাই শেঠ মন্দির সত্যিই দেখার মতো। ভক্তরা এখানে হাজারে হাজারে আসতে থাকেন নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারির মাঝ পর্যন্ত। তারপর পুরো 41 দিন ধরে চলে তাঁদের কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের জীবন। এসময়ে অস্থায়ী কিছু ঝুপড়ি তৈরি করা হয়। খাবারের ব্যবস্থা থাকে না। এখন ভেবে দেখুন যাবেন কিনা?

কোজিকোড (কালিকট)

কোজিকোড শব্দের অর্থ 'মোরগ-দুর্গ'। কথিত আছে, ৯ম শতকে মালাবার-রাজ চেরামন পেরুমল অবসর গ্রহণ করে মক্কা যাত্রার সময়ে সেনাপতিদের মধ্যে নিজের রাজ্য ভাগ করে দেন। তাম্লিস্থিত মন্দির থেকে যতদূর পর্যন্ত মোরগের কণ্ঠস্বর শোনা যায় ততদূর পর্যন্ত ভূমি তিনি কোজিকোডের জামোরিন তামুরির হাতে দিয়ে যান। এক সময়ে এটি বিশাল বন্দর ছিল। পরে এই বন্দর থেকে ইউরোপে এক বিশেষ ধরনের ছাপা কাপড় বিক্রির জন্য যেত, বন্দরের নাম কালিকট থেকে সেই কাপড়ের নামও হয়ে যায় 'ক্যালিকো'। ইউরোপীয়দের মধ্যে সবার আগে এখানে আসেন পোর্তুগিজ নাবিক কোভিলহ্যাম (1486)। 1498-এর 20 মে এখানে প্রথম পা দেন ভাস্কো-ডা-গামা। 1615-য় জামোরিনের কাছে অনুমতি পেয়ে ইংরেজরা এখানে ব্যবসা শুরু করে। পরে এখানে আসে ফরাসি ও দিনেমাররা। নানা ধরনের মশলা, নারিকেল, চা-এর আদত জায়গা কালিকটের অন্যতম শিল্প কাঠশিল্প, নৌশিল্প এবং বস্ত্রশিল্প। স্টেশন থেকে 5 কিমি দূরে রয়েছে জামোরিনের প্রাচীন প্রসাদ। আর যেখানে ভাস্কো-ডা-গামা প্রথম নামেন সেই **কাপ্পাদে** আছে সমুদ্রের তীরে একটি পাহাড়ে একটি সুন্দর মন্দির। এখান থেকেই বেড়াতে যেতে পারেন মুসলিম তীর্থ কোন্ডোট্টিতে (29 কিমি); বালুসেরিতে একটি দুর্গের মধ্যে ভেট্টক্কোরুমাকেন-এর মন্দির (24 কিমি)।



এখানে আসার জন্যে ত্রিবান্দ্রাম এর্নাকুলাম-ম্যাঙ্গালোর রেলপথে ম্যাঙ্গালোরে 4.15-এ 6350 পরশুরাম এক্সপ্রেস চড়ে 8.45 অথবা 17.50-এ 6330 মালাবার এক্সপ্রেস চড়ে 22.55-য়, তিরুবঅনন্তপুরমে 6.20 চড়ে কালিকট 16.15, 6347 কান্নানোর এক্স 20.45 চড়ে এখানে 7.10, মালাবার এক্স 18.20 চড়ে এখানে 4.30-এ নামা যায়। বাসে শোরানুর থেকে আসতে পারেন। কোচি থেকে এর দূরত্ব 218 কিমি।

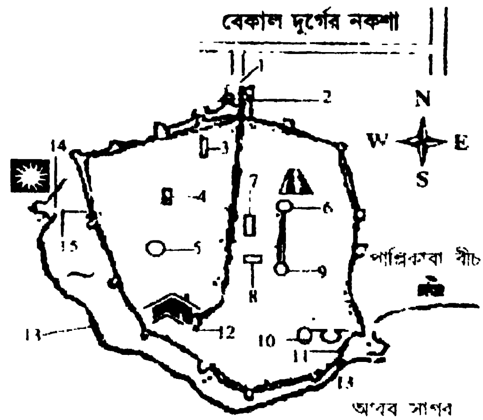


থাকার জন্যে পালায়ামে Jail Road-এ Alkapuri Guest House (Ph: 26535) S ২০০, D ৩০০, DAC ৪২৫-৫৫০। বীচ রোড Beach Hotel (Ph: 273852) D ২২৫, DAC ৩৭৫, কন্নাই রোডে Imperial Hotel; টাউন হল রোডে Kalpaka Tourist Home S ১২৫, D ২০০, SAC ২৯০, DAC ৪০০, স্যুইট ৩২৫-৪২৫; অ্যানি হল রোডে Ratnagiri Hotel, তালুক রোডে Maharani Hotel S ১২৫, D ২৫০, SAC ৩০০, DAC ৪৫০; বীচ রোডে Hotel Sea Queen (Ph: 2366604) S ২৫০, D ৪২৫, SAC

৫২৫ DAC ৬৫০ স্যুইট ৬৫০-৮০০; Govt. Guest House S ১২৫- ২৫০ D ২০০-৩৫০; জি এইচ রোডে Hotel Malabar Palace (Ph: 276071) ৯০০-২১৫০; টাউন হল রোডে Paramount Tower (Ph: 262731), P. B. No. 204, ৩৫০-৮৫০; এম. এম রোডে Hotel Regency (Ph: 265321) ৪৫০-১৭৫০; RH ৭৫; SM স্ট্রিটে KTDC-র Hotel Malabar Mansion (Ph: 2722 391) AC Dlx ৫৫০ Dlx ৩০০ DAB ২৫০। এছাড়া 4 নং রেল গেটের কাছে YMCA (Ph: 255740), কান্নানোর রোডে YWCA (Ph: 254604), Youth Hostel (রিজা: Warden, P.O. West Hill, Kozhikode 673005, Ph: 258354) প্রভৃতি।

কান্নানোর: কালিকট থেকে ম্যাঙ্গালোর রেলপথে সমুদ্রের উপকূলে একটি রেলস্টেশন (দেখুন, কালিকটের ট্রেন)। এখন বলা হয় কান্নুর। এটি একসময়ে কোলতিরি রাজাদের রাজধানী ছিল। ধর্মীয় স্থান তেমন নয়, তবে এই চিরবসন্তের শহরে থাকা বেশ আরামদায়ক। সমুদ্র দেখুন, ওলন্দাজদের দুর্গ দেখুন। এখান থেকে বেড়াতে যান সমুদ্র দেখুন, ওলন্দাজদের দুর্গ দেখুন। এখান থেকে বেড়াতে যান সমুদ্র দেখতে 55 কিমি দূরে এজিমালাতে, শিবমন্দির দেখতে 25 কিমি দূরে তালিপরম্ভাতে— রাবণবধ করে এসে রামচন্দ্র এখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। থাকার জন্যে পাবেন KTDC-র Hotel Yatriniwas (Ph: 2700717) S ১২৫ D ২৫০ 4B ২৯০ SAC ৩৭৫ DAC ৪২৫ ছাড়া Hotel Savoy, Kavitha TH, Plaza TH, Govt. GH, PWD RH প্রভৃতি।

এই ফাঁকে ঘুরে আসতে পারেন ব্রিটিশদের প্রথম উপনিবেশ তেল্লিচেরিতে (293 কিমি কোচি থেকে)। এখানের নিত্তুর পর্বতে বিখ্যাত মালায়ালম পণ্ডিত Dr. Gundert একটি চার্চ স্থাপন করেছিলেন। 1708 খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি দুর্গ স্থাপিত হয়েছিল। এখানে থাকার জন্য পাবেন Hotel Victoria, Hotel Paris, Municipal Travellers Bungalow। এখান থেকেই যেতে পারেন অক্টোবর মাসে সেন্ট থেরেসার বিশাল ভোজ উৎসবে মাহে-তে। কান্নানোর থেকে ঘুরে আসতে পারেন প্রাচীন ও ঐতিহাসিক দুর্গ বেকাল দুর্গ দেখতে। এখানে



1 প্রবেশ পথ 2 হনুমান মন্দির 3 খনন স্থান (প্রত্নবিভাগ) 4 বক্তসায়র 5 সৈন্যক্ষেত্র 6 ওয়াচ টাওয়ার 7 পুকুর 8 অস্ত্রশালা 9 সৈন্যক্ষেত্র 10 সৈন্যক্ষেত্র 11 ভূগর্ভ পথ 12 PWD রেস্ট হাউস 13 সমুদ্রমুখী রাস্তা 14 সমুদ্ররক্ষা 15 সানসেট পয়েন্ট এবং প্রবেশ পথ।

আছে একটি প্রাচীন ওয়াচ টাওয়ার, সানসেট পয়েন্ট, লোমহর্ষক ভূগর্ভ পথ এবং সমুদ্রের ধার ঘেঁষে সারা দুর্গটিকে চক্কর দেওয়ার জন্য সম্প্রতি হাঁটাপথ তৈরি করা হয়েছে।

গুজরাট

ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত পঞ্চদশতম রাজ্য। এর পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তর-পূর্বে রাজস্থান, দক্ষিণ-পূর্বে মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণে মহারাষ্ট্র এবং উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তান। 25টি জেলা (আমেদাবাদ, আমরেলি, বানসকন্থা, বরোদা, ভাবনগর, ব্রোচ, বালসার, ডাং গান্ধিনগর, জামনগর, জুনাগড়, খেরা, কচ্ছ, মাহেসানা, পাঁচমহল, রাজকোট, সবরকন্থা, সুরাট, নর্মদা, পোরবন্দর, আনন্দ, পাটান, দাহোদ, নভসরি ও সুরেন্দ্রনগর) নিয়ে গঠিত এই প্রদেশ বস্তুত সৌরাষ্ট্র উপকূল, কচ্ছের নিম্নভূমি এবং উত্তরে বানস ও দামনগঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চল—এই 3 ভাগে বিভক্ত। মোট আয়তন 1,96,024 বর্গকিমি। রাজধানী গান্ধিনগর। লোকসংখ্যা 5 কোটির একটু বেশি— 5,05,96,992 (2001)। জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতে দশম স্থান এই রাজ্যের। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 258 জন। প্রতি 1000 পুরুষে নারীর সংখ্যা 921।

গুজরাটের উত্তরভাগ মরুভূমির মত। কচ্ছ দ্বীপে লোকবসতি খুব সামান্য। এর উত্তর দিকে নোনা খাড়ি—মিষ্টি জলের খুব অভাব। দক্ষিণাংশের উপজীবিকা পশুপালন। মধ্য গুজরাট স্মরণযোগ্য হয়ে আছে অতীতের কৃষ্ণস্মৃতিপূত পুণ্যভূমি দ্বারকা এবং বর্তমানের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির পোরবন্দরের জন্য। প্রধানত ব্যবসায়ী গুজরাটিরা (অথবা গুজরাতিরা) প্রায় সর্বত্র ব্যবসারত। এদের মেয়েরা রঙিন ওড়না, ল্যাহঙ্গা (Skirt) ও চোলি পরেন। কাপড়গুলিতে বসিয়ে নেন ছোট ছোট কাচের টুকরো (কাঠিওয়াড়ি কাজ)। পুরুষেরা পরেন সাদা কাপড়ের ঢিলে চুড়িদার পায়জামা বা ধুতি। মাথায় বাঁধেন বড় পাগড়ি ও গায়ে পরেন কুঁচি দেওয়া খাটো কোর্তা। মেয়েরা মাথায় পরপর তিন-চারটে জলের ঘড়া বসিয়ে অনায়াসে চলাফেরা করতে পারেন।

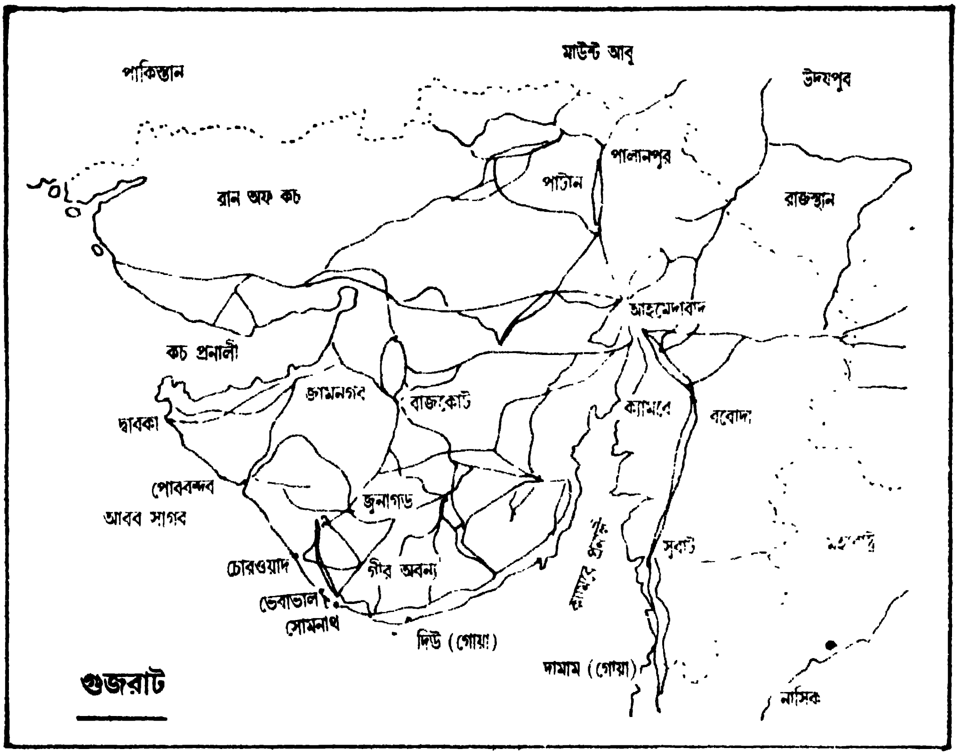
গুর্জরদের দেশ গুজরাটে মৌর্য, গুপ্ত, শোলাঙ্কি, বাঘেলা, পাঠান, মোগল ও ইংরেজরা বহু বছর ধরে পরপর রাজত্ব করে গেছেন। বাণিজ্যসূত্রে সেই প্রাচীন কাল থেকে বন্দর-শহর গুজরাটে এসেছে গ্রিক, রোমানরা। তাপ্তী, নর্মদা, বানস, মাহী, সবরমতী নদী অধ্যুষিত শোলাঙ্কিদের এই রাজ্যের বনসম্পদ উল্লেখযোগ্য। গির অরণ্যের সিংহ, দ্বারকার পুণ্যভূমি, সোমনাথ মন্দিরের লুণ্ঠনের ইতিহাস, গান্ধিজির স্মৃতি সব মিলিয়ে উল্লেখযোগ্য এই প্রদেশের সবচেয়ে বড় উৎসব নবরাত্রি বা নয় রাত্রির উৎসব। আষাঢ়, আশ্বিন, মাঘ ও চৈত্র— বছরে চারবার এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিখ্যাত গরবা নাচে গুজরাটের গৌরব ছন্দিত হয়। রাসের উৎসবও বিখ্যাত এখানে।

কখন আসবেন এখানে: কর্কটক্রান্তীয় এই প্রদেশে গরমও যত পড়ে, ততই পড়ে শীতও — যদিও আরবসাগর বাহিত হাওয়া মাঝে মাঝে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করে। দক্ষিণে বৃষ্টিপাত সবচেয়ে বেশি, উত্তরে মাঝারি, কিন্তু রান অঞ্চলে খুব কম। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ 41°C শীতে সর্বনিম্ন 14°C তাপমাত্রা। বেড়াতে আসার সেরা সময় অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে।

আমেদাবাদ

আমেদাবাদ বা আমদাবাদ সবরমতী নদীর উভয়তীরে অবস্থিত। জনশ্রুতি বলে যে, আশা নামক এক ভীল প্রধানের নামানুসারে এর প্রাচীন নাম ছিল আসাওয়ল — এই নামে একটি পুরনো টিলা এখনো আছে। এর সমৃদ্ধি ঘটে অনহিলবাড় রাজবংশের আমলে (746-1298)। 1411-য় অলপ্ খাঁ আহমদ শাহ্ নাম নিয়ে এই গুজরাটের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হন। তাঁর নাম থেকেই এই শহরের নাম আহ্‌মেদাবাদ বা আমেদাবাদে পরিণত হয়। নানা হস্তান্তরের পর 1833-এ এখানে একটি পুরসভা গঠিত হয়। প্রাচ্যের ম্যাঞ্চেস্টার আমেদাবাদে 1859-এ প্রথম বিদ্যুৎ-চালিত কাপড়ের কলটি স্থাপিত হয়। 1961-তে 72টি মিলে 21,31,486টি টাকু ও 42,319টি তাঁত চালু ছিল। কুটিরশিল্প, শিক্ষাসংস্কৃতি, রাজনীতি সমস্ত ব্যাপারে অগ্রণী আমেদাবাদে দর্শনীয় স্থানও কম নয়। তাদের কথা পরে বলছি।

অতীত ইতিহাস ও কিংবদন্তি এবং বর্তমান জীবন এখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। লোথালে হড়প্পা যুগীয় সভ্যতা, ইন্দো-সেরাসেনিক স্থাপত্যে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি, কর্ণাবতীরাজ কর্ণশোলাঙ্কির (1063-93) স্মৃতি, টমাস রো-এর 'হিন্দুস্থানের সবচেয়ে সুন্দর' এই শহরকে একটা মর্যাদা দিয়েছে। শাজাহান তাঁর বিবাহিত জীবনের প্রথম বছরগুলি এখানেই অতিবাহিত করেছেন। সম্রাট জাহাঙ্গির কাকাড়িয়া হ্রদের বুকে নুরজাহানকে নিয়ে কত সন্ধ্যাই কাটিয়েছেন আবার এখানেই 1915-য় মহাত্মা

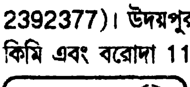


গান্ধি স্থাপন করেছেন সবরমতী আশ্রম। ভোগ ও ত্যাগের এই নগর পশ্চিম ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। 1960-এ বোম্বাই রাজ্য ভাগ হয়ে গঠিত হল গুজরাট ও মহারাষ্ট্র। নতুন রাজধানী হল গান্ধিজীর নামানুসারে গান্ধিনগর।

কেমন করে যাবেন : যাঁরা বিমানে আসবেন তাঁরা জেনে নিন যে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এর উড়োজাহাজ আসছে মুম্বাই থেকে, দুবার দিল্লি থেকে; একবার করে জয়পুর যোধপুর থেকে, সপ্তাহে চারদিন বরোদা থেকে; সপ্তাহে তিনদিন বাঙ্গালোর, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ, কানপুর থেকে, সপ্তাহে দুবার শ্রীনগর, অমৃতসর থেকে আমেদাবাদে। কলকাতা থেকে Alliance Air-এর বিমান সোম শুক্র 16.00-টায় এবং মঙ্গল বৃহ 15.20 ঘ. ছেড়ে আমেদাবাদ যাচ্ছে। অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার বিমানও আমেদাবাদ যাচ্ছে-আসছে মুম্বাই, ঔরঙ্গাবাদ, দিল্লি, চেন্নাই প্রভৃতি শহর থেকে।

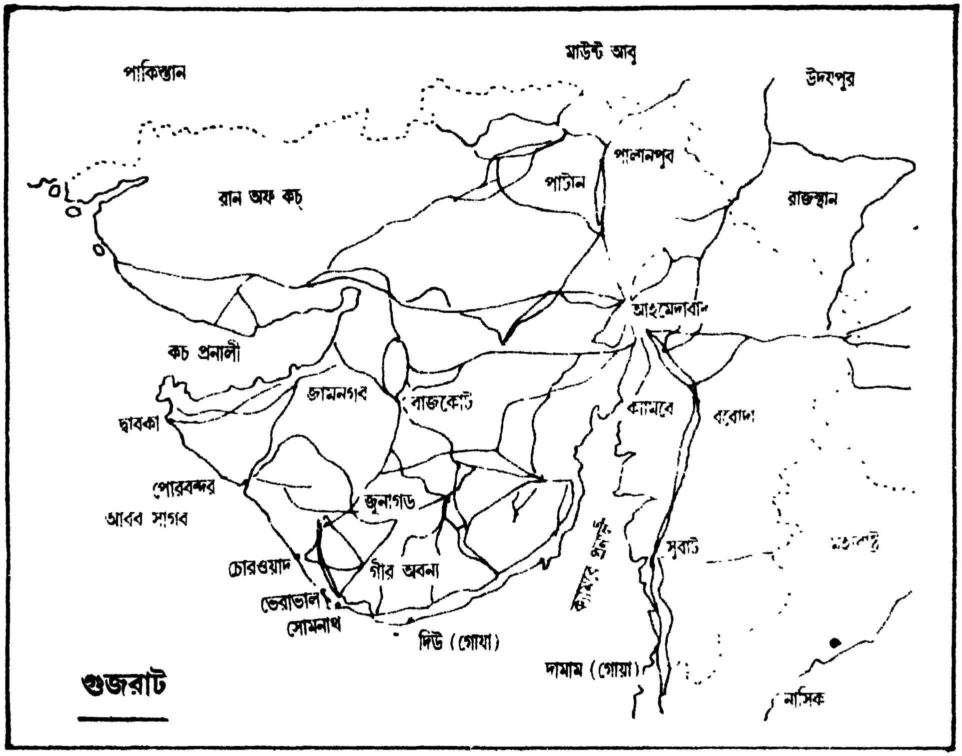
ট্রেন আসছে নানাদিক থেকে। হাওড়া থেকে সোজা আসছে 8034 আমেদাবাদ এক্সপ্রেস 22.25 ছেড়ে দু-রাত্রি পার করে 15.30-এ। দূরত্ব 2090 কিমি। 2906 হাওড়া-পোরবন্দর এক্সপ্রেস ছাড়ে 23.15 (শুক্র, শনি), পৌঁছয় 11.05, হাপায় 17.40-এ, পোরবন্দর 20.35। মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে 5.45 ছেড়ে 9011 গুজরাট এক্স 15.15, 7.55 ছেড়ে 9215 সৌরাষ্ট্র এক্স আমেদাবাদ 19.25, পোরবন্দর 6.05, 19.35 ছেড়ে 9143 মুম্বাই-আমেদাবাদ লোকশক্তি এক্স 5.10, 20.25 ছেড়ে 9005 সৌরাষ্ট্র মেল 5.20, ওখা 17.15। 21 50 ছেড়ে 2901 গুজরাট মেল 6.40, 6.25 ছেড়ে 2009 শতাব্দী এক্সপ্রেস (শুক্র বাদে) 13.30। বান্দ্রা টার্মিনাসে 16.15 ছেড়ে 9017 সৌরাষ্ট্র-জনতা এক্স 2.20। জামনগরে 13.10 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র-জনতা এক্স 20.20, ওখায় 11.30 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র মেল 22.25, জামনগরে 4.45 ছেড়ে 9504 জামনগর রাজকোট এক্স রাজকোট 6.15, আমেদাবাদ 10.40; পোরবন্দরে 20.00 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র এক্স 6.00 এবং ভুজ 18.30 ছেড়ে 9032 কচ্ছ এক্সপ্রেস আমেদাবাদ 2.20, মুম্বাই সেন্ট্রাল 11.45। নিউদিল্লিতে 19.35 ছেড়ে 2958 আমেদাবাদ রাজধানী এক্স 10.00, দিল্লিতে

22.50 ছেড়ে 9106 আমেদাবাদ মেল 17.25, দিল্লি সরাই রোহিলা 20.50 ছেড়ে 9943 এক্স 4.20, 15.05 ছেড়ে 2916 আশ্রম এক্স 8.00। ভেরাবলে 17.00 ছেড়ে 9923 সোমনাথ মেল 4.25, 19.25 ছেড়ে গিরনার এক্স 6.20, ভাবনগরে 5.35 ছেড়ে 9909 শতরঞ্জি এক্স 11.15, উদয়পুরে 18.00 ছেড়ে 4.20 এবং আমেদাবাদে 23.15 ছেড়ে 7.40 আসছে যাচ্ছে 297 কিমি পার হয়ে পশ্চিম রেলের আমেদাবাদ-উদয়পুর শাখার ট্রেন। বারাণসীতে 13.45 ছেড়ে 9168 সবরমতী এক্স (ম শু র) লখনৌ 22.55, ঝাঁসি 6.15, উজ্জয়িনী 19.30, বরোদা 5.40 হয়ে আমেদাবাদ 6.20। 9164 সবরমতী এক্স (কেবল বৃহ) ফৈজাবাদ 18.55 ছেড়ে আমেদাবাদ 6.20। চেন্নাই থেকে সোজা আসছে 9.35 ছেড়ে 6046 নবজীবন এক্স 20.00। সেকেন্দ্রাবাদে 14.45 ছেড়ে 7018 সেকেন্দ্রাবাদ-রাজকোট এক্স (ম. সো বু.বৃ) 16.10-এ। 7037 সেকেন্দ্রাবাদ-বিকানীর এক্স 23.00 ছেড়ে আমেদাবাদ 1.30। চেন্নাই থেকে দূরত্ব 1,899 কিমি এবং হায়দরাবাদ থেকে 1228 কিমি। এর্নাকুলাম থেকে আসছে 6338 এর্নাকুলাম-ওখা এক্সপ্রেস (বু. শু) 18.20 ছেড়ে আমেদাবাদ 7.20, ওখা 18.00। নাগেরকয়েল থেকে নাগেরকয়েল-গান্ধিধাম এক্স (কেবল বৃহস্পতিবার) 11.45 ছেড়ে 7.20-তে। বাস চালাচ্ছে বরোদা, ক্যাম্বে, ইন্দোর, মাউন্ট আবু, ভাবনগর, উদয়পুর, ডাকোর, মুম্বাই, নাথদ্বারা প্রভৃতি স্থান থেকে গুজরাট স্টেট ট্রান্সপোর্ট বাস সার্ভিস (GSTBS)। আমেদাবাদ পুরসভা প্রতিদিন লাল দরওয়াজা বাস স্টেশন থেকে স্থানীয় দৃশ্যাদি দেখার জন্য বাস চালায়। এছাড়া ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্সা আছে স্থানীয় ভাবে। ট্যুরিস্ট ট্যাক্সিও পাবেন (Alka Travel Service, KB Commercial Centre, Ph: 2392277, 2392377)। উদয়পুর 252 কিমি, মাউন্ট আবু 228 কিমি এবং বরোদা 113 কিমি ।



কোথায় উঠবেন এখানে : 4-তারা হোটেল খানপুর রোডে Cama Hotels Ltd. (Ph: 25505281) ২৮৫০-২৬০০ ; Ambassador Hotel (Ph: 25502490) ৪০০-৭৫০; Riviera Hotel (Ph: 25504201) ১০৫০-২৩০০; নেহরু ব্রিজের কাছে Holiday Inn (Ph: 25505505) ৪৬০০-৯৬০০; পাঁচকুয়া দরজার কাছে Hotel Dimple International (Ph : 22141849) ৪০০-৯৫০ ক্যালিকো ডোমের বিপরীতে Hotel City Palace (Ph: 22168145) Relief Rd ২৫০-৬৫০ ; বসন্ত চকে ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্রের পেছনে Hotel Embassy (Ph: 25358464) ৪০০-৭৫০; জিপিও রোডে রিলিফ সিনেমার কাছে Hotel Kingsway (Ph: 25501215) ৩৫০-৭২৫ ; 42, সর্দার প্যাটেল রোডে Hotel Klassic Gold (Ph: 26445544) ১৪৫০-২৮০০; সারঙ্গপুর গেটে Hotel Meghdoot (Ph: 27514054) ৪৫০-১২৫০ , মিঠাখালি সিক্সথ রোডে Hotel Nalanda (Ph: 26426262) ১১০০-২৭৫০। D ৪০০-৫৫০ মধ্যে থাকার হোটেল আছে রেল স্টেশনের উলটোদিকে কাপাসাই বাজারে Alankar (Ph: 27583816), রিলিফ রোডে Apna Ghar (Ph: 27532861), এখানেই Ashok Niwas (Ph: 27534060), Happy Home GH (Ph: 27384615); ফার্নান্ডিজ ব্রীজে Chandra Vihar GH (Ph: 27388162); এলিস ব্রীজে, টাউন হলের কাছে Hotel Panshikuna Pvt. Ltd. (Ph: 26402960) ৭৫০-১০৫০; নবরংপুরায় স্বস্তিক চার রাস্তায় Hotel President (Ph: 26427575) ১৬০০-৩০০০; এলিস ব্রিজে গুজরাট কলেজের বিপরীতে Hotel Inder Residency (Ph: 26425050) ১৪০০-২৮০০, এখানেই Hotel the West End (Ph: 26462627) ১৪০০-২৮৫০, 33 সর্দার প্যাটেল মার্গে Hotel Yatrik (Ph: 25601509) ৯৫০-১৮৫০। লাল দরোজায় Gulmarg (Ph: 27526079); Esquire (Ph: 27526201), নিউ ক্লথ মার্কেটের কাছে Meghdoot (Ph: 27564614), কালপুর গেটের বাইরে Raj Mahal (Ph: 27535047) ইত্যাদি D ৩৫০-৪৫০ মধ্যে। এছাড়া আশ্রম রোডে তোরণ গেস্ট হাউস (Ph: 27559342) D ৫০০ DAC ৭৫০ (রিজা: ম্যানেজার TCGL. এইচ কে আশ্রম, আশ্রম রোডে), রেলওয়ে RR S ৫০-১০০, D ১৫০-১৭৫ ডর্মি ৬০; শাহীবাগে CH (রিজা: ম্যানেজার), মিউনিসিপ্যাল বিশ্রাম গৃহ (বাস টার্মিনাসের উলটোদিকে, গীতামন্দির রোডে) প্রভৃতিও আছে। স্টেশনের কাছাকাছি ভাটিয়ালি-বাড়ি, মুসলিম মুসাফিরখানা, রেবাভাই ধরমশালা ইত্যাদিও পাবেন।

কী দেখবেন এখানে : (দূরত্ব বোঝানো হয়েছে ট্যুরিস্ট অফিস থেকে ধরে) সিকি কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে **ভদ্র ফোর্ট**। মারাঠাদের রাজত্বকালে নির্মিত এই দুর্গে রাজপ্রাসাদ এবং চমৎকার বাগিচা রয়েছে দেখুন। এর 12টি তোরণ, 139টি গম্বুজ, 9টি কোণ এবং 43 একর জুড়ে গোলা ছোঁড়ার জন্য 6,000 ছিদ্র নিয়ে ভদ্র দুর্গ



গান্ধি স্থাপন করেছেন সবরমতী আশ্রম। ভোগ ও ত্যাগের এই নগর পশ্চিম ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। 1960-এ বোম্বাই রাজ্য ভাগ হয়ে গঠিত হল গুজরাট ও মহারাষ্ট্র। নতুন রাজধানী হল গান্ধিজীর নামানুসারে গান্ধিনগর।

কেমন করে যাবেন : যাঁরা বিমানে আসবেন তাঁরা জেনে নিন যে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এর উড়োজাহাজ আসছে মুম্বাই থেকে, দুবার দিল্লি থেকে; একবার করে জয়পুর যোধপুর থেকে, সপ্তাহে চারদিন বরোদা থেকে; সপ্তাহে তিনদিন বাঙ্গালোর, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ, কানপুর থেকে, সপ্তাহে দুবার শ্রীনগর, অমৃতসর থেকে আমেদাবাদে। কলকাতা থেকে Alliance Air-এর বিমান সোম শুক্র 16.00-টায় এবং মঙ্গল বৃহ 15.20 ঘ. ছেড়ে আমেদাবাদ যাচ্ছে। অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার বিমানও আমেদাবাদ যাচ্ছে-আসছে মুম্বাই, ঔরঙ্গাবাদ, দিল্লি, চেন্নাই প্রভৃতি শহর থেকে।

ট্রেন আসছে নানাদিক থেকে। হাওড়া থেকে সোজা আসছে 8034 আমেদাবাদ এক্সপ্রেস 22.25 ছেড়ে দু-রাত্রি পার করে 15.30-এ। দূরত্ব 2090 কিমি। 2906 হাওড়া-পোরবন্দর এক্সপ্রেস ছাড়ে 23.15 (শুক্র, শনি), পৌঁছয় 11.05, হাপায় 17.40-এ, পোরবন্দর 20.35। মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে 5.45 ছেড়ে 9011 গুজরাট এক্স 15.15, 7.55 ছেড়ে 9215 সৌরাষ্ট্র এক্স আমেদাবাদ 19.25, পোরবন্দর 6.05, 19.35 ছেড়ে 9143 মুম্বাই-আমেদাবাদ লোকশক্তি এক্স 5.10, 20.25 ছেড়ে 9005 সৌরাষ্ট্র মেল 5.20, ওখা 17.15। 21.50 ছেড়ে 2901 গুজরাট মেল 6.40, 6.25 ছেড়ে 2009 শতাব্দী এক্সপ্রেস (শুক্র বাদে) 13.30। বান্দ্রা টার্মিনাসে 16.15 ছেড়ে 9017 সৌরাষ্ট্র-জনতা এক্স 2.20। জামনগরে 13.10 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র-জনতা এক্স 20.20, ওখায় 11.30 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র মেল 22.25, জামনগরে 4.45 ছেড়ে 9504 জামনগর রাজকোট এক্স রাজকোট 6.15, আমেদাবাদ 10.40; পোরবন্দরে 20.00 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র এক্স 6.00 এবং ভুজ 18.30 ছেড়ে 9032 কচ্ছ এক্সপ্রেস আমেদাবাদ 2.20, মুম্বাই সেন্ট্রাল 11.45। নিউদিল্লিতে 19.35 ছেড়ে 2958 আমেদাবাদ রাজধানী এক্স 10.00, দিল্লিতে

22.50 ছেড়ে 9106 আমেদাবাদ মেল 17.25, দিল্লি সরাই রোহিলা 20.50 ছেড়ে 9943 এক্স 4.20, 15.05 ছেড়ে 2916 আশ্রম এক্স 8.00। ভেরাবলে 17 00 ছেড়ে 9923 সোমনাথ মেল 4.25, 19.25 ছেড়ে গিরনার এক্স 6.20, ভাবনগরে 5.35 ছেড়ে 9909 শতরঞ্জি এক্স 11.15; উদয়পুরে 18.00 ছেড়ে 4.20 এবং আমেদাবাদে 23.15 ছেড়ে 7.40 আসছে যাচ্ছে 297 কিমি পার হয়ে পশ্চিম রেলের আমেদাবাদ-উদয়পুর শাখার ট্রেন। বারাণসীতে 13.45 ছেড়ে 9168 সবরমতী এক্স (ম শু র) লখনৌ 22.55, ঝাঁসি 6.15, উজ্জয়িনী 19.30, বরোদা 5.40 হয়ে আমেদাবাদ 6.20। 9164 সবরমতী এক্স (কেবল বৃহ) ফৈজাবাদ 18.55 ছেড়ে আমেদাবাদ 6.20। চেন্নাই থেকে সোজা আসছে 9.35 ছেড়ে 6046 নবজীবন এক্স 20 00। সেকেন্দ্রাবাদে 14.45 ছেড়ে 7018 সেকেন্দ্রাবাদ-রাজকোট এক্স (ম. সো বু.বৃ.) 16.10-এ। 7037 সেকেন্দ্রাবাদ-বিকানীর এক্স 23.00 ছেড়ে আমেদাবাদ 1.30। চেন্নাই থেকে দূরত্ব 1,899 কিমি এবং হায়দরাবাদ থেকে 1228 কিমি। এর্নাকুলাম থেকে আসছে 6338 এর্নাকুলাম-ওখা এক্সপ্রেস (বু. শু) 18.20 ছেড়ে আমেদাবাদ 7.20, ওখা 18.00। নাগেরকয়েল থেকে নাগেরকয়েল-গান্ধিধাম এক্স (কেবল বৃহস্পতিবার) 11 45 ছেড়ে 7.20-তে। বাস চালাচ্ছে বরোদা, ক্যাম্বে, ইন্দোর, মাউন্ট আবু, ভাবনগর, উদয়পুর, ডাকোর, মুম্বাই, নাথদ্বারা প্রভৃতি স্থান থেকে গুজরাট স্টেট ট্রান্সপোর্ট বাস সার্ভিস (GSTBS)। আমেদাবাদ পুরসভা প্রতিদিন লাল দরওয়াজা বাস স্টেশন থেকে স্থানীয় দৃশ্যাদি দেখার জন্য বাস চালায়। এছাড়া ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্সা আছে স্থানীয় ভাবে। ট্যুরিস্ট ট্যাক্সিও পাবেন (Alka Travel Service, KB Commercial Centre, Ph: 2392277, 2392377)। উদয়পুর 252 কিমি, মাউন্ট আবু 228 কিমি এবং বরোদা 113 কিমি ।

কোথায় উঠবেন এখানে : 4-তারা হোটেল খানপুর রোডে Cama Hotels Ltd. (Ph: 25505281) ২৮৫০-২৬০০ ; Ambassador Hotel (Ph: 25502490) ৪০০-৭৫০; Riviera Hotel (Ph: 25504201) ১০৫০-২৩০০; নেহরু ব্রিজের কাছে Holiday Inn (Ph: 25505505) ৪৬০০-৯৬০০; পাঁচকুয়া দরজার কাছে Hotel Dimple International (Ph : 22141849) ৪০০-৯৫০ ক্যালিকো ডোমের বিপরীতে Hotel City Palace (Ph: 22168145) Relief Rd. ২৫০-৬৫০ ; বসন্ত চকে ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্রের পেছনে Hotel Embassy (Ph: 25358464) ৪০০-৭৫০; জিপিও রোডে রিলিফ সিনেমার কাছে Hotel Kingsway (Ph: 25501215) ৩৫০-৭২৫ ; 42, সর্দার প্যাটেল রোডে Hotel Klassic Gold (Ph: 26445544) ১৪৫০-২৮০০; সারঙ্গপুর গেটে Hotel Meghdoot (Ph: 27514054) ৪৫০-১২৫০ ; মিঠাখালি সিক্সথ রোডে Hotel Nalanda (Ph: 26426262) ১১০০-২৭৫০। D ৪০০-৫৫০ মধ্যে থাকার হোটেল আছে রেল স্টেশনের উলটোদিকে কাপাসাই বাজারে Alankar (Ph: 27583816), রিলিফ রোডে Apna Ghar (Ph: 27532861), এখানেই Ashok Niwas (Ph: 27534060), Happy Home GH (Ph: 27384615); ফার্নান্ডিজ ব্রীজে Chandra Vihar GH (Ph: 27388162); এলিস ব্রীজে, টাউন হলের কাছে Hotel Panshikuna Pvt. Ltd (Ph: 26402960) ৭৫০-১০৫০; নবরংপুরায় স্বস্তিক চার রাস্তায় Hotel President (Ph: 26427575) ১৬০০-৩০০০; এলিস ব্রিজে গুজরাট কলেজের বিপরীতে Hotel Inder Residency (Ph: 26425050) ১৪০০-২৮০০, এখানেই Hotel the West End (Ph: 26462627) ১৪০০-২৮৫০, 33 সর্দার প্যাটেল মার্গে Hotel Yatrik (Ph: 25601509) ৯৫০-১৮৫০। লাল দরোজায় Gulmarg (Ph: 27526079); Esquire (Ph: 27526201), নিউ ক্লথ মার্কেটের কাছে Meghdoot (Ph: 27564614), কালপুর গেটের বাইরে Raj Mahal (Ph: 27535047) ইত্যাদি D ৩৫০-৪৫০ মধ্যে। এছাড়া আশ্রম রোডে তোরণ গেস্ট হাউস (Ph: 27559342) D ৫০০ DAC ৭৫০ (রিজা: ম্যানেজার TCGL এইচ কে আশ্রম, আশ্রম রোডে), রেলওয়ে RR S ৫০-১০০, D ১৫০-১৭৫ ডর্মি ৬০; শাহীবাগে CH (রিজা: ম্যানেজার), মিউনিসিপ্যাল বিশ্রাম গৃহ (বাস টার্মিনাসের উলটোদিকে, গীতামন্দির রোডে) প্রভৃতিও আছে। স্টেশনের কাছাকাছি ভাটিয়ালি-বাড়ি, মুসলিম মুসাফিরখানা, রেবাভাই ধরমশালা ইত্যাদিও পাবেন।

কী দেখবেন এখানে : (দূরত্ব বোঝানো হয়েছে ট্যুরিস্ট অফিস থেকে ধরে) সিকি কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে **ভদ্র ফোর্ট**। মারাঠাদের রাজত্বকালে নির্মিত এই দুর্গে রাজপ্রাসাদ এবং চমৎকার বাগিচা রয়েছে দেখুন। এর 12টি তোরণ, 139টি গম্বুজ, 9টি কোণ এবং 43 একর জুড়ে গোলা ছোঁড়ার জন্য 6,000 ছিদ্র নিয়ে ভদ্র দুর্গ

একটা দারুণ ব্যাপার। এর ঘড়িঘর দেখলে তাক লেগে যায়। একটি মন্দিরও রয়েছে এখানে ভদ্রকালীর। ভদ্র ফোর্টে যখন বস্ত্র বাজার এলাকা পার হয়ে ঢুকতে যাবেন, দেখতে পাবেন দারুণভাবে খোদাইকরা কারুকার্য-সমন্বিত তিন দরোজা বা তিনটি তোরণ। এই তোরণের সুউচ্চ স্থান থেকে সুলতানরা সাগ্রহে দেখতেন রাজপ্রাসাদ থেকে জামা মসজিদে ধেয়ে যাওয়া বিশাল শোভাযাত্রা। ভদ্র দুর্গের উত্তর-পূর্ব কোণে রয়েছে এক মুসলমান ক্রীতদাসের তৈরি সিদ্ধ সৈয়দ জালি মসজিদটি। 1572-এ নির্মিত এই মসজিদের ঝরোখা-জানলার পাথরে জালির কাজ বিস্ময়ভরা চোখে দেখতে হয়। সোনা-রুপো' ঝালরের কাজও দেখার মত। ইন্দো-সেরাসেনিক স্থাপত্যের অনুপম নিদর্শন এই মসজিদের এইসব জানলা ও ঝরোখার কাঠের মডেল নিউ ইয়র্ক এবং কেনসিংটন জাদুঘরে রক্ষিত আছে।

এবার চলুন দেখি ইন্দো-সেরাসেনিক স্থাপত্যের আর এক অনবদ্য নিদর্শন, যেখানের স্তম্ভে রয়েছে হিন্দু প্রতীক চিহ্ন সেই 1414-য় নির্মিত সিটি আমেদাবাদের প্রথম মসজিদ আহমেদ শাহ-র মসজিদটি দেখতে। এটি নাকি একদা হিন্দু রাজাদের ঘরোয়া মন্দির ছিল। অবশ্য সামনে কোনো কারুকার্য নেই। সুলতান মামুদ বেগারহার হিন্দু পত্নী ধারের রানী রূপমতীর মসজিদটিতে দেখুন হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন। 36টি স্তম্ভ ছাদ ধরে আছে। 10 মিটার (33 ফুট) উচু অংশত ভগ্ন দুটি গম্বুজ গৃহও রয়েছে।

1.5 কিমি দূরে গিয়ে দেখুন ভারতের অন্যতম বৃহৎ এবং সুন্দর জামা মসজিদটি। সম্ভবত পশ্চিম ভারতের সুন্দরতম এই মসজিদটি 1423-এ সুলতান আহমেদ শাহ নির্মাণ করেন। তিন দরোজার কিছু পূর্বে শহরের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত এই মসজিদে উত্তর দিক থেকে ঢুকতে হয় বেশ কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙে। হলদে বেলেপাথরে তৈরি অনবদ্য স্থাপত্যের নিদর্শন এই মসজিদের দেওয়াল এবং কুলুঙ্গিগুলো দেখলে হিন্দু প্রভাবের কথা মনে পড়ে যায়। 260টি থাম আর 15টি গম্বুজ এর বিস্তীর্ণ ছাদকে ধরে আছে। সামনের তিনটিকে ঘিরে আছে গ্যালারি। মাঝের গম্বুজটি দীর্ঘতম। 1818-র ভূমিকম্পে আজান গৃহগুলি ভেঙে পড়ে। পশ্চিমের অংশটিই ঠিক মসজিদ। মানেকচকের এই মসজিদটির গা-লাগাও বাদশা হাজিরোতেই রয়েছে সুলতান আহমেদ শাহের নশ্বর দেহাবশিষ্ট। রাস্তা পেরিয়েই দেখতে পাবেন রানী-নো-হাজিরো—আহমেদ শাহের রানীদের সমাধিস্থল। বেদির উপর স্মৃতিস্তম্ভের আকারে ঘরগুলি তৈরি। সামনে 13টি কারুকার্য সমন্বিত কুলুঙ্গি। ভিতরে আয়তাকার প্রাঙ্গণের চারপাশে বারান্দা। তার মাঝখানটিতে 4টি বিশালাকার চাঁদোয়া। সমাধি প্রস্তরটি কালো—মাঝে মাঝে সাদা মার্বেল খচিত।

1.5 কিমি দূরে আছে 1850-এ নির্মিত 8 কোণা গম্বুজসহ স্বামী নারায়ণের মন্দির। এর 12টি স্তম্ভে কাঠের কারুকার্য অবাক হয়ে দেখতে হয়। 2 কিমি দূরে রয়েছে হাতি সিং মন্দির। দিল্লি গেটের বাইরে শাহীবাগের এই সাদা জৈন মন্দিরটি 1848 খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন শ্রীকেশরী সিং হাতি সিং শাহ। পঞ্চদশ তীর্থঙ্কর ধরমনাথের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরের ভিতরের কারুকার্য অনবদ্য। মন্দির চত্বরে 52টি ছোট ছোট মন্দিরগুচ্ছ রয়েছে।

2 কিমি দূরেই রয়েছে আমেদাবাদের সম্ভবত সুন্দরতম সমাধিস্থল রানী সিপ্‌রির সমাধি ও মসজিদ। মাহমুদ বিজারের অন্যতম পত্নী রানী আশনি এগুলি তৈরি করেন—নির্মাণ সমাপ্ত হয় 1514-য়। এর অন্য নাম মসজিদ নাগিনা বা মসজিদের রত্ন। রানী আশনিরই অন্য নাম সিপ্‌রি। সুন্দর কারুকার্য সমন্বিত এই মসজিদের প্রায় 15 মিটার (50 ফুট) উঁচু চারতলার চার ঘরবিশিষ্ট 2টি মিনারেট বা আজান স্তম্ভ আছে। 6 জোড়া থাম ধরে আছে এর ছাদ। সমাধি ভূমিটি প্রায় 2 বর্গমিটার (36 বর্গফুট)। তাতে ঝরোখার পরদা ঝুলছে কিন্তু কোনো খিলান নেই।

2.5 কিমি দূরে গিয়ে চলুন দেখে আসি গীতামন্দির বা বিড়লা মন্দির। কৃষ্ণের বাণী বহনকারী ম্যুরাল চিত্রগুলি ছাড়া এর দেওয়ালে মার্বেল পাথরে সংস্কৃত ভাষায় গীতার মন্ত্রগুলি উৎকীর্ণ।

একই দূরত্বে রয়েছে ঝুলতা মিনার (Shaking Minarets)। এটি আমেদাবাদের একটি দারুণ আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য স্থান। এটা আসলে সিদ্দি বশিরের মসজিদের একটা অংশ। একেবারের উপরের খিলানটি ধরে সামান্য একটু ঠেলা দিয়ে দোলা দিন, অমনি দেখবেন অন্য মিনারটি কেমন দোল খাচ্ছে। অথচ দুটির মধ্যে কোনো আপাত সংযোগ নেই। (আসলে মাটির নীচে অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দিয়ে মিনার-দুটি যুক্ত)। প্রত্যেকটিতে তিনটি করে তলা আছে। প্রতি তলায় একটি করে ঘাঘরার মত পাথরের তৈরি বারান্দা আছে। ভিতরে সিঁড়ি উঠেছে ঘুরে ঘুরে। মাঝে একটি পাথুরে সেতু আছে। একটি মিনারে আওয়াজ তুলুন, ওই পাথুরে ব্রীজ দিয়ে ধ্বনি গিয়ে অন্যটিতে প্রতিধ্বনি তুলবে। কিন্তু ওই পাথুরে বারান্দায় কোনো ধ্বনি নেই। এ এক আশ্চর্য শব্দ ব্যবস্থা এখানের স্থাপত্যে। মুসলিম স্থাপত্যে এর নজির আর দ্বিতীয়টি নেই। অবশ্য

আর এক জোড়া এমনি মিনার রয়েছে রাজপুর-গোমতীপুর অঞ্চলে রাজবিবির কবরে। কিন্তু একজন ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার এর ধ্বনি রহস্য জানবার চেষ্টা করে অংশত একে ধ্বংস করে গেছেন—রহস্য কিন্তু উদ্‌ঘাটিত হয়নি। চলুন না এই রহস্য খানিকটা চেখে আসি—ভয় পাবেন না যেন এই রহস্যের আস্বাদ পেতে গিয়ে।

3 কিমি দূরে গিয়ে **দরিয়া খাঁয়ের গম্বুজটি** যদি দেখেন তবে গুজরাটের সবচেয়ে বড় গম্বুজটি আপনার দেখা হয়ে যাবে। শুধুমাত্র ইট আর চুন-সুরকি দিয়ে এই বিশাল গম্বুজটি নির্মিত— না আছে লোহা, না আছে সিমেন্ট! একই দূরত্বে রয়েছে ভাটতার পীরসাহেব **শাহ আলমের কবর**। এটি তৈরি করেছিলেন নুরজাহানের ভাই সেনাপতি আসফ খাঁ। এই রৌজাটির জ্যামিতিক জালির কাজ, রত্নরাজির মহার্ঘতা দেখলে নয়ন সার্থক হয়ে যায়।

এবার চলুন যাই 4 কিমি দূরে দুটি কুয়ো দেখে আসি। একটি **আদালজ ভাও** অন্যটি **দাদা হরি ভাও**। গুজরাটের সিঁড়িওয়ালা কুয়ো একটা দেখাব মত জিনিস। এদের স্থানীয় নাম ভাও। আমেদাবাদ শহরের প্রায় 12 কিমি দূরে আদালজ গ্রামের সীমানার বাইরে এই কূপটি অবস্থিত। এই দারুণ চমৎকার কুয়োটিতে জলের কিনারা পর্যন্ত নেমে যাওয়ার জন্যে সিঁড়ি নেমে গেছে ধাপে ধাপে ঘুরে ঘুরে। আরো অবাক কাণ্ড মাটির নীচের আরাম গৃহ! তাতে গ্যালারি, কুলুঙ্গি, জানলায় তার জালির কাজ—সবই তৈরি করে গেছেন বীর সিং বাঘেলার রানী 1449-এ। এমনিই আছে সুলতান মামুদ বেগারহার জনৈক ধাত্রী কর্তৃক নির্মিত **দাদা হরির ভাওটিতে**। বিশাল আর অলঙ্কৃত এই কূপের দেওয়ালে মাঝে মাঝে প্ল্যাটফর্ম-সমেত সিঁড়ি নেমে গেছে ধাপে ধাপে। প্ল্যাটফর্মের উপর আবার ছাদ! না দেখলে সব কথা লিখে বোঝানো যাবে না পর্যটক বন্ধু! স্বচক্ষে দেখে এর বিস্ময় ও সৌন্দর্য পরিমাপ করে নিন।

4 কিমি দূরে সুলতান কুতুবউদ্দিন কর্তৃক 1451-য় নির্মিত কাঁকারিয়া হ্রদের তীরে চলুন একটুখানি চড়ুইভাতি সেরে নিই। তারপর দেখি এর চিড়িয়াখানাটি আর অ্যাকোয়ারিয়াম। নৌকা চড়ার ইচ্ছে থাকলে তাও পূরণ করা যাবে এখানে। পাহাড়ি বাগানে ঘুরে বেড়াই। পাশের পাহাড়ের বালভাটিকা বা শিশু উদ্যানে ছোটরা করুক মনের সুখে ছোটাছুটি। সন্ধেতে এখানে যেন সৃষ্টি হয় তাদের জন্যে পরীর জগৎ রঙিন আলোর আলোকমালায়। ছোটদের শরীর, মন, সংস্কৃতি প্রাণবন্ত হবে। টয় ট্রেনে চড়ে, ছাগলে টানা রিক্সায় চড়ে, লাইব্রেরিতে পড়ে, 'হল অফ মিরর'-এ নিজেদের বিরূপ-কুরূপ ছবি দেখে তাদের সময় কাটুক।

চলুন এবারে যাই আশ্রমের এক পবিত্রতায় 6 কিমি দূরে **সবরমতী আশ্রমে**। 1915-য় মহাত্মা গান্ধি এই হরিজন আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর একটি হস্তশিল্প কেন্দ্র, একটি হাতে তৈরি কাগজ কারখানা এবং একটি সুতো তৈরির কল আছে। এখানে অবস্থিত গান্ধিজির বাসগৃহ 'হৃদয়কুঞ্জ' এখন গান্ধি-সম্পর্কিত একটি **প্রদর্শশালা**— গান্ধিজির ব্যবহৃত জিনিসপত্রও এখানে রাখা আছে। এখান থেকেই তিনি তাঁর সুখ্যাত ডাণ্ডি অভিযান পরিচালনা করেন 1930-এ ব্রিটিশের লবণ আইনের প্রতিবাদে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আশ্রমে আলো ও ধ্বনির (Son et Lumiere) সাহায্যে গান্ধিজির জীবন প্রদর্শিত হয়। সময়: গুজরাটিতে 19.00 প্রতিদিন, হিন্দিতে 20.30 সো.ম.বৃ.শ. এবং ইংরেজিতে 20 30 বৃ.শু.র.। ইচ্ছে করলে থাকতে পারেন সবরমতী আশ্রম রোডে TCGL-এর Toran GH-এ ৪০০-৬০০ মধ্যে।

10 কিমি দূরে শহরের বাইরে **সরখেজের রৌজা** বা স্মৃতিসৌধ দেখে আসি নদী পেরিয়ে। বিশাল সায়রের পারে পীর আহমেদ খাট্টা গঞ্জ বক্শ-সুলতান মেহমুদ শাহ বাঘেলা এবং তাঁর রানী রাজবাঈ-এর কবর রয়েছে।

এসব দেখার ফাঁকে দেখে নিন বস্ত্রজগতের যাদুঘর **ক্যালিকো মিউজিয়াম অফ টেক্সটাইলস** 8.30-10 30(এপ্রিল-জুন),11.00-12.00 (জুলাই-মার্চ) এবং 15.00-17.00 মধ্যে। দর্শনী লাগে না। দেখতে পারেন বস্ত্র, লোকশিল্প এবং গুজরাটের হস্তশিল্পের যাদুঘর **শ্রেয়াস্ ফোক আর্ট মিউজিয়ামটিও** বুধবার ছাড়া দর্শনীর বিনিময়ে 9.00-11.00 এবং 16 00-19.00 মধ্যে।

আর শুধু পায়চারির জন্যে নারোল রোডে **চান্দোলা লেক গার্ডেন**, লাল দরোজায় **লারদার পার্ক**, অম্বাবাদীতে **পরিমল গার্ডেন** প্রভৃতি রয়েছে।

কনডাকটেড ট্যুর

TCGL ভ্রমণার্থীদের সুবিধার্থে বেশ কয়েকটি প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা করেছেন। এগুলি হল—

● **অজন্তা-ইলোরা দর্শন** : সপ্তাহের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার যাত্রা করে। 6 দিনের এই ট্যুরে দক্ষিণ গুজরাট, অজন্তা ও ইলোরা দেখিয়ে আনে।

● **সৌরাষ্ট্র দর্শন** : এটি 5 দিনের ট্যুর। প্রতি শুক্রবার ভোর 6.30 বেরিয়ে রাজকোট, জামনগর, দ্বারকা, বেট দ্বারকা, পোরবন্দর, সোমনাথ, জুনাগড়, বীরপুর, লোথাল, প্রভৃতি জায়গা দেখে ফেরা মঙ্গলবার রাত 9.30। ভাড়া ১৩৫০-১৬৫০ মাথাপিছু।

● **গুজরাট ও রাজস্থান** : এটিও 5 দিনের। মাসের প্রথম ও তৃতীয় শনিবার। উদয়পুর, চিতোরগড়, নাথদ্বারা,

হলদিঘাটি, রণকপুর, মথেরা, মাউন্ট আবু প্রভৃতি ঘুরিয়ে আনে। ভাড়া ১৯০০ মাথাপিছু (ডিলাক্স কামরায় রাত্রিবাসের খরচ সহ)।

বিস্তারিত খবরের জন্যে যোগাযোগ করুন: Tourism Corporation of Gujarat Ltd. (Ph: 26589683, 26589172, 26580533), HK House, (opposite Bata Showroom) Ashram Road, Ahmedabad 380 009।

কলকাতায় যোগাযোগ : মার্টিন বার্ন বিল্ডিং, শপ নং 28, একতলা, 1 আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা 700 001; Ph: 22438357।

আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন (AMC, Ph: 352739) দুটি পৃথক ট্যুরে শহর দেখাবার ব্যবস্থা করেছে ·

● **প্রভাতী সফর** : শুরু হয় সকাল 8টায়। সিদ্দি সৈয়দ জালি মসজিদ, হাতি সিং জৈন মন্দির, সর্দার প্যাটেল মিউজিয়াম, ক্যালিকো মিউজিয়াম, দাদা হরি ভাও, কাঁকারিয়া হ্রদ, গীতা মন্দির, শাহ আলম মসজিদ প্রভৃতি দেখিয়ে আনে।

● **দ্বিপ্রাহরিক সফর** : শুরু হয় দুপুর 2টোয়। সবরমতী আশ্রম, মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম, স্নেক ফার্ম প্রভৃতি দেখিয়ে আনে।

দুটো সফরেরই বাস ছাড়ছে নেহরু ব্রীজের কাছে লাল দরোজা থেকে।

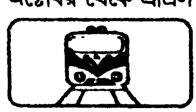
গান্ধিনগর

মহাত্মা গান্ধির স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই নতুন শহরটিই এখন গুজরাটের রাজধানী। আমেদাবাদ থেকে 23 কিমি উত্তরের এই শহরের পত্তন 1960-এ। চমৎকার রাস্তা, দুপাশের পুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজি, মাঝে মাঝে স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি, খোলা ময়দান, পার্ক আর বাগিচায় গান্ধিনগরকে যেন একটি স্বপ্নপুরীতে রূপ দিয়েছেন আমেরিকান স্থপতিবৃন্দ। 59 বর্গকিমি আয়তনের এই শহরে 5,500 হেক্টর জমির উপরে গড়ে উঠেছে সরকারি অফিস, বসতবাড়ি, বাণিজ্যালয় এবং দোকানপশারি। শহরটি সাজানো হয় 30টি সেক্টরে। বিধানসভা বা প্যাটেল ভবন, সর্দার ভবন, নর্মদা ভবন অতুলনীয় স্থাপত্যের নিদর্শন। সেক্টর 24 ছোটদের নন্দনকানন— চলছে টয় ট্রেন চিলড্রেন্স পার্কে। পিকনিকের বাসনা যদি থাকে চলে আসুন সদলে 9 সেক্টরের সরিতা পার্কে। শুধু বেড়াতে আসুন ডিয়ার পার্কে। অজস্র বাস বিভিন্ন দিক থেকে এসে গান্ধিনগরকে সহজগম্য করে তুলছে। ট্রেনও আছে। 11, 16, 21 সেক্টরগুলিতে থাকার জন্য RH আছে। Youth Hostel আছে গভর্নমেন্ট আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স কলেজের বিপরীতে (রিজা: ওযার্ডেন, Gandhi Nagar 382016, Ph: 222364)। তবে আমেদাবাদে থাকাই ভাল।

আমেদাবাদে থাকতে থাকতেই 92 কিমি দূরে দাকোরা গিয়ে **রণছোড়জি শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরটি** দেখে আসতে পারেন। বাস যাচ্ছে সোজা। ইচ্ছে হলে বরোদা থেকেও প্রায় সমপরিমাণ দূরত্বের পথ পার হয়ে এখানে আসতে পারেন। দুপুর 1.00-টা থেকে 4.00-টা মন্দির বন্ধ থাকে, তাই সকালের দিকে আসাই ভাল। থাকার জন্যে GH, ধরমশালা ইত্যাদি অবশ্য আছে, তবে পারলে ফিরেই যাবেন।

বরোদা

এখন আর ট্রেনের টাইম টেবিলে শত খুঁজলেও বরোদা বা Baroda পাবেন না। মূল নাম বাডোদারা (Vadodara)-তেই এখন ফিরে এসেছে—ইংরেজরাই বাডোদারাকে বরোদা করেছিল। বাডোদারা শব্দটির অর্থ বটগাছের নীচে বসতি। আগে ছিল বাডোপদ্রক— বটপাতা। তাই বদলে হয়েছে বাডোদারা। বিশ্বামিত্র মুনির নামে নাম যে বিশ্বামিত্রি নদীর তারই পাড়ে গড়ে উঠেছে গাইকোয়াড়দের এই শহর। অবশ্য আধুনিক বরোদার প্রতিষ্ঠাতা তৃতীয় সয়াজি রাও এই বংশের লোক ছিলেন না। তাঁর আসল নাম গোপাল রাও (1863-1939)। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'চাচাকাহিনী'তে এঁর উল্লেখ আছে। ইংরেজরা এই শহরের নাম দিয়েছিল 'সিটি অফ গার্ডেন্স'— সয়াজিবাগে গেলে সে কথাই মনে হবে। 28.2 বর্গকিমি আয়তনের এই শহরে আসার সেরা সময় অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে।



কেমন করে আসবেন : প্রতিদিন IAC-র বিমান উড়ছে মুম্বাই আর দিল্লি থেকে বরোদা। সময় নেয় যথাক্রমে 55 মিনিট ও 1 ঘণ্টা 25 মিনিট। Alliance Air-এর বিমান প্রতিদিন গোয়া, বাঙ্গালোর, ইন্দোর, ঔরঙ্গাবাদ, মুম্বাই (পুনে হয়ে) যাচ্ছে। বু শু র যাচ্ছে ভাবনগর, জামনগর, সো ম বৃ শ রাজকোট, ম র পোরবন্দর, সো বৃ চেন্নাই যাচ্ছে এবং আসছে।

ট্রেন আসছে হাওড়া থেকে আমেদাবাদ এক্সপ্রেস 22.25 ছেড়ে 13.10; এটি ফিরছে আমেদাবাদ 9.25,

বরোদা 11.10 ছেড়ে হাওড়ায় 3.05। হাওড়া-হাপা এক্সপ্রেস 23.15 ছেড়ে (কেবল শুক্রবার) বরোদা 8.45; ফেরে রাজকোট 10.55, আমেদাবাদ 15.50, বরোদা 18.00টা ছেড়ে হাওড়া 4.30। মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে 2951 রাজধানী এক্স 16.55 ছেড়ে 21.42, 2927 মুম্বাই-বরোদা এক্সপ্রেস 23.35 ছেড়ে পৌঁছয় 6.20; 9011 গুজরাট এক্সপ্রেস 5.45 ছেড়ে বরোদা 13.03, আমেদাবাদ 15.15; 2009 শতাব্দী এক্সপ্রেস 6.25 ছেড়ে 11.41 (শুক্রবার বাদ)। 19.35 ছেড়ে লোকশক্তি এক্সপ্রেস 2.50; 17.10 ছেড়ে 9031 কচ্ছ এক্সপ্রেস 23.44; 7.55 ছেড়ে 9215 সৌরাষ্ট্র এক্সপ্রেস 16.46। বান্দ্রা টার্মিনাস থেকে 14.50 ছেড়ে 9601 বান্দ্রা-গান্ধিধাম-সয়াজিনগর এক্সপ্রেস 21.23। ভালসাদ 7.15 ছেড়ে 9057 বরোদা এক্সপ্রেস 10.50। আমেদাবাদ 14.45 ছেড়ে 9130 আমেদাবাদ-বরোদা এক্সপ্রেস 17.20। 4.30 ছেড়ে 9024 ফিরোজপুর-মুম্বাই জনতা এক্স নিউদিল্লি 13.45, বরোদা 11.30, মুম্বাই সেন্ট্রাল 20.40। 16.30 হজরত নিজামুদ্দীন ছেড়ে পশ্চিম এক্স 8.30, 16.55 ছেড়ে অগাস্ট-ক্রান্তি রাজধানী এক্স 4.25; নিউ দিল্লি থেকে আসছে রাজধানী এক্স 16.00 ছেড়ে বরোদা 3.23। হজরত নিজামুদ্দিন 11.00 ছেড়ে 2432 রাজধানী এক্সপ্রেস (র. ম.) 22.22; 9020 দেরাদুন-বান্দ্রা টার্মিনাস এক্সপ্রেস দেরাদুন 10.35 ছেড়ে দিল্লি 21.55, বরোদা 20.30, বান্দ্রা 4.35। জয়পুর থেকে আসছে 2956 মুম্বাই এক্সপ্রেস 14.05 ছেড়ে বরোদা 1.34-এ; 2978 মরুসাগর এক্সপ্রেস 10.05 ছেড়ে 22.00। অমৃতসর থেকে ছেড়ে আসা 2926 পশ্চিম এক্স 16.30 নিউ দিল্লি ছেড়ে 3.23। জম্মুতে 11.25 ছেড়ে আসা 2474 জম্মু-তাওয়াই এক্স (বৃ.) 11.45, অমৃতসর 21.30 ছেড়ে আসা গোল্ডেন টেম্পল মেল বরোদা 23.20; 21.50 ছেড়ে গুজরাট মেল 4.36, 23.35 ছেড়ে বাডোদারা এক্স 6.20। আমেদাবাদ থেকে 100 কিমি পার হয়ে আসছে অসংখ্য ট্রেন। চেন্নাই থেকে 9.35 ছেড়ে 6046 নবজীবন এক্স 17.30; চেন্নাই এগমোর থেকে 6125 যোধপুর এক্সপ্রেস 15.15 ছেড়ে বরোদা 23.23, যোধপুর 12.10 এবং সেকেন্দ্রাবাদে 14.45 ছেড়ে 7018 সেকেন্দ্রাবাদ-রাজকোট এক্স (সো.বু.বৃ.) 13.27 মিনিটে। নাগেরকয়েল-এ 11.45 ছেড়ে এবং তিরুবন্তপুরম সেন্ট্রালে 13.20 হয়ে নাগেরকয়েল-গান্ধিধাম এক্স বরোদা 5.02-এ। নাগপুরে 8.30 ছেড়ে 1454 প্রেরণা এক্সপ্রেস (বৃ.) বরোদা 1.50, আমেদাবাদ 4.10। পুরীতে 10.55 ছেড়ে 8403 পুরী-আমেদাবাদ এক্স (ম.বৃ.শ.) বরোদা 2.08; আর 8405 পুরী-আমেদাবাদ এক্স (বু.) 12.00 ছেড়ে ওই একই সময়ে বরোদা পৌঁছচ্ছে।

সড়কপথে বরোদা-মুম্বাই (442 কিমি), দিল্লি (1,039 কিমি), আমেদাবাদ (120 কিমি) প্রভৃতি শহরের সঙ্গে যুক্ত। GST বাস আসছে আমেদাবাদ, গোধরা, সুরাট, দাকোর, নাদিয়াড় প্রভৃতি থেকে বরোদায়। আমেদাবাদ-বরোদার মধ্যে চলে লাক্সারি বাসও প্রতিদিন। স্টেট ট্রান্সপোর্ট স্ট্যান্ড থেকে স্থানীয় দৃশ্য দেখার জন্যেও বাস ছাড়ে প্রতিদিন 14.00-টায়।

কোথায় উঠবেন: অলকাপুরীতে রেসকোর্স রোডে Green Hotel (Ph: 2323111); এখানেই সম্পাৎ রাও কলোনিতে Hotel Savel; রেসকোর্স রোডেই বরোদা হাউসে বিশ্রাম গৃহ বা CH, জুবিলি গার্ডেনে Anand Niwas, ন্যায় মন্দিরের কাছে Krishna Niwas, Srinibas Hotel; লেহরিপুরায় Garden Lodge, Manohar lodge, খরক বাজারে Traveller's Lodge, Coronation Hotel; সুরসাগর ট্যাঙ্কের কাছে Gita Nivas Lodge, Janki Nivas Lodge; সয়াজিগঞ্জে National Lodge, Jagdish Lodge প্রভৃতি ছাড়া আর সি দত্ত রোডে বিলাসবহুল Express Hotel (Ph: 2330960) ১,৬০০-৩,২০০ মধ্যে; এখানেই Welcome Group-এর Hotel Vadodara (Ph: 2330033) ২৬০০ থেকে। মাণ্ডোয়াতে Hotel Sarita ২৫০-৩৫০; সয়াজিগঞ্জে Surya Palace Hotel (Ph: 2330011) S ৬৫০ D ৯০০ SAC ১১০০-১৩৫০ DAC ১৪৫০-১৭৫০; এখানেই কালাঘোড়াতে Sayaji Hotels Ltd. (Ph: 2330088) ৬৫০-১৬৫০; মানেক রাও রোডে নবরং কমপ্লেক্সে Hotel Utsav Pvt. Ltd. (Ph: 2551415) ৫৫০-৯৫০; Hotel Kalyan ২৫০-৩৫০; Hotel Chandan Mahal ১২৫-৩৭৫; স্টেশন রোডে Hotel Gaurav ২৭৫-৪৫০; আর আছে রেলওয়ে RR, ফতেগঞ্জ ক্যাম্পে কেবল থাকার জন্যে DB, সয়াজি পার্কে মিউনিসিপ্যাল RH এবং কিছু ধরমশালা।

কী দেখবেন এখানে : চলুন শুরু করি বাগিচা দিয়ে।

সয়াজি বাগ: কেন যে ব্রিটিশরা বরোদাকে 'সিটি অফ গার্ডেন্স' নাম দিয়েছিল এখানে এলেই তা বোঝা যায়। এমন বাগান ভূভারতে কমই আছে। মহারাজা তৃতীয় সয়াজি রাও গাইকোয়াড় (1863-1939) জনগণকে এই বাগিচা দান করে গেছেন। সুপরিকল্পিত এই বাগানে

গাছগাছালি আর ফুলের সমারোহের মধ্যে কিছুক্ষণ হারিয়ে যাওয়ার আনন্দ উপভোগ করে চলুন পায়ে পায়ে ডানদিকে এগিয়ে **সর্দার প্যাটেল প্ল্যানেটোরিয়ামে** যাই। এশিয়ার প্রথম এই প্ল্যানেটোরিয়ামের মাথাটা কিন্তু গম্বুজের মত নয় (যেমন দেখছেন কলকাতার বিড়লা তারামণ্ডলে), বরং পিরামিডের আকারে। যদি শো দেখেন তো ভালই।

বরোদা মিউজিয়াম: তারপরে চলে আসুন প্রাচ্যদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই যাদুঘরে। এটি এবং আর্ট গ্যালারিটি তৃতীয় সয়াজি রাওয়ের এক অনুপম কীর্তি। এটি নির্মিত হয় 1887-94-র মধ্যে। মহারাজ তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ এখানে দান করেছেন। দোতলায় গির সিংহের ট্যাক্সিডার্মি (খড় ভরে জীবন্ত করে তোলা) দেখে মনে হবে এই বুঝি আপনার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভূগর্ভস্থ কক্ষে গিয়ে দেখতে পাবেন 22 মিটার (72 ফুট) দীর্ঘ একটি তিমি-কঙ্কাল। এই নীল তিমিটি 1944-এ আরবসাগর থেকে মাহি নদীতে ঢুকে পড়েছিল বাচ্চা অবস্থায়। তারপরে আর বেরিয়ে যেতে পারেনি। 72 ফুটের বাচ্চার তারপর মৃত্যু হয়। বস্তুত, এই স্কেলিটন গ্যালারিটি দেখার মত। মূর্তির ঘরে গিয়ে ভাস্কর একেলিসির 'টেম্পটেশন অফ্ ইভ্' মূর্তিতে যে যৌন আবেদন ছড়িয়ে আছে, হাতের আপেল এবং সাপে যে প্রতীক উচ্চারিত আছে— তা আপনাকে বিস্ময়াহত করবে। মিউজিয়ামের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা 20 হাজারেরও বেশি। এঁদের নিজস্ব প্রকাশনাও আছে।

এখানের **আর্ট গ্যালারিটিও** দেখার মত। মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারি মিলে প্রায় 4,000 বর্গমিটার (40,000 বর্গফুট) আয়তনের ভবন দুটি তৈরি করে গেছেন বরোদা রাজ্যের নিজস্ব স্থপতি বি আর এফ চিসোম এবং মেজর আর এন মন্ট। আর্ট গ্যালারিটি 1908-14-এর মধ্যে নির্মিত। উদ্বোধন হয় 1921-এ। দুটিই খোলা 9.00-17.00। প্রবেশ দক্ষিণা নামমাত্র।

চিড়িয়াখানা: সয়াজি বাগের এক প্রান্তে 60 হেক্টর জমি জুড়ে চিড়িয়াখানা-কাম-বোটানিক্যাল গার্ডেন। ছোটরা সত্যিকারের ছোট লোকোমোটিভ ইঞ্জিনে টানা টয় ট্রেনে চড়ে এখানে আনন্দ পায়।

এখান থেকে বের হয়ে বাঁদিকে একটুখানি এগোলেই দেখতে পাবেন **কীর্তি মন্দির**। মন্দিরের চূড়াটি দেখলেই বুঝতে পারবেন এটি অবিমিশ্র হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন। প্রধান শিখরে ব্রোঞ্জের ও পদ্মের কাজে যেন সমগ্র সৌরজগৎ উপস্থিত। ভারতবর্ষ বিশেষ করে দেখা যায় এই প্রভাবে। কীর্তি মন্দিরের উচ্চতা 33 মিটার (110 ফুট)। ভিতরে ঢুকে ডানদিকে দেখতে পাবেন 24 জন গায়কোয়াড় রাজা-রানীর শ্বেতপাথরের মূর্তি। দেওয়ালে রয়েছে নন্দলাল বসুর আঁকা অনবদ্য ফ্রেস্কো— 'গঙ্গাবতরণ' থেকে রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা'র রূপায়ণ। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে 'মহাপ্রলয়ে মহাকাল' ছবিটি। তৃতীয় পর্যায়ে অভিমন্যু, পার্থসারথি ও গান্ধারীকে অবলম্বন করে 5টি ফ্রেস্কো। শেষ পর্যায়ে মীরাবাঈকে নিয়ে 4টি।

এসব দেখার পর ইচ্ছে হলে যাবেন 1910-এ স্থাপিত সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরিতে। তারপর আসুন একটা অটোরিক্সা ভাড়া করে **লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদে**। 60 লক্ষ টাকা দিয়ে তৈরি এই প্রাসাদ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা। গাইকোয়াড় পরিবার এখনো বাস করেন। তাই আগে থেকে অনুমতি নিয়ে সোম ও শুক্রবার ছাড়া 14.00-17.00 মধ্যে দেখার চেষ্টা করুন। এখানে সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র, ব্রোঞ্জ, মার্বেল পাথর, টেরাকোটার ভাস্কর্য, রবি বর্মার পেন্টিং ইত্যাদি দেখুন **ফতে সিং মিউজিয়ামে**। খোলা থাকে এপ্রিল-জুন— 9.00-12.00 এবং 16.00-19.00। আর জুলাই-মার্চ 9.00-12.00 এবং 15.00-18.00। প্রবেশ দক্ষিণা ৫। এবার চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে টলটলে জলেভরা 'সুরসাগর' জলাধারের কাছে। এর আদালত বা **ন্যায়মন্দিরটি** (স্থানীয় লোক বলেন নয়ামন্দির) দেখার মত। এটিরও স্থপতি মিঃ চিসোম। এখান থেকেই যেতে পারেন **দায়** বা **পাওয়াগড়**।

লোথাল

ভারত বিভাগের ফলে ভারত সভ্যতার আদি নিদর্শন মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার সভ্যতা দেখার সৌভাগ্য থেকে ভারতবাসী আজ বঞ্চিত। কিন্তু সেখানে 3,000 খ্রিঃ পূর্বাব্দে যে সভ্যতার সহসা মৃত্যু ঘটেছিল তা আরো প্রায় 500 বছর বেঁচেছিল যেখানে—চলুন সেই 'মৃত্যুর শহর' লোথালে, যেখানে ইতিহাসের সেই প্রত্নযুগের নিদর্শন এখনো দেখতে পাবেন। মাত্র 1954-য় ক্যাম্বে উপসাগরীয় অঞ্চলে সিন্ধুসভ্যতার এই আদি নিদর্শন উৎখননের ফলে ভারতের ইতিহাসে পুনশ্চ একটি নতুন অধ্যায় সংযুক্ত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এখানে খুঁড়ে একটি সুন্দরভাবে পরিকল্পিত শহরের সন্ধান পেয়েছেন। 1.75 কিমি লম্বা এবং 400 মিটার চওড়া এই শহরের বাড়িগুলি বিভিন্ন সারিতে সুসজ্জিত ছিল। স্নানাগারগুলি থেকে জল নিকাশের ব্যবস্থা সুন্দর ছিল। সমস্ত জল ভূগর্ভস্থ নালী দিয়ে নিকাশ হত। সারাগোলা নামে একটি গ্রামের একটি

ঢিবিকে স্থানীয় লোকে নাম দিয়েছিল লোথাল— গুজরাটি ভাষায় যার অর্থ 'মৃত'। সিন্ধীভাষায় মহেঞ্জোদড়ো শব্দটির অর্থ 'মৃতের ঢিবি'। সাধারণ লোকের ধারণা লোথালে মৃতদের সমাহিত করা হত। এখানে একটি 216 মিটার (700 ফুট) লম্বা ও 35 মিটার (113 ফুট) চওড়া ও 5 মিটার (16 ফুট) উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা জাহাজঘাটির আবিষ্কারের ফলে এখানের ব্যবসাবাণিজ্য ও সমৃদ্ধির কথা অনুমান করতে পারি। এখান থেকে মেসোপটেমিয়া ও মিশরে ব্যবসাপত্র চলত। অ্যাসিরীয় টেরাকোটা, মিশরীয় মমি ইত্যাদিব আবিষ্কার ঘটেছে।

যদি ট্রেনে আসতে চান তবে আমেদাবাদ-বোটাড/ভাবনগর মিটার গেজ লাইনের ট্রেনে চড়ে (আমেদাবাদ থেকে 7.25, 15.25, 17.30; লোথাল থেকে 6.25, 7.34, 16.13) আমেদাবাদ থেকে 95 কিমি দূরেব লোথাল নামুন। সেখান থেকে আসুন ভুরকিতে মোটামুটি ঘণ্টা চারেকের পথ পার হয়ে। দিনে দুবার বাস আসছে আমেদাবাদ থেকে লোথালে। তারপর হাঁটতে হবে প্রায় 8 কিমি পথ। একটু কষ্ট হলেও এমন নিদর্শন দেখাও সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে এখন মিটারগেজ থেকে ব্রডগেজে রেললাইন রূপান্তরের কাজ চলছে। সে কারণে ট্রেন চলাচলের খবর আগে থেকে জেনে নেওয়া দরকার। আমেদাবাদ থেকে একটা দিনে বেড়িয়ে দেখার এর চেয়ে আদর্শ জায়গা হতেই পারে না। যদি থাকতেই চান তবে TCGL-এর Toran-এ D ২৫০ বা ডর্মি ৬০ বিনিময়ে থাকতে পারেন। প্রাচীন ভারত সভ্যতার বিস্ময়কর নিদর্শন দেখে আপনার জীবন সার্থক হবে।

গুজরাট পর্যটনের প্যাকেজ ট্যুরেও আমেদাবাদ থেকে এখানে ঘুরে যেতে পারেন।

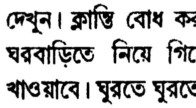
সপুতারা

গুজরাটের এই শৈলশহরটি সহ্যাদ্রি পাহাড়ে 873 মি উঁচুতে অবস্থিত। আদিবাসীদের আরণ্যক স্বভাব আর এখানের অরণ্য প্রকৃতিতে এক আশ্চর্য মিতালি। সবুজ ঘন বনানীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে দেখুন এখানের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রক্তিমতার সৌন্দর্য, ঘুরে বেড়ান ইকো পয়েন্টে আর প্রতিধ্বনি আপনার কথার উত্তর দিয়ে যাক ক্রমাগত ব্যঙ্গ করে, যাদুঘরের প্রত্নবস্তু বাড়িয়ে দিক আপনার জানার পরিধি, নাগেশ্বর মহাদেব মন্দির আপনার মনে এনে দিক আধ্যাত্মিক শান্তি। সর্পপূজা উৎসব দেখতে যদি আপনি সর্পগঙ্গা নদীর পাশে উপস্থিত থাকেন, সেও এক মনোরম অভিজ্ঞতা। জলপ্রপাতের জলবিন্দু আর রামধনু দেখে আপনি ঘুরে আসতে পারেন পূর্ণা অভয়ারণ্যে হরিণ-ময়ুর-পাখি দেখতে।

এখানে আসতে হলে অবশ্য আপনাকে নামতে হবে নাসিক রোডে (মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত)। হাওড়া থেকে 2321 আপ মুম্বাই মেল, গীতাঞ্জলি এক্স প্রভৃতি ট্রেন এখানে থামে। এখানে নেমে বাসে 82 কিমি চড়ে সপুতারা আসতে পারেন। বাস আসছে মুম্বাই, সুরাট ও 400 কিমি দূরের আমেদাবাদ থেকে। TCGL-এর Toran Hill Resort (Ph: 237226) DB Dlx (AP) ৬০০ (AP) ৫৫০ ডর্মি ৭৫, পঞ্চায়েত RH, Forest Log Hut-এও এসে উঠতে পারেন।

নল সরোবর

আপনি কি পাখি ভালবাসেন? তবে আপনার জন্য একটা সুখবর আছে। আমেদাবাদ থেকে বাসে চড়ে 64 কিমি পার হয়ে আসুন নল সরোবরে। 1960 থেকে এটি পর্যটন তালিকাভুক্ত হয়েছে। গুজরাটের অন্য পাখিরালয় নারায়ণ সরোবর কচ্ছের রাজধানী ভুজ থেকে 160 কিমি দূরে। এটি পাকিস্তান বর্ডারের কাছে, যাতায়াতেরও খুব অসুবিধে। তাই নল সরোবরটিই অনেকের প্রিয়। নিচু জমিতে জমা জলে 116 বর্গকিমি একটি বিশাল হ্রদের সৃষ্টি করেছে। এখানে বেড়াতে আসুন অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এলে দেখতে পাবেন দূর আলাস্কা, সাইবেরিয়া, তিব্বত থেকে পরিযায়ী পাখিরা এসে কেমন করে বাসা বেঁধেছে। ডিম পেড়ে, বাচ্চা ফুটিয়ে যথাসময়ে এরা চলে যায়। বহু প্রজাতির মধ্যে গোলাপি পেলিকান, ফ্লেমিংগো, সাদা সারস, নানা জাতের হাঁস, বক, হিরন, এভোসেট, দীর্ঘচঞ্চু কারলিউ দেখার মত। গোটা হ্রদ জুড়ে নানা বেট বা দ্বীপ। সরকারি বা বেসরকারি (ভাড়া কম) নৌকো চড়ে ঘুরে ঘুরে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে পাখি দেখুন। ক্লান্তি বোধ করলে নৌকোর মাঝি যেচে তাদের ঘরবাড়িতে নিয়ে গিয়ে আদর করে চা তৈরি করে খাওয়াবে। ঘুরতে ঘুরতে দ্বীপের ভুরেন ও হিংলাজ মাতার মন্দির দেখে নিতে পারেন।



এখানে থাকার জন্যে হ্রদের ধারে আছে সুন্দর RH এবং জিপসি কটেজ। লাগোয়া ক্যান্টিনে পাবেন আমিষ, নিরামিষ খাবার। চা-জলখাবার সব সময়ে পেলেও খাবারের অর্ডার আগে থেকেই দিয়ে দেবেন।

RH-এ 11 খানা 2B,3B,4B,5B ঘর আছে। শনি / রবি/ ছুটির দিনে ভাড়া বেশি। বুকিং 12 ঘন্টার জন্যে 7.00-19.00। জিপসি কটেজে বুকিং 24 ঘন্টার জন্য। একটা রাত কাটিয়ে রাতের চাঁদ ও তারা, দিনের পাখি ও হ্রদ এবং ভোরের ঘুমভাঙা চোখে হ্রদের ছোট্ট ঢেউয়ের শিহরণ ও পাখির কাকলিতে বুঁদ হয়ে যান।

মধেরা : এখানে আসুন সূর্যমন্দিরটি দেখতে আমেদাবাদ থেকে 106 কিমি বাসে চড়ে। 40 কিমি দূরের মাহেসানা থেকেও এখানে আসতে পারেন (এর পরেই দেখুন)। এই বিখ্যাত সূর্যমন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন সোলাঙ্কিরাজ ভীমদেব 1027-এ। এখন মন্দিরটি ভেঙে পড়েছে। কিন্তু যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটিই সোলাঙ্কি শিল্প ও স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কোনারক সূর্যমন্দিরের সঙ্গে কোথায় এর একটা সাদৃশ্য আছে। অবশ্য এটি আরো 100 বছরের পুরনো। মন্দিরের নীচে একটা পুষ্করিণী আছে। মন্দির থেকে সেখানে যাবার সময় একটা অদ্ভুত খিলান-যুক্ত দরজা পার হতে হয়। দরজাটি নিপুণভাবে খোদিত। প্রধান মন্দিরেব ছাদ ভেঙে গেছে কিছুটা। এর মধ্য দিয়েই সূর্যরশ্মি এসে পড়ে ভিতবের খোদাই কাজগুলিতে ও মূর্তিগুলির উপর। সূর্যদেবেব মূর্তি এখন নেই। কিন্তু যখন ছিল তখন 21 মার্চ ও 23 সেপ্টেম্বর সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্যকিরণ মূর্তির গয়ে এসে পড়ত। কুণ্ড চত্বরে আছে 108টি ছোট ছোট মন্দির। মন্দিরের গায়ের চিত্রাবলি জীবন-রসিকতায় পূর্ণ— মিথুন মূর্তিও আছে। থাকার জন্যে পঞ্চায়েত GH ও ধরমশালা আছে। অবশ্য মাহেসানা থেকে এলে সেদিনই সেখানে ফিরে যেতে পারবেন।

মাহেসানা

উত্তর গুজরাটের এই ছোট শহরটি বেশ ছিমছাম। এখানে আমেদাবাদ থেকে ট্রেন আসছে 68 কিমি পার হয়ে ঘণ্টা দুয়েকের সময় নিয়ে। সকাল 5.45, 7.45, 18.00, 21.30 এবং 22.45 মিনিটে ছেড়ে। আমেদাবাদ দিল্লি মেল 8.20 ছেড়ে মাহেসানা 10.20 পৌঁছছে। ট্রেন আসছে যোধপুর, আগ্রা, দিল্লি প্রভৃতি স্থান থেকেও। এখানে দেখার কিছু নেই। তবে এখান থেকেই আগে যে মধেরার কথা বলেছি সেখানে এবং বেচারাজি, অম্বাজি ও তারাঙ্গায় যাওয়ার সুবিধে। মধেরা থেকে 14 কিমি দূরের গ্রাম বেচারাজি। বাসে চড়ে আসুন। দেবী বেচারা (দুর্গা?)-র নামে গ্রামের নাম। বৃহৎ মন্দির— কোথাও আড়ম্বর নেই— কিন্তু ভক্তদের জন্যে যেন উন্মুক্ত হৃদয়। প্রাঙ্গণটি শান বাঁধানো ও খুব চওড়া। মন্দিরের স্থাপত্যে জৈন প্রভাব লক্ষ করা যায়। জনশ্রুতি যে, একজন বেচারা বা সাধারণ লোক একটি খেত থেকে এই দেবী মূর্তিটি কুড়িয়ে পেয়েছিল— তাই নাম বেচারাজি। দেবীর সপ্তাহের 7 দিনে সাত বাহন— বাঘ, ময়ূর, হাতি ইত্যাদি। বন্ধ্যা নারীরা এখানে সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানান। প্রাঙ্গণটি নবরাত্রি, হোলি প্রভৃতি উৎসবে 'গরবা' নাচে মুখর হয়ে ওঠে। নিঃসন্তান নারী এই নাচে 'মধ' বা কাঠের ছোট একটি (মধ থেকেই কি মধেরা?) মন্দির নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। তাঁকে ঘিরে নাচবেন অন্য মহিলারা মাথায় গরবা বা মাটির সরা ঢাকা প্রদীপ নিয়ে। 'গর্ভদীপ' থেকেই কি গরবা কথাটি এসেছে?

বেচারাজি যেদিকে তার উলটোদিকে **তারাঙ্গা পাহাড় ও অম্বাজি**। তারাঙ্গা হিল রেল স্টেশন মাহেসানা থেকে 57 কিমি। রেল স্টেশন থেকে 3 কিমি দূরে পাহাড়ের মাথায় অজিতনাথের মন্দিরটি জৈনদের দ্বিতীয় জিনের। মন্দিরের গায়ে অপূর্ব ভাস্কর্য। প্রতি প্যানেলেই একটি নারী বিশেষ ভঙ্গিমায় উপস্থিত। মিথুন মূর্তিও আছে। তবে সেগুলি কার্নিসের নীচে খাঁজকাটা থামের আড়ালে কৌশলে খোদিত। মন্দিরের পাশে RH ও ধরমশালা আছে। খাবার জন্যে 'ভোজনালয়ে' আগেই টিকিট কেটে রাখুন। বাসে আসুন— একেবারে মন্দিরের সামনে থামবেন।

এই পথে আরো 45 কিমি উত্তর-পূর্বে গিয়ে বাসে চড়ে **অম্বাজির মন্দিরে** পৌঁছান। অরাসুর পাহাড়ের এই মন্দিরে RH ও ধরমশালা অনেক আছে। একদিনে দুটি দেখার প্রোগ্রাম করছেন কি? তবে অম্বাজিতে থাকার জন্যে ভেবে রাখুন।

পাটন : একদা গুজরাট সভ্যতার কেন্দ্রভূমি পাটনের আনহিলওয়াড়া নগরে সোলাঙ্কি রাজপুতদের রাজধানী ছিল। এখানে 108টি জৈন ও 1টি জৈন পুঁথির লাইব্রেরি আছে। কিন্তু এটি এখন বিখ্যাত হয়ে আছে তাঁতের কাপড়ের উপর পাতোলার কাজের জন্য। এর নাম ইংরেজিতে টাই-অ্যান্ড-ডাই, বাংলায় বাঁধনির কাজ। নেবেন নাকি 'বাড়ির' জন্যে একখানা শাড়ি? তবে চলে আসুন আমেদাবাদ থেকে 133 কিমি বাসে চড়ে বা মধেরা থেকে 30 কিমি বাসে এসে। ট্রেনে এলে মাহেসানায় নেমে 34 কিমি বাসে।

সিদ্ধপুর : সুযোগ করতে পারলে সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত এই নগরে আসুন মাহেসানা থেকে 34 কিমি এসে রুদ্রমলের ভাঙা মন্দিরটি দেখতে। সোলাঙ্কি রাজা মূলরাজ এটি 10 শতকে তৈরি করেন এবং 1297-এ আলাউদ্দিন

খিলজি করেন ধ্বংস। অনেকেই এই ধ্বংসাবশেষ থেকে স্মারক হিসাবে পাথর তুলে নিয়ে যান। তবে না নেওয়াই উচিত! কথা প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি আমেদাবাদ থেকে 64 কিমি দূরের আনন্দ শহরেই বিখ্যাত আমূল দুধের প্রতিষ্ঠান।

ক্যাম্বে : আনন্দের 50 কিমি দূরে ক্যাম্বে একটি ঐতিহাসিক শহর। 913 খ্রিস্টাব্দে আরব পরিব্রাজক মাসুদির লেখায় এর প্রাচীনত্বের প্রমাণ রয়েছে। মুসলমান লেখকদের মতে এটি ছিল হিন্দের প্রথম শহর। 1304-এ আলাউদ্দিন খিলজির আক্রমণে এই শহর ও অনেক মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরে পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরেজরা এখানে অধিকার স্থাপন করে। প্রাচীন এই বন্দর এগেট (agate) পাথর কাটা ও পালিশ করার জন্য বিখ্যাত। বিখ্যাত এখানের তাঁতের কাপড়ও। এখন ক্যাম্বে উপসাগরে খনিজ তৈল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হওয়ায় এর গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

দাভয় : বরোদা থেকে 32 কিমি দূরে দাভয় একটি প্রাচীন নগর। ট্রেনে বা বাসে আসা যায়। ট্রেনে এলে মিয়াগ্রাম স্টেশন থেকে ন্যারো গেজের ট্রেনে আসুন। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এই নগরের চারপাশে কয়েকটি প্রবেশদ্বার আছে, তার মধ্যে বরোদা-দ্বারটি 10 মি (33 ফিট) উঁচু। এর গায়ে আছে বিষ্ণুর পাথর-খোদাই মূর্তি। হীরাদ্বার 12 মি (40 ফিট) উঁচু— এর গায়েও সূক্ষ্ম কাজ আছে। নগরে আছে **বৈজনাথ** এবং **কালিকা মাতার** সুন্দর খোদাই করা মন্দির। আর আছে একটি প্রাচীন দুর্গ অনহিলবাড়া, পাটনের জয়সিংহ সিদ্ধরাজ কর্তৃক নির্মিত।

পাওয়াগড় : বরোদার 75 কিমি দূরে মোটর রাস্তার উপর এখানের পাহাড় শীর্ষে পাওয়াগড় একটি দুর্গ। পাহাড়টি 930 মি (3,050 ফিট) উঁচু। হঠাৎ সমতল ক্ষেত্র থেকে উঠে গেছে বলে পাহাড়টি খুব উঁচু দেখায়। এখানে থাকার জন্য হোটেল, স্যানাটোরিয়াম, ধরমশালা আছে। এই পাহাড়ের পাদদেশে আছে **চম্পানের** নগরের ধ্বংসাবশেষ। এখানে বেশ কয়েকটি মসজিদের মধ্যে জামা মসজিদ, বোরা মসজিদ দেখতে ভালই লাগে।

পাওয়াগড় পাহাড়ে ওঠার সময় আপনি দেখতে পাবেন মেদিতালাও ও বুরিয়া দরোজার ধ্বংসাবশেষ। দেখতে পাবেন ঢালের গা-লাগাও চম্পাবতী প্রাসাদের 3টি তলা। আরো ওপরে ওঠে মাঝামাঝি জায়গায় **মাছি হাবেলি**। তার উপরে দুর্গ প্রাচীর। পাহাড়ের চূড়ায় **ভবানী মন্দির**। দেখুন মদন শাহ্ ফকিরের সমাধি। ভোরে বের হলে একদিনেই সব দেখে আবার বরোদায় ফিরে আসতে পারেন।

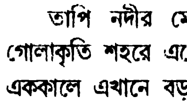
থাকার জন্য আছে পাওয়াগড় মাঞ্চিতে TCGL-এর Hotel Champaner (Ph: 245 641) DAC ৫৫০, DAB ১৫০-৪৫০, ডর্মি ৭৫।

ব্রোচ/ভারুচ: বরোদা থেকে 70 কিমি দক্ষিণের এই প্রাচীন শহরটি ভৃগুমুনির নামানুসারে ভৃগুকচ্ছ/ ভরুকচ্ছ নামেও পরিচিত। পেরিপ্লাসের বইয়ে এর নাম 'বারুগাজা'। নর্মদা নদীর মোহনায় এই প্রাচীন বন্দর শহরে ভৃগুমুনির একটি মন্দির আছে। এখানে একসময়ে কাঠের জাহাজ নির্মিত হত। এখানের দুর্গটি নদীর ধার থেকে অনেকখানি উঁচুতে অবস্থিত। এর পূর্বদিকে জামা মসজিদ গড়ে উঠেছে কতকগুলি জৈন মন্দির ধ্বংস করে। উঁচু বাগানটি থেকে নীচের জলধারা দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। দুর্গের কাছে পার্শিদের টাওয়ার অফ সাইলেন্স দেখুন। মৃত্যুর পর শবদেহ এখানে রাখা হয় শকুন ভক্ষণের জন্যে। থাকার জন্যে DB আছে।

এখান থেকে 16 কিমি দূরে নর্মদার তীরে আছে **শুক্লতীর্থ**। এখানে বিষ্ণুর একটি মন্দির আছে।

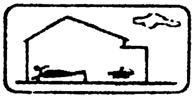
সুরাট

তাপি নদীর মোহনার কাছে দক্ষিণ কূলে এই গোলাকৃতি শহরে এলে মনে হবে যেন ছবি দেখছেন। এককালে এখানে বড় বড় জাহাজ এসে ভিড়ত দেশ-বিদেশের পণ্য বয়ে এনে। 9 কিমি লম্বা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এই শহরে ঢোকার জন্যে 12টি প্রবেশ পথ ছিল। নানা প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক দুর্যোগের সাক্ষী সুরাটে ইংরেজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় 1842-এ। একদা উন্নত এই শহর ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে কারণ মুম্বাই শহর তখন গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। 1889-এর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও পরে তাপি নদীর জলপ্লাবন যে ক্ষতি করতে পারেনি, তা করে প্রতিদ্বন্দ্বী আর এক শহর।



সুরাটে **ট্রেন** আসছে মুম্বাই থেকে 263 কিমি পাড়ি দিয়ে 5.45, 6.25, 7.55, 17.10, 17.55, 19.35, 20.25, 21.50 ও 23.35 ছেড়ে ঘণ্টা সাতেকের সময় নিয়ে। ট্রেন আসছে দিল্লিতে 7.25, 12.55, 16.30, 21.35 ও 21.55 ছেড়ে প্রায় 17 ঘণ্টায় 1126 কিমি দূরত্ব পাড়ি দিয়ে। এছাড়াও ট্রেন পাবেন দেরাদুন, অমৃতসর, জম্মু-তাওয়াই, চেন্নাই, তিরুবনন্তপুরম, কোচি, সেকেন্দ্রাবাদ থেকেও। **হাওড়া**

থেকে আমেদাবাদ এক্স চেপে সরাসরি এখানে আসতে পারবেন। আরো আসছে হাপা, ওখা, রাজকোট, পোরবন্দর, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্টেশন থেকেও। শেষেরগুলি থেকে **বাস**ও আসছে।



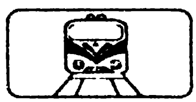
এখানে **মাথাগোঁজা** আর পেট ভরানোর জন্যে ভারতী পার্কের কাছে Holiday Inn (Ph. 2666565) ২১২৫-৪৫২৫; ভারাচা রোডে বৈশালী সিনেমার কাছে Hotel Oasis (Surat) Pvt.Ltd. (Ph: 2641124) ৪২৫-৭৫০, মোতি রাঘবজি মিল কম্পাউন্ডে (লাল দরোজা) Hotel Rohit International(Ph: 233993) ৩০০-৬০০; রিং রোডে টেক্সটাইল মার্কেট Tex Palazzo Hotel (Ph. 2623018) ৬৫০-১১২৫; এছাড়া আছে Hotel Amar ২২৫-৩৭৫; Simla Guest House ২২৫-৩৭৫, Sarvajanik Hotel ২২৫-৩৫০; Satkar, Apsara, Central, Omkar, Amisha প্রভৃতি হোটেল। আছে PWD DB-ও।

দেখার মতো স্থানগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি মসজিদ ও মকবরা আছে। খোয়াজো দীওয়ান সাহেবের মসজিদটি দেখুন। সামি মসজিদটি নির্মাণ করেন খুদাবন্দ খাঁ সামি। পার্শিরা এখানে 1823-এ দুটি অগ্নিমন্দির নির্মাণ করেন। স্বামীনারায়ণের বিশাল মন্দিরটি নির্মাণ করেন বল্লভাচারী হিন্দুগণ। এই মন্দিরের বিরাট 3টি সাদা গম্বুজ সুরাটের যে কোনো জায়গা থেকেই দেখতে পাবেন। জৈনদের নির্মিত মন্দিরের সংখ্যা প্রায় 50। সুরাটের দুর্গ ছাড়া এখানের সবচেয়ে সুন্দর দ্রষ্টব্য হল নদীগুলি। বড় বড় পালতোলা নৌকো যখন ঢেউয়ের তালে নাচে তখন সে এক অনুপম দৃশ্য। সুরাট বিখ্যাত তার সোনা-রুপোর সুতোয় জরির কাজ করা বস্ত্রের জন্যেও। সংগ্রহ করতে ইচ্ছে হবে আপনার এখানের চন্দন কাঠের জিনিসও। ঘূর্ণায়মান রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়ার দুর্লভ আনন্দও পাবেন এখানে।

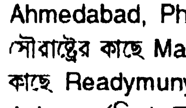
মুম্বাই থেকে 178 কিমি উত্তরে **উদভাড়া** পার্শিদের তীর্থস্থান। পারস্য থেকে আনা প্রাচীনতম অগ্নি এখানের **অগ্নিমন্দিরে** রক্ষিত। পার্শিরা প্রথম পদার্পণ করেছিলেন একটু দূরে **সনজনে** 745 খ্রিস্টাব্দে।

পালিতানা

শত্রুঞ্জয় পাহাড়ের নীচে দিয়ে যেখানে শত্রুঞ্জয় নদী দক্ষিণে বয়ে যাচ্ছে সেখানের মন্দিরময় পালিতানায় গিয়ে 863টি মন্দির দেখার এক দুর্লভ সুযোগ নেবেন কিনা ভেবে দেখুন। একটা পাহাড় চূড়োয় 863টি মার্বেল পাথরের মন্দির— ভাবতেই বিস্ময় জাগে! সূর্যাস্তের পর এই পাহাড়ে যখন আর কেউ থাকে না— এমনকি পুরোহিতরাও, তখন কী জানি— শুধু দেবতারা সেখানে কী করেন! 900 বছর ধরে ধীরে ধীরে এই মন্দিররাজি গড়ে উঠেছে —প্রায় হাজার বছর ধরে তাই তীর্থযাত্রীদের আগমনে এই পাহাড় ধন্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে এত বড় জৈন তীর্থ বুঝি ভূভারতে আর নেই। প্রতি জৈনের জীবনের একটি চরম প্রার্থনা এখানের মন্দিরে আসা আর সম্ভব হলে একটি জৈন মন্দির নির্মাণ করা। তাঁদের শ্রদ্ধাই আজ মন্দির আকারে মূর্তি পেয়েছে। সূর্যরশ্মিতে উজ্জ্বল এই স্বপ্নালু শহরের মন্দির চূড়োয় দেখবেন যেন মন্দিরগুলোর চূড়ো হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি— এমনি তার শুভ্রতা, এমনি তার লাবণ্য, এমনি তার স্থাপত্য আর কারুকার্য।



কেমন করে আসবেন . যদি **বিমানে** আসতে চান তবে 56 কিমি দূরের ভাবনগর বিমানক্ষেত্রে নামুন— তারপর গাড়িতে বা বাসে। **ট্রেনে** এলে পশ্চিম রেলপথের মিটার গেজ লাইনের ট্রেনে (ভাবনগর-সুরেন্দ্রনগর শাখা) চড়ে পালিতানা স্টেশনে নামুন। সকাল, দুপুর ও সন্ধেতে ট্রেন পাবেন। বাসও পাবেন, ভাবনগর থেকে দূরত্ব 56 কিমি। GSTC-র বাস আসছে 215 কিমি পার হয়ে আমেদাবাদ ছাড়া রাজকোট, জামনগর, বরোদা এবং সুরাট থেকে। স্থানীয়ভাবে পাবেন টাঙা। ভাড়ার ঠিক নেই, দরদস্তুর করে নিতে হবে।



কোথায় উঠবেন . থাকার জন্যে TCGL-এর Toran Sumeru হোটেল আছে স্টেশন রোডে (Ph: 253237) D ৫৫০, DAC ৭৫০, ডর্মি ৬০, (রিজা: ম্যানেজার অথবা / Ex. Officer, Tourism Corporation of Gujarat, HK House, Ashram Road, Ahmedabad, Ph: 26589683); স্টেট ব্যাঙ্ক অফ সৌরাষ্ট্রের কাছে Mahavir Lodge, পাওয়ার হাউসের কাছে Readymuny GH, স্টেশনের কাছে Pathik Ashram (রিজা: Taluk Development Officer), RR ইত্যাদি আছে। কয়েকটি ধরমশালাও পাবেন: চাঁদভবন, হিন্দু সর্বজনী, কল্যাণভবন, শত্রুঞ্জয়, বিহার দিগম্বর, অগ্রওয়াল, জৈনদের জন্য নরসিনাথ প্রভৃতি। বেড়াতে আসার **সেরা সময়** অক্টোবর থেকে এপ্রিল।

কী দেখবেন এখানে : জৈন মন্দিরসমূহ : এখানের পবিত্রতম মন্দির হল প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর **আদিশ্বরের**

মন্দিরটি। এছাড়া কুমারপাল, বিমল শা, সম্প্রীতিরাজ, চারমুখ প্রভৃতি মন্দিরও দেখার মত। চারমুখ 17 শতকে তৈরি চারমুখো একটা মন্দির— চারদিক থেকেই আদিনাথের একটি চতুর্মুখ মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের সংগৃহীত রত্নরাজি দেখার মত। যদি দেখতে চান তবে 9.00-15.00 মধ্যে হিল ইন্সপেক্টর বা আনন্দজি কল্যাণজি ট্রাস্টের ম্যানেজারের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি সংগ্রহ করে নিন, এঁরা গাইডের ব্যবস্থাও করেন, মুনিমজিব সঙ্গে দেখা করুন। মার্চে দোলের সময় এখানের বড় উৎসব ফাগায়োন সুদ ও কার্তিক পূর্ণিমার উৎসব। পাহাড়ের পাদদেশে অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে রয়েছে অগম মন্দির, বাবুর মন্দির এবং যার গম্বুজে রঙিন কাচের দর্পণের যাদু রয়েছে সেই মিরর টেম্পল দেখার মতো। এসব দেখার জন্য বেশ কিছু ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে— সময় লাগবে উঠতে ঘণ্টাদেড়েক, নামতেও আধ ঘণ্টার মত। অবশ্য উঠবার জন্যে পাহাড়ের নীচে ডুলিও পাবেন ভাড়া। নীচে থেকে মন্দির পর্যন্ত প্রায় 4 কিমি পথ। যেতে হবে সকাল 7.00 থেকে সন্ধে 7.00 মধ্যে।

আদিশ্বর মন্দিরের কাছেই আছে মুসলমানদের তীর্থভূমি অঙ্গার পীরের মাজার। এখানে বন্ধ্যা রমণীরা ছোট্ট ছোট্ট দোলনা মানত করে পীরের কাছ থেকে সন্তানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

আরো একটা দেখার মতো ব্যাপার পালিতানায় আছে। এখানে অন্তত গুটিছয়েক কারখানা রয়েছে, যেখানে হারমোনিয়ামের উৎকৃষ্ট রীড তৈরি হয়। অনুমতি নিয়ে দেখুন— বেশ ভাল লাগবে!

ভাবনগর: 1713-য় প্রতিষ্ঠিত গুজরাটের দক্ষিণ- পূর্ব উপকূলের এই শহর এখন একটি প্রাণচঞ্চল বাণিজ্যক্ষেত্র। একদা রাজকীয় এই শহর এখন তুলা রপ্তানির একটি প্রধান কেন্দ্র। ছোট এই বন্দরটিতে দেখার ও থাকার মত জায়গার অভাব নেই।

এখানে **বিমানক্ষেত্র** আছে— মুম্বাই থেকে উড়ে আসতে পারেন সোজা। মুম্বাই-এর 761 কিমি দূরের এই **রেল স্টেশনে** মুম্বাই ভায়া আমেদাবাদ এবং ভায়া বীরগ্রাম (788 কিমি) আসা যায়।

আর **সড়ক পথে** ভাবনগর থেকে মুম্বাই 741 কিমি, শিহোর হয়ে আমেদাবাদ 212 কিমি এবং বাবরা হয়ে রাজকোট 166 কিমি। **বাস** আসছে GSTC-র বাস আমেদাবাদ, রাজকোট, পালিতানা, বরোদা, জুনাগড়, সোমনাথ এবং জামনগর থেকে। পালিতানা থেকে মাত্র 56 কিমি।

এখানে **থাকার জন্যে** সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে Hotel Apollo (Ph: 225251) ৪৫০-১৫০০; Welcome group-এর Nilambag Palace (Ph: 224241) ৩৫০০-৫৫০০; পিল বাগিচার পিছনে Jubilee Hotel (Ph: 220045), পিল বাগিচার উলটোদিকে Blue Hill Hotel (Ph. 2426951) ৭৫০-২৫০০; ডায়মন্ড চকে Hotel Topmost, ঘোগা গেটের কাছে Evergreen Hotel, পথিক আশ্রমের কাছে Kashmir Hotel, Mahavir Lodge, Gupta Lodge, Takhte Khurshed Hotel প্রভৃতি ছাড়া CH-অতিথি গৃহ (রিজা: Ex-Engr, PWD Bhabnagar Divn.), Majiraajwadi GH (রিজা: ঐ), Pathik Ashram (রিজা: ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত অফিস, মোতিবাগ), RR ইত্যাদি ও তখতেশ্বর ধরমশালা, স্টেশন রোড ধরমশালা, জৈন ধরমশালা ইত্যাদি আছে। আছে কয়েকটি ভাল রেস্টুরেন্টও।

এখানে দেখুন 1895-এ স্থাপিত **বার্টন মিউজিয়ামে** পুরাকালের অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম, মুদ্রা প্রভৃতি। 1963-তে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কর্তৃক উদ্বোধিত **গান্ধি স্মৃতিতে** গান্ধির স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া একটি গ্রন্থাগার ও মিউজিয়াম। লাইব্রেরিতে গান্ধিজির নিজের ও গান্ধি-সংক্রান্ত বইপত্র ছাড়া গান্ধিজির ছবি ইত্যাদি রয়েছে। সোমবার বন্ধ। চমৎকার এক বাগিচা সমেত **গৌরীশঙ্কর লেকটি** দেখলে মন জুড়িয়ে যাবে। এখানে ছোটদের জন্যে একটা **তারামণ্ডল** রয়েছে। অনতিদূরে পাহাড় চুড়োয় রয়েছে **তখতেশ্বরের মন্দির**। এখানে দাঁড়িয়ে চারপাশের দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে। সময় থাকলে বল্লভভাই প্যাটেল বাগে ঘুরে বেড়ান — সংসারের জ্বালা থেকে দু-দণ্ড স্বস্তি পাবেন। এখানের পুলে সাঁতার কাটুন অথবা রেস্তোঁরায় বসে পানীয় গ্রহণ করুন।

রাজকোট

একদা রাজকোট রাজাদের রাজধানী ছিল এই রাজকোট শহরেই! এখন এটি ক্রমবর্ধমান শহর। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ব্রিটিশ সরকারের এটিই ছিল সদর দফতর। ভারতীয় রাজকুমারদের শিক্ষিত করার জন্য এখানে 1870-এ রাজকুমার কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। এখন অবশ্য এটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। তবে রাজকোট বিখ্যাত হয়ে আছে গান্ধিজির বাল্যস্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত থাকার কারণে। দেওয়ান পিতার সঙ্গে গান্ধিজির শৈশবের কয়েকটি বছর এখানেই কাটে।

আত্মস্মৃতিতে 'রাজকোট হইতে পোরবন্দর' শীর্ষক অংশটি নিশ্চয়ই পড়েছেন।

কেমন করে আসবেন · প্রতিদিনই IA-র একটি **বিমান** আসছে মুম্বাই থেকে রাজকোট বিমানবন্দরে 50 মিনিটের পথ পার হয়ে। **ট্রেন** পথে রাজকোট পশ্চিম রেলপথের আমেদাবাদ-হাপা ব্রডগেজ লাইনের একটি স্টেশন। মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে ট্রেন আসছে আমেদাবাদ হয়ে 7.55 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র-এক্স 1.25, 16.15 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র জনতা এক্স 7.50, 20.25 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র মেল 10.40-এ। আমেদাবাদ থেকে আমেদাবাদ-রাজকোট ইন্টারসিটি এক্স 11 45 ছেড়ে 16.40। রাজকোটে ট্রেন ছাড়ছে 10.00 পৌঁছয় 14.55, ওখাতে 5.45 ছেড়ে 9265 এক্স 10 45, পোরবন্দরে 20.00 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র এক্স 00 33।

রাজকোটে আরো আসছে জব্বলপুর থেকে 12 15 ছেড়ে 1464 রাজকোট এক্স (ম. বৃ. বাদে) ভূপাল 18.20, আমেদাবাদ 7.55, রাজকোট 13 15। আবার 1466 রাজকোট 13.15। আবার 1466 রাজকোট এক্স (ম.বৃ) জব্বলপুর 8.45 ছেড়ে ওই একই সময়ে এখানে পৌঁছচ্ছে। সেকেন্দ্রাবাদ থেকে 11.00 ছেড়ে 7017 সেকেন্দ্রাবাদ-রাজকোট এক্স (ম.বৃ.শু.) এখানে পৌঁছয় 5.05। কোয়েম্বাটোর থেকে কেবল রবি 6613 রাজকোট এক্স 3.30 ছেড়ে এখানে 5.05। GSTC-র **বাস** আসছে রাজ্যের নানা শহর থেকে।

সড়কপথে মুম্বাই 798 কিমি, জুনাগড় 101 কিমি, আমেদাবাদ 216 কিমি। আসার **সেরা সময়** অক্টোবর থেকে মার্চ। স্থানীয় ভাবে ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, টাঙা ইত্যাদি পাবেন।

কোথায় উঠবেন রেল স্টেশন থেকে 4 কিমি দূরে ক্যানাল রোডে Hotel Aditya (Ph 228451) ৩৫০-১১৫০; ক্যানাল রোডে Hotel Jayson (Ph · 226404) ৩২৫-১০৫০ ; কনক রোডে Hotel Kavery (Ph: 231107) ৪৭৫-১,৮০০; ফুলছাও চকে Hotel Royal Inn (Ph· 241670) ৪২৫-১০২৫ ; KSVG রোড, মিলপাড়া-5-এ Hotel Tulsi (Ph: 231731) ৩৫০-৭৫০; 37 কর্ণপাড়ায় Samrat International (Ph: 222275) ৩৫০-৮৫০ ; জওহর রোডে The Galaxy Hotel (Ph: 255981) ৬৫০-২,১৫০। এছাড়াও S ২২৫-৩৫০ মধ্যে মধ্যবিত্তের হোটেল Angel's, Himalaya GH, Ashirwad GH, Ashoke GH, Jyoti GH ইত্যাদি। সর্দার বাগ অতিথিগড়ে রয়েছে CH (Ph: 222255) S ২৭৫-৩৫০ D ৪২৫-৫২৫ (নিরামিষ খাবারসহ, রিজা: ম্যানেজার), City RH (Ph: 226541) S ১৩০-১৫০ D ২২৫ (রিজা: ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার, Govt. of Gujarat, Rajkot), রেলওয়ে RR-S ৫০ D ৭৫-১৫০; **ধরমশালা**— প্যানেল, ভাটিয়া, রতন সিং মঞ্জিল ইত্যাদি।

কী দেখবেন এখানে : গান্ধিজির স্মৃতিই এখানে প্রধান। তাঁর ছোটবেলা কেটেছিল যে বাড়িতে সেই **বালমণ্ডল**-এ আগে যাই চলুন। এখন এখানে ছোটদের নার্সারি স্কুল বসেছে। জুবিলি গার্ডেনে যখন যাবেন তখন অবশ্যই **ওয়াটসন মিউজিয়াম** দেখে নেবেন। কাথিয়াওয়াড়ের প্রত্নজীবন, শিল্প সংস্কৃতির নানা নিদর্শন এখানে সংরক্ষিত আছে। যে **রাজকুমার কলেজের** কথা বলে এসেছি, এখন অবশ্য তা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। এখানেও যেতে পারেন। বিরাট হল, প্রশস্ত বারান্দা। 18 মি (55 ফুট) উঁচু স্তম্ভ দেখতে ভালই লাগবে। কনট হলটিতে বিরাট বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। একটি বিশাল লাইব্রেরি আছে এখানে। 3.2 কিমি দূরে আছে UNICEF-এর সহযোগিতায় গড়ে তোলা একটি দুগ্ধ প্রকল্প। 5 কিমি দূরে **লালপারি ও রণেন্দ্র হ্রদ** দেখতে গেলে এর প্রেমে পড়ে যাবেন। এখানে পিকনিক করার জন্যে মন চঞ্চল হবে। আর 8 কিমি দূরে গিয়ে **আজি বাঁধেও** ঘুরে আসতে পারেন। এখান থেকেই শহরের পানীয় জল সরবরাহ করা হয়।

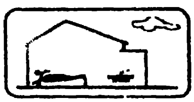
জামনগর

জামসাহেব শব্দটির অর্থ শাসক। রঞ্জি ট্রফি যাঁর নামে সেই বিখ্যাত ক্রিকেটার রণজিৎ সিং-এর বীর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন জামসাহেব। জাদেজা রাজপুত প্রথম জামসাহেব রাওয়ালজি (1537-1562) কচ্ছ উপদ্বীপ পার হয়ে সৌরাষ্ট্রে এসে নবনগরে রাজ্য স্থাপন করেন। প্রথম রাজধানী হয় খাম্বালিয়া, পরে উঠে আসে জামসাহেবদের নতুন নগর জামনগরে। রণজিৎ সিং-এর আমলেই (1872-1933) এই জামনগরের সর্ববিধ উন্নতি হয়েছে— রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, প্রাসাদ সবই তাঁর তৈরি।

কী করে আসবেন : জামনগর একটি **বিমানবন্দর**— **মুম্বাই** (55 মিনিট) এবং ভুজ (25 মিনিট)-

এর সঙ্গে যুক্ত। রেলস্টেশনও জামনগর। এখানে ট্রেন আসছে মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে 7.55 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র এক্স 3.20, 20.25 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র মেল 12.05; বান্দ্রা থেকে আসছে 9017 সৌরাষ্ট্র জনতা এক্স 16.15 ছেড়ে পরদিন 18.00। আবার ওখায় 11.30 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র মেল 14.50, পোরবন্দরে 20.00 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র এক্স 22.33।

সড়কপথে মুম্বাই 782 কিমি, আমেদাবাদ 308 কিমি, দ্বারকা 148 কিমি, রাজকোট 92 কিমি। স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাস বিভিন্ন শহরের সঙ্গে যুক্ত।



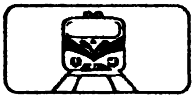
কোথায় উঠবেন : পণ্ডিত নেহরু মার্গে New Araam (Ph: 278521-4) S ১৯০-২৭৫ D২২৫-৩৫০; সুপার মার্কেটের চারতলায় Ashiana (Ph: 277422) S ১৫০-২০০ D ১৮০-২৫০ SAC ৪৫০ DAC ৬৫০; এর উলটোদিকে বেদী গেটে Shital GH, গ্যালাক্সি সিনেমা কম্পাউন্ডে Galaxy GH; স্টেশন রোডে Dreamland (Ph: 221607), Ashoka, Chetna (Ph: 25738, 23919) ইত্যাদি হোটেল রয়েছে। আর আছে কালেক্টরেটে Atithighar (Lal bunglow)--লালপাথরে তৈরি এই CH জামসাহেবদের একটা অতিথিশালা ছিল— ভিতরে দারুণ কারুকার্য (রিজা : ম্যানেজার বা Ex. Engr, R & B, Jamnagar, Ph: 70237-9) ৪৭৫-৬৭৫। RR ১৩০-১৫০ ডর্মি ৬০।

ধরমশালা— খাম্বালিয়া গেটের বাইরে মুলাজি জেঠা ভাটিয়া, সুভাষ মার্কেট রোডে গোকুলদাস, বেদী গেট রোডে জোহরি মুসাফিরখানা।

কী দেখবেন এখানে: আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসার ব্যাপারে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ **আয়ুর্বেদ কলেজটি** দেখার মতো। এখানের খাম্বালিয়া মহলে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। **খাম্বালিয়া গেটটি** দেখার মতো -- সুন্দর কারুকার্যে খচিত। নগরের মাঝখানে একটি সুন্দর হ্রদ আছে। তার মাঝে আছে দুটি পাথরের অট্টালিকা। একটির নাম কোঠা। এর মধ্যে গোলাবারুদ রাখার ব্যবস্থা ছিল। কাছেই একটা কুয়ো আছে। তার পাশের মেঝেতে একটা ছোট ফুটো আছে। সেখানে জোরে ফুঁ দিন— কুয়োতে জল এসে যাবে। অন্য অট্টালিকাটির নাম লাকোঠা। এর যাদুঘরে 9 থেকে 17 শতকের নানারকম পাথরে খোদাই ছবি ও মূর্তি প্রভৃতি রক্ষিত আছে। আছে পাহাড়ি শহর ঘুমলির স্থাপত্য নিদর্শন। ঘুমলি জামনগরের দক্ষিণে পর্বতঘেরা একটা পুরনো নগরের ভগ্নাবশেষ। পোরবন্দর থেকে উত্তরে 40 কিমি। এখানে লাখোটা, গণেশ ও জেটাওয়া নামে তিনটি বড় বড় বাউলি বা কুয়ো আছে। মানেকবাঈ সুখধামে (শ্মশান) দেখতে পাবেন বড় মানুষদের প্রতিমূর্তি ও একটি বাগিচা। একটি আধুনিক বাড়ির নাম সোলেরিয়াম— রণজিৎ ইনস্টিটিউট অফ পলি-রেডিও থেরাপি। সূর্যরশ্মির সাহায্যে এখানে চর্ম ও নানান ধরনের রোগ সারানো হয়। দোতলায় চারদিকে ঘোরা যায় এবং সবসময় রোদের তাপ পাওয়া যায়। ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন 15.00-17.00 পর্যন্ত খোলা থাকে। জামনগরের আর একটি আকর্ষণ এখানের সুরসাগর হ্রদ। পিকনিক করার আদর্শ জায়গা। 10 কিমি দূরে রয়েছে আরো একটি হ্রদ— **রণজিৎ সাগর**। এখানেও পিকনিক করতে পারেন। এখান থেকেই শহরের পানীয় জলের সরবরাহ হয়। একটু দূরে **বেদীতে** আছে একটি ছোট বন্দর— কচ্ছের সঙ্গে যুক্ত। আর যদি গলফ্ খেলায় আপনার আকর্ষণ থাকে তবে সমুদ্রধারের বালাচারীতে অবশ্যই একবার আসবেন।

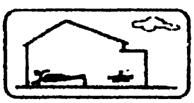
দ্বারকা

আরবসাগরের তীরে গুজরাট উপকূলে হিন্দুদের পবিত্র এই তীর্থক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি নিয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে। মহাভারত, স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণে এই স্থানের কতবার উল্লেখ রয়েছে। তখন অবশ্য নাম ছিল দ্বারাবতী। যাদবদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এখানে এসেছিলেন মথুরা থেকে প্রায় 5,000 বছর আগে। আদি শঙ্করাচার্য 8 শতকে এখানে স্থাপন করেছিলেন দ্বারকা পীঠ। চার পুণ্যধামের অন্যতম দ্বরকায় গুপ্ত, পল্লব, মৈত্রক এবং চালুক্যবংশ তাঁদের শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন রেখে গেছেন। 42.4 বর্গকিমি আয়তনের এই আধুনিক শহরের নাম যখন দ্বারাবতী ছিল তখনকার ইতিবৃত্ত বলে যে মথুরা ছেড়ে আসার সময় কৃষ্ণ বাহন গরুড়কে উপযুক্ত জায়গা দেখতে বললে তিনি এটি নির্বাচন করেন। জায়গাটি ছোট দেখে কৃষ্ণ সমুদ্রকে 12 যোজন ভূমি বের করে দেবার জন্য বললে সমুদ্র সরে গিয়ে 12 যোজন ভূমি দিলে নাম হয় দ্বারাবতী। অবশ্য এখনকার দ্বারকা ঠিক সেই আদি দ্বারাবতী নয় বলে অনেকেই মনে করেন। তাঁদের মতে বেট দ্বারকাই (এর পরেই দেখুন) হল আসল দ্বারকা। চলুন আমরা পর পর দুটি দ্বারকাই দেখে আসি। যদি বলেন **সেরা সময় কখন?** তবে বলি জন্মাষ্টমীর সময় আসুন। আর যখনই আসুন বিস্তৃত সমুদ্রের নির্জন বেলাভূমিতে পাদচারণা করতে ভুলবেন না।



কেমন করে আসবেন · যদি **বিমানে** আসেন তবে 148 কিমি দূরে জামনগর বিমানবন্দরে নামুন। **ট্রেনে** এলে আমেদাবাদ থেকে 5.45 ছেড়ে আসা সৌরাষ্ট্র মেলে চড়ে 16.25 নামুন। হাপাতে (দূরত্ব 147 কিমি) এই ট্রেন ছেড়ে আসে 12.55। ফেরার পথে ওখাতে এই ট্রেন 11.30 ছেড়ে দ্বারকা আসে 12.10। **কলকাতা** থেকে যাঁরা আসবেন তাঁরা মুম্বাই মেলে চড়ে জামনগর কোচে উঠলে সেটিকে সৌরাষ্ট্র এক্স-এর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে একেবারে দ্বারকা এনে দেবে সকাল 6.45 নাগাদ মোট 2,455 কিমি পাড়ি দিয়ে। নেমেই নজরে পড়বে আকাশ-জোড়া গাঢ় সাদা ধোঁয়া— ভারতের প্রথম সিমেন্ট কারখানা এ সি সি-র চিমনি থেকে ধোঁয়া বের হয়ে আপনাকে প্রথম অভ্যর্থনা জানাবে। **ট্রেনপথে** মুম্বাই 961 কিমি।

বাস আসছে প্রতিদিন আমেদাবাদ (438 কিমি), দাকোর, জামনগর (148 কিমি), ওখা (32 কিমি), পোরবন্দর (120 কিমি) প্রভৃতি স্থান থেকে। **জলপথেও** আসতে পারেন সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন-এর সাপ্তাহিক স্টীমারে মুম্বাইতে চড়ে ওখা বন্দরে নেমে। ওখা থেকে ট্রেন, বাস দুই-ই আসছে। স্থানীয় ভাবে টাঙা ও সাইকেল রিক্সা পাবেন। ভাড়ার ঠিক নেই।



কোথায় উঠবেন · দ্বারকায় পাশ্চাত্য প্রথার কোনো হোটেল পাবেন না। ভারতীয় প্রথার হোটেলগুলির মধ্যে আছে ভদ্রকালী মন্দিরের কাছে Guru Prerana (Ph: 234512) DAB ১৫০-২০০ 3B ২৫০ DAC ৩০০-৩৭৫; বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে Hotel Radhika (Ph: 234054) SAB ২২৫ DAB ৩২৫ 3B ৩৯০; সিদ্ধার্থ রোডে Damani Atithi Griha ১৭৫-২৭৫, পাওয়ার হাউসের কাছে Meera Hotel, জওহর রোডে Uttam GH, দেবীভুবন রোডে Dwarakapuri GH ইত্যাদি।

অন্যান্য বাসস্থান· বংশীধর লজ, দ্বারকাধীশ মন্দির ট্রাস্ট লজ, গিরিরাজ গেস্ট হাউস, কান্তা লজ, মহালক্ষ্মী লজ, নটরাজ লজ, নীলেশ লজ, ব্রজভুবন রেস্ট হাউস, যমুনা লজ, মুরলীধর লজ প্রভৃতি। এছাড়া পাবেন সরকারি অতিথিশালা বিশ্রান্তি গৃহের কাছে TCGL-এর Toran Tourist Bunglow (Ph: 234013) DAB ৩৫০ ডর্মি ৭৫ মাথাপিছু (রিজা : ম্যানেজার, গুজরাট ট্যুরিজম কর্পোরেশন, দ্বারকা); CH S ১৫০ D 300 DAC ৪০০ (রিজা : Ex-engineer, R & D Divn. Jamnagar, Ph : 277557); তালুক পঞ্চায়েত রেস্ট হাউস D ১২৫ (রিজা· প্রেসিডেন্ট, তালুক পঞ্চায়েত); রেলযাত্রীদের জন্য RR ৪৫। **ধরমশালা**— গোমতী নদীর তীরে ও ঘাটের কাছে শ্রীরাম, ভদ্রকালী রামেরাম, প্যাটেল ভবন, RH-এর কাছে বিড়লা, বাস স্টেশন রোডে কেবল মাড়োয়ারিদের জন্য দেবীভবন, এখানেই জয় ভবন, ভদ্রকালী মন্দিরের কাছে হরগোবিন্দ ভবন, মেন বাজারে জয়রণছোড়, তিন বাত্তি চৌকে কবীর আশ্রম, বাজার রোডে কান ভবন, মেন রোডে রাবড়ি, সমুদ্রতীরে সাগরভবন, বাস স্ট্যান্ডের কাছে বিশ্রোলিয়া ইত্যাদি।

কী দেখবেন এখানে : প্রথমেই দেখতে যাই চলুন **দ্বারকাধীশ মন্দির**। এর প্রধান প্রবেশদ্বার গোমতীর দিকে। গোমতী নদীর পাড় থেকে 56টা (দ্বারকা স্টেশনের 2 কিমি দূরে) সিঁড়ি ভেঙে স্বর্গদ্বার দিয়ে প্রবেশ করার পর পাবেন 'মোক্ষদ্বার', তারপর মূল মণ্ডপ। এর নাম নীলমন্দির। বিগ্রহ কষ্টিপাথরের, বংশীধারী কৃষ্ণের নয়— শঙ্খ - চক্র - গদা - পদ্মধারী কৃষ্ণের। এই মণ্ডপের গা-লাগোয়া মণ্ডপের নাম লাডোয়া মন্দির। সভামণ্ডপের এক জায়গায় একটু ওপরে আয়না টাঙানো আছে— ভিড়ে সামনেটায় আরতি দেখা যায় না, পিছন ফিরে আয়নার মধ্য দিয়ে আরতি দেখতে হয়। যদি শেষ রাতের আরতির সময় উপস্থিত থাকেন— একটি আশ্চর্য জিনিস দেখবেন। বিগ্রহের দরজার সামনে মণ্ডপের ছাদ থেকে টাঙানো একটা বিশাল পরদার এককোণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুরোহিত বালক— আরতি শেষ হতেই পর্দা টেনে দিয়ে দৌড়ে সে চলে যাবে। বিগ্রহ আড়াল হল, পরের দিন সকালে খোলা হবে। মন্দির বন্ধ হলেই দ্বারকা ঘুমিয়ে পড়ে, খোলার সঙ্গে সঙ্গে আবার জেগে ওঠে শহর। দ্বারকাধীশ মন্দিরের অন্য নাম 'জগৎ মন্দির'। 7 শতকের মন্দিরের স্থানে বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করে দিয়েছিলেন 11 শতকে রাজা জগৎ সিং রাঠোর। তাই নাম 'জগৎ মন্দির'। গোমতী ও আরবসাগরের প্রায় সঙ্গমে 17 মিটার (53 ফুট) উঁচু একটি টিলার উপর এই 5 তলা মন্দিরটি 60টি থামের উপর অবস্থিত। উচ্চতা 31 মিটার (100 ফুট) এবং অপূর্ব খোদাইয়ের কাজ করা চূড়াটি 50 মিটার (157 ফুট) উঁচু। চূড়ায় সাদা, হলুদ ও গাঢ় কমলা রঙের 35 মিটার (112 ফুট) ধ্বজাটি সর্বক্ষণ উড়ছে। শহরের যে-কোনো স্থান থেকে এই ধ্বজা দেখতে পেয়ে সমাগত ভক্তযাত্রী আনন্দে ধ্বনি দেন — জয় দ্বারকাধীশজি। মন্দিরের বিগ্রহটি, কারো মতে, সুলতান মহম্মদ বেগরহার মন্দির আক্রমণের সময় বল্লভাচার্য বেট দ্বারকায় লুকিয়ে রাখেন, পরে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন।

কেউ বলেন, ডাকোরের ভক্ত বিজয় সিংহ আগেই সেটি **ডাকোরে** সরিয়ে নিয়ে যান। সেই বিগ্রহ এখনো নাকি সেখানেই আছে। **ডাকোর** আমেদাবাদ ও বরোদা উভয় স্থান থেকেই 94 কিমি ও দ্বারকা থেকে 438 কিমি দূরে। জন্মাষ্টমীতে এখানে এক বিশাল মেলা হয় এই উৎসবকে কেন্দ্র করে। যাই হোক— বিগ্রহ দেখে, মন্দির প্রদক্ষিণ করে শ্রীকৃষ্ণের পাটরানীদের ছোট ছোট মন্দিরগুলি (জাম্ববতী, রাধিকা, সত্যভামা, লক্ষ্মী) দেখুন। মন্দির চত্বরের এক কোণে আছে দাদা বলদেব ও মা দেবকীর দুটি ছোট মন্দির।

এবার চলুন যাই **সারদা মঠ** দেখতে। জগৎগুরু আদি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত 4টি মঠের মধ্যে এটি অন্যতম। এখানে 1,131টি শিবলিঙ্গ ও 122টি শালগ্রাম শিলা সংরক্ষিত হয়েছে। সম্প্রতি এঁরা দ্বারকা বিদ্যাসভা, সারদাপীঠ আর্টস কলেজ, সংস্কৃত অকাদেমি, সংশোধন বিদ্যালয়, বেদভবন, ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরি প্রভৃতি স্থাপন করেছেন।

গোমতীর তীরে রয়েছে বশিষ্ঠ-কন্যা **গোমতী দেবীর** একটি মন্দির। গোমতী প্রেমে পড়েছিলেন সমুদ্রের। পিতার ভয়ে বিয়ে করতে পারছিলেন না। শেষে নারায়ণ-সাক্ষী করে বিয়ে করলেন। গোমতীর প্রবাহ ধরে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলে দেখতে পাবেন **সঙ্গম নারায়ণের মন্দির**— গোমতী ও সমুদ্রের মিলন বা সঙ্গমের চির সাক্ষী। এখান থেকে এগিয়ে চক্রতীর্থে **চক্র নারায়ণের মন্দির**। এখানের অনেক মন্দির ভেঙে গেছে। অনেকে এখানে অস্থি বিসর্জন দেন। এখানের সৌন্দর্য অনবদ্য। দ্বারকার জল নোনতা বলে গ্রামের মেয়ে-বউরা দীর্ঘপথ হেঁটে **লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরের** কাছের 5টি কুয়ো থেকে মিষ্টি জল নিয়ে আসেন। আশ্চর্য মিষ্টি জলের জন্য 5টি কুয়োকে স্থানীয় লোকে বলে 'পঞ্চতীর্থ'। মন্দিরের গায়ে লেখা **'শ্রীলছ্মী নারায়ণজিকা মন্দির অউর পঞ্চতীরথ'**। **ভড়কেশ্বরে** গিয়ে সমুদ্রের সৌন্দর্য দেখুন। 23 কিমি দূরে গিয়ে **মিঠাপুরে টাটা কেমিকেল ফ্যাক্টরির মডেল টাউনশিপেও** বেড়াতে যেতে পারেন। যেতে পারেন 32 কিমি দূরে পশ্চিম উপকূলের **ওখা** বন্দরে।

বেট দ্বারকা

ওখা বন্দর থেকে 5 কিমি এবং দ্বারকা থেকে 32 কিমি দূরে একটি দ্বীপ বেট দ্বারকা। বেট মানেই হল দ্বীপ। যাঁরা বলেন ভেট দ্বারকা— তাঁরা ঠিক বলেন না। বেট দ্বারকা না গেলে দ্বারকা দর্শন শেষ হয় না।

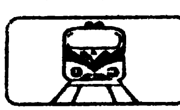
রেলে ওখা স্টেশনে নেমে (পোরবন্দর এবং দ্বারকার পরবর্তী স্টেশন— আমেদাবাদ থেকে 498 কিমি) লঞ্চ বা নৌকায় বেট দ্বারকায় আসা যায়। তবে দ্বারকা থেকে এলে সোজা বাসে চড়ে ওখা বাস স্ট্যান্ডে নামার আগে বেট দ্বারকা গেটে নামুন— তারপর লঞ্চ বা নৌকো ধরুন।

অনেকের মতে এটিই আদি দ্বারকা— কৃষ্ণ সমস্ত দ্বারকাকে জলমগ্ন করে দিলে এই দ্বীপ বেঁচে থাকে মাত্র। টোল ট্যাক্স দিয়ে এখানে ঢুকুন, তারপর চলুন এখানেও যে **দ্বারকাধীশ মন্দির** রয়েছে সেখানে। মূর্তি একই, তবে হাতে আছে ঢাল তলোয়ার। বিষ্ণু এখানে শঙ্খচূড় অসুরকে এভাবেই হত্যা করেছিলেন। ব্রহ্মা বর দিয়েছিলেন যে শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলসীর সতীত্ব বজায় থাকতে কেউ তাকে বিনাশ করতে পারবে না। বিষ্ণু শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করে তুলসীর সতীত্ব নাশ করে তাকে হত্যা করেন। ফলে তুলসী বিষ্ণুকে অভিশাপ দেন— তুমি পাথর হয়ে যাও। তাই বিষ্ণু সেই অবধি হলেন শালগ্রাম শিলা। আর বিষ্ণু অভিশাপ দিলেন— তুমি গাছ হয়ে আমার সঙ্গে থাক। সেই অবধি তিনি তুলসীগাছ হলেন। তাঁর পাতা হল পবিত্র। এই মন্দিরের অদূরেই আছে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজির সুন্দর আশ্রম। পর্যটক বন্ধু, ভাল লাগবে আপনার এই আশ্রম।

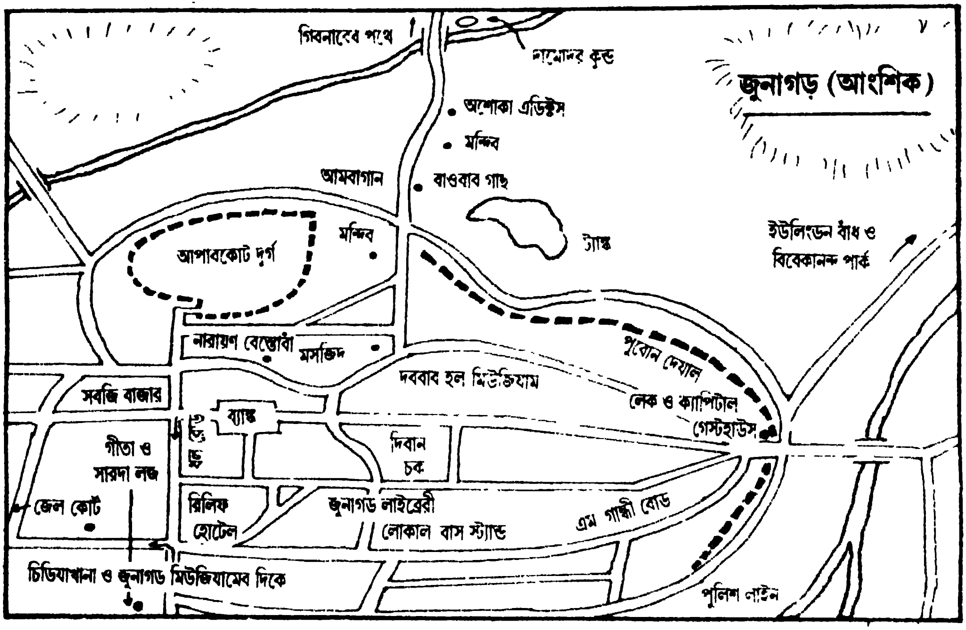
এখানে থাকার জন্যে একটি ধরমশালা আছে। খাবার দোকান খুবই কম এবং তা সাধারণ মানের। কাজেই এখানে থাকার পরিকল্পনা করবেন না।

পোরবন্দর

গুজরাটের দক্ষিণ উপকূলের এই শহরটি এখন জাতীয় তীর্থ; 1869-এর 2 অক্টোবর এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি। পোরবন্দর শুধু নামেই নয়, কাজেও বন্দর। একদা এই বন্দর দিয়ে আফ্রিকা, আরব ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যকর্ম নির্বাহ হত। এখনো এটি একটি গণ্য বন্দর। গ্রীষ্মে সর্বাধিক তাপমাত্রা হয় 39°C, শীতে সর্বনিম্ন 15.6°C। অতএব অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে আসাই সেরা সময়।



কেমন করে আসবেন : যাঁরা **আকাশপথে** আসবেন তাঁরা এখানের বিমানবন্দরেই নামবেন। মুম্বাই ও কেশোড থেকে প্রতিদিনই 1A-র বিমান এখানে আসে। **ট্রেনে** এলে মুম্বাই থেকে আমেদাবাদ হয়ে



আসা (মুম্বাই 7.55, আমেদাবাদ 19.25) সৌরাষ্ট্র এক্স ধরে পৌঁছান 6.05 অথবা বান্দ্রা টার্মিনাস 14.50 ছেড়ে আসা (আমেদাবাদ 23.35) বান্দ্রা-গান্ধি ধাম এক্স ধরে গান্ধিধাম 6.45। মুম্বাই থেকে দূরত্ব 954 কিমি, আমেদাবাদ থেকে 462 এবং হাপা থেকে 140 কিমি।

সড়কপথে মুম্বাই 990 কিমি, রাজকোট 264 কিমি, জামনগর হয়ে দ্বারকা 124 কিমি এবং জুনাগড় 115 কিমি। GSTC-র বাস আসছে রাজকোট, জুনাগড়, দ্বারকা, জামনগর, সোমনাথ প্রভৃতি স্থান থেকে।

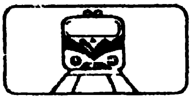
কোথায় উঠবেন : সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল রোডে Annapurna, সুদামা চকের কাছে Chandravihar, মহাত্মা গান্ধি রোডে Evergreen, বাস স্টেশনের উলটোদিকে Manoranjan GH, প্লাজা সিনেমার বিপরীতে Navbharat Lodge, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল রোডে Paradise Lodge, রেল স্টেশনের বিপরীতে Paramount, চৌপট্টিতে TCGL-এর Toran Bunglow (Ph : 222745) DAB ৩৫০ DAC ৫৬০ ডর্মি ৭৫ (রিজা : Regional Manager, TCGL, Rangmahal, Dewan Chawk, Junagarh), New Oceanic Hotel, Lal Palace, Ghayal Lodge, GH, DB, RR ৪৫ ইত্যাদি ছাড়া কয়েকটি ধরমশালা— বাঈ জম্মাবাঈ, রেলওয়ে, ভোপালজি কাঞ্জি, ভানজি ইত্যাদি আছে। সমুদ্রতীরে Porbandar Villa Guest House-এ আমিষ-নিরামিষ দু ধরনেরই খাবার পাবেন।

এখানে দেখুন **কীর্তিমন্দিরে যে ঘরে গান্ধিজি জন্মেছিলেন সেই ঘর, লাইব্রেরি, অবিরত চরকা কাটা।** গান্ধিজির মৃত্যুকালীন বয়স 79 বছর স্মরণে 25 মিটার (79 ফুট) উঁচু শিকারা, স্তম্ভে মার্বেল পাথরে উৎকীর্ণ গান্ধিজির জীবনী, সন্ধ্যায় 79টি দীপ প্রজ্বলন। দেখুন কৃষ্ণসখা সুদামার স্মরণে গড়া প্রাচীন **সুদামা মন্দির**। প্রাচীন শিক্ষাধারার প্রবাহ **আর্যকন্যা গুরুকুলে**। 17.00-18.00 মধ্যে এবং 9.00-12.00 ও 14.00-18.30 মধ্যে ভারত মন্দির। সমুদ্রতীরে 'Villa' RH-এও আপনি উঠতে পারেন এবং সমুদ্র দেখে নয়ন সার্থক করুন। সংগ্রহ করুন সোনা-রুপোর জিনিসপত্র, তাঁতের শাড়ি। আর স্থানীয় বিডিওকে বলে **দেগম** ও **কুচড়ি** গ্রামের লোকনৃত্য উপভোগ করুন। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা হবে।

জুনাগড়

রাজকোট বিভাগের একটি জেলা, তালুক ও শহর। আয়তন 10,420 বর্গকিমি। গিরনার পাহাড়ের পাদদেশের এই শহরের পবিত্র নদী সরস্বতী। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর— অতএব এখানে আসার নিমন্ত্রণ রইল। আসার সেরা সময়

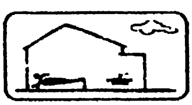
অক্টোবর-এপ্রিল। আগে এটি চৌদাসামা নামে এক রাজপুত উপজাতিদের রাজত্ব ছিল। 1472-এ সুলতান মামুদ এই রাজ্য অধিকার করে দুর্গ নির্মাণ করেন ও রাজধানীর নাম বদলে রাখেন মুস্তাফাবাদ। 1948-এ এটি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে আপনি আসবেন এখানের দুর্গ, অশোকের শিলালিপি, মকবারা প্রভৃতির আকর্ষণে।



কেমন করে আসবেন : জুনাগড়ের নিজস্ব কোনো বিমানবন্দর নেই। তাই **বিমানে** এলে নামতে হবে 37 কিমি দূরের কেশোড়ে। মুম্বাই থেকে প্রতিদিন এখানে একটি IAC বিমান আসছে। তারপর **সড়কপথে** চলুন।

রেলে এলে নামতে হবে জুনাগড় স্টেশনে। এখানে ট্রেন আসছে আমেদাবাদ থেকে 377 কিমি পেরিয়ে 21.45 ছেড়ে গিরনার এক্স 6.10 এবং সোমনাথ মেল 23 00 ছেড়ে 8.55। এছাড়া রাজকোটে 11.00 ছেড়ে ভেরাবল মেল 16.25।

সড়কপথে মুম্বাই থেকে 802 কিমি, রাজকোট থেকে 99 কিমি, সোমনাথ 92 কিমি, পোরবন্দর 107 কিমি, জামনগর 184 কিমি এবং রাজকোট হয়ে আমেদাবাদ থেকে 315 কিমি। GSTC প্রতিদিন এখানে বাস চালাচ্ছে রাজকোট, ভেরাবল, কেশোড এবং পোরবন্দর থেকে।



কোথায় উঠবেন : এখানে ওঠার জন্যে কোনো পাশ্চাত্যপ্রথার হোটেল নেই। ভারতীয় প্রথার হোটেলগুলির মধ্যে S T বাস স্ট্যান্ডের কাছে Vaibhav Hotel (Ph: 2621070/71) S ১৫০-২২৫ D ২৬৫-৩২৫ , চিত্তাখানা চকে Hotel Relief (Ph : 2620280) S ১২৫-২৬৫ D ২৭৫-৩৫০ DAC ৪৫০; জয়শ্রী টকি রোডে Jayashree GH (Ph : 2621032) S ১২৫ D ১৫০-২৮০, এছাড়াও ১৫০-২২৫ মধ্যে আছে Rupam GH, Liberty GH, Brindavan GH, Tourist GH, Satkar GH, Sharada Lodge, Murlidhar Lodge প্রভৃতি। এছাড়া TCGL-এর Hotel Girnar (Ph: 0285-2621201) D ৪০০ DAC ৬৫০; Manoranjan CH (PH: 2627116) S ৩৭৫ D ৪৭৫ (রিজা: ম্যানেজার); RRS ৫০ D ১২৫ ইত্যাদি। আর আছে ভাটিয়া, বালিয়া, **জটা শঙ্করী**, দিগম্বর জৈন প্রভৃতি **ধরমশালা**।

কী দেখবেন এখানে : জুনাগড় শব্দটির অর্থ পুরনো কেল্লা। বস্তুত এখানের **দুর্গটিই** প্রধান দ্রষ্টব্য। গিরনার পাহাড়ের উপরকোট অংশে এই প্রাচীন দুর্গটি প্রাক্তন জুনাগড় শাসকদের একটা নির্ভরযোগ্য স্থান ছিল। 1350-1592-র মধ্যে বহুবার এর উপর আক্রমণ হয়েছে। স্টেশনে নেমে সামনের রিয়া গেট দিয়ে নগরে যেমন ঢুকেছেন তেমনি দুর্গে ঢুকতে দেখতে পাবেন একটি খিলান তোরণ। দুর্গের পূর্বদিকের দেওয়ালগুলি বারবার উঁচু করতে হয়েছে পাশের পাহাড় থেকে ছোঁড়া গোলাবারুদ প্রতিরোধ করার জন্যে। একদা এখানে অশোকের সেনাপতি এবং গুপ্ত রাজাদের সেনাপতিরা থেকে গেছেন। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে 3টি 24মি (40 ফুট) উঁচু দরজা আছে। এই দরজাগুলির উপরে দিউ থেকে আনা কামান স্থাপন করা হয়েছিল। একটির নাম **লিলাম তোপ**। দুর্গের মধ্যে আছে দুটি বাউড়ি বা কুয়ো— একটির নাম আদি চাদি, অন্যটির নাম নৌঘন। প্রথমটির নাম হয়েছে এক রাজপুত ক্রীতদাসীর নামে। কুয়োতে নামার জন্য বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি আছে। কুয়োর মধ্যে নীচে পর্যন্ত নানান রঙিন পাথরের স্তর দেখতে পাওয়া যায়। জুনাগড়ে এসে এই কুয়ো কেউ না দেখে যায় না বলে একটা ছড়া এখানে প্রচলিত আছে— 'আড়ি বাউডি নওগড় কুয়া/যো না দেখা জিন্দা মুয়া'— সে জীবন্তে মৃত। এই সমস্ত চত্বরটা 22 মিটার (72 ফুট) উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এর মধ্যে আছে 300 খ্রিস্টাব্দে তৈরি কয়েকটি গুহা। আছে একটি জলাশয়। গুহার বারান্দা 6টি স্তম্ভের উপর গড়া। স্তম্ভগুলির কারুকার্য দেখার মত। নীচে ময়দানে রয়েছে জামা মসজিদ এবং তার গা লাগাও সগম্বুজ ও অলঙ্কৃত শাসক নুরি শাহের কবর। এর প্রবেশদ্বারটি অদ্ভুতভাবে খোদাই করা।

দেখুন নবাবের প্রাসাদ এবং তার **অন্দরমহল** হাবেলি। এখানে বেগমরা বাস করতেন। একদিকে আছে দরবার হল। দূরে আছে **মকবারায়** বাদশা ও বেগমের সমাধি।

এখানে আরো দেখার রয়েছে প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবি ও 'সুদামাচরিত'-এর লেখক **নরসি মেহতার মন্দির**। গুজরাটের সর্বত্র তাঁর ভজন গাওয়া হয়। ঘুরে বেড়ান **শখের বাগ-বাগিচায়**। এখানে একটি ছোট্ট চিড়িয়াখানা আছে এবং তাতে গির অরণ্যের সিংহ দেখতে পাবেন। স্বামী বিবেকানন্দের নামে একটি পার্ক আছে দূরের **উইলিংডন বাঁধে**। এখানে পিকনিক করতে পারেন ইচ্ছে হলে। 16 কিমি দূরে **তুলসীশ্যাম উষ্ণ প্রস্রবণেও** ঘুরে আসতে পারেন অরণ্যের গভীরে গিয়ে। গিরনার পাহাড়ে যাবার পথে দেখে নিন **অশোকের শিলালিপি**, **দামোদর**

মন্দির এবং **দামোদর কুণ্ড**— যেখানে হিন্দুর অস্থি বিসর্জন দিলে অস্থি জলে মিশে যায়। অশোক প্রস্তরটি 20 × 30 ফুট (6 × 9 মিটার)— এখানে অশোকের 14টি শিলালিপি রয়েছে।

গিরনার পর্বত

1,220 মিটার উঁচু এই পাহাড়ে উঠবার জন্যে প্রায় 7,000 সিঁড়ি আছে। পাহাড়ের ঠিক নীচে দামোদরের মন্দির দেখার পরই প্রথম সিঁড়িটি পাবেন। এতগুলো সিঁড়ি একটানা ওঠা কষ্টকর বলে মাঝে মাঝে বিশ্রামের স্থান আছে— বসার জায়গা এবং খাবার জল পাবেন। শেষের দিকের সিঁড়ি উঠতে বেশ কষ্ট হয়। প্রয়োজন বোধ করলে ডুলি ভাড়া করতে পারেন। ডুলি ভাড়া পাওয়া যায়। পাহাড়ের মাঝে মাঝে ঈগল পাখির বাসা দেখতে পাবেন। 790 মিটার ওঠার পর দেখতে পাবেন 16টি জৈন মন্দির দুর্গের মত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সব চেয়ে বড় মন্দিরটিতে রয়েছে নেমিনাথের কালো পাথরে তৈরি মূর্তি স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত। চারপাশে 70টি ছোট মূর্তি। পিছনে এক গুহার মধ্যে আছে একটি বড় শ্বেতপাথরের মূর্তি। আছে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব, সর্পফণাবৃত পার্শ্বনাথ, তেজপাল বস্তুপাল প্রভৃতির মন্দির। এর 60 মিটার (200 ফুট) উঁচুতে একটি ঝরনার পাশে আছে অম্বা মাতার মন্দির— নববিবাহিত ব্রাহ্মণ দম্পতির পূজা ক্ষেত্র। এর পূর্বদিকে দত্তাত্রেয়া, গোরখনাথ ও কালিকা নামে 3টি টঙ্ক বা শিখর আছে। এখান থেকে চারপাশের দৃশ্য বড় মনোহর। পাহাড়ের নীচের শিবমন্দিরে শিবরাত্রির সময় 5 দিন ধরে বিশাল উৎসব হয়— সে সময়ে আসাটাই বেশ আরামের। জুনাগড়ে এসে এই পাহাড় দেখতে কখনো ভুল করবেন না।

জুনাগড়ের ডাকবাংলো থেকে প্রতিদিন সকালে এখানে বাস আসে। অতএব আসার অসুবিধে নেই। ট্রেনে আসার জন্য দেখুন এর পরেই **ভেরাবল**। অথবা সিহোর থেকে বোটাড, ঢোলা ও জেতপুর হয়ে যেতে পারেন রেলে। লিম্বডি থেকে 8নং জাতীয় সড়ক ধরেও আসতে পারেন।

দাতার হিল : গিরনার পাহাড়ের পাশে আর একটি পাহাড় দাতার হিল। পাহাড়ের নীচে দাতারের ফকির জা জামাল শাহের সমাধিটি দেখার মত। এই পাহাড়ে কুষ্ঠ রোগগ্রস্তরা আসেন। জনশ্রুতি যে, এখানে কুষ্ঠরোগ দ্রুত সেরে যায়। 900 মিটার উঁচু এই পাহাড়ের উপর একটি মন্দির আছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলে এই মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। আসতে হলে জুনাগড়ের ডাকবাংলো থেকে যে বাস সকালের দিকে গিরনার পাহাড়ে আসে তাতে চড়ে চলে আসতে পারেন।

ভেরাবল : গুজরাটের অন্যতম আকর্ষণ সোমনাথ মন্দির। তার কথা এর পরেই বলছি। সোমনাথে এলে আপনি এর কাছের ছোট বন্দর ভেরাবলে আসতে পারেন বা এখানে এসেই সোমনাথের মন্দির দেখতে যেতে পারেন।

ট্রেনে আসার সুবিধে বেশি। জুনাগড়ের পরে 83 কিমি দূরে আমেদাবাদ-ভাবনগর-রাজকোট-ওখা লাইনে ভেরাবলে আমেদাবাদ থেকে ট্রেন আসছে 21.45 ছেড়ে গিরনার এক্স এবং 23.00 ছেড়ে সোমনাথ মেল। ট্রেন দুটি জুনাগড়ে পৌঁছোয় 6.10 ও 8.55 এবং ভেরাবলে 8.10 ও 11.05। এছাড়া রাজকোটে 11.10 ছেড়ে আসছে ভেরাবল মেল 16.25।

মুসলমান আমলে ভেরাবল থেকে মুসলমানরা মক্কা যেতেন এই বন্দর থেকে। এখনো কাঠের তৈরি বড় বড় নৌকোতে মালপত্র আনা-নেওয়া হয়। এই নৌকোর নাম ভান।

থাকার জন্য কলেজ রোডে রয়েছে TCGL-এর Toran Holiday Home (Ph 02876-246588) DAB ৩৫০-৪৫০।

ভেরাবলের 4 কিমি পূর্বে রয়েছে **ভালুকা তীর্থ**। এখানের মন্দিরে দেখুন শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব এক শায়িত মূর্তি। জনশ্রুতি যে, এখানেই শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। তিনি একদা এখানে একটি গাছের উপর বিশ্রাম করছিলেন। রক্তচরণ দুটিকে হরিণের রক্তবর্ণ কর্ণ মনে করে এক ভীল শিকারি তীর ছোঁড়ে। তাতেই কৃষ্ণের দেহান্ত হয়। পরে সঙ্গম বলে একটি স্থানে কৃষ্ণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তখন থেকেই ভালুকা একটি তীর্থক্ষেত্র। সোমনাথ থেকে বাসে বা টাঙায় এখানে আসতে পারেন। কাছে আছে একটি কুণ্ড। এখানে শুক্লা-দ্বাদশী তিথিতে স্নান করলে অক্ষয় স্বর্গবাসের অধিকার আপনি অর্জন করবেন।

গির অরণ্য

আসল নাম সাসান গির (Sasan Gir)। ভারতীয় সিংহদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা যদি দেখতে চান তবে আপনাকে এখানে আসতেই হবে। পৃথিবীতে মাত্র দুটো জায়গায় এমন করে সিংহ রয়েছে— আফ্রিকায় আর

ভারতের গির অরণ্যে। গিরের সিংহরাও নাকি আফ্রিকার সিংহদের বংশধর। এখন 'এশিয়াটিক লায়ন' দেখতে সারা পৃথিবীর সিংহপ্রেমীরা গির জঙ্গলে আসেন। জঙ্গলের আয়তন 1,515 বর্গকিমি। এতবড় সংরক্ষিত অভয়ারণ্য ভারতে আর নেই। 1965-তে এটি জাতীয় পার্ক হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। এখানের জন্তু-জানোয়ারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সিংহ ছাড়াও আছে প্যান্থার, হায়েনা, চিতল, সম্বর, নীলগাই, কৃষ্ণসার হরিণ, সিংকাবা, বানর, বুনো শুয়োর। আর আছে 200 প্রজাতির পাখি, কমলেশ্বর হ্রদে কুমির প্রকল্প! জঙ্গলের আয়ও ক্রমবর্ধমান।

যাঁরা **উড়ে** আসবেন তাঁরা 86 কিমি দূরের কেশোডে নামুন। মুম্বাই থেকে প্রতিদিন IA-র প্লেন আসছে এখানে। তারপর ভেরাবল হয়ে **সড়কপথে** আসুন। ট্রেনে এলে খিজাদিয়া-ভেরাবল মিটার গেজের ট্রেনে চড়ে সাসান গির স্টেশনে নামুন। আমেদাবাদ হয়ে মুম্বাই এখান থেকে 887 কিমি এবং মাহেসানা হয়ে দিল্লি, 228 কিমি।

সড়কপথে জুনাগড়-ভেরাবল হয়ে আমেদাবাদ 468 কিমি আর জুনাগড়-মেনদোরদা হয়ে 400 কিমি। জুনাগড়ে যাঁরা এসেছেন তাঁরা কেশোড হয়ে বাসে 127 কিমি আসুন। আর ভেরাবল থেকে 44 কিমি। কেবল নভেম্বর-জুন মাস অবধি 2টি বাস সাসান গিরে আসে ভেরাবল আর জুনাগড় থেকে। গুজরাট পর্যটন বিভাগ কন্ডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা করে থাকেন কেশোড বিমানবন্দর এবং জুনাগড় থেকে। কেশোড থেকে বিদেশী ট্যুরিস্টদের ট্যুরিস্ট কোচে নিয়ে আসে জুনাগড় ট্যুরিস্ট বিভাগ।

বেড়াবার **সেরা সময়** অক্টোবর-জুন।



থাকার জন্য দুটি লজ আছে। স্টেশন থেকে 10 মিনিট দূরে ITDC-র Sinh Sadan Forest Lodge (Ph: 285555) সাধারণ ১৫০-২০০, AC ৪২৫, ডিলাক্স ৫২৫। আর TCGL-এর Lion Safari Lodge D ৩৭৫, DAC ৫৯০, ডর্মি ৬০ (রিজা : ম্যানেজার LSL, সাসান গির-362153, জেলা-জুনাগড়)। খাবার ব্যবস্থা দু-জায়গাতেই আছে। ITDC-র ডাইনিং হলটি খুব সুন্দর। নামও সুন্দর—লায়নস্ ডেন। বনবিভাগের Forest Guest House (Ph: 285540)-এর জন্য যোগাযোগ : Deputy Conservator of Forest, Wild Life Division, Sasangir 362135, Ph: 02879-285541।

বেলা 3.00-টেয় বনবিভাগের রিসেপশন সেন্টার/অফিস খোলে। সেখানে বিরাট রেট বোর্ড টাঙানো আছে। তাতে 1টি দলে 8 জন যাবার নিয়ম এবং প্রতি দলের জন্য ১৫০, 8 জনের বেশি হলে প্রতিজনের ১৫ হারে বেশি লাগে। জঙ্গলে ঢুকতে বিদেশীদের বেশি টাকা দিতে হয়। শিশুদের ভাড়া কম। নিজেদের গাড়ি, ভ্যান, জিপ নিয়ে গেলে ভাড়া দিতে হয়। গাইডের জন্য প্রতি ঘণ্টায় ১৫ চার্জ লাগে।

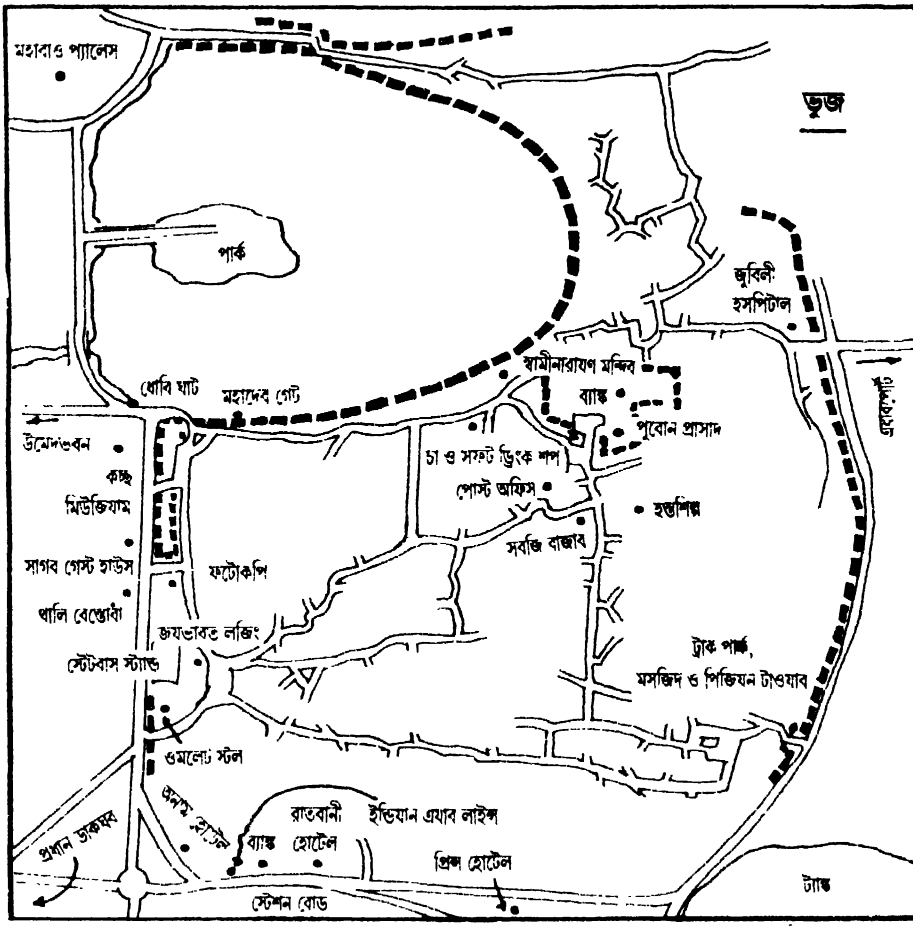
বিকেলে সিংহ দেখতে যাবার আগে জঙ্গলের লোকজন সকাল থেকেই 'লোকেশন' ঠিক করে রাখেন—কোথায় সিংহ আছে তা ঠিক করেন। কারণ প্রতিদিন সিংহরা এক জায়গায় থাকে না। বুকিং শেষ হলে সাধারণত একটা মোষের বাচ্চাকে লরিতে উঠিয়ে জঙ্গলের লোকজন পর্যটকরা যাবার ১৫/২০ মিনিট আগে চলে গিয়ে, সিংহদের লোভ দেখিয়ে, একটা কু-র-র-র অদ্ভুত আওয়াজ করে সিংহদের ডেকে আনে। সিংহরা মানুষ দেখে ভয় পায় না আর আক্রমণও করে না। জঙ্গলেই অনেকে নির্ভয়ে চাষবাস করেন। মার্চ থেকে মে-র মধ্যে সিংহদের ভাল দেখা যায়। ইচ্ছুক পর্যটকেরা **আবেদন করুন** 15 দিন আগে থেকে—Conservator of Forests, Junagarh Circle, Junagarh অথবা Sanctuary Suptd., Sasangir via Talala, Dist-Junagarh। তাহলে FRH-এ জায়গা থাকবে। সিংহ-সিংহী-শাবকদের প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখে, ছাগল-বাছুর খাওয়ার সময় তাদের ছবি তুলে দারুণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন। দেখুন তালিকাভুক্ত জীবজন্তু আর নানান পাখিদের। কুমিরের সঙ্গে অবশ্য কুমির খেলা করতে যাবেন না! আর গভীর জঙ্গলের মধ্যে সাসান থেকে 96 কিমি দূরে তুলসী শ্যাম উষ্ণ প্রস্রবণ দেখতে যাবেন কিনা ভেবে দেখুন। গ্রীষ্মকালে অনেকেই এখানে বেড়াতে যান। ছোট্ট একটি কৃষ্ণ মন্দির আছে এখানে। কমলেশ্বর বাঁধেও যেতে পারেন 10 কিমি দূরে।

সোমনাথের মন্দির

ইতিহাসে এবং পুণ্যস্থান হিসেবে সোমনাথের গুরুত্ব অপরিসীম। সোমনাথ মন্দিরে বিদেশী লুণ্ঠন এবং বার বার বিধ্বংসী আক্রমণ একে ঐতিহাসিক গুরুত্ব দিয়েছে; আবার কৃষ্ণ-প্রয়াণের স্থান হিসেবে আপামর হিন্দুর কাছে এই পুণ্যভূমি অবশ্য দ্রষ্টব্য হয়ে রয়েছে। গুজরাটে এলে সোমনাথ মন্দির না দেখে ফিরে যাওয়া যায় না।



কী করে আসবেন : সোজা কোনো বিমান আসে না বলে 53 কিমি দূরের কেশোডে নামতে হয়



বিমানে এলে। তারপর সোজা সড়কপথে সোমনাথে। ট্রেনে এলে নামুন ভেরাবলে। স্টেশন থেকে মাত্র 8 কিমি পথ। বীরগ্রাম হয়ে মুম্বাই রেলে 928 কিমি। সড়কপথে মুম্বাই 980 কিমি। আমেদাবাদ 434 কিমি, জুনাগড় 90 কিমি, সাসান গির 44 কিমি। ভেরাবল থেকে নিয়মিত প্রচুর বাস আসছে সোমনাথে। এক্স বাস আসে আমেদাবাদ, পোরবন্দর, রাজকোট, দ্বারকা থেকেও। আসার সেরা সময় নভেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে।

কোথায় উঠবেন : পশ্চিমি প্রথার কোনো হোটেল নেই ভাল হোটেল বলতে যেসব হোটেলে আছে ভেরাবলে— Hotel Satkar (Ph: 220120) S ১৫০-৩০০ D ৩০০-৩৫০; Hotel Minaxi (Ph : 222250) S ২২৫-৩৫০ D ২৫০-৩৭৫, Hotel Kasturi (Ph : 22187) S ১৫০ D ১৮০-৩২৫; TCGL- এর Hotel Toran (Ph: 220488) D ৩২৫ ডর্মি ৬০ আর Labella Lodge, Liberty RH, Sree Nivas Aram Griha (এগুলিতে শুধু থাকা যায়)। তাছাড়া আছে ভেরাবল CH, Rajendra Bhavan Atithi Griha (আমিষ ও নিরামিষ খাবার পাবেন। রিজা: Deputy Engr. PWD, Veraval)। Aram Griha DB, Somnath GH, RR, শ্রীরাম ধরমশালা ইত্যাদি। সোমনাথ বা প্রভাসপাটনে ধরমশালা আছে— শ্রীভাটিয়া, শ্রীসিংঘানিয়া, শ্রীকংসারি (গোবর্ধন ভুবনে), সোমনাথ মন্দির ট্রাস্ট পরিচালিত M K Bunglow; Modinagar GH, Goyenka GH ৬০-১৭৫ মধ্যে (রিজা : ম্যানেজার, সোমনাথ মন্দির ট্রাস্ট, প্রভাস পাটন, Ph:

221200, 221694) ইত্যাদি। কৃষ্ণ লীলাভূমি। বৈষ্ণবেরা এখানে আসেন তবে শুটকি মাছের গন্ধে তাঁরা কতদূর স্বস্তি পান সন্দেহ আছে।

কী দেখবেন এখানে : প্রথমেই চলুন দেখে আসি **সোমনাথ মন্দিরটি**। প্রবাদ আছে যে, এই মন্দিরটি প্রথমে সোমরাজ তৈরি করেন সোনা দিয়ে। পরে রাবণ তৈরি করেন রুপো দিয়ে। তারপর কৃষ্ণ তৈরি করেন কাঠ দিয়ে এবং শেষে পাথর দিয়ে ভীমদেব। 1024-এ গজনির সুলতান মামুদ গজনি এটি আক্রমণ করেন। কারণ আলবেরুণী তাঁর বর্ণনায় এই মন্দিরের সোনা-রুপো-রত্নরাজির যে বিবরণ দিয়েছিলেন-- তার লোভে। মামুদ সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করে নেন। পর পব 3 বার এই মন্দির লুণ্ঠিত হয়। 50,000 লোক বাধা দিয়েও মামুদকে প্রতিহত করতে পারেননি। মামুদ চন্দনকাঠ দিয়ে তৈরি তোরণ পর্যন্ত নিয়ে যান। 1169-এ অনহিল পত্তনের কুমারপাল মন্দিরটি পুনঃস্থাপন করেন। 1297-এ আলাউদ্দিন খিলজি এটি ধ্বংস করেন তবে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয় 1706-এ ঔরংজীবের আদেশে। স্বাধীনতা লাভের পব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল লোকসভায় এই মন্দিরটি পুনঃস্থাপনের সংকল্প ঘোষণা করেন। পুরনো মন্দিরের ভিত্তির উপর নির্মীয়মান মন্দিরে লিঙ্গমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ 1951-র 11 মে। তারপর দীর্ঘ প্রায় 38 বছর ধরে ধীরে ধীরে মন্দিরের কাজ এগোতে থাকে। একই ধরনের বেলেপাথর সংগৃহীত হয় সমুদ্রগর্ভ থেকে। অবশেষে 1989-এর মার্চ মাসে এই মন্দিরের পুনর্নির্মাণ কর্ম সমাপ্ত হয়েছে— হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত নিত্য ভজন গাওয়া হয়। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম এই সোমনাথজির মন্দির। দূর থেকেই এই লিঙ্গ দর্শন করতে হয় সকাল 7.00, দুপুর 12.00 ও সন্ধ্যা 19.00 আরতির সময়ে। মন্দিরের 2 এবং 3 তলায় সোমনাথের অতীত ইতিহাস চিত্রিত রয়েছে— পারলে দেখে নেবেন। দেখে নেবেন পাশের মিউজিয়ামটিও, যেখানে প্রাচীন কারুকার্যের কিছু নিদর্শন আজও সংগৃহীত হয়ে রয়েছে। মন্দির খোলা 6.00-19.30 পর্যন্ত। সমুদ্রের ধারে পাথরে ঘেরা পাঁচিলের উপর শঙ্খ, সেখান থেকে সমুদ্র অনবদ্য। এখানে আরো দ্রষ্টব্য— 1783-তে ইন্দোরের রানী অহল্যাবাঈ নির্মিত **মন্দির**। মন্দির থেকে বেরিয়ে আসা পথের ডানদিকে **পরশুরামের তপোভূমির** মায়াময় পরিবেশ পার হয়ে এসে বাঁদিকে দেখুন **শঙ্করাচার্যের সারদা মঠ**। তার পাশেই সুখ্যাত ও সুপ্রাচীন **সূর্যমন্দিরে** দেখুন সূর্যদেব পত্নী সংজ্ঞাদেবীর মূর্তি— অদূরে দৃশ্যমান কপিলা ও হিরণ্যত নদীর সঙ্গমধাবার কাছে বহমান সরস্বতীর জন্য **ত্রিবেণী সঙ্গম** বা **প্রভাস তীর্থ**। এই ত্রিবেণীর ঘাটেই নাকি কৃষ্ণের শেষকৃত্য সম্পাদিত হয়। **গীতাভবনের** প্রাঙ্গণেই নাকি বৃক্ষোপরি আরূঢ় কৃষ্ণের চরণ দুটিকে হরিণের চোখ ভেবে তীর ছুঁড়েছিল ভীল ব্যাধ জরা। তাতেই কৃষ্ণের ইহজীবনের সমাপ্তি ঘটে। সেই গাছ আজও বেদি দিয়ে সংরক্ষিত। মতান্তরে **ভালুকা তীর্থে** এই মহামরণ সংঘটিত হয় (দ্রঃ ভালুকা তীর্থ)। এই প্রভাস তীর্থে গড়ে উঠেছে গীতাভবন।

ভেরাবল থেকে গাড়িতে বা টাঙা ভাড়া করে (২৫-৩০ মধ্যে) সোমনাথে সকাল সকাল এসে সারাদিন সব দেখে সেদিনেই ফিরে যেতে পারেন। ইচ্ছে করলে ঘুরে আসতে পারেন 26 কিমি দূরে **চোরবাদে**। বিস্তীর্ণ সমুদ্রবেলা, জুনাগড় নবাবের গ্রীষ্মাবাস (এখন এখানে TCGL-এর রিসর্ট), এবং সূর্যাস্তের অপরূপ সৌন্দর্য— সব মিলিয়ে ভালই লাগবে। এখান থেকে **দিউ** বেড়ানোও সহজ। একই ট্যুরে দুটো জায়গা দেখা হয়ে যাবে।

কচ্ছ : গুজরাটের উত্তর-পশ্চিমে কচ্ছ এখন একটি জেলা। এর দক্ষিণ ও পাশ্চিম দিক সমুদ্রের দিকে খোলা। আর উত্তর ও পূর্ব অংশে রয়েছে রান নামে অগভীর জলের নোনা খাড়ি। রান এলাকার আয়তন প্রায় 9,000 বর্গমাইল।এ অঞ্চল না-সমুদ্র, না মরুভূমি। শীতকালে খাড়ি শুকিয়ে প্রায় মরুভূমি হয়ে যায়। শীতকালে ফ্লেমিংগো, পেলিক্যান ও নানান দুষ্প্রাপ্য পাখি এখানে এসে ডিম পাড়ে। এখানের জাইনাবাদে বিরল প্রজাতির ভারতীয় বন্য গাধা দেখতে পাওয়া যায়। সেজন্য এ জায়গাটিকে অভয়ারণ্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কতগুলো পর্বতময় দ্বীপ আছে— এদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পচ্ছম্। **খাওড়া** একটা বড় দ্বীপ। এখানে যত্রতত্র লক্ষ পাথর ছড়িয়ে আছে। মালধারী উপজাতিরা এগুলিকে অলৌকিক ঘোড়সওয়ার ভেবে পুজো করে। এমনি বেড়াবার ইচ্ছে থাকলে, ভূপ্রকৃতির রুক্ষতা আর উপজাতিদের দেখার ইচ্ছে হলে তবেই আসুন।

এখানে থাকার জন্য আছে গুজরাট পর্যটন দপ্তরের Mandavi Toran Beach Resort (এজেন্সি বাংলোর কাছে) জাহাজওয়ালা রোড, মাণ্ডবী, কচ্ছ, Ph: (02834) 230516, AC portable Cabin DB ৮৫০, Portable Cabin DB ৬০০, Tent DB ২০০।

ভুজ

এই কচ্ছের প্রধান শহর হল ভুজ। বিমানে এলে এখানের এয়ারপোর্টেই নামতে পারেন। তাছাড়া মুম্বাই থেকে উড়ে জামনগর নেমেও এখানে আসা যায়। মিটার গেজের ট্রেন আসে ভুজ পর্যন্ত। ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই নগরের বাড়িগুলো পাথরে তৈরি। এখানকার রুপোর অলঙ্কারও খুব বিখ্যাত। মেয়েরা কাচ বসিয়ে সুন্দর কাপড় তৈরি করেন। একটা বড় মন্দির, মিষ্টি জলের কুয়ো, পুরনো রাজপ্রাসাদ দেখুন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এই নগরে। দেখুন **আয়নামহল**। খোলা থাকে সকাল 9.00 থেকে 18.00। শনিবার বন্ধ। এই মিউজিয়ামটিতে রয়েছে। মহারাজের নানারকম পোশাক, পেন্টিং, পুরনো সামগ্রী আর ভুজ রাজের নিজস্ব মুদ্রার সংগ্রহ 1700 থেকে 1948 পর্যন্ত। প্রবেশ মূল্য ২্।

যাঁরা অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়, নতুন ভ্রমণের আস্বাদ পেতে অন্যকিছুর পরোয়া করেন না, তাঁদের জন্য বলি— অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে উটের পিঠে চেপে কচ্ছের রান ধরে চলুন। 10 থেকে 15 দিন সময় হাতে নেবেন। চাইলে ট্রেকও করতে পারেন। এক বিরল অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবেন। মুখোমুখি হবেন নানাবিধ বন্যপ্রাণী ও পাখির এবং চলতে চলতে অবশ্যই অনুভব করবেন এ অঞ্চলের সমৃদ্ধ শিল্প-সংস্কৃতিকে। ফ্লেমিংগোর উড়ে যাওয়া দেখতে দেখতে আপনি টুক করে ঢুকে পড়তে পারেন কোনো গ্রামে, যেখানে বসে শিল্পীরা সৃষ্টি করে চলেছেন কচ্ছের বিখ্যাত হস্ত শিল্পসামগ্রী। এ ব্যাপারে সহায়তা পাবার জন্য এবং বিস্তৃত জানবার জন্য যোগাযোগ করুন — MR. D. R. Rathora, Primary Teacher, Baladia, Bhujtaluka, Bhuj-370001।

প্রাগমহল মহারাজার নতুন প্রাসাদ। এর দরবার হল ও ক্লক টাওয়ার ভ্রমণার্থীদের জন্য খোলা। দেওয়ালে পূর্বতন মহারাজাদের সারি সারি ছবি রয়েছে। ক্লক টাওয়ারে উঠে পুরো ভুজ শহরটি প্রত্যক্ষ করুন। প্রবেশ মূল্য ২্ এবং ক্যামেরার জন্য ১৫্।

কচ্ছ মিউজিয়াম (আগে নাম ছিল ফার্গুসন মিউজিয়াম) গুজরাটের প্রাচীনতম মিউজিয়াম। বুধবার, দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ছাড়া খোলা থাকে সকাল 9.00 থাকে 17.30 পর্যন্ত। সুন্দরভাবে সাজানো এই মিউজিয়ামে আছে ছবির গ্যালারি, নৃতত্ত্ব বিভাগ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বস্ত্র অস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র আর জাহাজ। ঘুরে আসুন কলেজ রোডে নবনির্মিত ভারতীয় সংস্কৃতি দর্শন ভবনে। একসময়ে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এই শহরের প্রধান গেট বন্ধ থাকত। ভুজে এলে 152 কিমি দূরের কোটীশ্বর মন্দির দেখে আসুন বাসে চড়ে। এখানের সাগরসৈকত, নারায়ণ সরোবর, জলাশয় সবই দেখার মত। নারায়ণ সরোবরে নাকি আলেকজান্ডার এসেছিলেন।

কান্দলা : কচ্ছের প্রধান বন্দর। ভারতেরও। করাচি বন্দর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই বন্দর তৈরি হয়। ক্রমবর্ধমান এই বন্দর এখানের উন্নতি এবং শিল্পপ্রসারের প্রধান কারণ। মুম্বাই থেকে 17.10 ছেড়ে আসা মুম্বাই-নিউ ভুজ কচ্ছ এক্সপ্রেস আমেদাবাদে 1.40-এ ধরে সরাসরি এখানে আসা যায়। গান্ধিধাম পৌঁছয় 8.30, নিউ ভুজ 10.25। পালনপুর-ডীসা হয়ে মিটার গেজের ট্রেনও এখানে আসে। 8 নং জাতীয় সড়কপথেও আসা যায়। কান্দলায় বাণিজ্যের একটি মুক্ত অঞ্চল আছে। কান্দলা আসবেন আপনি প্রধানত গান্ধিধামের আকর্ষণে। ভুজ থেকে দূরত্ব 57 কিমি। এই নতুন নগরটি 1947-এ স্থাপন করেছিলেন কচ্ছের মহারাজ সিন্ধের উদ্বাস্তুদের জন্যে। আমেরিকার একদল বিশেষজ্ঞ এই গান্ধিধাম নগরের পরিকল্পনা তৈরি করে দেন। এখানে গান্ধি-সমাধি এবং মূর্তিসমেত শিবমন্দির আছে। গান্ধিধামে আসার জন্য আমেদাবাদে সৌরাষ্ট্র এক্স-এর গান্ধিধাম-বগিতে উঠুন। কান্দলা থেকেও বাস আসছে। পোরবন্দর থেকে মাত্র 37 কিমি দূরে। বান্দ্রা টার্মিনাস থেকে বান্দ্রা-গান্ধিধাম এক্সপ্রেস আসে 14.50 ছেড়ে 792 কিমি পার হয়ে 6 45। থাকার জন্য RR, PWD RH, আরাম গেস্ট হাউস ছাড়া হোটেল শিব, মধুবন (৩৭৫-৪৫০) প্রভৃতি আছে।

গোয়া

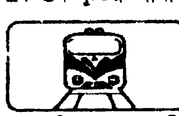
ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়া, দামন, দিউ, দাদরা, নগর হাভেলি ও আঞ্জিডিভ দ্বীপ আগে পোর্তুগিজদের অধীনে ছিল। এগুলিতে একজন গভর্নর-জেনারেল সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের প্রধান কর্তা ছিলেন। তখন রাজধানী ছিল নোভা। 1962-র মার্চ মাসে পার্লামেন্টের আইনে গোয়া, দামন ও দিউ 20 ডিসেম্বর 1951 থেকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তখন এর সদর দফতর হয় পানাজিতে (নোভা গোয়া)। 30 মে 1987 থেকে গোয়া পায় পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ও ভারতের কনিষ্ঠতম রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। দামন ও দিউ ইউনিয়ন টেরিটরি হিসাবে কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আছে।

প্রাক্তন পোর্তুগিজ উপনিবেশ গোয়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে মুম্বাই থেকে 400 কিমি দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। উত্তরে মহারাষ্ট্র, পূর্বে ও দক্ষিণে মহীশূর ও পশ্চিমে আরবসাগর। গোয়া দ্বীপটির নাম থেকেই এই উপনিবেশটির নামকরণ হয়েছিল গোয়া। গোয়া 2টি জেলায় বিভক্ত। উত্তর গোয়া ও দক্ষিণ গোয়া। উত্তর গোয়ার সদর শহর পানাজি এবং দক্ষিণ গোয়ার মারগাঁও। পাহাড়িয়া এই দেশের পূর্বপ্রান্তে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে গিরিশ্রেণী পশ্চিম দিকে বের হয়ে এসে গোয়ার দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলে প্রবেশ করেছে' এর শিখরগুলো হল সোনসাগর, কাটলানচি-মাউলি ও দুধসাগর। নদীগুলোর নামও বেশ মজার—মাণ্ডোভী, জুয়ারি, তেরেখোল, বেতুল এবং চাপোরা।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে গোয়ার উল্লেখ আছে। তখন এর নানা নাম ছিল—গোমনচলা, গোয়াপুরী, গোপকাপুর, গোপকা, পাটনা ইত্যাদি। মহাভারতের ভীষ্ম-পর্বে এর উল্লেখ আছে 'গোপকপত্তন' বা 'গোমন্ত' নামে। সূত্র-সংহিতা-য় এর নাম পাওয়া যাচ্ছে 'গোয়াপুরি'। টলেমি গোয়ার নাম লিখেছেন 'গৌবা'। বানাভসির কদম্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত গোয়া পরে বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের মধ্যে আসে। তার পরে আসে বিজাপুরের সুলতানের অধীনে। আলবুকার্ক (1453-1515) এটি অধিকার করেন। 1510-এ গোয়া এল পোর্তুগিজদের অধিকারে। তারপর প্রায় 500 বছর তাদেরই অধিকারে থাকার পর গোয়া এখন স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য।

উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর এই রাজ্যের অধিবাসীরা প্রধানত কৃষিজীবী—প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য নারকেল, আখ, ধান, সুপারি, মুগ, কাজুবাদাম ও আলু। মৎস্যশিকার প্রধান বৃত্তি। অরণ্য আচ্ছাদিত গোয়ায় লোহা ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। এখানে রেল, সড়ক ও জলপথের ব্যবস্থা ভালই। বিমান বন্দরও আছে। এর নৈসর্গিক শোভা পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ। গ্যাসপার ডিয়াস, কোল্‌ভা, কালানগুটের সমুদ্রসৈকত মনোমুগ্ধকর। দুধসাগর ও আর্‌ভালামে দেখুন জলপ্রপাত; গোয়া আসলে তিনটি গোয়ার সমষ্টি—ভেলহা গোয়া, পুরনো এবং নোভা গোয়া। একদা আলফানসো ডে আলবুকার্ক 20টি জাহাজে মাত্র 1,200 সৈন্য নিয়ে একে অধিকার করেছিলেন। সেই প্রথম (1510) গোয়ায় ভিড়েছিল পোর্তুগিজ জাহাজ। পরে ভারতীয় সেনাবাহিনী জোর করে তাদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তারা চলে গেলেও রেখে যায় তাদের সংস্কৃতির কিছু ছাপ। তাই গোয়াতে এলে আপনার হয়ত এক এক সময় মনে হবে বুঝি ভারতের বাইরেই কোথাও বেড়াতে এসেছেন। সদাহাস্যপ্রিয় গোয়াবাসীদের অধিকাংশের মাতৃভাষা কোঙ্কনি। মারাঠির প্রচলনও খুব। 1993-এর অক্টোবর থেকে কোঙ্কনি সরকারি ভাষা হিসেবে চালু হয়েছে। লেখা হয় দেবনাগরি হরফে। রাজ্যটির আয়তন 3,702 বর্গকিমি. উচ্চতা 1,022 মি। লোকসংখ্যা 13,43,998 (2001 সেন্সাস)। রাজধানী পানাজি।

কখন আসবেন : গোয়াতে বেড়াতে আসতে পারেন বছরের যে কোনো সময়ই। তবে জুন-সেপ্টেম্বরে বর্ষা নামে। বৃষ্টি হয় প্রায় 3,500 মিমি। কাজেই ওই সময়টা বাদ দিলেই ভাল। খুব আরামপ্রদ সময় হল নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি। আসুন না এ সময়টাতেই। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ ও শীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32°C ও 21°C। সুতির জামাকাপড় পরেই আসুন না।

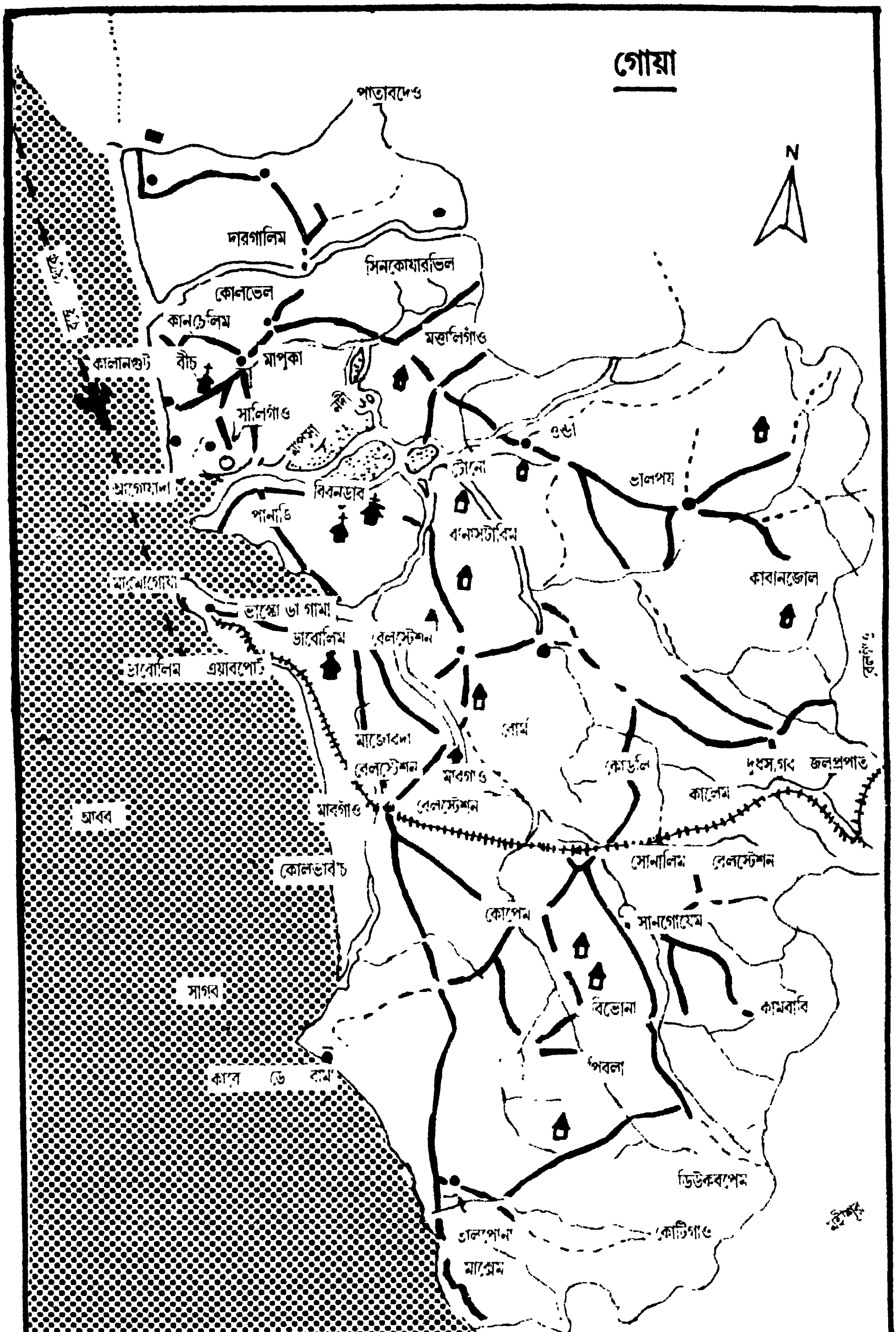


কেমন করে আসবেন : বিমান পথ — উড়ে এলে নামুন গোয়ার বিমানবন্দর ভাস্কো-ডা-গামার ডাবোলিমে— পানাজি থেকে 29 কিমি দূরে। এখানে IA, AI উঠছে-নামছে। IA বিমান আসছে বাঙ্গালোর (105 মিনিট), মুম্বাই (55 মিনিট), দিল্লি (145 মিনিট), কোচি (65 মিনিট), তিরুবনন্তপুরম থেকে। AI গোয়াকে যুক্ত করেছে কুয়েত এবং তিরুবনন্তপুরমের সঙ্গে। Jet Airways-এর বিমান যাচ্ছে ও আসছে মুম্বাই ও দিল্লি থেকে।

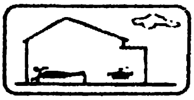
রেলপথ : গোয়াতে গোয়া নামে কোনো স্টেশন নেই। নামতে হবে মারগাঁও স্টেশনে। এতদিন এই মারগাঁও আসতে হলে প্রথমে আপনাকে সেন্ট্রাল-সাউথ সেন্ট্রাল-সাদার্ন রেলওয়ের পুনে-মিরাজ-কোলাপুর-ভাস্কো-ডা-গামা-বাঙ্গালোর শাখার ট্রেনে উঠে এই শাখায় পুনের দিকে থেকে মিরাজ, বেলগাঁও পার হয়ে অথবা বাঙ্গালোরের দিকে থেকে হুবলি, ধারওয়ারের পর লোন্ডা স্টেশনে নামতে হত। তারপর লোন্ডা থেকে শাখা লাইনের জন্য গাড়ি বদল করে মারগাঁও স্টেশনে। তারপর বাস ধরে পানাজিতে। কিন্তু এখন আর এত ট্রেন পাল্টানোর কোন প্রয়োজন নেই। নবনির্মিত কোঙ্কন রেলপথে আপনি মুম্বাই থেকে সরাসরি আসতে পারবেন গোয়ার মারগাঁও স্টেশনে। মুম্বাই থেকে মারাগাঁও-এর দূরত্ব 588 কিমি। 0111 কোঙ্কন কন্যা এক্সপ্রেস মুম্বাই ছাড়ছে 22.50 মিনিটে। মারগাঁও পৌছচ্ছে 10.45। এখান থেকে বাসে পানাজি। মারগাঁও থেকে পানাজির দূরত্ব 34 কিমি। সেজন্য আগের স্টেশন কারমালিতে নেমে পড়াই সুবিধেজনক। কারমালি থেকে পানাজির দূরত্ব মাত্র 10 কিমি। বাস পাবেন। আছে অন্য যানবাহনও পানাজি পৌছে দেওয়ার জন্য। গোয়ার সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগ রয়েছে বড় বড় শহরের মধ্যে। 0103 মুম্বাই-মারগাঁও মাণ্ডোভী এক্সপ্রেস 7.05 মুম্বাই ছেড়ে মারগাঁও 18-40। লোকমান্য তিলক টার্মিনাস 5.35 ছেড়ে 2051 জনশতাব্দী এক্সপ্রেস মারগাঁও 13.30; 11.40 ছেড়ে 6345 নেত্রবতী এক্সপ্রেস মারগাঁও 22.30, ত্রিবান্দ্রম 19.20। ট্রেনটি ত্রিবান্দ্রম থেকে ফেরে 10.00 ছেড়ে মারগাঁও 5.45, এবং লোকমান্য তিলক 16.55। 2619 মৎস্যগন্ধা এক্সপ্রেস 14.05 ছেড়ে মারগাঁও 00.10, ম্যাঙ্গালোর 6.10। ট্রেনটি ম্যাঙ্গালোর থেকে 14.40 ছেড়ে মারগাঁও 20.15, লোকমান্য তিলক 6.40-এ। নাগেরকয়েল থেকে আসছে 6336 গান্ধিধাম এক্সপ্রেস 11.45 ছেড়ে (কেবল বৃহস্পতিবার) মারগাঁও 9.35, গান্ধিধাম 14.45। ত্রিবান্দ্রম থেকে 2431 রাজধানী এক্সপ্রেস 19.15 ছেড়ে (ম. বৃ) মারগাঁও 11.25, হজরত নিজামুদ্দিন 13.50 প্রভৃতি। যাঁরা কলকাতা থেকে যাবেন তাঁরা মুম্বাই মেলে (ভায়া নাগপুর) চড়ে অথবা হাওড়া থেকে মুম্বাইগামী যে-কোন ট্রেনে চেপে মুম্বাই আসুন। মুম্বাই থেকে কোঙ্কন কন্যা এক্সপ্রেসে বা মাণ্ডোভী এক্সপ্রেসে সোজা গোয়ার কারমালি বা মারগাঁও স্টেশনে। এবার বাসে চড়ে আসুন পানাজিতে। **ট্রেনের টিকিট অগ্রিম রিজার্ভেশন করুন**—মারগাঁও অথবা ভাস্কো-ডা-গামায়। এ ব্যাপারে আপনি সাহায্য পাবেন পানাজিতে অবস্থিত 5 Kadamba Bus Terminus-এর (Govt. of Goa, Daman, Diu) Tourist Information Counter (Ph: 2225620) থেকে। এখানে আছেন Railway Out Agency-র প্রতিনিধি। পানাজিতে পর্যটন দপ্তরের ঠিকানা : Department of Tourism, Tourist Home, Patto, Panaji, Goa 433 001 Ph: 222 5535, 222 4757।

সড়কপথ : জাতীয় সড়ক 4A, 17, 17A গোয়ার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। নিয়মিত বাস চলছে বাঙ্গালোর (632 কিমি ভায়া লোন্ডা, হুবলি), বেলগাঁও (157 কিমি), মুম্বাই (594 কিমি), দেবগড়, গোকর্ণ, হুবলি (184 কিমি), কারোয়ার (103 কিমি), মালোয়ান, ম্যাঙ্গালোর (371 কিমি), মিরাজ, মহীশূর (677 কিমি), পুনে, রত্নগিরি, সোয়ান্তওয়াড়ি, ভেঙ্গুরিয়া থেকে পানাজির মধ্যে। সদাশিবগড়, বেলগাঁও (157 কিমি) থেকে বাস আসছে মারগাঁও। ভাস্কোতেও বাস আসছে সদাশিবগড় এবং বেলগাঁও থেকে। মুম্বাই থেকে বাস সময় নেয় মোটামুটি 10 ঘণ্টা। ভাড়া বাস অনুযায়ী ২০০-২৫০। অন্যান্য বাসের ভাড়া এবং সময় ঠিক করে জেনে নিন পানাজির বাস টার্মিনাসে।

জলপথ : জলপথে গোয়া বেড়াতে যাওয়ার অভিজ্ঞতাটা মন্দ নয়। অক্টোবর-মে-র ভাল আবহাওয়াতে মাত্র মুম্বাই-পানাজি জাহাজ চালাচ্ছে শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া। মঙ্গলবার ছাড়া মুম্বাই এবং বুধবার ছাড়া পানাজি থেকে জাহাজ যাতায়াত করছে প্রতিদিন। সময় নেয় 10 ঘণ্টা মত। মুম্বাই-এ নগদ টাকায় বা Shipping Corporation of India-র নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফট কেটে আগে থেকে জাহাজ বুক করতে পারেন [ঠিকানা New Ferry Wharf, Mallet Bunder, Mumbai 400009, Ph: 23743737-9] অথবা পানাজিতে V.S. Dempo (Captain of Ports জেটির বিপরীতে), D.B. Bandodkar Marg, Panaji (Ph. 2228711) ঠিকানায়। Frank Shipping (I) Ltd. মুম্বাই-পানাজি ক্যাটামেরন সার্ভিস চালাচ্ছে। রাত 10.30 মুম্বাই ছেড়ে পরদিন সকাল 6.30 পানাজি আসছে, আবার 9.00টায় পানাজি ছেড়ে মুম্বাই ফেরে বিকেল 5টায়। এই যানে আরবসাগরের বুকের ওপর দিয়ে গোয়া পৌছনো এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। সকাল 9.00 পানাজি ছেড়ে মুম্বাই ফেরে বিকেল 5। কলকাতা থেকেও এদের টিকিট বুকিং করা যায়। ঠিকানা: Expression, 17


গোয়া
N
পাত্রাবদেও
দারগালিম
সিনকোথারভিল
কোলভেল
কানচেলিম
মস্তালিগাঁও
কালানগুট
বীচ
মাপুকা
সালিগাঁও
ওন্ডা
টোনে
আগোয়াদা
বিবনডাব
পানাজি
ভালপয
বানাসটারিম
কাবানজোল
মারমোগোয়া
ভাস্কো ডা গামা
ডাবোলিম
বেলস্টেশন
ডাবোলিম এয়ারপোর্ট
মাজোরদা
পোন্ডা
বেলস্টেশন
মারগাঁও
কোর্ডলি
দুধসাগর জলপ্রপাত
কালেম
মারগাঁও
বেলস্টেশন
আরব
সোনালিম
বেলস্টেশন
কোলভাবীচ
কোপেম
সানগোয়েম
সাগর
বিভোনা
কামবারি
কাবে ডে রাম
পবলা
ডিউকবপেম
তালপোন
কোতিগাঁও
মাশেম

Justice Dwarakanath Tagore Rd., Kolkata 700 020 (Ph: 24754502)। এছাড়া Chowgule Steamship Co. ওই সময়েই মুম্বাই-পানাজির মধ্যে এবং Scindia Steam Navigation Co. মুম্বাই-কালিকট জাহাজ নিয়ে মারগাঁও বন্দরে আসছে সপ্তাহে একদিন।



কোথায় উঠবেন : প্রথমেই ভারত সরকার অনুমোদিত ব্যয়বহুল হোটেলগুলির কথা বলি : The Aguada Hermitage (R-20) Sinquerim-এ (Ph: 2276201) SAB AC ৫,৪০০, DAB AC ৮,৫০০; The Leela Beach, (R-183) Mobor, Cavelossim, Salcette (Ph : 2746363) ১০,০০০-২০,০০০; এখানেই The Old Anchor (Ph: 2246335) ১,২৫০- ৪,৮৫০; 5-তারা The Fort Aguada Beach Resort (Ph: 2276201) Sinquerim, Bardez (R-120) SAB AC ৫,০০০-৮, ৫০০ DAB AC ৯,৭৫০-১১,৫০০; ডোনা পাওলায় Vainguinim Beach-এ 5-তারা হোটেল Welcomgroup Cidade-de-Goa (Ph: 2221133) (R-110) SAB AC ১০,৭৫০ DAB AC ১১,৫০০; ওই একই ভাড়ায় বোগমালোতে 5-তারা হোটেল Oberoi Bogmalo Beach (R-1:8, Ph: 2513311); Sinquerim, Goa-তে The Taj Holiday Village (R-86, Ph : 2276201) SAB AC ৬,০০০ - ৮,৪০০ DAB AC ৩,৭৫০ - ৪,৫০০। মাজোরদা বীচে Majorda Beach Resort (R-64) (Ph : 2220025) SAB AC ২,১৫০, DAB AC ২,৮০০; পানাজির 18 জুন রোডে 3-তারা হোটেল Hotel Fidalgo (R-122, Ph: 2226291) SAC ৯৫০, DAC ১,২৫০, স্যুইট ১,৩৫০-২,০০০; এখানেই 3-তারা Keni's Hotel (R-38, Ph: 2224581), SAB ৭৫০, DAB ৮৫০, DAC ৯০০, স্যুইট ১০৫০; Hotel Check Inn (Ph : 2228477), দুর্গা চেম্বার্স ১২০০ - ২,৬০০; বান্দোদকার রোডে 3-তারা হোটেল Hotel Mandovi (R-63, Ph: 2426270) SAB AC ১৩৫০-১,৯০০, DAC AC ১,৯০০ - ২,৯০০; 2-তারা হোটেলগুলির মধ্যে আছে মারগাঁওতে Hotel Metropole (R-48) SAC ৪৫০-৬৫০, DAC ৬৫০ - ৮৫০, SAB ৩৫০, DAB ৪২৫; স্বতন্ত্র পথে ভাস্কো ডা-গামায় La Paz Gardens Hotel (R- 33, Ph: 2512238) SAC ৬৫০ - ৯৫০, DAC ১,২৫০ - ১,৬০০; এখানেই Hotel Zuari (Ph: 2512121) SAC ৫৫০, DAC ৮৫০ ; ভেরেম-এ Noah's Ark Bamboo Motels & Hotels (R-30) DAC ৬০০, DAB ২৭৫; বাগা বীচ-এ Hotel Baia do Sol (R-23, Ph : 2276084) SAC ৯৫০ DAC ১৭০০।

Goa ট্যুরিজম বিভাগ পরিচালিত

পেরেনেম-এর Terekhol (Ph: 2220705)-এ Terekhol Fort Tourist RH S ২৪০, D ৩২৫, ডিলাক্স ৩৭৫; গোয়ার মায়েম বিচোলিম-এ Mayem Lake Resort (Ph : 2362144) AC স্যুইট ৬০০, DAC ৫০০, DAB ৩০০-৪০০।

পানাজিতে Tourist Hotel (Ph : 2227103) AC স্যুইট ৯৫০ DAC ৭৫০-৮৫০ DAB ৬০০; মাপুসাতে TH (Ph : 2262694) AC স্যুইট ৭৫০ DAC ৬৫০ DAB ৪০০; ভাস্কোতে TH (Ph : 2513119) DAC ৬০০ DAB ৩৫০, কালানগুটে বীচে ট্যুরিস্ট রিসর্ট (Ph: 2276024) DAB ৫০০-৮৫০, DAC ৮৫০-১০০০, AC স্যুইট ১২০০; কোলভা বীচে ট্যুরিস্ট কটেজ (Ph 2788047) DAC ৬০০-৬৫০ DAB ৫০০-৫৫০, পোন্ডার ফার্মাগুড়িতে হিল রিসর্ট (Ph. 2312922) AC স্যুইট ৬৫০ DAC ৫০০ DAB ৩০০-৪০০ FR ৯০। মিরমার-এ বিচ রিসর্ট (Ph: 222 7754) AC স্যুইট ৯৫০ স্যুইট ৮৫০ DAC ৮৫০ DAB ৭০০; দুধসাগর-এ রিসর্ট (Ph: 2612238) DAC ৬০০-৬৫০ DAB ৪৫০-৫০০; ওল্ড গোয়া-তে TH (Ph. 2286127) DAB ৩০০। কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ দপ্তর : Goa Tourism Development Corporation, Trionara Apartment, Dr. Alvarez Costa Road, Panaji, Goa-403001. Ph: 2226728, 2224132।

বি: দ্র: মরসুম ছাড়া অন্য সময়ে প্রত্যেকটিতে ভাড়া কম লাগে। এবার যার যেমন পকেট তিনি তেমন হোটেল বাছুন।

[৫০০-১,২০০]

পানাজিতে : Hotel Golden Goa ডা.আত্মারাম বোরকার রোড (Ph: 2226231); Dona Paola Beach Resort ডোনা পাওলা (Ph: 2227955); Hotel Dolphin ভেলহা গোয়ার ওল্ড গোয়া রোডে; ক্যাম্পাল Hotel Campal টোনকা মিরামার-এ Goa International (Ph: 225804, 225717, 225716); মিরামারে London Hotel (Ph :

26017) , ডোনা পাওলায় সমুদ্রের ধারে Prainha Cottages (Ph . 227221); **কোলভাতে** Hotel Silver Sands কোলভা বীচে (Ph : 2721645, 2721646, 2721651); ওখানেই Sukh Sagar Beach Resort (Ph: 221888, 220224)। **কালানগুটে**: বাগা বীচে Hotel Baia Do Sol (Ph : 2276084); গাওরো ওয়াড্ডোতে Hotel Goan Heritage (Ph: 2276253); বাগা বীচে বাগা ব্রিজের কাছে Hotel Riverside (Ph: 2276062), Varma Beach Resort (Ph: 2276077); কোবরা ওয়াড্ডোতে Aldeia Bello Holiday Homes (Ph: 2276840)।

[৪৫০-৭৫০ মধ্যে]

পানাজিতে: চার্চ স্কোয়ারে Ambika Hotel; মিরামার বীচে Caravanserai Tourist Unit, Hotel Libdoran; মিউনিসিপ্যাল গার্ডেনের উলটোদিকে চার্চ স্কোয়ারে Classic Hotel, ডা ওয়োলফাংগো-দা-সিলভা রোডে Guirnaka Guest House; St. Inez Church এর বিপরীতে Hotel Ameya, মালাকা রোডে Hotel Neptune, Ribandar-এ Hotel Missel; মিরামারে Hotel Mayur; Royal Beach Hotel, 31 জানুয়ারি রোডে Panjim Inn & Guest House; এল্-ডোরাডো থিয়েটারের উলটোদিকে Indira Niwas; ডন্ বস্কো হাই স্কুলের সামনে Liberty Guest House; ডা. দাদা বৈদ্য রোডে Mayfair Hotel। কানহা বিভাবা রোডে Hotel Aroma; কস্তা দ্য আওরেমে Hotel Sona: আলফানসো দ্য আলবুকার্ক রোডে Vistal Hotel; **মারগাঁওতে** Hotel Raya., Hotel Shiveivado-মন্টেহিল; মিউনিসিপ্যাল গার্ডেনের সামনে Mabai Hotel (Ph 221653 to 58)। **ভাস্কো-ডা-গামাতে**: হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়ামের সামনে Maharaja Hotels। **কোলভা বীচে** Longuinhos Beach Resort (Ph. 221038)।

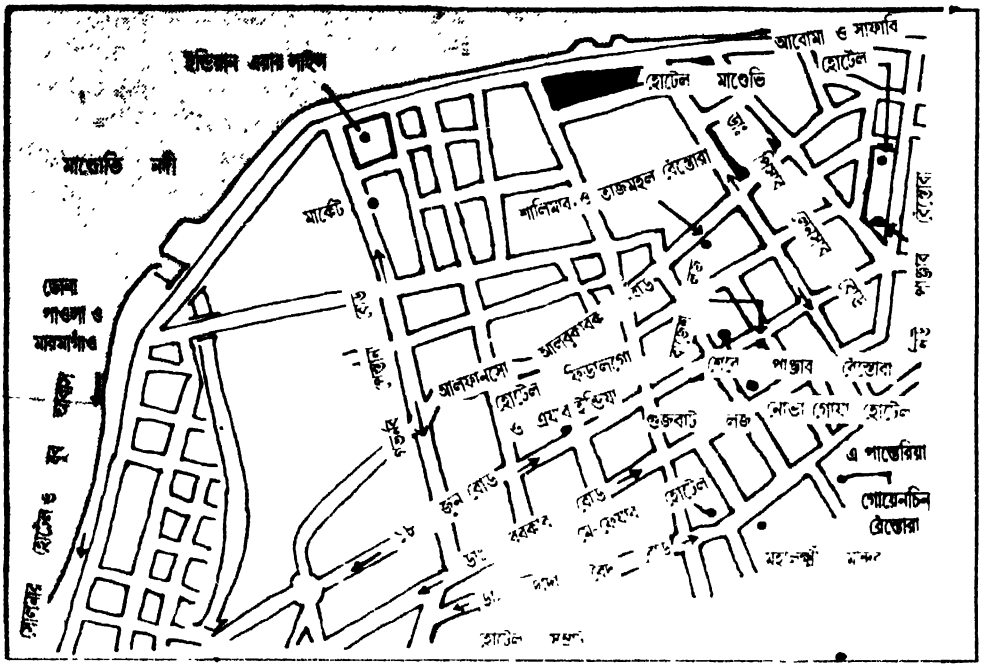
কালানগুটে : সমুদ্র তীরে Cavala, ক্যান্ডোলিমে Holiday Beach Resort, বাগা বীচে (অক্টোবর-মে পর্যন্ত) Hotel Riverside, বাগাতেই Mirenda Beach Resort; উমতাবাদোতে O. Camarao Beach Resort; Palmer Cottages; বেনাউলিমে L'Amour Beach Resort; ফোর্ট চাপোরো আনজুনাতে Vagator Beach Resort।

[৪৫০ মধ্যে]

পানাজিতে : হেড পোস্টাপিসের পিছনে Bharat Lodges, Udipi Lodging & Boarding; মিরামার বীচে Belrila Lodge, GPO-র কাছে Central Lodge; PWD-Patto-র কাছে Corina Lodge; Casa Pinho; 31 জানুয়ারি রোডে Deluxe Lodge; 18 জুন রোডে Gujarat Lodge, পুরনো বাস স্ট্যান্ডের কাছে Hotel Ajanta; মিরামারে ডেম্পো কলেজের কাছে Holiday Home; এল্-ডোরাডো থিয়েটারের কাছে National GH, Lord's Guest Home; মিউনিসিপ্যাল গার্ডেনে Matru Chaya Lodge, Safari Hotel; ইন্টার-স্টেট বাস টার্মিনাসে Rego's Hotel, সেক্রেটারিয়েটের সামনে Hotel Republica; আত্মারাম বোরকার রোডে Naguesh Bhawan, ট্যুরিস্ট হোটেলের পিছনে Mandovi Pearl G H : ডন বস্কো হাই স্কুলের কাছে Sunder Lodge প্রভৃতি।

মারগাঁওতে : রেলস্টেশনের বিপরীত Damodhar Lodging & Boarding, Vishranti Lodge, স্টেশন রোডে Dhond's Anand Bhavan, Hotel Greenview, Swagat, Milan Hotel, Sukhniwas Lodge ; গ্রেস চার্চের পেছনে Gokula Lodge; ফাদার মিরান্দা রোডে Hotel Bambino; ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিপরীতে Hotel Rukrish; ডন্ বস্কো রোডে Hotel Noorjahan; হরি মন্দিরের কাছে Hotel Neptune; লতা সিনেমার কাছে New Gujarat Lodge, স্টেশনের বিপরীতে Sunrit Hotel, Hotel Mohini ইঁসডোরা ব্যাপটিস্টো রোডে Hotel Gold Star ইত্যাদি।

ভাস্কো-ডা-গামায় : ড দেশপাণ্ডে রোডে Hotel Annapurna (Ph: 251 2144, 2145, 2174, 2175, 3375), সেন্ট অ্যান্ড্রুজ চার্চের কাছে Hotel Bismark, Twica Lodge; নিয়োগীনগরে Hotel Pravasi (Ph: 22389); মেন রোডে Hotel Rebelo, তিলক ময়দানের বিপরীতে Hotel Monish; স্বতন্ত্র পথে Meghdoot Restaurant and Lodging House; ফ্রান্সিসকো লুই গোমেস রোডে Hotel Marcel; Esso-র কাছে Indira Lodge, ভাদেম মেন রোডে Sanman Hotels, মেনডেস-ম্যানসন-এ Western Hotel, খালাপ ম্যানসনের কাছে Vandana Lodge প্রভৃতি। আলতো পোরভেরিম-এ দুটি হোটেল— Hotel Hilltop, Prasad GH । পোন্ডাতেও দুটি— Hotel Pearl, বাস স্ট্যান্ডে Hotel Padmair। **ভ্যাগাটোর/আনজুনাতে** . বীচে Poonam GH, চ্যাপেলের সামনে Noble Nest and Rest, সেন্ট



অ্যান্টনি ভান্দোতে Palmosol Beach Resort, ভ্যাগাটোর-এ Valles Happy Holiday Home.

কালানগুটে : বীচে ইন্‌ফরমেশন ব্যুরোতে Barbosa Cottages; সেন্ট জন চ্যাপেলের কাছে O'seas Tourist Home; বীচে Sonny Lobo; Ancoro Beach Resort. **বেনৌলিম**-এ'O Palmer' Benaulim Beach Cottages, G.H. Caravan Tourist Nest— ব্যাঙ্ক অব বরোদার সামনে; Vicina Tourist Nest, Plam Grove Cottages। মাপুসাতে: হনুমান মন্দিরের কাছে Hotel Satyaheera, কন্‌কার কর্ণারে Hotel Bardez; Hotel Purnima; জানকীশঙ্কর বিল্ডিং-এ Lodge, রামচন্দ্র বিল্ডিং-এ Sirsat Lodge প্রভৃতি।

যাঁরা পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতে চান তাঁরা অনুগ্রহ করে গোয়া-দামন-দিউ সরকারের পাট্রো, পানাজি ও গোয়ার ট্যুরিস্ট হোমগুলিতে খোঁজ নিন— সেখানেই তালিকা পেয়ে যাবেন। অথবা ফোন করুন : 2225583, 2226515, 2225620-এ।

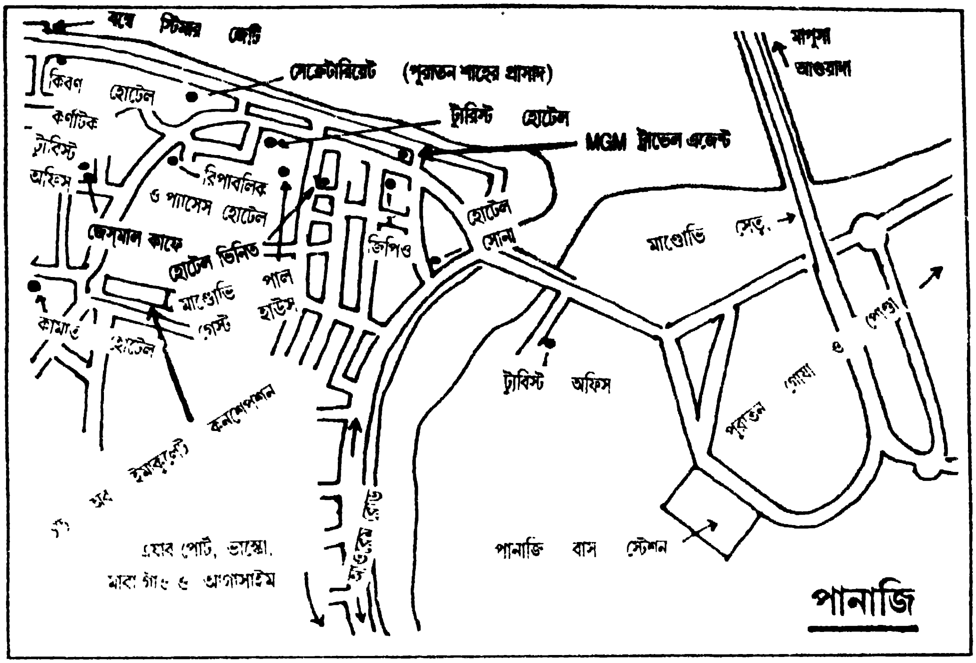
এসব ছাড়া পানাজিতে RH, মারগাঁওতে রেলওয়ে RR আছে। পোণ্ডাতে পাবেন নানা ধরমশালা। YH (Ph: 2225433) আছে মিরামার, পানাজিতে। বেড-প্রতি মাত্র ২০্ (কম্বল বিছানাসহ) দিনপ্রতি সদস্য ও ছাত্রদের জন্য, অন্যদের ৪০্। আগাম বুকিং করে আসাটাই নিরাপদ।

কী কী দেখবেন এখানে : আমরা গোয়ার ভ্রমণসূচিটি একটু নতুন ঢঙে সাজিয়েছি— স্থান অনুযায়ী নয়। বিষয় অনুযায়ী। যাঁরা বেড়াতে যাবেন তাঁরা একটু মিলিয়ে নেবেন। প্রথমে গোয়ার শহরগুলির সাধারণ পরিচয় দিই। পরে পরে বীচগুলি, চার্চসমূহ, মন্দিররাজি ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের পরিচয় দিচ্ছি।

শহর

পানাজি : গোয়ার রাজধানী শহর— নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে রাজ্যের সবচেয়ে বড় নদী মাণ্ডোভী। শহরের সর্বত্র জলপথ। বাড়িগুলোর বেশির ভাগ ছাদ লাল রঙের। শহরে অনেক বাগিচা, রাস্তার দুপাশে গুলমোহর, অ্যাকাসিয়া প্রভৃতি গাছের সারি শহরটিকে সুন্দর করেছে। অ্যালটিনো পাহাড় থেকে শহরের সমগ্র সৌন্দর্যটুকু চেখে দেখুন। এই পাহাড় থেকেই চারপাশে শহর এগিয়ে চলেছে যেন কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে।

মারগাঁও : পানাজি থেকে 34 কিমি দূরের এই শহরটিই এখানের রেল স্টেশন। গোয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এই শহর বাণিজ্যকেন্দ্রটি দক্ষিণ গোয়ার স্যালসিটে



তালুকের অন্তর্গত ও জলপথে মার্মাগাঁও বন্দরের সঙ্গে যুক্ত। মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটকের সঙ্গে জাতীয় সড়কের দ্বারা যুক্ত। পার্ক, বাগিচা, পুরনো অট্টালিকা ও নতুন বাড়িতে গোটা শহর উজ্জ্বল।

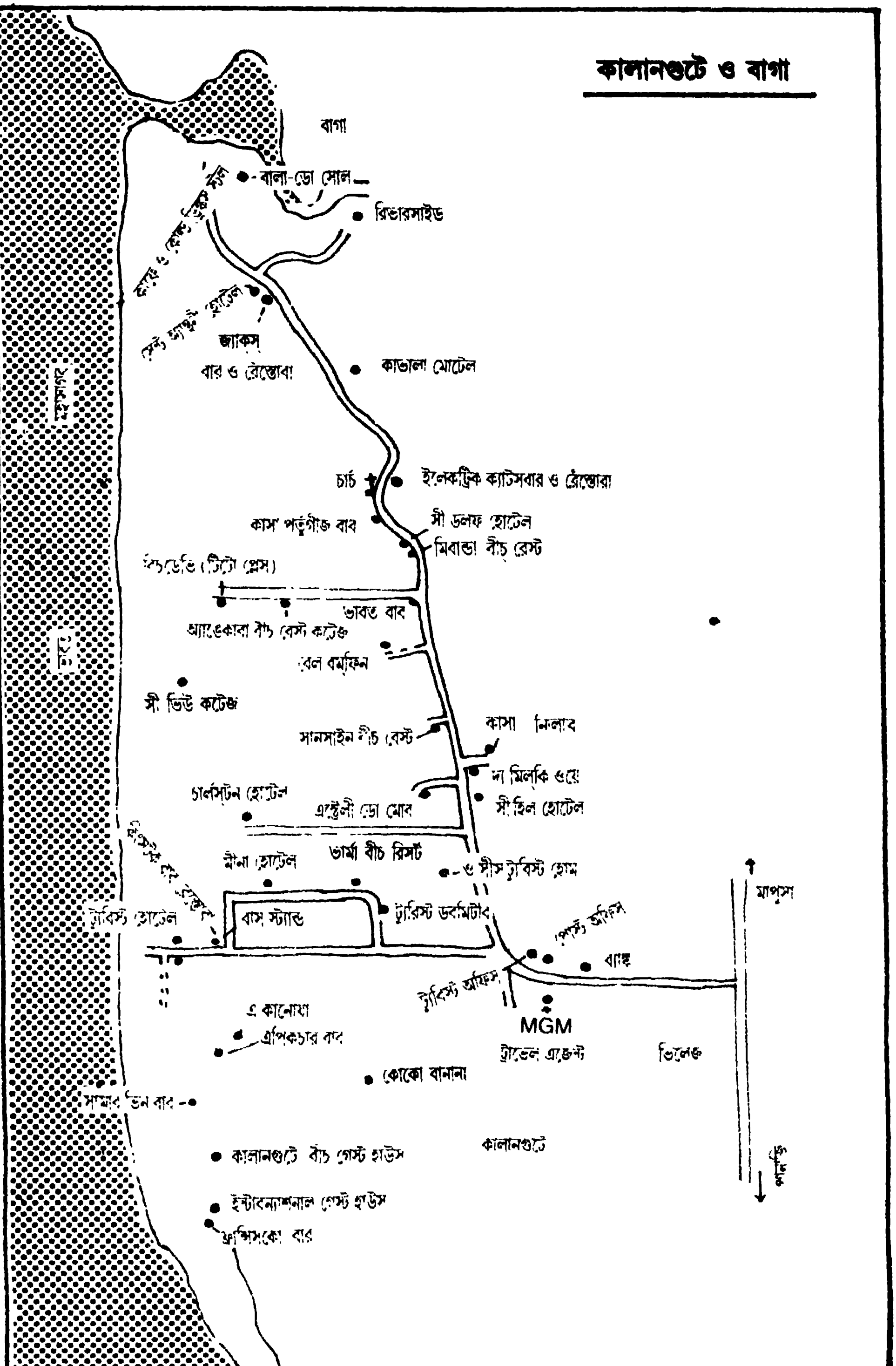
ভাস্কো-ডা-গামা : পানাজি থেকে 30 কিমি দূরের এই আধুনিক শহরটি মার্মাগাঁও বন্দরের বেশ কাছেই। চওড়া পথ, বৈনার দারুণ বীচ আর নানা বাগিচায় শহরটি সুন্দর। এই শহরের প্রান্তেই রয়েছে গোয়ার একমাত্র বিমানক্ষেত্র ডাবোলিম। শহরের রেলপথেরও এটিই প্রান্তীয় স্টেশন। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সবচেয়ে লম্বা নদী জুয়ারি। অনেক বাঙালির বাস এই শহরে— দুর্গাপুজোর সময় এলে পুজো পর্যন্ত দেখতে পাবেন। ডোনা পাওলা থেকে এই শহরে লঞ্চ যাওয়া-আসা করছে। পানাজি থেকে আসছে বাস।

মাপুসা : 13 কিমি দূরে, জাতীয় সড়কের উপর উত্তর গোয়ার বারদেজ তালুকের প্রধান শহর। ঝকঝকে আধুনিক বাজারে প্রতি শুক্রবার সাপ্তাহিক মেলা বসে, প্রচুর লোকসমাগম হয় তখন। চমৎকার সব বাড়িঘর, বাগিচা আর সুন্দর চার্চের শহরে থাকার জন্যে Gujarat Transport Development Corporation-এর Tourist Hostel আছে ২৫০-৪৫০ মধ্যে।

মার্মাগাঁও বন্দর : 34 কিমি দূরে পানাজি থেকে। পশ্চিমঘাটের অন্তর্গত একটি দারুণ সুন্দর প্রাকৃতিক নোঙর বাঁধার উপকূল। সদাব্যস্ত এই বন্দর থেকে সারা পৃথিবীতে মানুষজন ও মাল আসা-যাওয়া করছে।

পিলার : পানাজির 11 কিমি দূরের এই শহরটি এখানের খ্রিস্টীয় মিশনারিদের ধর্ম ও শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র। একটা ছোট টিলার উপর চার্চ, আলোচনাগৃহ এবং বিদ্যালয় রয়েছে— এখান থেকে চারপাশের গ্রাম দেখা একটা মুগ্ধকর অভিজ্ঞতা। এখান থেকে আরো দেখা যায়— দূরের মার্মাগাঁও বন্দর আর প্রান্তদেশে বয়ে যাওয়া রুপোলি জুয়ারি নদী।

ফার্মাগুড়ি : পানাজি থেকে কর্ণাটকের বেলগাঁও যাবার জাতীয় সড়কের ওপরে ফার্মাগুড়ি। দূরত্ব 28 কিমি। এর বৈশিষ্ট্য কিন্তু সমুদ্রসৈকত নয়, লালপাহাড় আর সবুজবন। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বুকে গোয়ার একমাত্র হিল রিসর্ট যেখানে হ্রদের জলে পড়ে মেঘের ছায়া, পাহাড় ছুঁতে চায় আকাশকে। পানাজি থেকে পোন্ডা যাবার বাসে ফার্মাগুড়ি ঘণ্টাখানেকের পথ। এছাড়াও নানা ধরনের গাড়ি ভাড়া পাবেন এখানে আসার জন্য। 1863-তে পোর্তুগিজ আক্রমণ প্রতিহত করার মারাঠা নায়ক শম্ভাজীর মূর্তি রয়েছে ফার্মাগুড়ি পার্কে। কেল্লার আদলে তৈরি অভিনব এই পার্কটিতে সিঁড়ি উঠেছে মূর্তির সুউচ্চ পাদদেশ পর্যন্ত। এখান থেকে গোটা


কালানগুটে ও বাগা
বাগা
বালা-ডো সোল
রিভারসাইড
জ্যাকস্
বার ও রেঁস্তোরা
কাভালা মোটেল
চার্চ
ইলেকট্রিক ক্যাটসবার ও রেঁস্তোরা
কাসা পর্তুগীজ বার
সী ডলফ হোটেল
মিরান্ডা বীচ রেস্ট
ভারত বার
অ্যাংকোরা বীচ রেস্ট কটেজ
সী ভিউ কটেজ
সানসাইন বীচ রেস্ট
দা মিলকি ওয়ে
সী হিল হোটেল
চার্লস্টন হোটেল
মীনা হোটেল
ভার্মা বীচ রিসর্ট
ট্যুরিস্ট হোটেল
বাস স্ট্যান্ড
ট্যুরিস্ট ডরমিটরি
ব্যাঙ্ক
মাপুসা
ট্যুরিস্ট অফিস
MGM
ট্রাভেল এজেন্ট
ভিলেজ
কোকো বানানা
কালানগুটে বীচ গেস্ট হাউস
কালানগুটে
ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউস

শহরটিকে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। আর ভক্তিপ্রাণ পর্যটকদেরও এ স্থান ভালো লাগবে। বেশ কয়েকটি মন্দির ও একটি মসজিদ রয়েছে এখানে। থাকার জন্য আছে GTDC-র Hill Resort (R-39) ৯০-৬৫০ মধ্যে: কলকাতায় বুকিং-এর জন্য: Expression, Justice Dwarakanath Rd. Cal 700020, Ph: 2476-1951, 2474-6897, Hotel Atish (Ph: 2313224-9) ৫৭৫-১,৫৫০ প্রভৃতি।

শহর ছেড়ে চলুন এবার যাই সমুদ্রসৈকতে।

সমুদ্রসৈকত

কালাঙ্গুটে বীচ : পানাজির 16 কিমি দূরের এই বীচটি হল গোয়ার বীচগুলির রানী। পর্যটকেরা বেশির ভাগ এখানেই ভিড় করেন। এর অনুপম সৌন্দর্যের সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা যায় হাওয়াই দ্বীপের বেলাভূমিগুলির। পর্যটকের ভিড় বাড়ছে বলে এখানে থাকা-খাওয়ার ভালই ব্যবস্থা হয়েছে — বিশেষ করে ট্যুরিস্ট রিসর্ট ও কটেজগুলিতে।

মীরামার বীচ : দূরত্ব 3 কিমি। এর অন্য নাম গাস্পার ডায়াস। নরম বালির সোনালি এই বীচে পামগাছের ছায়ায় ঘুরে বেড়ান যখন পানাজিতে থাকবেন। এটিই পানাজির সবচেয়ে কাছের বীচ। নীল জলরাশি আপনাকে হাতছানি দিচ্ছে। সন্ধেবেলাটা এখানেই কাটান। এখান থেকে নিয়মিত বাসে ডোনা পাওলা যান বা ডোনা পাওলা থেকেই এখানে আসুন।

ডোনা পাওলা : 7 কিমি দূরের এই বীচে চড়ুইভাতি দারুণ ভাল লাগবে। এখান থেকেই দেখতে পাবেন মার্মাগাঁও বন্দর আর জুয়ারি নদীর মোহনা। আর দেখুন আরবসাগরে কেমন করে ডুবে যায় সূর্যের রক্তিম গোলক। মীরামার বীচ দেখে পায়ে পায়ে এখানেও আসতে পারেন।

কোলভা বীচ : মারগাঁও থেকে 6 কিমি দূরে স্যালসিটে তালুকের অহঙ্কার এই বেলাভূমি— সৌন্দর্যে একমাত্র কালাঙ্গুটের প্রতিস্পর্ধী। সমুদ্র, বালুকা আর আকাশ যেন এক অনবদ্য প্রাকৃতিক মিলনে শোভাময়। নারকেল কুঞ্জে ঘেরা এই রমণীয় বীচে একটা ঝিনুক খোঁজার ছলে গান গেয়ে পরিচয় করে নিন প্রিয়জনের সঙ্গে।

আঞ্জুনা বীচ : পানাজি থেকে 18 কিমি দূরের এই বীচ ছাপোরা দুর্গের পাশেই। এখানেই দেখতে পাবেন 1920-তে নির্মিত আলবুকার্ক ম্যানসন।

ভাগোতোর বীচ : পানাজি থেকে দূরত্ব 22 কিমি। এটিও জনপ্রিয় বীচ। এর দক্ষিণে কালাঙ্গুটে বীচ।

আগোন্ডা বীচ : মারগাঁও থেকে প্রায় 37 কিমি দূরে এই ছোট্ট বীচটি অবস্থিত। ছবির মত সুন্দর ও নির্জন এই বীচটি প্রকৃতিপ্রেমীদের পক্ষে আদর্শ।

আরামবল বীচ : পানাজি থেকে 50 কিমি দূরে। উত্তর গোয়ার এই বীচটির বৈশিষ্ট্য হল এখানে বেলাভূমি ও পাথুরে জমি— দুটোই পাবেন। বিদেশী পর্যটকদের প্রিয় এই বীচে মিষ্টি জলের ছোট্ট একটি পুকুর রয়েছে।

পালোলেম : মারগাঁও থেকে প্রায় 37 কিমি দূরে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কোলে অবস্থিত এই বীচটির আকর্ষণ কম নয়। নির্জন এই বীচটিতে এলেই প্রকৃতির সঙ্গে কেমন একটা একাত্মতা অনুভব করবেন।

চলুন গোয়ার অন্যতম আকর্ষণ এর গির্জাগুলিতে একটু ঘুরি।

গির্জা

পানাজির 10 কিমি দূরে পুরনো গোয়া শহরটি। 16 শতকের প্রথম দশকে সম্রাট আদিল শাহ এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিজাপুর থেকে রাজধানী এখানে সরিয়ে আনার জন্যে শহরটির নানা উন্নতিও তাঁরই হাতে করা। পরে তো আলবুকার্ক এটি দখল করে নেন। এখানের চার্চগুলোর একটু পরিচয় দিই— দেখতে দেখতে মিলিয়ে নিন আপনার অভিজ্ঞতা। **ব্যাসিলিকা অফ বোমজিসাস** গোয়ার সব চাইতে চিত্তাকর্ষক গির্জা। 16 শতকে নির্মিত এই গির্জায় কারুকার্যখচিত একটি উঁচু বেদির উপর একটি রুপোর ক্যাসকেটে রক্ষিত হয়েছে 'গোয়েমচো সাহেব' (গোয়ার প্রভু) অর্থাৎ সেন্ট জেভিয়ার-এর নশ্বর দেহ। এটি নিয়ে আসা হয়েছিল সেন্ট পলস গির্জা থেকে এবং ভেলা গোয়ায় পুনঃসমাহিত করা হয়েছিল। শিশু খ্রিস্টের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই চার্চটি প্রতি 12 বছর অন্তর ঐ ক্যাসকেটের ডালাটি খুলে দেয় যাতে দর্শকেরা দর্শন করতে পারেন। বেদি ও দেওয়াল সোনা-রুপোর নানা কারুকার্যে খচিত। সিলিং থেকে ঝুলছে ঝাড়লণ্ঠন। সে **ক্যাথিড্রালটি** পুরনো গোয়ার সবচেয়ে কর্তৃস্থানীয় চার্চ। এর ভিতরের কারুকার্য বিস্ময়ে আপনার মনকে আবিষ্ট করবে। এটিতে 5টি ঘণ্টা আছে যার একটি হল সেই বিখ্যাত সোনালি ঘণ্টা— গোয়ার সর্ববৃহৎ তো বটেই, পৃথিবীর মধ্যেও এটি একটি সেরা ঘণ্টা। চার্চটি সেন্ট ক্যাথারিনের

উদ্দেশে নিবেদিত। **সেন্ট ফ্রান্সিস অফ অ্যাসিসি চার্চ**-এর ভিতরটি দারুণভাবে সুচিত্রিত। এর প্রবেশপথ এবং সংগীত বেদিটি ম্যানুয়েলাইন রীতিতে গড়া— প্রাচ্যে এমনটি আর নেই। যখন **সেন্ট কাজেটান** গির্জায় যাবেন, মনে করে রাখবেন এটি রোমের সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার ঢঙেই নির্মিত। রাস্তায় যেতে যেতে যে প্রকাণ্ড গির্জাটি দেখবেন যার ভিতরে 14টি চোখ ঝলসানো বেদি আছে— জানবেন সেটিই গোয়ার পুরনো চার্চগুলির অন্যতম **লেডি অফ রোজারি** গির্জা। এটি তৈরি করিয়েছিলেন আলবুকার্ক।

গোয়ার একমাত্র মেয়েদের মঠ **সেন্ট মনিকা** দেখলে মনে হবে যেন একটা দুর্গ। এর কাছেই আছে বিশাল এক স্তম্ভ। এটি আসলে এককালে গোয়ার সবচেয়ে বড় গির্জা **সেন্ট অগাস্টাইনের** ধ্বংসপ্রাপ্ত চারটি চূড়ার রক্ষা-পাওয়া একটি। গোয়াতে 1599-এ ভাস্কো-ডা-গামাকে স্মরণের জন্য একটি তোরণ (arch) তৈরি হয়। কার্যভার নেবার আগে সব ভাইসরয়কে একবার এই তোরণের নীচে দিয়ে যেতে হত— সেজন্য এর নাম **ভাইসরয়ের আর্চ**। এটি আসলে আদিল শাহ্ নির্মিত একটি দুর্গের তোরণ ছিল— পরে পোর্তুগিজেরা একটু বদলে নেন।

এবার চলুন **পানাজি** থেকে একটু দূরের গির্জাগুলির কাছে যাই। 7 কিমি দূরে রয়েছে রেইস মাগোস চার্চ। 1555-য় নির্মিত গোয়ার প্রাচীন গির্জাগুলির অন্যতম এই চার্চটি একদা ফরাসি মিশনারিদের, গণ্যমান্যদের আবাসস্থল ছিল। কাছেই আছে একটি দুর্গ। 13 কিমি দূরের **মায়ে দ্য ডিয়ুস** তৈরি হয় 1873-এ একটি সুন্দর পরিবেশে। এখানে আছে ঈশ্বরের মাতা Ma de deus-এর মূর্তি। চার্চটি গথিক রীতিতে নির্মিত। মারগাঁও থেকে 9 কিমি দূরে **সেন্ট অ্যালেক্স চার্চটি** 1597-এ তৈরি। এটি গোয়ার প্রাচীনতম চার্চগুলির অন্যতম। 11 কিমি দূরের **সেন্ট অ্যানা চার্চটি** প্রাচীন খ্রিস্টীয় স্থাপত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। এই চার্চটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ফাঁপা দেওয়ালের ভেতরে গোপনে কনফেশন করতে যাওয়ার জন্য পথ রয়েছে।

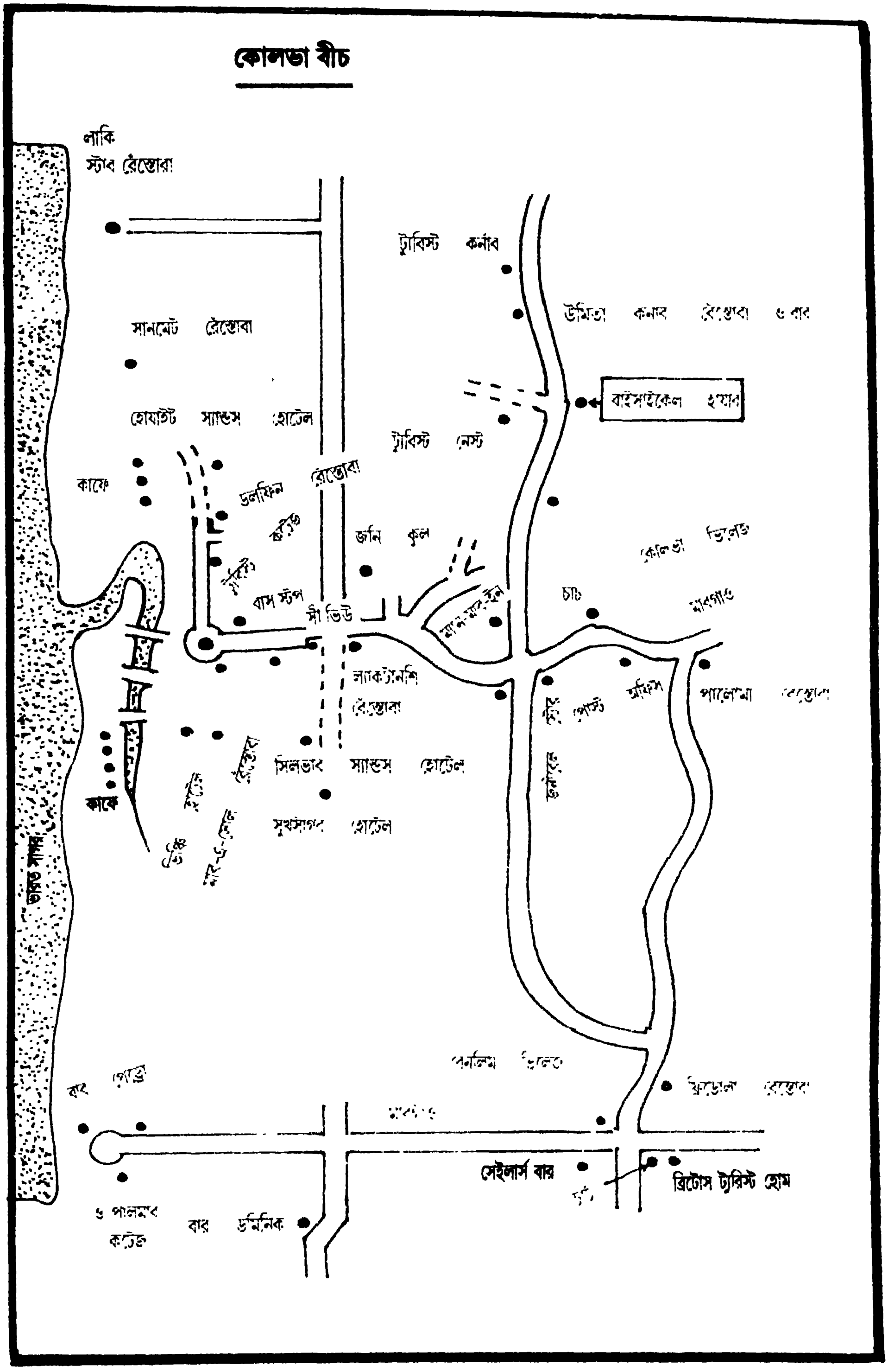
এবার চলুন মন্দিরগুলি ঘুরে আসি।

মন্দির

মারগাঁও থেকে 26 কিমি আর পানাজি থেকে 22 কিমি দূরে **শ্রীমঙ্গেশ মন্দিরটিকে** সবুজ পাহাড়ি পরিবেশে দেখতে পাবেন। খুব বড় নয়, তবে রাজকীয় সন্দেহ নেই। ঢুকতেই দীর্ঘ সাদা স্তম্ভটি আপনার নজর কাড়বেই। শিবের এই মন্দিরের গঠনশৈলীতে গির্জার প্রভাব আছেই। তার প্রমাণ ওই বেল টাওয়ারের মত স্তম্ভটিতে একটা ঘণ্টা ঝোলানো আছে যেটিতে গির্জার মতই দড়ি টেনে বাজাতে হয়। সিলিং থেকে ঝুলছে অজস্র ঝাড়লণ্ঠন। মন্দিরের চারপাশে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। তার ধারে ধারে তীর্থযাত্রীদের থাকার জন্য ঘর। শোনা যায় কণ্ঠশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের আদি পুরুষেরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হয়ত তাঁদের পদবি এই মন্দির থেকেই গৃহীত।

এর মাত্র 1 কিমি দূরে মারদোল-এ রয়েছে **শ্রীমহলসা** মন্দির, এ মন্দিরে পূজা করা হয় বিষ্ণুর অবতার মোহিনী মূর্তিকে। দেবাসুরের অমৃত মন্থনের পর বিষ্ণু এই মূর্তি ধারণ করেছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসে এখানে 'যাত্রা' এবং কার্তিক মাসে নবরাত্র উৎসব উদ্‌যাপিত হয় ধুমধামের সঙ্গে। শ্রীমঙ্গেশ মন্দিরের কাছে কভলেমে রয়েছে **শ্রীশান্তদুর্গা** মন্দির। জনশ্রুতি যে, মন্দিরে পূজ্যদেবী শান্তদুর্গা একসময়ে বিষ্ণু আর শিবের ঝগড়া বাধলে মধ্যস্থতা করে মিটিয়ে দিয়েছিলেন। মন্দিরে শিব ও বিষ্ণুর মূর্তিও আছে। মন্দিরের গর্ভকুণ্ডটি যত সুন্দর তত মহার্ঘ। এর উপরেই দেবীর মূর্তিটি আছে। মূর্তিটিকে কেলসি থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। ভক্তদের জন্য আগারশালা রয়েছে। মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে 1713-তে। পানাজির 26 কিমি দূরে পোন্ডার ফার্মাগুডিতে প্রাকৃতিক পরিবেশে রয়েছে **শ্রীগোপাল গণপতি মন্দিরটি**। 1683-র অক্টোবর মাসে তখনকার পোর্তুগিজ বড়লাট পোন্ডা দুর্গ আক্রমণ করেন, তবে বিশাল সৈন্যদল নিয়ে মারাঠা-বাজ শম্ভাজির সহসা আবির্ভাবে তিনি পালিয়ে আসেন। সেই ঘটনা আজও এই গ্রাম স্মরণ করে চলেছে। পশু চরাতে চরাতে একদল রাখাল একটি পাহাড়ের নীচে এই গোপাল গণপতির পাথরের তৈরি মূর্তিটি কুড়িয়ে পায় এবং একটি খড়ে ছাওয়া ঘরে রাখে। পরে শ্রীদয়ানন্দ বালকৃষ্ণ বন্দোদকর নামে এক স্থানীয় অধিবাসী— যিনি গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন— তিনি এই মন্দিরটি নতুন মূর্তি তৈরি করিয়ে 24 এপ্রিল 1966 উদ্বোধন করেন।

পোন্ডার পূর্বদিকে 4 কিমি দূরে বান্দোদ গ্রামে শিবের শ্রীনাগেশ মন্দিরটি আপনার ভাল লাগবে। মন্দিরে সভামণ্ডপের দুপাশে যে গ্যালারি আছে তাতে একপাশে রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে কাঠের নানা মডেল দেখতে পাবেন। অন্য গ্যালারিটিতে দেখবেন অষ্ট দিকপাল ও গন্ধর্বদের নানা মূর্তি। এই গ্রামেই দেখুন শক্তিতন্ত্রের আদিশক্তি **শ্রীমহালক্ষ্মী** মন্দির। এর সভামণ্ডপের প্রদর্শনশালায় আছে 24টি মূর্তি। এর মধ্যে 18টি মূর্তিতে


কোলভা বীচ
লাকি
স্টার রেঁস্তোরা
টুরিস্ট কর্নার
উর্মিলা কর্নার রেঁস্তোরা ও বার
সানসেট রেঁস্তোরা
হোয়াইট স্যান্ডস হোটেল
বাইসাইকেল ভাড়া
টুরিস্ট নেস্ট
কাফে
ডলফিন রেঁস্তোরা
জনি কুল
কোলভা ভিলেজ
বাস স্টপ
সী ভিউ
চার্চ
ল্যাকটানশি
রেঁস্তোরা
পোস্ট অফিস
পালোমা রেস্তোরাঁ
সিলভার স্যান্ডস হোটেল
সুখসাগর হোটেল
কাফে
ভারত সাগর
সেইলার্স বার
ব্রিটোস ট্যুরিস্ট হোম
বার ডমিনিক

ভাগবতের অনুকরণে ঈশ্বরের আবির্ভাবের কথা আছে। বিষ্ণুর এমন দারুনির্মিত মূর্তি ভারতের অন্যত্র প্রায় দুষ্প্রাপ্য। আর মহালক্ষ্মীর মূর্তিটির সঙ্গে, আপনি যদি দেখে থাকেন, তবে কোলাপুরের মহালক্ষ্মী মূর্তির খুব মিল দেখতে পাবেন। এই পোণ্ডা তালুকেই, পানাজির 35 কিমি দূরে দেখতে পাবেন **শ্রীরামনাথের মন্দির**। এখানে আরো দেখবেন শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীশান্তদুর্গা (সতেরি), শ্রীবেতাল এবং শ্রীসিদ্ধনাথের 4টি ছোট ছোট মন্দির। মোট এই 5টি মন্দির নিয়েই শ্রীরামনাথের পঞ্চ-আয়তন। প্রবাদ বলে, এই রামনাথ এসেছেন তাঁর দূর দাক্ষিণাত্যের আদিভূমি রামেশ্বরম্ থেকে।

মাপুসা থেকে 14 কিমি দূরে কানসরপাল-এ দেখুন **শ্রীকালিকাদেবীর মন্দির**। প্রায় 800 বছরের এই মন্দিরটি দুটো নাটমন্দিরে বিভক্ত। 4 স্তম্ভের 7 সারিতে এ দুটি ধরা আছে। উৎসবের সময় অভিনয়ের জন্য একটি নাটমঞ্চ আছে। ভিতরে আছে দেবী কালীর মন্দির। শুধু ভক্তদের বাসের জন্য বিশ্রামাগার আছে। **শ্রীশান্তদুর্গার** আরো একটি মন্দির দেখতে পাবেন মাপুসার 14 কিমি দূরে ধারগল-পেরনেমে। 1500 সাল নাগাদ যখন পোর্তুগিজরা মন্দির ধ্বংস যজ্ঞে নেমেছিল তখন এটিকে প্রথমে সিনকোয়েরিমে পরে এখানে স্থানান্তরিত করা হয়। ডিসেম্বর মাসে দেবীর 'যাত্রা' উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। আর এই পেরনেমের 28 কিমি দূরে রাস্তার ধারে রয়েছে 500 বছরের পুরনো **শ্রীভগবতী মন্দির**। মন্দিরের প্রবেশপথের দুধারে দেখবেন দুটো প্রমাণ সাইজের কালো পাথরের হাতি দাঁড়িয়ে। একটা খুব উঁচু বেদির উপর ভগবতী অষ্টভুজার দাঁড়ানো মূর্তি মনকে অভিভূত করে। আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত দশেরা উৎসব খুব ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়। প্রায় 25,000 ভক্ত হাজির হন এই উৎসবে। চলে আসুন এই সময়ে। আর ডিসেম্বরে এলে **শ্রীদত্ত মন্দিরের** দত্ত জয়ন্তী উৎসবেও দেখবেন সারা গোয়া যেন ভেঙে পড়েছে স্যাংকুয়েলিমের 37 কিমি দূরের এই পাহাড়ি ত্রিমূর্তি মন্দিরে। এখানেই বিঠলবাড়িতে (47 কিমি দূরে) রয়েছে পোর্তুগিজদের দীর্ঘদিন ধরে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন যে রেন্স জাতি তাঁদের দেবতার মন্দির **শ্রীবিঠল মন্দির**। দারুণ জাঁকজমকের সঙ্গে এখানে চৈত্রমেলা বসে চৈত্রমাসে।

ডিকোসি তালুকে, পানাজি থেকে 37 কিমি দূরে শিবাজির আদেশে নতুন করে নির্মিত মন্দির দেখুন নরভেম-বিচোলিমে **শ্রীসপ্তকোটেশ্বর মন্দির**। ইনি ছিলেন কদম্বরাজাদের প্রিয় দেবতা। মূল মন্দিরটি ছিল দিওড়িতে। পোর্তুগিজরা সেই মন্দির ভেঙে ফেললে শিবাজির আদেশে 1668-তে এটি পুনর্নির্মিত হয়। পূজিত পলতোলা লিঙ্গটির নাম 'ধারালিঙ্গ'। সাংগুয়েম তালুকে পানাজির 65 কিমি দূরে সমুদ্রতীরে রয়েছে **শ্রীমহাদেব মন্দির**। তামডি সুরলার এই মন্দিরটিই 13 শতকের কদম্ব-যাদব শিল্পরীতির একমাত্র নিদর্শন। ব্যাসাল্ট পাথরে তৈরি এমন মন্দির গোয়াতে আর নেই। সাংক্রোডেম থেকে বাসে চড়ে আসা যায়। **শ্রীশান্তদুর্গার** তৃতীয় মন্দিরটি দেখুন মারগাঁও থেকে 19 কিমি দূরে ফাতোড়ায়। মারগাঁও থেকে 22 কিমি দূরে জাম্বৌলিন-স্যাংগুয়েম-এ কুশবতী (স্থানীয় নাম পাস্তি) নদীর তীরে ছবির মত জায়গায় **শ্রীদামোদর মন্দির**। নদী পর্যন্ত এখানে পবিত্র। জনশ্রুতি যে, জলের রোগ নিরাময় গুণ আছে। হিন্দু-খ্রিস্টান সবাই দেবতার পূজা করেন। হোলির সময়ে সিগমো উৎসব দেখলে মন আনন্দে ভরে যায়। সবাই আবিরে রাঙা। সবাই একসঙ্গে খাচ্ছেন, গান গাইছেন, নাচছেন।

মারগাঁও থেকে 40 কিমি দূরে গণকোনাতে (গোয়ার একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে) **শ্রীমল্লিকার্জুন মন্দির**। ক্ষত্রিয় সমাজ 16 শতকে এটি নির্মাণ করার পর 1778-এ এর সংস্কার সাধিত হয়। মন্দিরে কাঠের থামগুলির কারুকার্য দেখার মত। প্রায় 60 জন দেবতা এখানে পূজিত হন। ফেব্রুয়ারি মাসের রথসপ্তমী এবং এপ্রিল মাসের সিগমো উৎসবে দারুণ ধুম হয়।

পানাজির 48 কিমি দূরে পারোদায় 350 মি (1,150 ফিট) উঁচু এক পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে **শ্রীচন্দ্রনাথ মন্দির**। খ্রিস্টীয় 1 শতকের আগে থেকেই প্রায় 8 শতক পর্যন্ত যে ভোজ রাজারা রাজত্ব করে গেলেন দক্ষিণ গোয়া অঞ্চলে, চন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের কুলদেবতা। পূজিত লিঙ্গ অনাদিলিঙ্গ শিব। পাথর কেটে এই লিঙ্গ তৈরি। চাঁদের আলো এর উপরে পড়লেই জল চুঁইয়ে পড়ে— ভাবতেও অবাক লাগে। মন্দিরটি সেই মতই তৈরি যাতে প্রতি পূর্ণিমায় চাঁদের আলো এসে লিঙ্গের উপর পড়েই। মূল বিগ্রহ ছাড়া মন্দিরের দেওয়ালে আরো 108টি বিগ্রহ আছে। একটি GH-ও আছে মন্দিরের কাছেই। পানাজি থেকে 45 কিমি দূরে বিচোলিম তালুকে অবস্থিত **রুদ্রেশ্বর মন্দির**। হার্ভালেম জলপ্রপাত খুব কাছেই। এই জলপ্রপাতের দিকে মুখ করে রুদ্রেশ্বর মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত। মহাশিবরাত্রি উৎসবের সময় প্রচুর জনসমাগম ঘটে। পোণ্ডা থেকে 4 কিমি পূর্বে বান্দোদ গ্রামে রয়েছে **শ্রীনাগেশ মন্দির**। এখানে পূজিত হচ্ছেন শিব। মন্দিরের সভামণ্ডপের দুদিকে গ্যালারি আছে। একদিকে সূক্ষ্ম কাঠ

খোদাইয়ের কাজে গোটা রামায়ণের ঘটনাবলি চিত্রিত করা আছে। অন্যদিকে রয়েছে অষ্টদিকপাল ও গন্ধর্বর কাঠের মূর্তি।

ধর্মপ্রাণ মুসলমান পর্যটকদের জন্য

গত শতাব্দীর শেষের দিকে মারগাঁও থেকে 26 কিমি দূরে সাংগুয়েমে নির্মাণ শুরু হয়েছিল **জামা মসজিদটির**। 1959-এ এটি নতুন করে গঠিত হয়। মসজিদের ঐক্যবদ্ধ গঠনের জন্য নজর কাড়ে। 4টি মিনার, প্রবেশপথে 2টি কামান দাগার মত ছোট চূড়া এবং মাঝের গম্বুজ— সবই সম্ভ্রম জাগায়। পোন্ডা তালুকের 27টি মসজিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং বিখ্যাত মসজিদ **সাফা শাহদুরি মসজিদটি** তৈরি করেছিলেন বিজাপুরের ইব্রাহিম আদিল শাহ্ 1560-এ। মসজিদের পাশেই আছে 'মহরব' ঢঙের একটি বিশাল সুগঠিত জলাধার। আগে চারপাশে সুন্দর বাগিচা ছিল, তা ধ্বংস হয়ে গেছে। সম্প্রতি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মসজিদটি সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে। সংস্কারের কাজও শুরু হয়েছে। ঈদ্-এর দুটি অনুষ্ঠানই এখানে আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। গোয়ার **নামাজগা মসজিদটি** 1683-তে ঔরঙ্গজীবের পুত্র আকবর তৈরি করে দেন। এখানে পুরনো 5টি মসজিদের মধ্যে এটিই উল্লেখ্যযোগ্য।

অন্যান্য দর্শনীয় স্থান

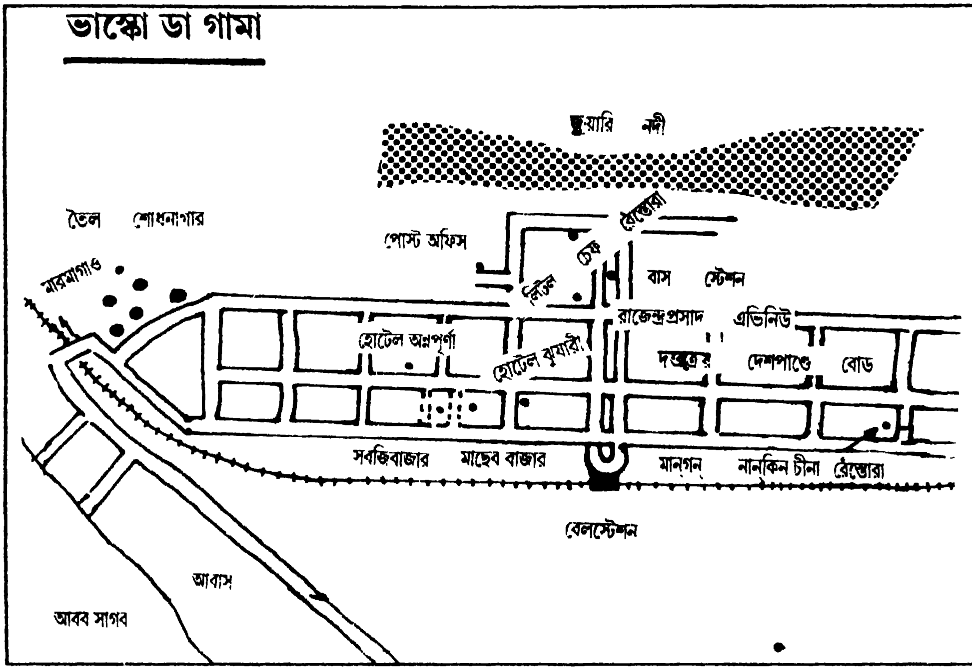
পুরনো গোয়ায় দেখুন **আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম** 10.00-12.00 এবং 13.00-17.00 মধ্যে। শুক্রবার বন্ধ। গোয়া-দামন-দিউ-এর **আর্কাইভ মিউজিয়ামটি** আছে পানাজির সন্ত ইনজে-র আশীর্বাদ বিল্ডিংয়ের দোতলায়। শনি, রবি আর ছুটির দিনগুলো বাদ দিয়ে দেখুন 9.30-13.00 মধ্যে। পানাজির 18 কিমি দূরে আগুয়াদাতে দেখুন বাতিঘর ও **আগুয়াদা দুর্গ** 16.00-17.30 মধ্যে। যদি লেকের সৌন্দর্য চান তো 35 কিমি দূরের **মায়েম লেকের** সবুজ পাহাড়ি পটভূমিকায় চলে যান। কটেজে গিয়ে থাকতে পারেন। তারপর এন্তার নৌকো চড়ে সময় কাটান। যদি অরণ্য ভালবাসেন তবে যেতে হবে 56 কিমি দূরের **বন্ডলা** অরণ্যে। গোয়াতে যে তিনটি অভয়ারণ্য আছে—এটি তার অন্যতম। এর মধ্যেই আছে মিনি চিড়িয়াখানা— বাচ্চা-বড়ো সবাই উপভোগ করবেন। দেখবেন কেমন প্রাকৃতিক পরিবেশে হরিণরা ঘুরে বেড়াচ্ছে নির্ভয়ে। যদি ফুল আর গাছ ভালবাসেন তো থাকুন কিছুদিন এখানের কটেজে, আগে থেকে জানালে ক্যান্টিনে খাবারও পেয়ে যাবেন। গোলাপ বাগিচার গুলআনার আপনাকে মাতিয়ে রাখবে। সারা বছর ধরে পর্যটক আসছেন।

এমন আনন্দ আবার পাবেন পানাজির খুব কাছেই— 3 কিমি দূরে গোয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে পানাজি-বেলগাঁও সড়কের ধারে **মোলেম অভয়ারণ্যে** ঘণ্টা দেড়েকের পথ পার হয়ে। ঘন অরণ্যে 240 বর্গকিমি ধরে পশ্চিমঘাটের এই অভয়ারণ্যটিই সবচেয়ে বড়। যাঁরা পাখি দেখতে ভালবাসেন, তাঁরা আসুন চোরাও দ্বীপে **সেলিম আলি পাখিরালয়** এ। দুপাশে বয়ে চলেছে মাণ্ডোভী ও মপুসা নদী। দেশ-বিদেশের নানান পাখির সমারোহ দেখে মনে হবে স্বর্গে পৌঁছে গেছেন। দেখুন নানা বন্য জন্তু আর ফুলের সমারোহ। তৃতীয় অভয়ারণ্যটি হল গোয়ার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে **কোটিগাও অভয়ারণ্য**। এর পাহাড়ি জঙ্গলে দেখা মিলবে বাইসন, কোবরা, পাইথন, লেঙ্গুর এমনকি প্যান্থারেরও (দেখা না হলেই ভাল!)। পাখি আসে অজস্র। যদি আপনি মিরাজ স্টেশনে উঠে **ভাস্কোর** দিকে রাতের ট্রেনে আসেন তবে হঠাৎ আপনার ঘুম ভেঙে যাবে যে জলপ্রপাতের গর্জনে— তার নাম **দুধসাগর জলপ্রপাত**। ট্রেনে মোলেম থেকে মাত্র 1 ঘণ্টার পথ। পানাজি থেকে 60 আর মোলেম থেকে 10 কিমি দূরে এই প্রপাতের ধারা ঝরে পড়ছে 603 মি উঁচু থেকে। জল তো নয় যেন দুধ— তাই তো এই মিষ্টি নাম। আর যদি দুর্গের কাঠিন্য ও ওর্জস্বিতা আপনার পছন্দ হয় চলুন পানাজি থেকে বাসে চড়ে **তেরেখোল** দুর্গে। যেমন সুন্দর এর পরিবেশ আরবসাগর আর তেরেখোল নদীর মাঝখানের সবুজ অধিত্যকায়, তেমনি সুন্দর এর ঐতিহাসিক ঐতিহ্য। মারাঠাদের হাতে-গড়া এই দুর্গ পোর্তুগিজরা দখল করে নেয় 1754-য়। আবার ফিরে পায় মারাঠারা। আবার পোর্তুগিজরা। অনেক পরে 1954-য় দুর্গ পায় স্বাধীনতার পরম আস্বাদ। এখানে RH আছে। SAB ১৭৫, DAB ৩১০, ডিলাক্স ৩৬৫, স্যুইট ৪২০। ডর্মিতে থাকলে ৬০।

নদীপথে ঘুরুন

GTDC রোজই নদীপথে বেড়ানোর জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ ব্যবস্থা রেখেছেন। সুযোগ নিন। পানাজির ট্যুরিস্ট হোস্টেলের সামনে থেকে যাত্রা শুরু হয়। এই নৌ বিহারগুলি হল—

প্লেজার ক্রুজ : সকাল 10 থেকে বিকেল 3; সানসেট ক্রুজ : সন্ধে 6 থেকে 7; সানডাউন ক্রুজ 7.15 থেকে 8.15; ফুল মুন ক্রুজ : 8.30 থেকে 10.30 পর্যন্ত। খুবই ভাল লাগবে। এছাড়া বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য GTDC, পানাজি থেকে লঞ্চ সান্তা মোনিকা, রাধিকা বা মালবিকা ভাড়া করতে পারেন।



বেড়াবার সুবিধের জন্য কনডাকটেড্ ট্যুরের সাহায্য নিন

ট্যুর-1. ● উত্তর গোয়া ভ্রমণ : Panaji-Altinho-Hillock-Mayen Lake-Sri Datta Temple-Sri Vithal Temple-Mapusa-Vagator Beach-Anjuna Beach-Calangute Beach-Aguada Fort। প্রতিদিন 9.00-18.00 মধ্যে; ভাড়া সাধারণ ১০০৲, AC ১৩০৲, খাওয়ার খরচ নিজস্ব।

ট্যুর-2 ● দক্ষিণ গোয়া ভ্রমণ: Panaji-Bom Jesus & Se Cathedral-Sri Manguesh Temple Sri Shantadurga Temple- Margao-Colva Beach- Marmugao Harbour-Vasco-da-Gama-Pillar Seminary-Dona Paula-Miramar Beach, প্রতিদিন 9.30–18.00 মধ্যে; ভাড়া ট্যুর-1-এর মতোই।

ট্যুর-3 ● তীর্থযাত্রী স্পেশাল: Bascilica of Bom Jesus-Se Cathedral-Sri Manguesh Temple-Sri Mahalsa Temple- Sri Ramnath Temple-Sri Shantadurga Temple। যদি তীর্থযাত্রী এমন ভ্রমণসূচির জন্য দাবি করেন, তবেই এই ট্যুর হয় 9.30–12.30 মধ্যে; ভাড়া ৭৫৲ ।

ট্যুর-4. ● বীচ স্পেশাল : Calangute Beach-Anjuna Beach-Vagator Beach. দাবি করলে তবেই—প্রতিদিন নয়। ট্যুর হলে 15.00– 19.00 মধ্যে; ভাড়া ৮০৲।

ট্যুর-5. ● গোয়া দর্শন : Margao-Colva Beach-Sri Shantadurga Temple-Sri Manguesh Temple-Bom Jesus & Se Cathedral-Calangute Beach-Panaji Miramar-Dona Paula-Pilar Seminary-Marmugao Harbour-Vasco। প্রতিদিন 9.30-18.00 মধ্যে; ভাড়া ১০০৲।

ট্যুর-6. ● হলিডে স্পেশাল-1: Bondla Wild Life Sanctuary-Tambdi Surla— চাইলে তবেই এবং শুধু রোববার 9.30-18.00 মধ্যে; ১৩০৲ ভাড়ায়।

হলিডে স্পেশাল -2 ● : Terekhol Fort & Arambol Beach — চাইলে তবেই 9 30-18.00 মধ্যে; ৫০৲ ভাড়ায়।

ট্যুর-7. ● আইল্যান্ড স্পেশাল : Old Goa Churches-Diwar Island, Shri Saptako-teshwar Temple at Narve-Mayem Lake and Bird Sanctuary at Chorao — শুধু ছুটির দিন 9.30-18.00 মধ্যে ১১৫৲ ভাড়ায়।

ট্যুর-৪: দুধসাগর স্পেশাল : জলপ্রপাত ও মোলেম অভয়ারণ্য দেখাতে দুধসাগর নিয়ে যাচ্ছে। সকাল 10 রওনা হয়ে ফেরা পরদিন সন্ধে 6। ভাড়া ৪৫০৲।

এই সব ট্যুরের ব্যবস্থা করে থাকেন গোয়া ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লিমিটেড (GTDCL)। ঠিকানা: GTDC Trionara Apartments, Dr. Alvarej Costa Rd., Panaji, Ph: (0832) 2226515, 2226728। ছাড়ে গোয়ার পানাজির ট্যুরিস্ট হোস্টেল থেকে। ট্যুর হয় লাক্সারি ও বাতানুকূল বাসে। সঙ্গে যান সরকার অনুমোদিত ট্যুরিস্ট গাইড। গাইডের সাহায্য আপনি শহর দর্শনের সময়ও পেতে পারেন। এ ব্যাপারে Patto, Panaji Tourist Home-এ খোঁজ নিন, Ph: 2225583। যদি দলে 4 জন থাকেন তবে 4 ঘণ্টার জন্যে ৪৮৲, 8 ঘণ্টার জন্যে ৭০৲, যদি দলে 5-15 জন থাকেন তবে 4 ঘণ্টার জন্যে ৭২৲, 8 ঘণ্টার জন্যে ৯০৲; যদি দলে 15-40 জন থাকেন তবে 4 ঘণ্টার জন্যে ৯০৲, 8 ঘণ্টার জন্যে ১০৫৲ দিতে হবে গাইডকে। 8 ঘণ্টার বেশি হলে ঘণ্টা-প্রতি আরো ১২৲ দিতে হবে। এছাড়া যদি হেড কোয়ার্টার খাবার খরচ না দিয়ে থাকে তবে গাইডকে দিতে হবে খাবার জন্যে ২৫৲। ট্যাক্সি বা রেলে চড়লে বাড়তি খরচ। রাত্রিতে আটকে রাখলে আরো ২৫৲। দূরে নিয়ে গেলে ১০০৲। যদি বিদেশী ভাষা বলার গাইড চান তবে গুনুন আরো ৩৫৲। গোয়া ভ্রমণের প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য কলকাতায় যোগাযোগ করুন এই ফোন নাম্বারগুলিতে 2350 8004, 2460 1886 এবং 2225 9639।

ছত্তিশগড়

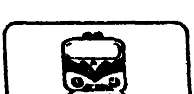
ভারতের 26তম এই রাজ্যটি গঠন করা হয়েছে 1 নভেম্বর 2001। মধ্যপ্রদেশের একটি অংশকে আলাদা করেই এই রাজ্যটি তৈরি হয়েছে। 1956 সালে যখন মধ্যপ্রদেশ রাজ্যটি গঠিত হয়, তখন কিন্তু আলাদা ছত্তিশগড় রাজ্যের কোনো দাবি ওঠেনি। তার একটা বড় কারণ হয়তো মধ্যপ্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী রবিশংকর শুক্লা ছত্তিশগড়েরই প্রতিনিধি ছিলেন। প্রথম পৃথক রাজ্যের দাবি ওঠে 1960 সাল নাগাদ। কংগ্রেসের রাজ্যসভার সদস্য ড. খুবিচাঁদ বাঘেল, প্রথম ছত্তিশগড় রাজ্যের শ্লোগান তোলেন। আর প্রথম কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে ছত্তিশগড় নামটি যুক্ত করার কৃতিত্ব শংকর গুহনিয়োগীর। তাঁর নেতৃত্বেই তৈরি হয় ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা সংগঠনটি। তবে ঝাড়খণ্ড বা উত্তরাঞ্চলের মতো পৃথক ছত্তিশগড় রাজ্যের দাবিতে কোনো জনপ্রিয় আন্দোলন সংগঠিত হয়নি।

ছত্তিশগড় বিধানসভার সদস্যসংখ্যা 90। লোকসভার প্রতিনিধি 11 জন এবং রাজ্যসভায় 5 জন।

1,35,191 বর্গকিমি আয়তনের এই রাজ্যে লোকসংখ্যা 2,07,95,959 (2001)। প্রতিবেশী রাজ্যগুলি হল দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশ, পুবে ওড়িশা, দক্ষিণ-পশ্চিমে মহারাষ্ট্র এবং উত্তর-পশ্চিমে ঝাড়খণ্ড। করিয়া, সরগুজা, যশপুর, বিলাসপুর, কোরবা, রায়গড়, জাঁজগির-চম্পা, মহাসমুন্দ, রায়পুর, কাওয়ার্ধা, দুর্গ, রাজনন্দগাঁও, কাঁকের, ধামতরি, বাস্তার এবং দান্তেওয়াড়া— এই 16টি জেলায় বিভক্ত। রাজধানী রায়পুর।

প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে খনিজ পদার্থ ও বনজ সম্পদে এই রাজ্য সমৃদ্ধ। বক্সাইট, কয়লা এবং লৌহ আকরিক থেকে এ রাজ্যের বাৎসরিক আয় প্রায় 400 কোটি টাকা আর বনজ সম্পদ থেকে আয় হয় প্রায় 300 কোটি টাকা। দুর্গ জেলার ভিলাই-এ রয়েছে সোভিয়েত সাহায্যে গড়ে ওঠা ভারতের অন্যতম বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা। এ রাজ্যের বাস্তার জেলার পিতলের কাজ বিখ্যাত এবং এখানের দশেরা উৎসবেও খুব জাঁকজমক হয়।

অমরকণ্টক



কেমন করে আসবেন : এখানে আসতে হলে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর পর্যন্ত ট্রেনে এসে, বাকি পথটা (110 কিমি) বাসেই আসুন। ট্রেন আসছে হাওড়া থেকে 1448 হাওড়া-জব্বলপুর শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস 14.30 ছেড়ে পরদিন 18.15। 2321 হাওড়া-মুম্বাই মেল 22.00 ছেড়ে এখানে থামে পরদিন 17.30; আর মুম্বাই তার পরের দিন 11.50। আর জব্বলপুর থেকে যদি ডিণ্ডোরি বেড়িয়ে তারপর এখানে আসেন তাহলে তো বাসেই আসবেন। পেন্ড্রা থেকে এলেও 43 কিমি বাসে চড়েই আসুন পাহাড়ি পথ দিয়ে উপরে উঠে এসে। জব্বলপুর থেকেও ঘুরপথে 219 কিমি বাস আসছে মনোহর পথের বাহারি দৃশ্য দেখাতে দেখাতে। মধ্য ভারতের বিখ্যাত জলবিভাজিকা **অমরকণ্টকে**, মালভূমির উপর বৃষ্টি পড়ে চারভাগে ভাগ হয়ে চলে যায় উত্তরে শোন, পূর্বে মহানদী, দক্ষিণে গোদাবরী ও পশ্চিমে নর্মদার নদীতে। এখানেই একটি ছোট্ট ঝরনা জন্ম দিয়েছে নর্মদার। ঝরনাটির সৃষ্টি হয়েছে আবার একটি বাঁধানো পুকুর থেকে তার চার পাড়ে অনেক মন্দির। সেজন্যেই এটি একটি তীর্থস্থান। এর 12 কিমি দূরে নর্মদা নদীতে সৃষ্টি হয়েছে কপিলধারা প্রপাত। তার নীচে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদী গেছে বনে ঢাকা খাদের মধ্যে কুলুকুলু ধ্বনিতে। চটপট চড়ুইভাতি সেরে নিন এখানে। 3 কিমি দূরে সন্ন্যাসীর আশ্রমের পাশে একটি ঝরনা সহসা 500 মিটার খাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে খাড়া হয়ে। জায়গাটির নাম সোনমূড়া।

অমরকণ্টকের প্রাকৃতিক দৃশ্য— সবুজ মাঠ, ঘন বন, জল টলটলে ছোট্ট নদী— সব মিলিয়ে দারুণ উপভোগ্য। মৈকল পাহাড়ের এই পূর্ব চূড়ায় শোন ও মহানদী— দুইয়েরই উৎপত্তি। মৎস্যপুরাণে এর উল্লেখ আছে। মন্দিরগুলির মধ্যে কেশব নারায়ণ, মচ্ছেন্দ্রনাথ, করণ ডাহারিয়া উল্লেখযোগ্য। মেঘদূতের **আম্রকূটকে** অনেকে এই অমরকণ্টক বলে মনে করেন। এখানে আরো দেখুন কয়েকটি চবুতরা ও অন্যান্য মন্দিরের সঙ্গে 5 কিমি দূরে কবীরের পাদুকা রয়েছে যেখানে সেই **কবীর চবুতরাও**।

কোথায় থাকবেন : এখানে থাকার জন্য আছে পর্যটন দপ্তরের Holiday Home (Ph: 07629-269416) DAB ৩৫০, স্যুইট ৬০০, ডর্মি ৬০; Prince Guest House (Ph: 269415) DB ১৫০; Panchayet Guest House (Ph: 269441) DB ১৫০; Sarvodaya Bishram Ghar (Ph: 269519) DB

১৫০-২৫০; N.E.C.N. Guest House (Ph: 269471) DB ১৫০; Sri Mata Sadan (Ph. 269520) DAB ৩৫০ DAC ৭৫০ ছাড়াও PWD RH, FRH, কল্যাণ শিব আশ্রম, রামকৃষ্ণ মন্দির ধর্মশালা, অহল্যাবাই ধর্মশালা, সীতা-রামবাই ধর্মশালা, সুমদানন্দ আশ্রম, গোপাল আশ্রম, শান্তি কুটির প্রভৃতি।

এখান থেকে সোহাপুর শিবমন্দির দেখুন বাসে গিয়ে। আর দেখুন সাতনা থেকে 60 কিমি মোটরপথে গিয়ে **রেওয়া**। কলকাতা থেকে যাঁরা আসবেন তাঁরা তো সাতনা নেমে সহজেই আসতে পারেন সাদা বাঘের জন্য বিখ্যাত এই স্থানটিতে। রেওয়ার উত্তর দিকে রয়েছে বেশ কয়েকটি জলপ্রপাত। তার মধ্যে 30 কিমি দূরের **চিচাই জলপ্রপাত** ভারতের মধ্যে সুবিখ্যাত। সমতল ক্ষেত্র থেকে নদী এখানে 200 মিটার নীচে গর্তে পড়ে জল ছড়িয়ে চলেছে। এখানে একটি পাথর পাহাড় থেকে শূন্যে ঝুলে আছে। তার উপরে দাঁড়িয়ে জল পড়ার অদ্ভুত দৃশ্যটিতে মুগ্ধ হন। তবে মাথা ঘোরা রোগ থাকলে নৈব নৈব চ। থাকার জন্য সুন্দর DB আছে। জ্যোৎস্না রাতে কয়েকটা মুহূর্ত এখানে কাটানোর জন্য রইল আপনার নিমন্ত্রণ।

কান্‌হা-কিশ্‌লি জাতীয় উদ্যান

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভয়ারণ্য এই কান্‌হা। কিপলিং-এর স্বপ্নপুরী ওয়েন গঙ্গানদীর তীরে 1,950 বর্গকিলোমিটার এক বিশাল তৃণ-শাল আর বাঁশ অধ্যুষিত বনভূমির উপর গড়ে উঠেছে। ভারতের ভাইসরয়ের একদা শিকারভূমি কান্‌হা 1955-য় জাতীয় উদ্যান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এশিয়ার সবচেয়ে সুরক্ষিত এই জাতীয় উদ্যানে গড়ে উঠেছে একটি বিশেষ ব্যাঘ্রপ্রকল্প। প্রায় 80টি বাঘ ছাড়া এখানে রয়েছে দুর্লভ ও মনোহর বারশৃঙ্গী হরিণ, প্যান্থার, বন্যকুকুর, সম্বর, চিতল, গউর, ব্ল্যাক বাক্ প্রভৃতি জন্তু আর প্রায় 100 ধরনের নানাজাতের পাখি। তারপর উঁচু-নিচু ও ঢালু ঘাসের মাঠ একটা দারুণ প্রাকৃতিক দৃশ্য রচনা করেছে। পর্যটন ব্যবস্থা এখানে নিখুঁত।

কখন আসবেন : সমুদ্রপৃষ্ঠের 610 মিটার উঁচুতে অবস্থিত এই উদ্যানে বেড়াতে আসার সেরা সময় এপ্রিল থেকে জুন আর নভেম্বর থেকে জানুয়ারির মধ্যে। বর্ষাকালে এটি বন্ধ থাকে। অর্থাৎ জুলাই থেকে অক্টোবর—একেবারে আসবেন না।

কেমন করে আসবেন : উড়েটুড়ে আসা যায় না। **ট্রেনে** এলে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের নামপুর জং-মাণ্ডলা দুর্গ ন্যারো গেজের চিরাইডোংরি স্টেশনে নামতে পারেন। এখান থেকে কান্‌হা 43 কিমি। তবে জব্বলপুর স্টেশনে নেমে আসাই সুবিধে। হাওড়া থেকে 1448 শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেসে এসে (হাওড়া ছাড়ে 14.30, এখানে 18.15) বা 23.21 মুম্বাই মেলে এসে (হাওড়া ছাড়ে 22.00, এখানে 17.30) নামুন। তারপর রাতটা সেখানেই কাটিয়ে পরের দিন সকাল 7.00 অথবা একটু বেলা করে 11.00টার বাসে কিশ্‌লি চলে আসুন। কিশ্‌লি পর্যন্তই বাস আসে জব্বলপুর থেকে ঘণ্টা ছয়েকের জার্নির পর। এই রাতটা এখানেই কাটান। তারপর ভোর বা সকালবেলায় রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় জিপে চড়ে আর হাতির পিঠে উঠে (সবই ভাড়া পাবেন) ঘুরে ঘুরে দেখুন বন্যজন্তুর নিঃশঙ্ক চলা ফেরা। জিপ ভাড়া প্রতি কিমি ৯, ঘণ্টা প্রতি হাতির ভাড়া (4 জন) ৫০। সূর্য পাটে যাবার আগেই আবার ফিরে আসতে হবে কিশ্‌লিতে। MPTDC র বাস চলে মুক্কি, মাণ্ডলা হয়ে। 269 কিমি দূরের নাগপুর থেকেও এখানে আসা যায়।

কোথায় উঠবেন এখানে : MPTDC-র কিশ্‌লিতে Baghira Log Huts (Ph: 07649-277227) DAB ৭০০ Dlx DB ৯০০; খাটিয়াতে Jungle Camp, R-18 ২৮০ (খাবার সহ); Tuli Tiger Resort (Fax: 2534473; Email: tuli@bom2vsnl.net.in) DB ১২০০ Suit AC ২৫০০; Forest Rest House DAB ৪০০ SAB ৩০০; মুক্কিতে Kanha Safari Lodge (Tehsil Baihar, Dt Balaghat) R AC-5, Non-AC-25, SAC ৫৫০ DAC ৬০০ S ৩২৫ D ৩৭৫ ; কিশ্‌লিতে Tourist Hotel-এ ডর্মিতে (24 শয্যা), শয্যাপ্রতি ১৮০ (মিলসহ)। এখানে বেড়ানোর পর আরো যেতে পারেন চান্দেলা রাজবংশের একদা রাজধানী **নোহটাতে**। এখানে ছোট্ট নদী গুরিযাবা এবং বেমর্রি সঙ্গমস্থলে শিবমন্দির আছে, কার্তিক মাসে মেলা বসে। যেতে পারেন বিশ্ববিদ্যালয় শহর রায়পুরের কাছে ছত্তিশগড় মাঠে।

কাছেই 22 কিমি দূরে ইস্পাতনগরী **ভিলাই** যেখানে গড়ে উঠেছে ভারতের দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানা প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতায়। হাওড়া থেকে আসা মুম্বাই মেল (ছাড়ে 19.30; রায়পুর পৌঁছয় 9.00, দুর্গ 10.00); আমেদাবাদ এক্স (ছাড়ে 22.25; পৌঁছয় রায়পুর 12.50, দুর্গ 14.20); 8030 লোকমান্য

তিলক এক্সপ্রেস (ছাড়ে 11.30; রায়পুর 4.55, দুর্গ 6.20), গীতাঞ্জলি এক্স (ছাড়ে 13.20; রায়পুর 2 35, দুর্গ 3.30); 2130 হাওড়া-পুনে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস (সো. ম. বু. বৃ. শ ছাড়ে 21.00; রায়পুর পৌঁছয় 10.25, দুর্গ 11.30) প্রভৃতি ট্রেনে এসে রায়পুর বা দুর্গ স্টেশনে নেমে 6 কিমি পথ বাসে ভিলাই-এ আসুন। তবে এখানে বেড়ানোর মত কিছু নেই।

থাকার জন্যে ভিলাই হোটেল, ভিলাই হাউস, কোয়ালিটি হোটেলিয়ার্স প্রভৃতি আছে S ২৫০-৪০০ মধ্যে। যেতে পারেন বাস্তার-এর আরণ্য এলাকায় জব্বলপুর থেকে 40 কিমি গিয়ে কুটুমশরে নেমে। এখানে দেখতে পারেন দুটি অদ্ভুত-সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দুধরনের গুহায়। গুহার ছাদ থেকে জল ফোঁটা ফোঁটা করে চুঁইয়ে পড়ে ছাদ থেকে ঝুলন্ত চুনের দণ্ড (Stalagtite) যেমন তৈরি হয়েছে। তেমনি মেঝে থেকেও ধীরে ধীরে চুনের দণ্ড (Stalagmite) উপরে উঠেছে। খুব ভাল লাগবে দেখে। দেখে আসুন **ভোরামদেও**-তে গিয়ে সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর ও উপত্যকায় বয়ে যাওয়া শঙ্করী নদীর তীরে ভোরামদেও মন্দিরগুলি। রায়পুর থেকে 48 কিমি দূরে বাসে চড়ে **রাজিম**-এ গিয়ে দেখতে পারেন মহানদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দিরটি। দেখুন **শিউরিনারায়ণে** গিয়ে শিউরিনারায়ণ মন্দিরটিও। মাঘী পূর্ণিমায় এখানে বেশ বড় মেলা বসে। রায়পুরের 77 কিমি দূরের শিবপুরে যেতে পারেন প্রাচীনত্বের টানে। 6 থেকে 10 শতক পর্যন্ত এখানে বৌদ্ধধর্মের চরম প্রসার ঘটেছিল। প্রায় 1,300 বছর আগে এখানে এসেছিলেন চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙও। এই রায়পুর থেকেই বাসে চড়ে **খৈরাগড়** গিয়ে দেখে আসুন 'ইন্দিরা সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়'টি। এটি হল এশিয়ার প্রথম এবং একমাত্র সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়।

জম্মু ও কাশ্মীর

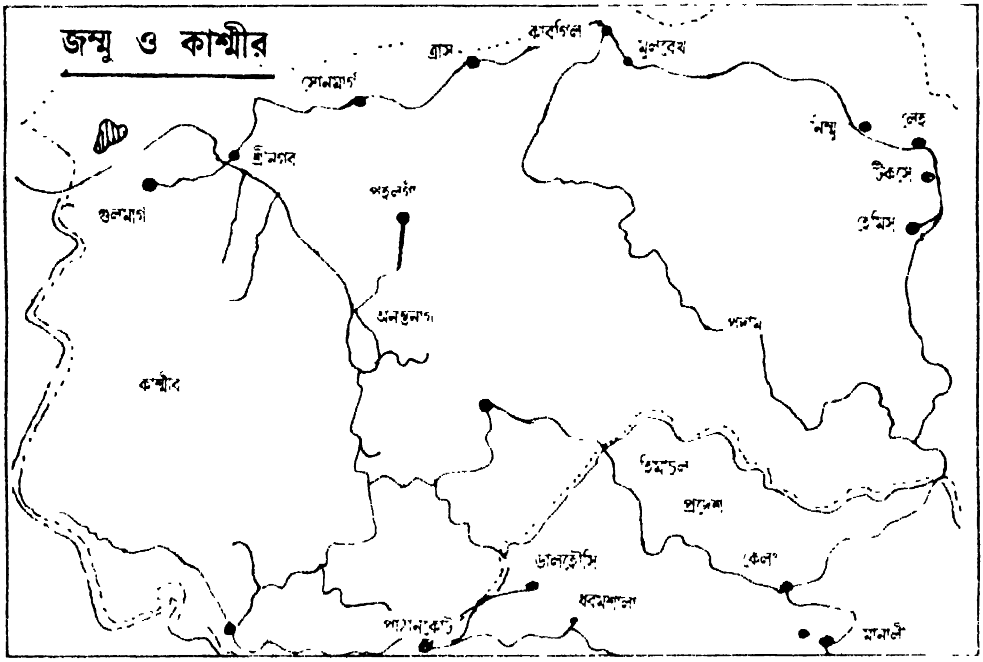
ছোটবেলায় ভূগোলের একটা বাঁধাধরা অথচ বড় প্রশ্নের উত্তর দিতে হত— পৃথিবীর ভূস্বর্গ কাকে বলে? বলা বাহুল্য এর উত্তর সবারই জানা— কাশ্মীর। এখন এই রাজ্যের নাম জম্মু ও কাশ্মীর। 2,22,236 বর্গকিমি আয়তন বিশিষ্ট এই রাজ্যের বর্তমান সংবিধান 26 জানুয়ারি 1957-য় গৃহীত হয়েছে। লোকসংখ্যা 1,00,69,917 (2001)। পার্বত্যময় কাশ্মীরে দক্ষিণ থেকে উত্তরে ধাপে ধাপে পর্বতমালা উঠে গেছে। এর প্রথম ধাপ পাঞ্জাবের সমতল ভূমিতে শিবালিক পর্বতমালায়। দ্বিতীয় ধাপে পিরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণী। এখানেই এশিয়ার মধ্যে দীর্ঘতম গিরিপথ অবস্থিত। তৃতীয় ধাপে মূল হিমালয় পর্বতশ্রেণী। এর অনেক স্থান চিরতুষারাবৃত। এখান থেকেই লাদাখ শাখা পর্বতশ্রেণীর জন্ম হয়েছে। এখানের উল্লেখযোগ্য শৃঙ্গগুলি হল গাসের ব্রুম, গুরলা মান্ধাতা প্রভৃতি। গিরিপথ জোজি-লা। এখানেই রয়েছে পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গডউইন অস্টিন বা K2। কাশ্মীরের প্রধান নদী সিন্ধু, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ঝিলম। এছাড়া আছে ইরাবতীর শাখা নদী উজ্র। এই উপত্যকায় আছে বিখ্যাত উলার ও ডাল হ্রদ।

ভূতত্ত্ববিদদের মতে কাশ্মীরের জন্ম মাত্র 10 কোটি বছর আগে। তার আগে এটি 'টেথিস' নামক সমুদ্রের তলদেশে দীর্ঘদিন ছিল। এর ভূমি আগ্নেয় ও পাললিক শিলায় গঠিত। বহু মূল্যবান পাথর ও খনিজ পদার্থের আকরভূমি কাশ্মীরে নানা ধরনের গাছও আছে। একদম উপরের দিকে আলপাইন, উইলো, বার্চ, জুনিপার ; খিলানমার্গে রডোডেনড্রন, একটু নীচের দিকে দেবদারু, ওক, চিনার। বার্চ ও ব্লু-পাইনের জঙ্গল পর্যটকদের দেখার মত বন। ফুলের মনোহারিতা আছে টিউলিপ, গোলাপ, প্রেমুলা, ফরগেট-মি-নট্, ইয়েলো বাসকেট প্রভৃতিতে। বস্তুত এর অরণ্যসম্পদ ও পুষ্পসম্ভার বড়ই মনোহর।

কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস পেয়েছি আমরা কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিনী' থেকে। এখানে রাজত্ব করে গেছেন পাণ্ডু, মৌর্য, কুষণ, গোনান্দা, শ্বেত হুন, কারকোটা ও লোহারা রাজবংশ। হিন্দু রাজত্বের অবসানে 1339-এ সুলতান সামসুদ্দীনের সময় থেকে মুসলমান রাজত্বের প্রকৃত সূচনা। পরে প্রতিষ্ঠিত হয় মোগল রাজবংশ। এরপরে পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তাঁর সেনাপতি ও গোলাব সিং নামক এক ডোগরা সেনাপতি দখল করেন কাশ্মীর উপত্যকা। ক্রমে গোলাব সিং হয়ে ওঠেন জম্মু ও কাশ্মীরের শাসনকর্তা। ভারতের স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর ডোগরা বংশের রাজাদের অধীনে থাকে। ভারত স্বাধীন হলেও কাশ্মীরের মহারাজা ভারত বা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেননি। 1947-এ অক্টোবর মাসে পাকিস্তান হানাদার পাঠিয়ে শ্রীনগরের 28 কিমি দূর পর্যন্ত দখল করে নেয়। এ অবস্থায় কাশ্মীরের মহারাজা ও সরকার 26 অক্টোবর 1947 ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেন। তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল মাউন্টব্যাটেন সৈন্য পাঠিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের কিছুদূর পর্যন্ত হটিয়ে দেন। কিন্তু বিবাদ চলতে থাকে। মধ্যস্থতা করতে থাকে UNO, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত কাশ্মীরেও জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা বিধানসভা পরিচালিত হয়ে থাকে। 17 জানুয়ারি 1956 থেকে রাজ্যে সংবিধান অংশত কার্যকরী হয় এবং 26 জানুয়ারি 1957 থেকে তা পুরোপুরি চালু হয়েছে। এর কিছু অংশ এখনো পাকিস্তানের দখলে 'আজাদ কাশ্মীর' সরকারের অধীনে আছে। ফলে দুই উপমহাদেশে বিবাদ লেগেই আছে। জম্মু-কাশ্মীরে 14টি জেলা আছে। এর মধ্যে 6টি করে জেলা জম্মু এবং কাশ্মীর উভয় অঞ্চলে পড়ছে, বাকি 2টি লাদাখ অঞ্চলে। জেলাগুলি হল— অনন্তনাগ, বারামুলা, জম্মু, ডোডা, পুন্‌ছ, রাজৌরী, উধমপুর, বাদগাঁও, কারগিল, কাথুয়া, কুপওয়ারা, লাদাখ (এর 37,555 বর্গকিমি অঞ্চল চীন-অধিকৃত আছে বলে সরকারি সূত্রে বলা হয়েছে), পুলওয়ামা ও শ্রীনগর। গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগর, শীতকালীন জম্মু। আয়তনে বড় হলেও এর জনসংখ্যা খুব কম। প্রধান ধর্মসম্প্রদায়— মুসলমান, শিখ, হিন্দু ও বৌদ্ধ। কিন্তু চিব নামক জাতিতে হিন্দু মুসলমান দুই-ই আছে। ওখানের হিন্দু-মুসলমান জাতির মধ্যে বম্বা, খকা, গুজর, গদ্দী, ওয়াটাল প্রভৃতি আছে। লাদাখের বেশির ভাগ মানুষই বৌদ্ধ।

কাশ্মীরের অর্থনীতি চাষ-আবাদ, কুটির শিল্প ও পর্যটন শিল্পের উপর নির্ভরশীল। বনজ সম্পদের আয়ও প্রচুর। ধান, ভুট্টা, গম, বার্লি ছাড়া জাফরান, পেস্তা, বাদাম, আপেল, আঙুর, চেরি ইত্যাদি নানা ফল উৎপন্ন হয়। সিল্কের ও উলের কার্পেট, শাল, কাষ্ঠ-শিল্পও



উল্লেখযোগ্য। এখানে শিক্ষা সর্বত্র প্রায় বিনা খরচায় দেওয়া হয়। কাশ্মীরের অভ্যন্তরে কোথাও রেলসংযোগ নেই— জম্মু-তাওয়াই শেষ রেলস্টেশন। উধমপুর পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ কাজ চলছে। প্রধান পাকা রাস্তাটি পাঠানকোট থেকে বানিহাল গিরিপথ হয়ে শ্রীনগর পর্যন্ত গেছে— এটি কোনো সময়েই বরফে ঢাকা থাকে না। এখন শ্রীনগর-লে গাড়ি চলার রাস্তা হয়েছে। প্রধান বিমানবন্দর শ্রীনগরে। শ্রীনগর বৃহত্তম শহর ও গ্রীষ্মকালীন রাজধানী।

এসব নিয়েই কাশ্মীর ভূস্বর্গ নয়। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই একে ভূস্বর্গ আখ্যা দিয়েছে। তুষারাবৃত মৌলি হিমালয়, সবুজ বনভূমি, চঞ্চল নদীমালা, বিস্তৃত হ্রদরাজি ক্রমাগত অতীতকাল থেকে পর্যটকদের হাতছানি দিয়ে চলেছে। পুরাণের কাহিনীতে কাশ্মীর যে এককালে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল তার উল্লেখ আছে এর সতীসর (বা সতী সরোবর) নামে। ব্রহ্মার পৌত্র কাশ্যপ নাকি অত্যাচারী দৈত্যদের মেরে এই জনপদ গড়ে তুলেছেন, তাই নাম কাশ্মীর। বৈদিক যুগে এখানেই হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল।

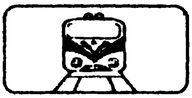
একনজরে জম্মু ও কাশ্মীরের পরিচয়— উচ্চতা 305 মি. সমুদ্রতল থেকে। আয়তন 2,22,236 বর্গকিমি। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 99 জন। প্রতি 1000 জন পুরুষে নারীর সংখ্যা 900 জন। তাপমান গ্রীষ্মে 39.9°C-23.4°C, শীতে 26.2°C-6.5°C। গ্রীষ্মে সুতি এবং শীতে ঘন পশমি পোশাক। ভাষা— লাদাখি, ডোগরি, পাঞ্জাবি, কাশ্মীরি, উর্দু, হিন্দি, ইংরেজি। এছাড়া আপনার আমার হিন্দি-ইংরেজি খিচুড়ি, 'হিন্দিংলিশ' তো চলেই।

জম্মু

লাদাখের কথা পরে আলাদা করে বলছি। জম্মু কাশ্মীরে আছে তিনটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র। জম্মু থেকে পিরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ দিকে বৈষ্ণোদেবী, উত্তর দিকে কাশ্মীরে ক্ষীর ভবানী ও অমরনাথ এবং আরো উত্তরে জাঁস্কর হিমালয়ে বৌদ্ধতীর্থ লাদাখ। অমরনাথে যাবার দুটি পথ আছে, পরে সেকথা বলছি। তার আগে জানাই—

কখন যাবেন · বেড়াতে যাবার সেরা সময় এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এর পর ঘন শীত পড়ে পরের 3 মাস ধরে। শীতের কাশ্মীরের অন্য রূপ. বরফ-ঠাণ্ডা কাশ্মীরে উইন্টার স্পোর্টস-এর মজা উপভোগ করতে হলে শীতেই আসতে হবে। অন্য সময়ে অবশ্য চিনার গাছের বাহার, আপেল

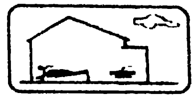
গাছের সারি, নানা রঙের ফুলের সমারোহ আপনাকে বেশিই আকর্ষণ করবে।



কেমন করে যাবেন : **ট্রেনে** : শিয়ালদহ থেকে 3151 আপ জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস প্রতিদিন 11.45 ছেড়ে জম্মু-তাওয়াই পৌঁছচ্ছে পরের পরদিন 9.55। হাওড়া থেকে 3073 আপ হিমগিরি এক্সপ্রেস সপ্তাহে 3 দিন (ম শু শ.) 23.00 ছেড়ে জম্মু-তাওয়াই পৌঁছচ্ছে দ্বিতীয় দিন 14.30। আবার 3005 আপ অমৃতসর মেলে (ছাড়ে 20.00) হাওড়া থেকে অমৃতসরে গেমেও সেখান থেকে ট্রেন বদলে জম্মু আসা যায়। 1077 পুনে-ঝিলম এক্স দিল্লি, আম্বালা হয়ে জম্মু আসছে পরদিন। পুনে ছাড়ে 17.35, জম্মু পৌঁছায় 12.00। সো বৃ শু র 2471 মুম্বাই-জম্মু স্বরাজ এক্স 6.45 ছেড়ে জম্মু পৌঁছচ্ছে পরদিন 16.20, কোটা, নিউ দিল্লি হয়ে। নিউ দিল্লি থেকে 4645 শালিমার এক্স 16.05 ছেড়ে জম্মু যাচ্ছে পরদিন 6.35। 4033 দিল্লি-জম্মু-তাওয়াই মেল দিল্লি 21.10 ছেড়ে পৌঁছচ্ছে 11.20। আর কন্যাকুমারী থেকে প্রতি শুক্রবার 12.55 ছেড়ে 6317 হিমসাগর এক্স জম্মু আসে 13.30 এবং ফেরে 23.15 ছেড়ে 00.55।

সড়কপথে : কলকাতা-শ্রীনগর সড়কপথে 2,376.9 কিমি, জম্মু-দিল্লি 591 কিমি, জম্মু-শ্রীনগর 293 কিমি, জম্মু-পাঠানকোট 108 কিমি। বাস ছাড়ছে শ্রীনগর, দিল্লি, পুনছ, কাতরা, রিয়াসি, বানিহাল (ভা: কুদ, বাটোট, উধমপুর), ভদ্রওয়া, আখনুর, ছাম্ব, রামনগর, অমৃতসর, চণ্ডীগড়, লুধিয়ানা, জলন্ধর প্রভৃতি থেকে জম্মুর দিকে। দিল্লি থেকে জম্মু বাস ছাড়ে প্রতিদিন। সময় লাগে 11 ঘণ্টা। শ্রীনগর-জম্মু যাবার জন্য জম্মু-কাশ্মীর পর্যটন বিভাগ চার ধরনের বাস চালু রেখেছে। জম্মু থেকে শ্রীনগর বাস ভাড়া A শ্রেণী ৮০, B শ্রেণী ৬০, ডিলাক্স ৯৮, ভিডিও কোচ ১১৫, মিনি কোচ ১৭০ প্রতিজন।

বিমানে : IAC বিমান প্রতিদিন উড়ছে দিল্লি, শ্রীনগর থেকে। সপ্তাহে 2 দিন বিমান যাচ্ছে চণ্ডীগড়, লে এবং অমৃতসর। শহর থেকে বিমানবন্দর 7 কিমি দূরে। IAC (Ph 42735) এর অফিস বীর মার্গে, ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টারে। এছাড়া Alliance Air-এর বিমান আসছে দিল্লি ও মুম্বাই থেকে। তবে এই সার্ভিস প্রায়শই বন্ধ হয়ে যায়। যাবার আগে ভাল করে খোঁজ নেবেন। বিমান যাতায়াত করছে দিল্লি, চণ্ডীগড, অমৃতসর, লে, আমেদাবাদ এবং মুম্বাই থেকে জম্মুতে। কলকাতা থেকে IA-র বিমানে দিল্লি হয়ে শ্রীনগর পৌঁছনো যায়।



কোথায় উঠবেন : পৌঁছে তো গেলেন যেভাবেই হোক **জম্মুতে**। এখন মাথা গোঁজার জায়গার কথা বলি। পর্যটন দফতরের ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার (TRC) হোটেল বীরমার্গে-- সবই ডবল বেডের ঘর। রয়্যাল ব্লক ১০০০, ঈগল ব্লক ৫০০, ফোর্ট ভিউ ৪০০, ঝিলম ভ্যালি ৩০০, তাউই ভিউ ২৫০, সুরু ভ্যালি ২০০। রিজার্ভেশন : Manager, JKTDC, Tourist Reception Centre, Jammu-180001। এদের Ph: 0191-2549 065, Cable "TOURCORP"। এখানে ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পুরো টাকা পাঠিয়ে রিজার্ভেশন পেতে পারেন। বাতিলের খবর 48 ঘণ্টা আগে জানালে 25% কেটে বাকি ফেরত পেতে পারেন। অফ সীজনে (Nov-Mar) 50% ছাড়। খাবারের ব্যবস্থা পৃথক। যখনই পৌঁছান TRC-তে জায়গা পাবেন। রিটায়ারিং রুমও পাবেন রেলস্টেশনে D ৭৫, DAC ১৪০, আর ডর্মি ৩৫। RR পাবেন জম্মু বাস স্ট্যান্ডেও। রেল স্টেশনেও আছে JKTDC-র TRC (Ph: 247 6078) DAB ২০০।

প্রথম শ্রেণীর হোটেল Welcom Group-এর এশিয়া-জম্মু-তাওয়াই (Ph: 2435757) নেহরু মার্কেটে, SAC ১,৫০০, DAC ৩,৫০০, স্যুইট ৪,৫০০। মধ্যবিত্তের জন্য আছে বীরমার্গে হোটেল কসমস (Ph. 2577561) S ৫০০, D ৫৫০, SAC ৬০০, DAC ৮৫০। ITDC-র হোটেল জম্মু অশোক, রামনগর, (Ph. 2543571) S ৯০০, D ১,০৫০, AC ১,৪০০-৩,০০০। আর এন বাজারে Hotel Msnsar (Ph. 254 7087) ৪১০-৮০০, রেসিডেন্সি রোডে Hotel KC Residency (Ph: 252 0770) ১০০০-২,৭০০; জুয়েল চকে Hotel Jewel's (Ph: 2547630) ৬০০-১২৫০।

এছাড়া আছে ৩০০-৬০০ মধ্যে বীরমার্গে হোটেল স্ট্যান্ডার্ড (Ph. 2578855); হোটেল ইম্পিরিয়াল (Ph: 2586102), বাসস্ট্যান্ডের কাছে হোটেল রাম সিং প্যালেস (Ph: 2577495); সম্রাট হোটেল (Ph. 2547402), জি এস. এস রোডে হোটেল জম্মু (Ph: 2577103); মোতি মহল (Ph: 2542507), রেল স্টেশনের কাছে হোটেল ক্রান্তি (Ph: 2470525); শংকর হোটেল (Ph: 2471988)। ৩৫০ মধ্যে বীরমার্গে হোটেল মুঘল দরবার (Ph: 2541954); হোটেল সরতাজ (Ph: 2542716); হোটেল সচদেবা (Ph: 2544860); আর. এন. বাজারে অ্যারিস্ট্রোক্রাট হোটেল (Ph 254009); জম্মু ট্যুরিস্ট লজ (Ph: 2578499),

ক্রাউন হোটেল (Ph: 2540053); জি. এস. এস রোডে হোটেল প্লাজা (Ph: 2547308); হোটেল গুলমোহর (Ph: 2577516); মোতি বাজারে করণ হোটেল (Ph: 2579399); আপনা ঘর (Ph: 2578142); ব্রডওয়ে হোটেল (Ph: 2547072), তলব খটিকানে ওয়েলকাম হোটেল (Ph: 25457039); গ্রিন প্যালেস হোটেল (Ph: 2548155); কৃষ্ণ হোটেল (Ph: 2545402); চাঁদনগরে নিউ ডায়মন্ড লজ (Ph. 2257792); ভলগা লজ (Ph: 2576758) প্রভৃতি।

ধরমশালা আছে প্যারেড গ্রাউন্ডে আগরওয়ালা, ব্রাহ্মিণ প্রভৃতি। জৈন হল, রঘুনাথ টেম্পল, সুন্দর সিং গুরুদ্বারা প্রভৃতি ধরমশালাও আছে। রেস্টুরেন্ট— রঘুনাথ বাজারে, Ahdoo Hotel & Restaurant, বীরমার্গে— Cosmos Hotel & Restaurant, Nataraj Hotel & Restaurant; Premier Hotel & Restaurant প্রভৃতি।

জম্মু ও কাশ্মীর পর্যটন বিভাগের যে কোন ট্যুরিস্ট বাংলোর আগাম বুকিং-এর জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন : Central Reservation Wing, J & K Tourism Development Corporation Ltd., Tourist Reception Centre, Vir Marg, Jammu 180 001; Ph: (0191) 2546412, 2549065। শ্রীনগরের ঠিকানা: Tourist Reception Centre, Srinagar 190001; Ph: (0194) 2472644, 2457930, 2457927।

কী দেখবেন : দেখার জন্যেই তো এসেছেন। কটা দিনই-বা থাকবেন। চলুন চোখ আর মন ভরে জম্মুর সৌন্দর্য চেখে আসি। এই কাশ্মীর প্রথম দেখেই বাদশাহ জাহাঙ্গির বলেছিলেন—আগর ফির্দোস বের ক-ই-জমিন অস্ত্ / হামিন অস্ত্ ও হামিন অস্ত্ ও হামিন অস্ত্। এর অর্থ— স্বর্গ বলে পৃথিবীতে যদি কিছু থাকে তা সে এখানে, এখানে, এখানে। আর তাঁর শেষ বাসনাও ছিল 'কাশ্মীর, শুধু কাশ্মীর'।

শহর জম্মুতে দেখবেন বাস স্ট্যান্ডের উলটোদিকে **রঘুনাথ মন্দির**— উত্তরভারতের সবচেয়ে বড় মন্দিরমণ্ডলী।একে ঘিরে অনেক মন্দির— যার স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করার মত। অনেক দূর থেকেই এর শিখরগুলি দেখা যায়। দেখুন মন ভরে সন্ধ্যারতি।

পায়ে পায়ে চলুন মহারাজা প্রতাপ সিংহের ভাই রাজা অমর সিংহের ফরাসি স্থপতির পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে ওঠা জম্মুর সর্বোচ্চ রাজপ্রাসাদ—**অমরমহল প্যালেস**। তাওয়াই নদীর একটি পাড়ে শৈলশিখরে এই প্রাসাদে উঠলে গোটা শহরটিকে দেখা যাবে। পাহাড়ি মিনিয়েচার পেন্টিং, রাজবংশের চিত্রাবলি এবং ড. করণসিংহের লাইব্রেরি দেখলে মন ভরে যাবে। এমনই আনন্দ পাবেন ডোগরা আর পাহাড়ি চিত্রের সংগ্রহ, নিউ সেক্রেটারিয়েটের খুব কাছে গান্ধিভবনে ডোগরা আর্ট গ্যালারি দেখলেও। খোলা থাকে সোমবার ছাড়া গ্রীষ্মে 1.30-13.00, শীতে 11.00-17.00।

মহারানী চাঁদের শিখসমাধি ছাড়া আরো দেখুন 8 শতকের চৈত্য **পীরখো, বাহু দুর্গ, মহাকালীর মন্দির** (তাওয়াই নদীর পাড়ে)— এটি তৈরি করিয়েছিলেন বাহু রাজবংশের বাহুলোচন। শহরের উত্তরদিকে **রামনগরের বিধ্বস্ত দুর্গটিও** দেখার মত। জম্মুর 6 কিমি দূরের এই শহরে যে বন্যপ্রাণীর সংরক্ষিত বনভূমি আছে তা দেখার জন্য জম্মু অশোক হোটেলের কাছে Regional Wildlife Warden-এর কাছে পাস সংগ্রহ করুন। ঘুরে বেড়ান রাজেন্দ্র পার্কে। মেয়েদের জন্য রয়েছে হরি সিং জেনানা পার্ক। নির্ভয়ে বেড়ান।

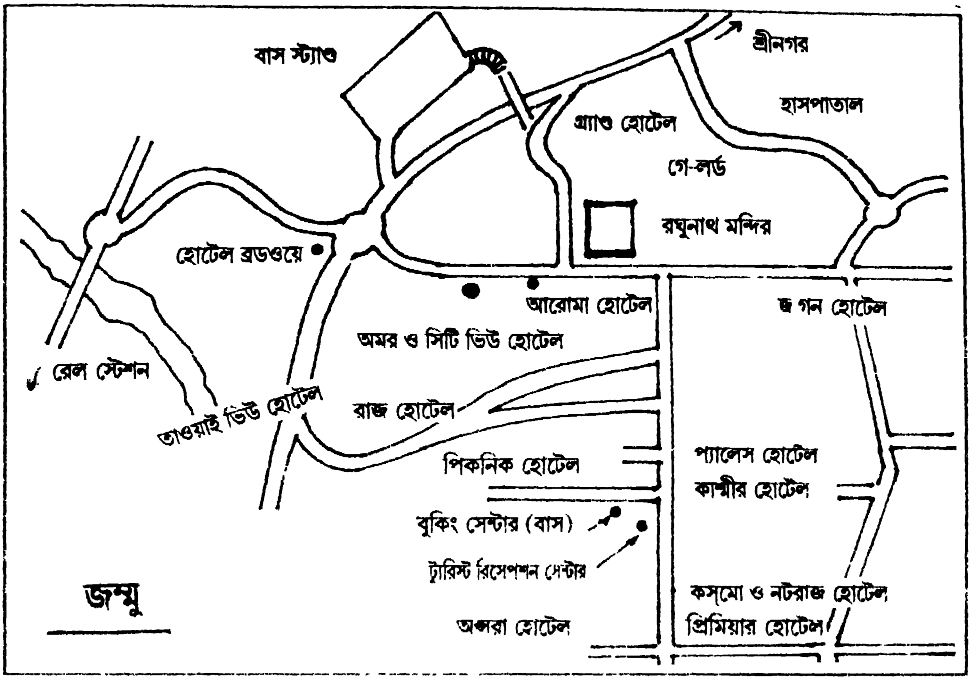
একটু **কেনাকাটা** করতে চান? তবে আসুন — এগজিবিশন গ্রাউন্ডে Govt. Central Market-এ। অথবা বীরমার্গে Kashmir Govt. Arts Emporium বা খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনে। ওষুধপত্র পাবেন হংসরাজ অ্যান্ড সন্স, পবকাশচাঁদ অ্যান্ড কোং, প্রেম মেডিকাল স্টোরস বা ডা. সুরজিৎ সিং অ্যান্ড কোং তে।

জম্মু থেকে দূরত্ব (কিমি)

কাটরা	45
মানসর	58
কুদ	106
পাটনিটপ	112
বাটোট	122
সনাসর	129
রামবন	150
অবন্তীপুর	265
পহেলগাঁও	288
শ্রীনগর	294
গুলমার্গ	350
সোনামার্গ	378
দিল্লি	583
লে	728

আর কী কী দেখবেন—

বাসোলি : জম্মু থেকে 60 মাইল দূরে প্রাচীন মন্দির দেখুন। 17-18 শতকে এক নতুন শৈলীর চিত্র এখান

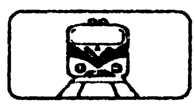


থেকে অমৃতসরে এসেছিল। এইসব মিনিয়েচার পেন্টিং-এ লোকশিল্প ও মোগল শিল্পশৈলী মিশে এক নতুন শিল্পধারার প্রবর্তন হয়। বাস পাবেন জম্মু আর পাঠানকোট থেকে।

গামিট গেটওয়ে : পাথরের তৈরি সোপানশ্রেণী বেয়ে তাওয়াই নদীকে স্পর্শ করার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হবে এখানে। এই গেটের 2 মাইল দূরেই দক্ষিণে চমৎকার বাগিচা আছে।

বৈষ্ণোদেবী

জম্মু অঞ্চলের অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান। যাঁরা আধ্যাত্মিক শান্তি চান এবং যাঁরা প্রকৃতিপ্রেমিক, উভয়ের জন্যেই এ স্থান সুখপ্রদ। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অধিষ্ঠাত্রী এই দেবী জাগ্রত বলে পরিচিত। দেবীমূর্তির নীচে থেকে উৎপন্ন হয়েছে চরণগঙ্গা নদী। ফলে গর্ভমন্দির অংশ সারা বছরই হিমশীতল পায়ের পাতা-ভেজা জলে পরিপূর্ণ। ভক্ত তার উপর দিয়েই দেবীর কাছে যান। যাবার জন্য দর্শনার্থীকে প্রায় শতখানেক ফুট (30 মি) সঙ্কীর্ণ এক পথে মাথা নিচু করে সাবধানে এগোতে হয়। সারা বছর ধরেই এখানে আসা যায়, তবে নবরাত্রি থেকে আড়াই মাস ধরে শতশত যাত্রী চরণগঙ্গায় স্নাত হয়ে দেবীর পূজা দিয়ে যান। এ সময়টাই নাকি সবচেয়ে শুভ সময়। ভক্ত এখানে বাম থেকে ডাইনে ক্রমে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী — দেবীর তিন রূপও দেখতে পাবেন।



কেমন করে যাবেন : জম্মু পর্যন্ত ট্রেন, সড়ক বা বিমান পথে এসে জম্মু বাস স্ট্যান্ড, রেলস্টেশন বা বিমানবন্দর থেকে বাসে বা ট্যাক্সিতে 48 কিমি দূরের কাটরাতে আসুন। জম্মু বাস স্ট্যান্ড থেকে সকাল থেকে রাত 8.30 পর্যন্ত বাস পাবেন। কাটরা থেকে শেষ বাস ছাড়ে রাত 8.30-এ। পাঠানকোট, দিল্লি, জলন্ধর, অমৃতসর বা চণ্ডীগড় থেকেও এখানে বাস আসছে। কাটরা থেকে 14 কিমি দূরের মন্দিরে পায়ে হেঁটে যান পুণ্যার্থীরা। তবে কুলি, ডাণ্ডি, কাণ্ডি বা ডুলি পাবেন এই প্রায় 13.5 কিমি পথ যেতে। এর জন্য ভাড়া লাগবে ঘোড়া, কুলি আর ডাণ্ডির জন্যে যথাক্রমে ২৫০, ১৫০ ও ৭০০। যাবার আগে কাটরা বাস স্ট্যান্ডে রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার থেকে যাত্রা-পরিচয়-পত্র নিতে একদম ভুলবেন না।

খুব ভোরে যদি জম্মু থেকে বের হন তবে একদিনেই মন্দির বা 'দরবার' দেখে ফিরে যেতে পারবেন। বৈষ্ণোদেবী জম্মু থেকে 62 কিমি দূরে 1,586 মিটার উচ্চে অবস্থিত। আগের চেয়ে যাতায়াতের সুবিধে

অনেক। পুঞ্চ অবধি বাসে যাওয়া যায়। এখন তো বারামুলা পর্যন্ত রেল লাইন বসানোর প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। কাজও শুরু হয়েছে। শেষ হলে যাতায়াতের সমস্যার অনেকটাই লাঘব হবে। রাস্তা ভাল হয়েছে, যদিও ধাপে ধাপে ওঠে ক্রমশ। সমস্ত রাস্তাতেই এখন বিদ্যুতের আলো। পরিষ্কার খুব। মাঝে মাঝে জল পানের ব্যবস্থা আছে। এমনকি উচিত মূল্যে প্রয়োজনীয় জিনিস পেয়ে যাবেন পথে যেতে যেতে।

কোথায় থাকবেন : কাটরা বা রাস্তায় পরিচ্ছন্ন ট্যুরিস্ট বাংলো, ট্যুরিস্ট হোটেল, রিটায়ারিং রুম, সবাই বা ধরমশালা পাবেন। কাটরা বাস স্ট্যান্ডে সরকারি পর্যটন ব্যবস্থায় TRC পাবেন DAB ৩৫০, 8B ৩০০, 4B ২০০, ডর্মি ২৫, মাথাপিছু। এঁদেরই ট্যুরিস্ট বাংলোয় থাকতে পাবেন পুরনো ব্লকে দু-শয্যার ঘর ২৫০, নতুন ব্লকে ৩৫০, ভি আই পি ডিলাক্স ৪০০। যাত্রীনিবাসে DB ২৫০, 4B ৩৫০, 4B, 8B ১৭৫-১২০০, ডর্মি ৩৫। যোগাযোগ করুন Tourist Officer, J & K Govt., Katra-র সঙ্গে সরাসরি।

এছাড়া এখানেই আছে ৬০০-১২০০, মধ্যে দুর্গা হোটেল ছাড়া ত্রিকুট, জনতা, এশিয়া, বৈষ্ণোদেবী প্রভৃতি হোটেল। দামী হোটেলের মধ্যে হোটেল অম্বিকা (Ph. 32062) ৭০০, - ২১০০, ; হোটেল এশিয়া বৈষ্ণোদেবী (Ph : 32061) ১৫৫০, - ২,২৫০, হোটেল বসেরা (Ph: 32123) ৫০০, - ১১০০, প্রভৃতি।

কাটরাতেই আছে শ্রীধর ভবন এবং বৈষ্ণো সেবাসংঘের ধরমশালা। পথে যেতে যেতে পাবেন 7 কিমি দূরে আদকুনওয়ারী, 4.5 কিমি দূরে ভৈরো ঘাঁটি। বৈষ্ণোদেবী ধরমশালা 2.5 কিমি দূরে। এছাড়া তাঁবুও পাবেন এখানে-ওখানে ভাড়ার বিনিময়ে। কাটরায় এসেছেন যখন একবার চিন্তামণি মন্দিরটাও ঘুরে যেতে পারেন। সর্বত্রই দেখবেন যাত্রীসেবার সুন্দর ব্যবস্থা। 'জয় মাতাজি' বলতে বলতে এগিয়ে যান।

এপ্রিল-সেপ্টেম্বরের মধ্যে গেলে সুতি কাপড়, অন্য সময়ে গরম কাপড় নিয়ে যান। কাটরায় উপযুক্ত ভাড়া দিলেই পাবেন ক্যাম্বিসের জুতো, ছড়ি, টর্চ, থলে, বর্ষাতি। ক্লোকরুমে মালপত্র রেখে নিশ্চিন্তে বেড়ান। একটা বিষয়ে অনুরোধ রইল— টাট্টু চলার রাস্তা বা সিঁড়ি রাস্তা ছেড়ে ভুলেও অন্য ছোট রাস্তায় পা বাড়াবেন না। সবরকম খোঁজ-খবরের জন্য মুখ্য কার্যকরী অফিসার, শ্রীমাতা বৈষ্ণোদেবী ধর্মস্থল বোর্ড, কাটরায় যোগাযোগ করুন। শ্রীনগর, কলকাতা, হায়দরাবাদ, চেন্নাই, দিল্লি সর্বত্রই J & K ট্যুরিস্ট অফিসে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

আর একটা কথা, যাঁরা সোজা কাটরা আসবেন না, তাঁরা **উধমপুর** থেকে (এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল) কাটরা এসে মন্দির দর্শন করে যেতে পারেন। পুজোর জিনিসপত্র কাটরাতেই সংগ্রহ করলে একটু সস্তা পড়বে। নামার সময় সিঁড়ি দিয়ে নামুন। আর নুন মাখানো আমলকি চুষতে ভুলবেন না, পিপাসা নিবারণের চমৎকার দাওয়াই।

কুদ : এখানে আসতে হলে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক ধরে 106 কিমি আসুন বাসে। শহরটি 1,738 মিটার উঁচুতে এবং একটি চমৎকার গ্রীষ্মাবাস। এখানে দারুণ সুন্দর ঝরনা আছে। গ্রীষ্মে এখানে এসে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের ডাকবাংলোতে উঠুন -- শরীর-মন তাজা হয়ে উঠবে। ফার-বন আপনাকে দেবে হাতছানি।

পাটনিটপ : জম্মু থেকে 109 কিমি উত্তর-পূর্বের এই সুন্দর স্থানটি 'মিনি-গুলমার্গ' নামে পরিচিত। 2,060 মি উঁচু পাইনে ঘেরা শহরটির সবুজের সমারোহ আপনার চোখকে দেবে তৃপ্তি। কাছে দূরেই রয়েছে বেশ কয়েকটি নিরালা পিকনিক স্পট। থাকার জন্য রয়েছে YH, (বিজ্ঞ : Director General of Youth Services & Sports, Youth Hostel, Patnitop, J & K Government, Jammu 180 001) বেড প্রতি ২০। এছাড়া পর্যটন দপ্তরের ট্যুরিস্ট বাংলো DAB ৬০০, তাঁবু (গরমকালে) ১০০; প্যাডোরা ভিলেজ হাউস ১৬০০; পাটনি এনক্লেভ DB Dlx ২৫০০, DB Hut ১৬০০, ১৫০০, ৮০০। এছাড়াও দামী ও মাঝারি দামের হোটেলের সংখ্যা অনেকই। যেমন, Asia, the Wasis Resort (Ph. 288 204) DAB ১২০০-১৪০০; The Maharaja Resort (Ph. 287531) DAB ১২০০-১৪০০; বা Hotel Snow View (Ph: 287 562) DAB ২৫০-৫০০; Hotel Patnitop ৪০০, ৬০০, প্রভৃতি। হাতে সময় থাকলে পাটনিটপ ক্লাবে গিয়ে টেবিল টেনিস বা বিলিয়ার্ড খেলে আসতে পারেন।

সনাসর পাটনিটপ থেকে থেকে 19 কিমি দূরে রয়েছে এই শহরেরই দোসর **সনাসর**। এটিও একটি অপূর্ব শৈলাবাস। শান্ত-স্নিগ্ধ-নির্জন-মনোরম পরিবেশ নিয়ে দারুণ। থাকার জন্য পর্যটন দপ্তর ভালোই ব্যবস্থা রেখেছেন। প্রাইভেট হোটেল বলতে আশিয়ানা। পর্যটন দপ্তরের Tourist Hut— Deluxe Hut ৯০০, এবং DAB ৪০০, আছে।

বাটোট : জম্মুর 123 কিমি দূরের এই স্থানটি খুব স্বাস্থ্যকর ওই একই রাস্তার উপর। বাসে আসুন — একই

ধরনের ডাকবাংলো এখানেও; তবে এর উচ্চতা একটু কম— 1,560 মি। এখানেও পর্যটন দপ্তরের ট্যুরিস্ট বাংলো (DAB ২৫০-৩০০)-তে থাকতে পারবেন।

রিয়াসি : জম্মু থেকে মাত্র 79 কিমি দূরে নিয়মিত বাস রাস্তার উপর চমৎকার একটি পিকনিকের জায়গা। এই শহরের কাছেই লাদাখে চীন-ভারত যুদ্ধের নায়ক জেনারেল জোরাওয়ার সিং-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গটি দেখা একটি বাড়তি গৌরবজনক আকর্ষণ। কাছেই আছে দেওয়ালে চমৎকার ফ্রেস্কো-শোভিত একটি গুরুদ্বারও।

মানসর হ্রদ : জম্মুর 80 কিমি দূরে উজ্জ্বল নীলজলে পূর্ণ 3 কিমি পরিধিবিশিষ্ট পাহাড় আর পাইন বনে ঘেরা এই লেকে বাসে চড়ে এসে একটু চড়ুইভাতি করুন না বন্ধু-পরিজন-স্বজনদের নিয়ে। হ্রদের কাছেই একদিকে রয়েছে ডিয়ার পার্ক, আর-একদিকে দেখতে যেতে পারেন শেষনাগের মন্দির। বর্ষাকালে যেতে বলছি না, কারণ বাস হ্রদ পর্যন্ত যায় না। তবে নিতান্তই যদি এসময়ে যেতে চান তবে বাকল পর্যন্ত বাসে গিয়ে বাকি প্রায় 10 কিমি রাস্তা জিপে বা পদব্রজে চলুন। আর জম্মু থেকেই যদি গাড়িভাড়া করে থাকেন (ভাড়া পড়ে তেলছাড়া ৮০০-৯০০) তা হলে অবশ্য সরাসরি চলে আসতে পারবেন।

আখনুর : চন্দ্রভাগা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এই দুর্গে মহারাজা রণজিৎ সিংহ জম্মুর গুলাব সিংকে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন। এখানেও চড়ুইভাতি করতে পারেন জম্মু থেকে আসা বাসে চড়ে 32 কিমি পথ এসে।

সুদ মহাদেব : জম্মু থেকে 120 কিমি দূরে এই শিবমন্দিরে জুলাই-আগস্ট মাসে শ্রাবণী পূর্ণিমাতে অসংখ্য তীর্থযাত্রী পুজো দিতে আসেন। পুজো দেন এখানের ত্রিশূল ও দণ্ডকে। লোকে বলে এই দণ্ড নাকি মধ্যম পাণ্ডব ভীমের ছিল। এটি একটি স্বাস্থ্যকর স্থানও।

শিব খোরী : জম্মু থেকে 88 কিমি দূরে নিয়মিত বাস রাস্তার উপর। তবে বাস যায় বোরাক পর্যন্ত। বাকি 8 কিমি রাস্তা পায়ে হেঁটে প্রাচীন শিবমন্দির দেখতে পারেন। এছাড়া যেতে পারেন জম্মু থেকে অমরনাথ যাত্রার আগে প্রকৃতির পীঠস্থান ভাদরওয়া মন্দিরে একটি দিনের জন্যে। যেতে পারেন খাজুরাহোর মন্দিরের আদলে নির্মিত একটি মন্দির দেখতে উধমপুর থেকে 5 মাইল দূরে ক্রিমচিতে। জম্মুর 45 কিমি দূরে ডোগরাদের পুরনো রাজধানী বাবোরেও আছে কয়েকটি সুরম্য মন্দির। আর যাঁরা ভাদরওয়া যাবেন তাঁদের বলব একটু কষ্ট করে 22 কিমি পথ গিয়ে দেখে আসুন বাসুকি কুণ্ড। যদি সত্যিকারের ভক্ত হন আর তিথিটি যদি রাখীপূর্ণিমার পরের অমাবস্যা হয় তবে হয়ত ওই কুণ্ডের জলে নাগপতি বাসুকির দেখা পেয়েও যেতে পারেন।

মুসলিম তীর্থযাত্রীরা 32 কিমি দূরে রাজৌরিতে সুখ্যাত পীর গুলাহশাহের **শাহ্‌দ্রা-শরীফ**-এ যাবেন। পুঞ্চের কাছে আছে শাহসত্ত ও পীর দস্তগির। গ্যামিট গেটের কাছে (রঘুনাথ মন্দিরের অনতিদূরে) পীর রোসন শাহওয়ালির সমাধি। এঁর সমাধি মন্দিরটি তৈরি করে দিয়েছিলেন মহারাজা রণবীর সিংহ। পীরখুহ-র কাছে পীর মিঠায় গিয়ে কেবল চিনি (সেজন্যই এই নাম) ভোগমাত্র নিতেন সেই পীরবাবার সমাধি দেখুন। দেখুন জম্মুর দক্ষিণাংশে গুরু নানকের সমকালীন পীর বধান আলিশাহর সমাধিস্থল। বার্ষিক 'উরস্' উৎসবের সময় এখানে হিন্দু-মুসলমান সবাই আসেন। এটি সতসরীতে অবস্থিত। অতএব আষাঢ় মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার অথবা পৌষ মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই উৎসবের সময় আসুন। কাঠুয়া থেকে 12 কিমি দূরে নাগরি গ্রামের দক্ষিণে দেখুন খোলা আকাশের নীচে পীর ছত্তর শাহের কবর। এখানে ছাদ তৈরি করা নাকি বার বার ব্যর্থ হয়েছে। পীর বাবা নাকি ছাদ পছন্দ করতেন না।

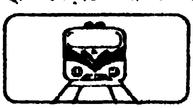
এবার আপনি যাবেন শ্রীনগরে। তবে যাবার পথে দ্রষ্টব্য দুটি স্থান দেখতে ভুলবেন না। তাদের কথা আগে বলি, পরে আরো কয়েকটির কথা বলব।

জওহর টানেল/বানিহাল টানেল : কাশ্মীর উপত্যকাকে একবার ওপর থেকে সম্পূর্ণ দেখে নেবার টানে প্রায় সব পর্যটকই একবার বানিহালে যাত্রাবিরতি ঘটানই। জম্মু থেকে প্রায় 175 কিমি আর বাটোট থেকে 88 কিমি দূরে শ্রীনগরের দিকে যাবার পথে পড়বে বানিহাল। শব্দটির অর্থ হিমবাহ। সারা বছরই বরফ পড়ে 9,763 ফুট উঁচু এই বানিহালে। যাওয়ার পথে এই বাধা দূর করতে বহু কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হল প্রায় 25,000 মিটার লম্বা আর চওড়া 16.5x18 ফুট (5x5.5 মি) উঁচু এক বিরাট সুড়ঙ্গ পথ। সময় লেগেছে প্রায় ছয় বছর (1954-1960)। এই পথ অতিক্রম করেই কাশ্মীর উপত্যকায় ঢুকতে হয়। প্রায় 30 কিমি পথ কমে গেছে এর ফলে আগের তুলনায় আর নতুন নাম হয়েছে জওহর টানেল। বানিহালে থাকার জন্য ডাকবাংলো এবং রেস্ট হাউস আছে। এখানে সবরকম সুযোগ-সুবিধে আছে থাকার। ৪০ বিনিময়ে ডর্মিতে থাকতে পাবেন।

ভেরিনাগ

বানিহাল সুড়ঙ্গের শেষ থেকে 1.5 মাইল (2.5 কিমি) এগিয়ে একটু ডানদিকে ভিন্নপথে 3 মাইল (5 কিমি) দূরে বিতস্তা বা ঝিলমনদীর উৎসস্থল ভেরিনাগ।

আসলে এটি ভারতের সবচেয়ে বড় **ঝরনা**। অষ্টকোণ এক প্রাঙ্গণভূমি থেকে স্বচ্ছজলের এই ঝরনায় ঘুরছে অজস্র ট্রাউট মাছ। আগে অবশ্য এটি গোলাকৃতি চত্বরেই ছিল। ঝরনার চারপাশের বাগানটি সযত্নে লালিত। বাগানের বাইরের শিবমন্দিরটি পুণ্যার্থীদের টানে খুবই। প্রবাদে বলে, শিব নাকি সকৌতুকে তাঁর ত্রিশূল ধরণীবক্ষে ছুঁড়ে দিলে যন্ত্রণাকাতর বসুন্ধরা স্পর্শ না করে ত্রিশূলটি তুলে নিয়ে তাঁকে যন্ত্রণামুক্ত করতে বলেন। তখন পার্বতী ধরণীগর্ভ থেকে প্রবল বেগে জলধারার আকারে বের হয়ে এলে ত্রিশূল ছিটকে পড়ে। অন্য প্রবাদে বলে এখানে নাকি একদা নীল বর্ণের বৃহৎ এক নাগরাজ বাস করতেন। কিন্তু ঝিলমের উৎসভূমির স্বর্গীয় প্রসাধন পর্যটকদের আকর্ষণ করে খুবই। তাঁরা এখানে আসেন অনন্তনাগ যাবার পথেও। সম্রাট জাহাঙ্গিরের প্রিয় বাগিচামহল এই ভেরিনাগের অষ্টকোণী চত্বরের সূত্রপাত তিনিই করেছিলেন যদিও তা সমাপ্ত হয় শাজাহানের সময়ে। এখানে জাহাঙ্গিরের শিলালিপিও আছে। নুরজাহান কতবার এখানে এসে থেকে গেছেন। এর কাছেই রাজওযারী তালুকেই মারা যান তাঁর সম্রাট-স্বামী। 6,000 ফুট উঁচু ভেরিনাগে একটি চমৎকার ট্যুরিস্ট বাংলো আছে। আছে একটি ডাকবাংলো আর কিছু পর্যটন-কুটির। শ্রীনগর থেকে 86 কিমি দূরের এই ভেরিনাগ থেকেই অনেকে কোকরনাগ, আচ্ছাবল, দেসু, অনন্তনাগ প্রভৃতি স্থান বেড়াতে যান। এদের কথা শ্রীনগরের পর বলছি।

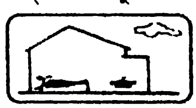


ট্রেন : পাঠানকোট স্টেশন, মুম্বাই-দিল্লি-কলকাতার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। শিয়ালদা থেকে 3151 জম্মু-তাওয়াই এক্স 11.45 ছেড়ে পাটনা লখনৌ জলন্ধর হয়ে পাঠানকোট দ্বিতীয় দিন 6.30-এ। নিউ দিল্লি থেকে জম্মু-তাওয়াই 4645 শালিমার এক্সপ্রেস প্রতিদিন 16.05 ছেড়ে পাঠানকোট 4.10 জম্মু-তাওযাই 6.35-এ পৌঁছাচ্ছে। জম্মুর সঙ্গে যুক্ত কন্যাকুমারিকা আর গুয়াহাটিও।

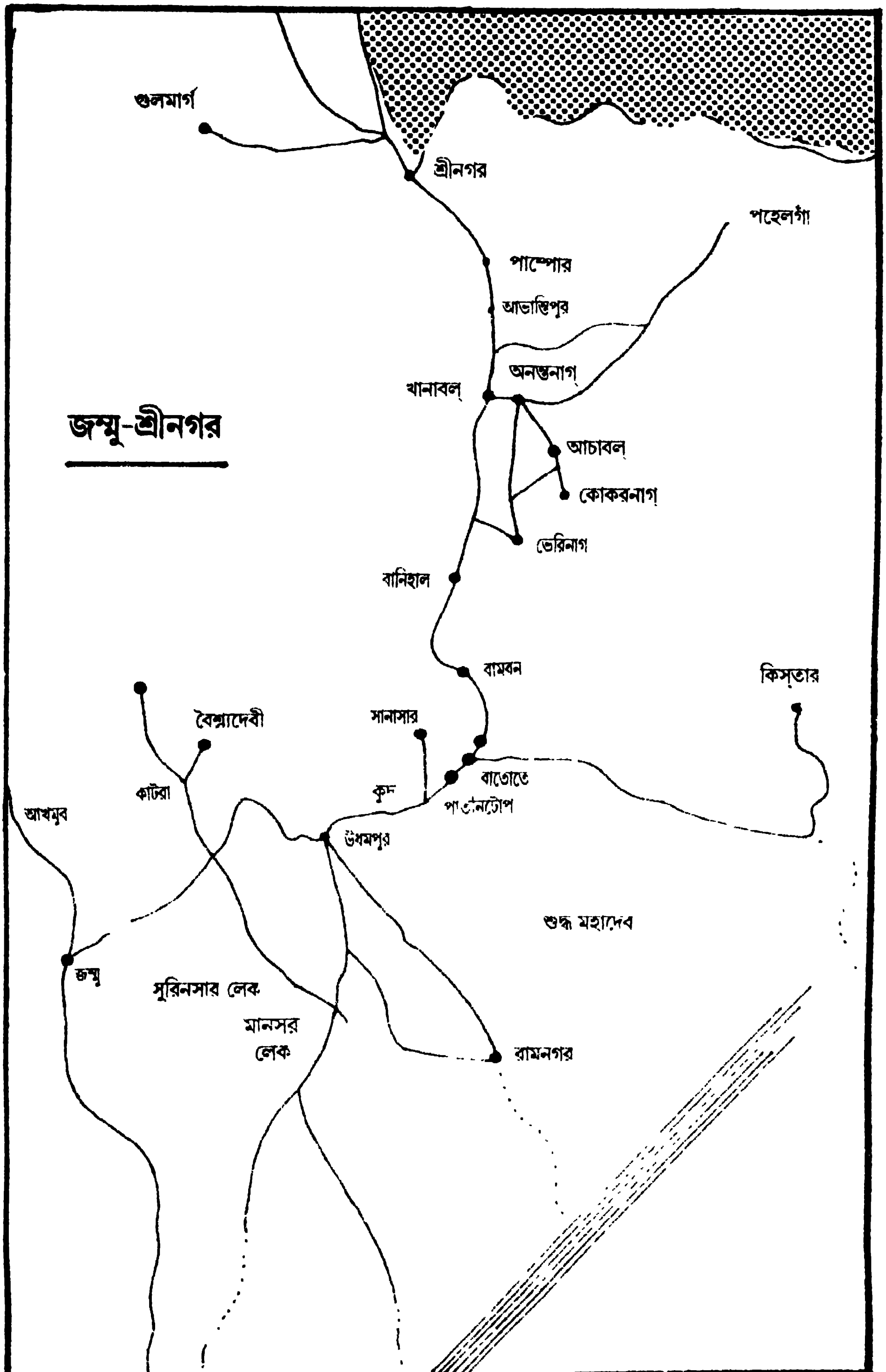
বাস : সড়কপথে শ্রীনগর থেকে দিল্লি 879, মুম্বাই 2,295, কলকাতা 2,377, চেন্নাই 3,351, জয়পুর 1,190, লখনৌ 1,394, পাটনা 1,901, জম্মু 293 কিমি। জম্মু ও কাশ্মীর পরিবহন বিভাগ জম্মু ও শ্রীনগরের মধ্যে হরদম বাস চালাচ্ছে মোটামুটি ট্রেনের সময়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই। পাঠানকোট থেকে বাসে এলে প্রায় 1½ দিন লেগে যায়। এ পথে এলে কুদ, বাটোট বা বানিহালে রাত্রিবাস করা যায়। বাসে 30 কেজি পর্যন্ত মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্যে বাড়তি ভাড়া লাগে না। আর জম্মু থেকে বাসে এলে 11-12 ঘণ্টার পথ। বাস পাবেন রেল স্টেশন থেকেই— দ্বিতীয় শ্রেণীর বুকিং অফিসের পাশেই পরিবহন অফিসে খোঁজ করুন। তবে চেষ্টা করবেন সকাল 7.00 টার আগেই বেরুতে— নইলে রাত কাটাতে হবে কোনো সরাইয়ে। তবে এ ক্ষেত্রে ভেরিনাগ দেখাটাও হয়ে যাবে। সুপার ডিলাক্স (ভাড়া মাথাপিছু ১৯০), A শ্রেণী (৯৮), B শ্রেণী (৭৬), ভিডিও কোচ (১২৫)— এই চার ধরনের বাস যাচ্ছে।

5 জনের ট্যাক্সি পাবেন জন পিছু ৩৫০। আগেভাগে বুক করতে চান— এক সপ্তাহ আগে ভাড়ার অর্ধেক টাকা পাঠিয়ে লিখুন, ম্যানেজার, জে অ্যান্ড কে স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, জম্মু-কে। প্রাইভেট বাসও আছে। দিল্লি, কাটরা থেকেও আসে বাস। কলকাতা ছাড়া দোতলা বাসও পাবেন শ্রীনগরে।

কোনোপ্রকার অসুবিধে বোধ করলে শ্রীনগরের বিশাল ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টারে যোগাযোগ করুন— মুশকিল আসান হয়ে যাবে। এখান থেকেই সরকারি বাস ছাড়ে-পৌঁছয়। প্রাইভেট বাসের জন্য যেতে হবে লালচকে। কন্ডাকটেড ট্যুরের কথা এর পরেই বলছি।



হাউসবোটের কথাও এই প্রসঙ্গে জানিয়ে দিই, কারণ কাশ্মীরে যাবেন আর হাউসবোটে উঠবেন না তা তো হতে পারে না। একা, দুজনে, বাড়তি কাউকে নিয়ে অথবা 6-11 বছরের বাচ্চাদের নিয়ে উঠতে পারেন ডিলাক্স, A, B, C এবং D শ্রেণীর হাউসবোটে। 'D' শ্রেণী হল আসলে ডিঙি নৌকো। ভাড়ার হেরফের হয়েছে কিনা আগে জেনে নিন। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যই ভাড়া নির্দিষ্ট। ডিলাক্স ১২০০-১৫০০ ও খাবারসহ ১৪০০-১৭০০; A ৮০০-১০০০ ও খাবারসহ ১০০০-১২০০; B ৫০০-৭০০ ও খাবার সহ ৭০০-৯০০; C ৪০০-৬০০ ও খাবারসহ ৫৫০-৭৫০; D ২০০-৩০০ ও খাবারসহ ৩৫০-৪৫০। তবে ভাড়া নির্দিষ্ট থাকলেও আপনি অবশ্যই নেবার আগে দরাদরি করবেন। যেহেতু অধিকাংশ বোটই এখন ফাঁকা থাকে, আপনি 50% কিংবা তার বেশি ছাড় পেয়ে যেতে পারেন। ১ নভেম্বর থেকে ১৫ মার্চ বেডরুম গরম করার জন্য 'বুখারি' অর্থাৎ স্টোভ ব্যবহার করলে অতিরিক্ত ২০০ মতন দিতে হয়। হাউসবোটে বসেই আপনি চা থেকে মদ্য, বাঙালি আর কাশ্মীরি খানা এমনকি পাশ্চাত্য ডিশও পাবেন। সাবধানে থাকবেন, গণিকারাও পশরা বসায় এরই মধ্যে। বহু ওদেশী লোক হাউসবোটেই চিরস্থায়ী বাসা পাতেন। তবে অনেকে খুব অপরিষ্কার। আগাম বুকিং-এর জন্য এই ঠিকানায়


জম্মু-শ্রীনগর
গুলমার্গ
শ্রীনগর
পাম্পোর
আভান্তিপুর
পহেলগাঁ
অনন্তনাগ
খানাবল্
আচাবল্
কোকরনাগ
ভেরিনাগ
বানিহাল
রামবন
কিস্‌তার
বৈষ্ণোদেবী
সানাসার
কাটরা
কুদ
বাতোতে
আখনুর
উধমপুর
শুদ্ধ মহাদেব
জম্মু
সুরিনসার লেক
মানসর লেক
রামনগর

যোগাযোগ করুন: Office of the House Boat Owner's Association, Opposite Tourist Reception Centre, Srinagar 190 001, Kashmir (Ph. 0194-2450 326, 476561)। হাউস বোট আর তীরভূমির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে যে ডিঙি নৌকো তারই নাম শিকারা। 50 সিটের সবকারি ভাসন্ত রেস্টুরেন্ট 'কাং পশ'-এ ঘন্টা তিনেক ঘুরে বেড়াতে ১০০ খরচ করুন মাথাপিছু। ছোটদেব ভাড়া অর্ধেক। রিসেপশন সেন্টারেই বুকিং হবে এর। নানা বিচিত্র নামের হাউসবোট আছে--- চড়াব আগে খোঁজখবব নিয়ে উঠুন।

14 দিনে কাশ্মীর বেড়ানো

যে কোনোদিন রাতে হাওড়া থেকে হিমগিরি এক্স বা শিয়ালদহ থেকে দুপুরে জম্মু-তাওয়াই এক্স চেপে বেরিয়ে পড়ুন। তৃতীয় দিন জম্মু পৌঁছে চারপাশ ঘুরে নিন। চতুর্থ দিন সকালে বাসে চেপে শ্রীনগর আসুন। পঞ্চম দিন চলুন পহলগাঁও। ষষ্ঠ দিন গুলমার্গ। সপ্তম দিন আচ্ছাবল, কোকরনাগ হয়ে দকসুম। অষ্টম দিন সোনামার্গ। নবম দিনে উলার হ্রদ। দশম দিনে শ্রীনগরেই দেখুন চশমাশাহী, নিশাতবাগ, শালিমারবাগ। ডাল হ্রদে শিকারা চড়ে ঘুরুন। একাদশ দিনে ফেরার পালা। বাসে চেপে আসুন জম্মু। স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠে পরেব দুদিন পথেই কাটান। ত্রয়োদশ দিন রাতে অথবা চতুর্দশ দিন দুপুরে ফিরে আসুন কলকাতা।

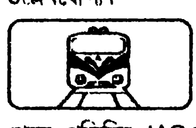
শ্রীনগর

জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। এরাজ্যের সর্বাধিক জনসংখ্যা এখানেই (12,38,530)। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1,768 মি উঁচু। ঝিলম নদীর দুই তীরের প্রায় 38 বর্গকিমি জুড়ে শহরটি 7টি সেতুদ্বারা সংযুক্ত। হিউয়েন সাঙ্ এখানে এসেছিলেন। কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিনী' এবং মির্জা হায়দর ও আবুল ফজলের বর্ণনাতে এই সৌন্দর্যপুরীর কথা আছে। বছবে দুবার এখানে মুখ্য বৃষ্টিপাত হয়, সেজন্য তাপমাত্রার ভেদও প্রচুর— সর্বনিম্ন 2.6° ও সর্বোচ্চ 31.0°-সেন্টিগ্রেড।

এখানের শাল, কার্পেট, রুপা, তামা, কাঠের কাজ, চামড়া ও ফারের কাজ, বয়নশিল্প তথা ওয়ালনাট কাঠের উপর কাশ্মীরি খোদাইয়ের কাজ জগদ্বিখ্যাত। নানাপ্রকার খেলা, শিকার ও শিকারা এর প্রধান আকর্ষণ। শিল্পীদের দেখা পাবেন 4 ও 5 নম্বর ব্রিজের মাঝামাঝি অঞ্চলে বেশি। রেসিডেন্সি রোড যাবার পথে বুঁদ এলাকায় দোকানে থরে থরে সাজানো শিল্পসম্ভার দেখে আপনি পাগল হয়ে যাবেন। কিনুন, খেলুন, নদীতে সাঁতার কাটুন, নৌকোবিহার করুন বা বরফে দৌড়োন— শ্রীনগর হয়ে উঠেছে প্রাচ্যের ভেনিস বা সুইটজারল্যান্ড।

সত্যি কথা বলতে সুইটজারল্যান্ডে আপনি হাউসবোট আর শিকারা পাবেন না। হাউসবোটে ব্যবসাবাণিজ্য চলছে, এমন জুড়ি কি আর কোথাও পাবেন? জলের ওপরেই জীবন, জলের উপরেই শাকসবজির চাষ-- ফ্লোটিং গার্ডেন — এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। আবার এরই জন্য সৌন্দর্য ও কদর্যতাব পাশাপাশি অবস্থান ঘটেছে এই শহরেই। বুঝি মনে হবে বিবক্তিকর ধবনেব অপরিচ্ছন্ন। গত শতকের শেষে কাশ্মীরের মহারাজা ঘোষণা করেছিলেন অ-কাশ্মীরিরা কাশ্মীরে জমি কিনতে পারে না। চতুর ইংরেজ তাই হ্রদের জলে হাউসবোটে বানিয়ে নিয়েছিল নিজেদের আস্তানা। ডাল, নাগিন লেকে, ঝিলমের তীরে অসংখ্য হাউসবোট বাঁধা আছে পর্যটকদের জন্যে। চলুন না কটা দিন কাটিয়ে আসি।

এখানে এসে মনে পড়বে হয়ত সম্রাট অশোকের কন্যা চারুমতীকে (খ্রি: পূ: 3 শতক), যিনি ঝিলমের রূপ দেখে বাবাকে বলে একটি বৌদ্ধবিহার তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। লোকে বলে একে ঘিরেই যে সুন্দর বা শ্রীসম্পন্ন নগর গড়ে ওঠে চারুমতীই তার নাম দেন শ্রীনগর। অন্য প্রবাদ বলে এর আগের নাম ছিল সূর্যনগর, তা থেকেই নাকি শ্রীনগর হয়েছে। তবে ঝিলমের বাঁকাস্রোতের সৌন্দর্য এখনো অবসিত হয়নি। সুন্দরী ডালহ্রদ এখনো ভরা যৌবনা। বর্তমান শ্রীনগরের রূপকার ছিলেন দ্বিতীয় প্রবর সেন (72-139)। এর খ্যাতিমান শাসকদের মধ্যে ললিতাদিত্য (649-736) এবং শিল্পানুরাগী জয়নাল আবেদিন (1421-72) উল্লেখযোগ্য।



কেমন করে যাবেন : প্লেন ও ট্রেনের কথা জম্মু প্রসঙ্গে যা বলেছি, শ্রীনগরেও তাই। দিল্লি থেকে প্রতিদিন IAC-র **বিমান** আসছে। কলকাতা থেকেই দিল্লি হয়ে শ্রীনগরে বিমান আসছে 4 ঘন্টায়। মরসুমে বাড়তি ক্যারাভেল আর ভাইকাউন্ট বিমান চলে দিল্লি-শ্রীনগরের মাঝে।

কখন যাবেন : শ্রীনগরে বেড়াবার সঠিক সময় হল মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের শেষ অবধি। গরমে সুতির আর শীতে ভারী পশমের পোশাক সঙ্গে নিন।

কোথায় বেড়াবেন : আগে শ্রীনগরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি বলি। তারপরে একে একে জানাব এখান থেকে বেড়াতে যাবার স্থানগুলির পরিচয়।

শঙ্করাচার্য মন্দির শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য। প্রায় বৈষ্ণোদেবীর গুরুত্বসম্পন্ন। তখ্‌ত-ই-সুলেমান পর্বতের উপরে (বৌদ্ধরা বলেন পাস পাহাড় মন্দির) এই শিবমন্দিরটি নির্মাণ করেন অশোকপুত্র ঝালুকা 200 খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে। 1,000 ফুট (300 মি) উঁচুতে নির্মিত এই মন্দিরটি নাকি ভেঙে যায় এবং জাহাঙ্গিরের আমলে এক ভক্ত নাকি এটি পুনর্নির্মাণ করে দেন। আসলে এই পাহাড়ের আগের 'গোপাদরী' নাম এবং মন্দিরের 'জ্যেষ্ঠেশ্বর' নাম আমরা ভুলেই গেছি। তবে শ্রীনগরের দক্ষিণ-পূর্বদিকের এই মন্দিরের উঁচুতে উঠে যখন আমরা ঝিলম নদীতে ঘেরা আর মুঘল-উদ্যানে শোভিত শ্রীনগর শহরটিকে দেখি মনে হয় জন্মজন্মান্তরেও সে দৃশ্য ভুলব না।

শ্রীনগর থেকে দূরত্ব (কিমি)	
অবন্তীপুর	29
গুলমার্গ	56
সোনামার্গ	84
পহেলগাঁও	96
রামবন	144
বাটোট	176
পাটনিটপ	182
কুদ	188
সনাসর	199
মানসর	267
কাটরা	279
জম্মু	294
লে	434
দিল্লি	877

ট্যুরিস্ট সেন্টার থেকে 1 কিমি দূরের এই পাহাড়ে উঠুন নেহরু পার্কের বিপরীত দিকের পথ ধরে। যেতে যেতে যদি মনে হয় এর নাম এখন শঙ্করাচার্য মন্দির কেন— তবে ভেবে নেবেন একসময়ে ভারতপর্যটক সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য ধ্যানমগ্ন হন এই পাহাড়শীর্ষে— তাই এই নাম। দেখবেন একটা 8 কোণ উঁচু চত্বরের উপরে এই মন্দিরে পৌঁছতে বেশ কয়েকটা ধাপ এগিয়ে যেতে হবে। তার পাশের দেওয়ালে এককালে ফার্সি ভাষায় কত কী না লেখা ছিল—কালের স্রোতে সেসব মুছে গেছে। উঠেই মন্দিরে যাবার আগে একবার শ্রীনগরকে, এমনকী কাশ্মীর উপত্যকাসমেত পীরপঞ্জাল রেঞ্জকে নয়ন ভরে দেখে নিন। তারপর ঢুকুন গোলাকৃতি আর প্রায় 13 ফুট (4 মি) ব্যাসযুক্ত মন্দির কক্ষে। যদি সকালে রওনা হন তবে 10.00টার মধ্যেই ফিরে আসতে পারবেন। সঙ্গে মোটরগাড়ি আছে? কুছ্ পরোয়া নেই। সোজা রাস্তা উঠে গেছে পাহাড়ের উপরে একেবারে TV tower পর্যন্ত।

হয়ত কোনো প্রাচীনের কাছে শুনে নিতে পারেন খ্রিস্টজন্মের 2,500 বছর আগে সান্দিমান বলে এক কাশ্মীরি রাজা নাকি এই মন্দিব প্রতিষ্ঠা করেন প্রথমে। খ্রিস্টপূর্ব 4 শতকে রাজা গোপাদিত্য নাকি এর সংস্কার করেন। পরে বৌদ্ধ এবং শেষে শঙ্করাচার্যের প্রভাব। ইতিহাস শুনে মন্দ লাগে না হয়ত!

আর একটি পাহাড়ে যেতে চান? তাহলে চলুন **হরিপর্বতে**। এটি শহরের উত্তরাংশে 5 কিমি দূরে। এর উচ্চতা 5,671 ফুট (1,730 মি)। এর অর্থ নীচে থেকে প্রায 400 ফুট (122 মি)। 1586-তে আকবর এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করে 28 ফুট (1,730 মি) উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেন। পাঁচিলে বেশ কয়েকটি সুন্দর তোরণ আছে। অন্যমতে এর নির্মাণকর্তা কাশ্মীরের পাঠান শাসনকর্তা আট্টা মহম্মদ খান (1812)। কিংবদন্তি বলে— পার্বতী এক দৈত্যকে মারবার জন্য যে নুড়ি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তা থেকেই এই পর্বতের নির্মাণ। বেশ কয়েকটি হিন্দু মন্দির আছে এখানে। তবে অনেকেই ধ্বংসপ্রাপ্ত — ফুল-ফলের চাষ হচ্ছে সেখানে। তা দেখে মনেই হবে না এককালে শ্রীনগরের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষজনের দুর্গতি নিবারণের জন্য আকবর এখানে পাঁচিল তৈরির সূত্রে দরিদ্র মানুষজনকে পোষণ করেছিলেন।

আরো মন্দির দেখার ইচ্ছে যদি থাকে তো 6 কিমি দূরে অনন্তনাগের পথে **পাণ্ড্রেথানে** যেতে হবে। আগে এর নাম ছিল পুরানাধিষ্ঠান। 900 খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরি শৈলীতে নির্মিত শিবমন্দির আছে। মন্দিরটির চারপাশই পুকুর— অনেকটা মণ্ডপের মত দেখতে। খোদাই ছাদ আর গর্ভগৃহের যক্ষমূর্তি অনবদ্য।

চলুন এবারে দেখি কয়েকটি **মসজিদ ও মুসলিম তীর্থস্থান**। হরিপর্বত আর জেনা কদলের মাঝখানেই **জামা মসজিদ**। শ্রীনগরের 4 নং ব্রীজ থেকে প্রায় 1 কিমি (½ মাইল) দূরের এই মসজিদটিই কাশ্মীরের সবচেয়ে বড় মসজিদ। সিকন্দর শাহ 1402-এ এটির নির্মাণ সমাপ্ত করেন। পরে তাঁর ছেলে একে আরো বাড়িয়ে তোলেন। তবে মসজিদটি তিনবার আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রথমবার আগুন লাগে 1479-তে। পরে জাহাঙ্গিরের আমলে লাগে 1620-তে। তৃতীয়বার 1674-এ ঔরংজীবের সময় আগুন লাগলে তিনিই এটিকে পুনর্নির্মাণ করেন। এই মসজিদটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর 4টি মিনার এবং ঠেস হিসাবে ব্যবহৃত 8টি কাঠের থাম। ঝিলমের তীরে একদা যার নাম ছিল **পাথর মসজিদ**, এখন তারই নাম শাহী মসজিদ। একদা সম্রাজ্ঞী নুরজাহান ঝিলম নদীর বাম তীরে, শাহ হামদান মসজিদের বিপরীত দিকে মসৃণ পাথরে এই মসজিদটি তৈরি করান। লোকে বলে, মহিলা-নির্মিত বলে এখানে নাকি নামাজ পড়া হয় না।

শাহ্ হামদান-এর কথা এবার বলি। ঝিলমের অপর পারে 14 শতকের সবচেয়ে পুরনো এই মসজিদটি পারস্যের সন্ত শাহ হামদানের স্মৃতিতে নির্মিত। তিনি কুতুবউদ্দিনের সময়ে (1378-98) কাশ্মীরে এসেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনিই এটি নির্মাণ করে গেছিলেন। চারকোণা ও প্যাগোডাব মত এই মসজিদের দেওয়ালে ও ছাদে কাগজের মণ্ড ও আঠা মিশিয়ে শিল্পকলা (প্যাপিয়ে-ম্যাশে) দেখবার মত। কাঠের দরজা-জানলার খোদাই অপূর্ব শিল্পের নিদর্শন। হয়ত এমন কথাও এখানে কানে আসবে, এটা-প্রথমে হিন্দুমন্দির ছিল, পরে এটিকে মসজিদে পরিণত করা হয়েছে। কত কথাই তো কানে আসে। ঠিক এমনিভাবেই দ্বিতীয় প্রবর সেন প্রতিষ্ঠিত ৬ শতকে মহাশ্রী মন্দিরেব ভিতের উপরেই সিকান্দার বক্সীখানের বিধবা স্ত্রীর সমাধি নির্মিত হয়েছিল।

কাশ্মীরের অন্যতম পবিত্র স্থান **হজরতবাল**। শ্রীনগরের 7 কিমি দূরে ডাল হ্রদের পারে নিশাতবাগের বিপরীতে শ্বেতপাথরের তৈরি বিশাল দরগায় প্রতি শুক্রবার নামাজের জন্য ভক্তিপ্রাণ মুসলমানরা জমায়েত হন। এখানে একটি কাচের আধারে রাখা আছে হজরত মহম্মদের কেশ। তাই মসজিদের এই নাম। 1700 খ্রি. বিজাপুর থেকে কাশ্মীরে এই 'বাল' নিয়ে আসেন খাজা নুরউদ্দিন। কাচের আধারেব কাছে অ-মুসলমানরা যেতে পারেন না। বছরে 9 বার ভক্ত মুসলমানদের ওই 'পবিত্র কেশ' দেখানো হয়। দরগাটিকে আগের চেয়ে আরো বড় করা হয়েছে। মসজিদ এবং তার সন্নিহিত অঞ্চল খুবই পরিচ্ছন্ন। উরস্ উৎসবের সময় এখানে তো মেলা বসে যায়।

কাশ্মীরের সর্বাধিক জনপ্রিয় রাজা আসিনুদ্দিনের সমাধি ক্ষেত্র **বাদশাহ্**-তে একবার ঘুরে আসলেও মনটা প্রশান্ত হতে পারে। দূর থেকে মনে হবে মসজিদ, আসলে কিন্তু একটা বাড়ি। আসিনুদ্দিনকে সবাই বাদশা বলেই জানত। তাঁরই কবরের উপর রাজা দ্বিতীয় প্রবর সেন এই বাড়িটি তৈরি করান। বাড়ির গায়ের খোদিত লিপি থেকে এটা যে হিন্দুর তৈরি, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তবে বাড়িটিতে 5টি ডোম থাকায় এটিকে মসজিদ বলেই মনে হয়।

চলুন, এবারে যাই একটু বাগান, লেক আর ঝরনা দেখে আসি। শ্রীনগরে যে এসেছেন তা তো তার প্রাকৃতিক দৃশ্যের টানেই প্রধানত। কাশ্মীর ভ্রমণ মানেই অনেকে ভাবেন ডাল লেকে ভ্রমণ। তাই আগে **ডাল হ্রদের** কথা বলি। অলকার সুষমা নিয়ে ডাল ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অমরাবতী প্রায়। এখানে পথিক যেন মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন। এর কূলে বসে মন যায় ভরে।

সন্ধ্যার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ডাল অনুপম সৌন্দর্যে ভরপুর। 6 কিমি x 3 কিমি এই ডাল আসলে 3টি লেক নিয়ে গঠিত। 4টি কজওয়ে ডালকে 4 ভাগ করেছে— গাগরি ডাল, লোকুট ডাল, বোদ ডাল এবং নাগিন। লোকুট ডালেব মাঝখানে আছে একটি ছোট দ্বীপ— রূপলাংক, যা 'চারমিনার' নামে পরিচিত। শঙ্করাচার্য পাহাড়ের ঠিক নীচেব গাগরিবাল দ্বীপের নাম সোনালাংক-- যেখানে বয়েছে সুন্দব **নেহরু পার্কটি**। পদ্মবন, পানিফল আর নানা জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ ডালের বুকে ঘাটে ঘাটে বাঁধা অগণিত শিকারা, সুসজ্জিত হাউসবোট। সারাদিন এতে চড়েই কাটিয়ে দিন— দেখুন নানা দৃশ্যাবলি, দ্বীপের হোটেলে ফুর্তি করুন (দ্র: কোথায় উঠবেন), খান-দান।

ডালের বুকেই বসেছে ফ্লোটিং হোটেল, ফ্লোটিং দোকান, ফ্লোটিং গার্ডেন— সবই। সব মিলিয়ে ডাল একটি ভাসমান শহর। এর জল ঝিলমের মত ঘোলা নয়, তবে এখন পানা এসে আক্রমণ করেছে ডালের নিখুঁত সৌন্দর্যকে। মৌলানা আজাদ রোডের পিছনের পার্কটি তো এখন অপরিচ্ছন্নতার ডিপো। তবুও ডাল আর নাগিন রূপসী শ্রীনগরের দুই অনুপম নীলচক্ষু। এখানে স্নান, সাঁতার, নৌকাবিহার সবই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। নেহরু পার্কের আলোকসজ্জিত সন্ধ্যা, চারমিনারের চারটি পার্শি চিনার গাছের নীচে রেস্টুরেন্ট, পাশের কবুতরখানার দূরাশ্রিত স্মৃতি (এখানে যেতে পারবেন না, দূর থেকেই দেখতে হবে এই ছোট্ট দ্বীপ)— সবই ডালের গৌরব, গরিমা।

শঙ্করাচার্য পাহাড়ের পাশেব রাস্তা দিয়ে যদি ঘোরাঘুরি করেন তবে পাহাড়ের উপরের **পরীমহলে** একটি চক্কর দিয়ে আসতে পারেন। একসময়ের বৌদ্ধবিহারকে শাজাহান-পুত্র কবি দারাশিকো প্রমোদ প্রাসাদে পরিণত করেন। এখন আর এর বাগিচায় ঝরনা

জল ছড়ায় না বটে, তবে এখানেই একদা ছিল দারাশিকোর জ্যোতির্বিদ্যার বিদ্যালয়। যদি ঝরনা সত্যিই দেখতে চান তো চলুন শহর থেকে একটু দূরে।

চশমাশাহী : এর অর্থই হল রাজকীয় ঝরনা। শ্রীনগর থেকে 9 কিমি দূরে ডাল লেকের পাড়ে পাহাড়ের পাদদেশে এটি মোগল উদ্যানগুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোট। ঝরনাকে ঘিরে তিন ধাপে এই মনোরম উদ্যানের পরিকল্পনা ছিল সম্রাট জাহাঙ্গিরের, তবে এটি সমাপ্ত করেন শাজাহান 1632-এ। ঝরনার সুস্বাদু ঠাণ্ডা জল নাকি খুব স্বাস্থ্যপ্রদ— ওষধিগুণে পূর্ণ। শোনা যায় পণ্ডিত জওহরলাল নাকি এর জল পান করতেন।

এখানে থাকার জন্য JKTDC-র হাট ও খাওয়ার জন্যে ক্যাফেটারিয়া ও রেস্তরাঁ আছে। হাট এ থাকার খরচ DB Hut ৮০০, ১,৫০০, ২,০০০। সেন্টুর লেকভিউ হোটেল S ৫৭৫, D ৬৫০, স্যুইট ১,২৫০-১,৭৫০।

নাসিমবাগ : নাসিম শব্দটির অর্থ সকালের বাতাস। শ্রীনগর থেকে 10 কিমি দূরে এবং শালিমার বাগ থেকে 5 কিমি দূরের এই বাগানটি আকবর 1588-তে তৈরি করান। ডাল লেকের পাড়ে এই বাগানে হয়ত ঝরনা বা ফুলের বাহার নেই। কিন্তু চিনার গাছের সারি আপনাকে মুগ্ধ করবে। বলা হয়ে থাকে চিনার গাছের বাতাসে নাকি যক্ষ্মা রোগ দূর হয়। সকালের বাতাসে তাই অনেকেই ঘুরে বেড়ান।

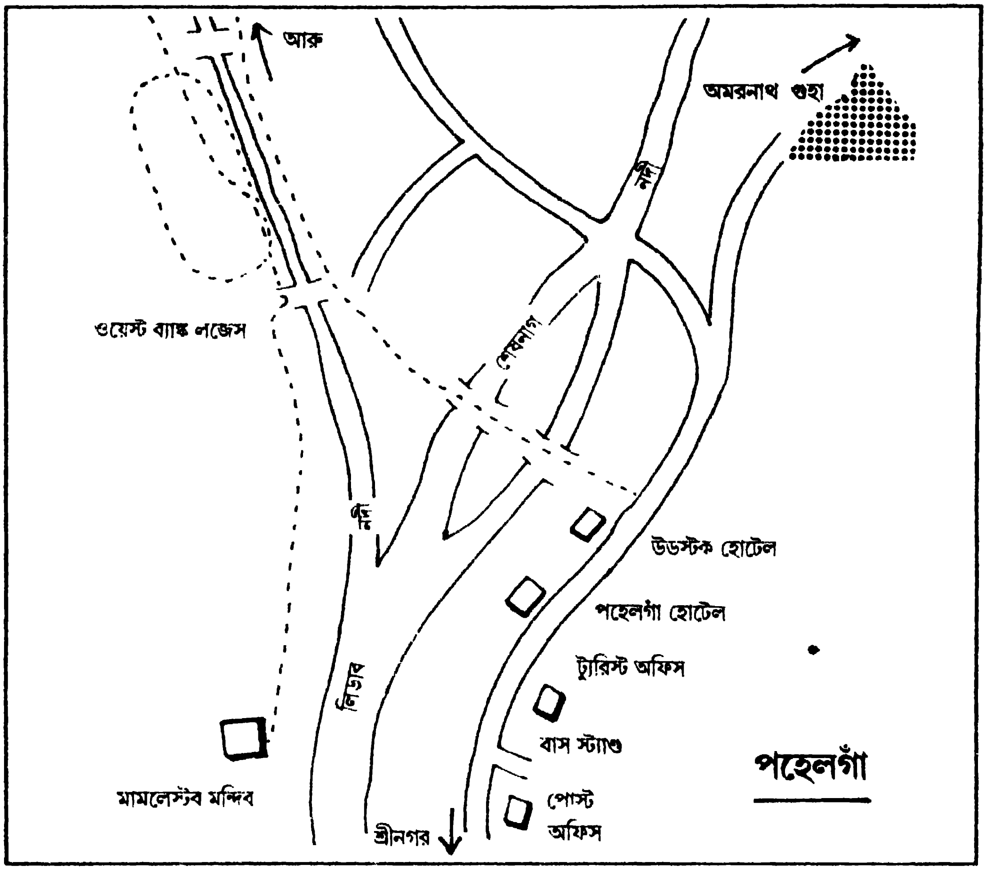
নিশাতবাগ : চশমাশাহী থেকে 4 কিমি এগিয়ে (শ্রীনগর 11 কিমি) গেলেই আনন্দের বাগান বা নিশাতবাগ। ধাপগুলি নীলপাহাড়ের গায়ে মিশে গেছে। এটি তৈরি করিয়েছিলেন নুরজাহানের ভাই আসফ খান 1634-এ। শেষ ধাপটিতে উঠে নীচের ডাল হ্রদকে পুরোপুরি দেখে উল্লসিত হন। মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা ঝরনার মত খাল, ধাপে ধাপে নেমে গেছে নাচতে নাচতে। ডাল হ্রদ ছাড়া পিরপঞ্জালের রেঞ্জটিও দেখে নিন বাগানের পিছনের দিকের সারি সারি চিনার গাছ দেখার ফাঁকে। একটি অবহেলিত আস্তানা পাবেন সেখানে, যেখানে লেখা আছে— 'হজরত সৈয়দ বাবা ইব্রাহিম বাল্খী নিশাত (আস্তান্ শরীফ)'— জানি না এঁর পরিচয়। কিন্তু হয়ত এঁর থেকেই এই বাগিচার নাম নিশাত। যদি বর্ষাকালে যান তবে আনারকলির প্রেমে মশগুল হন, আর পুজোর আগে গেলে গাছে আপেল দেখে যেন তুলতে যাবেন না— নৈব নৈব চ।

শালিমারবাগ : নিশাতবাগ থেকে মাত্র 3 কিমি আর শ্রীনগর থেকে 16 কিমি দূরে জাহাঙ্গিরের ভালবাসার ঘর— শালিমারবাগ দেখতে চলুন এবার। এই সবচেয়ে সুন্দর উদ্যানটি জাহাঙ্গির তৈরি করেছিলেন 1619-এ তাঁর স্ত্রী নুরজাহানের সঙ্গে গ্রীষ্মকালে কেলি করার জন্যে। পাহাড়ি ঢালে চার ধাপে তৈরি এই বাগানের মাঝখানে কালো পাথরের চত্বরের চারপাশে ঝরনা ঝরে চলেছে অবিরত। 540 মি.×182 মি. আয়তনের এই বাগিচায় আছে চিনার, পাইনের মত বড় গাছের আড়ালে নানা জাতের মনোহারী ফুলের গাছও। মসৃণ পালিশ করা একটা ক্যানেলের ভিতর দিয়ে দূরের হারওয়ান রিজার্ভার থেকে আসা জল ধাপে ধাপে চত্বর ধুয়ে নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। উপরের চতুর্থ ধাপটিতে আছে একটি প্যালেস যা এককালে রাজপরিবারের মহিলাদের জন্য থাকত সংরক্ষিত। মে-অক্টোবরের মাঝে এলে দেখবেন ITDC আলো আর শব্দ দিয়ে (Son-et-Lumiere) প্রতি সন্ধ্যায় অতীত কালের মোগল দরবারকে প্রত্যক্ষ করে তুলছে আপনার সামনে রঙে রসে। এখানে যাবার জন্যে ট্যুরিস্ট সেন্টার থেকে বাসের ব্যবস্থা আছে— সেখানেই 'শো'-এর টিকিট কিনতে পাওয়া যায়। অবশ্য বাগান দেখার জন্য কোনো ফি লাগে না। আসলে **চশমাশাহী** ছাড়া অন্য কোনো বাগান দেখার জন্য কোনো ফি লাগে না। বাগান সকাল সন্ধে খোলা। ফুড প্যাকেট বা স্টোভ-কুকারে রান্নার ব্যবস্থা করতে পারেন। উনুন নিষিদ্ধ।

কাছাকাছির মধ্যে আরো দেখুন 10 কিমি দূরে প্রায় 7.5 স্কোয়ার মাইল জোড়া **অনছর লেকে** ভাসমান উদ্যান। যদি জুলাই-আগস্ট মাসে আসেন দেখবেন এর গোটা দক্ষিণ দিকটা কী অজস্র পদ্মফুলে ঢেকে গেছে। 18 কিমি দূরের **হারওয়ান জলাধার**, আগে নাম ছিল **কুণ্ডল বনবিহার**, থেকে আসছে শ্রীনগরে ব্যবহারের সমস্ত জল। কাছেই আছে ট্রাউট মাছের পালন-ক্ষেত্র। পিকনিক করার চমৎকার জায়গা। ঘুরে আসতে পারেন বুধবার ছাড়া 10.00-17.00 মধ্যে **শ্রীপরতাপ সিং মিউজিয়ামটিও**। দর্শনী লাগে না।

এবার জানাব শ্রীনগরকে কেন্দ্র করে একটু দূরের দর্শনীয় স্থানগুলির কথা। তারপর জানাব কোথায় উঠবেন তার হদিশ।

অনন্তনাগ : কাশ্মীরের একটা বড় উপত্যকার নাম লিডার উপত্যকা। এর পাশ দিয়ে গেছে বাস চলা পথ। শ্রীনগর থেকে 54 কিমি দূরে অনন্তনাগ ঝরনার দেশ। একটি ঝরনায় তো গন্ধকের প্রাচুর্য। একটি চমৎকার বাগানও গড়ে তোলা হয়েছে অনন্তনাগের মন্দির ও কুণ্ডকে ঘিরে। ঔরংজীব এর নাম বদল করে ইসলামাবাদ রাখলেও 200 বছর পরে কাশ্মীররাজ গুলাব সিংহ



আবার পুরনো নামটিই বহাল করেন। লোকে বলে বিষ্ণুর অনন্তনাগ রূপের এখানেই প্রাপ্তি ঘটেছিল। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে এখানে মেলা বসে। ভক্তগণ উপবাস করে ঝরনায় ক্ষীর উৎসর্গ করেন। মন্দিরে বাঙালি পুরোহিত শিব ও রাধাকৃষ্ণের পূজা করেন। ঠাণ্ডা কুণ্ডটির জলে প্রচুর মাছ, কিন্তু হরিদ্বারের মতই এই মাছগুলিকে পবিত্র ভাবা হয় বলে এখানে মাছধরা নিষেধ। পহেলগাঁও যাবার পথে পড়ে এই মন্দিরটি।

আচ্ছাবল : শ্রীনগর থেকে প্রায় 65 কিমি আর অনন্তনাগ থেকে 9 কিমি দূরে 1,677 মিটার উঁচুতে একটি চমৎকার প্রমোদ-উদ্যান। এর পুরনো নাম অক্ষবল (কাশ্মীররাজ অক্ষ প্রতিষ্ঠিত) থেকেই বর্তমান নামটি এসেছে। অন্য দুটি মতে সম্রাট জাহাঙ্গির এটি তৈরি করান এবং সম্রাজ্ঞী নুরজাহান মাঝে মাঝে এখানে বেড়াতে আসতেন। তৃতীয় মতে এটি তৈরি করান শাজাহান-কন্যা জাহানারা এবং সেজন্যেই জায়গাটির অন্য একটি নাম বেগমাবাদ। দেবদারু-চিনার-পাইনে ঢাকা পর্বতমালার নীচে সুন্দর বাগানটির ভিতর দিয়ে নেমে আসছে ঝরনা ধারার সুনীল স্বচ্ছ জল। এই ঝরনার জল নাকি খুব উপকারী। কাশ্মীরের অন্যতম বৃহৎ এই ঝরনার কাছেই গড়ে উঠেছে ট্রাউট মাছের পালন ক্ষেত্র। এখানে থাকার জন্য একটি সরকারি দেতলা বিশ্রাম ভবন ছাড়া ট্যুরিস্ট হাট, ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড এবং ডাকবাংলো আছে (রিজা : ডাইরেক্টর অফ ট্যুরিজম, শ্রীনগর)। বাস আসে এখানে কন্‌ডাকটেড ট্যুরেরও।

কোকরনাগ : চলুন এখান থেকে 10 কিমি, অনন্তনাগ থেকে 27 কিমি আর শ্রীনগর থেকে 80 কিমি দূরে 1,972 মিটার উঁচু কোকরনাগে ব্রিংহি উপত্যকার মাঝখানে। 7টি জায়গা থেকে ঝরনার জল বুদ্বুদের মত বের হয়ে সাপের ফণার আকার ধারণ করেছে। 7টিকে একটি রেখা দিয়ে যোগ করলে মনে হবে যেন একটি

মোরগের পায়ের পাতার ছাপ। চলতি ভাষার মোরগকে বলে কোকর। আর সাপের ফণার মত জল। দুইয়ে মিলেই কোকরনাগ। এই জলে নাকি অনেক রোগ সেরে যায়। আচ্ছাবল থেকে দাকসুম যাবার পথের পাশে এই কোকরনাগে বাস এসে থামে প্রায় 1/2 ঘণ্টা। সেই সুযোগে এর শান্ত পরিবেশে দেখুন গোলাপ ফুলের বোটানিক্যাল গার্ডেন। পাহাড়ের গায়ে ঝরনার ধারে ক্যাম্প করে ধরুন ট্রাউট মাছ। উপভোগ করুন মরসুমী ফুলের সুরভি। একটু চড়ুইভাতি সারুন। আর সময় করতে পারলে শুক্রর নাওবাগের (রেস্ট হাউস আছে) পিছনে একটু ট্রেকিং করে আসুন। কোকরনাগে থাকার জন্যে ট্যুরিস্ট বাংলো, ট্যুরিস্ট হাট ও তাঁবু ছাড়া প্রাইভেট ঘরের ব্যবস্থাও আছে। এখান থেকে ভেরিনাগ 13 কিমি (8 মাইল) দূরে। ভেরিনাগই তো ঝিলম নদীর উৎস।

ভাওন : অনন্তনাগ থেকে পহলগাঁও-এ যাবার পথে ভাওন বা ভাবনে আছে মন্দির এবং তার লাগোয়া একটি কুণ্ড। এতে স্নান নাকি স্বাস্থ্যকর। অনেকে এখানে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মও সম্পন্ন করেন।

মার্তণ্ড মন্দির : চিনারকুঞ্জের আড়ালে সূর্যমন্দির বা **মার্তণ্ড মন্দির** দেখতে ভাবন থেকে চলুন মাত্র 1.5 কিমি পথ। বাস রাস্তা থেকে পাহাড়ি পথে 3 কিমি পায়ে চলতে চলতে পৌঁছে যান ভারতের সৌরসাধকদের চার মুখ্যতীর্থের অন্যতম এই মন্দিরে। অনন্তনাগ থেকে 8 কিমি (5 মাইল) দূরের এই মন্দির স্থাপনের কথা যিনি ভেবেছিলেন তাঁর স্থান নির্বাচনকে প্রশংসা করতে হয়। এই প্রশংসা 3000 খ্রিস্ট পূর্বাব্দের রামদেব অথবা 700 খ্রিস্টাব্দের কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য (724-760)—কার প্রাপ্য জানি না। কিন্তু 62 x 44 মিটার (200 x 142 ফুট) বিশাল চতুষ্কোণের উপর কাশ্মীরের এই সর্ববৃহৎ (63 ফুট উঁচু) মন্দিরটির স্থাপত্য দেখে বিমোহিত হতেই হয়।

এখানে গান্ধার শিল্প-শৈলীর সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমি শিল্পধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে। এর 84টি স্তম্ভ এবং শিখর ভেঙে পড়া সত্ত্বেও এর সৌন্দর্য পর্যটকদের সমানে আকর্ষণ করে। খুব দুঃখ লাগে যখন ভাবি এত সুন্দর মন্দিরটির বেশির ভাগই ধ্বংস করে দিয়েছিলেন শিকান্দর বাতসিখান (1386-1410)। এর একটু দূরেই বয়ে চলেছে মাত্তেন নদীর নীল জলধারা বুকে অজস্র মাছের সম্ভার নিয়ে। শ্রীনগর থেকে ভাবন বা অনন্তনাগ পর্যন্ত বাস আছে। এ দুটি জায়গাতেই বিশ্রাম ভবন আছে— সেখানে বিশ্রাম নিয়ে মার্তণ্ড মন্দিরটি দেখে যান।

পহলগাঁও

চলুন এবার যাই 2,400 মিটার উঁচুতে শ্রীনগরের 98 কিমি দূরে কাশ্মীরের ছুটি কাটানোর একটা দারুণ জায়গা পহলগাঁও-এ। জাফরানী ক্ষেত, ফারে ঢাকা পর্বত, নয়নানন্দকর পুষ্পরাশি আর স্রোতস্বিনী দেখে আপনার মন ভরে উঠুক। সত্যি কথা বলতে কি, শ্রীনগরের ভিড় এড়িয়ে মনোরম শান্ত কোলাহলহীন পরিবেশে এই পাহাড়ি শবর আর লিডার নদী ও শেষনাগের সঙ্গমস্থলে কয়েকটা দিন কাটানো এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। মধ্য এশিয়া থেকে জোজি-লা (লা শব্দের অর্থ গিরিপথ) পার হয়ে কাশ্মীরে ঢোকার প্রথম স্থান যেমন এটি, তেমনি অমরনাথ তীর্থযাত্রার এখানেই শুরু বলে এই নাম— প্রথমে গ্রাম বা পহলগাঁও। শ্রীনগর থেকে 96 কিমি দূরের এই শহরে আসার জন্য নিয়মিত বাস আসছে-যাচ্ছে। এখানে নেমেই এর শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ, তুষারাবৃত পাহাড় আর ছুটে চলা অসংখ্য ঝরনা দেখে আপনি মুগ্ধ হয়ে পড়বেন। 2,400 মি উঁচু এই শহরে আসবার সঠিক সময়টা কিন্তু জেনে রাখুন— এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর। পথে আসতে আসতে দেখতে পাবেন তসরের পলু পোকার চাষ হচ্ছে কেমন তুঁত বনে। এখানে এসে নদীতে আনাড়ি হলেও মাছ ধরতে পারবেন হাসতে হাসতে। পহলগাঁও ক্লাবে অস্থায়ী সভ্য হয়ে যান— খেলুন টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন বা তাস। ট্রেকিং করুন, চাই গলফ খেলুন— সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে।

থাকার ব্যবস্থাও ভালোই আছে পহলগাঁও-এ। Hotel Raj Palace (Ph: 243276) ৩০০-৫০০; Hotel Volga (Ph: 243293) ৪০০-৬০০; Pineview Hotel (Ph: 243357) ৩০০-৫০০; Hill Park Hotel (Ph: 243286) ৭০০-১১০০; Sandview Hotel (Ph: 243273) ৭৫০-৮৫০, Pine & Peak Hotel (Ph. 243210) ১২০০ থেকে, Mountview Hotel (Ph: 243221) ১১০০ থেকে প্রভৃতি। এছাড়া টেন্টও পাবেন। আর পাবেন সরকারি ডাকবাংলো, JKTDC-র ট্যুরিস্ট হাট। DB Hut ২০০০, ১৫০০, ৮০০, স্যুইট ৬৫০ DB ৩০০; পুরো ভাড়া দিয়ে অন্তত 2 মাস আগে থেকে ডাইরেক্টর অফ ট্যুরিজম, শ্রীনগরের কাছে রিজার্ভেশন করে রাখতে পারেন। যখনই আসুন ট্যুরিস্ট রিসেপশন কাউন্টারে যোগাযোগ করুন এবং গরম পোশাক আনুন। এখানে থেকে দেখুন 152.4 মি পাহাড়ে উঠে পাইন আর ফার বনে ঢাকা কুণ্ড ভাইসারাম

এবং মামলেশ্বরে পাথুরে শিবমন্দির লিডার পার হয়ে 1.5 কিমি দূরে। পহ্লগাঁও থেকেই নীচের **দ্রষ্টব্যগুলিও** দেখে আসতে পারেন। বন্ধনীর মধ্যে এখান থেকেই স্থানগুলির দূরত্ব দেখানো হয়েছে।

শেষনাগ (27কিমি) 12,000 ফুট (3,700 মিটার) উচ্চতায় এই হ্রদটিতে যেতে-আসতে পহ্লগাঁও থেকে দুটো দিন দিলেই ভাল হয়। অমরনাথ গুহায় যেতে এটি পড়ে। সবুজ মরকতের মত জল ভরতি এই হ্রদ জুন মাস পর্যন্ত বরফে ঢাকা থাকে। চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা এই হ্রদে চন্দনবাড়ির পরই যেতে হয়। একরাত এখানে কাটাতে হয় অমরনাথ যাওয়া-আসার পথে দুবারই।

চন্দনবাড়ি (16 কিমি) অমরনাথ যাবার পথে এই ব্রীজ পার হতে হয়। আশপাশ বরফ মুক্ত হলেও ব্রীজটি বরফে জমেই থাকে। জিপ এই পর্যন্ত এসেই থেমে যায়। এখানেই প্রথম দিনের বিশ্রাম। সেজন্য রেস্ট হাউস, তাঁবু, স্থায়ী দোকানপত্র থেকে খাবার-দাবার পর্যন্ত এখানে পাওয়া যায় টাকার বিনিময়ে। তাঁবু ভাড়া, খাওয়া, বিছানার আলাদা আলাদা ভাড়া। সব মিলিয়ে খরচ পড়ে জিনিসপত্রের রকমভেদে ১০০-২২৫-এর কাছাকাছি। তাঁবু নিয়ে যেতে হয় পহ্লগাঁও থেকে, এজন্য নানা প্রাইভেট কোম্পানির সহযোগিতা পেতে পারেন। পাঁচটি শেডের আশ্রয়ও পেতে পারেন।

পঞ্চতরণীতে (40 কিমি) যেতে হবে শেষনাগ থেকে **ওয়াব যানের** টুরিস্ট হাট বা শেড থেকে। 13 কিমি (8 মাইল) এগিয়ে। এখান থেকে অমরনাথের গুহা 8 কিমি (5 মাইল) হলেও সেখানে বসবাসের কোনো জায়গা নেই। তাই এটিই অমরনাথ যাবার শেষরাত্রির আশ্রয়। অমরনাথ দেখে আবার এখানে ফিরে এসেই রাত কাটাতে হয়। পাঁচটি ছোট নদী এখানে মিলেছে বলে এই নাম। এখানে থাকার জন্যে চারটি শেড আছে। এর পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে অমরাবতী নদী। অমরনাথে যাবার অন্য আর একটি পথের জন্য দেখুন অমরনাথ।

আরু (11 কিমি) শ্রীনগর থেকে 108 কিমি দূরে। যাবার পথটি বনের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে প্রায় 900 ফুট (275 মি) উঁচুতে উঠে গেছে। সবুজ ময়দানে চোখ জুড়িয়ে যাবে। এখানেই লিডার নদী হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়ে আবার 30 গজ (28 মি) পরে দৃশ্যমান হয়েছে। জায়গাটির নাম 'গুরখাম্ব'। এখানে থাকার জন্যে ফিমি হোটেল, ভাড়া S ৩০০, D ৪০০ এবং PWD-র বাংলো আছে।

লিডারওয়াট (22 কিমি) আরু থেকে 11 কিমি দূরে 10,800 ফুট উঁচুতে অবস্থিত। অংশ বিশেষ ঘন বনে আবৃত। ক্যাম্প করে থাকার জন্যে চমৎকার জায়গা। এখানের হাট-এ থাকতে হলে পহ্লগাঁও-এর ট্যুরিস্ট অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে আগেভাগে ব্যবস্থা করে আসুন।

কোলাহাই গ্লেসিয়ার (35 কিমি) পহ্লগাঁও থেকে 3 দিনের পথ আরু, লিডারওয়াটে 2 রাত কাটিয়ে। হেঁটে যেতে পারেন— 4 দিন লেগে যেতে পারে, ঘোড়ায় গেলে একদিন কম লাগবে। তবে এই গোটা পথটাই বড় রোমান্টিক। একটু ঘুরপথেও যেতে পারেন— এবং সেই পথে এমন দৃশ্য আছে যা আপনি জীবনে দেখেননি। বস্তুত পৃথিবীর কোনো স্থানই বুঝি এই রুদ্ধশ্বাস প্রাকৃতিক দৃশ্যের তুলনীয় নয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই জায়গা 14,000 ফুট (4,300 মি) উঁচু।

তারসর হ্রদ (34 কিমি) **ও মারসর হ্রদ** : লিডারওয়াট থেকে 16.5 কিমি দূরে তারসর হ্রদ 4,000 মিটার (13,000 ফুট) উঁচুতে এবং 1.6 কিমি লম্বা ও 0.8 কিমি চওড়া। উদ্ভিদপ্রেমিক এখানে নানা জাতের বন্যফুলের নন্দনকানন দেখতে পাবেন। এই অঞ্চলে থাকতে হলে 2.5 কিমি দূরে সাকওয়াসে যেতে হবে। তারসরের কাছেই মারসর হ্রদ। তবে উঠতে হবে 243 মিটার উচু শৈলশিলার উপর।

বৈসারন (5 কিমি) 2,438 মি উঁচু পাইনবন আর তুষারাবৃত পাহাড়ে ঢাকা বিশাল ক্ষেত্রের (শ্রীনগর থেকে 89 কিমি) নামের অর্থ 'বায়ু বইছে'। একটি ছোট ঝরনা ও একটি ছোট নদী এখানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। এখান থেকেই পহ্লগাঁও-এর জল সরবরাহ করা হয়।

তুলিয়ান হ্রদ (16 কিমি) বৈসারন থেকে 11 কিমি দূরে এই হ্রদ ও পাশের পাহাড় বছরের বেশির ভাগ সময় বরফে ঢাকা থাকে। তবে শান্ত পরিবেশে থাকতে মন্দ লাগে না 3,353 মি উঁচু এই স্থানে।

গুলমার্গ

চলুন এবার যাই শ্রীনগর থেকে 50 কিমির একটু আগে পুষ্প উপত্যকা গুলমার্গে 2,591 মিটার (8,500 ফুট) উঁচুতে। চারদিকে চির-পাইনে আর নানা বর্ণের ফুলে ভরা পাহাড়ি পাঁচিল ঘেরা এই মনোরম উপত্যকায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ ছাড়া মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার, গির্জার সান্নিধ্যও পাবেন। জায়গাটির আগে নাম ছিল গৌরীমার্গ। সুলতান ইউসুফ শাহ্ 1581-তে এর নাম পরিবর্তন করেন— 'গুলমার্গ'। 'গুল' অর্থে গোলাপ। বাস্তবিকই কুসুমাস্তীর্ণ এই উপত্যকার ফুল থেকেই

মুঘলসম্রাট 21টি ফুল ও তার গাছ বেছে দিল্লি নিয়ে যান। ফুলের সমারোহেব পর গুলমার্গ বিখ্যাত হয়েছে গলফ্ খেলাব আদর্শ স্থান হিসেবে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত 2,890 মি উঁচুতে প্রাকৃতিক পরিবেশে এমন 18-গর্তের গলফ্-উদ্যান সারা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। পিটার টমসনের দায়িত্বে এই মাঠ আন্তর্জাতিক মানে সম্প্রতি গড়ে তোলা হয়েছে। শীতের যাবতীয় খেলা— স্কীয়িং, টোবোগানিং, স্কী-ববিং— সব কিছুব এখানে সুযোগ আছে। এখানে Indian Institute of Skiing and Moun-taineering-এর পর্যবেক্ষণে দক্ষ প্রশিক্ষক দিয়ে যাঁরা নতুন স্কী খেলতে চান তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। খেলার সরঞ্জাম ভাড়া নিলে এখানেই পেয়ে যাবেন। এখানেই শীতের খেলা T-bar ও Chair lift— দুই-ই আছে। কাছেই আছে Gulmarg Biosphere Reserve— এখানে দেখুন হিমালয়ান ম্যাস্ক ডিয়ার, রেড ফক্স আর ব্রাউন ও ব্ল্যাক বিয়ার। দেখুন নানা জাতেব স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখি মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে। চড়ুন রোপওয়েতে। নাঙ্গা পর্বতেব সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আসুন দারুণ আরামদায়ক বাসে 40 কিমি দূরেব টাংমার্গে। তাবপব ধীরে ধীবে উঠুন পাহাড়ে— মোটরও চলছে অবশ্য আজকাল। মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক সুন্দর পাহাড়ি নদী। টাংমার্গে আব গুলমার্গে থাকার জায়গা আছে। গুলমার্গে JKTDC র সাতটি দুই শয্যার Tourist Hut আছে। ভাড়া ৮০০, ১,৫০০ ও ২০০০। আর Nedou's Hotel, Gclf View Hotel, Highlands Park Hotel (Ph. 254407) ১১০০ থেকে প্রভৃতি নামীদামী হোটেল ছাড়াও Hotel Woodland, Hotel Park, Tourist Hotel, New Panjabi Hotel, Gulmarg Inn (Ph· 254501) ৫০০-৮০০, Shanu Lodge (Ph. 254 483), Wellcome Hotel (Ph: 254412), Ymberzul ও আরও নানান হোটেল আছে। JKTDC-র TB ও TH-এর রিজার্ভেশনের জন্য যোগাযোগ করুন— Manager, JKTDC, Sri Nagar 190 001। বাংলোতে 24টি ডাবল বেড-রুম আছে। প্রতি ঘরে দুজন বয়স্ক ও একজন শিশু (৬ বছব বয়স পর্যন্ত) থাকতে পারেন। ঘরগুলি বাথরুম সংলগ্ন। রেস্টুরেন্টে আমিষ-নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা আছে। আবাসিকদের জন্য মদ্যপানের ব্যবস্থা আছে।

এখানে থাকতে থাকতে দেখে আসুন **মোহিনীশ্বর শিবমন্দির**। উপত্যকার ঠিক মাঝখানের এই মন্দিরটি স্থাপন করেন স্যার হরি সিং-এর স্ত্রী রানী মোহিনীবাঈ শিশোদিয়া। মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সমগ্র উপত্যকাটি দেখুন— ভবে উঠবে মন। এর সংলগ্ন ধবমশালাটি নষ্টপ্রায়। অবহেলিত নীচে পথের ধারেব শিবপ্রতাপের মন্দিরটিও। আর কাছাকাছি দেখার জন্য চলুন নীচের জায়গাগুলিতে।

খিলানমার্গ

গুলমার্গ থেকে আরো মাইল তিনেক উপরে 3,400 মিটার (11,000 ফুট) উঁচুতে হেঁটে (মিনিট চল্লিশের পথ), পনিতে বা ডাণ্ডিতে চড়ে চলুন। তারপর রুদ্ধশ্বাসে দেখুন— বরফ-ঢাকা পাহাড় চূড়া আর উলার হ্রদের সৌন্দর্য। স্কি ক্লাবে যান অথবা তাঁবুতে বসে জলযোগ করুন— যা আপনাব অভিরুচি নয়ন ভরে দেখুন হরমুখের সৌন্দর্য আর অজস্র ফুলের সমারোহ। বরফ ঢাকা পথে গুলমার্গ থেকে ভাড়ায় পাওয়া জুতো পরে আর স্পাইক লাগানো ছড়ি নিয়ে যখন উঠবেন-- নিজেকে দিগ্বিজয়ী মনে হবেই। খিলানমার্গ থেকেই 8 কিমি দূরে আবো উঁচুতে 4,600 মিটার (15,000 ফুট) উঠে **আলপাথরে** একটি তিনকোণা লেক। এই লেকে বারোমাসই ভাসছে বরফের চাঙড় সবুজ জলের আশ্রয়ে। গুলমার্গ থেকে (এখানের বাস স্ট্যান্ডেই প্রচুর ঘোড়া পাবেন) ঘোড়ায় চড়ে এখানে আসতে পারেন। গুলমার্গ থেকে একটা ঘুরপথ পাইন সারির মধ্যে দিয়ে গেছে **লিয়েনমার্গে**। পথটা বুনোফুলের গন্ধে এমন ভরপুর যে মাতাল হয়ে যেতে হব। একটুখানি চড়ুইভাতি সারুন না অবসর পেলে। **আফারওয়াট** লেকের কথা আগেই বলে এসেছি— খিলানমার্গ থেকে 8 কিমি (5 মাইল)— এখানেও বরফ ভাসছে। আলপাথর আর আফারওয়াটের বয়ে যাওয়া জল যাচ্ছে **নিঙ্গেল নালা** দিয়ে। এমনি আর একটি নালা **ফিরোজপুর নালা**। এখানে ট্রাউট মাছ ধরার মজা খুব। তাবপরে পিকনিক সেরে নিন গোগলদাবার রাস্তার পাশেই। এখান থেকে যেতে পারেন **কন্টরনাগের** প্রকৃতিজ লেকের সৌন্দর্য দেখতে। একটু খাড়াই পথে গুলমার্গ থেকে ফিরোজপুর নালা হয়ে চলুন। ঘোড়া চড়ে গেলেই ভাল, হাঁটতে সত্যিই কষ্ট হবে। তিন ধাপে যেতে হবে। প্রথমে থামুন দানবাসে, তারপর তেজ্জায় এবং **তোষ ময়দানে**। কাশ্মীরের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য স্থানগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। গুলমার্গের বাজারে চক্রাকৃতি পথ থেকে যেখানে ঘুরপথের শাখা পথ বের হয়েছে সেখান থেকে 5 কিমি দূরে দেখে আসুন **বাবারিষিতে** সন্ত বাবারিষির

সমাধিক্ষেত্র। দেবদারু গাছের স্তম্ভে ঘেরা অনুপম কারুশিল্পের নমুনা দেখুন খোলা বারান্দাটিতে। দেখুন কী চমৎকার ঝরোখার কাজ এই জিয়ারৎ-এ।

আহারবল প্রপাত : শ্রীনগর থেকে আহারবল শোপিয়ান হয়ে 61 কিমি। শ্রীনগর এবং শোপিয়ান-এর মধ্যে বাস চলাচল করে। শোপিয়ানে নেমে প্রপাত পর্যন্ত 6 কিমি পায়দলে চলুন। সঙ্গে নিয়ে চলুন পিকনিকের সরঞ্জাম। মনোহারী দৃশ্য দেখতে দেখতে চড়ুইভাতি করা একটা দারুণ মজাদার ব্যাপার। প্রায় পঁচিশ মিটার উপর থেকে ভেষব নদীর জল পড়ছে। এখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে হাঁটতে হাঁটতে ঘুরে আসতে পারেন কাংওয়াট্টন পশুচারণ ক্ষেত্রে। শোপিয়ান থেকে 31 কিমি দূরে 12,000 ফুট (3,660 মি) উঁচুতে পিরপঞ্জালেব চূড়ায় ঘেরা কৌসেরনাগ হ্রদ— আহা, বড় মনোহর।

সোনামার্গ

গুলমার্গের যথার্থ প্রতিদ্বন্দ্বী সোনামার্গ (স্থানীয় উচ্চারণে সোনমর্গ) সত্যিই মনোহারিত্বে সোনার উপত্যকা। শ্রীনগরের উত্তরপূর্বে 40 কিমি দূরে ফার পাইনের পুষ্পস্তবকনম্রা বনানী ঘেরা সিন্ধ নদী ঘেরা (এই সিন্ধ পাকিস্তানের সিন্ধ নয়) সোনামার্গ আপনাকে আহ্বান করছে। সিন্ধু উপত্যকাব এই অঞ্চলে অজস্র গ্লেসিয়ার দেখতে সোজা বাস রাস্তায় চলুন। অবশ্য হেয়ানপাস দিয়ে একটা শর্টকাট রাস্তা আছে— সে পথে গেলে পিরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণীর এক অনুদ্‌ঘাটিত রূপ সহসা আপনার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে— সেখান থেকে দূরে, অনেক দূরে বিন্দুর মত দেখতে পাবেন শ্রীনগরকে। অমরনাথ ধুয়ে আসা সিন্ধ-এর রক্তিম জলে দেখুন অজস্র ট্রাউট আর মহাশির মাছ যখন শ্রীনগর থেকে 27 কিমি দূরে ওয়াইলে নদীকে অতিক্রম করবেন তখনই। চাই কি নেমে মাছ ধরেও নিতে পারেন। এরপর বাসকঙ্গন আর গুন্দ্ পার হয়ে চলতে থাকবেন— দূরে দেখতে পাবেন তুষারাবৃত হরমুখকে বিস্তীর্ণ নীলাকাশের নীচে পরম উজ্জ্বলতায় দীপ্যমান। এবার খাড়া উঠে সোনামার্গে। প্রায় 1,550 মিটার (5,300 ফুট) উচ্চে দেখবেন উপত্যকাটিকে থাজিওয়াস রেঞ্জ দুভাগে ভাগ করে দিয়েছে। এপথে ট্রেকিং করা একটা আনন্দকর অভিজ্ঞতা। তবু খুব সাবধান। পাহাড়ি ধস ক্রমাগত এ পথে বিপদ সৃষ্টি করেই চলেছে। বিশেষ করে শীতকালে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ অবশ্য সূর্যকরোজ্জ্বল পথে চলা দারুণ সুখকর।

সোনামার্গেই ঘোড়া অপেক্ষা করছে আপনাকে 3 কিমি দক্ষিণে রুপোলি **থাজিওয়াস গ্লেসিয়ারে** নিয়ে যাবার জন্যে। পথ যাচ্ছে কাফেটেরিয়ার পাশ ঘেঁষে। এখান থেকেই পোশাক-সাজসরঞ্জাম ভাড়া পাবেন। থাজিওয়াসে পাইনের বনে একটা ফরেস্ট রেস্ট হাউস আছে। লেক দেখতে চান? চলুন **বিষণসর** (4,084 মি) ও **কৃষ্ণসর** (3,810 মি উচ্চে) অথবা **গঙ্গাবল** লেকে (3,658 মি উঁচুতে)। সোনামার্গ থেকে প্রথম দুটি লেক প্রায় 26 কিমি দূরে সবুজ জল আর বরফে ঢাকা বেশ বড় লেক। হরমুখের পাদদেশে গন্ধরবল থেকে 43 কিমি দূরে **গঙ্গাবলে** শ্রাবণ মাসে প্রায় 20 কিমি হাঁটতে হাঁটতে কিছু ভক্ত এখানে বাৎসরিক উৎসবে আসেন। এখানে তাঁরা মৃতদের অস্থি বিসর্জন দিয়ে তাঁদের মুক্তি কামনা করেন।

সোনামার্গ থেকে 21 কিমি দূরে সিন্ধ নালার উপরে অবস্থিত **গন্ধরবল** পাহাড়ি গ্রামে গিয়ে যাঁরা বদহজমের রোগী তাঁরা রোগ সারিয়ে আসুন, যাঁরা প্রমোদভ্রমণে গেছেন তাঁরা এখানের হাউসবোট অথবা ট্যুরিস্ট হাটে অবকাশ যাপন করুন। দূরের সিন্ধু উপত্যকার মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে। যাঁদের সে সময় নেই, বাস দাঁড়াবে মিনিট দশেক— বিন্দু সময়েই সিন্ধু সৌন্দর্যের আস্বাদন করুন। সোনামার্গ থেকে অমরনাথ যাবার পথে (কেবল জুন মাসে বরফ যখন জমাট বাঁধে) 14 কিমি পথ পেরিয়ে **বালতাল** লেকগুলির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। শ্রীনগরের 81 কিমি দূরে দেখুন রোমাঞ্চময় **ভৌমাজো গুহা**। সোনামার্গ থেকে ওয়ালনাট আর আপেল গাছে ঘেরা ধীরে উঠে যাওয়া পাইনের সারি ঘেঁষে **লোলাব** উপত্যকাব মনোহারিত্বে অথবা 29 কিমি দূরের **মানসবল** লেকের নীলিমা আর পদ্মবনে হারিয়ে যান। হলুদ ফুল, রেপসীডের খেত, বাসন্তী-নীল পরিবেশে মগ্ন হয়ে যান। নুরজাহান-নির্মিত দারোগাবাগে যান লেকের উত্তর পাড়ে। বাস চলছে, কন্ডাকটেড ট্যুরের বাসও। সোনামার্গের 6 কিমি দূরের বালটিকদের কলোনি **নীলাগ্রাদে** চলুন। সিন্ধুনদীতে এখানে এক পাহাড়ি নদী এসে মিলেছে। একটা রবিবার দেখে চলুন— সকালেই এখানে স্নান সারুন। লোকে বলে এর জলে ওষধিগুণ আছে— রোগ সারিয়ে দেয়। 14 কিমি দূরের শ্রীনগর-জম্মু রাস্তার উপর জাফরানি খেতে যদি হারিয়ে যেতে চান তবে আসুন সেপ্টেম্বর কি অক্টোবরে **পামপুরে**।

এখান থেকে আরো 14 কিমি এগিয়ে **অবন্তীপুর** মন্দির। মাত্র 8 বর্গফুটের ছোট্ট মন্দিরটির কারুকার্য বিস্ময়কর। মাত্র 4টি পাথরে তৈরি নবম শতকের

মন্দিরদ্বয় রাজা অবন্তীবর্মা স্থাপন করে নাম দেন বিষ্ণু-অবন্তীশ্বর এবং শিব অবন্তীশ্বর। প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টি বড়, যদিও প্রথমটির ভাস্কর্যময় ভিত্তিপ্রস্তর, সুন্দর তোরণ আপনাকে বেশি আকর্ষণ করবে। বাস যাচ্ছে কন্‌ডাকটেড ট্যুরে। অমরনাথের যাবার পথে পহলগাঁও থেকে 22 কিমি দূরে মনোহারী দৃশ্যভূমি **মহাগুনাস পাসে** জুলাই-আগস্ট মাসে বরফগলা জলের লেক দেখতে ভাল লাগে। পথ অবশ্য কেবল ঘোড়ায় চড়ে যাবার।

উলার হ্রদ: শ্রীনগর থেকে 80 কিমি দূরে উলার হ্রদ হল এশিয়ার সবচেয়ে বড় মিষ্টিজলের হ্রদ। এই হ্রদের মধ্য দিয়েই ঝিলম নদী প্রবাহিত হয়ে গেছে। বিতস্তা নদীর ধার দিয়ে বাস পথ গেছে— বাসে চড়ে বসুন অতএব। পাহাড় দিয়ে ঘেরা (30 ফুট) গভীরতা বিশিষ্ট এই লেক 19 কিমি লম্বা আর চওড়া কোথাও 5 কিমি কোথাও 10 কিমি। সুনীল জলরাশি, পাশের ফল-ফুল-আপেল-ধান-গমের খেত দেখতে হাউসবোট বা শিকারাতেও চাপতে পারেন। তবে গ্রীষ্মকালে এত জোর হাওয়া বয় যে ছোট নৌকা না চড়াই ভাল। শ্রীনগর থেকে 27 কিমি পাট্টান। ওই পথ আরো একটু এগিয়ে সোপুর, বালতাব, অস্তুঙ্গ, বাঁদিপুর হয়ে শ্রীনগর-লে সড়কের সাফাপুরে এসে মিশেছে। পথটি প্রায় সমগ্র উলারকে ঘিরেই। ছোট্ট শহর বাঁদিপুরে আছে বক্সী গোলাম মহম্মদের তৈরি 'নিশাত পার্ক', সাফাপুরের পাশেই **মানসবল** লেক-- যার কথা বলে এসেছি। মানসবলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

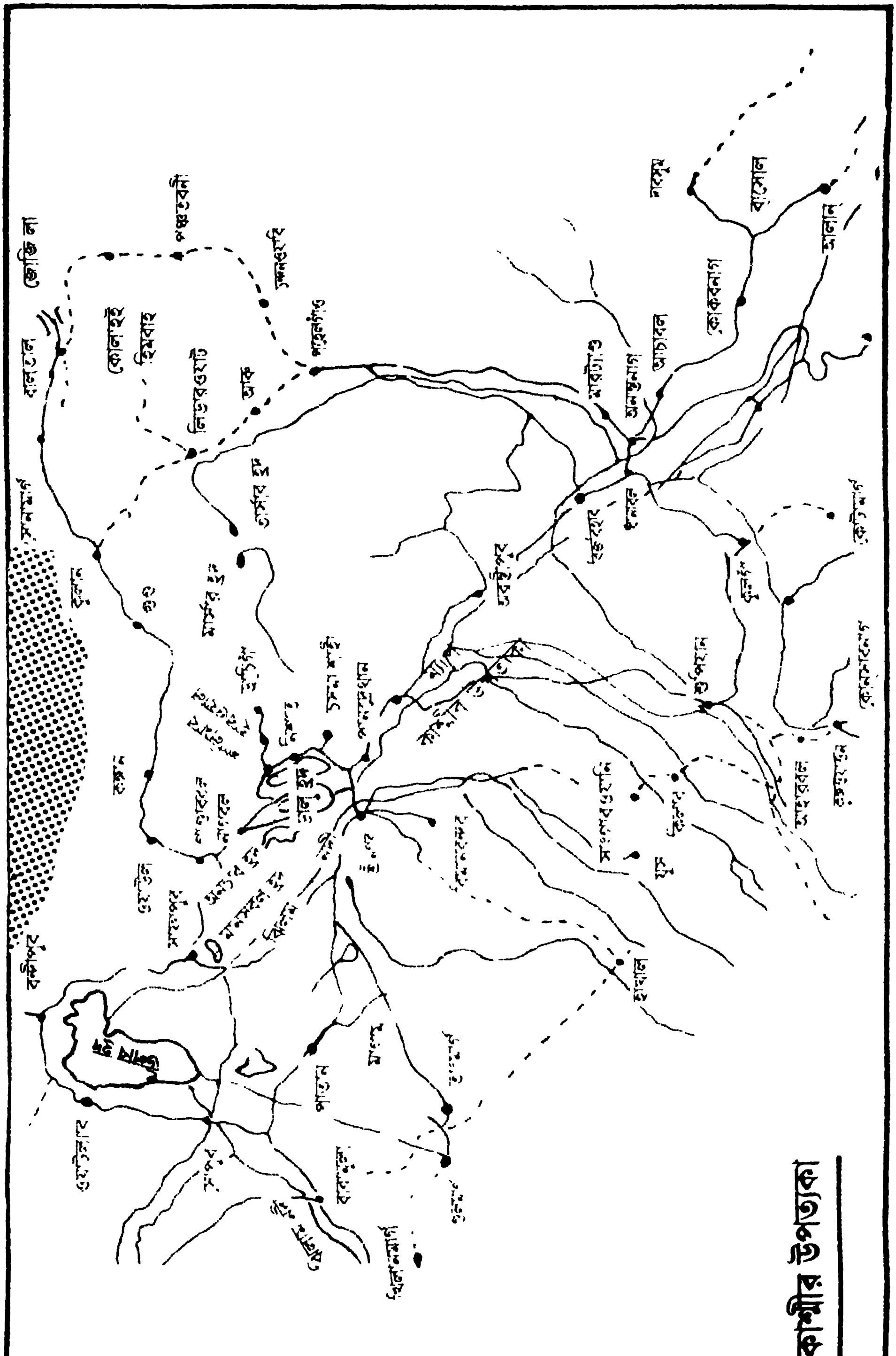
বি: দ্র: সোনামার্গে থাকার জন্যে JKTDC র কম খরচের ট্যুরিস্ট বাংলো আছে, সাধারণ দু-শয্যার ঘর ৩০০, 2টি দু শয্যার Tourist Hut আছে, থাকার খরচ ১৪০০। (রিজা: ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যুরিজম, J&K Govt., শ্রীনগর) আছে। এসব অঞ্চলে বেড়াবার **উৎকৃষ্ট সময়** হল জুলাই থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। অবশ্য আগস্ট মাসের প্রথম 15 দিন বাদ দিতে পারলেই ভাল। চড়বার ও মাল বইবার জন্য **ঘোড়া** পাবেন। **মাছ ধরার** জন্য অনুমতি নিতে হবে শ্রীনগরের ডাইরেক্টর অফ ফিশারিজ-এর কাছ থেকে। ট্রেকিং-এর জন্য তাঁবু, বিছানাপত্র, গরম জামাকাপড় সবই পাবেন এখানে।

যুসমার্গ : একটু সময় করে নিয়ে এখানে বেড়িয়ে আসুন— ভাল লাগবে। যাবার জন্য সপ্তাহে 3 দিন কন্‌ডাকটেড ট্যুরের বাস পাবেন। ২৫০-৩৫০ মধ্যে থাকার জায়গা পাবেন ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস, ট্যুরিস্ট হাটে, ট্যুরিস্ট বাংলোয়। এখানে থেকে পিকনিক করুন। শ্রীনগর থেকে 47 কিমি দূরের এই নতুন জায়গাটি 2,500 মিটার (8,000 ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত। চারপাশে পাহাড়ের মাঝখানে এই ছোট সবুজ ময়দানে আপনাকে সঙ্গ দেবে দীর্ঘ পাইন আর ফার গাছের শিরশিরানি। মাত্র ৪৫ দিয়ে এখানের ডর্মিতেও জায়গা পেয়ে যেতে পারেন। আরো দেখুন এখানে দুধগঙ্গার ফেনিল দ্রুত প্রবাহের উৎস **চিত্ত পাথের** অথবা যথাক্রমে 5,180 মি ও 5,150 মি উঁচু সানসেট ও টাকাটোকি চূড়ায় উঠুন। ঘোড়া ভাড়া পাবেন।

ক্ষীরভবানী : পার্বতী রাগ করে রাবণের আশ্রয় ছেড়ে চলে এসেছেন সীতাহরণের পর। ঘুরতে ঘুরতে এলেন তুল্লামুল্লা গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে দুপুরবেলা। অতিথি নারায়ণকে তিনি সেবা করলেন দুধ আর ক্ষীর দিয়ে। ভবানী ক্ষীর খেলেন পরম তৃপ্তিতে আর তারপর থেকেই তুল্লামুল্লা গ্রাম হয়ে গেল ক্ষীরভবানী। এমনই কিংবদন্তি এখনো বলে চলেন ওই ব্রাহ্মণের বংশধর পূজারীরা। কত জন এখানে আসেন তাঁদের মানসিক পূরণ করতে শ্রীনগরের 40 কিমি (25 মাইল) দূরের এই পবিত্র তীর্থস্থানে। বলা হয়ে থাকে ক্ষীরভবানী একান্ন সতীপীঠের অন্যতম। স্বামী বিবেকানন্দ নাকি এখানে এসে কুণ্ডে 22.5 মণ (প্রায় 800 লিটার) দুধ উৎসর্গ করেছিলেন। ভবানীর পুজো হয় এখনো ক্ষীর দিয়েই। ছোট্ট মার্বেল পাথরে তৈরি মন্দিরের চূড়া সোনার পাতে মোড়া-- চারপাশে আমলকি আর চিনার গাছ— মন্দিরের সামনের কুণ্ডের নাম ক্ষীরসাগর। কাঠের পুল পেরিয়ে মন্দিরে ঢুকতে হয়। পূজিত দেবদেবী হর-পার্বতী ছাড়া দুর্গা, বুদ্ধ ও মহাবীরের মন্দির গড়ে উঠেছে পাশাপাশি। মেলা বসে প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে, এ সময়েই নাকি দেবীর কৃপায় কুণ্ডের জলের রঙ বদলে যায়। যাবার জন্যে বাস আছে--- যাতায়াত ভাড়া ২০ মধ্যে। মন্দিরের ভার এখন ধরমার্থ ট্রাস্টের হাতে। শ্রীনগর থেকে একদিনেই আসা-যাওয়া যায়। মন্দিরের কাছেই গড়ে উঠেছে ছোটখাটো একটা বাজার--- এখানে দোকান, হোটেল সব আছে। মন্দিরের একপাশে ধরমশালা। দেবীর স্থানীয় নাম রগ্যা।

অমরনাথ

আমি জানি এই বইয়ের পাঠক-পাঠিকা অপেক্ষা করে আছেন অমরনাথে যাবার খুঁটিনাটি সব জানার জন্যে। ইচ্ছে করেই সব শেষে আলোচনা করছি। পরে অবশ্য লাদাখের কথা বলব। অমরনাথ হিন্দুদের পরমতীর্থ। এর গুহায় মানুষ আসছেন খ্রিস্টজন্মের বহু সহস্র বছর আগে

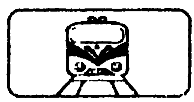


কাশ্মীর উপত্যকা

থেকে। শ্রাবণ মাসের ঝুলন পূর্ণিমায় অমরনাথের লিঙ্গের পূর্ণাঙ্গতা দর্শনের জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষ এখানে আসছে। বিশাল এক গুহায় (16 × 15 × 11 মি = 52 × 50 × 36 ফুট) তুষারলিঙ্গরূপে অমরনাথের অবস্থান। অর্ধস্বচ্ছ সেই তুষারলিঙ্গ থেকে এক নীলাভ দ্যুতি স্বপ্রকাশ। গুহার ছাদ থেকে জল চুঁইয়ে পড়ে এই লিঙ্গের সৃষ্টি। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে এর ক্ষয়-বৃদ্ধি ঘটে। 3,950 মিটার (12,729 ফুট) সমুদ্রপৃষ্ঠের উঁচুতে এই গুহা পহলগাঁও থেকে 45 কিমি (28 মাইল) দূরে। শ্রাবণী পূর্ণিমার উৎসবে ভারতীয় ও বিদেশীরা বহু স্থান থেকে পহলগাঁও-এ এসে সরকারি ব্যবস্থায় যাত্রা শুরু করেন। একে বলে **ছড়িযাত্রা**।

এর একটা পৌরাণিক উপাখ্যান আছে। আগে সেটা শোনাই। একদিন দেবী পার্বতীকে একা দেখে কলহের কলকাঠি নারদ জিজ্ঞেস করলেন— আপনার স্বামীর গলায় যে মুণ্ডমালা, সেগুলো কার মুণ্ড জানেন? দেবী বললেন, জানি না। তখন নারদ জানালেন এগুলি দেবী পার্বতীর বিভিন্ন জন্মের পর মৃত্যু হলে তার মুণ্ড রেখে দিয়ে শিব মালা করে ধারণ করেন। তিনি অমর, দেবী আপনি কিন্তু অমর নন। আপনার বার বার জন্ম-মৃত্যু হয়। শিব ফিরে এলে পার্বতী বায়না ধরলেন তাঁকে অমর করে দিতেই হবে। শিব রাজি হয়ে গোপনে অমর-কথা শোনানোর জন্য এই জায়গাটা বেছে নেন। বসার জায়গা না পেয়ে ত্রিশূলের আঘাতে এই গুহা তৈরি করে তার ভিতরে বসে পার্বতীকে অমরত্বের বাণী শোনালেন। তাতেই গুহার নাম অরমনাথ। এসব কথা শুনে দেবতারাও সেই অমরকথা শোনার জন্যে বায়না ধরলে এই শ্রাবণী পূর্ণিমাতেই শিব তাঁদের সামনে পূর্ণলিঙ্গাকারে প্রকাশিত হলেন। প্রচলিত ধারণা এদিনেই শিবলিঙ্গ সর্বাধিক উঁচু হয়ে 2.5 মিটার (8 ফুট) পর্যন্ত হয়। যদিও সর্বক্ষেত্রে এ ঘটনা এতখানি সত্য নয়।

আরো একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। হরপার্বতী কৈলাসে নেই দেখে **মহর্ষি মার্কেণ্ডেয়** তক্ষককে শিবের কাছে অমরনাথে পাঠিয়ে দিলেন। দুর্গম পথে যেতে অসুবিধা হবে ভেবে মহর্ষি তক্ষকের হাতে একটি সর্ববিঘ্নবিনাশন **দণ্ড বা ছড়ি** দিয়ে দিলেন। শ্রাবণী পূর্ণিমায় তিনি এলেন এবং তুষারলিঙ্গকে দর্শন করলেন। দেখলেন সেখানে দুটি পায়রাকেও। এঁরা নাকি শিবানুচর ছিলেন এবং লুকিয়ে শিবের অমরকথা শুনছিলেন বলে শিব তাঁদের পায়রা বানিয়ে দেন। আজও সেই পায়রা দুটিই সেখানে আছে বলে অনেকের বিশ্বাস এবং এই পায়রা দুটিকে না দেখলে অমরনাথ দর্শন নাকি সম্পূর্ণ হয় না। পায়রাগুলি কখনো লিঙ্গের ওপরে অথবা গুহার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়। মুড়ি-মুড়কি ছড়িয়ে দিয়ে ডাকলেই আসে। সেই তক্ষকের প্রতিনিধি হয়ে ধরমার্থ সঙ্ঘের মোহান্ত মহারাজ শ্রাবণী পূর্ণিমার আগের দ্বাদশী তিথিতে একটি রৌপ্যদণ্ড নিয়ে পিছনে হাজার হাজার ভক্তের সমাগমে অমরনাথের দিকে যাত্রা করেন। তাই এর নাম ছড়ি মিছিল। এই শ্রাবণী পূর্ণিমার সময়ে যাওয়াকেই বিশেষভাবে 'যাত্রা' বলা হয়। যেখানে বিশ্রাম করা হয়, সেখানে বিশেষ তাঁবুর নীচে রুপোর ছড়িকে রেখে পুজো করা হয়। শিবলিঙ্গ ছাড়া গুহায় ঢুকতেই বামদিকে ঘেরা মহাগণেশের বিরাট তুষারমূর্তি ও লিঙ্গের ডানদিকে 2-3 ফুট (প্রায় 1 মিটার) উঁচু মাতা পার্বতীর তুষারমূর্তি আছে। গুহার মেঝে বিন্দু বিন্দু জলে সর্বদা ভিজে, বরফের মত ঠাণ্ডা।



কেমন করে যাবেন : অমরনাথে যাবার পথ দুটি-- একটি পহলগাঁও, অন্যটি সোনামার্গ হয়ে। প্রথমটি দীর্ঘ— অন্তত 5 রাত্রির পথ। শ্রীনগর, পাঠানকোট, জম্মু থেকে প্রচুর সংখ্যায় বাস আসছে পহলগাঁও-এ। এখান থেকে নির্দিষ্ট ভাড়ায় চড়বার ও মাল বইবার পনি, কুলি, ডাণ্ডি সব পাবেন। পহলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি, যোজপাল, বায়ুজান, শেষনাগ ও পঞ্চতরণীতে (এখানে থাকার যেসব ব্যবস্থা আছে 'যাত্রা'র সময়ে তা একেবারে অকিঞ্চিৎকর) যেতে হবে। জম্মু বা শ্রীনগরে নেমে অমরনাথ যাত্রার যাত্রী হিসেবে নাম রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। বিনিময়ে যে টোকেন পাওয়া যাবে সেটি পহলগাঁও পর্যটন দফতরে দেখালে তারাই বাকি ব্যবস্থার দায়িত্ব নেবে। রেজিস্ট্রেশনের জন্য কোনো অগ্রিম টাকা জমা দিতে হয় না। বর্তমানে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে পর্যটন বিভাগের কোনো দায়িত্ব নেই। প্রত্যেক চটিতে হোটেল ও রেস্তোরাঁ আছে। যাত্রীরা তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী খাবার খেতে পারেন। পর্যটন বিভাগ কেবল তাঁবু ভাড়া দেয়। যাওয়া আসার পথে প্রতি তাঁবুতে প্রতি রাত্রি ভাড়া ৫০০্। ঘোড়া নিলে দুপিঠের ভাড়া ২,৫০০। কুলি ১,০০০্, কাণ্ডি ১,২০০্ ও ডাণ্ডির ভাড়া ৫,০০০্-৬,০০০্।

প্রকৃত যাত্রারম্ভ ভাদরওয়ার বাসুকীনাথের মন্দির থেকেই হয়। 'যাত্রা'র সময় সমগ্র পথ বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করা হয়। পথে সরকারি-বেসরকারি তাঁবু অনেক— ভাড়াতে খাট-বিছানা মিলবে, অস্থায়ী দোকানগুলিতে চা-বিস্কুট থেকে ভাত-রুটি, মিষ্টান্ন দ্রব্য পাবেন। গুহার কাছেই অমরাবতীর চরে শ্রীজ্ঞানী গুরুজী

মহারাজের অস্থায়ী লঙ্গরখানায় খেতে পাবেন বিনামূল্যে সাদা ও মিষ্টি ভাত, ডাল, রুটি, সবজি। প্রথম রাত্রি চন্দনবাড়িতে (2,895 মি. উচ্চতায়) কাটাতে হবে। এখান পর্যন্তই সরকারি জিপ আসে— আর এগোয় না।

পরের দিন ভোরে শুরু দ্বিতীয় দিনের যাত্রা। এদিন আপনাকে পার হতে হবে, খুব কষ্ট করে চড়াই ভেঙে উঠতে হবে **পিষু টপে**। এখানে একটা পরামর্শ দিই— জুতো পরার আগে পায়ে পুরু করে ভেসলিন লাগিয়ে নিন, জুতোর মধ্যে ঢালুন পাউডার, চলার কষ্ট অনেক কমে যাবে। কিংবদন্তী যে এই পিষু টপ থেকেই নাকি দেবতারা পাথর ফেলে দিয়ে দৈত্যদের পিষে মারতেন— তাই নাম পিষু। চন্দনবাড়ি থেকে মাত্র 2 কিমি যেতেই খাড়াই শুরু। এবার 12,000 ফুট উঁচু পিষু টপে একটু জিরিয়ে নিন। অসাধারণ সুন্দর জায়গা— ইচ্ছে হবে তাঁবু খাটিয়ে থেকে যাই। কিন্তু আরো আশ্চর্য সুন্দরের টান আছে— অতএব একটু চা-খাবার খেয়ে সরকারি যাত্রীসেবার আতিথ্য স্বীকার করে আরো 9 কিমি চলুন শেষনাগের উদ্দেশে। এই রাস্তা বেশ ভাল, অতখানি চড়াই নেই। দুপাশে সবুজ প্রান্তর। মাঝে মাঝে হলুদ ফুল ফুটে আছে— সাবধান, হাত দেবেন না – বিষাক্ত।

এবারে আসুন **শেষনাগে** (চন্দনবাড়ি থেকে 12 কিমি, 3,718 মি উচ্চতায়) এখানের প্রাকৃতিক জলাশয়টির পান্না রঙের জলে ভাসছে সাদা বরফের চাঁই। জলাশয়টিকে দেখে মনে হবে নাগের মাথা আর যেখানে নদী বেরিয়ে যাচ্ছে তা নাগের শরীর। স্থানীয় অধিবাসীরা ভাবেন— শেষনাগই পৃথিবীর বৃহত্তম নাগ— তাঁর নাম সুশ্রবস— তিনি হ্রদের জলেই বাস করেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এখানে। এই হ্রদের পাড়েই গড়ে ওঠে সাময়িক যাত্রী কলোনি। এখানেই অনেকে রাত কাটান। সকলের সঙ্গে এখানে রাত কাটানোই ভাল। তবু অনেকে একটু এগিয়ে গিয়ে যোজিপাল বা বায়ুযানে রাত কাটান। এখানে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শ্বাসকষ্ট পর্যন্ত হয়।

তৃতীয় দিনে যাত্রা শুরু হয় শেষনাগ ছেড়ে ভোর 4.00 থেকে, শেষ হয় 13 কিমি দূরের পঞ্চতরণীতে (এর কথা আগেও বলেছি)। রাত এখানে কাটিয়ে এবার চলুন কাকভোরে পবিত্রগুহার উদ্দেশে। শ্রাবণী দ্বাদশী তিথিতে শুরু, সমাপন হবে শ্রাবণী পূর্ণিমায়। গুহার নীচেই বয়ে চলেছে অমরাবতীর শীতলধারা।

গুহা দেখার জন্য মন উন্মাদ হয়ে উঠবে, দর্শনের পর মনে আসবে গভীর প্রশান্তি। পুজো দিন, স্নান করুন। এখানে থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। অতএব শ্রীজ্ঞানী মহারাজের সত্রে পেট ভরে খেয়ে একটু বিশ্রাম সেরে আসুন পুনরায় ফেরার পথে পঞ্চতরণীতে। চতুর্থ রাত্রিবাস এখানেই। পঞ্চম দিনের ভোরে চন্দনবাড়ির উদ্দেশে রওনা হবে ছড়ি মিছিল। পঞ্চম রাত কাটবে এখানেই। ষষ্ঠদিনে ভোরে রওনা হয়ে সন্ধ্যায় পহলগাঁও। রাত কাটাবেন, না শ্রীনগরে ফিরবেন— তা বাস পাওয়ার উপর নির্ভর করবে। শরীরের ক্লান্তির প্রশ্নও আছে। কেউ বা লাদাখ যাবেন কিনা ভাবতে পারেন।

(2) **এবারে অমরনাথে যাবার দ্বিতীয় বা শর্টকাট পথটির** কথা বলি। এ পথটিকে কেন যে সেখানের সরকার উন্নত করছেন না জানি না। শ্রীনগর-লে সড়ক ধরে সিন্ধুনদীর পাশ বরাবর সোনামার্গে। শ্রীনগর থেকে বাসে বা ট্যাক্সিতে আসুন। ট্যুরিস্ট সেন্টারে নামুন। এখানে খাওযা, ব্যাঙ্কে চেক ভাঙানো সেরে চেক-পোস্টে আসুন। ভাড়া ২০, মধ্যে। একটু বেশিই মনে হবে। রঙ্গা থেকে মালপত্র কুলির পিঠে চড়িয়ে আসুন **বালতালে** (আগে দ্র.)। এখানে উঠুন শ্রীজ্ঞানী গুরুজি মহারাজের ধরমশালায়। অস্থায়ী হোটেলে খাওয়া ও বাসের জন্য তাঁবু পাবেন। ধরমশালায় ব্যবস্থা মন্দ নয— বিনামূল্যে খেতে পাবেন। সকালেই ঘোড়া ভাড়া করুন। ডাণ্ডি বা কাণ্ডি পাবেন। মিলিটারি গাড়ি পেয়ে গেলে তো ভাগ্য ভাল— অনুরোধ করলে নিয়ে যাবে। বালতালে রাত্রিবাস করুন। ধরমশালায় খান। একটি কম্বল পাবেন এখানে। তা বলে নিজেরটি আনতে ভুলবেন না কদাচ। জিনিসপত্র ধরমশালায় রেখে জওয়ানদের সঙ্গ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উঠুন এবার ধরমশালায় চা-রুটি খেয়ে। দুপুরের মধ্যেই পৌঁছে যান অমরনাথের পদতলে। লাঠিটা কিন্তু পথে শক্ত করে ধরে উঠবেন নামবেন।

অবশ্যজ্ঞাতব্য কিছু কথা : থাকা : পহলগাঁও-এ হোটেল ছাড়া হাট, প্রাইভেট বাড়ি ইত্যাদি পাবেন। সব হোটেলেই বাস স্ট্যান্ডের পাশের রিসেপশন সেন্টার থেকে সিকি মাইলের মধ্যে। **প্রথম শ্রেণীর হোটেল**— Woodstock Hotel (Ph : 243259) মাঝারি হোটেল— Hotel Nataraj, Hotel Pine View (Ph: 243357), Plaza Hotel, Hotel Mount View (Ph : 243221), Hotel Volga (Ph . 243293), Hotel Regent, এছাড়া Govt. Tourist Hut-এ 1, 2 এবং 3 শয্যার ঘর। কম খরচে থাকতে হলে আসুন Khalsa Hotel, New Tourist Hotel, Hotel Greenland, Hotel Purnima, Windrush House, Grand View Hotel, Govt. Tourist Bunglow, এছাড়া তাঁবুতে Taj Camp Hotel, Dar Camp Hotel ইত্যাদি। Hut এবং তাঁবুতে থাকার জন্য

J & K Govt.-এর Director of Tourism, Srinagar-এ 2 মাস আগে থেকে যোগাযোগ করুন। **কলকাতায় যোগাযোগের ঠিকানা** : জম্মু ও কাশ্মীর পর্যটন দপ্তর, 12 জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা 700 013, Ph: 2228 5791। হোটেলগুলিতেও আগে থেকে ম্যানেজারদের লিখে বুক করা যায়। চন্দনবাড়ি, শেষনাগ, পঞ্চতরণীতে থাকার ব্যবস্থার কথা যাত্রা শুরুর আগেই ভেবে রাখুন।

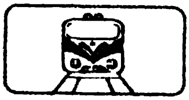
নির্দিষ্ট ভাড়ায় এসব স্থানে থাকার ব্যবস্থা আছে— **পহলগাঁও**-এই সে-সবের ব্যবস্থা করে রাখুন। অবশ্যই যা করবেন— (1) যাবার আগে সব ঠিক আছে কিনা দেখুন। ভাড়া নেওয়া তাঁবু দেখে নিন। পনিওয়ালা ডাণ্ডিওয়ালারা সরকারিভাবে স্বীকৃত কিনা এবং টোকেন আছে কিনা জেনে নিন। (2) চলার পথের শৃঙ্খলা মানুন। যাত্রা অফিসারের নির্দেশ পালন করুন। ধীরে এবং দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলুন। (3) তাঁবু ছাড়া সঙ্গে প্রচুর ভাল গরমের পোশাক, ওভারকোট, বর্ষাতি, বর্ষার জুতো, টর্চ এবং হাঁটবার লাঠি নিন। (4) নির্দিষ্ট রেশন এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করুন যথাসময়ে (5) সঙ্গে বিস্কুট, মিষ্টি, গুঁড়ো দুধ এবং টিনেভরা খাবার অবশ্য নিতে ভুলবেন না। (6) 4,340 মিটার (14,000 ফুট) উঁচুতে ওঠার মত সামর্থ্য আছে কিনা বাজিয়ে নিন। গরম জামাকাপড় না থাকলে, বৃদ্ধ হলে বা 12 বছরের কম হলে যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করুন। (7) সঙ্গের মালপত্র সর্বদা কাছাকাছি রাখুন, নইলে দারুণ ঝঞ্ঝাটে পড়বেন। **যা করবেন না একেবারে**— (1) চড়াইয়ে নিজেকে পীড়িত করবেন না। (2) যেখানে নিষেধ আছে সেখানে একদম বিশ্রাম করবেন না। (3) অপরকে ডিঙিয়ে এগিয়ে যাবেন না, (4) যা ভাড়া তাই দিন, বেশি দেবেন না। চিকিৎসার যাবতীয় খরচ বিনামূল্যে পাবেন।

এবার চলুন লাদাখ অঞ্চলে যাই। তাহলেই আপনার জম্মু কাশ্মীর ভ্রমণ সম্পূর্ণ হবে।

লাদাখ

সোনামার্গে এলে একবার লাদাখ যাবার জন্যে আপনার মন চঞ্চল হবেই। দুর্গমতা এবং নতুনের আহ্বান বরাবরই পর্যটকদের হাতছানি দেয়। অতএব 11,578 ফুট উঁচু, জোজি-লা পাস পেরিয়ে চলুন 'লিট্‌ল্ টিবেট' বা খুদে তিব্বত লাদাখে (কেউ কেউ লাডাক বা লদাখ উচ্চারণও করেন)।

কেমন করে যাবেন : বিমান : শ্রীনগর থেকে লাদাখের লে বিমানক্ষেত্র পর্যন্ত সপ্তাহে 3 দিন করে বিমান উড়ছে। আর চণ্ডীগড় হয়ে দিল্লি-লে দ্বি-সাপ্তাহিক বিমানও যাচ্ছে।



রেল : জম্মু-তাওয়াই হচ্ছে সবচেয়ে কাছের রেল-স্টেশন। এখান থেকে শ্রীনগর সড়কপথে আসুন। সড়ক পথ: সত্যি কথা বলতে প্লেনে এলে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করা যায় না। অতএব শ্রীনগর-লে সড়কের বাসে চড়ে বসুন। দূরত্ব 435 কিমি। J & K Road Transport Corporation সাধারণত জুন থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে বাস চালাচ্ছেন। তিন শ্রেণীর বাস চলছে— সুপার ডিলাক্স, A ও B শ্রেণী। ঠিক ভাড়া আগে জেনে নিন। এছাড়া প্রাইভেট বাস এবং ট্যাক্সি, ট্যাক্সির মিটারযুক্ত জিপ এবং জোঙ্গা যাচ্ছে। 5 জন যাত্রীসহ গোটা ট্যাক্সি ভাড়া করে গেলে পড়বে প্রায় ৫,০০০ মত। বাস ছাড়া অন্য যান একদিনে পৌঁছে যায়। বাসে কার্গিলে রাত্রিবাস করতে হয়। অন্য যানে গেলেও রাত্রিবাস বাঞ্ছনীয়।

পথে তিনটি 'পাস' বা 'লা' পার হতে হয়— জোজি-লা, নামিকা-লা (12,220 ফুট) ও ফাটু-লা (13,479 ফুট)। মোট বাস যাচ্ছে দিনে তিনখানি। **টিকিট পাওয়ার সমস্যা** আছে। প্রয়োজন হলে আসা-যাওয়ার পথে শ্রীনগর বা লে-তে 2-4 দিন থেকে যেতেও হতে পারে। সেজন্য পৌঁছেই ফেরার টিকিট কাটুন। লে-র বুকিং অফিসে যাবার মাত্র আগের দিন টিকিট দেয়। প্রতি 4 জন বিদেশী ট্যুরিস্ট-এর পর 1 জন এদেশীর (ওঁদের ভাষায় Local) নাম ডাকা হয় ট্যুরিস্ট সেন্টারে রেজিস্ট্রি করা নামের বুকিং লিস্ট থেকে। কোটা শেষ হলেই 'Stop', অতএব পরের দিন। এমনকি তারপরের দিনও হতে পারে টিকিট পেতে। শ্রীনগরে অবশ্য জানতে পারবেন কবে পর্যন্ত টিকিট সব বুক করা আছে। পরে Advance টিকিট কেটে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। টিকিটেই পাবেন সিট নম্বর, বাস স্ট্যান্ডে কখন আসতে হবে, বাস ছাড়বে কখন— সব বিবরণ। যথাসময়ে এসে টিকিটটি বুকিং অফিসে দেখান— বাসের নম্বর বা প্লেট নম্বর পেয়ে যাবেন। এবার বাসে বসুন, ঠিক সময়ে বাস ছাড়বে।

প্রথমে এসে বাস দাঁড়াবে কাঙ্গনে (84 কিমি)। দোকান পাট আছে' জলযোগ সারতে পারেন। পথের দুপাশে সফেদ চিনারসমেত এটুকু পথ খুবই মনোরম। এবারে বাস এল সোনামার্গে। করুন মধ্যাহ্ন ভোজন। এখান থেকে 10-12 কিমি দূরে রঙ্গা। এখান থেকেই অমরনাথে যাবার যে দ্বিতীয় বা শর্টকাট পথের কথা

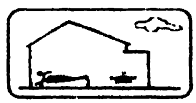
বলেছিলাম বালতাল হয়ে, তার শুরু। রঙ্গা পার হয়ে আসুন দুর্গম গিরিবর্ত্ম জোজি লা য়। এটা পার হলেই 'জাঁস্কর হিমালয়ে'র শুরু। জোজি-লা পার হয়ে প্রায় 37 কিমি পর 10,660 ফুট (3,250 মি) উঁচুতে দ্রাস, রাশিয়ার ভারখয়ানস্ক-এর পর পৃথিবীর দ্বিতীয় শীতলতম স্থান। এবারে একে একে থাস, খারুল পার হয়ে আসুন কারগিলে। গঞ্জ জায়গা, শেষ বাসের যাত্রীর জন্য রাত পর্যন্ত হোটেলওয়ালা অপেক্ষা করেন। এখানেই রাত্রিবাস।

কারগিল লাদাখের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর (204 কিমি)— বাসিন্দারা অধিকাংশই সিয়া শ্রেণীর মুসলমান। অনেক হোটেল আছে। JKTDC-র 2টি Tourist Bunglow আছে। এছাড়া CH ও DB আছে। প্রথম শ্রেণীর হোটেল Welcomgroup-এর Hotel Highland। অন্য— Hotel de Zojila, Hotel Nun Kun, Hotel Standard ইত্যাদি। থাকা-খাওয়ার ভাড়া ৪০০্ মধ্যেই হয়ে যাবে। বড় হোটেলে ১০০০্-১২০০্ পর্যন্ত।

ভোরে কারগিল থেকে রওনা হয়ে 40 কিমি দূরে **মূলবেখে** (শ্রীনগর থেকে 244 কিমি) বাস থামলে চা-পান করুন। এখানে 1 শতকে নির্মিত পাথরের বৌদ্ধমূর্তি দেখুন। এখান থেকেই মুসলিম লাদাখের শেষ হয়ে বৌদ্ধ লাদাখের শুরু বলা যায়। এখান থেকে শুরু হল বৌদ্ধমঠ বা চোর্তেনের। এরপর নামিকা-লা পার হয়ে আরো 15 কিমি দূরে **বোধখারবু**। তারপর ফাটু-লা পাস। এখানে আছে সরকারি ময়ূর রেস্টুরেন্ট। এবারে বাস আসছে 310 কিমি পরিক্রমার পর **লামায়ুরুতে**। এখানেই আছে লাদাখের সর্বপ্রাচীন বৌদ্ধবিহার। এর দেওয়াল চিত্রাঙ্কন দেখার মত। এখানেই আছে সহস্রবাহু অবলোকিতেশ্বরের বিশাল মূর্তি। অবশ্য সরকারি বাস এখানেও দাঁড়ায় না। এখান থেকেই হিমালয়কে নানারঙে রঞ্জিত দেখে মুগ্ধ হবেন। এবার পথে পড়বে **খালসে** গ্রাম— আশ্রয় ও আহারের ব্যবস্থা আছে। আর আছে পথের দুধারে আখরোট, খোবানির সমারোহ। এখানে আছে জারোয়ার দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। পার হন সিন্ধুনদ। তারপর আসুন 372 কিমি দূরের **সাসপোলে**, ছোট্ট পাহাড়ি শহরে। তারপর 26 কিমি পথ আরো গিয়ে নেমো হয়ে আরো 36 কিমি পার হয়ে সর্বমোট 435 কিমি দূরের লে-তে সন্ধে নাগাদ। এখানে সন্ধে হয় অবশ্য 8.00 নাগাদ। আপনি তাহলে লাদাখ জেলার সদর দফতরে পৌঁছে গেলেন।

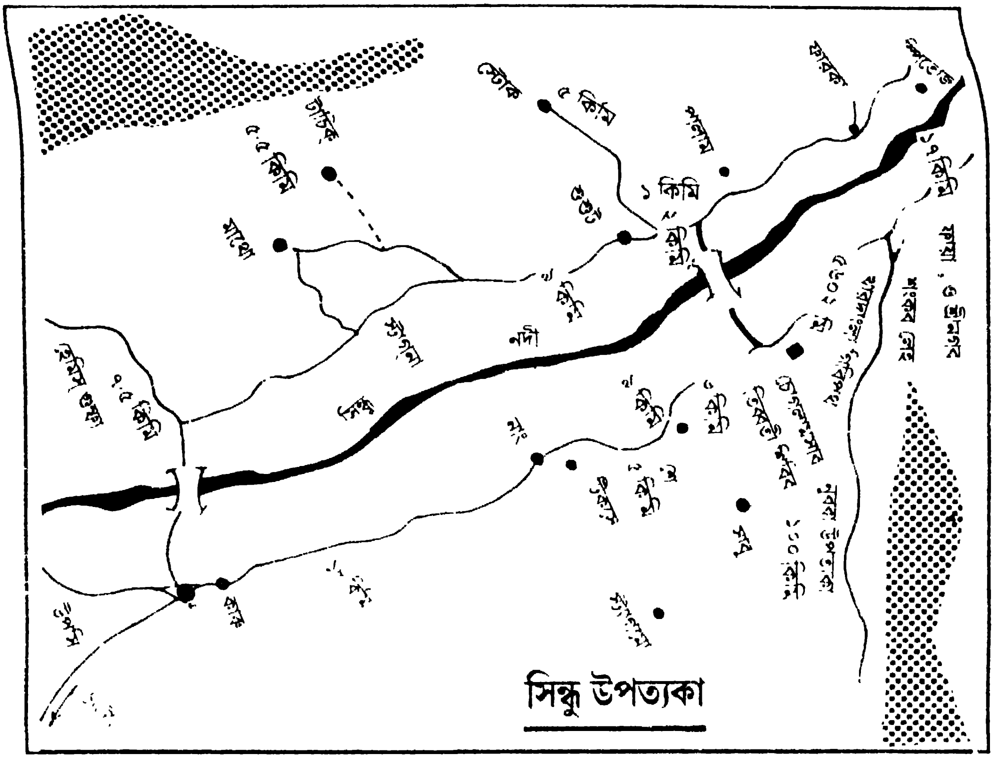
বর্তমানে উপদ্রুত এলাকা বলে অনেকেই শ্রীনগর-লে সড়কপথে যাওয়াটা নিরাপদ মনে করেন না। কাজেই মানালি (হিমাচল প্রদেশ) থেকে লে যাওয়াটাই সুবিধেজনক। দূরত্বও একই রকম, 485 কিমি। এ পথের সৌন্দর্য ও অভিজ্ঞতার তুলনা মেলা ভার। তবে শ্রীনগর-লে পথে যেমন কারগিল শহরে রাত্রিবাস করা যায়, এপথে সে সুবিধা নেই। সেজন্য হিমাচল প্রদেশ পর্যটনের বাসেই যাওয়া উচিত। তাঁরা সারচুতে আরামদায়ক তাঁবুতে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করেন। এর জন্য আলাদা টাকা দিতে হয়। 3,100 মিটার (10,000 ফুট) উঁচুতে কম্বলসহ এরকম একটি থাকার ব্যবস্থার কী প্রয়োজন সেটা ওখানে পৌঁছলে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়।

মানালি-লে পথে চারটি পাস পড়ে। রোটাং (13,500 ফুট), বারালাচা (16,250 ফুট), লাচুলাং-লা (16,850 ফুট) ও টাংলাং-লা (17,582 ফুট) । এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম পাস। মানালি পর্যটন অফিসের সামনে থেকে সকাল 6.00 টায় বাস ছেড়ে রোটাং পাস-কেলং-দারচা হয়ে রাত 8.30 নাগাদ সারচু এসে পৌঁছয়। রাতে তাঁবুতে কাটিয়ে পরদিন ভোরে যাত্রা শুরু করে বিকেলে পৌঁছন লে শহরে।



কোথায় থাকবেন : এখানে : থাকার কোনো অসুবিধে নেই। ভাড়া করা তাঁবু খাটিয়েও থাকতে পাবেন বড় বড় হোটেলের কম্পাউন্ডে। প্রথম শ্রেণীর হোটেল— Oberoi Shambha La S ৫০০্-৭০০্, D ৯০০্-১৪০০্, স্যুইট ১২৫০্-১৭৫০্; Hotel Ambassador; Hotel Kanglachen; Ladakh Sarai (Tiger Tops Mountain Travel)। মাঝামাঝি খরচ— Hotel Dreamland, Hotel Everest, Hotel Glacier, Hotel Yaktail, Hotel Himalayas প্রভৃতি ৩০০্-৭০০্ মধ্যে। সাধারণ হোটেলগুলিতে জনপ্রতি ১৬৫্-৩০০্ মধ্যে। বাঙালিদের হোটেল আছে দুটি — বর্মণের এবং সেনগুপ্তর। প্রথমটি বাজারে ঢুকতেই ডানদিকে একটি গলির মোড়ের বাঁদিকে— তবে এখানে কেবল আহার। সেনগুপ্তে আহার-আশ্রয়— দুই-ই। লাদাখে থাকা-খাওয়ার খরচ তুলনামূলকভাবে কম। এছাড়া অনেক প্রাইভেট হোটেল ও গেস্ট হাউস আছে। গেস্ট হাউসের চার্জ ৪০্-১২০্ মধ্যে। স্টেট ট্যুরিজম্ বিভাগ তার বাংলো এবং সার্কিট হাউসে কম খরচায় থাকার ব্যবস্থা করে থাকেন। খাল্‌ৎসি, সাসপোল, শাক্‌টি, দ্রাস বা কারগিলে ডাকবাংলোর DB বিছানাসমেত ৪৫্।

এখানে কী দেখবেন—



লে

বন্ধুর পাহাড়, কনকনে ঠাণ্ডা আর আশ্চর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার লাদাখের গুহাকন্দরে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে বৌদ্ধ গুণগান। 1947-এ পাক হানাদারদের সঙ্গে জওয়ানদের প্রবল সংঘর্ষ এবং পাক হানাদারদের পরাজয় লাদাখকে বাঁচিয়ে দেয়। কর্কশ নগ্নগাত্র রুক্ষ পাহাড়ের গৈরিক যোগীমূর্তিকে দেশ-বিদেশের কাছে ভারত সরকার উন্মুক্ত করে দেন 1974 থেকে।

যবের ক্ষেত, এখানের ওখানের গ্লেসিয়ার, আখরোট, খোবানির বাগান, সন্ন্যাসী লামা, বৌদ্ধ বিহার আর চোর্তেন— লাদাখ এক পরম রহস্যময় দেশ; তাই লাদাখ কারো কাছে 'মুনল্যান্ড বা ল্যান্ড অফ দি ব্রোকেন মুন', কারো কাছে বা 'লাস্ট সাংগ্রিলা হারমিট কিংডম'। এর দক্ষিণ সীমান্তে উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রসারিত প্রধান হিমালয়। জম্মু-কাশ্মীরের মাঝখান দিয়ে এর সঙ্গে এসে মিশেছে পিরপঞ্জাল আর উত্তরে জাঁস্কর হিমালয় পর্বতমালা। উত্তর সীমায় দণ্ডায়মান কারোকোরাম পর্বতমালা।

এই লাদাখের প্রধান শহর লে। সিন্ধুনদের ত্রিকোণ উপত্যকার শীর্ষে 3,500 মি উচ্চে অবস্থিত এই শহর 3 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে বুদ্ধচর্চা ও সংস্কৃতির পীঠভূমি হয়ে আছে। বর্তমান লে শহরটি পত্তন করেন Khri-Gtsug-lde 14 শতকে। এখানে দেখুন 9 তলা উঁচু **রাজবাড়ি** লে-খার। এর দেওয়াল-চিত্র, হাজার বছরের পুরনো থাংকা, সোনার প্রতিমূর্তি আর তরবারি দ্রষ্টব্য। রাজবাড়ির মধ্যেই আছে 12টি মন্দির ও 2টি রাজকীয় বিহার। রাজবাড়ির ঠিক পিছনেই 2 তলা সমান উঁচু চম্বার মূর্তি দেখুন **সেমো গুম্ফাতে**। রাজবাড়ির চেয়ে আরো একটু উঁচুতে দেখুন মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি এবং থাংকা-য় পরিপূর্ণ **শে-গুম্ফা**। এখানে দেখুন প্রায় 1 টন (27 মন) ওজনের খাঁটি সোনার বুদ্ধমূর্তি। 16 শতকে নির্মিত *লে মসজিদ-এ দেখুন তুর্কি এবং পার্শি স্থাপত্যের নিদর্শন।* সিন্ধুনদের তীরে, সামার প্যালেসের পথে দেখুন পৃথিবীর উচ্চতম স্থানে গলফ্ খেলার উদ্যান **চুগলামসরে** গিয়ে। **সামার প্যালেসটি** 1645-এ দেলদান নামগিয়াল তৈরি করেছিলেন লে শহরের 16 কিমি দূরে। ভিত্তি থেকে 12

মি উঁচু বিশাল বুদ্ধমূর্তি দেখুন শে গুম্ফায়। এটি লে-র রাজাদের গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থল। পাহাড়ের চূড়ায় আছে সবচেয়ে বড় কোণার চূড়া সমেত স্তূপটি। এখানেই ওই বিশাল তামা ও সোনার পাতে তৈরি বুদ্ধমূর্তিটি আছে। তবে এটি দেখতে হলে পূর্বাহ্ণেই লামাদের অনুমতি চেয়ে নিন।

বি : দ্র: লাদাখের বিভিন্ন বিহার এবং রাজবাড়িতে প্রবেশমূল্য ১০ থেকে ২০। সকাল 6.00টা থেকে 9.00টার মধ্যে এগুলি দেখে ফেলার চেষ্টা করুন।

আর কী কী দেখবেন— তার কথা একে একে বলি।

হেমিস গুম্ফা . লাদাখের সবচেয়ে বড় এবং সমৃদ্ধ গুম্ফা। 17 শতকে নির্মিত। অপূর্ব স্থাপত্যের নিদর্শন। এখানের অনেকগুলি সোনার মূর্তি ছাড়া মূল্যবান পাথরে নির্মিত স্তূপ আছে। আছে কাপড়ে আঁকা ছবি থাংকার মূল্যবান সংগ্রহ— সেটি 11 বছর অন্তর একবার পর্যটকদের দেখানো হয়। 2002-এ দেখানো হয়েছে পরেরটি দেখানো হবে 2013-তে। প্রতি বছর জুনের শেষে বা জুলাইয়ের প্রথমে বিশাল হেমিস উৎসব উদ্‌যাপিত হয় গুরু পদ্মসম্ভবের জন্মোৎসব উপলক্ষে। এ সময়ে আলোকিত মন্দিরে বিশাল তূর্যনিনাদসহ যে মুখোশ নৃত্য পরিবেশিত হয় তাতে ভাল ও মন্দের যুদ্ধ পরিকল্পিত হয়। কথিত আছে এই গুম্ফাতে 14 বছরের কিশোর যিশু পালিয়ে এসে কিছুকাল বসবাস করেন। এ-বিষয়ে তিনি নাকি একটি পুঁথি লিখে যান যার তিব্বতী থেকে ইংরেজি অনুবাদ 'The Unknown Life of Jesus Christ' প্রকাশিত হয়। এটি ইংরেজ আমলে ভারতে নিষিদ্ধ হলেও এখন আর নয়। এখানে রক্ষিত বহু মূল্যবান পুঁথির ফোটোস্ট্যাট কপি সংগ্রহ করেন প্রখ্যাত পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন। এর পাশের মন্দির 'লাং খাং'-এর দেওয়াল-চিত্র দর্শনীয়। এর মধ্যে শাক্যমুনির চিত্র অনবদ্য। এখানে আছে সহস্রবাহু প্রধান লামার মূর্তি। লে থেকে 35 কিমি দূরের এই গুম্ফায় আসার জন্য লে থেকে বাস ছাড়ছে সকাল 8.00। 2.5 ঘণ্টা পথ পেরিয়ে এসে যদি ভাল লেগে যায়, থেকে যান— সাধারণ হোটেল আছে।

থিকসে গুম্ফা : হেমিস থেকে লে ফিরে আসার পথে 20 কিমি এলেই থিকসে গুম্ফা। বাস এখানে দাঁড়ায়। পাহাড়ের উপরে গুম্ফা, নীচে গ্রাম। ঘনবসতি গ্রামের মাঝ দিয়ে পথ উঠেছে উপরে। সেখান থেকে নীচের সিন্ধু উপত্যকা বড় মনোহর— কারাকোরাম, হিমালয় ও অস্পষ্ট কৈলাস দূরে। মূর্তি, স্তূপ আর থাংকায় গুহাটি পূর্ণ। প্রায় 100 জন লামা এখানে বসবাস করেন। একটি ভিক্ষুণী-আবাস বা Nunnery-ও আছে। চিত্রশোভিত দেওয়াল পার হয়ে চিত্রশোভিত মন্দির। দুপাশের দেওয়ালে অসংখ্য পুঁথি। সামনে বড় ছোট বৌদ্ধমূর্তি ও অনেক দেবদেবী। শরতের সূচনাতেই এখানের বাৎসরিক উৎসব হয়। সামনেই আছে বড় বড় ড্রুং ড্রুং— এগুলি প্রার্থনার সময় বাজানো হয়। উপরেই আছে লামুখাং ও চামুখাং নামে দুটি মন্দির।

শে প্যালেস ও গুম্ফা · এটিও হেমিস গুম্ফা যাবার পথে পড়ে। লে থেকে 15 কিমি। এর কথা আগেই বলে এসেছি।

শঙ্কর গুম্ফা : লে থেকে মাত্র 3 কিমি দূরের এই গুম্ফায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে খাঁটি সোনার মিনিয়েচার মূর্তি ও দারুণ কয়েকটি চিত্রসম্পদ রয়েছে। বিদ্যুতায়িত বলে এই গুম্ফা সন্ধ্যা-রাত্রেও দেখা যেতে পারে। টেলিফোনও আছে এই সহস্রহস্ত ও একাদশমুণ্ড সমন্বিত বুদ্ধমূর্তির গুম্ফায়। তুলনীয় লামায়ুরু গুম্ফা।

স্পিটুক গুম্ফা · শ্রীনগর-লে সড়কের পাশে লে-তে ঢোকার ঠিক 5 কিমি (3 মাইল) আগে। সিন্ধুনদের তীরে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এই গুম্ফার নির্মাণ হয়েছিল 550 বছর আগে। এখানেই লাদাখের প্রধান লামা থাকেন। এখানে দুর্মূল্য বহু থাংকা সংগৃহীত হয়ে আছে। এদের অনেকগুলি চীন অবরোধের আগেই তিব্বতের পোতালা রাজপ্রাসাদ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। একটি কক্ষে দেবী কালীর বিশাল মূর্তি আছে। এই মূর্তির মুখের আবরণ বছরে মাত্র একটি দিন খোলা হয়। জানুয়ারি মাসের মুখোশ নৃত্য ওই কক্ষে রক্ষিত মুখোশগুলি পরেই হয়। এ সময়ই মাত্র বিহারে বেড়াতে যাবার উপযুক্ত সময়।

ফিয়াং গম্ফা: স্পিটুক থেকে আরো 12 কিমি (প্রায় 8 মাইল) শ্রীনগরের দিকে এগোলে পথে পড়ে এই গুম্ফা। গুম্ফাটি লালটুপি বৌদ্ধদের জন্য নির্দিষ্ট। এখানেও অনেকগুলি সুন্দর মূর্তি ও ভাল থাংকা আছে। এখানেই আছে সুখ্যাত কন্‌-জুর্‌ ও তন্‌-জুর্‌ পাণ্ডুলিপি।

আলচি ও লিকির গুম্ফা : শ্রীনগর-লে সড়কের উপর সাসপোলের কাছে এই গুম্ফা দুটি আছে। প্রথমটি 11 শতকে তৈরি করেছিলেন রাজা রিন-চেন-ঘিস্পু। তিব্বতের রাজা এজন্য স্থপতিদের পাঠিয়েছিলেন। এই গুম্ফায় 6টি মন্দির আছে। দেওয়ালের চিত্রে বুদ্ধ ও তাঁর সমসাময়িক জীবন চিত্রিত আছে। প্রায় সহস্র বৎসরের পুরনো এই চিত্রাবলীর মূল্য সীমাহীন। লিকির গুম্ফাতেও আলচির মতই বোধিসত্ত্বের বহু মৃন্ময় মূর্তি রয়েছে। ম্যুরাল এবং ফ্রেস্কোগুলিও সুন্দর।

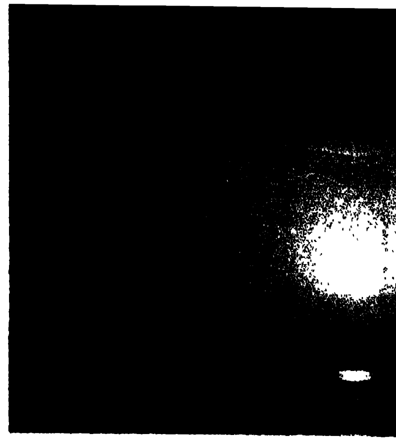
লামায়ুরু গুম্ফা : শ্রীনগর-লে সড়কের সবচেয়ে উঁচু

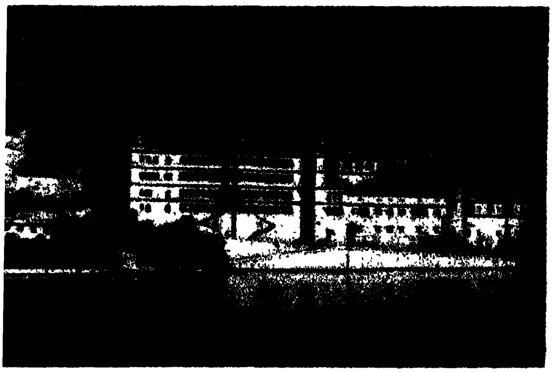


১

▽ ২

▽৩





১· নৌকা-বাইচ-কেরল

২· সিটি প্যালেস-উদয়পুর-রাজস্থান

৩· সূর্যাস্ত-মুম্বাই

৪· ডিয়ার পার্ক-হরিয়ানা

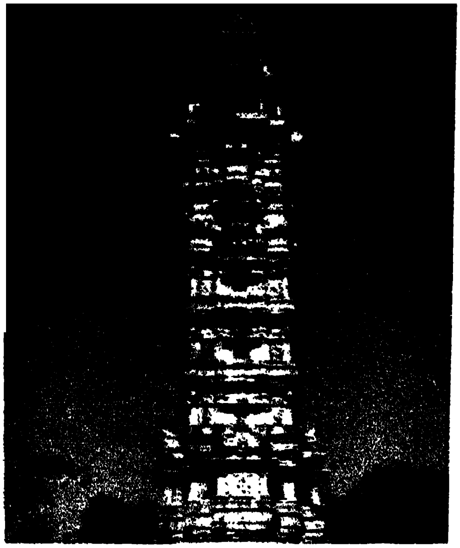
৫· রোটাং পাস-হিমাচল প্রদেশ

▽ ৪



▽ ৫





△ ১



△ ২

▽



১ বিজযস্তম্ভ-চিতোবগড-রাজস্থান

২ তুষাবশৃঙ্গ নীলকণ্ঠ-উত্তব প্রদেশ

৩ কুম্ভমেলা-এলাহাবাদ-উত্তর প্রদেশ

৪· ভুবনেশ্বর-ওডিশা

৫· মীবাবাঈ মন্দিব-চিতোবগড-বাজস্থান

▽ ৪



▽ ৫



জায়গা ফাটু-লা-র কাছে একটু ঘুরপথে যে রাস্তা সিন্ধু উপত্যকার দিকে নেমে গেছে, সেই কারগিল থেকে 107 কিমি দূরের 10 শতকের পুরনো গুম্ফা এখানেই আছে। আশ্চর্য রহস্যময় এই গুম্ফাটি পাহাড়ের গা কেটে তৈরি হয়েছে। গ্রীষ্মকালে এর বার্ষিক উৎসবের সময় এসে যদি এর দেওয়াল-চিত্রগুলি দেখেন বিস্মিত হয়ে যাবেন। এখানেও প্রধান লামার কক্ষে দেখতে পাবেন সহস্রবাহু একাদশ মুণ্ড অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি রাখা আছে।

মূলবেক গুম্ফা : নামিকা-লা গিরিবর্ত্ম যাবার পথে, কারগিল থেকে লে যাবার পথে 40 কিমি (25 মাইল) দূরে এই গুম্ফায় পাথর কুঁদে বানানো বুদ্ধের প্রথম শতকের মূর্তি দেখতে পাওয়া যাবে। বস্তুত মূলবেক থেকেই মুসলিম ও বৌদ্ধ লাদাখ দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এখানেই প্রথম বৌদ্ধ গুম্ফাটি, এর পরের থেকে অধিবাসীরা বেশিরভাগই বৌদ্ধ ।

টাক-থং গুম্ফা : লে থেকে 50 কিমি (31মাইল) দূরের এই গুম্ফা নাকি গুরু রিনপোচে স্বয়ং নির্মাণ করেন। তিনি যে জায়গাটিতে বসে প্রার্থনা করতেন, সেই জায়গাটিকে টাক-থং বলা হয়। গুম্ফাটি একটি পাথর খণ্ডের উপর তৈরি। গুম্ফার ঠিক মাঝখানে রয়েছে পরবর্তী গুরু নাং শ্রিং জিলনের মূর্তি। দলাই লামার জন্য এখানে একটি আসন সংরক্ষিত আছে। বছরে দুবার এখানে বৌদ্ধ উৎসব পালন করা হয়।

অতি-উৎসাহীরা নীচের জায়গাগুলো ঘুরে আসতে পারেন।

জাঁস্কর

1976-এ জাঁস্কর পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত হলেও 1980 পর্যন্ত সেখানে যাবার জন্য কোনো মোটরপথ ছিল না। পরে কারগিল থেকে পেন্সি পাস (13,500 ফুট) হয়ে জাঁস্করের প্রধান শহর পাদম যাবার কাঁচা মোটরপথ তৈরি হয়েছে। পাদম বিশ্বের উচ্চতম ও শীতলতম স্থানগুলির একটি। কারগিল থেকে সপ্তাহে দুদিন পাদমের বাস ছাড়ে। কিন্তু সেটা কাগজে-কলমে। পর্যাপ্ত যাত্রী এবং সময়মত খালি বাসের ব্যবস্থা হলে তবেই এপথে বাস চলবে। এখানের অন্যতম আকর্ষণ হল কারসা গুম্ফা। কারসা লাদাখের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম গুহা। 12 শতাব্দীতে মহাত্মা পাগপা সেরাপ এই গুম্ফা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে দালাই লামার ছোট ভাই লাগারি রিমপোচের তত্ত্বাবধানে গুম্ফাটি রয়েছে। এখানে প্রচুর প্রাচীন পুঁথি, দেওয়াল-চিত্র ও মহাত্মা দোরজো বিনাচেনের অস্থি সংরক্ষিত আছে। যাতায়াতের পথে হোটেল ও অস্থায়ী তাঁবু-হোটেল পাবেন। এখন নানান জায়গায় ট্যুরিস্ট অফিস ও ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স হয়েছে। পাদমে থাকার জন্য JKTDC-র Padam Tourist Lodge আছে। লজে বাথ-সংলগ্ন 5টি ঘর আছে। বেশ আগে থেকে সংরক্ষণ করতে হয়। ঠিকানা : J&K Tourist Officer, Kargil 194105। বেশ কিছু হোটেলও রয়েছে।

নুব্রা উপত্যকা : লে থেকে 50 কিমি উত্তরে পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর এই উপত্যকা অবস্থিত। চীন ও পাকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত বলে এখানে যেতে বিশেষ অনুমতির দরকার হয়। লে-র ডিভিশনাল কমিশনারের অফিসে ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ দাখিল করে এই অনুমতিপত্র নিতে হয়। সপ্তাহে দুদিন লে থেকে নুব্রায় বাস যাতায়াত করে। কিন্তু এর সময়সূচির দরুণ যাতায়াতে এক সপ্তাহ লেগে যায়। আর যেতে পারেন ট্যাক্সি ভাড়া করে। অনেক দরাদরি করতে হবে, কারণ ভাড়া চাইবে প্রচুর। নুব্রার প্রধান শহর দেসকিট লে থেকে 140 কিমি দূরে। এখানে থাকার জন্য হোটেল, PWD DB প্রভৃতি আছে।

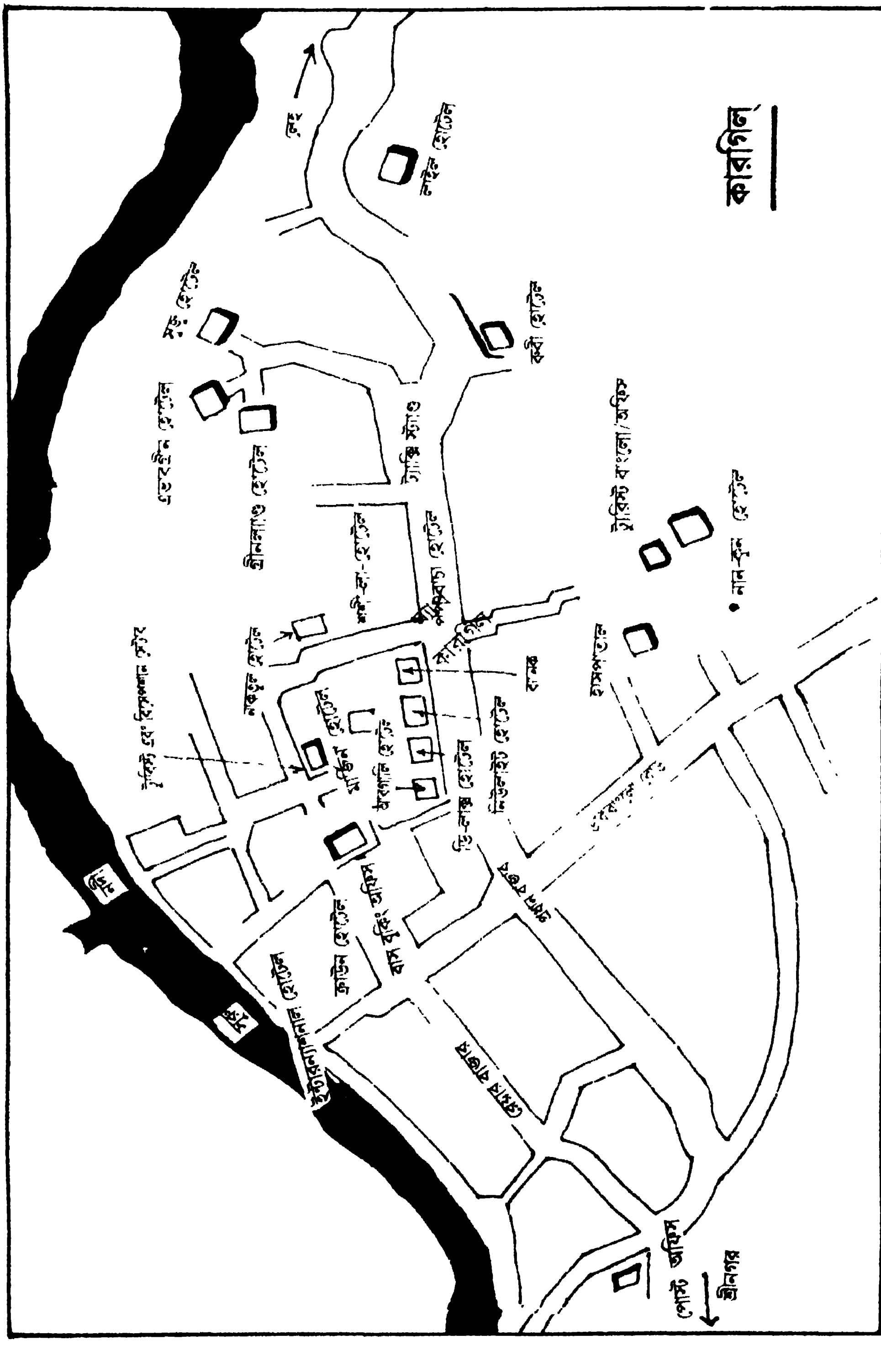
লে থেকে এখানে আসার পথে পড়বে পৃথিবীর উচ্চতম মোটর পথ খারদুং-লা (18,380 ফুট = 5,600 মি)। দেখবেন একটি পাথরের ফলকে লেখা রয়েছে : 'You can have dialogue with God'— সত্যিই, স্বর্গ আর এখান থেকে কত দূরে।

বেশ কিছুদিন হল সরকার সীমিত সংখ্যক পর্যটকদের নুব্রায় যাবার ব্যবস্থা করেছেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন : Director, Tourism Dept., Govt of J&K, New Secretariat, Jammu 180001 (নভেম্বর থেকে এপ্রিল); Dierctor of Tourism, Sri Nagar 190 001 (মে থেকে অক্টোবর) ।

কনডাকটেড ট্যুর

J&K RTC, ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার, শ্রীনগর (Ph: 2472644, 2457930) থেকে কনডাকটেড ট্যুরে পর্যটকদের ঘুরিয়ে আনে। এছাড়া এখানকার Tourist Taxi Association (Ph: 249554/247366) নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে প্যাকেজ ট্যুরে ভ্রমণের ব্যবস্থা রেখেছে। সময় ভাড়া ইত্যাদির ব্যাপারে TRC-তে খোঁজ নিন।

1. রবিবার ছাড়া প্রতিদিন আচ্ছাবল, কোকরনাগ, দাকসুম, পহেলগাঁও।


কারগিল্
লেহ
লাইন হোটেল
সুরু হোটেল
এভারগ্রীন হোটেল
গ্রীনল্যাণ্ড হোটেল
ক্বী হোটেল
ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড
ট্যুরিস্ট বাংলো/অফিস
নান-কুন হোটেল
হাসপাতাল
নিউলাইট হোটেল
ব্যাঙ্ক
ডি-লাক্স হোটেল
মার্জিনা হোটেল
বাস বুকিং অফিস
ক্রাউন হোটেল
ইন্টারন্যাশনাল হোটেল
প্রধান বাজার
সুরু
নদী
পোস্ট অফিস
শ্রীনগর

2. প্রতিদিন সকাল 8.00 ও বিকেল 2.30 : চশমাশাহী, শালিমারবাগ, হারওয়ান, হজরতবাল মসজিদ, নাগিন, জুম্মা মসজিদ, নিশাতবাগ।

3. প্রতিদিন : টংমার্গ, গুলমার্গ। গুলমার্গে বাস অপেক্ষা করার ফাঁকে খিলানমার্গ, আলপাথর ঘুরে আসা যায়। দুটো জায়গা দেখতে হলে ঘোড়ায় চড়ুন অথবা শুধু পায়ে হেঁটে দেখুন খিলানমার্গ। আগে থেকে সরকারি অনুমতি নিতে হবে এই পথে যেতে হলে।

4. সপ্তাহে তিনদিন : সোম, বুধ আর শুক্রবার সকাল 9.00 যাচ্ছে পাম্পান, ওয়াটলব, উলার লেক, মানসবল, ক্ষীরভবানী, গন্ধরবল, হজরতবাল (সার্কুলার ট্যুর)।

5. মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি, সপ্তাহের এই তিনদিন যাচ্ছে যুসমার্গ।

6 সপ্তাহে দুদিন : বুধ ও রবিবার সকাল 9.00 যাচ্ছে ভেরীনাগ।

7. রবিবার মাত্র 42 কিমি ঘুরে মোগল উদ্যানসমূহ। শিকারা রিজার্ভ করেও দেখতে পারেন।

8. মে-অক্টোবর, মঙ্গল ও শনিবার : সোনামার্গ।

9 প্রতিদিন শালিমারবাগে সন্ধ্যায় Son-et-Lumiere' শো দেখার জন্য। শো-এর টিকিট পাবেন রিসেপশন সেন্টারেই। গুলমার্গ টংমার্গে যাবার জন্যে পনি, খচ্চর, ডাণ্ডি বা কুলি পাবেন বাস টার্মিনাসে।

যাঁরা ট্রেকিং-এ উৎসাহী তাঁদের জন্য লাদাখ হল স্বর্গরাজ্য। কয়েকটি ট্রেকিং মার্গের কথা বলি :

1. **পাদম-লামায়ুরু ট্রেক** : পাদম্-পিসু-নানামুর-স্নেরৎসে-লিংশেট-সিংগে লা-ফোটাক্সর-শিরশির লা-হনুপত-ফাঞ্জি লা-ওয়ান্ লা-প্রিংকিটি লা-লামায়ুরু।

বিশেষ খাবার-দাবার

এখানে যখন এসেছেন তখন মাংসের 'থুকপা', মাখন-চা (গুড় গুড়-চা). 'ছাং' খেতে ভুলবেন না। নুডলসে জড়ানো মাংসের গুলি 'মকমং' নাকি দারুণ খেতে। এখানের অন্য সুস্বাদু খাবারের মধ্যে আছে গ্যাটুক, জান আর নুন-চা। নুন-চা করা হয় প্রথমে চা-পাতাগুলো নুন ও খাবার সোডা দিয়ে জারিয়ে নিয়ে ও পরে মাখন দিয়ে ঘেঁটে। ধেনো মদ 'ছাং' এখানের প্রিয় পানীয়। আসলে মদ্যপান এখানে নিষিদ্ধ নয়।

2. **লে - লামায়ুরু - সাসপোল ট্রেক** : লে - লামায়ুরু - প্রিংকিটি লা - ওয়ান্ লা - উর্ৎসি - ফাঞ্জি লা - তার্ লা - মংগুা - গ্যারা - আল্‌চি সাসপোল।

3. **লে - মার্খ্যাভ্যালি ট্রেক** : লে - মার্তসেলং - চোগ্‌ডো - নিমলিং ভায়া কোংমোরু লা - হানকার - মার্খা - স্কিয়ু - কায়া রুম্‌বাক ভায়া কান্ডালা।

4. **পহেলগাঁও - পানিখার - কারগিল ট্রেক**: পহলগাঁও - চন্দনবাড়ি (বাসে) - বায়ুযান বা ওয়াবযান - রংমার্গ - হাপমেট - কানিটাল - লনভিলাদ গলি - চেলং নাচা - পানিখার - কারগিল (বাসে)।

লাদাখ উৎসব

জম্মু ও কাশ্মীর পর্যটন দপ্তর বেশ কয়েক বছর ধরে সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ 'লাদাখ উৎসব'-এর আয়োজন করছেন। দূরদূরান্ত থেকে দলে দলে লাদাখি এই উৎসবে যোগ দিতে আসেন। ফলে উৎসবটি এক বর্ণময় রূপ নেয়। প্রতিদিন নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পর্যটকদের লাদাখি জীবনযাত্রার অজানা দিকগুলির সঙ্গে পরিচিত করানো হয়। যেমন, 'লাদাখি চা'— সাধারণত কোনো লাদাখি বাড়িতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়; 'লাদাখি মক ম্যারেজ' প্রভৃতি। এছাড়া বিভিন্ন উপজাতি ও লোকনৃত্য, এদের প্রিয় খেলা পোলো ও তীরন্দাজি প্রতিযোগিতা সারা বিকেল জুড়ে অনুষ্ঠিত হয়।

5. **কিশত্ওয়ার - লেহিনবান বা শ্রীনগর** কিশত্ওয়ার - মারগান পাস - মারবা - ওয়ারবান। 9দিনের ট্রেক। রীতিমতো কষ্টসাধ্য। যদি আরও এগোতে চান তাহলে জাঁস্কর উপত্যকা পেরিয়ে লে পৌঁছতে পারবেন। সময় লাগবে 25 দিন মতো।

6 **জাঁস্কর-লে** : পাদম থেকে ট্রেক শুরু হবে। পথে পার হতে হবে রোপওয়ে ও সহ্য করতে হবে হিমশীতল তীক্ষ্ণ বাতাসের ঝাপটা, চড়তে হবে খাড়া চড়াই এবং পেরতে হবে বিভিন্ন পাস। 12-14 দিনের ট্রেক। জাঁস্কর থেকে লাহুল হয়ে মানালি পর্যন্ত যাওয়া যায়। তবে খুবই দুরূহ।

কারগিল এবং লে-র ট্যুরিস্ট অফিসে ভাড়ায় ট্রেকিং এর সাজসরঞ্জাম পাবেন। বেশি ভাড়া নয়। মাসকাবারি ব্যবস্থা করলে খরচ কম পড়ে। খচ্চর ও কুলিও পাবেন। অফিসে খোঁজ নিন। লে থেকে মানালি যেতে 1 মাস সময় লাগে।

এছাড়া কম খরচে ট্রেকিং-এর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন SEMCOL (Students)

Educational & Cultural Movement of Ladakh, PH: 585, Phankye Labrang)-এর সঙ্গে। এরা আপনাকে ভাল গাইড দিয়ে সাহায্য করবে। Reshu Boktoo & Sons (Dal Gate, Sri Nagar) আপনাকে নানা ভাবে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

কী করবেন / কী করবেন না।

● যাঁরা উড়োজাহাজে আসবেন তাঁরা লে-তে এবং বাসে আসবেন যাঁরা তাঁরা দ্রাসে নিজেদের নাম অবশ্য নথিভুক্ত করুন।

● চামড়া যাতে না ফাটে সেজন্য ক্রীম, ভেসলিন; স্টিকিং প্লাসটার, অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ, জলের জীবাণুনাশক ট্যাবলেট, বদহজমের জন্য ওষুধপত্র এবং ভ্রমণ-দুর্বলতার ওষুধপত্র সঙ্গে নিন।

● লামাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিন। গুম্ফার পবিত্রতা রক্ষা করুন। এখানে মদ্যপান ও ধূমপান করবেন না। কক্ষে প্রবেশ করার আগে জুতো খুলুন। মূর্তি, থাংকা বা চোর্তেনে হাত দেবেন না।

● গুম্ফার মধ্যে ফ্ল্যাশ দিয়ে ফোটো তুলবেন না—ফ্রেস্কোর রঙ জ্বলে যেতে পারে। গুম্ফার মধ্যে থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না।

● একশ বছরের পুরনো কোনো জিনিস কিনবেন না, কারণ তা জাতীয় সম্পত্তি। আইনত এগুলির ক্রয় ও বিক্রয় দণ্ডনীয়।

● স্থানীয় আইন অনুসারে আপেল, টাটকা অ্যাপ্রিকট ও কাঁচা ওয়াল্‌নাট বা তাদের চারা লাদাখের বাইরে নিয়ে যাওয়া নিষেধ।

● সেতু, গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ, মিলিটারি ক্যাম্প ও সুরক্ষা বিভাগের কোনো ছবি তুলবেন না। এমনকি বিদেশীরা তুলছে দেখলে নিষেধ করা উচিত।

ঝাড়খণ্ড

ভারতের 24 তম অঙ্গরাজ্য। 1930-এর শেষের দিক থেকেই পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। 1950-এ মোরেং গোংকের নেতৃত্বে গঠিত হয় ঝাড়খণ্ড পার্টি। সে বছর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ঝাড়খণ্ড পার্টি 21টি আসন দখল করে অন্যতম বিরোধী দল হিসেবে উঠে আসে। 1957-র নির্বাচনেও এই দল তাদের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল। কিন্তু 1962-র নির্বাচনে দলের ভিত কিছুটা নড়বড়ে হয়ে পড়ে। 1972-এ শিবু সোরেনের নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা গঠিত হলে পৃথক আদিবাসী রাজ্যের দাবিতে পুনরায় জোরদার আন্দোলন শুরু হয় এবং এই দল ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

1995-এ ঝাড়খণ্ড এরিয়া অটোনমাস কাউন্সিল গঠিত হয় কেন্দ্রীয় সরকার, বিহাররাজ্য সরকার এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতৃত্বদের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে। অবশেষে 1 নভেম্বর 2000-এ পৃথক পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায় ঝাড়খণ্ড রাজ্য।

ঝাড়খণ্ড রাজ্যের আয়তন 79,714 বর্গকিমি, লোকসংখ্যা 2,69,09,428 (2001)। প্রতিবেশী রাজ্যগুলি হল উত্তরে বিহার, পুবে পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণে ওড়িশা। 18টি জেলা— গারোয়া, পালামৌ, ছাতরা, কোডারমা, হাজারিবাগ, গিরিডি, দেওঘর, দুমকা, গোড়া, পাকুর, সাহেবগঞ্জ, ধানবাদ, বোকারো, রাঁচি, লোহাবদাগা, গুমলা, পশ্চিম সিংভূম, পূর্ব সিংভূম।

লৌহ আকরিক, কয়লা প্রভৃতি খনিজ সম্পদে পূর্ণ এই রাজ্যের অর্থনীতির একটা বৃহৎ অংশই আসে খনিজ সম্পদ থেকে।

রাজধানী রাঁচি থেকেই ঝাড়খণ্ড ভ্রমণ শুরু করা যাক।

রাঁচি

কেমন করে আসবেন: গ্রীষ্মে সর্বাধিক 40°C, শীতে সর্বনিম্ন 7°C তাপমাত্রা যুক্ত রাঁচিতে আসার সেরা সময় মার্চ থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি।

বিমানে এলে রাঁচি বিমানবন্দরেই নামুন— রাঁচি হয়ে কলকাতা IAC জাহাজ উড়ছে। কলকাতা থেকে ছাড়ে 22.14 মিনিটে। পাটনা, বারাণসী, এলাহাবাদ, কানপুর ও লখনৌ থেকেও উড়োজাহাজ আসছে।

রেলপথে রাঁচি সরাসরি দিল্লি, কলকাতা, পাটনা, রাউরকেল্লা, বর্ধমান, আসানসোল, ধানবাদ, জামসেদপুর, বোকারো প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। দিল্লি থেকে সপ্তাহে দুদিন থ্রু কোচ-সার্ভিস আছে। হাওড়া থেকে রাঁচি রোডে ট্রেন আসছে 21.35 ছেড়ে হাওড়া-হাতিয়া এক্স 7.40, 414 কিমি পার হয়ে। এছাড়া পাটনা থেকে 9.55 ছেড়ে আসছে পাটনা-হাতিয়া এক্স 20.30, 15.35 ছেড়ে পাটনা-হাতিয়া পাটলিপুত্র এক্স এখানে আসছে 5.10; দিল্লি থেকে দিল্লি-হাতিয়া-ঝাড়খণ্ড এক্স (বু শ) 19.30 ছেড়ে পরদিন 21.00; বোকারোতে 11.00 ছেড়ে বোকারো-আলেপ্পি এক্স 13.55। এটি আলেপ্পিতে 6.00 ছেড়ে রাঁচি আসে প্রতিদিন 10.20 আর বোকারো পৌঁছয় 13.40। 8606 দিল্লি-হাতিয়া ঝাড়খণ্ড স্বর্ণজয়ন্তী এক্সপ্রেস (ম. শ.) 19.30 দিল্লি ছেড়ে মোগলসরাই হয়ে রাঁচি 16.30, হাতিয়া 17.00। নিউ দিল্লি-হাতিয়া এক্সপ্রেস 16.45 ছেড়ে রাঁচি 10.00, হাতিয়া 10.30 প্রভৃতি ট্রেন।

সড়কপথে: রাঁচি থেকে কলকাতা 456 (আসানসোল হয়ে), 392 (কোলাঘাট হয়ে), পুরী 525, পাটনা 336, দিল্লি 1206 কিমি। বিহার স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাস আছে পুরুলিয়া, চাইবাসা, জামসেদপুর, ডালটনগঞ্জ, পাটনা, গয়া, বাঁকুড়া, বারৌনী, ভাগলপুর, দেওঘর, গিরিডি, রাউরকেল্লা, মজঃফরপুর, নেতারহাট, দ্বারভাঙ্গা, ঔরঙ্গাবাদ, ধানবাদ, জয়পুর রোড প্রভৃতি থেকে। কলকাতাব শহিদ মিনার থেকে CSTC-র বাস 7.15 ছেড়ে এবং BSTC-র বাস 20.00 ছেড়ে রাঁচি যাচ্ছে 9.30 ঘণ্টায়। রাঁচির রতন টকিজের বিপরীত থেকে ছেড়ে ওই বাস কলকাতায় আসে।

কোথায় উঠবেন : রাঁচি রেল স্টেশনের বিপরীত থেকে S.E. Rly Hotel (Ph: 0651-2208048) SAB ৪০০-৫০০৲ DAB ৬০০-১০০০৲; লাইন ট্যাঙ্ক রোডে Anand Hotel ১৭৫-৩৫০৲; Hotel Satkar (Ph: 2460833) SAB ২৫০৲ DAB ৪০০৲; Hotel Amrit (Ph: 2311067) DAB ৫০০৲ DAC ৮০০-১০০০৲; Hotel Konank (Ph: 2460569) SB

২০০, DB ২৫০-৩৫০; রাতু রোডে বাসস্ট্যান্ডের কাছে Hotel Akashvani (Ph 2280451) DB ১৭৫, ৩০০; Kamal Niwas ১৭৫-৩৫০; রাঁচি মেন রোডে Hotel Chinar (Ph: 2207780) SAB ৭০০-১৬০০, DAB ৯৫০-২০০০; Hotel Hindusthan (Ph. 2206032) SAC ৯৫০, DAC ১৩০০, SAB ৭৫০, DAB ৯০০; Hotel Santaj (Ph: 2311017) SB ৪০০, DB ৫০০, SAC ৭০০, DAC ৮৫০; হিনু চকে Hotel Crown Lodge (Ph: 2500524) SB ২০০, DB ৩০০, SAC ৪৫০, DAC ৫০০-৮০০, Midland Hotel ১৭৫-৩০০; Arya Niwas ১৭৫-৩৫০; (ওল্ড কমিশন কম্পাউন্ডে), New Ranchi Hotel, India Hotel ১৫০-২৫০, Raj Hotel ২২৫-৫২৫; লালপুরে Hotel De Retreat ১৭৫-৩৫০; কদ্রুতে Palace Hotel ১৫০-২৫০; রাঁচি কোর্টের কাছে Sangam Hotel ১৫০-২৫০; স্টেশনের উলটোদিকে Hotel Mount ২২৫-৩৫০; রতন টকিজের উলটোদিকে Shanti Niwas ১৫০-২৫০; Hotel Samrat ১৫০-২৫০, বেডিয়াম রোডে কোর্টের কাছে Hotel Maharaj ১৭৫-৪৫০ ইত্যাদি। এছাড়া আছে রাজ্য পর্যটন বিভাগের Hotel Virsa Vihar (Ph. 2314826) DAB ৩০০, Sup. Dlx ৪০০, Dlx AC ৫৫০, 4B Dorm ৩০০; FRH (রিজা DFO, Ranchi), সার্কুলার রোডে IB (রিজা· Ex Engr. PWD, Ranchi); বুটিতে মাড়োয়াড়ি আরোগ্য ভবন; সার্কুলার রোডে New CH (রিজা: ডেপুটি কমিশনার রাঁচি), NCDC RH (রিজা PRO, NCDC, Darbhanga House , Ranchi), RR ইত্যাদি। ধরমশালা— বংশীধর, ভূমল, ব্রাহ্মিণ, জৈন, মোদি— সবই আপার বাজারে।

কি দেখবেন এখানে : কাছে . মেন রোড থেকে 2 কিমির মধ্যে শহরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে **রাঁচি হিলস্**। এর মাথায় শিবের মন্দির। শহরের এই সবচেয়ে সেরা জায়গাটিতে উঠে বিহঙ্গবীক্ষণে একবার রাঁচি শহরটি দেখে নিলে ভাল লাগবে। এর ঠিক নীচেই দেখুন রাঁচি লেক— এটিও শহরের একটি শোভাবিশেষ। 4 কিমি উত্তরে চলুন **মোরাবাদী পাহাড়ে**। এর অন্য নাম **টেগোর হিল**। রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (তাঁর অতিপ্রিয় নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর স্বামী) দীর্ঘকাল এখানে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করে গেছেন। এখানে সম্প্রতি বসেছে গান্ধি শান্তি সংস্থার অফিস। কাছেই রামকৃষ্ণ মিশন।

দূরে (দূরত্ব অনুসারে): ছোটনাগপুরে আদিবাসীদের পার্বত্য জীবন সম্পর্কে যদি সবিশেষ জানতে চান চলুন ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও মিউজিয়ামটিতে 4 কিমি দূরে। রাঁচি-কাঁকে রোড ধরে রাঁচির 5 কিমি উত্তরে পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ **গোরদা বাঁধ**। রাঁচি-টাটানগর রোডে রাঁচির 8 কিমি দূরে রয়েছে **নামকুম ভ্যাকসিন ইনস্টিটিউট**। আসলে নামকুম জায়গার সবুজে ছাওয়া প্রকৃতির আকর্ষণই আলাদা। প্রায় 11 কিমি দূরে হয়েছে হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের কারখানা।

আবার 11 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে এই HEC-এর চত্বরেই রয়েছে বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির। রথের সময় এলে দেখবেন ঠিক পুরীর মতই ভিড় আর জাঁকজমক। 13 কিমি দূরে রয়েছে হাতিয়া বাঁধ। ভারতের সেরা একটি স্কুল বিকাশ বিদ্যালয় রয়েছে 17 কিমি দূরে রাঁচি-হাজারিবাগ রোডের উপরে। এবং একই দূরত্বে রয়েছে হোড়াপ বনাঞ্চল। নানা জীবজন্তু দেখার ফাঁকে ফাঁকে চড়ুইভাতি করার অনবদ্য জায়গা। এখানে একটি FRH আছে।

এবার চলুন যাই একগুচ্ছ জলপ্রপাত দেখতে : এরাই রাঁচির মুখ্য সৌন্দর্যের উৎস। 38 কিমি দূরে রাঁচির দক্ষিণ পশ্চিমে রয়েছে দশম প্রপাত। কাঞ্চী নদী এখানে 144 ফুট (45 মিটার) উঁচু থেকে পড়ছে। রাঁচি টাটা সড়কপথের নামকুম থেকে এই জায়গা 9 কিমি। কাছেই একটি FRH আছে। এবার চলুন শহর থেকে 40 কিমি আর হুড়ুরু থেকে 33 কিমি **জোনা প্রপাতটি** দেখতে। এটি অবশ্য **গৌতমধারা ফলস্** নামেই সুবিখ্যাত। সুবর্ণরেখার একটি উপনদী এই প্রপাত সৃষ্টি করেছে। চমৎকার ছবির মত পরিবেশে পিকনিক করুন। পাহাড়ের মাথায় রয়েছে বৌদ্ধমন্দির আর ধরমশালা। রাঁচি থেকে এখানে বাস আসছে 34 কিমি। বাকি পথটা পায়ে হেঁটে যেতে হবে। অবশ্য হাতিয়া-মুরী রেলপথে গৌতমধারা একটি রেল স্টেশন। সেখানে যদি নামেন, তবে মাত্র 1 কিমি হাঁটতে হবে। 140 ফুট (45 মি) উঁচু থেকে জল পড়ে 280 সিঁড়ি ভেঙে ধারা বয়ে গেছে আদিবাসীদের গ্রামের পাশ দিয়ে।

রাঁচির উত্তর-পূর্বে 45 কিমি দূরে **হুড়রু জলপ্রপাতের** খ্যাতি অবশ্য বেশি। এখানে সুবর্ণরেখার জলধারা সহসা 320 ফুট (100 মিটার) উচ্চতা থেকে পড়ে এক অনুপম দৃশ্যের অবতারণা করছে। স্নান করা যায়, চড়ুইভাতি সারা যায় বলে পর্যটকরা এখানে ভিড় করেন বেশি। দূরে গড়ে উঠেছে গোস্টালসুদ বাঁধ। চারপাশের বড় বড় পাথরের চাঁই থেকে সাবধানে ওঠা-নামা করবেন। নইলে বিপদ ঘটে যেতে পারে। রাঁচি থেকে এখানে নিয়মিত বাস

আসছে। থাকার জন্য DB এবং YH আছে। রাঁচি-চাইবাসা রোড ধরে 75 কিমি গেলে আরো একটি প্রপাত **হিরনি জলপ্রপাত** দেখতে পাবেন।

রাঁচি থেকে নীচের জায়গাগুলি দেখে আসতে পারেন। এদের বর্ণনা একটু আগে দিয়ে এসেছি— 78 কিমি দূরে রাজরাপ্পা, 95 কিমি দূরে হাজারিবাগ জাতীয় উদ্যান এবং 173 কিমি দূরে বেতলা ন্যাশনাল পার্ক।

মধুপুর

হাওড়া থেকে তুফান এক্স, অমৃতসর এক্স ও মেল, উদ্যান-আভা এক্স, পূর্বা এক্স, মিথিলা এক্স, দিল্লি-জনতা এক্স ইত্যাদি যে কোনো একটি ট্রেন ধরে নেমে পড়ুন 294 কিমি দূরের মধুপুর জংশন স্টেশনে। ট্রেন পাবেন দিল্লি, মোগলসরাই, দানাপুর, বখতিয়ারপুর, গিরিডি থেকেও। আসানসোল থেকে পাবেন প্যাসেঞ্জার ট্রেন 7 50, 9.35, 17.20, 20.05-এ। যায় জসিডি জং মধুপুর হয়ে। প্রথম দর্শনেই ভাল লেগে যাবে এই জায়গাটি।এর শান্ত পরিবেশে, একঘেয়ে যান্ত্রিক দিনযাপন থেকে মুক্ত হয়ে আপনার অবকাশের দিনগুলিকে এখানেই অর্পণ করুন। দেওঘর থেকে জসিডি হয়ে দূরত্ব 35 কিমি এবং গিরিডি থেকে ট্রেন 37 কিমি। যদি পেটের কোনো অসুখে ভুগে থাকেন তো এর চেয়ে নিরাময়ের ভাল জায়গা কি আর পাবেন। সাথরোলে কালীমন্দির রাজবাড়ি দেখুন। মন্দিরে শনি-মঙ্গলবারে বলি হয়।

থাকার জন্যে বিভিন্ন ধরনের হোটেল ও লজ রয়েছে— ভাড়াও কিছু আকাশছোঁয়া নয়। রেল স্টেশনকে ঘিরেই এগুলি পাবেন। বাঙালির হোটেল রাজবাড়ি, ভাড়া ১২৫-২৫০। স্টেশন থেকে মাত্র 5 মিনিট, নেতাজি সুভাষ রোডে। আছে PWD বাংলো। খোঁজ করলে বাড়ি ভাড়াও পেয়েও যাবেন। আছে রাজ গেস্ট হাউস, বালাজি গেস্ট হাউস, মুন গেস্ট হাউস, এগুলির ভাড়া ১৫০-৩০০ মধ্যে। ধরমশালা আছে অগ্রসেন, ডালমিয়া প্রভৃতি। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মঠের গেস্ট হাউসে থাকা-খাওয়ার খরচ ২০০-২৫০ মধ্যে। কাঁকুরে মাটির পথে ঝাউবনের মাঝ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভালবেসে ফেলবেন জায়গাটিকে। দু-কদম হাঁটলেই খিদে পেয়ে যাবে। জলবায়ু চমৎকার। বাড়ির কাছেই তো— ঘুরেই আসুন।

জসিডি

মধুপুর থেকে ট্রেনে বা বাসে আসুন জসিডি, বাসে 29 কিমি। শিমুলতলা থেকেও আসতে পারেন 25 কিমি। সুন্দর স্বাস্থ্যকর এক মোহময় নির্জন পরিবেশে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে জসিডিকে উপভোগ করুন আকণ্ঠ। ঘুরে বেড়ান পায়ে পায়ে এস পি চ্যাটার্জির কেয়ারি করা বাগিচায়। এখানের গোলাপেই তো কলকাতার ফুলের বাজার ম-ম। থাকার জন্যে হোটেল আছে— তবে কম। বাড়ি ভাড়াও পেতে পারেন। শেষপুরা ছাড়িয়ে কুসুমার পথে স্যার আশুতোষের বিশাল 44 কামরার বাড়ি— আশুতোষের চিঠি মায় সার্টিফিকেটে ঘরগুলো ভরতি। বাহান্ন বিঘায় দেখুন মাতৃকা ও সোনার বাংলো বাড়ি দুটি। যে ট্রেনগুলি হাওড়া থেকে মধুপুর যাচ্ছে, সেগুলিই যাচ্ছে জসিডি (দ্র. মধুপুর)। মধুপুর থেকে দূরত্ব 29 কিমি। সময় নেয় 30 মিনিট থেকে 45 মিনিট ট্রেন বিশেষে। বৈদ্যনাথধাম থেকে 7 কিমি পার হয়ে ট্রেন আসছে 20 মিনিটেরও কম সময়ে। বৈদ্যনাথধামে 4.10, 6 20, 7 35, 9 30, 11.00, 13.02, 15 30, 17.00, 21 10, 22 06 ও 23 30 ছেড়ে জসিডিতে।

দেওঘর/বৈদ্যনাথধাম

জসিডি থেকে বৈদ্যনাথধামে ট্রেন আসছে 5 00, 7.02, 8.40, 10.15, 12.35, 14.40, 16.35, 19.45, 21.38 ও 22.50 ছেড়ে সৎসঙ্গনগর হল্ট হয়ে 18 মিনিট সময় নিয়ে। দেওঘরে আসতে গেলে জসিডি জংশন স্টেশনে নামাই ভাল। যদি দুমকা থেকে আসেন তবে আউট-এজেন্সির বাস পাবেন 4.10, 5.30, 7.00, 8.30, 12.00, 13.00, 15.00 এবং 17.00টায়। সময় নেবে 2½ ঘণ্টা। আবার বৈদ্যনাথধাম থেকে দুমকা বাস পাবেন 7.30, 8.30, 10.30, 12.00, 16.00, 17.30, 18.30 এবং 20 00 টায়। জসিডি স্টেশন থেকে দেওঘর 6 কিমি প্রায়। তীর্থস্থান বলে পাণ্ডারা জসিডি থেকেই আপনার পিছনে ধাওয়া করবে। মুখে কুলুপ এঁটে বসলেও নিজেদের নাম-ঠিকানা নিয়ে একটা বক্তৃতা দিয়ে দেবে।

জসিডি থেকেই টুকটুক করে গাড়ি যত এগোবে তত পাহাড়ি সৌন্দর্য আপনাকে গ্রাস করে নেবে। পাহাড়ের

মাথায় সারিসারি মন্দির। পাহাড় বলতে টিবি— সাকুল্যে 300-400 ফুট (93-124 মিটার) উঁচু। দেওঘর স্টেশনের গেট পার হতেই পাণ্ডাদের দ্বিতীয় আক্রমণ ঝাঁপিয়ে পড়বে এসে। স্টেশন থেকে মন্দির প্রায় 2 কিমি। একটা টাঙা বা রিক্সা করে নিন। যদি দূরে যেতে চান তবে ট্যাক্সি বা বাসের কাছে যান।

কী দেখবেন এখানে : এবারে চলুন **দর্শনীয় স্থান দেখতে**। স্টেশন রোড ধরে খানিকটা এগিয়েই **ক্লক-টাওয়ার**। এখানে বাস-ট্যাক্সি ইত্যাদি পাবেন। এখানের **প্রধান দ্রষ্টব্য বৈদ্যনাথ মন্দিরটি**— নাস্তিকের দেখা ভাল। বৈদ্যনাথ নামটিই প্রাচীন। অন্য প্রাচীন নামগুলি হার্দা-পীঠ বা হরিদ্রাপীঠ। দেওঘর নামটি এসেছে 'দেবগৃহ' থেকে। অনেক দূর থেকেই মন্দিরের দুটি চুড়ো গাঁটছড়া দিয়ে বাঁধা দেখতে পাবেন। এ হল হর-পার্বতী বন্ধন। দ্বিতীয় মন্দিরে দেবী ভবানী বা দুর্গা পূজিতা। আশপাশেও অনেক মন্দির। পাঁচিল ঘেরা পাথরে তৈরি বিশাল চত্বরের মাঝখানে 72 ফুট (22 মিটার) উঁচু এই মন্দিরের ভিতরটি অন্ধকার— সর্বদাই ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। লিঙ্গ প্রায় 4 ইঞ্চি (10 সেমি) উঁচু— উপরটি ভাঙা হলেও দুধ, জল ও হাতের স্পর্শে এখন মসৃণ। হিন্দুমতে রাবণের মুষ্টির আঘাতে ও সাঁওতাল মতে বৈজুর লাঠির আঘাতে এই লিঙ্গ ভেঙে যায়। উঠোনে প্রবেশের জন্য তিনটি পথ আছে। একটু এগিয়েই গভীর চন্দ্রকূপ— পূজার জলের জন্য রাবণ নাকি এটি খনন করেন। পার্বতী বা ভবানীর মন্দিরও মনোহর— মধ্যস্থলে অষ্টভুজা দেবী। দেওঘরের বিখ্যাত প্যাঁড়া দিয়ে বাবার পুজো দেবেন। দেওঘরের খ্যাতি মন্দির ছাড়া অন্য কারণেও। একান্ন পীঠের অন্যতম এই দেওঘরে সতীর 'হৃদয়' পড়েছিল যেখানে সেই কুণ্ডের নাম হার্দ্যকুণ্ড বা হৃদয়কুণ্ড। আগে এর জল ব্যবহারযোগ্য ছিল না— রোহিণী খাটওয়ালী কস্তুরাকুমারী পঙ্কোদ্ধার করে ব্যবহারযোগ্য করে দেন। মূল মন্দিরের একটি দেবনাগরী শ্লোক থেকে এর নির্মাণকার্য 1596 খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

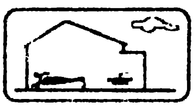
মন্দিরের উত্তরে 900x600 (280x186 মিটার) ফুট আয়তনের একটি গভীর সিঁড়িসমেত দিঘি **শিবগঙ্গা**। পাশেই মানসিংহের তৈরি একটি বাঁধ দিয়ে যুক্ত **মানসসরোবর**। মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সদর রাস্তার ডানদিকে 6 ফুট (1.9 মিটার) উঁচু এক পাথরের বেদির উপর 3টি একই আকারের চারকোনা পাথর দেখতে পাবেন। এর 2টি ওই বেদির উপর সোজা পোঁতা আর অন্যটি যেন গেট করেছে। দুপাশের তোরণের উপরে দেখবেন মকর আঁকা। সম্ভবত এটি শ্রীকৃষ্ণের দোলমঞ্চ ছিল, এখনো দোল যাত্রায় এখানে উৎসব হয়, দোলান হয় রাধা-কৃষ্ণকে।

মন্দির দেখা হল। এবার অন্যান্য দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য প্রস্তুত হন। তবে ত্রিকূটে যাবার জন্য আপনাকে একটা বাড়তি দিন দিতে হবে। বাকিগুলি প্রথমদিনেই সেরে নিন। এজন্যে ভাল হবে যদি একটা টাঙা ভাড়া করে নেন **ক্লকটাওয়ার** থেকে। প্রথমেই চলে যান 6 কিমি দূরের **তপোবন পাহাড়ে**। এরই ছোট গুহায় বসে একদা বালানন্দ ব্রহ্মচারী তপস্যা করতেন। তপোবন যেতে যেতেই দেখে নিতে পারবেন বিখ্যাত যুগল মন্দির, কুণ্ডেশ্বরী দেবীর মন্দির, চরকি পাহাড়, বাচ্চা ভুলানো ব্যাঙ পাহাড় আর হাতি পাহাড় ইত্যাদি। শেষের দুটো নামেই পাহাড়, আসলে বিশাল দুটো পাথরের চাঁই— কোন অদৃশ্য ভাস্করের ছেনিতে যেন ব্যাঙ আর হাতির চেহারা পেয়েছে। 350 ফুট (108 মিটার) উঁচু এই পাহাড়ে ওঠার আগে একজন গাইড নিন— সঠিক পথে তিনি নিয়ে যাবেন। পিছন দিকে কদাচ যাবেন না— শ্বাপদ জন্তুরা নাকি বাস করে। তপোনাথ শিবমন্দির দেখে বালানন্দ গুহায় যেতে কিন্তু ভাল লাগতে পারে। এর তিনটে পাথুরে দরজায় নাকি একদা তিনটে পোষা বাঘ পাহারা দিত। পাহাড়ে ওঠা-নামা একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা বটে। তবে সব জায়গাতেই উটকো কিছু ঝামেলা থাকেই। এখানেও সাহায্যপ্রার্থী অন্ধ-খঞ্জ-বৃদ্ধ এবং নাছোড়বান্দা সাঁওতাল বালক-বালিকার ঝক্কি পোহাতেই হবে। কিছু না দিলে পরিত্রাণ নেই। পাহাড় থেকে নেমে চা-জলখাবারের কিছু দোকানপত্র পাবেন। একটু বেলাবেলি ফিরুন। ফেরার পথে করণীবাগে বালানন্দ আশ্রম। নলক্কার সুন্দর মন্দির, মাতা কুণ্ডেশ্বরীর মন্দির দেখুন। নলক্কার শান্ত পরিবেশ যেন আপনাকে আঠার মত আটকে রাখবে।

যেতে পারেন **রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়টিতেও**। অথবা **অনুকূল ঠাকুরের** আশ্রম। এখানে বাচ্চাদের জন্য একটা চিড়িয়াখানাও আছে। চেষ্টা করুন একটু সময় বের করে নিতে। যাতে দেওঘর-জসিডি রোড থেকে নন্দন পাহাড়ে যাবার রাস্তা ধরে **নন্দন পাহাড়ে** যেতে পারেন। এর খাড়াই অনেক দূর থেকে শুরু হয়েছে ধাপে ধাপে—একেবারে পাহাড়ের শীর্ষ অবধি। সেখানে মন্দিরের সারি, বাঁধানো পুকুর, ফুলের গাছের থেকে একবার চোখ সরিয়ে দূরে দেখুন দেওঘর শহরের সর্পিল ছবি, ত্রিকূট পাহাড়ের মোহময় রূপ, পাহাড়ি নদী, শাল-মহুয়ার মিতালি, ডিগরিয়া পাহাড়ের ওঠা-নামা, সাঁওতাল পল্লি— সময় হারিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবেন আপনিও।

এবার চলুন অন্য দিনটিতে শহর থেকে 19 কিমি

দূরে **ত্রিকূট পাহাড়ে**! এ দিন ইচ্ছে করলে টাঙা ছেড়ে বাসে যেতে পারেন— দেওঘর-দুমকা বাসরুটের কোনো বাসে চড়ে। অবশ্য বাস থেকে নেমে 2 কিমি হাঁটতে হবে— টাঙায় গেলে একদম পাহাড়ের নীচে। ত্রিকূট একটা বড়সড় পাহাড়— উঠতে কষ্ট হলেও শেষ অবধি ওঠা যায়। গাইড নিতে কোনোক্রমেই ভুলবেন না। বনজঙ্গল-জীবজন্তুর ভয় পথে পথে! যদি সকাল বেলাটায় ত্রিকূট সেরে আসেন তবে বিকেলটাকে নন্দন পাহাড়ের জন্য রেখে দিতে পারেন।



কোথায় উঠবেন : হোটেল আছে বেশ কিছু। নামী হোটেল বলতে ওল্ড মিনা বাজারে পর্যটন দপ্তরের Hotel Natraj Vihar (Ph: 22422)। শুধু ঘরভাড়া দিনপিছু DAB ১৫০, DAC ২৭৫; আর ডর্মি ৬০ মাথাপিছু। ক্যাস্টর টাউনে পর্যটন দপ্তরের Hotel Baidyanath Vihar D ১৫০, ডর্মি ৬০, আর স্যুইট ১৭৫, (কলকাতার বিহার পর্যটন বিভাগে এর সংরক্ষণ করা যায়)। এছাড়াও নানান হোটেল পাবেন। Dreamland Hotel উইলিয়াম টাউনে DAB ১৬৫-২৭৫। খাবার খরচ তুলনামূলক ভাবে সস্তা। দৈনিক ভাড়ার ভিত্তিতে ফ্ল্যাট পাবেন—তবে জলের প্রাচুর্য পাবেন কিনা সন্দেহ! PWD IB, DB ছাড়া শিবগঙ্গার আশেপাশে কিছু ধরমশালা পাবেন।

গিরিডি

মধুপুর থেকে ট্রেনে বা বাসে চড়ে গিরিডি চলে আসতে পারেন সহজেই। মধুপুর থেকে ট্রেন আসছে মিটার গেজ লাইনে যথাক্রমে 4.05, 8.30, 16 20 এবং 21.20 মিনিটে ছেড়ে 1 ঘণ্টা সময় নিয়ে যথাক্রমে 5.05, 9.30, 17 20 এবং 22.20 মিনিট। এই 37 কিমি পথ পেরিয়ে গিরিডি থেকে মধুপুরে ফেরার ট্রেন পাবেন 5.25, 9.50, 17.40 ও 22.40 ছেড়ে মধুপুরে যথাক্রমে 6.20, 10.45, 18.35 এবং 23.35 মিনিটে। স্বাস্থ্যপ্রদ এই জায়াটিতে এসে একটা টাঙা ভাড়া করে 11 কিমি গিয়ে দেখে আসুন চমৎকার উশ্রী জলপ্রপাতটি।

থাকার জন্য পাবেন রেল স্টেশনের কাছে গান্ধীচকে Hotel Kaveri (Ph: 06532-228348) DB ২০০, DB Cooler ২৫০; Hotel Swagat (Ph: 226207) DB ২০০, Semi Dlx. ৩০০, Dlx. ৪০০, DAC ৬০০; কোর্ট রোডে Hotel Nikhar (Ph: 222405/223891) SB ১০০, Semi Dlx. ২০০, SAC ৫০০, DB ২০০, Semi Dlx. ৩০০, DAC ৬৫০; তিবঙ্গা চক, তৃপ্তি রোডে Hotel Mansarovar (Ph 227516, 228152) DB ৩০০, DB Cooler ৫০০, DAC ৬৫০, DAC Sup. Dlx. ৯০০; চান্দৌরি রোডে Swapna Rest House (Ph: 222995) DCB ৬০, DAB ৯০, SCB ৫০, ছাড়াও অন্যান্য হোটেল।

পরেশনাথ

গিরিডি থেকে ট্রেন বা বাস ধরে চলে আসুন পরেশনাথ। বাস আসবে পাহাড়ের পাদদেশ মধুবন হয়ে! ট্রেন আসছে হাওড়া-গয়া গ্রান্ড কর্ড লাইন ধরে হাওড়া থেকে 306 কিমি দূরে পরেশনাথ স্টেশনে। মেল /এক্স ট্রেন দাঁড়ায় বেশিরভাগ। অনেকে অবশ্য গোমো এবং পরেশনাথের মধ্যবর্তী স্টেশন নিমিয়াঘাটে নেমে স্টেশন থেকে 2 কিমি দূরের রাস্তা ধরে আসেন। পরেশনাথে নামলে 20 কিমি দূরে মধুবন।

মধুবন থেকে জিপ চলার উপযোগী পথে 8 কিমি জিপে অথবা হেঁটে 1,366 মি উঁচু পাহাড় (বিহারের সর্বোচ্চ শিখর) পরেশনাথে আসুন। এই পাহাড় জৈনদের পাঁচ পবিত্র গিরির অন্যতম পবিত্র তীর্থ। তাঁদের চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে কুড়িজনই নির্বাণ লাভ করেন এর শিখরে। সেখানেই তাঁরা সমাহিত। শীর্ষদেশে মূলমন্দির ছাড়াও অনেক মন্দির ও সমাধিস্থ দেহাবশেষের ওপর স্তূপ দেখতে পাবেন। তবে 23তম পার্শ্বনাথ স্বামীর (ইনি শ্রাবণ মাসের শুক্লা অষ্টমীতে প্রয়াত হন) নামানুসারেই পাহাড়ের এই নাম। অন্যান্য মন্দিরে তীর্থঙ্করদের পদচিহ্ন খোদিত থাকলেও জলমন্দিরে কেবল মূর্তি আছে। থাকার জন্যে নিমিয়াঘাট রেল স্টেশনের কাছে বাংলো ও ধরমশালা আছে। মধুবনে আছে তিনটি ধরমশালা। পাহাড়ের মাথায় DB থাকলেও খাবাবের কোনো ব্যবস্থা সেখানে নেই।

পরেশনাথে এলে **তোপচাঁচিতে** অবশ্যই আসুন। ছোটখাটো চুপচাপ বেড়ানোর এমন জায়গা কম: চারদিকে পাহাড়, মাঝখানে ঝকঝকে লেক। সন্ধে নামতে না নামতেই চারদিক শুনশান। স্নিগ্ধ আবহাওয়া, আকর্ষণীয় দৃশ্যপটে তোপচাঁচি লেক সত্যিই তুলনাহীন। কী নেই— ফুলবাগান, পিকনিক স্পট, বসার ব্যবস্থা, জলে পরেশনাথ পাহাড়ের ছায়া— সব। তবে থাকার তেমন জায়গা নেই। ওয়াটার বোর্ডের একটা পুরনো বাংলো

অবশ্য রয়েছে। এর ঘরগুলো সাহেবি কায়দার— যেমন বড়, তেমনি উঁচু। খানসামার হাতের খাবারও লোভনীয়। খরচ হয়ত পকেটের হিসেবে চলে যায়। বাংলোয় থাকতে হলে আগে থেকে বুক করুন— Secretary, Jharia Water Board, Jharia, Dhanbad, Bihar। ধানবাদের কোনো হোটেলে থেকেও আসতে পারেন এখানে। ধানবাদে অনেক হোটেল পাবেন।

শিমুলতলা

জসিডি থেকেই চলে আসতে পারেন অনেক কবে শোনা শিমুলতলায়। পথ মাত্র 25 কিমি। হাওড়া থেকে ট্রেনেও আসতে পারেন 343 কিমি দূরের শিমুলতলা স্টেশনে হাওড়া-দিল্লি জনতা এক্স, হাওড়া-মোকামা প্যাসেঞ্জার, শিয়ালদহ-মজঃফরপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, তুফান এক্স, হাওড়া অমৃতসর এক্স ধরে। ধানবাদ থেকে আসছে পাটলিপুত্র এক্স। তারপর ঘুরে ঘুরে দেখুন লাট্টু পাহাড়, রামকৃষ্ণ আশ্রম, হলদি ঝরনা। জলবায়ু যেমন স্বাস্থ্যকর, প্রাকৃতিক পরিবেশও তেমনি অনবদ্য। প্রাণের আরামের সন্ধান যাঁরা কামনা করেন তাঁরা প্রকৃতির এই লীলানিকেতনে নিজেকে আত্মসমর্পণ করুন। পিকনিকের আদর্শ জায়গা। থাকার জন্যে স্থানীয় অনেক বাড়ি ভাড়া পাবেন।

ধানবাদে এমনি দেখার তেমন কিছু নেই। তবে এটি রেলের একটি প্রধান জংশন স্টেশন। এখান থেকে চন্দ্রপুরা, ঝরিয়া, মাইথন, হাজারিবাগ, জামসেদপুর— ঝাড়খণ্ড ও বিহারের নানা দিকে যাবার যোগাযোগ রয়েছে। তাই বেশ কিছু হোটেল এখানে পাবেন। ব্যাঙ্ক মোড়ে Hotel Skylark, R-24, S১২৫, D ১৭৫, SAC ২০০, DAC ২৫০; সুপার মার্কেট Ajanta Hotel, R-24, ১০০, ও ১৫০; এছাড়া RR, কাতরাস রোডে Hotel Bonanza, Everest Hotel, Savoy Hotel ইত্যাদি পাবেন। এখান থেকেই ঘুরে আসতে পারেন **সিন্ধ্রি সার কারখানা**। চমৎকার রাস্তাঘাট, গোলাপ বাগান, ছোটদের পার্ক, লেক।

হাজারিবাগ

বিহার বেড়াতে এসে আপনি একসময়ে হাজারিবাগে ডেরা নিয়েছিলেন। তখন আশপাশ দেখে এলেও হাজারিবাগ দেখে নেননি। আসুন এবার ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের 200 ফুট (62 মিটার) উঁচু হাজারিবাগ শহরটিকে মন দিয়ে দেখি। এখানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অনুপম। সার্কিট হাউসের 1.6 কিমি দূরে ক্যানারি পাহাড় তো তার পার্ক, অবজারভেটরি, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, আর তিনটি লেক নিয়ে পরম উপভোগ্য। আর শহরের 19 কিমি দূরের জাতীয় উদ্যানটি তো পরম লোভনীয়।

কেমন করে যাবেন : রেল : হাজারিবাগ রোড রেল স্টেশনে নেমে হাজারিবাগ শহরে বাসে চড়ে আসুন। রেল-কাম-বাস টিকিট পাবেন এজন্যে। রেলপথে কলকাতা থেকে হাজারিবাগের দূরত্ব 333 কিমি। হাজারিবাগ রোড স্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব 67 কিমি। রাঁচি রোড স্টেশন থেকে 45 কিমি আর কোডার্মা স্টেশন থেকে 59 কিমি।

সড়ক : হাজারিবাগ শহর থেকে জাতীয় উদ্যান 19 কিমি, রাঁচি 95 কিমি, ধানবাদ 128 কিমি, গয়া 130 কিমি, পাটনা 236 কিমি এবং কলকাতা 408 কিমি। বাস আসছে কোডার্মা, পাটনা, গয়া, রাঁচি প্রভৃতি জায়গা থেকে। শহর থেকে পার্কে যাবার জন্যে ট্যাক্সি এবং জিপ পাবেন। কলকাতার বাবুঘাট থেকে হাজারিবাগের বাস ছাড়ছে প্রতিদিন সকাল 8.30 ও সন্ধে 7.00টায়। আর CSTC-র বাস সকাল 6.30-এ ছেড়ে হাজারিবাগ যাচ্ছে প্রতিদিন শহীদ মিনার থেকে।

হাজারিবাগে **থাকার জন্যে** আছে Standard Hotel S ৬৫-৭৫, D ৯০-১৫০; Pagoda Hotel ৫০-১৫০; বাস স্টেশনের কাছে Hotel Jay Balaji (Ph: 2673708) SB ১৭৫, DB ২২৫-৩০০; Prince Hotel R-29 ১২৫-২৭৫; Ajanta RH (Ph: 06546-267735) ৯০, ২০০; মাতোয়ারিতে Hotel Samrat, রবীন্দ্রপথে Ashok Hotel ৬৫-১২৫ ইত্যাদি সাধারণ হোটেল। এছাড়া আছে CH, DB, FIB, PWD IB, ন্যাশনাল পার্কে ট্যুরিস্ট লজ— দৈনিক মাথাপিছু ৩৫; FRH, ক্যানারি DB ৪৫। লজ ও কটেজ লাগোয়া ক্যানটিন আছে। RH-এ পাবেন রাঁধুনি (রিজা : Asst. Tourist Information Officer, TIC, হাজারিবাগ থেকে)।

পার্কে দেখুন চিতল হরিণ, সম্বর, বার্কিং ডিয়ার, বাঘ, চিতা, বন্যশুকর, বুলবুল, কাকাতুয়া, কোয়েল প্রভৃতি। 1954-য় এই অভয়ারণ্যটি 186 বর্গমিটার জায়গা জুড়ে নির্মিত হয়। দিনের বেলায় অভয়ারণ্যটি একেবারে শুনশান। সূর্যাস্তের পর এটি জেগে ওঠে রাতজাগা পাখির

কলকাকলিতে। বাংলো থেকেই দেখতে পাবেন হরিণ দলের ছুটোছুটি। কচিৎ দেখা পাবেন চিতাবাঘের। পার্কে 10টি ভিউ টাওয়ার আছে। বাঘ দেখতে হলে 3,5 এবং 8নং-এ উঠুন। হাজারিবাগ বাস স্ট্যান্ড থেকে 6 কিমি বাসে গিয়ে ক্যানারি পাহাড়ের 46 মিটার (150 ফুট) উঁচু অবজারভেটরি থেকে যদি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখেন— ভুলতে পারবেন না কখনো!

রাজরাপ্পা

হাজারিবাগ থেকেই চলুন রাজরাপ্পায় ছিন্নমস্তার কালীমন্দির দেখতে। হাজারিবাগ থেকে 89 কিমি আর রাঁচি থেকে 73 কিমি দূরে পাহাড়ের মাথায় দেবী (কালিকা) ছিন্নমস্তার মন্দির। দেবী জাগ্রতা। অনেকের মতে এটি একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম। শ্বশুর দক্ষ যজ্ঞ করলেও জামাই শিবকে ডাকলেন না। কন্যা সতী যাবেন বাবা দক্ষের কাছে ঝগড়া করতে। শিব নিষেধ করলেও না শুনলে শিব রেগে গেলেন ভয়ঙ্কর। ধরলেন রুদ্ররূপ। সতীও ধরলেন কালীরূপ। তারপর একে একে তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী সেজে মহাদেবকে ভয় দেখাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত নিজের খাঁড়া দিয়ে নিজের মুণ্ডু কেটে ফেললেন। তিন ধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়ল; মাঝের ধারার রক্ত একহাতে ধরা মুণ্ড পান করতে লাগল। অন্য দুটি ধারা পান করল সহচরী বর্ণিনী আর ডাকিনী। এবার শিব চৈতন্য হারালেন। সেই থেকে দেবী ছিন্নমস্তা। ভৈরবী নদী (ভেঁড়া—স্থানীয় ভাষায়) হেঁটে পার হয়ে যেতে হবে টকটকে লাল মন্দিরে। আদিবাসীরা এখানে প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে। চৌকোনা পাথরের বেদির উপর সিঁদুর-লেপিত দেবী মূর্তি—চেনাই যায় না। সর্বদা বলি হচ্ছে। এই মন্দিরের দক্ষিণে রুদ্র ভৈরবের মন্দির। এর সামনে সাধন আশ্রম পঞ্চবটী। তার দক্ষিণে ফুলবাগান।

পাহাড়ের নীচ দিয়ে দামোদর নদ বয়ে যাচ্ছে। কাছেই দামোদর ও ভৈরবীর সঙ্গম সৃষ্টি করেছে একটি সুন্দর জলপ্রপাত। জায়গাটির নাম নিয়ে আদিবাসীদের মধ্যে গল্প আছে যে বন্ধ মন্দিরের দরজা খুলে লোকেরা দেখে যে সেখানে স্থানীয় রাজাকে রোপণ বা পোঁতা হয়েছে। তাই থেকে রাজা কা রোপা বা রাজারাপ্পা। সেই অবধি মন্দিরের দরজা খোলা রইল চিরকালের জন্য।

এখানে থাকার জন্যে দুটি ধরমশালা থাকলেও বেশির ভাগ পর্যটকই সকালে রাঁচি থেকে এসে বিকেলে ফিরে যান। এখান থেকেই অনেকে সূরযকুণ্ড উষ্ণ প্রস্রবণ দেখতে যান।

পালামউ জাতীয় উদ্যান/বেতলা

পালামউ নামটি শুনলেই বঙ্কিমচন্দ্রের সহোদর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে— 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'। পরিচিতি নাম পালামউ হলেও জায়গাটার আসল নাম বেতলা। 1669 খ্রিস্টাব্দে দায়ুদ খান সৈন্যসামন্ত নিয়ে পালামউ-এর বনে কামানের গোলা নিয়ে যাবার জন্যে বন কেটে রাস্তা তৈরি করেছিলেন। এখন সেই বনে বন্যপ্রাণী এবং পরিবেশকে বাঁচাতে নিত্য সংগ্রাম হচ্ছে। গ্রীষ্মে 44°C এবং শীতে 4°C- এর তারতম্য নিয়েই এ বনে গড়ে উঠেছে 9টি প্রকল্পের একটি 928 12 বর্গকিমি জমির মধ্যে 216 বর্গকিমি উদ্যান নিয়ে। ঘন অরণ্যের বুকে দীর্ঘ তরুবাজি আর বাঘ ছাড়া বুনো হাতি, চিতা, সম্বর, বাইসন, গউর, নীলগাই, বুনোশুয়োর, সজারু, হাজার প্রজাতির পাখির আনাগোনা। পৃথিবীর প্রথম ব্যাঘ্রগণনা বা সুমার হয়েছে এই বনেই 1932-এ।

কেমন করে আসবেন : প্রথমে নামতে হবে ডালটনগঞ্জ স্টেশনে। হাওড়া থেকে এখানে ট্রেন আসছে শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস প্রতিদিন 14.30 -এ ছেড়ে 574 কিমি পথ পার হয়ে 3.35-এ। রাঁচি থেকে 194 কিমি ডালটনগঞ্জ। এই ডালটনগঞ্জ থেকে বেতলা 20 কিমি। স্থানীয় বাসে সহজেই আসা যায়। হাতিয়া এক্স রোজ রাত 21.35 হাওড়া ছেড়ে রাঁচিতে আসে সকাল 7.40-এ। সেখান থেকে ডালটনগঞ্জ বাসেও আসতে পারেন। সেখান থেকেই বেতলা যেতে পাবেন। আবার হাজারিবাগ মোহন টকিজ থেকে 5.30-এর একমাত্র বাস ধরে আসুন 5½ ঘণ্টায়।

কোথায় উঠবেন : বেতলায় বিহার বনবিভাগের Tourist Bunglow আছে। আগেই বুকিং করুন— Field Director, Project Tiger, Daltongunj, Palamau, Bihar। এখানে খাবার ব্যবস্থাও আছে। থাকার জন্য D ১৫০, ডর্মি ৬০। রোমাঞ্চকর জায়গা হল গাছের উপর Tree House। ভোরে সেখানে হাতি এসে কানে সুড়সুড়ি দিয়ে যায়। এছাড়া রাস্তার কাছে FRH, DAB ১২৫; ট্যুরিস্ট কটেজ

ঐ, জনতা লজ টেন্ট ৬৫ ডর্মি ৩৫। 9 কিমি দূরে Ketchiki FRH, D ১০০। কলকাতা থেকে গেলে বিহার পর্যটন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করুন। এছাড়া পর্যটন দপ্তরের Hotel Van Vihar (Ph: 06567-226523) SAB ৩০০ DAB ৩৫০ DAC ৬০০ (রিজা: Manager, Betla National Park বা কলকাতায় BTDC, 26 B Camac Street, Kolkata-16) Hotel Debjani (Ph: 06562-226518) S ১৫০ D ২০০-৩৫০ ডর্মি ৭৫ মাথাপিছু (রিজা. Debcon, 143 Santoshpur Avenue, Kolkata 75। ডালটনগঞ্জে থাকার জন্য সাধারণ হোটেল পাবেন।

কী দেখবেন : বেতলা তোরণ দ্বার থেকে ভিতরে যেতে হবে আপনাকে। সেজন্য বনবিভাগ গাড়ির ব্যবস্থা রেখেছেন। নিজের গাড়ি এনে থাকলে তা নিয়েও ঢুকতে পারেন ৫০-১০০ প্রবেশ মূল্য দিয়ে। ৯ ভাড়া দিয়ে স্পট লাইট অবশ্য সঙ্গে নেবেন। বন দফতরের গাড়ির ভাড়া 6 যাত্রীর জিপ জনপ্রতি ৯, 16 যাত্রীর মিনিবাস জনপ্রতি ১৩.৫০ হারে। হাতি যাচ্ছে দিনের আলোয়, খুব বেশি হলে 4 জন যাত্রী নিয়ে ৪০ ভাড়ায়।

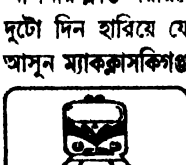
এবার ভিতরে ঢুকে জন্তু-জানোয়ার দেখার জন্যে নজরদারি স্তম্ভ বা ওয়াচ টাওয়ারে উঠুন। দুটি টাওয়ার আছে।

নিষেধ: ধূমপান, চড়া রঙের জামাকাপড় এবং আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ। অক্টোবর থেকে এপ্রিল খোলা। সময় 6.00-11.00 এবং 15.00-19.00।

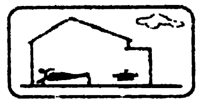
এখান থেকে ইচ্ছে হলে 5 কিমি দূরে বেরো রাজা মেদিনী রায়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গটি দেখে নিন। আরো দুর্গ দেখতে চাইলে ঔরঙ্গা নদীর পাড়ে বিধ্বস্ত দুর্গটি দেখুন। তবে যেখানেই যান, বেতলার বন বিভাগের মিউজিয়ামটি দেখতে ভুলবেন না।

ম্যাকক্লাসকিগঞ্জ

ব্যস্ত জীবনযাপনে আপনি কি ক্লান্ত? তাহলে আপনার ক্লান্ত শরীরকে প্রকৃতির ক্রোড়ে মেলে দিয়ে যদি দুটো দিন হারিয়ে যেতে চান আপন মনে, তবে ঘুরে আসুন ম্যাকক্লাসকিগঞ্জ (McCluskieganj)।



গোমো-বরকাকনা বারিওয়াদি ট্রেনপথে গোমো চন্দ্রপুরা-বোকারো-রাঁচি রোড হয়ে ম্যাকক্লাসকিগঞ্জ হাওড়া থেকে 452 কিমি দূরে। গোমো থেকে চোপান প্যাসেঞ্জারে 5.40 চড়ে 11.41, অথবা গোমো-বারওয়াদি প্যাসেঞ্জারে 10.40 চড়ে 16.08 এ এখানে আসুন। যাঁরা হাওড়া থেকে যাবেন তাঁরা 14.30 এর শক্তিপুঞ্জ এক্স চড়ে সরাসরি ম্যাকক্লাসকিগঞ্জ (পৌঁছয় 1.09) আসতে পারেন। রাঁচি থেকেও এখানে আসতে পারেন মান্দার হয়ে 30 + 25 = 55 কিমি পথ বাসে এসে।



এককালে এটি সাহেবদের খুব প্রিয় ছিল। তাঁদের কিছু বাংলো এখনো রয়ে গেছে। তারই একটা ভাড়া নিয়ে মনোরম পরিবেশে একটু স্বস্তির নিশ্বাস নিতে পারেন। থাকা-খাওয়ার জন্য উষাঞ্জলি গ্রিন মাউন্টেন হলিডে রিসর্ট (Ph: 06531-276357) DB ২৫০ DB Dlx ৪০০ Suit ৫০০; আরও খবরের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন: শ্রীঅমিত ঘোষ, শান্তিনিকেতন, ম্যাকক্লাসকিগঞ্জ, জেলা: রাঁচি অথবা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রিট, কোন্নগর, হুগলী, Ph: 2663-2227।

জামসেদপুর/টাটানগর

ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলার ধলভূম পরগণার একটি প্রসিদ্ধ শিল্পনগরী জামসেদপুর। খড়কাই এবং সুবর্ণরেখা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই শহরের আয়তন 79 বর্গকিমি। খুনতাভি, সাকচি, মহুলবেড়া, শুসনিগাড়িয়া এবং জুগসলাই গ্রাম নিয়ে এই শিল্পশহর গড়ে উঠেছে। 1907 পর্যন্ত এটি সাকচি নামে একটি গণ্ডগ্রাম মাত্র ছিল। বাঙালি ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু গোরুমহিষানীতে আকরিক লৌহের সন্ধান দিলে শিল্পপতি জামসেদজি টাটার মৃত্যু হলে দোরাবজি টাটা সিনিতে কারখানা স্থাপনের নির্দেশ দিলেও জল ও স্থানের অভাবের জন্য সাকচিতে ইস্পাত কারখানাটি নির্মিত হয়। জামসেদজি টাটার নামানুসারে এই শহরের পত্তন হয় 27 ফেব্রুয়ারি 1908-এ। পুনর্বিন্যাস ঘটে 1936 এবং 1943-এ। কারখানায় উৎপাদন শুরু হয় 1911 থেকে। এটি TISCO নামে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ইস্পাত কারখানা। এর অন্যান্য শাখা TELCO থেকে মোটরগাড়ি এবং TOMCO থেকে তৈল ও প্রসাধন দ্রব্য নির্মিত হয়ে থাকে।

কখন আসবেন : এখানের জলবায়ু শুষ্ক এবং উষ্ণ। সর্বোচ্চ গড় উত্তাপ 42°C এবং সর্বনিম্ন গড় উত্তাপ 31°C। বছরের যে কোনো সময়েই আসতে পারেন। তবে

অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যেই আসা ভাল। গ্রীষ্ম প্রচণ্ড।

কেমন করে আসবেন : কাছের রেলস্টেশন হল টাটানগর। এখানে ট্রেন আসছে আমেদাবাদ, এলাহাবাদ, অমৃতসর, মুম্বাই, দিল্লি, হাওড়া, চেন্নাই, মজঃফরপুর, পুরী, রাঁচি—সব জায়গা থেকে। হাওড়া থেকে 251 কিমি পাড়ি দিন। ট্রেন আসছে 6.50 ছেড়ে ইস্পাত এক্স 10.55, 17.30 ছেড়ে স্টীল এক্স 21.50, 20.40 ছেড়ে রায়গড় এক্স 21.35 ছেড়ে হাতিয়া এক্স 2.20, 20.50 ছেড়ে আমেদাবাদ এক্স 1.25, 20.05 ছেড়ে মুম্বাই মেল (ভায়া নাগপুর) 00.05, 12.55 ছেড়ে গীতাঞ্জলি এক্স 16.55 এবং 10.40 ছেড়ে তিলক এক্স 16.10-এ। এই ট্রেনগুলিই নাগপুর-রাউরকেল্লা হয়ে ফিরছে এখানে। মুম্বাই থেকে আসছে গীতাঞ্জলি এক্স, মুম্বাই মেল, মুম্বাই এক্স। পাঠানকোট থেকে আসছে কানপুর-এলাহবাদ-ডালটনগঞ্জ হয়ে পাঠানকোট হাতিয়া-টাটা এক্স পাঠানকোট 16.35 ছেড়ে অমৃতসর 19.30 হয়ে এখানে 11.10। পুরী থেকে আসছে নীলাচল এক্স 9.05 ছেড়ে এবং কলিঙ্গ-উৎকল এক্স 17.50 ছেড়ে 19.10 ও 4.55; দিল্লি থেকে 6.30 ছেড়ে নীলাচল এক্স আসছে টাটানগরে 8.05-এ।

সড়কপথে : জামসেদপুর থেকে কলকাতা 294, রাঁচি 131 এবং পাটনা 454 কিমি। রাজ্য পর্যটনের বাস আসছে চাইবাসা, ধানবাদ, গয়া, হাজারিবাগ, পাটনা, পুরুলিয়া, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান থেকে। শহরেও এঁরা বাস চালাচ্ছেন। মিটারযুক্ত ট্যাক্সি এবং সাইকেল রিক্সা পাবেন শহরে।

কোথায় উঠবেন এখানে : আছে বিষ্টুপুর মেন রোডে পাশ্চাত্য প্রথার হোটেল Boulevard Hotel, Hotel Nataraj; নর্দার্ন টাউনে বি রোডে Tisco Hotel, সাধারণ হোটেলের মধ্যে বিষ্টুপুর "N" রোডেBally Hotel,Grun Hotel; সাকচিতে Gujrat Boarding, Hindu Lodge, বিষ্টুপুরে ডায়াগোনাল রোডে Modern Hotel; বিষ্টুপুর মেন রোডে Kohiroor Hotel, Nalanda Hotel; আর আছে সাকচিতে Man Sarovar ছাড়া Rajhans, Rekhi, Raj, Rani ইত্যাদি। অন্যান্য আবাসের মধ্যে CH (রিজা: SDO, Jamsedpur), সাকচিতে DB (রিজা: ঐ) FRH (DFO, জামসেদপুর), Lake House (রিজা: Director Town Service, Tisco); PWD IB (রিজা: Ex. Engr. PWD, Chaibasa); RR. TISCO GH ইত্যাদি।

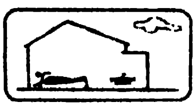
কী দেখবেন এখানে : এখানের কারখানা ও তৎসংলগ্ন দ্রষ্টব্যগুলি রয়েছে-- 1922-এ প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান কেব্‌ল্ কোং, ইন্ডিয়ান টিউব কোং, টাটানগর ফাউন্ড্রি, TELCO, TISCO ইত্যাদি। সর্বত্রই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তবে যেতে পারবেন। শহরে উপনগরী TELCO ঘুরে দেখলে সবচেয়ে ভাল লাগবে। আর দেখুন মহীশূর বৃন্দাবন গার্ডেন্স-এর পরিকল্পনা অনুসারে 200 একর জমিতে 1955-য় ইস্পাত কোম্পানির **সুবর্ণজয়ন্তী** উপলক্ষে গড়ে তোলা বাগিচা **জুবিলি পার্ক**। এর গোলাপ বাগিচা, ছোটদের পার্ক, মোগল উদ্যান, বিশাল হ্রদ এবং ছোট গল্‌ফ কোর্স আপনার মনকে নন্দিত করবে। যদি প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্যে ডুবে যেতে চান তবে **দলমা পাহাড়ে** গিয়ে অবশ্য ঘুরে আসুন। তবে সবচেয়ে ভাল লাগবে শহর থেকে 12 কিমি দূরে জামসেদপুরের জলসরবরাহের উৎস **ডিমনার লেকটি**। পাহাড়ের চুড়োয় গড়ে উঠেছে লেক হাউস। TISCO-র অনুমতি জোগাড় করে এখানে থাকার ব্যবস্থা করলে মনে হবে নন্দনকাননে বাস করছেন। আর খড়কাই ও সুবর্ণরেখা নদী যেখানে মিশেছে 6 কিমি দূরের সেই সঙ্গমস্থলটিও কম মনোরম নয়।

ঘাটশিলা

পথের পাঁচালী-খ্যাত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত এবং সুবর্ণরেখার বামতীরে অবস্থিত এই গ্রামটি 1961-তে শহরের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এর বর্তমান আয়তন 9 কিমি। প্রাচীনকালে ঘাটশিলা ধলভূম রাজ্যের রাজধানী ছিল। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলে ইন্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনের বৃহৎ তাম্র উৎপাদন কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে। খনি অঞ্চলটি 27 বর্গকিমি জায়গা জুড়ে মোসাবানী ও রাখায় অবস্থিত। বাৎসরিক গড় উৎপাদন আনুমানিক 7,600 মেট্রিক টন।

কেমন করে আসবেন : স্টেশন ঘাটশিলা হাওড়া-টাটানগর-রাউরকেল্লা শাখায় অবস্থিত। হাওড়া থেকে 215 কিমি দূর। হাওড়া থেকে ট্রেন যাচ্ছে ইস্পাত এক্স, স্টীল এক্স, হাওড়া-সম্বলপুর প্যাসেঞ্জার, কলিঙ্গ-উৎকল এক্স এবং মুম্বাই এক্স (ছাড়ার সময়ের জন্য দেখুন টাটানগর)। সময় লাগে 3.15 ঘণ্টার মত।

টাটা থেকে ট্রেনে এর দূরত্ব মাত্র 36 কিমি। বাস আসছে যেমন টাটানগর থেকে হাম্মেশাই, তেমনি কলকাতা থেকে রাঁচির যে বাসগুলি যায় (দেখুন—রাঁচি) সেগুলি এই ঘাটশিলাতে থেমেই যায়।



কোথায় উঠবেন : খুব বেশি দামি না হলেও ঘাটশিলায় ২০০-৩৫০ মধ্যে থাকার জায়গা পাবেন। এদের মধ্যে পথের পাঁচালি, পান্থনিবাস, সারদা লজ, মুকুল চক্রবর্তীর Mukul Bhawan GH ইত্যাদি বাসযোগ্য। স্টেশনের কাছেই Hotel Snehalata (Ph: 06585-225767) DB ২৫০-৩০০; আছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে মাড়োয়াড়ি ধরমশালা। অপুর পথে Anindita (Ph: 225624) DB ১৭৫ DB Dlx. ২২৫ Sup. Dlx. ২৫০; DB ২০০-৩০০। এছাড়া মেন রোডে Hotel Shalimar (Ph: 227200) DB ২৫০ 4B ৩৫০; Hotel Green (Ph: 225441) DB ১৭৫ 3B ২২৫; Hotel Jyoti Palace (Ph: 225358) DB ১৮০-২২৫; Hotel Abhishek SAB ১২৫ DAB ১৭৫ ডর্মি ৪৫ মাথাপিছু; Hotel Oasis DAB ১২৫-১৫০ 5B ১৯০ প্রভৃতি।

কী দেখবেন এখানে : পর্যটক বন্ধু, হাতে সময় নিয়ে এখানে এসেছেন তো? অন্তত সাতটা দিন না হলে এখানে থাকার পাঁচালি তো সম্পূর্ণ হবে না। প্রকৃতি, গালুডি পাহাড়ের হাতছানি, স্বাস্থ্যপ্রদ জলবায়ু আপনাকে হয়ত আরো বেশিদিন টেনে রাখতে চাইবে।

ঘাটশিলার অন্যতম আকর্ষণ ধলভূম রাজাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী **রঙ্কিণীর সুপ্রাচীন মন্দিরটি**। পরে আশ্বিন মাসে বিশেষ করে সাঁওতালদের প্রিয় 'বিন্দ-মেলা' উৎসব 15 দিন ধরে উদযাপিত হয়। শুরু হয় মহিষ বলি দিয়ে। ভাদ্র মাসের ইন্দ্র পরব-এ (ইঁদ পূজা) খুব উৎসব হয়। **সড়কপথে ঘাটশিলা** থেকে দূরত্ব 14 কিমি। ইচ্ছে করলে **যদুগোড়ার** পাহাড়-অরণ্যের মাঝে বসে চড়ুইভাতি সেরে নিতে পারেন। এবার চলুন **গালুডিতে**। দূরত্ব 10 কিমি। ঘাটশিলার ঠিক পরের স্টেশন (টাটানগরের দিকে যেতে)। এখানের অপার নির্জনতা ও সুবর্ণরেখার অপরূপ সৌন্দর্য ছেড়ে মন যেতে চাইবে না। থেকে যেতে পারেন। রয়েছে সুবর্ণরেখা রিসর্ট DAB ৩০০-৪০০, ডর্মি ৬০ মাথাপিছু। এখান থেকে ঘুরে নিতে পারেন **সাতগুরুং, বরকচা-শবরনগর** বা **হুদবুদা নদীর** পার ধরে। তবে ঘাটশিলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ **ধারাগিরি জলপ্রপাত**। যাতায়াতের পথে দেখে নিন বুরু ড্যাম। চড়ুই ভাতি সেরে নিতে পারেন।

পাথরের বাসনপত্র তৈরি কেমন করে হয় দেখতে যদি বাসনা থাকে তবে 12.8 কিমি দূরে টিকরি গ্রামে যেতে হবে। আপনি কি ব্যর্থ প্রেমিক? ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? তবে চলে যান ফুলডুংরিতে। হয়ত মনের কামনা পূরণ হতেও পারে এ মন্দিরে প্রার্থনায়। লোকের তো তাই বিশ্বাস। আর বিভূতিভূষণের স্মৃতিধন্য বিভূতি পরিষদে তো বাঙালি হিসেবে আপনার স্থায়ী আমন্ত্রণ আছেই।

কিরিবুরু/মেঘাতুবুরু

পাহাড় আর গভীর অরণ্য— এরই মাঝে নিরালায় বসে ছুটি কাটাতে চান তো চলে আসুন এখানে সারান্ডার জঙ্গলে। একই পাহাড় চূড়োয় পাশাপাশি এই দুইয়ের অবস্থান। আবহাওয়াও চমৎকার। গরমের আধিক্য নেই, নেই শীতের কামড়ও। শীতের সময় একটু গরম পোশাক হলেই চলে যায়।

ঘুরে দেখুন এখানকার পাহাড় জঙ্গল ঘেরা খনি এলাকা। SAIL এই ব্যাপারে সহযোগিতা করে। প্রজেক্ট অফিসে যোগাযোগ করলে তারাই জিপ সমেত ঘোরার ব্যবস্থা করে দেবেন। আর পাহাড়-চূড়ায় আছে ওয়াচ টাওয়ার। লোহার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেই পুরো সারান্ডার জঙ্গল আপনার চোখের সামনে। জেগে উঠবে সাতশো পাহাড় চূড়া। এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। তবে ওয়াচ-টাওয়ারে দুপুর-দুপুর যেতে চেষ্টা করবেন। বিকেলে প্রচণ্ড হাওয়ায় থাকা মুশকিল হয়।



কেমন করে যাবেন : কলকাতা থেকে সরাসরি যেতে হলে হাওড়া থেকে আদ্রা-চক্রধরপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে চক্রধরপুর নামুন। অবশ্য হাওড়া থেকে যে সমস্ত মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন রাউরকেল্লা হয়ে যাচ্ছে, সে সব ট্রেনগুলি চক্রধরপুর স্টেশনে থামে। এদের কোনো একটিতে চড়েও এখানে আসতে পারেন। চক্রধরপুর থেকে বাস পাবেন মেঘাতুবুরু আসার জন্য। প্রাইভেট জিপও ভাড়া পাওয়া যায়। হাওড়া থেকে চক্রধরপুরের দূরত্ব 314 কিমি। আবার খড়্গপুর থেকে ট্রেন ধরে বড়জামদা নেমে সেখান থেকে বাসে কিরিবুরু/মেঘাতুবুরু আসতে পারেন। তবে মাঝপথ বলে বড়জামদা থেকে বাসে ওঠা সমস্যার হতে পারে। আর যদি ঘাটশিলা ভ্রমণ শেষে এখানে আসতে চান তাহলে সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশন হল

গুয়া (21 কিমি)। ঘাটশিলা থেকে খড়্গপুর-গুয়া প্যাসেঞ্জার চেপে এখানে নামুন। তবে ঘাটশিলা থেকে বাসে চাইবাসায়-এ সে বাস বদল করে জামদা হয়ে সরাসরি কিরিবুরু আসাই সুবিধার।

ফেরার জন্য ভোর 4টে নাগাদ মেঘাতুবুরু থেকে জামসেদপুর যাবার বাস ছাড়ে। তাতে চড়ে জামসেদপুর এসে হাওড়াগামী ট্রেনে কলকাতায় দিনে দিনে ফেরা যায়। না হলে বেলার বাস ধরে চক্রধরপুর এসে রাতের ট্রেন ধরে পরদিন সকালে ফেরা।

কোথায় থাকবেন : থাকার জন্য পাবেন স্টিল প্ল্যান্টের ব্যাচেলরস হস্টেল আর পাহাড় চূড়োয় সুন্দর পরিবেশে মেঘালয় গেস্ট হাউস। হস্টেলের ভাড়া জনপ্রতি ১০০ আর গেস্ট হাউস DAC ৩০০ অতিরিক্ত ১৫০। এই দুটি জায়গার অগ্রিম বুকিং-এর ঠিকানা : Chief Superintendent, SAIL, Bokaro Steel Plant, Meghataburu Iron Ore Project P.O. Meghataburu, Singhbhum, Jharkhand, Pin 833223 অথবা Raw Materials Division, Kiriburu- Meghataburu Group of Mines, Bokaro Steel Plant, Meghataburu-833223, Singhbhum, Jharkhand। এছাড়া কিরিবুরুতে PWD IB ও GH।

কিরিবুরু থেকে জিপ ভাড়া নিয়ে ঘুরে নিন সারাণ্ডা অরণ্য। **থলকোবাদ, শশাংবুরু ও কুমডি** অরণ্যে ঘুরতে ফিরতে দেখা মিলবে হাতি, ভালুক, বাইসন, চিতা, বুনোকুকুর, শম্বর প্রভৃতি বন্যপ্রাণীর। থলকোবাদ চেকপোস্টের কাছেই টিলার উপরে বনবিভাগের সুন্দর বাংলো আছে।

এবারে সারাণ্ডা জঙ্গলে ঘোরার চারদিনের একটা ভ্রমণসূচি দিচ্ছি।

প্রথম দিন : সকালে ট্রেনে এসে নামুন চক্রধরপুর স্টেশনে। সেখান থেকে জিপে করে আসুন আপনার নির্দিষ্ট থাকবার জায়গায়। তারপর বিশ্রাম নিয়ে সেদিন ঘুরে নিন ইচ্ছেমতো আশপাশের জঙ্গলে পায়ে হেঁটে।

দ্বিতীয় দিন : সকালের জলখাবার খেয়ে আর দুপুরের খাবার প্যাকেটবন্দী করে চলুন **পাছরি জলপ্রপাত** দেখতে। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে মনোরম ঝরনা। ঘুরুন, স্নান করুন, ইচ্ছে করলে সকলে মিলে চড়ুইভাতি করে নিতে পারেন। আর মুক্ত প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাওয়ায় নেই মানা। তবে খেয়াল রাখবেন, সন্ধের আগেই ফিরতে হবে।

তৃতীয় দিন : এদিন চলুন **থলকোবাদ অভয়ারণ্যে**। সকালের জলখাবার খেয়ে জিপে করে যেতে হবে ওয়াচ-টাওয়ারে। মাচায় উঠে গা-ঢাকা দিয়ে বসুন। তারপর চুপচাপ প্রত্যক্ষ করুন বন্যপ্রাণীদের প্রাত্যহিকী। সন্ধেয় নেমে এসে সঙ্গে ফ্ল্যাশ লাইট ইত্যাদি নিয়ে জঙ্গল অভিযান।

চতুর্থ দিন : দুপুরের আহার সেরে ফিরে চলুন চক্রধরপুর। সেখানে দিন বা রাতের ট্রেন ধরে ফিরে আসুন হাওড়া স্টেশনে।

চাইবাসা

সিংভূম জেলার সদর শহর চাইবাসা। এখানের ছোট ছোট টিলা, শাল-সেগুনে ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগবে। যা খুশি খান, সব কিছুই হজম করিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে এখানের জল। স্বাস্থ্য ফেরাতে এখানে আসতে পারেন। বেড়াতে তো অবশ্যই আসবেন। অনেক বাঙালির বাস। দিঘির জলে পানকৌড়ি-বালিহাঁস— নানারঙা পদ্মফুলের মেলা দেখুন। মধুবাঁধ, রানীবাঁধ, শিববাঁধের পাড়ে ঘুরুন, নদীর ধারে জৈন মন্দিরের পবিত্রতায় দুদণ্ড কাটিয়ে আসুন। রুংটা বাগানে ফুলের সুবাস নিন— গোলাপের সমারোহ দেখুন।

এখানে আসুন হাওড়া থেকে হাওড়া-রাউরকেল্লা লাইনের ট্রেনে রাজখরসোয়ান। এখান থেকে গাড়িবদল করে কয়েকটি স্টেশন পরের চাইবাসায়। হাওড়া থেকে রাজখরসোয়ানের দূরত্ব 293 কিমি। আবার হাওড়া থেকে 251 কিমি দূরের টাটানগর স্টেশনে নেমে বাসে করে 65 কিমি পার হয়েও চাইবাসায় আসা যায়। টাটা থেকে চাইবাসা আসার অনেক বাস পাওয়া যায়।

থাকার জন্য পাবেন নানান হোটেল ও লজ। দামী হোটেল জেলখানার কাছে Hotel Akash। সদর বাজারে Hotel Annapurna, মাঝারি মানের। এছাড়া Janta Lodge, Bharat Lodge, Rungta GH, Marwari Dharmashala পাবেন। আর পাবেন PWD IB (রিজা : EE, PWD, Chaibasa, Jharkhand)।

তামিলনাড়ু

আগে যার নাম ছিল মাদ্রাজ, এখন সেই রাজ্যের নামই তামিলনাড়ু। সূর্যকরোজ্জ্বল এই দক্ষিণী রাজ্যটি মন্দিরময় এবং খুবই প্রাচীন। ভক্তিপ্রবণতা এই রাজ্যের অধিবাসীদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং এই ভক্তিধর্মই ভারত-সংস্কৃতির দুটি বিশিষ্ট ধারার জন্ম দিয়েছে— মন্দিরকেন্দ্রিক নৃত্যশিল্প ভরতনাট্যম্ এবং কর্ণাটকি সংগীত। ভারত উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এই রাজ্য প্রকৃতপক্ষে দ্রাবিড় সভ্যতার লীলাভূমি। আর্যদের আগমনের আগে থেকেই দক্ষিণভারতের তিনটি দ্রাবিড় রাজ্য ছিল চোল, পাণ্ড্য এবং চেরা। চেরা হল কেরালা এবং চোলই হল আমাদের মাদ্রাজ বা তামিলনাড়ু। তাঞ্জোরে চোল রাজারা ছিলেন খুবই পরাক্রান্ত (10 থেকে 12 শতক পর্যন্ত)। পল্লব, চোল এবং পাণ্ড্য রাজারাই তামিলনাড়ুতে তাঁদের অপূর্ব স্থাপত্য ও শিল্পকীর্তির নিদর্শন রেখে গেছেন।

দক্ষিণভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয় 14 শতকের প্রথম দিকে। আলাউদ্দিন খিলজির সেনাপতি মালিক কাফুর পর পর তিনবার দক্ষিণভারত আক্রমণ করে জয়ী হন। পরে অবশ্য কর্ণাটকে বিজয়নগর এবং মাদুরাতে নায়ক রাজগণ বহু বছর রাজত্ব করেন। পরে আসেন বিদেশীরা। কিন্তু তাঁদের আগমনের আগেই ভারতের বুকে যে শিল্প ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার নিদর্শন রয়ে গেছে মন্দিরের সুউচ্চ গোপুরম্, মন্দিরচূড়ায় বিপুলাকৃতি ঘণ্টা, ব্রোঞ্জের নানা শিল্পকীর্তির মধ্যে। রয়ে গেছে নাগস্বরম্ ও তাবিল বাদ্যযন্ত্র, পুরবী আট্টম্ ও মাবিল আট্টম্ লোকনৃত্যেও। আসলে উত্তরভারতের শিল্পকীর্তি যখন বার বার বহিরাক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে তখন দক্ষিণের শিল্প বহুলাংশে রক্ষা পেয়ে অক্ষত রয়ে গেছে।

প্রাচীন এই চোলামণ্ডলের ভাষা তামিল ভারতের প্রাচীনতম ভাষাগুলির অন্যতম। এতে বৈদিক-সংস্কৃতর প্রভাব অত্যন্ত কম। এই ভাষার গৌরব স্মরণ করেই 1,30,069 বর্গকিমি আয়তনের এই দেশের, 14 জানুয়ারি 1969 থেকে, মাদ্রাজ নাম বদল করে নতুন নামকরণ হয় তামিলনাড়ু। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় কোটি (6,21,10,839—2001)। 30টি জেলা। জেলাগুলি হল— কোয়েম্বাটোর, কন্যাকুমারী, চেন্নাই, মাদুরাই, নীলগিরি, রামনাথপুরম্, সালেম, তিরুভাল্লুর, ডিন্ডিগুল, নাগপত্তনম, ভেলোর, এরোদ, ভিরুধনগর, শিবগঙ্গাই, কুড্ডালোর, তাঞ্জাভুর, তিরুভান্নামালাই, তুতিকোরিন, ভিল্লুপুরম, কারুর, পেরামবালুর, কাঞ্চিপুরম, নামাক্কাল, তিরুবারুর, থেনি, তিরুচিরাপল্লি, তিরুনেলভেলি, ধর্মপুরী, আরিয়ালুর এবং পুড়ুকোট্টাই।

কখন বেড়াতে আসবেন : তামিলনাড়ুতে বেড়াতে আসার সেরা সময় শীতকাল। কারণ এখানের শীত কলকাতার শীতকালের শীতের চেয়ে অনেক কম। গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা ওঠে 43°C এবং শীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দাঁড়ায় 18°C, যেখানে কলকাতার তাপমাত্রা কখনো কখনো 12°C-এ নেমে যায়। অতএব এখানে বেড়াতে আসার সেরা সময় অক্টোবর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে। সাধারণ পোশাক-আশাক আনলেই চলে।

তামিলনাড়ুর রাজধানী হল চেন্নাই— পূর্বতন নাম মাদ্রাজ। চলুন, সেখানেই আগে যাই।

চেন্নাই (মাদ্রাজ)

দক্ষিণভারতের সর্বপ্রধান এবং ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম শহর হল চেন্নাই। বন্দরময় এই শহরটি থেকেই অনেকে দক্ষিণভারত ভ্রমণ শুরু করেন। ব্রিটিশরা এখানে আসার আগে থেকেই পোর্তুগিজরা স্যান-টোমে একটি ছোট বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং জনশ্রুতি যে তাঁদেরই একজনের নাম মাদ্রাজ থেকে এখানের নামকরণ হয়েছিল মাদ্রাসপত্রম্। 17 শতকের সূচনায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চেন্নাপত্রম্ (এই চেন্নাপত্রম্ থেকেই বর্তমান চেন্নাই) অঞ্চলে এসে তাদের প্রথম বাণিজ্য বিস্তার করতে থাকে। 1639-এ চন্দ্রগিরির রাজার কাছ থেকে তারা এই গ্রামের অধিকার পেয়ে সেখানেই 1640-এ ফ্রান্সিস দিবসে আধুনিক চেন্নাই শহরের পত্তন করে। প্রায় 14 বছরের পরিশ্রমে ফর্টা সেন্ট জর্জ এটি সমাপ্ত করেন 1653-তে। এই চেন্নাই শহরেই বিখ্যাত তামিল কবি তিরুভাল্লুভরের জন্ম হয়েছিল।

মুম্বাই এবং কলকাতার সঙ্গে চেন্নাই-এর পার্থক্য হল এখানের বিশাল সবুজক্ষেত্র, সমুদ্রতীর, প্রভূত গাছপালার সম্পদে। এখন আধুনিক চেন্নাই বেড়ে উঠেছে তার নানা উন্নতমানের শিল্প, বন্দর এবং আধুনিক জীবনকে ঘিরে। এখানের লোকেরা যে একেবারেই হিন্দি



△ ১



△ ৩



△ ২

১ কাঞ্চিপুবম-তামিলনাড়ু

২ বদ্রীনাথ মন্দির-উত্তর প্রদেশ

৩ হংসেশ্বরী-মন্দির-হুগলী-পশ্চিমবঙ্গ

৪· সোনাব কেল্লা-জয়সলমীর-রাজস্থান

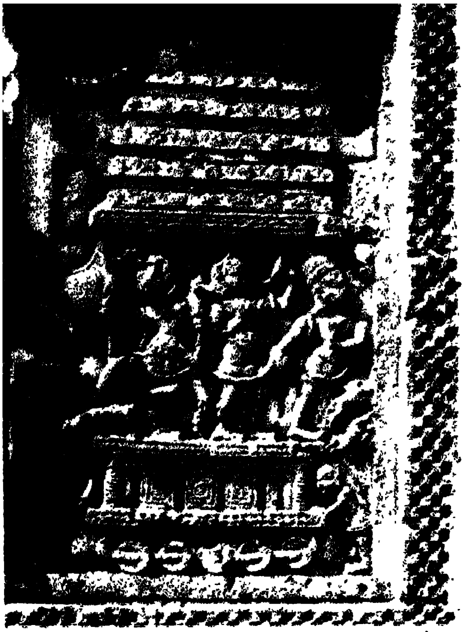
৫· অমৃতসর স্বর্ণমন্দির-পঞ্জাব

▽ ৫





△ ৪



△ ১



△ ২

▽ ৩



১· বাংলার টেরাকোটা-পশ্চিমবঙ্গ

২· পুরীর সমুদ্র সৈকত-ওড়িশা

৩· কন্যাকুমারিকা মন্দির-তামিলনাড়ু

৪· বত্রিশ সিংহাসন-উজ্জইন-মধ্য প্রদেশ

৫· অঞ্জুনা বীচ-গোয়া

▽ ৪

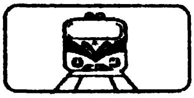


▽ ৫



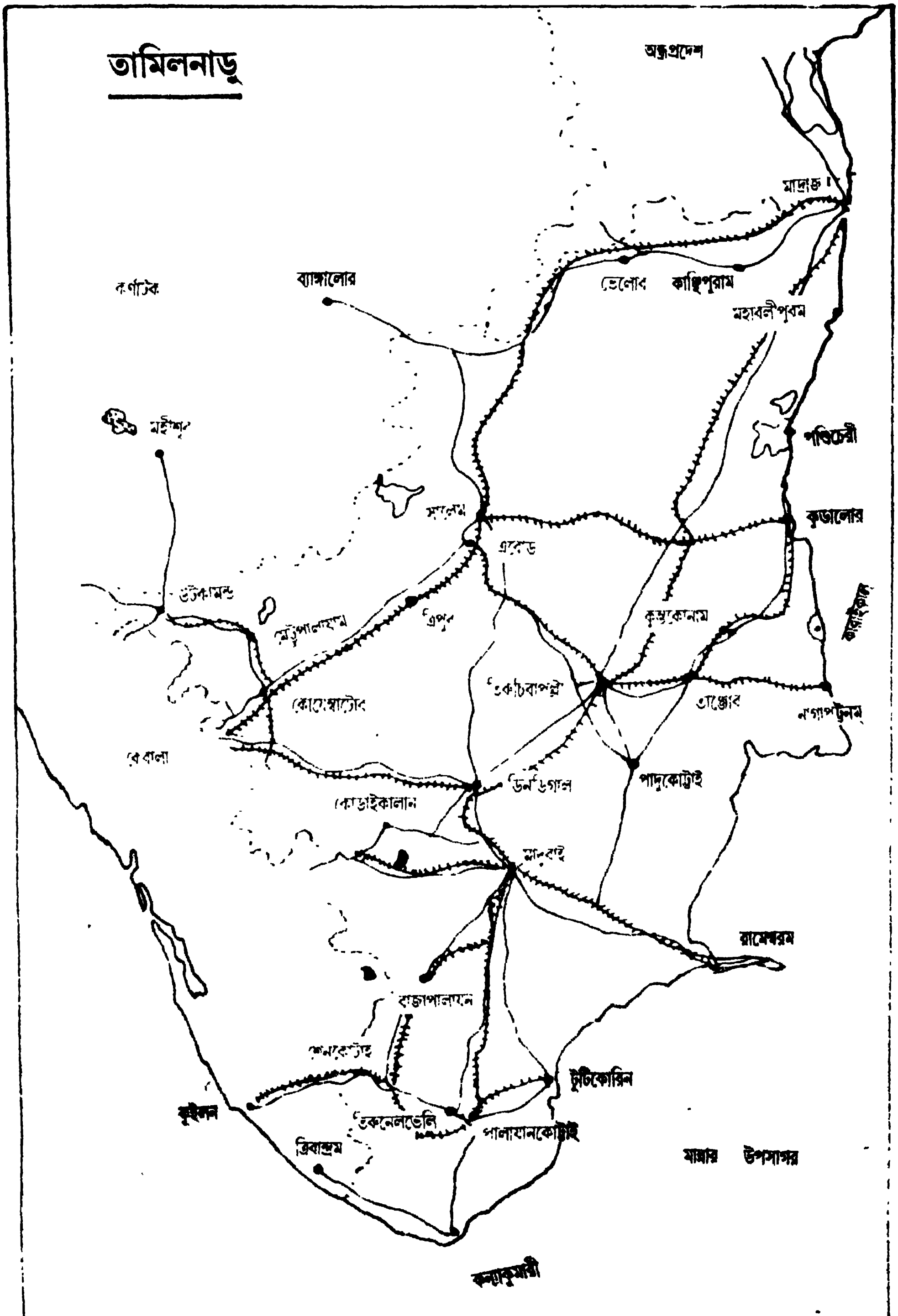
বোঝেন না এমন নয়। এমনকি চোস্ত ইংরেজিও অনেকে জানেন। তবে এঁরা পছন্দ করেন তাঁদের ভাষা তামিলেই কথাবার্তা বলতে।

দক্ষিণে বেড়াতে গিয়ে আপনি যে বাঙালি খানা পাবেন না এমন আদৌ নয়, তবে সম্বরম্ দিয়ে ইড়লি-দোসাই এখানে সুপ্রাপ্য। কী ভাবছেন? প্রেশার কুকার আর স্টোভ সঙ্গে নিয়ে যাবেন? সঙ্গে গুঁড়ো মশলা? দেখুন, যা অভিরুচি।



কেমন করে যাবেন : বিমানে : চেন্নাই একটি আন্তর্জাতিক বিমানক্ষেত্র। সেজন্য অনেক আন্তর্জাতিক বিমান এখান দিয়ে যাতায়াত করে। তাছাড়া ভারতের অনেক পর্যটন ক্ষেত্রের সঙ্গেও বিমানে এর যোগাযোগ আছে। এর 2টি বিমানক্ষেত্র আছে-- 1টি শহরের 15 কিমি দূরে আন্তর্জাতিক, অন্যটি 17 কিমি দূরে ঘরোয়া। AI বিমান যাচ্ছে নিয়মিত বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্রগুলিতে। IAC-র বিমান চেন্নাইকে যুক্ত করেছে পোর্ট ব্লেয়ার (বু. শু. র., সময় 2.05 মিনিট), মুম্বাই (প্রতিদিন 2 বার, ম.বৃ শ 1 বার, সময় 1.40 মিনিট), দিল্লি (3 বার, প্রতিদিন, 2.35 মিনিট), কলকাতা (IC 765 প্রতিদিন 18 10, সাহারা ইন্ডিয়া প্রতিদিন 10.40, Alliance Air ম. বৃ. শ. 13.05 ও Jet Airways প্রতিদিন 19.50; এদেরই বাঙ্গালোর (প্রতিদিন 14.30), মাদুরাই (প্রতিদিন, 50 মিনিট), কোচি (প্রতিদিন, 1 বার, 1 ঘণ্টা) , তিরুপতি (প্রতিদিন, 1 বার, 35 মিনিট) প্রভৃতি। Air Lanka কলম্বো-চেন্নাই বিমান চালায়, IAC-ও বুধবার বাদে প্রতিদিন। বিমানবন্দর থেকে শহরে আসার জন্য Pallawan Transport Corporation (PTC) এয়ারপোর্ট কোচ সার্ভিস চালাচ্ছে প্রতিটি ফ্লাইটের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে। নিয়ে আসবে একেবারে এগমোর রেল স্টেশন পর্যন্ত। বাসটি যাবার পথে IA-র সিটি অফিস এবং বেশ কয়েকটি হোটেলকে ছুঁয়ে যায়। ভাড়া মোটামুটি ৩০ মধ্যে। ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক বিমানক্ষেত্র দুটির মধ্যেও এঁরা বাস চালাচ্ছেন মাত্র ৫ বিনিময়ে। চেন্নাই-এ কয়েকটি বিমান সংস্থার ফোন নাম্বার : Indian Airlines 2234 3131; Jet Airways 2234 6557, 2234 0215; Air India 2234 7500; Sahara 233 0056।

রেলে : চেন্নাই-এর রেল স্টেশন 3টি— চেন্নাই সেন্ট্রাল, তাম্বরম এবং এগমোর। **হাওড়া থেকে** ট্রেন যাচ্ছে খড়গপুর, ভুবনেশ্বর, রাজমহেন্দ্রী হয়ে হাওড়া-চেন্নাই মেল 20.45 ছেড়ে চেন্নাই সেন্ট্রালে 4.45, বৃহস্পতিবার 6324 হাওড়া-তিরুবঅনন্তপুরম এক্স (ম র) 23.05 ছেড়ে 23.10, করমণ্ডল এক্স 14.25 ছেড়ে 17.35, 1,663 কিমি সবচেয়ে দ্রুতগতিতে এসে। চেন্নাই থেকে ফেরার পথে হাওড়া মেল চেন্নাই-এ 22.30 ছেড়ে হাওড়ায় 5.55; তিরুবঅনন্তপুরম-হাওড়া এক্স তিরুবঅনন্তপুরমে 15.15 ছেড়ে চেন্নাই 9.35 হয়ে হাওড়া 16.20; করমণ্ডল এক্স 9.05 ছেড়ে হাওড়া 13.15। **দিল্লি** থেকে আসছে 2622 তামিলনাড়ু এক্স 22.30 ছেড়ে চেন্নাই সেন্ট্রালে 7.05, এটি চেন্নাই থেকে ফেরে 22.00 ছেড়ে নিউদিল্লিতে 7.30; 18.40 ছেড়ে নিউ দিল্লি-চেন্নাই গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক এক্স চেন্নাই 6 15, হজরত নিজামুদ্দিন 15 30 ছেড়ে 2434 রাজধানী এক্সপ্রেস চেন্নাই আসছে 20 05। 6302 চেন্নাই এক্স 23.15 জম্মু-তাওয়াই ছেড়ে দিল্লিতে 14 05, নিউ দিল্লিতে 14.55 ছেড়ে চেন্নাই পৌঁছায় 11.20 মিনিটে। এটি চেন্নাই থেকে বুধ, বৃহ, রবি 5.30 ছেড়ে নিউদিল্লি 22.40 ও জম্মু-তাওয়াই 13.30-এ; হায়দরাবাদে 20 10-এ ছেড়ে চেন্নাই-এ 10.20 আসছে 2760 চারমিনার এক্স এবং বিজয়ওয়াড়া থেকে 6 00 ছেড়ে 2711 পিনাকিনি এক্স চেন্নাই-এ 13.00। **ম্যাঙ্গালোর** থেকে 12.30 ছেড়ে এরোদ 23.15 হয়ে ম্যাঙ্গালোর-চেন্নাই মেল চেন্নাই সেন্ট্রালে আসছে 6 25, 6628 ওয়েস্ট কোস্ট এক্স 21.15 ছেড়ে শোরানুর-কোয়েম্বাটোর হয়ে চেন্নাই 15.35-এ। **আলেপ্পি** থেকে 6042 চেন্নাই এক্স 15 00 ছেড়ে আসছে 6.05। **ত্রিবান্দ্রম** থেকে 6620 চেন্নাই মেল 14.30 ছেড়ে চেন্নাই সেন্ট্রাল 7.00। **বাঙ্গালোর থেকে চেন্নাই আসছে** 2640 বৃন্দাবন এক্স 14.30 ছেড়ে 20.15; 6022 চেন্নাই এক্স 23.00 ছেড়ে 8.15 ও 2658 চেন্নাই মেল 22 45 ছেড়ে 5.05। **মুম্বাই** থেকে চেন্নাই সেন্ট্রাল আসছে 23.30 ছেড়ে মুম্বাই-চেন্নাই মেল 5.40 ; 14.10 ছেড়ে মুম্বাই-চেন্নাই এক্স 16.45। **দাদারে** 20.30 ছেড়ে দাদার-চেন্নাই এক্স 20.05। এরোদ-এ 21.00 ছেড়ে 6670 ইয়েরকৌদ এক্সপ্রেস চেন্নাই-সেন্ট্রালে 4.55। মেট্টুপালায়াম 19.45 ছেড়ে 2672 নীলগিরি এক্স এরোদ, কাটপাদি হয়ে চেন্নাই সেন্ট্রাল 5.15। **মাদুরাই-এ** 6.45 ছেড়ে 2636 ভাইগাই এক্স তিরুচিরাপল্লী, ভাল্লপুরম হয়ে চেন্নাই এগমোর 14.30। 2638 পান্ডিয়ান এক্স 20.30 ছেড়ে 5.30; **রামেশ্বরমে** 15.10 ছেড়ে সেতু এক্স তাম্বরম আসছে 8.40। তিরুনেলভেলি 18.25 ছেড়ে 2632 নেলাই এক্স চেন্নাই এগমোর 6 00। তিরুচিরাপল্লী 6.30 ছেড়ে 2606 পল্লবান এক্সপ্রেস 11.50; 6178 রকফোর্ট এক্স

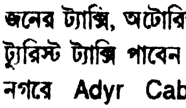

তামিলনাড়ু
অন্ধ্রপ্রদেশ
মাদ্রাজ
কর্ণাটক
ব্যাঙ্গালোর
ভেলোর
কাঞ্চিপুরাম
মহাবলীপুরম
মহীশূর
পণ্ডিচেরী
সালেম
কুডালোর
এরোড
উটকামণ্ড
মেট্টুপালায়াম
কুম্ভকোনাম
কারাইকাল
কোয়েম্বাটোর
তাঞ্জোর
নাগাপট্টিনম
কেরালা
ডিন্ডিগাল
পাদুকোট্টাই
কোডাইকানাল
মাদুরাই
রামেশ্বরম
রাজাপালায়ম
টুটিকোরিন
কুইলন
তিরুনেলভেলি
পালায়ামকোট্টাই
ত্রিবান্দ্রম
মান্নার উপসাগর
কন্যাকুমারী

থাম্ব্রাভুর 20.15 ছেড়ে 5.00। বীচ রেলওয়ে স্টেশন এবং তাম্বরম্-এর মধ্যে শহরতলির বৈদ্যুতিক ট্রেন যাচ্ছে 5 মিনিট অন্তর ভিড়ের সময়। তামিলনাড়ুর অন্যান্য স্থানে যাবার ট্রেনের কথা যথাস্থানে জানানো হবে।

সড়কপথে : ভারতের নানা শহরের সঙ্গে চেন্নাই-এর সড়কপথে যোগ রয়েছে। কাঞ্চিপুরম্ চিত্তুর-কোলার হয়ে বাঙ্গালোর 334 কিমি, চিঙ্গলেপুট- তিন্দিবনম্-নেইভেলি হয়ে চিদম্বরম্ 228 কিমি, নেলোর-গুন্টুর, বিজয়ওয়াড়া হয়ে হায়দরাবাদ 669 কিমি, কাঞ্চিপুরম্ থেকে সোজা 71 কিমি, চিঙ্গলেপুট-ভিল্লুপুরম্-তিরুচিরাপল্লী-মাদুরাই-তিরুনেলভেলি হয়ে কন্যাকুমারী 712 কিমি, তিরুচিরাপল্লী হয়ে কোদাইকানাল 498 কিমি, মাদুরাই 480 কিমি, মহাবলীপুরম্ সোজা 61 কিমি, কাঞ্চিপুরম্-চিত্তুর বাঙ্গালোর হয়ে মহীশূর 469 কিমি, সালেম-মেটুপালয়ম্ হয়ে উটি 535 কিমি, পণ্ডিচেরী 162 কিমি, তিরুচিরাপল্লি-মাদুরাই হয়ে রামেশ্বরম্ 619 কিমি, তাঞ্জোর 334 কিমি, তিরুচিরাপল্লি 319 কিমি, তিরুপতি 143 কিমি, বেদানথঙ্গল 85 কিমি।

চেন্নাই থেকে বাস চলছে পণ্ডিচেরী, চিদম্বরম, তিরুচিরাপল্লি, তাঞ্জোর, রামেশ্বরম্, কন্যাকুমারী, তিরুভান্নামালাই, মহাবলীপুরম্, কাঞ্চিপুরম্, হায়দরাবাদ, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানের মধ্যে। সময় লাগে (ঘণ্টায়) কন্যাকুমারী 15, উটি 14 । PTC চালাচ্ছে স্থানীয়ভাবে বাস আর TTC-র বাস যাচ্ছে অন্যান্য রাজ্যগুলিতে। 2টি বাস স্ট্যান্ড— ব্রডওয়ে বাস স্ট্যান্ড (Ph : 22859) এবং এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ড (Ph: 5341982, 5341835)। বাস চলছে সকাল 6.00 থেকে রাত 8.00 অবধি। এক্স বাসের রিজার্ভেশন 10 দিন আগে থেকেও করা যায়। 5 জনের ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্সা চলছে শহরে। ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি পাবেন — 211 Main Rd-এ কস্তুরবা নগরে Adyr Cabs, Anna Salai-এ Balaji Tourist, তাজ করমণ্ডল হোটেলে Holiday Tours, ITDC-র Transport Unit, 29 Victoria Crescent থেকে। এঁদের কাছে Coach-এর জন্যও অনুসন্ধান করুন।

জলপথে: চেন্নাই থেকে নিয়মিত যাত্রীজাহাজ যাচ্ছে আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দিকে। কন্ডাকটেড্ ট্যুর দেখুন সব শেষে।



কোথায় উঠবেন এখানে : চেন্নাই-এ হোটেলের কোনো অভাব নেই। আমরা পর্যটন দফতর অনুমোদিত এবং কয়েকটি অননুমোদিত হোটেলের তালিকা দিই। বন্ধনী মধ্যে বাড়তি সার্ভিস চার্জ। ★চিহ্নে পাশ্চাত্য প্রথার হোটেল বুঝিয়েছি। 5 তারা হোটেল : 10 ক্যাথিড্রাল রোডে ★Hotel Chola Sheraton (Ph : 28280101) R-135, ৬,৫০০-২১,০০০ (10%); 17 নাংগামবক্কম হাই রোডে ★Hotel Taj Coromandal (Ph . 28272827) R-240, SAC ৬,৫০০-১৯,০০০। 4 তারা হোটেল : বিনি'জ রোডে ★Hotel Connemara (Ph : 28520123) R-146, ৪,৫০০-৭,৫০০ (10%); মাইলাপুরে 69 ড. রাধাকৃষ্ণন রোডে ★Hotel Savera (Ph: 28274700) R-125, SAC ১,৫০০-২,৪০০, DAC ৩,৫০০-৩,৯০০ (10%)। এগমোরে 6 গান্ধি-আরউইন রোডে ★Hotel Imperial (Ph : 28250376) R-65, S ২২৫, D ৩৫০, SAC ৪৫০, DAC ৬৫০ (10%); 3 কেনেথ লেনে ★Hotel New Victoria (Ph : 28253638) R-43, S ৭৯০, D ১০৫০, SAC ১১৫০-১,৪৫০, DAC ১,৫৫০-১,৬৫০, স্যুইট ১,৪৫০-১,৬৫০ (20%); এগমোরে 33 প্যানথিয়ন রোডে Madras Hotel Asoka P. Ltd. (Ph : 28253377) R-133, S ৫৫০, D ৬৭৫, SAC ৭৫০, DAC ৯২৫ (20%); 100 Poonamallee High Road-এ (অন্যত্র উল্লেখ পি এইচ রোডে) Hotel Dasaprakash (Ph : 28255111) R-100 S ২৭৫, D ৪২৫, SAC ৫৫০, DAC ৭৫০ (20%); 28 কম্যান্ডার-ইন-চীফ রোডে Hotel Kanchi (Ph . 28271100) R-80, S ৪৫০, D ৫২৫, SAC ৬২৫, DAC ৭২৫ (17%); 53 মন্টিয়েথ রোডে ★Hotel Ambassador Pallava (Ph : 28554476) R-81, SAC ৩৫২৫-৪২২৫, DAC ৪২৫০-৫৯২৫ (10%); মায়লাপুরে 72/75 ড. রাধাকৃষ্ণন রোডে New Woodlands Hotel (Ph : 28273111) R-165, ৩২৫-১৫২৫ (15%); 5 কোদামবক্কম্ হাই রোডে Hotel Palm Grove (Ph : 28271881) R-80, S ৪৫০, D ৫৫০, SAC ৬২৫, DAC ৭৫০-১৩৭৫ (15%); 49 আন্না সলাই-এ Hotel Srilekha (Ph: 28240582) R-77, S ২৫০, D ৩৫০, SAC ৪৭৫, DAC ৬৫০ (10%); 1132 পি এইচ রোডে Hotel Picnic (Ph : 2588809) R-45, D ৫২৫, DAC ৭০০ (10%); 2 মন্টিয়েথ রোডে Hotel Atlantic (Ph: 28553914) R-60, S ৩৫০, DAC ৪৭৫, SAC ৫২৫, DAC ৬৫০-৮৫০ (10%); 693 মাউন্ট রোডে Hotel Madras International (Ph: 28524111) R-63, SAC ২৭৫০-৩৫৫০; DAC

৩০০০-৩৫৫০, স্যুইট ৪৫৫০-৫৫৫০; 9 ক্যাথিড্রাল রোডে Hotel Maris (Ph : 28270541) R-70, S ৩৫০, D ৪০০, SAC ৪৫০, DAC ৫৫০ (10%); নাংগামবক্কম্-এ 154-155 ভিলেজ রোডে ★ Queen's Hotel (Ph : 2472176) R-35, S ২২৫, D ২৭৫, DAC ৩৫০ (10%); 934 পি এইচ রোডে Hotel Blue Diamond (Ph : 2665981/5) R-33, S ৩৫০, D ৪২৫, SAC ৫২৫, DAC ৬৫০, স্যুইট ৭৫০ (10%); 36 রয়াপেটা হাই রোডে Gupta's Ajanta Hotel (Ph: 2845223) R-64, S ১৭৫, D ২৭৫, SAC ৪০০, DAC ৬০০ (5%); 243-244 রয়াপেটা হাই রোডে Hotel Swagath (Ph: 28268466) R-110, S ২৭৫, D ৩২৫ SAC ৪২০ DAC ৫৫০; 12 দুর্গাবাই দেশমুখ রোডে অন্ধ্র মহিলা সভার Tourist Hotel (Ph: 2416001) R-22, S ১২৫, D ২০০ (5%); এগমোরে 21 গান্ধি-আরউইন রোডে Tourist Home (P) Ltd. (Ph: 28250079) R-34, S ২৫০, D ৪০০ (5%); 1089 পি এইচ রোডে Hotel Peacock (Ph: 28239081) R-75, S ২৭৫, D ৪১০, SAC ৫২৫, DAC ৫৯০, স্যুইট ৭৫০; ইন্জামবক্কমে ★ VGP Golden Beach Resort (Ph : 24926442, 24926236) R-78, ৬৫০-২৩৫০ (10%); মায়লাপুরে 8/1 ড. রাধাকৃষ্ণন রোডে Hotel President (Ph : 2832211) R-145, S ৭০০, D ১০৯০ ; 6 পুরসওয়ালকম্ হাই রোডে Hotel Silver Stars (Ph : 2664414) R-38, S ২০০, D ২৫০, SAC ৩২৫, DAC ৪০০; 349 পি এইচ রোডে Hotel Arun (Ph : 28221349) R-54 S ১৭৫, D ২২৫, SAC ২৭৫, DAC ৩২৫; 108 ওয়ালট্যাক্স রোডে Hotel Blue Star International (Ph : 2584005) R 105, S ১৭৫, D ৩০০, DAC ৪২৫ 108 ওয়ালট্যাক্স রোডে Hotel Blue Star International (Ph: 584005) R- 105 S ১৭৫, D ৩০০, DAC ৪২৫ (15%); ত্রিপলিকেনে স্টার সিনেমার বিপরীতে 16 বমভ অগ্রহারম স্ট্রিটে Broadlands S ১৭৫, D ২২৫ (15%); এগমোরে 12 গান্ধি-আরউইন রোডে Hotel Impala Continental (Ph : 2842578) S ২৫০, D ৪৫০; 103 নাংগামবক্কম্ হাই রোডে Hotel Ganpat (Ph : 28271889) S ২৭৫, D ৩২৫, SAC ৪২৫, DAC ৫০০ . এই রাস্তার 9 নং-এ Hotel Ranjith (Ph: 28270521) R-51, S ৬৫০-১০৫০ (10%); 4 জেনারেল প্যাটারস্ রোডে Hotel Sarmani (Ph : 281754) S ১৭৫, D ২২৫ ৩০০; পার্ক টাউনে 7 স্ট্রিংগার স্ট্রিটে Hotel Sornam International (Ph : 230061) R - 47, S ১৭৫, D ২২৫, DAC ৩২৫ ; T Nagar-এ 26 ভেঙ্কটরমণ স্ট্রিটে Transit House (Ph : 2441346) SAC ৩২৫, D ৪২৫, 34 পি সি ও রোডে Udipi Home (Ph : 28251515) R - 59, S ৩৫০, D ৪০০, SAC ৪৫০, DAC ৬৫০ (10%) ; 97 পি এইচ রোডে Udipi Hotel Sudha (Ph : 28252255) ২৫০ - ৫৫০ ; এখানেই 3 গান্ধি-আরউইন রোডে Hotel Vaigai (Ph: 2834959) R-50, D ৩০০ - ৩৭৫, DAC ৪০০ - ৬০০ (10%) ; G. I. রোডে Hotel Ramprasad, R-31, S ২০০, D ২৫০, SAC ৩২৫ DAC ৪২৫; 79A ইস্ট কোস্ট রোডে Buharis Blue Lagoon Hotel (Ph : 24926125) S ২৫০, D ৩২৫, কটেজ ২৯০, DAC ৪৭৫ - ৫৫০; 26/27 পি এইচ রোডে The Sindoori Central Hotel (Ph : 28288952) ১০৫০ - ২২৫০ ; 24 গ্রিমস্ লেন-এ The Sindoori Hotel (Ph : 28271164) ৮৫০ -২১০০ ; 1/24 জি এস টি রোডে The Trident (Ph . 22344747) ৮৫০ - ১৯৫০ ; 9 কেনেথ লেন-এ Hotel Pandian (Ph : 28252901) ৩৭৫ - ১০৫০ প্রভৃতি আরো বহু হোটেল রয়েছে।

অন্যান্য বাসস্থানের মধ্যে আছে: চেন্নাই সেন্ট্রাল স্টেশনের বিপরীতে TTDC-র Hotel Tamilnadu (Ph : 25389132) ই. ভি. আর. রোড, DAB ৩৫০, DAC ৫৫০, ডর্মি ৭০ । রয়াপেটে 24 ওয়েস্ট কোস্ট রোডে YMCA Guest Room (Ph : 832554) D ১৫০ - ২৫০; 74 রিথারডন রোডে YMCA Vepery (Ph : 32831) D ৫০ - ৭৫ ; ভেপারিতেই এর পরের বাড়িটিতে Salvation Army's Red Shield Guest House (Ph : 33148) S ৬৫-১০০, ডর্মি ৪৫ (রিজা: ওয়ার্ডেন); 1086 পি এইচ রোডে YWCA GH (Ph : 25324945) প্রাতরাশসহ ৩০ + সদস্যপদ ২০ প্রথম দিনের জন্য মাত্র। 12 বছরের নীচে ১৫। খাওয়া-দাওয়া পশ্চিমি ঢঙের (রিজা : সেক্রেটারি)। এখানেই রয়েছে YMCA Camping Ground-ও। গাড়ি জমা প্রতিদিন ১৫ আর জনপিছু ৫। আর থাকার জন্য তাঁবু প্রতি ২০ + জনপ্রতি ৫ (রিজা : সেক্রেটারি)। এই ক্যাম্পাসেই আছে স্টুডেন্ট কার্ডধারী কেবল 30 বছরের নীচের মেয়েদের জন্য Lahary Transit Hostel, S ২৫, D ৩৫, ডর্মি ২০ (রিজা : ওয়ার্ডেন YWCA) ; ইন্দিরানগরে

আছে Youth Hostel (Ph: 4420233) S ২০ কেবল ডর্মিতে। সবার জন্যে এটি উন্মুক্ত হলেও যুবসংঘাদির সদস্যদের থাকার সুযোগ আগে দেওয়া হয়। এখানে আছে World University Service Centre (Ph: 663991) SAB ছাত্রদের ১৫, শিক্ষকদের ২০, অন্যদের ৩০। DCB ছাত্রদের ৮-১৫, শিক্ষকদের ১২ এবং অন্যদের ১৫ । ডর্মিতে এঁদের যথাক্রমে ৫, ৯, ১৯। এখানে অবশ্য যেসব ছাত্ররা International Student's Card-ধারী তাঁরাই থাকতে পারেন (রিজা: Director)। এগুলি ছাড়া RR আছে Chennai Central Station-এ DB ১৫০, ডর্মি ৪৫, SAC ২২৫, DAC ২৭৫ এবং Egmore Station-এ S ৩৫ DB ২৫ জনপ্রতি (রিজা : স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট)।

কী দেখবেন এখানে : সেন্ট জর্জ দুর্গ : শহরের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা গতিতে বয়ে চলে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে কয়ুম্ নদী। এরই অদূরে সাউথ বীচ রোডে হাইকোর্টের দক্ষিণদিকে শহর থেকে 3.2 কিমি দূরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৈরি (নির্মাণ শুরু 1640 এবং শেষ 1653) এই দুর্গ থেকেই প্রকৃতপক্ষে চেন্নাই শহরের মূল পথগুলির যাত্রা শুরু হয়েছে। কাজেই এখানেই আগে আসুন। 6 মিটার (20 ফুট) উঁচু এই দুর্গে পূর্বদিকের তোরণ দিয়ে পথ চলে গেছে ম্যারিনা বীচের দিকে, দক্ষিণ দিকের ওয়ালাজা গেট চলেছে মাউন্ট রোডের দিকে, পশ্চিমদিকের পথ আপনাকে নিয়ে যাবে সেন্ট্রাল রেল স্টেশনের দিকে যেটি শেষ গিয়ে মিশেছে পুনামালী হাই রোডে। এই দুর্গেই একদা ক্লাইভ ও ওয়েলেসলি বাস করে গেছেন সৌভাগ্য অর্জন করে। এখন এই দুর্গে সেক্রেটারিয়েট এবং বিধানসভার অফিস বসেছে। **দুর্গের মিউজিয়ামটি** গড়ে উঠেছে এর ভিতরেই। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের নানা জিনিস এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে। সেই আমলের প্রাচীন মুদ্রা, পোশাক- আশাক, দলিলপত্র, অস্ত্রশস্ত্রাদি রয়েছে, আর আছে ক্লাইভ কর্নারে ক্লাইভের নানা ছবি, চিঠিপত্র ইত্যাদি। ক্লাইভকে বুঝতে হলে এখানে আসতে হবে। **শুক্রবার ও জাতীয় ছুটির দিনগুলি ছাড়া খোলা থাকে 9.00-17.00, দর্শনী লাগে না**। এর মধ্যেই আছে **সেন্ট মেরি চার্চ** (1680)। প্রাচ্যভূমিতে এটিই সম্ভবত সর্বপ্রাচীন অ্যাংলিক্যান চার্চ। এখানেই মার্গারেট ও রবার্ট ক্লাইভের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল (1753)। চার্চের ভেতরে রাখা লাস্ট সাপার ছবিটি আপনার হৃদয়-মন জয় করে নেবেই। এটি কোনো অজ্ঞাতনামা শিল্পী দা ভিঞ্চির অনুকরণে এঁকেছিলেন।

দুর্গের অদূরেই রয়েছে **হাইকোর্ট ভবন** শহর থেকে 4.8 কিমি (3 মাইল) দূরে প্যারিস কর্নারে। মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা এর লাল ইটের ইন্দো- সেরাসেনিক পদ্ধতিতে তৈরি দুটি বিশাল বাড়িকে আলাদা করে দিয়েছে। এরই মধ্যে হাইকোর্ট ছাড়া স্মল কজেস্ কোর্ট, সিটি সিভিল কোর্ট এবং আইন কলেজটি রয়েছে। দেওয়ালে স্টাককো প্যানেল, জানলায় রঙিন কাচ, সাদা-কালো পাথরের মেঝেতে বাড়ির ভিতরগুলো দারুণ দেখতে লাগে।

হাইকোর্ট আর **লাইট হাউস** পাশাপাশি। শহর থেকে 3.2 কিমি দূরে ম্যারিনা বীচের এই আলোক স্তম্ভটি 160 ফুট (50 মি) উঁচু। এটি অবশ্য পুরনো বাতি ঘরটি ভেঙে গেলে তৈরি হয়। স্তম্ভটির মাঝখান দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে। একটু কষ্ট করে সেখানে উঠলে পরে **জর্জ টাউন**— সেকালের ব্ল্যাক টাউন, চীনা বাজার, ইভনিং বাজার, নতুন বাজার, পোর্তুগিজ চার্চ এমনকি জাহাজঘাটা পর্যন্ত দেখতে পাবেন। এই চত্বরেই আছে স্যার ভি বাশ্যাম আয়েঙ্গারের মূর্তি। ল কলেজের দক্ষিণে যে মূর্তিটি দেখতে পাবেন সেটি ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার । ইনিই ত্রিবাঙ্কুরের সমস্ত মন্দিরের দরজা 'অস্পৃশ্যদের' জন্যেও খুলে দিয়েছিলেন।

ওই যে এখনই **জর্জ টাউনের** কথা বললাম, 1912 পর্যন্ত এর পরিচিতি ছিল কালো টাউন হিসেবে। প্রিন্স অফ ওয়েলস-এর ভারত ভ্রমণের পর এটির পঞ্চম জর্জের নামানুসারে জর্জ টাউন নাম হয়। এর অবস্থিতি মাদ্রাসপত্রমের মাছ ধরার গ্রামটিতে। পূর্বে-পশ্চিমে এর দুটো ভাগ— মুথিয়ালপেট্টা এবং পেড্ডুনৈকানপেট্টা। এখানেই হাইকোর্ট, ল কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, YMCA, **ব্যাঙ্ক, চীনা বাজার** (এখন নাম সুভাষচন্দ্র বসু রোড), এলিফ্যান্ট গেট, টাকশাল ইত্যাদি রয়েছে।

যাই হোক দুর্গ চত্বর থেকে বের হয়ে দেখতে পাবেন প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহতদের মেমোরিয়াল, কয়ুম্ নদীর জল পার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লক টাওয়ার, লাইব্রেরি। তারপর **প্রেসিডেন্সি কলেজ**। তারপরেই **ম্যারিনা বীচ**— পৃথিবীর অন্যতম দীর্ঘ বেলাভূমি। 13 কিমি দীর্ঘ এই বীচে সন্ধেবেলায় পায়চারি করাটাই একটা আনন্দের বিষয়। দুপাশে ফুলবাগিচায় ঘেরা এই বীচে সন্ধেবেলায় মনে হয় গোটা চেন্নাই শহর চলে এসেছে আলাপচারিতার জন্যে। একদিকে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অট্টালিকা, কর্ণাটকের নবাবদের একসময়ের আবাসগৃহ চীপক প্রাসাদ (এখন নিতান্ত গদ্য এখানে— রেভেনিউ অফিস ইত্যাদি)। ফুলের বাগিচায় রয়েছে মহাত্মা গান্ধি এবং শ্রমবিজয় স্তম্ভের ব্রোঞ্জ নির্মিত স্মারক মূর্তি।

পাশাপাশি রয়েছে ডা. আন্নাদুরাই এবং এম জি আর-এর সমাধিস্তম্ভ দুটি। সমাধি দুটির অনুপম স্থাপত্যসৌন্দর্য পর্যটক আকর্ষণের অন্যতম কারণ। রাত্রে দেখবেন আলোকবন্যায় ভাসছে এ স্থান। কিন্তু সকালে কেউ এখানে যান না, শুধু ধীবররা প্রত্যক্ষ করেন অনুপম সূর্যোদয়। তবে ভুলেও এখানে স্নান করতে নামবেন না — হাঙর ঘুরছে জলে। বরং কাছের অ্যাকোরিয়ামের সুইমিং পুলে যেখানে সমুদ্রের জল ঢুকছে তাতে নেমেই সমুদ্রস্নানের শখ মিটিয়ে নিন। অ্যাকোরিয়াম খোলা থাকে রবিবারে 8.00-20.00।

পাশেই আছে আইসহাউস, ব্রিটিশ আমলেব প্রথম দিকে এখানে বিলেত থেকে বরফ এনে রাখা হত। এর পার্কে আছে অ্যানি বেসান্তের মূর্তি। আরো পার হয়ে কৃত্রিম চেন্নাই বন্দর। 1862-র আগে পর্যন্ত মাঝ-সমুদ্রে জাহাজ দাঁড়াত— তারপর জল ঠেলে নৌকো করে তীরে আসতে হত। 1862-তে একটি জাহাজঘাটা ও পরে 1876 খ্রি: থেকে বন্দর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এহং শেষ হয় 1896 খ্রিস্টাব্দে। চৌকোণা এই বন্দরটি 200 একর জায়গা জুড়ে, 8টি জেটি নিয়ে মানুষ, খনিজ তৈল, কয়লা প্রভৃতি আদানপ্রদান করছে। এটি এখন পোর্ট ট্রাস্টের অধীনে।

ম্যারিনা বীচ ছেড়ে যদি কপালীশ্বরের শিবমন্দিরে যাবার ইচ্ছে থাকে তবে পথে দেখে যান শহর থেকে 3.2 কিমি দূরে কৃষ্ণের পার্থসারথি বিগ্রহের মন্দির। পার্থসারথি তিনি হন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের সারথি যখন হন। এটি সম্ভবত 8 শতকে পল্লবরাজাদের সময়ে নির্মিত হয়েছিল যদিও পরে 16 শতকে বিজয়নগরের রাজাদের হাতে এর পুনর্নবীকরণ ঘটে। মন্দিরটি 12.00-16.00 পর্যন্ত বন্ধ থাকে।

এবার চলুন একদা ময়ূরের দেশ মায়লাপুরে। বীচের দক্ষিণে স্যান-টোম থেকে বেঁকে যাওয়া পথ ধরে। একে মায়লা বা ময়ূরের দেশ বলা হয় কেননা পৌরাণিক কিংবদন্তি অনুযায়ী দেবী পার্বতী নাকি ময়ূরীর বেশ ধরে এখানে শিবকে পূজা করেছিলেন আর তাতেই শিব তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হন। কবে যে এই প্রাচীন শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা কেউ জানেন না কিন্তু এর গোপুরম্ এবং সামনের মণ্ডপ 17-18 শতকের আগের নয় বলে মনে হয়। গোপুরমটি বিশাল এবং বিস্ময়কর কারুকার্যমণ্ডিত। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বিশাল উৎসবের সময় হর-পার্বতীর মূর্তিকে দামি নতুন সিল্ক ও রত্নালঙ্কারে সাজিয়ে আলোকিত ও সজ্জিত নৌকোয় চড়িয়ে গান গাইতে গাইতে সমুদ্রভ্রমণ করানো হয়। অ-হিন্দুরা মন্দিরে ঢুকতে পেলেও গর্ভগৃহে প্রবেশ করার অনুমতি পান না। মন্দিরগাত্রে হর-পার্বতী, রামায়ণ-মহাভারতের নানা কাহিনী চিত্রিত। মন্দির 12.00-16.00 পর্যন্ত বন্ধ থাকে। আর দেখবেন এর পাশেই আছে ভাল্লুভার কোট্টাম— তামিল মহাকাব্য কুরল্-এর রচয়িতা সন্ত ভাল্লুভারের স্মৃতিমন্দির। এটি খোলা থাকে 9.30-19.00 পর্যন্ত। এখানে প্রবেশ করলে আপনি এশিয়ার বৃহত্তম অডিটোরিয়ামটিতে (62 × 30 মিটার = 200 × 100 ফুট) পদার্পণের সৌভাগ্য অর্জন করবেন।

এবার দেখে আসতে পারেন স্যানটোম ক্যাথিড্রাল ব্যাসিলিকাটি। শহর থেকে 5.6 কিমি (3½ মাইল) দূরে। যিশুক্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কয়েকবছর পরেই সেন্ট টমাস যিশুর বাণী প্রচারের জন্য এখানে আসেন বলে জনশ্রুতি। পরে (সেন্ট টমাস= পোর্তুগিজ স্যানটোম) এখানেই সমাহিত হন। ক্যাথিড্রালটি প্রথমে 1504-এ পোর্তুগিজরা তৈরি করেন। পরে সেন্ট টমাসের দেহ সেন্ট টমাস পাহাড়ে স্থানান্তরিত হয়। আধুনিক গথিক ক্যাথিড্রালটি অবশ্য 19 শতকের তৈরি। সেন্ট টমাস পাহাড়টি মানামক্কম্ বিমান বন্দরের কাছে। এর কাছেই সাইদাপেট ব্রীজের কাছে লিটল মাউন্টেই সেন্ট টমাস বাস করতেন বলে বলা হয়। আসলে এখানেই তিনি তাঁর ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে বাঁচতে আশ্রয় নেন। এখানে যে ক্রুশচিহ্নটি আছে সেটি নাকি প্রতি বছর 18 ডিসেম্বর আজানা রক্তরসে, চোখের জলে ভিজে যায়!

চলুন, এবারে যাই একটু ছবি দেখি। এগমোরে পান্থিয়ন রোডে শহর থেকে 1.5 কিমি দূরে রয়েছে সরকারি আর্ট গ্যালারি এবং যাদুঘর। যাদুঘরে পল্লব, চোল, চের পাণ্ড্য, হোয়সাল, বিজয়নগরসহ দক্ষিণ-ভারতের শিল্পধারা ও স্থাপত্যের অভাবনীয় সংগ্রহ রয়েছে। প্রত্নবিভাগটি তো বিশেষ করে দেখতে হবে কারণ এখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত অমরাবতীর ও নাগার্জুন কোণ্ডার বৌদ্ধ সংস্কৃতির নানা নিদর্শন সংগৃহীত হয়ে আছে। এদের কোনো কোনোটি 2 শতকের নিদর্শনও। এটি 1851-য় প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি এখানে একটি ব্রোঞ্জ গ্যালারি খোলা হয়েছে। এর নটরাজ শিব, কোদণ্ডরাম ও সোমস্কন্দ প্রভৃতি ব্রোঞ্জমূর্তি অপলকে দেখার মত। এখানেই আর্ট গ্যালারির চমৎকার মোগল ধাঁচের বাড়িটি সম্প্রতি কালের। এর মধ্যে মূল্যবান সুন্দর ছবি এবং ব্রোঞ্জের সংগ্রহ রয়েছে। এটি খোলা থাকে 8.00-17.00 পর্যন্ত। শুক্রবার ও জাতীয় ছুটির দিনগুলিতে বন্ধ থাকে।

একটু খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে চান? চলুন তবে যাই মুর মার্কেটের পিছনে পিপলস পার্কে চিড়িয়াখানায়।

এটি প্রতিদিন খোলা থাকে। জীবজন্তু দেখতে দেখতে যদি নৌকো চড়তে ইচ্ছে হয় তো এর মাঝের সুন্দর লেকটিতে নৌকো বাইতে পারেন। হাতিও চড়তে পারেন প্রতিদিন 16.00-18.00 মধ্যে। যদি 8 কিমি (5 মাইল) দূরে গিণ্ডিতে যান তবে **ডিয়ার পার্কটিতে** অবশ্য যাবেন। নানান জাতের হরিণ— চিতল, কালো, হরিণ, বনমোরগ সব দেখতে পাবেন। মঙ্গলবার বন্ধ। এর গা-লাগাও গড়ে উঠেছে একটি শিশু উদ্যান। রাজভবন চত্বরে 1,200 একর জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে এটি। 1959-এর এপ্রিল মাসে এটি খোলা হয়েছে। ছোট হলেও এর মধ্যে পাখি এবং কিছু জন্তু-জানোয়ারের চিড়িয়াখানা দেখতে পাবেন। এটিও মঙ্গলবার বন্ধ থাকে। পাশে আর একটি উদ্যানে গড়ে উঠেছে স্নেক পার্ক— সর্পোদ্যান। প্রায় 500 ধরনের সাপের এই সংগ্রহালয়ে সাপ ছাড়া কুমির, গিরগিটি জাতীয় সরীসৃপও রয়েছে। প্রতিদিনই খোলা থাকে 9.00-18.00 পর্যন্ত। তবে বেশি ভিড় হয় শনি ও রবিবার। কেন জানেন? এই দুটো দিন 16.00-17.00 মধ্যে সাপের বিষ বের করা হয়, এবার আপনিও নিশ্চয়ই দেখতে উৎসাহিত বোধ করছেন। দর্শনী ৫।

7.2 কিমি (4½ মাইল) দূরে গিণ্ডি-অ্যাডিয়ার মেন রোডের উপরে রাজভবন এলাকায় **গান্ধিমণ্ডপ** গড়ে উঠেছে। প্রার্থনা এবং গান্ধি চর্চার জন্য এই মণ্ডপটি সৃষ্টির পিছনে ছিলেন প্রখ্যাত লেখক শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তি ('কল্কি')। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির-রীতিতে নির্মিত এই মণ্ডপের প্রবেশ-পথে একটি গোপুরম্ আছে। এর গায়ে উৎকীর্ণ রয়েছে জাতির জনকের কিছু বাণী। এখানে নিয়মিত প্রার্থনা হয়ে চলেছে।

থিওসফিক্যাল সোসাইটির বিশ্বজোড়া প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কেন্দ্র রয়েছে এখানেই, 8 কিমি দূরে অ্যাডিয়ার নদীর তীরে। থিওসফির প্রবক্তা মাদাম **ব্লাভাটস্কি** ও তাঁর সহযোগী **কর্নেল অলকট** আমেরিকা থেকে এসে এখানেই 1891-এ গড়ে তোলেন এই প্রতিষ্ঠান 250 একর জায়গা জুড়ে। অ্যানি বেসান্ত এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এর সদস্যরা এখনো নানা বিচিত্র সাধন পদ্ধতির সাধনা করে চলেছেন মেডিটেশন হলে। এর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ সেন্টার এবং মূল্যবান গ্রন্থাগারটি সম্পদবিশেষ। গ্রন্থাগারে বহু প্রাচীন পুঁথি রয়েছে। একটি মুক্তাঙ্গন অডিটোরিয়ামও আছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম বটগাছটি এখানেই আছে প্রায় 4,800 বর্গমিটার জায়গা জুড়ে যার নীচে 500 লোক সহজেই বসতে পারেন। লাইব্রেরি খোলা থাকে সোমবার বাদে 8.00-17.00 এবং সোসাইটি খোলা থাকে 9.00-10.30 এবং 14.00-16.00।

এখান থেকে একটু দূরে গিয়ে দেখে আসুন **এলিয়টস বীচ** (11 কিমি)— সাঁতার কাটুন, জেলেদের কাছে ক্যাটামেরন ভাড়া নিয়ে বঙ্গোপসাগরে ভাসুন। **রেড হিলস্**-এ চলে যান বাসে চড়ে 14 কিমি। পিকনিক করুন এখানে। এখান থেকেই চেন্নাই শহরের জল সরবরাহ হচ্ছে। 18 কিমি দূরে **এন্নোর বীচে** গিয়েও ঘূর্ণাত জলে নৌকো বাইতে পারেন। 20 কিমি দূরে মামল্লপুর যাবার পথে **আর্টিস্ট ভিলেজ/চোলামণ্ডলমে** গিয়ে প্রতিভাবান একদল চিত্রকর ও ভাস্করের জীবনপ্রণালী ও শিল্পচর্চা দেখে মুগ্ধ হয়ে আসুন। ছবি আঁকা, খোদাইয়ের কাজ, বাটিক ও গ্রাফিক্সের কাজ দেখে সত্যিই প্রতিষ্ঠাত্রী রুক্মিণী দেবী আরুনডেলের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে হয়। কিছু কিনে আনতেও পারেন স্মারক হিসাবে।

চেন্নাই থেকেই বাসে বাসে কোভলং, ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক, পুণ্ডি জলাধার, পুলিকট, মহাবলীপুরম, কাঞ্চিপুরম, থিরুকালিকুন্দ্রম, বেদানথঙ্গলে পক্ষী অরণ্য, ভান্দালুরের চিড়িয়াখানা, মুট্টুকাড়ু প্রভৃতি জায়গা বেড়িয়ে আসতে পারেন। এদের কারো কারোর কথা বিশেষ করে জানিয়ে দিই। তার আগে চেন্নাই-ভিত্তিক ব্যবস্থাপিত সফর সম্পর্কে জেনে নিন। বেড়ানোর সুবিধে হবে অনেক।

কন্ডাকটেড ট্যুর

ইন্ডিয়া ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লি: (ITDC) পরিচালিত

1. **চেন্নাই শহর দর্শন** : শুক্রবার বাদে প্রতিদিন 8.30-13.30 ও 14.00-18.00। দেখুন ফোর্ট সেন্ট জর্জ, সেন্ট মেরিজ চার্চ, ফোর্ট মিউজিয়াম, সরকারি মিউজিয়াম, ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি, ভাল্লুভর কোট্টাম, গান্ধিজি, রাজাজী, কামরাজ স্মারক, শিশু উদ্যান, সর্পোদ্যান, কপালীশ্বর মন্দির, ম্যারিনা বীচ।

শুক্রবার দেখুন— বোটানিক্যাল গার্ডেন ও পার্থসারথি মন্দির।

2. **কাঞ্চিপুরম্-মহাবলীপুরম্ দর্শন** : প্রতিদিন 7.30 20.00। দেখুন কাঞ্চিপুরম, থিরুকালিকুন্দ্রম, টেম্পল বে, মহাবলীপুরম্, ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক।

3. **তিরুপতি-তিরুচানুর দর্শন** : প্রতিদিন 6.30-20.30। জলখাবার এবং স্পেশাল দর্শন টিকিট সমেত ভাড়া AC কোচে ৬০০ ও ডিলাক্স কোচে ৩৪০।

* ITDC-র রিজার্ভেশন এবং 7 দিনের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য ITDC-র দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতার অফিসে যোগাযোগ করুন। তামিলনাড়ুতে এঁদের অফিস— 29 ভিক্টোরিয়া ক্রেসেন্ট, কমান্ডার-ইন-

চিফ রোড, চেন্নাই 600 105, Ph 8278884, 8524952। এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস ছাড়ে, Ph : 5341982।

★স্থানীয় দর্শনের জন্য অনুমোদিত গাইড পেতে পারেন ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট অফিস থেকে।

তামিলনাড়ু ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লি: (TTDC) পরিচালিত

1. **চেন্নাই শহর দর্শন** : (দ্রষ্টব্য স্থান ITDC-র মতই) —শুক্রবার বাদে প্রতিদিন 14.00-18.00। ভাড়া AC ৭৫, ডিলাক্স ৬০।

2. **সারাদিন চেন্নাই শহর দর্শন** : প্রতিদিন 6.00-20.30। হোটেল তামিলনাড়ু ড্রাইভ-ইনে নিরামিষ মধ্যাহ্নভোজসহ ভাড়া AC ৩৪০, ডিলাক্স কোচে ২৪০।

3. **মহাবলীপুরম (মামল্লপুর) ভ্রমণ** . প্রতিদিন 6.45-19.30। পক্ষিতীর্থম্, কাঞ্চি, মহাবলীপুরম্, ভিজিপি গোল্ডেন বীচ। ভাড়া AC কোচে ৩৫০, ডিলাক্স ২১০ প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্নভোজসহ।

4. **তিরুপতি ভ্রমণ** : প্রতিদিন 6.00-22.00। ভাড়া— তিরুমালায় স্পেশাল দর্শন ফি ৩০ সহ ডিলাক্স কোচে প্রাপ্তবয়স্ক ২৮০, 5-10 বছরের শিশু ২৫৫। AC ৫৫০, শিশু ৪৬০ প্রতি সিট, দর্শনী ফি বাদে।

★**তিরুপতি-তিরুথানি-তিরুমালা** : প্রতি শনিবার 15.00 গিয়ে ফেরা রবিবার 18.00। ভাড়া ৫০০, AC ৬৪৫ আহার সমেত।

TTDC পরিচালিত 7 দিনের তামিলনাড়ু ভ্রমণ

শনিবার 6.30 শুরু থেকে শুক্রবার 18.30। দেখুন: ★ তিরুচিরাপল্লী, শ্রীরঙ্গম্ ★ কোদাইকানাল ★ মাদুরাই ★ কন্যাকুমারী ★ শুচীন্দ্রম্ তিরুচেন্দুর ★ রামেশ্বরম্ তাঞ্জোর ★ চেন্নাই। ভাড়া সিঙ্গল রুম অ্যাকোমোডেশনের জন্য মাথাপিছু ৩,১০০; ডবল রুমে ভাগাভাগি করে মাথাপিছু ২,৭০০; ডবল রুমে অতিরিক্ত সদস্য হিসাবে 5-12 বছরের শিশুদের জন্য ২,৫০০। AC-তে যথাক্রমে ৩,৯০০, ৪,২০০ ও ৪,৭০০।

ITDC পরিচালিত 7 দিনের দক্ষিণভারত ভ্রমণ

শনিবার 6.30 শুরু থেকে শুক্রবার 18.30। দেখুন: ★ বাঙ্গালোর, শ্রবণবেলগোলা, বেলুর, হালেবিড, শ্রীরঙ্গপাটনা, বৃন্দাবন গার্ডেনস্ ★ মহীশূর, মুডুমালাই বন্যপ্রাণী নিবাস, উটি, কুন্নুর ★ কোয়েম্বাটোর, ★ হোগেনাক্কাল, তিরুভান্নামালাই, চেন্নাই। সিঙ্গল রুম অ্যাকোমোডেশনের জন্য জনপ্রতি ২,৩৫০ ডবল রুমে ভাগাভাগি করে জনপ্রতি ২,১১০, 5-12 বছরের শিশুদের জন্য ১,৯০০। AC-তে যথাক্রমে ৩,৫০০, ৩,১৫০ ও ৩,০০০।

★ **মন্ত্রালয়ম্-গোয়া ভ্রমণ**: 7 দিনের। SB ২,৯০০ DB ভাগাভাগি করে ২,৭৫০, শিশু ২,৫০০।

সপ্তাহের শেষে ভ্রমণসূচি

শুক্রবার রাত্রি 9.00 রওনা হয়ে রবিবার রাত্রি 9.30 ফেরা।

দেখুন—তাঞ্জোর ভেলাঙ্কান্নি, নাগোর, তিরুনাল্লার, চিদাম্বরম্, বৈথিশ্বরম কয়েল, পিছাভরম্, ও পণ্ডিচেরি। একক থাকা নিয়ে ৭৫০, AC হলে ১,২৫০, দুজনে থাকলে ৭৫০, AC হলে ১,১৯০।

TTDC-র ঠিকানা : Tamilnadu Tourism Development Corporation, Tamilnadu Tourism Complex, Walaza Road, Chennai 600002, Ph: 044-2538 3333, 2536 0294; Fax : 25361385। বাস ছাড়ছে হাইকোর্ট কম্পাউন্ডের এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ড থেকে, (Ph: 25341982)। **কলকাতায়** এঁদের ঠিকানা: TTDC, G-26, Dakshinapan Complex. 2 Gariahat Road, Kolkata-700 068 (Ph: 2472 9611)।

বি: দ্র: ★**চিহ্নিত** স্থানগুলিতে **রাত্রিবাসের** ব্যবস্থা থাকবে।

চেন্নাই থেকে অথবা মহাবলীপুরম্ বেড়ানো শেষ করে একে একে নীচের জায়গাগুলোও সানন্দে বেড়িয়ে যেতে পারেন— জীবনটা তাহলে অন্যভাবে উপভোগ করে নিতে পারবেন। ধরুন প্রথমেই গেলেন চেন্নাই থেকে 38 কিমি দূরে মহাবলীপুরম্-এর পথে পৌঁছে ধীবরদের গ্রাম **কোভ্‌লঙে**। এটি এই পথের কেলাম্বক্কম্ মোড় থেকে মাত্র 1.6 কিমি পথ পার হয়ে। সারাদিন এখানে চড়ুইভাতি করুন সমুদ্রসৈকতে। এখানে থাকার জন্যে Fishermen's Cove রয়েছে বটে, তবে তা ধনীদের জন্যে, বাতানুকূলিত এবং ভাড়া ৬০০-৮০০ মধ্যে এক একটি কটেজ। দরকার কি, পিকনিক সেরে ফিরেই আসুন চেন্নাই বা মহাবলীপুরে। চেন্নাই 38 কিমি। খুব মজা পাবেন যদি একই পথের 42 কিমি দূরের কুমির প্রকল্প **ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্কে** বেড়াতে যান। নানা জাতের কুমির দেখতে পাবেন, তাদের ডিম পাড়া, বাচ্চা হওয়া সব হচ্ছে এখানে। সব সময় খোলা। 46 কিমি দূরে **মুট্টুকাডু** পিকনিকের জন্য আদর্শ জায়গা। যাঁরা বোটিং, উইন্ড সার্ফিং এ-সমস্ত করতে ভালোবাসেন, তাঁদেরও খুব ভালো লাগবে এ-জায়গা। তামিলনাড়ু পর্যটন দপ্তরের পরিচালনায় এখানে একটি বোট হাউস আছে। তারাই এ সব জলক্রীড়ার ব্যবস্থা করেন। কাছেই ছোটদের জন্য

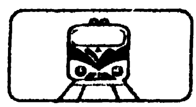
তৈরি হয়েছে পার্ক 'এম জি এম ডিজি ওয়ার্ল্ড'। রোলার কোস্টার, ওয়াটার বাইড সহ 37 রকমের আশ্চর্য মজার সব আমোদের ব্যবস্থা রয়েছে। খোলা থাকে 10.45-8.00। প্রবেশ মূল্য ছোটদের ৬০; বড় ১০০। এ রকমই আরো একটি পার্ক আছে মহাবলীপুরমের 8 কিমি আগে। নাম 'লিটল্ ফোক্স'। এদের সময় ও প্রবেশ মূল্য আগেরটির মতই। চেন্নাই-এর 28 কিমি দক্ষিণে তাম্বরম্-এর কাছে 110 একর জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে 'কিষ্কিন্ধ্যা'। এটিও একটি আনন্দ পার্ক এবং ছোটদের স্বর্গরাজ্য। নবোদয় মাস্ এন্টারটেনমেন্ট সংস্থার পরিচালনায় 1998-এর আগস্ট মাস থেকে পার্কটি চালু হয়েছে। খোলা 10.00-7.00, প্রবেশমূল্য বড় ৯০, ছোট ৭০। 60 কিমি দূরে শহরের জল সরবরাহের উৎস সত্যমূর্তি সাগরের **পুণ্ডি রিজার্ভারে** গিয়ে চমৎকার পরিবেশে পিকনিক সেরে আসতে পারলে ভাল লাগবে। আর যদি প্রত্নবস্তুতে আগ্রহ থাকে তবে চলুন 61 কিমি দূরে **পুলীকাটে**। এখানে রয়েছে একটি ডাচ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। তবে এখানের সমুদ্রবেলাই আপনাকে কাছে টেনে নেবে বেশি— এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখানে যাওয়ার চার্মটা অবশ্য অন্যত্র। এন্নোর পর্যন্ত ট্রেনে চলুন। তারপর সমুদ্রে নৌকো বেয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে 17 কিমি পথ পার হয়ে আসুন। নৌকো ভ্রমণ, সমুদ্রবায়ু সেবন, ইতিহাস পাঠ, পিকনিক— একযাত্রায় চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তি। অতএব মন ঠিক করে নিন— যাবেন কি যাবেন না।

যদি এসব জায়গায় না যেতে ইচ্ছে করে তবে চলুন যাই সোনার নগরী কাঞ্চিপুরে।

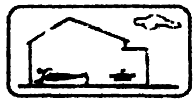
কাঞ্চিপুরম্

তামিলনাড়ুর এই জেলা শহরটি একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। কাঞ্চি বা কাঞ্জিবরম্ নামেও ডাকা হয়। এটি একটি খুব প্রাচীন শহর। প্রাচীনকাল থেকে সমগ্র ভারতের সঙ্গে এর ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পতঞ্জলির (200 খ্রি· পূ:) মহাভাষ্যে এর উল্লেখ আছে। একদা বৌদ্ধদের এই পরমতীর্থটি একে একে চোল, পল্লব, বিজয়নগরের রাজাদের অধীনস্থ হয়। 6 শতকে হিউয়েন সাঙ্ এখানে আসেন এবং ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান বলে লিখে গেছেন। মুসলমানদের অধিকারের শেষে 1751-য় এটি ইংরেজদের অধিকারে আসে। ভারতের 7টি মোক্ষদায়িকা নগরের (অন্য 6টি হল হরিদ্বার, উজ্জয়িনী, কাশী, মথুরা, অযোধ্যা এবং দ্বারকা) মধ্যে কাঞ্চিপুরম্ অন্যতম। এটি শিবকাঞ্চি ও বিষ্ণুকাঞ্চি—দুটি অংশে বিভক্ত। দক্ষিণ দেশের স্মার্তদের মতে শিবকাঞ্চি বারাণসীতুল্য।

26 বর্গকিমি আয়তনের এই দেশ সুতি ও রেশমি বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত। 'কাঞ্চি' শব্দটির অর্থ হল সোনা—অর্থাৎ এটি সোনার শহর। এই সোনার শহরে এবং তার আশেপাশে প্রায় 1,000 মন্দির আছে। শুধু কাঞ্চিপুরেই আছে 181টি দেবস্থান। সবগুলোই যে দেখার মত তা নয়। তাই বেছে বেছে কোনগুলি দেখবেন তার একটা তালিকা দিচ্ছি। এখানে মন্দির দেখার একটা সুবিধে যে শিব ও বিষ্ণু মন্দিরগুলো মোটামুটি দুই কাঞ্চিতে বিন্যস্ত। দেখে অবশ্য আপনার লজ্জা লাগবে যে, এই 21 শতকেও কেমন হরি ও হরের দ্বন্দ্ব এখানে বজায় রয়েছে। দুপক্ষ দুপক্ষের মুখদর্শন পর্যন্ত করেন না। শিবকাঞ্চির লোক, আবার শিববিগ্রহ পথে বের হলে বৈষ্ণবেরা মুখ ঘুরিয়ে থাকেন।



কেমন করে আসবেন : তামিলনাড়ু থেকে কাঞ্চিপুরে আসার একাধিক পথ আছে— একটি **আর্কোনাম** দিয়ে, অন্যটি **চিঙ্গলেপুট** দিয়ে। চেন্নাই এগমোর স্টেশন থেকে চিঙ্গলেপুট-এর দূরত্ব 56 কিমি। ট্রেন আসছে এগমোর 7.00, 12.25, 15.30, 17.15, 18.30, 19.30, 19.45, 21.00 ছেড়ে চিঙ্গলেপুট স্টেশন যথাক্রমে 7.58, 13.14, 16.26, 18.15, 19.30, 20.25, 20.48, 22.00। চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে আর্কোনাম ট্রেন আসছে 6.25, 13.00, 13.50, 16.30, 17.55, 22.50 ও 23.00 ছেড়ে যথাক্রমে 7.28, 14.08, 14.50, 17.33, 19.05, 23.48 ও 00.05 মিনিটে। দূরত্ব 69 কিমি। মাদুরাই জংশন থেকে সরাসরি কাঞ্চিপুরম স্টেশনে আসছে 1044 মাদুরাই-তিলক এক্সপ্রেস 18.00 ছেড়ে 3.38; নাগেরকয়েল থেকে 4.50 ছেড়ে 6352 তিরুপতি এক্সপ্রেস কাঞ্চিপুরম 18.08 মিনিটে। চিঙ্গলেপুট এবং আর্কোনাম, দুজায়গা থেকেই ট্রেনে বা বাসে চড়ে কাঞ্চিপুরম আসতে পারেন। আবার সোজা চেন্নাই-এর ব্রডওয়ে বাস স্ট্যান্ড থেকে TTDC-র বাসে চড়ে NH 4 ধরে 76 কিমি পাড়ি দিয়েও আসা যায়। কন্ডাকটেড ট্যুরের কথা একটু আগেই বলে এসেছি।



কোথায় উঠবেন এখানে : 78 কামাক্ষী আম্মান সন্নাথী স্ট্রিটে TTDC-র Hotel

Tamilnadu (Ph : 222553) DAC Dlx ৬৫০, DAC ৫০০, DB ৩৫০; Sri Rama Lodge (Ph : 2222435), ২০ নেলুক্কার স্ট্রিটে, S ১২৫, D ২০০, TB ২৫০, SAC ৪০০, DAC ৪৫০; এছাড়া PWD IB, Municipal RH (রিজা · কমিশনার, কাঞ্চিপুরম মিউনিসিপ্যালিটি), অনেক চৌলট্রি ও লজ পাবেন।

কী কী দেখবেন এখানে : আগেই শিবকাঞ্চি বিভাগের কথা বলে এসেছি। এদের যথাক্রমে বলা হয় Big এবং Little Kanchipuram। **শিবকাঞ্চির** মধ্যে আছে একাম্রনাথ, কামাক্ষী দেবী, কৈলাসনাথ, পাণ্ডবদূত পেরুমল, উলাগলন্ডা পেরুমল এবং বৈকুণ্ঠনাথের মন্দির। **বিষ্ণুকাঞ্চির** প্রধান মন্দির শ্রীবরদারাজ মন্দির। এছাড়া বিষ্ণুকাঞ্চির কাছে **জৈনকাঞ্চিতে** আছে চোল ও পল্লব রাজাদেরই তৈরি চন্দ্রকান্তের মন্দির, বর্ধমানের মন্দির ও সংগীত মণ্ডপ। রাজা মহেন্দ্রবর্মন জৈন ছিলেন। 600-630 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর নির্দেশেই প্রধানত এগুলি নির্মিত হয়।

একাম্রনাথের মন্দির : বহু কারুকর্ম সমন্বিত এই সুবৃহৎ মন্দিরটি পল্লব, চোল ও বিজয়নগরের রাজাদের বদান্যতায় ধীরে ধীরে এত বড় হয়ে উঠেছে। 1509-এ রাজা কৃষ্ণদেব রায় মন্দিরের দক্ষিণ প্রবেশপথের উপর একটি 50 ফুট (15 মি) উঁচু গোপুরম্ তৈরি করেছেন। মন্দিরের মধ্যে যে, বিশাল আমগাছটি দেখবেন, জনশ্রুতি যে সেটি 3,500 পুরনো। মহাদেব সমস্ত শাস্ত্রকে আমগাছরূপে রেখে নিজে লিঙ্গরূপে একাম্রকাননে বসেন বলে পুরাণে লেখা আছে। গাছের চারটি শাখা নাকি চতুর্বেদ। চারটি শাখায় নাকি মিষ্ট, অম্ল, কটু ও তিক্ত চার রকমের আম ধরে। গাছের স্ত্রীলোক এই আম খেলে গর্ভবতী হন বলে প্রবাদ থাকায় এখানে খুব ভিড় হয়।

পার্বতী নাকি বিয়ের আগে একবার কৌতুক করে শিবের চোখ চেপে ধরলে তাঁর পাপ হয়। তখন বালি দিয়ে তৈরি একটি লিঙ্গকে পুজো করে তিনি পাপমুক্ত হন এখানে। সেজন্য এখানে শিবের আর এক নাম থালুবৈকুণ্ঠনাথ। পরের ফাল্গুনে শিব-পার্বতীর বিয়ে হয়। সেজন্য এখনো সারা ফাল্গুন মাস ধরে হাজার হাজার যাত্রী এই উৎসবে যোগ দেন। শিব ও পার্বতীকে একটি রুপোর রথে চড়িয়ে মন্দির ঘোরানো হয়। অন্যমতে, এ সময়ে অগস্ত্য দাক্ষিণাত্যে চলে যান এবং কৈলাসে হর-পার্বতীর বিয়ে দেখতে পাননি বলে শিব তাঁকে বলে— তোমার জন্যে প্রতি বছর কাঞ্চি-তে ফাল্গুন মাসে আমাদের বিবাহ-উৎসব হবে। আবার পঞ্চলিঙ্গের অন্যতম ক্ষিতলিঙ্গ এখানে এপ্রিল মাসে পার্বতীর সঙ্গে মিলিত হন বলে সে সময়ে দশদিন ধরে বিশাল উৎসব হয়। দশম দিনে হর-পার্বতীর মিলন দৃশ্য দেখার ইচ্ছে থাকলে ওই সময়ে আসুন— তবে বড্ড গরম তখন। দশদিন কামাক্ষীদেবীর সাজানো মূর্তিকে নিয়ে এসে একাম্রনাথের মূর্তির পাশে বসানো হয় বিশাল ধুমধামের সঙ্গে।

মন্দিরের সামনে সিংহদ্বার, তার ওপর দশতলা গোপুরম্, সর্বোপরি দ্বাদশ কলস। চারটি দরজা আছে এখানে। একাম্রনাথের মূর্তি, আগেই বলেছি বালি দিয়ে তৈরি। গর্ভগৃহের উলটোদিকে কল্যাণমণ্ডপটিও রাজা কৃষ্ণদেব রায় নির্মিত। মন্দিরের চারপাশে পাঁচিলের ঘরগুলিতে আছে 108টি শিবলিঙ্গ। একটি নটরাজের মন্দিরও আছে এর মধ্যে। মূর্তিটি অনবদ্য। শঙ্করাচার্য মৃত্যুর আগে এখানে আসেন। শ্রী চৈতন্য-নিত্যানন্দও একাম্রনাথের মন্দিরে এসেছিলেন। ইচ্ছে হলে ক্যামেরায় ছবি তুলতে পারেন ৫ দিয়ে। মুভি হলে ১৫। মন্দিরে প্রবেশ দর্শনী মাত্র ১০ পয়সা।

কামাক্ষীদেবী মন্দির : একাম্রনাথ মন্দিরের অনতিদূরে বিশাল মন্দির। মধ্যে বিশাল প্রাঙ্গণ। চারদিকে উঁচু পাঁচিল। গোপুরম্ কারুকার্যখচিত পাঁচতলা। শীর্ষে সাতটি মঙ্গল কলস। প্রথম প্রাকারের মাঝে গায়ত্রী মণ্ডপ; তার মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে কামাক্ষীদেবীর বিগ্রহ। 24টি অলঙ্কৃত মূর্তির ওপরে এই গায়ত্রী মণ্ডপ। অভয়া মূর্তি প্রসন্না— দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। তিনি উপবেশন ভঙ্গিতে আছেন। পাণ্ডকাসুরের হাত থেকে দেবতাদের রক্ষার জন্য তিনি আবির্ভূতা— তাই 'কামকোটি' অনন্তস্বরূপা।

তাঁর বাঁদিকের মন্দিরে আছেন অলক্ষ্মী দেবী। একদা বিষ্ণুর সৌন্দর্য নিয়ে ঠাট্টা করলে লক্ষ্মী কুরূপা হয়ে যান। শেষে কামাক্ষী দেবীর আরাধনা করে আবার সুরূপা হন। সেজন্য তিনি এখানে অলক্ষ্মী মূর্তিতে পূজিতা। এছাড়া এখানে দেবী অন্নপূর্ণা, মহিষাসুরমর্দিনী ও অর্ধনারীশ্বরের মূর্তি দেখেও আনন্দ পাবেন।

কৈলাসনাথের মন্দির : এটির নির্মাণকাল 674-800 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পল্লবরাজাদের আমলে। এঁদের মধ্যে প্রধান দ্বিতীয় নরসিংহ বর্মা ও তৃতীয় মহেন্দ্র বর্মা। গর্ভগৃহে গ্রানাইট পাথরে তৈরি ষোল কোণ বিশিষ্ট শিবলিঙ্গটি (2½ মিটার) 8 ফুট উঁচু। মূল মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব কোণে দেখতে পাবেন শিবের তাণ্ডব নৃত্যের অসংখ্য ছবি। তবে যে ছবিটিতে ভবানী নৃত্য দেখছেন আর বাদ্যকারেরা বাজাচ্ছেন— সেটি আপনার মন কেড়ে নেবে সবার আগে। মন্দিরের ভিতরে

সর্বত্র ছবি। বিভিন্ন সেলে দেখতে পাবেন ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। এদের মধ্যে (বন্ধনীর মধ্যে সেল সংখ্যা) দুর্গা (5), গরুড়-নরসিংহের যুদ্ধ (10), ত্রিবিক্রম (21), বিষ্ণুর মন্ত্রপাঠ (13), ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ মূর্তি (15), কিরাত-অর্জুনের যুদ্ধ (16), কৈলাসহর (22), চন্ডেশ অনুগ্রহ মূর্তি (35), রাবণ অনুগ্রহ শিব (42), কল্যাণসুন্দর (42), সোমস্কন্দ (52) ইত্যাদি দেখে আপনার ভাল লাগবে খুব। শিবরাত্রিতে বিশাল উৎসব। মন্দির খোলা থাকে প্রতিদিন 8.00-12.00 আবার 16.00-18.00 । দর্শনী লাগে না। মনে রাখবেন এটিই দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম মন্দির।

পাণ্ডবদূত পেরুমল মন্দির : একাম্রনাথ মন্দিরের 1 কিমি মধ্যে পরের প্রাচীনতম মন্দির এটি। এখানে তিনটি শিলালিপি আছে। মূল বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের। দুর্যোধন শকুনির সাহায্যে একটি ভঙ্গুর মাচা তৈরি করিয়ে তাতে শ্রীকৃষ্ণকে বসিয়ে হত্যার যে চক্রান্ত করেন তা জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ যে বিশ্বরূপ মূর্তি ধারণ করেন সেই ভঙ্গিতে মূর্তিটি এখানে বিদ্যমান। পাশের একটি মন্দিরে রুক্মিণীদেবীর বিগ্রহ আছে। মন্দিরের মধ্যে ছোট পুষ্করিণীটির নাম মৎস্যতীর্থ। প্রবাদ যে, রাজা জনমেজয় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ পুনর্বার দর্শনের জন্য এখানে সাধনা করেন। জন্মাষ্টমীর দিন থেকে দশদিন ধরে এখানে বিরাট উৎসব হয়। মন্দির খোলা দুবার— 8.00 - 11.00 এবং 17.00 - 20.00। দক্ষিণা লাগে না দেবদর্শনের জন্য। আর একটি মন্দির আছে কামাক্ষী দেবীর মন্দিরের কাছে।

আর একটি প্রাচীন মন্দির **উলাগলণ্ডা পেরুমল মন্দির**। আকারে ছোট হলেও সূক্ষ্ম কারুকার্যে পরিপূর্ণ। প্রাকারবেষ্টিত প্রবেশপথের উপর পাঁচতলা গোপুরম্— তার উপরে পাঁচটি মঙ্গল কলস। সামনে বাঁধানো পুষ্করিণী। ভিতরে বাঁধানো চত্বর পেরিয়ে মূল মন্দির। তার গায়ে বিভিন্ন আকারের সূক্ষ্ম কারুকর্মমণ্ডিত অসংখ্য মূর্তি। মন্দিরের শীর্ষে সাতটি মঙ্গল কলস। মধ্যে ভগবান বিষ্ণু দু-হাত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত করে, একটি পা ঊর্ধ্বে উত্তর দিকে ছড়িয়ে ও ডান পা মাথায় রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। ভারতের অন্য কোথাও এমন মূর্তি দেখতে পাবেন না। আসলে এটি বলিরাজার গর্বহরণ মূর্তি।

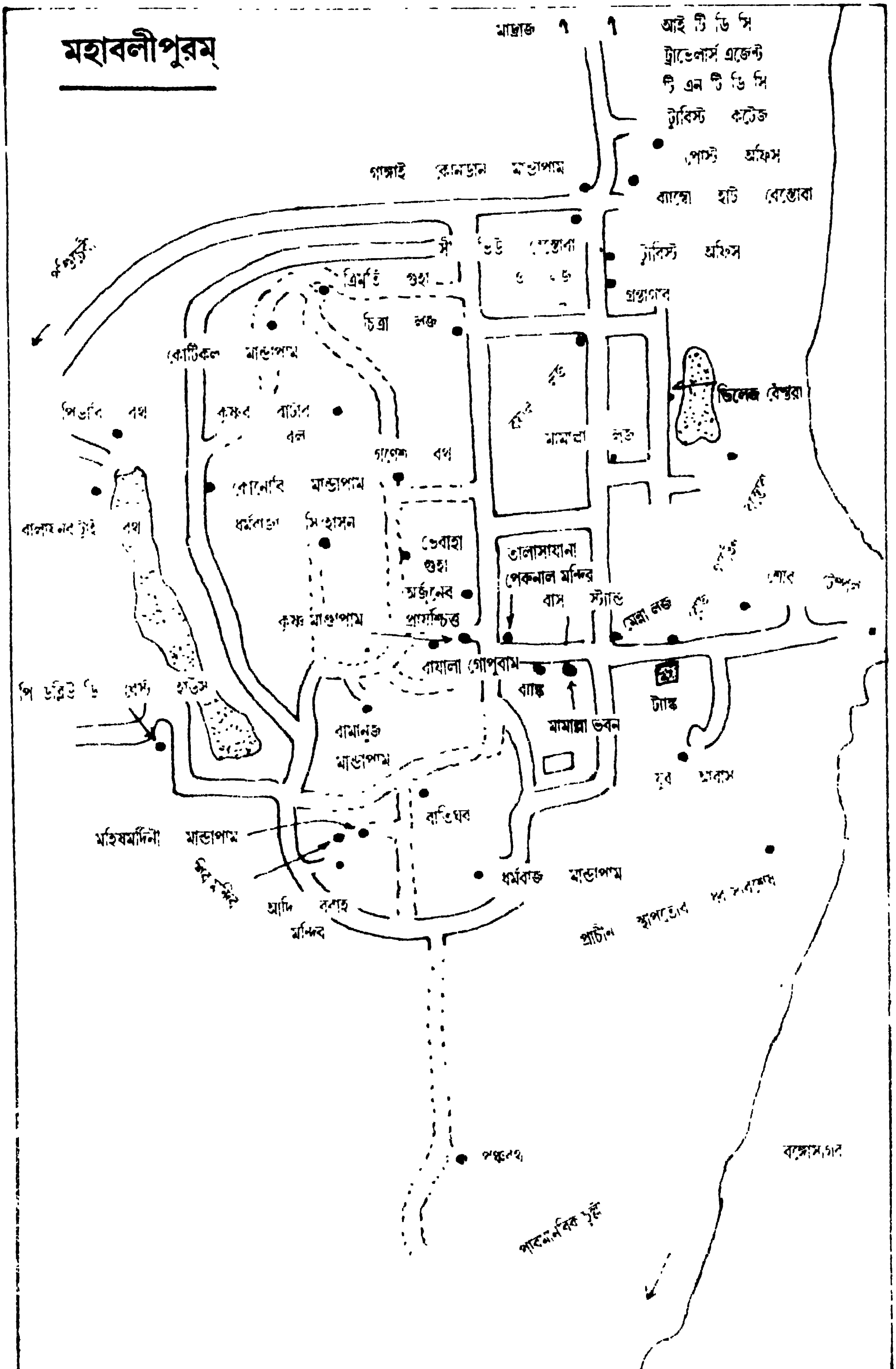
বৈকুণ্ঠনাথের মন্দির/বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দির : এই মন্দিরে পল্লব রাজবংশের ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের যে অনুপম নিদর্শন দেখবেন, তামিলনাড়ুর অন্য কোনো মন্দিরে তা দেখতে পাবেন না। সুতরাং মন্দির ও শিল্পপ্রেমী হলে এখানে অবশ্যই আসুন । একটু একটু করে 674–800 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই শিল্পকলা বিকশিত হয়ে উঠেছে। পল্লবরাজাদের রাজ্যাভিষেক, যুদ্ধযাত্রা সবকিছু এখানে চিত্রিত— দেওয়ালের গায়েই গোটা রাজবংশের ইতিহাস। মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর ত্রিতল বিমান। বৈকুণ্ঠনাথ তিন অবস্থায় তিনটি তলায় বিদ্যমান। প্রথম তলায় তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, দ্বিতীয় তলায় তিনি শায়িত এবং তৃতীয় তলায় দণ্ডায়মান। মূর্তিগুলি প্রাণবন্ত। অন্যত্র বিদ্যুতের আলো থাকলেও অন্ধকার গর্ভগৃহে প্রদীপের আলোকে মূর্তি দেখতে হয়ত একটু অসুবিধা হতে পারে।

বৈকুণ্ঠাবলী মন্দিরে বাস করেন লক্ষ্মীদেবী। মূল মন্দিরের ভিতরে কারুকার্যসমন্বিত শতশত প্রস্তরস্তম্ভে নানা দেবীমূর্তি খোদিত । মন্দিরের চত্বরে কয়েকটি স্তম্ভ শীর্ষে দেখতে পাবেন সিংহমস্তকের মূর্তি । প্রধান উৎসব বৈকুণ্ঠ একাদশীর সময়ে। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে অভিষেকের সময়ও বহু যাত্রী আসেন এখানে। পুজো দিতে হলে আগে থেকে মন্দিরের অফিসে টাকা জমা দিন। এখানে প্রতিদিন থিরুমঙ্গল আলোয়ার-রচিত গান গীত হয়ে চলেছে সেই কবে থেকে ।

শ্রীবরদারাজ স্বামীর মন্দির : শিবকাঞ্চি থেকে প্রায় 5 কিমি দূরে বিষ্ণুকাঞ্চি। এর সবচেয়ে বড় মন্দির এটি। এখানে আছে, সুপ্রাচীন বিষ্ণু বিগ্রহ বরদারাজ নামে। ভারতের আর কোনো মন্দিরে এমন অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত প্রস্তর স্তম্ভ নেই । এখানেই ব্রহ্মা দীর্ঘ তপস্যার শেষে বিষ্ণুর দর্শন পান। কথিত আছে ব্রহ্মা এখানে যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন তাতে তাঁর প্রধান স্ত্রী সরস্বতীকে না এনে সাবিত্রী ও গায়ত্রীকে আনলে রেগে গিয়ে বিষ্ণু 'বেগবতী' নদীর রূপ ধরে যজ্ঞ পণ্ড করতে উদ্যত হলে ব্রহ্মা স্তব করেন। তখন শুয়ে পড়ে বিষ্ণু বেগবতীর বেগ রক্ষা করেন। বিষ্ণুর এই শয়ানাবস্থার নাম 'যদোঠাকুরী পেরুমল'। তারপর বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বরদান করেন বলে তিনি **বরদারাজ** নামে পরিচিত । অস্তগিরি নামে একটি ছোট পাহাড়ে তিনি অবস্থান করেন। তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবীর এখানে নাম পেরুনদেবী।

উঁচু পাঁচিলে ঘেরা মন্দিরের প্রবেশ পথের উপর 30 মিটার (96 ফুট) উঁচু 7 তলা অলঙ্কৃত গোপুরম্— তার উপরে 9টি মঙ্গল কলস। বরদারাজ মূর্তি পশ্চিমমুখী বলে আপনাকে ঢুকতে হবে পশ্চিমের দরজা দিয়ে। পিছনে পূর্বদিকেও একটি 40 মিটার (125 ফুট) উঁচু 9 তলা গোপুরম্ আছে। এর প্রতিটি প্যানেলে দেখবেন মানুষ ও পশুপাখির অজস্র ছবি। এর মাথায় 11টি কলস।

পশ্চিমের গোপুরম্ দিয়ে ঢুকে বিস্তৃত উঠোন পেরিয়ে


মহাবলীপুরম্
মাদ্রাজ
আই টি ডি সি
ট্রাভেলার্স এজেন্ট
টি এন টি ডি সি
ট্যুরিস্ট কটেজ
পোস্ট অফিস
ট্যুরিস্ট অফিস
গ্রন্থাগার
ত্রিমূর্তি গুহা
কোটিকল মান্ডাপাম
গণেশ রথ
ধর্মরাজ সিংহাসন
কৃষ্ণ মান্ডাপাম
অর্জুনের প্রায়শ্চিত্ত
বাস স্ট্যান্ড
রায়ালা গোপুরাম
ব্যাঙ্ক
মামাল্লা ভবন
ট্যাঙ্ক
রামানুজ মান্ডাপাম
মহিষমর্দিনী মান্ডাপাম
আদি বরাহ মন্দির
ধর্মরাজ মান্ডাপাম
পঞ্চরথ
বঙ্গোপসাগর

অনন্ততীর্থ সরোবর। তাতে 1,4,16 স্তম্ভযুক্ত তিনটি মণ্ডপ রয়েছে। মণ্ডপের উপরে কৃষ্ণমূর্তি। জলের মধ্যে 4টি স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপে রুপোর বাক্সে রয়েছে 'অসিবরদার' নামে শিলা। প্রতি 40 বছর অন্তর জল পাম্প করে ফেলার সময় উপস্থিত যাত্রীরা সেই শিলা দেখতে পান। আবার অভিষেকের পর তাকে বাক্সে রাখা হলে নাকি বৃষ্টি হয় এবং সরোবর জলে ভরতি হয়ে যায়। কাছেই আছে টিকটিকি যোনিপ্রাপ্ত দুটি বিগ্রহ। যদি কখনো আপনার গায়ে টিকটিকি পড়ে থাকে, তবে এ দুটি দেখলে আর কোনো অমঙ্গল হবে না— এখানের এমনই লোকবিশ্বাস। প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে দেখবেন একটি 96 স্তম্ভযুক্ত আশ্চর্য মণ্ডপ। এক বিশাল গ্রানাইট পাথরে নানা মূর্তির খোদাই আপনি আর কোথাও দেখতে পাবেন না।

এই শতমণ্ডপের সামনেই রয়েছে বরদারাজের মন্দির। তার সামনেই সোনায় মোড়া ধ্বজস্তম্ভ। বরদারাজকে দেখার আগে দেখুন নৃসিংহদেবকে। বরদারাজের ঐশ্বর্য অতুল, শুধু মাথার মুকুটটির দামই 1.5 কোটি টাকা। সরকার মন্দির পরিচালনা করেন। এখানেও দ্বিতলে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্তি প্রদীপের আলোতে দেখতে হবে। গলার হারটি নাকি লর্ড ক্লাইভের দেওয়া। রুপোর হাতি, ঘোড়া, রথ, পালকি বাহন আছে। বৈশাখ মাসের দশদিনব্যাপী উৎসবে তিনি এক-একদিন এক-একরকম বাহনে চেপে ভ্রমণ করেন। প্রতি শুক্রবার তাঁর অভিষেক হয়। সে সময়ের বেশভূষা দেখলে মোহিত হয়ে যাবেন।

পক্ষিতীর্থম্ : তিরুকালিকুন্দ্রাম্

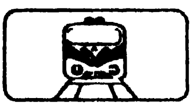
তামিলনাড়ুর চিঙ্গলেপুট জেলার এই বিখ্যাত তীর্থটিতে আসতে হলে চেন্নাই এগমোর থেকে ট্রেনে 56 কিমি এসে চিঙ্গলেপুট স্টেশনে নামুন, তারপর বাসে চড়ে দক্ষিণ-পূর্বে 14 কিমি (9 মাইল) চলুন। মহাবলীপুরম্ থেকে এলে সড়কপথে মাত্র 16 কিমি (10 মাইল)। তারপর 152 মিটার (500 ফুট) উঁচু একটা ছোট পাহাড়ের ওপর উঠুন। এখন উঠতে কষ্ট নেই, ছোট ছোট ধাপে প্রায় 500 সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠুন। পাহাড়টির নাম তিরুকালিকুন্দ্রাম্— তবে পক্ষিতীর্থ নামেই এটি পরিচিত হয়ে গেছে। পাহাড়ের ওপরে উঠে বঙ্গোপসাগরকে দেখতে পাবেন, পাবেন মহাবলীপুরমের লাইট হাউসটিকেও দেখতে। পাহাড়ের উপরে স্বয়ম্ভূ শিবের মন্দির। সামান্য নীচে গুহার মধ্যে পার্বতী মূর্তি। নীচে আছে শঙ্খতীর্থ নামে স্বচ্ছ সরোবর। ভক্ত সেখানে স্নান করে হর পার্বতী দর্শন শেষে ওপরে ওঠেন। শঙ্খতীর্থের কাছে শিবের নাম ভক্তবৎসলেশ্বর। পার্বতীর নাম 'চক্কু-নাই-কী-মাতা'। এমন নাম আপনি কোথাও শুনবেন না, যেমন দেখবেন না ডানহাতে ছড়ি, বাঁহাতে বরদান ভঙ্গি, মাথায় মুকুটের মত সর্পফণাযুক্ত দেবীমূর্তিও। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে মাঝামাঝি জায়গায় বিশ্রাম স্থান আছে, কষ্ট হলে একটু জিরিয়ে নিন। ওপরে উঠে বেদগিরিশ্বর মহাদেব ও দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির পাবেন। এর ঠিক নীচের সমতল ক্ষেত্রটিই হল পক্ষিতীর্থ। ছোট পাহাড়। কিন্তু দুপুরবেলাটি জনসমাগমে একেবারে জমজমাট।

আগে এর নাম পঞ্চতীর্থ হলেও এখন এটি পক্ষিতীর্থ নামেই প্রসিদ্ধ। চৈতন্যদেবের সময়েও এই নাম ছিল। তিনি এখানে এসেছিলেন, তবে সম্ভবত পাখি দেখেননি। বহু শতক ধরে দুটি শ্বেতপক্ষি (চিল?) প্রতিদিন বেলা 10 00-12.00 মধ্যে উড়ে আসে এখানে। একজন অব্রাহ্মণ পূজারী বেলা 11.00 নাগাদ এক হাঁড়ি খিচুড়ি ও চিনি নিয়ে পাহাড়ে উঠে পুজো করার পর সেটি দুটি পাত্রে ভাগ করে চোখ বন্ধ করে বসেন। তারপর দুটি পাখি (কখনো কখনো একটি পাখি) কোথা থেকে উড়ে এসে সেই খিচুড়ি ও পরে পূজারীর হাত থেকে খিচুড়ি সবার সামনে নির্ভয়ে খেয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে উড়ে চলে যায়। অনেকেই এদের শাপভ্রষ্ট ঋষি মনে করেন। কেউ বলেন, এরা দুই ভাই অথি ও শম্ভু— শিবের অভিশাপে পক্ষিতে পরিণত, কেউ বলেন এরা হর-পার্বতী। তবে উল্লেখযোগ্য যে, এরা যুগ যুগ ধরে আসছে না, আসছে 5-6 শতক ধরে আর এখানেই একমাত্র অব্রাহ্মণ পূজারী— বংশানুক্রমে পূজা করে আসছেন। তাছাড়া এটি তামিলনাড়ুর বেসরকারি তীর্থও। প্রবাদ যে, কাশী থেকে রামেশ্বরম্ যাবার পথে প্রতিদিন পাখি দুটি এখানে বিশ্রাম নেয়। তবে পাখি দেখতে পাবেনই এমন গ্যারান্টি নেই কিন্তু। 12 বছর অন্তর এখানে পুষ্কর মহোৎসব হয়।

এখানে অন্যান্য দর্শনীয় রুদ্রকোটিলিঙ্গের বিশাল শিবমন্দির, মুভরকোইল মন্দির এবং এর মধ্যে নন্দীতীর্থম্ সরোবর। গরুড়কে আঘাত করার পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য নন্দী এখানে তপস্যা করেন। বাসে গিয়ে বাসেই ফিরে এসে চেন্নাই, মহাবলীপুরম্ বা চিদাম্বরম্-এ রাত্রিযাপন করুন। যাবার আগে সময় থাকলে চিঙ্গলেপুটে জিঞ্জি দুর্গের অনুকরণে তৈরি বিজয়নগরের পলাতক রাজা তিম্মু রায়ের দুর্গটি দেখে যেতে পারেন— ভালই লাগবে।

মহাবলীপুরম্ / মামল্লপুরম্

চেন্নাই শহর থেকে 57 কিমি দক্ষিণে চিঙ্গলেপুট জেলার মধ্যে পারল নদী ও সমুদ্রের মোহনায় অবস্থিত একটি বেলা শহর। পেরিপ্লাস ও টলেমি এই বন্দরেব নাম উল্লেখ করে গেছেন, এখানে অনেক রোমক মুদ্রাও পাওয়া গেছে। এর প্রাচীন নাম সম্ভবত **কদলমাল্লাই**। 17 শতকে **পর্যটক মানুচি** এর উল্লেখ করে গেছেন। ইংবেজি মতে একে Seven Pagodas বলা হয়। আগে এর নাম ছিল **মহাবলীপুরম্** — নতুন করে নাম দেওয়া হয়েছে **মামল্লপুরম্**। কোনো মতে, বিষ্ণু-বিজিত মহাবলী অসুর থেকে এর নাম মহাবলীপুরম্। আবার অন্য মতে, **পল্লবরাজ মামল্ল** (< মহামল্ল 630 - 70) থেকে এই নাম এসেছে। এটিই সম্ভব। Seven Pagoda-র অস্তিত্ব সমুদ্রগর্ভে বিলীন— টিঁকে আছে একটি মাত্র।



কেমন করে আসবেন : বিমানে এলে চেন্নাই বিমানবন্দরে নামুন— তারপর 30 কিমি বাসে আসুন। **সড়কপথে** এলে দুটি পথ, দীর্ঘপথটি চিঙ্গলেপুট ও তিরুকালিকুন্দ্রাম্ হয়ে 85 কিমি, সংক্ষিপ্ত পথটি 60 কিমি অ্যাডিয়ার-তিরুপোরুব হয়ে। প্রতি রবিবার TTDC-র ভ্রমণবাস আসে।

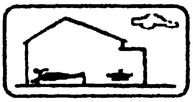
কী দেখবেন এখানে : এখানে দেখার জিনিস তিন ধরনের। গুহা, রথ এবং মন্দির। আগে **গুহার** কথা বলি। মোট 9টি **গুহামণ্ডপ** আছে— মহিষমর্দিনী, ধর্মরাজ কোটিকাল, কৃষ্ণ, পাণ্ডব, রামানুজ, কোনেরি, ত্রিমূর্তি এবং বরাহের দুটি। রাজা রাজসিংহ পল্লবের আমলে (700-728) ব্যাঘ্রগুহা বলে অলঙ্কৃত জালিমণ্ডপম্ একসময়ে বিখ্যাত ছিল। সমুদ্রের সামনের পাহাড় কেটে ছোট বারান্দার মত জালিমণ্ডপের কারুকার্য ভোলার নয়। তাছাড়া 9টি গুহার স্থাপত্য (2টি অসম্পূর্ণ) বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করে সমুদ্র থেকে পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। এই বরাহের নামে গুহাতে একটি বিশাল কক্ষ আছে এবং পিছনের দেওয়ালে একটি কুঠুরি আছে। বাতিঘরের সামনে মহিষাসুর গুহায় একদিকে আছেন সিংহবাহিনী দুর্গা (অষ্টভুজা এই দুর্গা ছাড়া মহাবলীপুরমে পদ্মোপরি চতুর্ভুজা দুর্গাও আছে) ও অন্যদিকে আছেন পঞ্চফণা নাগের উপর বিশ্রামরত বিষ্ণু।

রথ হল সুবিশাল পাথর থেকে খোদিত রথের আকারের এক মন্দির বিশেষ। এখানে মোট 8টি রথ রয়েছে। দক্ষিণের 5টি পাণ্ডবদের নামে— সহদেব নকুল যুগ্মভাবে, অন্য তিন পাণ্ডব ও দ্রৌপদী, উত্তরে গণেশ রথ এবং উত্তর-পশ্চিমে **বলয়ংকুট্টই** এবং পিদারি। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এ মূর্তিগুলি প্রায়-অসমাপ্ত। রথগুলিতে একদিকে 7 শতকের দ্রাবিড় শিল্প ও অন্যদিকে বৌদ্ধ চৈত্যের প্রভাব পড়েছে। এক একটি পাথর কেটে তৈরি মন্দিরের গায়ের লতাপাতা, ফুলফল ও পৌরাণিক ছবি মহাবলীপুরমের বিশিষ্ট শৈল-স্থাপত্যের নিদর্শন। দক্ষিণের পাণ্ডবদের রথ পঞ্চক একটি বৃহদাকার প্রস্তরখণ্ড থেকে উত্তর-দক্ষিণে তিনটি বিভিন্ন আকারে খোদাই করে গঠন করা হয়েছিল। উত্তরের দিকে পাহাড়ের উচ্চতা কম ছিল বলে সেটি হয়েছিল দ্রৌপদীর রথ, মাঝের সর্বোচ্চ উচ্চতায় খোদিত হয়েছিল দোতলা অর্জুন রথ। পরে আয়তাকার ভীমরথ এবং তেতলা ধর্মরাজ রথ। এগুলি সবই পশ্চিমমুখী। অপেক্ষাকৃত ছোট পাহাড় কেটে হাতির পিঠে খোদিত হয়েছিল দক্ষিণমুখী নকুল-সহদেব নামাঙ্কিত রথ। দ্রৌপদীর রথটি বাংলার কুঁড়ে ঘরের মত এবং সবচেয়ে ছোট। বাঙালি শিল্পীর চালা মন্দিরের প্রভাব আছে মনে হয়। গণেশ রথ মহাবলীপুরমের প্রধান পাহাড় কেটে তৈরি। পিদারী রথ কাছের গ্রামের জাগ্রতা দেবী পিদারীর নামানুসারে এবং বলয়ংকুট্টই অষ্টাঙ্গ রথও দ্বিতল। দেখতে দেখতে যদি আরো জানতে ইচ্ছে হয়, কাছেই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অফিস রয়েছে, তাঁদের কাছে জানতে চান— সানন্দে তাঁরা জবাব দেবেন।

এছাড়া পাহাড়ের গায়ের ভাস্কর্য আপনাকে বিমোহিত করবে তার সৌন্দর্যে। এর মধ্যে ভাল লাগবে কড়ে আঙুলে যিনি গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছিলেন সেই কৃষ্ণের সখী-পরিবৃত চিত্র। ভাল লাগবে দুটি পাহাড়ের গা-জোড়া গঙ্গাবতরণের দৃশ্যও। তবে বিশ্বের সম্ভবত সর্ববৃহৎ ব্যাস রিলিফেব ভাস্কর্যটি হল তপস্যারত অর্জুনের এবং তাঁর সঙ্গে তপস্যানিরত বহুসংখ্যক মানুষ, অপ্সরা ও জন্তুর ছবি (27 মি. x 7 মি.)। এছাড়া বামন-ভিক্ষা, বিরাট হস্তীর জীবন্ত মূর্তি সবই আপনাকে বিস্ময়মুগ্ধ রাখবে। বিস্ময়াহত করবে শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত একখণ্ড মাখনের প্রতিরূপ ব্যালান্সিং রকটিও।

মুখ্যমন্দির রয়েছে তিনটি— বিজয়নগর যুগের স্থলশয়ন পেরুমল, রাজসিংহ শৈলীর প্রথম মন্দির **ত্রৈলক্যনাথ** এবং সমুদ্রতীরে অগণিত নন্দীমূর্তি বেষ্টিত অতিসুন্দর বেলামন্দির বা Shore Temple। সমুদ্রতীরের এই বেলামন্দিরটিতে ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে। পিরামিডের মত 5 তলা এই মন্দিরে শিব, মহাবিষ্ণু ও দুর্গা আছেন, দেখতে অনেকটা কাঞ্চিপুরমের কৈলাসনগর মন্দিরের মত। সমুদ্রের নিরন্তর আঘাতেও

এটি আশ্চর্যভাবে অক্ষত রয়ে গেছে। নীল সমুদ্রের পটভূমিকায় এই মন্দিরের সৌন্দর্য, পর্যটক বন্ধু, আমি লিখে বোঝাতে পারব না। এর এই অনুপম সৌন্দর্যের জন্য অতিসম্প্রতি UNESCO এটিকে বিশ্বসম্পদ বলে ঘোষণা করেছেন।



কোথায় উঠবেন এখানে : এখানে থাকার জন্য জায়গার অভাব নেই। ITDC-র Temple Bay Ashok Beach Resort (Ph : 2442251) SAC ২৪০০ - ২৯০০, DAC ৩৫০০ - ৩৯০০, স্যুইট ৪১০০; TTDC-র Hotel Tamilnadu Beach Resort Complex, Mamallapuram, (Ph: 2442361) স্যুইট ২০০০ AC কটেজ ১০০০ কটেজ ৬০০ ইকনমি কটেজ ৪০০। বেলামন্দিরের কাছে Hotel Tamilnadu-2 (Ph : 2442287) কটেজ ৩৫০ - ৪৫০, ডর্মি ৭০। Silver Sands Beach Resort (Ph : 2442228) S ১২০০, D ১৬০০, স্যুইট ২৪০০ ; 59 কোভলং রোডে Golden Sun Hotel & Beach Resort (Ph: 2442245) S ৬৫০, D ৭৫০, SAC ৯৫০-১২৫০, DAC ১১০০-১৪০০, স্যুইট ১৮৭৫ ; Silver Inn SAB ৪০০ DAB ৫০০; TTDC-র Youth Hostel-এ ডর্মি ৪৫। Nehru Rest House (Ph . 2442208) ডর্মি ৪৫। এছাড়া ভারত সরকারের TB (রিজা : The Director, Govt. of India Tourist Office, 35 Mount Rd, Chennai-2), PWD IB (রিজা : Collector-Chingleput, District : Saidapet, Chennai-15) , ধরমশালা ইত্যাদি আছে

বি: দ্র: ● এখানে আসার জন্য ITDC কন্ডাকটেড ট্যুর চালাচ্ছে। ● প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন গাইড লেকচারার আছেন। আগে থেকে খবর দিলে তিনি পর্যটকদের গাইড করে থাকেন। চেন্নাই-এ ভারত সরকারের পর্যটন বিভাগ থেকে গাইড আনতে পারেন। তবে তাঁকে নির্দিষ্ট ফী দিতে হবে। ● ঝিনুক, শঙ্খ ও পাথরের তৈরি জিনিসপত্র কিনতে পাবেন এখানে।

বেদানথঙ্গল পক্ষিনিবাস : চেন্নাই থেকে 85 কিমি দূরে যেতে হবে আপনাকে এই পক্ষিনিবাসটি দেখতে। যে রাস্তাটি চেন্নাই থেকে তিরুচিরাপল্লি হয়ে কোট্টায়ামের দিকে এগিয়ে গেছে, সেই রাস্তা ধরে বাসে চড়ে রওনা হন। 75 কিমি যাওয়ার পর দেখবেন ডানদিকে একটা রাস্তা বেঁকে গেছে— সেটি ধরে 10 কিমি এগিয়ে যান। তাহলেই পৌঁছে যাবেন দাক্ষিণাত্যের একটি সুপ্রাচীন খগনিবাসে। এখানে দেশবিদেশ থেকে পরিযায়ী পাখিরা উড়ে আসতে শুরু করে সাধারণত অক্টোবর মাস থেকে। তাই বলি, অক্টোবরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যে-কোনো সময়ে এখানে চলে আসুন। চেন্নাই ছাড়া ত্রিচি (252 কিমি), ভিল্লুপুরম্ (94 কিমি) বা কাঞ্চিপুরম (61 কিমি) থেকেও আসতে পারেন।

আসার পর থাকতে ইচ্ছে হলে Vedanthangal RH-এ থাকুন— D ১৫০ ডর্মি ৬০— বিদ্যুৎ , জল পাবেন। পাবেন রাঁধুনি বাড়তি টাকায়। একটু আগে থেকে জানালে ভারতীয় প্রথার খাবারও পেয়ে যাবেন। এসবের জন্য যোগাযোগ করুন— The Wildlife Warden (Ph: 24321471), Forest Department, DMS Compound, Anna Salai, Chennai 600 006 অথবা বেদানথঙ্গলের Forest-in-charge-কে অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থাও করে নিতে পারেন। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংরক্ষণ হয়ে থাকে।

এখানে এসে নানান ধরনের পাখি দেখুন ওয়াচ টাওয়ারে 15.00-18.00 মধ্যে উঠে। তিন জাতের করমোর‍্যান্ট, ডার্টার, ধূসর সারস, রাতচরা সারস, সত্যিকারের তিন জাতের এগ্রেট সারস, হাঁ-করা কোঁচবক, বাঁকা ঠোঁট বক, চামচের মত ঠোঁটওয়ালা বকদের এখানে নিত্য বাস। উড়ে আসছে ডুবুরি পাখি, জলমোরগ, হাঁস এমনকি কখনো কখনো ধূসর পেলিক্যানরাও। দুটি জিনিস নিষিদ্ধ— আগ্নেয়াস্ত্র এবং নীড়ের কাছে যাওয়া। সমস্ত জলাভূমিতে অজস্র ছোট ছোট দ্বীপ গজিয়ে উঠেছে। তাতে গাছগাছালি। এক দ্বীপ থেকে সদাই সারসেরা উড়ে চলেছে অন্য দ্বীপে। সারাদিন দেখেও শেষ হবে না যেন। ইচ্ছে করলে ক্যামেরা এবং দূরবীন দুই-ই নিয়ে যেতে পারেন।

ভেলোর : চেন্নাই সেন্ট্রাল রেল স্টেশন থেকে 136 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিম রাজ্যের মাঝখানে জেলা শহর হল ভেলোর বা ভেল্লোর। এক সময়ে চোল ও বিজয়নগরের রাজারা এবং পরে মারাঠারা এর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। শহরে পালর নদীর তীরে 13 শতকের একটি পুরনো দুর্গ আছে। চারপাশে গভীর পরিখা দিয়ে ঘেরা দ্বিতল-মহল। এই দুর্গের ভিতর সুন্দরভাবে সংরক্ষিত হয়ে আছে একটি এক শিলার মন্দির। এর ভাস্কর্য বহন করে চলেছে শিল্পীর অপরূপ দক্ষতার পরিচয়।

কিন্তু ভেলোর আজ বিখ্যাত হয়ে গেছে তার **ক্রিশ্চান মেডিক্যাল কলেজের জন্যে**। ডাক্তার জন স্কাডারের তরুণী মেয়ে আইডা সোফিয়া স্কাডারের এক সময় ঘৃণা ছিল দরিদ্র ভারতবর্ষের উপর। পরে মনের পরিবর্তন ঘটল

তাঁর। আমেরিকা থেকে সেরা ডাক্তার হয়ে ফিরে এলেন 30 বছর বয়সে ভারতে আর 1900-তে মাত্র একজন রোগী নিয়ে খুললেন তাঁর হাসপাতাল। ধীরে ধীরে বেড়ে সেই হাসপাতালই আজ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ গোটা শহর। এই হাসপাতালে এখন আছে নিউরোলজি, কার্ডিওলজি, ইউরোলজি, গ্যাসট্রো-এন্টেরোলজি, ডার্মাটোলজি, ফিজিও-থেরাপি প্রভৃতি নানা বিভাগ। এর মধ্যে সেরা হল ডিপার্টমেন্ট অফ নিউরোলজিক্যাল সায়েন্স। সমগ্র দক্ষিণ-এশিয়ার মধ্যে এই বিভাগ এখানে প্রথম খোলা হয় 1948-এ। তখন ডক্টর জেকব হয়ে উঠেছিলেন এখানের প্রবাদ পুরুষ। ভারতের প্রথম স্টিরিওট্যাক্টিস সার্জারিও হয় এখানেই। হৃৎপিণ্ডের ছিদ্র থেকে আরম্ভ করে কিড্‌নি বদল— সবই এখানে হয়। এখানের খরচ খুবই বেশি যদিও আউটডোরেও ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। ভর্তির ব্যাপারে খ্রিশ্চানরা অগ্রাধিকার পান। হাসপাতালে কোথাও অকারণ বাহুল্য নেই।

এখানে আসা অবশ্য খুব সহজ নয়। চেন্নাই রেল স্টেশনে নেমে চেন্নাই-বাঙ্গালোর লাইনে কাটপদী স্টেশনে নামতে হবে। এখানে ট্রেন চেন্নাই থেকে 7.15, 13.00, 15.45, 17.55, 22.50 ও 23.00 ছেড়ে 130 কিমি দূরের কাটপদীতে যথাক্রমে 8.57, 15.10, 17.35, 20.18, 00.40, 01.05 মিনিটে আসছে। কাটপদীতে ট্রেন বদল করে 6 কিমি এসে নামতে হবে ভেলোরে। বিমানে এলে নামতে হবে মীনাম্বক্কম্ বিমানবন্দরে। তবে চেন্নাই, কাঞ্চি, পণ্ডিচেরী, তিরুপতি প্রভৃতি জায়গা থেকে সোজা বাস আসছে এখানে।

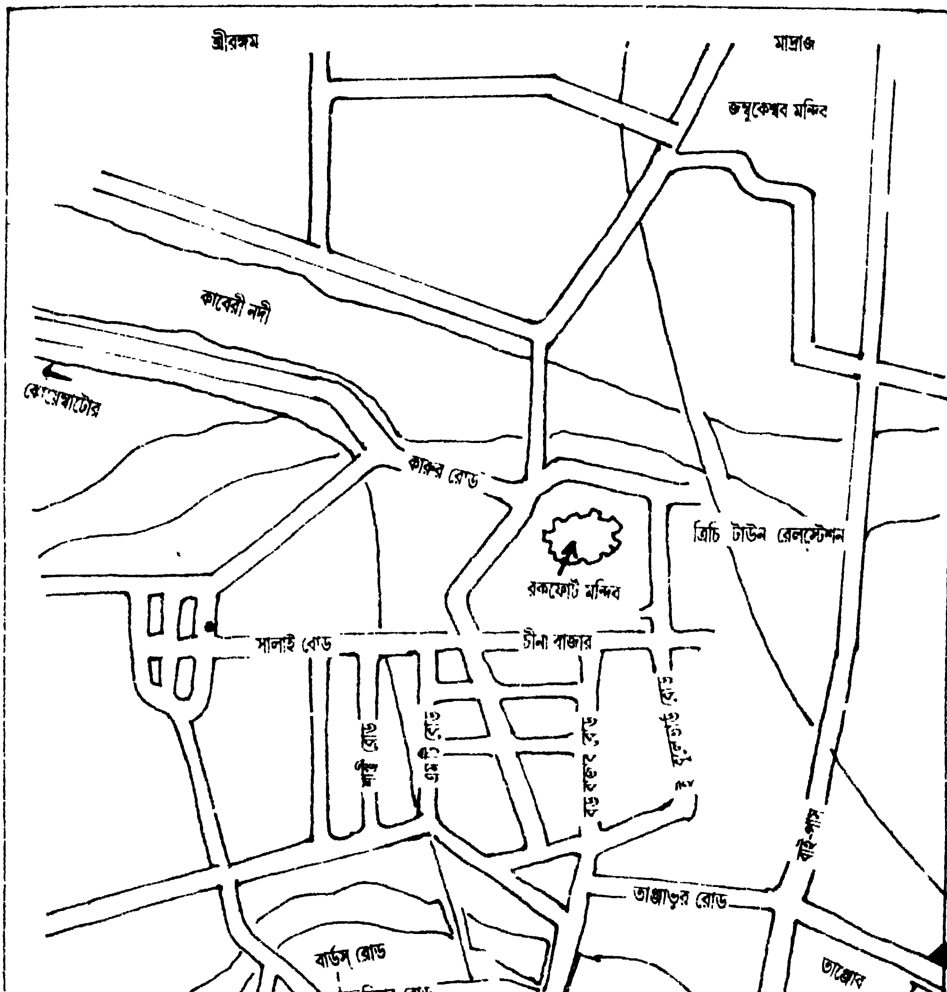
থাকার জন্য প্রচুর স্থান নেই। রোগীরা অনেক সময় হসপিটাল অ্যানেক্সে স্থান পান। 32 কে ভি এস্ চেট্টি স্ট্রিটে M S Lodge (Ph : 222670), Municipal TB (রিজা : কমিশনার, পৌরসভা, ভেলোর) ইত্যাদি ছাড়া হোটেলপত্র আছে কয়েকটি।

তিরুভান্নামালাই : ভেলোর যদি এসেছেন তবে এ জায়গাটি বেড়িয়ে যান 82 কিমি পার হয়ে। প্রকৃতি ও ঈশ্বর দুই-ই আপনার মনের কাছে এসে যেতে পারবে। জিঞ্জি থেকে 36 কিমি, ভিল্লুপুরম্ থেকে 56 কিমি পশ্চিমে এ জায়গাটিতে ভিল্লুপুরম্ থেকে বাস আসছে। ভিল্লুপুরম্ থেকেই পণ্ডিচেরী যেতে হয়। বাস আসছে নিয়মিত পণ্ডিচেরী, কোচি থেকেও। ট্রেনে এলে কাটপদী-ভিল্লুপুরম্ শাখা রেলপথের মাঝের স্টেশন তিরুভান্নামালাই-এ নামতে পারবেন।

আসার জন্যে **সেরা সময়** কার্তিক মাসের পূর্ণিমা। এটি একটি বিখ্যাত শৈবতীর্থ। এখানে একটি পাহাড় আছে— নাম অরুণাচল। এখানের বিখ্যাত মন্দিরটির নামও তাই অরুণাচল মন্দির— তেজোলিঙ্গম্-এর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। পাহাড়ের নীচে প্রায় 50 একর জমির উপরে দক্ষিণ ভারতের অন্যতম বৃহত্তম এই মন্দিরটি। 62 মিটার (200 ফুট) উঁচু কারুকার্যময় 11 তলা গোপুরমটি ভারতের উচ্চতম গোপুরম্। বিশাল বহিঃপ্রাচীর, বিশাল তোরণ, প্রাঙ্গণের সহস্রস্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ— সবই আপনাকে বিস্ময়মুগ্ধ করে রাখবে। তবে অপার বিস্ময়ে মগ্ন হয়ে যাবেন যদি কার্তিক পূর্ণিমায় কার্তিগাই তিথিতে আপনি হাজার হাজার যাত্রীর ভিড়ে ডুবে থেকে লক্ষ লক্ষ দীপের উৎসব 'কার্তিগাই দীপম্' দেখেন। আরো দেখবেন কেমন এক বিশাল আলোকসঙ্কেত স্থানটিকে আলোকজ্জ্বল করে দেবতাব ঠাকুরালি করা হচ্ছে। স্থানটির আজকাল আরো গুরুত্ব বেড়ে গেছে শ্রীরমণ আশ্রমের জন্যও। মন্দিরের অদূরে এই স্থানে একদা মহর্ষি রমণ বাস করতেন— এখন এখানে তাঁর সমাধিটি রয়েছে। বহু দার্শনিক, অতীন্দ্রিয়বাদীরা এখানে সমবেত হন। আশ্রমে পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা আছে। **থাকার** জন্য আরো আছে ব্যক্তিগত ঘরবাড়ি, চৌলট্রি, দেবস্থানম্ কটেজ, DB ইত্যাদি।

এখান থেকেই একটা দিন বাসে চড়ে 35 কিমি দূরের **সাতানুর ড্যামটি** দেখে আসতে পারেন। এখানে মনোহর পার্ক আছে, সুইমিং পুলও আছে। হয়ত পিকনিক করার জন্যে মন আনচান করে উঠবে। পেরিয়ার নদীর এই বাঁধের বাঁদিকে দাঁড়ালে এর বিশাল রূপ দেখতে পাবেন। আর পার্কটিকে দেখে হয়ত মনে পড়ে যাবে মহীশূরের বৃন্দাবন গার্ডেনস্-এর স্মৃতি।

তিরুত্থানী : ছয় ষড়ানন ক্ষেত্রের অন্যতম। পাহাড়ের উপর রয়েছে মন্দির। তিরুপতি (অন্ধ্রপ্রদেশ) থেকে 66 কিমি (40 মাইল) দক্ষিণে, চেন্নাই-রেনিগুন্টা রেলপথে এটি একটি রেল স্টেশনও। স্টেশন থেকে পাহাড়ের নীচে পর্যন্ত পথ 1.5 কিমি (1 মাইল)। তারপরই শুরু হয়েছে পাহাড়ে ওঠার জন্য সিঁড়িপথ। মোট 365টি সিঁড়ি আছে, প্রতিটি সিঁড়ি এক-একটি দিনের প্রতীক হয়ে যেন একটি বৎসর সম্পূর্ণ করছে। মন্দিরটি যে আকারে খুব বড় তা নয়, তবে খুবই সুন্দর। মন্দিরটি সুব্রহ্মণ্য বা কার্তিকের। ইনি যুদ্ধদেবতা বলে তামিলনাড়ুতে ভক্তিভরে পূজিত। আর মনে রাখবেন তিরুত্থানী হল ভারতের মহান সন্তান প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মস্থান। **বাস আসছে** এখানে চেন্নাই (86 কিমি), তিরুপতি (66 কিমি), চিত্তুর থেকে। থাকার জন্যে TB (রিজা : স্পেশাল অফিসার, জেলা বোর্ড, চিত্তুর), দেবস্থানম্ ধরমশালা আছে। এখান থেকেই অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি ঘুরে আসুন (দ্র: অন্ধ্রপ্রদেশ)।


শ্রীরঙ্গম
মাদ্রাজ
জম্বুকেশ্বর মন্দির
কাবেরী নদী
কোয়েম্বাটোর
কারুর রোড
ত্রিচি টাউন রেলস্টেশন
রকফোর্ট মন্দির
সালাই রোড
চীনা বাজার
তাঞ্জাভুর রোড
তাঞ্জোর
বার্ডস রোড
হিবার রোড
গুরু হোটেল ও বিজয়া লজ
বাস স্ট্যান্ড
কনভেন্ট রোড
ওয়াকোনডান ক্যানেল
সঙ্গম হোটেল
আনন্দ হোটেল
ট্যুরিস্ট অফিস
হোটেল তামিলনাড়ু
সেলবাম লজ
জিপিও
ত্রিচি জংশন
বাই পাস
সেন্ট জনস চার্চ
এয়ারপোর্ট

তিরুচিরাপল্লী

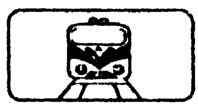
তিরুনেলভেলি : দ্রাবিড় সংস্কৃতির আদিমতম স্থানের সঙ্গে যদি পরিচিত হতে চান তবে এখানে আপনাকে আসতেই হবে। আসার জন্য **ট্রেন** পাবেন কুইলন বা চেন্নাই থেকে। বাস আসছে মাদুরাই, ত্রিচিনাপল্লি, তেনকাশী, কন্যাকুমারী প্রভৃতি স্থান থেকে। এখান থেকেই যেতে পারবেন ভারতের অষ্ট শ্যাম ভক্তের অন্যতম আদি কোষের বিগ্রহ দেখতে নানগুনেরীতে। যেতে পারবেন পূর্ব দিকে **কৃষ্ণপুরমে** ভেঙ্কটচলপতির বিগ্রহ দেখতেও। তিরুনেলভেলি দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম সড়ক যোগাযোগ কেন্দ্র।

জিঞ্জি : ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই শহরটি দক্ষিণ ভারতের লোকগাথায় পরিপূর্ণ। ইতিহাসের সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে আর্কট জেলার রাজগিরি, কৃষ্ণগিরি এবং চন্দ্রয়াগিরি নামে পাশাপাশি অবস্থিত তিনটি পাহাড়ের শীর্ষ জুড়ে 700 বছরের পুরনো জিঞ্জি দুর্গটি। এর 5 কিমি (3 মাইল) পরিধি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গেট আছে 7টি। 1442-এ বিজয়নগরের রাজারা চোলরাজাদের তৈরি এই দুর্গ **পুনর্নির্মাণ** করেন। তাঁদের অধিকারে প্রায় 200 বছর থাকার পর 1698-এ মোগলরা এটি অধিকার করেন। আরো 100 বছর পরে দখল করে ফরাসিরা। শেষে আর্কটের নবাব। রাজগিরিতে পাহাড়ের গোড়ায় যে মন্দির আছে তার 'দর্শন কক্ষ' এবং লাগাও পুষ্করিণীটি দেখার মত। উত্তর দিক দিয়ে রাজগিরিতে যাওয়া যায়। এর চারপাশে 25 ফুট (8 মিটার) চওড়া ও 60 ফুট (18½ মিটার) গভীর একটি পরিখার উপরে বাঁশের একটা হালকা সেতু দিয়ে মন্দিরে যেতে হয়। দুর্গের দুটি মন্দির, একটি মসজিদ কল্যাণ মহল ও একটি আটতলা টাওয়ার দেখবার মত। 155 মিটার (500 ফুট) উঁচু রাজগিরি পাহাড়ের উপরের কামান, রাজার স্নানের পাথর এবং চক্রকুলম্-এর কাছে বন্দীদের কূপ দেখতে যেন ভুলবেন না। দুর্গাধিপতি ভগবান রঙ্গনাথন-ভক্ত দেসিং-এর বীরত্বগাথা এখানের ছোটছেলেরা আজও গায়। দুর্গের 2 কিমি দূরের রঙ্গলায়ন্ মন্দিরে অনন্তশয়ান বিষ্ণু এবং পাশের প্রকোষ্ঠে দেবী পার্বতীকে প্রণাম করতে যেতেন তিনি দুর্গের সঙ্গে মন্দিরে যুক্ত সুড়ঙ্গপথ দিয়ে।

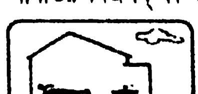
এখানে আসতে হলে চেন্নাই এগমোর থেকে রেলে 122 কিমি এসে পৌঁছে যান তিনদিবনম্ স্টেশনে। এখান থেকে বাসে জিঞ্জি আসতে পারেন (25 কিমি)। বাসে আসতে পারেন তিরুভান্নামালাই স্টেশনে নেমে (31 কিমি) বা ভিল্লুপুরম্ এবং কাঞ্চি থেকেও। যদি পিকনিক করতে চান তবে এখানের বিশ্রাম ভবনে থাকার ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। কৃষ্ণগিরিতে মোটেল তামিলনাড় ১০০-১২৫।

চিদাম্বরম্

চিদাম্বরম্ শব্দটি ভাঙলে পাবো চিৎ এবং অম্বরম্ অর্থাৎ চেতনা এবং জ্ঞানপূর্ণ আকাশ। আসলে এমন একটি আকাশ পথেই উদীয়মান হয়েছিলেন নটরাজ শিব তাঁর সেই বিখ্যাত নৃত্যভঙ্গিমায়। এই চিদাম্বরম্-এর আকাশেই নটরাজ আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর দুই ভক্ত — ব্যাঘ্রপাদ এবং পতঞ্জলির সম্মুখে। নটরাজ শিবই এখানের আরাধ্য দেবতা। সে কারণে এখানের সাধারণ লোকে চিদাম্বরম্-কে ডাকেন 'ভূলোক কৈলাসম্' নামে। হরি ও হর, বিষ্ণু ও শিব— এখানে সমমর্যদায় পূজিত।



এখানে আসার জন্য বিমানে এলে নামুন 167 কিমি দূরের তিরুচিরাপল্লি বিমানবন্দরে। সেখান থেকে এখানে সোজা বাস আসছে কুম্ভকোনাম্-তাঞ্জাভুর হয়ে। **রেলপথে** চিদাম্বরম্ মিটার গেজ লাইনে চেন্নাই, তাঞ্জাভুর, তিরুচিরাপল্লি, তিরুপতি এবং রামেশ্বরম্-এর সঙ্গে যুক্ত। চেন্নাই-এগমোর স্টেশন থেকে ছাড়ছে 6779 আপ চেন্নাই-মাদুরাই জনতা এক্স 13.30 এ। এতে চড়ে চলে আসুন চিদাম্বরম্ পৌনে চার ঘন্টার মধ্যে। দূরত্ব চেন্নাই থেকে 244 কিমি। তাছাড়া ট্রেন আসছে 9.00, 20.00 ও 20.25-এ ছেড়ে। **সড়কপথে** চেন্নাই, কুম্ভকোনাম্, পণ্ডিচেরী, কুড্ডালোর, তাঞ্জোর, তিরুচিরাপল্লির সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। প্রতিদিন **বাস** আসছে এখানে চেন্নাই, কুম্ভকোনাম্, নাগপত্তনম্, পণ্ডিচেরী, তাঞ্জোর, তিরুচিরাপল্লি প্রভৃতি স্থান থেকে। সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে আসাই ভাল। তবে জুন-জুলাইয়ে না থাকলে এখানের অন্যতম সেরা উৎসব অনিতিরুমনজনম্ কী করে দেখবেন?



এখানে **থাকার** জন্যে হোটেলপত্র রয়েছে। তাদের খবর জেনে নিন। সেখানে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করে দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখতে বের হন। 71B রেলওয়ে ফীডার রোডে Hotel Sri New Rajalakshmi (Ph: 222227) S ১২০, D ২০০; এখানেই 71D-তে Hotel Palace (Ph : 222639) S ১২৫, D ১৭৫-২১০; 10 বেণুগোপাল পিল্লাই স্ট্রিটে Kalyanam Boarding & Lodging (Ph : 222420) S ১২৫, D ১৭৫; 79/3 সবনয়াগর স্ট্রিটে

Amir Lodge (Ph : 222473) S ১২৫, D ২০০; 163 ওয়েস্ট কার স্ট্রিটে Hotel Raja Rajan (Ph : 222690) S ১২৫, D ২২৫; এখানেই 175-176-এ Deen Lodge S ১০৫, D ১৭৫, 101 সাউথ কার স্ট্রিটে Star Lodge (Ph: 222743) S ১২৫, D ২২৫; 13 কোঠাবল স্ট্রিটে S K Boarding & Lodging S ১১৫, D ২৬৫; 15 সাউথ সন্ন্যাথী স্ট্রিটে PM Lodge S ১০৫, D ১৭৫; এছাড়া TTDC-এর হোটেল রেলওয়ে ফীডার রোডে Hotel Tamilnadu Chidambaram (Ph : 238057) DAC ৪৫০, DB ২০০-২৫০, ডর্মি ৫০। এদেরই Youth Hostel-এ ডর্মি ৬০। আর আছে রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম, PWD IB, University GH ইত্যাদি।

স্থানীযভাবে এখানে দেখার জন্য তামিলনাড়ু ট্যুরিস্ট অফিস থেকে কোনো ক্ষেত্রেই 2.5 কিমির বেশি হাঁটতে হবে না। অতএব 1 কিমি দূরের এখানের সবচেয়ে দর্শনীয় **নটরাজ মন্দিরটি** আগে দেখে আসি। কারণ এখানের নটরাজ সারা ভারতের শৈবদের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে আসীন। কাবেরী নদীর দুটি ধারা মাঝের সমতলভূমিতে প্রায় 100 বিঘা জমির উপরে গড়ে উঠেছে এই মন্দির। 9 শতকেই এই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরে পরে পল্লব, চোল এবং পাণ্ড্যরাজাদের অকৃপণ সহযোগিতায় এই মন্দিরের বিশালত্ব গড়ে ওঠে। অবশেষে রাজা কৃষ্ণদেব রায় 1520-তে এই মন্দির সম্পূর্ণ করেন। মন্দিরের মাঝে পাঁচটি চতুষ্ক আছে। উপাস্য দেবতা শিব পঞ্চধাতু নির্মিত হলেও মূর্তির ডানদিকে একটি পরদা টাঙানো এবং সেখানে কোনো বিগ্রহ নেই। সাধারণের কাছে এব দর্শন নিষিদ্ধ। ওখানে নিরাকার শিবের কল্পনা করে পূজা করা হয়। তাঁর নাম আকাশ লিঙ্গ। পার্বতীর নাম শিবকামী সুন্দরী। মন্দিরস্থ পবিত্র কুণ্ডের নাম শিবগঙ্গা। এর পূর্ব দিকে রয়েছে সহস্র স্তম্ভের 105x60 মিটার (340x190 ফুট) রাজমণ্ডপ। মন্দিরের চারটি গোপুরম্-এর মধ্যে পূর্বে এবং পশ্চিমের গোপুরম্ দুটিতে ভরতনাট্যম্-রীতির বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গিমার 108টি করে মূর্তি খোদিত আছে। রাজসভা গৃহের কাছে রয়েছে দেবসভা, চিৎসভা, কনকসভা ও নৃত্যসভা। এই মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রয়েছে গোবিন্দরাজ পেরুমলের বিষ্ণুমূর্তি। মন্দিরে বিশালাকার বিনায়ক গণেশ মূর্তি আছে। আছে সুব্রহ্মণ্য মন্দিরও পাঁচটি প্রাকারের মধ্যে।

1 কিমি দূরত্বের মধ্যে রয়েছে 1,500 বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত **আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়টি**। এটি ঘিরেই গড়ে উঠেছে আন্নামালাই নগর। এটি প্রতিষ্ঠা করেন রাজা স্যার আন্নামালাই ছেত্তিয়ার। এই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়টির বাড়িঘর যেমন দর্শকদের টানে তেমনই পণ্ডিতদের আকর্ষণ করে এর মূল্যবান গ্রন্থাগারটি। কর্ণাটকি সংগীত এবং নৃত্যশিক্ষারও এটি পীঠস্থান বিশেষ।

2.5 কিমি দূরে শহরের উত্তর প্রান্তে রয়েছে **তিল্লাই কালিয়াম্মান মন্দিরটি**। এটি নির্মাণ করেছিলেন রাজা কোপ্পেরুনজিনগান (1229-78)। জনশ্রুতি যে, শিবের সঙ্গে নৃত্য প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হলে দেবী কালীকে নটরাজ মন্দির থেকে বহিষ্কার করা হয়। তখন তাঁর উদ্দেশে এই মন্দির নির্মিত হয়।

চিদাম্বরম্-এ এসেছেনই যদি তবে এখান থেকে **একটু দূরের দর্শনীয়** জায়গাগুলি ঘুরে দেখাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

প্রথমে যাই **পিছাভরম্**। (দূরত্বগুলি চিদাম্বরম্ থেকে বুঝিয়েছি) 16 কিমি দূরের এই পিকনিক স্পটে গিয়ে দেখুন কেমন করে প্রায় 3,000 একর বিস্তীর্ণ আম-জাম-কাঁঠালের বনে এক পাশে প্রবেশ করেছে সাগরের ঘূরতি জল— ব্যাকওয়াটার আর তারই বুকে জেগে উঠেছে কেমন করে দ্বীপমালা। পাখ-পাখালির কলকাকলিতে ভরা এই জলে নৌকা বাওয়ার ব্যবস্থা আছে, এমনকি মাছ ধরারও। চিদাম্বরম্ থেকে এখানে নিয়মিত বাস আসছে। থাকার জন্যে YH এবং TTDC-র Hotel Tamilnadu, Aringar Anna Tourist Complex (Ph : 249232) D ১৯৫, কটেজে থাকার খরচ ২৫০ এবং ডর্মিতে মাথা পিছু ৬০।

20 কিমি দূরের শিবকাশীতে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তিনটি মন্দির— প্রথমটি উৎসর্গীকৃত শ্রীব্রহ্মপুরীশ্বর, সাতনাথর ও থোনিয়াপ্পার উদ্দেশে, দ্বিতীয় মন্দিরটি দেবী তিরুনিলাই নায়কি এবং তৃতীয়টি উৎসর্গীকৃত হয়েছে দেবশিশু জ্ঞানসম্বন্দরের উদ্দেশে।

আপনি কি অসুস্থ? চিদাম্বরম্-এ যদি এসেছেন তবে 24 কিমি এগিয়ে শিব বৈথিশরণ-এর শরণ নিতে পারেন। তিনি সমস্ত রোগের নিরাময় করে থাকেন। এর সিদ্ধমমৃতম্ কুণ্ডে স্নান করলে সর্বরোগ দূরীভূত হয়। এর একটি মন্দির মুথুকুমার সুব্রহ্মণ্যের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। স্থানটির নাম **বৈথিশরণ কয়েল**।

আপনার কি পুরনো-ধ্বংসপ্রাপ্ত জায়গা দেখতে ভাল লাগে? যদি লাগে তবে 25 কিমি দূরে **পরাঙ্গী পেট্টাই**-এ চলুন। এর অন্য নাম অবশ্য **পোর্টো নোভো**। একসময়ের এই বন্দরটিতে বাণিজ্যসূত্রে আসত পোর্তুগীজ, ডাচ, ড্যানিশ, ব্রিটিশ, ফরাসিরা। এখনো এখানে দেখতে পাবেন

একটি ডাচ সমাধিস্থলের (হোলান্ডার থোট্টাম) ধ্বংসাবশেষ; দেখতে পাবেন যেখানে স্যার আয়ার কুটের নেতৃত্বে ব্রিটিশবাহিনী হায়দার আলিকে পরাস্ত করেছিল সেই যুদ্ধক্ষেত্র— ফরাসিরা সেখানে তাদের শেষ যুদ্ধ করেছিল 1781-তে। দেখবেন ড্যানিশ কারখানা ও ইংলিশ লৌহ-কারখানার অবশেষটুকুও। অবশ্য এখানে আসাটা আরো সার্থক করে তুলতে পারেন যদি এখানের মৎস্য-উন্নয়নকেন্দ্র ঘুরে ঘুরে দেখেন। আসার জন্য চিদাম্বরম্ থেকে নিয়মিত বাস পাবেন।

চলুন, এবার যাই 28 কিমি দূরের **তিরুভেনগাড়ুর** শিবমন্দিরে গিয়ে আঘোরমূর্তি শিবকে পুজো দিয়ে আসি। এই মূর্তির পূজা করলে নাকি জয় এবং অর্থ— দুই-ই সহজে এসে যায়। এমনকি ব্রহ্মহত্যার মত পাপ পর্যন্ত নাকি মোচন হয়ে যায়।

চলুন, অন্য একটি মন্দিরে এবার যাই – 30 কিমি দূরের **শ্রীমুশনাম্**-এ। এই মন্দিরে রয়েছে বিষ্ণুর ভূবরাহ মূর্তি। মন্দিরের সামনের পুরুষসূক্ত মণ্ডপমটি 17 শতকে তৈরি করে দিয়েছিলেন নায়করাজারা। এর স্থাপত্য শিল্প মুগ্ধ নয়নে দেখতে হয়। মণ্ডপটি দেখতে ঠিক রথের মত। তার গায়ে খোদাই করা রয়েছে ঘোড়া আর হাতির পিঠে চড়া কত যোদ্ধা মূর্তি। আর মণ্ডপের মাঝখানে যে স্তম্ভটি রয়েছে তাতে দেখবেন নায়করাজাদের প্রতিমূর্তি খোদিত।

পুম্পুহার

চিদাম্বরম্-এ এলে এখানে অবশ্য আসবার জন্য অনুরোধ জানাব। এমনকি তাঞ্জাভুরে এলেও। দু-জায়গা থেকেই তো বাস আসছে এখানে। চিদাম্বরম্ থেকে মাত্র 40 কিমি (25 মাইল) পথ। ময়ূরম্ থেকে 30 কিমি (19 মাইল)। এসে থাকার মত জায়গা পাবেন তামিলনাড়ু পর্যটন বিভাগের Tourist Complex-এ (Ph: 275439), কটেজ ১২৫-২০০।

চোলরাজাদের সময়ে এই প্রধান বন্দরটির নাম ছিল কাবেরীপুম্পত্তিনম্। শহরটি জলমগ্ন হয়ে যায়, এখন তো একটি গ্রাম মাত্র অবশিষ্ট। অথচ সঙ্গম যুগের কবিতায়, তামিল মহাকাব্যে এর সগৌরব উল্লেখ রয়েছে। মহাকাব্য শিলাপ্পথিকরম্-এর জীবনকে তামিলনাড়ু সরকার যেন নতুন করে এখানে 1973-এ রূপ দিয়েছেন। তাই এখানে এসে একে একে দেখুন, **আর্ট গ্যালারিতে** মহাকাব্য-নির্দেশিত 49টি স্থাপত্য চিত্র। গ্যালারির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে স্থাপিত হয়েছে মাধবী এবং কন্নাগীর মূর্তি, নির্মিত হয়েছে নূপুরের আকারে একটি কুণ্ড— ঠিক যেমন মহাকাব্যটিতে বর্ণিত আছে। নাম মাত্র দর্শনীর বিনিময়ে এটি দেখে নিন 8.30-13.00 বা 14 30-20.30-এর মধ্যে। তিরুকুরল্ নামক অন্য একটি তামিল মহাকাব্যে একটি বর্ণনা আছে— এক রাজা আইনের ভুল ব্যাখ্যা দিলে অথবা ন্যায়বিচার থেকে ভ্রষ্ট হলে এক ক্রন্দনরতা নারী শুধু নীরবে ক্রমাগত অশ্রু বিসর্জন করে গেছিল— একবারও মুখ খুলে কাঁদেনি। এই ধরনের একটি ভাবকে চাক্ষুষ যদি করতে চান তবে 8টি গোল করে সাজানো এমনি ভাববিহ্বল মূর্তি দেখে আসুন **পাবি মনরম্** বা অন্দরমহলে। প্রাচীন পুম্পুহারে নাকি এমন একটি কুণ্ড ছিল যেখানে স্নান করলে সব রোগ ভাল হয়ে যেত। সেই মতো এখানে দুটি কুণ্ড এবং 6টি মূর্তি-সহ একটি হল তৈরি হয়েছে **ইলাঞ্জি মনরম্**-এ। আবার মহাকাব্যানুযায়ী **নেডুক্কল নিন্‌রা মনরম্**-এ স্থাপিত হয়েছে খোলা প্রাঙ্গণের মধ্যে চারপাশে নানা খোদাই চত্রসহ একটি বিশাল পাথর। এই পাথরে পুজো দিলে নাকি পাগল সুস্থ হয়ে ওঠে এবং ভূতে-পাওয়া রোগী রোগমুক্ত হয়। আর সব ছাড়িয়ে উপভোগ করুন সমুদ্রের বীচে সূর্যোদয় দেখার দুর্লভ মুহূর্তগুলি।

এ-সব দেখে **নেইভেলির** (50 কিমি) শিল্প শহরটিতে যাবার জন্য মন চাইবে কিনা জানি না। তবে একদিনের অবকাশ পেলে কাবেরী নদীর তীরের শহর **ময়ূরম্** বা **মায়াভরম্** যেতে পারেন। যাবার সেরা সময় কার্তিক মাসের তুলা কাবেরীর মেলার সময়। তুলা রাশিতে নাকি রবির অবস্থানের সময় গঙ্গা এসে মেশে কাবেরীতে। মাইল তিনেকের ব্যবধানে এখানে শিব মায়ানাথ এবং বিষ্ণু পরিমল রঙ্গনায়কের দুটি মন্দির রয়েছে। এখানে মাঘ মাসে এক মাস ধরে উৎসব হয়।

কুম্ভকোনাম্

অন্য নাম **কোম্বাকোনাম্**। কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রায় 26 মি. (85 ফুট) উঁচুতে তাঞ্জোর জেলায় অবস্থিত একটি শহর। এর আয়তন 115 বর্গকিমি। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। উত্তরে কাবেরী এবং দক্ষিণে আরাসোলা নদী বয়ে গিয়ে শহরটির প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম করে তুলেছে। চেন্নাই থেকে 322 কিমি (200 মাইল)। তাঞ্জোর যাবার পথে রেল স্টেশন এটি। সড়ক পথেও তাঞ্জোর, তিরুচিরাপল্লির সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। শহরটির প্রধান আকর্ষণ এর কয়েকটি মন্দির।

কুম্ভকোনাম্ নাম কেন হল এ নিয়ে তিনটি মত আছে। এক, প্রলয়কালে ঈশ্বর মীনরূপে পিঠে অমৃতকুম্ভ নিয়ে ভাসছিলেন। সেটি ভাসতে ভাসতে এখানে তীরে লেগে যায় এবং আঘাতে তার একটি কোণা ভেঙে গেলে কুম্ভের অমৃত জলে গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। তাই দেখে শিব তা পান করে নেন এবং কুম্ভেশ্বর নাম গ্রহণ করে এখানেই অবস্থান করতে থাকেন। কুম্ভ বা কলসীর কানা থেকে এই নাম। দুই, রাবণভ্রাতা কুম্ভকর্ণ নাকি এই শহর স্থাপন করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর মাথার বিশাল খুলিতেই নাকি এখানের কুণ্ডটি নির্মিত হয়। তিন, কুম্ভ = কলস, ঘোন = নাসিকা— এই দুটি শব্দ থেকেই নাকি এর নাম। এই শহর দক্ষিণভারতেব অন্যতম প্রাচীন শহর। এটিই নাকি একদা চোল রাজাদের রাজধানী ছিল। তখন নাম ছিল মলইকুরম্।

উত্তরভারতের কাশীর মতই দক্ষিণভারতে কুম্ভকোনাম্‌কে মুক্তিক্ষেত্র ভাবা হয়, অর্থাৎ এখানে মৃত্যু হলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এখানে কুম্ভেশ্বর মন্দিরটি ছাড়া আরো 11টি শিবমন্দির ও 4টি বিষ্ণুমন্দির স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে অনুপম হয়ে আছে। এদেব মধ্যে 3 একব জমির উপর প্রতিষ্ঠিত শারেঙ্গপাণি বিষ্ণু মন্দিরটি দক্ষিণ ভাবতে সর্বশ্রেষ্ঠ। এর চারদিকে 6টি গোপুরম্—সামনেরটি সবচেয়ে উঁচু 46½মিটার (150 ফুট)। উপর দিকের 8টি প্যানেলে জীবজন্তু ও অসংখ্য মনুষ্যমূর্তি আছে। একেবারে চূড়ায় 11টি মঙ্গল কলস। 2টি বড় দরজা পার হয়ে মূল মন্দিরে শারেঙ্গপাণি তথা অনন্তশয়ন বিষ্ণুর মূর্তি আছে। সামনে আছে ভগবানের সুসজ্জিত উৎসব মূর্তি। রথযাত্রায় বিশাল উৎসব হয়। তখন আসতে পারেন। সরকারি পরিচালনায় মন্দিব পরিচালিত।

রামস্বামী মন্দিরও বিস্ময় উৎপাদন করে। মন্দিবটি কালো পাথরের কারুকার্যে শোভিত। প্রতিটি স্তম্ভই বিস্ময়াবহ। মন্দিরের দেওয়ালে রামায়ণের দৃশ্যাবলি চিত্রিত। অলঙ্কৃত গোপুরম্ সপ্ততল— উচ্চতা 21 মিটার (70 ফুট) মাত্র। শীর্ষে কলস সংখ্যা 7। মন্দিরটি একটু জীর্ণ সংস্কারাভাবে।

চক্রপাণি মন্দিরটি 5তলা গোপুরম্ বিশিষ্ট। ভিতরে চক্রপাণিদেবের অষ্টভুজ মূর্তি-- বিগ্রহ হরি ও হরের। এমন মিলিত মূর্তি আর কোথাও কি দেখেছেন? সম্ভবত না। কাবেরী নদীতে স্নান করে এসে এখানে পূজা দিন। হরিহর সকলকে রক্ষা করছেন— তাই ভক্তরা এখানে প্রচুর সংখ্যায় আসেন। 4 একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত আদি কুম্ভেশ্বর মন্দিরে ঢুকবার আগে 10 তলা 40 মিটার (128 ফুট) উঁচু অলঙ্কৃত গোপুরম্ পার হতে হবে। এর শীর্ষে আছে 9টি মঙ্গল কলস। গোপুরম্ থেকে মন্দিরের মধ্যবর্তী প্রাঙ্গণের মাঝে প্রশস্ত ও আবৃত প্রস্তর নির্মিত 93 মিটার (300 ফুট) পথ এগিয়ে চলুন। বাঁদিকে দেখতে পাবেন পাথর বাঁধানো একটি সুন্দর কুণ্ড, তার মাঝে একটি ছোট জল মন্দির— এখানেই স্নান করে যাত্রীরা কুম্ভেশ্বর দেখতে যান। মন্দিরে আছে আদি কুম্ভেশ্বর শিবলিঙ্গ ও পার্বতীর মূর্তি । তাঞ্জোরের কোনো শিবভক্ত রাজা এই মন্দির তৈরি করে দেন। মন্দিরটি গোপুরমের চেয়ে ছোট । যে সরোবরে অমৃত ছলকে পড়েছিল কলসি থেকে তার নাম মহামঘম্। এখানে মাঘ মাসে মেলা বসে এবং প্রতি 12 বছর অন্তর এলাহাবাদ প্রয়াগের মত কুম্ভমেলা বসে, বহু লক্ষ ভক্তের আগমন ঘটে । মন্দিরের নির্মাণকৌশল এমন বিশিষ্ট জ্যামিতিক কোণে যে একটি বিশিষ্ট দিনে ভোরের সূর্যকিরণ এসে সোজা দেবমূর্তির উপরে পড়ে । এ ছাড়া কুম্ভমেলাতে আসার অভিজ্ঞতাও কিছু কম লোমহর্ষক নয়।

কুম্ভকোনাম্ শুধু মন্দির-শহর নয়, সংস্কৃতচর্চার খ্যাতিব জন্যে এর পবিচিতি 'ভারতের কেমব্রিজ' (Cambridge of India) হিসাবে। এখানে শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরি মঠের একটি শাখা আছে।1855-য় সরকার যে ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন নদীর পারে, সেটিই এখন কুম্ভকোনাম্ কলেজে পরিণত এবং তাঞ্জোর জেলার প্রথম কলেজ। পিতল-ব্রোঞ্জ-তামা-সীসা শিল্প, আতসবাজি শিল্প, সিল্কশাড়ি শিল্প এখানের প্রধান শিল্প। সমগ্র দক্ষিণভারতে এখানের পানের সবচেয়ে বেশি কদর। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে যদি আসেন তবে মশিমখম্ ও অক্টোবরে এসে নবরাত্রি উৎসব দেখে আনন্দ উপভোগ করুন।

এখানে থাকার জন্য TTDC-র Hotel Tamilnadu (Ph: 2430422) DAB ১৭৫-৪০০; DB., IB. (রিজা: Divisional Engr, Kumbhakonom, Thanjavur, Tamil Nandu)। ধরমশালা ছাড়া পাবেন Hotel ARR (Ph: 21234) SAB ২০০-২৫০, DAB ২৫০-৩৫০ SAC ৪০০ DAC ৪৫০; Pandiyan Lodge ১৭৫ ২৫০; Elite Lodge ১৫০-২৫০; Karpagam Boarding and Lodging ১১৫-৩২৫ ইত্যাদি। ভাল হবে যদি তাঞ্জোর থেকে এখানে বেড়িয়ে যান।

তাঞ্জোর / তাঞ্জাভুর

তামিলনাড়ুর একটি জেলা, তালুক ও শহর। আয়তন 3,348 বর্গ কিলোমিটার। জেলাটি দেখতে অনেকটা

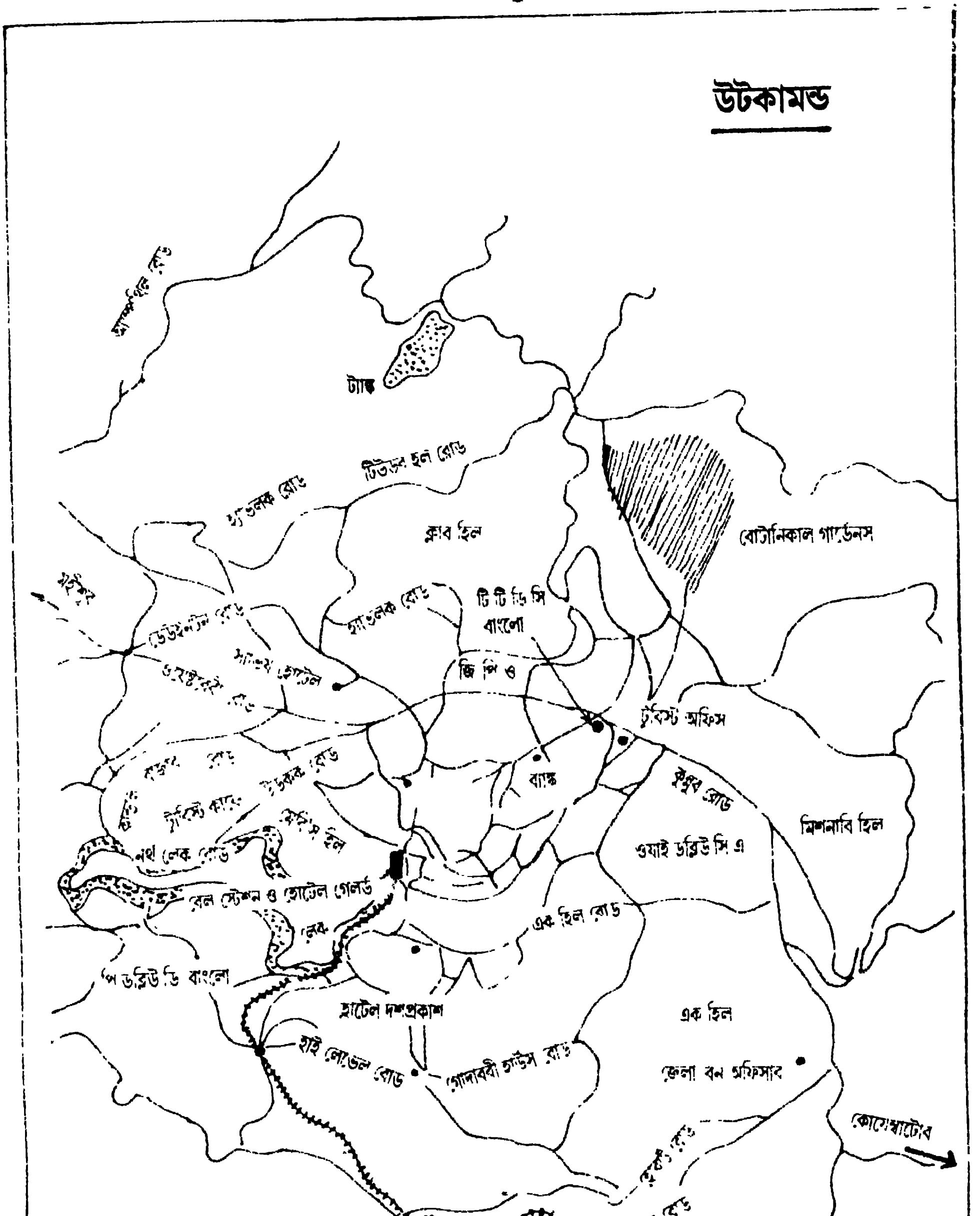
ত্রিভুজের মত। কাবেরী এবং তার উপনদী কোলরেনের অববাহিকা অঞ্চলে এই শহর। দক্ষিণে পক প্রণালী এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর। সমুদ্রতীরে ছোট ছোট পাহাড় বালিয়াড়ি দেখতে খুব ভাল লাগে। জেলাটি স্বাস্থ্যকর। কলা-নারকেল ছাড়া এখানে প্রচুর ধান হয়। রেশমশিল্প, বাদ্যযন্ত্রশিল্প, সূচিশিল্প, খেলনাশিল্প ছাড়া ব্রোঞ্জশিল্প এখানে প্রধান। জেলাটি মন্দিরময়। মন্দিরের সংখ্যা 1,500। তার মধ্যে বৃহদীশ্বর মন্দির সর্বশ্রেষ্ঠ। আগে তাঞ্জোর নাম হলেও এর পরিচয় তাঞ্জাভুর নামেই। জনশ্রুতি যে, স্বয়ং বিষ্ণু এখানে তাঞ্জাম নামে এক অসুরকে হত্যা করায় এখানের এই নাম হয়। মারা যাওয়ার আগে অসুর বিষ্ণুকে বলেন, তাঁর একমাত্র প্রার্থনা যে তার নামেই স্থানটির নাম হয়। ভগবান সেই প্রার্থনা পূরণ করেন। চোল রাজাদের শিল্পসংস্কৃতির ছাপ বয়ে চলেছে এই শহর। **বেড়াবার জন্য আসুন** সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে।

এখানে কেমন করে আসবেন : বিমানে এলে নামুন 54 কিমি দূরের বিমানবন্দর ত্রিচি বা তিরুচিরাপল্লিতে। এখানে IA বিমান আসছে চেন্নাই, কোচি, তিরুবঅনন্তপুরম, কোয়েম্বাটোর, বাঙ্গালোর, কলম্বো প্রভৃতি স্থান থেকে। **রেলপথে** তাঞ্জাভুর ত্রিচি, মাদুরাই, চেন্নাই, চিদাম্বরম্ প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। চেন্নাই-এগমোর থেকে ট্রেন আসছে এখানে 22.30 ছেড়ে রকফোর্ট এক্স 6.50-এ; ফেরে তাঞ্জাভুর 20.15 ছেড়ে চেন্নাই এগমোর 5.00টা। মহীশূর থেকে 15.45 ছেড়ে মহীশূর তাঞ্জাভুর এক্সপ্রেস 6.15-তে। দূরত্ব 610 কিমি। ফেরে তাঞ্জাভুরে 19 20 ছেড়ে মহীশূর 9.30-এ। নাগোরে 16 50 ছেড়ে 6886 ফাস্ট প্যাসেঞ্জার তাঞ্জাভুর 13.00টা।

সড়কপথে তাঞ্জাভুর থেকে পাপনাশম-কুম্ভকোনাম্ হয়ে চিদাম্বরম্ 113 কিমি, মাদুরাই-তিরুমঙ্গলম্-পানাকুড়ি হয়ে কন্যাকুমারী 394 কিমি, কুম্ভকোনাম্ 38 কিমি, পাপনাশম্- কুম্ভকোনাম্-তিন্দিবনম্-চিঙ্গলেপুট হয়ে চেন্নাই 310 কিমি, মাদুরাই 159 কিমি, পুডুকোট্টাই 58 কিমি, পুডুকোট্টাই-শিবগঙ্গা-মণ্ডপম্ হয়ে রামেশ্বরম্ 222 কিমি, তিরুচিরাপল্লি 54 কিমি। নিয়মিত বাস আসছে চেন্নাই, চিদাম্বরম্, কুম্ভকোনাম্, তিরুচিরাপল্লি, নাগপত্তনম্, নাগেরকয়েল, কন্যাকুমারী প্রভৃতি স্থান থেকে। শহরের মধ্যে ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্সা, সিটি বাস সার্ভিস চলছে।

কোথায় উঠবেন এখানে : গ্রান্ড ক্যানাল রোডে আছে দামী Hotel Parisuttam (Ph : 2212466) S ২১০০ D ৩৬০০ স্যুইট ৫১০০; এছাড়া আছে 93 আব্রাহাম পণ্ডিতার রোডে Ashoka Lodge S ১০০, D ১৫০, SAB ১৭৫, DAB ২০০-২৫০; 17 পিল্লিয়া কয়েল স্ট্রিটে Raja Rajeswari Lodge (Ph: 2331476) S ১২৫, D ২০০; সাউথ র‍্যামপার্টে Ajantha Lodge ঐ; 176 গান্ধি রোডে Rajaranjan House ঐ; ত্রিচি রোডে Yagappa Lodge (Ph:2331755) S ১২৫, D ২০০; 1858 সাউথ মেন স্ট্রিটে Jayakumar Lodge (Ph: 2331975) S ১২৫, D ২০০; গান্ধি রোডে TTDC-র Hotel Tamilnadu (Ph: 2331325, 2331421) Unit-1 DAC ৫৫০-৬২৫ DAB ২৭৫-৩৭৫; ত্রিচি রোডে Unit-2 ৫৭৫-৬৫০; (Ph. 2320365)। অন্যান্য হোটেলের মধ্যে আছে রেল স্টেশনের কাছে গান্ধি রোডে Sri Venkateswari Lodge, Dhanam Mansions, Ananda Lodge Krishna ইত্যাদি। আর আছে Muncipal RH (রিজা. কমিশনার); গান্ধি রোডে ক্যান্টিন সমেত Raja's RH S ৫০, D ৯০; Railway RR ইত্যাদি।

কী দেখবেন এখানে : **বৃহদীশ্বর মন্দির**. শিল্পকর্মে অনুপম ও বৃহদাকার এক উল্লেখযোগ্য দেবস্থান। শিবগঙ্গা নামে একটি দুর্গের ভিতরে 14 তলা এই শিবমন্দির 1,000 খ্রি: চোলরাজ প্রথম রাজরাজ নির্মিত। মন্দিরের চারপাশে গভীর ও প্রশস্ত জলপূর্ণ খাল। খালের উপর মন্দিরের প্রবেশপথের সামনের সেতু দিয়ে আপনাকে ঢুকতে হবে। পিরামিডের আকারের এই মন্দির দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম মন্দির। নির্মাণকর্তার নামানুসারে এটি **রাজরাজেশ্বর মন্দির** নামেও পরিচিত। এখানের গোপুরম্ উচ্চতার দিক থেকে ব্যতিক্রম, মূল মন্দিরের উচ্চতার চেয়ে ছোট। দুটি গোপুরম্ আছে 60 মিটার (190 ফুট) ও 77 মিটার-এর (250 ফুট)। বহুদূর থেকেই এই মন্দির আপনার নজরে আসবে। কারণ এর উচ্চতা 77 মিটার (250 ফুট)। তার উপরে শীর্ষদেশে শোভমান এক বিশাল গোলাকার প্রস্তর খণ্ড ও তদুপরি এক মঙ্গলকলস। এই গোলাকার প্রস্তর খণ্ডটির ওজন শুনলে চমকে উঠবেন— 81 টন অর্থাৎ 81,000 কেজির কিছু বেশি। 6 কিমি দূর থেকে ঢালু পথ তৈরি করে এই গোলকটিকে মন্দির শীর্ষে নিয়ে যাওয়া হয় পিরামিড কৌশলের মত। দ্বিতীয় প্রাকারে


উটকামন্ড
টাঙ্ক
ক্লাব হিল
বোটানিকাল গার্ডেনস
টি টি ডি সি
বাংলো
জি পি ও
টুরিস্ট অফিস
ব্যাঙ্ক
কুনুর রোড
মিশনারি হিল
ওয়াই ডব্লিউ সি এ
এক হিল রোড
রেল স্টেশন ও হোটেল গেলর্ড
লেক
পি ডব্লিউ ডি বাংলো
হোটেল দশপ্রকাশ
হাই লেভেল রোড
এক হিল
জেলা বন অফিসার
কোয়েম্বাটোর

আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে 5x4 মিটার (16x12 ফুট) এক বিশাল একশিলা নন্দীমূর্তির-- এমনটি আর কোথাও দেখবেন না। রামেশ্বরম্-এ যেটি দেখেছেন, সেটি আকারে বড় হলেও একটিমাত্র পাথর কেটে তৈরি নয়। এর কাছেই একটি আলাদা মন্দিরে দেখুন অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী দেবী পার্বতীকে। মূল মন্দিরের চারদিকে তাকিয়ে আপনি যে কত ভঙ্গিমার মূর্তি দেখবেন তার হিসেব নেই। সব দেখে ওঠা সম্ভব নয় নীচে থেকে। গর্ভগৃহে দেখুন 4½ মিটার (15 ফুট) উঁচু লিঙ্গবিগ্রহ— দক্ষিণ ভারতে এত প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ আর কোথাও দেখতে পাবেন না। বৃহদীশ্বর সব দিক থেকেই বৃহৎ ও মহৎ। শিল্প-ভাস্কর্যও অতুলনীয়। অতুলনীয় শিবগঙ্গার স্বাদু জলও। মন্দির খোলা থাকে 7.00-11 00 এবং 16 30-20.30।

বড় দুর্গ বা **বিগ ফোর্টের** মধ্যে দেখুন প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। এই দুর্গ বহু ইতিহাসের সাক্ষী। প্রাসাদে ঢুকলেই দেখতে পাবেন সুসজ্জিত দরবার হল। তার মাঝে কোনো স্ফটিকের বেদির উপর নির্মিত শিবাজির সাদা পাথরের পূর্ণাবয়ব মূর্তি। আছে প্রাচীন তৈলচিত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি। একপাশে আছে সুন্দর আর্ট গ্যালারি। অগণিত তৈলচিত্র ছাড়া এখানে তাঞ্জোরের বিভিন্ন স্থান থেকে আনা শিল্প-ভাস্কর্যের বহু নিদর্শনও রয়েছে।

প্রাসাদের মধ্যে মনুমেন্টের মত পুরনো একটা গম্বুজ এবারে আপনার দৃষ্টিপথে পড়বে। এখানে উঠে পড়ুন— সমগ্র তাঞ্জোর আপনার দেখা হয়ে যাবে। অবশ্য খুব সাবধানে, ঝুঁকি নিয়ে উঠতে হয় মাত্র ৫০ পয়সা দর্শনীর বিনিময়ে।

মারাঠাদের আমলে প্রতিষ্ঠিত **সরস্বতী মহল লাইব্রেরিটিও** ঘুরে দেখার মত। সংস্কৃত বইয়ের এত বড় সংগ্রহ সম্ভবত ভারতে আর কোথাও নেই। 20,000 বই ছাড়া দশ হাজার তালপাতার পুঁথি ও আরো কয়েক হাজার দুষ্প্রাপ্য বই আছে। এটি বুধবার বাদে অন্যদিন 10.00-17 00 মধ্যে দেখে আসুন। ঢুকুন এবারে **সংগীত মহলে**। এটি নির্মাণ করেছিলেন রাজা সরফোজি। এর দরবার কক্ষ ধ্বনি প্রক্ষেপণের বৈশিষ্ট্যসহ নির্মিত হয়েছিল প্রায় 200 বছর আগেই।

প্রাসাদের কাছেই রাজা সরফোজি নির্মিত (1779) **স্কুয়ার্জ চার্চটিও** দেখে আসতে পারেন। এই মিশনারি ছিলেন রাজার শিক্ষক। তাঁর সম্মানেই এটি নির্মিত। প্রাসাদের **রাজরাজ মিউজিয়ামটিও** হাতে সময় নিয়ে দেখে নিন 9.30-13.30 এবং 14.30-17.30 মধ্যে।

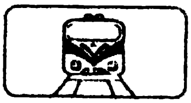
এখান থেকে 85 কিমি দূরে **নাগোর** যাবেন আমাদের **মুসলিম পর্যটক** বন্ধুরা অবশ্যই। এখানে হজরত মীরাস সুলতান সৈয়দ শাহ আব্দুল হামিদের দরগা আছে। এর পাঁচটি মিনারের একটি 31.5 মি (103 ফুট) উঁচু। পিছনেই আছে বিশাল এক সায়র। কান্দুরি উৎসবে সর্বশ্রেণীর ভক্ত এখানে আসেন। শিব ও বিষ্ণুর দুটি মন্দিরও এখানে আছে। 80 কিমি (50 মাইল) দূরের বন্যজন্তু আলয় Point Calimere দেখতে যেতে পারেন '17.29 বর্গমিটার) **কোডিক্কারাইতে**। এখানের মত ফ্লেমিঙ্গোর সংগ্রহ আর কোথাও দেখতে পাবেন না। আসুন নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাঞ্জোর থেকে মোটরে চড়ে। বনে জিপ পাবেন। Poonrai RH (10 স্যুইট), Point Calimere RH (4 স্যুইট) আছে. S ৬৫, D ৮৫-১১৫ মধ্যে।

আর ঘুরে আসতে পারেন 10 কিমি দূরে শ্রীখণ্ডেশ্বর ব্রহ্মা ও হর্ষবিমোচন পেরুমলের মন্দির তিরুকাণ্ডিয়ূরে গিয়ে। **পঞ্চনাথেশ্বর শিব** দেখতে হলে যেতে হবে 13 কিমি দূরের **তিরুভায়ুরে**। সন্ত ত্যাগরাজের সমাধি ও কর্ণাটকি সংগীতের পীঠস্থানও এটি। বাস আসে এখানে তাঞ্জোর থেকে।

তিরুচিরাপল্লি

ত্রিচিনোপল্লি, সংক্ষেপে তিরুচি বা ত্রিচি। তামিলনাড়ুর জেলা ও শহর। আয়তন 8,249 বর্গকিমি। উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে পার্বত্যভূমি থাকলেও এটি আসলে বৈদিক নদী কাবেরীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। পাহাড়গুলোর মধ্যে কোল্লাইমালাই (1,421 মি) এবং তালাইমালাই (8,606 মি) খুব উঁচু। জলবায়ু শুষ্ক। সংগমযুগের সময় থেকেই এই অঞ্চল চোল রাজাদের অধিকারে ছিল। অশোকের শিলালিপি এবং টলেমির বিবরণ থেকে জানা যায় এই শহরেই চোল রাজ্যের (তখন নাম উরাইয়ুর) রাজধানী ছিল। পরে পল্লব এবং পাণ্ড্যরা কিছুদিন রাজত্ব করেন। তবে ত্রিচির যা কিছু উন্নতি তার জন্যে প্রধান ভূমিকা ছিল নায়কদেরই। মুসলমান, মারাঠাদের পর এর অধিকার পায় ইংরেজরা। কৃষিপ্রধান এ অঞ্চলে বর্তমানে লোহা, সিমেন্ট, চিনি, বস্ত্র, চর্ম, মুক্তা ও অলঙ্কারশিল্প প্রধান হয়ে উঠেছে। রথযাত্রা, দশেরা, দীপাবলী, আদিমপুরম্ উৎসব এখানের প্রধান উৎসব। জনশ্রুতি যে, ত্রিশিরা রাক্ষসের নাম থেকে এ অঞ্চলের নাম ত্রিশিরাপল্লি ও পরে তিরুচিরাপল্লিতে

পরিণত হয়েছে। রকফোর্ট এবং শ্রীরঙ্গম্ মন্দির বিশেষভাবে দর্শনীয়।

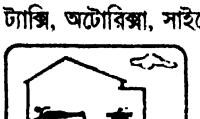


এখানে কেমন করে আসবেন : তিরুচিরাপল্লি নিজেই একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এখানে 1A এবং Air Lanka-র বিমান আসছে (দ্র: তাঞ্জোর)। চেন্নাই এবং তিরুবঅনন্তপুরমের মধ্যে 1A উড়োজাহাজ চালাচ্ছে ত্রিচির মধ্য দিয়ে। এটি একটি উল্লেখযোগ্য রেল জংশনও।

ট্রেন : এখানে ট্রেন আসছে চেন্নাই, তাঞ্জাভুর, চিদাম্বরম্, কন্যাকুমারী, মাদুরাই, বাঙ্গালোর, তুতিকোরিন, তিরুনেলভেলি, তেনকাশী, কুইলন, রামেশ্বরম্, কোয়েম্বাটোর কোচি এবং ম্যাঙ্গালোর থেকে। হাওড়া থেকে 6803 তিরুচিরাপল্লি এক্সপ্রেসে (ম র সো.) 15.25 ছেড়ে এখানে পৌঁছয় 3.50 মিনিটে। চেন্নাই এগমোর থেকে 2605 পল্লবান এক্স 15.30 ছেড়ে 20.50; এছাড়াও ট্রেন আসছে 7.00, 12.25, 17.15, 18.30, 19.45, 21.00, 21.30 ছেড়ে যথাক্রমে 12.30, 17 35, 23.00, 00.05, 02.10, 2 40, 3.00।

নাগোরে 6886 ফাস্ট প্যাসেঞ্জার 16 10 ছেড়ে এখানে 11.25; মহীশূরে 15 45 ছেড়ে তাঞ্জাভুর এক্স এখানে 4.40; ম্যাঙ্গালোরে 6.30 ছেড়ে 6868 এক্সপ্রেস এখানে 22.15; তুতিকোরিনে 18.40 ছেড়ে 6704 পার্ল সিটি এক্স এখানে 00 40; তিরুনেলভেলি থেকে 18.25 ছেড়ে 2632 নেল্লাই এক্স এখানে 23 45; মাদুরাই জংশন 20.30 ছেড়ে পান্ডিয়ান এক্স এখানে 23.15, 6.45 ছেড়ে ভাইজাই এক্স এখানে 9.05, 18 00 টা ছেড়ে তিলক এক্স এখানে 20 55।

সড়কপথে চিদাম্বরম্ 156 কিমি, কোয়েম্বাটোর 205 কিমি, কুম্ভকোনাম্ 92 কিমি, চেন্নাই 330 কিমি, মাদুরাই 161 কিমি, পালানি 152 কিমি, কন্যাকুমারী 396 কিমি। কোয়েম্বাটোর, কোদাইকানাল, মাদুরাই, চেন্নাই, নাগেরকয়েল, রামেশ্বরম, নাগপত্তনম এবং কন্যাকুমারী থেকে নিয়মিত বাস চলছে। শহরে সিটি বাস আছে। ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্সাও পাবেন।



কোথায় উঠবেন এখানে : 3 তারা হোটেল ক্যান্টনমেন্টে (এরপর থেকে Cantt.) কালেক্টরস্ অফিস রোডে ITDC-র Hotel Sangam (Ph : 2464480) R-40, ২২০০-৪৬০০, ম্যাকডোনাল্ড রোডে TTDC-এর Hotel Tamilnadu (Ph : 2414346) DAC Dlx ৬৫০, DAC ৫০০, DAB ৩০০; 1 তারা হোটেল রেসকোর্স রোডে Ashok Travellers Lodge (Ph : 2421498) R-4, S ১২৫, D ২৫০, বাড়তি শয্যা ৫০; Cantt-এ 2 ডিন্ডিগুল রোডে Hotel Aristo (Ph: 2461818) R-31, S ১৭৫, D ২৫০, SAC ৩২৫, DAC ৪০০; 3/14 ম্যাকডোনাল্ড রোডে Hotel Rajali (Ph : 2414419) R-78, S ২৫০, D ৩৫০, SAC ৩৭৫, D ৪৫০, স্যুইট ৫৫০-৭০০; Cantt-এ 1 র‍্যাকে 1 কোর্ট লেনে Hotel Anand (Ph : 2460545) R-71, S ২২৫-৩০০ D ৩৫০-৪০০, SAC ৪৭৫, DAC ৫৭৫; 17A জংশন রোডে Hotel Ashby (Ph : 2460652) R-11, S ২২৫, D ৩২৫, SAC ৪৫০, DAC ৫৫০। এর পরের সবগুলিই Cantt এ 3A আলেকজান্ড্রিয়া রোডে Hotel Lakshmi (Ph: 2464298) R-48, S ২০০, D ৩০০, স্যুইট ৩৫০, SAC ৪৫০, DAC ৫৫০; বকিংস রোডে Ashok Bhavan (Ph : 2464783) S ১২৫, D ২০০; 13A রয়াল রোডে Hotel Guru (Ph : 2464327) S ১৫০, D ২০০; Hotel Suba S ১২৫, D ১৫০, 9A বকিংস রোডে Hotel Kalpana (Ph : 2463411) S ১২৫, D ২৫০; মাদুরাই রোডে Hotel Midland S ১২৫, D ২৫০; 6B ম্যাকডোনাল্ড রোডে Modern Hindu Hotel (Ph : 2460858) S ১৭৫, D ২৬৫, 13/1; রয়াল রোডে Rajasugam Hotel S ৯৫, D ১২০ ইত্যাদি। এছাড়া আছে সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডে Municipal TB S ৩৫, D ৫৫; রেলওয়ে RR, D ৯০ DAC ১৫০ ইত্যাদি।

কী দেখবেন এখানে : তিরুচিরাপল্লির প্রধান আকর্ষণ একটিই— **রকফোর্ট ও মন্দির** । এই পাহাড়ের উচ্চতা 273 ফুট বা 83 মিটার। সোজা খাড়াই ওপরে উঠে গেছে। পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে 344টি সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলে দেখা যায় সমতল রাস্তা পাহাড়টিকে **বেষ্টন** করে আছে। তার দুপাশে দোকান-পশারি বসেছে। একটু উঠেই উচিপিল্লায়ার মন্দির— তাতে বিনায়ক গণেশ পূজিত। এর একটু উপরে উঠে দুধারে দুটি শত স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ। উৎসবের সময় এখানেই দেবমূর্তিকে নিয়ে আসা হয়। আবার একটি গণেশ জিউর মন্দিরের পর স্থায়ুমানেশ্বর শিবের মন্দির। তারপর পর্বত শিখরে পুনশ্চ গণেশদেবের মন্দির। এখান থেকে চারপাশে শহরটিকে ছবির মত মনে হয়। পথের সামনে পড়বে একটি বিশাল হস্তিমূর্তি — যেন মন্দিরের দ্বাররক্ষী। দুটি পদচিহ্ন নজরে আসবে। এর একটি নাকি

বিভীষণ, অন্যটি জনৈক পীরের। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এখানে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে থাকেন।

পাহাড়ের নীচে তেপ্পাকুলাম্ নামে পাথরে বাঁধানো সুন্দর একটি পুষ্করিণী। তার মাঝখানে একটি মণ্ডপম্— প্রাচীন একটি দেবমন্দির। তার খুব কাছেই নবাবের প্রাসাদ— এককালে লর্ড ক্লাইভ এখানে বসবাস করে গেছেন, এখন সরকারি অফিস আর টাউন হল হয়েছে এখানে। পাশেই সেন্ট জোসেফ কলেজের সুরম্য ভবন। রক ফোর্টে প্রবেশমূল্য সামান্য, ক্যামেরা নিয়ে গেলে ৫। পাহাড় কেটে তৈরি গুহামন্দির দেখতে ভুলবেন না। এগুলি পল্লব ভাস্কর্যের চিরকালীন সাক্ষী। 7টি স্তম্ভের ওপর গড়ে ওঠা এই মন্দিরের চতুষ্কোণ ঘরে আছে বিগ্রহ। পুরনো বিগ্রহ অবশ্য হারিয়ে গেছে। গুহার পশ্চিম দিকে রয়েছে 1919-এ তৈরি রেল টাওয়ার। অবশ্য এর বসন্ত মণ্ডপটি আরো প্রায় পৌনে তিনশো বছর আগের তৈরি। কাছেই ক্যান্টনমেন্টে 19/2 প্রোমিনেড্ রোডে রয়েছে যাদুঘরটি। এখানে দেখুন নানা ভাস্কর্য, শিল্প, প্রত্নবস্তু, চিত্র, নৃতত্ত্ব, হস্তশিল্প, প্রাচীনমুদ্রা, ভূতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নানা নিদর্শন ও সংগ্রহ। শুক্রবার বন্ধ। খোলা থাকে 9.00-12.30 এবং 14.00-17.00।

ঘুরে আসতে পারেন সময়, করে নিয়ে 329 মিটার লম্বা 18 মিটার চওড়া (1800 ফুট x 60 ফুট) গ্র্যান্ড অ্যানিকট বাঁধটি। এই বাঁধটি কাবেরীর জলকে ঘুরিয়ে তাঞ্জোরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, এই বাঁধ তৈরি করে গেছেন চোল রাজারা সুদূর 11 শতকেই !

এবার চলুন যাই শ্রীরঙ্গম্-এ। তিরুচিরাপল্লির 7 কিমি উত্তরে কাবেরী ও কোডিলাম্-এর মধ্যে এটি একটি চমৎকার দ্বীপভূমি। এখানে গড়ে উঠেছে দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম মন্দিবটি। হিন্দুর স্নানমন্ত্রে যে সাতটি নদীর নাম বলা হয়, কাবেরী তার অন্যতম। এই পবিত্র নদীর তীরে 3x6½ কিমি (8 মাইল x 4 মাইল) শহরটি গড়ে উঠেছে। কাবেরীর উপরে 1,600 ফুট (500 মিটার) একটি রেলসেতু শ্রীরঙ্গম্ ও তিরুচিরাপল্লিকে সংযুক্ত করেছে। এখানের দুটি প্রসিদ্ধ দেবস্থান দেখার জন্যেই এখানে আসতে হবে। এ দুটি হল শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির ও জম্বুকেশ্বর মন্দির। শ্রীরঙ্গম্ দাক্ষিণাত্যের প্রথম স্বয়ম্ভূ ক্ষেত্র। তিরুচিরাপল্লির দিকে ঢুকলে সামনের গোপুরম্‌টি দেখবেন অসম্পূর্ণ। এত বড় বিস্তৃত মন্দির চত্বর আর কোথাও নেই। সাতমহলা এই চত্বরগুলি পৃথক পৃথক সাতটি প্রাকার দিয়ে ঘেরা, গোপুরম্-ও সাতটি। সাতটি প্রাকার সপ্তলোক। এক-একটি মহল এক-একটি দুর্গবিশেষ— এক এক মহলে 10,000 লোক অনায়াসে বাস করতে পারে। সমস্ত মণ্ডপের সামনে আছে মহালক্ষ্মী দেবীর কারুকার্যসমন্বিত রঙ্গনায়িকা মন্দির।

চতুর্থ মহল থেকেই প্রকৃত দেবালয়ের শুরু। এখানে ঢুকতে তিনটি তোরণ পাবেন যাব মধ্যে শ্রীরঙ্গবিমান সবার সেরা— উচ্চতা 150 ফুট (46½ মিটার)। এখানে মাঘ মাসের বৈকুণ্ঠ একাদশীতে বিরাট উৎসব হয়। সপ্তম মহলে শ্রীরঙ্গনাথের মূল মন্দির— সামনেই আছে গরুড়ের বৃহৎ মূর্তি-- জোড় হাতে দণ্ডায়মান। তারপরে হনুমানের মূর্তি। মন্দির চূড়ায় চারটি সোনার কলস। মূল মন্দিরের সামনে শত স্তম্ভের নাটমন্দির। মন্দিরের মধ্যে রঙ্গনাথের অনন্তশয়ান বিগ্রহ— তার সামনে উৎসব বা ভোগমূর্তি। দুপাশে ভূদেবী ও লক্ষ্মীদেবী। কোষাগারে অজস্র রত্নরাজির মধ্যে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড যুবরাজ অবস্থায় ভারতে এসে যে অলঙ্কার দেন— তাও সংরক্ষিত। দর্শনী দিয়ে আপনি তা দেখতে পারেন। মহাবৈকুণ্ঠ এখানে সাতটি আবরণে নানা দেবমূর্তিতে প্রকট। এখানে সাতটি প্রাচীন রাস্তাও আছে। চৈতন্যদেব এখানে এসেছিলেন 1512-র আষাঢ় মাসে।

অনেক পরে এই দ্বীপ বালির চরে ঢাকা পড়ে যাওযার পরে চোলরাজারা (প্রধানত রাজেন্দ্র চোল) এর পুনরুদ্ধার করেন। রাজা কুলশেখব, পাণ্ড্য বংশের রাজারা একে সম্পূর্ণ করে তোলেন। মুসলমান আক্রমণে এটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর বিজয়নগরের রাজারা ঠিক আগের মত সব তৈরি করে দেন বহু লক্ষ টাকার বিনিময়ে। এখানে তীর্থ বলে একটি বিরাট পুষ্করিণী আছে। আছে 8টি কুণ্ড। মূলমন্দিরে দেখতে পাবেন বিভীষণের অবস্থানও।

রঙ্গনাথজির মন্দিরের পূর্বদিকে 2 কিমির মধ্যে আছে তিরুভনাইক্কাভল জম্বুকেশ্বর শিবমন্দিরটি। এটি দাক্ষিণাত্যের পঞ্চ শিবস্থানের মধ্যে অন্যতম। এটি পাঁচটি প্রাকারে বেষ্টিত। প্রথম প্রাচীরের দৈর্ঘ্য 755 মিটার (2,436 ফুট), প্রস্থ 1,493 ফুট, উচ্চতা 35 ফুট। এই দেবস্থান অবশ্য খুব প্রাচীন নয়। মূল মন্দিরের শিবলিঙ্গের চারদিকে সবসময় জলে ভরতি থাকে। মন্দিরের কাছে একটি প্রাচীন জামগাছ আছে। এর নীচেই নাকি শিব তপস্যা করেছিলেন। মন্দিরের মধ্যে পার্বতীদেবীরও একটি সুন্দর মূর্তি আছে। অহিন্দুরা ঢুকতে পান না। প্রবেশ-দক্ষিণা নামমাত্র, ক্যামেরা ৫। যাত্রীদের জন্য বহু ধরমশালা আছে।

এখান থেকেই ঘুরে আসতে পারেন 30 কিমি (20 মাইল) দূরের ভিরালিমালাই। একটি ছোট পাহাড়ের

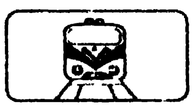
মাথায় আছে 15 শতকের সুব্রহ্মণ্যদেবের মন্দির। দুপাশে সঙ্গিনী নিয়ে দেবমূর্তি এখানে ময়ূরের উপর আসীন। প্রচুর জীবন্ত ময়ূরও এখানে সংরক্ষিত আছে দেখতে পাবেন। 42 কিমি (26 মাইল) দূরে কোড়ুম্বালুরে (অন্য নাম মুভারকয়েল) গেলে দেখতে পাবেন চোলরাজাদের প্রধান ইরুক্কুভেরিলদেব একদা বাসস্থান এই স্থানে বুধি বিক্রমেশ্বরী নির্মিত 10 শতকের তিনটি মন্দিরের মধ্যে দুটিকে। এর স্থাপত্যের কোনো তুলনা হয় না, বিশেষ করে কালারি মূর্তি, গজসংহার মূর্তি এবং অর্ধনারীশ্বর মূর্তির।

এর কাছেই আছে চোলরাজাদের তৈরি মুচুকুন্দেশ্বরের মন্দিরটি। 70 কিমি দূরে সিত্তান্নাভাসালে আছে আরিভারকয়েল নামে পাহাড় কেটে তৈরি একটি জৈন মন্দির। এটি 8-9 শতকে পাণ্ড্য যুগে তৈরি। এখানের দেওয়ালের ফ্রেস্কোগুলি অজন্তার মতই। পদ্ম ও অন্যান্য ফুল, পাতা, পাখি, মাছ, কুমির, বৃষ, হস্তী সবকিছু জীবন্তভাবে চিত্রিত। সামনেই দেখতে পাবেন দীর্ঘ এক কবিতা এখানে খোদাই করা রয়েছে। জৈন তীর্থঙ্করদের ব্যাস রিলিফের কাজ এর অলিন্দে, দেওয়ালে ও মণ্ডপে দেখতে পাবেন। মণ্ডপ দেখতে ঠিক মহেন্দ্র বর্মন পল্লব রীতির। এখানে লৌহযুগের নানা দ্রব্যাদিও আবিষ্কৃত হয়েছে। 38 মিটার (122 ফুট) উঁচুতে 12টি বিছানা আকারের মঞ্চ দেখতে পাবেন 19 মিটার (61 ফুট) লম্বা একটি গুহার মধ্যে। যেতে পারেন 73 কিমি গিয়ে কুড়ুমিয়ানমালাইতে কুড়ুমিনাথ বা শিখাগিরিনাথ শিবের মন্দিরে। জনশ্রুতি যে, একগুচ্ছ চুল (তামিলে কুড়ুমি) দেখা গিয়েছিল দেবমূর্তির উপরে— তাই এই নাম। মূল মন্দির খুবই প্রাচীন, সম্ভবত 9 শতকে তৈরি। সামনের মণ্ডপটি বিজয়নগর আমলের এবং বিষ্ণুর দশাবতার মূর্তি ছাড়া হনুমান, রাবণ, রতি ও মন্মথের মূর্তি স্তম্ভে খোদিত। পাহাড়ের গায়ে শিব, পার্বতী, নন্দী ও 108 জন শৈব সাধুর চিত্র রয়েছে। আর আছে সংগীতের এক অভূতপূর্ব স্বরলিপির নিদর্শন— যা থেকে জাজ, বীণার পূর্বপুরুষ যন্ত্রের আবির্ভাব। 79 কিমি (50 মাইল) দূরে তিরুমায়াম্ দুর্গে আছে শিব ও বিষ্ণুর মন্দির যা পর্যটকদের আকর্ষণ করে। দুর্গটি ঐতিহাসিক,— 1687-তে নির্মিত। শিবের নাম এখানে সত্যগিরিশ্বর। গুহার সংগীতের স্বরলিপি আছে ঠিক আগের মন্দিরের মতই, আরো যেতে পারেন নর্তমালাই-এর দুটি শিব ও বিষ্ণুর গুহা মন্দির দেখতে। মূর্তির নাম বিজলীশ্বর চোলীশ্বরম্। মন্দিরটিতে মূল্যবান চিত্র আছে। আছে প্রাগৈতিহাসিক একটি সমাধিস্থলও। রাস্তা থেকে 4 কিমি। তবে বাস যায় না। একটি শিবমন্দির আছে 102 কিমি দূরের অবুদায়ারকয়েলেও। এর ভাস্কর্যও দেখার মত, যদিও মূর্তি নেই, বেদিতে পূজা দিতে হয়।

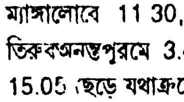
ইয়েরকৌদ

সালেম জেলায় শেভারোয় পাহাড়ে 1,300 মি. উঁচুতে অবস্থিত একটি সুন্দর শৈলাবাস' এটির বৈশিষ্ট্য হল এর আবহাওয়া, এর স্বাস্থ্যকরতা, এর কম জনাগম এবং তুলনামূলকভাবে কম অবস্থান ব্যয়। আর প্রাকৃতিক শোভার তো কোনো তুলনাই হয় না। যে সব পর্যটকেরা স্বাস্থ্যোদ্ধারের ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করছেন, তাঁরা এখানে আসার কথা ভেবে দেখতে পারেন।

এখানে বাসে যাবার পথে 19টি মাথার কাঁটার (হেয়ার পিন) মত লোমহর্ষক বাঁক আছে। এই পাহাড়ে রাবার ও কফির চাষ হয়। এর নির্জনতার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে এর মনোহারী লেক, লেকের কাছের আন্না পার্ক, লেডিজ সিটের ভিউ পয়েন্ট, প্যাগোডা পয়েন্ট আর 90 মি উঁচু থেকে পড়া কিল্লিয়ূর জলপ্রপাত। আছে শেভারোয় মন্দিরও। আছে বাড়ির মত দেখতে গেঞ্জ দুর্গ। মন্দিরে যাবার পথে দেখতে পাবেন বিয়ারস্ কেভ। অতএব এখানে চলে আসুন।



এখানে আসতে হলে চেন্নাই সেন্ট্রাল রেল স্টেশনে ট্রেনে চড়ে নামুন সালেম স্টেশনে। ট্রেন আসছে এখানে চেন্নাই-এ 11.00, 19.00, 19.15, 19.45, 20.15, 23 00, 6.15, 14.30 ও 21.45 ছেড়ে যথাক্রমে 16.15, 23.45, 00.20, 1.05, 1.20, 5 00, 10.32, 18.48 ও 2.35 মিনিটে। আবার ম্যাঙ্গালোরে 11 30, 20.40 ছেড়ে 0.05, 9.25; তিরুবঅনন্তপুরমে 3.45, 4.30, 14.00, 14.15 ও 15.05 ছেড়ে যথাক্রমে 16.20, 17.40, 1.40, 2.45 ও 3.25 মিনিটে। আলেপ্পি 15.00 ছেড়ে কোচি-চেন্নাই এক্স আসছে 0.20 মিনিটে। আরো স্থানীয় ট্রেন আসছে উধগামণ্ডলম্ (উটি), মেট্টুপালয়ম্, এরোদ প্রভৃতি স্টেশন থেকেও। দিল্লি, মুম্বাই, বাঙ্গালোর থেকেও আসার ট্রেন পাবেন। সালেম থেকে ইয়েরকৌদ মাত্র 34 কিমি। ঘন ঘন বাস আসছে এখানে। অতএব আসতে কষ্ট নেই।



থাকারই বা কষ্ট কী? TTDC-এর Hotel Tamilnadu-Yercaud রয়েছে সালেম-ইয়েরকৌদ ঘাট রাস্তায় (Ph : 2322273) ৮০০-৬০০,

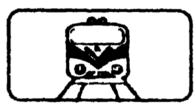
ডর্মি ১২৫ মধ্যে, আর YH ৪৫; মেন রোডে আছে Hotel Shevaroys ৪২৫-১৪০০ মধ্যে; আছে Township RH (Ph : 2322234, রিজা . Ex. Officer, Township Office, Ph : 2322223; IB; সালেমে পাবেন 19 Car Street-এ Hotel Apsara, CC রোডে Hotel Vrindaban, 70 Cittu Kovil Street-এ Hotel Hema International (Ph. 2367989), Omalur Rd-এ Hotel International (Ph : 2322391), রেল স্টেশনের বিপরীতে Hotel Raj Bhavan (Ph : 2362301), পাঁচমাথার মোড়ে Woodlands প্রভৃতি হোটেল ১৫০-২৫০ মধ্যে। সালেম একটি বড় বাণিজ্য শহর। এখানে একটি তাঁতকেন্দ্র আছে। খনিজ পদার্থে সম্পন্ন এই শহরে একটি লৌহ কারখানাও আছে।

হোগেনাক্কাল : এটিও একটি স্বাস্থ্যনিবাস। এটি চেন্নাই থেকে 342 কিমি দূরে। সালেম থেকে মাত্র 65 কিমি। আর ধরমপুরী থেকে 46 কিমি। এখানের কাবেরী নদীজাত একটি আশ্চর্য জলপ্রপাত 22 মিটার (70 ফুট) উঁচু থেকে নীচে পড়ছে। এরই টানে সবাই এখানে আসেন। টানের আর একটা কারণ হল এই জলের রোগ নিরাময় শক্তি আছে। পাহাড়টার একটা নাম হল স্মোকিং রক। এখানে থাকার জন্য পেনাগরামে TTDC-র Hotel Tamilnadu (Ph : 2256447) D ৩৫০, DAC ৫০০, 6B ৬০০, ডর্মি ৬০ রয়েছে। YH আছে , বেড প্রতি ৪০। ঘুরে আসতে পারেন এখানেও যখন ইয়েরকৌদে যাবেন, ভালই লাগবে।

কোদাইকানাল

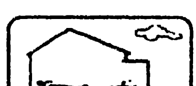
একটি সত্যি কথা বলবেন পথিক বন্ধু! আপনি কি দক্ষিণের মন্দির আর সূর্যকরোজ্জ্বল শ্যামলিমা দেখতে দেখতে একটু ক্লান্ত? অথবা জীবিকার অধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত? একটু পাহাড়িয়া শান্তি, একটু লেকের হাতছানি, গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে মুক্তি পেতে শৈলাবাসের অনুসন্ধান করছেন— আসুন মিতা, তবে এই কোদাইকানাল শৈলাবাসে। এখানে গোপুরম্ আর মণ্ডপম্ আপনার হৃদয়ের সব ভক্তি নিঃশেষিত করে নেবে না— পরিবর্তে দেবে শান্ত পরিবেশ, নির্জন-শীতল রাত্রি, হ্রদের রুপোলি ঢেউয়ের ছন্দ। আসুন না এখানে এপ্রিল, মে বা জুনের কোনো একটা সময় বেছে নিয়ে এবং হাতে একটু সময় নিয়েও অবশ্যই। শীতও কম মনোরম নয়। এর চেয়ে গ্রীষ্ম আর কোথায় আপনাকে বেশি শীতলতা দান করবে? এর পথে পথে ঘুরে বেড়ানোটাই এখানের আনন্দের উৎস।

7,000 ফুট (2,343 মিটার) উঁচু পালানী পাহাড়ের চুড়োয় বোধহয় প্রথম পদার্পণ করেছিলেন জনৈক ব্রিটিশ সার্ভেয়র 1821-এ। তারপর মাদুরাই জেলার এই পাহাড়ে মাদুরাই-এর জেলাশাসক এখানে প্রথম বাড়ি তৈরি করলেন 1834 খ্রিস্টাব্দে। সেই শুরু— তারপর দ্রুত বাড়তে লাগলো পাহাড়ি বসতি। 1899-এ বেড়ে একেবারে পুরসভায় পরিণত হয়ে গেল। পাহাড়ি ঘোরানো পথের পাশে তৈরি হল চমৎকার রাস্তা, প্রকৃতিকে সাজানো হল আরো সুন্দর করে, গড়ে উঠল হোটেল—শিলা। পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে এর আকর্ষণ বাড়াল কৃত্রিম হ্রদ, জলপ্রপাত, ছোট্ট পাহাড়ের চুড়ো।



কেমন করে আসবেন : বিমান নামছে এখান থেকে 131 কিমি দূরের মাদুরাই বিমানক্ষেত্রে চেন্নাই, তিরুচি, কোচি বা তিরুবনন্তপুরম্ থেকে সোজা উড়ে এসে। রেল স্টেশন কোদাইকানাল রোড শহর থেকে 80 কিমি দূরে। চেন্নাই-এগমোর থেকে তিরুচিরাপল্লি হয়ে ট্রেন আসছে 18.30 ছেড়ে 6703 পার্ল সিটি এক্সপ্রেস 2.30, 6121 কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস 17.15 ছেড়ে 1.28, 6123 অনন্তপুরী এক্সপ্রেস 19.30 ছেড়ে 2.40, 2637 পাণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস 21.30 ছেড়ে 5.20 মিনিটে কোদাইকানাল আসছে।

হাওড়া থেকে 6355 কন্যাকুমারী এক্স (কেবল সোমবার) 15 25 ছেড়ে এখানে আসছে 5.50-এ। আর দক্ষিণের প্রায় সব প্রধান শহর থেকেই বাস আসছে এখানে। MST এক্স বাস চলছে মাদুরাই, তিরুচি, তুতিকোরিন প্রভৃতি জায়গা থেকে। এছাড়া ট্যাক্সি, স্থানীয় বাসও পাবেন। মরসুমে বাস চালাচ্ছে Pandyan Travels।



কোথায় উঠবেন এখানে : আছে পশ্চিমি, ভারতীয় দু-ধরনেরই হোটেল এই শৈল শহরে। শীতে এলে এদের চার্জ অনেক কম— অনেক সময় মরসুমের চেয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কম। পশ্চিমি প্রথার হোটেল রয়েছে লেক রোডে Carlton Hotel (Ph : 240056) AP S ২১৫০ - ২৪৫০ , D ৩৭৫০-৪২৫০; গল্ফ লিঙ্কস্ রোডে AP প্রথায় Holiday Home D ৬৫০-৯৫০। ভারতীয় প্রথার রয়েছে বাস স্ট্যান্ডের খুব কাছে Holiday Home ৩৭৫-৫৫০; Hotel Jaya ৩৭৫-

৪৫০; Hotel Jeyaraj ৩২৫-৪০০; Kodai Lodge ২৭৫-৩৫০; Lodge Siraj ২২৫-৩৫০; লয়েড্স্ রোডে Hotel Jai ২৭৫-৩২৫; সেভেন রোডস্ জংশনে Hotel Jewel (Ph : 241029) ৩২৫-৬৫০; ক্লাব রোডে Hill Top Towers (Ph : 240413) ৮০০-৯৫০; ফার্নহিল রোডে Jaidevi Apartments Pvt. Ltd. (Ph: 240712) ৩০০-৪৫০; এ রাস্তাতেই Sornam Apartments (Ph: 240712) ৫০০ থেকে ; চেট্টিয়ার রোডে পার্কের বিপরীতে The Green Mist (Ph : 240760) ৭৫০ - ১৪৫০ ; জিমখানা রোডে Sterling Holiday Resorts (Ph : 240313) ৮০০-১৬৫০; ফার্ন হিল রোডে TTDC-র Hotel Tamilnadu-Kodaikanal (Ph : 241336) কুরিঞ্জি কটেজ ৯৫০ কটেজ ৫৯০ DAB ৫৯০; Youth Hostel-এ DAB ৩৭৫ ; ডর্মি ১২৫ বেড প্রতি; কবি ত্যাগরাজ রোডে Township RH (রিজা: Executive Officer. Kodaikanal Township); Kamarajapuram RH। এখানেই সরকারি হাসপাতালের কাছে ক্যান্টিন সমেত Tourist RH, Highway Traveller's Bunglow (রিজা : Divisional Engr. Highways, Madurai), Municipal RH (রিজা : মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, কোদাইকানাল), Munzikal Bus Stand ইত্যাদি।

কী দেখবেন এখানে : চলুন, প্রথমেই যাই 60 একর জুড়ে ছড়ানো আর যার চারপাশে 5 কিমি পিচ বাঁধানো রাস্তা রয়েছে সেই চোখ জুড়ানো **কোদাইকানাল লেকটিকে** দেখে আসি। ছোট্ট একটি নদীতে বাঁধ দিয়ে এটি তৈরি করার পরিকল্পনাটি করেছিলেন স্যার ভেরে লেভেঞ্জি। এর চারপাশে শুধু যদি ঘুরে ঘুরে পায়ে পায়ে এগিয়ে যান— সেই এক দারুণ ভ্রমণ-বিলাস হয়ে উঠবে। আর যদি নৌকো বেয়ে বেলা অবসান করেন মনে হবে বুঝি সুইটজারল্যান্ডের কোনো লেকে নৌবিলাসে মগ্ন। আর যদি মৎস্যশিকারি হন, তবে এখানের Sub-Inspector of Fisheries-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসুন। আহারে-বিহারে ভ্রমণ হয়ে উঠবে নানা-রঙা। আর যদি 4.8 কিমি গিয়ে Coaker's Walk-এর পায়ে হাঁটা পথে উঠে পড়েন তবে টেলিস্কোপে মাদুরাই পর্যন্ত দৃষ্টি মেলে দিয়ে নন্দিত হবেন।

সমান দূরত্বেই রয়েছে **ডলফিনস্ নোজ**। বিস্তৃত একটা উপত্যকা ভূমিতে কেমন করে পাহাড়-পাথর এদিকে ওদিকে নাক গলিয়ে দেখছে দেখুন দুপাশের খাড়ি থেকে, গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠবেই। 6 কিমি এগিয়ে **প্রজেক্ট ভিউ**-তে গিয়েও দেখে আসতে পারেন ভাইগাই প্রজেক্টের একান্ত নিসর্গ দৃশ্যাবলি। 72 কিমি দূরে আছে **পিলার রকস্**। চলুন না, দল বেঁধে একটা ছোটখাটো অভিযান সেরে আসি। প্রায় 400 ফুট (122 মি) উঁচু তিনটে পাহাড় গলাগলি করে এখানে দাঁড়িয়ে আছে। চুড়োয় উঠে নীচের সমতলভূমি আর চেস্টার গা-, দেখে নয়ন ভরে উঠবে। অভিযানের শেষে পিছনের গুহা অঞ্চলে গিয়ে সেরে নিন পিকনিক।

ও হ্যাঁ, পিকনিকের কথায় মনে পড়ে গেল লেক থেকে মাত্র 1.5 কিমি দূরে **বিয়ার শোলা প্রপাতের** পাশের চমৎকার জায়গাটিকে। এমনকি আরো একটি চড়ুইভাতির জায়গা রয়েছে **ফেয়ারি প্রপাতের** পাশেও 5 কিমি এগিয়ে। তবে 4 কিমি এগিয়ে মেন ঘাটের কাছে যে সিলভার প্রপাতটি আছে সেখানে পিকনিক করার চেয়ে দাঁড়িয়ে দেখাই ভাল। কোদাই-এর বাঁধ থেকে জল উপচে পড়ে এই কৃত্রিম রুপোলি জলধারাটি তৈরি করেছে। যদি পিলার রকস্-এ যান, তবে ইচ্ছে হলে আরো 3 কিমি এগিয়ে **ডক্টরস্ ডিলাইটে** গিয়ে (বেরিজ্যাম লেক যাবার পথে) একটা পুরনো দুরারোহ খাড়াই পাহাড় দেখে আসতে পারেন।

এতটা যদি এসেছেন তবে তো 21 কিমি দূরের ভাল রাস্তায় মোটরে গিয়ে **বেরিজ্যাম লেকে** নিশ্চয়ই যাবেন। এখান থেকেই পেরিয়াকুলাম্ শহরের পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। এখানের দৃশ্য যত চমৎকার ততোধিক আনন্দ এখানে ট্রাউট মাছ ধরার। মৎস্যবিলাসীদের কাছে এটি স্বর্গ বিশেষ। সারাদিনের এক্সকারশন যদি চান তো যেতে পারেন 11 কিমি দূরের বেশ বড় পাহাড় **পেরুমল পীকে**।

মন্দিরের খোঁজ করছে আপনার অধ্যাত্মপিপাসু মন? তবে সুন্দর পরিবেশের মধ্যে লেক থেকে মাত্র 3.3 কিমি দূরের প্রভু মুরুগানের মন্দির **কুরিঞ্জি অন্ডবর** মন্দিরে চলুন। এখানে যাবার দুটি কারণ রয়েছে। একটি যাবেন টেলিস্কোপ হাউস থেকে দূরের দৃশ্যটিকে চোখের কাছে মেলে ধরার জন্যে। অন্য কারণটি অবশ্য 12 বছর পরে পরে আসে। একটি দুষ্প্রাপ্য ফুল, নামও তার কুরিঞ্জি, এখানে ফোটে 12 বছর অন্তর। আবার ফুটবে 2004-এ। টেলিস্কোপে যদি মন না ভরে তাহলে যেতেই হবে কোদাই-এর সর্বোচ্চ স্থান, লেক থেকে মাত্র 3 কিমি দূরে Solar Physical Observatory-তে। 7,700 ফুট (2,347 মি.) উঁচুতে এই মানমন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল 1899-এ। সারা ভারতে এমন মানমন্দির আর নেই। সৌর এবং নভোবস্তুবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে এর অবদান

অনেকখানি। মরসুমে দেখার জন্য 10.00-12.30 এবং 19.00-21.00 খোলা থাকে। অন্য সময়ে শুক্রবার। এমনি আরো একটি দেখার জায়গা হল Sacred Heart College পরিচালিত কোন্‌বাগানুর মিউজিয়ামটি। অর্কিডে ভরা এর প্রাঙ্গণ। এখানের পোস্ট অফিসটি ভারতের অন্যতম সেরা ডাকঘর। জায়গাটিকে ফিশারস্‌ সিটিও বলা হয়ে থাকে।

কন্‌ডাকটেড ট্যুর-এর সুযোগ নিয়ে নিসর্গ দর্শন করুন— বড়দের ১০০, শিশুদের ৭৫।

মাদুরাই

দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ মন্দির-নগরী ও জেলা শহর। আয়তন 22 বর্গকিমি। বহু প্রাচীন ঐতিহ্যময় এই শহর সঙ্গম রাজত্বকাল থেকেই তামিল সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে বহু রাজবংশের উত্থান-পতনের সাক্ষী। খ্রিস্টপূর্ব 6 শতকে এই সভ্যতার পত্তন হয়েছিল। গ্রিক ও রোম সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এর ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। তারা যে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল আবিষ্কৃত রোমক মুদ্রা থেকে তা জানতে পারা যায়। এখান থেকে তারা জরিপাড় উৎকৃষ্ট কাপড়, কাঠ ও পিতলের সূক্ষ্ম কারুকার্য করা জিনিসপত্র নিয়ে যেত।

2 শতকে রাজা ভীমশেখর এখানে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা 8 শতক পর্যন্ত জীবিত থেকে তামিল ভাষাকে সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত করতে সাহায্য করে। পাণ্ড্য রাজাদের শিল্প-সংস্কৃতিকে নায়ক রাজারা আরো সমৃদ্ধ ও উন্নত করে তোলেন। শাড়ি ও তামা-পিতল-ব্রোঞ্জ শিল্পের আদত স্থান মাদুরাই নৃত্য ও গীতচর্চার জন্যও বিখ্যাত। এর পাণ্ডিত্য মাদুরাইকে Athens of India আখ্যা এনে দিয়েছিল।

মাদুরাই তামিলনাড়ুর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। মীনাক্ষী মন্দিরকে কেন্দ্র করে শহরটি শতদল পদ্মের মত বিস্তৃত। শহরটির নামকরণের পিছনে একটি পৌরাণিক জনশ্রুতি আছে। এখানেই নাকি শিবের জটা থেকে এক ফোঁটা অমৃত (মধুরম্‌) গড়িয়ে পড়েছিল। সেই মধুর অমৃত থেকেই মাধুরাই হয়ে এ শহরের নাম এখন মাদুরাই (প্রাচীন মাদুরাই)। এখানেই নাকি বনবাসকালে রামচন্দ্র এসেছিলেন। বৃত্রাসুরকে (মতান্তরে বীরুধর) বধ করায় ইন্দ্রের যে পাপ হয়েছিল, এখানে সুন্দরেশ্বর মহাদেবকে আরাধনা করে তিনি নাকি তা থেকে মুক্ত হন।

এমন এক সমৃদ্ধ পশ্চাদপটে মাদুরাই এখন আধুনিক বাণিজ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এক আধুনিক শহরও। এই মাদুরাই দর্শন না করলে আপনার দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ সম্পূর্ণ হবে না কখনো। অতএব ভ্রমণকারী বন্ধু, চলুন আপনাকে মাদুরাই-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। অজস্র উচ্চ গোপুরম্‌ আর মন্দির আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

কেমন করে আসবেন : বিমানে: মাদুরাই নিজেই একটি বিমানবন্দর। IA-এর বিমান এখানে আসে চেন্নাই, কোচি, বাঙ্গালোর, তিরুচিরাপল্লি ও তিরুবঅনন্তপুরম্‌ থেকে। চেন্নাই ও বাঙ্গালোর সময় নেয় যথাক্রমে 50 ও 75 মিনিট।

মাদুরাই চেন্নাই-কন্যাকুমারী, কোয়েম্বাটোর-রামেশ্বরম, মহীশূর-থাঞ্জাভুর রেলপথের কারুর-তূতিকোরিন শাখাপথ প্রভৃতি রেলপথের একটি উল্লেখযোগ্য স্টেশন। ফলে রেলপথে সরাসরি চেন্নাই, রামেশ্বরম, তিরুনেলভেলি, কুইলন, তিরুচিরাপল্লি, বাঙ্গালোর, তিরুপতি প্রভৃতি ছাড়াও এরাজ্যের নানান শহরের সঙ্গে যুক্ত।

সড়কপথে মাদুরাই নীচের শহরগুলির সুন্দর রাস্তার সঙ্গে যুক্ত; বন্ধনী মধ্যে কিমি দূরত্ব বোঝানো হয়েছে— কন্যাকুমারী (232), কোদাইকানাল (120), চেন্নাই (472), পেরিয়ার বন্যজন্তু নিবাস (136), রামেশ্বরম্‌ (139), তিরুচেন্দুর (204), তাঞ্জাভুর (223), তিরুচিরাপল্লি (142) প্রভৃতি। এখানে বাস আসছে বাঙ্গালোর, কন্যাকুমারী, কোদাইকানাল, চেন্নাই, পালানী, পেরিয়ার, তাঞ্জাভুর, তিরুচিরাপল্লি, তিরুচেন্দুর, তিরুবঅনন্তপুরম্‌ প্রভৃতি জায়গা থেকে। শহরে চলছে ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্সা; এছাড়া সিটি বাস সার্ভিস চালাচ্ছে পান্ডিয়ান রোডওয়েজ কর্পোরেশন এবং পালানিয়াপ্পন রোডওয়েজ বাস সংস্থাগুলি।

এখানে কোথায় উঠবেন : আলাগারকয়েল রোডে ITDC-র 3 তারা হোটেল Hotel Madurai Ashok (Ph : 537531) R-43 SAC ১৬৯৫, DAC ২৫০০, স্যুইট ৩০০০। এই রাস্তাতেই রেস কোর্সে তাজ গ্রুপের 3 তারা Pandiyan Hotel (Ph : 2537090) R-60, SAC ১৭৫০, DAC ২১০০, স্যুইট ৪২৫০; এই রাস্তাতেই TTDC-র 1 তারা Hotel Tamilnadu Madurai, Unit-2 (Ph: 2537460) S ২৫০, D ৩০০, AC ৫০০ ও স্যুইট ৮০০ এবং এদেরই ওয়েস্ট ভেলি স্ট্রিটে Unit-1 (Ph : 2337471) SAB ২০০ DAB ২৫০-৩৫০ 4B ৪৫০,

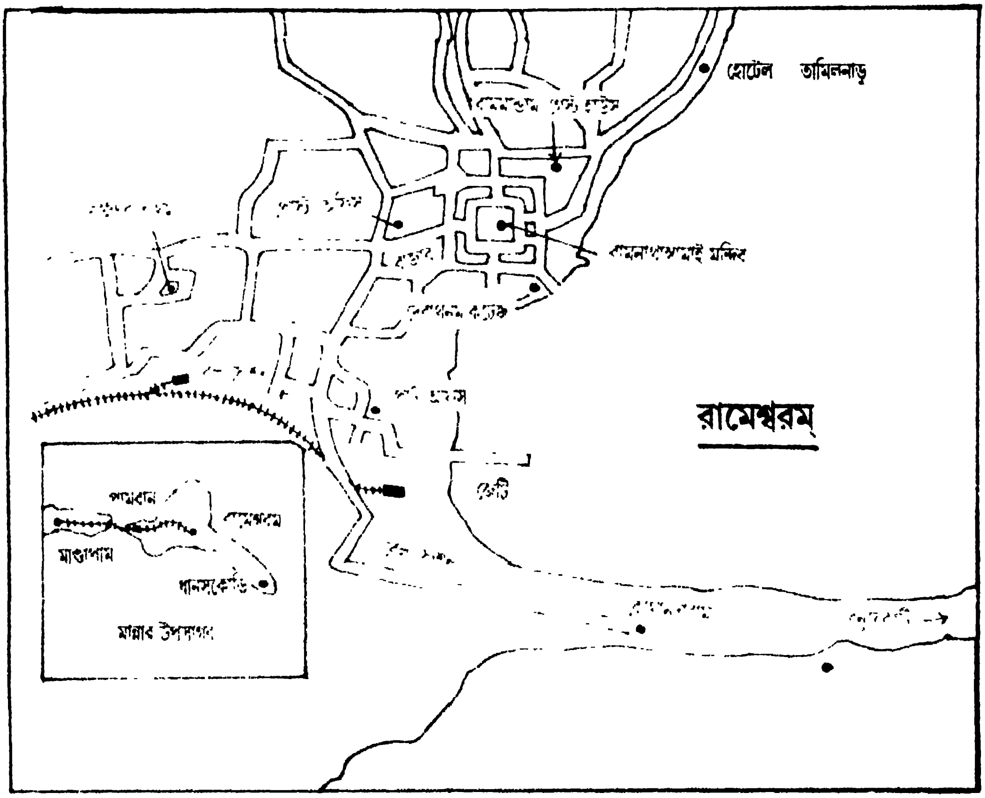
DAC ৫৭৫, ফ্যামিলি সুইট ৪৫০ ও ডর্মি ৭০। অন্যান্য হোটেলের মধ্যে আছে 4 টি বি রোডে Hotel Arima S ১২৫ D ২২৫, DAC ২৭৫; 7 নর্থ ভেলি স্ট্রিটে Hotel Alankar S ১০০, D ১৭৫; 137 ওয়েস্ট মাসি স্ট্রিটে Hotel Apsara S ৯০, D ১৫০; 46 ওয়েস্ট পেরুমল মিস্ত্রি স্ট্রিটে Hotel International (Ph : 2541552) R-36, S ১৫০, D ২২৫-৩০০; এখানেই TM Lodge (Ph : 2541651) R-57, S ১৬৫, D ২৭৫, DAC ৪০০; 110 ওয়েস্ট পেরুমল স্ট্রিটে Hotel Supreme Pvt. Ltd. (Ph : 2741331) ৫২৫-১৫০০; 96 ওয়েস্ট পেরুমল স্ট্রিটে Hotel Sulochana Palace (Ph: 2741071) ৫৫০-১৬৫০; 20 কাক্কাথোপ্পু স্ট্রিটে Hotel Sangam S ১৬৫, D ১৯০-২৫০; Town Hall Road-এর তিনটি হোটেল হল Hotel Ramson (Ph : 2542407) R-65, S ১২৫, D ২২৫, Hotel Krishna (Ph: 2542312) S ১২৫, D ২২৫; New College House (Ph : 2742971) R-196, S ১২৫, D ২২৫-৩০০। এছাড়া আছে Hotel Prem Nivas ১২৫-২০০; Hotel Naveen ১২৫-২০০, Hotel Subam ১২৫-২০০; Hotel Raju ১২৫-২০০; Hotel President ১২৫-২৫০, Nataraj Lodge ১০০-১৫০; এবং আরো প্রায় 20টি হোটেল আছে ১০০-১৭৫ মধ্যে।

অন্যান্য বাসস্থানের মধ্যে রয়েছে টি বি রোডে Municipal TB (Ph : 2522116, রিজা: কমিশনার ; বাস স্ট্যান্ডে মাদুরাই কর্পোরেশনের কেবল থাকার জন্য Meenakshi Nilaya; এদেরই রেল স্টেশনের বিপরীত Rani Mangammal Choultry (Ph : 2324280) ৬০-১১০; ডিন্ডিগুল রোডে YMCA (Ph : 2733649); বল্লভভাই রোডে YWCA (Ph : 2524763) ; CH (রিজা : কালেকটর), রেলওয়ে RR।

মীনাক্ষী মন্দির : মাদুরাই-এর মুখ্য আকর্ষণ এই মন্দিরটি রেল স্টেশন থেকে 1 কিলোমিটারের একটু বেশি পূর্বদিকে। এখানকার নায়ক এবং পাণ্ড্যবংশীয় রাজাদের সময়ে এই মন্দিরের একাধিক তোরণ নির্মিত হয়েছিল। 1481-তে এই মন্দিরের ৪টি গোপুরম্ ছিল। তারপর এ মন্দিরে অনেকবার মুসলমান আক্রমণ হয়। ফলে মন্দির, তোরণ ভাস্কর্যের অধিকাংশ ধ্বংস হয়ে যায়। অনেক পরে এর সৌন্দর্য পুনরুদ্ধার করা হয়। মীনাক্ষী মন্দির শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথ মন্দিরের চেয়ে আয়তনে ছোট হলেও এর খ্যাতি তুলনামূলকভাবে বেশি। মন্দিরের প্রবেশপথে 5½ x 8 মিটার (18 ফুট x 25 ফুট) একটি সুসজ্জিত অর্ধমণ্ডপ আছে। তারপরে দেখবেন 46 ফুট x 18 ফুট চওড়া গ্রানাইট পাথরের মণ্ডপ। আটজন করে লক্ষ্মী মণ্ডপটি ধারণ করে আছেন বলে এর নাম অষ্টশক্তি মণ্ডপ। এর দোতলায় দেখবেন আর্ট গ্যালারি— কত উপাখ্যানমূলক ছবি আছে এখানে। এমনকি ঘটনাচক্রে মহাত্মা গান্ধির ছবিও স্থান পেয়ে গেছে আধুনিক চিত্রশিল্পীর কৌশলে। এরপর 110 থামের সুবিস্তৃত মীনাক্ষী মণ্ডপ 50x34 মিটার (160x110 ফুট)। এই দুটি মণ্ডপের মাঝখানে একটি ছোট মণ্ডপে দেখতে পাবেন দণ্ডায়মান মীনাক্ষীর মূর্তি। মীনাক্ষী হলের শেষে একটি 30 ফুট উঁচু হলে রয়েছে 8 মিটার (25 ফুট) এক বিশাল দীপদানে 1,008 টি পিতলের প্রদীপ — 'তিকবাটি'। এটা হল 1707-এ নির্মিত। শিবগঙ্গা দেবস্থান প্রতিদিন এই দীপাধারের দীপগুলি জ্বালিয়ে দেন। সে এক অনবদ্য দৃশ্য।

মন্দিরের ভিতরে মীনাক্ষী মণ্ডপের সামনে আছে 117 ফুট উঁচু ও 740টি খোদিত মূর্তি সমন্বিত এই দেবস্থানের সর্বোচ্চ গোপুরম্। এর নাম চিত্র-গোপুরম্, 1569-এ নির্মিত। এরপরে ইরট্টু মণ্ডপ, পোট্টমারি মণ্ডপ পার হয়ে দেখবেন মীনাক্ষী মন্দির অন্তর্ভুক্ত মহাদেব সুন্দরেশ্বরের মন্দির। দক্ষিণের বারান্দায় 'কুরল'-এর কাব্যাবলি উৎকীর্ণ, সামনে Golden Lotus Tank— সোনার পদ্ম সরোবর। এবার উনজল মণ্ডপ, কিলিকুট্টু মণ্ডপ, বামবায়ুর গোপুরম্, আমনান গোপুরম্ পার হয়ে যেই মন্দিরের মহামণ্ডপে দাঁড়াবেন— অমনি দেখতে পাবেন দেবীর মনোমুগ্ধকর মূর্তি। মণ্ডপের আয়তন 78x74 মিটার (253 x 240 ফুট)— স্তম্ভের সংখ্যা 985, এখানের চিত্রসম্ভার বিশ্বের রসিককে ক্রমাগত আকর্ষণ করে চলেছে। এর সমস্ত গোপুরম্, মণ্ডপ, চিত্ররাজি, খোদাইকর্ম, জীবনের বিচিত্র লীলা— সবই শুধু দেখুন, বর্ণনার অতীত এসব।

সুন্দরেশ্বর মন্দির লাগাও সংগীত স্তম্ভ (Musical Pillars) দেখে মুগ্ধ হন। একটি থামের নীচে প্রায় 30টি এক সরু পাথরের গীতধর্মী স্তম্ভগুচ্ছ— প্রায় 3 মিটার (10 ফুট) উঁচুতে রয়েছে এই সংগীত-স্তম্ভ। ছোট ছোট পাথর দিয়ে যদি এখানে আঘাত করেন— সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হবে নানান সুরের সংগীত-মূর্ছনা। এখন অবশ্য রেলিং দিয়ে জায়গাটি ঘিরে দেওয়া হয়েছে। দেবস্থানে রুপোর তৈরি একটি বড় হাতি দেখতে পাবেন, তার চোখ দুটি অবশ্য সোনার। তামিল নববর্ষের সময় এখানে বিশাল উৎসব হয়। মীনাক্ষীদেবীর সঙ্গে সুন্দরেশ্বরের বিবাহ হয় এই উৎসবে। এখানে একটি মিউজিয়ামও



আছে— দেখে নেবেন। অহিন্দুরা এখানে প্রবেশ করতে পান না। মন্দিরে প্রবেশ মূল্য ৫০ পয়সা, খোলা থাকে 4.30-12.00, 16.00-21.30। ছবি তুলুন 12.00-16.00 মধ্যে। ক্যামেরার চার্জ ৫ ।

মন্দিরের 2 কিলোমিটার দূরে রয়েছে ইন্দো-সেরাসেনিক রীতিতে নির্মিত **প্রাসাদপুরী তিরুমালাই নায়ক মহল**। 17 শতকে নির্মিত 4 মি. থেকে 12 মি. উঁচু স্তম্ভ সমেত এই প্রাসাদে 15টি গম্বুজ আছে— তাদের শিল্পকর্মের তুলনা হয় না। এর প্রধান গোলাকার ছাদটি পিলার ছাড়াই নির্মিত। প্রাসাদের মধ্যে একটি মিউজিয়াম আছে— এখানে মাদুরাই-এর শিল্প ও স্থাপত্যের যাবতীয় নিদর্শন রয়েছে। তামিলনাড়ু সরকার প্রতিদিন রাত্রি 6.45-এ ইংরেজি ভাষায় ও 8.15-য় তামিল ভাষায় 1 ঘণ্টা করে Sound and Light সহযোগে শিলাপ্পতিকরম্-এর কাহিনী ও নায়ক রাজাদের ইতিহাস দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন (Ph : 26945)। প্রবেশ মূল্য ৫ এবং ৭ ।

5 কিমি দূরে রয়েছে বিশাল মন্দির পুষ্করিণী **মারিআম্মান ট্যাঙ্ক**। প্রতিটি পাড়ই 3048 মিটার দীর্ঘ আর এর মাঝখানে আছে একটি জল মণ্ডপ। Float উৎসবের সময় এখানে প্রচুর ভক্ত দর্শনার্থী আসেন। তখন মন্দির থেকে দেবমূর্তিগুলি বের করে বজরায় চড়িয়ে ঘোরানো হয় এই সরোবরে।

2 কিমি দূরে শহরের পশ্চিম দিকে প্রাচীন **কুডাল আলাগার মন্দিরটিও** দেখা যেতে পারে। এই বৈষ্ণব মন্দিরের ভাস্কর্যও অনুপম। মীনাক্ষী-দেবীর ভাই আলাগারের দেবমূর্তি অদ্ভুত, কারণ এখানে একটার উপরে একটা পরপর বিষ্ণুর উপবেশন, দণ্ডায়মান ও হেলান মূর্তি রয়েছে। 5 কিমি দূরে **গান্ধি মিউজিয়াম** ও **সরকারি মিউজিয়ামটি** দেখতে পারেন বুধবার ছাড়া 10.00 - 13.00 এবং 14.00 - 18.00 মধ্যে। অনেকেই আবার এখান থেকে 51 কিমি দূরে 1947-এ প্রতিষ্ঠিত **গান্ধিগ্রামে** বেড়াতে যান। এটি গান্ধিজির আদর্শ অনুসারে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, শ্রেণীবিহীন সমাজ, শ্রমের মর্যাদা, সামাজিক সাম্য এবং ন্যায়বিচারের প্রচার কেন্দ্রবিশেষ। এখানের বিশ্ববিদ্যালয়টি গান্ধিজির ভাবনা-চিন্তা, তাঁর গ্রাম-উন্নয়নের শিক্ষা প্রচার করে। অম্বাথুরাই স্টেশনে নেমে এখানে আসা সহজ (1.6 কিমি)। মাদুরাই

বা ডিন্ডিগুল থেকে এখানে নিয়মিত বাস আসছে। এখানের অতিথিশালায় থাকার ব্যবস্থা আছে তবে কেবলমাত্র নিরামিষ খাবার দেওয়া হয় এবং আগে থেকে খবর দিতে হয় (রিজা Director, Gandhigram, Dist-Madurai, TN)।

25 কিমি দূরে **পারুমুধিরচোলাই** গেলে পাবেন সুব্রহ্মণ্যের (কার্তিক) 6টি মন্দির। সুব্রহ্মণ্যদেব এখানে তাঁর ভক্ত অব্বাইয়ারকে জাম খেতে দিয়েছিলেন।

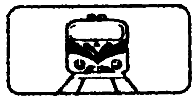
74 কিমি দূরের কিরাত-সন্ন্যাসী ভিল্লির গ্রাম **শ্রীভিল্লিপাথারেও** অনেকে বেড়াতে যান। একদিন ভগবান তাঁর স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে এই গ্রাম স্থাপন করতে বলেন। এখানে বিষ্ণুর অর্ধশয়ান অবস্থার একটি মন্দির আছে পাহাড়ের ওপরে। সিঁড়ি বেয়ে সেখানে যেতে হয়। এখানেই বিষ্ণুভক্ত কবি অণ্ডালের জন্ম হয়েছিল। কাছেই তাঁর মন্দিরও আছে। মন্দিরে একটি বিশাল রথ আছে।

শ্রীভিল্লিপাথার একটি রেলস্টেশন। তাছাড়া মাদুরাই, নাগেরকয়েল এবং তিরুনেলভেলি থেকে এখানে নিয়মিত বাস আসছে। থাকার জন্যে Municipal TB (Ph · 57), বাস স্ট্যান্ডে Municipal Lodge, PWD IB প্রভৃতি আছে।

8 কিমি দূরের তিরুপ্পরনকুন্দ্রামে আছে সুব্রহ্মণ্যদেবের পাথর কেটে তৈরি মন্দির একটি পাহাড়ের ওপরে। এখানেই ইন্দ্রকন্যা দেবযানীর সঙ্গে সুব্রহ্মণ্য দেবের বিবাহ হয়েছিল। আর যাঁদের ফুলের বাগান আর পিকনিক করার ইচ্ছে তাঁরা থেক্কাডি যাবার পথে 69 কিমি দূরের **ভাইগাই বাঁধে** চলে যান সপ্তাহের শেষে আলোকিত বাঁধের সৌন্দর্য চাখতেও। এখানে 4 স্যুইটের IB রয়েছে, জনপ্রতি ৪০ (রিজা: Ex. Engineer, PWD, Periyar-Vaigai)।

রামেশ্বরম্

শুধুমাত্র দক্ষিণভারত নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দুতীর্থ। কাশীদর্শন যাঁদের হয়েছে তাঁরাও মনে করেন শঙ্খাকৃতি রামেশ্বরমে না গেলে তাঁদের তীর্থভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভারতের মূল ভূখণ্ডের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে পাম্বান-যোজক দ্বারা যুক্ত ভারতের এই শেষ ভূখণ্ডে যাবার আকর্ষণ এখানের রামেশ্বরম্ মন্দির। জনশ্রুতি এই যে, এখানেই শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের পাপস্খালনের জন্য বালির উপর রামনাথস্বামী শিবের পূজা করেন। সীতা উদ্ধারে যাবার আগেও তিনি এখানে প্রণত হন। তাই এই তীর্থ একই সঙ্গে বৈষ্ণব ও শৈবদের মিলিত তীর্থ। একদা শ্রীচৈতন্যও এখানে এসেছিলেন।



এখানে কেমন করে আসবেন· বিমানে আসতে হলে আপনাকে নামতে হবে মাদুরাই বিমানবন্দরে। কলকাতা থেকে যদি যান তবে প্রথমে যেতে হবে চেন্নাই, পরে সেখান থেকে IA বিমান ধরে মাদুরাই আসতে হবে। মাদুরাই থেকে রামেশ্বরম্-এর দূরত্ব 162 কিমি।

ট্রেন পথে এলে আপনাকে নামতে হবে রামেশ্বরম্ স্টেশনে। চেন্নাই, মাদুরাই, ত্রিচি, কোয়েম্বাটোর থেকে এখানে ট্রেন আসছে। তাম্বরম্ থেকে 656 কিমি পথ অতিক্রম করে 13.00 ছেড়ে 6713 তাম্বরম্-রামেশ্বরম্ সেতু এক্স রাত কাটিয়ে রামেশ্বরম্ আসছে সকাল 6.50-এ। 22.10 ছেড়ে 6715 রামেশ্বরম্-কোয়েম্বাটোর এক্স পালানি ডিন্ডিগুল-মাদুরাই হয়ে আসছে 8.50। এই ট্রেন রামেশ্বরমে 19.00টা ছাড়ে কোয়েম্বাটোরের উদ্দেশে, পৌঁছায় 5.45। মণ্ডপমে ট্রেন পৌঁছয় খোলা ব্রিজে সমুদ্র পার হয়ে। পাম্বান হয়ে রামেশ্বরম পৌঁছতে হয়। মণ্ডপম্-রামেশ্বরম্ দূরত্ব 19 কিমি। ট্রেন যাচ্ছে উপরে, নীচে সমুদ্র— এমন দৃশ্য আর কোথাও দেখবেন না। এই সেতুটিই খুব চমকপ্রদ। এটি তৈরি হয়েছে খুব কৌশলে। এর নাম সারজার রোলিং লিফট ব্রীজ (Scherzer Rolling Lift Bridge)। এর একটি বিশেষ অংশ ইচ্ছেমত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্থানান্তরিত করা যায়। তখন মাত্র এই সেতুর ফাঁক দিয়ে ছোট ছোট জাহাজ যেতে পারে।

মনে আছে নিশ্চয়ই সেতুবন্ধ রামেশ্বরমের নাম। রামচন্দ্র তো অনেক আগেই সমুদ্রে সেতুবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। যদি **বাসে** যেতে চান মণ্ডপম্ পর্যন্ত (কেননা এখান থেকে রামেশ্বরম্ যাওয়া যায় ওই একমাত্র ট্রেনে চড়েই) তবে দূরত্বগুলি (কিমি) জেনে নিন— কন্যাকুমারী 302, করাইকুডি 118, চেন্নাই 574, মাদুরাই 162, রামনাথপুরম্ 37, ত্রিচি 258, তাঞ্জাভুর 264, তিরুচেন্দুর 206, তুতিকোরিন 167। চেন্নাই, মাদুরাই, রামনাথপুরম্, ত্রিচি, কন্যাকুমারী, তিরুচেন্দুর থেকে নিয়মিত বাস আসছে মণ্ডপমে। এখান থেকেই বাসে কন্যাকুমারী যেতে পারবেন।

যাঁরা নিজেদের গাড়ি নিয়ে আসবেন, তাঁরা মণ্ডপমে গাড়ি রাখার জন্য গ্যারেজ ভাড়া পাবেন। শহরে ট্যাক্সি পাবেন না, তবে অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্সা, টাঙা এবং সিটি বাস পাবেন। মারুধু পান্ডিয়ান ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন রেল স্টেশন থেকে রামনাথ স্বামী মন্দির এবং পাম্বান,

ধনুষ্কোটিতে আপনাকে পৌঁছে দেবে রামনাথস্বামীর মন্দির হয়ে।

কোথায় উঠবেন এখানে রামেশ্বরমে থাকার জন্যে খুব দামি হোটেল নেই। S ১০০-১৫০ এবং D ১৫০-২০০ মধ্যে কিছু হোটেল আছে। যেমন, Hotel Alankar (Ph: 221216), Hotel Chola, Hotel Maharaja (Ph: 221271), Hotel Michael, Nadan Lodge (Ph: 221240), Santhanam Lodge (Ph. 221229), Santosh Lodge, Hotel Sathya Narayana, Sorrham Lodge (Ph: 221227), Swami Ramanatha Lodge (Ph: 221217), Hotel Victoria ইত্যাদি। এছাড়া TTDC-র Hotel Tamilnadu-Rameswaram (Ph: 221064) DAB ২৫০-৪২৫, DAC ৬৫০, 3B ৩৭৫, 5B ৪৫০, ডর্মি ৭৫। এদেরই রেলস্টেশনের বিপরীতে Hotel Tamilnadu DAB ১৫০ (রিজা ম্যানেজার অথবা চেন্নাই-এ 25 DR. Radhakrishna Salai, Mylapore, Ph: 24820976-এ TTDC-র অফিসে)। রেলওয়ে RR (Ph 221226)। পাণ্ডাদের অজস্র ঘর পাবেন, ধরমশালাও পাবেন প্রচুর -- তবে পরিবেশ তত ভাল নয়।

মণ্ডপম্-এ আছে TTDC-এর Hotel Tamilnadu-Mandapam (Ph: 241512) D ২৫০, 4B ৩৫০, ডর্মি ৬০। আর পাবেন Devasthanam Lodges and Cottages (Ph: 221223, 221292) ৭০-১২৫।

কী দেখবেন এখানে : জনশ্রুতি যে, রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য লঙ্কায় যাত্রার উদ্যোগ করলেন। প্রথমে সাগর তাঁকে সহযোগিতা করতে না চাইলে রামচন্দ্র সমুদ্রকে শাসন করেন। তখন সেখানে সেতু নির্মিত হল সমুদ্রের সহযোগিতায়। লঙ্কাভিযানে যাবার আগে রামচন্দ্র এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। যাবার আগে শিবপূজার জন্য শিবলিঙ্গ আনতে রামচন্দ্র হনুমানকে কৈলাসে পাঠান। কিন্তু তার ফিরে আসতে দেরি হচ্ছে দেখে রামচন্দ্র সমুদ্রতীরে বালি দিয়েই শিবলিঙ্গ নির্মাণ করলেন। এদিকে হনুমানও লিঙ্গ নিয়ে এসে উপস্থিত। তখন দুটি লিঙ্গই রামচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন এবং রামচন্দ্র হনুমানকে তুষ্ট করার জন্যে তার আনীত শিবলিঙ্গটি আগে পূজার জন্য বিধি দিয়ে যান। তাই এখানে শ্রীরামনাথ স্বামী মন্দিরে আগে হনুমান-আনীত বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গকে পূজা করেই বালুকানির্মিত শিবলিঙ্গ বাবা রামেশ্বরের পূজা হয়। দক্ষিণ ভারতীয়রা অবশ্য বিশ্বাস করেন যে, রাবণকে বধ করায় রামচন্দ্র যে পাপ করেন, তার স্খালনের জন্যেই ফেরার পথে রামচন্দ্র এই শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। যাই হোক রামচন্দ্র যেখানে পূজা করেন সেখানে প্রথমে একটা চালাঘর স্থাপিত হয়। অনেক পরে 17 শতকে স্থাপিত হয় শ্রীরামনাথ স্বামী মন্দির। এর 3টি গোপুরম্ আছে। 10 তলা 126 ফুট উঁচু গোপুরমের শীর্ষে বিরাজ করছে 9টি মঙ্গল কলস। সিংহদ্বারের ভিতর দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করার আগে প্রদক্ষিণের জন্য দীর্ঘ করিডোর বা ঢাকা-বারান্দা আছে, সেটি দৈর্ঘ্যে 1,200 মিটার (3,850 ফুট)। এত দীর্ঘ করিডোর ভারতের কোনো মন্দিরে নেই। এর ডাইনে-বাঁয়ে কারুকার্যখচিত স্তম্ভগুলি দেখে আপনি বিস্ময়াহত ও বাক্যহারা হয়ে পড়বেন। এই পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন রামনাদের রাজাবা। এখানের প্রকাণ্ড বৃষটি লম্বায় 7 মিটার (22 ফুট), চওড়ায় 5 মিটার (17 ফুট) ও উচ্চতায় 4 মিটার (12 ফুট); বালি ও পাথরের তৈরি এত বড় বৃষ দক্ষিণ ভারতের আর কোথাও দেখতে পাবেন না।

মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে 310 মিটার (1,000 ফুট) ও প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণে 200 মিটার (657 ফুট)। মূল মন্দিরটি 3টি প্রাকারে পরিবেষ্টিত 22×122 মিটার (642 × 395 ফুট), 109×76 মিটার (353 × 244 ফুট), 36 × 36½ মিটার (117 × 118 ফুট)। ভিতরে সুবিস্তীর্ণ 1,000টি স্তম্ভ আছে। অন্য 2টি গোপুরম্ 39 মিটার (126 ফুট) উচ্চ। মন্দিরের মধ্যে 22টি তীর্থ আছে। এখানে অনেকে মস্তকমুণ্ডন করে পিতৃতর্পণ করেন। দ্বিতীয় প্রাকারের মধ্যে কার্তিক ও গণেশের মূর্তির মধ্যে নন্দীশ্বর কৃষ্ণমূর্তি আছে (15 ফুট উচ্চে)। মূল মন্দির তৃতীয় প্রাকারের ভিতরে। এখানে প্রবেশ করলে আগে দেখতে পাবেন একটি অপূর্ব সোনার তালগাছ বা ধ্বজস্তম্ভ। পরে সামনের নাটমন্দির থেকে দেখবেন রামেশ্বরম্ জিউকে। তাঁকে কোনোক্রমে স্পর্শ করা যায় না। রামচন্দ্র নির্মিত বালির শিবলিঙ্গটি জলের বদলে তেল দিয়ে মার্জনা করা হয়। তার উপরে থাকে একটি তামার ঢাকনা। পাণ্ডাদের মারফত ভক্তযাত্রী এই ঢাকনার উপর দিয়ে জল দেন। গঙ্গাজল এখানে টাকা দিয়ে কিনতে হয়। সোনার একটি বেদিতে রামেশ্বর প্রভুর লিঙ্গমূর্তি বিরাজিত। মাথায় দেওয়া হয় সোনার তৈরি সর্পফণাযুক্ত শিরোভূষণ। নানা হারের দক্ষিণা আছে। নাটমন্দির থেকে দেবদর্শনে কোনো পয়সা লাগে না। এই মন্দিরের দুদিকে আছে আরো দুটি প্রসিদ্ধ মন্দির— বিশ্বনাথের ও

অম্বিকাদেবী বা রামেশ্বরীর। পূজা শুরু হয় ভোর 5.00 থেকে। ৩ থেকে ১,০০০ পর্যন্ত পূজা আছে। রাত 9.30-এ মন্দির বন্ধ হয়।

কাছাকাছি আছে কয়েকটি দ্বীপ — পুমারিচান, মুয়াল ইত্যাদি। তবে সেখানে যাওয়া যায় না। যেখানে যাওয়া যায় সেটি হল **ধনুষ্কোটি**। আগে এটিই ছিল শেষ রেলস্টেশন। পরে বিধ্বস্ত ধনুষ্কোটির বিনায়ক স্টিউকে রামেশ্বরমে নিয়ে আসা হয়। এই সঙ্গে একুশটি উপতীর্থও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অবশ্য ধনুষ্কোটি বিধ্বস্ত হলেও এখানে এখনো মন্দির আছে। সমুদ্র এখানে অচঞ্চল ও শান্ত। সেজন্য রামেশ্বরমে পূজা করার আগে সকলেই এখানে সমুদ্রস্নান সেরে তবে পূজা দিতে যান। অনেকে শিরোমুণ্ডন করেন।

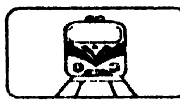
অন্যান্য দেবস্থানের মধ্যে আছে 4 কিমি উত্তরে **গন্ধমাদন পর্বত**। এই পাহাড়টিই এখানের সবচেয়ে উঁচু জায়গা — এখান থেকেই চারপাশের সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। গন্ধমাদনকে এনে হনুমান এখানেই স্থাপন করেন। এখানের মন্দিরে একটি দোতলা মণ্ডপ ও একটি চক্রে স্থাপিত শ্রীরামচন্দ্রের পদম্ — চরণচিহ্ন রয়েছে। ভক্ত এখানে পূজা দেন।

৪ কিমি দূরে একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে আছে **কোদণ্ডরামস্বামী মন্দির**। 1964-র সাইক্লোনে দ্বীপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও মন্দিরটি অক্ষত থাকে। এখানেই নাকি বিভীষণ রামচন্দ্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এই মন্দিরে রাম-সীতা লক্ষ্মণ ছাড়া হনুমান ও বিভীষণের মূর্তি আছে। 25 কিমি দূরে অগ্নিতীর্থে গিয়ে শান্ত সমাহিত সমুদ্রে স্নান করে পুণ্যার্থীরা সমস্ত পাপ বিসর্জন দিয়ে থাকেন।

পাম্বান ব্রীজের পশ্চিমে পুসদাই দ্বীপে যেতে হলে মণ্ডপম্ হয়ে চলুন। জীববিজ্ঞানীরা এখানে আসেন প্রবালের গবেষণার জন্য। নানা সামুদ্রিক জীবের এটি বাসস্থান। সেজন্য বহু বিজ্ঞানী এখানে এসে থাকেন। এখানে যেতে হলে ফিশারি বিভাগের সহায়তা নিতে হয়।

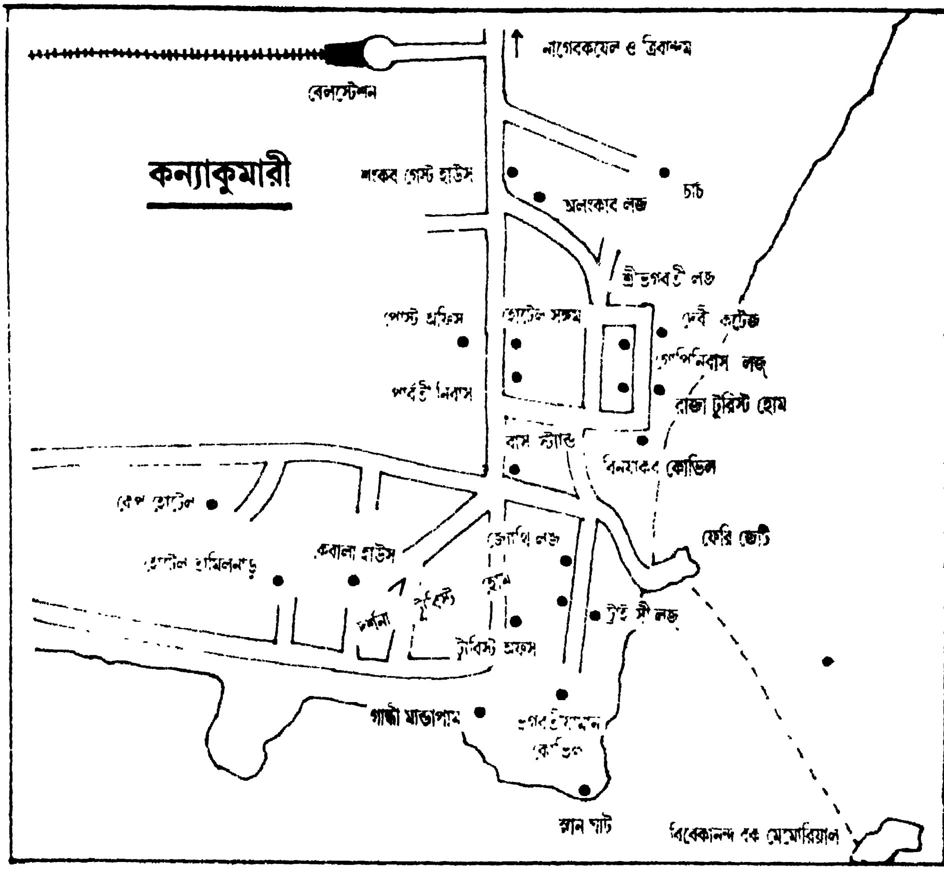
কন্যাকুমারী

তিনটি নদী যেখানে মিলিত হয়— তার নাম ত্রিবেণী, নদী গিয়ে সাগরে মিলিত হলে তাকে বলে সাগরসঙ্গম। কিন্তু তিনটি সাগর যেখানে মিলে-মিশে যায় তখন তার কী নাম হয় জানেন কি পর্যটক বন্ধু? আমি জানি না, শুধু জানি এমন একটি অভূতপর্ব স্থানের একটি বিশেষ নাম কুমারিকা— কুমারিকা অন্তরীপ— ভারতের দক্ষিণতম অন্তরীপ। পূর্বে মান্নার (বঙ্গোপসাগর) উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পশ্চিমে আরবসাগর মিলিত হয়ে নিত্য আরাধনা করে চলেছে পরাশক্তি কুমারী দেবীর। আরো দক্ষিণে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন দুটি শিলা— যার একটির নাম বিবেকানন্দ শিলা, সমুদ্র থেকে মাথা উঁচু করে রয়েছে। অন্তরীপের পশ্চিমভাগের বেলাভূমি কালো ও খয়েরি রঙের (মোনাজাইট) এবং পূর্বদিকের বেলাভূমি লাল রঙের বালি দিয়ে ভরা। পুরাণে বলে এ নাকি শিবের বিয়ের নানা রঙের চালের সমারোহ— আজ বালুকা কণায় পরিণত। এই অন্তরীপের প্রধান দুটি আকর্ষণ কুমারী দেবীর মন্দির ও বিবেকানন্দ শিলা। আর সূর্যাস্ত, চন্দ্রোদয়ের এক বিশাল দিগন্তও।



কেমন করে আসবেন এখানে : বিমানপথে এলে নামতে হবে তিরুবনন্তপুরমে, তারপর সোজা আসুন **সড়কপথে** 87 কিমি পার হয়ে। **ট্রেনে** আসতে হলে নামুন কন্যাকুমারী স্টেশনে। ব্রডগেজে এখানে ট্রেন আসছে হাওড়া, তিরুবনন্তপুরম্, কোয়েম্বাটোর, চেন্নাই, বাঙ্গালোর, ম্যাঙ্গালোর, দিল্লি, মুম্বাই থেকে। আর চেন্নাই ও মাদুরাই থেকে ট্রেন আসছে 83 কিমি দূরের তিরুনেলভেলিতে মিটার গেজে। এখান থেকে ব্রডগেজের ট্রেন ধরে কন্যাকুমারী আসুন। **হাওড়া** থেকে প্রতি সোমবার 6355 হাওড়া-কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস 15.25-এ ছেড়ে দু-রাত্রি পার করে 12.50-এ কন্যাকুমারী পৌঁছয়। অথবা হাওড়া থেকে চেন্নাই পৌঁছে এগমোর স্টেশন থেকে 6121 এগমোর-কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস ধরে কন্যাকুমারী আসুন। ট্রেনটি রোজ 17.15-য় ছেড়ে 8.30-এ কন্যাকুমারী পৌঁছয়। **ব্যাঙ্গালোর থেকে** আসতে পারেন 6526 এক্সপ্রেস ধরে, 21.00 ছেড়ে পৌঁছয় 17.30। আবার কন্যাকুমারী থেকে 6.40 ছেড়ে বাঙ্গালোর ফেরে 5.00-এ। **মুম্বাই** থেকে আসছে 1081 মুম্বাই-কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস 15.35-এ ছেড়ে দু-রাত্রি কাটিয়ে 13.45-এ। ফিরছে কন্যাকুমারী থেকে 4.45 ছেড়ে 4.30। আর তিরুনেলভেলিতে ট্রেন আসছে চেন্নাই এগমোর 21.00 ছেড়ে নেল্লাই এক্স 8.35 এবং ফেরে 18.25 ছেড়ে 6.00।

সড়কপথে কন্যাকুমারী থেকে (কিমি-তে) চেন্নাই 679, মাদুরাই 235, নাগেরকয়েল 19, রামেশ্বরম্ 302, তিরুনেলভেলি 83, তিরুবনন্তপুরম্ 87, তিরুচেন্দুর 91। বাস আসছে চেন্নাই, পণ্ডিচেরী, তিরুচিরাপল্লি, মাদুরাই, মণ্ডপম্ (রামেশ্বরম্ যাচ্ছে), নাগেরকয়েল,



তিরুচেন্দুর, তুতিকোরিন, তিরুনেলভেলি এবং তিরুবঅনন্তপুরম্ থেকে। আগে থেকে বাসের সিট রিজার্ভ করে রাখতে পারেন। দ্বীপে দেখার জন্য গাইড পেতে পারেন। যোগাযোগ : ট্যুরিস্ট অফিস, তামিলনাড়ু সরকার, বীচ রোড, কন্যাকুমারী (Ph: 71276)। বিবেকানন্দ শিলায় যাবার জন্যে ফেরি সার্ভিস আছে 7.00-17.00; ভাড়া মাথা পিছু ৫্। মঙ্গলবার যাবেন না; ওদিন ফেরি সার্ভিস বন্ধ থাকে।

কোথায় উঠবেন এখানে : তামিলনাড়ু পর্যটনের Hotel Tamilnadu Kanyakumari বিচ রোডে (Ph : 2346257) D ১৫০-৫৫০্, DAC ৭৫০্, 6B ৬৫০্, কটেজ ৪৫০-৬৫০্, ডর্মি ৬০্; TTDC-র অন্যান্য জায়গাগুলি হল Hotel Cape DAB ৩৭৫-৪৫০্, DAC ৬৫০্; Tourist Centre এবং Youth Hostel-এ ডর্মি বেড যথাক্রমে ৬০্ ও ৪৫্ (রিজার্ভেশনের জন্য TTDC, Chennai-এ লিখুন অগ্রিম সহ); Kerala House (Ph: 2346229)—ফাঁকা পাওয়া মুশকিল। অন্যান্য হোটেলের মধ্যে আছে Sangam Tourist L (Ph. 23461351) D ৩৫০-৪০০্; Narmatha Tourist Home (Ph : 2346288) D ২২৫্ Shankar Guest House (Ph: 2346160) D ২৫০্; Hotel Asoka D ২৫০্ আর S ১৫০-২০০্ এবং D ১৭৫-২৫০্ এর মধ্যে আছে Tri Sea Lodge এবং এদেরই Tri Sea Cottage, Raja TH, Pioneer Karthigai Lodge; Diravum TH, Sri Bagabathy Lodge, Devi Paradise Lodge. Cauvery Lodge, Meenakshi Bhavan ইত্যাদি। আর আছে Vivekanandapuram TB (বিবেকানন্দপুরম্ মন্দির কমিটির, Ph : 2346250) D ৫০-৭৫, ৭৫-১৫০্ (রিজা : Ex. Officer, Kannyakumari Temple, M R & CE Deptt.); Township Lodge (Ph : 2346279) S ৬৫, D ৯০ (রিজা : Ex. Officer, Kannyakumari Town-

ship); Railway RR (Ph : 2346247) S ৫৫, D ৮৫; PWD IB ইত্যাদি। বাঙালিরা মাস্টারমশাইয়ের Calcutta Hotel-এ (Ph : 2346499) যাবেন কিনা ভেবে দেখুন।

কী দেখবেন এখানে : কন্যাকুমারী মন্দির : এই মন্দিরটিকে ঘিরে অন্তত তিনটি পৌরাণিক কাহিনী গড়ে উঠেছে। কিন্তু তা থেকে একটি সত্যই উদ্গীত হয়েছে যে দেবী ভগবতী এখানে কুমারী মূর্তিতে সুদূর অতীতকাল থেকেই বিরাজিতা। শ্রীরামচন্দ্র সীতা অন্বেষণের জন্য এখানে এলে দেবী তাঁকে **রামেশ্বরমে** গিয়ে সেতু বেঁধে লঙ্কাগমনের পরামর্শ দেন। বলরাম এবং অর্জুনও এখানে এসেছিলেন বলে মহাভারতে উল্লেখ আছে। এসেছিলেন শ্রীচৈতন্যও দুর্গম পথ অতিক্রম করে। বিবেকানন্দ যখন এসেছিলেন তখন তো রেলপথ হয়ে গেছে।

ছোট বালুকাময় কুমারিকা দ্বীপে বসতি নগণ্য। তবুও এখানের খাঁটি ঘি ও দুধ, কুটিরশিল্প হিসাবে মাদুর খুব বিখ্যাত।

পুরাণে আছে, অসুররাজ বাণ তপস্যা করে এই বর পান যে কোনো পুরুষ তাঁকে বধ করতে পারবেন না। এদিকে তাঁর অত্যাচারে দেবকুল সন্ত্রস্ত। শেষে বিষ্ণু পরামর্শ দিলেন যে কন্যাকুমারীতে দেবী পরাশক্তি কুমারীরূপে তপস্যারত। ইন্দ্র তাঁর কাছে এসে তাঁর সাহায্য চাইলেন এমন দিনে যেদিন তিনি তপস্যায় ফল লাভ করে শিবের সঙ্গে বিবাহিত হবেন। ইন্দ্র বিপদে পড়লেন কারণ বাণকে বধ করতে হলে কুমারী দেবীকে চাই, অন্যদিকে শিব আসছেন সেদিনই বিয়ে করতে। অতএব নারদের সহযোগিতায় বিয়ে ভণ্ডুল করা হল। শিব এসে উপস্থিত হয়েছেন শুচীন্দ্রম্-এ। নারদের পরামর্শে বিকেলে অসময়ে মোরগ ডেকে উঠল। শিব ভোর হয়ে গেছে ভেবে আর বিয়ে করতে গেলেন না। কুমারী দেবী চিরদিনের জন্য অবিবাহিতা রয়ে গেলেন এবং বাণকে বধ করলেন।

অন্য কাহিনী অনুসারে, রাজা ভরত (যাঁর নাম অনুসারে ভারতবর্ষ নাম) তাঁর আট পুত্র ও কন্যা কুমারীকে সমস্ত ভাগ করে দিলেন। কন্যার ভাগে পড়ে ভারতের সর্ব দক্ষিণের অংশ। তিনিই পরাশক্তিরূপে এখানে এসে কন্যাকুমারী রূপে পূজিতা হন।

কন্যাকুমারীর নামে যে মন্দিরটি গড়ে ওঠে তার চতুর্দিকে দ্বার থাকলেও বঙ্গোপসাগরের দিকে মন্দিরের পূর্বদ্বার বন্ধ থাকে— বছরে 5বার মাত্র খোলা হয়। মন্দিরটি বিরাট নয়, তবে বহু কারুকার্যশোভিত, স্তম্ভে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনুপম নিদর্শন রয়েছে। লক্ষণীয় যে এ মন্দিরে কোনো গোপুরম্ নেই। মন্দিরে ঢুকতে গেলে ছেলেদের জামা খুলে কেবল ধুতি পরে ঢুকতে হয়, প্যান্ট পরে যাওয়াও নিষেধ। বাইরে বৈদ্যুতিক আলো থাকলেও ভিতরে বহু প্রদীপের আলোয় দেবীমূর্তি দেখতে হয়। দেবীর নাকের হীরের নাকছাবি এত উজ্জ্বল যে সমুদ্র থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের চারদিক পরিক্রমণের সময় একটি ছোট মন্দিরে দেবী কুমারীর ভোগমূর্তি দেখতে পাবেন আর একটি মন্দিরে দেখা যায় গণেশজিউর মূর্তি। দেবী স্বয়ং বিয়ের সাজে সেজে ফোটা পদ্মফুলের উপর ডান হাতে মালা নিয়ে, গয়না আর লাল চেলি পরে কনের সাজে সজ্জিতা। সে এক অনবদ্য মূর্তি। দেবীর এই ভাবকে প্রকাশ করেছেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় মধুর লালিত্যময় বর্ণনা দিয়ে। কলকাতার ললিতকুমার পাকড়াশি—রচিত একটি বন্দনা মন্দির কর্তৃপক্ষ তামিলে খোদিত করেছেন।

নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে দেবীকে দেখুন। মন্দিরের সামনে নন্দীমূর্তি। কার্যালয়ে টাকা দিয়ে দেবীর ভোগ, সাজসজ্জার বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারেন। সকাল 9.00টায় দেবীর অভিষেক, ভোগ 10.00টার পর। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি। তবে পূর্ণিমার দিনে বিকেলে তাঁকে 'আরতি করে চন্দ্রতপন'— সে এক অনুপম দৃশ্য। মন্দিরের 4টি স্তম্ভে আঘাত করলে শুনতে পাবেন মৃদঙ্গ, বেণু, বীণা ও জলতরঙ্গের সুর। মন্দির খোলা থাকে 4.30-11.30 এবং 17.30-20.30।

নিষেধ ● অহিন্দুরা এখানে প্রবেশ করতে পান না ● মদ্যপান নিষেধ। ● বিদেশীরা টুরিস্ট অফিস থেকে অনুমতি নিন(Ph· 76)।

বিবেকানন্দ স্মারক শিলা : সমুদ্রগর্ভ থেকে দুটি শিলা পাশাপাশি উঠে এসেছিল এককালে কন্যাকুমারী মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে। কন্যাকুমারীর দক্ষিণের শিলাগুলিতে এসে পদার্পণ করেছিলেন যুগনায়ক বিবেকানন্দ 1892 র 25 ডিসেম্বর। কন্যাকুমারী দর্শন করে তিনি এই জায়গার অপূর্ব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন এবং তটভূমি থেকে 500 মিটার (1,600 ফুট) সাঁতার দিয়ে **শ্রীপাদপারাই** নামক শিলাখণ্ডে উঠে সারা রাত ধরে গভীরভাবে ধ্যানমগ্ন থাকেন। এটিই এখন বিবেকানন্দ শিলা নামে খ্যাত হয়েছে। এটি সমুদ্রতল থেকে মাত্র 55 ফুট উঁচুতে অবস্থিত। 3 একর পরিমিত জায়গাটি মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে গেছে— একসময় এটি কন্যাকুমারী মন্দিরেরই অংশ ছিল এবং তার ধ্বংসাবশেষ এই শিলায় দেখতে পাবেন।

বিবেকানন্দ স্মৃতি মণ্ডপ (1970-এ নির্মিত)—

সভামণ্ডপ 40x17 মিটার (130x56 ফুট) এবং **ধ্যানমণ্ডপ** 12x18 মিটার (40x58 ফুট)— দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথমটিতে বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মূর্তি আছে। দ্বিতীয়টিতে 'ওঁ' চিহ্নিত বেদি রয়েছে। বিবেকানন্দ মন্দিরের পরিকল্পনা করেছিলেন স্থপতি এস কে আচারী। বেলুড়ের মন্দিরের আদলে এটি গঠিত; উচ্চতা 20 মিটার (65ফুট)। মন্দিরটি দুটি ভাগে বিভক্ত- **শ্রীপদমণ্ডপম্**— এখানে কুমারী দেবীর পদচিহ্ন আছে 22x22 (72x72 ফুট) ও **বিবেকানন্দ স্মৃতি মণ্ডপম্**। শেষেরটিতে উঠতে হয় 24টি সিঁড়ি ভেঙে। এখানে কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না। একটি ভাল গ্রন্থাগার আছে এখানে। এই শিলায় আসতে ফেরিতে সময় লাগে প্রায় 15 মিনিট, দূরত্ব মাত্র 500 মিটার (1,600 ফুট) হলেও। সমুদ্রের ঢেউ খুবই উত্তাল। কাছেই বিবেকানন্দের উপবিষ্ট একটি মূর্তিসমেত ছোট পাথরের মন্দিরও আছে।

গান্ধিমণ্ডপ : 12 ফেব্রুয়ারি 1948 মহাত্মা গান্ধির চিতাভস্ম সমুদ্রসঙ্গমে বিসর্জিত হয়। যেখানে চিতাভস্মাধার এনে রাখা হয়েছিল সেখানে ওড়িশা শিল্পধারায় গান্ধিজির একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। মন্দিরটি এমন সুকৌশলে নির্মিত যে প্রতিবার 2 অক্টোবর গান্ধিজির জন্মদিনে ভস্মাধারটিতে সূর্যরশ্মি এসে পড়ে।

কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়ে বোধ করি সুন্দর এখানের প্রকৃতি। সমুদ্রের অসীম বিস্তারের মধ্যে দাঁড়িয়ে যদি আপনি পূর্ণিমা রাত্রিতে উপস্থিত থাকেন-- দেখতে পাবেন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য-- একদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, অন্যদিকে চাঁদ উঠছে। চৈত্রপূর্ণিমার দিন এই উদয় ও অস্ত যেন একই আকাশে দেখতে পাবেন। ভারতের আর কোথাও এই অনুপম দৃশ্য আপনি দেখতে পাবেন না। নানারঙের বালুকাবেলায় দাঁড়িয়ে এ দৃশ্যকে চিরকালীন স্মৃতিতে গেঁথে রাখার জন্য এবারের অবকাশটি কি আপনি কন্যাকুমারীতে কাটাবার কথা একবার ভাববেন না।

এখান থেকেই ইচ্ছে হলে ঘুরে আসতে পারবেন নাগেরকয়েল, পদ্মনাভপুরম্ প্রাসাদ, শুচীন্দ্রম্, তিরুচেন্দুর, চক্রতীর্থ, ভট্টকোট্টাই দুর্গ ইত্যাদি স্থানও। সে হবে আপনার ফাউ বেড়ানো। যেতে পারেন গন্ধমাদনের ছিটকে পড়া অংশ মারুত মালাইতেও।

তুতিকোরিন : মাদুরাই থেকে তিরুনেলভেলি যাবার পথে পড়ে ভানচি মানিয়াচি জংশন। সেখান থেকে 32 কিমি, তিরুচেন্দুর থেকে 38 কিমি দূরে ভারত মহাসাগরের তীরে একটি বন্দর-শহর তুতিকোরিন। চেন্নাই থেকে 716 কিমি। চেন্নাই-এর পরই বন্দর হিসাবে এর গুরুত্ব। এর প্রাচীন নাম তুত্তিকোডি। শণ ও কার্পাস শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ এই শহরে 1540 থেকে পোর্তুগিজরা এবং তাদের কাছ থেকে অধিকার করে 1658 থেকে ওলন্দাজরা বাস করতে থাকে। এখানে দেখার জিনিসের মধ্যে আছে প্রাচীন শিব ও বিষ্ণুমন্দির, 1750-এ ওলন্দাজদের তৈরি গির্জা, রোমান ক্যাথলিক গির্জা প্রভৃতি।

সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য এখানে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা এবং শঙ্খ সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। এখন এখানে কৃত্রিম মুক্তো তৈরির শিল্পও গড়ে উঠেছে।

চেন্নাই-এগমোর থেকে এখানে ট্রেন আসছে 18 30 ছেড়ে 6703 পার্ল সিটি এক্সপ্রেস 07 00। বাঙ্গালোর থেকে এখানে ট্রেন আসছে 6732 তুতিকোরিন এক্সপ্রেস 21 45 ছেড়ে 12.15। ফেরে 15 40 ছেড়ে 6 40। আশপাশের শহর থেকে বাস আসছে। থাকার জন্য IB ছাড়া আছে 135 পালায়নকোট্টাই রোডে Hotel Somnath ১৫০ ২৫০ মধ্যে।

তিরুচেন্দুর

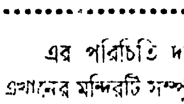
তুতিকোরিন থেকে প্রায় 35 কিমি, কন্যাকুমারী থেকে 85 কিমি, তিরুনেলভেলি থেকে 62 কিমি দূরে মান্নার উপসাগরের বেলাভূমিতে প্রভু সুব্রহ্মণ্যের 6টি মন্দিরের অন্যতমটি এখানে স্থাপিত। সুব্রহ্মণ্য অর্থাৎ ষড়ানন কার্তিক। আদি শঙ্করাচার্য এই পবিত্র তীর্থ দর্শন করে তাঁর সুখ্যাত 'সুব্রহ্মণ্যভুজঙ্গ' গ্রন্থটি রচনা করেন। বেশ কয়েক মাইল দূর থেকে মন্দিরের সুউচ্চ শিখরটি আপনার দৃষ্টিগোচর হবে। মন্দিরের তিনটি প্রাকার, মহাবিষ্ণু, ভেঙ্কটেশ পেরুমল, পল্লিকোণ্ডা রঙ্গনাথন্, শ্রীদেবী, ভূদেবী, নীলাদেবীর মন্দির ও বিগ্রহ দেখুন এখানে। মূল মন্দিরের অন্য এক বিখ্যাত বিগ্রহ হল একখণ্ড গ্রানাইট পাথরের উপর খোদিত একশত এক লিঙ্গমূর্তি। এর স্থাপত্য মনোহরণ করে। সুব্রহ্মণ্যস্বামী এখানে দৈত্যরাজ সুর পদ্মনকে হত্যা করেন। প্রতি শুক্রবার এখান বহু ভক্তের সমাগম হয়।

এখান থেকে আলওয়ারথিনগর এবং **শ্রীবৈকুণ্ঠমের** মন্দির দেখতে যেতে পারেন **তাম্রপর্ণী** নদীর ধারে। এটি হল দ্রাবিড় সভ্যতার প্রাচীনতম স্থান। **শ্রীবৈকুণ্ঠম্**-এর কাছে আদিনবানাল্লুরে প্রাগৈতিহাসিক বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে প্রাপ্ত রোমান ও ভেনিশিয়ান মুদ্রা থেকে এখানের সঙ্গে রোম ও ভেনিসের প্রাচীন বাণিজ্য সম্পর্ক অনুমান করা যায়। দক্ষিণ রেলপথের

তিরুনেলভেলি-তিরুচেন্দুর শাখার শেষ রেলস্টেশন তিরুচেন্দুর। সকাল-বিকেলে ট্রেন চলে। সময় নেয় 3 ঘণ্টার মত। বাস আসছে কন্যাকুমারী, তিরুনেলভেলি, মণ্ডপম্ প্রভৃতি স্থান থেকে। এখান থেকেই অনেকে কন্যাকুমারী বেড়াতে যান। থাকার জন্য DB, দেবস্থানম্ ধরমশালা ছাড়া TTDC-র Hotel Tamilnadu-Thiruchendur (Ph : 2442268) DAB ২২৫-৩০০, DAC ৪৫০-৫০০, AC Dlx ৫৫০।

তেনকাশী

এর পরিচিতি দক্ষিণের বারাণসী হিসাবে। যদিও এখানের মন্দিরটি সম্পূর্ণ দক্ষিণ ভারতীয় রীতিতে নির্মিত, সামনে আছে বিরাট গোপুরম্ - কিন্তু দেবতার নাম কাশী বিশ্বনাথ এবং পূজাপদ্ধতি উত্তরভারতের কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের মতই। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে দক্ষিণভারতের কন্যাকুমারীর সঙ্গে কাশীর বিশ্বনাথের বিয়ের কথা ছিল। বিয়ের লগ্ন উপস্থিত হলে - বিশ্বনাথ তেনকাশী পর্যন্ত এসে বিশ্রাম নিতে গিয়ে লগ্ন বয়ে যায় - কন্যাকুমারীর আর বিয়ে হল না - তিনি কুমারীই রয়ে গেলেন। কাশী বিশ্বনাথেরও আর যাওয়া হল না, তিনি তেনকাশীতেই থেকে গেলেন তখন থেকে। অবশ্য এই জনশ্রুতিও রয়েছে, যে অগস্ত্য মুনি এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। সুন্দর গোপুরম্, সুন্দর চিত্রশোভা ও ফ্রেস্কোর কাজ। শিবরাত্রির সময় এখানে হাজার হাজার যাত্রী এসে উপস্থিত হন।



দক্ষিণ রেলপথের চেন্নাই-কুইলন শাখায় তেনকাশী একটি রেলস্টেশন। চেন্নাই থেকে 19.40 ছাড়ে চেন্নাই-কুইলন মেল, তেনকাশী আসে 10.27, নাগোর-এ 10.50 ছেড়ে 6361 নাগোর-কুইলন এক্স তিরুচিরাপল্লি 15.55 হয়ে তেনকাশী 1.00। কুইলন থেকে 23.00 ছেড়ে ফেরে 16.10। এছাড়াও কুইলনে 19.40 ও 13.30 ছেড়ে ট্রেন আসে পরের স্টেশন তেনকাশীতে 16.11 এবং 2.24। নিয়মিত বাস আসছে তিরুবঅনন্তপুরম্, কুইলন, তিরুনেলভেলি, মাদুরাই বা কন্যাকুমারী থেকে।

তেনকাশী থেকে মাত্র 5 কিমি দূরে **কোর্টালাম** হল দক্ষিণ ভারতের খনিজ জলের উৎস। চলুন এবারে সেখানেই যাই। যদি তিরুনেলভেলি থেকে আসেন তবে প্রায় 62 কিমি বাসে আসতে হবে। এখানে চিত্রা বা চিত্তুর নদীটি পালনি পাহাড় থেকে প্রায় 91 মি. (300 ফুট) খাড়াই থেকে তিন ধাপে নীচে এসে পড়ে এক অনবদ্য জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। গড়ে উঠেছে এখানে স্বাস্থ্যনিবাস। পাশেই শ্রীকুট্টলনাথের সুন্দর একটি মন্দির। বেড়াবার জন্যে এখানে জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে আসুন। স্নান করুন এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে। তারপর বেড়াতে ইচ্ছে হলে চলে যান হয় তেনকাশীর মন্দিরে বা প্রপাতে, 15 কিমি দূরের পানপোঝিলের সুন্দর পাহাড়ে মুরুগান মন্দিরে অথবা 30 কিমি দূরের **পাপনাশম্** মন্দির, প্রপাত বা মুণ্ডথুরাই ব্যাঘ্র প্রকল্পে। পাপনাশমের প্রপাতে স্নান করা হিন্দুদের পুণ্যকর্ম, স্নানে নাকি সমস্ত পাপ স্খালন হয়ে যায়। এখানে তাম্রপর্ণী নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্নের ব্যবস্থা হয়েছে। এমন বাঁধ রয়েছে আরো 6 কিমি এগিয়ে **মণিমাথুরেও**। এখানে পার্ক, সুইমিং পুল—সব আছে। কোর্টালামে থাকার জন্যে Township GH, PWD TB (রিজা : ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর, তিরুনেলভেলি) FRH লজ, চৌলট্রি এবং ধরমশালা। বাস স্ট্যান্ডে আছে ট্যুরিস্টদের তথ্যকেন্দ্র। তেনকাশীতে থাকার জন্য DB, PWD RH ও ধরমশালা ছাড়া তেমন কিছু নেই।

শুচীন্দ্রম্ : তিরুনেলভেলি থেকে কন্যাকুমারী যাবার পথে প্রায় 80 কিমি দূরে শিবমন্দিরটির জন্য শুচীন্দ্রম্ বিখ্যাত। কন্যাকুমারী থেকে মাত্র 13 কিমি পথ। অবশ্য ত্রিমূর্তি মন্দির হিসেবেই এর পরিচিতি বেশি। এখানে আছেন শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা। তামিল ভাষায় যথাক্রমে স্থাণু, মল এবং অয়ন। তাই ত্রিমূর্তির স্থানীয় নাম 'স্থাণুমলায়ন'। একটি লিঙ্গে তিনজনের মূর্তি আছে যদিও ঢাকা দেওয়া, সোনায় মোড়া মুখ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কপালে তিন সারি চন্দন, তার মাঝখানে আছে ত্রিনয়ন।

মন্দিরের গোপুরম্ বহু দূর থেকে দেখা যায়। ত্রিমূর্তি ছাড়া আরো ছোট ছোট 10টি অন্য দেবদেবীর মন্দির আছে। এদের মধ্যে দুর্গা ও বিনায়কের মন্দির দেখতে হবে। দর্শদিকে দেবতারা নাকি এখানের লোকদের রক্ষা করে চলেছেন। ইন্দ্র এখানে তপস্যা করে শুচি হয়েছিলেন বলেই নাকি এই শুচীন্দ্রম্ নাম। মন্দিরের পাশের বিরাট এক পুকুরের মাঝখানে আছে 41 মিটার (134 ফুট) উঁচু শিল্পিত গোপুরম্ সমেত চমৎকার মন্দিরটি। প্রবেশ পথের প্যানেলে বিষ্ণু, উমাশঙ্কর, পরাশক্তির মূর্তি দেখতে দেখতে খিলানগুলি পার হতে হবে। পরে উজ্জ্বল মণ্ডপটি পার হয়ে (যেখানে চারটি স্তম্ভে মন্মথ, রতি, অর্জুন ও কর্ণের মূর্তি খোদিত) পূর্বদিকের বারান্দা দিয়ে এগোলে পাবেন দক্ষিণামূর্তির বিগ্রহ। তারপর নীলকণ্ঠ বিনায়ক, ভিক্ষুক শিব (কঙ্কালনাথ), কৈলাসনাথ মহাদেবের লিঙ্গ,

রামসীতার মূর্তি, কালভৈরব, জয়ন্তীশ্বর মন্দির পার হয়ে দেখবেন চতুর্ভুজ কৃষ্ণের মনোহর মূর্তি (এমন ধারার মূর্তি হয়ত দেখে এসেছেন গুরুভায়ুরে)। এর পর অলঙ্কার মণ্ডপ— এখানে দুটি স্তম্ভের মাঝখানের ছোট পাথরের স্তম্ভগুচ্ছে আঘাত করুন— দেখবেন বিভিন্ন সংগীতের সুর উদ্‌গীত হচ্ছে। অবাক হয়ে যাবেন। এবার হনুমানজির দাস্যভাবের মূর্তি দেখে আসুন 'চিত্রসভা'য়— দুটি পাথরের হাতি দরজায় দাঁড়িয়ে আপনাকে যেন স্বাগত জানাচ্ছে। তারপর দেখুন 12 ফুট (3.5 মি) লম্বা এক বৃষমূর্তি। এবার গরুড় মণ্ডপের শিল্পিত স্তম্ভগুলি দেখে বিস্মিত হয়ে দেখুন সোনার তালগাছটি। তারপর দেখুন ভগবান স্থাণুমলায়নের প্রার্থিত মন্দির। একহাত পরিমিত লিঙ্গরূপে তিনি পূজিত। একটি 'কবচ' দিয়ে লিঙ্গমূর্তি আবৃত।

এটি দেখা হলে 4 কিমি এগিয়ে দেখে আসতে পারেন **নাগেরকয়েল মন্দিরে** শিব ও বিষ্ণুর মূর্তিকে।

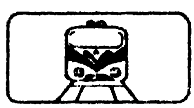
উটকামণ্ড (উটি)

তামিলনাড়ুর নীলগিরি জেলার মহকুমা, ওই মহকুমার তালুক এবং জেলা— নীলগিরি পাহাড়ের উপর পাহাড়-ঘেরা উপত্যকায় এক মনোরম শহর — যেন একটা বিশাল পার্ক। এটি দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য শহরের মধ্যে বৃহত্তম এবং একটি শৈলাবাস। ডোডাবেট্টা, স্নোডাউন, এল্‌ক, চার্চ, ফার্ন, কেয়ার্ন প্রভৃতি পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই উপত্যকা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 2,286 মি. উঁচু। এপ্রিল-জুনে এখানের আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম। বেড়ানো, শিকার, ঘোড়ায় চড়া, গলফ্ খেলা এ সময়েই জমে। অতএব এবারের গ্রীষ্মটি উটিতে কাটাবেন কিনা ভেবে দেখুন।

পোর্তুগিজ যাজক ফেরেইর্গিরির অনুসন্ধানের ফলে 1602-এ এখানের আদিম অধিবাসী টোডাদের অস্তিত্ব জানা যায়। অবশ্য উটির আবিষ্কর্তা হিসেবে কোয়েম্বাটোরের কালেকটার সুলিভানের নাম বলা হয়ে থাকে। তিনি এখানকার প্রথম অট্টালিকা ' স্টোন হাউস' তৈরি করে বাস করতে থাকেন। তিনিই এখানের প্রথম ইউরোপীয় অধিবাসীও। এখন এটিকেই কিছু পরিবর্তন করে তামিলনাড়ুর **গভর্নরের** গ্রীষ্মাবাস করে তোলা হয়েছে।

উটকামণ্ড নাম নিয়ে বেশ একটি কাহিনী আছে। 'মণ্ড' শব্দের অর্থ প্রথম। টোডা গ্রামগুলিতে অবস্থাপন্ন লোকেরা বাড়ির কাছেই একটি পাথর পুঁতে রাখত। একদিন সুলিভান টোডা সর্দার পার্থ-কাইকে সেই পাথরের কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'যেল্লোকো এ মাণ্ড'— অর্থাৎ আপনি এই প্রস্তর গ্রামটি গ্রহণ করুন। যেল্লোকো শব্দের অর্থ প্রস্তর গ্রাম। তামিল ভাষায় 'যেল্লোকো' হয় 'উট্টাকালা'। আগে এই গ্রামের নাম ছিল 'উটাকাল মাণ্ড'। তা থেকেই 'উটকামণ্ড'। বাগাডা উপজাতিদের মতে এই নাম এসেছে 'হুটকামাউন্ড' নাম থেকে। আর তা থেকেই 'উইকামণ্ডলম্' বা 'উধগামণ্ডলম্'— এর অর্থ সর্বদা বৃষ্টি হয় এমন গ্রাম। সত্যি করেই এখানে সারা বছর ধরে পশলা বা গুঁড়ি বৃষ্টি হয়েই থাকে। তবুও এখানে আসা আনন্দের।

এখানের আদিবাসী টোডারা দেখতে গঠনে গ্রিকদের মত, নাক রোমকদের মত। তারা চুল-দাড়ি কাটে না। পুরুষরা একটিমাত্র অখণ্ড কাপড় পরে। কর্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু এই জাতি সূর্যের উপাসক। এক নারীর অনেক পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হয়। এদের সংখ্যা এখন 1,000-এর কম। চা, সিঙ্কোনা (পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া একমাত্র এখানেই হয়), কফি, আলু উৎপন্ন হয়। এখানে আছে কাচ, ফিল্ম উৎপাদনের কারখানা, সোনা ও অভ্রের খনি।



কেমন করে আসবেন : বিমানে. নিকটতম বিমানবন্দর কোয়েম্বাটোর উটি থেকে 89 কিমি দূরে। **ট্রেনপথে** : ট্রেন আসছে চেন্নাই সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে 20.30 ছেড়ে 2671 নীলগিরি এক্স সালেম, এরোদ হয়ে মেট্টুপালায়ম্ স্টেশনে আসে 6.00। এখান থেকে যদিও একটু ক্লান্তিকর তবুও উপভোগ্য পাহাড়ি ছোট্ট রেলে চড়ে উটিতে নামা দুপুর 12.00 টায়। **সড়কপথে** · বাসে আসার সুবিধে অবশ্য অনেক। বাস আসছে 51 কিমি মেট্টুপালায়ম্, 88 কিমি কোয়েম্বাটোর, 158 কিমি মহীশূর, 270 কিমি ত্রিচি, 297 কিমি বাঙ্গালোর, 316 কিমি মাদুরাই, 412 কিমি ম্যাঙ্গালোর, 630 কিমি চেন্নাই প্রভৃতি স্থান থেকে।

কী দেখবেন এখানে : এখানের পরিবহন ব্যবস্থা খুব উন্নত। এখানে এসে প্রথমেই দেখুন সুলিভান-পরিকল্পিত 2 বর্গমাইল আয়তনের বিশাল লেকটি। এতে নৌকো চড়ুন, ক্যানো চড়ুন, মাছ ধরুন, জীবনটাকে বয়ে যেতে দিন ক্ষণতরে।

হোবার্ট পার্কে গিয়ে ঘোড়দৌড় দেখুন। বোটানিকাল গার্ডেনে গিয়ে 600 জাতের গাছপালা দেখে বিস্মিত হন। যদি বার্ষিক পুষ্পপ্রদর্শনীর সময় গিয়ে পড়েন তো স্বর্গেই পৌঁছে যাবেন সশরীরে। মোটরে চড়ে নীলগিরির সর্বোচ্চ

শৃঙ্গ 2,120 মিটার (6,840 ফুট) ডোডাবেট্টায় উঠে দিগ্বিজয়ী বীরের গৌরব অনুভব করুন। মন্দির দেখতে চলে যান এল্‌ক পাহাড়ের চূড়ায়। সবচেয়ে সুন্দর অরণ্যশোভিত কেয়ার্ন হিলের সৌন্দর্য দুচোখ ভরে উপভোগ করুন। তবে মুকর্টি পিকে টোডাদেব গ্রামে গিয়ে তাদের খুব কাছাকাছি হবেন না। একসময়ে এখানেই তারা কন্যাসন্তানদের মেরে ফেলত। তবে কাছে গিয়ে তাদের জীবনযাপন প্রণালী শান্তভাবে দেখে আসতে পারেন। দেখে আসুন পাইকারা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটিও।

কোথায় উঠবেন এখানে : পাহাড়ের রানী উটিতে সিজন হল এপ্রিল-জুন এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর। এ সময়ে এখানের হোটেলগুলিতে চার্জ বেশি হলেও অন্য সময়ে প্রায় সিকিভাগ কম লাগে। চেরিং ক্রশ রোডে TTDC-র Hotel Tamilnadu-Ooty-1 (Ph 2444370) DAB ২০০-৫০০, স্যুইট ৯৫০-১৩০০; বটানিকাল গার্ডেন রোডে Hotel Tamilnadu-Ooty-2 (Ph 2443665) DAB ২৫০, 6B ৫৫০ ও ডর্মি ৭৫। এছাড়া আছে ক্লাব রোডে Savoy Hotel (Ph : 2444147) ২২০০-৩৬০০; 153 গোবিশোলা রোডে Comfort Inn Aruna (Ph : 2444309) ১৩০০-২৮৫০ মধ্যে; Hotel Fernhill Imperial (Ph 2443910) DAB ৮৫০-১৫০০, স্যুইট ২২৫০; চেয়ারিং ক্রসিং এ Nahar Tourist Home (Ph : 2442173, 2442853) DAB ১২০০, ১৮০০, স্যুইট ১৩০০; Hotel Brindaban (P) Ltd. (Ph : 2442060-61), ২২৫-৭৫০; Hotel Dasprakash (Ph : 2442434), ৩০০-৪৫০; এলিনেস রোডে Hotel Nataraj (Ph : 2442772), ২৭৫-৫০০; কমার্শিয়াল রোডে Annapurna Lodge (Ph : 2442708), ১৫০-৩২৫; ফার্ন হিলে Hotel Woodlands (Ph : 2442551), ৩০০-৪৫০; এছাড়া আরো বহু হোটেল রয়েছে। আর আছে Anadgiri-তে YWCA (Ph : 2442218), ৪৬-৪৫০, রেলওয়ে রিটায়ারিং রুমও পাবেন। S ৭৫-১৪০, ও D ১০০-২০০ মধ্যেও নানা হোটেল আছে।

কাছে-পিঠে দেখার জন্য TTDC **কন্ডাকটেড ট্যুরের** সুযোগ নিন। উটি-মুডুমালাই নিসর্গ দর্শন মাথাপিছু ১২০, এবং উটি-কুন্নুর ভ্রমণ মাথাপিছু ১০৫। দেখে নিন এই সুযোগে বোট হাউস, ডোডাবেট্টা, বোট্যানিক্যাল গার্ডেন, মুডুমালাই অভয়ারণ্য ইত্যাদি দর্শনীয় স্থানগুলি।

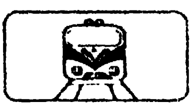
কোয়েম্বাটোর বা কোয়মপুত্তুর

চেন্নাই রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশের একটি জেলা ও জেলাশহর। এখানের জলবায়ু মোটামুটি শুকনো — সর্বোচ্চ তাপ 35°C এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27°C। চের, চোল, পাণ্ড্য, নায়ক, হায়দার আলি প্রমুখদের রাজ্যাধীনে থেকে শেষে এখানে ইংরেজ আধিপত্য স্থাপিত হয়। এই শহর বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত। চা, তামাক, কফি, কাচ প্রভৃতি এখানের প্রধান শিল্প।

এখানে **দেখার জন্য** রয়েছে শহর থেকে 8 কিমি দূরে নোইয়াল নদীর তীরে প্রাগৈতিহাসিক শিবমন্দির **পেরুর মন্দিরের** অনুপম কারুকার্য। 12 কিমি দূরে একটা পাহাড়ের উপরে রয়েছে 12 শতকের মুরুগান মন্দির **মারুথমালাই** মন্দির। শহরে VOC **পার্কে** মিনি চিড়িয়াখানা এবং টয় ট্রেন। 5 কিমি দূরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। আছে **ফরেস্ট কলেজ**, জি ডি নাইডু **শিল্প-প্রদর্শনী**। এখান থেকেই যেতে পারেন **আনাইমালাই অভয়ারণ্য** (80 কিমি); আনাইমালাই পর্বতে চড়ুইভাতি করতে **টপ স্লিপে** ; ভবানী ও কাবেরী নদীর সঙ্গমস্থলে **ভবানীতে সঙ্গমেশ্বর** ও **বেদনায়কীর** পবিত্র মন্দিরে (102 কিমি); 37 কিমি দূরে **সিরুভানী জলপ্রপাত ও বাঁধ**, 12 শতকে চোলদের নির্মিত জেলার সবচেয়ে বড় **লিঙ্গেশ্বর মন্দির** অবিনাশীতে 40 কিমি দূরে; 92 কিমি দূরে এরোদে তাঁত শিল্প ও পাহাড়ের উপর **দণ্ডায়াথাপানি মন্দির**।

এখানে থাকার জন্য প্রচুর হোটেল রয়েছে নানা খরচের। 10 শিবস্বামী রোডে Alankar Hotel (Ph : 2235411) ৩০০-৮৫০; 38 শিবস্বামী রোডে Heritage Inn (Ph : 2231451) ১০৫০; রামনগরে Hotel City Tower (Ph : 2230681) ৪৫০-১০০০; গান্ধিপুরমে Hotel Shona ২২৫-৩৫০; আর এস্ পুরমে Sri Annapurna Lodging (Ph : 2437722) ৪০০-১২০০; 8/153 অবিনাশী রোডে ফ্লাইওভারের কাছে Hotel Sri Thevar (Ph : 2217341) ২২৫-৬৫০, 739 অবিনাশী রোডে Hotel Nilgiris Nest (Ph : 2217133) ১২৫০-২০০০; 105 রেসকোর্স রোডে Hotel Surya International (Ph : 2217755) ১৩০০-২২০০; TTDC-র Hotel Tamilnadu Coimbatore ডা. নানজাপ্পা রোডে (Ph : 2302176) S ২২৫-২৫০, D ৪০০, SAC ৫৫০, DAC ৬২৫, DAC Dlx ৬৫০ ও ডর্মি ৬০।

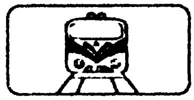
আরো আছে গান্ধিপুরমে নেহরু স্ট্রিটে Ambika Lodge (Ph : 231231); 73 ক্রসকাট রোডে Hotel Sri Lakshmi; ডেভি অ্যান্ড কোং লেনে AP Lodge, জেল রোডে 44 পার্ক স্ট্রিটে Lodge Arwin, দোদারায়ামকয়েল স্ট্রিটে Lodge Prashnath (Ph 230525), 199 ওপ্পানাক্কারা স্ট্রিটে Hotel Ashoka (Ph : 222147); রামনগরে নেহরু স্ট্রিটে Hotel Blue Star (Ph : 237157); 50 কলিঙ্গরায়ার স্ট্রিটে Hotel Karpagam (Ph 226974)। এখানেই 109নং-এ Hotel Meena, গোপালপুরমে 1st স্ট্রিটে Cheran Palace (Ph . 230265), Gita Lodge (Ph . 223049); Hotel City Tower (Ph : 237681), 4 স্টেট ব্যাঙ্ক রোডে C S Lodging (Ph : 223280), রেল স্টেশনের কাছে Hotel Hema Hotel Vasantham, বড়বাজারে 678 নং এ Gokulam Lodge (Ph 233316), 60 নং রয়্যাল থিয়েটারের কাছে Lakshmi Lodge (Ph 224587), গীতা হল রোডে New Vijaya Lodge (Ph : 226794), গভ আর্টস কলেজের কাছে Woodlands Hotel (Ph. 222461); সেন সুপার মার্কেটের উলটোদিকে Hotel Super (Ph 231683), ট্রিচি রোডে CMC হাসপাতালের উলটোদিকে Hotel Vaibhav প্রভৃতি।



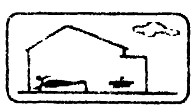
এখানে আসার জন্য হাওড়া থেকে মঙ্গল, শনি 6324 ত্রিবান্দ্রাম এক্সপ্রেস এবং বুধবার 6358 নাগেরকয়েল এক্সপ্রেস দুটি 23.05 ছেড়ে যথাক্রমে 13.35 ও 12.40 মিনিটে। ম্যাঙ্গালোর থেকে 21.15 ছেড়ে ওয়েস্ট কোস্ট এক্স আসছে 6.30। তিরুবনন্তপুরমে 11.10 ছেড়ে কেরালা এক্স আসছে 20.20; কন্যাকুমারীতে 6.40 ছেড়ে তিরুবনন্তপুরমে 9.10 এবং এখানে 19.50 ব্যাঙ্গালোর এক্স প্রতিদিন। মুম্বাইয়ে লোকমান্য তিলক স্টেশনে 22.25 ছেড়ে কোয়েম্বাটোর এক্স প্রতিদিন এখানে বসে পৌঁছচ্ছে দ্বিতীয় দিন 7.10-এ। এছাড়াও চেন্নাই ও তামিলনাড়ুর অন্যান্য স্থান থেকে নিয়মিত এখানে ট্রেন আসছে-যাচ্ছে। বাস আসছে উটি এবং বিভিন্ন স্থান থেকে ঘন ঘন।

কুন্নুর

1,700 মিটার (5,600 ফুট) উঁচু একটা শৈলাবাসে কয়েকটা দিন বেড়াতে যদি আপনার মনে ইচ্ছে জেগে থাকে তবে বলি নীলগিরি পাহাড়ের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম শৈলবাসটিতে চলুন। কুন্নুর হল 'নীলগিরির রানী'। চলুন, তার সঙ্গে কয়েকটা দিন আলাপ করে আসি। কেন আলাপের ইচ্ছে হবে, সে কথা পরে বলছি।



চলুন তার আগে **কেমন করে যাবেন**, সেকথা বলে দিই। উড়ে এলে কাছের বিমানবন্দর কোয়েম্বাটোরে নামুন। কোচি, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর থেকে IAC-র বিমান উড়ছে-নামছে। তারপর 71 কিমি বাস/গাড়িতে চড়ে এখানে আসুন। ট্রেনপথে কুন্নুরের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে কোয়েম্বাটোর হয়ে চেন্নাই, কোচি, ম্যাঙ্গালোর, তিরুচিরাপল্লি, মাদুরাই, রামেশ্বরম্ প্রভৃতির সঙ্গে। উটি-মেট্টুপালায়ম রেলপথে উটি স্টেশনে নামলে 17 কিমি, মেট্টুপালায়মে নামলে 34 কিমি। কলকাতা থেকে সরাসরি কুন্নুর আসতে চাইলে প্রথমে যে-কোনো ট্রেন ধরে আসুন চেন্নাই। চেন্নাই থেকে নীলগিরি এক্সপ্রেস ধরে আসুন মেট্টুপালায়ম। মেট্টুপালায়ম থেকে টয়ট্রেনে চড়ে কুন্নুর। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় নেয়। টয়ট্রেন উটি পর্যন্ত যাবে। যদি উটিতে ডেরা বেঁধে থাকেন তবে ভোরে এসে রাত্রে ফিরে যেতে পারবেন। ঘণ্টায় 4 খানা বাস ছাড়ছে ভোর থেকে গভীর রাত অবধি, অতএব আসার কষ্ট নেই একরকম। আর মনোহর কেটি উপত্যকার বুক চিরে আঁকা বাঁকা পথের দুধারের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে মন ভরে কখন এসে পৌঁছেছেন -- বুঝতেই পারবেন না। কন্ডাক্টেড ট্যুরের বাসে করেও কুন্নুর ঘুরে যেতে পারবেন। উটির বেশ কিছু ট্রাভেল এজেন্সি এই ট্যুরের ব্যবস্থা করে। কোটাগিরি থেকেও আসতে পারেন 29 কিমি পথ পার হয়ে। সে পথও মনোরম। ইচ্ছে হলে এখানে থাকতেও পারেন।



থাকার জন্য হোটেল রয়েছে চার্চ রোডে Hotel Hampton Manor (Ph : 220084), SAB ৫২৫, DAB ৮২৫, স্যুইট ১১২৫; 14 অরেঞ্জ গ্রোভ রোডে Hotel Ritz SAB ৬৫০, DAB ১১০০, স্যুইট ২৩০০ আর Blue Hills, Sri Lakshmi Tourist Home, Vivek Tourist Home প্রভৃতি ছাড়া Tourist Lodge (Ph: 22275) ১২৫-২০০; Mysore Lodge (Ph. 22250); New Modern Lodge ১২৫-২০০; YMCA "Wyoming", Sim's Park Rest House। TTDC-র Hotel Tamilnadu-Coonoor (Ph: 222813) DAB ৩৫০, 5B ৪৫০। আছে Youth Hostel। রেল

স্টেশনের কাছে রাঁধুনি সমেত PWD IB, (রিজা : Asst. Engr, PWD, Ootacamund, এক সপ্তাহ আগে), Hlighways TB (রিজা Asst Engr Highways, Coonoor, এক সপ্তাহ আগে)।

এবার **কী কী দেখবেন** সেকথা জানাই। এজনোই তো আসা বন্ধু ।

আমার তো মনে হয় সবার চেয়ে সুন্দর, শহর থেকে 9 কিমি দূরে বনের মধ্যে **লেডি ক্যানিংস্ সিটটি**। শ্রীমতী ক্যানিং (বিখ্যাত বড়লাট লর্ড ক্যানিং-এর পত্নী) এই জায়গাটিকে নাকি আবিষ্কার করেন। এখান থেকে চা-বাগান আর টিপু সুলতান যেখান থেকে বন্দীদের ছুঁড়ে ফেলে দিতেন সেই **পুরনো দুর্গটির** চারপাশের যে নৈসর্গিক সৌন্দর্য--- তা অবলোকন করুন। মিনিট, ঘণ্টা, প্রহর কেটে যাবে--- ইচ্ছে হবে না সে জায়গা ছেড়ে আসতে। এখান থেকেই দেখতে পাবেন **মেট্টুপালায়ম** শহর, দূরের সড়কে মোটর যাওয়ার আর উটিতে যাবার রেলের যাওয়া-আসা। অবশ্য শহরের বুকে ত্রি ডি সীমস্ এর পরিকল্পিত **সীমস্ পার্কে** (8 00-6 30) পড়ে ওঠা ছোট্ট বাগানটির নিন্দুর মধ্যে **উটির** বোটানিক্যাল গার্ডেনের সিন্ধুর স্বাদ পেয়ে যাবেন। ছোট্ট ছোট্ট সেতু আর এখানের-ওখানের ছোট্ট পুকুর ডোবাগুলো পর্যন্ত আপনার বড় আপন হয়ে উঠবে মুহূর্তে।

ফল ভাল লাগে? তবে ঘুরে আসুন **পোমোলজিক্যাল স্টেশনটিতে**। এখানে আপেল, পীচ, পারসিমনে খেজুর, পাতিলেবু, ডালিম, অ্যাপ্রিকট ফলের সমারোহ দেখুন। কিনতে চাইলে কিনতেও পাবেন। সীমস্ পার্কের উলটোদিকে দেখুন **পাস্তুর ইনস্টিটিউট**। খুব ভাল হয় যদি শনিবারে 10 30-11 15 মধ্যে আসেন। গাইড ঘুরে ঘুরে আপনাকে সব দেখিয়ে দেবেন। চলুন আবার একটু দূরে দূরে গিয়ে কুন্নুরকে সুরে সুরে কাছে পাই। 7 কিমি দূরে **লোজ জলপ্রপাতটি** রয়েছে **কুন্নুর-মেট্টুপালায়ম ঘাট** সড়কের উপর যেখানে কাটোরি আর কুন্নুর নদী এসে মিশে গেছে। এই রাস্তার ওয়েলক ব্রীজ থেকে যে নতুন রাস্তাটি তৈরি হয়েছে সেটি ধরেই আসুন। ব্রীজ পর্যন্ত বাস আসছে। তারপর তো মাত্র 1 কিমি পথ--- হেঁটেই চলুন। এমনি করে বাস রাস্তা ধরেই 9 কিমি এগোলে পাবেন **ল্যামস্ রক**--- এক আশ্চর্য কয়েক মিটার ব্যাপী পাহাড়ি খাড়াই। 12 কিমি এগিয়ে দেখুন **ডলফিনস্ নোজ**, শৈলান্তরীপ থেকে নীচের সমতলভূমির আশ্চর্য সৌন্দর্য। আরো দেখতে পাবেন কাথেরিন প্রপাতের জলধারা ঝরে পড়ার অনুপম দৃশ্য।

13 কিমি দূরে 1,918 মিটার (6,294 ফুট) উঁচু চূড়া দ্রুগে পৌঁছে দেখতে পাবেন টিপুর আরো একটি পুরনো দুর্গ। অবশ্য এজন্যে পাহাড়ি পথে 3 কিমি হাঁটার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি পৌঁছে যান এবং আকাশ পরিষ্কার থাকে, আবার তো ভুবনবিজয় হয়ে যাবে -- এক অনুপম নৈসর্গিক সৌন্দর্যের দ্বার খুলে যাবে আপনার সম্মানে। এছাড়াও দূরে দূরে টাইগারস্ হিল, ওয়াকার্স হিল, রুকল্যান্ডস রোড, গ্লেন মোরাগান টি এস্টেট ঘুরে আসুন। এমনকি কুন্তাবেত্তের যেখানে শুরু সেখানে একটা স্কুলের পাশে **লাবডেলে** ঘুরে আসতে পারেন-- প্রকৃতিকে ভালবাসার সেও হবে এক নতুন পাঠ।

কোটাগিরি/কোটগিরি : নীলগিরি জেলার উত্তর পূর্বাংশে আর একটি সুন্দর **শৈলনিবাস**। **কুন্নুর** থেকে 19 আর **উটি** থেকে 29 কিমি দূরের এই শৈলনিবাসে যেতে হলে **মেট্টুপালায়ম** স্টেশন থেকে বাসে যাওয়াই ভাল। চেন্নাই স্টেশনে 20.30-এর ট্রেন ধরলে **মেট্টুপালায়মে** 6 00 টাতে পৌঁছে যাবেন। 1830 থেকেই এটি শৈলনিবাস হিসেবে পরিচিত। **উটির** থেকে এখানে শীত কম। কাছেই চা ও কফির চাষ হচ্ছে। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বড় মনোরম।

এখানে থাকার জন্য PWD RH ছাড়া TB ও দুই একটি হোটেল আছে। আছে TTDC-র Youth Hostel ডর্মি 80।

ডোডাবেট্টা পর্যন্ত মোটরে এসে বাঁদিকের মেটাল রোড ধরে এসে যদি টুম্মানাটি, মাদিখোরাই কি কুণ্ডমুগলাই নামের গ্রামগুলিতে খোঁজেন খুব ভাল লাগবে এদের। কোটাগিরিতে গল্‌ফ্ কোর্স ও আছে। এখান থেকে রঙ্গস্বামী পীক, রঙ্গস্বামী পিলার, সেন্ট ক্যাথেরিন জলপ্রপাত (8 কিমি দূরে), এলক জল প্রপাত, কোডানাড ভিউ পয়েন্ট (20 কিমি দূরে) ঘুরে বেড়াতে পাবেন 4 থেকে 20 কিমির মধ্যে।

মুডুমালাই বন্যজন্তু সংরক্ষণালয়

নীলগিরি অঞ্চলের একটি চমৎকার বন্যপ্রাণী **নিবাস**। উটি থেকে 68 কিমি এবং **মহীশূর** থেকে 96 কিমি দূরে **উটি-মহীশূর** জাতীয় সড়কের উপর 1,000 মিটার উঁচুতে 324 বর্গকিমি জায়গা জুড়ে গড়ে ওঠা এই সংরক্ষণালয়টির পাশে আরো দুটি বনাপ্রাণী নিবাস আছে--- কেরলের ওয়াইনাদ এবং কর্ণাটকের বাঁদীপুর। হয়ত এগুলি আপনি দেখে এসেছেন অথবা দেখার কথা

ভেবে রেখেছেন। আসলে এত কাছে হলেও গাছপালার বিভিন্নতা এবং ঢেউ-খেলানো ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য মুডুমালাইকে একটা স্বতন্ত্র চেহারা এনে দিয়েছে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ময়ার নদী।

উটি, মহীশূর থেকে সকাল-দুপুর-বিকেলে বাস যাওয়া-আসা করছে। উটি থেকে দূরত্ব 73 কিমি আর মহীশূর থেকে 97 কিমি। এখানে এসে জীবজন্তু, পাখি, সরীসৃপ সবই দেখতে পারেন একান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে। দেখতে পাবেন বনেট ম্যাকে এবং সাধারণ লাঙ্গুর বানর, বাঘ, চিতা, বিশাল হাতি, গউর, সম্বর, চিতল হরিণ, মুন্তজ্যাক নামের বার্কিং হরিণ, মাউস হরিণ, বনশুয়োর, সজারু, হায়েনা ইত্যাদি জন্তু ; নানান জাতের ফিঙে, বিশাল মালাবারী কালো কাঠঠোকরা, কালো পায়রা, কাকাতুয়া, কোকিল, ধূসর ধনেশ, চুড়োওয়ালা ঈগল-বাজ, সার্পেন্ট ঈগল, প্যাঁচা, শকুনি নানা পাখি; অজগর, কেউটে, র‍্যাটল স্নেক ইত্যাদি সরীসৃপও। থাকার জন্য পাবেন মাসিনাগুডি, থেপ্পাক্কাড়ু ও অভয়ারণ্যে RH D ১২০ মধ্যে; মাসিনাগুডিতে Bamboo Banks Farm GH (Ph : 256222) AP S ১৪৫০, D ২৩৫০ মধ্যে। আর আছে TTDC-র YH, মাথা পিছু ৬০। বিস্তারিত বিবরণ ও রিজার্ভেশনের জন্য আগে থেকেই লিখুন— Reception Range Officer, C/o Wildlife Warden, Mudumalai Wildlife Sanctuary, Mahalingam Buildings, Coonoor Road, Ooty 643 001। অভয়ারণ্যে ঘুরে বেড়ানোর জন্য ভ্যানের ব্যবস্থাও হতে পারে— আগে থেকে যোগাযোগ করুন।

আমরা তামিলনাড়ু ভ্রমণের বিবরণ শেষ করলাম। কিন্তু এ কি শেষ হবার? শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে? এখন আপনি ভাবুন কেরল থেকে এসে তামিলনাড়ু বেড়াবেন না আগেই তামিলনাড়ু ঘুরে গিয়ে কেরলে যাবেন। তিরুবঅনন্তপুরম্ থেকে কেরল ঘুরে আবার উটিতে আসতে পারেন। আবার তিরুবঅনন্তপুরম্ থেকেই কন্যাকুমারী ঘুরে যেতে পারেন। সত্যি কথা বলতে কি পর্যটক বন্ধু, আপনার কাছে রাজ্যের সীমারেখা কতবার মুছে গিয়ে একটি ভারতবোধই আপনাকে আরো এগিয়ে যাবার জন্যে ডাক দিয়ে চলেছে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত।

ত্রিপুরা

'কোমল প্রাণের পাতে পাতে লাগল যে রঙ পূর্ণিমাতে/আমার গানের সুরে সুরে রইল আঁকা সে।'

ত্রিপুরায় বসে রবীন্দ্রনাথ যখন এই পঙ্‌ক্তি রচনা করেছিলেন তখন ত্রিপুরা ছিল স্বাধীন রাজ্য। আর এই স্বাধীনতার ইতিহাস দীর্ঘ। উপজাতি রাজা ছেনতুম্ ফা মহামাণিক্যের আমলের বোধহয় আগে থেকেই ত্রিপুরার অগ্রগতি শুরু হয়েছিল। এই মাণিক্য বংশেরই মহারাজ বীরেন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের শিল্প ও কলাপ্রীতি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বন্ধু হিসাবে পেতে সহায়তা করেছিল। এই মাণিক্য বংশের কাহিনী নিয়েই রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি', 'মুকুট', 'বিসর্জন'-এর রচনা। ত্রিপুরাই তাঁকে প্রথম উপাধি-ভূষিত করেছিল 'ভারতভাস্কর' উপাধি দিয়ে। স্বভাবতই রবীন্দ্র-প্রেমধন্য ত্রিপুরায় আসতে আপনি আগ্রহী হবেন।

শেষ মাণিক্য রাজা মহারাজ বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য (1923-47) সিদ্ধান্ত নেন স্বাধীন ভারতের সঙ্গেই তাঁর রাজ্য সংযুক্ত হবে। সেই মত অন্তর্বর্তীকালের মহারানী 13 আগস্ট 1947 সইসাবুদ করেন এবং ভারত সরকার সম্পূর্ণত একে গ্রহণ করে 15 অক্টোবর 1949। 1 নভেম্বর 1956 কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে গৃহীত হবার পর প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয় 1 জুলাই 1963। পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পায় 21 জানুয়ারি 1972। আয়তন 10,486 বর্গকিমি। লোকসংখ্যা ত্রিশ লক্ষের কিছু বেশি (31,91,168–2001)। জেলার সংখ্যা চার। উত্তর ত্রিপুরা, পশ্চিম ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং ধলাই।

রাজ্যের নাম 'ত্রিপুরা' কেন হল তা নিয়ে মতভেদের আর সীমা নেই। একটি মতে দেবী ত্রিপুরী নাম থেকেই রাজ্যের এই নাম। কিন্তু দেবীর প্রতিষ্ঠা 16 শতকের প্রথম ভাগে। তার অনেক আগে থেকেই এই নাম। কেউ বলেন, একজন রাজার নাম ছিল ত্রিপুরা— তা থেকেই এই নাম। তবে ত্রিপুরার ইতিবৃত্তের লেখক কৈলাস সিংহের মতটি অনেকেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে দেশের নাম ত্রিপুরা ছিল না, ছিল তিপ্রা— যেটি আসছে দুটি ত্রিপুরী শব্দ 'তুই' আর 'প্রা' শব্দের সম্মিলন থেকে। 'তুই' শব্দের অর্থ জল আর 'প্রা' মানে কাছে। অর্থাৎ জলের কাছে। এক সময়ে ত্রিপুরার সীমা বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতএব এই নামই গ্রহণযোগ্য। এখনো স্থানীয় লোকেরা রাজ্যের নাম ত্রিপুরা বলেন না, বলেন তিপরা। প্রাচীন মহাভারতে যে রাজ্যের উল্লেখ আছে তার ইতিবৃত্ত এখন জানা বেশ কঠিন।

ত্রিপুরায় যাতায়াত একটু অসুবিধেজনক বলে অনেকে প্রকৃতির এই লীলানিকেতনটিতে যেতে চান না। কিন্তু একবার গেলে এর উপজাতি জীবনের আকর্ষণ ভুলতে পারবেন না। যদি কখনো ত্রিপুরার কোনো গ্রামে আপনি বেড়াতে যান, দেখবেন গ্রামবাসীরা প্রথমে বাঁশ কঞ্চি দিয়ে একটা তোরণ তৈরি করে আপনাকে স্বাগত জানাবে। একজন একটি ডিম নিয়ে এসে সেটিকে ধানের উপর ঘষে জলে ডুবিয়ে পরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তাতেই নাকি আপনার চারপাশে ঘেরা অপদেবতাদের হাত থেকে আপনি মুক্ত হবেন। গ্রামের মেয়েরা গলায় মালা পরিয়ে নাচতে নাচতে এবার আপনাকে গ্রামে নিয়ে যাবে।

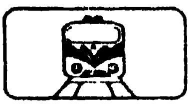
আর তখন আপনি এদের নৃত্যময় জীবন দেখে বিস্মিত হবেন। এপ্রিলে ধান বোনার শুরুতে এরা দেখাবে 'গারিয়া' নাচ। তখন 7 দিন ধরে গারিয়া পুজো হবে। বৃষ্টি এলে দেখবেন 'লেবাং বুমানি' নাচ বাঁশের ছড়ি বাজনার তালে তালে। কখনো দেখবেন রিয়াংদের দলবদ্ধ কলসির উপরে দাঁড়িয়ে 'হোজাগিরি' নাচ, কখনো দেখবেন দুটো বাঁশের ওপর দাঁড়িয়ে 'মইমিতা' নাচ। চাকমাদের 'বিজু' নাচ দেখে আপনি মোহিত হবেনই। অথবা হালাম উপজাতিদের 'হাই-হক্' নাচ বা লুসাইদের দুটো বাঁশের তালে বাঁশের ফাঁকে ফাঁকে (মণিপুরীরাও এমনি নাচে) 'চেরাও' নাচ দেখা আপনার চিরজীবনের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। আর যদি মণিপুরী বাঁশ নৃত্য দেখতে চান তবে আপনাকে রাসলীলার সময় আসতেই হবে। আর হস্তশিল্পের আকর্ষণ তো আছেই।

কখন আসবেন : 10,486 বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই দেশটির তিন দিক বাংলাদেশ ও একটা দিক মিজোরাম দিয়ে ঘেরা। 1,280 মিটার উচ্চতায় এই রাজ্যের তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ 35°C ও শীতকালে সর্বনিম্ন 13° C। বৃষ্টি হয় জুন-আগস্ট মাসে 224.6 মিমি। কাজেই এখানে বেড়াতে আসার সময় সেপ্টেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে।

বি: দ্র: তবে আসতে হলে একটা ব্যাপার জেনে রাখুন। **বিদেশী পর্যটকদের** এখানে অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হয়। অনুমতি পেতে হলে অন্তত 8 সপ্তাহ আগে থেকে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে—Secretary, Ministry of Home Affairs, Govt. of India, New Delhi।

আগরতলা

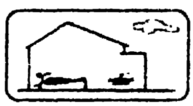
পশ্চিম ত্রিপুরায় হাওড়া নদীর তীরে ত্রিপুরার রাজধানী। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য (1760-63) রাজধানী কস্থান পুরনো আগরতলায়। কিন্তু নতুন শহরটি ছবির মত সুন্দর। তীর্থ হিসেবে বিখ্যাত না হলেও চোদ্দ দেবতার এই দেশে ধর্মীয় উৎসব লেগেই আছে। বৌদ্ধদের প্রভাব লক্ষ করার মত। বোটানিক্যাল গার্ডেন, রাজপ্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতির পাশে এখানের হস্তশিল্প, সবুজ পাহাড়, সর্পিল নদীরেখা বাস্তবিকই মনকে টেনে রাখে।



কেমন করে আসবেন : বিমানপথে: সত্যি কথা বলতে, দূরের পর্যটকদের (বিশেষ করে কলকাতার) বিমানে আসাই সবচেয়ে ভাল। 30 থেকে 40 মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া। অথচ ট্রেনে গেলে পুরো তিনটে দিন নষ্ট। বিমানে দ্রুত পৌঁছে যাবেন বাংলাদেশের উপর দিয়ে পাড়ি দিয়ে। কলকাতা থেকে বিমান যাচ্ছে IC 745 মঙ্গলবার 9.45-এ ছেড়ে, শনিবার 13.10 এ। IC 743 সো বু শু র 14.15-য় ছেড়ে আগরতলা যাচ্ছে। Alliance Air-এর বিমান যাচ্ছে সো ম বৃ শ র 17.30-এ ছেড়ে, শুধু রবি 13.10-এ ছেড়ে, বু শু 17.00টায় ছেড়ে আগরতলায়। গুয়াহাটি থেকে আগরতলা বিমান যাচ্ছে-আসছে প্রতিদিন। আগরতলা বিমানবন্দর থেকে শহর আগরতলার দূরত্ব 10 কিমি। IC-র বাস ছাড়া ট্যাক্সি, অটোরিক্সা পাবেন — শেয়ারেও।

রেলপথে : নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলপথে সবচেয়ে কাছের স্টেশন ধর্মনগর থেকে আগরতলা শহর 200 কিমি দূরে। কলকাতা থেকে ট্রেন পথে গুয়াহাটি, লামডিং, বদরপুর আর করিমগঞ্জ হয়ে দূরত্ব 1,453 কিমি। সময় নেবে 2.5 দিন। লামডিং স্টেশন থেকে ধর্মনগরে ট্রেন যাচ্ছে 204 নং ত্রিপুরা প্যাসেঞ্জার। আর গুয়াহাটি থেকে 5665 গুয়াহাটি-ডিমাপুর এক্স ছাড়ে 14.00টা, ডিমাপুর পৌঁছয় 20.00টা, লামডিং 18 00টা হয়ে। এছাড়া গুয়াহাটি থেকে লামডিং যাচ্ছে 4056 ব্রহ্মপুত্র মেল 14.15 ছেড়ে 18.45; 5603 তিনসুকিয়া-গুয়াহাটি ইন্টারসিটি এক্স 19.00 ছেড়ে 22.45; দিল্লি থেকে আসা 2424A রাজধানী এক্স 21.00 ছেড়ে 1.13। 5801 কাছাড় এক্স এবং 5811 বরাক ভ্যালি এক্সও লামডিং আসছে। লামডিং থেকেই ধর্মনগর আসতে হবে। তারপর ধর্মনগর থেকে বাসে আসতে হবে প্রায় 200 কিমি পার হয়ে 8 ঘণ্টা সময়ে। 1,400 কিমি বর্তমান রেলভাড়া এক্স দ্বিতীয় শ্রেণী ২১৩। রেলপথে যেতে 37টি টানেল ও মিকির হিলস্-এর মাঝ দিয়ে যাওয়া একটি মনোরম অভিজ্ঞতা।

সড়কপথে . আগরতলা থেকে সড়কপথে গুয়াহাটি 599 কিমি, শিলং 499 কিমি, ইম্ফল 538 কিমি, কোহিমা 683 কিমি, শিলচর 317 কিমি, ইটানগর 980 কিমি, শিলিগুড়ি 1,074 কিমি, দিল্লি 2,757 কিমি ও কলকাতা 1,808 কিমি। শহরে মিটারহীন ট্যাক্সি, পর্যটন বিভাগের ট্যুরিস্ট কার, অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্সা এবং সিটি বাস সার্ভিস চলছে।



কোথায় উঠবেন এখানে : আগরতলার হোটেলে একজনের থাকার জন্য ১২৫-২৫০ মধ্যেই হোটেল পাওয়া যায়। অতএব এখানে থাকার খরচ খুব একটা বেশি নয়। কয়েকটি হোটেলপত্রের নাম-ঠিকানা খরচ বলি সরকার পরিচালিত রাজর্ষি (Ph 22201034) DB ৩০০-১৫০০, SB ২৫০-৪৫০; শহরের কেন্দ্রে Hotel Rajdhani (Ph . 2223387) SB ৪৯০-২৫০০, DB ৩৭৫-১৫০০; কর্নেল চৌমোহনি প্যালেস কম্পাউন্ডে Broadway Guest House (Ph : 223122) R-12 DAB ১৫০-২৫০, DAC ৩৭৫; জি বি হসপিটাল রোডে Sonali Rest House (Ph 225322) R-12 S ১৫০, D ২৫০-৩২৫ ; খুশবাগানে Hotel Meenakshi (Ph : 225721/ 225810) S ১৫০, SAC ২৭৫, D ২৫০, DAC ৩৫০; একই নামের হোটেল এইচ জি বসাক রোডে হকার্স কর্নারে (বানান Hotel Minakhsi) (Ph 22383430/5810) SB ৭০-৩৫০, DB ১৮০-৪৫০; এই রাস্তাতেই Hotel Ritz S ১২৫, D ২৫০; Hotel OK (Ph: 224044) S ৯০, D ২১৫; Hotel Saurashtra (Ph : 223473) S ১১৫, D ২০০; কুঞ্জবনে প্রাসাদযুক্ত Royal Guest House, R-30 (Ph 2225652/5539) SB ১৫০-৪০০, DB ৪০০-১১০০; নেতাজি সুভাষ রোডে Uttarayan Guest House S ১৫০, D ২৫০; রবীন্দ্রভবনের সামনে Moonlight Hotel ১১৫-২১৫; অফিস লেনে Geetanjali Guest House S ৮০, D ১৫০-২২৫ ইত্যাদি। Hotel Radha International (Ph

2384530/2615) SB ১৮০, DB ২৫০-৪৫০, Hotel Heaven (Ph. 2385737/3159) SB ১৫০-২৪০, DB ২৪০-৪৫০, Hotel Ambar (Ph: 2383587) SB ৭৫-১৫০, DB ১৫০-২৫০, Tripura Guest House (Ph: 2327994 SB ১০০, DB ১৫০-২৫০, Deep Guest House (Ph: 2227482) SB ১০০, DB ১৮০, Hotel Star (Ph: 2203661) SB ১৭০-৩৫০, DB ২৫০-৮৫০ ইত্যাদি। এ ছাড়া কুঞ্জবনে প্রধানত সরকারি কর্মচারীদের জন্য CH (রিজা: DM Tripura West) ও PWD DB (রিজা: Chief Engineer, PWD, Agartala); এখানেই ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তরের Tourist Lodge DAB ২৫০, DAC ৩৫০। আগরতলায় ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তরের ঠিকানা : Tripura Tourism Office, Swet Mahal, Palace Compound, Agartala 799 001. Ph: (0381) 2225930/2223893/2324688, Fax: (0381)2325823/2324244, web:www tripura tourism com।

এখানে কী কী দেখবেন—

জগন্নাথ মন্দির : অষ্টকোণাকৃতি চত্বর থেকে এই চারতলা শিখরধর্মী মন্দিরের সূক্ষ্মাগ্র চূড়াটি দূর থেকেই পর্যটক দেখতে পান এমন চমৎকার এর কমলা রঙ।

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ : শহরের ঠিক মাঝখানে প্রায় 1 বর্গকিমি জায়গা জুড়ে গড়ে ওঠা এই রাজপ্রাসাদটি 1940-এ তৈরি করিয়েছিলেন মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর। অবশ্য এই শ্বেতপ্রাসাদের পত্তন করেছিলেন মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য 1901-এ 10 লক্ষ টাকা ব্যয়ে। ইন্দো-সেরাসনিক শিল্প শৈলীর এই প্রাসাদে এখন বসছে বিধানসভা। পর্যটকেরা এর টালি দেওয়া মেঝে, চীন থেকে আসা শিল্পীর তৈরি চীনা মহলের ছাদ, খোদাই করা দরজা—সবকিছু দেখে এখনো বিস্মিত হন। এক সময়ে এখানে ঝরনায় জল ঝরত অবিরল ধারায়। তবু এর গা-লাগাও বাগানের পাশের দুটি কৃত্রিম হ্রদ এখনো পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

পায়ে পায়ে বেড়িয়ে দেখে নিন ছোট্ট মূল্যবান **ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট মিউজিয়ামটি**। পাথরের মূর্তি, পুরনো মুদ্রা প্রভৃতি ছাড়া বাংলাদেশের কাঁথার প্রাচীন সংগ্রহ লক্ষ করার মত। তাছাড়া ত্রিপুরার প্রাচীন রাজাদের প্রমাণ সাইজের প্রতিকৃতিও রাখা আছে। রবিবার বন্ধ। খোলা 10.0-5 00।

শহরের পূব দিকে হ্রদের পাশে একটা ছোট্ট পাহাড়ের উপর গড়ে উঠেছে **মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ**, উজ্জয়িনী প্রাসাদের 3 কিমি দূরে। মহারাজা বীরবিক্রম এটি নির্মাণ করলেও এটি উদ্বোধন করেছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী 1947-এ। একটি মূল্যবান গ্রন্থাগার যেমন এর অন্তর্সম্পদ, তেমনি এই অট্টালিকার বাইরের সৌন্দর্যও অনুপম। ঝিলের পাশ দিয়ে বেড়ালেও বেশ ভাল লাগবে।

আগরতলার উত্তরে 3 কিমি দূরে একটি সুদৃশ্য পাহাড়ের উপর বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের ব্যক্তিগত প্রাসাদ **কুঞ্জবন** এখন রাজ্যপালের রাজভবন। এর শ্যামলিমা, উদ্যানের সুরভি, ফলবাগানের সৌন্দর্য আর ছোট্ট চিড়িয়াখানার মায়ায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে যান না প্রিয় পর্যটক। এখানে এসে মনে পড়ে যাবে রবীন্দ্রনাথের কথা যিনি তাঁর সপ্তম এবং শেষ ত্রিপুরা ভ্রমণের সময় এই প্রাসাদের পূর্বদিকের মহলে এসে কিছুদিন বাস করে গিয়েছিলেন। পূর্বদিকের গোলবারান্দাটি ছিল তাঁর খুব প্রিয়। এখানে বসে তিনি দেখতেন দূরের বারামুরা পাহাড়, রচনা করতেন বৈকালীর কত কবিতা। অবশ্য কুঞ্জবনের গা-লাগাও বাংলোটি এখন পাকা হলেও কবি যখন 1919-এ বাস করতেন তখন এটি কাঁচা ছিল—নাম 'মালঞ্চবাস'। ঘুরতে ঘুরতে দেখে নিন বুদ্ধমন্দির, উমা-মহেশ্বর মন্দির, হস্তশিল্প কর্পোরেশন পূর্বাশা ইত্যাদি। শেষের জায়গায় এলে কিছু না কিনে ফিরতেই পারবেন না।

এখানে আর কী কী দেখবেন—

চতুর্দশ দেবতা বাড়ি : আগরতলা থেকে 8 কিমি দূরে পুরনো আগরতলায় এই মন্দিরটির কাছে এসে দাঁড়ালেই মনে হবে আপনি বাংলার কোনো মাটির আটচালা ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অবশ্য মাথার চূড়ায় স্তূপের মত আকৃতি দেখলে মনে হবে এতে বৌদ্ধপ্রভাব পড়েছে। এখানে যে চোদ্দটি দেব-দেবী আছেন তাঁদের জানা যায় কেবল তাঁদের মস্তক দিয়ে। চোদ্দ দেবতা হলেন — হর, উমা, হরি, মা (লক্ষ্মী), বাণী (সরস্বতী), কুমার (কার্তিক), গণপা (গণেশ), বিধি (ব্রহ্মা), খ (পৃথিবী), অব্ধি (সমুদ্র) গঙ্গা, শিখা (অগ্নি), কাম এবং হিমাদ্রি। এই চোদ্দ দেবতার ত্রিপুরী ভাষায় নাম— লামপ্রা, অখত্র, বিখত্র, বুরস, থুমানৈরাগ, বানীরাগ, সংগ্রমা, মাতাইকাতর, টুইমা, সংগ্রম, নকচুমাতাই, মৈলুমা, খৈলুমা এবং সঙ্কলমাতি। দেবতারা আগে উদয়পুরে ছিলেন, মহারাজা ত্রিলোচনই নাকি এঁদের এখানে স্থাপন করেন। আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এখানে 7 দিন ধরে কারচি

পূজার উৎসব চলে, মেলা বসে যায়। মন্দিরের পাশেই পুরনো রাজপ্রাসাদ রয়েছে। নদীব অপর পারে রাজাদের শব সৎকার স্থানে গড়ে উঠেছে কয়েকটি মঠ। এখানে বাস আসছে আগরতলা থেকে উদয়পুর যাবার পথে সকাল 9.00, 10.30, ও 17.00। ঘণ্টাদেড়েকের জার্নিতে ভাড়া মাথাপিছু ১২ মত।

সিপাহিজলা

আগরতলা থেকে 33 কিমি। মোটরে করে 45 মিনিটের পথ। পথ শালবীথির মধ্য দিয়ে ছায়ামাখা সর্পিল। 4 বর্গমাইল জুড়ে সিপাহিজলার অরণ্যে রয়েছে জারুল, মিঠাজাকল, কাঞ্চন, চামলের সমারোহ। চাস হচ্ছে কাজু, কফি আব রবারেব। শাল-মহুয়া-দেবদারু ভেদ করে সূর্যরশ্মি পড়ে কুচিকুচি হয়ে। এই চারিলাম সংরক্ষিত বনে সিপাহিজলার অভয়ারণ্যটি বড় মনোরম। 1972-এ তৈরি মৃগদাব ছাড়া আর রয়েছে সাজানো চিড়িয়াখানায় নীলগাই, চিতল হরিণ, বার্কিং ডিয়ার, শম্বর, ভালুক, লজ্জাবতী বাঁদব, চশমা পরা বাঁদর (একমাত্র এখানেই দেখা যায় এই দুষ্প্রাপ্য প্রাণীটি) ময়ূর, চিতাবাঘ, বাঘ, পাইথন ও নানা জাতের সাপ আর অজস্র পাখির সমাবেশ। শুধু দিনযাপনের ক্লান্তি এখানে এলে সহজেই দূর হয়ে যাবে। এখানে থাকার জন্যে রয়েছে চিড়িয়াখানা থেকে মাত্র ½ কিমি দূরের সুন্দর আরণ্যক পরিমণ্ডলে বনবিভাগের দ্বিতল বাংলো Abasarika— তাতে তিনটি দ্বিশয্যা কক্ষ আছে আর সমস্ত বাংলোটি কাঠের তৈরি ও বাগানেব ঠিক মাঝখানে যেন বসানো। এখানে রাত কাটানোর স্মৃতি জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে। Chief Conservator of Forests, Agartala (Ph : 225649/5256) অনুমতি নিয়ে রাত কাটান। এর গা-লাগানো ঝিলে আছে রঙিন প্যাডেল-বোট। তাতে চড়ে সাইকেলের মত প্যাডেল করে ঘুরে বেড়ান দুজনে প্রশস্ত ঝিলের জলে নাম মাত্র খরচে। ছোটদের (এবং বড়োদেরও) জন্যে রয়েছে টয় ট্রেনে প্রায় 1.3 কিমি ঘুরে বেড়ানোর মজা। বড়দের ২, ছোটদের ১। বাস আসছে একদম গেটের মুখ পর্যন্ত আগরতলা থেকে 7.00-16.00 মধ্যে ঘন্টায় ঘন্টায়। ভাড়া ৫। জিপে করে এলে ১০। কনডাকটেড ট্যুরের বাসও আসছে। গেট থেকে নেমে 3 কিমি হাঁটতে হাঁটতে চলে যান আনন্দের নন্দনকাননে। শুক্রবার যাবেন না— বন্ধ। প্রবেশ মূল্য ৩। গাড়ি নিয়ে গেলে অতিরিক্ত ৫। ক্যামেরা ১০।

উদয়পুর

আগরতলা থেকে 56 কিমি ও সিপাহিজিলা থেকে 35 কিমি দূরে এখানে আসুন সিপাহিজলা থেকে ফেরার পথে 'বিশ্রামগঞ্জে' বিশ্রাম নিয়ে। মহারাজা বীরবিক্রম সোনামুড়া, রুদ্রসাগর ও মেলাঘরের সড়ক তদারকির কাজে এসে এখানে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তাই নাম 'বিশ্রামগঞ্জ'। তারপরে রওনা হয়ে যান গোবিন্দমাণিক্য ও পরবর্তী রাজাদের রাজধানী। আগে নাম ছিল রাঙামাটি— উদয়মাণিক্যের নাম থেকে পরে হয় উদয়পুর— 'রাঙামাটি নাম রাজ্য পূর্বাবধি ছিল / উদয়মাণিক্যাবধি উদয়পুর হৈল।'

এখানে এসে আপনি (আগরতলার 56 কিমি দূরে অবস্থিত) ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির দেখুন প্রথমে। একান্ন শাক্তপীঠের অন্যতম এই মন্দিরে নাকি দেবীর ডান পা পড়েছিল। 1501-এ মহারাজ রামমাণিক্য এটি তৈরি করান। বজ্রাঘাতে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে 1681-তে মহারাজ রামমাণিক্য এটি সংস্কার করেন, পরে এই শতাব্দীর শুরুতে সংস্কার করেন মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য। 450 বছরেরও বেশি পুরনো এই মন্দিরটিতে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর 2টি একই ধরনের মূর্তি রয়েছে। সম্ভবত মূল মূর্তিটির নাম 'ছোটিমা'— উচ্চতায় 0 6 মিটার (2 ফুট)। অন্যটির নাম ত্রিপুরাসুন্দরী 1 5 মিটার (5 ফুট) উঁচু। ইনিই রাজবংশের গৃহদেবী। ধনীসাগর টিলার উপর মাতাবাড়িতে অবস্থিত এই জাগ্রত দেবীর মন্দিরে ভক্ত সমাবেশ লেগেই আছে। কাছের দিঘি কল্যাণসাগরে স্নান করছেন পুণ্যলোভী ভক্ত। আর দেওয়ালির সময় বিশাল উৎসব ও মেলার সময় অজস্র ভক্ত ও পর্যটকের আগমন ঘটে। যাবেন নাকি সে সময়ে একবার? যাবার জন্যে নিয়মিত বাস রয়েছে আগরতলা থেকে। কনডাকটেড ট্যুরের বাসে এলে দুপুরের খাবার দেবেন তাঁরাই।

খেয়েদেয়ে গোমতী নদীর দক্ষিণতীরে ভুবনেশ্বরী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে আসতে পারেন গোবিন্দমাণিক্যের তৈরি এই মন্দিরে এসে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ও 'রাজর্ষি'র কথা মনে পড়ে যাবে। খুঁজে দেখবেন কি অপর্ণা, জয়সিংহ, রঘুপতি, নক্ষত্ররায়দের? উদয়পুর শহরের ঠিক মাঝখানে জগন্নাথ দিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে রয়েছে বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এর জগন্নাথ মূর্তিটি নাকি পুরীর মন্দির

থেকে আনা হয়েছিল। পরে এই মূর্তি নিয়ে যাওয়া হয় কুমিল্লায়। ঘুরে দেখতে পারেন তিনটি শিবমন্দিরের একত্র সমাবেশ **মহাদেব বাড়ি** রাধাকিশোরপুরে।

কাছেই রয়েছে বিজয়সাগর ও মহাদেব দিঘি। শিবচতুর্দশীতে এখানে মেলা বসে। ভুবনেশ্বরী মন্দিরের কাছেই নদীর তীরে রয়েছে গোবিন্দমাণিক্যের **রাজপ্রাসাদের** ধ্বংসাবশেষ। ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে উদয়পুরের **মুঘল মসজিদটিও।** এটি নাকি যশোধবমাণিক্যকে পরাস্ত করে (1600-1618) মুঘল বিজয়ের স্মারক হিসাবে একরাতের মধ্যেই তৈরি হয়েছিল। 13 কিমি এগিয়ে গিয়ে উদয়পুর পাতিচরিতে গেলে দেখতে পাবেন রবারের ক্ষেত্র। 1963-তে এর পত্তন। দেখতে পাবেন কেমন করে গাছ থেকে ল্যাটেক্স আঠা বের করা হচ্ছে।

নীরমহল

আগরতলা থেকে 58 কিমি আর সোনামুড়া থেকে 8 কিমি দূরে গভীর আর বিস্তৃত হ্রদ রুদ্রসাগর। বিশাল এই হ্রদ বা ঝিলটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর (1927-1947) এর মাঝখানে একটি বিশাল প্রাসাদ তৈরি করেন। জল বা নীরের মাঝে প্রাসাদ বা মহল বলে এর নাম হয় নীরমহল। নামকরণ করেন ত্রিপুরাসুহৃদ রবীন্দ্রনাথ। স্তম্ভ, মঞ্চ, জলের উপর ঝুলে পড়া বারান্দা, দরদালান, সেতু, পরিখা সব মিলে যেন এক সৌন্দর্যময় দুর্গ। একসময়ে এখানে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল, উজ্জ্বল ছিল দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে কলকাতার এক ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের গড়ে তোলা এই জলমহল। কিন্তু ত্রিপুরার এই সুন্দরের আলয়টি কালগ্রাসে ধ্বংস হতে থাকে। 2 বছরের বেশি সময় লেগেছিল (1933-35) এই মোগল-হিন্দু স্থাপত্যের মিশ্রিত শিল্পরীতিতে প্রাসাদটি তৈরি করতে। সম্প্রতি এর সংস্কারে এগিয়ে এসেছেন সরকার। আগে মোটরলঞ্চে ঝিল পেরিয়ে মহলে যাওয়া যেত। এখন যাওয়া যায় নৌকোর সাহায্যে মাথাপিছু ১০্ ভাড়ায়। শীত ও বসন্ত ঋতুতে হয় নৌকোবাইচ প্রতিযোগিতা। পর্যটক এখানে চড়ুইভাতি করতে পারেন। মাছের চাষ হচ্ছে— মাছ ধরতে পারেন। তবে যদি সত্যিই এখানে আসেন তবে যেন সেদিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র থাকে। অন্তত সূর্যাস্তের সময়টায় প্রাসাদটিকে দেখবেন। মন হারিয়ে যাবে অগণ্য ঢেউ আর অসংখ্য অলিন্দে। কনডাকটেড ট্যুরের বাস আসছে এখানে।

অমরপুর : ত্রিপুরার অতীত দিনের এই রাজধানী আগরতলা থেকে 78 কিমি। ত্রিপুরাধিপতি রামদাস 'অমরমাণিক্য' নাম নিয়ে 1577-এ সিংহাসনে বসেন। বড়মুড়া পাহাড়ের পূর্বপ্রান্তে গোমতী নদীর তীরে নিজের নতুন রাজধানী স্থাপন করে নাম দেন অমরপুর। একটি হ্রদের নামও অমরসাগর। এর পাড়ে রয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজপ্রাসাদটি। এর দক্ষিণপাড়ে রয়েছে অষ্টমুণ্ড দেবী **মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির।** ফেব্রুয়ারি মাসে বসন্তপঞ্চমীতে এখানে মেলা বসে, উৎসব হয়। এখন অমরপুর একটি বাণিজ্যকেন্দ্র ও দক্ষিণ ত্রিপুরার সদর মহকুমা শহর। শীতে ও বসন্তে অমরপুরের প্রাকৃতিক শোভার তুলনা থাকে না বলে বহু পর্যটক এখানে এসে চড়ুইভাতি করেন। এখানে থাকার জন্য একটি DB আছে (রিজা . SDO Amarpur, South Tripura), ভাড়া ৫৫্ জন প্রতি।

দেবতা-মুড়া : দেবতাদের পাহাড় উদয়পুর থেকে অমরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রায় 135 কিমি দীর্ঘ এই পর্বত শ্রেণীর নাম 'বড়মুড়া'। (মুড়া = পাহাড়)। দেবতা-মুড়া পাহাড়ের গিরিখাতে বয়ে চলেছে একটি স্রোতস্বিনী। ঢালু পাহাড়ের গায়ে পর পর দেবদেবীর মূর্তি। বড় বড় রিলিফের কাজে রয়েছে পঞ্চপাণ্ডব, লক্ষ্মী-সরস্বতী, চামুণ্ডা, মহিষমর্দিনী দুর্গা। খ্রিস্টীয় 6 শতকে রাজা হিমতী (যঝরু-য) এক বৌদ্ধ রাজাকে পরাস্ত করে বিজয়ের সাক্ষ্যস্বরূপ এই পাহাড়ি ভাস্কর্যের সৃষ্টি করেন। শৈলীতে অবশ্য বৌদ্ধপ্রভাবকেতিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। এরই সমকালীন ভাস্কর্য রয়েছে অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার বাখাউরার বিষ্ণুমূর্তি, রাত চাদিনার নারায়ণ মূর্তি ও বরকামতীর সূর্যমূর্তির মধ্যে।

পিলাক : আগরতলা থেকে 100 কিমি দক্ষিণে দেখতে চলুন বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রাচীন নিদর্শন— উদয়পুর থেকে গেলে 40 কিমি। একেবারে বাংলাদেশের সীমান্তে। পিলাকের দেবদারু জঙ্গলে অর্ধপোথিত অষ্টভুজ 1 মিটার লম্বা নৃসিংহ ও 3 মিটার দীর্ঘ নারায়ণ এবং বিশাল অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিগুলিতে সে সময়ের শিল্প-নিদর্শন বর্তমান। মাটির নীচ থেকে আরো পাওয়া গেছে কিন্নরী, মানব-মানবী, জীবজন্তু প্রভৃতির নানা মূর্তি। আরো সব ঢিবি রয়েছে এখানে, লাংথাং-এ এবং বেলোনিয়ার জোলাইবাড়িতে— খনন করা হলে হয়ত আরো প্রত্নসম্পদ আবিষ্কৃত হবে।

ডম্বরু ফলস্

আগরতলা থেকে 110 এবং অমরপুর থেকে 29 কিমি পূর্বে 40 বর্গকিমি আয়তনের একটি সুন্দর

জলাধার। চারদিকে শ্যামলিমার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে এসে পৌঁছে দেখবেন দেবতা-মুড়ার কাছে দুটি পার্বত্য ঝরনা কেমন করে একসঙ্গে মিশে সৃষ্টি করেছে ডম্বুর জলপ্রপাত। আর এটিই ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় নদী গোমতীর উৎসস্থল। টলটলে কাচ জলের উপর বয়ে যাচ্ছে অজস্র রুপোলি ঢেউ। হ্রদের মাঝে মাঝে গজিয়ে উঠেছে 42টি ছোট ছোট দ্বীপ— তাতে গজিয়ে উঠেছে নারকেল, লিচু, আনারস আর কমলাগাছ। মোটরবোটে করে ছোট ছোট ঢেউ-এর সঙ্গে খুনসুটি করতে করতে যদি কোনো জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ান, কী প্রয়োজন আর সংসারের মালিন্যে ফিরে যাবার! এখানে থাকতে চান? তবে IB-তে থাকুন (রিজা : Ex. Engr Jatanbari, South Tripura) . ভাড়া জনপ্রতি ৪০। কাছেই রয়েছে আদিবাসীদের সবচেয়ে প্রিয় তীর্থস্থান **তীর্থমুখ**। প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতে এখানে বিশাল মেলা বসে, তীর্থমুখে সবাই পুণ্যস্নান সারেন। নানারঙের পোশাক পরে এসে উপজাতি ও অন্যান্যেরা 'কার্চি' পুজো দেন নাচে-গানে মুখর হয়ে। এখানে এসে তাঁরা সারা বছরের জন্য নানা জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যান। এখানেই গড়ে উঠেছে ত্রিপুরার প্রথম 4 মেগাওয়াটের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটিও। জলপ্রপাতের ওপরে পাহাড়ের মাথায় আছে এক প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ— কোন্ রাজার তা জানা যায় না।

তৃষ্ণা অভয়ারণ্য : হরিণ বা বাইসনের দলের মাঝে ছবি তুলতে চান? চলে আসুন তবে তৃষ্ণা অভয়ারণ্যে। এর আয়তন 1,907 বর্গকিমি। বনের পথে মাঝে মাঝেই জলাভূমি পেরিয়ে আসতে হবে। আর তখনই দেখা পেয়ে যাবেন হরিণ, বাইসন দলের সঙ্গে। এখানে থাকতে চাইলে FB পাবেন (রিজা : Chief Conservator, Gorkhabasti Office Complex, Agartala, Ph : 223799/225253)। আর জ্যোৎস্নারাতে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা ভুলতে পারবেন না।

ঊনকোটি

ধর্মনগর হয়ে যদি ত্রিপুরা যান, তবে ত্রিপুরার অজন্তা ঊনকোটি দেখে যেতে ভুলবেন না। আগরতলা থেকে অবশ্য 176 কিমি দূরে। উত্তর ত্রিপুরার সদর শহর **কৈলাসশহর** (এখানে থাকার জন্য হোটেলপত্র সব আছে) থেকে মাত্র 10 কিমি দূরে। আগরতলা-ধর্মনগর বাস যাচ্ছে ঘন ঘন। ধর্মনগর পৌঁছে কৈলাসশহরে। তারপরেই ঊনকোটি অর্থাৎ কোটির চেয়ে এক কম (ঊন), অর্থাৎ কাশীর কোটি তীর্থের পরেই পূর্ব ভারতের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান। পুরাকালে এর নাম ছিল ছাম্বুল। 8-9 শতক থেকেই এটি শৈবতীর্থ হিসাবে পরিচিত ছিল। এখানে যে কিংবদন্তি প্রচলিত আছে তা হল, শিব নিজের পরিবার ও অন্যান্য দেবতাদের নিয়ে কৈলাস থেকে কাশী যাচ্ছিলেন। ঊনকোটি পৌঁছে সন্ধ্যা নেমে যাওয়ায় এখানেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন দেবতারা। শিব তাঁদের সাবধান করে বলেন, কাক ডাকার আগেই এই স্থান ত্যাগ করতে হবে। শিব ছাড়া পথশ্রান্ত আর কোনো দেবতার ঘুম ভাঙেনি। শিব একাই চলে যান আর অন্যান্য দেব-দেবীরা পাথর হয়ে থেকে গেলেন ঊনকোটিতে। 45 মি উঁচু পাহাড়ের গায়ে নানা পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি খোদিত। রয়েছে 8x6 মিটার মহাকায় ত্রিনয়ন ঊনকোটিশ্বর কালভৈরবের মূর্তি। আরো আছে কয়েকটি বিশাল আকারের ত্রিশূল, সুদর্শন চক্র, নরকঙ্কাল, গরুড়, বুদ্ধ, কিন্নরী, হনুমান, গণেশ মূর্তি, বিষ্ণুর পদচিহ্ন ও 1 মিটার ব্যাসযুক্ত একটি শিলামস্তক। আর আছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, চতুর্মুখ শিবলিঙ্গ, রাবণ-মন্দোদরী, গঙ্গাবহনকারী ভগীরথ, লবকুশ প্রভৃতির শিলামূর্তি•বড় বড় বিলিফের কাজ। প্রতি বছর অশোকাষ্টমীর সময় এখানে বিশাল মেলা বসে। থাকার জন্য রাজ্য পর্যটন বিভাগের Unakuti Tourist Lodge DAB ১০০; এছাড়া 10 কিমি দূরের কৈলাসশহরে CH, FRH ও DB (রিজা : SDO, Kailashsahar) ছাড়া বেশ কয়েকটি হোটেল আছে।

জাম্পুই

আগরতলা থেকে 250 কিমি দূরে 1,000 মিটার উচ্চতায় জাম্পুই বেড়ানো আনন্দেরই বিষয়। এটি ত্রিপুরার 6টি মুখ্য পাহাড়ের অন্যতম। এর চূড়ো থেকে আশপাশ দেখলে মন মোহিত হয়ে যাবে। কাছেই হচ্ছে হয়ত আদিবাসীদের ফল আর বাঁশের নাচ। পাহাড়ি ধাপে ফলছে অজস্র কমলালেবুর গাছে কমলা। কমলা বিক্রি হচ্ছে স্থানীয় কাঞ্চনপুর ও দাসদা বাজারে। নীচে বয়ে চলেছে খরস্রোতা পাহাড়ি নদী লঙ্গাই। এখানে দেখুন গাছের মাথায় আদিবাসীদের 'টঙ ঘর' ও তাদের স্বতঃস্ফূর্ত জীবন। ফলে-ফুলে, পাখির কাকলিতে, ঝোপেঝাড়ে সর্বত্র যেন কাব্যসুষমা— পীচ, প্লাম, শাল-সেগুন, পোমা-গর্জন, দোলায়িত বেণুবন। কাছেই চলে যান রিয়াংদের গ্রাম সিমলুং-এ বেড়াতে। হয়ত শুনতে

পারেন কোনো তরুণীর বিরহ গান— 'চতুই গেরেং গেরেং গতি চাক জাগাই/রিহিনই খনালিয়া যাদু রিহিনই খনালিয়া'— কুলুকুলু নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে তাকে কত ডাকলাম, তবুও তার সাড়া পেলাম না রে।

কন্ডাক্টেড ট্যুর

ট্যুর 1 ● ট্যুরিস্ট কোচে, লাক্সারি মিনিবাসে আগরতলা-সিপাহিজলা-মাতাবাড়ি-ভুবনেশ্বরী মন্দির-আগরতলা। ভাড়া ৮৫।

ট্যুর 2 ● আগরতলা-সিপাহিজলা-নীরমহল-আগরতলা। ভাড়া ৮০।

ট্যুর 3 ● আগরতলা-মাতাবাড়ি-নীরমহল-আগরতলা। ভাড়া ৯৫।

ট্যুর 4 ● আগরতলা-কমলাসাগর-সিপাহিজলা-আগরতলা। ভাড়া ৭৫।

ট্যুর 5 ● আগরতলা-কমলাসাগর-নীরমহল-আগরতলা। ভাড়া ৮৫।

উইকএন্ড প্যাকেজ ট্যুর আগরতলা-সিপাহিজলা-মাতাবাড়ি-নীরমহল-কমলাসাগর-সায়েন্স মিউজিয়াম-আগরতলা। ১ রাত্রি/২ দিন বাসে ৩০০, ট্যাক্সি ৪৬০।

এছাড়া আগরতলা-কমলাসাগর-সিপাহিজলা-উদয়পুর-মেলাঘর-আগরতলা 7.00-17.30। ভাড়া ১০০।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন Tourist Information Centre, Tripura Bhavan, 1 Pretoria Street, Kolkata 700 071. Ph 2282 5703।

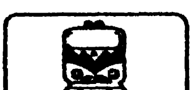
দামন ও দিউ

ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়ার মতই দামন ও দিউ এক সময় পোর্তুগিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে 1987-তে গোয়া পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেলেও দামন ও দিউ ইউনিয়ন টেরিটরির অন্তর্ভুক্ত থেকে যায়। দুটিই আবার দুই বিক্ষিপ্ত জেলা। দুটির মধ্যে কোনো সংযোগ নেই— এমনকি জলপথেও। এই দুই জেলার মোট আয়তন 112 বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা দেড় লক্ষের কিছু বেশি (1,58,059 — 2001)। রাজধানী দামন।

দামন

আরবসাগরে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে পোর্তুগিজরা 1559-এ দামন অধিকার করে। আগেই দিউ অধিকার করেছিল তারা। দামন উপনিবেশটিতে তারা দাদরা ও নগরহাভেলি অঞ্চল দুটিও অন্তর্ভুক্ত করে। দামনের উত্তর ও পূর্বাংশে কয়েকটি পাহাড় আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উঁচুটি 109 মি (365 ফুট) উঁচু। দামন গঙ্গানদী দামনকে দুটি ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। একটির নাম হয়েছে বৃহৎ দামন বা ননীদামন, অন্যটি ক্ষুদ্র দামন বা মতীদামন। পশ্চিমবাহিনী ক্যাম্বে উপসাগরে পড়েছে যে তিন নদী— ভগবান, কালেম ও দামন গঙ্গা— তার মধ্যে শেষেরটিই উল্লেখযোগ্য— দৈর্ঘ্য 48 কিমি। নৌচালনোপযোগী এই নদীটির উৎস পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। এখনো জলবায়ু আর্দ্র এবং স্বাস্থ্যকর। মাটি চাষের উপযোগী। অতীতে দামন বস্ত্রবয়ন ও রঞ্জনশিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানে কাপড় বোনা, মাদুর বোনা ও বাঁশের কাজে বহু লোক নিযুক্ত রয়েছে। এছাড়া এখানের অধিবাসীরা লবণ তৈরি ও সমুদ্রে মাছ ধরা নিয়েই বেঁচে আছে। রাস্তার সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য আদৌ বেশি নয়। দামনে কোনো রেল স্টেশনও নেই।

কখন আসবেন : এখানে বেড়াতে আসতে পারেন বছরের যে কোনো সময়ই। আবহাওয়া মোটামুটি নাতিশীতোষ্ণ। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 38° C ও 11° C। তবে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথেষ্ট। কাজেই বর্ষাকাল বাদ দিয়ে আসাই ভালো। বেড়াবার সেরা সময় সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল।



কেমন করে আসবেন : ক্যাম্বে উপসাগরের পূর্বদিকে অবস্থিত এই শহরে আসতে হলে ট্রেনে আসুন হয় মুম্বাই নয় আমেদাবাদ। তারপর মুম্বাই-আমেদাবাদ শাখা লাইনের ট্রেন ধরে নামুন বাপী স্টেশনে। এখান থেকে ধরুন বাস তারপর 11 কিমি দূরের দামনে আসুন। ট্যাক্সিও পাবেন। যাঁরা বিমানে আসবেন তাঁরা সুরাট, ভাবনগর বা মুম্বাই-এ নামুন। তারপর সেখান থেকে আসুন সড়কপথে। মুম্বাই 183 কিমি, আমেদাবাদ 362 কিমি। মুম্বাই-আমেদাবাদ জাতীয় সড়কে বাস আসছে গুজরাটের বাপী শহরে। সেখান থেকে গুজরাট বাস পরিবহনের সুযোগ নিন। **থাকবার জন্য** বাপীতে হাইওয়ে টুলের কাছে Shalimar Hotel (6) ৪৫০-৬০০; Hotel Pritam's Vapi (Ph: 21517) ৩৭৫-৯২৫; হাইওয়েতেই GIDC কমপ্লেক্সে Hotel Green View (Ph : 23120) ৩৭৫-৯২৫ ছাড়া এরকম দামের বেশ কয়েকটি হোটেল ও অন্যান্য ছোটখাটো হোটেল আছে।

কী দেখবেন এখানে . দামনে যে পর্যটকরা খুব ভিড় করেন এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তবে সমুদ্রে-ঘেরা শহরের একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তো আছেই। স্কিদিয়ান রাজা রুদ্রগঙ্গা 2 শতকে এই শহর স্থাপন করেছিলেন। প্রাচীন এই শহর পোর্তুগিজদের দখলে আসে। এখানে দেখবার মত জায়গাগুলি হল— দামাও গ্রান্দেতে ফোর্ট, ক্যাথিড্রাল অব বম জিসাস, চার্চ অফ আওয়ার লেডি অফ সী। সমুদ্রতীরের লাইট হাউসটিও দূর থেকে দর্শনীয়। **ননীদামন ও মতীদামন** দুর্গ দুটিও দেখুন ঘুরে ঘুরে। এখানকার দুটি বীচ **জামপোর** ও **ডেবকা** বেশ আকর্ষণীয়। ননীদামন থেকে ট্যাক্সি বা অটোরিক্সায় চেপে এই বীচে এসে সামুদ্রিক হাওয়ায়, ঝাউয়ের ছায়ায় সময় কাটিয়ে যেতে পারেন। ভাল লাগবে। ডেবকায় শিশুদের জন্য একটি সুন্দর পার্ক তৈরি হয়েছে। দামন ও দিউকে পর্যটক-আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। খোঁজ নিন এখানের পর্যটন দপ্তরে। ঠিকানা : Department of Tourism, Information Centre, 1st floor, Nilkanth Building, Nani Daman, Pin Code-396210।



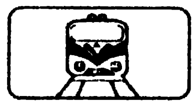
কোথায় থাকবেন : ননীদামনে সি ফেস রোডে Hotel Gurukripa (Ph : 225 5046) ৪২৫-৬৬০; Hotel Soverign (Ph :

22532823) ২০০-৩৫০; এম. জি. রোডে Hotel Diamond (Ph. 2260-2254235/5135) DAB ৪০০ 4B ৭০০ DAC ৬৫০ Suit ৭৫২; Hotel Sai Amar International (Ph. 2250974) DB Dlx. ৫৫০ DAC ৮০০ VIP Dlx. ১৫০০ VIP Dlx. AC ২০০০; দামন-গঙ্গা নদীর ধারে Hotel Brighton (Ph· 2251208) SAB ৪২৫ DAB ৫২৫ 3B ৬২৫ AC ৫২৫-৭৫০, Hotel Pallavi (Ph. 2255054) DB ৩০০ 3B ৩৫০ DAC ৫৫০; Hotel Marina (Ph: 2254420) SB ২৫০ DB ২৭৫; Hotel Nataraj (Ph 2254415) DB ২৫০ DAC ৪০০; Hotel Samrat (Ph 225 4168) DB ২৫০ DAC ৩৫০; Hotel Ratnakar (Ph· 2250352) DB ২৫০ প্রভৃতি। আর আছে PWD RH, Govt. GH প্রভৃতি।

দিউ

ক্যাম্বে উপসাগরের তীরে অবস্থিত এই দ্বীপটিকে একটি সংকীর্ণ পয়ঃপ্রণালী কাথিওয়াবাড উপদ্বীপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। পূর্বে-পশ্চিমে এর দৈর্ঘ্য প্রায় 13 কিমি আর উত্তর দক্ষিণে 3 কিমি। 39 বর্গকিমি আয়তনের এই দ্বীপের পশ্চিমাংশ বন্ধুরতর। পাহাড়গুলোর কোনোটিই 30 মিটারের বেশি নয়। উত্তরের দিকের নিচু ভূমি পাঁকে ভরতি। পোর্তুগিজরা দিউকে অধিকার করে 1544-এ, পরে দামন দখল করে। এখানের জলবায়ু শুকনো এবং বেশ গরম। মাটি অনুর্বর। জল পর্যন্ত পাওয়া যায় না পর্যাপ্ত। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরে এখানকার অধিবাসীরা বেঁচে আছেন। রাস্তাঘাটের পরিমাণ সামান্য— মাত্র 30 কিমির মত। পূর্বদিকের দিউ থেকে পশ্চিমে ব্রাংকাওয়াড়া গ্রাম পর্যন্ত পাকা রাস্তা আছে।

কাথিওয়াবাড়ের গোগোলা ও লিম্বার দিউ-এর অন্তর্ভুক্ত। দিউ কথাটি এসেছে দ্বীপ শব্দটি থেকে। দিউ সোমনাথ ও গির ফরেস্টের পাশেই। এককালে চাড়দা রাজপুতদের এই ঘাঁটিটিকে বঘেলরা অধিকার করে নেয়। তারপর 200 বছর ধরে থাকে মুসলমানদের অধিকারে। 1535-এ বাহাদুর শাহের অনুমতিক্রমে পোর্তুগিজরা এখানে দুর্গ নির্মাণ করে এবং শেষ পর্যন্ত তারাই দ্বীপটিকে অধিকার করে নেয়। তখন এটি ক্যাম্বে উপসাগরের যাতায়াত এবং বাণিজ্যের ঘাঁটিতে পরিণত হয়— পরিচিত হয়ে যায় প্রাচ্যের জিব্রাল্টার নামে। এখানে দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে আছে 1535-এ নির্মিত বিশাল প্রাসাদি-দিউ প্রাসাদ দুর্গ, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, একটি রাজবাড়ি, দিউ বন্দর, পুমার ফোর্ট এবং নাগোয়ার অনুপম সমুদ্রতটটি। এখানকার বেশির ভাগ বাড়ির নীচের তলাটি গুদাম ও দোতলাটি বাসগৃহ। স্থানটিকে রমণীয় করে সাজালে বহু ভ্রমণকারী এখানে আসতে পারেন। গুপ্তপ্রয়াগ নামে একটি স্বল্প-পরিচিত হিন্দুতীর্থও এখানে রয়েছে। যাঁরা সোমনাথ বেড়াতে আসেন তাঁদের অনেকেই দিউ বেড়িয়ে যান। আপনি উলটোটিও করতে পারেন। দামন-দিউ দেখে সোমনাথ বেড়িয়ে আসতে পারেন।



কেমন করে আসবেন . এখানে আসতে হলে পশ্চিম রেলের দেলওয়াদা স্টেশনে নামুন। আগে আমেদাবাদে আসুন মুম্বাই সেন্ট্রাল-গান্ধিধাম রেলপথের যে কোনো ট্রেন ধরে (ট্রেন ছাড়ছে 5.45 7.45, 17.00, 19 35, 20.25, 21.50) প্রায় 9½ ঘণ্টা ট্রেন জার্নি করে। এছাড়া 6.25 ও 13.40-এ আরো দুটি ট্রেন পাবেন আমেদাবাদ আসার জন্য। পরে ন্যারো গেজের ট্রেন ধরে সাসানগির, জুনাগড়, ভেরাবল হয়ে আসুন দেলওয়াদা স্টেশনে। এখান থেকে দিউ 9 কিমি। যাঁরা সোমনাথ দেখে আসবেন, তাঁরা সোমনাথ থেকে ট্রেনে ভেরাবল আসুন। এখান থেকে ট্রেনেও আসতে পারেন আবার সোজা বাস ধরে উনা হয়ে দিউ আসুন। নিয়মিত বাস চলছে ভেরাবল-উনা-দিউ। আর যাঁরা অনেকক্ষণ বাস জার্নিতে অভ্যস্ত তাঁরা মুম্বাই অথবা আমেদাবাদ থেকে সরাসরি বাসে দিউ চলে আসতে পারেন। সরাসরি বাস আসছে সোমনাথ এবং পোরবন্দর থেকেও। দূরত্ব সোমনাথ 84 কিমি, ভেরাবল 87 কিমি, উনা 15 কিমি। জলপথে ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে, পথিক, তবে উনা থেকে আসুন বাস ধরে গোগোলা ঘাটে। সেখানে ধরুন জলযান। আসুন দিউ। আর উড়ে এলে নামুন 150 কিমি দূরের জুনাগড়ের কেশোদ অথবা গুজরাটের ভাবনগরে 225 কিমি দূরে।



কোথায় থাকবেন : পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা যে দ্বীপে বেশি, যে দ্বীপ সবুজ তাল নারকেল-ঝাউয়ের দোলায় আন্দোলিত, যেখানে কলা, পেয়ারা, আতার ছড়াছড়ি, যে দ্বীপে নতুন গির্জার ছাদ থেকে গোটা শহর মায় সমুদ্র দেখা যায়। সেখানে থাকতে অবশ্যই মন চাইবে। ফোর্ট রোডে মিউনিসিপ্যাল GH (Baron's Inn) DAB ২০০-৩২৫; এই রাস্তাতেই আরো কিছুটা এগিয়ে PWD RH (রিজা : EE, PWD, DIU-362520) DAB ২০০, DAC ৪০০-৫৫০। কিছু হোটেলও আছে এই রাস্তায়। Hotel Alishan (Ph: 02875-252340)

DB ৭০০-১২০০, 3B ৪০০, 6B ১০০০, 7B ১২০০, Apna Hotel (Ph: 252112) ৫৫০-১৯০০। সবজি বাজারে Hotel Ashiana (Ph: 252260) DB ৫৫০, 3B ৭০০, 4B ৯০০, 6B ১১০০; Hotel Jagat (Ph. 253526) DB ৬০০,-১০০০; 3B ৮৫০; Hotel Prince (Ph: 252265) DB ৩০০-৮০০, 8B ৭০০, 10B ৯০০; নাগোয়া বিচ-এ Hotel Gangasagar (Ph: 252249) DB ৬০০, 3B ৮০০, 4B ৯০০, 5B ১২০০; Radhika Beach Resort (Ph 252553) ২০০০-৩০০০; বান্দের চকে Central Hotel (Ph: 252379) DB ৮০০-১২০০; গোখলা চেক পোস্টে Sujlan Beach Hotel (Ph: 252212) DB ১০০০-১৬০০, প্রভৃতি। এখন ভেবে দেখুন কোথায় যাবেন—দামন না দিউতে?

দিল্লি

দিল্লি বা দেহলি ভারতবর্ষের একটি ছোট ইউনিয়ন টেরিটোরি এবং ভারত যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। 1956-র পুনর্গঠন আইন অনুসারে এই ইউনিয়ন টেরিটোরি গঠিত। এই টেরিটোরি-র মধ্যে রয়েছে দিল্লি, নতুন দিল্লি, দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট এবং 214টি গ্রাম। 1991-এর ডিসেম্বরে দিল্লি বিধানসভা গঠিত হয়েছে। এর আগে দিল্লির প্রশাসনিক কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করা হত একটি Advisory Council এর মাধ্যমে। আয়তন 1,483 বর্গকিমি (573 বর্গমাইল)। 70 জন সদস্যবিশিষ্ট বিধানসভায় 7 সদস্যের মন্ত্রীপরিষদের প্রধান হলেন মুখ্যমন্ত্রী। 2001 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী লোকসংখ্যা 1,37,82,976। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 9,294 জন। প্রতি 1000 পুরুষে নারীর সংখ্যা 821 জন।

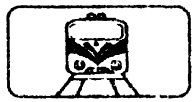
গাঙ্গেয় উপত্যকায় যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এই শহর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 213 মিটার উঁচুতে অবস্থিত। মে মাসে সবচেয়ে গরম পড়ে (45°C), জানুয়ারিতে প্রচণ্ড শীত পড়ে (7°C)। গ্রীষ্মের দিনে প্রচণ্ড গরম, লু পর্যন্ত বয়, রাতে কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। শীত-গ্রীষ্মের মাঝে ধুলোর ঝড় ওঠে। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 635 মিমি। জুন-সেপ্টেম্বরে বেশি বৃষ্টি হয়। অতএব আসুন অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে।

মহাভারত থেকে জানা যায় যে পাণ্ডবরা খাণ্ডব বনে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে একটি নগরী স্থাপন করেন। কেউ কেউ পুরনো কিল্লাকে সেই ইন্দ্রপ্রস্থ < ইন্দ্রপথ< ইন্দরপৎ বলে থাকেন। কৌরবদের রাজধানী হস্তিনাপুর দিল্লি থেকে 97 কিমি দূরে ছিল। দ্বিতীয় শতকের ভৌগোলিক টলেমির ম্যাপে চিহ্নিত মথুরা ও থানেশ্বরের মধ্যবর্তী দাইদালা নামের জায়গাটিকেই অনেকে আবার দিল্লি বলে থাকেন। যাই হোক, ইতিহাস অনুসারে দিল্লি নগরীর পত্তন করেন কুতবমিনারের কাছে লাল কোট দুর্গ নির্মাণ করে প্রথম অনঙ্গপাল নামে এক রাজপুত রাজা 11 শতকে। পরের শতকে 'রায়পিথোরা'র পত্তন করেন পৃথ্বীরাজ চৌহান। দিল্লিতে মুসলমান রাজত্বের সূচনা করেন মহম্মদ ঘুরি।

দিল্লি থেকে দূরে রাজধানী স্থাপনের চেষ্টা করেন গিয়াসউদ্দিন তুঘলক, ফিরোজ সাহ তুঘলক, মুহম্মদ বিন তুঘলক প্রমুখরা। বাবর দিল্লিতে আসেন1526-এ। হুমায়ুন 'পুরানা কিল্লা' নির্মাণ ও শাজাহান 'শাহ্‌জাহানাবাদ' প্রতিষ্ঠা করেন।

1859-এ লালকেল্লা ইংরেজদের অধিকারে আসে। 1867-তে কলকাতা এবং 1873-এ মুম্বাই-এর সঙ্গে দিল্লি রেলপথে প্রথম যুক্ত হয়। 1947-এ দিল্লি স্বাধীন ভারতের রাজধানী হল।

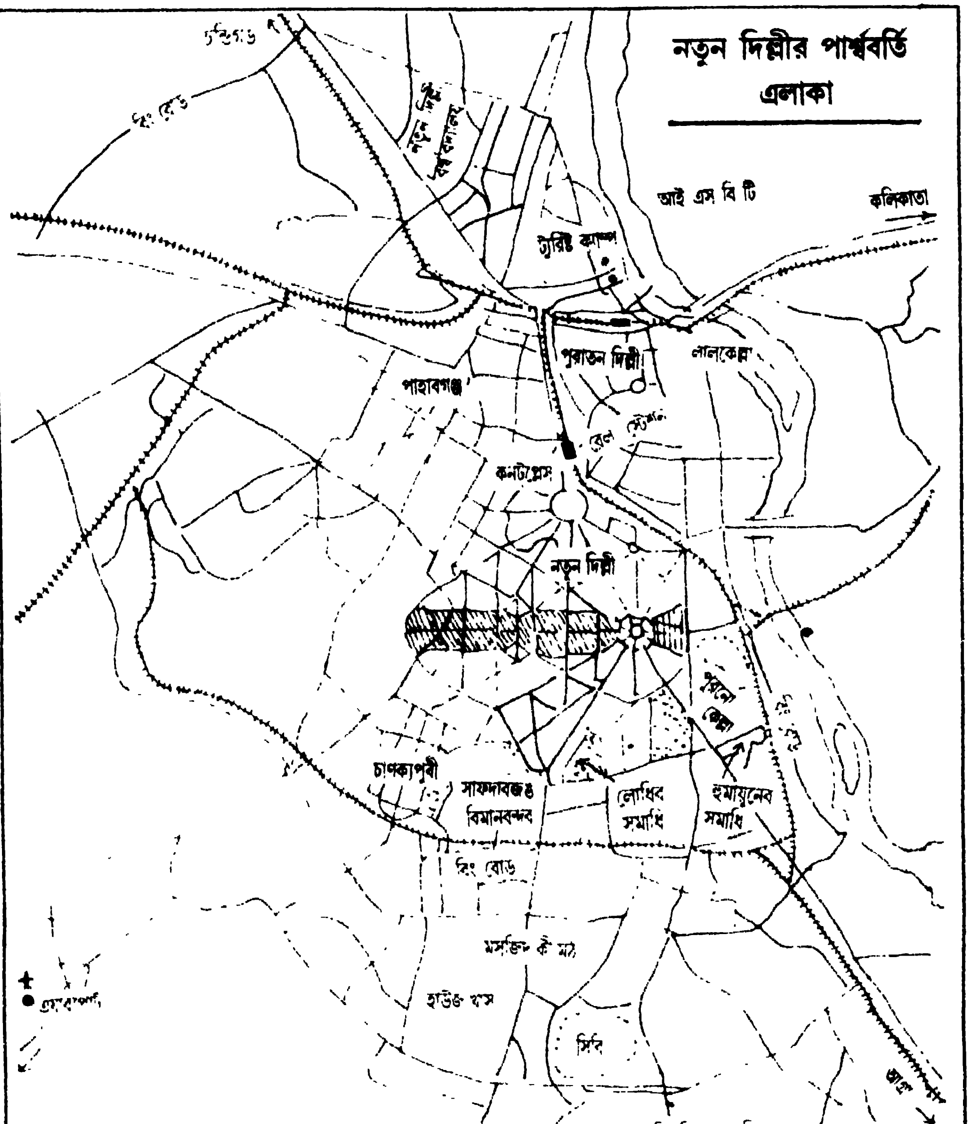
আধুনিক দিল্লি এক স্বপ্নময় শহর। একে ঘিরে যে দর্শনীয় স্থানগুলি গড়ে উঠেছে, তারই টানে, বাবসায়িক টানে, আধুনিকতার টানে দিল্লি আপনাকে আসতেই হবে একবার, বারবার।



কেমন করে আসবেন : বিমানে. ভারতের বড় বড় শহর থেকে বিমানপথে দিল্লি যুক্ত। দিল্লির দুটি বিমানবন্দর পালাম এবং সফদরজং এ আন্তর্জাতিক বিমানও আসছে। বিমান পথে দিল্লি থেকে মুম্বাই 1,120 কিমি, বাঙ্গালোর 1,715, কলকাতা 1,330 কিমি, চণ্ডীগড় 245 কিমি, হায়দরাবাদ 1,225 কিমি, জম্মু 525 কিমি, চেন্নাই 1,715 কিমি, পাটনা 840 কিমি, বারাণসী 700 কিমি দূর। এখানে উড়ে আসছে IA, AI ও Alliance Air। মুম্বাই যেতে 2 ঘণ্টার কিছু কম, কলকাতাও তাই, চেন্নাই যেতে লাগে 2 ঘণ্টা 40 মিনিট। কলকাতা থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের বিমান যাচ্ছে প্রতিদিন 7.00 ও 19.50, Jet Airways-এর বিমান প্রতিদিন 8.55, Alliance Air-এর বিমান সো বু শু. 14.05, ম বৃ. শ. র 15.00টায়।

রেলপথ : দিল্লির রেল স্টেশন তিনটি--- দিল্লি জংশন, নিউ দিল্লি এবং হজরত নিজামুদ্দিন। এই তিনটি স্টেশনের সঙ্গে ভারতের প্রধান রেল স্টেশনগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরাসরি যুক্ত। এ দুটি স্টেশনের মধ্যে 4 কিমির ব্যবধান। রেল ছাড়া দিল্লি সড়কপথে নানাভাবে সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। অন্যান্য শহর থেকে দিল্লিতে আসছে এমন কিছু ট্রেনের নাম এবং খুব প্রয়োজন ক্ষেত্রে তাদের সময় উল্লেখ করছি। প্রতিবার নতুন টাইমটেবল প্রকাশের সময় হেরফের হয়, কাজেই যাচাই করে ট্রেনে চাপবেন একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যাঁরা কলকাতা থেকে দিল্লি যাবেন, তাঁরা হাওড়া থেকে দিল্লিগামী ট্রেন ধরে সরাসরি দিল্লি পৌঁছে যাবেন। হাওড়া থেকে প্রতিদিন 2311 দিল্লি-কালকা মেল 19.40 ছেড়ে দিল্লি জংশন পৌঁছচ্ছে পরদিন 19.50, কালকা 5.00 2381 পূর্বা এক্সপ্রেস (গয়া) বু বৃ. র. ও 2303 পূর্বা এক্সপ্রেস (পাটনা) সো. ম. শু. শ 9.30 ও 9.10



ছেড়ে নিউ দিল্লি পৌঁছচ্ছে পরদিন 8.10-এ; রাজধানী এক্সপ্রেস (গয়া) সো ম বৃ শু শ 17.00 ছেড়ে পরদিন 9.50; রাজধানী এক্সপ্রেস (পাটনা) বৃ. র 13.45 ছেড়ে পরদিন 9.50; উদয়ন আভা তুফান এক্সপ্রেস 9.40 ছেড়ে পরদিন 21.25 নিউ দিল্লি পৌঁছচ্ছে। 3039 হাওড়া-দিল্লি জনতা এক্সপ্রেস 20.15 ছেড়ে দুরাত কাটিয়ে 8.50-এ দিল্লি জংশন। কলকাতা ছাড়াও রাজধানী এক্সপ্রেস দিল্লি আসছে-যাচ্ছে তিরুবঅনন্তপুরম্, বাঙ্গালোর, মুম্বাই, চেন্নাই, ভুবনেশ্বর, হায়দরাবাদ, পাটনা, গুয়াহাটি প্রভৃতি শহর থেকে। শিয়ালদা থেকে শিয়ালদা-দিল্লি লালকিল্লা এক্স প্রতিদিন 20.15 ছেড়ে দিল্লি পৌঁছচ্ছে 3.35।

এছাড়া ট্রেন আসছে পাটনা থেকে পাটনা-নিউ দিল্লি 2391 মগধ এক্সপ্রেস পাটনা 19.00 ছেড়ে, নিউ দিল্লি 11.15)। পুরী থেকে 8475 নীলাচল এক্স (পুরী ছাড়ছে ম. শু. র 9.05, পৌঁছয় 21.25), 2815 পুরী-নিউ দিল্লি এক্স সো. বু. বৃ. শ. 9.05 ছেড়ে পৌঁছয় 17.05

হায়দরাবাদ ছাড়ছে (6.40) 2723 অন্ধ্রপ্রদেশ এক্সপ্রেস পৌঁছয় 8.40, গোয়ালিয়র ছাড়ছে (16.55) তাজ এক্স; আমেদাবাদ ছাড়ছে আমেদাবাদ-দিল্লি মেল (9.50, পৌঁছায় 5.20): আশ্রম এক্স (17 45) পৌঁছয়; 10.20 আমেদাবাদ-রাজধানী এক্স (ম বৃ র 17 35); কালকা ছেড়ে (23.45) 6.25 পৌঁছয় কালকা মেল, অমৃতসর ছাড়ছে শান-ই-পাঞ্জাব এক্স (14.55); অমৃতসর-দাদার এক্স (8 15), ফ্লাইং মেল (11.50), অমৃতসর শতাব্দী এক্স (5.15); পশ্চিম এক্স (7 55); গোল্ডেন টেম্পল মেল (21.30); অমৃতসর নিউদিল্লি এক্স (6.15)। জম্মু-তাওয়াই থেকে ছাড়ছে জম্মু মেল (15 35), জম্মু-তাওয়াই-দিল্লি এক্স (18.00), দিল্লি পৌঁছয় 4.20; শালিমার এক্স (20.50), পৌঁছয় 11 05; উদয়পুর থেকে ছাড়ছে চেতক এক্স (18.15)— পৌঁছে 13.10। বারাণসী থেকে ছাড়ছে 4257 কাশী বিশ্বনাথ এক্স (14.10), নিউ দিল্লি পৌঁছয় 6.40, সুলতানপুর-দিল্লি এক্স ম. ব (15 35) এবং ঐ ট্রেনই সুলতানপুর থেকে দিল্লি এসে সো শ. ছাড়ে 16.45, দেরাদুন থেকে ছাড়ছে দুটি এক্স ট্রেন। 21.15 ছেড়ে মুসৌরি এক্স 7 00, 17.00 ছেড়ে শতাব্দী এক্স 22.40 দিল্লি পৌঁছে। যোধপুর থেকে দিল্লি আসছে 2462 মাণ্ডোর এক্স 19 30 ছেড়ে দিল্লি 6.15; যোধপুর 23.00 ছেড়ে জয়পুর 16.25 ছেড়ে জয়পুর-দিল্লি এক্স 21.50; গুয়াহাটি থেকে আসছে নর্থ ইস্ট এক্স (8.15 ছেড়ে 20.25); অবধ-অসম এক্স (20.00 ছেড়ে 15.35), ডিব্রুগড় 21 30 ছেড়ে ব্রহ্মপুত্র মেল গুয়াহাটি 12 00 হয়ে দিল্লি 5.30, বাঙ্গালোর থেকে আসছে কর্ণাটক এক্স 18 25 ছেড়ে 12 05; 18 35 ছেড়ে রাজধানী এক্স 05 05 প্রভৃতি। ত্রিবান্দ্রম ছেড়ে আসছে কেরালা এক্স 11 10 ছেড়ে 15.45।

সড়কপথে : দিল্লি উত্তর ভারতের নানা স্থানের সঙ্গে সড়কপথে যুক্ত। সমস্ত এক্সপ্রেস ও শীতাতপ ডিলাক্স বাসগুলি ছাড়ে পুরাতন দিল্লির কাশ্মীরি গেট Inter-State Bus Terminal থেকে। শহরের মধ্যে বাস চালাচ্ছে Delhi Transport Corporation, এছাড়া অটোরিক্সা, মিনিবাস, টাঙা, ট্যাক্সি তো আছেই। ফাঁকা হাতে থাকলে, Scooter-এ lift-ও পেয়ে যেতে পারেন। বাস যাচ্ছে উত্তরে হরিদ্বার এবং দেরাদুনে সকাল থেকে রাত অবধি— সময় নেয় ঘণ্টা-ছয়েক। যাচ্ছে বৃন্দাবন, জয়পুর (কাঁটপাট্টি এবং আলোয়ার— দুটি পথেই), আজমীর, অমৃতসর, চণ্ডীগড়, পাঠানকোট, পাতিয়ালা, জম্মু, সিমলা, ভরতপুর, নৈনিতাল, ভাকরা, মুসৌরি, গোয়ালিয়র। DTC ছাড়া এখান থেকে UPSTC, RSRTC, HPSTC, HRSTC প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় পর্যটন সংস্থার বাস যাতায়াত করছে। বাস সময় নেয়, অন্য মোটর যান ঠকাবার সুযোগ নেয়। সাধু সাবধান।

কনডাকটেড ট্যুর

প্রথমে দিল্লিতে ITDC পরিচালিত ট্যুরগুলির কথা জানাই—

ট্যুর 1. নিউদিল্লি দর্শন— যন্তরমন্তর লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, ইন্ডিয়া গেট, হুমায়ুনের কবর, কুতুব মিনার প্রভৃতি। প্রতিদিন সকাল 8.00 থেকে 13.00। খরচ AC বাসে ১২০ মাথাপিছু।

ট্যুর 2. পুরনো দিল্লি দর্শন— ফিরোজ শা কোটলা, রাজঘাট, শান্তিবন, জুম্মা মসজিদ, লাল কেল্লা প্রভৃতি। প্রতিদিন 14 15 থেকে 17.00। খরচ AC বাসে ১০০ মাথাপিছু।

ট্যুর 1 ও ট্যুর 2 একত্রে খরচ AC বাসে ১৫০ মাথাপিছু। 8.00 টা থেকে 17.00 টা পর্যন্ত।

ট্যুর 3. দিল্লি-আগ্রা-ফতেপুর সিক্রি-দিল্লি তাজমহল, আগ্রাদুর্গ, সিকান্দ্রা, ফতেপুর সিক্রি প্রভৃতি। 2 দিন 1 রাতের ট্যুর। খরচ এসি বাসে ১৫৯৯ মাথাপিছু। সকাল ও বিকেলের চা জলখাবার, রাত্রিবাসের খরচ, গাইড ফি ও বিভিন্ন স্থানের প্রবেশমূল্যসহ।

ট্যুর 4. দিল্লি-আগ্রা-দিল্লি— সিকান্দ্রা, তাজমহল, আগ্রাদুর্গ প্রভৃতি। সকাল 6টায় বেরিয়ে ফেরা রাত 10-টা। খরচ AC বাসে ৬৪০ মাথাপিছু, ট্যুর 3-এ বলা অন্যান্য খরচ সহ।

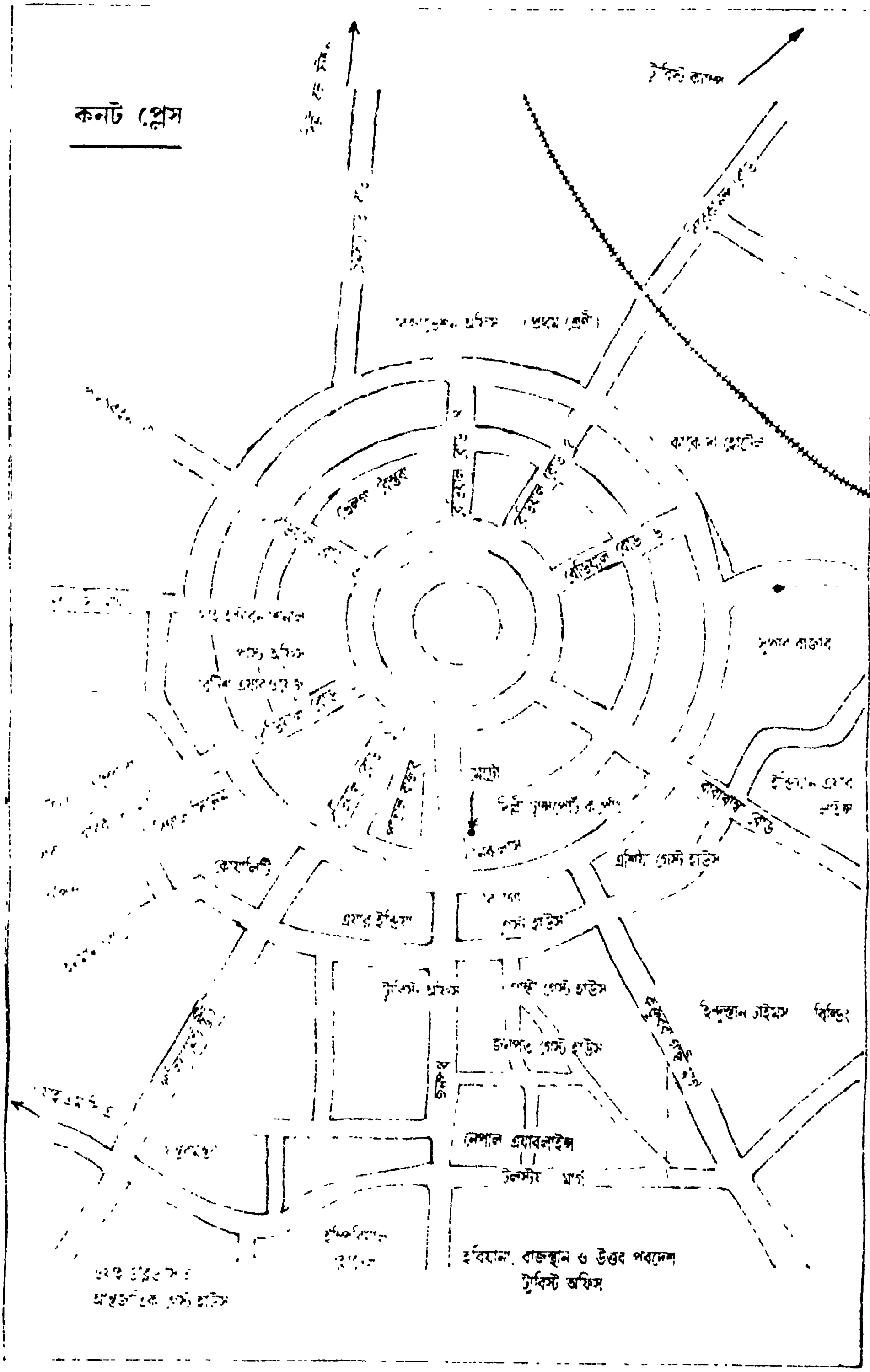
ট্যুর 5. দিল্লি-জয়পুর-দিল্লি— অম্বর ফোর্ট, হাওয়ামহল, সিটি প্যালেস, যন্তরমন্তর প্রভৃতি। সকালে বেরিয়ে রাতে ফেরা। খরচ AC বাসে ৫৯৫, সাধারণ ৩৫০ মাথাপিছু।

ট্যুর 6. দিল্লি-আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন-দিল্লি— 2 দিন 1রাতের ট্যুর। খরচ ১০২৫ মাথাপিছু।

ট্যুর 7. দিল্লি -আগ্রা-ফতেপুর সিক্রি - ভরতপুর জয়পুর-দিল্লি— 3 দিন 2 রাতের ট্যুর। প্রথম দিন তাজমহল, আগ্রা দুর্গ, সিকান্দ্রা: দ্বিতীয় দিন ফতেপুর সিক্রি, ভরতপুর; শেষ দিন অম্বর ফোর্ট, হাওয়া মহল, সিটি প্যালেস, যন্তরমন্তর প্রভৃতি। খরচ প্রাপ্তবয়স্ক ২২৫০ ও শিশু ১৯০৫ মাথাপিছু। সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার 7-টায় বেরিয়ে ফেরা রবিবার 20.00।

এবারে **দিল্লি ট্যুরিজম** (DTDC) পরিচালিত ট্যুরগুলির কথা জানাই—

ট্যুর 1. দিল্লি— সকাল 8.30 থেকে 13.00 পর্যন্ত নতুন দিল্লির দর্শনীয় স্থান দেখিয়ে আনে। খরচ সাধারণ


কনট প্লেস
টুরিস্ট ক্যাম্প
সুপার বাজার
হিন্দুস্তান টাইমস বিল্ডিং
নেপাল এয়ারলাইন্স
টলস্টয় মার্গ
হরিয়ানা, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশ
ট্যুরিস্ট অফিস

বাসে ৯০্। 13.45 থেকে 17 পর্যন্ত পুরনো দিল্লির দর্শনীয় স্থান। খরচ সাধারণ বাসে ৯০্ মাথাপিছু। এদের সারাদিনের দিল্লি দর্শন অর্থাৎ নতুন ও পুরনো দিল্লি একত্রে খরচ সাধারণ বাসে ১৫০্ ও AC বাসে ১৭৫্ মাথাপিছু।

ট্যুর 2. সান্ধ্য ভ্রমণে দিল্লি— লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে আরতি, লালকেল্লার Light & Sound Show ছাড়াও পার্লামেন্ট হাউস, সেক্রেটারিয়েট, ইন্ডিয়া গেট, পুরানা কিল্লা প্রভৃতি দেখিয়ে আনে। খরচ মাথাপিছু ১২০্ ও শিশু ১০০্, বিকেল 5.45 যাত্রা শুরু হয়।

ট্যুর 3. একদিনে আগ্রা — সিকান্দ্রা, তাজমহল, আগ্রাদুর্গ প্রভৃতি। সোমবার বাদে সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে সকাল 7.00 বেরিয়ে ফেরা রাত 10.00। খরচ সাধারণ বাসে বড় ৪৫০্, শিশু ৪০০্, AC বাসে বড় ৬০৫্, শিশু ৫১০।

ট্যুর 4. গোল্ডেন ট্র্যাঙ্গেল ট্যুর — সিকান্দ্রা, আগ্রা দুর্গ, তাজমহল, ফতেপুর সিক্রি, ভরতপুর পক্ষিনিবাস, হাওয়ামহল, অম্বর ফোর্ট, সিটি প্যালেস প্রভৃতি। 3 দিনের ট্যুর। সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার সকাল 7 টায় যাত্রা শুরু। খরচ সাধারণ বাসে বড় ২৫০০/শিশু ২২৫০; AC বাসে ২৮০০/২৫৫০।

ট্যুর 5. হরিদ্বার-হৃষিকেশ— হরি কি পাউরি, মানসাদেবী মন্দির, গঙ্গামন্দির, হৃষিকেশ আশ্রমগুলি প্রভৃতি। 2 দিনের এই ট্যুর সপ্তাহের প্রতি বুধবার ও শনিবার সকালে শুরু হয়। খরচ বড় ৬০০্ ও শিশু ৫১০।

দিল্লি ট্যুরিজমের ট্যুরগুলি শুরু হয় বাবা খড়্গ সিং মার্গের কাফে হোম অ্যানেক্স থেকে। ফেরেও সেখানেই।

এসব ছাড়াও এখান থেকে **নৈনিতাল-হরিদ্বার-মুসৌরি ট্যুর** (7 দিনের); **এক্সপ্লোর রাজস্থান ট্যুর** (9দিনের); **উদয়পুর-মাউন্টআবু ট্যুর** (8 দিনের), **ডালহৌসি-মানালি-সিমলা ট্যুর** (9 দিনের); **বদ্রীনাথ ট্যুর** (5 দিনের); **বদ্রীনাথ-কেদারনাথ ট্যুর** (8 দিনের) পরিচালিত হয়। বিশদ অনুসন্ধান ও বুকিং-এর জন্য Tourist Officer, N-36, Connaught Place (Middle Circle), New Delhi-1, Ph : 23314229 ও 23315322।

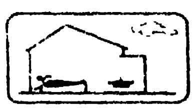
বিভিন্ন ট্যুরিস্ট অফিস

Indian Tourism Development Corporation (ITDC), L-Block, 6, Connaught Place, New Delhi-110001 (Ph : 23320331/2336) এবং Govt of India Tourist office, 88, Janpath, (Ph: 23320005/8; Fax: 011-2332 0109; E-mail: goitodelhi@tourism.nic.in)। এছাড়া নিউ দিল্লি, দিল্লি জংশন, হজরত নিজামুদ্দিন, এয়ারপোর্ট প্রভৃতি জায়গায় TIC রয়েছে এদের।

Delhi Tourism Development Corporation-এর অফিস বসেছে N-Block (36), Connaught Place (Middle Circle), New Delhi-1, (Ph : 23314229)। আর TIC আছে দিল্লি, নিজামুদ্দিন রেল স্টেশন, বাস স্টেশন, কাশ্মীরী গেট প্রভৃতি জায়গায়।

Delhi Transport Corporation-এর অফিস Scindia House, 1st Floor, Connaught Place-এ।

Rajasthan Tourism Development Corporation (RTDC) বসেছে Chanderlok Building,36 Janpath-এ। Ph: 23712123। এদের আর একটি অফিস আছে Pandara Road-এ। Ph : 3383837।



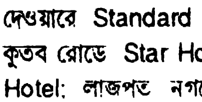
কোথায় উঠবেন : ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লি। দেশ-বিদেশের মানুষ এখানে প্রতিদিন বৃহৎ সংখ্যায় আসছেন নানা প্রয়োজনে। কাজেই এখানে বিরাট এক হোটেল শিল্প গড়ে উঠেছে— 5-তারা হোটেল থেকে তিন পয়সার ধরমশালা পর্যন্ত। তুলনামূলকভাবে এখানের হোটেল ভাড়া বেশি মনে হতে পারে। তবে এখানে S ২০০্ থেকে ৩৫০্ মধ্যেও প্রচুর হোটেল আছে।

Ashok Hotel (Ph : 26110101), 50-B Chanakyapuri, No-21 ৭,৫০০-৩৩,০০০্; Centaur Hotel (Ph : 25652223), Indira Gandhi International Airport, ND-37 ৩,২৫০-১২,৫০০, Hotel Alka (Ph : 23344328) 16/90 Connaught Circus, ND-1 ১,৫৫০-৩,২৫০্; Hotel Asian International (Ph : 23321216), Janpath Lane, ND-1 ১১০০-১,৭০০; Hotel Bhagirath Palace (Ph: 2236223), Chandni Chowk, ND-6 ২৫০-৫০০; Hotel Bright (Ph : 23320444)M-85/87, Connaught Circus, ND-1 ৫৫০-১,৭৫০; Hotel Broadway (Ph : 23273821) 4/15A, Asaf Ali Rd., ND-2, ৮৫০০-১৪,৫০০; Hotel Diplomat (Ph : 23010204) 9, Sardar Patel Marg ,ND-1

৭৫০-১,২০০; Hotel Flora (Ph : 23273634) Dayanand Rd., Dariyaganj, ND-2 ৪৫০ ৯০০; Hotel Gautam Deluxe (Ph . 25729162), 2015, D. B. Gupta Rd., Karolbagh, ND-5 ৫৫০-১,২৫০; Hotel Host Inn (Ph : 23310431) F-33, Connaught Place, ND-1 ৯৫০-১৩৫০; Hotel Hyatt Regency Delhi (Ph 26881234) Ring Rd, ND-66 ৯,২৫০-১৫,২৫০; Hotel Imperial (Ph 23325332), Janpath, ND-1 ৫,৫০০-১৪,০০০, Hotel Marina (Ph . 23324658) G-59, Connaught Circus, ND-1 ২৫০০-৫৬০০; Hotel Natraj Chitra Gupta Rd., ND-55 ৩২৫-৬২৫; Hotel Oasis (Ph: 27246869) HD-8, Pitam Puna, ND-34 ৭৫০-১০৫০, Hotel Palace Heights (Ph . 23321419) D-Block, Connaught Circus, ND-1 ৩৫০-৮৫০; Hotel Park View (Ph : 22511483) ৩২৫-৬০০; Hotel President (Ph : 23277836) 4/23-B, Asaf Ali Rd, ND-2 ৫৫০-৮৫০; Hotel Rajdoot Pvt Ltd (Ph : 24699583) Mathura Rd, ND-14 ১,৪৫০-২,৬৫০; Hotel Rajhans (Ph : 26810799) Surajkund Tourist Complex, ND-44 ১,৪০০-৩,৭০০; Hotel Regal (Ph · 22526197), S. P. Mukherjee Marg, ৩৫০-৮৫০; Hotel Samrat 20-B Chanakyapuri, ND-21 ২,৭৫০-১২,০০০; Hotel Satkar R-2, Green Park, ND-16 ৩২৫-৬০০; Hotel Sobti (Ph· 25729035) 2397-98, H. Singh Rd, ND-5 ৭৫০-১১০০; Hotel The Nest (Ph· 7526614) 11, Qutab Rd. ,ND-55 ৫৫০-৭৫০, Hotel Tourist 7361, Ramnagar, ND-55 ৫৫০-১,৪৭৫; Hotel Vasant Continental, Vasant Vihar, ND-57 ৫,২০০-১৩,০০০, Hotel Vikram (Ph: 26436451) Ring Rd. ND-24 ১,৩৫০-২,২০০ ; Hotel Wood Inn (Ph: 25439136) 8, L.S.C Furniture Block, ND-15 ৩৫০-৬০০; Kabeer (Ph: 27523656) 3/4 Arakshan Rd., Nd-55 ৫৫০-১১৫০; Le Meridien (Ph. 23710101) Janpath, ND-1 ৭,৮০০-১৪,০০০, Manor Hotel (Ph: 26832511) 77, Friends Colony, Nd-65 ৪,২০০-৮,৫০০; New Forntier Hotel (Ph 22527332), S P. Mukerjee Marg, Nd-6 ৪৫০-৬৫০; Nirula's Hotel (Ph : 23322419), Connaught Circus, ND-1 ১,৩৫০-২,৭০০; Punjab Hotel (Ph: 22525045), Fatehpuri, Nd-6 ২৫০-৩৫০; Sartaz Hotel, A-3, Green Park, ND-16 ৯৫০-১৬৫০; Sheila Hotel (Ph· 27516735) 9, Qutab Rd-55 ৩২৫-৬৭৫; Sodhi Lodge (Ph . 26432381) E-2, East of Kailash, Nd-55 ৮৫০-১১০০; South Indian Hotel (Ph. 25717126) 10212, A Khan Rd. ND-55 ৪৫০-৭৫০; Tera Hotel (Ph · 22521467) 2802, Bara Bazar, ND-6 ৪৫০-৬৫০; The Claridges (Ph: 3010211) 12, Aurangzeb Rd, Nd-11 ৪,২০০-৯,৪০০; The Connaught 37, Bhagat Singh Marg, ND-1 ২,৫০০-৩,৫০০; The Hans Plaza (Ph· 23316868) 15, Barkhamba Rd., ND-1 ৩,৪৫০-৮,৫০০; The Oberoi (Ph · 24363030) Dr. Zakir Hussain Marg, ND-3 ২,১০০-১৯,০০০; The Oberoi Maidens (Ph 22525464) 7, Shah, N Marg., ND-54 ১,৯৫০-২,৮০০; Vivek Hotel 1534-50, Main Bazar, ND-55 ২৫০-৪০০; York Hotel (Ph: 23323769) K-10, 11, Connaught Circus, ND-1 ৯৫০-১,৬০০ ; Taj Mahal Hotel (Ph: 23016162) No.1, Mansingh Rd, ND-11, ১০,৫০০-২৬,০০০, Welcom Group Maurya Sheraton (Ph . 23010101) Diplomatic Enclave, ND-21 ১১,০০০-৩২,০০০; Hotel Siddharth (Ph : 25712501) 5, Rajendra Place, ND-8 ৫,০০০-৯,০০০।

এছাড়াও নানান হোটেল রয়েছে এখানে। **বাঙালির হোটেল**— কাশ্মীরী গেটে মিনার্ভা সিনেমার কাছে Sarojini Lodge ; 3355 সরস্বতী মার্গে Mohan Lodge ; গোল মার্কেটে 13 ভগৎ সিং মার্গে Basu Boarding House; করোলবাগে বঙ্গীয় সংসদ (Ph: 25781975); 26/3904 বেগমপুরায় Calcutta Lodge; দেবনগরে 24/B-8 ডি বি গুপ্তা রোডে Santiniketan GH (Ph: 25732022); B-325 চিত্তরঞ্জন পার্কে Bengali GH. ইত্যাদি।

দিল্লি গেটের কাছে জওহরলাল গার্ডেনের Tourist Camp (Ph : 23272890)-এ ৭৫-১৯০ মধ্যে ঘর পাওয়া যায়, আর আছে তাঁবু ফেলে থাকার ব্যবস্থা ৪৫। কাশ্মীরি গেটে ইন্টার-স্টেট বাস টার্মিনাসের বিপরীতে কুদসিয়া গার্ডেনেও আছে Tourist Camp (Ph : 22523121)। এদের ঘর মেলে ৯০-২৭৫ মধ্যে। আর তাঁবু ফেলার জন্য ৪৫। জংপুরার 7 লিঙ্ক রোডে আছে Tourist Holiday Home (Ph : 2618797); 1 দরিয়াগঞ্জে শুধুমাত্র নিরামিষভোজীদের জন্য আছে Hotel Shakahari (Ph · 2273537); বাগ দেওয়ারে Standard Hotel (Ph : 2220749); কুতব রোডে Star Hotel; রামনগরে আছে Tourist Hotel; লাজপত নগরে Hotel Vikram (Ph : 2625669); চাণক্যপুরীতে সার্কুলার রোডে Viswa Yuvak Kendra (Ph : 2373631); Youth Hostel আছে চাণক্যপুরীর 5 ন্যায় মার্গে; YMCA, YWCA আছে অশোক রোডে; YMCA TH আছে জয়সিং রোডে এবং পার্লামেন্ট স্ট্রিটে আছে YWCA International GH (Ph : 2311989)। এছাড়া Youth Hostel আছে (রিজা: Warden, New Delhi International Youth Hostel, 5 Nyay Marg, Chankyapuri, New Delhi-110021, Ph : 26116285), শয্যাপ্রতি ৪৫। ITDC অফিসে (88 জনপথ রোডে) খোঁজ নিন Paying Guest Establishment-এর জন্য (Ph : 2470579)।



ধরমশালা . বাঙালির ধরমশালা তথা আবাস তীর্থ তো কালীবাড়ি। মন্দির মার্গে এখানে বাঙালিরা স্থান পেয়েই থাকেন। এখানে 4 শয্যার 32টি ঘর আছে আর 20-25 জন থাকতে পারে এরকম হলঘর রয়েছে। DB ১৫০-৩০০ Family Room ৩০০ ডর্মি ৩০ মাথাপিছু। রিজার্ভেশনের জন্য দেড় মাস আগে এখানে চিঠি লিখুন—The Secretary, Kali Bari, Mandir Marg, New Delhi-110001 (Ph : 26416924, 3962, 3830)। নিউ দিল্লি স্টেশনে নেমে মালপত্র বেশি না থাকলে ১১০নং বাস ধরে গোলমার্কেট স্টপে নেমে হেঁটেই চলে আসুন এখানে। যদি দিল্লি জংশন স্টেশনে নেমে থাকেন তবে তিশ হাজারিতে যে কালীবাড়ি আছে তাতেও খোঁজ নিন। এছাড়া চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়ি অঞ্চলে কালীমন্দির সোসাইটির যাত্রীনিবাস বালানন্দ তীর্থাশ্রমে থাকা ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে ৪৫-২২৫ মধ্যে। থাকার জন্য মাসখানেক আগে লিখুন —Rakhal Chowdhury/ Dhrubaranjan Dasgupta, CR Park Kalimandir Society, CR Park, New Delhi 1100019, (Ph : 6416924)। কলকাতায় যোগাযোগ Mohanananda Trust, 38 Elgin Rd, Kolkata-20, (Ph: 22473422)। সম্প্রতি Writers' Building-এর অনুমতি-সাপেক্ষে 3 হেইলি রোডে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্গভবন তৈরি হয়েছে, তবে তা সর্বসাধারণের জন্যে নয়। **প্রবাসী বাঙালিদের** জন্য আছে করোলবাগে বঙ্গীয় সংসদ সদন (রিজা : 7A/35, Western Extension Area, Karolbagh, New Delhi 110005, Ph : 25781975)।

চৌরিবাজারে চরখাওয়ালিয়ানে আছে Bhalonal Dharmasala, পাঁচকুইন রোডে রামকৃষ্ণ মিশনের পিছনে আছে Bhupinder Hall, তেলিওয়াড়াতে আছে বৌদ্ধদের আবাস Buddhist Pilgrimage Centre, চাঁদনি চকে ঝরনার পাশে Gurdwara Sisganj, তেলিওয়াড়াতে Jabban Dharmasala, ফতেপুরীতে 1-3 বাগ দেওয়ারে Ladhi Prasad Dharmasala, নিউ দিল্লি রেল স্টেশনের সামনে মেয়েদের Lady Hardinge Sarai, মন্দির মার্গে Lakshmi Narayan Temple Dharmasala, নয়া সড়কে Lakshmi Dharmasala, এখানেই Marwari Panchayet Dharmasala ইত্যাদি।

এছাড়া ভাল মাঝারি **রেস্টুরেন্ট** বহু আছে দিল্লিতে। 56 জনপথে Alps-এ বসে খান WIVC (A/C), *এখানেই Lagun-তে WIVCF A/C; **চাণক্যপুরীতে ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভে** Ashoka Hotel & Restaurant-এ WIV (A/C),কনট প্লেসে (10/D) Embassy-তে WIV (A/C); D-ব্লকে Palace Height-এ WIV (A/C), 15-E-তে United Coffee House-এ WIVC (A/C), 16-B-এর Volga-তে WIVC (A/C); A-ব্লকে Wenger's (A/C); 14 সিন্ধিয়া বিল্ডিং-এ Gaylord-এ WIVCT (A/C); এখানেই 7নং-এ Kwality-তে WIVCT; **কনট সার্কাসে** 1-90-তে Golden Dragon-এ CVL-LI-ব্লকে Gufa-তে,(A/C); নিরুলা হোটেল La Bhoeme-তে WI(A/C); রিভোলি সিনেমার সামনে Mikado-তে WCJI (A/C); 54-G-তে Tivoli-WIEC(A/C); 16-B-এ Volga-তে WIVC (A/C); K-ব্লকে York's তে WIVC (A/C); করোলবাগে আর্য সমাজ রোডে Kapri-তে WIVT; **কাশ্মীরী গেটে** Khyber-এ

ITCh.(A/C); রিজ সিনেমার কাছে Rio Espresso Coffee Bar-এ IVM; সিন্ধিয়া হাউসের উলটোদিকে Milk Bar-এ MICFs, **দরিয়াগঞ্জে** Motimahal-এ IT (A/C); Sindhi Restaurant-এ IVT, চাঁদনি চকে Vig-এ IV Bs ইত্যাদি।

★W = পাশ্চাত্য, I = ভারতীয়, V = শাকাহারী, C = চাইনিজ, T = তন্দুরি, L = লঘুসংগীত সমেত, Ch = মুরগি, F = ফরাসি, M = দুধ, Ic = আইস ক্রিম, Fs = মাছ, M = মোগলাই, Es = এসপ্রেসো কফি, B = বাঙালি খাবার।

কী দেখবেন এখানে : দিল্লিতে দেখার মত জায়গার সংখ্যা কিছু না হলেও বার-তেরশ। কোনো পর্যটকের পক্ষে সব জিনিস একবার মাত্র বেড়াতে গিয়ে দেখা সম্ভব নয়। তবে দেখব বলে কেউ যদি এক বছর থেকে যান, তিনি তো পর্যটক হবেন না, হবেন গবেষক অথবা সমীক্ষক অথবা গাইড। তাই আমরা উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির বিষয়েই আলোচনা করছি। তা বলে অন্যগুলিকে 'দিল্লি কা লাড্ডু' ভাববেন না।

কুতুবমিনার

নয়া দিল্লি স্টেশন থেকে প্রায় 17 কিমি দূরের কুতবমিনার দিয়েই আমাদের দিল্লি দর্শন শুরু হোক। প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের মতই গুরুত্ব এই মিনারের, প্রায় 800 বছরের পুরনো। মেহেরৌলির কাছে কিলা রায় পিথোরায় স্থাপিত এই মিনারটি, কেউ বলেন মহারাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান নির্মাণ করেছিলেন যাতে এর উপরে উঠে তাঁর পত্নী যমুনা নদী দেখতে পান। সে যাই হোক প্রায় 27টি হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর হিন্দু শিল্পীদের দিয়ে কুতবুদ্দীন আইবক (1192-1210) যে মসজিদ নির্মাণ করেন তার পাশে 1199-এ তিনি এই মিনার নতুন করে তৈরি করাতে আরম্ভ করেন। তিনি এর দোতলা পর্যন্ত করান, পরের দুটি তলা সম্পূর্ণ করেন তাঁর জামাই ইলতুৎমিস, সবশেষের টানটি দেন ফিরোজ শাহ তুঘলক 1370-এ আরো 3 মিটার যোগ করে।

72 মিটার (234 ফুট) উঁচু এই মিনারের নীচের অংশ চক্রাকার— সেখানের ব্যাস 14 মিটার (47 ফুট)— ক্রমশ সরু হয়ে গিয়ে শেষে ব্যাস দাঁড়িয়েছে 3 মিটার। এর মাথায় একটি 13 ফুট উঁচু গম্বুজ ছিল—1803-এর ভূমিকম্পে সেটি ভেঙে পড়ে। এক ইংরেজ স্থপতি সেটি পুনঃস্থাপন করেন। কিন্তু 1829-এ তৎকালীন গভর্নর জেনারেলের আদেশে এটিকে সরিয়ে নেওয়া হয়, সেটিকে এখন দেখতে পাবেন কুতব উদ্যানের নীচে মাটিতে রাখা আছে। 5টি তলের প্রত্যেকটিতে একটি করে অলিন্দ আছে— ব্র্যাকেট দিয়ে ধরা। মিনারের গায়ে এর নির্মাণের ইতিহাস এবং কোরানের বাণী অলংকৃত অক্ষরে খোদিত আছে। ভারতের প্রাচীনতম মুসলমান স্থাপত্যের নিদর্শন হিসাবে কুতব শ্রেষ্ঠ। পাশেই লৌহমিনার। জনশ্রুতি যে এটিকে কেউ দুহাত পিছনে রেখে জড়িয়ে ধরতে পারলে তিনিও দিল্লির রাজা হতে পারবেন। 1947 এর পর এ স্বপ্ন বৃথা। তবুও যদি প্রধানমন্ত্রিত্ব অন্তত পাওয়া যায় সেজন্যে চেষ্টা করতে ত্রুটি না করাই উচিত।

কুতবমিনারের নীচের তিনতলা লাল বেলেপাথরে আর উপরের দুটি তলা মার্বেল আর বেলেপাথরে তৈরি দেখে উৎসাহিত হন। ভিতরে রয়েছে 376 ধাপের ঘোরানো সিঁড়ি — তাই দিয়ে একেবারে শেষ পর্যন্ত ওঠা যায়। সম্প্রতি একটি দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার কারণে ওপরে ওঠা নিষেধ হয়েছে। অনুমতি নিয়ে তবুও প্রথম তলা পর্যন্ত ওঠা যায়। একটি RH আছে থাকার জন্যে।

কুয়াৎ-উল-ইসলাম মসজিদ . পৃথ্বীরাজ চৌহান নির্মিত হিন্দুমন্দির বিষ্ণুলাটকে জোর করে এই মসজিদে রূপান্তরিত করেন মুসলমান অভিযানকারীরা। তাই এটি ভারতের প্রথম মসজিদগুলির অন্যতম। এমনি 27টি হিন্দু মন্দিরের উপর এই মসজিদ স্থাপনার কাজ শুরু করেন কুতবুদ্দীন আইবক 1193-এ, পরিবর্ধন করেন জামাতা ইলতুৎমিস। এর স্থাপত্য অতুলনীয়। পশ্চিম দিকে 124 মিটার (400 ফুট) জুড়ে তিনটি বড় এবং আটটি সুন্দর খিলান রয়েছে। তাতে অনুপম ঝরোখার কাজ। কিন্তু কোরানের বাণী আর ফুল-লতাপাতার আস্তর যেখানেই ঝরে পড়েছে, বিশেষ করে পিছনের দিকে, সেখানেই হিন্দুমন্দিরের 9-10 শতকের শিল্পকর্ম উন্মোচিত হয়ে গেছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের বিকৃত মূর্তি প্রায়ই লক্ষ করতে পারবেন আধুনিক পর্যটক।

এর চত্বরে, কুতবমিনারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই 47.5 মিটার (24 ফুট) উঁচু প্রবাদের **লৌহ স্তম্ভটি**। বহু শতক পার হয়ে গেছে, তবু এর গায়ে জং এতটুকু স্পর্শ করতে পারেনি। 5 শতকে মহারাজা চন্দ্র বর্মন বিষ্ণুর উদ্দেশে এটিকে স্থাপন করেছিলেন, তবে বর্তমান স্থানটিতে তাঁর নতুন নগর দুর্গে এটি প্রতিষ্ঠা করেন 11 শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাজপুত প্রধান অনঙ্গপাল তোমর। নীচে

এর ব্যাস 24 সেমি (16.4 ইঞ্চি) ও চূড়ায় 5 সেমি (12.5 ইঞ্চি)। মাটির প্রায় 1 মিটার (3 ফুট) নীচে এটিকে লোহার শিক দিয়ে আর পাথর দিয়ে পোঁতা আছে বহুশতক ধরে ওর উপর দিয়ে কত ঝড়-বৃষ্টি বয়ে গেছে কিন্তু এর গায়ের খোদাই করা লেখাগুলো দেখে মনে হয় এ যেন সদ্য রচিত— এমনই তাজা আর এমনই উজ্জ্বল।

লৌহমিনারের প্রায় 186 মিটার (200 গজ) দূরে, (কুতব থেকে 1 ফার্লং) রয়েছে 32x32 মিটার (17x17 ফুটের) মার্বেল মেঝে আর সমতল ছাদের যে মন্দিরটি, তার নাম **যোগমায়া মন্দির**। একটি মার্বেল বেষ্টনীর মধ্যে এখানে রয়েছে পাত আর কাপড়ে ঢাকা একটি কালো প্রস্তর মূর্তি— ইনিই দেবী যোগমায়া, শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী। জনশ্রুতি যে, ঠিক এই স্থানটিতে মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠির। অবশ্য বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করেছেন লালা সেদমল 1877-এ।

কুতবমিনারে যাবার পথে মসজিদ মঠ-এ এক বিশাল মসজিদ— **মঠ-কা-মসজিদ** দেখতে পাবেন। লোদি শিল্পধারার নিদর্শনবাহক এই মসজিদের ভিতরে রঙের কাজ দেখার মত। এটি নিয়ে একটি গল্পও আছে। একদিন সিকন্দর শাহ লোদি তাঁর এক মন্ত্রীর সঙ্গে খেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একদানা মঠ তুলে নিয়ে মন্ত্রীকে দিয়ে বললে, 'কাজে লাগিও'। মন্ত্রী সেটি পুঁতে দিয়ে প্রচুর শস্য পেলেন। আবার চাষ করলেন, পেলেন আরো শস্য। এমনি করে অনেক ধনের অধিকারী হয়ে তিনি এই মসজিদ তৈরি করিয়েছিলেন।

মেহেরৌলি

কুতব-এর গা-লাগাও একটি ছোট্ট গ্রাম মেহেরৌলি। প্রতি বছর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে এখানে পুষ্পবিক্রেতাদের এক দারুণ মেলা— ফুলওয়ালোঁ-কি-সায়েব বসে। চারপাশে নানা ধ্বংস চিহ্ন, তার মাঝে আমবাগান, তাকে ঘিরে হ্রদ এবং ঢালু ঝরনার মাঝে এই ফুলের মেলা যে কী সুন্দর তা যদি লিখে বোঝাতে পারতাম! এর পাশেই খাজা বখতিয়ার কাকির সমাধি, আদম খানের কবর এবং যোগমায়া মন্দির।

আদম খানের কবরটি দেখলেই বুঝতে পারবেন— অষ্টকোণাকৃতি। ইনি ছিলেন আকবরের পালিত ভ্রাতা ও সেনাপতি। সেনাপতির মৃত্যুর পর আকবরই এই সুন্দর সমাধিমন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। এখন এটি সরকারি বিশ্রামভবন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর অন্য একটি নাম **ভুলভুলাইয়া**— কারণ এর গঠনপ্রণালী অনেকটা গোলকধাঁধার মত। একদা নাকি এর সঙ্গে সুড়ঙ্গপথে লালকেল্লার সংযোগ ছিল। প্রতি বছর মার্চ-এপ্রিলে এখানে আরো একটি উৎসব হয় খ্রিস্টানদের। দিল্লির সমস্ত খ্রিস্টানরা শোভাযাত্রা করে প্রায় 12 কিমি পথ পরিক্রমা করে খ্রিস্টমন্ত্র জপ করতে করতে এসে এখানের **সেন্ট জন চার্চ**-এ সমবেত হন ও উপাসনা করেন।

কুতব থেকে 6 কিমি পশ্চিমে গেলে মালকাপুর গ্রামে আছে **সুলতান ঘুরির কবর**। লাল বেলেপাথর, মার্বেল ও পোড়া ইটের এই কবরটি 3 মিটার (10 ফুট) উঁচু একটা মেঝেতে প্রতিষ্ঠিত ও 1231-এ নির্মিত। একটু দূরে আছে 1387-তে নির্মিত বেগমপুর গ্রামে **বেগমপুরী মসজিদ**, আর **বিজয়মণ্ডল**। দেখে আসতে পারেন পালামের পথে গিয়ে ইলতুৎমিসের সন্তান **মাসুদের কবরটি**ও। এতে লক্ষ্য করবেন হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যের আশ্চর্য সমন্বয়।

তুঘলকাবাদের খুব দূরে নয়, তবে দিল্লি থেকে 17 কিমি দূরে গিয়ে চলুন দেখে আসি তোমর রাজপুত রাজা সূরয পালের তৈরি **সূরয কুণ্ডটি**। 686 খ্রিস্টাব্দে তৈরি এই কুণ্ডটি প্রায় 6 একর জায়গা জুড়ে আর 31 মিটার (100 ফুট) গভীরতা নিয়ে দিল্লির প্রয়োজনীয় সব জল সরবরাহ করত। দুর্ভাগ্য, এটিতে জল নেই। সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে। সূর্যমন্দিরটি বেঁচে গেছে কালের গ্রাস থেকে। আর চারপাশে পাথরের যে চত্বর তৈরি হয়েছিল— এখন সেখানে পিকনিকের আসর বসে হামেশাই। মে-জুন মাসে চারপাশে যখন ফুলের বনে রঙ লাগে, সে সময়ে মেলাও বসে। আসবেন নাকি সে সময়ে?

তুঘলকাবাদের কথাই যখন উঠল তখন চলুন ঘুরে আসি তুঘলকাবাদ দুর্গে। কুতব থেকে 7 কিমির একটু বেশি পূর্ব দিকে এগোলেই এই শহর। এটি মুসলিম সাম্রাজ্যের তৃতীয় রাজধানী, 1321-23 এর মধ্যে তৈরি করেছিলেন গিয়াসউদ্দীন তুঘলক। আসলে এটি একটি দুর্গ। এর 15টি তোরণ আর পাথরে তৈরি 25 মিটার (80 ফুট) গভীর 7টি জলাশয় ছিল। বিশাল দুর্গের মধ্যে রাজপ্রাসাদ ছিল, ছিল জামা মসজিদ, বুরজ মিনার এবং আরো যুদ্ধের উপযোগী বিশাল পাঁচিল। তার ওপরে এক একটি বিশাল পাথর— ওজন যাদের ছিল প্রত্যেকটার 6 টন করে। বেলেপাথর ও মার্বেল দিয়ে তৈরি এই দুর্গটি তৈরি করতে 2 বছর লেগেছিল কিন্তু 7 বছরের বেশি টিঁকে থাকেনি। জনশ্রুতি যে, পীর নিজামউদ্দীন চিস্তিকে চটিয়েছিলেন সম্রাট, তাঁরই অভিশাপে দুর্গটির এমন দ্রুত ধ্বংস পরিণাম নেমে আসে।

এই তুঘলকাবাদ দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যে

আদিলাবাদ দুর্গটি আছে, সেটিও তৈরি করেছিলেন মুহম্মদ তুঘলক 1321-54 মধ্যে। ছোট্ট এই দুর্গটি এখনো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়নি যদিও চারপাশে নানা ধ্বংসের চিহ্ন বর্তমান। সম্রাট একদা 'আদিল' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন বলে দুর্গের এই নাম । বদরপুর রোড পার হয়ে তুঘলকাবাদের বিপরীত দিকে দেখতে পাবেন পাথরের বুকে মর্মর-খচিত গিয়াসউদ্দীনের বিশাল সমাধিস্থলটি। সামনেই একটি কৃত্রিম হ্রদ এবং চারপাশে সচিত্র দুর্গপ্রাকার। তবে মার্বেল পাথর যে কত উজ্জ্বল এবং মসৃণ হতে পারে তা দেখে অবাক হবেন এখানে।

কুতবমিনার আর বিমানবন্দরের মাঝখানে মেহেরৌলি রোডের উপর দিয়ে যখন যাবেন তখন আহমদ শাহ-র প্রধানমন্ত্রী **সফদরজঙ্-এর কবরটি** অবশ্য দেখে নেবেন। 1753 য় এই কবরটি পিতা মির্জা মুকিম আবুল মনসুর সফদরজঙ্-এর স্মৃতিতে তৈরি করেন পুত্র নবাব সুজা-উ-দৌলা। এর মাঝখানের হলটির পাশে 4টি আটকোণা ও 4টি বর্গাকৃতি ঘর উঁচু কন্দাকার হরিণ-রঙা গম্বুজটিকে ধরে রেখেছে। এর চারকোণে মার্বেল দিয়ে খচিত 4টি আজান-মিনার রয়েছে। এগুলিতে মোগল স্থাপত্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। এর কাছেই রয়েছে লোদি স্থাপত্যের নমুনাসহ **সিকন্দর শাহ লোদির কবরটি**। তাঁর পুত্র ইব্রাহিম লোদি এটি 1518-য় নির্মাণ করেন। অষ্টকোণাকৃতি এই আকর্ষণীয় সমাধিগৃহটিতে 17 মিটার (54 ফুট) উঁচু একটি গম্বুজ আছে। সেটিতে নানা রঙের মার্বেলটালির বৈচিত্র্য দেখে চোখ ফেরাতে পারবেন না।

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির : চলুন, এবার সম্প্রতিকালে নির্মিত একটি হিন্দুমন্দির দেখে আসি নিউ দিল্লির রিং রোডে। যদিও মন্দিরটির নাম লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির কিন্তু লোকে জানে বিড়লা মন্দির হিসেবেই। 1938-এ এটি তৈরি করেন রাজা ঘনশ্যামদাস বিড়লা। মন্দিরে লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর মূর্তি ছাড়া আরো অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আছে। মন্দিরটি তিনটি ভাগে নির্মিত। মাঝের মণ্ডপটি একটি উঁচু বেদির উপর স্থাপিত। ডানদিকের মণ্ডপটি **গীতা ভবন** এবং বাঁদিকেরটি একটি বুদ্ধমন্দির। অবশ্য মাঝের মন্দিরটি সবচেয়ে জাঁকালো—এখানে আছেন মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণকে রেখে ডানদিকে শিব এবং বাঁদিকে পার্বতী। দেওয়ালে এবং উপরতলার গ্যালারিটি অসংখ্য চিত্রে সুশোভিত। হিন্দুধর্মের সারাৎসার এখানে লভ্য। গীতা ভবনে দেখতে পাবেন মর্মরনির্মিত একটি গোলকের উপর ভগবান কৃষ্ণের পূর্ণাবয়ব মূর্তি— তার নীচে যা লেখা আছে তার মর্মার্থ— 'ঈশ্বর একজনই, কেবল পূজাপদ্ধতিগুলি আলাদা।'

কালীবাড়ি : এই মন্দিরেরই পাশে রয়েছে বাঙালির অবশ্য-দ্রষ্টব্য কালীবাড়ি। কালীবাড়ি বাঙালির আশ্রয়স্থলও। এখানের পরিবেশটি এমনই যে শুধু মন্দির চত্বরে বসে থাকলেও ভালো লাগে। কালীবাড়িতে একটি সুন্দর লাইব্রেরি আছে। লাইব্রেরিতে বাংলা বইয়ের সংগ্রহ প্রায় 20,000। এছাড়া সমস্ত **বাংলা সংবাদপত্র** এখানে রাখা হয়। কালীপুজো ছাড়াও এখানে দুর্গা, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা ও সরস্বতী পুজো হয়।

ইন্ডিয়া গেট : চলুন, এবারে দেশের কথা একটু ভাবি। চলে যাই দিল্লি তথা ভারতের গর্ব ইন্ডিয়া গেটে। কিংস্ রোডের পূর্ব প্রান্তে শহরের কেন্দ্র থেকে 2.4 কিমি দূরে বেলজিয়ামের মেনিন গেটের মত যুদ্ধ-স্মারক এই তোরণটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত ভারতীয় যোদ্ধাদের (সংখ্যায় প্রায় 90 হাজার) স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে নির্মিত। প্রায় 40 মিটার (130 ফুট) উঁচু এই তোরণের পাশে 4টি অনির্বাণ শিখা --অমর জ্যোতি, নিত্য উজ্জ্বল হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে চলেছে প্রতিক্ষণ। এর দুপাশে খাল কেটে হ্রদের মত তৈরি করে মহাকরণ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাতে রঙিন আলোর প্রক্ষেপণে এর ঝরনাগুলি এক স্বপ্নলোক নির্মাণ করে। উঁচু খিলান আরো গম্ভীর ও গভীর মনে হয়। এখানে নৌকো বাওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

যন্তরমন্তর : এ এক পরমাশ্চর্য অদ্ভুত-দর্শন প্রাসাদ। এটি 1724-এ তৈরি করেছিলেন জয়পুরের নক্ষত্রবিদ রাজা জয়সিংহ। নয়া দিল্লির কনট সার্কাসের গা-লাগাও পার্লামেন্ট স্ট্রিটে অবস্থিত এই মানমন্দিরে 6 টি বিশাল যন্ত্র দিয়ে সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রদের গতিবিধি লক্ষ করা হত সেই কতদিন আগে থেকে। এর অক্ষ-ঘড়ি, নক্ষত্রের আরোহণ-অবরোহণ মাপক যন্ত্র, গোলঘর, বিশাল সূর্যঘড়ি সব দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। 21 মার্চ তারিখে মহাবিষুব তিথিতে (কেবলমাত্র এদিনে) কেমন করে সূর্যরশ্মি এসে পড়ে এর গোলাকৃতি ঘরের একটি ছিদ্র দিয়ে, তাও দেখার মত। জয়পুরের পর উল্লেখযোগ্য এই মানমন্দিরটি ভোর থেকে রাত্রি 10 টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

ফিরোজ শা কোটলা : খেলা ভালবাসেন এমন লোকের কাছে এই নামটি খুব পরিচিত হলেও কেন এই মাঠের এমন নাম অনেকেই জানেন না। এখন খেলার মাঠ, কিন্তু এখানেই ফিরোজাবাদ নাম দিয়ে ফিরোজ শাহ তুঘলক আধুনিক দিল্লির চেয়েও এক বিশাল নগরী নির্মাণ করেন, রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনো দেখা যায়। পুরনো দিল্লির দক্ষিণ গেটের কাছে এই উপনগরীর অশোক প্রস্তর স্তম্ভ, একটি মসজিদ, একটি বাওলি বা পুকুর ছাড়া

এই বিশাল ঐতিহাসিক নগরের উত্তর প্রাকারের কাছের উজিরের ঘর, জেনানামহল, দেওয়ান-ই-খাস্— সবই এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। মথুরা রোডের এই কোটলা ফিরোজ শাহ 1354-য নির্মিত হয়েছিল 9 মিটার (30 ফুট) উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে। এখানেই কলেজের কাছে রয়েছে ফিরোজের কবর। এখানের অশোক স্তম্ভটির একটা ইতিহাস আছে। স্তম্ভটি হালকা কমলা বেলেপাথরে তৈরি। দারুণ মসৃণ। এর গায়ে লেখা আছে সম্রাট অশোকের পালি ভাষায় খোদিত 7টি অনুশাসন (250 খ্রি: পূ:)। এটি 13 মিটার (42 ফুট 7 ইঞ্চি) উঁচু। নীচের ও উপরের ঘের যথাক্রমে 1 মিটার (38.8 ইঞ্চি) এবং 0.6 মিটার (25.3 ইঞ্চি)। আগে এটি আম্বালা জেলার টোপরা গ্রামে ছিল। ফিরোজ শাহ এটিকে তাঁর ফিরোজাবাদে নিয়ে আসেন। মিউটিনি মেমোরিয়ালের কাছে ফিরোজ শাহ আরো স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন মীরাট থেকে এনে। 1857-র স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এটি পাঁচ টুকরো করে ভেঙে দেওয়া হয়। সেগুলি জোড়া দিয়ে 1867-তে আবার নতুন করা হয়। এখনো সেই রকমটি দেখতে পাবেন।

ডলস মিউজিয়াম : বাহাদুর শাহ জাফর মার্গে অবস্থিত এই আন্তর্জাতিক পুতুল সংগ্রহালয়টিতে আপনি দেখতে পাবেন সারা পৃথিবী থেকে আনা প্রায় 5,000 নানান ধরনের পুতুলের সংগ্রহ। এধরনের ছোট একটি মিউজিয়াম আপনি হয়ত কলকাতার নেহরু চিলড্রেনস মিউজিয়ামে দেখে থাকবেন। সোমবার বন্ধ, অন্যদিন খোলা 10.00-18.00।

রাজঘাট : দিল্লি গেটের বাইরে ফিরোজ শা কোটলার কাছে যমুনার পারে রিং রোডে মহাত্মা গান্ধির মরদেহ ভস্মীভূত হয় 31 জানুয়ারি 1948। খুব সাদাসিধে এই সমাধি বেদি—ঠিক মানুষটিরই মত। এই সমাধিস্তম্ভে একই সঙ্গে জাতীয় আশা এবং আধ্যাত্মিকতা রূপ পরিগ্রহ করেছে। চারপাশে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এক মনোরম বাগিচার মধ্যে দেশ-বিদেশের মানুষ এসে বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন অথবা বিদেশাগত চারাগাছ রোপণ করে এই শান্তির দূতকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে পরিতৃপ্ত হন। অহিংসার এই পুণ্যবেদিটি এক আন্তর্জাতিক স্মরণক্ষেত্র।

এর প্রায় 100 গজ দক্ষিণ-পশ্চিমে জওহরলাল নেহরু মার্গে রয়েছে **গান্ধি স্মারক সংগ্রহশালা** বা Gandhi Memorial Museum-টি। গান্ধিজির জীবন এখানে প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠেছে। 1961-তে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ এটির দ্বারোদঘাটন করেন। মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের স্বরূপটিও এখানে উদ্‌ঘাটিত। চাবতলা হলদে রঙের এই বাড়িটির নীচের তলায় রয়েছে পৃথিবীর বহুভাষায় রচিত গান্ধি সাহিত্যের প্রায় 15,000 পুস্তকের গ্রন্থাগার। আরো আছে গান্ধিজির রচনার ফোটোস্ট্যাট ও মাইক্রোফিল্মের সংগ্রহ। এখানেই 100 জনের বসার মত একটি প্রেক্ষাগৃহও আছে। প্রতি রবিবার বিকেলে এখানে গান্ধিজির জীবন ও শিক্ষাভিত্তিক তথ্য-চিত্র দেখানো হয়।

অট্টালিকার দক্ষিণ দিকে সংরক্ষিত রয়েছে গান্ধিজির ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের সংগ্রহ— তাঁর চপ্পল, জেলের বাসনপত্র ও ছুরি, চরকা, রাজকোটে 21 দিন অনশনের পর যে গেলাসে ফলের রস খেয়ে অনশন ভঙ্গ করেন — সেই গেলাসটি, আইন অমান্যকালে যে লাঠিটি নিয়ে তিনি হাঁটতেন সেটি, নোয়াখালিতে মাথায় পরতেন যে টুপিটি, ব্যবহৃত বইপত্র সব। আছে শেষের দিনের রক্তমাখা জামাটি, দেখে স্থির থাকা মুশকিল। বাঁদিকের অংশটিতে আছে আলোকচিত্রের প্রদর্শনীটি। দক্ষিণ আফ্রিকা, সবরমতী, সেবাগ্রামের আশ্রম, পোরবন্দরের বাড়ির মডেল রাখা আছে। বিশ্বের সেরা শিল্পীদের আঁকা ছবিও আছে। আছে 12 এপ্রিল 1913-তে গান্ধিজিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের মূল চিঠি Give me the Supreme faith of love, this is my prayer, the faith of life in death, of victory, in defeat, of the power hidden in the frailness of beauty, of the dignity of pain that accepts hurt but disdains to return it. এক মহৎ মহামানবের প্রতি এক মহত্তম কবির এই বাণী পড়ে আপনিও অবশ্যই শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়বেন।

যাঁরা গান্ধিজির হত্যাস্থলটি দেখতে চান তাঁদের যেতে হবে 5, তিশ জানুয়ারি মার্গে **বিড়লা হাউসে**। এখানেই 30 জানুয়ারি 1948 নাথুরাম গড়সের বুলেট গান্ধিজির দেহ ভেদ করে গেছিল। এটি একটি জাতীয় স্মারক।

শান্তিবন : রাজঘাটের কাছেই রিং রোডে রয়েছে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর শেষকৃত্যস্থল (1964) শান্তিবন। এর চারপাশের লনে বেড়াতে বেড়াতে হয়ত আপনার মনে জেগে উঠবে গণতন্ত্রের মহান আদর্শ অথবা দেশহিতে আত্মত্যাগের আদর্শ।

জয়ঘাট : শান্তি বনের কাছেই রয়েছে ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর শেষকৃত্যস্থল বিজয়ঘাট। গান্ধিশিষ্য লালবাহাদুর 11 জানুয়ারি, 1966, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের তাশখন্দে মারা যান। পরে শেষকৃত্যের পর এখানে তাঁর সমাধি বেদি নির্মিত হয়।

শক্তিস্থল : রাজ ঘাট আর শান্তি বনের মাঝখানে গড়ে উঠেছে **ইন্দিরা গান্ধীর** স্মৃতিতে শক্তিস্থল। সেও এক পরম বেদনাময় স্মৃতি। বুক ভারী হয়ে ওঠে 31 অক্টোবর 1984-র কথা স্মরণ করলে। 3 দিন পরে এখানে তাঁর নশ্বর ক্ষতবিক্ষত দেহ ভস্মীভূত হয়। অবশ্য **ইন্দিরা স্মারক গৃহটি** রয়েছে তাঁর বাসগৃহ 1 সফদরজঙ্ রোডে। সন্ধে 18.00 পর্যন্ত এটি জনসাধারণের জন্য খোলা থাকে। ঘরগুলি ঠিক আগের অবস্থাতেই রাখা হয়েছে। বাড়তি স্থাপিত হয়েছে আলোকচিত্র প্রদর্শশালা। আততায়ীর গুলি যেখানে তাঁর পাঁজর ভেদ করে গিয়েছিল, সেটি এখন কাঁচের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। অদূরে আর একজন ক্ষণকালীন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংহের শেষকৃত্যস্থল **কিষাণঘাট** যমুনা নদীর তীরে। 31মে 1987, তাঁর শেষকৃত্য এখানে সম্পন্ন হয়।

বীরস্থল : ভারতবর্ষের তরুণতম প্রধানমন্ত্রী **শ্রীরাজীব গান্ধীর** স্মৃতিতে গড়ে তোলা হয়েছে এই বীরস্থল। 21মে 1991 আততায়ীর আক্রমণে মৃত্যু হলে তাঁর নশ্বর দেহ এখানেই ভস্মীভূত হয়।

লালকেল্লা : চলুন, এবার যাই দিল্লির অন্যতম আকর্ষণ **লালকেল্লা** দেখতে। এখন যাকে দিল্লি বলে আমরা জানি, তার বীজ রোপণ করেছিলেন শাজাহান এই লালকেল্লার কাছেই। সেজন্য 1667-তে তিনি শক্তি আর সৌন্দর্যের মিলনভূমি **রেড ফোর্ট** বা লালকেল্লাটি স্থাপন করেন প্রায় 8 বছরের যত্নে। চারপাশ ঘিরেছিলেন 28 মিটার (90 ফুট) উঁচু দেওয়ালে আর 9 মিটার (30 ফুট) গভীর পরিখায়। শত্রুসৈন্যের সাধ্য কি তাকে অতিক্রম করে দুর্গে প্রবেশ করে। অবশ্য 1715-র ভূমিকম্পে এর বড়রকম ক্ষতি হয় আর 1739-এ নাদির শাহের আক্রমণে লুট হয়ে গেল মহামূল্যবান ময়ূর সিংহাসনটি, সেকালেই যেটির মূল্য ছিল 1 কোটি 20 লক্ষ পাউন্ড! আঘাত এল এর উপরে 1759-এ মারাঠি ও 1798-এ রোহিলাদের আক্রমণে। আর 1857-র স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সৈন্য এখানে আশ্রয় নিয়ে নষ্ট করল এর দরবার আর কিছু বাড়ি শুধুমাত্র সৈন্যদের জন্য ছাউনি করার প্রয়োজনে। হয়ত সেই পুরনো জমক আর নেই, তবুও লালকেল্লা না দেখলে আপনার দিল্লি ভ্রমণ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

ঢুকতেই চাঁদনি চকের দিকে প্রধান তোরণ লাহোর গেট। সেটা পার হয়েই **ছত্ত চকের** ঢাকা বাজার— এককালে যেখানে মোগলযুগের নানা দ্রব্যাদি বিক্রয় হত। একটু দূরেই রাজকীয় **নহবতখানা**। একদা এখান থেকে কত বাদ্যধ্বনি, কত ঘোষণাই না হয়েছে। তারপর রয়েছে দর্শকদের **দেওয়ান-ই-আম**— 155x93 মিটার (500x300 ফুট)। লাল বেলেপাথরের স্তম্ভ, 28 মিটার (90 ফুট) শ্বেত মার্বেলের বেদি, সিংহাসনের আটন, ঝরোখা সবই আপনার মধ্যে মধ্যযুগের শিহরণ জাগাবে। এর উত্তরে রয়েছে 32টি রত্নখচিত স্তম্ভযুক্ত **দেওয়ান-ই-খাস** বা অন্দরমহলের দরবার। এখানেই ছিল একদা সেই ঐতিহাসিক ময়ূরাসনটি। বাইরের কাজ সেরে দুপুরে এখানেই সম্রাট বিশ্রাম নিতেন। এর উত্তর দিকের দেওয়াল ঘেঁষে আছে স্নানাগার হামামগুলি। তিনটি ঘরে ঝরে পড়ত সুবাসিত জলের ঝরনা, দিনের বেলায় রঙিন কাচ দিয়ে রঙ ঝরত তার মেঝেতে। এখনো দেখলে বিস্ময় লাগে। এর উলটোদিকে রয়েছে ঔরংজীবের উপাসনা গৃহ **মোতি মসজিদ**। 1 মিটার (3½ ফুট) উঁচু বেদির উপর স্থাপিত 12.5x9 মিটারের (40x30 ফুট) এই মসজিদটি শ্বেতমর্মরে নির্মিত— সামনের চত্বরটি লাল বেলেপাথর দিয়ে ঘেরা। চাঁদের আলোয় মুক্তোর সে এক রুপোলি স্বপ্নের সৌন্দর্য। একটু এগিয়ে **বাগ-ই-হায়াত** — জীবনের উদ্যানে দুই জলাশয় শাওন ও ভাঁদো— দুই বর্ষামাসের প্রতিনিধি। এ দুটির মাঝে রয়েছে **জলমহল**— সরোবরের মাঝখানে— একটা দারুণ সুন্দর প্রাসাদ। এর বিপরীতে রঙ-দবি বা হীরামহল— এখান থেকে সম্রাট নদীর বয়ে যাওয়া দেখতেন। এরপরেই শাহ বুরুজ— অষ্টকোণাকৃতি দোতলা এই গম্বুজ গৃহেই সম্রাট গোপন পরামর্শাদি করতেন।

দেওয়ান-ই খাসের কাছেই রয়েছে **খাসমহল**— সম্রাটের ব্যক্তিগত কক্ষ। এখানের তসবিখানাতে বসে সম্রাট মালা জপ করতেন আর খোয়াবাগে শুয়ে ঘুমোতেন। খোয়াবাগে তিনটি ঘর, দেওয়াল তার রত্নখচিত। তারপরে একে একে দেখুন **সমন বুরুজ**— সম্রাট এখান থেকে সূর্যপ্রণাম করতেন ও প্রজাদের কুর্নিশ গ্রহণ করতেন। রঙমহলের সৌন্দর্য দেখে ভুলতে পারবেন না— বিশেষ করে জানলার কাজগুলি। এখান থেকেই মহিলারা হস্তিযুদ্ধ প্রভৃতি দেখতেন। এখান থেকেই নাকি আগ্রা-লাহোর পর্যন্ত সুড়ঙ্গ ছিল মাটির নীচে এককালে।

দুর্গের মধ্যেই আছে যুদ্ধস্মারক ও দিল্লি মিউজিয়াম। নহবতখানার কাছেই রয়েছে ভারতীয় যুদ্ধ স্মারক সংগ্রহালয়টি। এখানে দেখতে পাবেন মোগল আমলের যুদ্ধাস্ত্র, ছবি, সৈন্যদের ব্যাজ, পুরনো মুদ্রা, মিলিটারি পোশাকআশাক, স্ট্যাম্প, এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত নানা যুদ্ধাস্ত্র ও যন্ত্রপাতি। আর বাদশাহ-বেগমের প্রাসাদে গড়ে উঠেছে দিল্লি মিউজিয়ামটি। এখানে বহু পাণ্ডুলিপি, চীনামাটির বাসনপত্র, পোশাক, তরবারি, মোগল

সম্রাটদের ছবি, মিনিয়েচার পেন্টিং, মুদ্রা (নানা রাজবংশের), কোরান, শাহ্‌নামা ইত্যাদি সংরক্ষিত। এই লাল কেল্লাতেই একদা নানা বিচার হয়েছে— সম্রাট বাহাদুর শাহের, আজাদ হিন্দ ফৌজের, নাথুরাম গডসের। এখান থেকেই 15 আগস্ট 1947 জওহরলালের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ঘোষণা।

এখন এখানে আলো আর শব্দ দিয়ে Son-et-Lumiere-এ মোগল আমল থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসের নানা পর্যায় প্রদর্শিত হচ্ছে। সে এক চমৎকার দৃশ্য। অবশ্য দেখুন ২০ ও ২৫-র টিকিটের বিনিময়ে।

প্রদর্শনীর কাল	ইংরেজি	হিন্দি
1 ফেব্রুয়ারি 30 এপ্রিল	20.20-21.30	18.00-19.00
1 মে 31 আগস্ট	21.00-22.00	18.30-19.30
1 সেপ্টেম্বর 31 অক্টোবর	20.30-21.30	18.00-19.00
1 নভেম্বর 31 জানুয়ারি	19.30-20.30	17.00-18.00

টিকিট কেটে প্রদর্শনীর সময় যাচাই করে নিন।

সেলিমগড় : লাল কেল্লার পশ্চিমে একটু দূরে রয়েছে 1546-এ নির্মিত মোগলদের জেলখানা। এটি তৈরি করেছিলেন শের শাহ সুরির পুত্র সেলিম শাহ। 1621-এ একটি সেতু তৈরি করে জাহাঙ্গির এটিকে লাল কেল্লার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেন। যমুনা অবশ্য অনেকখানি খেয়ে ফেলেছে, তবুও যা আছে তা দেখে মন ভরে যায়।

জুম্মা মসজিদ : প্রায় দশ কোটি টাকা খরচ করে সম্রাট শাহজাহান এটিরও নির্মাণ শেষ করেন 1658-তে। এটিই তাঁর শেষ কীর্তি। আগ্রা দুর্গের মোতি মসজিদের সঙ্গে এর একটা গঠনগত সাদৃশ্য পর্যটক বন্ধু লক্ষ করে থাকবেন। এর পিঁয়াজের মত গম্বুজ এবং দীপশিখার মত মিনারগুলি খুবই সুন্দর। 62x40 মিটার (200x130 ফুট) এই মসজিদটির গম্বুজ শীর্ষ 201 ফুট উঁচু— পাশে আছে 40 মিটার (30 ফুট) করে উঁচু দুটি আজান-মিনার। মসজিদের তিনটি প্রবেশপথের মধ্যে পুব দিকেরটিই সবচেয়ে বড়— 39 টি সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। মুসলিম পরবগুলিতে এখানে প্রচুর লোকসমাগম হয়। মসজিদের ভিতরে প্রায় 2,500 লোকের উপাসনার ব্যবস্থা আছে। আর এখানে রক্ষিত আছে পবিত্র মুহম্মদের চটি, তাঁর দাড়ির একটি কেশ, তাঁর বচন শুনে রচিত কোরানের একটি অধ্যায়, পাথরের উপর তাঁর পদচিহ্ন এবং একদা তাঁর সমাধি আবৃত করত এমন একটি সবুজ চাঁদোয়া। এটি ঠিক লালকেল্লার বিপরীত দিকে অবস্থিত।

এই মসজিদের খুব কাছেই স্বাধীন ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের কবরটি রয়েছে। শ্বেত বেদি, সুন্দর পথ, ঝরনা, তৃণাচ্ছাদিত লন, গোলাপ বাগিচা— সব মিলে জায়গাটিকে একই সঙ্গে পবিত্র ও রমণীয় করে তুলেছে।

জৈন মন্দির : জুম্মা মসজিদের কাছে চাঁদনি চকের প্রবেশপথে ধরমপুরায় 1770-এ লালা হরবংশরাই সুগনচাঁদ এই মন্দিরটি প্রায় 8 লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেন। এই জৈন তীর্থটির 5 টি আয়তাকার গম্বুজ, ছাদ ধরে আছে যে মার্বেল স্তম্ভগুলি, অলংকৃত ছাদ, হলুদ পাথরে তৈরি সিংহের কালো কেশর, অলংকৃত দেওয়াল— সবই আপনাকে আকর্ষণ করবে এবং মোগল শিল্পের পাশে এক মহার্ঘ্য শিল্পধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। মাঝের মার্বেলের বেদিতে রয়েছে আদিনাথের মূর্তি।

বাহাই প্রার্থনা মন্দির : নতুন দিল্লির কালকাজিতে পদ্মের আকৃতি এই মন্দিরটি রাজধানীর নতুন আকর্ষণ। বাহাউল্লাহ প্রবর্তিত বাহাই ধর্মের উপাসকদের তৈরি এই মন্দিরে যে কোনো ধর্মের মানুষ প্রার্থনা জানাতে পারেন। 1980-তে মন্দিরটির নির্মাণ শুরু হয় এবং শেষ হয় 1986-তে। সন্ধ্যায় যখন সমগ্র মন্দিরটি আলোকিত করা হয়, তখন সেই দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব।

নেহরু স্মারক যাদুঘর : ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর তিনমূর্তি ভবনের বাসগৃহটিই এখন নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম। এই সংগ্রহশালাটিতে নেহরুর সমগ্র জীবন যেন বিধৃত রয়েছে। প্রথমেই বারান্দায় রয়েছে নেহরুর অভ্যর্থনা কক্ষটি। এখানে দেখতে পাবেন নানা ভাষায় লেখা নেহরুর 'উইল' ও তাঁর নানা ব্যক্তিগত স্মারকচিহ্ন। গোলাপ বাগিচায় ঘেরা একটি গাছের নীচের পাথরে নেহরু লিখেছিলেন যে বাণী তার পাশেই রয়েছে জওহর জ্যোতি— 1964-তে তাঁর 75 তম জন্মদিনে এই জ্যোতি প্রথম প্রজ্বলিত হয়ে সারা দেশে ঘুরিয়ে আনার পর মে 1965-তে এখানে স্থাপিত হয়। দোতলার বাঁদিকের বারান্দায় নেহরুর বিভিন্ন বয়সের আলোকচিত্র প্রদর্শিত। আছে মুক্তি সংগ্রামের নানা আলোকচিত্র। আছে তাঁর লেখা 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া'র পাণ্ডুলিপিটি, তাঁর মূল্যবান গ্রন্থাগারটি। এটি সোমবার বন্ধ। প্রতিদিনই 9.30-17.00 খোলা থাকে (মাঝে 13.00-13.30 বন্ধ)। প্রবেশ অবারিত।

এই যাদুঘরের আনন্দভবনে প্রতি সন্ধ্যায় প্রদর্শিত হচ্ছে আলো-ধ্বনি (Son-et-Lumiere)-র প্রদর্শনীতে দিল্লিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের অধ্যায় ১০ ও ৭ বিনিময়ে।

ন্যাশনাল মিউজিয়াম : নয়াদিল্লির রাজপথ ক্রসিং-

এর কাছে জলপথে এই যাদুঘরটি Asian Antiquities Museum-এর সঙ্গে মেশার পর 18 ডিসেম্বর 1960-এ এর উদ্বোধন হয়। ফলে এর সংগ্রহ হয়ে উঠেছে বিশ্বমাত্রিক। এখানে 5,000 বছরের প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন (হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত); ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন যুগের প্রস্তর, ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটির নানা প্রত্নবস্তু, মোগল, রাজপুত, পাহাড়ি, পাল ও গন্ধর্ব যুগের শিল্পসম্ভার ও চিত্রাবলি; গীতগোবিন্দম্, সচিত্র মহাভারত, গীতা, ক্ষুদ্র কোরান, বাবরনামা; প্রাচীন পোশাকআশাক, রত্নসামগ্রী, চিত্রিত কাচপাত্রসমূহ, রেশমবস্ত্র, ভাস্কর্য নিদর্শন ছাড়া স্যার অরেলস্টেইনের প্রত্নসংগ্রহ এর মূল্য বৃদ্ধি করেছে। নীচের তলায় একটি মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের গ্রন্থাগার রয়েছে। আছে নানা চিত্রের সংগ্রহও। একটি অডিটোরিয়াম আছে যেখানে প্রায় 200 লোক বসে বিনামূল্যে ভারতের শিল্প ও প্রত্নকলা সম্পর্কে তথ্যচিত্র দেখতে পারেন। এটিও সোমবার ছাড়া প্রতিদিন 10.00-17.00 খোলা থাকে।

ছোটদের জন্য একটি **যাদুঘর ও বালভবন** রয়েছে আজাদ মেডিকেল কলেজের পিছনে কোটলা রোডে। এখানে ছোটদের জন্য রয়েছে খেলাগাঁও রেল স্টেশন থেকে টয় ট্রেনে 1 কিলোমিটার চড়ার সুযোগ। ট্রেন চলে সেতু আর সুড়ঙ্গ পাব হয়ে। ছোটরাই এখানে টিকিট বিক্রি করে, সংগ্রহ করে , গার্ড হয়। ট্রেন চালায়ও তারা, তবে একজন দক্ষ ড্রাইভার তাদের সাহায্য করেন। স্টেশন খোলা থাকে বৃহস্পতিবার ছাড়া প্রতিদিন 15.00-17.30। বালভবনে আছে নানা শিল্পদ্রব্য ছাড়া গানবাজনার ব্যবস্থা, খেলার মাঠ, ছোটদের লাইব্রেরি। সঙ্গে ছোটরা থাকলে অবশ্যই তাদের এখানে নিয়ে আসবেন।

চিড়িয়াখানা : ছোট আর বড় সবারই আর এক আকর্ষণ নয়াদিল্লির মথুরা রোডে পুরনো কেল্লার কাছে 300 একর জায়গা জুড়ে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা বাগানে জাপানি রীতির এই চিড়িয়াখানাটি। এখানে আছে একটি সরীসৃপ গৃহ, মাছ আর জলচর পাখিদের জন্য অ্যাকোয়ারিয়াম, এমনকি পোকামাকড়দের জন্য একটি পতঙ্গালয়। এখানে এমন অনেক জীবজন্তু রয়েছে যা ভারতের অন্য কোনো চিড়িয়াখানায় দেখতে পাবেন না। গোটা চিড়িয়াখানাটি যেন চার মহাদেশে (ভারত, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা) বিভক্ত। প্রতিটিতে নিজস্ব মহাদেশের জীবজন্তুকে নিজস্ব পরিবেশে রাখা হয়েছে। পারতপক্ষে খাঁচা তৈরি করা হয়নি। ফলে নানান দেশের জন্তু-জানোয়ারদের সহজ ঘোরাফেরা আপনাকে বিস্মিত করবে। গণ্ডার মোহন, সাদা বাঘ রাজা-রানী, সাঙ্গাই দারুণ টানে পর্যটকদের। চলে আসুন শুক্রবার বাদে 8.00-18.00 এবং শীতে 9.00-17.00 মধ্যে মাত্র ৫০ পয়সার টিকিট কেটে।

ইচ্ছে হলে প্রগতি ময়দানের **আপ্পুঘরে** গিয়ে শনি ও রবিবারে 2.00-22.00 ও অন্যদিনে 4.00-22.00 পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে পারেন। এখানে ছোটরা ড্রাগন, ইলেকট্রিক গাড়ি বা স্পেস কারে ঘুরে বেড়াতে পারে আর সব বয়সের লোক বসে 'সিনেমা-2000' দেখতে পারেন।

পুরনো কেল্লা/ ওল্ড ফোর্ট : হুমায়ুনের সমাধিস্থল থেকে প্রায়1 মাইল দূরে এটি তৈরি শুরু করেছিলেন হুমায়ুন নিজে 1530-এ, তবে শেষ করেন শেরশাহ পরের বছরে। এখানেই একদা পাণ্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল। আয়তাকার এই দুর্গটি প্রায় 1.6 কিমি (1 মাইল) ঘিরে। এখন সব ধসে পড়েছে। ভিতরে অবশ্য একটি পার্ক তৈরি করা হয়েছে। পার্কে ঘুরছে ট্রলিবাস। এর ভিতরে আছে 'শের মণ্ডল' ও 'শের মসজিদ' বা কিলাকানা মসজিদ। মসজিদটি ইন্দো-আফগান স্থাপত্য রীতির একটি সুন্দর নিদর্শন। শের মণ্ডলটি ছিল হুমায়ুনের পাঠগৃহ। এখানেই হুমায়ুনের পা পিছলে মৃত্যু হয়েছিল সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়। এখানে একটি চমৎকার যাদুঘরও আছে। ফিরোজ শা কোটলার দিকে পুরনো কেল্লার প্রবেশ পথটির নাম খুনী দরোজা। এর কেন এই নাম জানতে ইচ্ছে করছে না? 1857-র বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজ সেনাপতি লেফটেন্যান্ট হাডসন এখানে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন মোগল বাদশার পুত্র ও অন্যান্য বংশধরদের, তারপর ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন এখানে তাদের লাশ। আর এই পুরনো কেল্লার কাছেই একদা শের শাহ আর একটি নগর নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। শেষ হয়নি বটে, তবে এর দেওয়াল তৈরি হয়েছিল, তৈরি হয়েছিল যে লাল দরোজা বা তোরণটি (1540) সেটি আজও আছে। এটি হিন্দু ও মোগল স্থাপত্য ধারার নিদর্শন।

হুমায়ুনের সমাধি: মথুরা রোডের এই জাঁকজমকপূর্ণ স্মৃতিসৌধটি গোলাপি রঙের বেলেপাথরের ওপর সাদা মার্বেলের পুঁতি দিয়ে যেন তৈরি একটা মহৎ সৃষ্টি বিশেষ। হুমায়ুনের বিধবা পত্নী (আকবরের মা) হামিদা বেগম এটি তৈরি করেছিলেন 15 লক্ষ টাকা ব্যয়ে 1565-তে স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্য। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকেও এখানে সমাহিত করা হয়েছে। সাদা মার্বেলের সমাধি বেদিটি কালোপাথর দিয়ে ঘেরা। চারপাশে ঘিরে আছে একটি চমৎকার বাগিচা— পাথরের নালা দিয়ে তাতে কুলুকুলু করে জল

যায় বয়ে। এখানেই রয়েছে ফারুখ-ই-সায়ার, দ্বিতীয় আলমগীর, যুবরাজ দারাশুকো প্রমুখের সমাধিও। সকাল সন্ধে খোলা থাকে। দর্শনী ৫০ পয়সা মাত্র।

এর কাছেই আছে লোদি শিল্পধারার স্মারক **ঈশাখানের কবর ও মসজিদ**। এটি 1547-এ শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহ সূরি তৈরি করেন। হুমায়ুনের কবরের কাছে আছে মুসলিমদের তীর্থস্থান নিজামুদ্দীনের চিস্তি। এখানে এলে মানুষ রোগমুক্ত হয় বলে চিস্তি সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাস। ঈশ্বর নাকি এখানে মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেন, আশীর্বাদ করেন। এর মার্বেল নির্মিত আলয়টি দেখার মত। কবি **আমির খসরুর সমাধিও** এখানেই অবস্থিত। কাছেই একটি কবরে সমাহিত আছেন শাহজাহানের প্রিয় কন্যা জাহানারা। সেখানে লেখা আছে, 'এখানে কোনো প্রাসাদ নির্মাণ কোরো না, একমাত্র তৃণই আমাকে আচ্ছাদন করে থাক।'

রাষ্ট্রপতি ভবন ব্রিটিশ আমলে যেটি ছিল গর্ভনর জেনারেলের বাসগৃহ, সেটিই এখন আমাদের রাষ্ট্রপতির নিবাস। নিপুণ ডিজাইন, ভিতরে সাজসজ্জার সমারোহ, বিশাল দরবার কক্ষ সমম্বিত এই অট্টালিকা বিশ্বের অন্যতম একটি সেরা প্রাসাদ। এর রাজকীয় স্তম্ভগুলি, এর মার্বেলপাথরে তৈরি কক্ষ আর বারান্দার প্রশস্ততা, এর মোগলাই উদ্যান, এর পুষ্করিণীর সারি, পথ, জলবাহী নালা, উচ্ছ্বসিত ঝরনা, ফুলের সজ্জা— সবই এক মহৎ দৃশ্যের অবতারণা করে চলেছে প্রতিক্ষণের জন্যে। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও পাশ্চাত্য স্থাপত্যের ঘটেছে আশ্চর্য মেলবন্ধন। এর কেন্দ্রীয় গম্বুজটি দেখলেই মনে পড়ে যাবে বৌদ্ধ স্তূপের স্মৃতি। এই রাজকীয় প্রাসাদ, এমনকি এখানে কী আসবাব থাকবে সব কিছুরই পরিকল্পনা করেছিলেন স্যার এড্উইন লিউটেনস্ (Sir Edwin Lutyens)। শীতে এর সমারোহ মন ভরিয়ে দেয়। কাশ্মীরে শালিমার প্রভৃতি বাগান দেখে এসে লেডি হার্ডিঞ্জের ইচ্ছে হয়েছিল দিল্লিতে এমন মোগল উদ্যান গড়ে উঠুক। তাঁর সেই ইচ্ছার এখানে পূরণ ঘটেছিল পরিপূর্ণভাবে। 300 একর জমিতে 340টি ভবন আছে। ভিতরে দেখার জন্য রাষ্ট্রপতির সচিবের অনুমতি নিতে হবে। তবে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে এলে আপনার জন্য দরজা উন্মুক্ত।

দিল্লিতে আরো দেখার জিনিস রয়েছে। মন্দিরের মধ্যে আছে ওখলা স্টেশনের কাছে কালীমন্দির **কালকাজি মন্দির**। 1764-তে নির্মিত এই মন্দিরে প্রতি মঙ্গলবার মেলা বসে। মুসলিম দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে আছে কুতবের চেয়ে উঁচু করার পরিকল্পনা নিয়ে গড়া আলাউদ্দীন খিলজির **আলাই মিনার** ও **আলাই দরোজা**। তাঁর অকাল মৃত্যু তা হতে দিল না, মাত্র 27 মিটার (87 ফুট) হয়েই থেমে গেল নির্মাণ। আলাই দরোজা কুতব মিনারে মাত্র 12.5 মিটার (40 ফুট) দক্ষিণ-পূর্বে একটি চমৎকার তোরণ।

মথুরা রোডে হজরত নিজামুদ্দীনের দরগার কাছে আছে চৌষট্টি হলের সমাহার **বৌসনাথ খাম্বা**। এটি 1623-এ তৈরি করেছিলেন আকবরের পালিত ভ্রাতা আজিজ কোকলতাস। আলাউদ্দীন খিলজির তৈরি বিশাল সরোবর **হৌজখাস** রয়েছে সফদরজঙ্ বিমানবন্দরের অদূরে। এর প্রাসাদের তীরে ফিরোজ শাহ স্থাপিত কলেজ ও তাঁর সমাধি আছে। ইনি তুর্কম্যান গেটে 1380-তে তৈরি করেছিলেন **কাল্লান মসজিদ**। আছে **খান-ই-খানানের কবর**। খিড়কি মসজিদ, শোনাহুরি মসজিদ, ইলতুৎমিসের কবর প্রভৃতিও। উদ্যান প্রভৃতির মধ্যে আছে 1959-এ 70 একর জমির ওপর গুরগাঁও রোডে নির্মিত **বুদ্ধ জয়ন্তী পার্ক**, কাশ্মীরী গেটের বাইরে **নিকলসনের বাগান** ও **কুদসিয়া বাগান** (1748), সব্জি মণ্ডির ক্লক টাওয়ারের কাছে রোশনারার বাগান। সরকারি ভবনসমূহের মধ্যে আছে **সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট**— স্যার হার্বার্ট বেকারের তৈরি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সেক্রেটারিয়েট। এটি তৈরি করতে 17 বছর লেগেছিল। আছে ইন্ডিয়া গেটের কাছে জয়পুর হাউসে **ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট**, আলিপুর রোডে অবস্থিত 1921-এ নির্মিত **ওল্ড** সেক্রেটারিয়েট, মথুরা রোডে তিলক ব্রীজের কাছে 1958-য় নির্মিত সুপ্রীম কোর্ট ভবন।

সাধারণ মানুষের জন্য পুরনো দিল্লির সবচেয়ে বিখ্যাত বাজার জাহানারা বেগমের সাধের চাঁদনি চক, নয়া দিল্লির বাজার **কনট প্লেস** ও **কনট সার্কাস**। যমুনার তীরের পাণ্ডবদের রাজধানী **ইন্দ্রপ্রস্থ**— হুমায়ুনের কবরের 1 মাইল দূরে, 1857-র বিদ্রোহের স্মারক 1863-তে নির্মিত **মিউটিনি মেমোরিয়াল**, হিন্দুদের পবিত্র **শ্মশানভূমি নিগমবোধি ঘাট**। শিখদের বিখ্যাত গুরুদ্বার **গুরুদোয়ারা শিসগঞ্জ**, কুতবের পশ্চিমে অবস্থিত **কিল্লা রায় পিথোরা**-ও দেখবার স্থান। তবে জানুয়ারি মাসের 26 তারিখে প্রজাতন্ত্র দিবসে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজ, দশেরার আর দেওয়ালির উৎসব দিল্লিকে যতটা প্রাণবন্ত করে তোলে, আর কোনো কিছু সম্ভবত ততটা নয়।

নাগাল্যান্ড

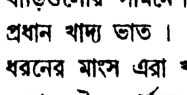
25°6'-27°4' উত্তর এবং 93°20'-95°15' পূর্বে অবস্থিত ভারতের অন্যতম রাজ্য। উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে অসম, দক্ষিণে মণিপুর, পূর্বে মায়ানমার (ব্রহ্মদেশ) এবং উত্তর-পূর্বে নীফা অঞ্চল। যাঁরা নাগাল্যান্ডে বেড়াতে আসেন তাঁদের অনেকে মণিপুর দেখার পর নাগাল্যান্ডে আসেন। আপনারা কী করবেন ভেবে নিন। শাসনব্যবস্থার সুবিধের জন্য এখানে 5 সদস্যের একটি মন্ত্রিসভা ও 42 জন গণপ্রতিনিধি নিয়ে একটি বিধানসভা আছে। অসমের রাজ্যপাল, নাগাল্যান্ডেরও রাজ্যপাল। সবচেয়ে মজার কথা, কোহিমা এই রাজ্যের রাজধানী হলেও হাইকোর্ট কিন্তু অসমে। সারা ভারতে আর কোনো রাজ্যে এ ব্যবস্থা নেই। কেন্দ্রশাসিত পণ্ডিচেরীর হাইকোর্ট অবশ্য তামিলনাড়ুতে । 8টি জেলা— কোহিমা, মোককচুং, তিয়েংসাং, ওখা, জুনেবোটো, ফেক, ডিমাপুর এবং মন; 4টি শহর, 860টি গ্রাম।

পর্বতময় এই দেশের গড় উচ্চতা 2,000 মিটারের বেশি নয়। সবচেয়ে উঁচু পাহাড় নাগা। তিয়েংসাং জেলার সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ সবরমতী (3,840 মি)। প্রধান নদী ধানসিরি ছাড়া আছে ডোইয়ং, ঝাঁঝি, রেংসা পানি, দিশাই, মেখলা প্রভৃতি নদী।

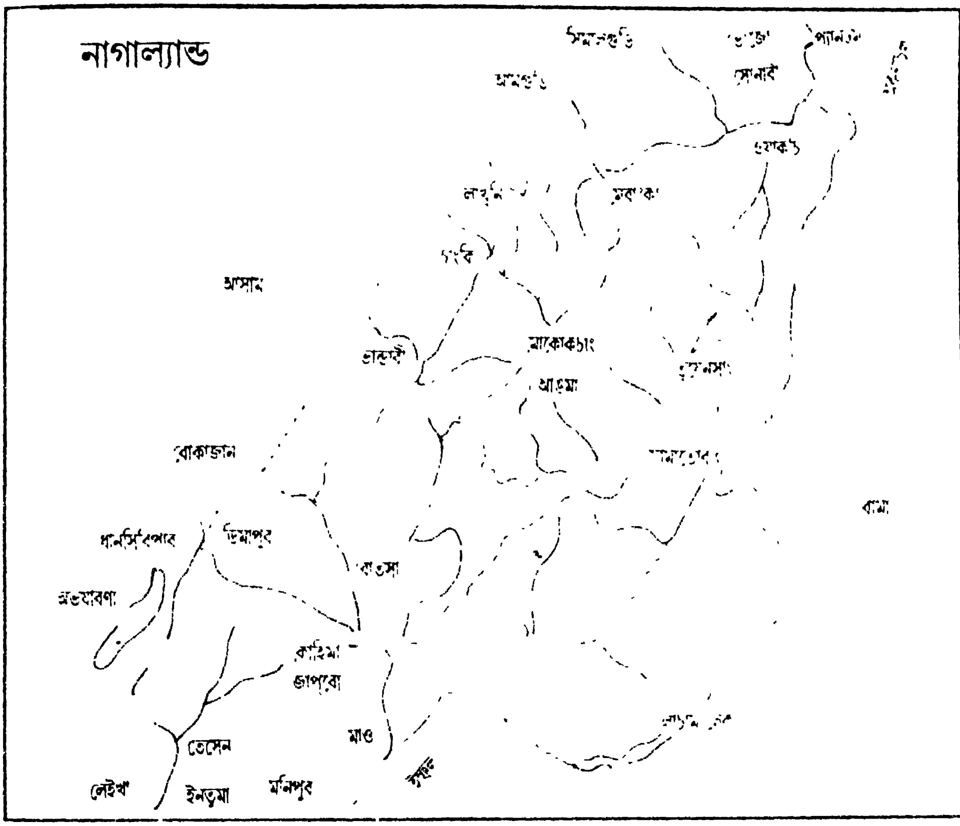
ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম দিকে নাগারা (বিশেষত আও নাগারা) অত্যাচারী ও নৃশংস ছিল। একসময়ে তারা নরমুণ্ড শিকার করত— যদিও এখন তারা নরবলি দেয় না। 1880 নাগাদ ব্রিটিশরা কোহিমা দখল করে নেয়। এর পর থেকে নাগাল্যান্ডে শান্তি নেমে আসতে থাকে— মাঝে মাঝে অশান্তি সত্ত্বেও। ভারত স্বাধীন হবার পর কোহিমা ও মোককচুং এই দুটি মহকুমা নিয়ে 'নাগা হিলস' নামে পৃথক রাজ্য তৈরি হয়। পরে 1957-য় অসমের 'নাগা হিলস্' এবং নীফা (NEFA)-র তিয়েংসাং এলাকা নিয়ে গড়া হয় 'নাগাল্যান্ড' নামে পৃথক রাজ্য এবং এটি রাষ্ট্রপতির অধীনে থাকে। 1 ডিসেম্বর 1963 থেকে ষোড়শ রাজ্য নাগাল্যান্ড ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সমমর্যাদাভুক্ত হয়। রাজ্যের আয়তন 16,579 বর্গকিমি (6,366 বর্গমাইল)। জনসংখ্যা 20 লক্ষ (19,88,636 –2001) — শতকরা 94 জন মানুষের জীবিকা চাষবাস। এখন পাহাড়ে 'জুম' পদ্ধতিতে চাষ হয় পাহাড়ে ধাপ কেটে কেটে। অরণ্য সম্পদে পূর্ণ এই রাজ্য কুটির শিল্প প্রধান। বাঁশ এদের সর্বক্ষণের ব্যবহারের দ্রব্য। বংশজাত দ্রব্যাদির তুলনা হয় না — এমনকি তরকারি খাবার বাটি পর্যন্ত। আও নাগারা প্রথম আগুনের ব্যবহার করে। এছাড়া এদের তৈরি শাল উৎকৃষ্ট।

একসময়ে 'নাগা' শব্দটি উলঙ্গ অর্থে বোঝাত। এখনো কিছু সংখ্যক লোক উলঙ্গ থাকলেও নাগা শব্দের অর্থ মানুষ বা পর্বতবাসী। নাগাদের অনেক শ্রেণী আছে — আও, অঙ্গামি, সেমা, লোটা ইত্যাদি ছাড়া আছে রেংমা, জেলিয়াং, জেমি, কনিয়াক, সাংটাম, ফোম, চাং, কাবুই ইত্যাদি শ্রেণীও। কাছাড়ী ও কুকী সম্প্রদায়ের আদিবাসীরাও এখানে বাস করে। তিব্বত-বর্মি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও এদের প্রত্যেক শ্রেণীর ভাষা বৈশিষ্ট্যের জন্য একে অন্যের ভাষা ততটা বুঝে উঠতে পারে না। গ্রামগুলির বেশির ভাগই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। ঘর-বাড়িগুলো বাঁশ ও তালপাতার মত 'টগো' পাতায় ছাওয়া। তাতেই ঘরগুলো যেন বাঁশের কেল্লা। আও-নাগাদের বাড়িগুলোর সামনে-পিছনে প্রসারিত মাচান থাকে । প্রধান খাদ্য ভাত । গরু-শুয়োর থেকে শুরু করে সব ধরনের মাংস এরা খায়। পানীয় জলের এখানে খুব অভাব। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীরা উলঙ্গ থাকলেও কোহিমার কাছাকাছি লোকেরা ভাল এমনকি আধুনিক ইউরোপীয় পোশাক পরছে। কোহিমা সবচেয়ে বড় শহর। এখানের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চমৎকার। তাছাড়া কিছু দেখবার জিনিসও আছে। সে-সব কথা ধীরে ধীরে বলছি।

কখন বেড়াতে যাবেন: নাগাল্যান্ড পাহাড়ি রাজ্য। শীতকালে উঁচু এলাকাগুলোতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে, অনেক সময় তাপমাত্রা হিমাঙ্কে নেমে আসে। গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 31°C-এর বেশি হয় না। পর্বতের পাদদেশে অবশ্য তাপমাত্রা বেশি। গড় বৃষ্টি 250 সেমি। অতএব গ্রীষ্মকালে আসাই ভাল। তবে শীতের পোশাক আনতে ভুলবেন না। নিচু এলাকাগুলোতে না থাকাই ভাল।



কেমন করে যাবেন : বিমানে : ডিমাপুর হল এখানের একমাত্র বিমান বন্দর — কোহিমা থেকে 74কিমি দূরে। অবশ্য অসমের গুয়াহাটি অথবা মণিপুরের ইম্ফলে নেমেও সড়কপথে কোহিমা আসতে অসুবিধে নেই। কলকাতা থেকে Alliance Air-এর 7701 উড়ান সো. বু. শু. শ. র 6.30, 7219 উড়ান ম. ও 7257 উড়ান বৃ. 10.15-য় দমদম বন্দর ছেড়ে ডিমাপুর আসছে। সময় নেয় 1 ঘণ্টার কিছু বেশি। গুয়াহাটি-ডিমাপুর বিমান



আসছে যাচ্ছে প্রতিদিন।

রেলে: নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়েতে ডিমাপুরই হল সবচেয়ে কাছের প্রধান রেল স্টেশন। এখানে ট্রেন আসছে দিল্লি থেকে ছাড়া 4056 ব্রহ্মপুত্র মেল গুয়াহাটিতে 14.30 ছেড়ে এখানে 20.25। এই ট্রেনটি দিল্লি জংশন থেকে ছাড়ে 21.00। 2067 গুয়াহাটি-ডিমাপুর জনশতাব্দী এক্স 6.45 ছেড়ে (রবি বাদে) এখানে 11.30; 5665 গুয়াহাটি-ডিমাপুর এক্স 14.00 ছেড়ে এখানে 20.00। 5603 গুয়াহাটি-তিনসুকিয়া এক্স গুয়াহাটি 20 30 ছেড়ে এখানে 2.20। ট্রেনটি তিনসুকিয়া পৌঁছচ্ছে 8.30। 2424A রাজধানী এক্স (সাপ্তাহিক) গুয়াহাটি 17 15 ছেড়ে 23.10। ট্রেনটি দিল্লি জংশন ছাড়ে 14.00। হাওড়া থেকে যাঁরা সোজা আসবেন তাঁরা বিকেল 17.55 কামরূপ এক্স ধরে একরাত্রি কাটিয়ে পরদিন বিকেলে 18.00টায় গুয়াহাটি। 15.45 গুয়াহাটি-সরাইঘাট এক্সপ্রেস বু. বৃ. র. ধরেও গুয়াহাটি আসতে পারেন। এছাড়াও ট্রেন পাবেন বাঙ্গালোর থেকে আসা বাঙ্গালোর গুয়াহাটি এক্স, কোচি থেকে কোচি-গুয়াহাটি এক্স, তিরুবঅনন্তপুরম্ থেকে ত্রিবান্দ্রম-গুয়াহাটি এক্স প্রভৃতি। এবার সেখান থেকে তিনসুকিয়া যাবার জন্য যে-কোনো ট্রেন ধরে ডিমাপুর রোডে নেমে পড়ুন। তারপর সড়কপথে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে রওনা হন।

সড়কপথে . কোহিমা সড়কপথে নীচের স্থানগুলোর সঙ্গে যুক্ত। কিলোমিটারে দূরত্বসহ স্থানগুলি হল — ডিমাপুর 74, ইম্ফল 145, গুয়াহাটি 390, শিলং 490 এবং কলকাতা 1516। ডিমাপুর ও কোহিমা 39নং জাতীয় সড়কে যুক্ত। এই পথে নাগাল্যান্ড স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাস চলছে ঘন ঘন সকাল 5.30 থেকে শুরু করে বিকেল 15.30 পর্যন্ত। সময় নেয় 2.30 ঘণ্টার মত। ভাড়া চার ধরনের । ৩৫-৪৫ মাথাপিছু (পরিবর্তন -যোগ্য)। ছাড়ছে ট্রান্সপোর্ট বাস স্টেশন থেকে (Ph: 22094)। গুয়াহাটি থেকে ব্লু হিলস্ ট্রাভেলস্-এর লাক্সারি বাসেও এখানে আসা যায়। মণিপুর-ইম্ফল থেকেও বাস আসছে সুন্দর পাহাড়ি পথে। আগে এই পথ বিঘ্নসঙ্কুল ছিল। এখনো মাঝে মাঝে পাগলা পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ে। তবে পথে যেতে খুব ভাল লাগে ফুল-

অর্কিডের সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে। কোহিমার 16 কিমি আগে পেরোতে হবে **জুবজা** সেতু। সেতু পেরিয়ে বাঁক নিতেই চোখে পড়বে বিস্তীর্ণ পাহাড়ের শীর্ষদেশ জুড়ে কোহিমা শহর। স্থানীয়ভাবে মিটারহীন ট্যাক্সি পাবেন, পাবেন মিনি কোচও ১০-১২ মাথাপিছু মধ্যে। কোহিমায় তো এলেন, এবার কোহিমাতে থাকার জায়গার খোঁজখবর দিই।

কোথায় উঠবেন: কোহিমাতে . খুব একটা ভাল হোটেলের সন্ধান আপনাকে দিতে পারব না। তবে বাসযোগ্য হোটেল আছে বইকি। আর আছে মধ্যবিত্তের বাজেটের হোটেলও। পর্যটন বিভাগের Tourist Lodge (Ph: 22417) আছে (R-10) S ১৭৫, D ২৫০ শহর থেকে 3কিমি দূরে একটি টিলার উপর যাত্রীনিবাস (Ph: 22708) DB ১০০। নাগাল্যান্ড পর্যটনের কলকাতা অফিস . Nagaland Tourist Information Centre, 11 Shakespeare Sarani Kolkata 700 071, Ph. 2282 5226/ 5247। এছাড়া ভারতীয় প্রথার হোটেল রয়েছে মিশন কম্পাউন্ড রোডে Hotel Meyase S ২০০, D ৩৫০। সুপার মার্কেটের কাছে শহরের একপ্রান্তে Razhu Hotel-S ১৭৫ D ২৫০। খাওয়া দাওয়া ভাল। অসম রাইফেলস্ রোডে Travel Lodge S ১৬৫ D ২৮০, আও চার্চের কাছে Regal Hotel S ১৫৫ D ২৫০-৩৫০ ; নাগাল্যান্ড এম্পোরিয়ামের কাছে Evergreen Hotel S ১২৫, D ২০০; বাস স্ট্যান্ডে Friend Hotel S ৯৫, D ১৫০; Valley View Hotel S ২২৫ D ৩৯০। ডি-ব্লকে আছে Ambassador Hotel, কেবলমাত্র D ৩৫০-৬০০। ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের অফিসের কাছে Pine Hotel S ২৫০ D ৩২৫। এছাড়া NST স্টেশনের উলটোদিকে Hotel West View মাঝারি মানের S ১১৫-১৬৫, D ২৫০-৪০০। নিউ মার্কেটে আছে Sharon Hotel (Ph: 22731) S ১২৫, D ২৫০। আরো ছোট-বড় হোটেল আছে এখানে । এগুলি ছাড়া আছে IB, DB, CH; এ-সবের জন্য নাগাল্যান্ডের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করুন। স্টেশনে আছে রিটায়ারিং রুম। বাস স্ট্যান্ডে থাকা ও আহারের ব্যবস্থা আছে রাত্রিবাসের জন্য। এখানে MLA Hostel-এও পর্যটকেরা থাকতে পারেন ।এটি সিমেট্রির পাশে Regal Hotel-এর উলটোদিকে । যোগাযোগ : Secretary, Nagaland Assembly। যাত্রী নিবাস আছে জেল রোড, রাজ্য গ্রন্থাগারের কাছে (Ph: 22708), S ৯০ D ১২০। Japfu Ashok Hotel (Ph:22721), PR Hill-এ ৮৫০-১,৬৫০।

কোহিমা

নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমা 1,495 মি. উচ্চে অবস্থিত একটি বেড়ে ওঠা আধুনিক শহর। এই শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মারক The Second World War Cemetery-টি পর্যটকদের মনে গভীর ছাপ ফেলে দেয়। সমাধির অন্ধকার এখানে নেই। কেনই-বা থাকবে? কারণ এখানে আছে জীবন উৎসর্গের জাতীয় ইতিহাসের একটি অধ্যায়। এই সুসজ্জিত সমাধিক্ষেত্রে মরসুম এলে গোলাপ ফুটে ওঠে মখমল চিরসবুজ তৃণদলের মাঝখানে। ওপরে আর নীচে আছে দুটি সুউচ্চ ক্রশ। এ দুটির মাঝখান দিয়ে ধীরে ওঠা পাহাড়ি শহরের কেন্দ্র অবধি বয়ে গেছে ঝকঝকে ব্রোঞ্জ ফলকে লেখা পাথরের স্তম্ভগুলি। প্রতিটি স্তম্ভ স্বাধীনতার জন্যে উৎসর্গীকৃত শহিদদের (1421জন) নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়। উপরের ক্রশটির পাদমূলে একটি লেখ রয়েছে—যাতে খোদিত রয়েছে (অনুবাদে), 'এখানে, ডেপুটি কমিশনারের টেনিস কোর্টের চারপাশে, কোহিমা যুদ্ধে অবতীর্ণ মানুষেরা — যাঁরা তাঁদের সঙ্গীসহ এপ্রিল 1944-এ ভারতে জাপানি অনুপ্রবেশকে থামিয়ে দিয়েছিলেন।' অনেক সময় পর্যটকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় আর একটি ছোট্ট ফলক। এটি ওই স্মারক স্তম্ভের একপাশে একটি গাছে আটকানো আছে, তাতে লেখা আছে (অনুবাদে): এই পুষ্পিত চেরী গাছটির গুরুত্ব ঐতিহাসিক। গাছটিতে জাপানিরা শত্রুদের বেঁধে রেখে একদা গুলি করে মারত।' পর্যটক বন্ধু, আপনি এখানে এমন অনেক গাছ, অনেক বাড়ি দেখবেন— যেখানে এখনো গুলির চিহ্ন রয়ে গেছে। আর নীচের স্তম্ভটির পাদদেশে যা লেখা রয়েছে তার অনুবাদ দিলে এর মর্যাদা লঙ্ঘিত হবে:

When you go home
Tell them of us and say
For your tomorrow
We gave our today'

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে না? এই কোহিমাই আপনাকে মনে পড়িয়ে দেবে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামের কথাও। চলুন, এবার যাই 3 কিমি (2 মাইল) দূরে **স্টেট মিউজিয়ামটি** দেখে আসি। এখানে এলে অতীতকালের নাগাভূমি (এটি কি সত্যিই মহাভারতের

অর্জুনের স্ত্রী উলূপীর নাগরাজ্যের আধুনিক পরিণতি?) আপনার সামনে প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠবে। বিভিন্ন শ্রেণীর নাগাদের জীবন পদ্ধতি, খোদিত তোরণাংশ, নানা সম্মান-স্মারক, বিচিত্র অলঙ্কারাদি দেখে আপনি মোহিত হবেন। ঝিনুক আর শঙ্খ দিয়ে নাগাদের বিশেষ অলঙ্কার, তাদের উৎসবাদিতে ব্যবহৃত চিত্রিত ও বৃহদাকার ঢাক (যা পিটিয়ে এক সময় তারা সঙ্কেত সংবাদ পাঠাত) দেখুন। এর গায়ে খোদাই করা রয়েছে জলের তরঙ্গ আর তার উপরে লোকেরা নৌকো বাইছে। এসব দেখে পণ্ডিতেরা মনে করেন নাগারা সম্ভবত জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ থেকে আগত সমুদ্রজীবী জাতি। এটি খোলা থাকে রবি ও ছুটির দিন বাদে 10 00-15.00। নিম্নতলে আছে পশু-পক্ষীর (বিশেষ করে এই উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের) সংগ্রহ।

সুপার মার্কেটে তো গেছেন। এর বাইরের বাজারটিও কম আকর্ষণের নয়। ঘুরতে থাকলে আনন্দ পাবেন। গ্রাম্য মেয়েরা তাদের নিজস্ব পোশাকে তাদের খামার, খেত, বন এবং নদী থেকে জাত জিনিসপত্র বিক্রি করছে। কিনুন চাল, ব্যাঙের ছাতা, ফল বা মাছ। ঘুরতে ঘুরতে চলে যান বড় বস্তি গ্রামে। এখান থেকেই আসলে কোহিমার শুরু। নাগারা বিশ্বাস করে যে এতবড়ো গ্রাম সারা এশিয়া খণ্ডে বোধহয় আর দ্বিতীয়টি নেই। আকারের তর্ক থাক — কিন্তু ঢুকতেই এর তোরণ (সব নাগা গ্রামেরই এটা বৈশিষ্ট্য) যাতে যোদ্ধা এবং বন্দুকের নানা প্রতীক আঁকা থাকে, থাকে প্রাচুর্য এবং মিথুনের বিষয়ও। মিথুন উৎসব ছিল (ওদের ভাষায় কিকা সুচিমং) প্রার্থনার উৎসব — যাতে বিশাল মহিষাকৃতি পশুকে বলি দেওয়া হয়। আরো একটু দূরে গেলে রাস্তার পাশে দেখবেন খুব প্রাচীন একটি তোরণ। আর গ্রামের ভিতর ঢুকলে তো দেখতে পাবেন নাগাদের বিশেষ রীতির ঘরবাড়ি।

চিড়িয়াখানা দেখতে কার না ভাল লাগে? অতএব চলুন, বনময় পাহাড়ের ধারে সবুজ পরিপ্রেক্ষিতে খাঁচায় বন্দী জীবজন্তুগুলো চিড়িয়াখানায় দেখে আসি। এখানেই দেখতে পাবেন আধাবন্য বাইসন-জাতীয় পশু মিথুনকে গেটে ঢুকেই বাঁদিকে। দেখতে পাবেন প্রকৃতিবিদ E. P. Gee আবিষ্কৃত সোনালি লাঙ্গুর। নানা জাতীয় পাখির মধ্যে দেখতে পাবেন দুর্লভ 'ট্রাগোপান ফেজন্ট' রঙিন পাখি— চিড়িয়াখানার একেবারে উঁচুতে। সোমবার বন্ধ। খোলা থাকে — গ্রীষ্মকালে : 9.00-11.00 এবং 13.00-17.00, শীতকালে : 9.00-11.00 এবং 13.00-16.00।

এবার চলুন একটু দূরে দূরে ঘুরে আসি। যাই প্রথমে 20 কিমি মোটরে চড়ে খোনোমা গ্রামে। নাগারা এই গ্রামটিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এখানে এলে পাহাড়ী সৌন্দর্য নতুনভাবে যেন উদ্‌ঘাটিত হবে। জলপ্রপাতগুলি আপনার সঙ্গী হবে, অর্কিড আর ফার্ন আপনাকে দেবে হাতছানি। অবশ্য বাসের ভরসায় যাবেন না, যাবেন নিজের বা ভাড়া মোটরে। গ্রামে ঢুকতেই দেখতে পাবেন কয়েকটি স্মারকস্তম্ভ আর বাঁশের পাইপে কেমন করে জল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দেখবেন হয়তো প্রায় কুড়ি জাতের ধানের কেমন চাষ হচ্ছে আলাদা আলাদা পাহাড়ী ধাপে। গ্রামের সবচেয়ে উঁচুতে খাড়া পাথুরে সোপান পেরিয়ে নাগাদের প্রথাসিদ্ধ রীতিতে খোদাই করা প্রাচীন বুরুজটি দেখে আসুন। এখানেই 1879-তে নাগা যোদ্ধারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে শেষ বারের মতো রুখে দাঁড়িয়েছিল। আবার এখানেই একটি সাধারণ শ্বেতস্তম্ভ স্মরণ করিয়ে চলেছে নাগাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত G.H. Damant, Maj. C. R Cock, Lt. H. H. Forbes এবং Maj. Nurbir Sai-এর স্মৃতি।

মোককচুং

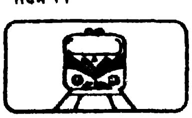
এখানে একটি রাত্রি কাটাবার সময় হবে কি আপনার? তাহলে রাজধানী কোহিমা থেকে 160 কিমি দূরে মোককচুংয়ে একটা রাত কাটান সকালের দিকে হয় কোহিমায় অথবা ডিমাপুরে বাস ধরে। বাস সোজা এখানে আসছে। কোহিমায় 6.30-এ বাস ধরুন — সেমি ডিলাক্স, 7.30-এ এক্সপ্রেস। এখানে এলে আও নাগাদের সংস্কৃতির বিশেষ পরিচয় পেয়ে যাবেন। আও নাগা যোদ্ধারা বিশেষ এক ধরনের পোশাক পরত --- হাতে বোনা লাল-কালো শালের সাদা নকশী পাড় গায়ে দিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে শৌর্য প্রদর্শনের জন্যে।

1,325 মি উচ্চে এই শহরের আবহাওয়া খুব মনোরম। যদি মে মাসের প্রথম দিকে আসেন তবে 'মৎযাৎসু' নামে বীজ বপনের উৎসবে উপস্থিত থাকবেন। দেখবেন জমিকে উর্বর করা হচ্ছে, চারপাশের জঙ্গল পোড়ানো হয়েছে। আর নাচে-গানে উৎসবে প্রায় দেড় মাস তারা মত্ত থাকছে। আগস্ট মাসে 'মেতেমনিও' বা 'Tsungremmong' উৎসবও এমনি আনন্দের ফসল কাটাকে কেন্দ্র করে। পরের উৎসবটিতে স্ত্রী ও পুরুষদের 'টাগ্ অফ্ ওয়ার' — টানাটানি দেখলে মনে হবে আপনিও দলে ভিড়ে পড়বেন। এখান থেকেই শতখানেক কিলোমিটার বাসে গেলে পাবেন নাগা উপজাতির বাস তিয়েনসাং-এ। এখানে ট্যুরিস্ট লজও পাবেন, কেবলমাত্র

S ১৫০। এছাড়া হোটেল আছে H.S. Road-এ Grace Hotel S ১১৫, D ১৫০; বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে Inigo Hotel S ৮৫, D ১২৫; Hotel Rainbow S ৭৫ D ১১৫। আমগুড়ি রোডে Secret Inn S ১৫০ D ২৫০। মারানি রোডে Quinhol Hotel S ১৫০ D ২৫০। আরও ওপরে **লংখাম** গ্রাম, 1,846 মিটার উঁচুতে। এখানে এলে হিমালয়ের অপরূপ শোভা আপনাকে মুগ্ধ করবেই।

ডিমাপুর

কোহিমা থেকেই ডিমাপুর যেতে হয়। সব জায়গাই কোহিমা থেকে যাওয়াই ভাল। কারণ পথে কোনো অসুবিধে আছে কিনা তার খোঁজ আগে ভাগে এখানেই পাওয়া যায়। কোহিমা থেকে ডিমাপুরের দূরত্ব 74 কিমি। সময় লাগবে 2½ ঘণ্টা বাসে। মণিপুরের বাস স্ট্যান্ডও আছে ডিমাপুরে। এখানেই কলকাতা - ডিমাপুর Alliance Air-এর বিমান উড়ে আসছে সপ্তাহে চারদিন গুয়াহাটি হয়ে। বাস ভাড়া ডিলাক্স ৩২, সেমি-ডিলাক্স ২৫, এক্স ১৭। রেল স্টেশনও এটি। ট্রেনের কথা একটু আগেই বলে এসেছি। প্রধান ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র এই শহরে একটা কসমোপলিটান শহরের চরিত্র গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগে এটি ছিল কাছাড়ি উপজাতিদের রাজধানী। এখানের নাগাল্যান্ড স্টেট ট্রান্স পোর্টের বাস স্টেশন থেকে মাত্র 1 কিমি গিয়ে ডিমাপুরের **আর্কিওলজিক্যাল বিভাগে** গেলে সেই সব পুরাতন সমৃদ্ধ দিনগুলির অতীত নিদর্শনগুলি দেখতে পাবেন। আর যদি বর্তমানের মধ্যে অতীত সংস্কৃতিকে জীবন্ত দেখতে চান তো রুথ এবং হ্বালুতে গিয়ে নাগা মেয়েদের শালবোনা দেখে আসুন— অভিভূত হয়ে যাবেন, নিয়ে আসতে ইচ্ছে হবে। এখান থেকে 37 কিমি দূরের **ইন্টাঙ্কি অভয়ারণ্যটি** দেখে আসতে পারেন।



কোথায় থাকবেন এখানে : এখানে বাস স্ট্যান্ডের কাছেই নাগাল্যান্ড পর্যটন দপ্তরের ট্যুরিস্ট লজ আছে—S ১২৫, D ১৫০ (Ph: 03862-26355)। এর একটু দূরেই আছে CH (রিজা : অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার, ডিমাপুর)। এ ছাড়া আশ্রয় পাবেন অনেক ছোট বড় হোটেলে (S ৬৫-৯০, D ১০০-১৬৫) —যেমন মারোয়াড়ি হোটেল, মণিপুরি হোটেল, মাদ্রাজ হোটেল, ইডেন হোটেল, নাগাল্যান্ড ট্যুরিস্ট হোটেল প্রভৃতিতে। একটু বেশি আরামে ইউরোপীয় স্টাইলে যাঁরা থাকতে চান তাঁরা সার্কুলার রোডে Hotel Tragopan-এ উঠুন (Ph: 21416) SAC ৩২৫ ৫৭৫, DAC ৪২৫-৮৫০। নাগি হোটেল আছে কোহিমা রোডে। S ২৭৫ D ৪০০। সার্কুলার রোডে সিটি টাওয়ার S ৪০০, D ৫০০-৭৫০। এদেশীয় হোটেল — Hotel International ৬৫-১০০; Hotel Amber ৯০-১৭৫, অতীতদিনের মোহনবাগানের বিখ্যাত অলিম্পিক ফুটবলার টি. আও-এর স্ত্রী এই হোটেলটি পরিচালনা করেন। এঁদের খাবারের সুনাম আছে।

বি. দ্র. ডিমাপুরেই নাগাল্যান্ড সরকারের দপ্তর থেকে ইনার লাইন পারমিট সংগ্রহ করতে হয়। নাগাল্যান্ডের ওপর দিয়ে মণিপুরে যাবার জন্যও পারমিটের দরকার। কোহিমা-ইম্ফল বাস ছাড়ে 6.30। সেমি-ডিলাক্স বাসে সময় নেয় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। গ্রীন হিলস্ ট্রাভেলস্-এর (Ph : 22279) বাস ছাড়ে কোহিমার ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে — যাচ্ছে রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে সর্বত্র।

আর কী কী দেখবেন : **ইন্টাঙ্কি অভয়ারণ্য**. কোহিমা থেকে 111 কিমি এবং ডিমাপুর থেকে 37 কিমি দূরে এই অভয়ারণ্যে দেখুন দুর্লভ হুলক বেবুন (ভারতের একমাত্র গিবন), হাতি, মিথুন, সম্বর, বার্কিং ডিয়ার, উড়ুক্কু কাঠবেড়ালি। বুনো কুকুর, বাঘ, শ্লথ ভালুক, ধনেশ, কালিজ প্রভৃতি পাখিও। এখানে একটি FRH আছে। হয়ত ভাড়ার জন্য গাড়িও পেয়ে যেতে পারেন।

ওখা : কোহিমার 80 কিমি দূরে জেলাশহর। এখানেই লোথা উপজাতিদের বাস। কোহিমা এবং মোকক্চুং থেকে একই দূরত্বের এই শহরটি ফারকেটিং (অসম) রেল স্টেশন থেকে 58 কিমি দূরে। ছবির মত এই শহরের চারপাশের পাহাড় চুড়োয় গ্রামগুলি বড় দৃষ্টি নন্দন। একটি চুড়োয় আছে মনোলিথ পাথরের (লংসু) স্তম্ভ। এখানে এসে লোথাদের নাচ দেখুন, গান শুনুন বিশেষ করে সরকারি পরিচালনায় 7 নভেম্বরের 'টোখু এমং' এবং 'পিখুচক' উৎসবে। গায়ে দিন ছেলেদের 'ওপভুরম' ও মেয়েদের 'লংপেৎসু' শাল।

ফেক : কোহিমার 134 কিমি দূরে সদর জেলা শহর এবং চেকরু, খেনজে ও সাং উপজাতির মিশ্রণ চাখেসাংদের বাসভূমি। এরা অন্য নাগাদের থেকে একেবারে আলাদা। মার্চ-এপ্রিল মাসে 'Tsukhenyie' প্রধান উৎসব। এখানে প্রচুর পরিমাণে ব্লিথ ও ট্রাগোপান পাখি দেখতে পাবেন। আর অর্কিডের তো আদত জায়গা।

জুনেবোটো : কোহিমার 150 কিমি দূরে 1,874

মিটার উচ্চতায় এই সদর জেলা শহরে আসতে হলে চাজৌবা হয়ে ঘুরে আসতে হবে। অবশ্য মোককচুং থেকে মাত্র 68 কিমি দূরে। সেমাদের বাসভূমি এই শহর চারপাশে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। এরা মাতৃতান্ত্রিক উপজাতি। এদের নাচ-গানও সুখ্যাত। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এদের 'তুলুনি উৎসব' উদ্‌যাপিত হয়। NST-র সেমি-ডিলাক্স বাস যাচ্ছে প্রতিদিন কোহিমায় 6.30 ছেড়ে, ভাড়া ৪০; 7.00 এক্স ৩২। থাকার জন্য টাউন পার্কে 4 টি D শয্যার Tourist Lodge ভাড়া রয়েছে ১৬৫-— আমিষ ও নিরামিষ দু ধরনেরই খাবার পাবেন।

মন : কোহিমা থেকে 65 কিমি দূরে এই জেলা শহরটি 897.64 মিটার উঁচুতে অবস্থিত। এখানকার উপজাতিদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, মুখের উলকি এবং পালক লাগানো টুপি — সব মিলিয়ে নাগা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এরকম জলজ্যান্ত নিদর্শন আপনার নজর কাড়বে।

ট্রেকিং : যাঁরা ট্রেকিং করতে চান তাঁরা কোহিমার 15 কিমি দূরে 3,043 মিটার উচ্চতায় **জাপফু পীকে** চলে যান নাগাল্যান্ডের শুখা মরসুম নভেম্বর-মার্চের মধ্যে। অথবা এই সময়েই আসুন কোহিমার 25 কিমি দূরে 2,462 মি. উঁচুতে জাপফু পীকের পিছনে Dzukou উপত্যকায়।

মদ্যপান : শুক্র, শনি, রবি, মাইনের দিন এবং জাতীয় উৎসবের দিনগুলিতে মদ্যপান নিষেধ।

পণ্ডিচেরী

বিশ্বব্যাপী ধর্ম আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের যে স্থানগুলির পরিচয় বিশ্বজোড়া, পণ্ডিচেরী তাদের মধ্যে অন্যতম। চারটি বিচ্ছিন্ন ছোট অঞ্চল নিয়ে এই কেন্দ্রশাসিত রাজ্যটি গঠিত-- করমণ্ডল উপকূলে পণ্ডিচেরী ও কারিকল, কেরলের উপকূলে মাহে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে ইয়ানাম। সব মিলিয়ে আয়তন 492 বর্গকিমি। লোকসংখ্যা 9 লক্ষের কিছু বেশি (9,73,829—2001)। 4টি জেলা— পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে ও ইয়ানাম। প্রধান শহর ও রাজধানী পণ্ডিচেরী। নানাধর্মের অধিবাসীর বসবাস এই রাজ্যে। প্রধান ভাষাগুলি তামিল, তেলুগু, মালয়ালম ছাড়া ইংরেজি ও ফরাসি। দীর্ঘকাল ফরাসি উপনিবেশ থাকায় এখানের ভারতীয় সংস্কৃতিতে ফরাসি সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত জলপথে পরিবাহিত।

1674-এ জিঞ্জির রাজার কাছ থেকে ফ্রাঙ্কো মার্টিন পণ্ডিচেরী কিনে নিয়ে প্রথম ফরাসি উপনিবেশ স্থাপন করেন। ওলন্দাজরা এই অঞ্চল দখল করে নেয় 1693-এ। 6 বছর পরে এক সন্ধির ফলে ফরাসিরা আবার এই অঞ্চল অধিকার করে। মাঝখানে 4 বার ইংরেজ-ফরাসির যুদ্ধে পণ্ডিচেরীর ভাগ্য বার বার পরিবর্তিত হতে থাকে। 1816-য় আবার ফরাসিদের অধিকারে আসে। 1947 এ ভারত স্বাধীন হলে প্রকৃতিপক্ষে ফরাসি শাসন শেষ হয়। প্রায় 240 বছর ফরাসিদের রাজত্ব করার শেষে 1 নভেম্বর 1956 এটি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় 1 জুলাই 1963 থেকে। আজ কিন্তু পণ্ডিচেরীর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বাঙালি মনীষী তথা দেশপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দের নাম। এই শতাব্দীর প্রথম থেকে তিনিই পণ্ডিচেরীকে দিয়েছেন নতুন রূপ।

এখানের প্রধান নদী জিঞ্জি এবং পোন্নিয়ার। সমুদ্র তীরভাগে 67টি লবণাক্ত হ্রদের মধ্যে প্রধান দক্ষিণাঞ্চলের ওসুদু হ্রদ। পণ্ডিচেরী শহরটি সমুদ্রের কাছে পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্বে একটি নদীর মোহনায় অবস্থিত।

কারিকল পণ্ডিচেরী থেকে 163 কিমি দক্ষিণে। আয়তন 160 বর্গকিমি। কারিকল এ-অঞ্চলের একমাত্র শহর ও শাসনকেন্দ্র। পূর্ব সীমানা বঙ্গোপসাগর। অন্য তিনটি দিকে তামিলনাড়ু রাজ্যের তাঞ্জাভুর জেলা দিয়ে ঘেরা। জলবায়ু মনোরম। এটি নারকেল তেল এবং মাছের প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র। নৌকো নির্মাণ শিল্পও আছে। আম্মায়ার শৈব মন্দিরটি দর্শনীয়। পণ্ডিচেরীর সঙ্গে রেলপথে সংযুক্ত।

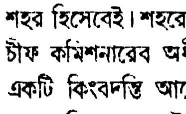
মাহে মাহে নদীর মোহনায় অবস্থিত। আয়তন 9 বর্গকিমি। মাহে একমাত্র শহর ও শাসনকেন্দ্র। নদীর মোহনায় পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই শহরের সৌন্দর্য মনোরম। তেলিচেরি থেকে 8 কিমি। মধ্য অক্টোবরে এখানে সেন্ট থেরেসার ভোজ উৎসব হয়।

ইয়ানাম একমাত্র শহর ও শাসন কেন্দ্র। প্রধান শিল্প বস্ত্র-বয়ন ও মৎস্য শিল্প। শহরটির মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে কোরিঙ্গা নদী। কাকিনাড়া-রাজমহেন্দ্রী সড়কপথে কাকিনাড়া রেল স্টেশনে নেমে যাওয়া যায়।

পণ্ডিচেরী

পণ্ডিচেরী নামটি এসেছে তামিল শব্দ পুডুচেরী থেকে। তামিল ভাষায় 'পুডু' শব্দের অর্থ নতুন আর 'চেরী' শব্দের অর্থ জনপদ বা গ্রাম। পণ্ডিচেরী গড়ে উঠেছে নতুন শহর হিসেবেই। শহরের আয়তন 293 বর্গকিমি। একজন চীফ কমিশনারের অধীনে শাসিত এই রাজ্যটি সম্পর্কে একটি কিংবদন্তি আছে। এখানেই নাকি ঋষি অগস্ত্যের আশ্রম ছিল এবং সেই পুণ্যস্থানের উপরেই নাকি আধুনিক ঋষিখ্যাত শ্রীঅরবিন্দের সাধনভূমি গড়ে ওঠে। প্রাচীন কাল থেকেই পণ্ডিতের স্থান হিসেবে এর খ্যাতি ছিল— এর প্রাচীন 'বেদপুরী' নামটি সেই ইঙ্গিতই বহন করে। পর্যটকরা এখানে আসেন প্রধানত পণ্ডিচেরী এবং তারই আশেপাশের কিছু দর্শনীয় স্থানের টানে।

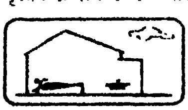
কখন আসবেন পণ্ডিচেরীর বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় 123 7 সেমি (48 7 ইঞ্চি)। গ্রীষ্মে ও শীতে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 37°C এবং 21°C। সেদিক থেকে বর্ষা ও গ্রীষ্ম বাদ দিয়ে প্রায় সব সময়েই আসা যায়। পোশাক — সুতির। শীতে একটা চাদর বা হাফ সোয়েটারই যথেষ্ট।



কেমন করে আসবেন পণ্ডিচেরী শহরটি দুটি বিশিষ্ট ভাগে বিভক্ত। শহরের মাঝখান দিয়ে একটি খাল সোজাসুজি চলে গেছে উত্তর-দক্ষিণে। খালের পূর্বপ্রান্তটি যা বঙ্গোপসাগরের তটবর্তী সেটির নাম Ville Balanche বা সাদা শহর। এখানেই আছে রোমা রোঁলা লাইব্রেরি থেকে অরোভিল পর্যন্ত সব। পশ্চিম দিকের


অরোভিলে
যুব আবাস
উত্তর বুলেভার্ড
থিয়াগা রাজা স্ট্রীট
পি কোভিল স্ট্রীট
এম এ কোভিল
আইডি কোভিল স্ট্রীট
শ্রী অরবিন্দ স্ট্রীট
সুব্রয়া চেট্টিয়ার স্ট্রীট
সি কোভিল স্ট্রীট
এ এইচ মাদাম স্ট্রীট
জে নেহেরু স্ট্রীট
ব্রিজ রেস্তোরা
অরবিন্দ আশ্রম
এরিস্টো হোটেল
ইণ্ডিয়া কফি হাউস
অরোভিলে শপ
ইনফরমেশন সেন্টার
ডিকে লজ
মার্কেট
অমলা লজ
বাঙ্গারপিল্লাই স্ট্রীট
নিদারাজাপায়ের স্ট্রীট
ভেনাস বার
জিপিও
রমা রলা
গ্রন্থাগার
আশ্রম
ট্যুরিস্ট অফিস
পুরানো বাতিঘর
সেন্ট থোরসা স্ট্রীট
সিন্না পান্নারা স্ট্রীট
গান্ধী মেমোরিয়াল
ফরাসী গ্রন্থাগার
বিদেশীদের রেজিস্ট্রেশন অফিস
সি মুদালীয়ার স্ট্রীট
এয়ার ইণ্ডিয়া
বাস স্টেশন
লাল বাহাদুর স্ট্রীট
বোটানিক্যাল গার্ডেন
ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট
দক্ষিণ বুলেভার্ড
সরকারী ট্যুরিস্ট হোম
জলের ট্যাঙ্ক
ক্রিসেন্টা রেস্তোরা
বাতিঘর
টিভি স্টেশন
পণ্ডিচেরী

অংশটি Ville Noire বা কৃষ্ণ শহর নামে পরিচিত। **বিমানে** এলে আপনাকে নামতে হবে চেন্নাই-এ— শহর থেকে 160 কিমি দূরে। **রেলে** এলে চেন্নাই থেকে ভিল্লুপুরম্ হয়ে যে রেলপথ শহরটির দক্ষিণ দিয়ে গেছে (দূরে একেবারে সমুদ্রতীরে নিউ পায়ারের কাছ পর্যন্ত বিস্তৃত) সেই রেলপথে পণ্ডিচেরী স্টেশনে নামুন। চেন্নাই থেকে এক্স ট্রেনে **ভিল্লুপুরম্** ঘণ্টা চারেকের রাস্তা। চেন্নাই-এর এগমোর স্টেশন থেকে রাতারাতি পণ্ডিচেরী পৌঁছে যাবেন। **সড়কপথে** পণ্ডিচেরী দক্ষিণ ভারতের বহুস্থানের সঙ্গেই সংযুক্ত। চিদাম্বরম্ 64 কিমি (কুড্ডালোর হয়ে), তিন্দিভানম্ হয়ে চেন্নাই 160 কিমি; চিদাম্বরম্ হয়ে তাঞ্জাভুর 177 কিমি, ভিল্লুপুরম্ হয়ে তিরুভান্নামালাই 107 কিমি, ভিল্লুপুরম্ হয়ে তিরুচিরাপল্লি 209 কিমি। অনেকেই সেজন্যে তামিলনাড়ু বেড়াতে এসে সেই ফাঁকে পণ্ডিচেরী ঘুরে যান। বাস চলছে চেন্নাই, নাগপত্তনম্, কারিকল, তাঞ্জাভুর, চিদাম্বরম্, কুড্ডালোর প্রভৃতি স্থান থেকে। এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ডটি একেবারে শহরের পশ্চিমে বোটানিকাল গার্ডেনের উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে একটু দূরে। চেন্নাই থেকে বাসে সময় লাগে 4 ঘণ্টা।



কোথায় উঠবেন : এসেছেন যখন তখন চলুন থাকার কিছু জায়গার হদিশ দিই। আগে সাধারণ হোটেল এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি আস্তানার কথা বলি। পরে বলব বিশেষ করে অরবিন্দ আশ্রমের কথা। মরাইমালাই আদিগাল সলাই-এ Motel Mass, (তিরুভান্নুভর বাস স্ট্যান্ডের কাছে (Ph: 2337221) SAC ৪৭৫, DAC ৫৫০, স্যুইট ৬৫০; ওয়েস্ট বুলেভার্ড-এ Hotel Ram International (Ph. 2337230) S১৫০, D ২০০, SAC ২৫০, DAC ৩৫০; মিশন স্ট্রিটে Aristo Guest Houses (Ph: 2336728) S ৮৫, D ১০০-১৭৫, SAC ২০০, DAC ২৫০, 12 রুই সার্ফেন রোডে Grand Hotel D'Europe (আমেরিকান প্ল্যান) মাথা পিছু AC ২০০-২৫০; 18-বি জমিদার গার্ডেনস-এ Hotel L'abri DAB ১০০-১৭৫, DAC ২০০-২৭৫; 38 বীচ রোডে Hotel Continental ১৭৫-৩০০; রঙ্গাপিল্লাই স্ট্রিটে Ellora Lodge (Ph: 2221111) DAC ১৫০-২৫০, DAC ৪৫০; মন্তেসরি স্ট্রিটে Amnivasam S ৬৫, D ৯০; 6 সেন্ট থেরেসা স্ট্রিটে Hotel Emiraj (R-35) SCB ৬০, SAB ৮০, DAB ১২০; রেলস্টেশনের কাছে উপ্পলম্ রোডে Hotel Liberty (R-13) S ১৭৫, D ৩০০, DAC ৪৫০; মাহে লেবারডেনাইস স্ট্রিটে Hotel Quality S ৮৫, D ১৫০, SAC ২০০, DAC ২৫০। এছাড়া আছে কামরাজ সলাইতে Blue Star Hotel D ২৭৫, DAC ৪৫০; Hotel Mala D ২৫০, DAC ৩৫০, 18 দ্যুপ্লে স্ট্রিটে Hotel Majestic ; এই রাস্তাতেই Aruna Lodge ; রঙ্গপিল্লাই স্ট্রিটে Hotel Usha 'Annexe', Shankar Lodge, Paris Lodge, Naidu Lodge, Victoria Lodge, Hotel Aristo ইত্যাদি। সরকারি ব্যবস্থাপনায় আছে রেল স্টেশনের কাছে উপ্পলম্ রোডে Government Tourist Home (Ph: 2358276) DB ২০০, DAC ৪০০, Suit ৬০০, DAC ৪০০; কিল্লাডিনগরে যাত্রীনিবাস (Ph: 2203474) DB ৬০, ডর্মি ২০; (রিজা 19, গৌবার্ট অ্যাভিনিউতে অবস্থিত Director of Tourism,বা Receptionist) স্টেশনের কাছে উপ্পলম্ রোডে Excursion Centre ডর্মিতে শয্যাপ্রতি ৫০ : 6 রুই সার্ফেন-এ Municipal Travellers Bunglow S ৪৫, D ৬৫, (রিজা কমিশনার, পণ্ডিচেরী মিউনিসিপ্যালিটি); সোলাই নগরে Youth Hostel (Ph: 2233495) ডর্মি ২০, এখানে নিজস্ব রান্না করা যেতে পারে (রিজা: ওয়ার্ডেন, Solai Nagar, Mutialpet-605003, Pondicherry ; রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম ৩৫ মাথাপিছু। ট্রেন থেকে নেমে ক্লোক রুমে মালপত্র রেখে দিতে পারেন।

অরবিন্দ আশ্রম প্রযত্নে গৌবার্ট অ্যাভিনিউতে Park Guest House (Ph: 2224412) S ১২৫, D ১৭৫, ডর্মি ৫০, ডিলাক্স S ২৫০, D ৩৫০; এই রাস্তার 10 নং-এ Sea Side Guest House (Ph: 2336699) D ১৫০-২৫০, DAC ৩০০-৩৫০; 15 রোমা রোলাঁতে Society Guest House S ৬৫, D ৯০; Gingee Salai-তে International Guest House S ৮৫, D ১০৫, DAC ২৫০। এগুলি ছাড়া আরো কিছু অতিথিশালা আছে। যদি অগ্রিম বুকিং করেন— নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন। আশ্রমের অতিথিশালার জন্য যোগাযোগ করুন : Central Bureo, Sri Aurobinda Ashram Information Centre, Tavanga Pillai Street, Cottege Complex. Pondicherry 605001, Ph: (0431) 2339648 ভাড়া DB ৭০০, ডর্মি ১৫। রাত্রে না থেকে যদি শুধু দিনটির আশ্রয় চান তবে আশ্রমের মাতৃস্মরণম্-এ থাকতে পারেন। এখানের নির্দিষ্ট খাবারও মাত্র ১৫-য় পাবেন সারা দিনের জন্য। পণ্ডিচেরী পৌঁছে এখানে জিনিসপত্র রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন।

কোথায় বেড়াবেন : প্রথমে পণ্ডিচেরীর ভিতরের কথা বলি। **শ্বেত পণ্ডিচেরী** : ডিম্বাকৃতি এই শহরের প্রায়

প্রতিটি রাস্তা সরলরেখার গিয়ে **সমকোণে** এসে মিলেছে। চমৎকার পরিকল্পনা এই আধুনিক শহরের। 3 কিমি লম্বা গড়ের মাঠটির চারপাশেই গড়ে উঠেছে শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি।

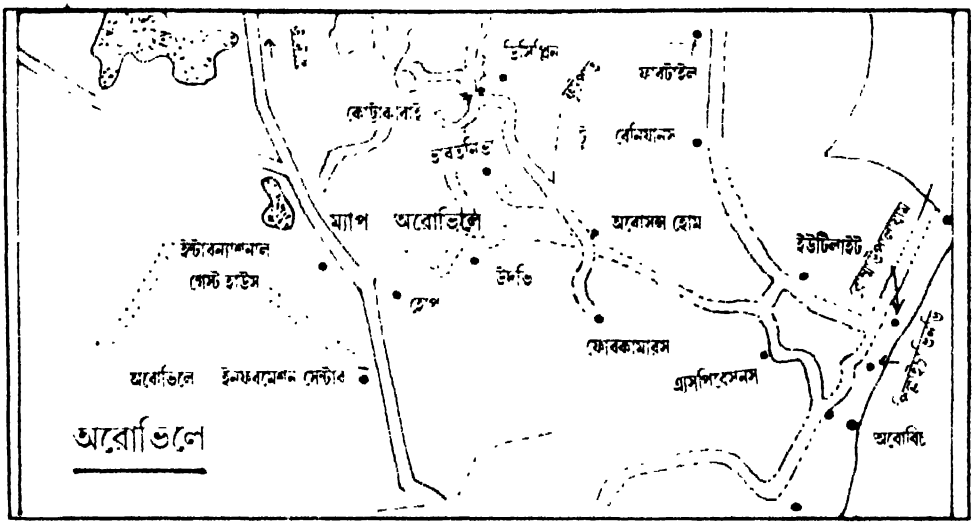
দ্যুপ্লে মার্গে রয়েছে **রাজনিবাস**, এককালে বড়লাট দ্যুপ্লে এখানে থাকতেন। এখন রাস্তার নাম হয়েছে জওহরলালের নামে এবং এখানে বাস করেন একজন ভারতীয় লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর। বাগানে রয়েছে বিষ্ণুর 'বরাহ অবতারে' লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে ক্রীড়ারত মূর্তি। রাস্তা পার হয়েই দেখতে পাবেন পুষ্পে-ঝরনায় বিগলিত **গভর্নমেন্ট পার্কটি**। এটি তৃতীয় নেপোলিয়নের সময়কালে (1852-70) নির্মিত হয়েছিল। পার্কের উত্তর পশ্চিম কোণে 1827-এ প্রতিষ্ঠিত **রোমাঁ রোলাঁ লাইব্রেরিটি** একটি জ্ঞানভাণ্ডার বিশেষ। 60,000 বইয়ের (যার মধ্যে বেশির ভাগ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ পত্রপত্রিকা) সংগ্রহ (ইংরেজি, ফরাসি ও তামিল ভাষায়) আপনাকে বিস্মিত করবে। পার্কের দক্ষিণে রয়েছে পণ্ডিচেরীর অতীত ও ভবিষ্যতের সাক্ষী **আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম**। এখানে রয়েছে পল্লব ও চোল শিল্পের নমুনা, আরেকামেডুতে প্রাপ্ত বহু প্রাচীন পোড়ামাটির নিদর্শন, ফরাসি চিত্রশিল্পের বহু নমুনা, ব্রোঞ্জমূর্তি, হস্তশিল্পাদি। সোমবার ও ছুটির দিন বন্ধ। প্রবেশ মূল্য লাগে না। খোলা থাকে 10.00-17.00।

পার্কের পশ্চিম প্রান্তের রাস্তা ধরে হেড পোস্ট অফিসকে ডাইনে ফেলে উত্তরে খালের পূর্বপ্রান্তে 1½ কিমি দূরে আছে **মানাকুলা বিনায়াগার মন্দির** । MV Street-এর উপরে এই গণেশ মন্দিরে প্রতি শুক্রবার নতুন উদ্যোগীরা এসে দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। পার্কের ঠিক দক্ষিণে গৌবার্ট অ্যাভিনিউ-এর উপর রয়েছে বেড়ানোর জন্য বিস্তীর্ণ ময়দান (1,500 মি লম্বা)। এখানে বেড়াতে বেড়াতে দেখুন সর্ধাচত অষ্ট-স্তম্ভ **গান্ধি মেমোরিয়াল**। একটু দক্ষিণ-পশ্চিমে **ফ্রেঞ্চওয়ার মেমোরিয়াল** ; 29মি উঁচু **লাইট হাউস**, উজ্জ্বল সমুদ্রবেলা তো নিশ্চয়ই। সেখানে দেখুন 284মি লম্বা নতুন খিলান সেতুটিও বঙ্গোপসাগরের বুকে।

মানাকুলা বিয়াগার মন্দিরের একটু উত্তর-পূর্ব কোণের রাস্তায় গেলে দেখতে পাবেন **শ্রীঅরবিন্দ সেন্টার অফ ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন** প্রতিষ্ঠানটি। শ্রীঅরবিন্দের দেহান্তের (1950) পর তাঁর শিক্ষাদর্শ অনুসারে শ্রীমা 1952-তে এই আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রের রূপদান করেন। বহু পাঠানুরাগী দেশ-বিদেশ থেকে এখানে শিক্ষাগ্রহণের জন্য সমবেত হন। এবও উত্তর-পূর্বে রয়েছে ফরাসি ভারততত্ত্ববিদ্ Dr. Filliozat প্রতিষ্ঠিত **ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট**। 1955-য এই কেন্দ্রে ভারতীয় ভাষাসমূহ ও সংস্কৃতির উপর গবেষণার ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া এর বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগটি অরণ্য, মৃত্তিকা, ভূবিদ্যা-সম্পর্কিত মানচিত্র তৈরি করে। যাঁরা শ্বেত পণ্ডিচেরীর বাসিন্দা তাঁরা যাতে অরোভিল সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে পারেন সেজন্য গভর্নমেন্ট পার্কের উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে গৌবার্ট অ্যাভিনিউতে রয়েছে **অরোভিল ইনফরমেশন সেন্টার**।

পণ্ডিচেরীর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ **শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম** স্থাপন করে রাজনীতি-ক্লান্ত, অধ্যাত্ম-পিপাসু অরবিন্দ ঘোষ (পরে ঋষি অরবিন্দ বা শ্রীঅরবিন্দ নামেই পরিচিত) পণ্ডিচেরীতে চলে আসেন 1910-এ এবং সাধনায় পূর্ণত্ব ঘটে 24 নভেম্বর 1926-এ। তাঁর কাজে সহযোগিতা করতে থাকেন ফরাসি পল রিশারের পত্নী মাদাম মীরা রিশার— পরবর্তীকালে যিনি মাদার বা শ্রীমা নামেই পরিচিত। এখানেই শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন The Life Divine, The Human Cycle, Savitri, গীতা ও উপনিষদের টীকা। ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা আশ্রমটি এখন প্রায় 500 ছড়িয়ে থাকা বাড়ির কর্মোদ্যোগের সমাহার। দোতলা ছাই রঙের বাড়িগুলি এনেছে এক বৈরাগ্যের পরিবেশ। ফুলের বাগান তাতে যুক্ত করেছে পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা। সম্মুখে প্রবহমান সমুদ্রে সেই বৈরাগ্য পথের নির্নিমেষ দূর পথের অনুসন্ধান। শ্রীঅরবিন্দের বাসগৃহেই তাঁর অন্তিম শয়ান ঘটে। সেই সমাধিস্থানও আজ হয়েছে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। রিসেপশন সার্ভিস থেকে অনুমতি নিয়ে এসে পর্যটক বহু পুণ্যার্থীর সঙ্গে পুষ্পস্তবকে নিজের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। দ্বার উন্মোচিত থাকে দুপুরে অল্পক্ষণের জন্য (11.45-12.00)। অরবিন্দ আশ্রমের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে কৃষি প্রসারণও উল্লেখযোগ্য। আশ্রমে এসেছেন যখন তখন তো একটু ধূপকাঠি, রুমাল স্মারক হিসেবে নিয়ে যাবেনই।

কৃষ্ণ শহরটিতে রয়েছে রেল স্টেশনের অনতিদূরে Eglise De Sacre Coeur De Jesus চার্চটি । এর গথিক শিল্পরীতি পর্যটকের সম্ভ্রম আদায় করে নেয়। বারান্দার রঙিন কাচ আর প্যানেলে আঁকা যিশুর জীবন-কাহিনী দেখবার মত। পণ্ডিচেরী বিখ্যাত কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর জন্মও (1882-1921)। তামিল ভাষার এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পুরোধা **সুব্রহ্মণ্য ভারতীর বাড়িটি** রয়েছে Eswaran Koil Street-এ। কবি এখানে আসেন 1908-এ। এঁরই শিষ্য



কবি ভারতীদাসন 'পবেন্থর' (কবিদের রাজা)-এর বাড়িটিও রয়েছে Perumal Koil Street-এ এবং এখন একটি জাতীয় স্মারক।

বোটানিক্যাল গার্ডেন অ্যান্ড অ্যাকোরিয়াম . রেল স্টেশনের 2 কিমি পশ্চিমে এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে। লোকাল বাস স্ট্যান্ডের বাঁয়ে রয়েছে বিশাল বোটানিক্যাল গার্ডেনটি। 1826-এ প্রতিষ্ঠিত এই বাগানে বহু দুষ্প্রাপ্য এবং অপরিচিত গাছপালা রয়েছে। রয়েছে বহু বিদেশী গাছও। ভিতরের মৎস্যাশয়টিতেও আছে দুষ্প্রাপ্য অলংকারময় নানান মাছের সংগ্রহ।

চলুন, এবার যাই **পণ্ডিচেরী থেকে একটু দূরের জায়গাগুলিতে**:

অরোভিল

স্টেশন থেকে মহাত্মা গান্ধি রোড ধরে সোজা উত্তরে 7 কিমি গেলে অরোভিল বা প্রত্যুষের শহরে পৌঁছে যাবেন। এই শহরের পিছনে আছে যুগ্ম-স্মৃতি: কবি-দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সাধন-সহায়িকা শ্রীমার যুগলস্মরণ। ফরাসি স্থপতি Roger Arger পরিকল্পিত এই শহর শিক্ষা এবং বসবাসের ক্ষেত্রে একটি নতুন ভাবনার উদ্বোধক। তামিলনাড়ুর ও পণ্ডিচেরীর সীমান্ত অঞ্চলে এই আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক শহরটি গড়ে উঠেছে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, জাপান, তিব্বত ও অন্যান্য দেশের আন্তর্জাতিক আর্থিক সহযোগিতায়। প্রায় 50 বর্গকিমি আয়তনের এই শহর গড়ে উঠেছে Aspiration, Samridhi, Revelation, Fraternity — আকাঙ্ক্ষা, সমৃদ্ধি, প্রকাশ, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি নামে। তারপর গোটা শহরটি বিন্যাস্ত হয়েছে পাঁচটি ভাগে — কর্ম, আবাস, শিক্ষা, সমাজ এবং বিশ্ব নামে। মাঝখানে মাতৃমন্দির — তাতে স্মরিত হন মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহাকালী ও মহেশ্বরী। সাধন-মন্দিরটি গোলাকৃতি। মানবতা এবং ঐক্যবোধের এই কর্মযজ্ঞে বিশ্বের বহু দেশের মানুষ আজ সংঘবদ্ধ।

এখানে যাবার জন্যে কোন স্থানীয় যানবাহন নেই। তবে পণ্ডিচেরীর 12 নেহরু স্ট্রিট-এর ব্যুটিক-দ্য-অরোভিল থেকে সপ্তাহে তিনদিন কনডাকটেড ট্যুরের বাসের ব্যবস্থা করা হয়। তাতে চড়ে অরোভিল দেখে আসতে পারবেন। এখানে থাকার জন্যে Fraternity, Swagatam এবং Utility Repose নামে তিনটি GH আছে। খাওয়া-দাওয়া সমেত মাথা পিছু ৫০ লাগে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন : Boutique D' Auroville, Aspiration, P. O. Koilapalayam Via-Kottakuppam, South Arcot District, Tamilnadu - 605104

অরবিন্দ আশ্রমের উৎসবপঞ্জি

শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন — 15 আগস্ট। শ্রীমায়ের জন্মদিন — 21 ফেব্রুয়ারি। শ্রীঅরবিন্দের তিরোধান — 5 ডিসেম্বর। শ্রীঅরবিন্দের সমাধি — 9 ডিসেম্বর। শ্রীমায়ের প্রয়াণ দিবস — 17 নভেম্বর [1973]। শ্রীমায়ের সমাধি — 20 নভেম্বর। শ্রীমায়ের পণ্ডিচেরী আগমন — 24 এপ্রিল। শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধিলাভ — 24

নভেম্বর। আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী — 1 ও 2 ডিসেম্বর।

আসুন এই উৎসবের দিনগুলিতে।

আরেকামেডু

20 কিমি দূরে এখানে সাম্প্রতিক খননকার্যের পরে রোমক মুদ্রা, পানপাত্র, পোড়ামাটির তৈজসপত্র প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে দ্বিতীয় শতকের কাছাকাছি সময়ের ভারত-রোম সভ্যতার যুগটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তাছাড়া এখানে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাবও লক্ষণীয়। 50 কিমি দূরে মণ্ডগুপাট্টুতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের প্রথম পল্লব সাম্রাজ্যের সময়কালীন মন্দিরটি আছে। এই মন্দিরের নাম **লক্ষিতায়তন**। দেশের প্রথম জাতীয় **ফসিল-উড পাকটি** দেখার জন্য যেতে হবে 29 কিমি দূরের তিরুভাক্কারাইতে। ছোট্ট ছোট্ট টিবিব নীচে এই অশ্মীভূত গাছগুলো অন্তত 10 কোটি বছর আগে খড়ির পাহাড়ের যুগের সময়কার। দেখে বিস্ময় জাগে।

এখানের বাড়তি আকর্ষণ হল চোল যুগের বিখ্যাত স্থাপত্য নিদর্শনের মন্দির **চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবমন্দিরটি**। ছোট্ট একটি পাহাড়ের চূড়ায় আর একটি মন্দির রয়েছে 50 কিমি দূরে মৈলামে **মুরুগান** মন্দির। মার্চ-এপ্রিল মাসে এখানের উৎসবে প্রচুর ভক্তসমাগম হয়। চলুন, দেখে আসি **আউস্তেরি** বা Oussoudre হ্রদটি পণ্ডিচেরী-ভিল্লুপুরম্ রাস্তায় বাসে চড়ে 16 কিমি গিয়ে। দারুণ মনোরম জায়গা। আর যদি নৌকা চড়তে মন চায় তো চলুন নিয়ে যাই 4 কিমি দূরে আবিয়ানবুন্নম্-এর কাছে চুন্নম্বর নদীতে। চুন্নম্বব বোট হাউসে নৌকা ভাড়া করুন সপ্তাহের যে কোনো দিনে 9.00-17.00 মধ্যে। ভাড়া : তিনজনের নৌকা ঘণ্টা প্রতি ৫, 4 জনের ৮ আর 6 জনের ১০। বাগানে বসে থাকার জন্য ছাতা, চেয়ার, টিপয় নামমাত্র ভাড়ায় পাবেন — বসে বসে সৌন্দর্য বা নৌকা বাওয়া দেখুন। অথবা গাছের ছায়ায়, মাঠে, ক্যানেলের পার ধরে, গ্রাম্য কুঁড়ের পাশ দিয়ে যান— মন ছুটবে তেপান্তরে।

যদি ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে (তামিলদের মাসি মাসে) পূর্ণিমার দিন আসেন তাহলে দেখবেন 38 মন্দির থেকে দেবতার মূর্তি শোভাযাত্রা করে নিয়ে এসে কেমন একটা প্রতীকী বিসর্জনের উৎসব। এই উপলক্ষে সকালে বহু দর্শনার্থী সমুদ্রে ডুব দেন। ভিলিয়ানুরের থিরুকামীশ্বরের মন্দিরে — 10 কিমি দূরে —**রথযাত্রা** একটা বিরাট উৎসব। এমন উৎসব হয় 6 কিমি দক্ষিণে বীরামপত্তিনাম-এ **আম্মান মন্দিরেও**।

কনডাকটেড ট্যুর

পণ্ডিচেরী সরকারের Directorate of Information, Publicity and Tourism (Ph: 2339497), Govt. of Pondicherry, 19, Goubert Avenue, Pondicherry–605001 বিভাগ অরোভিল, বোট ক্লাব এবং স্থানীয় দ্রষ্টব্যগুলি দেখার জন্য কন্‌ডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা করে থাকেন। ট্যুরিস্ট ইন্‌ফরমেশন ব্যুরো থেকে সকাল 9টায় ছেড়ে বাসগুলি ফিরে আসে 13.00টায়। ভাড়া জন পিছু ৫৫। গৌবার্ট অ্যাভিনিউতে এই অফিস থেকেই অগ্রিম বুকিং করা যায়। আশ্রম দেখার ব্যবস্থার কথা আগেই বলেছি। এছাড়া 15 জিঞ্জি সালাই থেকে বাস যায় অরোভিলে।

পশ্চিমবঙ্গ

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে!!

অখণ্ড বাংলা আজ দুভাগ হয়েছে কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কোনো রাজনৈতিক দস্যু লুটে নিতে পারেনি। এখনো মায়ের মুরতি দেখে দেখে আমাদের আঁখি ফিরতে চায় না। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা সর্বদাই বাইরের টানে দেশে-বিদেশের নানা ভুঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি 'জানব এবার জগৎটাকে'র বাসনা নিয়ে। কিন্তু কখনো কি ভাবি 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু'! পর্যটক বন্ধু, আমার ঘরের পাশের পাখ-পাখালি, গাছ-গাছালি, পাহাড়-নদী, মন্দির মসজিদ, ইতিহাস-সংস্কৃতিকে আমরা আর একটু আপন করে দেখি, ধানের ওপর শিশিরবিন্দুতেই আমাদের সিন্ধুদর্শন সম্ভব হবেই।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বয়স আদৌ বেশি নয়, 1947-এ ভারত বিভাগে এর জন্ম। কিন্তু বঙ্গদেশের ইতিহাস সুপ্রাচীন। পুরাণে আছে, চন্দ্রবংশীয় রাজা বলির অন্যতম পুত্রের নাম ছিল বঙ্গ। তিনি পদ্মানদীর দক্ষিণ ভাগ এবং ভাগীরথী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের মাঝখানের ব-দ্বীপ অঞ্চল অধিকার করে নেন। পরে অবশ্য ভীম ও রাজা রঘুর কাছে পরাস্ত হন। কালিদাসের 'রঘুবংশম্'-এ উল্লেখ রয়েছে যে বঙ্গদেশে মানুষ নৌকোতে বাস করত এবং এখানের প্রধান খাদ্য ধানজাত দ্রব্য।

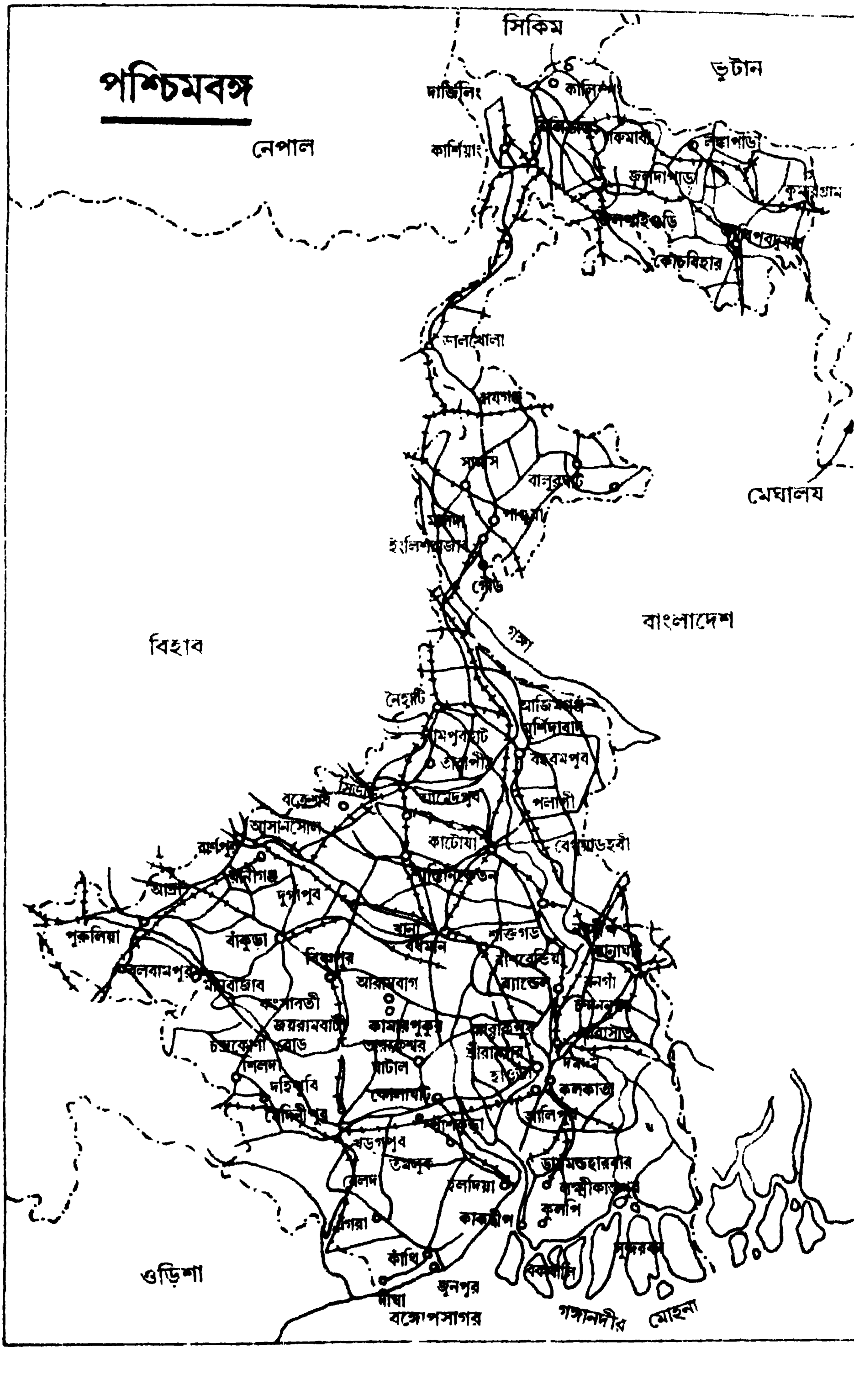
গঙ্গার পশ্চিম ও দক্ষিণে রাঢ়, অবিভক্ত বাংলার উত্তর ভাগের নাম ছিল পুণ্ড্র, বরেন্দ্র ও গৌড়। পূর্ব অংশে ছিল সমতট, হরিকেল, বঙ্গ বা বঙ্গাল। গৌড় শব্দটি দিয়ে হিন্দু যুগে উত্তর, পশ্চিম বা সমগ্র বঙ্গদেশকে বোঝাত। মালদহের কাছেই ছিল প্রাচীন গৌড় নগরী। বৈদিক সাহিত্যে বাঙালিরা খুব হেয় জাতি বলে উল্লিখিত। মনুসংহিতায় বঙ্গ আর্যাবর্তের মধ্যে। মহাভারতেও বঙ্গদেশের অন্তর্গত তীর্থের নাম আছে। বঙ্গদেশ সমৃদ্ধ জনপদ বলে উল্লেখ আছে রামায়ণে। আলেকজান্ডার-মেগাস্থেনিসের সময় উল্লিখিত গঙ্গারিডি বঙ্গভূমিরই অন্তর্গত। গুপ্তযুগে বঙ্গদেশ তাঁদের অধিকারে ছিল। বখ্‌তিয়ার খিলজির সময়ে 12-13 শতকে বঙ্গদেশে শাসনকর্তা ছিলেন সেন বংশীয় রাজারা। মুসলমান রাজত্বের শেষে ইংরেজ রাজত্বে বাংলা গুরুত্ব পেল কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল গড়ে ওঠার ফলে। প্রকৃতপক্ষে 1911 পর্যন্ত কলকাতাই ছিল ইংরেজ অধিকৃত ভারতের রাজধানী। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন 87,853 বর্গকিমি। লোকসংখ্যা 8 কোটির কিছু বেশি— 8,02,21,171 (2001)। জেলার সংখ্যা 19। বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, হাওড়া, কলকাতা, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও হুগলি।

কৃষিপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ নদীপ্রধানও। জলঙ্গি, ভৈরব, ইছামতী, তিস্তা, মহানন্দা, রূপনারায়ণ, দামোদর, গঙ্গা-বিধৌত বঙ্গদেশের 'ভালে কাঞ্চন শৃঙ্গ মুকুট'। নীচে 'সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে/আমরা বাঙালি বাস করি সেই তীর্থে-বরদ বঙ্গে'। ●

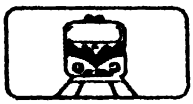
বেড়াবার সেরা সময় মে-আগস্ট বাদে সারা বছর ধরে।

কলকাতা

কলিকাতা বা কলকাতা নাম যে কী করে হল 300 বছর ধরে কেউ তার হদিস পেলেন না। কেউ বলেন দেবী কালীর ক্ষেত্র (কালীঘাট) থেকে কালিঘাটা > কলিকাতা; কেউ বলেন 'কলি' চুনের ভাটা ছিল বলে কলিকাতা; কেউ গল্প করেন এক সাহেব দুজন স্থানীয় অধিবাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কোন জায়গা (নিশ্চয়ই ইংরেজিতে, অধিবাসীরা ঘাস কেটে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা ভাবলেন সাহেব হয়ত জিজ্ঞেস করছে— কবে ঘাস কাটা হয়েছে। তাঁরা ইংরেজি জানেন না। হিন্দি-উরদু মিশিয়ে উত্তর দিলেন— কাল কাটা হ্যায় অর্থাৎ গতকাল কেটেছে। তা থেকে কালকাটা— Calcutta। গল্পই হয়েছে, ইতিহাস জানা যায়নি। তা না থাক— কলকাতা আমাদের জীবনে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কেউ বললেন, 'রাতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি'। কেউ বললেন, 'সিটি অফ প্যালেসেস্', কবিগুরু দেখলেন, 'ইঁটের ওপর ইঁট, মাঝে মানুষ কীট'; রাজনীতিক বললেন, 'মিছিলের শহর'। কবি গাইলেন, 'কলকাতা একদিন


পশ্চিমবঙ্গ
সিকিম
ভুটান
দার্জিলিং
নেপাল
কার্শিয়াং
কোচবিহার
মেঘালয়
বালুরঘাট
বাংলাদেশ
বিহার
গঙ্গা
মুর্শিদাবাদ
পলাশী
আসানসোল
কাটোয়া
দুর্গাপুর
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
বর্ধমান
আরামবাগ
কংসাবতী
জয়রামবাটী
কামারপুকুর
ঘাটাল
দাঁতন
কলকাতা
খড়গপুর
তমলুক
হলদিয়া
কাকদ্বীপ
কুলপি
কাঁথি
জুনপুর
দীঘা
ওড়িশা
বঙ্গোপসাগর
গঙ্গানদীর
মোহনা

কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে'। বুদ্ধদেব বসু বললেন, 'কলকাতা সবাইকেই বদলে দেয়'। 300 বছরের বুড়িটা [আধুনিক কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক 1690-এর জুনেই এখানে পা দেন] কিন্তু তার আকর্ষণ করার শক্তি একটুও হারায়নি। কলকাতা পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে অনিবার্য। এশিয়ার বৃহত্তম, পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ এই শহর তার বুকে নানা সম্পদ নিয়ে নিয়ত ডাকছে। সুতানুটি, গোবিন্দপুর হারিয়ে গেছে কলকাতায়। এখানে আপনিও হারিয়ে যান।



কেমন করে আসবেন . কলকাতার দমদম বিমানবন্দর একটি আন্তর্জাতিক বিমানক্ষেত্র। এখানে Indian Airlines ও Air India-র বিমান ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিমানসংস্থা যেমন British Airways,Royal Dutch Airlines, Druk-Air, Singapore Airlines, Royal Nepal Airlines, Royal Jordanian Airlines, Necon Air Ltd., Biman Bangladesh Airlines, Royal Brunei Airlines, Aeroflot, Thai Airways International প্রভৃতি এবং বিভিন্ন বেসরকারী বিমানসংস্থা যেমন Alliance Air, Sahara Airlines, Jet Airways প্রভৃতি বিমান নিয়মিত আসছে-যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন শহর এবং রাজ্য ছাড়াও দমদম বিমানবন্দর (নতুন নাম সুভাষচন্দ্র বসু বিমান বন্দর) থেকে বিদেশের বিভিন্ন শহর যেমন আম্মান, আমস্টারডাম, ব্যাঙ্কক, বিরাটনগর, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কাঠমাণ্ডু, লন্ডন, দুবাই, ইয়াঙ্গন, মস্কো, পারো, সিঙ্গাপুর ও টোকিও-তে নিয়মিত বিমান যাতায়াত করছে। মুম্বাই থেকে এখানে IC 274 আসছে 16.40 ছেড়ে 18.50 এবং IC 675 6.30 ছেড়ে 8.30 প্রতিদিন; দিল্লিতে 20.20 ছেড়ে 22.20 এবং 9.55 ছেড়ে 11.55 প্রতিদিন; কলকাতা থেকে মুম্বাই 9.20 ছেড়ে 11.40 ও 19 45 ছেড়ে 22.25 প্রতিদিন আর দিল্লি যাচ্ছে 7.00ছেড়ে 9.00 ও 17.20 ছেড়ে 19.20। দিল্লিতে স.বৃ.শু. ছেড়ে IA বিমান আসছে 5.50 ছেড়ে রায়পুর, ভুবনেশ্বর হয়ে 10.05 । এটিই ফিরে যাচ্ছে 10.45 মিনিটে ছেড়ে একই পথে দিল্লিতে 15.00। প্রতি ম.বৃ.র. IA বিমান কলকাতায় 19.30 ভুবনেশ্বরে সোমবার 20.30 ছেড়ে কলকাতায় 21.55 মিনিটে। মুম্বাই ছেড়ে প্রতি ম.বৃ.শ. IA বিমান আমেদাবাদে 17.15, পাটনায় 19.40 হয়ে কলকাতায় 21.05 আর 11.30 ছেড়ে আমেদাবাদে 12.25 কানপুরে 14.40 ছুঁয়ে কলকাতায় 16.35 । দিল্লিতে প্রতিদিন 9.25 ছেড়ে লখনৌ 10.15, পাটনা 11.35, রাঁচি 12.45 হয়ে কলকাতায় 14.00। কলকাতায় মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনিবার 9.50 ছেড়ে রাঁচি 10 35, পাটনা 11 45, লখনৌ 13.05 হয়ে দিল্লি 14.25।

কলকাতা থেকে সো.বু.শু. 5.30 ছেড়ে 7.30 পোর্টব্লেয়ার পৌঁছচ্ছে। আর ফেরে ম.বৃ.শ. 9.00 ছেড়ে 11.00। ডিমাপুর থেকে কলকাতায় বিমান আসছে বৃ.র. 15.50 ম.শ. 15.30, এবং ম.বৃ.শু. ডিমাপুর থেকে গুয়াহাটি হয়ে 15.55। চট্টগ্রামে বৃ.র. 13.20 মিনিটে ছেড়ে কলকাতায় আসছে 14 00। কাঠমাণ্ডু থেকে বু.র. নেপাল এয়ারলাইন্সের বিমান আসছে 14.25। আর ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান ফেরে বুধ ও রবিবার বাদ অন্যান্য দিন 16.45 । এছাড়া আরো বহু বিমান ভারতের নানা স্থানে যাচ্ছে। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে কলকাতা শহরে আসার জন্যে নানা বাস, ট্যাক্সি পাবেন।

কলকাতা

আয়তন 185 বর্গকিমি; জনসংখ্যা 45,80,544, পুরুষ 25,06,029, মহিলা • 20,74,515; জনসংখ্যার ঘনত্ব 24,760 প্রতি বর্গকিমিতে; শহরবাসী ১০০%।

ট্রেন আসছে কলকাতায় হাজারো জায়গা থেকে। কলকাতা আসার দুটো মুখ্য স্টেশন **হাওড়া** এবং **শিয়ালদহ**। এ দুটি স্টেশন থেকে যে সব ট্রেন ভারতের বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছে অন্যান্য প্রদেশের সূত্রে তাদের কথা বলে এসেছি। এখানে হাওড়া ও শিয়ালদহে আগ্রা, আমেদাবাদ, অমৃতসর, ভুবনেশ্বর, মুম্বাই, কোচি, দার্জিলিং, দেরাদুন, দিল্লি, ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি, গোরখপুর, জম্মু-তাওয়াই, লখনৌ, চেন্নাই, মজঃফরপুর, নাগপুর, নিউ বঙ্গাইগাঁও, নিউ জলপাইগুড়ি, পাটনা, পুরী, রাঁচী, তিরুবঅনন্তপুরম্,বারাণসী, বিজয়ওয়াড়া, বিশাখাপত্তনম্ প্রভৃতি স্থান থেকে যে সব ট্রেন আসছে তার একটা খসড়া তালিকা দিচ্ছি। ট্রেনের সময় যে পরিবর্তনশীল সুধী পর্যটককে সেকথা বলে দেওয়া বাহুল্যমাত্র।

1,441 কিমি দূরের দিল্লি থেকে 2302 রাজধানী এক্স (শুক্র বাদে) 17.00 দিল্লি ছেড়ে হাওড়া পৌঁছচ্ছে 10.45; শুক্রবার 17.00 ছেড়ে আসছে 2306 রাজধানী এক্স হাওড়ায় শনিবার 12.50; বুধ ও রবি 2305 রাজধানী এক্স 13.35 হাওড়া ছেড়ে পাটনা হয়ে দিল্লি পৌঁছচ্ছে পরদিন 9.50। আবার 2301 রাজধানী এক্স (রবি বাদে) 16.15 হাওড়া ছেড়ে দিল্লি পৌঁছচ্ছে 9.50।

কালকাতে 23.45 ছেড়ে আসা কালকা মেল দিল্লিতে ছাড়ছে 7.30, হাওড়ায় পৌঁছচ্ছে 7.25। শ্রীগঙ্গানগর 20 15 ছেড়ে নিউদিল্লি 7.05 হয়ে (ছাড়ে 8.05) উদয়ন আভা তুফান এক্স পরের দিন 18.30, দিল্লি জংশনে 15.30 ছেড়ে জনতা এক্স দু রাত্রি কাটিয়ে 5.35। 1,968 কিমি দূরের মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে 20 30 ছেড়ে মুম্বাই-হাওড়া মেল ভায়া নাগপুর দুরাত্রি কাটিযে হাওড়া 6.30, গীতাঞ্জলি এক্স 6.00 ছেড়ে এক রাত্রি কাটিয়ে 14.15, 2322 মুম্বাই-হাওড়া মেল ভায়া এলাহাবাদ মুম্বাই 21.20 ছেড়ে দু রাত্রি পর 11 25; হাতিয়া থেকে 20.00 ছেড়ে 8616 হাতিয়া এক্স 7.10; সম্বলপুর 8.40 ছেড়ে সম্বলপুর-হাওড়া ইস্পাত এক্স হাওড়া 20.00; চেন্নাই সেন্ট্রালে 22.30 ছেড়ে হাওড়া মেল 1663 কিমি পার হয়ে একরাত্রি পর 5 55; 9.05 ছেড়ে করমণ্ডল এক্স একরাত্রি পর 13 15, ত্রিবান্দ্রম-হাওড়া এক্স (বৃ.শ.) 15 15 ছেড়ে একরাত্রি কাটিয়ে 16.20; তিরুপতিতে 9 45 ছেড়ে তিরুপতি-হাওড়া এক্স 3.30; পুরীতে 19 00 ছেড়ে পুরী-হাওড়া এক্স 5.25; 21.40 ছেড়ে শ্রীজগন্নাথ এক্স 8 10, ভুবনেশ্বরে 13.50 ছেড়ে ধৌলি এক্স 21.25: 2074 ভুবনেশ্বর-হাওড়া জনশতাব্দী এক্স 5.45 ছেড়ে 13.25, হায়দরাবাদে 6.50 ছেড়ে ইস্ট-কোস্ট এক্স হাওড়ায় 14.30; অমৃতসর মেল অমৃতসরে 18.30 ছেড়ে 1,829 কিমি পার হয়ে দু রাত্রি পর 7.50; অমৃতসর এক্স 17.45 ছেড়ে দু রাত্রি পর 15.30; জম্মু-তাওয়াই-এ সো. বৃ র 22.05 ছেড়ে হিমগিরি এক্স 1967 কিমি পার হযে ম. বৃ শ 11.40 এবং 18.50 ছেড়ে জম্মু-তাওয়াই এক্স শিয়ালদহে 15.50। দেবাদুনে 20.25 ছেড়ে দুন এক্স হাওড়ায় 6.55; গুযাহাটিতে 22 00, নিউ জলপাইগুড়িতে 8 05 ছেড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্স 20.35; ডিব্রুগড় 15.45, গুয়াহাটি 7.00 ছেড়ে কামরূপ এক্স 6.30; মালদায় 21.35 ছেড়ে গৌড় এক্স 5.55, আমেদাবাদে 9.25 ছেড়ে হাওড়া এক্স 2089 কিমি পার হয়ে দু রাত্রি পর 3.05 মিনিটে। গোয়ালিয়রে ম. বৃ শ./সো. 5.50 ছেড়ে চম্বল এক্স 6.20 এবং ইন্দোরে 20.40 ছেড়ে শিপ্রা এক্স 6.20। 10 20 রক্সৌল ছেড়ে মিথিলা এক্স 5.00, গোরখপুরে 8.10 ছেড়ে হাওড়া-গোরখপুর এক্স 4.15। দূরত্ব 870 কিমি। কাঠগোদামে 19.40 ছেড়ে বাগ এক্সপ্রেস গোরখপুর 12.40 হয়ে হাওড়া 11.15। বাঙ্গালোরে বুধ, শুক্র 23.30 ছেড়ে বাঙ্গালোর-হাওড়া-গুয়াহাটি এক্স 12.20। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে 20.05 ছেড়ে দার্জিলিং মেল শিয়ালদহ আসছে 8.50। নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে তিস্তা-তোর্ষা এক্স 11.15 ছেড়ে শিয়ালদহ আসছে 6 20। বহু প্যাসেঞ্জার ট্রেন এবং স্থানীয় ভাবে শহরতলির ট্রেন চলছে হাওড়া— পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব; শিয়ালদহ মেন এবং উত্তর স্টেশন থেকে মুহূর্মুহ।

কলকাতা ও হাওড়ায় স্থানীয়ভাবে প্রচুর বাস, মিনিবাস, ট্রাম চলছে দিন-রাতে। দূর পাল্লার নানান বাসও যাতায়াত করছে।

কলকাতার সাম্প্রতিকতম আকর্ষণ মেট্রো বা পাতাল রেল; চলছে টালিগঞ্জ থেকে দমদম।

কন্‌ডাকটেড ট্যুর

কলকাতা দর্শন: পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তর, ট্যুরিস্ট পয়েন্ট [3/2, Benoy-Badal-Dinesh Bag (East), Kolkata-1, Ph: 033-2210-3199-2248-8291/ 5917] প্রতিদিন লাক্সারি কোচে গাইড সহ সারাদিন ধরে কলকাতা দেখাবার ব্যবস্থা করে থাকেন। ভাড়া ১৫০্। তবে সমস্ত ভ্রমণটিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। ইচ্ছে হলে সকাল থেকে দুপুর বা দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত ৫০্ করে ভাড়ায় ঘুরতে পারেন। প্রথমে দর্শন শুরু হচ্ছে বিবাদী বাগ থেকে 7 30 রওনা হয়ে ইডেন গার্ডেনস্, জৈন মন্দির, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ এবং বোটানিক্যাল গার্ডেন দিয়ে। বাস ফিরছে 11.45 নাগাদ এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে মেট্রো সিনেমার সামনে। এখানে খাওয়া-দাওয়ার জন্যে 1 ঘন্টার ব্রেক জার্নি। তারপর আবার শুরু হচ্ছে বিকেলের বেড়ানো। তখন যাদুঘর, বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, জওহর শিশুভবন, চিড়িয়াখানা, জাতীয় গ্রন্থাগার এবং রবীন্দ্র সরোবর বেড়ানো হবে। শেষ হবে 17.30টায়।

এরকমই আর একটি ট্যুর শুরু হয় সকাল 8 00টায়— ইডেন গার্ডেন্স্, জৈন মন্দির, সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, নিক্কোপার্ক, বিড়লা মিউজিয়াম, মেরিন মিউজিয়াম, বোটানিক্যাল গার্ডেন, বিদ্যাসাগর সেতু ঘুরে ধর্মতলায় ফেরে 17.30। ভাড়া ১৫০্, অন্যান্য খরচ নিজেদের। টিকিটের জন্য যোগাযোগ করুন— (ক) পর্যটন দফতরে 7.00-16.00 (Ph: 2248-8271) অথবা (খ) হাওড়া স্টেশনে পর্যটন দফতরের অফিসে 7.00-12.30 মধ্যে (Ph: 2220-3518)। অবশ্য সোমবার যাদুঘর ও ভিক্টোরিয়া বন্ধ থাকে। তাই তার বদলে নেতাজি ভবন ও কালীঘাট ঘোরানো হয়। যদি বাস না-পসন্দ হয় তবে গাড়িও পাবেন। এমনকি লঞ্চে করে বেড়ানোর ব্যবস্থাও আছে। রবিবার 16.30 থেকে 21 00 লঞ্চে সূর্যাস্ত দর্শন। ভাড়া রাতের আহার সহ ১৯৫্। শিশু ১২৫্। অন্যান্য দিন 17.00 থেকে

কলকাতা থেকে দূরপাল্লার বাসতালিকা

[সবক্ষেত্রেই এখনকার ভাড়া টাকায় উল্লেখ করা হয়েছে, সর্বদাই পরিবর্তনযোগ্য]

যাচ্ছে	পরিবহন	ছাড়ছে	সময়	ভাড়া
দীঘা	সি এস টি সি	ধর্মতলা	৬.৪৫, ৭.১৫, ৭.৪৫, ৯.০০, ১২.০০, ১৩.৪৫, ২২.০০,	৭০.০০
দীঘা	সি এস টি সি	ডানলপ	৬.৩০, ৭.৩০	৭৩.০০
দীঘা	সি এস টি সি	উল্টোডাঙা	৬.০০	৭১.০০
দীঘা	সি এস টি সি	গড়িয়া	৪.১৫, ৪.৩০, ৪.৫৫, ৫.১৫, ৫.৫৫, ৬.০০, ৬.৩০, ৭.০০, ৮.৩০	৭৩.০০
দীঘা	সি এস টি সি	বারাসত	৬.১৫, ৯.৪৫	৭৫.০০
দীঘা	সি এস টি সি	দমদম	৭.০০, ৮.৫০	৭৩.০০
দীঘা	সি এস টি সি	লেক টাউন	৭.০০	৭০.০০
দীঘা	সি এস টি সি	ঠাকুরপুকুর	৪.৪৫	৭৩.০০
দীঘা	সাউথ বেঙ্গল	ধর্মতলা	৮.০০	৬৭.০০
দীঘা	সাউথ বেঙ্গল	বারাসত	৫.৩০	৭০.০০
দীঘা	এন বি এস টি সি	ধর্মতলা	৬.১৫	৬১.০০
দীঘা	সি এস টি সি	হাওড়া	৫.০০, ৫.৩০, ৬.৫০	৫৭.০০
দীঘা	সাউথ বেঙ্গল	হাওড়া	আধ ঘণ্টা অন্তর	৪৯.০০
নিউ দীঘা	সাউথ বেঙ্গল	হাওড়া	৫.০০-১৫.০০টা	৬০.০০
দীঘা	সাউথ বেঙ্গল	বেলঘরিয়া	৫.০০, ৫.৩০, ৬.০০, ৭.১৫, ৭.৪৫, ৮.১৫	
নিউ দীঘা	প্রাইভেট	হাওড়া	৪.৩০ — ১৯.০০টা প্রতি ১৫/৪৫ মিনিট	৭০.০০
দীঘা	আই টি ডি সি	ধর্মতলা	৭.০০	৯০.০০
জয়রামবাটি	সি এস টি সি	হাওড়া	৬.০০, ৬.৩০, ৭.৩০, ১০.০০, ১৫.৪৫, ১৬.৪৫	৩৪.০০
জয়রামবাটি	সি এস টি সি	ডানলপ	৭.৩০	৪০.০০
কামারপুকুর	সি এস টি সি	ধর্মতলা	৬.১৫	৪০.০০
মায়াপুর	সি এস টি সি	ধর্মতলা	৬.০০	৪০.০০
বাসন্তী	সি এস টি সি	বাবুঘাট	৬.০০, ৬.৩০, ৭.৩০, ৮.৩০, ৮.৪৫, ৯.৪৫, ১০.০০, ১০.৫০, ১১.০০, ১১.৩০, ১১.৪৫, ১৩.০০, ১৩.০০, ১৫.১৫, ১৬.৫০, ১৭.০০	৩১.০০
গাদিয়াড়া	প্রাইভেট	হাওড়া	৬.০০ — ১৯.০০ ১ ঘণ্টা অন্তর	২৫.০০
গাদিয়াড়া	সি টি সি	ধর্মতলা	৫.১৫ — ১৫.৩০	২৬.০০
নূরপুর	সি টি সি	ধর্মতলা	৫.৩০, ৬.১৫, ৭.০০, ৭.৪৫	২০.০০
মুকুটমণিপুর	সি এস টি সি	ধর্মতলা	৭.০০, ৯.০০, ২১.০০	৮৫.০০
মুকুটমণিপুর	সাউথ বেঙ্গল	ধর্মতলা	২২.০০	৮০.০০
বান্দোয়ান	সাউথ বেঙ্গল	ধর্মতলা	১০.০০	১০২.০০
বাঁকুড়া	সি এস টি সি	ধর্মতলা	৬.০০, ৯.৪৫, ১৪.৩০, ২১.০০	৬৩.০০
আরামবাগ	সি এস টি সি	ধর্মতলা	৬.৪৫, ৯.৩৫, ১০.৩০, ১৪.৪৫, ১৫.১৫	২৮.০০/ ৪৫.০০
হলদিয়া	প্রাইভেট	ধর্মতলা	৫.৪০, ৭.০০, ৮.৩০, ৯.৩০, ১১.২০, ১২.৩০, ১৩.৩৫, ১৪.৫৫, ১৬.১৫, ১৭.১৫, ১৮.০০	৩১.৫০

20.00 পর্যন্ত লঞ্চ ভ্রমণ। ভাড়া ৭৫ (কমপক্ষে ৩০ জন যাত্রী হলে তবেই)।

ITDC-ও সোমবার ছাড়া কলকাতা শহর দেখাচ্ছে। সকাল 8.00 টায় বেরিয়ে বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, জৈন মন্দির, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া, জওহর শিশুভবন, নিক্কো পার্ক দেখে ফেরা 17.30। ভাড়া ৯০। গাড়ি করে ঘুরতে চাইলে, এরাই তার ব্যবস্থা করে। যোগাযোগ করুন Embassy, Shakespeare Sarani, Kolkata-17 (Ph : 2242 1402, 2242 0901) সময় 7.30-18.00, ছুটির দিনে 7.30-13.00।

পশ্চিমবঙ্গ দর্শন: সাধারণত সেপ্টেম্বর-মার্চের মধ্যে পর্যটন দফতরের ব্যবস্থাপিত সফরে বাসে চড়ে ঘুরে আসুন। [বন্ধনীর মধ্যে দিনের উল্লেখ] দীঘা (2), শান্তিনিকেতন-বক্রেশ্বর-তারাপীঠ-কেন্দুলী (2), অটিপুর বিষ্ণুপুর-মুকুটমণিপুর কাঁকড়াঝোড়- ঝাড়গ্রাম (3), মুর্শিদাবাদ-মালদা গৌড় (3), জয়রামবাটী-কামারপুকুর-তারকেশ্বর দক্ষিণেশ্বর (1), ব্যান্ডেল চার্চ - হুগলি - ইমামবাড়া দেবানন্দপুর হংসেশ্বরী মন্দির- ত্রিবেণী (1), সুন্দরবন (½)। প্রতিদিন যাচ্ছে কেবল দীঘা -- ৭৫। যেদিন খুশি ফিরুন।



কোথায় উঠবেন কলকাতায় অজস্র হোটেল এবং খাবার স্থান। তার সমস্ত তালিকা দেওয়া অসম্ভব। প্রথমে আমরা কয়েকটি **দামি** পাশ্চাত্য প্রথার হোটেলের কথা বলি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এয়ারপোর্টে ITDC-র Airport Ashok, Kolkata-52 (Ph: 25129111, Gram AIRPORTEL) EP SAC ৪,৫০০ DAC ৫,৫০০ স্যুইট ৯,০০০-১০,০০০; Kolkata Airport Rest Rooms (Ph. 2512-2611) RH-1; SAB ১২৫, DAB ১৭৫ , RH-II SCB ১০০, DCB ১২৫, ডর্মি (30-B) প্রতি শয্যা ৫০; RH-III SAC ৩০০, DAC ৪০০— খাবার পাবেন এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্টে। চৌরঙ্গী ও তার **কাছাকাছি 1 কিমির মধ্যে**— 15 শেক্সপীয়র সরণিতে Kolkata-71, Astor Hotel, EP, (Ph 2282-9957) SAC ১,৫০০-১,৮০০ DAC ১,৮৫০-২০০০, স্যুইট ২,৫০০; 6/2/3 সদর স্ট্রিট Kolkata-16-এ Astoria Hotel EP, (Ph: 2245-1514, 0241) S ২৫০, D ৪০০-৪৫০, AC ৫০০-৬০০; এখানে 13নং-এ Fairlawn Hotel, AP, (Ph. 22451510) SAC ১৫০০-১৮৫০ DAC ১,৭৫০-২,১৫০ (10% অতিরিক্ত); এখানে 14নং-এ Lytton Hotel, EP (Ph: 2249-1872) SAC ১৩৫০ DAC ১৭০০ স্যুইট ১৮৫০-২২০০ (10% অতিরিক্ত); Salvation Army Red Shield GH (Ph: 2245 0599) DCB ১৫০, DAB ২৫০-৩০০, ডর্মি ৭৫; 5A নং-এ Shilton Hotel (Ph: 2245 1512) SAB ২৫০, DAB ৩০০, 3B ৪০০, স্যুইট ৭০০। 2 চৌরঙ্গী প্লেসে, Kolkata-13, Carlton Hotel, APD Ph: 28-3009, 28-8853) S ২৭৫, D ৩৭৫-৫৫০ (10% অতিরিক্ত); 1,2,3 ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে প ব সরকারের Great Eastern Hotel (Ph. 2248 2311, Fax (033) 2248 0289) SAB ৫৫০-৮২৫ DAB ৮২৫-৩২০০ SAC ১,৫০০-১,৬৫০। DAC ২,০০০ ৩,৬০০; 235/1 আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড Kolkata-20-তে Hotel Hindusthan Inter-national, EP (Ph: 2280-2323) SAC ৪,৫০০ DAC ৮,০০০ স্যুইট ১২,০০০; 21-B, লাউডন স্ট্রিট, Kolkata-16, Hotel Rutt-Deen, EP (Ph: 2240-1691) SAC ১২০০-১৪০০ DAC ১৪০০ ১৬৫০ সুইট ১৪৫০ (10% অতিরিক্ত), 3 সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোডে Kolkata-13-তে Hotel Shalimar, EP, (Ph 2248 0616, 248-5030) SAC ৫৭৫ DAC ৭২৫ (10% অতিরিক্ত); 4C ম্যাডান স্ট্রিট Kolkata-72-এ Majestic Hotel, EP (Ph 22217211) S ৬০০ D ৭৫০; 11 গণেশচন্দ্র এভিনিউ Kolkata-13-য় Minerva Hotel, EP, (Ph: 2236-4305) S ৫৫০ D ৬৫০ SAC ৮৫০-৯৫০ DAC ১০০০-১২০০, 1 & 2 লিটল রাসেল স্ট্রিট Kolkata-71-এ The Kenilworth, EP, (Ph: 033-2282-3939/40, Fax: 033-2282-5136) S.Occu. ৪০০০ D.Occu. ৪৪০০, স্যুইট ৫৫০০; ডিলাক্স স্যুইট ৬০০০, প্রিমিয়ার ক্লাব ৫৫০০, প্রিমিয়ার ক্লাব স্যুইট ৬৫০০, 15 জওহরলাল নেহরু রোডে Oberoi Grand, EP, (Ph: 2249-2323) SAC ৬০০০-৭৮০০ DAC ৬০০০-৮৬০০ স্যুইট ১৫,০০০-২০,০০০; 17 পার্ক স্ট্রিট Kolkata-16 এ Park Hotel (Ph: 2249-7336) SAC ৪,৯৫০ DAC ৫,৫৫০ স্যুইট ৬,৫৫০-৭,৫০০ (20% অতিরিক্ত); 12 জওহরলাল নেহরু রোডে পিয়ারলেস গ্রুপের Hotel Peerless Inn (Ph: 2243 0302-7) SAC ২,১০০ DAC ৩,০০০-৪,৫০০ স্যুইট ৫,৬৫০।

অন্যান্য হোটেল . 10 সদর স্ট্রিট Kolkata-16-তে Hotel Diplomat [এখানে একদা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস

যাচ্ছে	পরিবহন	ছাড়ছে	সময়	ভাড়া
হলদিয়া	সি এস টি সি	ধর্মতলা	৬ ৪৫, ৮ ০০, ৯ ৩০, ১১.৪৫, ১৫.৩০, ১৭.১৫	৪৩ ০০
রায়দিঘি	সি এস টি সি	গড়িয়া	৫.০০	২৯ ০০
হারউড পয়েন্ট	ভূতল	ধর্মতলা	৬.১৫, ৭.১৫, ৮ ১৫, ৯ ১৫, ১০ ১৫, ১৬ ১৫, ১৭.১৫	৩১.০০
কাকদ্বীপ	সি এস টি সি	গড়িয়া	৬.০০, ৬ ৩০	৩৫ ০০
রায়চক	সি টি সি	ধর্মতলা	আধ ঘণ্টা অন্তর ৫ ৪৫—১৫.৫০	২০.০০
রায়চক	ভূতল (এসি)	ধর্মতলা	৬.৫০, ১০.৪০, ১ ১৫, ৪ ১০, ৫ ৩০	৪০ ০০
রায়চক	প্রাইভেট	ধর্মতলা	সারাদিন	১৮ ০০
বকখালি	ভূতল	ধর্মতলা	৭ ০০, ১৭ ৩০	৫৯ ০০
নামখানা	সাউথ বেঙ্গল	ধর্মতলা	৬.০০, ৬,৩০, ৭ ০০, ৭ ৩০, ৮ ০০, ১৩.৫০, ১৩.৩০, ১৪.০০ ১৪ ৩০, ১৫ ১০	৩২.৫০
ঢাকা	ভূতল/বাংলাদেশ	করুণাময়ী (সল্ট লেক)	৬ ৩০, ৭ ০০	১০০০/-
পেট্রাপোল	ভূতল	ধর্মতলা	৬.০০	৭৪ ০০
বসিরহাট	সি এস টি সি	গড়িয়া	৪ ৪৫, ৫ ৪৫	২৯ ০০
বাগদা	সি এস টি সি	বারাসত	৭.৪৫, ১৩ ৪৫	২৯ ০০
বিষ্ণুপুর	প্রাইভেট	ধর্মতলা	৬.০০, ৬.৩০, ৮.১৫, ১৩.৫৫ ১৩ ৩০, ১৫ ২০	৪৮ ০০
বিষ্ণুপুর	সি এস টি সি	ধর্মতলা	৫ ৩০, ৭ ৩০ ১৬ ০০ (ভায়া তারকেশ্বর)	৫১.০০ ৪৬ ০০
বিষ্ণুপুর	সি এস টি সি	বারাসত	৬.০০	৫৮.০০
বিষ্ণুপুর	সাউথ বেঙ্গল	ধর্মতলা	৫ ১৫, ৫.৪৫, ১১.০০, ১৩.৩০, ১৪ ০০, ১৫ ১৫, ১৬.১৫, ২১.০০, ২২ ০০	৪৫ ০০
কাটোয়া	সি এস টি সি	বারাসত	৭ ৩০	৪৯.০০
ঝাড়গ্রাম	সি এস টি সি	ধর্মতলা	১২.০০	৪৪.০০
সাঁওতালডিহি	সি এস টি সি	ধর্মতলা	৬.৩০	৪৪ ০০
বারবিল	ওড়িশা	বাবুঘাট	১৭ ৩০	১৪০ ০০
পুতামুণ্ডাই	ওড়িশা	বাবুঘাট	১৬ ০০	১৫০ ০০
বারিপদা	ওড়িশা	বাবুঘাট	১৬.৩০	১১৮ ০০
চাঁদবালি	ওড়িশা	বাবুঘাট	১৭.১৫	১৪০ ০০
রাজগীর	সি এস টি সি	বাবুঘাট	১৫.৩০	১৩২.০০
রাজগীর	বিহার	বাবুঘাট	১৬.০০	১৪০.০০
বিহারশরিফ	বিহার	বাবুঘাট	১৬.০০	১৪০.০০
নওয়াদা	বিহার	বাবুঘাট	১৫ ৩০	১২৮.০০
হাজারিবাগ	বিহার	বাবুঘাট	১৭.০০	১২০.০০
ছাপরা	বিহার	বাবুঘাট	৮.৩০	১০৫.০০
রাঁচি	বিহার	বাবুঘাট	২০.০০	৮৫.০০
দুমকা	বিহার	বাবুঘাট	১৮.৩০, ১৯.৩০	৮৩.০০

করে গেছেন], (Ph: 2245 2145) S ২৫০-৩০০ D ৪২৫-৫৯০; 16 প্রিন্সেপ স্ট্রিটে Hotel Hoilday Home SAB ২২৫-৩০০ DAB ৩৫০-৪৭৫ DAC ৫৫০-৮৫০; এস. এন. ব্যানার্জি রোডে 6-A নং-এ Hotel Sana (Ph: 2245 1596) SAB ২৭৫ DAB ৪২৫ SAC ৫৫০ DAC ৭৫০; এখানেই Hotel Raunak SAB ২৫০ DAB ৪২৫ 3B ৪৭৫; Hotel Atlantic (Ph 2244 7517) SAB ২২৫ DAB ৪২৫; Hotel Henna (Ph. 2244 7421) DAB ৪০০ 3B ৪২৫ ডর্মি ৭৫ মাথাপিছু; 133/1নং-এ Hotel Ganga (Ph. 22498449) SAB ২৫০ DAB ৩৭৫ 3B ৪৮০। 5নং লেনিন সরণিতে Hotel Paradise (Ph 2228-1420) SAB ২৫০ DAB ৪০০, এখানেই Hotel Regal (Ph: 22282805) SAB ২৭৫ DAB ৭৫০ ; 7নং-এ Hotel Apsara SAB ২৫০ DAB ৪০০, 167/1নং-এ Hotel Sunshine (Ph 2237 6868) SAB ২২৫ DAB ৩৭৫ ;11-B চৌরঙ্গি লেনে Capital GH (Ph 2244 5225) SAB ২৫০ DAB ৪২৫ SAC ৫২৫ DAC ৬০০; 13 নং-এ Hotel Palace SAB ২০০ DAB ৩৭৫ DAC ৫৫০; 3নং-এ Calcutta GH DCB ২২৫ DAB ৩৭৫-৪৭৫ 3B ৪২৫; 4-B জওহরলাল নেহরু রোডে Kamala Vilas SAB ২৫০ DAB ৪২৫ থেকে, 21-A মির্জা গালিব স্ট্রিটে Sonali GH SAB ৩০০ DAB ৪৫০ DAC ৮০০; 51নং-এ Hotel VIP International (Ph. 22290345) DAC ১১৫০-১৪০০; 17 রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডে Hotel Green Inn (Ph 22448396) SAB ২২৫-৩০০ DAB ৪২৫-৫৭৫; 28নং-এ Hotel Wellesley (Ph 22446359) ৪০০-৭০০।

কলকাতার দক্ষিণে গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশনে International GH AP SAB ৪১০ DAB ৪৯০ SAC ৬৫০ DAC ৭৫০; কেয়াতলা লেনে P-401-এ Hotel Southway (Ph: 24640674) SAB ২৫০-৩৭৫ DAB ৪০০-৪৭৫ SAC ৫৫০ DAC ৬৫০; 23 গড়িয়াহাট রোডে Hotel Saptarshi (Ph 2440 5907) SAB ২৭৫ DAB ৩৭৫-৪০০ 3B ৫৫০; 4/D পঞ্চাননতলা রোডে Lake View Guest House (Ph: 24405495), DB ২৪৫-৩৮৫, DxDB ৪০০, DxAC ৬৫০, স্যুইট ৪০০-৪৮৫, ডর্মি ১০০, 4/H Atithi Guest House (Ph: 24408567/9488), DxDB ৬৫০-১০৫০, SDx ৬০০-৯৫০, 37 হাজরা রোডে Hotel Swagath (Ph: 24756150) ৬০০-৯৫০; 15নং-এ Maharastra Nibas DAB ২৫০, 113-14নং এ Hotel Siddhartha ৩২৫-৬৫০; 5 যতীনদাস রোডে Hotel Bliss (Ph: 24664833) ৩০০-৫৭৫; 19/Aনং-এ Ballygunge GH ২২৫-৪৭৫। এ পি সি রোড 53/A নং-এ Tower Lodge; 133 A.J C. Bose Rd-এ Ashoka Hotel, near Sealdah Stn (Ph: 2227-5904/2216-9229) DAB ৩৫০-৩৮০, DCB ১৯০-২৪০ SCB ১২০-১৫০; সূর্য সেন স্ট্রিটে 62 নং-এ India Hotel, 9 বৈঠকখানা রোডে Hotel Bengal Lodge; মহাত্মা গান্ধি রোডে — 1নং-এ Sanitinibas Hotel, 2A-তে Anurag, 11নং-এ ফ্লাইওভারের কাছে Fly-Over Lodge, 27নং এ City Boarding, 16B-তে Santiniketan Hotel, 46-7নং-এ Bengal Boarding House, 37 নং-এ Hotelliers & Associates, 9-1A-তে Pantha Niwas Boarding, 28 নং-এ Imperial Lodge, 43/3নংএ Paramount Boarding, 101নং-এ Hotel Alkapuri, 108 নং-এ Service GH; বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি রোডের 152নং-এ Sealdah Lodge, মেডিকেল কলেজের কাছে Hotel Cecil, 149/2নং-এ Tarun Hotel; চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর 47A-তে New Central Hotel; এর চেয়ে দামি Hotel S ৩০০-৫৪০ মধ্যে মহাত্মা গান্ধি রোডে চিৎপুরের কাছে Hotel Himalayas, 90 চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে New Central Hotel, 95নং-এ Hotel Anand Bhavan, 63-2-A নং সূর্য সেন স্ট্রিটে Ideal Home ইত্যাদি। হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি 2 ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড, হাওড়া-1-এ Bhimsain Hotel (Ph: 2666-3866, 2666-4239) S ২২৫ D ৪০০ স্যুইট ৫২৫ 3B ৪০০ ডর্মি ৬০; P-24 ডবসন লেন, হাওড়া-1-এ ★Ashoka Hotel (Ph: 26665222) S ২২৫ D ৪০০ SAC ৫২৫ DAC ৬৫০ ; P-3 ডবসন লেনে ★Hotel Meghdut (Ph: 2666-3018, 2666-2896) S ২২৫ D ৪০০-৪৭৫; 5 নং-এ Nataraj Hotel (Ph: 2666 2536) DAB ২৫০-৩২৫ DAC ৪০০-৬৫০; মুখরাম কানোরিয়া রোড, হাওড়া-1, 1নং-এ Howrah Hotel (Ph 26603877-78) S ১২০ D ২২৫ SAB ২০০, DAB ২২৫-২৭৫, DAC ৫০০; 23নং-এ Hotel Saket (Ph: 26604054) SCB ১৬৫ DCB ২৬৫ SAB ২০০ DAB ৪০০ ডর্মি ৬৫; 21নং-এ Hotel

যাচ্ছে	পরিবহন	ছাড়ছে	সময়	ভাড়া
গিরিডি	বিহার	বাবুঘাট	১৮ ০০	৮৩ ০০
পূর্ণিয়া	সি এস টি সি	ধর্মতলা	১৮ ৩০	১৬২.০০
ফুন্টশোলিং	ভুটান	ধর্মতলা	১৯ ০০	৩০০ ০০
বক্রেশ্বর	সি এস টি সি	ধর্মতলা	৬ ৩০	৬৪ ০০
বহরমপুর	উত্তরবঙ্গ	ধর্মতলা	আধ ঘণ্টা অন্তর ৫ ৩০—৯ ০০	৬৫.০০
বহরমপুর	সি এস টি সি	ধর্মতলা	৮ ১৫, ১১ ১৫	৬৫.০০
বহরমপুর	সি এস টি সি	গড়িয়া	৫ ৩০	৭৯ ০০
রামপুরহাট	সি এস টি সি	ধর্মতলা	৭.০০, ৯ ০০	১০২.০০
ফরাক্কা	সি এস টি সি	ধর্মতলা	৮ ১৫, ১২ ০০	৯৬ ০০
হাজারদুয়ারি	সি এস টি সি	ধর্মতলা	৬ ০০	৭৫ ০০
গঙ্গারামপুর	সাউথ বেঙ্গল	ধর্মতলা	৯ ০০	১২৬ ০০
বালুরঘাট	সি এস টি সি	গড়িয়া	৩ ৪৫	১৪৩ ০০
বালুরঘাট	সাউথ বেঙ্গল	ধর্মতলা	৫ ৩০, ৭ ৩০, ১৮ ৪৫, ১৯.৩০	১৩২ ০০
বালুরঘাট	ভূতল	ধর্মতলা	৯ ০০	১৫০ ০০
হিলি	ভূতল	ধর্মতলা	৯ ০০	১৮০ ০০
রায়গঞ্জ	ভূতল (রকেট)	ধর্মতলা	২১ ৩০	১৫০ ০০
রায়গঞ্জ	উত্তরবঙ্গ	ধর্মতলা	৮.৫০, ৯ ৩০, ১০ ৩০, ৯ ০০	১১৯ ০০/১২০ ০০
রায়গঞ্জ	সি এস টি সি	ধর্মতলা	৭ ৪৫, ১৯.৩০	১৩২ ০০/১২৩ ০০
চাঁচোল	উত্তরবঙ্গ	ধর্মতলা	৫ ৪৫	১১৭ ০০
গাঁজোল	সাউথ বেঙ্গল	ধর্মতলা	৫ ৪৫, ৯ ৩০	১১১ ০০
রতুয়া	সাউথ বেঙ্গল	ধর্মতলা	৮ ৩০	১২৫ ০০
ইসলামপুর	সাউথ বেঙ্গল	ধর্মতলা	৬ ৪৫	১৬১.০০
শিলিগুড়ি	সি এস টি সি	ধর্মতলা	৭ ০০, ১৬.০০, ১৮.০০ ১৯.০০, ২০ ০০	২২০ ০০
শিলিগুড়ি	সি এস টি সি	গড়িয়া	৪ ৩০	২২৩ ০০
শিলিগুড়ি	সি এস টি সি	বারাসত	১৬ ৩০	২১০ ০০
শিলিগুড়ি	সাউথ বেঙ্গল	ধর্মতলা	৫ ০০, ১১ ০০	১৭২.০০
			রকেট ১৮ ৩০	২০০.০০
শিলিগুড়ি	ভূতল (এসি)	ধর্মতলা	২০.০০	৪০০.০০
শিলিগুড়ি	আই টি ডি সি	ধর্মতলা	রকেট ১৯.০০	২৬৫.০০
শিলিগুড়ি	উত্তরবঙ্গ	ধর্মতলা	৬ ০০, ১৬.৪৫, ১৮ ৩০, ২০ ০০	১৭০.০০/২০০.০০
শিলিগুড়ি	উত্তরবঙ্গ	বারাসত	১৭ ০০	১৯০.০০
কোচবিহার	উত্তরবঙ্গ	ধর্মতলা	১৩ ৩০, ২০ ০০	২৫০.০০
কোচবিহার	সাউথ বেঙ্গল	ধর্মতলা	১৭ ৩০	২১৪.০০
মালদহ	উত্তরবঙ্গ	ধর্মতলা	৬ ৩০, ৯ ০০, ৯ ৩০,	৯৭ ০০/১১৪.০০
মালদহ	সাউথ বেঙ্গল	ধর্মতলা	১০ ১০	১০৫.০০
মালদহ	সি এস টি সি	ধর্মতলা	৭ ৪৫, ৯ ৩০, ২০.৩০, ২১ ৩০, ২২ ০০	১০৮ ০০
জলপাইগুড়ি	সাউথ বেঙ্গল	ধর্মতলা	রকেট ১৭ ০০	২২৫.০০
ধূপগুড়ি	সাউথ বেঙ্গল	ধর্মতলা	১৪ ০০	২১০.০০
জয়গাঁও	সাউথ বেঙ্গল	ধর্মতলা	রকেট ১৭.০০	২৫৫.০০

Balaji SCB ১৬৫ SAB ২২৫ DCB ২০০ DAB ৪০০ ডর্মি ৭৫; সালকিয়া চৌরাস্তায় 61 শ্রীঅরবিন্দ রোড, হাওড়া 6-এ Everest Lodge (Ph 666-5922) S ১০০ ইত্যাদি।

এছাড়া কলকাতায় অন্যান্য বাসস্থান . 13 প্রমথেশ বড়ুয়া সরণি, Kolkata-19-এ শুধুমাত্র সদস্যদের জন্য Automobile Association of Eastern India (Ph. 2475-5131); International Scholars House (Ph: 2466-3431) সব সমেত S ৩০০ D ৩৭৫, শুধু শয্যা ও প্রাতরাশ সহ S ২২৫ D ২৯০; হাওড়া স্টেশনে RR D ৬০ ও ৭২ DAC ১৭৫ ডর্মি ৩৫-- সবই কেবল রেলযাত্রীদের জন্যে; হাওড়ায় 10 আনন্দ দত্ত লেনে Youth Hostel ডর্মি ২৫ মাথাপিছু। প ব সরকারের Youth Service-এর Youth Hostel আছে মৌলালি মোড়ের যুবকেন্দ্রে এবং যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। রাজ্য পর্যটন দপ্তরের Udayachal Tourist Lodge (Ph 2337 8246, 2358 9347) DG Block, Sector-2, Salt Lake, Kol-91, DAC ৮২৫ DAB ৪৫০ 3B ৫০০ ডর্মি ৮০, 25 জওহরলাল নেহরু রোডে Kolkata-87 তে YMCA S ২৫০ D ৩৫০ ডর্মি ৮০, 1 মিডিলটন রো Kol-16-য় YWCA এর International GH (Ph 2229-7033, 2229-7062), 42 এস এন বানার্জি রোড Kolkata-14 য় YMCA (Ph: 2244-3814)--- দু জায়গাতেই কমপক্ষে এক সপ্তাহ থাকলে তবেই ঘর মেলে।

ধরমশালা [সাধারণত তিন দিন বিনামূল্যে থাকার জন্য, অন্যান্য চার্জ একটু লাগে] · 172 মহাত্মা গান্ধি রোডে Bara Sikh Sangat-- ধূমপান নিষিদ্ধ, কেবল হিন্দুদের জন্য। 169-A মহাত্মা গান্ধি রোডে বাবুলাল আগরওয়ালা ধরমশালা, 10-A চিৎপুর রোডে দিগম্বর জৈন ভবন ধরমশালা, 10 বিবেকানন্দ রোডে হরিয়ানা চ্যারিটেবল সোসাইটি; 164 চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে শেঠ যমুনালাল তিব্রেওয়াল ভবন, 150 মহাত্মা গান্ধি রোডে শ্যামদেব ভক্ত ধরমশালা, 81 পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিট, Kol-6-এ বিনানী ধরমশালা; শুধু জৈনদের জন্য 44 বদ্রীদাস স্টেশন রোড, Kol-4-এ ধনসুখদাস জেঠমল জৈন ধরমশালা. 10/1 মদনমোহন বর্মন স্ট্রিটে দিগম্বর জৈন ভবন ধরমশালা; 31রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে কালীঘাট গুরুদ্বার ইত্যাদি।

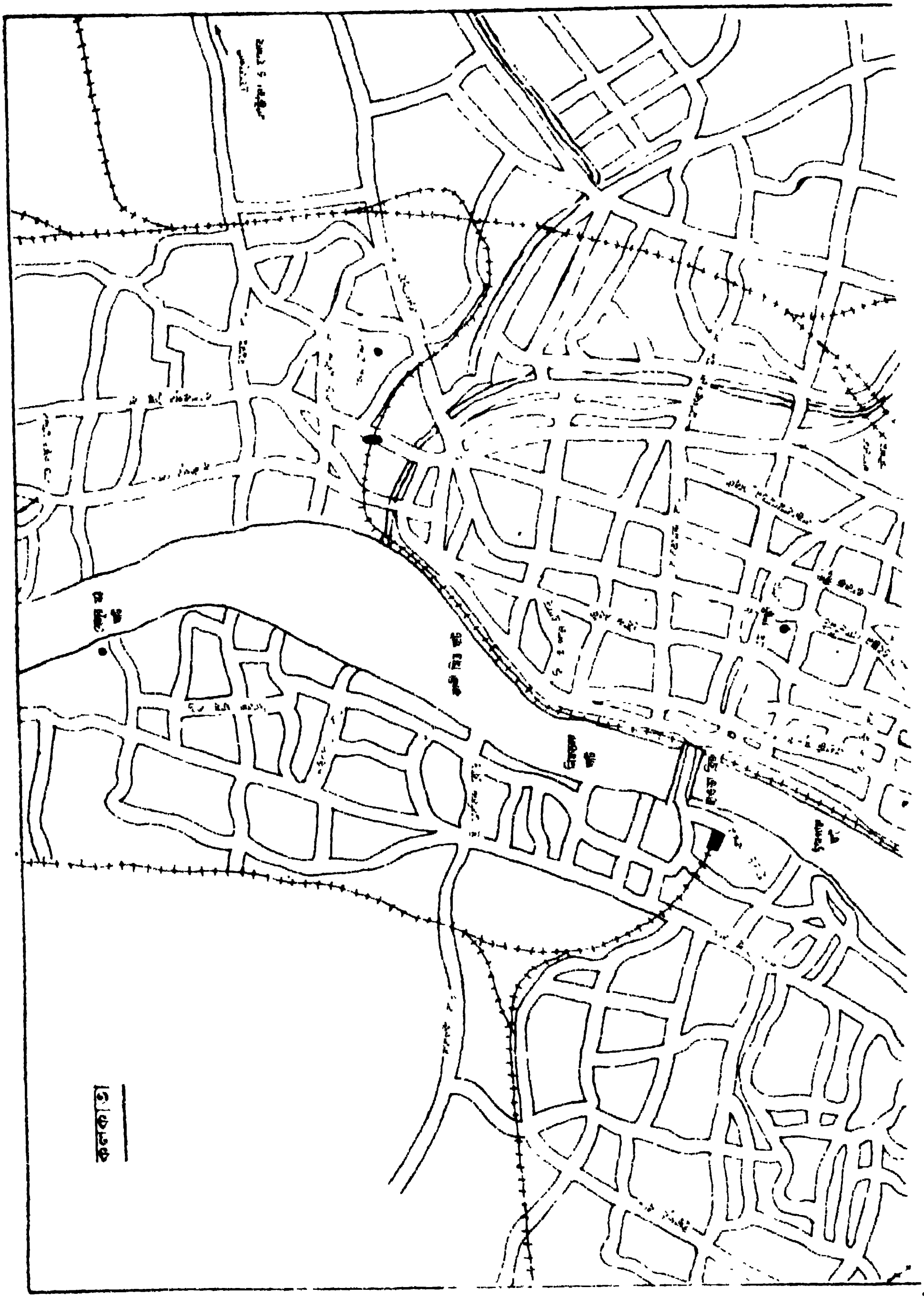
কী দেখবেন এখানে : কলকাতার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এখানে গড়ে উঠেছে মন্দির-গির্জা-মসজিদ। বাহারি বাগানে ফুলের সারি কম আছে-- তবে শিল্প-সৌন্দর্য, বিজ্ঞানের নানা কলাকৌশলে কলকাতা অবশ্য দ্রষ্টব্য হয়ে আছে। 300 বছরে এর বুকে কম সম্পদ তো জমা হয়ে ওঠে নি। চলুন, তারই কিছু দেখে আসি। কলকাতার প্রাণকেন্দ্র হল বিবাদী বাগ আর এসপ্ল্যানেড অঞ্চলকে ঘিরে যে জায়গাটি। চলুন আগে সেখানে যাই।

বিবাদী বাগের কাছে কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটে রয়েছে **সেন্ট জনস্ চার্চ** । এর কাছেই পর্যটন দফতর। কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটের এই পাথুরে গির্জা তৈরি হতে সময় লাগে তিন বছর (1784-87), 200 বছরেরও বেশি বয়স এর। গ্রীক স্থাপত্য রীতিতে তৈরি এই গির্জার মেঝের পাথর এসেছে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ এবং সুদূর চুনার থেকে। 174 ফুট উঁচু চুড়োটিও পাথরে তৈরি। সব মিলিয়ে খরচ পড়ে 2 লক্ষ টাকা। এখানেই রয়েছে আধুনিক কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নকের (কলকাতায় পা দিয়েছিলেন 1690) ও তাঁর কন্যাদের সমাধি। এখানেই রয়েছে জগদ্বিখ্যাত 'লাস্ট সাপার' ছবিটির অনুলিপি।

এগিয়ে চলুন ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট ধরে বাঁয়ে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল, ডাইনে **রাজভবনকে** (এখানে বেড়াবার অধিকার নেই, যেতে হলে নিরাপত্তা কর্মীদের কাছে বিশেষ অনুমতি নিতে হয়) রেখে **আকাশবাণীর** দিকে। চমৎকার এই বাড়িটি আপনার দৃষ্টি কেড়ে নেবে। এখানে যেতে অনুমতি নিতে হবে না। তবে স্টুডিও দেখার জন্যে কেন্দ্র-অধিকর্তার বিশেষ অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে।

পাশেই খেলার জগতের সেরা আকর্ষণ **ইডেন উদ্যান**। আগে এর নাম ছিল ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব (1825), পরে এখানে জন্ম নিল চমৎকার একটি বাগান 'অকল্যান্ড সার্কাস গার্ডেন'। লর্ড অকল্যান্ডের পারিবারিক পদবী ছিল ইডেন। তা থেকেই এই বাগানের নতুন নাম হয় ' ইডেন গার্ডেনস্' 1854-য়। শুরুতে একটা বার্মিজ প্যাগোডা ও ব্যান্ড স্ট্যান্ড ছিল। এখনো প্রতি সন্ধ্যায় ব্যান্ড সুরেলা হয়ে ওঠে। বিশ্বের এই ক্রিকেট-স্বর্গের কাছেই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র। এদের সামনেই **বিধানসভা ভবন** । তার কাছেই সুবিখ্যাত **টাউন হল** আর **হাইকোর্ট ভবন**।

এবার আসুন আবার এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে ফিরে **ময়দানে**। আগে লোকে বলত গড়ের মাঠ। এই নাম হয়েছিল এখানে কাছেই গড়ে উঠেছিল **ফোর্ট উইলিয়াম** দুর্গ বা গড়, সেই থেকে। ময়দানে যাবার আগে মাথা তুলে আছে (অবশ্য একে অতিক্রম করে যাচ্ছে আকাশচুম্বী বাড়িগুলি) **শহীদ মিনার**। আগে এর নাম ছিল **অক্টারলোনি মনুমেন্ট**। কারণ এটি তৈরি হয়েছিল 1812-14-য় নেপাল যুদ্ধে ব্রিটিশের বিজয়ী নায়ক স্যার ডেভিড


কলকাতা



অক্টারলোনির সম্মানে। 1969-এর স্বাধীনতা দিবসে এর নাম বদলে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতিতে রাখা হয় শহীদ মিনার। কত উঁচু? 52 মিটার বা 170 ফুট। ভিতরে 218টি ধাপ। এখানে উঠতে ইচ্ছে হলে লালবাজারে এনকোয়ারি ডেস্কে গিয়ে ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশের কাছ থেকে নিজের দায়িত্বে নিজে উঠছেন এমন হলফনামা দিয়ে অনুমতি পেয়ে উঠতে পারেন। উঠলে কলকাতার একটা নতুনতর চেহারা আপনার নজরে এসে যাবে। নিজেকে মনে হবে দিগ্বিজয়ী নায়ক। নীচে এসে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখুন তিন দেশের স্থাপত্যরীতির আশ্চর্য মিশ্রণ এই স্তম্ভে। নীচে রয়েছে মিশর, মূল স্তম্ভের সিরিয়া এবং ওপরে গোল গম্বুজটিতে (এখন লাল রঙ করা হয়েছে) রয়েছে তুরস্কের স্থাপত্যরীতি। কলকাতার শহীদ মিনার এলাকা হল লন্ডনের হাইড পার্ক। মিছিল-মিটিং-এ সদা ভরপুর।

এবার চলুন চৌরঙ্গী ধরে গ্রান্ড হোটেল পার হয়ে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম-এ। একে আমরা বলি যাদুঘর। টিকিট কেটে ঢুকতে হবে-- দর্শনী ৫, তবে শুক্রবার ও 12 বছর পর্যন্ত ফ্রি। যাদুঘরটি স্থাপিত হয় 1814-য— এখন এর বয়স 175 বছর। পৃথিবীর 9টি সেরা যাদুঘরের অন্যতম এই মিউজিয়াম এশিয়ার এবং ভারতের প্রাচীনতম যাদুঘর। এখানে আছে 2,400 বছরেরও বেশি পুরনো আমলের প্রায় 54 হাজার মুদ্রা। সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারহুত শিল্পকলার সংগ্রহ একমাত্র এখানেই আছে, এটি গান্ধার শিল্পের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংগ্রহশালাও। রয়েছে 4,000 বছরেরও বেশি পুরনো মিশরীয় মমি, তিমি মাছের চোয়াল, নানা স্টাফড্ (খড় গোঁজা) পাখি। এখানে উল্লেখযোগ্য বিভাগগুলি হল-- নৃতত্ত্ব, কলা, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদ, পুরাতত্ত্ব, মিশরীয় বিভাগ। খুব শিগ্গির খোলা হচ্ছে গান্ধার বিভাগ। ভারতীয় যন্ত্রসংগীতের যাবতীয় দুষ্প্রাপ্য বাজনাপত্র দেখতে পাবেন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগ্রহে। দেখুন ঘুরে ঘুরে বেনারসি-ব্রোকেড-কিংখাবের শাড়ি, বালুচরী, যশোরের কাঁথা, কাশ্মীরী শাল, মির্জাপুরের গালিচা, কাথিয়াওয়াড় থেকে পাওয়া চন্দন কাঠের তৈরি একটি বাড়ির সম্মুখ ভাগ, রুপোর পানদান-আতর দান-হুঁকো, হাতির দাঁতের দুর্গাপ্রতিমা, ময়ূরপঙ্খী নৌকো, সাত মাথাওয়ালা সাপ, কাঠের পাখাওয়ালা সিংহ, নানা ধরনের মাছ, অস্ত্রশস্ত্র, বুদ্ধ ও মহাবীরের নানা ধরনের পাথর-মাটি-ধাতু-কাঠের তৈরি মূর্তি আর নানা বিহার, তোরণের নিদর্শন। এখানে মিউজিয়াম ক্লাসও হয় বড় এবং ছোটদের জন্যে। সোমবার সেজন্যেই যাদুঘর বন্ধ থাকে। খোলা থাকে শীতে 10.00-16.30, অন্য সময়ে 10.00-17.00টা। আর একটি প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ডায়মন্ড হারবার রোডে বেহালা ট্রাম ডিপোর পাশে। এখানের পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রীর সংগ্রহ আকর্ষণীয়, বিশেষ করে যাঁদের পুরাতত্ত্বে আগ্রহ রয়েছে তাঁদের জন্য।

এই ফাঁকে যাঁরা একবার মেট্রো রেলে চড়তে চান— এসপ্ল্যানেড স্টেশন বা একটু এগিয়ে পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে নেমে ঘুরে আসতে পারেন। কলকাতার নীচেটা যে কত সুন্দর তা দেখে আসতে পারেন। মেট্রো রেল চলছে টালিগঞ্জ থেকে রবীন্দ্র সরোবর, কালীঘাট, যতীন দাস পার্ক, নেতাজী ভবন, রবীন্দ্রসদন, ময়দান, পার্কস্ট্রিট, এসপ্ল্যানেড, চাঁদনী চক, সেন্ট্রাল, মহাত্মা গান্ধী রোড, গিরিশ পার্ক, শোভাবাজার, শ্যামবাজার, বেলগাছিয়া হয়ে দমদম স্টেশন এবং এভাবেই টালিগঞ্জ ফিরে আসছে।

মাটির ওপরে এবার একটু এগিয়ে বাঁ দিকে ঢুকে নিউ মার্কেট, আগুন লেগে পুড়ে না গেলে এর সৌন্দর্য কম ছিল না। এখন আবার নতুন করে গড়া হয়েছে। আরো বেশ কিছুটা এগিয়ে জওহরলাল নেহরু রোড আর শেক্সপীয়র সরণি যেখানে মিশেছে সেখানে গড়ে উঠেছে আর এক বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র এম. পি. বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম বা তারামণ্ডল। এটির উদ্বোধন হয়েছিল 29 সেপ্টেম্বর 1962 তারিখে, খরচ হয়েছিল 20 লক্ষ টাকা। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই তারামণ্ডলের মাথার ওপর যে বিশাল গম্বুজ তার ভিতরের ব্যাস 82 ফুট (25½ মিটার)। গদি আঁটা বসার চেয়ারগুলো পিছনে হেলানো যায়। ভিতরটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। ভিতরে মৃদুস্বরে ধ্বনিত হচ্ছে সংগীত। আলো নিভে গেলে ওপরের দিকচক্রবালে জেগে ওঠে কলকাতার আলিম্পন। তারপর ওপরের ছাতার মত ডোমটিতে একে একে জেগে ওঠে নক্ষত্র, গ্রহরাজি মেঝেতে বসানো একটি ইউনিভার্সাল প্ল্যানেটোরিয়াম প্রজেক্টর থেকে। এটি কেনা হয়েছে প্রাক্তন পূর্ব জার্মানি থেকে। এরপর মঞ্চে এসে দাঁড়াবেন ভাষ্যকার, মৃদু আলোয় তাঁকে চেনা যায় না। দেখানো হবে আকাশের নানা অবস্থান এক একদিন। যন্ত্রটা যখন ঘুরবে, মনে হবে তারকা-খচিত আকাশ বুঝি আপনার মাথায় এসে নেমে পড়ছে। প্রত্যেক দিন দুপুর থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রদর্শনী— কখনো বাংলা, কখনো হিন্দি বা ইংরেজিতে। প্রদর্শনীর শেষে ঘুরে ঘুরে দেখুন ঘেরা বারান্দায় রাখা বিশ্বরহস্যের আবিষ্কার ও আবিষ্কারকদের মূর্তি ও নানা চিত্র। একটা বিস্ময়কর ক্ষণের অবসান ঘটবে। টিকিট ১৮।

ম্যান অফ ওয়ার জেটিতে চলুন ভাসমান যাদুঘর রিভার গঙ্গা দেখতে। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের উদ্যোগে এই

যাদুঘর তৈরি হয়েছে। এতে রয়েছে নৌ-সংক্রান্ত নানা প্রদর্শ সামগ্রী। এছাড়া রয়েছে ছবিতে কলকাতার ইতিহাস নিয়ে একটি পৃথক প্রদর্শনী। এখানেই দেখুন মিলেনিয়াম পার্ক।

বিড়লারা অবশ্য কলকাতায় আরো দুটি দ্রষ্টব্য স্থাপন করেছেন। একটি সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউ ও গুরুসদয় রোডের সংযোগস্থলে **বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম** এবং অন্যটি সাদার্ন অ্যাভিনিউতে **বিড়লা অ্যাকাডেমি অফ আর্ট অ্যান্ড কালচার মিউজিয়াম**। প্রথমটিতে আধুনিক বিজ্ঞানের নানা কলাকৌশল, এমনকি মাটির নীচে কয়লাখনি খোদ কলকাতাতে দেখুন। দেখুন ডাইনোসরেরা কেমন জীবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সোমবার বন্ধ। অন্যদিন খোলা 10.00-17.00। টিকিট ৭। দ্বিতীয়টিতে রয়েছে নানা ছবি ও প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ। এখানে আধুনিক চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী হয় নিয়মিত। খোলা থাকে 16.00-20.00। অবশ্য এমন আর একটি মূল্যবান সংগ্রহ হল কলেজ স্ট্রিটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের **আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট**। রবিবার ছাড়া খোলা থাকে 10.00-17.00। বিড়লা মিউজিয়াম থেকে বের হয়ে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির দিকে মুখ করে কিছুদূর হাঁটলে ডানহাতে দেখতে পাবেন **বিড়লা মন্দির**। মন্দিরটির নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে সময় লেগেছে 26 বছর। 21 ফেব্রুয়ারি 1996 থেকে দর্শনার্থীদের জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। এখানে পূজিত হচ্ছেন রাধা-কৃষ্ণ, শিব ও দুর্গা। মন্দিরটির নির্মাণশৈলীতে অভিনবত্ব আছে এবং সন্ধ্যায় আলোকোজ্জ্বল মন্দিরটির সৌন্দর্য সত্যিই অনুপম। খোলা থাকে 5.30-11.30, 16.30 থেকে 21.00। **রবীন্দ্র সরোবরে** গেলে দেখতে পাবেন কাঠের সেতু পার হয়ে জাপানিজ বৌদ্ধ মন্দির, সাঁতার-মঞ্চ এবং রবীন্দ্র স্টেডিয়াম। রয়েছে ছোটদের ঘুরে বেড়ানোর জন্য পার্ক। কাছেই গোলপার্ক **রামকৃষ্ণ মিশন**।

বিড়লা তারামণ্ডল থেকে বের হয়ে মুখ্য ফটকের সামনে দাঁড়ালেই যে তাজমহলের মত সাদা অট্টালিকাটি দেখতে পাবেন, যার মাথার ওপর ঘুরে চলেছে বিখ্যাত সেই ঘূর্ণমান পরী— 1921-এ মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামে এটি তৈরি হয়। এর উচ্চতা 200 ফুট (62 মিটার)। এটাও আসলে একটা মিউজিয়াম। এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে মহারানী ভিক্টোরিয়ার সংস্পর্শে আসা প্রায় 3,500 নানা ধরনের জিনিসপত্র। এর মধ্যে আছে ছবি, পাণ্ডুলিপি, খোদাইকারী, অস্ত্রশস্ত্র, পদক, মুদ্রা, ব্যক্তিগত স্মারক, মানচিত্র, পোশাক ইত্যাদি। বাড়িটি তৈরি করতে সময় লেগেছিল 17 বছর এবং খরচ হয়েছিল 1 কোটি টাকা। মাথার পরীটির ওজন 3 টন আর উঁচু 16 ফুট (5 মিটার)। পাথর এসেছিল যোধপুরের মাকরানা থেকে। এই পাথর দিয়েই তৈরি হয়েছিল তাজমহল। খোলা থাকে 10.00-17.00, টিকিট ১০, ছাত্র ও প্রতিবন্ধীদের প্রবেশমূল্য লাগে না। এখানেই প্রতি সন্ধ্যায় (বর্ষাকাল বাদে) দেখুন Son-et-Lumiere শো-এ কলকাতা শহরের ইতিহাস। টিকিট ২০, ছাত্র ১০।

এবার আবার তারামণ্ডলে ফিরে তাকে বাঁয়ে রেখে দক্ষিণ-মুখো হয়ে গেলেই পাবেন কলকাতার বিখ্যাত সেই সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল— বড়দিনে যা অপরূপ রূপে সাজে। 1847-এ বিশপ উইলসন যখন এটি তৈরি করেন স্বপ্নেও ভাবেন নি যে 1921-এ স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জ এর উপাসনায় এবং 1961-তে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ উপস্থিত থাকবেন। এটি লম্বায় 240 ফুট (74 মিটার) এবং চওড়ায় 80 ফুট (25 মিটার)। চূড়াটি সোজা উঠে গেছে 200 ফুট (62 মিটার)। ভিতরে পূর্ব দেওয়ালে সেন্ট পলের জীবনী আশ্চর্য শিল্পসুষমায় অঙ্কিত। ওপরে দুটি ফ্লোরেনটাইন ফ্রেস্কো। দেখতে পাবেন বিশপ উইলসনকে উপহার দেওয়া মহারানী ভিক্টোরিয়ার বিশাল সোনায় মোড়া কমিউনিয়ন প্লেটটিও। আরো একটু এগিয়ে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, নন্দন, বাংলা অকাদেমি, রবীন্দ্র সদন।

রবীন্দ্র সদনকে ক্রমাগত বাঁয়ে রেখে শিশির মঞ্চ ও কলকাতা তথ্যকেন্দ্র পেরিয়ে যেখানে এসে জওহরলাল নেহরু রোড ও জগদীশচন্দ্র বসু রোড মিশেছে সেই রাস্তায় এসে আবার বাঁ দিকে ঘুরে দেখুন জওহর শিশুভবন বা **নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম**। বিশাল এই বাড়ির তলায় তলায় সাজানো হয়েছে পুতুলের জগৎ। দেশ-বিদেশের পুতুল এমন করে সাজানো হয়েছে যে সমগ্র পৃথিবীর সংস্কৃতি এখানে ধরা পড়ে গেছে। যেমন তাদের যথাযথ গড়ন তেমনি সাজপোশাক। এক স্থানে দেখতে পাবেন গোটা রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী কেমন পুতুল আর আলোর সাহায্যে সাজানো হয়েছে। এরই মধ্যে বিজ্ঞানের নানা কৌশল— ট্রেন চলা, জাহাজ চলা— বিজ্ঞানের সব মডেল দেখানো হচ্ছে। সোমবার বন্ধ। খোলা থাকে 12.00-12.00 পর্যন্ত। প্রবেশমূল্য ৫ ও ৩।

এবার এগিয়ে চলুন রেসকোর্স। [শনিবার আসর বসে] আর হেস্টিংস পার হয়ে পুলিশ ট্রেনিং স্কুল পিছনে ফেলে জিরাট ব্রিজ পার হয়ে (হাওড়া থেকে সোজা 17-A বাস আসে এই পথে) **চিড়িয়াখানা**। [যাঁদের ইচ্ছে হবে তাঁরা রবীন্দ্র সদন থেকে একটু দূরে এলগিন রোডে গিয়ে **নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো** ঘুরে আসতে পারেন]। এখানে

আসতে ছেলে-বুড়ো সবার আনন্দ। এর আসল নাম আলিপুর জুলজিক্যাল গার্ডেন। 1876-এ স্থাপিত ভারতের অন্যতম সেরা এই চিড়িয়াখানা 45 একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে। টিকিট কেটে গেট দিয়ে ঢুকেই বাঁদিকে দেখতে পাবেন গোটা চিড়িয়াখানার ম্যাপ। বাঁ দিক দিয়ে ঘোরা শুরু করাই ভাল। জেব্রা, হরিণ, ক্যাঙারু, নানা জাতের পাখি, নীলগাই, গয়াল, ভোঁদড়, বনমানুষ শিম্পাঞ্জি, উল্লুক, হাতি, গণ্ডার, কচ্ছপ, কুমির, চিড়িয়াখানার ভিতর ছোটদের মিনি চিড়িয়াখানা, সরীসৃপের ঘর, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, সাদা বাঘ, জাগুয়ার, হায়েনা, উট পাখি, ময়ূর, দেশ-বিদেশ থেকে উড়ে আসা হাজারো পরিযায়ী পাখি, ভালুক, সিংহ, টাইগন, জিরাফ, জলহস্তী— দেশ-বিদেশের হাজারো জন্তুর মেলা দেখুন - আইসক্রীম আর চপ খান। পুরো একটা দুপুর-বিকেল নেশায় কেটে যাবে। বেরিয়ে এসে সামনেই রাস্তা পার হয়ে অ্যাকোরিয়ামে মাছ আর সামুদ্রিক জীবদের দেখে আসতেও অবশ্যই ভুলবেন না। দেখার সময় সকাল ৭টা থেকে বিকেল 5টা। প্রবেশ মূল্য ১০। শীতকালে এর বাগানে অজস্র ফুলের সমারোহ। 1872-এ এই এগ্রি-হর্টিকালচার গার্ডেনটি প্রতিষ্ঠিত।

চিড়িয়াখানা ঢুকতেই একটু দূরে বাঁ দিকে একটা গেটের ওপর সিংহকে নিশ্চয়ই দেখেছেন, যার নীচে লেখা National Library — সেই জাতীয় গ্রন্থাগারে এবারে চলুন। আগে এর নাম ছিল ইম্পিরিয়াল গ্রন্থাগার। এটি কলকাতার গর্ব। বেলভেডিয়ারে বাংলার গভর্নরের জন্য একদা যে বাড়িটি তৈরি হয়েছেল ব্রিটিশ আমলে তাতেই স্থাপিত হয়েছে এই লাইব্রেরিটি। প্রায় 18 লক্ষ বই আর 5 লক্ষ নথিপত্র আছে এখানে। উঁচু-দাওয়া বাড়ির নীচে থাকে বইয়ের তাকগুলি। যন্ত্রের সাহায্যে ওপরে পাঠকক্ষে উঠে আসছে। পৃথিবীর সব ভাষার বই আছে। সদস্য হওয়ার জন্যে কোনো পয়সা লাগে না। মূল্যবান গাছ-গাছালিতে পূর্ণ এই স্থানে শুধু শুধু বেড়ানোটাও কম আনন্দের নয়। ছোটদের জন্যেও একটি পৃথক লাইব্রেরি আছে এখানে। কলকাতায় অবশ্য আরো মূল্যবান লাইব্রেরি রয়েছে— শিয়ালদহ স্টেশন থেকে সোজা শ্যামবাজারের দিকে গেলে রাজাবাজার পার হয়ে মানিকতলার আগে রামমোহন লাইব্রেরি, পরেশনাথের কাছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বাগবাজারে বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি, বিডন স্ট্রিটে চৈতন্য লাইব্রেরি। এছাড়া আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টার লাইব্রেরি, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি, ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার লাইব্রেরি।

আলিপুর থেকে রবীন্দ্র সরোবরে এসে ঘুরে ঘুরে দেখে যেতে পাবেন রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ্ কালচার গোলপার্কে। এখান থেকেই ইচ্ছে হলে ঢাকুরিয়া ব্রিজ পার হয়ে যাদবপুরে গিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখে আসতে পারেন।

আর দক্ষিণ কলকাতা থেকে ফেরার পথে চলে আসুন কালীঘাটের কালীমন্দির দেখতে। অনেকে তো বলেন এই থেকেই কলকাতার নামকরণ। প্রায় 350 বছর আগে (লোকে বলে নাকি 1,000 বছর আগে) প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে সারা ভারতের পুণ্যার্থীরা এসে পুজো দিয়ে যান, কারণ এই জাগ্রত দেবীর নাকি নানা অলৌকিক শক্তি আছে। অবশ্য ইতিহাস অনুযায়ী এর নির্মাণ 1809-এ বড়িশার জমিদার শিবদাস চৌধুরী ও তাঁর পুত্র রামলাল ও ভ্রাতুষ্পুত্র লক্ষ্মীকান্তের হাতে। পোড়ামাটির এই মন্দিরের কাজ নষ্ট হলে সংস্কার করেন সন্তোষ রায়। এখন ঢুকতেই যে তোরণটি দেখবেন, সেটি অবশ্য মাত্র 1971-এ তৈরি করে দিয়েছেন বিড়লারা। 90 ফুট (28 মিটার) উঁচু মন্দিরটিও সংস্কার করেন তাঁরা। একান্ন পীঠের অন্যতম এই মন্দিরে দেবীর শেষ বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটি পড়েছিল। প্রতি বছর স্নানযাত্রার দিন রুদ্ধদ্বার কক্ষে চোখ বাঁধা অবস্থায় মূর্তিটিকে স্নান করান প্রধান পুরোহিত। বিগ্রহের নিম্নভাগ দেখা যায় না। কালো পাথরে তৈরি মুখের মধ্যে জিব, দাঁত ও মাথার মুকুটটি সোনার। হাত এবং গলার মুণ্ডমালাও সোনা এবং রুপো দিয়ে তৈরি। কাছেই রয়েছে ভূকৈলাসের মন্দির। এখানে আসার জন্যে যেসব বাস-ট্রাম রাসবিহারীর দিকে আসছে কালীঘাট হয়ে তাতে আসুন। ইচ্ছে হলে মেট্রো রেলে এসে কালীঘাট স্টেশনে নামুন।

কলকাতায় আরো অনেক কালীবাড়ি আছে। এদের মধ্যে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ যেখানে মিশেছে সেই বৌবাজারের মোড়ে রয়েছে দেবী সিদ্ধেশরীর ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি। এখানে নাকি বিখ্যাত কবিয়াল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি পুজো করতেন। কেউ কেউ বলেন এটি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠা কাল অবশ্য বাংলা 905 সনে। মন্দিরে মূল দেবী ছাড়া শিব, দুর্গা, শালগ্রাম, শীতলা, মনসা, গণেশ, রাধাকৃষ্ণ, মহাবীর, নারায়ণ শিলা এবং জগদ্ধাত্রীও রয়েছেন।

আর এক বিখ্যাত কালীবাড়ি মহাত্মা গান্ধি রোড এবং বিধান সরণি কলেজ স্ট্রিটে যেখানে মিশেছে সেখান থেকে

শ্যামবাজারের দিকে মুখ করে বিধান সরণি ধরে পাঁচ-ছয় পা হাঁটলেই **ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি**। মন্দিরটি দেখতে খুবই সাধারণ। কিন্তু দেবীর মহিমা খুবই প্রচারিত। বাংলা 1110 সনে শঙ্কর ঘোষ স্থাপিত এই মন্দিরের মৃন্ময়ী দেবীও সিদ্ধেশ্বরী। প্রতি বছরই দেবীমূর্তির অঙ্গরাগ হয়। একটু এগিয়ে সিমলা অঞ্চলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভিটা, রামকৃষ্ণের স্মৃতিপূত উদ্বোধন ভবন। কাছেই আমহার্স্ট স্ট্রিটে 'আজকাল' পত্রিকার অফিসের কাছে রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ি। ঠনঠনিয়া পার হয়েই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। তার সামনেই দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজ।

যদি মানিকতলা পার হয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাছে বদ্রীদাস টেম্পল রোডে যান তবে দেখবেন বাংলা 1273-এ বদ্রীদাস মুকিম বাহাদুর নির্মিত দশম জৈন তীর্থঙ্কর শীতলানাথের মন্দির— যা পরেশনাথ মন্দির নামেই খ্যাত। এটি প্রতিদিন খোলা থাকে সকাল 6.00-12.00 এবং বিকেল 15.00-9.00, প্রবেশ মূল্য লাগে না। এখানে দেখুন শ্বেতপাথরের বিগ্রহ, নানা মূল্যবান পাথর, প্রবালের নানা কারুকার্য মন্দিরের গায়ে। শিল্পী গণেশ মুসকরের ছবি আপনাকে মুগ্ধ করবে। ফোয়ারা, জলাশয়, বাগান সব কিছুতে এক স্বর্গীয় সুষমা। নজর কাড়ে শীতলানাথজির ললাটের বিশালাকার হীরেটি। রাসপূর্ণিমার উৎসবে এলে মনে হবে এ যেন সেই কলকাতাই নয়। জৈনদের আরো একটি মন্দির রয়েছে শ্যামবাজার পার হয়ে বেলগাছিয়া ব্রিজের খুব কাছে।

যখন বেলগাছিয়া যাবেন তখন শ্যামবাজার ফিরে আসার পথে দমদমের দিকে মুখ করে একটুখানি এগিয়ে বাঁদিকে পাবেন বাগবাজার রোড। এই বাগবাজারের **মদনমোহন মন্দিরটিও** দেখে আসতে পারেন। এর আটকোণা রাসমঞ্চটি খুবই দর্শনীয়।

কলকাতায় মন্দিরের মত মসজিদ গির্জার সংখ্যাও কম নয়। হাওড়া স্টেশনকে সোজা যুক্ত করেছে মহাত্মা গান্ধী রোড। এই রাস্তার সঙ্গে প্রথম ট্রাম লাইনের যেখানে ক্রসিং হচ্ছে সেই চিৎপুর রোড ধরে ডান দিকে একটু এগোলেই বিশাল **নাখোদা মসজিদ**। ছোট্ট এক মসজিদের ওপর এখানে 15 লক্ষ টাকা খরচ করে কচ্ছদেশবাসী আবদার রহিম ওসমান এই বিশাল মসজিদ গড়ে তোলেন সিকান্দ্রার আকবরের সমাধির অনুকরণে ইন্দো-সেরাসেনিক পদ্ধতিতে। একসঙ্গে 10,000 পুণ্যার্থী এখানে নমাজ পড়তে পারেন। কাছেই সিঁদুরিয়া পটির হাফিজ জালালউদ্দিনের মসজিদ, মানিকতলার কারবালা মসজিদ, ধর্মতলার টিপু সুলতানের মসজিদও দেখার মত। একটু এগিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে পৌঁছে বাঁ দিকে গেলেই নেতাজি সুভাষচন্দ্রের স্মৃতিপূত ও রবীন্দ্রনাথ যার উদ্বোধন করেছিলেন— সেই **মহাজাতি সদন**।

চার্চগুলোর মধ্যে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে কলকাতার প্রাচীনতম সমাধি যেখানে অর্থাৎ আর্মেনিয়ান স্ট্রিটের সেই **আর্মেনিয়ান চার্চ**। শিয়ালদহ থেকে দক্ষিণে যেতে এন্টালি মার্কেট পার হয়ে 'বর্তমান' সংবাদ পত্রের অফিসের কাছে জোড়া গির্জা **সেন্ট জেমস চার্চ**। এখান থেকে আরো সোজা এগিয়ে গেলে **কলকাতা সিমেট্রি**— যেখানে মাইকেল মধুসূদন থেকে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি সমাহিত।

চিৎপুরে নাখোদা মসজিদ যখন দেখবেন, তখন পুনশ্চ উলেটোমুখে হাঁটতে-হাঁটতে শ্যামবাজারের দিকে গেলে দেখতে পাবেন বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। পঁচিশে বৈশাখ প্রতিবারে এই বাড়িটি প্রাণ পায়। এখানেই রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যু। এখানেই গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। একটু দূরেই নিমতলায় রবীন্দ্রনাথের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল।

আর যখন মহাজাতি সদন যাবেন, তখন আর একটুখানি গিয়ে 46 মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের ওপর দেখে আসবেন অবশ্যই মার্বেল প্যালেসটি। বহুমূল্য ছবি, পাথরের মূর্তি, ঝরনা, অলঙ্কৃত ঘড়ি, কাঁচের আসবাবপত্র, এমনকি রুবেন্সের আঁকা সেন্ট ক্যাথারিনের বিয়ের ছবি সমেত 90টি দেশের সেরা সংগ্রহ আর মিনি চিড়িয়াখানা যদি দেখতে হয় তবে এখানে আসতেই হবে সোম আর বৃহস্পতিবার বাদ দিয়ে। একা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকেই এই বিপুল ব্যাপার গড়ে উঠেছে। তবে এখানে আসতে হলে নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়ামের কাছে শেক্সপীয়র সরণিতে ভারত সরকারের যে পর্যটন বিভাগ আছে— তাঁদের দপ্তর থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে হবে। খোলা থাকে 10.00-17.00 পর্যন্ত। এছাড়া আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বাড়ি; কালীমন্দির-এর মধ্যে পুঁটে কালীবাড়ি, বিড়লা অ্যাকাডেমি-র পাশে লেক কালীবাড়ি, ত্রিকোণ পার্কের কাছে পূর্ণদাস রোডে ডাকাতে কালীবাড়ি; ডিরোজিও-র সমাধিস্থল, শোভাবাজার রাজবাড়ি ইত্যাদি; গুরুসদয় মিউজিয়াম, সেন্ট পলস্ গির্জা, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস (মিউজিয়াম আছে), নন্দন, বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য সিনেমা হল এবং থিয়েটার হল, রবীন্দ্রভারতী মিউজিয়াম, এশিয়াটিক সোসাইটি অবশ্য দেখার।

এবারে আমরা যাবো কলকাতার উপকণ্ঠে দুটি জায়গা বেড়াতে। একটি শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে চড়ে বিধাননগর

স্টেশনে নেমে অথবা ধর্মতলা বাস ডিপো থেকে বাসে করে সরাসরি **ঝিলমিলে**। অবশ্য ছোটদের রাজত্ব এটা। এখানে রয়েছে একটি মিনি চিড়িয়াখানা, একটি পক্ষিশালা, একটি ডিয়ার পার্ক আর যা ছোটরা ভালোবাসে— সেই টয় ট্রেন। এখানেই এখন তৈরি হয়েছে ছোটদের জন্য **নিক্কো পার্ক**। এটি খোলা থাকে 10-21.00, প্রবেশমূল্য ৫০,। তবে ভেতরের প্রতিটি আইটেমের জন্য আলাদা আলাদা টিকিট কাটতে হয়। রকমারি আকর্ষণের মধ্যেও ছোটদের বিশেষ প্রিয় বরফরাজ্য Iceland, ডুবন্ত জাহাজ টাইটানিক প্রভৃতি। নিক্কোপার্ক থেকে বেরিয়ে কিছুটা এগোলে আপনি পাবেন **নলবন**। এখানে ছোটদের নিয়ে বোটিং-এর আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। প্রবেশমূল্য ২৫, আর বোটিং-এর জন্য প্রতি ৩০ মিনিট ৭০,। অন্যটি সল্ট লেক বা বিধাননগরে **বিধান শিশু উদ্যানটি**। কলকাতার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে VIP রোড ধরে এখানে আসার জন্যে বাস পাবেন, অথবা বিধাননগর রোড স্টেশনে নেমে। স্টেশনের ঠিক উল্টো দিকেই অবস্থিত এই উদ্যান 1964-তে 64 বিঘা জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের নামে। এখানে আছে ছোটদের জন্যে অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরি, খেলাধূলার নানা ব্যবস্থা। সাজানো বাগানটি শুধু ছোটদের জন্যেই। বড়রা যদি আসতে চান তবে কোন ছোটর হাত ধরে আসুন। আর সদ্য নির্মিত **যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন** বা সল্ট লেক স্টেডিয়ামটিও আপনি ঘুরে আসতে ভুলবেন না। স্টেডিয়াম থেকে কাছেই নারকেলডাঙা মেন রোডে কিছুটা এগিয়ে কলকাতা পুরসভা ও বেঙ্গল অম্বুজা সংস্থার যৌথ উদ্যোগে গড়ে তোলা হয়েছে হেরিটেজ পার্ক **স্বভূমি**। এখানে আছে আর্টস ভিলেজ, মীনা বাজার, আছে নানান স্পোর্টসের ব্যবস্থা। আপনি খাদ্যরসিক হলে এখানের কোনো একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়তে পারেন, স্বাদ নিতে পারেন ভিন্‌রাজ্যের খাবারদাবারের। প্রবেশমূল্য ২০, সঙ্গে উপহার একবোতল পরিস্রুত জল। এরপর বাইপাস ধরে চলে আসুন পার্ক সার্কাস কানেক্টরের কাছে বিজ্ঞানের আশ্চর্য জগৎ **সায়েন্স সিটিতে**। প্রবেশ মূল্য ১৫,। এখানে উপভোগ করুন বিজ্ঞানের আশ্চর্য চমক। এশিয়ার দ্বিতীয় স্পেস থিয়েটারটি এখানেই রয়েছে। প্রথমটি আছে জাপানে। প্রবেশ মূল্য ৩০,। ঢোকার পথটিও মজার। প্রায় অন্ধকার 100 ফুট (31 মিটার) আয়না ঘেরা পথ, পায়ের কাছে টিপটিপ করে জ্বলছে-নিভছে লাল হলুদ বাতি। সারাদিনে শো হয় 6টি। প্রতিটির মেয়াদ 45 মিনিট। এছাড়া টাইম মেশিন ১০, ইভলিউশন পার্ক ১০, ও 3D থিয়েটার ২০,। খোলা থাকে প্রতিদিন 9.00 থেকে 21.00টা পর্যন্ত। সায়েন্স সিটি দেখে গড়িয়ার দিকে বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলি উপনগরীতে **ক্রাউন টাউন**। প্রবেশ মূল্য ৫০,। এখানে গো-কার্ট, আইস স্কেটিং, পুতুল ঘর এছাড়া অন্যান্য। এর পাশে সুদৃশ্য **অন্নপূর্ণা গার্ডেন**। কলকাতায় নতুন সংযোজন ঠাকুরপুকুরের **ফান সিটি** ও VIP রোডের ধারে কৃষ্ণপুরে **অ্যাকোয়াটিকা**। কৃষ্ণপুর ছেড়ে এগিয়ে চলুন বাগুইহাটি বা তেঘরিয়ায় **বাবা লোকনাথের মন্দির**। এখানকার পরিবেশ আপনার মনকে শান্ত করবে। খোলা থাকে সকাল ৭.০০ থেকে ৮.০০, বিকেল ৫.০০ থেকে ৭.০০।

এবার চলুন যাই হাওড়া স্টেশনের দিকে। হাওড়া সেতু আপনাকে পার হতেই হবে। এখন এর নাম রবীন্দ্র সেতু। 1,500 ফুট লম্বা 71 ফুট (22 মিটার) চওড়া— দুপাশে ফুটপাত, মাঝে পাশাপাশি আটখানি গাড়ি যাবার পরিসর নিয়ে এই 'ঝুলন্ত' সেতুটির নীচে কোন স্তম্ভ নেই— ক্যান্টিলিভার পদ্ধতিতে তৈরি এবং এ ধরনের তৃতীয় বৃহত্তম সেতু। আগে 1874-এ তৈরি যে পন্টুন ব্রিজ ছিল, যা খোলা বা নামানো হত জাহাজ চলাচল অনুযায়ী তার বদলে এই সেতু দিয়ে গাড়ি চলাচল শুরু হয়েছে 1943-এ। সেতুর ছবি নেওয়া নিষিদ্ধ। 1992-এর 10 অক্টোবর চালু হয়েছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু। এর নাম হয়েছে বিদ্যাসাগর সেতু। 1972-এর 20 মে এই সেতুর কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় এবং পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম এই সেতুটি তৈরি করতে সময় লাগে 20 বছর। এর পেছনে ছিল 16 জন কর্মীর আত্মত্যাগ, 1,200 কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম। সেতুটি লম্বায় 1,522 ফুট (471 মিটার) এবং এটি তৈরি করতে প্রয়োজন হয়েছে 13,200 টন স্টিল।

এই সেতুর ওপর দিয়ে বাসে বা মিনিবাসে চড়ে হাওড়া স্টেশন থেকে 4 কিমি দক্ষিণে শিবপুরে গড়ে উঠেছে পৃথিবী বিখ্যাত **বোটানিক্যাল গার্ডেনটি**। 200 বছরেরও বুড়ো এই উদ্যানের জন্ম 1786-তে। 210 একর জমি জুড়ে এখানে প্রায় 50,000 নানান গাছের সংসার। সবচেয়ে পুরনো যে বটগাছটির জন্যে এখানে সবাই আসেন তার বয়স মাত্র 250 বছর। এটি একাই 404 মিটার জমি নিয়ে 150টিরও বেশি ঝুরি নিয়ে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। ঝুরি আর কাণ্ড আলাদা করে বোঝা দায়। গাছ ছাড়া আছে নানান জাতের ফুল আর অর্কিড। লেকে নৌকো বাওয়া, লাইব্রেরিতে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের বইয়ের সন্ধান করা এমনকি চড়ুইভাতি করার

এমন আদর্শ জায়গা আর কোথায় পাবেন? পুরো একটা দিন হাতে নিয়ে সকাল 7টায় এসে বিকেল 5টা পর্যন্ত কাটিয়ে যান জনাপ্রতি ৫০ পয়সা টিকিটের বিনিময়ে— আরণ্য পরিবেশে মন উঠবে শুদ্ধ-পবিত্র হয়ে।

শুদ্ধ ও পবিত্রতার জন্যে আরো দুটি জায়গা রয়েছে পর্যটকদের জন্য। **দক্ষিণেশ্বর** আর **বেলুড়মঠ**। এসপ্ল্যানেড থেকে এলে S17, 34, 32 বা মিনিবাসে চড়ে এসে আসুন দক্ষিণেশ্বরে। অথবা শিয়ালদহে ট্রেন ধরে 14 কিমি দূরে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে। ট্রেন আসছে মুহুর্মুহু। বালি ব্রিজের কাছে দক্ষিণেশ্বর আসলে 13টি মন্দিরের গুচ্ছ। একটি মন্দির দেবী কালীর উদ্দেশে এবং বাকি 12টি দক্ষিণেশ্বরে শিবের নামে উৎসর্গীকৃত। 25 একর জায়গা জুড়ে এই মন্দির স্থাপন করেছিলেন রানী রাসমণি 9 লক্ষ টাকা খরচ করে (1847 থেকে 1855)। মূল মন্দিরে সহস্রদল রূপোর তৈরি পদ্মের ওপরে শয়ান শিবের বুকে দাঁড়িয়ে আছেন মা কালী। এই মূর্তি এক খণ্ড বিশাল ব্যাসাল্ট পাথর কেটে তৈরি। শিবের মন্দিরগুলি গঙ্গার ধারে। উত্তর-পূর্ব কোণের কক্ষটিতে একদা বাস করতেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রবেশদ্বারের কাছে নবনির্মিত রানী রাসমণির মন্দির। কাছেই ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউস আর আদ্যাপীঠের মন্দির। আদ্যা মা দর্শনের সময় সকাল 10.30-11.00 আর সন্ধে 6.00-6.30। তবে বাহান্ন তিথিতে সারাদিনই মন্দির দর্শন করা যায়। এখান থেকেই যেতে পারেন সেই মহাশ্মশানে যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের নশ্বর মূর্তি পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছিল। কাশীপুরের উদ্যানবাটিও বেশি দূরে নয়।

দক্ষিণেশ্বর থেকেই পাবেন গঙ্গার অপর তীরে বেলুড় মঠ। এখানেও বাস-মিনিবাস যাচ্ছে রবীন্দ্রসেতু পার হয়ে এসপ্ল্যানেড থেকে। ট্রেনে এলে হাওড়া থেকে লিলুয়া পার হয়েই বেলুড় স্টেশন। দক্ষিণেশ্বরের যাত্রীরা নৌকো করেই পার হয়ে আসতে পারবেন এখানে। গুরুর স্মৃতিতে স্বামী বিবেকানন্দ গঙ্গার তীরে 8 লক্ষ টাকা খরচ করে 14 জানুয়ারি 1938 এই মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত এই মঠ চার্চ, মসজিদ আর মন্দিরের সমন্বিত রূপ। এখানেই স্বামীজির মহাপ্রয়াণ ঘটে 4 জুলাই 1902 মাত্র 38 বছর বয়সে। তাঁর দ্বিতল বাসগৃহটিতে তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। মন্দিরে নিত্য পূজা হয়। বিশেষ দিনগুলিতে বিশেষ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়, বিশেষ করে দুর্গাপূজা এবং কল্পতরু উৎসবের সময়। তখন বহু পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে। মন্দির খোলা থাকে 5.30-10.30 এবং 16.30-19.30 পর্যন্ত। ছবি নেওয়ার ব্যাপারে নিষেধ-বিধি আছে।

চলুন এবারে হাওড়া স্টেশন পেরিয়ে যাই দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখতে দেখতে প্রথমে হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইন ধরে। জি টি রোড প্রায় কাছ ঘেঁষে গেছে। হাওড়া থেকে কোনো লোকাল ট্রেন ধরুন। তারপর আসুন--

শ্রীরামপুর

লোকাল ট্রেন আধ ঘণ্টা মতো সময় নেবে, দূরত্ব 24 কিমি। শ্যামবাজার থেকে 3-নং, SS-4 বাস, মিনিবাস পাবেন। 1793-1834 পর্যন্ত খ্রিস্টান মিশনারীদের কাজকর্মে শ্রীরামপুর সরগরম থাকত। দিনেমারদের পর এখানের বিখ্যাত মিশনারী ছিলেন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা পর্বের প্রবাদ পুরুষ উইলিয়ম কেরী এবং তাঁর সহযোগী মার্শম্যান ও ওয়ার্ড। চার্লস উইলকিন্সের সহযোগী শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকারই প্রথম বাংলা হরফের (Type) সৃষ্টি করেন। কেরীর স্মৃতি বহন করে চলেছে এখানের বিখ্যাত শ্রীরামপুর কলেজটি তার মূল্যবান গ্রন্থাগার সমেত। দিনেমার সরকারের বাড়ি, রোমান ক্যাথলিক চার্চ, সেন্ট ওলাফ চার্চ এখনো পুরনো স্মৃতি বহন করে চলেছে। এখানের বল্লভপুর অঞ্চলে গিয়ে রাধাবল্লভের মন্দির এবং জেলার সর্ববৃহৎ আটচালা মন্দির (50 ফুট লম্বা, 40 ফুট প্রস্থ, 60 ফুট উঁচু = $15\frac{1}{2} \times 12\frac{1}{2} \times 18\frac{1}{2}$ মিটার) দেখে আসুন। অবশ্য বল্লভজির আদি মন্দির এখন মার্টিনস্ প্যাগোডা নামে খ্যাত। বর্তমান মন্দিরের গায়ে খোদাই করা আছে "শ্রীকৃষ্ণ স্মরণার্থ শুভমস্তু শকাব্দ ১৬৮৬। দাতা নয়ন মল্লিক। শিল্পকার শ্রীকৃষ্ণ দাস"। অর্থাৎ মন্দিরটি 1764-তে স্থাপিত। বিগ্রহ কালো পাথরের, গঙ্গার ঘাট থেকে পাওয়া।

শ্রীরামপুর এলে **মাহেশ** না ঘুরে যাওয়া বোকামি— বিশেষ করে রথের সময়। আগে বল্লভপুর মন্দিরেই ছিল মাহেশের জগন্নাথের গুণ্ডিচা বা মাসির বাড়ি। মাহেশের জগন্নাথের শিখর মন্দিরটিও নয়নচাঁদ মল্লিকের অর্থ সাহায্যে 1755-য় নির্মিত। চৈতন্যদেব এখানে পার্শ্বচর কমলাকরকে জগন্নাথ সেবার ভার দিয়ে যান। সেই অবধি পিপলাই বংশ এখানে পুরুষানুক্রমে জগন্নাথ সেবা করছেন। মাহেশ বৈষ্ণবদের দ্বাদশ গোপাল পীঠের অন্যতম। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রথযাত্রা এখানেই হয়। এখানের বিশাল রথটি 1855-য় কৃষ্ণচন্দ্র বসু তৈরি করান। জি টি রোডে রথ টানা হয়। সে সময়ে এবং স্নানযাত্রায় এখানে বিশাল লোক সমাগম হয় ও মেলা বসে।

চন্দননগর

কলকাতা থেকে 37 কিমি দূরের এই শহরটি একদা ফরাসি উপনিবেশ হিসাবে বিখ্যাত ছিল। এই উপনিবেশ স্থাপন করেন বুঁর দেলাঁদ্ (Bourong Deslandes) 1662-তে। 1947 পর্যন্ত এখানের শাসনব্যবস্থা পণ্ডিচেরীর ফরাসি গভর্নরের অধীনে পরিচালিত হত। ভারতের স্বাধীনতালাভের সঙ্গে এখানের অধিবাসীরাও স্বাধীনতার জন্য আগ্রহান্বিত হলে এখানে 1949-এ গণভোট গৃহীত হয় এবং তাতে চন্দননগর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হোক— এই দাবি প্রতিফলিত হয়। ফলে 1954 য় চন্দননগর ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়। এবং 1954-তেই পশ্চিমবঙ্গে প্রবিষ্ট হয়। এই সালেই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনও গঠিত হয়।

হুগলি জেলা

আয়তন 3,149 বর্গকিমি; জনসংখ্যা 50,80,047, পুরুষ 25,88,322, মহিলা 24,51,725; জনসংখ্যার ঘনত্ব 1,601 প্রতি বর্গকিমিতে; শহরবাসী 33.48%।

চন্দননগরে হুগলি নদীর স্ট্র্যান্ডটি প্রায় 100 বছর আগে তৈরি করে দেন ভূকৈলাসের রানী তারাসুন্দরী। এখানে ঘুরে বেড়ানো বড় মনোরম। সাজানো শহর চন্দননগরে এখনো ফরাসি নিদর্শন দেখা যায়। বিখ্যাত দ্যুপ্লে কলেজটি এখন চন্দননগর কলেজে পরিণত। এছাড়া সু-উচ্চ রোমান ক্যাথলিক গির্জা, সেন্ট জোসেফ কনভেন্টের মধ্যে প্রায় 275 বছরের পুরনো ছোট গির্জা, প্রাচীন গোরস্থানও উল্লেখযোগ্য। লালবাগানে নন্দদুলালের মন্দির, বোড়াই চণ্ডীতলার জোড় বাংলো বোড়াইচণ্ডীর মন্দির, ভুবনেশ্বরী মন্দির খুবই বিখ্যাত। তবে চন্দননগরে ধুম হয় জগদ্ধাত্রী পুজোয়। মোড়ে মোড়ে 25.30 ফুট (8-10 মিটার) পর্যন্ত উঁচু দেবী প্রতিমা। লক্ষ লক্ষ লোকের আগমন ঘটে। মাহেশের রথের মত এ সময়ে রেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ ট্রেন চালান। চন্দননগরের বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জা পশ্চিমবঙ্গে বিখ্যাত। এ সময়ে তার অভূতপূর্ব প্রদর্শনী দেখা যায়। প্রতিমা ভাসানের সময় বিশাল জন সমাগম হয়। চন্দননগরের মিহি ধুতি ও শাড়ি প্রায় 200 বছর ধরে 'ফরাসডাঙার কাপড়' নামে বিখ্যাত। কাছের ধনেখালির তাঁতের কাপড়ও সুবিখ্যাত। গোস্বামী ঘাটে ধুতির মেলা, প্রবর্তক সঙ্ঘের অক্ষয় তৃতীয়ার মেলাতে ও খুবই উৎসব হয়। থাকতে চাইলে চন্দননগর পুরসভায় যোগযোগ করুন। এদের GH রয়েছে।

চুঁচুড়া

চন্দননগরের পরের রেল স্টেশন। এখানেই জেলার সদর দফতর স্থাপিত। ওলন্দাজদের (1656-1825) উপনিবেশ হিসাবে খ্যাত এই শহরে তাদের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে তিনটি ব্যারাক, একটি চার্চ, একটি গোরস্থান এবং 'গ্যাস টভ্‌স' দুর্গের অবশিষ্টাংশ রয়ে গেছে। হাজি মহম্মদ মহসীনের ফান্ডের টাকায় তাঁর নামে হুগলি মহসীন কলেজ এখানে 1836-এ স্থাপিত হয়েছে। 1695-এ নির্মিত আর্মেনিয়ান গির্জা অবশ্য দর্শনযোগ্য। এরই একটি অংশ মহসীন কলেজের অংশ বিশেষে অন্তর্ভুক্ত। গির্জার ওপরে একদা যে ঘণ্টা ঘড়ি ছিল তা থেকেই পাশের ঘাটের নাম ঘণ্টা ঘাট। এখানে **ষণ্ডেশ্বরজীউ মহাদেব মন্দির** দর্শনীয়। এর পিতলের ঢাক দুটি ওলন্দাজ গভর্নরের দান। জ্যৈষ্ঠ মাসের অরণ্য ষষ্ঠীর দিন থেকে দশমী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মহিষমর্দিনীর পূজা এখানের বড় উৎসব। এখান থেকেই হুগলিতে গিয়ে (ব্যান্ডেলে নেমেও আসা যায়) 2 লক্ষ 75 হাজার টাকা ব্যয়ে 1861-তে হাজি মহম্মদ মহসীন নির্মিত হুগলি ইমামবাড়াটি দেখে আসতে পারেন। ছোট একটি ইমামবাড়ার পরিবর্তে এটি নির্মিত। বাইরে সূর্য ঘড়িটি দেখে আসতে পারেন। ইমামবাড়ার গম্বুজ প্রায় 80 ফুট (25 মিটার) উঁচু, দেওয়ালে কোরাণ উৎকীর্ণ। মহরমে বড় উৎসব হয়। 17.30 বন্ধ হয়।

ব্যান্ডেল

চুঁচুড়ার পরে হুগলি স্টেশন হয়েই ব্যান্ডেল— কলকাতা থেকে 43 কিমি দূরে। পোর্তুগিজ উপনিবেশের কিছু চিহ্ন এখনো রয়ে গেছে এখানে চার্চ এবং মনাস্ট্রিতে। একটা রিক্সা করে ব্যান্ডেল চার্চে আসুন। 1660 খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এটি সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পুরেনো গির্জা। Nossa Senhora di Rozario-এর নামে উৎসর্গীকৃত এই গির্জার ভিতরে 1599 খ্রিস্টাব্দে তৈরি আরো পুরনো গির্জা আছে গঙ্গার দিকে মনাস্ট্রির। গির্জার ভিতরে Our lady of Voyage নামে মেরীমায়ের যে অনবদ্য মূর্তিটি আছে, তা সম্ভবত ভারতবর্ষের যে কোন গির্জাতেই আপনি দেখবেন। গির্জার দক্ষিণে পাদ্রী গোমেজ

দ্য সোটার সমাধি, তার পাশে যে মাস্তুলটি দেখবেন, তা একদা একটি পোর্তুগিজ জাহাজের মাস্তুল ছিল। বঙ্গোপসাগরে বিপদগ্রস্ত একটি জাহাজ কোনো প্রকারে এখানে এসে রক্ষা পায়, ক্যাপ্টেন মাদাব মেবীর নামে মাস্তুলটি গির্জায় দান করেন। আগে এখানে পিকনিক করতেন সবাই। এখন তা নিষিদ্ধ হলেও কাছাকাছি গঙ্গার তীরটি পিকনিক করার আদর্শ জায়গা। চার্চ থেকে ইমামবাড়া মাত্র 2কিমি।

দেবানন্দপুর : ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে দেবানন্দপুর মাত্র 3 কিমি। একটা রিক্সা নিয়ে চলে যান। একদা এখানে আরবি-ফার্সি শেখার কেন্দ্র ছিল— অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র এখানেই এই ভাষা শেখেন। কিন্তু দেবানন্দপুর বিখ্যাত হয়ে আছে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি হিসাবে। তাঁর জন্ম ভিটার আগেই পড়বে **শরৎ স্মৃতিমন্দির** ও পাঠাগারটি। সামনের রাস্তাটি সোজা চলে এসেছে মজে যাওয়া সরস্বতী নদীর ধারে; এখানেও অনেকে চড়ুইভাতি করতে আসেন এই ভাঙা দেউলের পাশে বিস্তৃত মেঠো প্রাঙ্গণে।

বাঁশবেড়িয়া: ব্যান্ডেল থেকেই 4 নং বাস ধরে এখানে আসতে পারেন। অথবা ব্যান্ডেলে বা হাওড়ায় হাওড়া ব্যান্ডেল-কাটোয়া (ভায়া বি এ কে লুপ) ট্রেনে চড়ে হাওড়া থেকে 44 কিমি দূরের বাঁশবেড়িয়া স্টেশনে নেমে মিনিট 20 হেঁটে বা রিক্সায় 10 মিনিটের পথে এসে দেখুন এখানের দুটি বিখ্যাত মন্দির **অনন্ত বাসুদেব মন্দির** এবং **হংসেশ্বরী মন্দির**। প্রাচীন সপ্তগ্রামের অন্যতম বংশবাটি এখন হয়েছে বাঁশবেড়িয়া। এখানে জমিদার দেবরায়-এর পরিবার ঘিরে নানা কিংবদন্তি গড়ে উঠেছিল। এঁদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনো হংসেশ্বরী মন্দিরের কাছেই দেখতে পাওয়া যায়। একটু দূরে চারপাশে বিশাল পরিখা ও গড়। বাসুদেব মন্দিরটি 1979-এ রাজা রামেশ্বর দত্ত প্রতিষ্ঠা করেন। এই একরত্ন শ্রেণীর চারচালা মন্দিরের গম্বুজটি আটকোণা। মন্দিরের বাইরের দেওয়াল মূল্যবান টেরাকোটা অলংকরণখচিত। মন্দিরের গায়ে দক্ষযজ্ঞ, দশমহাবিদ্যা, হরধনুভঙ্গ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, দশাবতার প্রভৃতি চিত্রিত। এক সময়ে শিল্পী নন্দলাল বসু এখানে এক মাস থেকে মন্দিরের প্রতিটি ইটের ছবি এঁকে নেন।

দেবরায় পরিবারের তান্ত্রিক রাজা নৃসিংহ 1799-এ মন্দিরের কাজ শুরু করলেও তাঁর অকালমৃত্যু হয়। দীর্ঘদিন তাঁর পালিত পুত্র এবং ছোট রানীর মধ্যে মামলা চলার পর শেষে ডিক্রি পেয়ে রানী শঙ্করী 13 বছর পর 1812-তে এই মন্দির শেষ করেন। খরচ হয়েছিল 5 লক্ষ টাকা। 70 ফুট (22 মিটার) উঁচু 6 তলা বিশিষ্ট, শিখরাকার মন্দিরটিতে 13টি গম্বুজ। এগুলি বিভিন্ন উচ্চতার এবং পদ্মের পাপড়ির আকারে গঠিত। মন্দিরের ওপরে ওঠবার জন্যে 3টি সিঁড়ি আছে। মন্দিরের ভিতরে দেবী হংসেশ্বরী সহস্রদল পদ্মে আসীন। এই পদ্ম শায়িত শিবের নাভি থেকে উদ্‌গত। মন্দিরের নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত 14টি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরের স্থাপত্য অনবদ্য। এর পাথর এসেছিল চুনার থেকে, কারিগরেরা এসেছিলেন জয়পুর থেকে। মন্দির বন্ধ থাকে 11.00-15.00 পর্যন্ত।

ত্রিবেণী : বাঁশবেড়িয়ার পরের রেল স্টেশন ত্রিবেণী হাওড়া থেকে 48 কিমি। পূর্ব রেলে হাওড়া-বর্ধমান মেল লাইনে মগরা স্টেশনে নেমে ও স্টেশন থেকে 4 নং লোকাল বাস ধরে অথবা রিক্সায় চড়ে এখানে আসা যায়। চুঁচুড়া থেকেও এই বাস ধরা যায়। এলাহাবাদের প্রয়াগেও ত্রিবেণী আছে— তবে তা যুক্ত বেণী। এখানের ত্রিবেণী মুক্ত বেণী— কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় 'মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে'। এখানে মূল গঙ্গার বাম দিকের ধারা যমুনা ও দক্ষিণের ধারা সরস্বতী— যা এখন মজা একটা খাল ছাড়া বেশি কিছু নয়। অথচ একদা এটি নৌপরিবহনযোগ্য ছিল। কথিত আছে যে ওড়িশার গঙ্গাবংশীয় রাজারা ত্রিবেণীতে গঙ্গার ঘাট তৈরি করে দেন। একটি রেখ-দেউলও এককালে এখানে ছিল। স্নানের ঘাটটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এখানে দুটি জগন্নাথ মূর্তি, পাথরের তৈরি প্রাচীন গণেশ মূর্তি, ব্রহ্মা, হরগৌরী ও গঙ্গার মূর্তি আছে। এগুলি খুবই প্রাচীন ও বিভিন্ন জায়গা থেকে এনে এখানে পূজিত। স্নানের ঘাটের উত্তর দিকে ত্রিবেণীর বিখ্যাত শ্মশান। এখানে অন্তর্জলী অবস্থায় দেহত্যাগ করেন ত্রিবেণীর বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (1890-1807)। সরস্বতী নদীর পুল পার হয়ে দেখে আসতে পারেন জাফর খাঁ গাজীর আস্তানা। ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু মন্দির ভেঙে তার ভিত্তিভূমিতেই পরবর্তীকালে গড়ে তোলা হয়েছে মুসলিম সমাধি মন্দির। পূর্বদিকের সমাধি জাফর খাঁ গাজী ও তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূর। পশ্চিমের অংশে তাঁর অগ্রজ বড় খাঁর পরিবারের সমাধি। মসজিদের দেওয়ালে দেখবেন বড় বড় পাথরের দেবদেবীর মূর্তি পিছন ফিরে বসানো। তার ওপর পার্শি-আরবি লিপি খোদিত। বৌদ্ধ মূর্তিও আছে। কাছেই কালীতলা থেকে বেরিয়ে এসেছে যে জাতীয় সড়ক তার কাছেই ব্যান্ডেল থারমাল পাওয়ার স্টেশন— পাঁচটি গগনচুম্বী চিমনি সদাই ধূম উদ্‌গীরণ করে চলেছে।

গুপ্তিপাড়া: এই লাইনেই আরো একটু এগিয়ে

গুপ্তিপাড়া হাওড়া থেকে 75 কিমি। গুপ্তিপাড়া বার-ইয়ারী বা বারোয়ারী পূজার জন্মক্ষেত্র। স্টেশন থেকে 2 কিমি দূরে গুপ্তিপাড়া মঠে কালী মায়ের মন্দির। এখানের দেশকালীমা অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কাছেই রামচন্দ্র মন্দির পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেরাকোটা মন্দির। 7 ফুট (2 মিটার) উঁচু ভিত্তি-বেদির ওপর একচূড়াবিশিষ্ট চারচালা মন্দির। গর্ভগৃহে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ ও হনুমানের কাঠের মূর্তি— দেওয়ালে রামায়ণের গোটা যুদ্ধকাহিনী আঁকা। বৃহত্তম মন্দিরটি বৃন্দাবনচন্দ্রের। 400 বছর ধরে এখানে রথযাত্রা উৎসব হয়ে চলেছে। মাহেশ ছাড়া এত বড় রথ পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও নেই। পুরনো মন্দিরের ভিত্তিভূমিতে 1838-এ আধুনিক মন্দির নির্মিত। দোলেও খুব উৎসব হয়। রথের মঠই। এখান থেকে কালনায় গোপেশ্বর শিব, প্রতাপেশ্বর শিব, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির দেখে আসা যায়। তবে এই ট্রেনপথে কাটোয়ার সোনার গৌরাঙ্গ, কেশবভারতী ঘাট ছাড়া উল্লেখযোগ্য স্থান হল নবদ্বীপ ও মায়াপুর।

আঁটপুর

হাওড়া স্টেশন থেকে মেন লাইনের ট্রেন ধরে শেওড়াফুলি হয়ে তারকেশ্বরের দিকে আসতে পারি অথবা কর্ড লাইনের ট্রেন ধরে কামারকুণ্ডুতে নেমে তারকেশ্বরের দিকের ট্রেন ধরতে পারি। আঁটপুর কলকাতা থেকে 62 কিমি দূরে। হাওড়া-তারকেশ্বর লোকাল ট্রেন ধরে হরিপাল স্টেশনে নেমে রসিদপুরগামী বাস ধরে এখানে আসতে পারেন। আর কলকাতার বাবুঘাট থেকে 7 15, 10 00, 12.00, 13 15 বা 18.00-টায় CSTC র বাসে চড়ে 1 ঘণ্টা 40 মিনিটের পথে দাসনগর, ডোমজুড়, বড়গাছিয়া, জগৎবল্লভপুর, জাঙ্গিপাড়া হয়ে এখানে আসতে পারেন। হাওড়া স্টেশন থেকে সকাল-সন্ধে প্রচুর প্রাইভেট বাস (8 45, 9 45, 15.45 ও 17 30-এ) আসছে।

এখানের বেশির ভাগ মন্দিরই 18 শতকের জমিদার কৃষ্ণরাম মিত্রের তৈরি। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 1786 খ্রিস্টাব্দে নির্মিত পারিবারিক দেবতা রাধাগোবিন্দের মন্দিরটি। বিশাল এক আটচালা মন্দিরের সামনে চারচালা মণ্ডপবিশিষ্ট এই মন্দিরটি খুব উঁচু বেদীর ওপর স্থাপিত। অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে এখানে উঠতে হয়। জগমোহন ও দেওয়ালের সম্মুখভাগে অনবদ্য টেরাকোটা শিল্পের নিদর্শন। মহাকাব্য ও পুরাণের নানা আখ্যান এখানে খোদিত। জগমোহনের ভিতরে ছাদের অংশে ম্যুরাল পেন্টিং-এর কাজ বিস্ময়কর। মূল মন্দির ছাড়া মন্দিরের দোলমঞ্চ এবং রাসমঞ্চ খুবই সুন্দর। চণ্ডীমণ্ডপে কাঁঠাল কাঠের ওপর নিখুঁত কারুকর্ম অনুপম, পশ্চিমবঙ্গে এমন খুব কমই দেখা যায়। গঙ্গাধর, ফুলেশ্বর, রামেশ্বর, জলেশ্বর এবং বাণেশ্বর মন্দিরগুলিও দ্রষ্টব্য।

এ গ্রামেরই বাবুরাম ঘোষের (পরে স্বামী প্রেমানন্দ) বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আট জন শিষ্য— বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর এবং সারদা (পরে সন্ন্যাস জীবনে যথাক্রমে প্রেমানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, শিবানন্দ, অভেদানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ ও ত্রিগুণাতীতানন্দ নামে পরিচিত) 1293 বঙ্গাব্দের 10 পৌষ (24.12.1886) অগ্নিসাক্ষী রেখে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামী প্রেমানন্দের জন্মস্থলে গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা একাধিকবার এই গ্রামে এসেছিলেন। রাস্তার দেখে বাঁদিকের পথে 1 কিমি এগিয়ে দেখতে পাবেন বৈষ্ণবতীর্থ আঁটপুরের দ্বাদশ গোপালের অন্যতম পরমেশ্বর দাস ঠাকুরের শ্রীপাট। এখানে পূজিত নিত্যানন্দ ও শ্রীশ্যামসুন্দর। বকুল গাছটির বয়স 300 বছর। মন্দির বন্ধ 12 00-15.30। এখানের তাঁতশিল্প বিখ্যাত। সংসারী মানুষেরা সংগ্রহ করে থাকেন ঘরে ফেরার পথে।

তারকেশ্বর . কলকাতা থেকে 58 কিমি দূরে। ট্রেন যাচ্ছে হাওড়া স্টেশন থেকে শেওড়াফুলি হয়ে মেন লাইনে। সারাদিনই ট্রেন পাবেন। কর্ড লাইনে কামারকুণ্ডুতে নেমেও ট্রেন ধরা যায়। এছাড়া কলকাতার শহিদ মিনার থেকে 16 45 মিনিটে CSTC-র বিষ্ণুপুরগামী বাস আরামবাগ হয়ে তারকেশ্বর যায়। সড়কপথে দূরত্ব রাজভবন থেকে 68 কিমি। জনশ্রুতি যে, এই গ্রামে একদা মেয়েরা একটি পাথরখণ্ডের ওপর ধান ভানতেন। মুকুন্দ ঘোষ নামে জনৈক গোপ স্বপ্নে জানতে পারেন ঐ পাথরখণ্ড আসলে স্বয়ম্ভু শিব এবং সন্ন্যাস নিয়ে তাঁর সেবা করতে আরম্ভ করেন। রামনগরের রাজা ভারামল্ল পরে এখানে তারকনাথের আটচালা মন্দির তৈরি করে দেন। আনুমানিক 1729-এ রাজা ভারামল্ল দশনামী শৈব সন্ন্যাসী তারকেশ্বরের প্রথম মোহান্ত মায়াগিরি ধূম্রপানকে তারকেশ্বরে মঠ স্থাপনের জন্য সম্পত্তি দান করেন। তখন থেকে তাঁরাই মোহান্ত হয়ে গেছেন। পরে বর্ধমানের মহারাজা মন্দির সংস্কার করে দেন। 1924-এ মোহান্তের অত্যাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এখানে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়। মন্দিরের মধ্যে বাসুদেব মূর্তি ও শিবলিঙ্গ আছে।

অনেকে বলেন ইনি ব্রহ্মা। আরো দেখুন পটাঙ্কিত দুর্গা, অন্নপূর্ণা ও কালিকা। মন্দিরের পশ্চিমে রয়েছে 'লীলাবতী সরোবর' বা 'দুধ সরোবর' আর পূর্বে চণ্ডীরূপা কালিকার মন্দির। তার পাশে মুকুন্দ ঘোষের সমাধি, ভৈরবনাথ নামে পূজিত। এখানের নাটমণ্ডপ, বাজার, পথ তৈরি করে দেন বালীগড়ের রাজা চিন্তামণি দে। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় শৈবতীর্থ তারকেশ্বরে শ্রাবণ ও চৈত্র মাসে হাজার হাজার ভক্ত আসেন শিবরাত্রি ও গাজন উপলক্ষে। ভক্তেরা অনেকে বৈদ্যবাটির নিমাইতীর্থের ঘাট থেকে বাঁকে করে জল নিয়ে 34 কিমি হেঁটে তারকেশ্বরে এসে শিবের মাথায় জল ঢেলে আসেন। তখন বিশেষ ট্রেন চলে। শ্রাবণী মেলাতেও উৎসব হয়। এছাড়া প্রতি সোমবারই উৎসব লেগে আছে।

যাত্রীদের জন্য গেস্ট হাউস রোডে আছে পর্যটন দপ্তরের Tourist Lodge (Ph 9112-279332) DAR ৭৫০, দুধপুকুরের পাশে তারকেশ্বর Municipal GH (Ph 276 330), কাশীবিয়া অতিথিশালা ছাড়াও তীর্থযাত্রীদের বেশ কিছু হোটেল।

রাধানগর/খানাকুল

তারকেশ্বর থেকেই বাসে খানাকুল চলুন। অথবা শহীদ মিনার থেকে খানাকুলগামী বাসে চড়েও (14.20 মিনিটে ছেড়ে রাধানগর 17.30, রাধানগরে 6.30 ছেড়ে কলকাতা 10.00, ভাড়া টা 38.00) আসতে পারেন। এখানে 1772 (মতান্তরে 1774)-এ জন্মেছিলেন আধুনিক বঙ্গের অগ্রদূত এবং ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়। জন্ম-ভিটায় গড়ে উঠেছে রামমোহন ইনস্টিটিউট। আর দেখুন 18 শতকের বিখ্যাত তান্ত্রিক রত্নগর্ভ আগমবাগীশ স্থাপিত আনন্দময়ী কালীমন্দিরে 'যন্ত্র'। প্রায়ই এখানে ভক্ত সমাগম হয়। 2 কিমি দূরে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম অভিরাম গোস্বামী বা রামদাস ঠাকুরের শ্রীপাট। ইনি ব্রজলীলার দিনে শ্রীদাম সখা। খানাকুলের কাছেই কৃষ্ণনগর আর 12 কিমি দূরে ঘাটাল। পাঁশকুড়া স্টেশনে নেমে ঘাটাল হয়েও এখানে আসা যায়। স্থানীয় লোকে শ্রীপাটকে বলেন গুপ্তকাশী এবং পাশেই গুপ্তকাশীর অধীশ্বর ঘণ্টেশ্বর। ঘণ্টেশ্বরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে রত্নেশ্বর নদী। ঘণ্টেশ্বরের মন্দিরটি অদ্ভুত ধরনের— 'বর্গাকার আসনের ওপর চারকোণা ঘরের মত রাঢ় অংশ, তার ওপর গণ্ডি, মন্দিরে বেকি ও আমলক নেই, রাহাপাগের ওপরই কলস ও পতাকাদণ্ড।' সামনে চৌচালা। মাঘ মাসের ভৈমী একাদশীতে এখানে মেলা হয়। দুরারোগ্য রোগের স্বপ্নাদ্য ঔষধের জন্য অনেকে আসেন। অভিরাম স্বামীর গোপীনাথজির মন্দির আসলে পাশাপাশি দুটি মন্দির-- নবরত্ন ও রেখদেউল ধরনের। নবরত্ন মন্দির 1765 খ্রিস্টাব্দে নির্মিত, 60 ফুট (18.6 মিটার) উঁচু। রেখ মন্দিরটি 1219 বঙ্গাব্দে নির্মিত। গোপীনাথ কালো কষ্টি পাথরের। বাজারে পাইস হোটেলে খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা আছে।

এবারে চলুন বর্ধমানের দিকে ব্যান্ডেল পার হয়ে মেন লাইনের ট্রেন ধরে। ব্যান্ডেল বেড়াতে এসেও এখান থেকে এগিয়ে যেতে পাবেন। হাওড়া থেকে 61কিমি দূরে পাণ্ডুয়া স্টেশনে ঢুকতেই ডান দিকে নজরে পড়বে একটি উঁচু মিনার। এটি জি টি রোডের ধারে, স্টেশন থেকে হাঁটা-পথে মিনিট কুড়ি। 126 ফুট (139 মিটার) উঁচু 5 তলা এই মিনারটির ওপরে ওঠা যায় 168টি ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে। উঠতে কষ্টই হবে। 13 শতকে সেনাপতি জাফর খাঁর ত্রিবেণী অধিকারের সময়েই এখানে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনই এটি নির্মিত। কেউ বলেন এটি বিজয়স্তম্ভ, কেউ বলেন মুয়াজ্জিনা। ইটের তৈরি ও চুন-বালির পলেস্তারায় গোলাকার এই মিনারের নিচের তলার ব্যাস 18 মিটার, সর্বোচ্চ তলার ব্যাস 5 মিটার। 1885-র ভূমিকম্পে একেবারে ওপরের তলাটি ভেঙে গেলে 1907 এ তা পুনর্নির্মিত হয়। তলাগুলির বাইরের গা খাঁজতোলা-- প্রত্যেক তলার মাথায় গোলাকার বারান্দা। ঢুকতেই যে দরজা তার পাথরের তৈরি চৌকাঠটি হিন্দু মন্দির থেকে আনা। এর পশ্চিম দিকে বড়ি মসজিদ (70 মি. x 13 মি.)। 63টি গম্বুজের সমাবেশে মসজিদের ছাদ। মেঝের কাজ যুদ্ধের। মিনারের দক্ষিণে শাহ সাফিউদ্দিনের আস্তানা। কাছে আরো একটি মসজিদ ও 1477-এ নির্মিত উপমিনার। পীরপোখর নামে একটি গভীর পুষ্করিণী ও কুতুব্ সাহেব মসজিদ দ্রষ্টব্য। মাঘ ও বৈশাখে মেলা হয় এখানে।

মহানাদ পাণ্ডুয়া রেলস্টেশনে নেমে 19 নং বাস অথবা মগরা রেলস্টেশনে নেমে জি টি রোডের মোড়ে এসে 23 নং বাস ধরে এখানে আসা যায়। পাণ্ডুয়া থেকে কাছে, 7 কিমি। এখানের দ্রষ্টব্য জটেশ্বর মন্দির— শিবরাত্রির সময় এখানে 'মানাদের জাত' নামে বিরাট মেলা বসে। সামনের প্রাঙ্গণটি তাই জাত-তলা নাম পেয়েছে। নাথ-ধর্মের অন্যতম পীঠস্থান। এখানে একটি লোহার দণ্ড পোঁতা দেখবেন-- তার নাম মহাকাল বা কালভৈরব। কাছেই বটুকভৈরব, পাথরের ভাঙা বিরাট মকরমূর্তি, একপাদ ভৈরব। মন্দিরের উত্তরে কালীতলার

কাছেই বিরাট পুকুর, বশিষ্ঠ-গঙ্গা। দেখবেন বহু মূর্তি ভগ্ন অবস্থায় ইতস্তত পড়ে আছে, বিশেষ করে একটি বিশাল ভাঙা গৌরীপট্ট। লম্বায় প্রায় 10 ফুট (3 মিটার)। কুষাণ ও গুপ্ত যুগ থেকে মহানাদের সংস্কৃতি বিখ্যাত। ½ মাইল (1 কিমি) দূরে কাজীমন সাহেবের সমাধি ও চন্দ্রদীঘি। চৌমাথা থেকে ½ কিমি দূরে ব্রহ্মময়ী মন্দির— 85 ফুট (26 মিটার) উঁচু, তেতলা। করপাড়ায় গির্জার মত গঠনের পরিত্যক্ত 100 ফুট (31 মিটার) উঁচু লালজী মন্দির। মহানাদের সন্দেশের স্বাদ চমৎকার।

আবার আমরা ফিরে যাই তারকেশ্বরের দিকে বাঁকুড়া জেলা সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে।

কামারপুকুর

কলকাতা থেকে 104 কিমি দূরে। এসপ্ল্যানেড থেকে সকাল 10.00 ও 14.40-এ যে বাস বাঁকুড়া যায় তা যায় কামারপুকুর ও জয়রামবাটি হয়ে। কলকাতা বিষ্ণুপুর বাসও (7.45 ও 8.45) যাচ্ছে এই পথে। বিষ্ণুপুর থেকে এই বাসগুলি ছাড়ে 6.00,12.15, 13.30, 14.00, 15.30-এ। দূরত্ব 49 কিমি। আরামবাগ থেকেও হামেশাই বাস আসছে— দূরত্ব 16 কিমি। এই কামারপুকুরেই 17 ফেব্রুয়ারি 1836 তারিখে জন্মেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তাঁর জন্মভিটায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন একটি শ্বেতমর্মরে নির্মিত মূর্তি স্থাপন করেছেন। 11 মে 1951 নির্মিত হয়েছে একটি 45 ফুট (14 মিটার) উঁচু মন্দির। পাশেই পূর্বদ্বারী মাটির রঘুবীরের মন্দিরও এসময়ে পাকা করা হয়েছে। পূজিত দেবদেবী— শিলারূপী রঘুবীর, ঘটরূপিণী মাতা শীতলা, রামেশ্বর শিব, গোপালমূর্তি ও নারায়ণ শিলা। রঘুবীর ও শীতলাঘটের পূজা করতেন রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং। বর্তমান ভাণ্ডারঘরটির কাছে বৈঠকখানা ঘরে ঠাকুর লোকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন। বৈঠকখানা ঘরের পূর্ব দিকে ঠাকুরের নিজের হাতে পোঁতা আমগাছটিও দেখবার মত। মূল মন্দিরে ঢেঁকিশালের জন্মকালীন পরিবেশের স্মারকরূপে বেদির সামনে একটি ঢেঁকি, চুল্লি ও প্রদীপ খোদাই করা হয়েছে।

এছাড়া এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিপূত স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে যোগীদের শিবমন্দির— এখানে রামকৃষ্ণমাতা দিব্যভাবে গর্ভবতী হন। হালদারপুকুর— এখানে ঠাকুর স্নান করতেন। লাহাবাবুদের বাড়ি— ধর্মদাস লাহার পুত্র গয়াবিষ্ণু রামকৃষ্ণের 'স্যাঙাত' বা বন্ধু ছিলেন। লাহাবাবুদের পাঠশালা— এখানে তিনি সাধারণভাবে পড়াশুনো করেছিলেন। গদাধর 'সুবাহু' ও 'যোগাদ্যার পালা'র যে অনুলিপি করেন বলে প্রসিদ্ধি তা বেলুড় মঠে রক্ষিত আছে। জন্মভিটার পূর্বদিকে গোপেশ্বর শিবের মন্দির, সীতানাথ পাইনের বাড়ি, ধনী কামারনির বাস্তুভিটা ও মন্দির— ইনি গদাধরকে কোলে নিতেন, চিনু শাঁখারির বাস্তুভিটা, বুধুই মোড়লের শ্মশান, পান্থনিবাস বা চটি, মুকুন্দপুরের শিবমন্দির, ভূতির শ্মশান, মানিক রাজার আমবাগান প্রভৃতি আছে।

এখান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কিত স্থানগুলির মধ্যে দ্রষ্টব্য— 5 কিমি উত্তরে আনুড়, কোয়ালপাড়া, শিহড়, ফুলুই-শ্যামবাজার, সরাটি মায়াপুর ও বিষ্ণুপুর। কামারপুকুরে রামকৃষ্ণদেব ছিলেন 1836-1853, 1858-1861 ও 1867-68 খ্রিস্টাব্দে। শেষ জন্মভূমি দর্শন 1880-তে।

এখানে ট্রেনে এলে বিষ্ণুপুর স্টেশনে নামতে হবে। হাওড়া-তারকেশ্বর ট্রেনপথে তারকেশ্বর নেমেও বাসে মুণ্ডেশ্বরী ও দারকেশ্বর নদী পার হয়ে আসা যায়। বাস মন্দিরের কাছ হয়ে যায়। নামতে হবে কামারপুকুর চটিতে।

কামারপুকুরে এলে রিক্সা করে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে উল্লিখিত গড় মান্দারনে শৈলেশ্বর মন্দির দেখে আসতে পারেন। এছাড়াও এখানে দেখার আছে গণশহিদা কুয়া, রাজবাড়ি থেকে শৈলেশ্বর মন্দিরে যাবার সুড়ঙ্গপথ, পরিখা, লক্ষ্মীজলা, ওড়িশা দরজা, বড় আস্তানা প্রভৃতি।

এখানেও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের মঠাধ্যক্ষকে রিপ্লাই কার্ডে চিঠি লিখে অনুমতি পেলে মঠের GH-এ থাকতে পারেন। থাকা ও খাওয়া পাবেন। তবে অন্ততপক্ষে ১৫ ডোনেশন দিতে ভুলবেন না। অনুমতির জন্য লিখুন Maharaj, Sri Ramakrishna Math, Kamarpukur, Hooghly 712612. Ph. 244221। যাত্রীনিবাসও আছে। এছাড়া বাস স্ট্যান্ডে আছে কামারপুকুর ট্যুরিস্ট লজ, শ্রীরামকৃষ্ণ লজ, দত্ত লজ। হুগলি জিলা পরিষদ পরিচালিত বাংলো তিলোত্তমা, কামারপুকুর চটিতে। ভাড়া ৭৫ ঘর প্রতি। বুকিং District Engineer, Hooghly Zilla Parishad, P.O Chunchura, Ph. 680 2139

জয়রামবাটী

কামারপুকুর থেকে মাত্র 6 কিমি। জেলা বিভাজন

অনুযায়ী এর অবস্থান যদিও বাঁকুড়া জেলায়। কামারপুকুর থেকে বাসে বা রিক্সায় এখানে আসা যায়। বাঁকুড়া ও হুগলি জেলার সন্ধিস্থলের এই গ্রামে শ্রীসারদামণি মাতা জন্মগ্রহণ করেন 22 ডিসেম্বর 1853, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে। 5 বছর পার হলে 24 বছর বয়স্ক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিবাহিত হন। জয়রামবাটীর মাতৃ-মন্দিরে শ্রীমায়ের নিত্য পূজা হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে সে সময়ে ও জগদ্ধাত্রীর বার্ষিক পূজায় খুব বড় উৎসব হয়। যেমন কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে উৎসব হয়। এখানে মাতৃমন্দির স্থাপিত হয়েছে 6 বৈশাখ 1330 বঙ্গাব্দে। সাধারণত সকাল 4.30-11.00 এবং বিকেল 16 00-20 00 মধ্যে মন্দির খোলা থাকেই। শ্রীমা বাবা-মায়ের সঙ্গে যে ঘরটিতে বাস করতেন ও পরে তাঁর জন্য যে বাস গৃহ নির্মিত হয় তা অদ্যাবধি স্মৃতিচিহ্নরূপে সযত্নে রক্ষিত। মাতৃমন্দিরের কাছেই পুণ্যপুকুরের পূর্বপাড়ে সিংহবাহিনীর মন্দির। এখানে সিংহবাহিনী ও সঙ্গিনীদ্বয় একাসনে ও অন্য আসনে মনসাদেবী আসীন। দেবীকে চিঁড়া, ফল, মিষ্টি দিয়ে পূজা করা হয় -- অন্ন ভোগ নিষিদ্ধ। এখানে সাপের বিষ ও নানা দুরারোগ্য রোগের স্বপ্নাদ্য ঔষধ দেওয়া হয়। তালপুকুর বা বাড়ুজ্যে পুকুর, বিশাল দীঘি অতীতের স্মৃতিবহ। উত্তর ও পূর্বপ্রান্ত দিয়ে বয়ে যাওয়া দামোদর নদে শ্রীমা স্নান করতে যেতেন— সেখানে মাতৃমন্দিরের আনুকূল্যে পাকা ঘাট তৈরি হয়েছে। বনবিষ্ণুপুর থেকে এখান পর্যন্ত বাস আসছে। এখানে বিয়ের পর শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকবার এসেছেন—বিশেষ করে চাতুর্মাস্যের সময়। এখানে থাকার জন্যে মঠাধ্যক্ষ, মাতৃমন্দির, জয়রামবাটী 722141-কে রিপ্লাই কার্ডে চিঠি লিখে আগে থেকে অনুমতি নিতে হয়। মাতৃমন্দিরে যাত্রীনিবাসের ব্যবস্থা আছে। এখানেও ডোনেশন দিতে হয়। থাকতে পারেন জয়রামবাটী TL-এও। পর্যটন দপ্তরের ব্যবস্থাপিত সফরে এখানে এসে দেখে ফিরে যেতে পারেন একই দিনে কলকাতা থেকে। এই সফরে দক্ষিণেশ্বর দেখে নিতে পারবেন।

বিষ্ণুপুর

এবার চলুন ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে যাকে বলা হত 'জঙ্গল মহল'—সেই বিষ্ণুপুরে। আসার জন্যে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের হাওড়া-চক্রধরপুর রেলপথের চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার, পুরুলিয়া এক্স (16 45), রূপসী বাংলা (6.00) বা আরণ্যক এক্স (শালিমার-আদ্রা) ধরে 210 কিমি পাড়ি দিন। বাসেও আসতে পারেন CSTC র বাস কলকাতা ছাড়ে 5.30, 6.00, 6 30 7.20, 7.45, 8.45, 10.00, 11.00, 14 00, 14.40, 15.20, 16.00 ও 16 45 মিনিটে। SBSTC-র বাস ছাড়ে 5 15, 5.45, 5.50, 11.30, 13.30, 14 00, 15 15 16 15 মিনিটে। বাসগুলি বিষ্ণুপুর পৌঁছতে সময় নেয় 4 ঘণ্টা। DSTS-র কলকাতা-দুর্গাপুর বাসও (কলকাতায় 5.45 ছেড়ে দুর্গাপুরে 12.45 ও দুর্গাপুরে 11.50 ছেড়ে কলকাতায় 19.00) দক্ষিণেশ্বর, আরামবাগ, কামারপুকুর, জয়রামবাটী হয়ে বিষ্ণুপুর আসে।

বাঁকুড়া জেলা

আয়তন 6,882 বর্গকিমি; জনসংখ্যা 31,91,822, পুরুষ 16,34,561, মহিলা 15,57,261; জনসংখ্যার ঘনত্ব 464 প্রতি বর্গকিমিতে; শহরবাসী 7.37%।

মল্লরাজাদের সময় থেকে সংস্কৃতিচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল বিষ্ণুপুর। 8 শতকে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়-- নাম ছিল তখন মল্লভূম। রাজারা প্রথমে শৈব হলেও পরে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন— বীর হাম্বির তাঁদের মধ্যে প্রধান। বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলির নির্মাণে এই রাজাদের হাত ছিল। 11 কিমি দীর্ঘ পাঁচিলে ঘেরা এই শহরে বহু প্রাচীন কীর্তি দেখতে হয়। খাজুরাহো ও ভুবনেশ্বরের মত এটিও একটি মন্দিরনগর। এখানের মন্দিরগুলি ল্যাটেরাইট ও পোড়ামাটির ভাস্কর্যে অনুপম এবং পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত— জোড়বাংলা, একরত্ন (লালজী, রাধাবিনোদ, কালাচাঁদ, মদনমোহন, রাধাশ্যাম), পঞ্চরত্ন (শ্যামরায়, মদনগোপাল), নবরত্ন (শ্রীধর— এটি মল্লরাজাদের নির্মিত নয়) এবং রেখ (কৃষ্ণ, বলরাম, নিকুঞ্জবিহারী)। আর বিষ্ণুপুরী সংগীতের ঘরানার কথা মনে এলে যে কৃষ্ণমোহন গোস্বামী, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদু ভট্ট, রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কথা মনে পড়বেই।

একটা রিক্সা ভাড়া করে তাকেই গাইড করে নিয়ে বিষ্ণুপুরের দ্রষ্টব্যগুলি দেখুন। বিষ্ণুপুরে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গটি পরিখা ও মাটির পাঁচিল দিয়ে সুরক্ষিত ছিল। গড়ে ঢুকতে হলে দুটি পাথরের গেট দিয়ে ঢুকতে হত। শুরুতেই তীর ও বন্দুক ছোঁড়ার ব্যবস্থা ছিল। দুর্গ চত্বরের কাছেই শ্যামরায়, জোড়বাংলা, রাধেশ্যাম, লালজী, কৃষ্ণ-বলরাম,

নিকুঞ্জবিহারী এবং কেশবরায় মন্দিরগুলি। আর বিখ্যাত লালবাঁধের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম জুড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে কালাচাঁদ, রাধামাধব, রাধাগোবিন্দ, জোড়মন্দির (তিনটি মন্দিরের সমাহার) এবং নন্দলাল মন্দিরসমূহ। দুর্গের উত্তরে রয়েছে মল্লেশ্বর এবং মদনগোপাল মন্দির।

লালবাঁধের দিকে এগিয়ে গেলে পথে পড়বে রাসমঞ্চের দক্ষিণে বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়ার বিখ্যাত **দলমাদল** কামানটি। এই 'দলমর্দন' কামানটির দৈর্ঘ্য 11 ফুট (3.58 মিটার)। মল্লরাজাদের শৌর্যের এবং বাঙালি কর্মকারের তোপ নির্মাণের দক্ষতার সাক্ষ্য। 1742-এ এটি দিয়েই মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে জল বাতাসে পড়ে থেকেও এতে এতটুকু মরচে ধরেনি। কারুকার্য সমন্বিত এই কামানের ব্যাস সোয়া এগারো ইঞ্চি। 63টি বলয়ের মোট ওজন ছিল 296 মণ। ভাস্কর পণ্ডিতের বর্গী আক্রমণ রোধ করেছিলেন এই কামান দিয়েই রাজা গোপাল সিং।

বিষ্ণুপুরের অতুলনীয় স্থাপত্যশৈলী রাসমঞ্চ এর অনুপম ও বিস্ময়কর সৌধ দেখে মনে হবে যেন এক ধাপ কাটা ছোট্ট পিরামিড দেখছেন। 1587-তে এই 5 ফুট (1.5 মিটার) উঁচু ও দৈর্ঘ্য প্রস্থে 80 ফুট (25 মিটার) মঞ্চটি তৈরি করান রাজা বীর হাম্বির। এর ছাদ স্তরে স্তরে সোপানের মত উঠে একটি বিন্দুতে গিয়ে মিশেছে। ছাদের ভার ন্যস্ত আছে পরস্পর সমদূরত্বে অবস্থিত তিনটি খিলানযুক্ত দেওয়ালের ওপর। ভিতরের দেওয়ালের প্রতি দিকে 5টি, মাঝের দেওয়ালে 8টি এবং বাইরের দেওয়ালে 10টি করে পত্রাকৃতি খিলান দিয়ে এই সভাস্থল নির্মাণ করা হয়েছিল। মাঝে মাঝে এর ওপর দোচালা ও চারচালা। এখানে রাস উৎসবের সময় বিভিন্ন স্থান থেকে বৈষ্ণব দেবতাদের বিশাল শোভাযাত্রা করে নিয়ে আসা হত। বৈষ্ণবদের এটি সভাস্থলও ছিল।

'দলমাদল' যখন দেখেছেন, তখন নিশ্চয়ই **ছিন্নমস্তার মন্দিরও** দেখেছেন। এবার দেখুন **জোড়বাংলা মন্দির**। বাংলার চালাঘরের শৈলীতে ইষ্টকনির্মিত একচূড়া এই মন্দিরটি দারুণ কারুকার্যে সাজিয়ে 1655-তে নির্মাণ করেছিলেন মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ। এর পোড়ামাটির কাজ বিস্ময়কর। 1694-এ মল্লরাজ দুর্জন সিংহ নির্মাণ করেছিলেন বিষ্ণুপুরের সুন্দরতম ও বৃহত্তম **মদনমোহন মন্দির** শাঁখারি বাজারে। 16 মিটার একটি চত্বরের ওপর এটি প্রতিষ্ঠিত। এর পোড়ামাটির কাজ দেখে নয়ন ভরে যায়। মূল বিগ্রহ অষ্টধাতুর ছিল, এখন পরিবর্তে নতুন মূর্তি। পাশেই পাথরের রথ। এবার চলুন বিধ্বস্ত রাজবাড়িটি দেখে **মৃন্ময়ী মন্দিরে** দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমা দেখি। এর বিসর্জন দেওয়া হয় না। এর নির্মাণ সম্ভবত 997-এ। আঙিনায় দেখুন 9টি বৃক্ষ কেমন একত্র বেড়ে উঠেছে। রাজবাড়ির উলটোদিকে **রাধালাল জিউ-র মন্দির**। কাছেই বিশাল রথ।

মৃন্ময়ী মন্দিরের সামনে 1758-তে নির্মিত **রাধাশ্যাম মন্দির** একরত্ন স্থাপত্যের অনবদ্য নিদর্শন। 1643-এ রঘুনাথ সিংহ নির্মিত শ্যামরায়ের মন্দিরটি সম্ভবত বঙ্গদেশের **'পঞ্চরত্ন'** স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। ইটের তৈরি বাংলার চালাঘরের ঢঙে শিখর-সমন্বিত এই মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে রূপ পেয়েছেন নানা দেব-দেবী পোড়ামাটির ছন্দে। এই মন্দিরের পাশেই দেখবেন **গুমঘরের** দেওয়াল। এখানেই রাজারা অপরাধীদের ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দিতেন। রেখদেউল-এর অন্যতম নিদর্শন এবং বিষ্ণুপুরের একমাত্র শিবমন্দির **মল্লেশ্বর মন্দিরের** শিল্পশৈলী একটু ভিন্ন ধরনের। ল্যাটেরাইট বা মাকড়া পাথরে তৈরি **লালজী মন্দির** এখানের অন্যতম বৃহৎ মন্দির। এখানের বৃহৎ জলাশয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য লাল বাঁধ, পোকা বাঁধ, কৃষ্ণ বাঁধ ইত্যাদি। টুরিস্ট লজ থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্বে বিষ্ণুপুরের যাদুঘর **যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবনে** [এখানের সুযোগ্য সন্তান যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির স্মরণে স্থাপিত] বিষ্ণুপুরের আদিকালের পুরাকীর্তির সামগ্রী সংগৃহীত রয়েছে। খোলা থাকে 10.00-12.00 এবং 14.00-18.00। টুরিস্ট লজের ম্যানেজারকে বললে অন্য সময়েও দেখা যায়। ফেরার পথে বিষ্ণুপুরের সিল্ক তসরের বস্ত্র, শঙ্খের সামগ্রী ও বাঁকুড়ার ঘোড়া নিয়ে আসুন স্মরণ চিহ্ন হিসাবে।

এখান থেকে বেড়াতে যেতে পারেন 25 কিমি দূরে **বহুলাড়ায়**। সেখানে সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরের অনুপম শিল্পসুষমা ও অলংকরণ দেখে বিমোহিত হয়ে যাবেন। 8 কিমি দূরে শৈলেশ্বরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। 21 কিমি দূরে **পাঁচমুড়ায়** গিয়ে সংগ্রহ করুন বাঁকুড়ার বিখ্যাত পোড়ামাটির ঘোড়া।

বিষ্ণুপুরে **থাকার** জন্যে আছে 24 শয্যাবিশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের টুরিস্ট লজ— DAB ৩০০-৩৫০, DAC ৪০০-৪৫০, ডর্মি মধ্য. শিশু ৬০; Annexe DAB ৩৫০ (বিস্তা পর্যটন দফতরে 3/2 বিবাদী বাগ, অথবা বিষ্ণুপুর টুরিস্ট লজ, Ph 252013)। কলেজ রোডে Municipal Tourist Lodge (Ph 252200) DAB ১২৫ ডর্মি ৬০ মাথাপিছু। এই রাস্তাতেই আছে Hotel Bishnu-

pur, Hotel Udayan প্রভৃতি। আর আছে PWD IB (রিজা: Ex. Engr., Bankura Division, PWD, Bankura); গোপালগঞ্জে Bharat Boarding, নিউ কোর্টে Sri Hotel ইত্যাদি।

শুশুনিয়া

বিষ্ণুপুর থেকেও যেতে পারেন। আবার বাঁকুড়া থেকেও সহজে আসতে পারেন 20 কিমি বাসে চড়ে। একই দিনে সব দেখে বাঁকুড়ায় ফিরে আসা যায়। ট্রেনে এলে ছাতনা স্টেশনে নেমে বাসে চড়ে এখানে আসুন খাতরা হয়ে। বিষ্ণুপুর থেকে 50 কিমি। এটি একটি পাহাড় ও গ্রামের নাম। পাহাড়টি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1,442 ফুট (450 মিটার) উঁচুতে, প্রায় 3 কিমি দীর্ঘ ও 9.6 কিমি পরিধি [illegible]। নিচে দিয়ে বয়ে চলেছে গন্ধেশ্বরী নদী। [illegible] [illegible] পূজা করেন। [illegible] নৃসিংহদেবের জ্ঞানে পূজা করা হয়। প্রত্যেক চৈত্র অমাবস্যায় এখানে মেলা বসে। এখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানা প্রাণীর জীবাশ্ম [illegible] ধরনের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। একটি গুহাগাত্রে খোদিত একটি লিপি 'পুষ্করণাধিপতের্মহারাজ শ্রীসিংহবর্মণঃ পুত্রস্য মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ চক্রস্বামিনঃ দাসাগ্রেণাতিসৃষ্টঃ'। এ থেকে জানা যায় চন্দ্রবর্মণ পুষ্করণ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। [illegible] অনুমান করেন এখান থেকে 40 কিমি দূরের পোখরনা-ই প্রাচীন 'পুষ্করণ'। লিপির কাল আনুমানিক 350-400 খ্রিস্টাব্দ। শীতকালে এখানে দিন কাটানো [illegible] ছাড়া ট্রেকিং করার চমৎকার জায়গা। [illegible] হয়েছে। থাকার জন্য যুবকল্যাণ দপ্তরের YH, জেলা পরিষদের RH, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, কোলে RH পাবেন।

শুশুনিয়া যাবার পথে ছাতনা নামতে পারেন। অনেকের মতে এখানেই বড়ু চণ্ডীদাসের জন্ম হয়েছিল-- দেখুন তাঁর বাশুলী বা বিশালাক্ষী মন্দির। বাঁকুড়া থেকে 24 কিমি দূরে কোড়ো পাহাড়েও যেতে পারেন--- একদা কাজী নজরুল এখানে আসতেন। এখানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরের GH-এ থাকতেও পারেন।

মুকুটমণিপুর

বাঁকুড়ার মাচানতলা থেকে 4.45 ও 17.15 মধ্যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছাড়া যে কোনো বাস ধরে খাতরা হয়ে মুকুটমণিপুরে আসতে পারেন। বিষ্ণুপুর থেকে দূরত্ব 82 কিমি। দুর্গাপুর থেকে সোজা বাস আসছে এখানে। আর কলকাতা থেকে সকাল 6.30-টায় ছেড়ে বাস আসছে এখানে বিকেল 14.00-টায়। মুকুটমণিপুর থেকে ছাড়ছে 4.45 ও কলকাতায় 12.30-এ আরামবাগ, বাঁকুড়া, ধলডাঙা হয়ে। ভাড়া CSTC ৪৯ আর SBSTC ৫২। কলকাতা থেকে বাঁকুড়া বাস ছাড়ে 10.00, 14.00, 14.40। মুকুটমণিপুরের কংসাবতীর বাঁধ পার হতেই দেখবেন কেমন করে কুমারী আর কংসাবতী দুই সখীতে গলা মিলিয়ে উচ্ছল। একটু এগিয়ে বাঁপাশে খাড়াই পাহাড়-- [illegible] হলেই উঠে যেতে পারবেন। যদি ভোরের বেলা পৌঁছন ও আকাশ পরিষ্কার থাকলে সূর্যোদয়ের যে রূপ দেখবেন তা কখনো ভুলতে পারবেন না। ডাইনের দিকে উঁচু টিলায় টুরিস্ট লজ। সামান্য একটু দূরে YH. [illegible] বিশাল বাঁধের ওপর মোটর গাড়ি চড়ে [illegible] জলাধারের বিশালতা দেখতে। পূর্ণিমার রাতে মুকুটমণিপুর অসাধারণ। কংসাবতী বাঁধের ওপর দিয়ে [illegible] চাঁদের জ্যোৎস্না। বাঁধ থেকে স্লুইস গেট দিয়ে [illegible] জল পড়ার ধ্বনি এক আশ্চর্য একাগ্রতা সঞ্চার [illegible] পিকনিক ভুলবার নয়। লক গেট পেরোলেই কংসাবতী ভবন। কেয়ারি করা চওড়া বাগান চিরে এগিয়ে [illegible]। বাঁধটি 10,098 মি লম্বা এবং 38 মি উঁচু। [illegible] জলাধার 86 বর্গ কিমি জুড়ে। এখান পেরিয়ে যাওয়া যায় বনপুকুরিয়া; মৃগদাব, আমলকি [illegible] কেন্দ্র পলাশে ছাওয়া সনকুদ্বীপ [illegible]। এখানে রয়েছে অম্বিকা দেবী, [illegible] শিবের মন্দির।

এখানে থাকার জন্য রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের টুরিস্ট লজ D [illegible] ডর্মি [illegible] কামরার বাড়ি। সামনে বাগান [illegible] নন্দনকাননের পারিজাত পর্যন্ত [illegible]। আগে থেকে জানালে তবে খাওয়ার ব্যবস্থা হবে [illegible] চাকের বিনিময়ে-- রান্নাঘর আছে। এছাড়া আছে Irrigation and Waterways Department-এর সুসজ্জিত আট কামরার কংসাবতী ভবন। DAB ২০০, DAC ৩০০ (রিজা: Supdt. Engineer, Kansabati Project), Youth Hostel ডর্মি বেড ২০ মাথাপিছু (রিজা: যুবকল্যাণ দপ্তর প: ব: সরকার, Ph.

22480628; বন দপ্তরের RH (সোনাঝুরি প্রকৃতি ভ্রমণ কেন্দ্র); Peerless Resort, Panchayet Lodge প্রভৃতি। আর আছে Hotel Amrapali ৩০০, ৪৫০, Soma Hotel and Village Resort ৩০০, ৪৫০, ডর্মি ৬৫।

ঝিলিমিলি : কী চমৎকার নাম। মুকুটমণিপুর থেকেই বাসে চড়ে এখানে আসা যায়। পথে ইচ্ছে হলে রানিবাঁধে নেমে বাঁকুড়ার গ্রামের আসল পরিচয় জেনে যেতে পারেন। আর যদি বারো মাইলের (19 কিমি) স্টপে নামেন তবে পাবেন আরো একটি সুন্দর গ্রাম সুতান। না হলে সোজা আসতে পারেন মেদিনীপুর, বাঁকুড়া আর পুরুলিয়ার তিন সীমান্ত যেখানে মিশেছে সেই ঝিলিমিলিতে। বাঁকুড়া থেকেও এখানে বাস আসছে অনেক; ঘন নিবিড় অরণ্যে ঢাকা ঝিলিমিলির বনপথ যেন কুমারী কন্যার সিঁথি। এখানের ফরেস্টবাবুর সঙ্গে আলাপ করে বনজঙ্গল দেখুন ঘুরে-ঘুরে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে ছন্দ মেলায় এখানে সাঁওতালী মাদল ও নাচের ছন্দ। বাড়ি থেকে একটু পালিয়ে এসে ঝিলিমিলি অনবদ্য।

অযোধ্যা পাহাড়

এবার বাঁকুড়া পার হয়ে চলুন যাই পুরুলিয়ায়। খোদ পুরুলিয়া শহরে তেমন কিছু দেখার নেই শুধু 3 কিমি দূরের বিবেকানন্দ নগরে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠটি ছাড়া। অবশ্য সাহেব বাঁধ অঞ্চল মন্দ লাগে না।

পুরুলিয়া আসার জন্য হাওড়া থেকে পুরুলিয়া এক্স (হাওড়া ছাড়ে 19.00, পুরুলিয়া পৌঁছয় 22.35) চড়ে সরাসরি আসতে পারেন। 8023 রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস হাওড়া 6.00 ছেড়ে পুরুলিয়া পৌঁছচ্ছে 12.45। আবার 22.35-এ হাওড়া ছেড়ে হাওড়া-চক্রধরপুর/বোকারো প্যাসেঞ্জার 6.19-এ পুরুলিয়া পৌঁছচ্ছে। ট্রেন ছাড়াও কলকাতা-পুরুলিয়া, বর্ধমান-পুরুলিয়া, দুর্গাপুর-পুরুলিয়া, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া, ধানবাদ-পুরুলিয়া, রাঁচী-পুরুলিয়া প্রভৃতি বাস পাবেন। কলকাতার শহীদ মিনার থেকে CSTC ও SBSTC-র বাস পুরুলিয়া যাচ্ছে 8 ঘণ্টা সময় নিয়ে।

পুরুলিয়া জেলায় বেড়াবার জন্যে একটা ছক কেটে নিন। চলুন— সিরকাবাদ-অযোধ্যা-বাঘমুণ্ডি-মাঠাবুরু। অবশ্য হাঁটবার শক্তি না থাকলে না আসাই ভাল। পুরুলিয়া থেকে অযোধ্যায় ট্রেনে এলে নামুন বরাভূম স্টেশনে। বাসে এলে আসুন পুরুলিয়া-জামশেদপুর রাস্তা ধরে 32 কিমি দূরে বাঘমুণ্ডিতে। পুরুলিয়া স্টেশন থেকে একটু দূরে বাস স্ট্যান্ড। বাসে 1½ ঘণ্টা মত সময় নেবে। চেষ্টা করবেন একটা জিপ যোগাড় করে নিতে। নইলে 7-8 কিমি পথ শুকনো পাতা মাড়িয়ে, ধূসর পাহাড়ি রাস্তায় ট্রেক করে উঠুন। এখানের জঙ্গলে হাতি, হায়েনা, নেকড়ে, হরিণ, বুনো শুয়োর, ভালুক, ময়ূর ও নানা পাখি। অযোধ্যা থেকে বাঘমুণ্ডির পথে একটা অবজারভেটারি টাওয়ার আছে নদীর ধারে। পথে পড়ে টুর্গা আর বামনি নদী। জঙ্গলের সুঁড়ি পথ দিয়ে চলতে দারুণ মজা। ভাগ্য ভাল থাকলে দেখবেন হাতির পায়ের ছাপ। অযোধ্যা পাহাড়ে আছে Ajodhya Hill Tourist Hotel পাহাড়ের চুড়োয়। 50 শয্যার ডর্মিতে ৪৫ মাথা পিছু। সামনেই কম্প্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অথরিটি পরিচালিত ক্যান্টিন— এখান থেকেই খাবার আনিয়ে খেতে পারেন। তবে সঙ্গে খাবার আনাই ভাল।

বাঘমুণ্ডি থেকে মাঠার দূরত্ব 10 কিমি। বাস যাচ্ছে। হাঁটতেও পারেন। এখানে ফরেস্ট বাংলো আছে নাম নিরালা। দুই শয্যার দুটি সুইট। ভাড়া সুইট প্রতি ১০০। (রিজা: DFO, Purulia Division, Ranchi Rd. Purulia 723101)। অনুমতি পেলে তবেই এখানে আসুন। ভারি সুন্দর জায়গা এই মাঠাবুরু। ছোট পাহাড়ের চুড়োয় মন্দির-শান্ত নির্জন পরিবেশে। নানা জীবজন্তু আর পাখির বাস। দেখে আসুন মাঠা-বলরামপুর রোড পর্যন্ত জিপ বা বাসে এসে বাকিটা পায়ে হেঁটে পাখি পাহাড়। পাহাড় কুঁদে কেমন পাখি তৈরি হচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় চাতাল— পলাশে শিমুলে লাল চারিদিক। সময় পেলে এখান থেকে চরিদা গিয়ে ছৌ নাচের মুখোশ শিল্পীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসুন। মাঠার পাশে একটি সিংহের অভয়ারণ্য গড়ে উঠেছে।

পুরুলিয়া জেলা

আয়তন 6,259 বর্গকিমি, জনসংখ্যা 25,35,233, পুরুষ 12,98,079, মহিলা 12,37,154, জনসংখ্যার ঘনত্ব 405 প্রতি বর্গকিমিতে, শহরবাসী 10.07%।

আবার পুরুলিয়া থেকে যেতে পারেন সিরকাবাদ জঙ্গলে বাসে চড়ে। এখানে FRH আছে (রিজা: DFO, পুরুলিয়া)। বাংলোয় তাঁবু খাটিয়ে থাকুন। হাতি আছে এখানে। এখানের রাতের তারা-ভরা আকাশ স্বপ্ন সৃষ্টি করে। এখান থেকে যদি অযোধ্যা যান তবে 12 কিমি পথে

পড়বে শিশুবনের পরেই কান্দু নদী। দুপাশে পাহাড় আর জঙ্গল। সামান্য চড়াই।

চলুন, আবার ফিরে যাই **কলকাতায়**। সেখান থেকে এবার হাওড়া জেলার চমৎকার পর্যটন কেন্দ্র গাদিয়াড়া ঘুরে তারপর যাই মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন পর্যটন স্থানগুলো দেখতে।

গাদিয়াড়া

যদি দুই নদীর সঙ্গমস্থল আপনাকে টানে তবে অবশ্যই একদিন হাওড়া স্টেশনে এসে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ট্রেন ধরে বাগনান স্টেশনে চলে আসুন। স্টেশন থেকেই পেয়ে যাবেন গাদিয়াড়া যাবার বাস। বাস সোজা গাদিয়াড়া আসে না, কাছের একটা স্টপে নামিয়ে দেবে। সেখান থেকে রিক্সা পাবেন, আবার পায়ে পায়ে হেঁটে চলে আসতে পারেন। নদী সঙ্গমের নরম হাওয়ার আঁচল তখন আপনার শরীরের সব গ্লানি মুছিয়ে দেবে। চোখ জুড়িয়ে যাবে — নদীর বিস্তার, দূরে অপর তীরের বিলীয়মান তটরেখার অস্পষ্টতা, তীরের গ্রামরেখা, নদীতে ভাসমান পালতোলা নৌকোর তিরতিরিয়ে যাওয়া, মোটর লঞ্চের দ্রুতগতিতে যাওয়া আসা, দূরাভিসারী জাহাজের ভেসে চলা— সবই আপনার চোখে মাখিয়ে দেবে মোহাঞ্জন। রূপনারায়ণ আর ভাগীরথীর সঙ্গমে আপনার চিত্ত নদী · বে মিশে, রচনা করবে নব ত্রিবেণী সঙ্গম। একটু দূরে দামোদরও এসে সখ্যতা পাতিয়েছে।

হাওড়া জেলা
আয়তন 1,467 বর্গকিমি; জনসংখ্যা 42,74,010, পুরুষ 22,42,395, মহিলা 20,31,615, জনসংখ্যার ঘনত্ব 2,913 প্রতি বর্গকিমিতে; শহরবাসী 50.39%।

বাগনান থেকে শ্যামপুর বাসে 27 কিমি। আরো 5 কিমি গিয়ে নামুন শিবগঞ্জে, সেখান থেকে গাদিয়াড়া মাত্র 1 কিমি। যাঁরা বাসে যাবেন তাঁরা দুটো পথের একটা বেছে নিন— (1) হাওড়া স্টেশন থেকে বাস ছাড়ছে ½ ঘণ্টা অন্তর সকাল 5.50 থেকে বিকেল 5 টা পর্যন্ত, ঘণ্টা তিনেকে পৌঁছে দেবে। গাদিয়াড়া থেকে বাস ছেড়ে আসে ভোর 4 থেকে 5 টার মধ্যে। (2) কলকাতা-নূরপুর বাস ছাড়ছে শহীদ মিনার থেকে 6.15, 10 10, 13.15 এবং 5.10-এ। ভাড়া নেবে ১৫। ফিরছে 8.15, 12.15, 15 30, 19.30টায় ছেড়ে। নূরপুর থেকে ভটভটি চড়ে গেঁওখালি হয়ে গাদিয়াড়া। এ পথে রোমাঞ্চটা একটু বেশি। (3) ধর্মতলা ট্রামগুমটি থেকে 1 ঘণ্টা অন্তর CTC-র সুপার এক্সপ্রেস বাস যাচ্ছে বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে। ভাড়া ২৩.৫০। প্রথম বাস সকাল 5.15-তে, শেষ বাস সন্ধে 7টায়। যদি বিকেলে পৌঁছান সূর্যাস্ত দেখুন; আর রাত্রে যদি থাকেন, সকালে দেখুন সূর্যোদয়। দু চোখে স্মৃতি থাকবে চির জাগরূক।

থাকার জন্যে পাবেন পর্যটন দফতরের Rupnarayan Tourist Lodge (Ph 9114263125) DAB ২৫০, ৩৮৫, DAC ৫০০, কটেজ ২৫০। (রিজা. Tourist Point, 3/2 BBD Bag থেকে) ; বাস স্ট্যান্ডে Chalantika Lodge, একটু এগিয়ে Ramakrishna Lodge প্রভৃতি। যাঁরা পিকনিক করবেন তাঁরা পিকনিক শেড ভাড়া পাবেন। ভাড়া ৩৭৫, সময় সকাল 8.00 বিকাল 6টা।

যাঁরা সাহিত্যপ্রেমী তাঁরা বাগনানে এলে নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের স্মৃতিমাখা **পানিত্রাস** বা **সামতাবেড়ে** যাবার জন্যে আগ্রহ অনুভব করবেন। এ জন্যে বাগনান থেকে অথবা হাওড়া থেকেই ট্রেনে চড়ে 51 কিমি দূরের (বাগনান থেকে মাত্র 5 কিমি) দেউলটি স্টেশনে নামুন। তারপর একটু হেঁটে পৌঁছে যান এবং একদা রূপনারায়ণের কূলে শরৎনিবাসের যাদুঘরে -- শরৎচন্দ্র ব্যবহৃত আরাম কেদারা ও অন্যান্য জিনিসপত্র দেখুন। তবে ভাল হয় যদি বিশ্বকর্মা পুজোর সময় 31 ভাদ্র শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে আসেন।

এবার চলুন যাই দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ধরে প্রধানত মেদিনীপুর জেলা ও তার আশেপাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে আসি।

গেঁওখালি

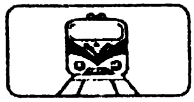
কলকাতা-নূরপুর বাসে চেপে নূরপুর নামুন। এখান থেকে ফেরি লঞ্চ ধরে গেঁওখালি পৌঁছে যান। সকাল 5.30 থেকে সন্ধে 7 পর্যন্ত আধ ঘণ্টা অন্তর ফেরি লঞ্চ পাওয়া যায়। এখানের শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশে মনের শান্তি ও প্রাণের আরামের খোঁজে আজকাল অনেকেই এখানে আসছেন। গাদিয়াড়ার লোকসমাগম বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিশেষ করে শীতের সময়ে পিকনিক পার্টির হৈ-হুল্লোড় এড়িয়ে অনেকেই এরকম একটি জায়গার সন্ধান করেন। সেদিক

থেকে গেঁওখালি আদর্শ।

এখানে থাকার জন্য আছে Haldia Development Authority র Triveni Sangam Tourist Complex DAB ৩০০, 2B স্যুইট ৮০০-৯০০ 4B স্যুইট ৪০০-১২০০, আর আছে সেচ বিভাগের DB।

দীঘা

যদি প্রশ্ন করি— বলুন তো— ঝাউবনে আলো-আঁধারের লুকোচুরি আর সাগরবেলার ঢেউদের লুটোপুটি কোথায় পর্যটকদের বেশি হাতছানি দেয়— আপনি নিশ্চয়ই দীঘার নাম করবেন। অনেকের ধারণা, দীঘা নামের ব্যাপারটা খুব একটা আধুনিক কালের ব্যাপার। আদৌ কিন্তু তা নয়। দীঘা বেশ পুরনো ব্যাপার, তবে এখন এটি যে পরগনায় অবস্থিত সেই বীরকুলের কথাই তখন বলা হত বেশি করে। 1780-তে 'বেঙ্গল গেজেট' নামে পত্রিকায় বীরকুলের কথা আছে। আর এক সময়ে ব্রিটিশ সরকার এখানে একটি নগর নির্মাণের পরিকল্পনাও করেছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে **বীরকুল** সম্বন্ধে লিখেছিলেন 'Brighton of the East'। তিনি এখানে বাড়িঘরও তৈরি করেছিলেন। তারপর কেন জানি না, এর জনপ্রিয়তা হারিয়ে যায়। আবার 1923-এ পুরনো নথিপত্র থেকে হদিশ পেয়ে এক ইংরেজ ব্যবসায়ী সরকারকে এই বেলাভূমির উন্নতির জন্যে অনুরোধ করেন। ফলে প্রথমে 1934 ও পরে স্বাধীনতার পর দীঘার বালিয়াড়ির ওপর বন গঠন আরম্ভ হয় এবং 1956-তে দীঘা উন্নয়ন-পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তখন থেকেই দীঘার রমরমা। দীঘা এখন পশ্চিমবঙ্গের সম্ভবত সেরা জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। মাইলের পর মাইল এখানের শক্ত বালিয়াড়ি বিস্তৃত। এত শক্ত যে, হাল্কা কোনো বিমান সহজেই এখানে নামতে পারে। তটরেখা ব্যাপ্ত করে ঝাউগাছের আশ্চর্য সারিবদ্ধতা (হায়, 1989-এর ঝড়ে কি গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত!) আপনাকে সুদূরের আহ্বানে মত্ত করে তুলবে। সারা বছর ধরে এখানে আসা-থাকা যায়, তবে অক্টোবর থেকে মার্চ হল সেরা সময়। এখানের সমুদ্র অগভীর— তটরেখা থেকে হাঁটু জলে অনেক অনেকখানি হেঁটে যেতে পারেন, এক মাইল অবধি। সমুদ্র শান্ত, ঢেউ এসে আপনার সঙ্গে খুনসুটি করে আপনাকে অপ্রস্তুত করবে না। উঁচু বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখুন— 'জবাকুসুম-সঙ্কাশং' নতুন রূপে ধরা দেবেন; সূর্যাস্ত দেখুন— মনে হবে, এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি। বীচে ঘুরুন, 1 একর জমি জুড়ে সামুদ্রিক অ্যাকোয়ারিয়াম দেখুন।



কেমন করে আসবেন : ট্রেনে এলে নামুন হয় মেচেদায় অথবা খড়্গপুরে। হাওড়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের লোকাল ট্রেন ছুটছে অনবরত। মেচেদায় নেমে বাসে উঠুন। 99 কিমি দূরে দীঘার বাস যাচ্ছে এখান থেকে। চেষ্টা হচ্ছে দীঘা পর্যন্ত রেলপথের। যতদিন না হয় ততদিন বাসই ভরসা। বাস যাচ্ছে কলকাতার বিভিন্ন স্থান থেকেও। শহীদ মিনার থেকে বাস ছাড়ছে 6.15, 6 45, 7 45, 8 45, 9 00, 10.15, 11.00, 12 00, 13 00 14.30, 15 15, 16.30 মিনিটে। উল্টোডাঙা থেকে 6.15, রথতলা থেকে 7.15, ঢাকুরিয়া থেকে 12.15, 13 00, তালতলা থেকে হিজলি সমবায়ের বাস 15.45 (দীঘা পৌঁছয় 23 00, দীঘা থেকে ছাড়ে 5.00, কলকাতা পৌঁছয় 11 30)। গড়িয়া বাস ডিপো থেকেও নিয়মিত দীঘা যাবার বাস পাবেন। বাস ছাড়ছে 4 15, 4.30, 5.00, 5 45, 6 00, 6 15, 6 45, 7.00, 8 00 ও 8 30 মিনিটে। বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলি থেকে পাবেন ভোর 5.00টায়। বারাসাত বাস ডিপো থেকে 5.30, 6.15, 9.45 মিনিটে। নবঘাট হয়ে ভাড়া ৪১.৫০, তালতলা থেকে ৪৫। বাস যায় আসানসোল, বোলপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, পুরুলিয়া, সিউড়ি, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, খড়্গপুর, কন্টাই রোড এমনকি ওড়িশার বারিপদা থেকে বালেশ্বর হয়েও। নরঘাট হয়ে কলকাতা-দীঘার দূরত্ব সড়ক পথে 183 কিমি, আর খড়্গপুর হয়ে 243 কিমি। খড়্গপুর থেকে দীঘা 123 কিমি। বাস আগের দিন সংরক্ষণ করা যায়।



কোথায় উঠবেন : দীঘা যেতে হলে কলকাতায় পর্যটন দফতর থেকে [3/2 বিবাদী বাগ (পূর্ব), দোতলা] থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার সংরক্ষণ করে যাওয়াই ভাল। সরকারি ব্যবস্থাপনায় থাকার জায়গা হল— Digha Tourist Lodge (Ph 266255\256) DAB ২৫০-৪০০, 3B ৪০০-৪৫০, DAC ৬০০-৭৫০, স্যুইট ৪৫০-৫০০, DAC ৬৫০, Dlx ৮০০, ডর্মি ৮০, মাথাপিছু। এখানে ব্রেকফাস্ট ও ডিনার বাধ্যতামূলক। সবার পছন্দ হল সৈকতাবাস (Ph: 266254)। এখানে DAB ১৭০-২০০, 4B ৩০০-৩৪০, স্যুইট ৩৫০-৪০০, আর আছে কটেজ। অপরাজিতা ও নবগীতিকা কটেজগুলিতে :

(পুরনো) 2B ১৭০; 4B ৩০০; (নতুন) 4B ৩৪০, মালঞ্চ কটেজ 2B ২০০; 3B ৩০০, নিরালা ফ্ল্যাটের প্রতিটির ভাড়া ১৭০, ২০০, ২৫০, ছায়ানট কটেজ DB ১৬০, 4B ২৬০; সংযোজন ডর্মিটরিতে ৪০-৫০, ক্ষণিকায় মেঝেতে বসে জিরিয়ে নেওয়ার জন্য ৫। বুকিং দীঘাতেও করতে পারেন। 3 মাস আগে থেকে বুকিং শুরু হয়। 60% অগ্রিম পাঠিয়ে বুক করুন বেশি পক্ষে 10 দিনের জন্যে — The Administrator, Digha Development Board, Digha, Midnapur, Pin 721 428। বেনফিশ পরিচালিত মীনাক্ষী পর্যটন নিবাস DAB ২০০, DAC ৩৭৫, ডর্মি ৪৫। এদেরই পরিচালিত আর একটি পর্যটন নিবাস মীনালয়, ভাড়া একইরকম।

প্রাইভেট হোটেল এমনকি 3-4 কামরার ছোট গোটা হোটেল ভাড়া পাবেন এখানে। Hotel Blue View একতলায় : উত্তরমুখী ঘর ৩৩০; সমুদ্রমুখী (একতলায়) ৫৫০, দোলনা (সমুদ্রমুখী) ৫৭৫; Double স্যুইট গীতাঞ্জলী ৭৫০; দোতলায় উত্তরমুখী ৪০০; সমুদ্রমুখী ৭০০; হানিমুন (সমুদ্রমুখী) ৭৫০, Deluxe AC চৌরঙ্গী (দোতলায়) ৯৫০; উত্তরমুখী AC ৬০০; এঁদের কলকাতার বুকিং সংস্কৃত কলেজের উল্টোদিকে C/o দেজ পাবলিশিং, 13 বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা 73 (Ph 2241-2330, 2241-9266, FAX (033) 22192041) ও দীঘা Ph: 03-220-266219, 266324, FAX (03220) 266324। বহুজন পছন্দ করেন সৈকতাবাস পার হয়ে Hotel Sea-Hawk (LP)-এ (Ph 03220-266235/266246), Fax 03220-266247 Old Digha থাকতে। এঁদের একতলায় DB ৪২৫, ৯৫০; দোতলায় DB ৬৫৫-১৪৫০, DAC ৮৫০, ৪৫০; তিনতলায় ৬০০-১৭৫০, DAC ১২০০-১২৫০। সমস্ত ঘরই সমুদ্রমুখী। সমুদ্রমুখীছাড়া একতলায় DB ১২৫; দোতলায় ১২৫-৪০০, তিনতলায় ৩৫০-৪০০। সমস্ত ক্রেডিট কার্ড নেওয়া হয়। [কল বিজ্ঞ. পাতিপুকুর কালিন্দী বাস স্টপেজে Sea-Hawk (India) Private Ltd. 334, Jessore Rd Kol. 89 (Ph 25222834/7500, Fax 2522 4145, Hotel Dolphin একতলায় ১৯৫-৩৬৫; দোতলায় ২১৫-৪০০; 3B ৩৬৫, 5B ৪৪০, DAC ১,৩৫০। [বিজ্ঞ. কলকাতায়--- 309 বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, তিনতলা. Ph : 2237-4582]; সাগরিকা হোটেল (Ph 266386) DAB ২০০-৪০০; হোটেল সি বার্ড (Ph. 266322) DAB ১৭৫-৮০০, DAC ৭০০-৮০০, শান্তিনিকেতন লজ (Ph. 266327) DAB ২৫০-৩৫০, Dlx ৪০০, 4B ৫০০; হোটেল আমন্ত্রণ (Ph 266858) DAB ২৫০-৩০০, Dlx ৩৫০-৬০০, 3B ৩০০-৪৫০, 4B Dlx ৫২৫, S Dlx ৬০০; হোটেল ক্যাসুরিনা (Ph 266282) DAB ১৫০-৪০০, DAC ৭০০, 6B ৮০০; হোটেল সান-এন-সি (Ph. 266218) DAB ২০০-৬০০; একান্ত আপন লজ (Ph. 266633) DAB ১৭৫-২৫০, হোটেল অম্বর (Ph 266342) DAB ২০০-৪২৫; দীঘা লজ (Ph: 266259) DAB ২৫০-৩৫০; আনন্দম লজ (Ph 266794) DAB ১৭৫, ৪০০, হোটেল দা বিট্রিট (Ph: 266 258) DAB ১২০০, ১৫০০, DAC ২৫০০ প্রভৃতি আরো অজস্র হোটেল।

মেদিনীপুর জেলা

আয়তন 14,081 বর্গকিমি; জনসংখ্যা 96,38,473, পুরুষ 49,29,000, মহিলা 47,09,473, জনসংখ্যার ঘনত্ব 685 প্রতি বর্গকিমিতে; শহরবাসী 10.49%।

নিউ দীঘায় পাবেন হোটেল গীতাঞ্জলি (Ph 266589) DAB ৫৫০, DAC ৭৫০, গীতাঞ্জলি রিসর্ট (Ph: 266204) DAB ৪০০, DAC ৬৫০, হোটেল ড্যাফোডিল (Ph 266229) DAB ২৫০-৩০০; অতিথি লজ (Ph 266271) DAB ১২৫-৪০০; হোটেল সান ইন (Ph. 267208) DAB ২০০-৫০০, DAC ১০০০; হোটেল শঙ্খচিল (Ph 272827) DAB ৫০০, DAC ৭৫০, প্রভৃতি। আর আছে PWD (Roads) DB, Irrigation & Fisheries DB, YH ইত্যাদি।

চন্দনেশ্বর : দীঘা থেকেই মাত্র 4 কিমি পথ পায়ে হেঁটে চলুন এখানে দেখে আসি প্রাচীন এক শিবমন্দির। এটি অবশ্য ওড়িশায় পড়ে। চৈত্র মাসে বিশাল মেলা বসে এখানে। দীঘা থেকে 14 কিমি দূরে **লঙ্কেশ্বরী** অথবা কন্টাই-এর কাছে 45 কিমি দূরে কপালকুণ্ডলা মন্দিরও দেখে আসতে পারেন।

চাঁদপুর-শঙ্করপুর : দীঘা যাবার পথে দীঘা রোড ধরে দীঘার প্রায় কাছাকাছি রামনগরের আগে যে বাস স্টপের নাম 'চৌদ্দ মাইল', দীঘার 7 কিমি আগে, সেখানে বাস থেকে নামুন। গাড়ি করে এলে কথাই ছিল না। কিন্তু পর্যটকের তো যাওয়া নিয়ে কথা। অতএব এখান থেকে একটা খোলা সাইকেল ভ্যান নিন — চারজন পর্যন্ত বসতে পারেন। ৩০, ৩৫ টাকাতে চুক্তি করে নিন। তারপরে ডান হাতে চম্পা খালকে ফেলে রেখে ঝাউ গাছের মাঝ দিয়ে এগিয়ে যান। রামনগর থেকে আধ ঘণ্টা অন্তর ট্রেকার জীপ পাবেন

শঙ্করপুর আসার জন্য। কাঁথি থেকে সরাসরি এখানে আসার বাস আছে, তবে একটিই বাস।

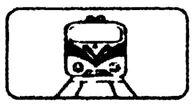
একটু এগিয়ে বিরাট পাঁচিলের মাঝে গেটে লেখা দেখবেন— শঙ্করপুর ফিশিং হারবার প্রজেক্ট। ঘন ঝাউবন পেরিয়ে দেখুন মাছধরা, শুধু জাল থেকে রুপোর জীবন্ত টুকরো যেন খসে পড়ছে, মাছের নীলাম হচ্ছে। নিজের যা প্রয়োজন সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এখানে কিছু পাবেন না। কিন্তু ভারতের সবচেয়ে বড় মৎস্য জেটির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। জেলেদের জাল বোনা, নৌকো তৈরি দেখতে দেখতে আপনার অবসর মুহূর্ত যাবে কেটে।

থাকার জন্য Hotel Ashoka (Ph : 264275), DAB ১৫০-২৫০ (কলকাতায় বুকিং Penguin Hotel, Jadunath Dey Rd Ph . 22375312); Benfish পরিচালিত Kinara DAB ১২৫-৩২৫ স্যুইট ৪২৫; WB Fisheries Corporation পরিচালিত Matsya- gandha RH DAB ২০০ DAC ৩৭৫ ডর্মি বেড ৪৫ মাথাপিছু। Taj Group of Hotels-এর উদ্যোগে এখানে Tourist Village তৈরি হচ্ছে।

জুনপুট : দীঘার আগে যদি কেউ সমুদ্রকে দেখে নিতে চান, তবে নেমে পড়ুন তাঁতের শাড়ির আদত জায়গা কাঁথিতে। ট্রেনে গেলে খড়্গপুরে নামুন। এই স্টেশন থেকে অনবরত বাস আসছে কাঁথিতে। আবার যে বাসগুলো দীঘা যাচ্ছে, তাতে উঠেও আসতে পারেন। কলকাতা থেকেও কাঁথি বাসে সরাসরি আসতে পারেন দীঘাগামী বাসে চড়ে (সময় দ্র: দীঘা)। কাঁথি বা কন্টাই রোডে নেমে বাসে জুনপুট আসুন ½ ঘণ্টার মধ্যে পিচ আর সুরকি ঢালা পথ পেরিয়ে। কাঁথি থেকে দূরত্ব 9 কিমি। ট্যাক্সিও পাবেন। এমনকি রিক্সাও। এখানেও দেখতে পাবেন মৎস্য প্রকল্প। এখানের সমুদ্র অনেক বেশি নীল। তার ওপরে সারি সারি মাছ ধরা নৌকো ভাসছে। উপকূলে নৌকোর পাহাড়— মেরামতি হচ্ছে। দুপাশে ঝাউ-এর বীথি— দীঘার চেয়েও সুন্দর। এ বুঝি পৃথিবীর নির্জনতম সমুদ্রবেলা। শান্ত সমুদ্রে স্নান শিশুর পক্ষেও নিরাপদ। ফিশারি বিভাগের মিউজিয়ামে দেখুন বিশালাকায় সামুদ্রিক হিংস্র প্রাণীর কঙ্কাল, নানান ধরনের মাছ, সাপ আর জলজ প্রাণী। দেখুন লাল-নীল মাছের আবাস। আর সমুদ্রের সোনালি বালিতে শুকোচ্ছে সামুদ্রিক মাছের সারি সারি স্তূপ, আঁশটে গন্ধে টিকতে পারবেন কিনা জানি না।

এখান থেকেও দরিয়াপুরের কপালকুণ্ডলার মন্দির দেখতে যেতে পারেন। একদা এখানে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বাস করতেন। তাঁর বাংলো নেই, তবে তাঁর স্মরণে চৈত্র শেষে মেলা বসে প্রতি বছর। কন্টাই থেকে যেতে পারেন কিয়াগেড়িয়াগামী বাসে চড়ে মারিকাদায় নেমে 3 কিমি হেঁটে প্রাচীন জগন্নাথদেবের জোড়া মন্দির দেখতে। যেতে পারেন এগবার বাসে চেপে আলমগিরিতে নেমে রাধাবিনোদ আর ষড়ভুজ মন্দির দেখতে। তমলুকও কম আকর্ষণীয় নয়। এখানের তিলদা গ্রামে পোড়া মাটিতে গ্রীক লিপি পাওয়া গেছে। পোড়া ইটের বাড়িগুলিও দেখার মত। আর দেখুন বিখ্যাত বর্গভীমা মন্দির। এখানে পৌষ সংক্রান্তির উৎসব ও মেলা দর্শনীয়।

ঝাড়গ্রাম



হাওড়া স্টেশন থেকে হাওড়া-টাটানগর লাইনের ট্রেনে ঝাড়গ্রাম 155 কিমি। ট্রেন যাচ্ছে মোটামুটি সকাল 6.15 থেকে রাত্রি 21.15 অবধি খানপাঁচেক। সময় নেয় 3 ঘণ্টা 15 মিনিটের মত। খড়্গপুর পর্যন্ত লোকাল ট্রেনে গিয়ে বাসে চড়েও যেতে পারেন। শহীদ মিনার থেকে সরাসরি বাস যায় 12.00 ছেড়ে 9 ঘণ্টায় ঝাড়গ্রাম। আবার ঝাড়গ্রামে সকাল 5.00 ছেড়ে কলকাতায় 13.55, ভাড়া ৫১। হাওড়া স্টেশন চত্বর থেকে প্রাইভেট বাস পাবেন 5.50, 6.45, 12.50 ও 15.20। যাঁরা গাড়ি নিয়ে যাবেন তাঁরা NH 6 ধরে মেদিনীপুর-খড়্গপুর ক্রসিং হয়ে দুপাশে শাল-মহুয়া-ইউক্যালিপটাসের জঙ্গল পেরিয়ে লোধাশুলিতে আসুন। এ পথে কলকাতা থেকে ঝাড়গ্রামের দূরত্ব 250 কিমি। আর লোধাশুলি থেকে ঝাড়গ্রাম 14 কিমি।

মল্লরাজাদের পুরনো রাজবাড়িটা দেখার মত। এখানেই রয়েছে Jhargram Palace Tourist Lodge। এখানে 31 জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। DAB ১১৫-১৪০ 3B ১২০ ও ডর্মি ৪৫ মাথাপিছু। GH-এ D ১৬৫। পাশের রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার নিয়ে আসুন। থাকার অন্যান্য জায়গার মধ্যে Ashoka Hotel, Shalbithi GH, Santiniketan Boarding, Abasik, Niribili, Samrat। আর আছে PWD IB, FIB। এখান থেকে বেড়াতে যান 12 কিমি দূরের চিলকিগড়ে। সকাল সকাল গিয়ে দেখে আসুন কনকদুর্গার মন্দির। যেতে পারেন D.F.O. Midnapur (West), Jhargram-এর কাছে অনুমতিপত্র নিয়ে হাতিবাড়ি জঙ্গল বাংলোয় বাড়ি থেকে পালিয়ে বেড়াবার আনন্দ উপভোগ করতে ঝাড়গ্রাম থেকে 54 কিমি দূরে। সুবর্ণরেখার পাড়ে একটা টিবির ওপরের এই বাংলোর নৈসর্গিক দৃশ্য অনুপম।

বেলপাহাড়ী : ঝাড়গ্রাম থেকে 45 কিমি দূরে একবার যেতে পারেন বেলপাহাড়ীতে। শাল-মহুয়া-

ইউক্যালিপটাসের ও ঝাউ-শিরিষের পাহাড়ি অধিত্যকায়। আসার জন্যে ঝাড়গ্রাম থেকে বাস পাবেন। এখানে বাংলোয় থাকার জন্যে ঐ D.F.O.-এর কাছ থেকে অনুমতি পত্র আনুন। একটা শনি-রবিবারকে এখানে সহজেই অর্পণ করতে পারেন।

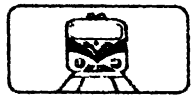
চিলকিগড় : ঝাড়গ্রাম থেকে বাসে আসুন এখানে। অবশ্য দ্রষ্টব্য ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সর্পিল পথে প্রায় 2 কিলোমিটার ভেতরে প্রাচীন দেবী কনকদুর্গার মন্দির। এখন অষ্টধাতুর যে দেবীমূর্তিটি অধিষ্ঠিত দেখবেন সেটি 1971-এ নতুন করে তৈরি। প্রাচীন মূর্তিটি অনেক আগেই চুরি গিয়েছে বলা জানা যায়। পুরো পথ জুড়ে রয়েছে গা ছমছমে অন্ধকার। বয়ে চলেছে দুলুং নদী। এটি সুবর্ণরেখার শাখা নদী। এখানে থাকার ব্যবস্থাও হতে পারে। রিপ্লাই পোস্টকার্ডে চিঠি লিখুন: চিলকিগড় মন্দির কমিটি, পো জামবনি, জেলা মেদিনীপুর--- এই ঠিকানায়।

এখান থেকেই আরো যেতে পারেন **দহিঝুড়ি**। চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশে দিনকয়েক কাটিয়ে তরতাজা মন নিয়ে ফিরুন।

কাঁকড়াঝোড়

ঝাড়গ্রাম-ঝিলিমিলি-বাঁকুড়া রোডে ঝাড়গ্রাম থেকে কাঁকড়াঝোড় 71 কিমি। রাস্তা চলেছে দহিজুড়ি, ধারসা, বেলপাহাড়ী পার হয়ে। বেলপাহাড়ী থেকে 8 কিমি দূরে ভুলাভেদা। এখান থেকেই কাঁকড়াঝোড়ের পথ বাঁক নিয়েছে। আরো 8 কিমি জিপ-চলা রাস্তায় গেলে পাবেন শিয়ারবেন্দা। বনপথে, ভুলাভেদা বা শিয়ারবেন্দা— দুটি জায়গা থেকেই কাঁকড়াঝোড় 15 কিমি আন্দাজ। এখানের শাল-মহুয়া-কুসুম গাছের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় বনচর প্রাণী। মহুয়ার মাতাল গন্ধে উন্মনা হয় বনশুয়োর বা ভালুক। বিহারের দলমা পাহাড় থেকে মাঝে মাঝে নেমে আসে হাতি। এরই মধ্যে ধামসা আর মাদলের তালে পরিবেশ হয় ছন্দোময়। ট্রেকিং করে উঠতে পারেন পাহাড়ে। তার ব্যবস্থা আছে। থাকার জন্যেও ব্যবস্থা আছে। এগারো শয্যার Kankrajhore Tourist Hostel কেবল ডর্মিতে মাথাপিছু ৩৫/। অর্ডার দিলে খাবার পাবেন। আবার রান্নার বাসনপত্রও পাবেন এখানে। এছাড়া FRH-এ থাকতে পারেন। তবে অবশ্যই আগে যোগাযোগ করে আসবেন। রেশন ঝাড়গ্রাম থেকে সঙ্গে করে নেওয়াই ভালো। পিকনিকের ব্যবস্থা করে আসুন। মেদিনীপুর শহরে এলে অবশ্যই 8 কিমি দূরের কর্ণগড়ে গিয়ে দেখে আসুন মন্দিররাজি— দণ্ডেশ্বর, মহামায়া এবং খড়েশ্বর মন্দির।

হলদিয়া



ডায়মন্ডহারবার দেখে, তারপর রায়দীঘি ঘোরা শেষ হলে, সেখান থেকে হুগলি নদী পার হয়ে চলে আসুন বন্দরনগরী হলদিয়ায়।

কলকাতা থেকে এখানে আসতে হলে পাবেন CSTC-র বাস 6.45, 8.00, 9.30, 11.45, 15.30 ও 17.15। কোলাঘাট হয়ে হলদিয়া পৌঁছতে সময় নেয় 3½ ঘণ্টা। CTC-র বাস হলদিয়া আসছে আধ ঘণ্টা অন্তর। SBSTC-র বাসও এখানে আসছে। এছাড়া বেসরকারি সংস্থার বাসে রায়চক নেমে লঞ্চে গঙ্গা পেরিয়ে কুঁকড়াহাটি। সেখান থেকে ফের বাস ধরে হলদিয়া। স্টেশনের সামনে থেকে পাবেন SBSTC ও প্রাইভেট বাস। ট্রেনেও আসতে পারেন। হাওড়া থেকে ট্রেনপথে দূরত্ব 130 কিমি। ট্রেন আসছে পাঁশকুড়া হয়ে হলদিয়ায়। সময় নেয় 3½ ঘণ্টা। তবে হলদিয়া যাওয়ার নতুন আকর্ষণ ক্যাটামেরন সার্ভিস। Silverjet Travels পরিচালিত কলকাতা-হলদিয়া জলপথে এই সার্ভিসে ভ্রমণ এক নতুন অভিজ্ঞতা। 14 নম্বর গেট থেকে সপ্তাহে 5 দিন (সোম থেকে শুক্র) 7.45 ও 16.00 কলকাতা ছাড়ছে হলদিয়ার উদ্দেশে। ভাড়া ইকনমি ৪০০/; বিজনেস ৫৫০/ ও ফার্স্ট ক্লাস ১০০০/।

থাকার জন্য দুর্গাচকে পাবেন Hotel East Coast (Ph: 274161) ১৭৫-৫০০/; মঞ্জুষা সিনেমার কাছে Hotel Port Land ১৭৫-৫০০/; রানীচকে Hotel Balaji Continental (Ph. 252156) ৩০০-৭৫০/; Hotel Embassy ৩৫০-৭৫০/। এছাড়া HDA-র হলদিয়া ভবন (Ph: 263438) ও অন্যান্য নানা হোটেল।

এখানের বন্দরটি ঘুরে ঘুরে দেখুন। পোতাশ্রয়ের লক গেটটি 1,010 ফুট লম্বা, 130 ফুট চওড়া ও 48 ফুট (312×40×15 মিটার) গভীর— সম্ভবত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর দুয়ার। এখানে কনভেয়ার প্রথায় মাল তোলা-নামানোর ব্যবস্থা আছে। রিফাইনারি গড়ে উঠেছে 455 একর জমির ওপর। গড়ে উঠেছে হলদিয়া ফারটিলাইজার কমপ্লেক্স 525 একর জমির ওপর 227 কোটি টাকা ব্যয়ে।

নবদ্বীপ

হাওড়া থেকে বি এ কে লুপের ট্রেন ধরে (ছাড়ে 5-

38, 7-55, 12-20, 14-35, 15-25, 15-42, 17-05, 18-00, 19-25, 21.20) 105 কিমি দূরে নবদ্বীপ ধামে আসুন। বাস আসে এখানে কলকাতা, বর্ধমান, কালনা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থান থেকেও। শিয়ালদহ থেকে 100 কিমি দূরে কৃষ্ণনগর সিটি স্টেশনে নেমে সেখান থেকে ছোট লাইনের ট্রেন ধরে (কৃষ্ণনগর ছাড়ে 4.52, 9.32 ও 16 05) 12 কিমি গিয়ে নবদ্বীপ ঘাট স্টেশন। এখানে খেয়া পার হলেই নবদ্বীপ। এখানের নামকরণ বিষয়ে তিনটি মত আছে— ক. নতুন দ্বীপের ওপর অবস্থানের জন্য, খ. জনৈক সন্ন্যাসী এখানে রাত্রিকালে 9টি দীপ জ্বেলে যোগসাধনা করতেন বলে নৌকাযাত্রীরা এই চরকে নবদ্বীপ বলতেন এবং গ. নদীয়া জেলা যে 9টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত নবদ্বীপ তার অন্যতম বলে। অনেকের মতে ভাগীরথীর পূর্ব তীরের মায়াপুরেই আদি নবদ্বীপ ছিল। চৈতন্যদেবের আগে থেকেই বিখ্যাত এই শহর শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কারণে সুবিখ্যাত হয়ে পড়ে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত নবদ্বীপ শিক্ষারও আদি পীঠস্থান। এখানে বহু মন্দির আছে। প্রধান ভবতারণ শিব ও ভবতারিণী কালিকা। এছাড়া দেখুন সমাজ বাড়ি, রাধাশ্যামের বাড়ি, সোনার গৌরাঙ্গ, শ্রীবাস অঙ্গন, মহাপ্রভুর বাড়ি, নিতাই-এর বাড়ি, মণিপুর রাজাদের শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন, দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ইত্যাদি। বৈশাখে চন্দন যাত্রা, শ্রাবণে ঝুলন, ফাল্গুনে গৌরপূর্ণিমা বা দোলযাত্রা; মাঘী শুক্লা একাদশী থেকে 12 দিন ধরে কীর্তনোৎসব, কার্তিক পূর্ণিমাতে বিশাল কালীমূর্তির পূজা ও মেলা বসে।

নদীয়া জেলা

আয়তন 3,927 বর্গকিমি; জনসংখ্যা 46,03,756, পুরুষ 23,65,-54, মহিলা 22,38,702; জনসংখ্যার ঘনত্ব 1:172 প্রতি বর্গকিমিতে; শহরবাসী 21.27%।

মায়াপুর: এক শ্রেণীর গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্ত মায়াপুরকেই কলির তীর্থ ভাবেন। নবদ্বীপ ঘাট স্টেশন থেকে জলঙ্গী নদী পার হলেই মায়াপুর। কৃষ্ণনগর শহর থেকেও ধুবুলিয়া হয়ে সোজা মায়াপুর আসা যায়। 31 লেক অ্যাভিনিউ, কল 26-এ ISKCON-এর কেন্দ্র (Ph. 2463 4959/60) থেকে প্রতিদিন বাস আসছে এখানে। অনেকে বিশ্বাস করেন মায়াপুরেই শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়েছিল এবং জগন্নাথ মিশ্রের বাড়িটি বর্তমান নবদ্বীপের পৌর এলাকার বাইরে গঙ্গা নদীর পূর্ব তীরে মায়াপুরে ছিল। এটি এখন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের (ISKCON বা International Society for Krishna Consciousness) চন্দ্রোদয় মন্দিরের জন্যে। এর অন্য নাম সাহেব মঠ। অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে আছে যোগপীঠ, তার পাশের নিমগাছের নীচে শ্রীচৈতন্যের সূতিকাগৃহ, ক্ষেত্রপাল শিব, শ্রীবাস অঙ্গন, খোলভাঙার ডাঙা, অদ্বৈত ভবন ইত্যাদি। 2 কিমি দূরের বল্লাল সেনের ঢিবি এবং 1 কিমি দূরে কাজীর সমাধি ও ঐতিহাসিক চাঁপা গাছটি দেখে নিতে পারেন।

নবদ্বীপে থাকার জায়গা বলতে DB, ধরমশালা ও ঘর ভাড়া, হোটেল আছে। মায়াপুরে থাকার সুবন্দোবস্ত আছে। বিড়লাদের প্রশস্ত দোতলা ধরমশালা, গৌড়ীয় মঠের বিশ্রাম ভবন, ISKCON-এর বিশাল 1,000 লোকের জন্য 250টি ঘর বিশিষ্ট International Guest House ইত্যাদি রয়েছে। এখানে স্বল্প মূল্যে সুসজ্জিত ঘরে থাকা ও তিন বেলা প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

কৃষ্ণনগর

শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট-লালগোলা রেলপথে কৃষ্ণনগর 100 কিমি। স্টেশনের নাম কৃষ্ণনগর সিটি। ট্রেন আসছে হামেশা। এখান থেকেই আবার আউট এজেন্সির বাসে চড়ে শিকারপুর যাওয়া যায়। দূরত্ব 14 কিমি। কৃষ্ণনগর কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মস্থান। স্টেশন থেকে রেললাইন ঘেঁষে তাঁর বেদি। রেলপথ তাঁর জন্মভিটেকে বিদীর্ণ করে চলে গেছে। কৃষ্ণনগরে বাস আসছে, কলকাতা থেকে শিকারপুরের বাস (ছাড়ে 14.00)। কৃষ্ণনগর বিখ্যাত তার মাটির পুতুল আর সরভাজার জন্য হলেও এখানের রাজবাড়ি, রাজবাড়ির প্রাঙ্গনে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত ক্লাইভের কামান, রোমান ক্যাথলিক চার্চের ভাস্কর্য ও ইতালিয় ভাস্কর্যে কাঠের মূর্তিগুলি, সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর বাসস্থান রানী কুটির কম আকর্ষণীয় নয়। রাজবাড়িকে ঘিরে এপ্রিল মাসের বারদোল উৎসব ও মেলায় প্রচুর ভিড় হয়। এখান থেকে বাসে চেপে যেতে পারেন দিগনগর। এখানে আছে রবীন্দ্রনাথের বড়দি সৌদামিনী দেবীর বসতবাড়ি, আর কৃষ্ণনগরের মহারাজা রাঘবচন্দ্র নির্মিত রাঘবেশ্বর (শিব) মন্দির। এর গায়ের টেরাকোটার কাজ লক্ষ করার মত। এখান থেকেও নবদ্বীপে যেতে পারেন।

শান্তিপুর

শিয়ালদহ থেকে শান্তিপুরে ট্রেন আসছে অনেকগুলি। স্টেশন থেকে একটা রিক্সা নিয়ে অথবা পায়ে হেঁটেই যেতে পারেন **বাবলা শ্রীপাটে**। এখানেই শ্রীগৌরাঙ্গ, অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দের মহামিলন ঘটেছিল। এখানেই গৌরাঙ্গ ভূষিত হয়েছিলেন, 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে। আগে গঙ্গা এখান দিয়েই বইত, এখন সরে গেছে। শ্রীপাট এখন এক বিশাল আমবাগানে অবস্থিত। মন্দিরে অদ্বৈতের দারু মূর্তি, রাধাকৃষ্ণ, গোপাল ও নারায়ণ শিলা। রাস উৎসবে— বিশেষত তৃতীয় রাতের ভাঙা রাসে শুক্লা মাঘী সপ্তমীতে, সপ্তম দোলে এখানে খুব ভিড় হয়। এবার দেখুন বড় গোস্বামীদের দুটি ঠাকুর দালান। বড় গোস্বামীর মূল দোলগোবিন্দ বিগ্রহ একদা পুরীর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে ছিল। দেখতে যেতে পারেন একে একে হাটগোলার গোকুলচাঁদ, চাকফেরা গোস্বামীদের রাধাবল্লভ, আউলিয়া গোঁসাইদের কৃষ্ণ রায় ও কেশব রায়, শ্যামসুন্দর, নৃত্যগোপাল, বিশ্বমোহন, শ্রীশ্যামচাঁদ, জলেশ্বর শিব, আগমেশ্বরী, ভবতারিণী কালী প্রভৃতির মন্দির। সংসারী মানুষ আপনি, ফেরার পথে শান্তিপুরের বিখ্যাত কাপড় সংগ্রহ করে আনতে পারেন।

আর অবশ্যই যেতে পারেন কৃষ্ণনগর থেকেই রানাঘাটগামী বাসে চড়ে 26 কিমি পার হয়ে (কলকাতা 92 কিমি) **ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের জন্ম-ভিটা** দেখতে। এখানে অবশ্য একটি প্রস্তর খণ্ডে তাঁর আবির্ভাব কাল 1440 উল্লিখিত হলেও এ নিয়ে মতান্তর আছে। জাতীয় সড়কের মোড় থেকে বাসে 2 কিমি পথ গিয়ে 1 5 কিমি পথ হেঁটে বয়রা গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে এই জন্ম-ভিটা দেখতে পাবেন— 'এই বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসিয়া কবি কৃত্তিবাস তাঁহার প্রসিদ্ধ রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন।' একটু দূরে বিখ্যাত শ্মশান ও হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী।

বেথুয়াডহরী অভয়ারণ্য : শিয়ালদহ থেকে 127 আর কৃষ্ণনগর থেকে 28 কিমি দূরে বেথুয়াডহরী রেল স্টেশন। আর সড়ক পথে এলে কলকাতা থেকে 148 কিমি 34 NH ধরে। যেতে সময় লাগে ঘণ্টাতিনেক ।165 একর জমি ঘিরে শেওড়া, ছাট, সেগুন, বাবলা, অর্জুন, মেহগিনি, শিরিষ, শিশু গাছের নীচে দেখুন নির্ভয় চরণে ঘুরে বেড়াচ্ছে বন বেড়াল, খরগোশ, শিংওয়ালা হরিণ অথবা শম্বর। দেখা হয়ে যেতে পারে এক পাল চিতল হরিণের সঙ্গেও। চমৎকার রেস্তরাঁ আছে এখানে। গরম কফি, আলু ভাজা এমনকি আগে ভাগে বললে চিকেন কারিও মিলে যেতে পারে। রাজ্য পর্যটন দপ্তর এখানে পিকনিক শেড ভাড়া দেন। একটা দিন চড়ুইভাতির প্রোগ্রাম করে লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরে 11.35 নেমে সারাদিন কাটিয়ে বিকেল 16.18 বা 18.46 ট্রেন ধরে শিয়ালদহে ফিরুন 20.15 বা 22.55। থাকার জন্য বন বিভাগের সুসজ্জিত বাংলো আছে। রিজার্ভেশনের জন্য যোগাযোগ করুন DFO, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

পলাশী : এই রেলপথেই আরো একটু এগিয়ে শিয়ালদহ থেকে 150 কিমি দূরে পলাশী । 34 নং NH ধরে 172 কিমি। বহরমপুর 36 কিমি দূরে। নদীয়া জেলার এই 'প্লাসী' বিখ্যাত হয়ে আছে 1757-র জুন মাসে ক্লাইভের হাতে সিরাজের পতন এবং ইংরেজ রাজত্বের সূচনাকারী হিসাবে। অবশ্য সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধের বিখ্যাত আমবাগানকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না— অর্ধেক খেয়েছে ভাগীরথী, বাকিটা মহাকাল। অবশ্য গ্রাম্য সৌন্দর্য অটুট আছে। বাকমুখে মিনারটিতে দাঁড়ালে অতীত ইতিহাস আপনাকে হয়ত বিষণ্ণই করে তুলবে। কাছাকাছি একটা PWD DB আছে। অনেকে এর ছায়াঘেরা জায়গায় পিকনিক সারেন। আপনিও ইচ্ছে করলে কলকাতা-জিয়াগঞ্জ (ছাড়ে 13.00) অথবা কলকাতা-পলাশ পাড়া (ছাড়ে 8.00, ফেরে 13.00টায় ছেড়ে। সময় নেয় 4.30 ঘণ্টা, ভাড়া ৩৬) বাসে চড়েও আসতে পারেন। বাস আসছে রানাঘাট, ফুলিয়া, কৃষ্ণপুর, কৃষ্ণনগর, চাকদা, তেহট্ট, শ্যামনগর হয়ে।

পারমাদানপুর ফরেস্ট

যদি বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে দু-কদম নেমে বিভূতিভূষণের ইছামতীর জলকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়ে থাকে অথবা অরণ্যে কিছুক্ষণ হারিয়ে বনের পশুদের সঙ্গে মিতালি পাতাতে চান তবে আপনাকে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে আরো একবার কৃষ্ণনগরের দিকে বনগাঁ-দত্তফুলিয়া-নলডুগরী হয়ে পারমাদানের উদ্দেশে রওনা হতে হবে। কলকাতা থেকে মাত্র 110 কিমি দূরে আগের পারমাদান অরণ্য নতুন নাম পেয়েছে 1985-র মার্চ মাস থেকে 'ইছামতী' উপন্যাসের কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের নামানুসারে **বিভূতিভূষণ অভয়ারণ্য**। এখানে দেখুন 64 একর জমিতে শিমুল, অর্জুন, শিরিষ আর শিশুগাছের পাতার ফাঁকে আলোছায়ার ঠাস বুনুনিতে

ঘুরে বেড়াচ্ছে 124টি স্পটেড ডিয়ার। কলকাতা থেকে বাসে-ট্রেনে যেতে সময় লাগবে 2.30 ঘণ্টা মত। প্রথমে যেতে হবে বনগ্রাম। সেখান থেকে বাসে নলডুগরী 28 কিমি। তারপর ইছামতীর বুকে নৌকোয় ভাসতে ভাসতে অথবা শ্রীচরণ ভরসা করে 5 কিমি হেঁটে পারমাদান।

থাকার জন্য রাজ্য পর্যটন দপ্তরের Tourist Hostel DAB ১৫০, ডর্মি ৪৫ মাথাপিছু। রিজা . Tourist Point, 3/2 BBD Bag থেকে। এছাড়া আছে বনদপ্তরের FRH DAB ১৫০; সরকারী কর্মীদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা আছে। এর রিজার্ভেশনও কলকাতা থেকে করা যায়। ঠিকানা : Conservator of Forest (Central Circle), 35 Gopal Nagar Rd., Kolkata 700 027।

ব্যারাকপুর

শিয়ালদহ থেকে মাত্র 23 কিমি। অবিরত ট্রেন আসছে এখানে ভোর 3.50 থেকে রাত 11 টা অবধি। বাস চলছে এসপ্ল্যানেড থেকে L 20। এই রুটেই যাচ্ছে S 11 ব্যারাকপুর কোর্ট অবধি। শ্যামবাজার থেকে আসছে 78 নং বাস, S32, L20A। টিটাগড় স্টেশনে নেমে হেঁটে রাসমণির ঘাটে পৌঁছে খেয়া পার হলেই মাহেশ। রাসমণির ঘাট থেকে 2 ফার্লং দূরে গান্ধিঘাট। ঘাটে পথের দুধারে নেহরু উদ্যান। এখানে মহাত্মা গান্ধির চিতাভস্ম বিসর্জন দেওয়া হয়, তারই স্মৃতিতে গড়ে উঠেছে গান্ধি স্মৃতি মন্দির। স্মৃতিসৌধের গায়ে কালো পাথরের ওপর গান্ধিজির জীবনের বিশিষ্ট কাহিনীগুলি খোদাই করা। এখান থেকে গঙ্গার অপর পাড়ে সূর্যাস্তের দৃশ্য বড় মনোরম। গান্ধিঘাট থেকে ফিরে আসুন ধোবীঘাটে। সামনেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের (1857) প্রথম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডের স্মৃতিসৌধ। তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল যে বটগাছটিতে ঝুলিয়ে তা আজও সংরক্ষিত হচ্ছে। ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট শহর— পরিষ্কার অনেকখানি। এবার আসতে পারেন 13 রিভার সাইড রোডে গান্ধি স্মারকনিধি ভবনে। এখানে গান্ধির ব্যবহৃত জিনিসপত্র, তাঁর জীবনের চিত্র কাহিনী, পাঠাগার ও খাদি বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। বুধবার ও ছুটির দিন বন্ধ, রবিবার খোলা 12.00-18.00। গান্ধিঘাট ছেড়ে গঙ্গার ধার ধরে মিনিট 10 হাঁটলে মেকানাইজড ব্রিক ফ্যাক্টরিতে ইচ্ছে হলে পিকনিক সেরে পলতার জলকল দেখে আসতে পারেন। কাছেই ইছাপুর রাইফেল ও মেটাল ফ্যাক্টরি শ্যামনগরের পথে। শ্যামনগরে ব্রহ্মময়ী কালিকা মন্দিরে পৌষ মাসে 1 মাস ধরে মেলা হয়, পুজো দেওয়া হয় জোড়া মুলো দিয়ে। ব্যারাকপুরে থাকার জন্য রয়েছে পর্যটন বিভাগের ট্যুরিস্ট কটেজ মালঞ্চ DAB ৩০০-৬৫০। এখানে খাবারও পাবেন।

এখান থেকে নৈহাটির দিকে এগিয়ে চলুন। নৈহাটি রেল স্টেশনে নেমে 85 নং বাসে চড়ে হালিশহর ফাঁড়িতে নেমে পুবদিকে 5 মিনিট হেঁটে গেলেই দেখতে পাবেন রামপ্রসাদের ভিটে— প্রাচীন বটগাছ আজও দাঁড়িয়ে। এখান থেকে 1 কিমি দূরে নিগমানন্দ আশ্রম। অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ। শ্বেতমর্মরে গড়া মন্দির। বড় ভাল লাগে। এখান থেকে উত্তরে চৈতন্যডোবা। এখানে জন্মেছিলেন শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী।

এবার নৈহাটিতে ফিরে রেল লাইনের পূর্ব পাড়ে একটু এগিয়ে গেলেই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি। এখানে বঙ্কিম সংগ্রহশালা দেখুন 12 00-16 00 মধ্যে, বুধবার বন্ধ। ট্রেনে আরো এগিয়ে শিয়ালদহ থেকে 48 কিমি দূরে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা· বিধানচন্দ্র রায়ের মানসকন্যা কল্যাণী উপনগরী। এখানের বুদ্ধ পার্কের পাশেই কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-র জন্ম ভিটা।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা

আয়তন 4,094 বর্গকিমি, জনসংখ্যা 89,30,295, পুরুষ 46,35,262, মহিলা 42,95,033; জনসংখ্যার ঘনত্ব 2,181 প্রতি বর্গকিমিতে; শহরবাসী 54.30%।

চন্দ্রকেতুগড়

কলকাতার উত্তর-পূর্বে 40 কিমি দূরে কলকাতা-বসিরহাট রোডে বেড়াচাঁপা গ্রাম। এখান থেকে হাড়োয়াগামী রাস্তা ধরে কিছুদূর গেলে পৌঁছে যাবেন চন্দ্রকেতুগড়। এখানে একবার ঘুরে গেলে আমাদের প্রত্ন শিল্প-সম্পদের সঙ্গে একটুখানি পরিচিত হতে পারবেন। এর অন্য নাম দেবালয় বা দেউলিয়া। এই অঞ্চলে খননকার্য চালিয়ে প্রায় 3কিমি স্থানব্যাপী একটি প্রাচীন নগর বেষ্টনকারী পাঁচিল ও বসতির চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে কেউ কেউ পেরিপ্লাস ও টলেমির বইয়ে উল্লিখিত 'গঙ্গারিডাই' ও 'চন্দ্রকেতুগড়'কে এক বলে ভাবছেন। 1957-য় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এই খনন

কার্যের ফলে কাছের হাজিপুর, সানপুকুর, কালীতলায় প্রাচীন মুদ্রা, মাটির মূর্তি, মৃৎপাত্র ও নানা জিনিস, বহু যক্ষিণী মূর্তি, সীলমোহর, তামার মুদ্রা, নাগদেবী, হাতির দাঁতের বলয় ও মালা ইত্যাদি পাওয়া গেছে। 'খনা মিহিরের ঢিবি' খুঁড়ে এক বিশাল উত্তরমুখী মন্দিরও পাওয়া গেছে। এর সংলগ্ন প্রাঙ্গণটি 45 ফুট × 45 ফুট (14 × 45 মিটার)। এর পাঁচিল 4 ফুট (1.5 মিটার) চওড়া। মন্দিরের ভিতর পাওয়া গেছে গভীর গর্ভগৃহ। এটিই সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম মন্দির।

একটুখানি কলকাতার কাছে আপনাদের নিয়ে এসেছিলাম। চলুন, এবার আবার যাই কলকাতার একেবারে দক্ষিণে, ডায়মন্ডহারবারের দিকে। যদি নিছকই বেড়াতে যান এবং চড়ুইভাতি করার ইচ্ছে থাকে তবে শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে চড়ে ঘণ্টাখানেক পথ পার হয়ে বারুইপুরে আসুন। স্টেশন থেকে 1½ কিমি দূরে চড়ুইভাতির জন্যে বাগানবাড়ি পাবেন। প্রধান ফটক থেকে বাংলো পর্যন্ত নুড়ি বিছানো পথের দুপাশে কেয়ারি করা গাছের সারি পেরিয়ে পায়ে পায়ে সবুজ মাঠের শ্যামলিমায় স্নিগ্ধ হয়ে দুধ সাদা বাংলোয় পিকনিক করুন। জল ও বিদ্যুৎ আছে। ভাড়া ২৫০-৩০০ একদিনের জন্যে। যোগাযোগ উমা স্টোর্স, বারুইপুর।

ডায়মন্ডহারবার

শিয়ালদহ থেকে 48 কিমি দক্ষিণে প্রাকৃতিক দৃশ্যে ঘেরা এক চমৎকার বেড়ানোর জায়গা। বেড়ানোর সঙ্গে অবশ্য পিকনিক জুড়ে থাকা চাই-ই। নদী এখানে সমুদ্রে মিলবার জন্য প্রশস্ত বক্ষ— বুকে ভাসছে জাহাজ, স্টিমার, মাছ ধরা নৌকো। চারপাশ মায়াময়। ট্রেন আর বাস আসছে সদাই। রেল স্টেশন থেকে 2 কিমি। ঘণ্টাখানেক সময় নেবে। ঘুরে দেখুন চিংড়িখালি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ— অতীতে ব্যারাকপুর থেকে গোরাসৈন্যরা বন্দুক ছোঁড়া অভ্যাস করার জন্য এখানে এসে থাকত। নদীর ধারে শ্রীচৈতন্যদেবের মন্দির, রোমান ক্যাথলিক চার্চ। স্টেশনের কাছে ভারত সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির।

এখানে থাকার জন্য ভালো ব্যবস্থা আছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্যটন দপ্তরের Sagarika Tourist Lodge (Ph: 255246) DAB ১২০-৪৪০ DAC ৬০০-৮৫০ ডর্মি ৮০ মাথাপিছু। বেনফিশ-এর ট্যুরিস্ট লজ গঙ্গাভবন, আছে সাধারণ, এসি ও ডর্মি প্রথায় থাকার ব্যবস্থা। এছাড়া সেচদপ্তরের DB (রিজা : EE, Canals Division, Irrigtion Department), জিলা পরিষদের DB (রিজা: Adm., Zilla Parishad, 24 Parganas, Alipur) ও বেশ কিছু হোটেল আছে।

রায়দীঘি : ট্রেনে এলে শিয়ালদহ থেকে চড়ে সরাসরি নামুন ডায়মন্ডহারবারে অথবা বাসে এলে কলকাতা থেকে সোজা রায়দীঘি চলে আসুন। খরচ পড়বে মাথা পিছু ৬০-৬৫ মত। সব মিলিয়েই। বাসে এলে এসপ্ল্যানেডে চড়ে (ছাড়ে 9 45, 10.45, 17.30, সময় নেবে 2 45 ঘণ্টা) গড়িয়া, নরেন্দ্রপুর, বারুইপুর, জয়নগর হয়ে। বাস ফিরছে রায়দীঘিতে 7.00, 13.30 এবং 14.30 ছেড়ে। এটি একটি ব্যবসাকেন্দ্র হলেও (অন্য পথ— দক্ষিণ বারাসাত, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর হয়ে) এখানের সৌন্দর্য অনবদ্য। বাস থামবে বাজারে- - এখানে একটু খেয়ে একটু এগিয়ে 'মণি' নদীর দিকে যান— জলের রঙে চন্দ্রকান্তমণি। পাশে কাঁচা রাস্তা শাড়ির পাড়ের মত। মণি নদীর বুকে নৌকোবিহার করুন ১৫-২৫ মধ্যে ঘণ্টা দুয়েক। একটু এগিয়ে পাবেন 'কলস'। ফিরে এসে খেয়ে নিন বিজয়া, মহামায়া বা পবিত্র হিন্দু হোটেলে মাছ দিয়ে। স্বাদু ও সস্তা। থাকতে হলে হোটেল বিজয়াতে থাকুন ৫০ ৭৫। ফেরার পথেও অনেকে ডায়মন্ডহারবার হয়ে আসেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা

আয়তন 9,960 বর্গকিমি; জনসংখ্যা 69,09,015; পুরুষ 69,09,015, মহিলা 33,44,774; জনসংখ্যার ঘনত্ব 694 প্রতি বর্গকিমিতে; শহরবাসী 15 77%।

কাকদ্বীপ

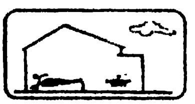
ডায়মন্ডহারবার থেকে সোজা দক্ষিণে হুগলি আর বুড়িগঙ্গা বা বড়তলা নদীর সঙ্গমের কাছে কাকদ্বীপে আসুন বাসে চড়ে। দূরত্ব 45 কিমি। কলকাতা থেকেও সোজা বাস আসছে 9.00, 10.15, 10 45, 12.30, 16 30, 18 30 ছেড়ে আড়াই ঘণ্টায়। গড়িয়া থেকে CSTC বাস সকাল 6.00, 6.30-এ ছাড়ে। কলকাতা থেকে দূরত্ব 95 কিমি। নামখানার বাসও আসছে এখান হয়ে। শিয়ালদহ থেকে ট্রেন ছাড়ছে 3-55, 5-05, 8-12, 12-50, 16-45, 17-28, 18-55। গঙ্গা, ইউক্যালিপ্টাস ও ঝিরিঝিরি ঝাউয়ের আনমনা বাতাসে আপনি উতলা হবেন।

থাকার জন্যে পাবেন PWD-র সাজানো বাংলো। কাকদ্বীপ থেকে আরো দক্ষিণে নামখানা। এখানেও IB আছে।

নামখানার দুপাশে দুই নদী— পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা, পূর্বে সপ্তমুখী। আর দক্ষিণে লোথিয়ান দ্বীপ।

বকখালি

পায়ের নীচে তার মূর্ছে বঙ্গোপসাগর। কলকাতা থেকে 132 কিমি। বাসে নামখানা আসুন। তারপর হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী পার হয়ে যান ফেরি নৌকোয়। আবার উঠুন বাসে। 1½ ঘণ্টা বাসে চড়ে এলেই বহুবাঞ্ছিত বকখালি। আর ডায়মন্ডহারবার থেকে রাত কাটিয়ে এলে গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে বকখালি— সে তো আরো রোমাঞ্চময়। বকখালি তার বালুকাময় তট, তার অগুনতি ঝিলিমিলি ঢেউ আর প্রাকৃতিক মধুর ঐকতানে আপনাকে করবে সম্বর্ধিত। সমুদ্র দেখে দেখে যাক না মুহূর্তগুলো ভেসে ভেসে ঐ ঢেউয়ে ঢেউয়ে। অথবা স্নান করে মেপে নিন সৌন্দর্য অথবা চোখের স্নিগ্ধতায় স্নান করুন সবুজ বনানীর মধ্যে। কাঁকড়া ধরবেন ছুটোছুটি করে। সেও শতেক মজার লুটোপুটি।



থাকার জন্যে আছে WBTDC-র Tourist Lodge (Ph. 225260) DAB ৩০০-৩৫০, ECO.DAB ২২৫ ডর্মি ৮০ মাথাপিছু (রিজা : Tourist Point, 3/2 BBD Bag), এখানে 1টি মিল ও ব্রেকফাস্ট বাধ্যতামূলক; পশ্চিমবঙ্গ ভূতলপরিবহনের হোটেল অমরাবতী (কটেজ)DB ২৫০-৩০০। Bay View Tourist Lodge ১৭৫-২২৫, ডর্মি ৫০; Balaka Lodge ১৫০-২২৫ ছাড়াও নানান হোটেল। আর রয়েছে Holiday Home (বইয়ের শেষে হলিডে হোমের তালিকা দেখুন)।

এখান থেকেই ঘুরে আসুন 2 কিমি দূরের ফ্রেজারগঞ্জ, জম্বুদ্বীপ অথবা হ্যালিডে দ্বীপে।

সাগর দ্বীপ

আর অবশ্যই সাগরদ্বীপে আসবেন। এর পরিচিতি অবশ্য গঙ্গাসাগর নামেই বেশি। 'সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার'— এখন অবশ্য আর সেই আগের ভীতি নেই যাতায়াতের। যা দুর্ঘটনা ঘটে, তা ঘটে মানুষের দোষেই। তবে মৈত্র মহাশয়েরা 'সাগরসঙ্গমে' যাবেন— এই বার্তা রটে গেলেই এখানে যাবার জন্যে সাজো সাজো রব ওঠে। 21°36' থেকে 21°56' উত্তর ও 88°2' থেকে A 88°11' পূর্বে অবস্থিত সাগর দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তের গ্রামটির নাম গঙ্গাসাগর। এর আয়তন 594 বর্গকিমি। লোকসংখ্যা প্রায় 60 হাজার। অনেকে বলেন, এখানে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল। তবে এটি যে এককালে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল প্রাচীন মন্দির এবং ভাঙা ইঁটের বাড়িগুলো তার প্রমাণ। 1688-র ভয়াবহ জল প্লাবনে এই দ্বীপ জনহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। 1808-এ এখানে একটি লাইট হাউস নির্মিত হয়। 1864-তে আবার প্রচণ্ড ঝড় হয়। পুনশ্চ এর নানা উন্নয়ন শুরু হয়েছে। জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ হচ্ছে।

গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমে অবস্থিত বলেই এর নাম গঙ্গাসাগর বা সাগরসঙ্গম। কপিল মুনি এখানে তপস্যা করেন। একদা তাঁর অভিশাপে সগর রাজার 60,000 পুত্র ভস্ম হয়ে যান। সগর রাজার প্রপৌত্র ভগীরথ তপস্যায় স্বর্গ থেকে গঙ্গা এনে তার বারিধারায় তাঁদের উদ্ধার করেন— এই পৌরাণিক আখ্যান এ স্থানের পবিত্রতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির সময় এখানে মকর স্নানের মেলা হয়। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে এখানে সমবেত হন। গঙ্গাসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে এখানে মন্দির আছে। সেখানে কপিল মুনি, সমুদ্র ও ভগীরথের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পুরনো মন্দিরটি জলমগ্ন হলে সেখানে আবার একটি নতুন মন্দির তৈরি হয়েছে 1947-এ। অনেক আগে কোনো কোনো সন্তানহীনা নারী সন্তান প্রার্থনা করে প্রথম সন্তান জন্মালে তাকে সাগরে অর্ঘ্য দেবেন— এই মানসিক করতেন। 1809-এ লর্ড ওয়েলেসলি এই জঘন্য প্রথা বন্ধ করবার জন্যে আইন করেন।



এখানে যাবার জন্যে এখন পথঘাট সুগম হয়েছে অনেক। (1) প্রথমে কলকাতা থেকে বাসে চড়ে 105 কিমি দূরের নামখানায় আসুন। বাস ছাড়ে কলকাতা থেকে 6.00 থেকে 10.00 পর্যন্ত ½ ঘণ্টা অন্তর, পরে 10.45, 11.00, 13.15, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 17.30 এবং 18.30। নামখানা থেকে ছাড়ে 5.00-9.00 পর্যন্ত 1 ঘণ্টা অন্তর, পরে 9.30-12.30 পর্যন্ত ½ ঘণ্টা অন্তর এবং 13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 17.00

18.00 এবং 19.15। সময় নেয় 2.45। নামখানা থেকে লঞ্চ যায় চেমাগুড়িতে। সেখান থেকে হাঁটতে হবে 1.5 কিমি পথ। পৌঁছান ছয়ের ঘেরি। সেখান থেকে বাস বা তিন চাকার ভ্যানে 9 কিমি গেলে মেলাপ্রাঙ্গণ। অনেকে চেমাগুড়ি থেকে বিশেষ পথে 6 কিমি মাত্র হেঁটে গিয়ে এখানে পৌঁছান। ডায়মন্ডহারবার থেকেও নামখানা বাসে আসা যায়। আবার কলকাতা থেকে বাসে কাকদ্বীপ আসুন (কাকদ্বীপ অংশ দেখুন)। দূরত্ব 91 কিমি। এখানে নদী পার হয়ে কচুবেড়িয়ায় নেমে 30 কিমি বাসে গেলে মেলা প্রাঙ্গণ।

যদি মেলার সময় যান তবে অনেক চেকপোস্ট পার হতে হবে। নিজের সঙ্গে অতি অবশ্যই জলের জায়গা এবং কলেরার ইঞ্জেকশন নিয়েছেন এমন সার্টিফিকেট রাখবেন নইলে ঐ চেক পোস্টেই আপনাকে 'সুঁই' দেওয়া হবে এবং তার পরিণাম ভ্রমণের পক্ষে সুখকর নয়।

ভাসা ওমর বিসর্ট গ্রামে বসে শহরের মজা যদি লুটতে চান তবে কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার রোডে মাত্র 19 কিমি দূরে ছবির মত এই কৃত্রিম শহরে একবার ঘুরে যেতে পাবেন, একা অথবা সদলে একটা পিকনিকের দিন ঠিক করে। এই ওমর ভিলেজ রিসর্ট গড়ে উঠেছে 8 একর জমিতে। এখানে আছে 26টি পিকনিক হাট — ভাড়া ১২৫-৩৫০ মধ্যে। 10 জন পর্যন্ত এখানে আরামে চড়ুইভাতি করতে পারেন। বেশি লোক নিয়ে গেলে বাড়তি ভাড়া লাগবে (রিজা: 135 ক্যানিং স্ট্রিট, কলকাতা, PH. 2235-1379 অথবা 197 ল্যান্সডাউন রোড, PH 2464-3185) এখানে সুইমিংপুল, চিলড্রেনস পার্ক, মিনি গলফ্ জগিং-ট্রেল, মাছধরা, রক গার্ডেন, ফুলের বাগান, শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘর ও রেস্তরাঁ সবই আছে।

সুন্দরবন

চলুন, এবার আমরা যাই সুঁদুরি কাঠের জঙ্গলে, যেখানে 'তেনারা' থাকেন— পৃথিবীর সেরা 'তেনারা' — যাঁদের নাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার। প্রায় 4,262 বর্গ কিমি ব্যাপী এমন বিশাল অরণ্য ও জলের সহাবস্থান আপনি আর কোথায় দেখতে পাবেন? শেষের দিকে ছোট দ্বীপে, জলাভূমিতে এমন একটা গড়ন হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের প্রান্তসীমায় যে মনে হয় যেন এক বিশাল নারকেলের পাতা বড্ড কাছ থেকে দেখছি। অসংখ্য নদী, উপনদী আর খালবিল-বাদা, বন সুন্দরবনের চরিত্র গঠন করেছে। সমুদ্রে মিলবে বলে নদী এখানে দুহাত বাড়িয়ে প্রশস্ততম হয়ে বয়ে চলেছে! নোনামাটির পাশে গড়ে উঠেছে ঘন জঙ্গল— মউলিরা তারই মধ্যে যাচ্ছে প্রাণ হাতে করে মধু-সন্ধানে— দক্ষিণরায়কে প্রণাম করে। পৃথিবীর আর কোথাও মোহনার মুখে এত বড় অরণ্য গড়ে ওঠেনি। এখানে কোনো বাঁধা পথ নেই, একমাত্র জলপথই একে অন্যকে যুক্ত করতে সমর্থ। প্রায় 54টি ছোট ছোট দ্বীপ সুন্দরবনের দেহ রচনা করেছে। 6 থেকে 12 ফুট (2-4 মিটার) উঁচু গরান বৃক্ষের পায়ে আছড়ে পড়ছে নোনা জল— তা পান করেই সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। হেঁতাল, ধুঁদল, সুন্দরী, কেওড়া, গেঁওয়া, গর্জন, কাঁকড়া গাছে পূর্ণ এই অরণ্যের কিনারের উপকূল অঞ্চল সুপারি, তাল আর নারকেল গাছে সমৃদ্ধ।

সুন্দরবনের আসল আকর্ষণ এর প্রকৃতি আর চিতল হরিণ, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, অজস্র সারস, বনবিড়াল, বন শুয়োর, বানর, বেজি, ভোঁদড় আর অজস্র কুমির। হাজারো পাখির আশ্চর্য চিড়িয়াখানা এই সুন্দরবন।

কলকাতা থেকে কোনো একদিন চড়ে বসুন ক্যানিংগামী ট্রেনে।

ক্যানিং লর্ড ক্যানিং-এর নামে যার নাম (যাঁর স্ত্রী লেডি ক্যানিং-এর নামে সেই বিখ্যাত মিষ্টির নাম লেডিকেনি)— কলকাতা থেকে মাত্র 40 কিমি— সুন্দরবনের প্রবেশ তোরণ। সময় নেবে ঘণ্টাখানেক মাত্র। লঞ্চ বা ভটভটিতে মাতলা-পুরন্দর পার হয়ে ডকঘাট। এখান থেকে অটো বা ভ্যান রিকশা বা বাসে সোনাখালি। এখান থেকে আবার ভটভটি করে আসুন বিদ্যাধরী তীরবর্তী গোসাবায়। তবে সুবিধাজনক CSTC-র বাসন্তীগামী বাসে বাবুঘাট থেকে সোনাখালি পৌঁছানো। সোনাখালি থেকে গোসাবা পৌঁছে, ভ্যান রিকশায় পাখিরালয় গিয়ে সেখান থেকে খেয়া ধরে মাতলা নদী পেরিয়ে সজনেখালি পৌঁছনো। গোসাবা থেকে সজনেখালি ভটভটি যায় দিনে মাত্র একবার। 13.00 ছেড়ে পৌঁছয় 16.00। দক্ষিণরায়, বনবিবি বা বড়মিঞাকে মনে মনে প্রণাম জানিয়ে সুন্দরবনের অভয়ারণ্যে প্রবেশ করুন। এই সংরক্ষিত অঞ্চলে ধীরে ধীরে বাঘের সংখ্যা বাড়ছে। সংখ্যা এখন প্রায় 270।

ক্যানিং, বাসন্তী, রায়দিঘি, ধামালানি থেকে এখানে বেড়াতে আসছেন নানা পর্যটক। 362 বর্গকিমি বিস্তৃত জায়গা নিয়ে এখানে গড়ে উঠেছে সজনেখালি পাখিরালয়। বর্ষাকালে এখানে 28-30 প্রজাতির হাজার হাজার পাখি এসে সুন্দরী, কেওড়া, গাছে বাসা বাঁধছে। পর্যটকদের দেখার সুবিধার জন্যে এখানে যেমন ওয়াচ টাওয়ার বা পর্যবেক্ষণ গম্বুজ আছে তেমনি আছে সজনেখালি,

সুধন্যখালি, নেতিধোপানি, হলদি প্রভৃতি স্থানে। আছে রাজ্য পর্যটন বিভাগের পর্যটন আবাস— Sajnekhali Tourist Lodge, (Ph 9118-236560) DAB ৩২৫, ডর্মি ২০০। এখানে বন বিভাগের কর্মীরা মুহূর্তে পর্যটকদের বন্ধু হয়ে ওঠেন। এখানের আর একটি দ্রষ্টব্য হল Mangrove Interpretation Centre-টি। এখানের অডিটোরিয়ামে দেখানো হয় ভিডিও ফিল্মে ধরে রাখা বন্যপ্রাণীদের প্রাত্যহিকী।

এখান থেকেই যেতে পারেন মাতলা নদী যেখানে সমুদ্র মিশেছে সেই **কলসদ্বীপে** মাতলা আর বিদ্যাধরী নদীতে নৌকো বেয়ে। গেলেই ইচ্ছে হবে পিকনিক সেরে নিতে। এই পথেই যেতে পারেন **হ্যালিডে দ্বীপ**। এটিও একটি অভয়ারণ্য। শীতের সময়ে এই দ্বীপে সমুদ্র থেকে কচ্ছপেরা আসে ডিম পাড়তে।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মোহনা-কুমির **প্রকল্পটি** যদি দেখতে চান তবে আপনাকে **ভগবতপুর কুমির প্রকল্প** দেখতে আসতেই হবে। এটি নামখানা থেকে জলপথে 20 কিমি মাত্র। ডিম থেকে এখানে বাচ্চা ফোটানো হচ্ছে— সে এক দারুণ মজার ব্যাপার। এই লোথিয়ান দ্বীপে ম্যানগ্রোভ বোটানিক্যাল গার্ডেন গড়ে তোলা হচ্ছে। এখান থেকে ধাক্কি ফরেস্টের মৎস্য প্রকল্পটিও ঘুরে নিতে পারেন। লোথিয়ানে একটি FRH আছে।

সুন্দরবন বেড়ানোর জন্য একটু বেশি খোঁজখবর

দূরত্ব . কলকাতা থেকে নামখানা— 105 কিমি সোনাখালি 100 কিমি, রায়দীঘি 76 কিমি, ক্যানিং 54 কিমি, নেজাট 92 কিমি।

সময় লাগে

নামখানা থেকে ভাগবতপুর কুমির প্রকল্প— 2½ ঘণ্টা; ভাগবত থেকে লোথিয়ান দ্বীপ— 15 মি, নামখানা থেকে সাগরদ্বীপ— 2½ ঘণ্টা নামখানা থেকে জম্বু দ্বীপ— 3½ ঘণ্টা। সোনাখালি থেকে গোসাবা— 1ঘণ্টা। সজনেখালি থেকে এরপর (2 ঘণ্টা)— সুধন্যখালি (40মি)। সজনেখালি থেকে বুড়ির ডাবরি (ব্যাঘ্র প্রকল্প) - 5 ঘণ্টা, সজনেখালি থেকে পাঁচমুখানি— নেতিধোপানি— 3½ ঘণ্টা, সজনেখালি থেকে হ্যালিডে দ্বীপ— 3 ঘণ্টা, বায়দীঘি থেকে কলস -- 5 ঘণ্টা।

কাটাখালিতে যে ব্রিজ তৈরি হচ্ছে তা সম্পূর্ণ হলে উত্তর 24 পরগনার দিক থেকেও সুন্দরবন আসা সহজ হয়ে যাবে। হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ হয়ে নদী পেরলেই সুন্দরবন। হাসনাবাদে সরকারি উদ্যোগে যাত্রীনিবাসও তৈরি হচ্ছে। এদিক দিয়ে যেতে হলে বসিরহাট রেঞ্জের বাগনা সদর দপ্তর থেকে অনুমতি পত্র নিতে হবে।

নিয়মকানুন . এমনিতে বেড়াতে গেলে অনুমতির প্রয়োজন না থাকলেও বেশ কয়েকটি স্থান এবং প্রকল্প দেখার জন্য আপনাকে আগেভাগে অনুমতি নিতে হবে। যেমন ব্যাঘ্র প্রকল্প বা সজনেখালি পাখিরালয়। অনুমতি পাবেন · Field Director, Project Tiger, P.O. Canning, Dt. 24 Parganas। অন্য স্থানগুলিতে বেড়ানোর জন্য D.F.O., 24 Parganas, 35 Gopalnagar Road, Kolkata 27 (Ph 2445-1037) এর কাছ থেকে অনুমতি নিন। বিদেশী পর্যটকদের অনুমতি নিতে হবে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের Forest & Tourism Department থেকে। ক্যামেরা নিয়ে যেতে হলে প্রতিদিন ৫ দিতে হবে।

সুন্দরবনে যাঁরা বেড়াতে যেতে চান— তাঁদের পক্ষে সুবিধাজনক হচ্ছে পর্যটন বিভাগের ব্যবস্থাপিত সফরে যাওয়া। তাঁরা ট্যুরিস্ট কোচে এবং তাঁদের বিখ্যাত মধুকর স্টীমারে করে নিয়ে যাবেন। এছাড়াও আছে লঞ্চ সফর— এম ভি সর্বজয়া ও এম ভি চিত্ররেখা লঞ্চে করে। সরকারি লঞ্চ ছাড়া প্রাইভেট লঞ্চও পাবেন এসব স্থানে যাবার জন্যে। ফেরার পথে ঘুটিয়ারি শরীফও ঘুরে আসতে পারেন দরগা শরীফ দেখতে।

ব্যবস্থাপিত সফরে সুন্দরবন

একদিনের ভ্রমণে যাচ্ছে— কলকাতা থেকে নামখানা-ভাগবতপুর কুমিরপ্রকল্প-লোথিয়ান দ্বীপ,

- নামখানা-সাগরদ্বীপ কপিল মুনির মন্দির;
- সোনাখালি-সজনেখালি পাখিরালয়-সুধন্যখালি ব্যাঘ্র স্তম্ভ।
- দু-দিনের ভ্রমণে যাচ্ছে কলকাতা বাসন্তী সুধন্যখালি সজনেখালি-নেতিধোপানি [এক রাত্রি বাস]।
- তিনদিনের ভ্রমণে যাচ্ছে— [দুরাত্রি বাস] কলকাতা-বাসন্তী-সুধন্যখালি সজনেখালি বুড়ির ডাবরি-পাঁচমুখানি-নেতিধোপানি-সিজনেখালি

সাগর মেলার সময় বিশেষ সফর যাচ্ছে দুদিনের জন্য সাগর দ্বীপে।

- প্রাইভেট লঞ্চের জন্য যোগাযোগ : ম্যানেজার সজনেখালি ট্যুরিস্ট লজ। লঞ্চ ও ভুটভুটি পাবেন নামখানা, ক্যানিং, রায়দীঘি, সোনাখালি এবং গোসাবা থেকে।

আবার ফিরে আসি কলকাতা থেকে

বর্ধমানের দিকে। প্রথমে ঘুরে আসি দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জনে। তারপর যাব আমরা বর্ধমান পার হয়ে সাহেবগঞ্জ লুপ লাইন ধরে। তারপর ঐ পথেই দূরে আরো দূরে পাহাড়ে পাহাড়ে।

কুলীনগ্রাম

পাণ্ডুয়া থেকে বর্ধমানের দিকে এগিয়ে মেমারি রেল স্টেশনে নেমে খানপুর মালম্বা ভায়া জৌগ্রামের (হাওড়া কর্ড লাইনে জৌগ্রাম স্টেশনে নেমেও বাস ধরে যেতে পারেন।) বাস ধরে মেমারি থেকে 9 কিমি দূরে রানাপাড়ার মোড়ে নেমে 1 কিমি মেঠো পথে হেঁটে সিঁড়ি বাঁধানো পুকুর আর ছোট ইটের বড়-বড় ভাঙা বাড়ির প্রাচীনত্ব পার হয়ে কালীতলাকে পিছনে রেখে রানাপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ রাধা গোবিন্দ মন্দির দেখুন। তারপর পৌঁছে যান কুলীনগ্রামে। কুলীনদের বাসস্থান এই গ্রামে। এই গ্রামের গুণরাজ খাঁ উপাধিপ্রাপ্ত মালাধর বসু 1480-তে রচনা করেছিলেন প্রথম যুগের বিখ্যাত বাংলা কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'— চৈতন্যদেবের ভাষায় (দ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) — 'কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়, শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়।' সেই ভিটা আজ বৈষ্ণবতীর্থ। এই বংশেরই সন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র। হাটখোলার দিকে এগিয়ে দেখুন কালু রায়ের প্রস্তরখণ্ড, প্রাচীন দেবী মা শিবানী মন্দিরে পাথরের শিয়াল দেবতা, 300 বছরের প্রাচীন মন্দির রামনাথ শিব, ধ্বংসপ্রাপ্ত রঘুনাথ মন্দির — তার ডান দিকে জগন্নাথ মন্দির ও রথ। মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার বিগ্রহ অষ্টধাতুর। রথে খুব উৎসব হয়। বারোয়ারি তলায় শিবমন্দিরে রক্ষাকালীর মৃন্ময়ী মূর্তি, একটু এগিয়ে এখানের বৃহত্তম, সুন্দরতম ও প্রাচীনতম 40 ফুট (25 মিটার) উঁচু গোপাল মন্দির— ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের মত। বৌদ্ধ প্রভাব এই গ্রামের যত্রতত্র, বিশেষত নিকটেই জামালপুরে। এখানে বুড়োরাজের মন্দিরে বুদ্ধ পূর্ণিমায় বিশাল উৎসব হয়। আর বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইনেই, জৌগ্রাম থেকে একটু এগিয়ে আশাপুর। এর আসলপুরায় সপ্তদেউল আশাপুর। বর্ধমান-তারকেশ্বর বা মেমারি-তারকেশ্বর বাসেও এখানে আসা যায়। বাস স্ট্যান্ডের কাছে শিবমন্দির। হাটতলা পেরিয়ে দেউলপোতা গ্রাম। দূর থেকেই দেখতে পাবেন দেউলের চূড়া। সবটাই এখন ইটের ঢিবি। সরকার 'সংরক্ষিত স্থান' বলে নোটিশ দিলেও কেউ মানেন না। বিশাল দেউল--- ভাঙা দেউলে কোনো দেবতা নেই।

বর্ধমান

বর্ধমান হাওড়া থেকে মেন লাইনে 95 কিমি। লোকাল, মেল, এক্স আসছে সর্বদা। বর্ধমানে বাস আসছে নানা দিক থেকে। কলকাতা, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বরাকর, আসানসোল, দুর্গাপুর, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, আরামবাগ, কাটোয়া, কালনা প্রভৃতি স্থান থেকে বাস এসে স্টেশন থেকে একটু দূরে তিনকোনিয়া বাস স্ট্যান্ডে উপস্থিত হচ্ছে।

বলা হয়ে থাকে এখানে মহাবীর বর্ধমান জৈন ধর্ম প্রচার করতে আসেন, সেজন্য নাম হয়েছে বর্ধমান। তবে বর্ধমানভুক্তির ইতিহাস আরো প্রাচীন। জেলাটি গুপ্ত ও সেন রাজাদের অধীন ছিল। এই জেলার রানিগঞ্জ অঞ্চল কয়লা উৎপাদনে ও দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চল শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিচিত। শহরের বুক চিরে চলে গেছে জি টি রোড। জি টি রোড ধরে কলকাতার দিকে মুখ করে ½ কিমি এগোতেই ডান হাতে পড়ে কার্জন গেট বা বিজয়তোরণ। এর মধ্যেই শহরের প্রধান বাজারটি অবস্থিত। এই রাস্তার নাম বি সি রোড। এই রাস্তা ধরে ক্রমাগত সোজা গেলে দেখতে পাবেন বর্ধমান রাজবাড়ি। এর নানা অংশে রয়েছে সরকারি অফিস, উদয়চাঁদ মহিলা কলেজ এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসগুলি। রাজবাড়ির সামনে দিয়ে যে-রাস্তা গেছে— সেটি সোজা গেছে কৃষ্ণসায়রের পাশ দিয়ে গোলাপবাগে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন হয়ে থাকে। বিশাল মেহগনি আর দেবদারু গাছের ফাঁকে-ফাঁকে গড়ে উঠেছে প্রাচীন প্রাসাদের পাশে নতুন বাড়ি। চারপাশে পরিখা--- তারই মধ্যে একস্থানে বিজয়বিহার। জি টি রোড ধরেও এখানে আসা যায় রেল স্টেশন থেকে।

বর্ধমান জেলা

আয়তন 7,024 বর্গকিমি; জনসংখ্যা 69,19,698, পুরুষ 36,02,675, মহিলা 33,17,023, জনসংখ্যার ঘনত্ব 985 প্রতি বর্গকিমিতে; শহরবাসী 37.18%।

গোলাপবাগের সামনেই মহারাজ বিজয়চাঁদ মহাতাবের সমাধি এবং ডিয়ার পার্ক। রাজবাড়ির সামনে দিয়ে একটু এগিয়েই বিখ্যাত শাক্ত কবি ও সাধক কমলাকান্ত-পূজিত কালীবাড়ি। পীরবাহারামে নুরজাহানের প্রথম স্বামী শের আফগানের কবর। মোগল সম্রাটদের

মধ্যে শাজাহানই কেবল এখানে এসেছিলেন। আলমগঞ্জে রয়েছে জাহাঙ্গিরের বৈমাত্রেয় ভাই কুতবউদ্দিনের কবর, খক্কর সাহেবের সমাধি। শহরের মাঝখানে শহরের পূজ্য দেবী সর্বমঙ্গলার মন্দির। আলমগঞ্জে বাবা বর্ধমানেশ্বর— এত বড় গৌরীপট্ট পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও দেখবেন না। গোলাপবাগ থেকে বের হয়ে জি টি রোড ধরে দুর্গাপুরের দিকে একটু এগিয়ে বর্ধমান-গুসকরা রোডের ওপর নবাবহাটে 108 শিবমন্দির। শিবরাত্রিতে এখানে বিরাট উৎসব হয়। এই রাস্তা ধরে তালিত স্টেশনের দিকে এগোলেই তালিত গড়ের দুর্গ। বর্গী হাঙ্গামা-কালে এখানে রাজপরিবার আশ্রয় নিতেন। একটু দূরে কাঞ্চননগর— এখানের কাঁচি-ছুরি একদা ভারতবিখ্যাত ছিল। এখানে রয়েছে কড়চার কবি গোবিন্দদাসের ভিটা।

বর্ধমানে থাকার জন্য রয়েছে স্টেশনের কাছেই অন্নপূর্ণা হোটেল, বাস স্ট্যান্ডের কাছেই নটরাজ হোটেল, আরতি সিনেমা-গলিতে হোটেল কল্যাণী, স্টেশনের উলটোদিকে জেলাশাসকের বাংলোর কাছে বর্ধমান ভবন ইত্যাদি। বর্ধমানে এলে সীতাভোগ মিহিদানার স্বাদ নিতে ভুলবেন না। তবে শহরের ভিতরের দোকান থেকে কেনাই ভাল হবে।

দুর্গাপুর

হাওড়া থেকে দুর্গাপুর রেলপথে 171 কিমি। ট্রেন আসছে 6.15 ছেড়ে ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্স 9.05, শিয়ালদহে 5.45 ছেড়ে মজফ্ফরপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার 9.59 এবং 11.45 ছেড়ে জম্মু-তাওয়াই এক্স 14.52; হাওড়ায় 9.40 ছেড়ে উদয়ন এক্স 12.47, 13.15 ছেড়ে অমৃতসর এক্স 16.59, 13.00 ছেড়ে পূর্বাচল এক্স (সোম বৃ শ) 16.01, 15.15 ছেড়ে শিপ্রা এক্স (কেবল বুধ, সোম, বৃহ) 18.09, ঐ সময়েই চম্বল এক্স (ম বৃ ব শু), 16.00 ছেড়ে মিথিলা এক্স 19.23, কোলফিল্ড এক্স 17.15, ছেড়ে 19.36; 20.35 ছেড়ে দুন এক্স 23.52 মিনিটে। বাস আসছে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে। এমনকি প্রতিবেশী বিহার রাজ্য থেকে।

দুর্গাপুর আগে একটি গ্রাম মাত্র ছিল—এখন শিল্পকেন্দ্র হিসাবে গৃহীত হওয়ায় ভারতের এই রূঢ় অঞ্চলটি অগ্রগণ্য শিল্পনগরীতে পরিণত হয়েছে। এখানের কোক ওভেন প্রজেক্ট 1959-এ চালু হয়েছে। এখান থেকে উৎপন্ন গ্যাস 176 কিমি পাইপ লাইন দিয়ে কলকাতায় চালান দেওয়া হয়। এখানের দ্রষ্টব্যগুলির মধ্যে দামোদর নদীতে 692 মি. (2,271 ফুট) লম্বা দুর্গাপুর ব্যারেজটি রয়েছে। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টটি দেখার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। বিভিন্ন স্থানে লেক, পার্ক, টয় ট্রেনের ব্যবস্থা হয়েছে।

থাকার জন্যে WBTDC-র Durgapur Pathik Motel (Ph:2546399/2545768) DAC ৭০০-৮০০; Annexe-এ DAB ৮০০, DAC ৭০০। আর আছে প্রধান বাস রাস্তার ওপর স্টেশন রোডে Sweet Grill Boarding House, স্টিল প্ল্যান্টের কাছে Kwality Hotel, সিটি সেন্টারে Peerless Inn (Ph: 2546601) ৭০০-১২৫০; স্টেশনের কাছে Durgapur Lodge, নাচন রোডে Qaiser Hotel, YH ইত্যাদি।

আসানসোল

এটিও একটি শিল্প-বাণিজ্যনগর। যানবাহনের জন্য দেখুন দুর্গাপুর। এখান থেকে একটু দূরে গৌরাঙ্গপুরে 200 বছরেরও বেশি পুরনো ইছাই ঘোষের ইঁটের তৈরি দেউল, কাঁকসায় শ্যামারূপার গড়, রাজগড় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি দেখে আসতে পারেন। 1, কিমি দূরে কাঁকসা থানায় রয়েছে কাজী নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়া। এখন সেখানে একটি নজরুল একাডেমি গড়ে উঠেছে। এখান থেকেই যেতে পারেন 25 কিলোমিটার দূরের সুপরিকল্পিত শিল্পনগরী চিত্তরঞ্জনে। স্বাধীনতার পরেই এখানে রেল ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হয় (1947-48)। স্থানটি চিত্তরঞ্জন দাশের নামে নামাঙ্কিত। Administrative Officer-এর অনুমতি নিয়ে কারখানা দেখতে পারেন।

এখান থেকেই ঘুরে নিতে পারেন DVC-র দুটি প্রকল্প— মাইথন ড্যাম ও পাঞ্চেত ড্যাম। আসানসোল থেকে সড়কপথে মাইথনের দূরত্ব 24 কিমি।

থাকার জন্য আসানসোলে Hotel Asansol International ৮৫০-১৩০০; Hotel Atithi ২০০-৫০০; Hotel Classic ২০৫-৪৯৯, ছাড়াও নানান হোটেল আছে। চুরুলিয়াতে আছে Youth Hostel।

কাটোয়া

হাওড়া থেকে কাটোয়া বি এ কে লুপ ধরে নবদ্বীপের

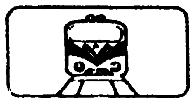
ওপর দিয়ে 144 কিমি, নবদ্বীপ থেকে 39 কিমি (ট্রেনের সময়ের জন্য দেখুন নবদ্বীপ)। বর্ধমান ও সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনের আমেদপুর স্টেশন থেকে ছোট লাইনের ট্রেন ধরেও এখানে আসা যায়। কলকাতা, বর্ধমান, নবদ্বীপ, বোলপুর, নানুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান থেকে বাসযোগেও এখানে আসা যায়। গঙ্গার সঙ্গে অজয় নদ এখানে এসে মিলেছে। এখানে চৈতন্যদেব দ্বিতীয়বার দীক্ষা গ্রহণ করেন কেশব ভারতীর কাছে। এখানে দর্শনীয় গৌরাঙ্গ বাড়ি, নামপ্রকাশ স্থান, কেশব ভারতীর সমাধি, মাধাইতলা (এখানে অখণ্ড কীর্তন হয়), গুরুকুঞ্জ। জগাই-মাধাইয়ের বাড়ি মাধবী তলায়। থাকার জন্য আছে কাটোয়া পৌরসভা পরিচালিত 'শ্রাবণী লজ' মণ্ডল পাড়ায়। কাছারি রোডে বিলাসবহুল হোটেল অশোক লজ। স্টেশন রোডে নিরালা, দীনবন্ধু হোটেল, সম্রাট হোটেল, কোর্টের সামনে অন্নপূর্ণা বোর্ডিং, সিদ্ধেশ্বরী প্রভৃতি। হোটেল DB এবং মাধাইতলায় যাত্রীনিবাস আছে থাকার জন্যে।

বর্ধমান-কাটোয়া ছোট লাইনের ছোট স্টেশন নিগন বা কৈচরে নেমে 3 মাইল হেঁটে অথবা কাটোয়া থেকে বর্ধমান আসার সময় বাসে কৈচরে নেমে যেতে পারেন ক্ষীরগ্রামে। এটি একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম। এখানে দেবীর ডান পায়ের আঙুল পড়েছিল। দেবী যুগাদ্যা (স্থানীয় উচ্চারণে যোগাদ্যা) উমা বা মহিষমর্দিনী দুর্গা, ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক। ইনি মূলত জলতলবাসিনী এক বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী। বর্তমানে একটি দশভুজা দুর্গামূর্তি সারা বছর ক্ষীরদীঘির জলে ডোবানো থাকে। বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিনে তাঁকে তুলে এনে পূজা করা হয় ঘাটের পাশের মন্দিরে এবং আবার জলে রেখে আসা হয়। গ্রামের মধ্যে দেবীর অন্য মন্দিরটির পাশে টিপির ওপর ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক শিবের মন্দির। 1,000 বিঘা আয়তনের ধামাস-দীঘিটিও দেখবার মত।

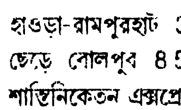
কাটোয়া থেকে বাসে চড়ে 16 কিমি গিয়ে অজয় নদের তীরে কেতুগ্রাম। একেও অনেকে অন্যতম শক্তিপীঠ বলে দাবি করেন এবং বলেন দেবীর বাম বাহু এখানে পড়েছিল। দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক। অন্যটিতে দেবী এখানে ফুল্লরা (এই নামে বীরভূমে মন্দির দ্রষ্টব্য)। থাকার জন্যে যাত্রীনিবাস আছে। কাটোয়া থেকে 19 কিমি দূরের নিবোল গ্রামে নেমে অট্টহাসও ঘুরে আসতে পারেন দেবী অট্টহাস কালীকে দেখে। কাটোয়ার কাছেই সুখ্যাত উদ্ধারণপুরের মহাশ্মশান, লেখক অবধূত যাকে চিরস্থায়িত্ব দিয়ে গেছেন। চৈতন্য-ভক্ত দিবাকর দত্ত বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়ে উদ্ধারণ দত্ত হন। তাঁরই নামে এই মহাশ্মশান— চিতা সদাই বহ্নিমান। বলরাম মন্দিরে সুবাহু দর্শন করুন এখানে। সিঙ্গি গ্রামে গিয়ে কাশীরাম দাসের জন্মস্থানও দেখে আসতে পারেন কাটোয়া থেকে।

এবার আবার চলুন কলকাতায় ফিরে যাই। কলকাতা থেকে হাওড়া অথবা শিয়ালদা থেকে ট্রেনে করে বোলপুর স্টেশনে নেমে শান্তিনিকেতন ও বীরভূম জেলার নানান জায়গা ঘুরে দেখি। তারপর মুর্শিদাবাদ, মালদহ হয়ে যাব উত্তরবঙ্গের দিকে।

শান্তিনিকেতন



হাওড়া থেকে শান্তিনিকেতনে যেতে হলে নামতে হবে বোলপুর স্টেশনে। ট্রেন যাচ্ছে সকাল থেকে হাওড়া-মজঃফরপুর প্যাসেঞ্জার, শান্তিনিকেতন এক্স, দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, শিয়ালদহ-রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার, দার্জিলিং মেল, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, মোগলসরাই এক্স, গয়া প্যাসেঞ্জার। বর্ধমান থেকে আরো কয়েকটি লোকাল ট্রেন যাচ্ছে। হাওড়া-রামপুরহাট 3017 গণদেবতা এক্সপ্রেস 6.05 ছেড়ে বোলপুর 8.56, রামপুরহাট 10.20। 3015 শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস 10.00 ছেড়ে বোলপুর 12.25। হাওড়া-রামপুরহাট 3011 ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস 14.55 ছেড়ে বোলপুর 17.42, রামপুরহাট 19.05। বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার 16.40 ছেড়ে 19.52 কাঞ্চনজঙ্ঘা শিয়ালদহ 6.25 ছেড়ে 9.38, শিয়ালদহ-এন. জে. পি. এক্স (ম ব 9.00 ছেড়ে 11.26। বাস আসছে এখানে নানাদিক থেকে— দুর্গাপুর, দীঘা, রামপুরহাট, আসানসোল, বরাকর, নানুর, ইলামবাজার, পানাগড়, জয়দেব-কেন্দুলি, দুবরাজপুর, সিউড়ি, কীর্ণাহার প্রভৃতি স্থান থেকে। বোলপুর স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতন 3 কিমি। রিক্সাতেই যেতে হবে। চৌরাস্তা থেকে দুটো পথ বের হয়েছে— বাঁ দিকের পথটি গেছে শ্রীনিকেতনের দিকে, ডান দিকেরটি শান্তিনিকেতনে।



থাকার জন্যে WBTDC-র Shantiniketan Tourist Lodge (Ph : 252699/398) DAB ৩০০-৪৫০, DAC ৮০০-৯৫০, ACDlx ১১০০, ডর্মি ৮০, মাথাপিছু। ঠিক এর উলটোদিকেই Bolepur Lodge DAB ১৫০-২২৫, DAC ৪২৫, স্যুইট ৩৭৫। এছাড়া আছে স্টেশনের কাছেই অদ্বৈত লজ। যেখান থেকে শ্রীনিকেতনের পথ বেঁকে গেছে সেই চৌরাস্তার কাছে

মহামায়া হোটেল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের Ratan Pally GH, Purbapally GH, International GH ও Foreigners' GH—এসবের মধ্যে সাধারণের থাকার জন্য কেবল পূর্বপল্লী গেস্ট হাউস। রিজার্ভেশনের জন্য বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। থাকা ও খাওয়ার জন্য এখানে প্রচুর হোটেল, লজ, গেস্ট হাউস ইত্যাদি হয়েছে। উল্লেখযোগ্য হল Chhuti Holiday Resort ৪৬৫। এছাড়া চিত্রালী লজ, মনোরম লজ, কবিগুরু লজ, ঘরেবাইরে লজ, প্যারাডাইস লজ প্রভৃতি। আর আছে PWD DB, জেলা পরিষদ বাংলো, RR, PHE ও CESC GH প্রভৃতি।

1863-তে রবীন্দ্রনাথের দু-বছর বয়সের সময় দে[illegible]পুরের জমিদারদের কাছ থেকে 20 বিঘা জমি কিনে নিয়ে এর পত্তন হয়। কাছেই ভুবনডাঙার মাঠ। এখানে প্রথম একতলা দালানবাড়ি 'শান্তিনিকেতন' তৈরি করেন দেবেন্দ্রনাথ 1864-তে। পরে রবীন্দ্রনাথ 1901-এ এখানে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়। পরে তারই নাম হয় 'পাঠভবন'। দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু 1905-এ। বিশ্বভারতী সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় 23 ডিসেম্বর 1921। অনন্তর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয় 14 মে 1951। পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ মানুষ এখানে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সূত্রে এসেছেন। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এর মূল স্থপতি।

শান্তিনিকেতন দেখুন এই ভাবে :

ভুবনডাঙা মাঠকে বাঁয়ে রেখে বড় পুকুরটি পার হয়ে বোলপুরের দিক থেকে শান্তিনিকেতনে ঢুকলেন আপনি। এখানেই ট্যুরিস্ট বাস স্ট্যান্ড। বাঁদিকের সরু রাস্তা দিয়ে ঢুকলে পাবেন 'নিচু বাংলো'। এখানে রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বাড়িতে থাকতেন তার নাম 'দ্বিজবিরাম'। ওটি দেখে ওই রাস্তা দিয়েই আবার বের হয়ে বড় রাস্তাটিতে ফিরে এসে উত্তরমুখে একটু এগোলেই দেখবেন বাঁ দিকে একটা বড় গেট আর ডান দিকে অর্থাৎ পূর্ব দিকে একটা রাস্তা চলে এসেছে সোজা। তার দুধারে গাছের সারি — একেবারে প্রান্তিক স্টেশন পর্যন্ত সোজা পূব মুখে। এই রাস্তার প্রথমেই বাঁদিকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, পরে পরে PRO অফিস, গেস্ট হাউস। ডান দিকে কেন্দ্রীয় অফিস— এখানেই রেজিস্ট্রার, উপাচার্যরা বসেন। এই রাস্তারই প্রায় শেষের দিকে উপাচার্যের বাসভবন।

আবার ফিরে আসুন মূল রাস্তায়। এবার ঢুকুন ঐ মেন গেট দিয়ে। এখানে বাঁ দিকে প্রথমেই হিন্দিভবন, পরে চীনাভবন, ডানদিকে বিদ্যাভবন। এর পরে দেখুন রবীন্দ্রনাথের বাড়ি 'দেহলি', 'নতুন বাড়ি'। দেখুন শালবীথি এবং বিখ্যাত 'আম্রকুঞ্জ'— যেখানে সমাবর্তন উৎসব হয়। এবার ঐ রাস্তা দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে আসুন 'ছাতিমতলা'— যেখানে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রাণের আরাম'-এর সন্ধান পেয়েছিলেন। 7 পৌষ তিনি দীক্ষিত হন। তারই স্মরণে তো এখানের পৌষ মেলা।

ছাতিমতলার সামনে দাঁড়িয়ে ডান হাতি যে বড় বাড়িটি দেখবেন সেটিই 'শান্তিনিকেতন' বাড়ি। এই বাড়ির সামনেই সুখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্কর বেজের তৈরি 'বিমূর্ত ভাস্কর্য'। এর কাছে এগোলেই (প্রধান রাস্তা দিয়ে এসে বাঁদিকে ঘুরে পোস্ট অফিসের প্রায় সামনে দিয়ে যে রাস্তা ঘুরেছে, তার বাঁদিকে 'তালধ্বজ'— মাঝখান থেকে তালগাছ উঠেছে— বাড়ি পেরিয়েও এই) শান্তিনিকেতন উপাসনা মন্দির— কাঁচের ঘর দেখতে পাবেন। এর ভিত্তিতে একটি তারিখযুক্ত তাম্রফলক, পঞ্চরত্ন, প্রচলিত মুদ্রা, সেই মাসের তত্ত্বোধিনী পত্রিকা ও সেই দিনের স্টেটসম্যান পত্রিকা স্থাপিত হয়। আগের মতই প্রতি বুধবার এখানে উপাসনা হয়। বুধবার সেজন্যই শান্তিনিকেতন বন্ধ। মঙ্গলবার অর্ধদিবস। এ দুটি দিন বাদ দিয়েই আসুন।

মন্দিরের কাছেই, রেলওয়ে বুকিং-এর সামনে আছে তিনপাহাড়, গাছে গাছে ভরপুর। কিশোর রবীন্দ্রনাথ এখানে ঘুরে বেড়াতেন। শালবীথিতে ঢোকার মুখে দেখেছেন 'দেহলি'। পরে 'নতুন বাড়ি'। দেহলি বাড়িতে এখন খুব ছোটরা পড়াশুনো করে— রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর স্মৃতি নিয়ে। শালবীথিতেই অনেকগুলি বাড়ি ছিল— এখন নেই। আম্রকুঞ্জ পার হয়ে সন্তোষালয়ে এখন শিশুদের ছাত্রাবাস। এর দেওয়ালে সে যুগের শিল্পীদের আঁকা ছবি। এর কাছেই 'ঘণ্টাতলা'। আগে এখানের পিতলের ঘণ্টাধ্বনি দিয়ে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাজীবনের নানা পর্ব সূচিত-সমাপ্ত হত। এর কাছেই রবীন্দ্রনাথের অকালমৃত কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের নামে শমীন্দ্র পাঠাগার।

এবার দেখুন বিস্তৃত 'গৌরপ্রাঙ্গণ'— প্রাক্তন শিক্ষক গৌরগোপাল ঘোষের স্মরণে যার নামকরণ। এখানেই জমে ওঠে আনন্দবাজার এবং বসন্ত উৎসবের আনন্দ। এই প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকেই একতলা বাড়ি সিংহসদন। এখানেই রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড প্রদত্ত ডি লিট উপাধি দেওয়া হয়। বাড়িটির স্থাপত্য দেখে আপনার ভাল লাগবে। এর দুপাশে দুটি তোরণ— পূর্ব ও পশ্চিম তোরণ। এখানেই রয়েছে শান্তিনিকেতন স্কুল বা বিদ্যালয় পাঠভবন। এই দপ্তর ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে একটু দূরেই

কোনাকুনি মাটির তৈরি চালাঘর— নাম চৈত্য। আগে সবটাই মাটির ছিল। সিমেন্ট ব্যবহার করতে হয়েছে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে।

বীরভূম জেলা

আয়তন 4,545 বর্গকিমি; জনসংখ্যা 30,12,546, পুরুষ 15,45,765, মহিলা 14,66,781; জনসংখ্যার ঘনত্ব 663 প্রতি বর্গকিমিতে; শহরবাসী 8.58%।

এর একটু দূরেই দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পত্নী কমলা দেবীর স্মরণে **'দিনান্তিকা'**। এখানেই বসতো 'চা চক্র'। চৈত্য থেকে পশ্চিমমুখে গেলে শ্রীসদন ও অন্যান্য যাত্রীনিবাস। আর তার ডান দিকে **সংগীতভবন** ও **কলাভবন**; এখানের গাছপালা ও শিল্পকর্ম মুগ্ধকর। কলাভবন চত্বরে ঢোকার আগে দেখতে পাবেন মাটি ও আলকাতরা দিয়ে তৈরি **'কালোবাড়ি'**— এখন কলাভবনের ছাত্রাবাস— নন্দলাল বসুর শিল্পকর্মের স্মৃতিচিহ্ন।

এবার চলুন **উত্তরায়ণ-অঞ্চলে**। এখানের গেটে ঢোকার আগে আপনার জিনিসপত্র সব ডান দিকের অফিসে জমা দিন। তারপর একে একে দেখুন রবীন্দ্রনাথের বাসভবন **'উদয়ন'**, তার পশ্চিমে খোলামেলা বাড়ি **'কোনার্ক'**, তারপরে একসময়ে আগাগোড়া মাটির তৈরি **'শ্যামলী'** বাড়ি। এখানে দেখুন রামকিঙ্কর বেজের সৃষ্টি সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীর মূর্তি। শ্যামলীর পাশেই **'পুনশ্চ'**— নিচু ছাদের ছোটো বাড়ি। তারপরেই **'উদীচী'**। উদয়ন বাড়ির পিছনে গিয়ে দেখুন রথীন্দ্রনাথের সাধের সৃষ্টি বাগানটি। **'চিত্রভানু'** এদেরই স্মৃতি বহন করে চলেছে।

'উত্তরায়ণে' ঢুকবার মুখে **'বিচিত্রা'** আর 'মালঞ্চ'। **'বিচিত্রা'** ভবনে সবাইকে যেতে হয়। পাঠানুরাগী যান এখানের গ্রন্থাগার এবং আর্কাইভস্ ব্যবহার করতে। এখানে সংরক্ষিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারের অজস্র পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র ও নানা স্মৃতিচিহ্ন। আছে নোবেল পুরস্কারের মেডেলটি সহ আরো নানা দ্রব্য—যা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করতেন ও উপহার হিসাবে পেয়েছেন।

শ্রীনিকেতন

এবারে চলুন যাই শ্রীনিকেতনের পথে বাঁয়ে চিত্র যাদুঘর 'নব-নন্দন' দেখে, রামকিঙ্করের, অনবদ্য সৃষ্টি 'সাঁওতাল পরিবার' (1938), 'মিল কল' (1956) ও 'হার্ভেস্টার' (1943) দেখতে দেখতে। উপাসনাগৃহ দেখে পশ্চিমমুখী এই রাস্তা প্রায় 3 কিমি এগিয়ে শ্রীনিকেতনে এসেছে। মাঝে একবার **'ডিয়ারপার্ক'** দেখে নেবেন। খোলা বুধবার ছাড়া 10.00-16.00। প্রবেশ মূল্য ৫ (ছাত্র-ছাত্রী ১) ও সঙ্গে ক্যামেরা থাকলে তার জন্য আলাদা ফি লাগবে। তারপর **পিয়ার্সন পল্লি, অ্যান্ড্রুজ পল্লি** পার হয়ে **বিনয়ভবনকে** (শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ) ও **কালীসায়রকে** চোখে দেখে শ্রীনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের পল্লি ভাবনার সাক্ষী হয়ে যান। এর কাজ শুরু করেন তিনি 1922-এর 6 ফেব্রুয়ারি তারিখে। ঐ রায়পুরের জমিদারদের কাছে **সুরুল কুঠিবাড়ি** কিনে নিয়ে। এলমহার্স্ট ও কত জনে তাঁকে সহায়তা করেন। শ্রীনিকেতনে আছে শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, পল্লিসংগঠন বিভাগ, শিক্ষাসত্র বিদ্যালয়, পল্লিশিক্ষা সদন, পল্লিচর্চা কেন্দ্র। শিল্প সদনের চামড়া বাঁশ-বেতের কাজ সংগ্রহ করে নিতে পাবেন স্মারক হিসাবে। এখানের বার্ষিক উৎসবে মেলা বসে 6-8 ফেব্রুয়ারি।

এখানে যখন এসেছেন তখন একটু এগিয়ে সিউড়ি যাবার পথে দেখে নিন **আমার কুটির**। সংগ্রহ করুন এখানের তৈরি চামড়া ও কাপড়ের ব্যাগ, বাটিকের কাজ, চর্মশিল্প ও হস্তশিল্পের নানান সামগ্রী। আর **বল্লভপুর অভয়ারণ্য** অবশ্য ঘুরে যাবেন। এখানে প্রায় 500 একর সংরক্ষিত অরণ্যে একটি মৃগদাব গড়ে তোলা হয়েছে। কৃষ্ণসার, চিতল হরিণের সংখ্যা প্রচুর। মাঝের 40 একর ঝিলে শীতে উড়ে আসে বিদেশি পরিযায়ী পাখিরা।

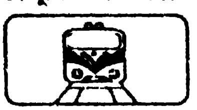
কঙ্কালীতলা

বোলপুরকে কেন্দ্র করে আশপাশের জায়গাগুলো দেখে আসা সহজ। বোলপুর থেকে 9 কিমি, শান্তিনিকেতন থেকে 5 কিমি দূরে ময়ূরাক্ষী ক্যানেলের পাশ দিয়ে প্রান্তিক স্টেশন হয়ে আদিত্যপুরের দিকে যে রাস্তা চলে গেছে, সেই পথে কিছুটা এগোলেই কঙ্কালীতলা। বোলপুর থেকে পাকলডাঙা হয়ে বাসে বা রিক্সাতেও যাওয়া যায়। বীরভূমের পাঁচ মহাপীঠের (অন্য চারটি— সাঁইথিয়া নন্দিনী, নয়হাটীতে ললাটেশ্বরী, লাভপুরে ফুল্লরা, বক্রেশ্বরে মহিষমর্দিনী) অন্যতম। একান্ন পীঠের অন্যতম এই স্থানে দেবীর **'কাঁকাল'** বা কোমর পড়েছিল বলেই নাকি এই নাম। দেবীর কোনো মূর্তি নেই, বেদিতে ত্রিশূল পূজা হত। এখন একটি ছোট মন্দিরে মা কালীর ফটো রাখা হয়েছে— কারণ

তিনি জলময়ী দেবী। মন্দিরের পাশেই কুণ্ডে দেবী জলমগ্না। এর জল শুকোয় না— পাশের কোপাই নদী শুকিয়ে গেলেও। বেদির নীচে নাকি 108 নরমুণ্ড আছে। বাঁ দিকের বকুলগাছের নীচে বলিদান হয়। পাশেই শ্মশানক্ষেত্র— ইতস্তত সমাধি মন্দির সেখানে। পঞ্চবটীর পাশে 'ভৈরব থান', অন্যটি কাঞ্চীশ্বর শিবমন্দির—নির্মিত হয়েছে 1324 বঙ্গাব্দে। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে পর পর তিন দিন বিশাল মেলা বসে, শত শত ছাগ বলি হয়। আর মেলায় আদিবাসীরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণ করে বলে এর অন্য নাম 'মাঝি মেলা'। গ্রামের আসল নাম বেঙ্গুটিয়া।

বক্রেশ্বর

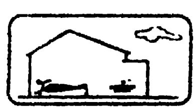
বোলপুর থেকে বক্রেশ্বর যাবার পথে ইলামবাজারে 7টি মন্দিরের মধ্যে অন্তত 3টি মন্দির— হাটতলা মন্দির, শিবমন্দির ও লক্ষ্মী-জনার্দনের মন্দিরের পোড়ামাটির অনবদ্য কাজ দেখুন। যেতে পারেন পাশের গ্রাম ঘুরিষায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম পোড়ামাটির মন্দিরটি দেখতেও। এবার এগিয়ে যান হেতমপুরের রাজবাড়ি, দুবরাজপুরের মামা-ভাগ্নে পাহাড় ইত্যাদি দেখতে। এই পথেই পড়বে খাগড়া মোড় থেকে জয়দেব-কেন্দুলি যাবার রাস্তা। তার কথা পরে বলছি।



দুবরাজপুর থেকে বক্রেশ্বরের দিকে এগোন। অবশ্য বোলপুর থেকে অন্য পথেও এখানে আসা যায়। 19 কিমি দূরের সিউড়িতে আসুন ঘণ্টাখানেকের বাসে চড়ে (প্রচুর বাস)। তারপরে সেখান থেকে বাসে বক্রেশ্বরে। বোলপুর থেকেও সোজা বক্রেশ্বরের বাস পাবেন। হাওড়া থেকে যাঁরা আসছেন তাঁরা শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস, গণদেবতা, মোকামা ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, প্রভৃতি ট্রেনে ধরে সোজা বোলপুর নেমে বাসে বক্রেশ্বর যেতে পারেন। শিয়ালদহ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্স ধরে বোলপুর নেমেও বাসে বাকি পথটা যেতে পারেন। অথবা শহীদ মিনার থেকে 6.30 ছাড়া সিউড়িগামী বাসে চড়েও বক্রেশ্বরে যেতে পারেন ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যে। বাসই ভাল। তারাপীঠ থেকেও এখানে আসতে পারেন। বক্রেশ্বর সিউড়ি থেকে 19, দুবরাজপুর থেকে 13, শান্তিনিকেতন থেকে 59, জয়দেব-কেন্দুলি থেকে 33, সাঁইথিয়া থেকে 39 ও কলকাতা থেকে 229 কিমি দূরে। এছাড়া রাজ্য পর্যটন বিভাগ বক্রেশ্বর-তারাপীঠ-নানুর-শান্তিনিকেতন-নন্দিকেশ্বরী-বীরচন্দ্রপুর বেড়ানোর জন্য ব্যবস্থাপিত সফরের আয়োজন করে থাকেন কলকাতা থেকে। যোগাযোগ 3/2 বিবাদী বাগ (পূর্ব)।

পুরাণ মতে এখানে সতীর ভ্রু-মধ্য পড়েছিল। পূর্ব ও উত্তর দিকে বয়ে চলেছে বক্রেশ্বর নদ এবং দক্ষিণে পাপহরা নদী। প্রবাদ যে, সত্যযুগে বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকে বধ করে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হন, তাঁর হাত পায়ে দারুণ জ্বালা ধরে যায়। অষ্টাবক্র মুনি এই জ্বালা নিজের মাথায় ধারণ করলে বিষ্ণু তাঁকে বক্রেশ্বরে শিবের মাথা স্পর্শ করতে বলেন এবং ভারতের সমস্ত তীর্থবারিকে সুড়ঙ্গপথে চালিত করে তাঁর মাথা থেকে পড়ার নির্দেশ দেন। ফলে পাপহরা গঙ্গার সৃষ্টি হয়।

বক্রেশ্বরের মুখ্য আকর্ষণ দুটি— মন্দির এবং উষ্ণ প্রস্রবণ। বক্রনাথ ও মহিষমর্দিনীর মন্দির দেখুন। বক্রনাথ মন্দিরের নৈঋত কোণে দেবী মন্দিরে দেখতে পাবেন কষ্টিপাথরের ভ্রু-চিহ্ন। এখানে 7টি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে— ভৈরবকুণ্ড (65°C), ক্ষীরকুণ্ড (66°C), অগ্নিকুণ্ড (71°C), জীবৎসকুণ্ড (শীতল), সৌভাগ্যকুণ্ড (42°C), সূর্যকুণ্ড (65°C) এবং ব্রহ্মকুণ্ড (নামের তফাৎ আছে)। খুব মজার ব্যাপার— প্রায় পাশাপাশি এরা অবস্থিত — অথচ তাপমাত্রায় হেরফের। অগ্নিকুণ্ড সবচেয়ে উষ্ণ। তবে চাল ফেলে দিলে ভাত হয় না। জল কাঁচের মত পরিষ্কার, গভীরতা দেড়-দু হাতের (1মিটার) বেশি নয়। জলে গন্ধক মেশানো, ফলে এর রোগ নিরাময় শক্তি আছে। বিশেষ করে হজম সংক্রান্ত ব্যাধির। সরকারি ব্যবস্থায় এই খনিজ জল বোতল-বন্ধ করে 'তীর্থ সলিল' নামে বিক্রি হয়। শীতল সরোবরের ঘাট বাঁধানো— মকর মুখ থেকে জল ঝরে পড়ছে। বহুজনে এখানে নিরাপদে স্নান করছেন। শ্রীচৈতন্যদেব এখানে এসেছিলেন বলে চৈতন্যভাগবতে উল্লেখ আছে। শিবরাত্রিতে বিরাট মেলা বসে। মন্দিরের পাশেই মহাশ্মশান।



থাকার জন্যে আছে Larica Hot Spring Plaza (পূর্বতন WBTDC TL) DAB ২১০, স্যুইট ৪৭৫, ডর্মি ৬০, মাথাপিছু। আর আছে PWD Bunglow, ABTA Holiday Home। এছাড়া ১০০-১৫০, মধ্যে সাধারণ হোটেল আছে তৃপ্তি, পঞ্চানন ভিলা, প্রতিমা, মাধবী আলয়, শান্তিনিকেতন ইত্যাদি। কলকাতার মানিকতলায় 'মাধবী আলয়' নামে বাসনের দোকানে 'মাধবী আলয়'-এর বুকিং করা হয়।

জয়দেব-কেন্দুলি

পিছিয়ে এসে কেন্দুবিল্ব ঘুরে যেতে পারেন। বোলপুর থেকে এবং সিউড়ি থেকে বাস আসছে যথাক্রমে 28 এবং 35 কিমি অতিক্রম করে। পানাগড়, দুর্গাপুর, পাণ্ডুকেশ্বর প্রভৃতি স্থান থেকেও বাস আসছে। ট্রেনে এলে দুবরাজপুরে নেমে বাসে আসুন। এখানের রাধামাধব জীউ মন্দিরে দাঁড়িয়ে স্মরণ করুন 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্' শ্লোক। এখানেই শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ রচনা করেছিলেন পদ্মাবতী হৃদয় জয়দেব গোস্বামী— যাঁর মধুর কোমল কান্ত পদাবলী আমাদের ভাব-জীবনের পরম সম্পদ। তবে নচূড়া মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, বর্ধমান মহারানীর আনুকূল্যে নির্মিত। গায়ে টেরাকোটার কাজ— তবে খুব আহামরি কিছু নয়। মন্দির থেকে একটু দূরে বয়ে চলেছে অজয়। দূরে ইছাই ঘোষের দেউল আর সোনপাহাড়ী। কুশেশ্বরে দেখুন জয়দেবের সিদ্ধাসন অষ্টদল পদ্মলাঞ্ছিত পাষানখণ্ড এবং ফুলেশ্বর ঘাটের কাছেও তাঁর সিদ্ধাসন। অন্য সময়ে গেলে সাদামাটা সব মনে হবে। তবে মকর সংক্রান্তিতে এখানে আউল-বাউলের যে মেলা বসে তার খ্যাতি দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও। থাকার এমনিতে কোনো ব্যবস্থা নেই, মেলার সময় অস্থায়ী আবাস গড়ে ওঠে।

যদি সিউড়িতে গিয়ে ওঠেন বোলপুরের পরিবর্তে তবে এখান থেকেও বীরভূম দেখা সহজ, বাস যাচ্ছে চতুর্দিকে। সিউড়ি থেকে 6 মাইল (10 কিমি) দূরে **বীরসিংহ গ্রাম**। জঙ্গলের মাঝখানে রাজা বীরসিংহের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। তাঁর নামেই এস্থানের নাম। জঙ্গল অংশের নাম 'ভাণ্ডীর বন'— বনে সিদ্ধনাথ বা ভাণ্ডেশ্বর লিঙ্গ পূজিত। এখানে নাকি বিভাণ্ডক মুনি তপস্যা করেন। সিউড়ি থেকে 18 কিমি দূরে খুশতিনগরে প্রসিদ্ধ পীর সৈয়দ শাহ আবদুল্লা কিরনানীর দরগা— ইনি এসেছিলেন ইরান থেকে । সিউড়ি থেকে 40.2 কিমি আর কলকাতা থেকে 250 কিমি দূরে ম্যাসানজোড় গিয়ে ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর 113 ফুট (35 মিটার) উঁচুতে কানাডা বাঁধটি দেখে আসুন। 12,000 ফুট (620 মিটার) লম্বা এই বাঁধে আছে 21টি লক গেট। এর জল সেচ এবং বিদ্যুৎ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পাহাড় ঘেরা এই জায়গাটিতে পিকনিক করার জন্যে তৈরি হয়ে যান। (যোগাযোগ : Manager, MOR Project, Massanjore, Birbhum)। ঘুরে আসতে পারেন **তিলপাড়া ব্যারেজ**। কাছেই করিধ্যান তন্তুশিল্প। সিউড়ি গেলে মোরব্বা খেতে ও নিয়ে আসতে ভুলবেন না।

নানুর

আবার বোলপুরে ফিরে যাই। এখান থেকে বাস যাচ্ছে নানুর-কীর্ণাহার-উদ্ধারণপুর-লাভপুর। ঘন ঘন বাস। বোলপুর স্টেশন থেকে একটা রিক্সা করে জামবনি বাস স্ট্যান্ডে আসুন বোলপুর ট্যুরিস্ট লজের সামনে দিয়ে। তারপরে নানুর-কীর্ণাহারের বাস ধরে 21 কিমি দূরের চণ্ডীদাস নানুরে আসুন। কীর্ণাহার থেকে 9 কিমি। নানুরে যেখানে বাস দাঁড়াচ্ছে সেখান থেকে সোজা রাস্তা এগিয়ে গেছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন বাশুলী দেবীর (বিশালাক্ষী) মন্দিররাজিতে। কবি চণ্ডীদাসের উপাস্য বাশুলী দেবীর মন্দিরে শায়িত দেবের নাভিদেশ থেকে উদ্‌গত কমলে দেবী ললিতাসনে আসীনা চতুর্ভুজা, নীচের দিকে ডানহাতে জপমালা, অন্য তিন হাতে বীণা বাজাচ্ছেন। কালো পাথরের দেবীমূর্তি বাগেশ্বরী।

পাশেই উঁচুতে চণ্ডীদাসের ঢিবি। চণ্ডীদাসের অক্ষয়বাণী 'সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার ওপরে নাই' আধুনিক তোরণে লিখিত। কাছেই থানার সামনের বিশাল পুকুরে নাকি চণ্ডীদাস মাছ ধরতেন এবং তাঁর প্রিয় রামী ধোপানি কাপড় কাচতেন। তাঁর কাপড় কাচা পাটাটি এখন পাথরে পরিণত, দেখে নিন। খিদে পেলে বাস স্ট্যান্ডের দোকানে মিষ্টি ইত্যাদি খেয়ে নিন। তারপর এখান থেকে উদ্ধারণপুরের বাস ধরুন (দেখুন আগের দিকে 'উদ্ধারণপুর' প্রসঙ্গ)। বাসে লাভপুর-গনুটিয়া গেলে দেখতে পাবেন দেবি ফুল্লরাকে। বোলপুর থেকে রেলপথে এগিয়ে প্রান্তিক-কোপাই পার হয়ে আমেদপুর স্টেশনে নেমে আমেদপুর-কাটোয়া ছোট লাইনের ট্রেনে চড়ে লাভপুরে নেমেও এখানে আসতে পারেন। সিউড়ি, সাঁইথিয়া থেকেও বাস আসছে এখানে।

সতীর ওষ্ঠ পড়েছিল একান্নপীঠের অন্যতম এই ফুল্লরাতে (স্থানীয় লোকে বলে দেবীর 'ফুল' বা গর্ভের প্ল্যাসেন্টা পড়েছিল।)। দেবীর কোনো বিগ্রহ নেই, তবে সিন্দুর লেপন করা একটি অবয়ব দেখতে পাবেন। পাশেই দেবীদহ পুষ্করিণী। এখান থেকেই নাকি রামচন্দ্রের সমুদ্রতীরে মহাপূজার জন্য 108টি নীলপদ্ম হনুমান নিয়ে যান। লাভপুরে কথাশিল্পী তারাশঙ্করের জন্মস্থান। 3 কিমি দূরে গোপাল পুরের পার্শ্ববর্তী দুবসো গ্রামে নাকি দুর্বাসা মুনির আশ্রম ছিল। কাছে বেলে নামক একটি গ্রামে

ধর্মরাজের মন্দির। এখানে বাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা মাটি ও মালিশের তেল নিয়ে যান।

তারাপীঠ

হাওড়া থেকে এই সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনেই তারাপীঠ রোড স্টেশন ঠিক 200 কিমি আর বোলপুর থেকে 54 কিমি। তবে তারাপীঠে যাবার আগে হাওড়ার 179 কিমি দূরে সাঁইথিয়া স্টেশনে নেমে রেল স্টেশনের খুব কাছে **নন্দীপুরের নন্দীকেশ্বরী মন্দির** দেখে যেতে পারেন। এটিও একান্ন শাক্তপীঠের অন্যতম। এই দেবীপীঠে দেবীর হাড় পড়েছিল। দেবী নন্দিনী, ভৈরব নন্দীকেশ্বর। বিরাট এক গাছতলায় দেবী কোনো প্রকারে অবস্থান করছেন। পাঁচিল ঘেরা এলাকার মধ্যেই আরো কয়েকটি বিগ্রহ আছে। কেন জানি না, বড় অবহেলার ছাপ এখানে। সাঁইথিয়া RR ছাড়া PWD DB এবং হ্যাপি লজ ইত্যাদি হোটেল আছে। আর যেতে পারেন **মল্লারপুরে** মল্লেশ্বরের মন্দির দেখতে (আগে দ্র.)।

তারাপীঠ রোড স্টেশনে নেমে যাওয়ার চেয়ে রামপুরহাট স্টেশনে (হাওড়া থেকে 207 কিমি) নেমে বাস বা রিক্সায় ঈশান কোণে 11 কিমি এসে আগের চণ্ডীপুর বা তারাপীঠে আসুন। দ্বারকা নদীর পূর্ব তীরে তারাদেবীর মন্দির ও প্রাচীন আশ্রম। প্রসিদ্ধ এই শাক্ততীর্থ আনুমানিক 7-8 শতক থেকেই তারা সাধনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। বহুদিন অপ্রচারিত থাকার পর জয়দত্ত সওদাগর এই পীঠস্থানের সংস্কার করেন। বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করে দেন নাটোরের মহারানী। পরে এই পীঠের সঙ্গে সাধক বামাক্ষ্যাপার মাহাত্ম্য যুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি এখানে বামা মিশন বামাক্ষ্যাপার মূর্তি ও মন্দির করে দিয়েছে। এখানের শ্মশান খুব প্রসিদ্ধ, প্রতিদিন অন্তত একটি করে মৃতদেহ এই শ্মশানভূমি স্পর্শ না করলে নাকি মায়ের পূজা হয় না। শ্মশানের গাছে গাছে প্রচুর হনুমান। আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে এখানে মহাপূজা হয় ও মেলা বসে।

মূল মন্দির 20 ফুট (6 মিটার) বিরাট চত্বরের ওপরে উত্তরমুখী। চত্বরে দুটি ভিন্ন মন্দিরে বিষ্ণু ও শিব। পাশে জীবৎকুণ্ড পুষ্করিণী। এখানে সিদ্ধিলাভ করে গেছেন কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ, বিশেক্ষ্যাপা, মোক্ষদানন্দ, আনন্দনাথ, কৈলাসপতি প্রভৃতি সাধকগণ। একান্ন পীঠের অন্যতম এখানে পড়েছিল সতীর চোখের তারা। মূল দেবী তারাময়ী কালী তার আড়ালে শিব মহাকাল পান করে চলেন মহাকালীর স্তনক্ষীরধারা। এখানে গড়ে উঠেছে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমও।

থাকার জন্যে রামপুরহাটে হোটেল, RR, DB ছাড়া এখানে আছে রামকানাই যামিনীরঞ্জন ধর্মশালা (কলকাতার বড়বাজারের প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী, এখানে বুকিং করে যেতে পারেন, 213 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- 7), হোটেল বীণাপাণি, নিউ বীণাপাণি লজ, কেশরী, বাসন্তী, রামমোহন, শঙ্কর, সতীমা প্রভৃতি লজ ছাড়া সতীমা নিবাস, নয়া নিবাস, শিবানন্দ আশ্রম ইত্যাদি বেশ কয়েকটি আশ্রম-বাসস্থান আছে।

এখান থেকে খুব কাছেই বীরচন্দ্রপুরে (বা **বীরভদ্রপুর**) বাঁকারায় আছেন। এখানেই জন্মেছিলেন নিত্যানন্দ প্রভু এবং তাঁর সন্তান বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র। নিত্যানন্দ-পূজিত বাঁকারায়ের মন্দির দেখুন। কাছেই **একচক্রা** গ্রাম। এখানেই নাকি ভীম বকরাক্ষসকে বধ করেন। সাঁইথিয়ার 8 কিমি দূরে কোটাসুরে মদনেশ্বর শিবমন্দিরে যে প্রদীপের মত পাথরখণ্ডটি দেখবেন, সেটি কুন্তীর প্রদীপ নামেই পরিচিত। স্থানটি হল ভীমসেনের শ্বশুরবাড়ি, হিড়িম্বার বাপের বাড়ি।

নলহাটী

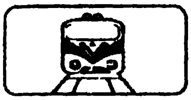
আরো এগিয়ে বীরভূমের প্রায় সীমান্তে একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম নলহাটী হাওড়া থেকে 221 ও রামপুরহাট থেকে 14 কিমি দূরে। এখানে দেবীর নলা বা কণ্ঠ-অস্থি পড়েছিল। দেবী কালিকা (ললাটেশ্বরী) এবং তাঁর ভৈরব যোগেশ। একটি ছোট পাহাড়ের উপর দেবীর মন্দির, অনেক সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়। নীচে মন্দিরের কাছেই যোগেশের মন্দির। পাহাড়ের পাথরের চূড়াটাই দেবীমূর্তির মুখের আদলে খোদাই করা। ইনিই দেবী ললাটেশ্বরী। মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন রানী ভবানী। মন্দিরের পশ্চিম দিকে পাহাড়ের ওপর আনা শহীদ পীরের সমাধি। মন্দিরে থাকতে পারেন, অথবা নলহাটী রেল স্টেশনের কাছে ইন্দ্রপুরী হোটেল বা PWD DB-তে।

এখান থেকেই বাস পাবেন 12 কিমি দূরের ভদ্রপুরে যাবার। ভদ্রপুরে মহারাজ নন্দকুমার জন্মেছিলেন। তাঁর স্বপ্নে পাওয়া কালীমূর্তি দেখুন জীর্ণ মন্দিরের মধ্যে। কষ্টিপাথরের মূর্তি সর্পাসীনা, সর্পাভরণা, বরদাত্রী। মন্দির নির্মাণকালে এর উত্তর দেওয়ালটি ফেটে যায়, এখনো তা দেখতে পাবেন।

এই সাহেবগঞ্জ লুপ আরো উত্তর দিকে নলহাটী থেকে

এগিয়ে বিখ্যাত পাকুর (পাথরের আদত জায়গা) পার হয়ে এগিয়ে গেছে হাওড়া থেকে 285 কিমি দূরে বারহারোয়া জংশনে। চলুন এই বারহারোয়াতে নেমে নিউ ফরাক্কা হয়ে মালদহের দিকে যাই উত্তরবঙ্গ দর্শনে।

বহরমপুর



শিয়ালদহ থেকে রেলপথে বহরমপুর কোর্ট স্টেশন 185 কিমি। ট্রেন আসছে লালগোলা প্যাসেঞ্জার 4.00, 7.55, 12.20, 14.10, 17.25 ও 22.55 ছেড়ে যথাক্রমে 10.04, 13.25, 15.15, 17.38, 19.45, 22.48 ও 4.45 মিনিটে। আর ভাগীরথী এক্স 18.20 ছেড়ে আসছে রাত্রি 22.26। NH-34 ধরে বাস আসছে নানা দিক থেকে, তার মধ্যে কলকাতা থেকে আসছে উ.ব. রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাস 6.45 ও 12.00 ছেড়ে 5 ঘণ্টায়। ভাড়া ৬৫্। CSTC-র নানান বাস আসছে 5.30 থেকে 16.30 মধ্যে। এদের ভাড়া ৭৫্। বহরমপুর থেকে ছাড়েও ঠিক ঐ সময় দুটিতে। কলকাতা-রঘুনাথগঞ্জ (ফুলতলা) বাসে চড়েও (ছাড়ে 13.45) এখানে আসতে পারেন। কলকাতা-কান্দী (ছাড়ে 11.15 ও 15.00), কলকাতা-পাঁচথুপি (ছাড়ে 10.00)। কলকাতা-ফারাক্কা (ছাড়ে 12.00), কলকাতা-কালিয়াগঞ্জ (ছাড়ে 20.30), কলকাতা-জিয়াগঞ্জ (ছাড়ে 13.00), কলকাতা-শিলিগুড়ি, কলকাতা- কোচবিহার, কলকাতা-হিলি, কলকাতা-বালুরঘাট, কলকাতা-ধুলিয়ান প্রভৃতি বাসেও এখানে আসতে পারেন। পলাশীর যুদ্ধের পর এখানে ক্যান্টনমেন্ট স্থাপিত হয়। তখন নাম ছিল ব্রহ্মাপুর— পরে বহরমপুরে পরিবর্তিত হয়। এখানের অক্সফোর্ডের ধাঁচে গড়া কৃষ্ণনাথ মহাবিদ্যালয় (1853) একটি প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানেই জন্ম নেয় বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা (187)। এখানে প্রধান দেখবার স্থানগুলি হল— গড় বহরমপুরের ব্যারাক, সমাধিক্ষেত্র, সৈদাবাদের আর্মেনিয়ান গির্জা, দয়াময়ী মন্দির, কুঞ্জঘাটায় মহারাজ নন্দকুমারের বাড়ি, বিষ্ণুপুরের কালীবাড়ি, রাঙামাটি চাঁদপাড়ায় প্রাচীন রাজধানী কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধবিহার ও রক্তমৃত্তিকা সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ।

বহরমপুরে আপনার শুধু এলেই হবে না, থাকতে হবে, কারণ আপনাকে দেখতে হবে কাশিমবাজার আর মুর্শিদাবাদের দ্রষ্টব্যগুলি। থাকার জন্যে এখানে WBTDC-র Tourist Lodge (Ph . 250439) DAB ২৫০-৪০০ , DAC ৫০০-৫৫০, ডর্মি ৮০ মাথাপিছু (রিজা . Manager, Berhampore অথবা Tourist Point, 3/2 BBD Bag)। এছাড়া কৃষ্ণনাথ রোডে আছে Ideal Lodge ৭৫-১২৫ ; 6 কৃষ্ণনাথ রোড। Modern Hotel ৭৫-১২৫ ; এদের ডর্মি বেড ৪৫ মাথাপিছু ; লালদীঘিতে Baharampur Lodge ৭৫-১২৫; NH34-এ পঞ্চাননতলায় Hotel Samrat ১৫০-৫৫০; Hotel Sagar, Hotel Ashirbad, Hotel Mayur প্রভৃতি। আর আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Youth Hostel, PWD RH, CH ও Railway RR।

মুর্শিদাবাদ

আয়তন 5,324 বর্গকিমি; জনসংখ্যা 58,63,717, পুরুষ 30,04,385, মহিলা 28,59,332; জনসংখ্যার ঘনত্ব 1,101 প্রতি বর্গকিমিতে; শহরবাসী 12.49%।

কাশিমবাজার : বহরমপুরের পরের রেল স্টেশন কাশিমবাজার শিয়ালদহ থেকে 189 কিমি দূরে। বাস আসছে বহরমপুর ও আশপাশ থেকে । একদা কাশিমবাজার ছিল বাংলার অন্যতম সেরা বাণিজ্যকেন্দ্র। এখন অবশ্য অতীত গৌরব বলতে আছে ইংরেজ রেসিডেন্সির হতশ্রী ধ্বংসাবশেষ ও সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে ওয়ারেন হেস্টিংসের স্ত্রী ও কন্যার সমাধি। ওলন্দাজ কবরখানার দেখাশুনো করে পুরাতত্ত্ব বিভাগ। একদা 1658-য় জোব চার্নক এখানের কুঠিতে 300 টাকা মাইনের চাকরি করতেন। পুরনো রাজবাড়িটিও (মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর) দেখবার মত।

মুর্শিদাবাদ

এই রেলপথের প্রায় শেষ দ্রষ্টব্য স্থানে আমরা পৌঁছে গেছি (যাঁরা লালগোলা পর্যন্ত যান— তাঁরা রাজবাড়ি, শ্রীপাট কুটুরি ইত্যাদি দেখে আসেন)। মুর্শিদাবাদ রেলপথে শিয়ালদহ থেকে 196 ও বহরমপুর থেকে মাত্র 11 কিমি উত্তরে। সড়কপথে প্রচুর বাস আসছে এখানে নানা দিক থেকে। কলকাতা সড়ক পথে 34নং জাতীয় সড়কে 211 কিমি। রেল স্টেশন থেকে মূল শহর প্রায় 4 কিমি দূরে। পাশ দিয়ে তরতর করে বয়ে চলেছে গঙ্গা। এর পুরনো

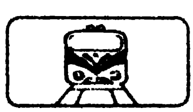
নাম মুখসুদাবাদ বা মুকসুসাবাদ। পরে 1713-তে **মুর্শিদকুলি খাঁ** যখন বাংলার নবাব হন তখন এর নাম হয় **মুর্শিদাবাদ** এবং এটি বাংলার রাজধানীও হয়। মুর্শিদকুলি খাঁ এখানে বহু প্রাসাদ, কেল্লা ও দরবারগৃহ তৈরি করেন, তার মধ্যে **কাটরার মসজিদ** মাত্র তার নাম ঘোষণা করে চলেছে। মক্কার অনুকরণে তৈরি এই মসজিদের সোপানতলে তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ রয়েছে। মসজিদের অনতিদূরে একটি তোপখানা ছিল, যেখানে 'জাহানকোষা' নামে একটি প্রকাণ্ড কামান এখনো দেখতে পাবেন। প্রায় 17.5 ফুট দীর্ঘ 16,880 পাউন্ডের এই কামানটি তৈরি করেছিলেন ঢাকাতে জনার্দন কর্মকার।

মুর্শিদকুলি খাঁর জামাতা সুজাউদ্দৌলা এখানে নির্মাণ করান **ত্রিপলিয়া তোরণ**— অবশ্য দ্রষ্টব্য এটি। ভাগীরথীর অপর তীরে ডাহাপাড়ায় তিনি **ফর্হাবাগ** নামে (সুখকানন) একটি প্রমোদকানন তৈরি করান। এর দক্ষিণে রোশনিবাগে তাঁর সমাধিমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখুন। তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ-এর সমাধি রয়েছে সরকার সংরক্ষিত নেকটাপালিতে। মুর্শিদাবাদে আরো দেখুন ভাগীরথী তীরে জাফরাগঞ্জে মীরজাফর পরিবারের সমাধি। এর পাশেই সিরাজের বধ্যভূমি 'নিমকহারাম দেউড়ি'— এখানেই মীরন সিরাজকে হত্যা করেছিলেন। এর পাশেই নিজামত কেল্লার মধ্যে মুর্শিদাবাদের সেরা দ্রষ্টব্য **হাজারদুয়ারী প্রাসাদ**। এটি 1837-এ তৎকালীন নবাব মীরজাফরের বংশধর নাজিম হুমায়ুন খাঁর বাসের জন্য তাঁর আদেশে তৈরি করেন ব্রিটিশ স্থপতি ডানকান ম্যাকলিয়ড। এই 80 ফুট (25 মিটার) উঁচু 425×200 ফুটের (130×62 মিটার) তিন তলা বাড়িটি তৈরি করতে সময় লাগে 17 বছর, খরচ হয় 18 লক্ষ টাকা। 1000টি দরজা আছে বলে এর এই নাম, ঘরের সংখ্যা 114, গ্যালারি মোট 8টি। দরজার নকল, দরজার মাপে দরজার এ যেন এক গোলকধাঁধা। নবাব কিন্তু এখানে বাস করেননি যদিও দোতলায় বসতো তাঁর দরবার 161টি ঝাড়বাতির রোশনাই-এর নীচে। এখানে এখন গড়ে উঠেছে এক বিচিত্র ও মূল্যবান যাদুঘর। তাতে লুকোচুরি আয়না, নানা আসবাব, রাজা বাদশাদের মূল্যবান তৈলচিত্র, নানান মূর্তি, ঘড়ি, তৈজসপত্র। এক ধরনের পোর্সেলিনের প্লেট দেখবেন— তাতে নবাবেরা খেতেন। এতে নাকি বিষ দিলে ফেটে যায়। তবে মূল্যবান গ্রন্থাগার বা এসব সংগ্রহের মধ্যে অস্ত্রাগারটিই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। তাতে 2,700 রকমের অস্ত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রাসাদের সামনে একটি প্রশস্ত উদ্যান আর তাতে কারবালা থেকে আনা মাটি দিয়ে সিরাজের তৈরি মদিনা মসজিদ।

খোসবাগে দেখুন আলিবর্দি খাঁ ও **সিরাজের সমাধি**; জাফরগঞ্জের অপর পারে সিরাজের **হীরাঝিল** নামে উদ্যান ও প্রাসাদ— এটি মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ বা লালকুঠি নামে পরিচিত। শহরের দক্ষিণে দেখুন **মোতিঝিলের** ধ্বংসাবশেষ। এখানে নবাব আলিবর্দির কন্যা ঘসেটি বেগম বাস করতেন। একটি ঢিবি দেখবেন এখানে— যার না আছে জানলা, না আছে দরজা। জাফরগঞ্জ থেকে 2 কিমি দূরে জগৎশেঠের প্রাসাদ। আর এই জৈন ব্যবসায়ীর বাগানবাড়ি **কাঠগোলায়** গিয়ে দেখুন দুষ্প্রাপ্য সব বস্তু এবং একটি জৈন মন্দির।

ডাহাপাড়া থেকে 5 কিমি পশ্চিমে **কিরীটকণা** গ্রামে মুর্শিদাবাদের প্রাচীন তীর্থস্থান ও উপপীঠ কিরীটেশ্বর মন্দির দেখে আসতে পারেন। লালবাগ রেল স্টেশনে নেমে যাওয়াই সুবিধের। মন্দিরটি 1405-এ নির্মিত। এখানে আপনি বহু পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন শৈলীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাবেন। মন্দিরের কাছেই বিশাল কালীসাগর দীঘি। মুর্শিদাবাদ থেকেই যেতে পারেন জিয়াগঞ্জে ভাগীরথী পার হয়ে **বরানগরে**। এখানে দেখতে পাবেন নাটোর রাজপরিবারের রাজরাজেশ্বরী, মদনগোপাল, চার বাংলা, দয়াময়ী, অষ্টাদশ গণেশ প্রভৃতি মন্দির। এর মধ্যে চার বাংলার পোড়ামাটির অলংকরণের তুলনা হয় না। ভবানী মন্দিরের সুউচ্চ এবং গৌরবময় কারুকর্ম বিস্ময়কর। **কান্দী** বহরমপুর থেকে 28 কিমি। কার্তিক পূর্ণিমায় খুব উৎসব হয়। আর কান্দী থেকে 15 কিমি দূরে **পাঁচথুপিতে** (বাস আসে কলকাতা থেকে সোজা) গিয়ে পালযুগের বৌদ্ধ সৃষ্টিগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখে আসতে পারেন। পঞ্চস্তূপ থেকেই গ্রামটির নামকরণ। এখানের দুর্গাপুজো খুব বিখ্যাত। এখানেই প্রখ্যাত লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বাসস্থান ছিল।

মালদহ



হাওড়াতে 15.25 ছেড়ে জনশতাব্দী এক্স মালদহ 22.45; 17.35 ছেড়ে কামরূপ এক্স নিউ ফরাক্কায় রাত্রি 1.00 এবং মালদহে 1.50; শিয়ালদহে 19.15 ছেড়ে দার্জিলিং মেল ফরাক্কায় 1.53 এবং মালদহে 2.50, শিয়ালদহে 22.15 ছেড়ে গৌড় এক্স ফরাক্কায় 5.31, মালদহে 6.25, শিয়ালদহে 6.25 ছেড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস মালদহে 13.45; তিস্তা-তোর্সা এক্স

13.40 ছেড়ে 22.20; হাওড়াতে সরাইঘাট এক্স বু. বৃ. র 15.50 ছেড়ে মালদা 21.45; দিল্লিতে 21.00 ছেড়ে ব্রহ্মপুত্র মেল ফরাক্কায় 20.43 এবং মালদা টাউনে 21.15; ত্রিবান্দ্রাম-গুয়াহাটি এক্স হাওড়ায় 12.20 ছেড়ে এখানে 19.30। হাওড়া থেকে মালদহ 366 কিমি, বারহারোয়া থেকে 51 এবং নিউ ফরাক্কা থেকে 34 কিমি। কলকাতা থেকে ফরাক্কা CSTC-র বাস যাচ্ছে 10.00 ও 12.00 ছেড়ে বহরমপুর হয়ে, সময় নেয় 7½ ঘণ্টা। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাস কলকাতা থেকে ছাড়ে 6.30, 8.00, 10.30, 19.30 ও রকেট সার্ভিস 20.00, 21.00 ও 22.00। ভাড়া এক্সপ্রেস ৮২ ও রকেট ১৪৯। CSTC ও SBSTC-র বাসও কলকাতা থেকে মালদহ যাচ্ছে। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি বাস মালদহ হয়ে যায়। রকেট সার্ভিসও কেবলমাত্র মালদহে ছাড়ে 20.00। দুখানা বাস ছাড়ে। আর বেসরকারি বাসও শিলিগুড়ি যাচ্ছে 20.00 ছেড়ে। ছাড়া-আসার সময় একই। একটি বাস ছাড়ে 19.00। মালদহ থেকে মেহেদিপুরের স্টেট বাস ছাড়ে 6.00, 8.00, 9.30, 15.00 এবং 16.30।

মালদহ জেলা

আয়তন 3,733 বর্গকিমি; জনসংখ্যা 32,90,160. পুরুষ 16,89,409, মহিলা 16,00,751; জনসংখ্যার ঘনত্ব 881 প্রতি বর্গকিমিতে; শহরবাসী 7.32%।

মালদহের অন্য নাম ইংলিশ বাজার। আসলে ইংলিশ বাজার শব্দটি আবার এসেছে প্রাচীন নাম ইংলেজাবাদ থেকে। 1608-এ স্থানীয় এক জমিদারের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই গ্রামটি কিনে নেয়। 1771-এ এখানে একটি দুর্গ গড়ে তোলে তারা। এই দুর্গের মধ্যেই এখন জেলা কালেকটরেটের অফিস। শহরের পাশ দিয়ে মহানন্দা নদী বয়ে গিয়ে একটা চমৎকার নৈসর্গিক দৃশ্য সৃষ্টি করেছে। শহরের অন্যতম আকর্ষণ হল বৃন্দাবনী নামে একটি বিশাল আমগাছ। শহরে গড়ে উঠেছে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষ থেকে নানা নিদর্শন নিয়ে একটি চমৎকার মিউজিয়াম 1937-এ। খ্রিস্টীয় 7 শতকে রাজা শশাঙ্ককে ঘিরেই গৌড় গড়ে উঠেছে। আসলে মালদহ শহরে আসার প্রধান কারণ গৌড় ও পাণ্ডুয়া দর্শন। আর মালদহের আম— সে তো রসনাকে আকছার রসসিক্ত করে তোলে স্মরণ মাত্রেই। আর গম্ভীরা গান তো অনবদ্য। থাকার জন্যে রয়েছে রাজ্য পর্যটন বিভাগের Malda TL (Ph: 03512-220123) DAB ১৬৫-৩৩০, DAC ৫০০, AC Dlx ৬৬০। ডিনার খেতেই হবে। সার্ভিস চার্জ 5%। অন্য সময়ে কাছের রেস্তরাঁ থেকে খাবার আনাতে পারেন। (রিজা: পর্যটন দফতর, 3/2 বিবাদী বাগ বা ম্যানেজার TL)। প্রাইভেট হোটেলও আছে রবীন্দ্র অ্যাভিন্যুতে Raj Hotel, Paradise Hotel, Bangashree Hotel, Malda Lodge, Tourist Abode (রেহানী ব্রাদার্সের) প্রভৃতি। এখানে সম্প্রতি একটি যুবপর্যটন আবাসও স্থাপিত হয়েছে।

গৌড়

7 শতকে শশাঙ্কের আমল থেকে শুরু করে প্রাচীন বঙ্গের কয়েক শতক ধরে রাজধানী ছিল গৌড়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে কিছু রাজনৈতিক ওঠাপড়ার পর পাল বংশের রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হল। তাদের পরে সেন বংশের প্রতিষ্ঠা। 12 শতকে এই বংশের বিখ্যাত রাজা বল্লাল সেনের আমলে শিল্প, সংস্কৃতি ও বিদ্যার পীঠস্থান হিসাবে গৌড় সারা দেশে খ্যাত হয়। 13 শতকের সূচনায় লক্ষ্মণ সেনের আমলে বখতিয়ার খিলজি গৌড় আক্রমণ করেন। তাঁর বঙ্গবিজয়ে গৌড়ের সৌভাগ্যসূর্য রাহুগ্রস্ত হল। পরে বাংলার স্বাধীন সুলতান মামুদশাহের সঙ্গে শের শাহের যুদ্ধ শহরটির পতন অনিবার্য করে তুলল। গৌড়ের বেশির ভাগ দর্শনীয় স্থান মুসলমান আমলের দান এবং সেগুলি হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করে সেই উপকরণে গঠিত। মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘিরে একদা গৌড়কে দুর্গনগরীতে পরিণত করা হয়েছিল। সেই দেওয়ালের ওপর গড়ে তোলা হয় নানা অট্টালিকা।

কেমন করে যাবেন : গৌড় মালদহ থেকে মাত্র 21 কিমি। কিন্তু নিয়মিত বাসের বড় অভাব। আসলে গৌড় তো এখন একটি গ্রাম মাত্র। তাই মালদা থেকে ট্যাক্সি বা টাঙা করে এখানে আসতে হয়। NH 34 ধরে মালদা থেকে বের হয়ে 6 কিমি এগোলে দেখতে পাবেন রাস্তার একটি বাঁকের মুখে বাঁ দিকে আর একটি রাস্তা চলে গেছে— এই বাঁ দিকের রাস্তা ধরে গৌড়ে আসতে পারেন। অবশ্য মালদা শহর থেকে মেহেদিপুরের বাসে চড়ে এখানে আসতে পারেন। গৌড়ের সবই ধ্বংসস্তূপ এবং সংরক্ষিত স্থান। যদি গাড়ি নিয়ে আসেন তবে চাঁদনী রাত দেখে আসুন। বিকেলে মালদা থেকে পৌঁছে দেখুন, তারপর চাঁদনী রাতে আবার করে দেখুন—

নতুন বিস্ময় সৃষ্টি করবে একই দেখা জিনিস। 3 থেকে 3½ ঘণ্টা টানা ঘুরলেই গৌড় দেখা যায়।

কী দেখবেন এখানে : গৌড়ে পর্যটকদের বড় আকর্ষণ **বড় সোনা মসজিদ** বা বারদুয়ারী। বিরাট এক চতুষ্কোণ 40 ফুট (12 মিটার) উঁচু এই মসজিদটি নির্মাণ শুরু হয় আলাউদ্দীন হুসেন শাহের আমলে এবং শেষ হয় 1526-এ সুলতান নসরৎ শাহের দ্বারা। ইঁটের তৈরি (গৌড়ে ইঁটের ব্যবহারই প্রচুর, পাথরের ব্যবহার কদাচিৎ) হলেও এর সম্পূর্ণতা ঘটেছে পাথরে। এটিই গৌড়ের প্রাচীন স্মারকগুলির মধ্যে বৃহত্তম। বারদুয়ারীর দক্ষিণে **ফিরোজ মিনারটি** পর্যটকদের আর এক আকর্ষণের বস্তু। বলা হয় যে 1486-তে এটি নির্মাণ করেন সুলতান সফিউদ্দীন ফিরোজ শাহ। কত উঁচু? প্রায় 26 মিটার (85 ফুট) আর পরিধি 19 মিটার (62 ফুট)। লালচে রঙ। গাছপালার মধ্যিখানে প্রায় 500 বছর ধরে দাঁড়িয়ে। ভিতরে 73টি ধাপে পেঁচানো সিঁড়ি গেছে মাথা অবধি। চলুন না এক ছুটে এর ওপরে, তারপর দেখে নিন ঘন সবুজে ঘেরা গৌড়ের এক অনবদ্য রূপ। মনে হয় এটি একটি আজান গৃহ ছিল অথবা একটা নজরদারি স্তম্ভ।

বড় সোনা মসজিদের 1 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে গৌড় দুর্গের তোরণ ছিল **দাখিল দরওয়াজা**। এর অন্য নাম সালামি দরওয়াজা, কারণ এর কাছের দুর্গ প্রাচীর থেকেই দাগা হত কামান। ছোট্ট লাল ইঁট দিয়ে তৈরি পাঁচতলা সমান উঁচু (113 ফুট লম্বা ও 14 ফুট চওড়া) (35 x 4 মিটার) এক তোরণের অলংকরণও দেখার মত। দুর্গে পূর্ব দিক দিয়ে প্রবেশের রাজকীয় তোরণটি **লুকোচুরি গেট** নামে পরিচিত। এর আসল নাম অবশ্য শাহ-ই-দরওয়াজা বা বাদশাহী গেট। 20 মিটার লম্বা আর 13 মিটার চওড়া এই তোরণের মুখ্য প্রবেশপথটি কিন্তু মাত্র 3 মিটার চওড়া। এখান থেকেই বাদশাহ-বেগমের লুকোচুরি খেলা চলত। তোরণটির স্থাপত্য-শৈলী শেষ মোগল যুগীয়। গেটের দুপাশে প্রহরীদের কক্ষ ছিল। ওপরে ছিল নক্করখানা যেখান থেকে নাকাড়া বাজিয়ে ঘোষণা করা হত। এটি সম্ভবত 1655-য় শাহ সুজা নির্মাণ করেছিলেন। এর উত্তর-পশ্চিমে **কদমরসুল** অথবা পয়গম্বরের পদচিহ্ন। জনশ্রুতি যে, সুলতান হুসেন শাহ মদিনা থেকে পদচিহ্ন নিয়ে এলে চতুষ্কোণ এই একগম্বুজী মসজিদটি স্থাপন করেন 1513-তে সুলতান নসরৎ শাহ। দুর্গের অভ্যন্তরে দেখুন **বৈসাগাজী প্রাচীর** ও প্রাচীন **রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ**। প্রাচীরটি 22 গজ (20 মিটার) উঁচু ছিল বলে এই নাম। এর নীচেটা 5 মিটার ও ওপরটা ক্রমশ কমে 3 মিটার চওড়া। এর মধ্যেই ছিল সমগ্র রাজপ্রাসাদ— দরবার, হারেম সব কিছু নিয়ে।

কদমরসুল থেকে একটু দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে দেখতে পাবেন **চিকা** (বাদুড়) **মসজিদ**। দরজা আর খিলানের পাথরে দেখতে পাবেন নানা হিন্দু দেবদেবীর ধ্বংসপ্রাপ্ত মূর্তি। যখন পাণ্ডুয়া যাবেন দেখবেন একলাখি সমাধির সঙ্গে এই অট্টালিকার কী আশ্চর্য মিল! লুকোচুরি গেটের কাছে দেখুন 1475-এ নির্মিত ধ্বংসপ্রাপ্ত **চামকাটি মসজিদ**। এখনো এর সৌন্দর্য যেন অবশিষ্ট রয়েছে। বারান্দার ছাদ অদ্ভুত খিলানে তৈরি। রাস্তার ডান দিকে গেলে দেখতে পাবেন গৌড়ের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ **তাঁতিপাড়া মসজিদটি**। টানা লাল রঙে নির্মিত এর অলংকরণ বিস্ময়কর। যদিও 1480-তে এটি নির্মাণ করেন মিরসাদ খান। তবুও এর স্থানীয় পরিচয় **উমর কাজীর** মসজিদ নামেই। নীল, সবুজ, হলুদ আর সাদা টালি দিয়ে **লাটন মসজিদের** অলংকরণও দারুণ জমকালো আর রুচিকর। একটি নটী নাকি এর নির্মাণ করেন তাই নাম লাটন।

দুর্গ প্রাচীরের কেন্দ্রীয় তোরণটির নাম ছিল **কোতোয়ালী দরওয়াজা**— এখন অবশ্য ভেঙে পড়েছে। গৌড়ে ঢোকার পথে বড় সোনা মসজিদের সামান্য একটু দূরে ছোট্ট গ্রাম **রামকেলীতে** অবশ্যই যাবেন। শ্রীচৈতন্য এখানে কয়েকটি দিন অবস্থান করেছিলেন। যে তমালগাছের নীচে তিনি বসতেন তা আজও বর্তমান। প্রচুর পদচিহ্ন রয়েছে একটি প্রস্তরে। এখানেই রূপ ও সনাতন চৈতন্যের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পাশেই বৃহৎ রূপসাগর ছাড়া শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, ললিতা কুণ্ড ও বিশাখা কুণ্ড নামে চারটি ছোট সরোবর রয়েছে। চৈতন্যদেবের আগমনকে স্মরণে রেখে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে বিশাল মেলা বসে 7 দিন ধরে।

পাণ্ডুয়া

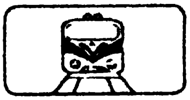
মালদহ শহর থেকে এবারে উলটো দিকে 18 কিমি দূরে দিনাজপুরের রাস্তায় NH 34 ধরে 10 কিমি দূরে আদিনা শহর। ট্রেনে চড়েও আদিনা আসা যায়। এর অন্য নাম হজরত পাণ্ডুয়া (হুগলি জেলায় পাণ্ডুয়া থেকে হুজ করার জন্যে)। পাণ্ডুয়া আসলে পাণ্ডুনগরের অপভ্রংশ। এখনো নাকি পাণ্ডব রাজার দালান আছে। এখানের প্রধান দ্রষ্টব্যটি হল মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন **আদিনা মসজিদ**। এই বিশাল মসজিদটি উত্তর-

দক্ষিণে 154 মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে 86 মিটার— সারা ভারতে এমন বৃহৎ মসজিদ খুব কমই আছে। এর আকার এবং গঠনশৈলী দামাস্কাসের মসজিদের অনুরূপ। তৈরি করেছিলেন সুলতান সিকন্দর শাহ 1364-74-এর মধ্যে। এখানেও আছে **সালামী দরওয়াজা**— রায়গঞ্জের পথে যেতে দেখে নিন। ইট-পাথরে তৈরি এই কামান তোরণটি 7 মিটার লম্বা এবং 1.40 মিটার চওড়া।

দেখুন বড় দরগা ও ছোট দরগা। বড় দরগা রাস্তার বাঁ দিকে পাঁচিলে ঘেরা। এরই মধ্যে রয়েছে জামি মসজিদ এবং হজরত শাহ জালালউদ্দীন তাব্রিজির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত অট্টালিকাগুলি। তবে মসজিদটি তৈরি করেছিলেন সম্ভবত সুলতান আলাউদ্দীন আলি শাহ 1342-এ। এর ভিতরে আরও রয়েছে ভাঁদুরখানা, চাঁদ খানের সমাধি, লক্ষ্মণসেনের দালান, হাজি ইব্রাহিমের কবর, চিল্লাখানা, তান্নুরখানা বা রান্নাঘর। **ছোট দরগা** দেখুন বড় দরগার উত্তর-পশ্চিম দিকে। এর অন্য নাম পীর নূর কুতব-উল আলমের দরগা। এর মধ্যেই আছে চিল্লা খানা, তান্নুরখানা, প্রার্থনা বেদি, বেহেস্ত-কা দরওয়াজা বা স্বর্গ তোরণ, বিবি মহল এবং মুসাফিরখানা। ছোট দরগা আর একলাখি সমাধির মাঝখানে রয়েছে 1582-তে নির্মিত কুতবশাহী মসজিদটি। এর দশটি ডোম ইট ও পাথরে নির্মিত। এর অন্য নাম সোনা মসজিদ। আর **একলাখি** সমাধিটির সৌন্দর্য অনুপম। এটির বাইরের দেওয়ালে খোদাইকারী টালিগুলির সূক্ষ্ম অলংকরণ ভুলবার নয়। তৈরি করতে খরচ পড়েছিল 1 লক্ষ টাকা— তাই এই নাম।

শিলিগুড়ি

ঠিক বেড়াবার জায়গা নয় শিলিগুড়ি তবে উত্তরবাংলা ভ্রমণ করতে গিয়ে অপরিহার্য এই শিলিগুড়ি। যাতায়াত বলুন, আধুনিক জীবন বলুন আবার খাব বলুন— শিলিগুড়ি একটা আইডিয়াল বা আদর্শ জায়গা। কাজেই এর একটা বিশদ মানচিত্র আপনার হাতে থাকা দরকার।



কেমন করে যাবেন . Indian Airlines-র বিমান ম বৃ শু 10.30 ছেড়ে বাগডোগরা যাচ্ছে। আর শনিবার বিমান ছাড়ছে 10.10-এ। Jet Airways-এর বিমান ছাড়ছে বাগডোগরার উদ্দেশে সো ম শ 11 10-এ। এই বিমান তিনটি কলকাতায় ফেরে যথাক্রমে 13.00, 12 40 ও 13.40। বাগডোগরা বিমান বন্দর থেকে শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, গ্যাংটক প্রভৃতি জায়গায় যাবার জন্য বাস ও ট্যাক্সি পাবেন।

রেলপথের যাত্রীদের জন্য ট্রেনের অভাব নেই। মূল স্টেশন **নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন**। এখানে ট্রেন আসছে **শিয়ালদহ** থেকে 6.25 ছেড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস 18.20। তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস 13.40 শিয়ালদহ ছেড়ে এখানে আসছে পরদিন ভোর 3.45 এবং এখান থেকে ছেড়ে হলদিবাড়ি পৌঁছে 6.05 এবং নিউ আলিপুরদুয়ার 8.30। দার্জিলিং মেল 19.15 ছেড়ে এখানে আসছে পরদিন 7 50। উত্তরবঙ্গ এক্স সোম, বুধ ও শনি 21 15 ছেড়ে NJP হয়ে নিউ কোচবিহার যাচ্ছে। কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ম বৃ র 21 15 ছেড়ে NJP পৌঁছচ্ছে পরদিন 10.05। হাওড়া থেকে কামরূপ এক্সপ্রেস 15.25 ছেড়ে NJP হয়ে গুয়াহাটি যাচ্ছে, NJP পৌঁছচ্ছে 5.30, গুয়াহাটি 16 00। সরাইঘাট এক্সপ্রেস বৃ, বৃ র 17.35 হাওড়া ছেড়ে NJP 6 40, গুয়াহাটি 18 00। ত্রিবান্দ্রাম-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস শুধু মঙ্গলবার 12.20-তে হাওড়া ছেড়ে NJP হয়ে গুয়াহাটি যাচ্ছে। এই ট্রেনটির NJP পৌঁছনোর সময় পরদিন 00.15।

দিল্লির যাত্রীদের জন্য আছে গুয়াহাটি-দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেস, অবধ-অসম এক্সপ্রেস, ব্রহ্মপুত্র মেল প্রভৃতি। মুম্বাই-এর যাত্রীরা গুয়াহাটি-দাদার এক্সপ্রেস ধরে এখানে আসতে পারেন।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ধর্মতলা ও উল্টোডাঙা ডিপো থেকে দিনে রাতে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র বাস যাচ্ছে। রকেট বাস সার্ভিস 12 ঘণ্টায় পৌঁছে দিচ্ছে শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে। CSTC এবং SBSTC-র বাসও কলকাতা-শিলিগুড়ি যাতায়াত করছে। ধর্মতলায় L-19 বাস স্ট্যান্ডে CSTC, NBSTC ও SBSTC— এই তিন সংস্থারই বুকিং কাউন্টার রয়েছে। আর শিলিগুড়িতে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে অগ্রিম বুকিং করতে পারেন।



কোথায় থাকবেন শিলিগুড়িতে থাকার জায়গার অভাব নেই। তেনজিং নোরগে সড়কের (পুরনো নাম হিলকার্ট রোড, লোকের মুখে এই নামটিই এখনও ফেরে) দুপাশ ধরেই প্রচুর হোটেল রয়েছে। প্রধান নগর মাল্লাগুড়ি মোড় থেকে এগিয়ে Hotel Sinclairs

(Ph: 2522678) ৮৫০-২,৯৫০; প্রধান নগরেই সরকার পরিচালিত Mainak Tourist Lodge (Ph: 0353-2430986/2432830) ৫০০-৭৫০; DAC ৯৫০-২২০০; এখান থেকে মহানন্দা ব্রিজের দিকে মুখ করে কিছুটা এগোলে বাঁ হাতে Siliguri Tourist Lodge ২০০-৯০০ ; এছাড়া Hotel Viramma Resorts ৫০০-১৭০০, Hotel Hindusthan, Delhi Hotel; Hotel Mount View; Hotel Arati, Hotel Mainak; Ganga Hotel প্রভৃতি। সেবক মোড়ে Hotel Samrat; Hotel Mayur, Hotel Sabera; Hotel Gateway; Hotel Shradhanjali, রোড স্টেশন মোড়ের দিকে যেতে (এখান থেকেই যে রাস্তা বিধান মার্কেটের দিকে গেছে তার ঠিক মুখেই ডানদিকে রেলওয়ে সিটি বুকিং অফিস) Venus Hotel, Savoy Hotel; Ranjit Hotel, পাশেই একই কমপ্লেক্সে Hotel Saluja ও Hotel Amber, Hotel Nataraj, Hotel Foothills প্রভৃতি। পুরনো বাসস্ট্যান্ডের কাছে Hotel Airview, টাউন স্টেশনের কাছে খালপাড়ায় Haryana GH; তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস-এর উলটোদিকে TSA Guest House (Ph. 2430872, 2531219) ১৭৫-৪৫০; Hotel Kanchenjunga (Ph: 524445) ১৬৫-২২৬ প্রভৃতি। মিউনিসিপ্যালিটির উলটোদিকে Pantha Niwas DAB ৭৫ SAB ৫৫ ডর্মি ৩৫।

ধরমশালা: মাহেশ্বরী ভবন, আগ্রা ভবন (খালপাড়া), আর্য সমাজ মন্দির (মহানন্দা পুলের অপর পারে), এছাড়া জিলা পরিষদ IB, PWD DB, YH, RR-ও পাবেন।

কনডাকটেড ট্যুর

শিলিগুড়িতে পৌঁছে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে পাবেন, এঁদের ব্যবস্থাপিত সফরে সঙ্গী হতে চাইলে। ঠিকানা : WBTDC, Hillcart Rd., Siliguri, Ph: 2431974। NJP রেলওয়ে স্টেশন এবং মৈনাক ট্যুরিস্ট লজেও WBTDC-র কাউন্টার আছে। ট্যুরগুলি হল (১) সারাদিনের মিরিক ভ্রমণ ১০০ মাথাপিছু (২) মহানন্দা অভয়ারণ্য ৯০। (৩) 1 দিন 1 রাতের জলদাপাড়া, ফুন্টসোলিং সহ ডুয়ার্স, মাদারিহাট বা হলং লজে অবস্থানের তারতম্যে ৭২৫-৯০০। (৪) 6 দিনের জলদাপাড়া অভয়ারণ্যসহ ডুয়ার্স ও ভুটানঘাট। (৫) 4 দিনের মিরিক-দার্জিলিং ভ্রমণ।

দূরে যাওয়া কাছারি রোড বাস স্ট্যান্ড থেকে নেপালের সীমানা পেরিয়ে বাস যাচ্ছে পানি ট্যাঙ্কি, মেচি নদী পার হয়ে কাঁকরভিট্টা— ভাড়া বাস ও রিকশা মিলে ৩০। আবার জংশন রেল স্টেশনের সামনে থেকে শেয়ার অটো, ট্যাক্সি, জিপ পাবেন কাঁকরভিট্টা যাবার জন্য। কাঁকরভিট্টা থেকে অনেকগুলো বাস যাচ্ছে 16.00-17.00 ছেড়ে সারারাত ধরে গিয়ে কাঠমাণ্ডুতে। 15 ঘণ্টা জার্নি, ভাড়া ২৮০; বাস যাচ্ছে পোখরা একই সময়ে ছেড়ে ২২০; সময় নেয় 1 ঘণ্টা কম; বীরগঞ্জের ভাড়া ১৬৫— বাস দুবার ছাড়ে সকালে ও বিকালে। জনকপুরে যাবার ভাড়া ১৪৮— তিনবার বাস ছাড়ে সকাল দুপুর বিকেলে। বাস যাচ্ছে বিরাটনগরে। কাঁকরভিট্টায় থাকার প্রয়োজন হলে হোটেল নিউ শের-ই পাঞ্জাব D ১৭৫-২২৫, ABC লজ D ১৫০, এভারেস্ট লজ D ১২৫-১৬৫; অপ্সরা লজ D ঐ।

শিলিগুড়ি থাকাকালীন অবশ্যই দেখে নেওয়া উচিত 7 কিমি দূরের মহানন্দা অভয়ারণ্যটি। তিস্তা ও মহানন্দা নদীর কোলে পাহাড়ের ধাপে প্রায় 127 বর্গকিমি এলাকা জুড়ে বণ্যপ্রাণীদের বিচরণক্ষেত্র। দেখা মিলতে পারে বাঘ, শম্বর, হরিণ, বুনোশুয়োর, চিতাবাঘ, হাতি ছাড়াও নানান পক্ষীর। এখানে NIC-র সংগ্রহশালাটি বেশ সুন্দর। আর দেখবেন সুকনা ফরেস্ট ও সুকনা লেক। এছাড়া মিরিকের পথে মধুবন। এখানে চাইলে পিকনিক করতে পারেন। এখানেও নানান বণ্যপ্রাণীর দেখা মিলবে।

কালিম্পং

দার্জিলিং জেলার এই মহকুমা-শহরটি 1865-র পূর্বে যখন ভুটানের অন্তর্গত ছিল, তখন নাম ছিল ডালিংকোট। 1865-তে ইংরেজ সরকার সৈন্য পাঠিয়ে অঞ্চলটি অধিকার করে এর নাম দেয় কালিম্পং। কালিম্পং মনাস্ট্রির দেশ। দার্জিলিং থেকে 51 কিমি দূরে ছবির মত এই শৈলনিবাসকে নেপাল ও ভুটানের মিটিং পয়েন্ট বলা যায়। দার্জিলিং থেকে পথ নেমে পেশক ও লোপচু চা-বাগিচার মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। রঙ্গিত আর তিস্তার মিলনস্থলে দাঁড়িয়ে একবার গৌরবময় পর্বতগুলোকে তাকিয়ে দেখুন— চোখ ফেরাতে পারবেন

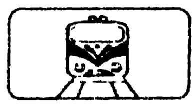
না। শহরটাই তো 1,250 মিটার উচ্চে দেলো আর যুবিন্দ্র পাহাড় দুটির মধ্যে অবস্থিত। তাই এই উচ্চ স্থান থেকে হিমালয়ের দৃশ্য যেন শ্বাসরুদ্ধকর বলে মনে হয়। এখানকার অর্কিডগুলোর হালকা রঙিন স্পর্শ, গোলাপ-ডালিয়া হাজারো ফুলের শোভাযাত্রা আপনাকে রঙিন করে তুলবে নিঃশেষে। এখানকার মানুষগুলিও খুব সুন্দর। এখানে পর্যটক এসে বৌদ্ধ বিহার অথবা ভুটানি কোনো ধ্বংসস্তূপে আশ্চর্য বিশ্রাম পান। প্রতি বুধ, শনিবারে কালিম্পং বাজারে হাজারো নতুন জিনিসের দর্শন আর প্রজাপতির রঙিন ডানায় উড়ে চলার নামই কালিম্পং— ভোগ এবং ত্যাগ — দুই ই এখানে সত্য।

দার্জিলিং জেলা

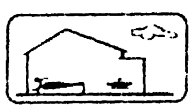
আয়তন 3,149 বর্গকিমি জনসংখ্যা 16,05,900, পুরুষ 8,26,334, মহিলা 7,79,566; জনসংখ্যার ঘনত্ব 510 প্রতি বর্গকিমিতে; শহরবাসী 32 44%।

এখানে দেখুন Dr. J A Graham কর্তৃক 1900-তে স্থাপিত ইউরোপীয় শিশুদের অনাথ আশ্রম। ড. গ্রাহামস্ হোমে গিয়ে ছবি আঁকা, কাপড় বোনা, কারুশিল্পের ক্লাস দেখুন (কালিম্পং আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস-এর বিক্রয় কেন্দ্রে গিয়ে এখানের বিখ্যাত ট্যাপিস্ট্রি, ব্যাগ, অন্যান্য শিল্পদ্রব্য কিনে নিতে পারেন)। মাত্র ছটি অনাথ নিয়ে এই অনাথ আশ্রম শুরু হয়েছিল। এখন এর ছাত্র সংখ্যা 700। দেলো পাহাড়ের ওপরে 500 একর জায়গা জুড়ে এই আশ্রমের নিজেদের দুগ্ধশালা এবং রুটির কারখানা পর্যন্ত আছে। প্রতি বছর 'মে-কেয়ারে' যখন লুসি কিং কটেজের দ্বার উন্মোচিত হয়, পর্যটকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। শহর থেকে 4 কিমি দূরে কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা কেন্দ্র এবং কাছে সুইস ওয়েলফেয়ার ডেয়ারিতে যান। ভাল লাগবে। এদের লালিপপ, দই আর চীজ আপনার জিহ্বাকে করবে রসসিক্ত।

কালিম্পং-এর সবচেয়ে উঁচু জায়গা দূর্বাপিন দাড়া — এখানের গৌরীপুর হাউস — চিত্রভানু (এখন একটি কো-অপারেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট) ছিল কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বড় প্রিয় স্থান। একটি মর্মর ফলকে এখানে লেখা 'এই ভবনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস করিতেন এবং ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৫ সনে "জন্মদিন" কবিতা আকাশবাণীর মাধ্যমে আবৃত্তি করিয়াছিলেন।' এখান থেকে নীচের সমতল ভূমি, তিস্তা আর রিয়াং নদীর প্রবাহের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। আকাশ পরিষ্কার থাকলে কাঞ্চনজঙ্ঘাসমেত সমস্ত হিমালয়ের দৃশ্য— পর্যটক বন্ধু, আপনার চিরকালীন সেরা সম্পদ। কালিম্পং-এর সবচেয়ে পুরনো ভুটানি মনাস্ট্রি থংসা গুম্ফা নির্মিত হয়েছিল 1692-এ। দামসং দুর্গের 1 কিমির মধ্যে অবস্থিত পেডং মনাস্ট্রি স্থাপিত হয় 1837-এ। ফেব্রুয়ারি মাসে এখানে বড় উৎসব হয়। থারপা চোলিং মনাস্ট্রি, জাং দোং পালরি ফো-ব্যাং মনাস্ট্রিও (দূর্বাপিনে) ঘুরে আসতে পারেন। হাতে যদি সময় থাকে, দলে যদি ভারী হন তবে বেরিয়ে পড়ুন চড়ুইভাতি করতে 20 কিমি দূরের রিসিয়াম (1945 মি.), 32 কিমি দূরের লাভা (2195 মি.) বা 56 কিমি দূরের সূর্য-ওঠা লোলেগাঁও (1676 মি.) অথবা নোকদাবাতে।



কেমন করে আসবেন : ৪০ কিমি দূরের বাগডোগরা বিমান ক্ষেত্রে প্রতি দিন কলকাতা থেকে বিমান আসছে। ট্রেনে এলে নামুন হয় নিউ জলপাইগুড়ি নয় শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে। NJP থেকে কালিম্পং যাবার বাস পাবেন। আর জংশন স্টেশন থেকে বেরিয়েই বাঁ দিকে সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাস, এখানে NBSTC-র বাস 7 00, 13 30 ও 15.00 ছেড়ে কালিম্পং যাচ্ছে। শিলিগুড়ি মোটর স্ট্যান্ড (Air View হোটেলের উল্টোদিকে) থেকে জিপ, ল্যান্ডরোভার পাবেন কালিম্পং যাবার। দার্জিলিং থেকে DGHC-র বাস ছাড়া জিপ ও ল্যান্ডরোভার পাবেন কালিম্পং আসার জন্য।



কোথায় উঠবেন : পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতর এখানে থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। এঁদের ব্যবস্থাপনায় চারটি TL এবং একটি YH রয়েছে। Morgan House TL (Ph · 03552 2255384) SDB ১৬০০ ২২০০, DDB ২৬০০ DB ১৪০০ SB ৭৫০, Tashi Ding TL (Ph . 255929) DB ১৪০০ SDB ১৬০০ SB ৭৫০, Hill Top TL (Ph : 255654) SDB ৮২৫-১১০০ ডর্মি ২৭৫; Shangrila TL (Ph : 255230) ৪২৫-৫০০ ডর্মি ১৬০; Hill Top YH ডর্মিতে ৯০ (সবগুলির রিজা· কলকাতায় 3/2 বিবাদী বাগ, কলকাতা -1)। Sherpa Lodge DAB ৩৫০-৪৫০ Silver Oaks (AP) S ৩৫০০ D ৪৮০০, কল বুকিং Das Tours & Travels, Ph: 2425-6603। এছাড়া পাবেন IB, DB ও Municipal RH, আর দেলো পাহাড়ে DGHC-র Tourist Lodge। আর পাবেন ১৭৫-২৫০ মধ্যে : মুর্গিহাটাতে Crown Lodge, Lodge Cosy Nook, Punjab Lodge; মেন রোডে

Tripti Hotel, Hotel Madhuban, Himalayan Hotel ইত্যাদি। S ১২৫-২০০ মধ্যে: Janakee Lodge; Desli Lodge ইত্যাদি। D ১৭৫-২৫০ মধ্যে: প্রীতম রোডে Hotel Sunnydale, Maao Lodge, Hotel Gompu's, Munal Lodge, ঋষি রোডে Lodge Moyal Lyang ইত্যাদি। দামি হোটেল আছে রিং কিং পং রোডে Kalimpong Park Hotel S ৬০০ D ৯০০ স্যুইট ১৩৫০। **ধর্মশালা**— রতিরামবংশীলাল (মোটর স্ট্যান্ডের নিচুতে)।

আর কোথায় যাবেন: আর যেতে পাবেন এখান থেকে মংপং, মংপু, কালীঝোরা, লাভা, লোলেগাঁও।

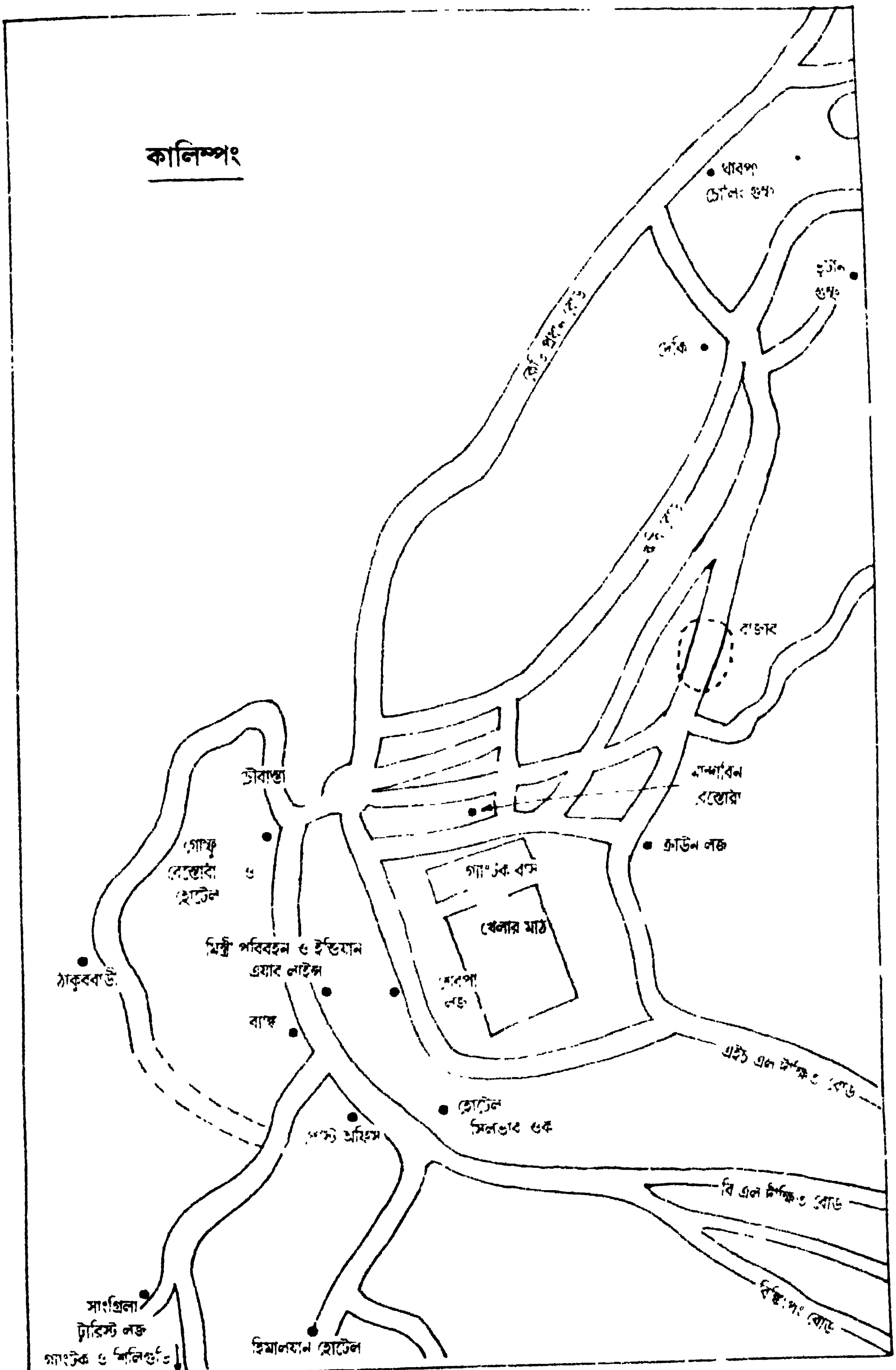
মংপং : শিলিগুড়ি থেকে মংপং-এর দূরত্ব 25 কিমি। আবার মালবাজার থেকেও এখানে ঘুরে যেতে পারেন। শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট স্ট্যান্ড থেকে এখানে আসার প্রচুর বাস পাবেন। পথে পড়বে তিস্তা নদীর ওপর বিখ্যাত করোনেশন ব্রিজ। ইচ্ছে হলে এখানে নেমে চারপাশ ঘুরে নিতে পারেন। ব্রিজ পেরিয়ে ডানদিকে একটু এগোলেই ছোট্ট পার্কে বসবার জায়গা রয়েছে। নীচে বয়ে চলেছে দুরন্ত তিস্তা। এখানে অনেকে পিকনিক করতেও আসেন। আরও কিলোমিটার তিনেক এগোলে পাবেন মংপং ফরেস্ট চেক পোস্ট। এখানে থাকতে চাইলে Forest Bunglow আছে। রিজা : DFO, Kalimpong , আর আছে log-hut, এখানের বিট অফিস থেকেই এর রিজার্ভেশন করা যায়। এখানে পিকনিক স্পটও আছে। সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে শিলিগুড়ি বা মালবাজার ফিরতে পাবেন। চাইলে একরাত থেকেও যেতে পারেন, একেবারে অন্যরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবেন।

মংপু : রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত এই মংপু, এখানে লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবী এবং তাঁর স্বামী ড মনোমোহন সেনের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ 1938 থেকে 1940-এর মধ্যে চার বার গিয়ে থেকে এসেছিলেন। এখানের নিসর্গ দৃশ্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।— 'কী সুন্দর এই সামনের ঢালু পাহাড়টি, আকাশের কোল থেকে সবুজ বন্যা নেমে এসেছে। এই সামনের মাঠটিও তোমার ভাল'- রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন মৈত্রেয়ী দেবীকে। পাঁচ ছখানা কামরাযুক্ত উত্তরমুখী কাঠের বাংলো বাড়ি। তার উত্তর পূর্ব কোণে, খাদের ধারে, কয়েক থাক গোল চালা-ঢাকা একটা জায়গা— সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারেই নির্মিত। পাশেই সেগো-পাম গাছ ঝুরি নামিয়েছে। 1950-এ এ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রবীন্দ্র মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সেন্টার— স্থানীয় সিংকোনা ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের জন্য। বাড়ির পুব দিকে যে দুটি ঘর রবীন্দ্রনাথের জন্য নির্দিষ্ট ছিল সেখানে তাঁর ব্যবহৃত সোফা, খাট ও অন্যান্য স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত আছে দেখতে পাবেন। 3,759 ফুট (1,165 মিটার) উঁচু এই পাহাড় কালিম্পং থেকে 38, শিলিগুড়ি থেকে 49 আর দার্জিলিং থেকে 58 কিমি দূরে। 3টি শহর থেকেই বাস আসছে মংপুতে, আসছে গ্যাংটক থেকেও। কালিম্পং থেকে শিলিগুড়ি আসার পথে রম্বিতে পৌঁছে ডানহাতি পথ ধরে 9 কিমি গেলেই পাহাড়ি শহর মংপুতে পৌঁছে যাবেন।

কালীঝোরা : রম্বি থেকে আরো 13 কিমি এগোলে পাবেন প্রকৃতির আর এক আনন্দ নিকেতন **কালীঝোরা**, শিলিগুড়ি থেকে মাত্র 27 কিমি। এখানে থাকার ব্যবস্থা করে নিন PWD IB (রিজা· Ex Engr, PWD, Darjeeling) অথবা FRH (রিজা· D.F.O কার্শিয়াং)-এ।

লাভা : কালিম্পং থেকে লাভা ঘণ্টা দেড়েকের পথ। দূরত্ব প্রায় 34 কিমি। আবার ডুয়ার্স থেকেও যেতে পারেন। ডামডিম মোড় থেকে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে এখানে পৌঁছনো যায়। শিলিগুড়ি থেকে ডামডিম-গোরুবাথান হয়ে লাভা যাবার রাস্তা তার সৌন্দর্য আপনাকে বিমোহিত করবেই। 2,195 মিটার উচ্চতা থেকে প্রকৃতির মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্যান্য শৃঙ্গের নবতর রূপ দেখুন। লাভার বৌদ্ধবিহারটি বেশ চমৎকার। সকাল-সন্ধ্যায় এর ঘণ্টাধ্বনি কেমন একটু আনমনা করে দেবে। লাভা থেকেই জিপ ভাড়া করে ঘুরে আসুন 10 কিমি দূরের ন্যাওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক। আসা-যাওয়ায় ঘণ্টা তিনেক সময় লাগবে। পুরোটা অবশ্য জিপে যেতে পারবেন না। জঙ্গল রীতিমতো ঘন। নানা ধরনের বন্য পশু এমনকী ভালুকের দেখা পাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। জিপ-রাস্তা যেখানে শেষ সেখান থেকে আরো 14 কিমি হাঁটা-পথে এগোলে পৌঁছে যাবেন ন্যাওড়া ভ্যালি জল প্রকল্পে। তবে এখানে আসার জন্য আলাদাভাবে একটি দিন বরাদ্দ করতে হবে। একদিনে ন্যাশনাল পার্ক ও জল প্রকল্প ঘুরে দেখা সম্ভব নয়।

এখানে থাকার জন্য আছে Forest Rest House, এখানে S, D এবং ডর্মি অ্যাকোমোডেশন পাবেন। রিজা DM, WB Forest Development Corporation, Kalimpong Div, (Ph 255783)। এদের কলকাতাস্থ অফিস থেকেও (6A Subodh Mullick Sq., Ph 2236-5202, 2237-0061) বুকিং করতে পারেন। Hotel P.P. ৪৫০-৬৫০। কল বুকিং: Das Tours & Travels, Ph: 2425-6603। এছাড়া লাভা গেস্ট হাউস, ইয়াংকি লজ, ইউনিক লজ, রক ভিউ, অম্বেষা গেস্ট


কালিম্পং
থারপা চোলিং গুম্ফা
ভুটান গুম্ফা
বাজার
মন্দাকিনী রেস্তোরাঁ
ক্রাউন লজ
গ্যাংটক বাস
খেলার মাঠ
ত্রিবাস্তা
গোল্ফ রেস্তোরাঁ ও হোটেল
ঠাকুরবাড়ী
রাষ্ট্রীয় পরিবহন ও ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স
ব্যাঙ্ক
হোটেল সিলভার ওক
পোস্ট অফিস
বি এল দীক্ষিত রোড
রিস্থিপং রোড
সাংগ্রিলা ট্যুরিস্ট লজ
হিমালয়ান হোটেল
গ্যাংটক ও শিলিগুড়ি

হাউস প্রভৃতি সাধারণ হোটেল আছে।

রিশপ: রিশপ হল একটি অধিত্যকা অর্থাৎ পাহাড়ের মাথায় বেশ খানিকটা সমতল জায়গা। কল্পনা করুন একটি বারান্দার কথা যার মাথার উপর কেবল আকাশ আর চারদিক খোলা। ঠিক এরকমই একটি জায়গা রিশপ। লাভা থেকেই এখানে আসতে হবে পায়ে হেঁটে পাহাড়ী পাকদণ্ডীপথ বেয়ে। দূরত্ব সাড়ে তিন কিলোমিটার। অল্পস্বল্প মালপত্রও সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে পারেন। যাঁরা ট্রেকিং-এ অনভ্যস্ত তাঁদেরও এ পথে হাঁটতে বেশ মজা লাগবে। পায়ের নীচে লাল, হলুদ বেগুনি ছোট ছোট ফুল লতাপাতা আর গায়ে মেঘেদের লেপ্টে যাওয়া। আর আছে অজস্র ধরনের অর্কিড। চা এবং কমলালেবু গাছ গোরু-মোষদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মাঝে মাঝেই বেড়া দেওয়া রয়েছে। এই বেড়া আপনাকে টপকে যেতে হবে। এজন্য অবশ্য সিঁড়ি করা আছে। ঘণ্টাদুয়েক হাঁটলেই এখানে পৌঁছে যাবেন, তখন চারদিকে ফুলের সমারোহ পাখির ডাক আর ঝরনার শব্দ। তবে এখানে রাত কাটাতে হবেই। পরদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই বাইরে বেরিয়ে আসুন। চোখের সামনে দিগন্তবিস্তৃত হিমালয়। অন্ধকার ভেদ করে একের পর এক আপনার সামনে উন্মোচিত হতে থাকবে কাবরু, কুম্ভকর্ণ, শিম্বু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, সিনিয়লচু, নাথুলা, জেলেপ লা, রোচেলা প্রভৃতি শৃঙ্গগুলি। রীতিমতো দুর্লভ দৃশ্য।

এখানে থাকার জায়গা বলতে এক লেপচা পরিবারের পরিচালনায় আছে একটি লজ। খাওয়াদাওয়া লজেই পাবেন। আছে Lovely Resort 4B ৫০০, বুকিং Das Tours & Travels, Ph. 2425 6603। লাভাতে 'লাভা গেস্ট হাউস' বা 'হেল্প ট্যুরিজম' শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করলে থাকার বন্দোবস্ত করে দেবেন। বিদ্র সঙ্গে টর্চ এবং মোমবাতি রাখবেন।

লোলেগাঁও: কালিম্পং থেকে সরাসরি বাসে এখানে আসতে পারেন। আবার লাভা দেখে সেখান থেকেও বাস, জিপ বা ল্যান্ডরোভার করে এখানে আসতে পারেন। চারদিকে সবুজ পাহাড়, মধ্যিখানে লোলেগাঁও-এর এখন প্রসিদ্ধি সূর্যোদয়ের অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করার জন্য। এখান থেকে এভারেস্ট, মাকালু, কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গগুলি পরিষ্কার দেখা যায়। ঝান্ডিদাড়া সানারাইজ পয়েন্ট থেকে সূর্যোদয়ের অনুপম দৃশ্য প্রত্যক্ষ করুন। এখানে সূর্যাস্তের দৃশ্যও সমান সুন্দর।

থাকার জন্য আছে Forest Bunglow। আহারের ব্যবস্থা নিজেদের করতে হয়। রান্নার সরঞ্জাম পাওয়া যায়। এছাড়া DGHC-র Tourist Lodge তৈরি হয়েছে।

এসব জায়গায় ঘোরার জন্য শিলিগুড়ির হেল্প ট্যুরিজম সংস্থার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এঁরাই সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করবেন। এঁদের ঠিকানা : 143 Hillcart Road (1st Floor), P.B. No. 67, Siliguri 734401, Ph . 2535893; কলকাতায় যোগাযোগ Sadnanda Kuthi, 67-A Kali Temple Road, Kalighat, Kolkata-26, Ph : 2466 1324। এছাড়া আছে অন্বেষা গেস্ট হাউস।

কার্শিয়াং

দার্জিলিং থেকে মাত্র 32 কিমি দূরে সমুদ্রপৃষ্ঠের 1,458 মি উঁচুতে ছবির মত শহর কার্শিয়াং। শিলিগুড়ির দূরত্ব 48 কিমি। কোনো এক মেঘমুক্ত দিনে ঈগলস্ ক্র্যাগে দাঁড়িয়ে যদি আপনি নীচের সমতল ভূমি দেখেন— উন্মাদ হয়ে যাবেন। প্রায় 150 কিমি দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত সমতলে পাহাড় যেন হঠাৎ নেমে এসে মিশে গেছে বাংলার সমভূমিতে। শুধু আশ্চর্য সবুজের সমারোহ আর শস্য পেকে উঠলে যেন মুঠো মুঠো সোনা। কার্শিয়াং স্বাস্থ্যনিবাসও বটে। এখান থেকে মাত্র 5 কিমি দূরে ডাউহিল ফরেস্ট স্কুল ক্যাম্পাস এবং ডিয়ার পার্ক এর আকর্ষণ চিরস্মরণীয়।

কার্শিয়াং নিজেই একটি রেল স্টেশন। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে 7.15 এবং 9.00 ট্রেন ছেড়ে কার্শিয়াং-এ 12.32 ও 14.06 পৌঁছে দার্জিলিং যাচ্ছে 15.30 এবং 17.30। আবার দার্জিলিং থেকে 8.25 এবং 10.00 ছেড়ে কার্শিয়াং-এ 11.05 ও 12.37 পৌঁছে নিউ জলপাইগুড়ি যাচ্ছে 16.20 ও 17.45। তবে NJP বা শিলিগুড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে বাস অথবা জিপ বা ট্যাক্সিতে আসাই সুবিধেজনক। আগে কার্শিয়াং (নেপালিতে খার্সাং = ভোরের ধ্রুবতারা) সিকিম, পরে নেপাল রাজ্যে ছিল। ডাউহিলের ভিক্টোরিয়া ও ডাউহিল গার্লস স্কুলের খুব নাম। অ্যাংলিকান গির্জা, সেন্ট অ্যান্ড্রুজ, সেন্ট জন্স, সেন্ট পলস্ গির্জাগুলিও দেখার মত। এখানে থাকার জন্য WBTDC-র Kurseong Tourist Lodge (Ph: 0354-2344409, 2345608) DAB ৬০০-৬৫০ মধ্যে। এছাড়া পাবেন WBSEB IB (Ph : 23447 62), Youth Hostel ও নানান বেসরকারি হোটেল। এখানের ট্যুরিস্ট সেন্টার-এর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য

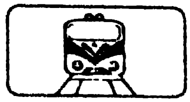
Ph: 2344409।

কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং যাবার পথে সোনাদা নামতে পারেন। সোনাদায় রেল স্টেশনও আছে। এখানের দোরজে চোলিং গুম্ফাটি ঘুরে ঘুরে দেখুন। ভেতরে সোনার বুদ্ধ মূর্তি। আর থাঙ্কা পেইন্টিং-এ নানান দেব-দেবী ও জাতক কাহিনী বিধৃত।

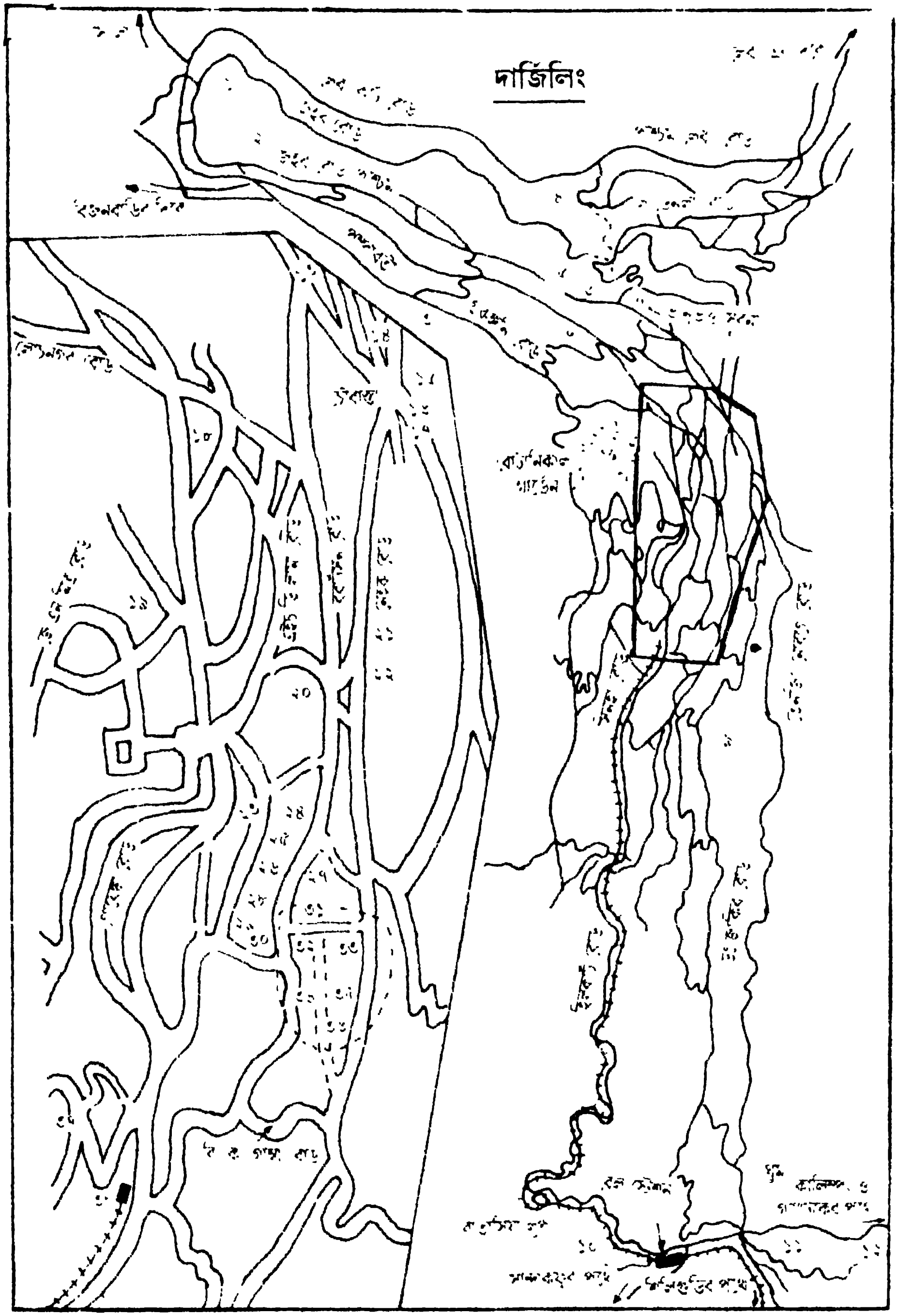
ঘুম : দার্জিলিং থেকে মাত্র 6 কিমি দূরে 2,438 মি. উঁচুতে ঘুমের বৌদ্ধ বিহারে রয়েছে মৈত্রেয় বুদ্ধের 4 57 মি (15 ফুট) উঁচু ঝকমকে এক বিশাল মূর্তি। এখানে সংরক্ষিত আছে বহু বৌদ্ধ শাস্ত্র। নেপালিতে লিখিত তালপাতা আর কাগজের পুঁথিগুলি গর্ভগৃহের ভিতরে অন্ধকার কক্ষে রয়েছে— তার সামনে দিবারাত্র জ্বলছে তেলে প্রদীপ। লামা সম্প্রদায়ের হলুদ শাখা এখানে আরাধনা ব্যবস্থার দায়িত্বে। এছাড়া ভুটিয়া বস্তি বিহার (চৌরাস্তার নীচেই) ও আরো কয়েকটি বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। বিশ্বের উচ্চতম রেল স্টেশনও এই ঘুম।

দার্জিলিং

দার্জিলিং এক সময়ে সিকিমের মধ্যে ছিল। 1835-এ স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের জন্য তৎকালীন ইংরেজ সরকার সিকিম রাজের কাছ থেকে দার্জিলিং এবং আশেপাশের কয়েকটি পাহাড় বাৎসরিক ৩,০০০ টাকা খাজনায় নিয়ে নেয। পরে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলে ইংরেজ এটি অধিকার করে নেয। এত অল্প পরিসরে এত ধরনের গাছের সমারোহ পৃথিবীর খুব অল্প স্থানেই আছে। 1864-তে এখানে প্রথম সিঙ্কোনার চাষ হয। এখন মংপু, মানসং, রঙ্গো ও লাতপানচর-এও এই চাষ হচ্ছে। দেশ বিভাগের পর কলকাতার সঙ্গে দার্জিলিং-এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, পরে 'আসাম রেল লিংক' স্থাপিত হলে পুনরায় যোগাযোগ গড়ে ওঠে। মালদহের মধ্য দিয়ে নতুন ব্রড গেজ লাইন খোলার পর ফরাক্কা দিয়ে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত হয়েছে। 31নং NH এর ওপর দিয়ে গেছে। দার্জিলিং চিকনবাড়ি রোপওয়ে স্থাপিত হয়েছিল 1939-এ। সিঙ্গালিলা শৈলমালার একটি প্রলম্বিত অংশে দার্জিলিং শহর অর্ধবৃত্তাকারে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। শহরের সবচেয়ে উঁচু অংশ কাটা পাহাড় (2,365 মি.)। শহরের মাঝখানে অবজারভেটারি হিলও বেশ উঁচু। কিংবদন্তি যে, এই পাহাড়ের ওপর দুর্জয়লিঙ্গ নামে মহাদেবের এক মন্দির ছিল তা থেকেই দার্জিলিং নামটি এসেছে। অন্য মতে এখানে এই নামে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল।



কেমন করে আসবেন এখানে : শৈলশহরের রানী দার্জিলিং। বিচিত্র জীবজন্তু আর পাখির আশ্রয় ও আশ্রম দার্জিলিং। তুষারমৌলি হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার দেশ দার্জিলিং। **বিমানে** আসতে চাইলে নামুন **বাগডোগরাতে**। এখান থেকে দার্জিলিং ৪9 6 কিমি। বিমানযাত্রীরা পর্যটন দফতরের **বাসে** দার্জিলিং আসতে পারেন। উড়োজাহাজ আসছে কলকাতা গুয়াহাটি ইম্ফল, পাটনা ও দিল্লি থেকে নিযমিত। **ট্রেনে** এলে আপনাকে নামতে হবে হয় নিউজলপাইগুড়িতে (এটাই সুবিধের) অথবা শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে। দেখুন 'শিলিগুড়ি' প্রসঙ্গ (পৃ ৪১৩)। যদি টয় ট্রেন চড়ে দার্জিলিং আসতে চান, তবে NJP থেকে 7 15 অথবা 9 00টায় টয ট্রেনে উঠে পড়ুন। টয় ট্রেনে চড়ার একটা অদ্ভুত আনন্দ— ঘুরে ঘুরে ওঠা, মনে হবে এই তো এখানেই একটু আগে ছিলাম। যদি বাস বা ট্যাক্সি চড়ে যেতে চান তাহলে স্টেশনে নেমে ওভারব্রিজ পার হয়ে চলে আসুন স্টেশনের বাইরে। এখান থেকে যেতে হবে আপনাকে শিলিগুড়ি শহরে; এয়ার ভিউ হোটেলের কাছে মোটর স্ট্যান্ডে। এখানে পাবেন ল্যান্ডরোভার, মারুতি বা প্রাইভেট কার। বাসের জন্য আর একটু এগিয়ে মহানন্দা ব্রিজ পার হয়ে যেতে হবে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে। বাস স্ট্যান্ডে অবিরত ধ্বনি উঠছে খর্সাং-গুম-ডার্জলিং অর্থাৎ কার্শিয়াং-ঘুম-দার্জিলিং। মিনিবাসে গেলে চেষ্টা করুন জানলার পাশে বসে যেতে, দরকার হলে পরের মিনিবাসে যান। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাবার **সড়কপথ** দুটি (ক) শিলিগুড়ি - শিমুলবাড়ি - পাঙ্খাবাড়ি - কার্শিযাং - ঘুম- দার্জিলিং, (খ) শিলিগুড়ি - সুকনা তিনধারিয়া - কার্শিয়াং - সোনাদা - ঘুম - দার্জিলিং। প্রথমটি 67 ও পরেরটি 81 কিমির পথ। কার্শিয়াং-এর পর দুটি রাস্তাই এক। প্রাইভেট গাড়িতে গেলে দ্বিতীয় পথটি ধরে যাবার জন্যে চালককে বলুন— এ পথ ভাল এবং নিরাপদ— পাশ দিয়ে চলেছে টয় ট্রেনের লাইন। এ পথেই মিনিবাস চলে। শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে গেলেই পথের সৌন্দর্য বাড়ে। সুকনার জঙ্গল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় 'কাজল ঢালা গহন বন'। মাত্র 13 কিমি এসেই আপনি উঠে পড়েছেন 500 ফুট (150 মি) ওপরে— গরম এখন শীতে পরিণত। 2 ঘণ্টা সময় নিয়ে গাড়ি পৌঁছবে কার্শিয়াং-এ। চা-টা খেয়ে নিন। মিনিবাস থেকে নেমে এলে বসার জায়গায় একটা রুমাল অন্তত রেখে আসুন— আসন যাতে বেদখল না হয়। গাড়ি দাঁড়িয়েছে কার্শিয়াং স্টেশনের নীচে। মেঘ উড়ে যাচ্ছে আপনার গা ছুঁয়ে। ঘুম পৌঁছতেই ঘুম ঘুম ভাব ভরদুপুরে। সব কুয়াশায়


দার্জিলিং

১। রোপওয়ে	১৩। নিউ এলগিন হোটেল	২৬। শবনম্ রেস্তোরাঁ
২। হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট	১৪। উইন্ডাব মেয়ার হোটেল	২৭। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
	১৫। চৌরাস্তা রেস্তোরাঁ	২৮। হিমালয়ান রেস্তোরাঁ
৩। হ্যাপী ভ্যালি টি এস্টেট।	১৬। বেলভিউ হোটেল, ট্যুরিস্ট অফিস ও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স	২৯। গ্যাংটকগামী বাস
৪। টিবেটান রিফিউজি সেন্টার		৩০। জি পি ও
৫। রাজভবন	১৭। সেনা লায়ন রেস্তোরাঁ	৩১। প্রেস্টিজ হোটেল
৬। ম্যাপল্ ট্যুরিস্ট লজ।	১৮। শিলিগুড়ি ও কালিম্পংগামী বাস	৩২। টিম্বার লজ ও ওয়াশিংটন রেস্তোরাঁ।
৭। ডেপুটি কমিশনারের অফিস	১৯। বাজার	
৮। দার্জিলিং ট্যুরিস্ট লজ ও জিমখানা ক্লাব	২০। ট্যাক্সি স্ট্যান্ড	৩৩। তারা হোটেল
	২১। কেভেনটারস্ স্ন্যাক বার	৩৪। তিব্বতী রেস্তোরাঁ
৯। ইয়ুথ হোস্টেল	২২। দেকেভাস রেস্তোরাঁ	৩৫। হোটেল প্যাগোডা
১০। ঘুম গুম্ফা	২৩। নিউ ডিশ রেস্তোরাঁ	৩৬। স্যামরক্ হোটেল
১১। গুম্ফা	২৪। গ্রিন্ডলেজ্ ব্যাঙ্ক	৩৭। হোটেল কাদম্বরী ও নির্বাণ
১২। টাইগার হিল	২৫। ফরেনারস্ রেজিস্ট্রেশন অফিস	৩৮। রেল স্টেশন ও ট্যুরিস্ট বিশেপস্ন সেন্টার

ঢাকা— ফগ লাইট জ্বালিয়ে যায় গাড়ি। সব মিলিয়ে গাড়িতে দার্জিলিং আসতে 3 থেকে 4 ঘন্টা সময় নিয়ে নেবে।

শিলিগুড়ি থেকে সড়ক পথে গুয়াহাটি 513 দিল্লি 1,312, মুম্বাই 2,138, কাঠমাণ্ডু 550 ও কলকাতা 651 কিমি। কলকাতা-শিলিগুড়ি বাসের জন্য দেখুন **'শিলিগুড়ি'**। দার্জিলিংস্থ Tourist Bureau (Ph: 254050) মরসুমে দার্জিলিং ও মিরিক দেখাবার জন্যে কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা করে থাকেন।

কোথায় থাকবেন মরসুমে (এপ্রিল-জুনের মাঝামাঝি এবং সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বর) প্রচণ্ড ভিড় হয় মনে রেখে অন্তত 1 মাস থেকে 1½ মাস আগে হোটেলে রিপ্লাইকার্ডসহ চিঠি দিয়ে ঘর রিজার্ভ করুন। নইলে অসংখ্য হোটেল-দালাল আপনাকে বিব্রত করে তুলবে আর সর্বক্ষণ জল, গরম জল বলে নিয়ে গিয়ে সারাদিনে এক বালতি মাত্র জলের বরাদ্দ দিয়ে ছেড়ে দেবে (দার্জিলিং-এ এখন জল সঙ্কট বেড়েছে। সিঞ্চল লেক আর জল দিয়ে উঠতে পারছে না)। আগে WBTDC-র ব্যবস্থাপনায় বাসস্থানের কথা বলে নিই। কলকাতা থেকেই বুকিং করে যেতে পারেন [3/2 বিবাদী বাগ (পূর্ব)]। ম্যাল রোডে (ভানু সরণি) Darjeeling Tourist Lodge (Main) (Ph: 0354-2254412/411/413) DAB ১২০০-১৬০০; (Annexe) ৪০০-৬০০; টিভি টাওয়ারের পাশে Hotel Crown (Ph. 254 362) DAB ৪৫০ 3B ৫৫০ 5B ৬০০, কলকাতা বুকিং: শেখর রায় গোষ্ঠিপতি 24300149, দেবাশিস ঘোষ 2402-6033; Hotel Pine Ridge DAB ৫০০-৮০০; Hotel Pleasure Hut DAB ৩০০-৫০০; Hotel Mount View DAB ২৫০-৪০০; কল বুকিং Das Tours & Travels, Ph. 2425 6603। গুন্ড কাছারি রোডে Maple TL (Ph: 254413), DB ২৭৫-৮০০; এখানে DGHC-র অফিস হয়েছে। টাইগার হিলে আছে Tiger Hill Tourist Lodge, ডর্মি অ্যাকোমোডেশন, ডিনার সহ মাথা পিছু ১০০। এর বুকিং হয় দার্জিলিং-এ পর্যটন বিভাগের অফিস থেকে। এছাড়া জলাপাহাড়ে Lowij Jubilee Complex ডা এস কে. পাল রোডে DAB ২৫০ 6B ৭৫ শয্যাপ্রতি ; ড জাকির হোসেন রোডে Youth Hostel, 44টি শয্যা আছে; শয্যাপ্রতি ৪০।

আগে কতকগুলো উল্লেখযোগ্য দামি বাসস্থানের কথা বলি। Darjeeling Club : এখানে থাকতে হলে গিয়েই একটি ফর্ম চেয়ে ভর্তি করে সাময়িক সদস্য হয়ে প্রতিদিন ১০ করে চাঁদা দিন মাথা-পিছু। 18টি DB আছে এখানে। থাকা-খাওয়া জনপিছু প্রতিদিন ৫০০-৯০০ মধ্যে (রিজা Darjeeling Club Ltd., Darjeeling)। Pineridge Hotel (Ph: 254074) চৌরাস্তার কাছে অজিত ম্যানসনের এই হোটেলে আছে 28 টি DB ঘর: শুধু

থাকার খরচ দৈনিক ৪০০-৯০০ মধ্যে। 25% টাকা পাঠিয়ে ঘর বুক করতে পারেন (রিজা : Manager, বা কলকাতায় Trimurti Travels, PH: 22388676 থেকে। Bellevue Hotel (Ph: 254075) পাইনরিজের বিপরীতে পাশ্চাত্য প্রথায় দারুণ আরামপ্রদ— দুজনে থাকার দৈনিক খরচ ৩২৫-৭৫০। এখান থেকে সকালের কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় অনবদ্য ভাবে (রিজা: Director, Mall, Darjeeling 734101)। Hotel Sunflower ম্যালের প্রান্তে, 11টি DB সমন্বিত ৮০০-১৪০০, স্যুইট S ২৩০০ খাওয়ার খরচ আলাদা— তবে সব ধরনের খাবার ঘরে বসেই পাবেন অর্ডার দিলে (রিজা: 5C, Chowrasta Rd, Darjeeling বা Voyage Tours, P-39, Princep St, Kolkata-72), Hotel Alice Villa (Ph. 254181) হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট পার হয়েই কটেজ আকারে হোটেল DB ৬৫০, 3B ৭৫০, খাবার খরচ প্রতিবেলায় আলাদা। (রিজা: Kiran Pradhan, Hotel Alice Villa, Darjeeling-734 101)। অবজারভেটরি হিলে Windamere Hotel (Ph: 254041) ২১০০-২৬৪০ মধ্যে। দৈনিক খাওয়ার খরচ সমেত। (রিজা ম্যানেজার)। Darjeeling Gymkhana Club রবীন্দ্রসদনের পাশ দিয়ে ম্যালে। সাময়িক সদস্য হয়ে প্রতিদিন চাঁদা দিন ৫। চা-বিছানা-টিফিন সহ ১৭৫, তবে খেতে হবে অন্যত্র (রিজা: সেক্রেটারি)। AP প্রথায়— New Elgin Hotel (Ph: 254114) S ১৮৫০ D ২১৫০ স্যুইট ২৬০০ সার্ভিস চার্জ 10% ও সেলস্ ট্যাক্স 8%। (রিজা: 5 Park Row বা 47 পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা অথবা Manager, New Elgin Hotel, 32, H D Lama Rd, Darjeeling 734101); গান্ধি রোডে Hotel Oberoi Mount Everest S ১,৬৫০ D ২,৬০০ স্যুইট ৩,২০০; Hotel Sinclairs (Ph: 256431) ১৩৫০-৩৭৫০ (রিজা 56/A Mirza Galib St, Kol-16); Hotel Pradhan S ৭৪০ D 1150 (রিজা: Chetak Travels, 12/1, Lindsay St., Kol-16) ; রবার্টসন রোডে Central Hotel (Ph: 254480) S ১১০০ D ১৭৫০ ; 26HD Lama Rd-এ Hotel Seven Seventeen (Ph. 254717) ৭৫০-১৭৫০।

S ২৫০-৩২৫ মধ্যে : ফ্রাঙ্কলিক প্রেসটিজ Tiffani Hotel, Snow View Hotel, Magnolia (রিজা : 43 Sarat Bose Rd., Kol- 20, Ph: 2280-3605); Tara Hotel, Labella Hotel, Rockvill Hotel, Hotel Valley View (রিজা : রানী ট্রাভেলস্ 158 Lenin Sarani, Kol-13; Ph: 2236-8833); রিঙ্ক সিনেমার পিছনে Hotel Ashiward ইত্যাদি।

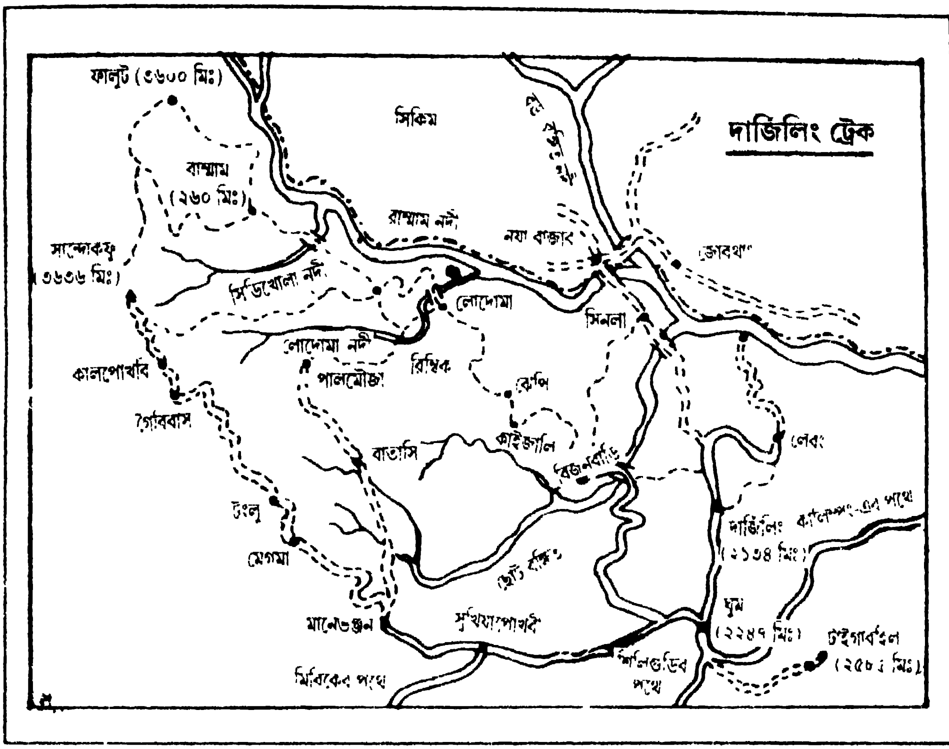
S ২২৫-২৭৫ মধ্যে : Swiss Hotel, Sabnam Hotel, গান্ধি রোডে ক্যাপিট্যাল সিনেমার ওপরে Rex Hotel, Capital Hotel, Kadambari Hotel, Spring Hotel, Ashok Hotel, Continental Hotel (রিজা: মিত্র স্পেশাল, 62 বেন্টিক স্ট্রিট, Kol-69, Ph. 2237-7006), Rockvill Hotel, কোচবিহার রোডে Broadway Hotel, Sunrise Hotel (রিজা: গুইন ট্রাভেলস্, 59 Bentinck St , Kol- 69); ক্লার্ক রোডে Summer Boon Hotel, Samrat Hotel ইত্যাদি।

S ২০০-২৫০ মধ্যে : Kalish Hotel; বেলেস্পাং রোডে Darjeeling Hotel, Wayside Inn, Milan Hotel, ল্যাডেনলা রোডে Asia Hotel, Gitanjali Hotel, Pinewood Hotel, Chowrastha Hotel, রবার্টসন রোডে Societies Hotel, Beachwood GH, Grand View Hotel, Hill View Hotel, Hotel Flora; বর্ধমান রোডে Evergreen Hotel, Natraj Hotel, টংসু রোডে Hotel; Monalisa, New Panorama Hotel ইত্যাদি। বাস স্ট্যান্ডে Anjuman-E Islamia GH-টি সবার প্রিয়— রান্না করে খাওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা আছে। প্রাইভেট বাড়িও পাবেন। যোগাযোগ : Mr. S. M Roy, 21, Beechwood, Ladu La Rd, Mr Bulu Mustafi, Chaohan Mansion ঠিকানায়; মহাত্মা গান্ধি রোডে Kundu Hotel। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ভাল এই দুর্দিনেও।

আর আছে DGHC CH (Ph: 254827); IB (Ph: 254958); Postal IB (252027); Telecom IB (Ph: 252914, 253018) প্রভৃতি।

এছাড়াও সুলভে থাকার জন্য দার্জিলিং-এ বিভিন্ন কর্মী সমবায় সংস্থার অজস্র হলিডে হোম রয়েছে। এর খোঁজখবরের জন্য বইয়ের শেষে সংযোজন অংশে **হলিডে হোম তালিকা** দেখুন।

কী দেখবেন এখানে : গোর্খাল্যান্ড নিয়ে গোলমালের অবসানে দার্জিলিং এর জৌলুস আবার ফিরে এসেছে। ম্যালের লাগোয়া রাস্তায় আবার বিপণি সাজিয়ে বসেছেন পাহাড়ি মেয়েরা। ট্যুরিস্টদের কেনাকাটা আবার শুরু হয়েছে। ব্যবসায়ীরা কানে কানে আগের মতই বলে যাচ্ছে 'ইম্পোর্টেড্ মাল আছে— নেবেন'? ফোল্ডিং ছাতা, চীনে



তৈরি জুতো অথবা কোরিয়ার কাপড়।

টাইগার হিল: এটিই সম্ভবত পর্যটকদের সেরা আকর্ষণ। দার্জিলিং, শহর থেকে 11 কিমি দূরে 2,590 মিটার উঁচুতে। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখবার জন্যে দেশ-বিদেশের মানুষ ছুটে আসেন। এমনকি এখান থেকে বিশ্বের উচ্চতম এভারেস্ট শৃঙ্গটিও পরিষ্কার দেখা যায়। আপনি যে হোটেলেই থাকুন সেখান থেকে জিপ চালকেরা ভোরে উঠে আপনাকে জিপে তুলে নিয়ে যাবে টাইগার হিলে সূর্যোদয়ের চিরসাক্ষী হবার জন্য। পর্যটন দফতরও সহযোগিতা করে। যাঁরা Tiger Hill TL-এ থাকেন, তাঁদের তো পোয়াবারো। দেখবেন, এক পর্যটকের ভাষায় 'পুব আকাশের মেঘে স্বর্ণচ্ছটা, হঠাৎ তারই এক ফাঁক দিয়ে দেখা দেন রক্তিম সূর্যদেব। ওপরের নীল আকাশ অপূর্ব দ্যুতিমান হয়ে ঝলসে ওঠে। সেই আলোর ঝলকানি প্রতিফলিত হয় হিমালয়ের মুকুটে। রক্ত-আবিরে স্নান করেন কাঞ্চনজঙ্ঘা সহচরদের নিয়ে। নীচের বৌদ্ধমন্দিরে শিঙা বেজে ওঠে। গাছে গাছে পাখিদের কলকাকলি। প্রভাতী রোদের সোনা রং আমাদের গায়ে, মাথায় এসে পড়ে বিধাতার আশীর্বাদের মত। আবার সূর্যাস্তের কাঞ্চনজঙ্ঘাও কম সুন্দর নয়। 'আকাশের পাতলা মেঘে রঙের ছোঁয়া লাগে এবার। ক্রমে সেই রং ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের শিখরে। ধীরে ধীরে রূপ বদলাতে থাকেন রজত শুভ্র দেবতাত্মা। তপ্ত কাঞ্চনে পরিণত হয় কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া তিনটি। সেই গলিত সোনা নেমে আসে কাবরু শীর্ষে, কুম্ভকর্ণে, পাণ্ডিম, জানো ও নরসিং শিখরে, ক্রমেই রক্তরাগে উজ্জ্বল হয় সবকটি পর্বত চূড়া। সবশেষে ... নেমে আসে গোধূলির ধূসরতা।'

বাতাসিয়া লুপ: শহর থেকে 5 কিমি দূরে (ঘুম থেকে 3 কিমি) ট্রেন পথকে আশ্চর্য ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলে তুলে ধরা হয়েছে। এর লুপে যখন ট্রেন ঘুরে ঘুরে ওঠে দেখতে দারুণ ভাল লাগে। অনেকে চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে সেই দৃশ্য দেখে আবার ছুটে গিয়ে ট্রেনে ওঠেন— যদিও তা উচিত নয়।

ঘুম বৌদ্ধ বিহারের কথা একটু আগেই বলে এসেছি। আরো দেখুন চৌরাস্তা থেকে একটু এগিয়ে অবজারভেটরি হিলে উঠে অনুপম নিসর্গ দৃশ্য। রেল স্টেশনের ঠিক নীচে রয়েছে নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরের আদলে গড়ে তোলা ধীরধাম মন্দির। দেখে আসুন চৌরাস্তা থেকে 2 কিমি দূরে গিয়ে জওহর পর্বতের ওপর পর্বতারোহীদের শিক্ষণ কেন্দ্র **হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট**।

নতুন নাম তেনজিং নোরগে মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট। পর্বতারোহীদের জন্য যে সব জিনিসপত্র লাগে— তা নিয়ে এখানে একটি যাদুঘর আছে। খোলা থাকে 9.00-17.00 (শীতে 9.00-16.00)। মাঝখানে 13.00-14.00 বন্ধ থাকে। সম্পূর্ণ বন্ধ মঙ্গলবারে। এর পাশেই রয়েছে **পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কটি**। এখানে দেখুন সাইবেরিয়ান বাঘ, হিমালয়ের কালো ভালুক, হরিণ, পান্ডা, ইলামা ও নানান ধরনের পাখি। চৌরাস্তা থেকে হাঁটা পথে গিয়ে দেখে আসতে পারেন **ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম**— এখানে স্থানীয় গাছপালার সংহত সংগ্রহ রয়েছে। খোলা থাকে 10.00 - 17.00 ; শীতে 10.00 - 16.00। মঙ্গলবার সম্পূর্ণ ও বুধবার 13.00 থেকে বন্ধ। মার্কেট মোটর স্ট্যান্ডের কাছে দেখুন **লয়েডস্ বোটানিক্যাল গার্ডেনটিতে** হিমালয় অঞ্চলের গাছপালা, ফুল, অর্কিডের আশ্চর্য সংগ্রহ। এখানের গরম ঘরগুলিও দেখার মত। খোলা 6.00-17.00, প্রবেশ মূল্য লাগে না। চৌরাস্তার খুব কাছেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণ গৃহ **স্টেপ অ্যাসাইড**; শ্রীমতী আভাদেবীর বয়ন শিল্প ও চারুশিল্প দেখুন আভা আর্ট গ্যালারিতে শহর থেকে 2 কিমি দূরে। সাঁইয়ের হিমালয়ান আর্ট গ্যালারি রয়েছে ঘুম যাবার পথে শহর থেকে 3 কিমি দূরে ওয়েস্ট পয়েন্টের কাছে ভাগাকুল হাউসে।

খুব ভাল লাগবে শহর থেকে 3 কিমি দূরে নর্থ পয়েন্টে **দার্জিলিং-রঙ্গিত ভ্যালি প্যাসেঞ্জার রোপওয়েতে** চড়ে 8 কিমি দূরে সিংলা বাজারে যাওয়া, ২৫্ আসা-যাওয়া। এক স্টেশনে গেলে ১৫্। এটিই ভারতের প্রথম যাত্রী রোপওয়ে। রিজার্ভেশনের জন্য যোগাযোগ . Officer-in-Charge, Darjeeling (Ph. 2731) । রোপওয়ে স্টেশনে যাবার জন্যে মার্কেট মোটর স্ট্যান্ড থেকে নিয়মিত বাস ও ট্যাক্সি যাচ্ছে। শহর থেকে 8 কিমি দূরে পৃথিবীর অন্যতম ক্ষুদ্র ও উচ্চ রেসকোর্সটির নাম লেবং রেসকোর্স। এখন অবশ্য রেসকোর্স মিলিটারির অধীনে। নামও পাল্টে হয়েছে হর ময়দান। গার্ডকে বলে ভেতরে গিয়ে ঘুরে দেখতে পারেন। এখান থেকে ফেরার পথে **টিবেটান রিফিউজি সেন্টার** ঘুরে যান। এখানেই তৈরি হচ্ছে নানারকম শীতপোশাক, কার্পেট, চামড়ার জিনিস, কাঠ খোদাই, তিব্বতী পেইন্টিং। পছন্দ হলে কিনতেও পারেন। গলফ কোর্স রয়েছে 2,484 মি. উঁচুতে সিঞ্চলে। এখানে একটি TL আছে। সিঞ্চল থেকেই শহরের জল সরবরাহ হয় শোধনের পর। **সিঞ্চল লেক** শহর থেকে 10 কিমি দূরে। তবে এখানে ঢুকতে হলে পাস সংগ্রহ করতে হবে।

আর অবশ্যই বার বার ঘুরে ফিরে আপনাকে আসতেই হবে দার্জিলিং শহরের প্রাণকেন্দ্র **ম্যাল**-এ। দোকান-পাট, হোটেল-রেস্তরাঁ, অফিস, স্থানীয় মানুষ ও ভ্রমণার্থীদের ভিড়ে সদাই জমজমাট ম্যাল। এখানে ঘোড়ার পিঠে চেপে ঘুরুন, ক্লান্ত হলে বেঞ্চে বসে খানিক জিরিয়ে নিন। পাশেই **অবজারভেটরি হিল**। এখান থেকে দেখুন কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য। যাঁরা পুস্তকপ্রেমী, এক ফাঁকে অক্সফোর্ড বুক স্টোরটি ঘুরে নিন। আর নামার পথে কেভেন্টার্সের কাউন্টার থেকে হটডগ খেতে ভুলবেন না। মুখে লেগে থাকবে।

একটু দূরে গিয়ে দেখে আসতে পারেন বিখ্যাত অর্কিড কালচার সেন্টার তাকদাতে গিয়ে। প্রায় 100 ধরনের অর্কিড রয়েছে। ইচ্ছে হলে কিনে আনতেও পারেন। আর সময় থাকলে হ্যাপিভ্যালি চা বাগান দেখুন ঘুরে ঘুরে।

সন্দকফু, ফালুট

দার্জিলিং থেকে ট্রেক করে 58 কিমি দূরের সন্দকফু যাওয়ার চেয়ে রোমাঞ্চকর আর ফলদায়ক আর কী হতে পারে? সিংহলীলা রীজে 3,657 ফুট (1,200 মিটার) উঁচুতে দার্জিলিং জেলার সর্বোচ্চ স্থানটিতে দাঁড়িয়ে সন্দকফুর সবুজের সমতল— ওঃ, সে এক নন্দনকানন। এপ্রিল-মে মাসে সবুজ সমভূমি যখন নানা রঙের ফুলে ভরে যায়, মনে হয় স্বর্গ ছুঁতে দৃষ্টি আর এক হাত দূরত্বে মাত্র। এখান থেকে এভারেস্টকে (140 কিমি দূর) সবচেয়ে ভাল দেখা যায়। পক্ষি-বিলাসীদেরও স্বর্গভূমি। থাকার জন্য আছে পর্যটন দফতরের Trekker's Hut, PWD Bunglow, Youth Hostel ও FRH ।

দার্জিলিং-এ ট্রেক করুন

বিশ্বের সমস্ত পর্যটকই হিমালয়ের হাতছানিতে মুগ্ধ হয়। একটা বড় ছুটি এখানে ট্রেক করার অভিজ্ঞতায় অতিবাহিত করুন। বনভূমির মধ্য দিয়ে পথ বড় নিরাপদ— একা অথবা সদলে আসুন, তারপর আকাশ, তুষারশৃঙ্গ আর পাহাড়ে ক্ষণকালের জন্য মিশে যান।

ট্রেক করার সেরা সময় এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নভেম্বর। এপ্রিল-মে-র বৃষ্টি হয়ত অসুবিধা সৃষ্টি করবে, কিন্তু ম্যাগনোলিয়া আর রডোডেনড্রনের তখন মরসুম। সেই নৈসর্গিক দৃশ্য সব অসুবিধা দেবে ভুলিয়ে। অক্টোবরের প্রথমেই মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামে নইলে এ

সময়টা শুকনো। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ মন্দ নয়, তবে ঠাণ্ডা পড়ে প্রবলভাবে।

ট্রেক শুরু করুন 2,134 মি. উঁচু বিশ্বের অন্যতম সেরা শৈলনিবাস দার্জিলিং থেকেই। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ ট্যুরিজম, দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল-এ (দার্জিলিং এসে যোগাযোগ করুন, ট্রেক করার সব রকম খোঁজখবর ও সুযোগ তাঁরা করে দেবেন— কোন রুটে যাবেন কী কী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেবেন, কোথায় ভাড়া পাবেন, শেরপা গাইডের কী ব্যবস্থা হবে, মালবহনের জন্য পনি ভাড়া ইত্যাদি) সব কিছুর হদিশ পাবেন।

একটা ল্যান্ডরোভার বা জিপ ভাড়া করে সকাল বেলাতেই দার্জিলিং থেকে 26 কিমি দূরের মানেভঞ্জং পর্যন্ত চলে আসুন। বাসে করেও আসা যায়। দার্জিলিং থেকে মানেভঞ্জং বাস আসছে 7.30, 12.30 এবং 13-টা ছেড়ে। যাঁরা হাঁটতে বিশেষ পারেন না, তাঁরা দার্জিলিং থেকে ল্যান্ডরোভার ভাড়া নিয়ে সন্দকফু আসতে পারেন। তবে এ যাত্রার অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর নয়। তারপরে 3,636 মি উঁচু সন্দকফুতে চলে আসুন 33 কিমি ট্রেক করে দু'দিনের মধ্যে। তারপর এগিয়ে চলুন 3,600 মি. উঁচু ফালুটে। এখানের বাংলোটি বাসযোগ্য নেই, তাঁবুতে থাকার জন্যে প্রস্তুত হন অথবা থাকুন ট্রেকার্স হাট বা YH-এ। আর আছে ফালুট-রাম্মাম পথে Molle Cow hut। ফালুট ভারত-নেপালের জংশনে এক মনোহর স্থান— পথ এবং পাহাড়— দুই-ই মুগ্ধকর। পুনশ্চ এই পথেই ফিরে আসতে পারেন বা সৌভাগ্য থাকলে তিন দিনে ফিরে আসুন রাম্মাম-রিম্বিক-ঝেপি-বিজনবাড়ি রুটে। বিজনবাড়ি দার্জিলিং থেকে 36 কিমি। এখানে জিপ ভাড়া করে আসতে পারেন অথবা 2 কিমি দূরের পুলবাজার থেকে দার্জিলিং চলে আসতে পারেন 16 কিমি পার হয়ে।

এবারে রুটগুলি সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বলি·

রুট 1. (ক) দার্জিলিং-মানেভঞ্জং-টংলু-সন্দকফু। এই পথেই ফেরা। মোট দূরত্ব 118 কিমি (4 দিন)। (খ) দার্জিলিং-মানেভঞ্জং-টংলু-সন্দকফু-ফালুট। এই পথেই ফেরা। দূরত্ব 160 কিমি (6 দিন)।

রুট 2. দার্জিলিং-মানেভঞ্জং-গৈরিবাস-সন্দকফু-রাম্মাম-রিম্বিক-ঝেপি-দার্জিলিং (বিজনবাড়ি হয়ে)। দূরত্ব 153 কিমি (8 দিন)।

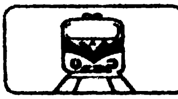
রুট 3. দার্জিলিং -রিম্বিক-সন্দকফু। এ পথেই ফেরা। দূরত্ব 23 কিমি (4 দিন)।

রুট 4 দার্জিলিং - টাইগার হিল এবং ফিরে আসা। দূরত্ব 26 কিমি (2 দিন)।

ট্রেকারদের জন্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ : 762 মি. থেকে 3,680 মি উঠতে হবে। অতএব উইন্ডচিটার সহ হেভি পুলোভার নিন। নিন পশমি টুপি ও দস্তানা। **জুতো** : বাটা কোম্পানির হান্টার-জাতীয় জুতো কিনুন, তারপর ট্রেক করার আগে কয়েকদিন পরে অভ্যেস করে নিন। পুরু মোজা 2-3 জোড়া নিন। রুকস্যাকে ভরে নিন বর্ষাতিও। **খাদ্য** : ট্রেকার্স হাটগুলিতে সাধারণ মূল্যে ভাত ডাল পেলেও টিনে ভর্তি বা প্যাকেটে ভর্তি খাবার, সুসিদ্ধ ডিম, রুটি এবং অবশ্যই গুঁড়ো দুধ নিন এক প্যাকেট। রাস্তায় চাল-ডাল-মুরগি সব পাবেন— তবে চড়া দামে। **জল** : পানীয় জল অবশ্য নেবেন এবং সঙ্গে নেবেন। PINATAB বা ZEOLINE 100 জাতীয় জলশোধনকারী ট্যাবলেট। জ্বালানি কাঠ সাবধানে খরচ করুন। স্লিপিং ব্যাগ অবশ্য নিন। কাছে রাখুন ফার্স্ট এড বক্স। দার্জিলিং Youth Hostel, নেহরু রোডের Trek Mate ও বেশ কিছু Travel Agent-এর কাছে ভাড়া পাবেন স্লিপিং ব্যাগ, রুকস্যাক, হাওয়া-বালিশ, জ্যাকেট, বেডরোল, অ্যালুমিনিয়াম ক্যাম্প খাট, দুজনের নাইলনের তাঁবু। সব জিনিসের পুরো দাম Caution Money হিসাবে জমা দিতে হবে।

মিরিক

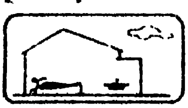
যদি আপনার ইচ্ছে হয়ে থাকে পশ্চিমবঙ্গের সর্বশেষে শৈলনিবাসে গিয়ে ভিড় থেকে দূরে আপনার অবকাশটুকু কানায় কানায় সার্থক করে তুলবেন, পর্যটকবন্ধু, তবে আপনাকে পরামর্শ দেব— আপনি মিরিক চলুন অবশ্যই। দার্জিলিং থেকে 49 আর শিলিগুড়ি থেকে 52 কিমি দূরে 1,767 মিটার উঁচুতে 1.25 কিমি লম্বা প্রাকৃতিক জলে পূর্ণ একটি লেকের ওপর গড়ে উঠেছে এক পর্যটন কেন্দ্র। শীত আছে, তবে দার্জিলিং-এর মত হাড় কাঁপানো নয়। লেকের জলে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছায়ার মায়া, ডে-সেন্টারে বাসের নিরাপত্তা ক্রিপটোমারিয়া-জাপনিকা বৃক্ষের ছন্দ, লেকের পাড় দিয়ে 3.5 কিমি আঁকাবাঁকা ঘেরা ব্রিজের ওপর দিয়ে জলের বুকে হাঁটা, কখনো বা নৌকো নিয়ে জলে বিলি কাটা আর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে মন রাঙিয়ে তোলার এমন মনোহর জায়গা কি আর ভূ-ভারতে আছে? এখানে এলেই ছোট্ট কটেজগুলো তাদের নরম বুকে আপনার আরামটুকু বিছিয়ে দেবে।



কেমন করে আসবেন : বিমানে এলে নামুন 55 কিমি দূরের বাগডোগরা বিমানবন্দরে। রেলে

এলে নামুন হয় 41 কিমি দূরের ঘুম, 49 কিমি দূরের দার্জিলিং অথবা 52 কিমি দূরের শিলিগুড়িতে। তারপর ধরুন **সড়কপথ**। এ পথেও তিনি দিক দিয়ে আসতে পারেন। ক. দার্জিলিং- ঘুম-সুখিয়াপোখরি সীমানা-ফাটক-পশুপতি-হিলে-উনজং হয়ে মিরিক খ. শিলিগুড়ি-থাপরৈল-গারিধুরা-গয়াবাড়ি-সিংবুলি-ফুগুড়ি-সৌরেনি হয়ে মিরিক আর গ. কার্শিয়াং-মকাইবাড়ি- লংভিউ গারিধুরা হয়ে মিরিক; শেষ পথের দূরত্ব 46 কিমি। উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহনের এবং স্থানীয় বাস এখানে আসছে নিয়মিত কার্শিয়াং এবং শিলিগুড়ি থেকে। বাস ছুটছে সকাল 6.30 থেকে বিকেল 3.00 পর্যন্ত। ভাড়া— শিলিগুড়ি থেকে ২৩ ২৭ মধ্যে এবং দার্জিলিং থেকে ২৫ একপিঠে মাথাপিছু! এছাড়া মিরিক থেকে সকাল 7-8 মধ্যে দার্জিলিং ও দার্জিলিং থেকে দুপুর 12.00 থেকে 1.30 মধ্যে মিরিক যাবার জন্যে জিপ ও ল্যান্ডরোভার পাবেন যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ প্রতি সীটের ভাড়া দিয়ে।

ব্যবস্থাপিত সফর· দার্জিলিং থেকে মিরিক একদিনে যাওয়া আসা (খাবার ছাড়া) ১০০ এবং শিলিগুড়ি থেকে একইভাবে ১০০ লাক্সারি কোচে নিয়ে যাচ্ছে দু-জায়গায় ট্যুরিস্ট ব্যুরো।



কোথায় উঠবেন · থাকার জন্যে রয়েছে WBTDC-র Mirik Toursit Hotel (Ph. 243270) D ৩৭৫ আর ডর্মি ৬০ ; Mirik Tourist Cottages D ১০০ (রিজা পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতর — কলকাতা; দার্জিলিং এবং শিলিগুড়ি), DGHC র Day Centre (Ph. 243267) পাশেই। এখানে আহার সারতে পারেন। মিরিক বাজারে Vasthan Hotel ১২৫-১৭৫ (রিজা : মিত্র স্পেশাল, 62 বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা 69 Ph· 22377006), Mrigaya Hotel, Manjusha Hotel ১৫০-৩০০ (রিজা · 24 স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-1) Hotel Regale D ১৫০ ডর্মি ৬৫ ; Jagjeet Hotel & Restaurant প্রভৃতি। আর আছে জেলাপরিষদ ডাকবাংলো এবং PWD (Roads) IB।

হ্রদে বোটিং-এর জন্য ½ ঘন্টায় ৫০ দিতে হয়। এখান থেকে নেপালের পশুপতিনগর মাত্র 11 কিমি (দেখুন নেপাল)। মিরিকের প্রধান আকর্ষণ **এই লেকটি। এর জল 3 ফুট থেকে 26 ফুট পর্যন্ত গভীর।** এর ওপর **দিয়ে 80 ফুট (25 মি.) লম্বা একটা খিলানযুক্ত পায়ে-চলা সেতু। এর পশ্চিম তীর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন** নতুন করে দেখা দেয়। আর কাঞ্চনজঙ্ঘার-সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মোহময় দৃশ্যটি দেখতে হলে আপনাকে যেতে হবে রামিতে দাড়ায়। আরো একটি নিসর্গ দৃশ্য দেখার স্থান দেওসিদাড়া। পিকনিক করতে হলে চলুন রাইধাপের পাশে। আর মাত্র 2 কিমি গেলে কমলালেবুর সুগন্ধিতে মাতাল হবেন কমলা বাগিচায়। আশেপাশে এলাচ বাগানের সুগন্ধ। ধার্মিকেরাও এখানে আনন্দ পাবেন— লেকের পশ্চিম তীরে রয়েছে প্রবাদস্থলীর হিন্দু মন্দির— সিংহদেবীর মন্দির। দেওসিদাড়ায় আছে চার্চ, আছে বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিও। সিনেমা, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, হাসপাতাল, থানা, লাইব্রেরি— সব কিছুই আছে এখানে।

মিরিক সংরক্ষিত এলাকা। অতএব বিদেশি পর্যটকদের আসার জন্যে Restricted Area Permit নিতে হয়। অনুমতি নেবার ঠিকানা : (1) নিজ নিজ দেশে ভারতীয় হাইকমিশনে, (2) Ministry of Home Affairs, Govt of India, North Block, New Delhi-110 001 (3) Under secreary, Govt of West Bengal, Home (Political Dept.) Writers' Buildings, Kolkata· 700001, (4) Dy Commissioner of Police, Security Control and Ex-Officio Foreigners' Registration Officer. 237 Acharya J.C. Bose Rd, Kolkata-700020।

জলদাপাড়া অভয়ারণ্য

দার্জিলিং থেকে ভায়া শিলিগুড়ি জলদাপাড়া সড়ক পথে 224 কিমি আর শিলিগুড়ি থেকে 121 কিমি। 115 বর্গকিমির কিছু বেশি বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে এই অভয়ারণ্য গড়ে উঠেছে 1841-এ। নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলপথের হাসিমারা স্টেশন থেকে 5 কিমি। জলদাপাড়ার প্রবেশ তোরণ হল মাদারিহাট। শিলিগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার থেকেও এখানে বাস বা মিনিবাস আসছে। অভয়ারণ্যে রয়েছে বাইসন, অনেক প্রজাতির হরিণ, হাতি, বাঘ, চিতাবাঘ, একশৃঙ্গী দুষ্প্রাপ্য গণ্ডার এবং নানান ধরনের পাখি।

বেড়াতে যাবার সেরা সময় অক্টোবর থেকে মার্চ। পর্যটকদের সুবিধার জন্য পর্যটন বিভাগ হলং, মাদারিহাট এবং শীলতোরসার ওপর বড়ডাবরিতে তিনটি লজ স্থাপন করেছেন। বন বিভাগের বাংলো রয়েছে মাদারিহাট, নলীপাড়া এবং কোদাল বস্তিতে । আগে থেকেই Divi-

sional Forest Officer, Wildlife Divn.2, Jalpaiguri-কে লিখুন। তাঁরা মাদারিহাট থেকে গভীর বনের ভিতরে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। থাকার ব্যবস্থাও। আবার কলকাতায় পর্যটন দফতরেও সবরকম সহযোগিতা পাবেন। 7-B সাজানো ঘরে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে হলং ফরেস্ট লজে— প্রাতরাশ ও নৈশ আহার এখানে করতেই হবে। ভাড়া ৩০০ মতন। কলকাতা ও শিলিগুড়ির রাজ্য পর্যটন দপ্তরে এখানের আংশিক বুকিং করা যায়। মাদারিহাটেও নৈশাহার আবশ্যিক: এখানের খরচ (AP) DAB ৫০০ ডর্মি ১৯০ মাথাপিছু। জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ DAC ১০০০ ডর্মি ৩০০। TL থেকে মিনিবাসে আসুন 7 কিমি দূরের হাতি পয়েন্টে। এখান থেকে বনবিভাগ হাতিতে চড়িয়ে 3-4 ঘণ্টা ঘোরাবেন বনের ভিতর ৪০ মাথা পিছু নিয়ে। গাড়ি, পার্মিট, ক্যামেরার চার্জ অতিরিক্ত। আগে বুকিং করুন, তারপর পথে বের হন।

জলপাইগুড়ি জেলা

আয়তন 6,227 বর্গকিমি; জনসংখ্যা 34,03,204, পুরুষ 17,53,278, মহিলা 16,49,926; জনসংখ্যার ঘনত্ব 547 প্রতি বর্গকিমিতে, শহরবাসী 17.74%।

জলপাইগুড়ি বার্নেস ঘাট থেকে মাথাভাঙার দিকে যাওয়ার পথে জল্পেশের মোড়ে নেমে 2 কিমি হেঁটে গিয়ে দেখে আসতে পারেন বিখ্যাত শৈবতীর্থ জল্পেশ। এই জল্পেশ থেকেই জলপাইগুড়ি নামের সৃষ্টি। অবশ্য অন্য মতে ফলের নাম 'জলপাই' থেকেও এ নাম এসে থাকতে পারে। স্থানীয় ভাষায় 'গুড়ি' শব্দের অর্থ স্থান। শিবরাত্রি উপলক্ষে যখন এখানে মেলা বসে তখন জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি থেকে এখানে বাস আসে। জনশ্রুতি যে, প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা জল্পেশ শিকার করতে এসে এখানে শিবের অনাদিলিঙ্গটি আবিষ্কার করেন। পরে কোচবিহার-রাজ প্রাণনারায়ণ এখানে মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের দক্ষিণে সুন্দর সরোবর। শিবলিঙ্গ এখন ভূগর্ভে জলমগ্ন। জলপাইগুড়ি এখান থেকে মাত্র 15 কিমি। এটি ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত। ময়নাগুড়ির মূর্তিও খুব প্রসিদ্ধ। জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজারে বিজয়া দশমীর মেলা এবং রাজবাড়িতে মনসা পূজার মেলাতে প্রচুর ধুমধাম হয়। থাকার জায়গা Malbazar Tourist Lodge DAB ৩৫০-৪০০ DAC ৭০০ ডর্মি ৮০।

ডুয়ার্স

হিমালয়ের পাদদেশে সমতল ও অরণ্যপূর্ণ তরাই অঞ্চলের পূর্বাংশ ডুয়ার্সকে বলা হয় ভুটান রাজ্যে প্রবেশের দ্বারপথ— দুয়ার— তাই ডুয়ার্স। আসলে একদা এটি ভুটান রাজ্যেরই ভিতরে ছিল— 1865-তে ব্রিটিশেরা একে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এটিকে এখন দুভাগ করে পূর্ব অংশকে অসমের গোয়ালপাড়া জেলা এবং পশ্চিম অংশকে জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডুয়ার্সের উত্তর-পশ্চিম দিকে 350-450 মিটার উচ্চ মালভূমি। পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে 120 মিটার উঁচু ভূমেশ্বর পর্বত। তিস্তা, জলঢাকা, মানস, চম্পাবতী, গঙ্গাধর বয়ে গেছে এর ওপর দিয়ে। মূল্যবান শাল ও জারুলের অরণ্যে পূর্ণ ডুয়ার্সে গড়ে উঠেছে 150-এর বেশি চা-বাগান। মালবাজার থেকে 2 কিমি মধ্যে অর্কিড হাউসে গোলাপ আর মরসুমি ফুলের সমারোহ। সেখানে মালবাজারে রয়েছে WBTDC-এর Malbazar Tourist Lodge (Ph : 255183) DAC ৭০০ DAB ৩৫০-৪০০ ডর্মি ৮০ মাথাপিছু। কুমলাই-তে বেনফিশ পরিচালিত ট্যুরিস্ট লজ আরণ্যক। ১৭৫-৩৫০ মধ্যে। কলকাতা (পি-১৬১/১, ভি. আই. পি. রোড, কল-৫৪, (Ph : 2334 4931) থেকেই এর বুকিং করা যায়। এই মালবাজারকে কেন্দ্র করেই ডুয়ার্সের বিভিন্ন দিক বেড়িয়ে নেওয়াই সুবিধাজনক।

গোরুমারা ন্যাশনাল পার্ক: ডুয়ার্সের সংরক্ষিত অরণ্যে যেমন দেখে এলেন জলদাপাড়া অভয়ারণ্য, তেমনি হাসিমারা-জলপাইগুড়ির পথে এই গোরুমারা অভয়ারণ্য। এখানে একশৃঙ্গী গণ্ডারসহ বাইসন হাতি, বাঘ, চিতাবাঘ, হরিণ, সম্বর প্রভৃতি দেখে আসুন। এখানের 'গারাতি ওয়াচ টাওয়ারে' সারাদিন বসে গণ্ডার ও বাইসনের জীবনযাত্রা লক্ষ করুন।

প্রায় 9 বর্গকিমি জোড়া এই অভয়ারণ্যটি ভারতের পঞ্চম জাতীয় উদ্যানের স্বীকৃতি পেয়েছে। এখানে থাকার জন্য একটি FRH আছে। রিজার্ভেশনের জন্য DFO, Jalpaiguri-র সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আর আছে হেল্থ ট্যুরিজম পরিচালিত Tourist Hostel। ডর্মি প্রথায় বেড প্রতি ১০০। খাবার দাবারের ব্যবস্থা এখানেই। এদের পরিচালিত কয়েকটি ব্যবস্থাপিত সফর আছে। ট্যুরিস্ট হস্টেল থেকেই তার খোঁজখবর পাবেন।

এ অঞ্চলে যখন এসেছেন তখন আরও একটি অভয়ারণ্য ঘুরে যাবেন। এটি হল চাপরামারি অভয়ারণ্য।

1976-এ চাপরামারি অভয়ারণ্যের স্বীকৃতি পায়। এখানেও দেখা পাবেন নানান জীবজন্তু ও পাখ-পাখালির। থাকার জন্য একটি ফরেস্ট বাংলো আছে। মালবাজার থেকে চালসা হয়ে এখানে আসা যায়।

যদি চা-বাগিচার সৌন্দর্য দেখতে চান তো চালসা থেকে এগিয়ে চলুন মেটেলির দিকে। চালসা থেকে বাস, শেয়ারে জিপ পাবেন যাবার জন্য। পথের দুপাশে কিলকট্, আইভিল, ইন্দং প্রভৃতি চা বাগান পড়বে। মেটেলি মোড় থেকে পথ দুদিকে গেছে। ডানদিক দিয়ে গেলে পৌঁছে যাবেন ভুটান সীমান্তের কাছে সামসিং-এ। এখানের সৌন্দর্যও বড় মনোরম। আর বাঁদিকের রাস্তা ধরে এগোলে পড়বে পরপর আরও অনেক চা-বাগান। নাগাইশুরি চা বাগিচা পেরিয়ে চলে আসুন ঝুড়ন্তি চা বাগানে। এখানের অফিস থেকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে চলুন ঝুড়ন্তি টপ-এ। এখান থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা ভুলবার নয়। আর দূরে বিস্তীর্ণ পাহাড়ি উপত্যকা দৃশ্যমান। সঙ্গে দূরবীন থাকলে এদৃশ্য আরও ভালোভাবে উপভোগ করতে পারবেন।

বক্সা পাহাড় যাঁরা ট্রেনে এখানে আসতে চান তাঁরা আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে ট্রেনে চড়ে রাজাভাতখাওয়া হয়ে বক্সা-জয়ন্তীতে আসুন। আগে ট্রেন মানে ছিল একখানি ইঞ্জিন ও একটি বগী, মাঝে মধ্যে কিছু ওয়াগন কাঠ, ডলোমাইট ইত্যাদি নিয়ে যাবার জন্যে। এখন ইন্টারসিটি ট্রেনে চেপে এখানে আসতে পারেন। গাড়িতে এলেও নামতে হবে বক্সা রোডের মোড়ে। কোচবিহার থেকে বাস, মিনিবাস বা ট্যাক্সিতে আলিপুরদুয়ার নেমে এখান থেকে রাজভাতখাওয়া পৌঁছে ট্রাকে করে আসতে পারেন বক্সা রোডে। এই রাজভাতখাওয়াতে অবজারভেটরি টাওয়ার আছে। জঙ্গল আর বণ্যপ্রাণীর প্রতি টান থাকলে বনবিভাগের অনুমতি নিয়ে এখানে এক রাত কাটান। বক্সা রোড থেকে বক্সা দুয়ার পাহাড়ের দূরত্ব 9 কিমি। মালবাহী ট্রাকই এখানে আসার ভরসা। যদি নিজের গাড়িতে বা ভাড়া গাড়িতে আসতে চান, তাও নামতে হবে সান্তাবা বাড়িতেই। পরের 4 কিমি হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর নেই। পাহাড়ের পাদদেশে সান্তারা বাড়ি (বা সাঁন্তালাবাড়ি), ভুটানীরা বলেন, ছেলো বাড়ি। সান্তারা চেকপোস্টের পর থেকেই শুরু হয় গভীর বনে ঘেরা পাকদণ্ডী। বড় বড় পাথর বিছানো, বাঁদিকে দুরন্ত বক্সা ঝোরা। এই পথ দিয়েই (তখন তো আরো দুর্গম) তখন রাজবন্দীদের ব্রিটিশেরা এখানকার জেল দুর্গে নিয়ে যেত। এই পথই এঁকে বেঁকে শেষ হয়েছে ভুটানের পুরনো রাজধানী পুনাখায়। যেতে যেতে পৌঁছে যাবেন ভুটিয়া মাঠে। সেখানে ডুক্পার চায়ের দোকান। সেখান থেকে একটা ছোট্ট ঝোরার পাশ দিয়ে বক্সা ফোর্ট এলাকা। তার বাঁদিকে এখানে দিলু (দিলীপ) গাঙ্গুলির মুদির দোকান, কিন্তু পাবেন জামা, কাপড়, জুতো, তেল, নুন, মায় ওষুধপত্র সব।

জেল দুর্গের বাইরে বিশাল মাঠ— একদা রাজবন্দীরা এখানেই খেলাধুলা করতেন। জেল কমান্ডান্ট ফিনে সাহেবের বাংলোতে এখন পোস্টাপিস। পাহাড়ের তিন দিকে দেখবেন তিনটে চৌকি— উত্তর-পশ্চিম পিকেট, ম্যাগডালা এবং কনসিল্ড হিল। সামনে জেল দুর্গে যাবার সিঁড়ি। এখন অনেকটা জঙ্গলে ঢেকে গেছে। এবার বন্দীশালায় ঢুকুন। মাঝখানে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। কাঁটা তারের বেড়া চতুর্দিকে। বাধার পর বাধা। এই জেল দুর্গ ব্রিটিশ আমলে ডিটেনশন ক্যাম্প নামে খ্যাত ছিল। অথচ বন্দীরা এটিকেই তাঁদের 'স্বপ্নরাজ্য' ভাবতেন— 'যেদিকে যত খুশি তাকানো যায়— দৃষ্টি ক্লান্ত হয় না'। 2,500 ফুট (775 মিটার) উঁচু পাহাড়ি দুর্গই পরিণত হয়েছিল বন্দী শিবিরে। 1338 বঙ্গাব্দে (1931) এই জেল দুর্গের বন্দীরা রবীন্দ্রনাথের 70 বছর পূর্তি উৎসব পালন করেন— পাঠান তাঁকে অভিনন্দন পত্র। রবীন্দ্রনাথও 'নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন/ পিঞ্জর বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন' শীর্ষক কবিতা রচনা করে তাঁদের প্রতি সম্মান জানান। এখন অবশ্য উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই ঐতিহাসিক জেল দুর্গ ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে মাটির নীচে। তিব্বতী উদ্বাস্তুদের আশ্রয় শিবিরও এটি, আর পাশের অরণ্যে গড়ে উঠেছে বক্সা টাইগার প্রজেক্ট। 1983-তে 779.26 বর্গকিমি বনাঞ্চল ঘিরে এই প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে সঙ্কোশ ও মানস নদীর ক্যাচমেন্টে। বাঘ ছাড়া এখানে আছে হাতি, বাইসন, বার্কিং ডিয়ার, চিতল হরিণ, সিভেট, লেপার্ড ক্যাট, নানান ধরনের পাখি ও সরীসৃপ। 1994-এর গণনা অনুযায়ী বাঘের সংখ্যা 29, চিতাবাঘ 61 আর হাতির সংখ্যা 85।

আসার সেরা সময় নভেম্বর থেকে এপ্রিল। পর্যটকদের রাত্রিবাসের জন্য বেশ কয়েকটি FRH আছে (রিজা. Field Director, Buxa Tiger Reserve, P.O. Alipurdooar Court, Dt Jalpaiguri, Pin 7361221, Ph: (03564) 256005) বা Buxa Tiger Project, East Division, D.F.D.B.T.R., Alipurdooar Court, Jalpaiguri, Pin 7361221।

এখান থেকে আরো যেতে পারেন রাজভাতখাওয়া জংশনের শেষ স্টেশন জয়ন্তীতে (16 কিমি) নেমে দুর্গম জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাহাড়ি পথে ঘণ্টা দুয়েক হেঁটে প্রায়

ভূটান সীমান্তে দুর্গম তীর্থ **জয়ন্তীতে**। একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম জয়ন্তীতে পড়েছিল সতীর বাম জঙ্ঘা। দেবী জয়ন্তী, ভৈরব ক্রমদীশ্বর। দুর্গম জঙ্গলের ভিতর পাহাড় চূড়ায় তিনটি গুহা মন্দির। প্রকৃতি-সৃষ্ট চুনাপাথরের পাহাড়, তাতে গুহা। গুহার মাথা থেকে অবিরত পড়ছে জল। সেই চুন-কণা জমে বহু হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে দেবীমূর্তি। প্রথম গুহায় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, দ্বিতীয়টিতে পাগলা বাবা ভোলানাথ, এবং তৃতীয়টিতে মহাকালী। সব মিলিয়ে নাম মহাকাল মন্দির। শিবরাত্রির সময়ে প্রচুর ধুমধাম— তারপর সব সুনসান।

এখান থেকেই বেড়িয়ে নিন ভারত-ভুটান সীমান্তের **সিনচুলা**। অবশ্য যাঁরা ট্রেক করতে উৎসাহী, তাঁদের জন্য এ জায়গা খুবই উপযুক্ত। ট্রেক করে পৌঁছে যান রূপম **উপত্যকা**। বক্সা থেকে দূরত্ব 20 কিমি। তবে এর জন্য সীমান্ত পার হতে হবে।

আলিপুরদুয়ার থেকে আরও একটি জায়গা অবশ্যই ঘুরে যাবেন। 48 কিমি দূরের **ভুটানঘাট**। পাহাড় অরণ্য মিলে এক অপরূপ প্রকৃতি। এ অভিজ্ঞতা ভুলবার নয়।

কোচবিহার

উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলা, পশ্চিমে ডুয়ার্স, পূর্বে অসম ও বাংলাদেশ, দক্ষিণে বাংলাদেশ এবং জলপাইগুড়ি, পশ্চিমে বাংলাদেশ। কোচবিহার জেলাটি ত্রিভুজাকার। স্বাধীনতা লাভের আগে কোচবিহার ছিল সামন্তরাজ্য। মধ্যযুগে এর নাম ছিল কামতাপুর। কোচ, মেচ ইত্যাদি পার্বত্যজাতি এখানে বাস করে। কোচ উপজাতি থেকেই এখানের নাম কোচবিহার বা কুচবিহার। রাজা বিশ্বসিংহ ছিলেন এখানের প্রধান হিন্দুরাজা। ভুটান পর্যন্ত তাঁর অধীনতা স্বীকার করে। 1772-এ এক চুক্তির ফলে কোচবিহার ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করে। প্রাচীনকাল থেকেই কোচবিহারের রাজভাষা ছিল বাংলা। একসময় কোচবিহারের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য চলত। 1949-এর 12 সেপ্টেম্বর এখানের শাসনব্যবস্থা ভারত সরকারের কাছে হস্তান্তরিত হয়। এখানকার গ্রামগুলিতে বাড়িগুলোর বিন্যাস লক্ষ করার মত। সমগ্র গ্রামবাসীরা মাটি থেকে কিছু উঁচুতে বাঁশের মাচার ওপর কুটির তৈরি করেন। অনেক সময় একটি বাড়ির চারটি কুটির চতুষ্কোণ উঠোনের চারিদিকে বিন্যস্ত থাকে। দেয়াল হয় বাঁশের বেড়ার। প্রায় সবাই খড়ম ব্যবহার করেন।

এখানে **দেখার মত** হল কোচবিহার রাজপ্রাসাদ, রাজাদের আমলে নির্মিত কয়েকটি ঠাকুরবাড়ি, জৈন মন্দির, মসজিদ, গির্জা। বেশ কয়েকটি বড় জলাশয় গোটা শহরটিকে সাজিয়ে তুলেছে। এদের মধ্যে সাগর দিঘি, বৈরাগী দিঘি এবং লালদিঘি খুবই মনোরম। রাজপ্রাসাদটি রোমের সেন্ট পিটার্সের স্থাপত্যের আদর্শে 1887-তে নির্মিত। সারা বিশ্ব খুঁজে আসবাবপত্রে সাজানো হয়েছিল এই প্রাসাদ। তবে সাধারণ দর্শনার্থীর কাছে এটি উন্মুক্ত নয়। এখানের প্রধান মন্দির **কামতেশ্বরী মন্দির** 17 শতকে নির্মিত। এর অন্য নাম গোসানীমারী মন্দির। জায়গাটির নাম কামতা। দিনহাটা থেকে বাসে ½ ঘণ্টা লাগে। মন্দির মালদহের একলাখি মসজিদের মত। মূর্তি নেই।

কোচবিহার জেলা

আয়তন 3,387 বর্গকিমি; জনসংখ্যা 24,78,280, পুরুষ 12,71,715, মহিলা 12,06,565; জনসংখ্যার ঘনত্ব 547 প্রতি বর্গকিমিতে, শহরবাসী 9.10%।

এখানে **আসার জন্যে** হাওড়া ও শিয়ালদা থেকে ট্রেনে আসতে পারেন। ট্রেন আসছে কামরূপ, তিস্তা-তোর্সা, উত্তরবঙ্গ এক্স, গুয়াহাটি-ত্রিবান্দ্রম এক্স প্রভৃতি। নামতে হবে নিউ কোচবিহারে। তারপর ধরুন রিকশা শহরে আসার জন্যে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের রকেট সার্ভিস নৈশযান বাস আসছে কলকাতা থেকে রাত 8.00 ছেড়ে পরের দিন বেলা 11.00। আসছে বারাসত, কৃষ্ণনগর, মালদা, বহরমপুর, জলপাইগুড়ি হয়ে। জলপাইগুড়ি থেকেও দিনহাটার বাস ধরে কোচবিহার আসতে পারেন। কলকাতা থেকে দুপুর দুটোয় ছেড়ে বাস আসছে দিনহাটাতে। শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে নিয়মিত বাস, মিনিবাস যাচ্ছে কোচবিহারে। জলপাইগুড়ি, হাসিমারা প্রভৃতি জায়গা থেকেও কোচবিহার যাবার বাস পাবেন। NJP স্টেশনে নেমে (দ্র শিলিগুড়ি কেমন করে আসবেন) দিনহাটাগামী বাসে করেও কোচবিহার আসতে পারেন। কোচবিহারে **থাকতে চাইলে** পাবেন বেশ কয়েকটি হোটেল। সবই সাধারণ মানের, তবে খারাপ নয়। আছে Park Hotel, Tripti Hotel, Coochbehar Hotel প্রভৃতি ছাড়া জেলা পরিষদের RH, PWD IB, CH এবং পুরসভা পরিচালিত Panthanibas।

পাঞ্জাব

1947-এ ভারতবিভাগের ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশ এবং ভারতের সঙ্গে পূর্ব অংশ যুক্ত হয়। 1956-য় পাঞ্জাবের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয় 'পেপসু' রাজ্য। 1966-তে পাঞ্জাবিভাষী ও হিন্দিভাষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিচার করে পাঞ্জাব আবার পাঞ্জাবি সুবা ও হরিয়ানা— দুটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। অবশ্য কয়েকবার পরিবর্তনের পর দুটি রাজ্যেরই রাজধানী হয় চণ্ডীগড়। পাঞ্জাবের সমভূমি সিন্ধু-গঙ্গার পলি দিয়ে গড়া। রাজ্যের জলবায়ু গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু ও শীতকালীন ঘূর্ণিবায়ু দ্বারা প্রভাবিত। ফলে গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরম ও শীতকালে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা 35°C থেকে 45°C-এর মধ্যে থাকে। শীতকালে তাপমাত্রা নেমে যায় 14°C থেকে O° পর্যন্ত। বৃষ্টি হয় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

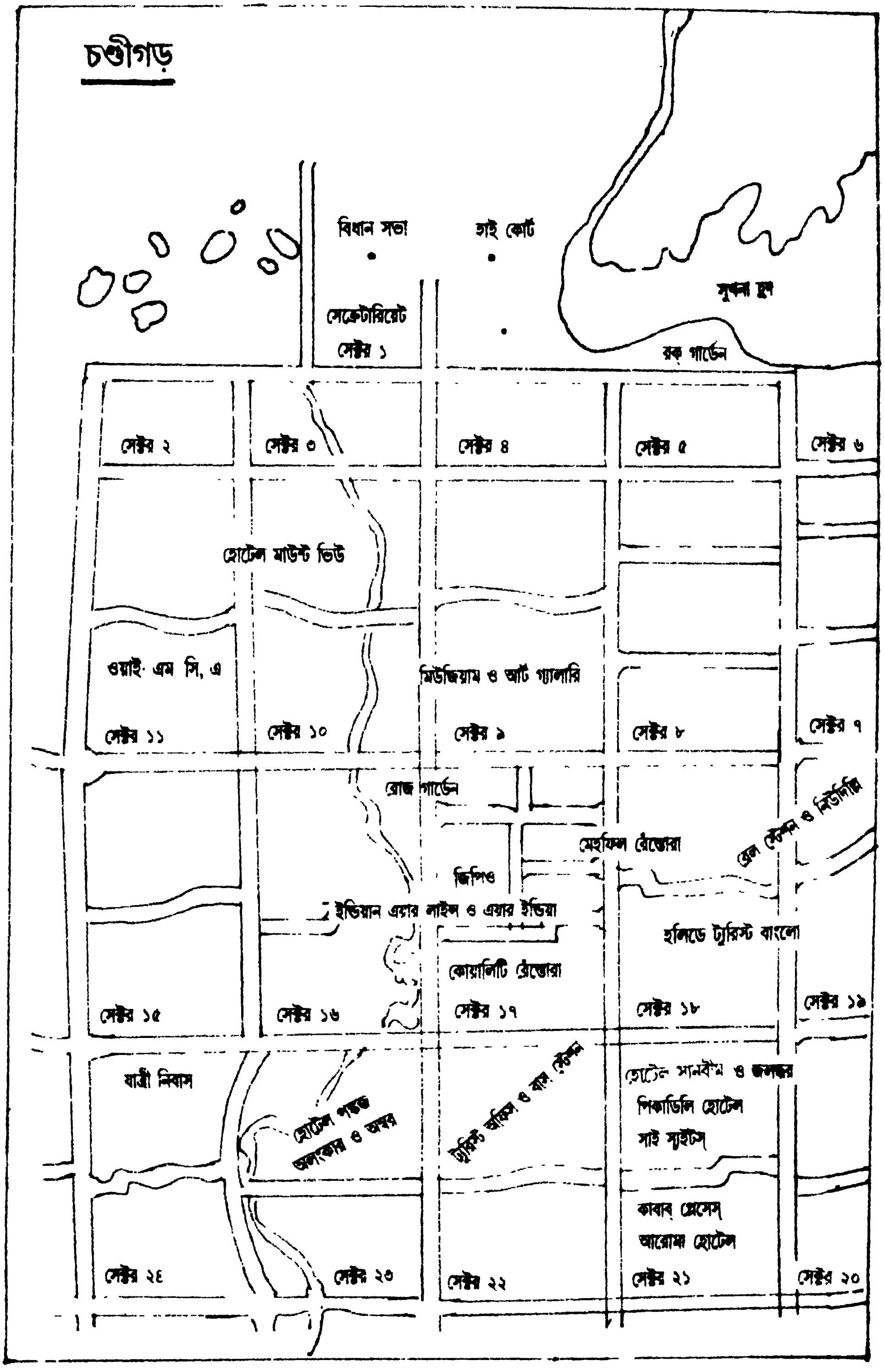
পাঞ্জাবের একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে। এটি পঞ্চনদ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রাচীনকালে। বৈদিক আর্যগণের লীলাক্ষেত্র এই পাঞ্জাবে যুগে যুগে 'শক-হুন-দল পাঠান- মোগল'— পারসিক, স্কাইথিয়ান (শক), গ্রিক, আরব, মোঙ্গল, আফগানরা এসেছেন। বহুবার এদেশ বহিরাক্রমণের শিকার হয়েছে। পঞ্চনদের এই ভূমি কখনো 'সপ্তসিন্ধু'র দেশ নামেও উল্লিখিত হয়েছে। পারসিকরা বলতেন, 'হাফ্‌তা হিন্দওয়া'। গ্রিকবীর আলেকজান্ডার ডাকতেন 'পেন্টোপোটেমিয়া'। পঞ্চনদের দেশ এখন বিভাগের ফলে তিন নদের দেশে পরিণত। স্বাধীন শিখরাজা রণজিৎ সিংহ এখানেই তাঁর রাজত্ব স্থাপন করেন।

জলব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে পাঞ্জাব আজ কৃষিকার্যে খুব উন্নত। ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্প আজ সুখ্যাত। এখানের যাতায়াত ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। 50,362 বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই রাজ্যে বর্তমানে লোকসংখ্যা প্রায় 2.5 কোটি— 2,42,89,296 (2001)। এর অধীনস্থ 17টি জেলা হল : গুরুদাসপুর, অমৃতসর, কাপুরথালা, জলন্ধর, ফিরোজপুর, ভাতিণ্ডা, পাতিয়ালা, লুধিয়ানা, হোসিয়ারপুর, সাংরুর, মোগা, ফরিদকোট, ফতেগড় সাহিব, মানসা, মুক্তস্বর, নবন শহর এবং রূপনগর।

প্রধান ভাষা পাঞ্জাবি। ইংরেজিও চলে। নানা উৎসবের মধ্যে শিবরাত্রি ও দশেরা উল্লেখযোগ্য। এদের গ্রাম্য নাচ, শীতকালে আগুন জ্বালিয়ে নাচ এবং বৈশাখী উৎসবের বানজার ও ভাঙরা নাচ দেখার মত বিষয়। কেশ, কৃপাণ, কঙ্কণ, কঙ্ক এবং পাগড়ি— পাঞ্জাবি শিখের অবশ্য পরিধেয়।

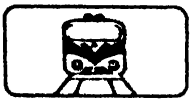
চণ্ডীগড়

1947-এ ভারত স্বাধীন হয়েছে; জন্ম হয়েছে নতুন রাষ্ট্র পূর্ব পাঞ্জাবের। রাজ্য হয়েছে; দরকার প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানোর জন্য রাজধানীর। তার উপর এখানে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে হু-হু করে আসছেন উদ্বাস্তুরা— তাঁদের পুনর্বাসনের বিষয়টিও খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। অতএব একটা খোলা জায়গার প্রয়োজন। সেই মত একটা সঠিক স্থান নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি বসানো হল। তাঁরা তিনটি স্থান নির্বাচন করলেন। তার মধ্যে একটি ছিল শিবালিক পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে খারার তহসিল। অবস্থান, জমির উর্বরতা, জলের উৎস, গৃহনির্মাণের দ্রব্যাদির সহজলভ্যতা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে এই জায়গাটিতেই জন্ম নিল চণ্ডীগড় শহর। একেবারে সুখ-সুবিধাসহ ভারতের প্রথম সুপরিকল্পিত এই শহরটি গড়ে উঠল বিশ্ববিশ্রুত ফরাসি নগর-পরিকল্পক ও স্থপতি লে করবুজিয়ে (M. Le Corbusier)— আসল নাম পিয়েরি জিনেরেৎ (Pierre Jeanneret)-এর সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করলেন ভারতীয় স্থপতিবৃন্দ ছাড়াও ব্রিটিশ স্থপতি দম্পতি ই. ম্যাক্সওয়েল এবং জেন বি. ড্রু (E. Maxwell & Jane B. Drew)। গড়ে উঠল 47-টি সেক্টরে বিভক্ত এক আধুনিক শহর 1953-তে 114 বর্গ কিমি (9,000 একর) জমির ওপর। অধিবাসীদের হাতের নাগালের মধ্যে প্রত্যেক সেক্টরে অবস্থিত হল বিদ্যালয়, দোকান, উদ্যান প্রভৃতি। প্রতি দুটি রাস্তার সংযোগস্থলে স্থাপিত হল বাণিজ্যকেন্দ্র। শহরের মাঝখানে স্থাপিত হল 50 ফুট (15½ মিটার) উঁচু একটি স্তম্ভের ওপর একটি হাত, একটি খোলা তালুর প্রতীক চিহ্ন— যা একই সঙ্গে আকাশ এবং মানবজাতির সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে চলেছে। সবচেয়ে বড় কথা এই 'সুন্দরী নগরী'তে গগনচুম্বী কোনো প্রাসাদ নেই, আবার কোনো বস্তিও নেই। কোনো বাসভবনই তিনতলার বেশি উঁচু নয়। প্রতিটি সেক্টর স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা দুটি রাজ্যেরই রাজধানী


চণ্ডীগড়
বিধান সভা
হাই কোর্ট
সেক্রেটারিয়েট
সেক্টর ১
সুখনা হ্রদ
রক গার্ডেন
সেক্টর ২
সেক্টর ৩
সেক্টর ৪
সেক্টর ৫
সেক্টর ৬
হোটেল মাউন্ট ভিউ
ওয়াই. এম সি. এ
মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারি
সেক্টর ১১
সেক্টর ১০
সেক্টর ৯
সেক্টর ৮
সেক্টর ৭
রোজ গার্ডেন
মেহফিল রেস্তোরা
রেল স্টেশন ও বিমানঘাঁটি
জিপিও
ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স ও এয়ার ইন্ডিয়া
হলিডে ট্যুরিস্ট বাংলো
কোয়ালিটি রেস্তোরা
সেক্টর ১৫
সেক্টর ১৬
সেক্টর ১৭
সেক্টর ১৮
সেক্টর ১৯
যাত্রী নিবাস
হোটেল পঙ্কজ
অলকার ও অম্বর
পিকাডিলি হোটেল
সাই স্যাইটস
কাবাব প্লেসেস
আরোমা হোটেল
সেক্টর ২৪
সেক্টর ২৩
সেক্টর ২২
সেক্টর ২১
সেক্টর ২০

এই আধুনিকতম শহরটি।

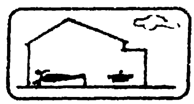
এখানে কখন আসবেন : 304 থেকে 366 মিটার উচ্চতাসম্পন্ন এই শহরের উচ্চতম তাপমাত্রা 45°C এবং নিম্নতম তাপমাত্রা 1.7°C। অর্থাৎ গ্রীষ্ম এবং শীত দুইই প্রখর। বৃষ্টিপাত 111.4 সেমি। কাজেই এখানে বেড়াতে আসার সেরা সময় অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে। শীতে এলে গরম পোশাক অবশ্য আনবেন। 1991-এর লোকগণনা অনুসারে জনসংখ্যা 57,400।



কেমন করে আসবেন : **বিমানে** : প্রতিদিন দিল্লি থেকে সোজা IA বিমান আসছে এখানে। জম্মু থেকে IA প্লেন আসছে সোম আর বৃহস্পতিবার ছাড়া। আসছে লে থেকে সোম ও বৃহস্পতিবারেই। দিল্লি থেকে উড়ে আসতে সময় নেয় মাত্র 1 ঘণ্টা।

রেলপথে : হাওড়া থেকে সোজা ট্রেন আসছে 2311 কালকা মেল 19.40 ছেড়ে দিল্লিতে পরদিন 19 50 হয়ে চণ্ডীগড়ে 3.25, কালকা 5.00। এটি আবার চণ্ডীগড়ে 1.10 ছেড়ে দিল্লিতে 7.30 এসে হাওড়ায় পরের দিন 6.45-এ। দিল্লির সঙ্গে চণ্ডীগড়কে যুক্ত করেছে হিমালয়ান কুইন এক্সপ্রেস ট্রেনটি দিল্লিতে 5.05 ছেড়ে চণ্ডীগড়ে 10.20। এটি কালকা যায় 11 20। নিউ দিল্লি-চণ্ডীগড় শতাব্দী এক্সপ্রেস 7.40 দিল্লি ছেড়ে চণ্ডীগড় আসছে 11.00 আর দিল্লি-কালকা শতাব্দী এক্সপ্রেস 17.15 ছেড়ে আসছে 20.20। কালকা পৌছয় 21.15 দিল্লি থেকে চণ্ডীগড় 244 কিমি দূরে। ভিওয়ানীর সঙ্গে যোগ রেখেছে একতা এক্স। বুধ ও রবি ছাড়া হাতিয়া হয়ে রাঁচি থেকে চণ্ডীগড় আসছে রাঁচি এক্স। শহর থেকে রেল স্টেশনটি 8 কিমি দূরে।

সড়কপথে : চণ্ডীগড় থেকে বাস ছুটছে পাতিয়ালা, অমৃতসর, কুলু-মানালি, সিমলা, জম্মু-শ্রীনগর, সাহারানপুর, পাঠানকোট, ধরমশালা, নাঙ্গাল প্রভৃতির দিকে। চণ্ডীগড়ের 17 সেক্টরের মেন বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস চলছে। দূরত্ব (কিলোমিটারে) : দিল্লি 250, সিমলা 117 নাঙ্গাল 104, অমৃতসর 234, কুলু 281, মানালি 321, আগ্রা 441, বদ্রীনাথ 629, শ্রীনগর 692, ভাকরা 116, কসৌলি 77। নিয়মিত বাস চালাচ্ছে পাঞ্জাব রোডওয়েজ, হরিয়ানা রোডওয়েজ, হিমাচল প্রদেশ রোডওয়েজ এবং আম্বালা বাস সিন্ডিকেট। চণ্ডীগড়-দিল্লির মধ্যে প্রতিদিন ডিলাক্স এবং এয়ার-কন্ডিশনড বাসও চলছে। চণ্ডীগড় থেকে নাঙ্গাল ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস চলছে 5.35 থেকে শুরু করে 18 35 পর্যন্ত। কসৌলি ও পিঞ্জোর গার্ডেনেও নিয়মিত বাস চলছে। স্থানীয় বাস, সাইকেল রিক্সা, টাঙাও চলছে।



কোথায় উঠবেন : সব সেক্টরেই হোটেল আছে। তবে 22নং সেক্টরেই হোটেলগুলি যেন সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে। আমরা সেক্টর অনুযায়ী খবর জানাচ্ছি. 2নং সেক্টরে— 2 নং কোঠিতে হরিয়ানা পর্যটন দপ্তরের Puffin GH (Ph · 2540321) SAC ৩০০৲ DAC ৪৫০-৭০০৲, 10 নং সেক্টরে— Chandigarh Mountview (Ph : 2740544) SAC ২,১০০-৩,৩০০৲ DAC ২,৫৫০-৩,৫৫০৲; 22 নং সেক্টরে Chandigarh Hotel (Ph : 2703690) D ৪৫০৲ DAC ৬৫০৲; Hotel Picadilly (Ph : 2707571) SAC ৬৬৫৲, DAC ৯৫০৲ স্যুইট ১৭০০৲; Hotel Pankaj (Ph . 2709891) S ৫৫০৲ D ৫০০৲ SAC ৯৭৫৲ DAC ১২২৫৲; Hotel Aroma SAB ৩৫০৲ DAB ৫৫০৲ SAC ৮৫০৲ DAC ১১০০৲; Hotel Alankar S ৩০০৲ D ৪০০৲ SAC ৬২৫৲ DAC ৮২৫৲; Hotel Divyadeep S ২২৫৲ D ৩৭৫৲ SAC ৫২৫ DAC ৭২৫৲; Hotel Jullundur SAB ৩৭৫৲ DAB ৫৭৫৲; Hotel Amar (Ph · 2726608) DAB ৩৫০৲ DAC ৫২৫৲; উদ্যোগ পথে Hotel Sunbeam (Ph · 2741335) SAC ১২৫০৲ DAC ১৫৫০-১৭৫০৲; Hotel Samrat SAB ২৫০৲ DAB ৫৫০-৪৫০৲; 26 নং সেক্টরে মধ্যমমার্গে Hotel President (Ph 2740840) SAC ৮৫০৲ DAC ১৩০০৲; 35 নং সেক্টরে Dhillon's Hotel SAC ৪৫০৲ DAC ৬৫০৲; Rikhy's International (Ph : 2531733) DAC ৬৫০-৮০০৲; Hotel Kapil (Ph. 2733366) SAC ৫৭৫৲ DAC ৮০০৲। **সরকারি কর্মচারীদের জন্য আছে** 5নং সেক্টরে Punjab Circuit House, 6নং সেক্টরে Union Territory State GH, 9নং সেক্টরে Punjab GH, 10নং সেক্টরে State GH (Haryana), 18নং সেক্টরে State GH (U.P.) পঞ্চায়েত ভবনে এবং এখানে Panchayat Bhawan, 21নং সেক্টরে Sainik RH। **ছাত্রদের জন্য এবং স্বল্প খরচে থাকার জন্য আছে** 11নং সেক্টরে YMCA (কেবলমাত্র পুরুষ সদস্যদের জন্য), YWCA (কেবলমাত্র মহিলা সদস্যদের জন্য), Indira Holiday Home (**দলবদ্ধ ছাত্রদের জন্য**) 24 নং সেক্টরে; **ধরমশালা** 15নং সেক্টরে Chanan Ram Dharamsala, 18নং সেক্টরে Subh Wati Dharamasala, 22 নং সেক্টরে Sood Dharamsala, 26 নং সেক্টরে Satsang Bhawan। এর মধ্যে সূদ ধরমশালায় ঘর-প্রতি ১০৲ ও ডর্মিতে মাত্র

৬। থাকা এবং যাতায়াত সম্পর্কে যাবতীয় খবর পাবেন **17নং সেক্টরের বাসস্ট্যান্ডে ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে।** Youth Hostel আছে রূপনগর-এ নতুন বাস টার্মিনাসের কাছে। জন প্রতি ২০ (রিজা: Warden, Rup Nagar, Ropar, Punjab, Ph : 220350) এখানে 13 নং সেক্টর বলে কিছু নেই কিন্তু। আনলাকি বলে?

কী কী দেখবেন এখানে : লে করবুজিয়ে এমন অভূতপূর্ব পরিকল্পনা করে শহরটিকে চারটি প্রধান কেন্দ্রে ভাগ করে সাজিয়েছেন যে শহরেবর চারটি বিশিষ্ট চরিত্র যেন গড়ে উঠেছে। হাইকোর্ট, সেক্রেটারিয়েট, বিধানসভা, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গান্ধিভবন— এ সবের একত্র স্থাপত্য ভারতের আর কোথাও আপনি দেখতে পাবেন না। 1950 সালেই **সেক্রেটারিয়েটটি** তৈরি করতে খরচ হয়েছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। এটি শহরের সবচেয়ে দীর্ঘ এবং উচ্চ ভবন। 42 মিটার উঁচু এই বাড়িটি 8 তলা। দেখার সময় 9.00-16.30। ওই একই সময়ে ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৮ হাজার টাকা খরচে তৈর হয়েছিল 100 বর্গমিটার আয়তকার **বিধানসভা** ভবনটি। পরাবৃত্ত আকারে এই বাড়িটির 'ফোরাম'টি যেন নিরাপদে লুকিয়ে আছে এবং উপরের পিরামিডের মত চূড়ার একটি ধার যেন মেরুপ্রভা বিকিরণ করছে। অনবদ্য এর স্থাপত্যকর্ম। **হাইকোর্ট** ভবনের প্রতিটি স্তম্ভে, কড়ি-বর্গাতে স্থাপত্য-সৌন্দর্য। একতলায় বসছে আদালত, তার উপরে অফিসগৃহ। মাথার ছাদ যেন ছাতা খুলে রয়েছে 18.29 মি. উঁচু পিলানের ওপর ভর করে। আর দেওয়ালে কাঠের কারুকার্যময় পরদাগুলি এটিকে শব্দরোধী করে তুলেছে। এই হাইকোর্টের কাছেই শহরের একেবারে উত্তর-পূর্ব প্রান্তে একটা কংক্রীটের পাদানির উপর থেকে ঝোলানো ইস্পাতের পাতের ওপরে হাত এবং খোলা তালুর প্রতীকটি দেওয়া-নেওয়ার এক রূপক। 14 নং সেক্টর জুড়ে রয়েছে **পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ভবন।** এখানের আধুনিক ছাত্রাবাস, প্রেক্ষাগৃহে পাঠচর্চা, মূল্যবান গ্রন্থাগার, আর্ট গ্যালারি— সবই খুঁটিয়ে দেখার মত। এরই কেন্দ্রে রয়েছে **গান্ধিভবন**— যেন চারপাশের জলাশয়গুলির মধ্যে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুল। ক্যামেরা ক্লিক করুন, আপনার সংগ্রহে একটি সেরা ছবি জমা পড়ে যাবে। চীপ ক্যান্টিনে গিয়ে ক্লান্তি এবং ক্ষুধা দুই-ই দূর করুন অল্প খরচে। এখান থেকে একটু এগিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যাবার পথে **পোস্টগ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সে** নেহরু হাসপাতালের বিশালতা দেখে অবাক হবেন। এতে 1 হাজার শয্যা রয়েছে 5 তলা জুড়ে।

জিনিসপত্র কিনতে চান? চলে যান 17 নং সেক্টরে **সুপার বাজারে।** এখানেই তো প্রধান বাস স্ট্যান্ডটি। আরো রয়েছে জেলা আদালত, প্রধান পুলিশ থানা, ফায়ার ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার, গোটা শহরের 4টি সিনেমা হলের মধ্যে এখানেই 4টি, রেস্টুরেন্ট এবং পায়চারি করার প্রশস্ত স্থান। ব্যস্ততা এবং অলসতার এমন সমন্বয় আর কোথাও দেখা যায় না। সত্যি কথা বলতে এখানে 300 একর জুড়ে একটা উপত্যকার নামই অলস উপত্যকা— Leisure Valley। এখানের সবুজ আস্তর বুঝি এখনো কুমারী রয়ে গেছে। এর মধ্যে রয়েছে সুখ্যাত **রোজ গার্ডেনটি।** 16 সেক্টরে 30 একর জমিতে এশিয়ার বৃহত্তম গোলাপ বাগিচাটিতে ফুটছে 1,500 রকমের গোলাপ। যদি ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মধ্যে এই **জাকির গোলাপ বাগিচায়** (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির নামে) আসেন তবে গুল আনারের খুশবুতে আপনি যে মশগুল হবেন— এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? এই উপত্যকায় আরো কয়েকটি ছোট-বড় বাগিচা রয়েছে— শান্তিকুঞ্জ, মুনলাইট গার্ডেন, বোগেনভিলিয়ার বাগিচা এবং দুর্লভদর্শন গাছের বাগান। জানি না নন্দনকানন এর চেয়ে সুন্দর কিনা।

আরো বাগান দেখার ইচ্ছে? তবে চলুন স্থানীয় অধিবাসী নেকচাঁদের হাতে গড়া **রক গার্ডেনটিতে।** এখন অবশ্য সরকারি তদারকিতেই রয়েছে এই বাগানটি। নেকচাঁদ হাতের কাছে যত রকমের পাথর, পাথর-কুচি, নুড়ি পেয়েছিলেন সব এক আশ্চর্য যাদু দিয়ে সাজিয়ে তুলেছিলেন 6 একর জমির উদার বিস্তারে। পৃথিবীতে এমন বাগান আর কোথাও নেই। গ্রীষ্মে খোলা: 9.00-13.00 এবং 15.00-19.00। শীতে খোলা থাকে 9.00-13.00 এবং 14.00-18.00।

যখন 10নং সেক্টরে যাবেন অবশ্য দেখে আসবেন **সরকারি যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারিটি।** এখানে সমসাময়িক চিত্রশিল্প এবং কাংড়া, রাজস্থানী এবং মুঘল শিল্পধারার নানা নির্দশন সংগৃহীত হয়ে রয়েছে। সোমবার বন্ধ। অন্যদিন খোলা থাকে 10.00-16.30। আর অবশ্যই মানবজীবনের বিকাশের ধারা বিষয়ে যদি প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন থেকে জানতে চান তবে ওই একই সময়ের মধ্যে দেখে নেবেন যাদুঘরটিও— **মিউজিয়াম অফ এভোলিউশন অফ লাইফ।** ছবি রয়েছে 17নং সেক্টরের 4নং-এ সমসাময়িক শিল্প সংগ্রহের **আকর**-এ। এখানে ছবি ও শিল্পদ্রব্যের বিকিকিনিও হয়। এমন ছবির সংগ্রহ অবশ্য **পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টস মিউজিয়ামেও** আপনি দেখে এসেছেন হয়ত।

শহরের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে 6নং সেক্টরে যখন যাবেন অতি অবশ্য **শুখনা লেকটি** দেখে আসবেন। দেখবেন শুধু

কেন, লেকের পাড়ে যে ক্লাবটি রয়েছে সেখানে ঘণ্টায় ৪০ চুক্তিতে শিকারা, ২৫ চুক্তিতে প্যাডেল বোট, বা ১৬ চুক্তিতে বাইচ নৌকো ভাড়া করে ঘুরে বেড়ান মহানন্দে। যদি ঘুরতে ভাল না লাগে আর দলবদ্ধ ভাবে থাকেন সেরে নিন এদিনের পিকনিক। তবে হ্যাঁ, সোমবার কিন্তু যাবেন না— লেক সেদিন বন্ধ।

আর কোথায় যাবেন এর কাছে-দূরে—

পিঞ্জোর

চণ্ডীগড় থেকে 20 কিমি দূরে মোগল ও রাজস্থানী স্থাপত্যের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে যাদবিন্দ্র গার্ডেন্স বা পিঞ্জোর উদ্যানটি। সম্রাট ঔরংজীবের স্থপতি নবাব ফিদাই খান 17 শতকে এর পরিকল্পনাটি করেছিলেন। চণ্ডীগড়-কালকা রোডের ওপর এই উদ্যানের স্থানেই নাকি একদা পঞ্চপাণ্ডব বনবাসের সময় বাস করেছিলেন। তখন এর নাম ছিল পঞ্চপুর, তা থেকেই হয়ত হয়েছে পিঞ্জোর। এই সুন্দর জায়গাটি পাণ্ডবদের এতে ভাল লেগেছিল যে রাজ্যলাভের পরেও তাঁরা এখানে প্রায়ই বেড়াতে চলে আসতেন। 17 শতকে আবার এটি সাজানো গোছানো হয় ফিদাই খানের যত্নে ও লালনে। বিশাল চত্বর, একই ধরনের জলাশয়, প্রাণোচ্ছল ফোয়ারা আর ঘাসের সবুজ গালিচা পেতে বাগান সাজালেন। কিন্তু হায়, রাজনীতির খেলায় একদা এটি পরিত্যক্ত হল। অনেক পরে পাতিয়ালার মহারাজার যত্নে পুনশ্চ এটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল। এখন তো ছুটি কাটানোর এমন সুন্দর জায়গা দুর্লভ। ছুটির দিনগুলিতে তাই চণ্ডীগড় থেকে নিয়মিত বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে থাকার জন্যে উদ্যানের Horticultural Inspector-এর অধীনে একটি DB আছে। প্রতিদিনই উদ্যানটি খোলা থাকে। যদি DB-তে না থাকা যায় তবে Rang Mahal, Sheesh Mahal বা Budgerigar Hotel-এ এসে থাকুন। ভাড়া জনপ্রতি ২৫০-৫০০। আর এখান থেকে 2 কিমি এগিয়ে 11-14 শতকের পঞ্চায়তন ঢঙের মন্দির ভীমাদেবীর মন্দির-ও যেতে পারেন। দেখতে পাবেন মাটি খুঁড়ে এখানে কেমন পাথরে-কোঁদা দেবমূর্তিগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে।

মনসাদেবী বা চণ্ডীদেবীর মন্দির দুটি রয়েছে 10 কিমি দূরে। এ দুটি অবশ্য হরিয়ানার কাছেই পাঁচকুলা নামে একটি শহরের কাছে। চণ্ডীগড় স্থাপিত হবার আগে থেকেই এ দুটিতে জনসাধারণ পুজো দিয়ে আসছেন। আর এই চণ্ডীমন্দিরের নাম অনুসারেই চণ্ডীগড় নামটি এসেছে— এটা জেনে রাখা ভাল। চণ্ডীগড়-পাতিয়ালা সড়কের ওপর চণ্ডীগড় থেকে 15 কিমি দূরে গড়ে উঠেছে **ছাতবীর চিড়িয়াখানাটি**। এখানে গিয়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখতে পেয়ে মনে হবে যেন আত্মীয়-সাক্ষাৎকার হল। এছাড়া হিমালয়ের কালো ভালুক আর অজস্র পাখ-পাখালির মেলা আপনার অবসর সময়কে নন্দিত করবেই। সবদিনই খোলা। অতএব চলে আসুন। দর্শনী ৩ মাত্র।

নাঙ্গাল: ভাকরা বাঁধের কথা হিমাচল প্রদেশ প্রসঙ্গে বলে এসেছি। মূল বাঁধটি সেখানেই। আর নাঙ্গালের সমতল ভূমিতে রয়েছে এর একটি সাব-স্টেশন। এখানে শতদ্রু বাঁধের একটি ধারাকে 1,100 ফুট (340 মিটার) বাঁধ দিয়ে 64 কিমি দূরে শিবালিক পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বইয়ে গাঙ্গওয়াল ও কোটলায় বিদ্যুৎ তৈরি করা হচ্ছে। গড়ে উঠেছে একটি রাসায়নিক সার-কারখানাও। 103 কিমি দূরের নাঙ্গালে সোজা ট্রেন আসছে দিল্লি থেকে হিমাচল এক্স, আম্বালা থেকেও আসছে ট্রেন। আর চণ্ডীগড় থেকে বাস-ট্যাক্সি চলছে হামেশা। বাস আসছে আম্বালা, জলন্ধর, দিল্লি, ধরমশালা, পাঠানকোট, পাতিয়ালা, মানালি থেকেও। থাকার জন্যে Tourist DB, RH, GH ইত্যাদি আছে।

কন্‌ডাক্‌টেড ট্যুর

চণ্ডীগড় পর্যটন বিভাগ ট্যুরের আর ভাড়া দেবার জন্যে 37 আসনের ডিলাক্স কোচ এবং 8 আসনের ম্যাটাডোর ভ্যানের ব্যবস্থা রেখেছেন। এ দুটির যথাক্রমে 20 ও 5টি আসন ভরতি হলেই ট্যুরের ব্যবস্থা হয়ে যায়। গোটা কোচ ভাড়া করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরা 15% ছাড়া পান। কন্‌ডাকটেড ট্যুরের জন্য যোগাযোগ: Chandigarh Tourism, Hotel Mountview, Sector 10 (Ph: 544882) বা Chandigarh Tourist Information Office, General Bus Stand, Sector 17 (Ph : 703839)। ট্যুরগুলি হল: শহর দর্শন, ছাতবীর চিড়িয়াখানা, পিঞ্জোর উদ্যান, মনসাদেবীর মন্দির হয়ে পিঞ্জোর, মনসাদেবী মন্দির, ভাকরা বাঁধ/নাঙ্গাল/গোবিন্দসাগর লেক/ রোপার বোট ক্লাব/আনন্দপুর সাহেব। সিমলা (1 দিন), রাত্রে থাকলে চৈল হয়ে, তিনরাত্রির জন্যে কুলু-মানালি, কসৌলি, অমৃতসর।

অমৃতসর

চণ্ডীগড় পাঞ্জাবের রাজধানী হলেও পবিত্র ও

প্রধান শহর হিসাবে খ্যাত হল অমৃতসর। মুসলমানদের মক্কা, হিন্দুদের কাশীর মতই শিখদের কাছে অমৃতসরই পবিত্রতম স্থান। তৃতীয় শিখগুরু অমরদাসের (1552-1574) উত্তরাধিকারী ও জামাতা গুরু রামদাসকে (1574-1581) সম্রাট আকবর শ্রদ্ধাবশত 1577 খ্রিস্টাব্দে একটি ছোট পুকুরসমেত যে একখণ্ড জমি দান করেন, তারই ওপর রামদাস ভবিষ্যৎ অমৃতসর শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ছোট জলাশয়টি সংস্কার করে তিনি বৃহৎ সরোবরে পরিণত করে নাম দেন অমৃতসরোবর বা 'অমৃতসর'। তা থেকেই জায়গাটিও এই নামে পরিচিত হয়ে যায়। আগে এর নাম ছিল চকগুরু রামদাস বা রামদাসপুর। রামদাসের সুযোগ্য পুত্র পঞ্চম গুরু অর্জুনদেব (1581-1606) সরোবরের মাঝখানে শিখদের সর্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র হরিমন্দির নির্মাণ করলে ধীরে ধীরে এখানে একটি শহর গড়ে ওঠে এবং মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে ঘাঁটিতে পরিণত হয়, যদিও বহুবার এখানে মুসলমান অভিযান সংঘটিত হয়।

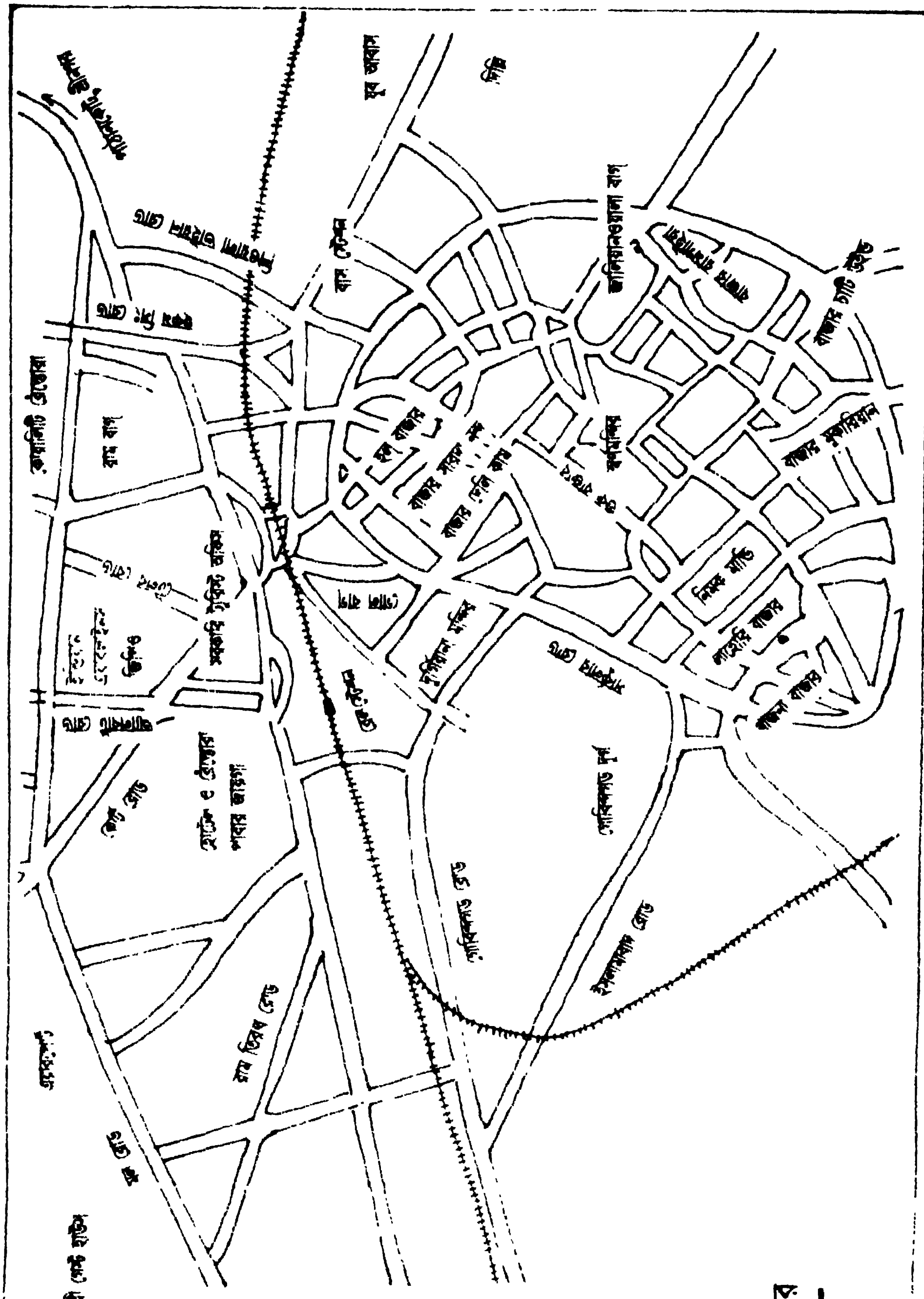
19 শতকের শুরুতে এটি রণজিৎ সিং-এর অধিকারে আসে। একসময়ে আমেরিকা থেকে আসা একদল ভারতীয় বিপ্লবী (1914) অমৃতসর থেকে মাতৃভূমির বন্ধন মুক্তির আন্দোলন গড়ে তোলেন। পরে এখানেই জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা সংঘটিত হয়। কার্পেট, শাল, পশম, রেশম শিল্পের স্থান অমৃতসরে আসার জন্যে বৈশাখী উৎসব, দেওয়ালি উৎসব— যে কোনো সময়ে আসুন।

কেমন করে আসবেন: বিমানে: দিল্লি থেকে 2 ঘণ্টায় উড়ে আসা যায় এখানে। চণ্ডীগড়, জম্মু ও শ্রীনগর এমনকি লন্ডন, কাবুল থেকে প্লেন আসছে এখানে।

রেলে: ট্রেন আসছে এখানে শিয়ালদহ 11.45 ছেড়ে জম্মু-তাওয়াই এক্স আসানসোল-ধানবাদ-গয়া-মুগলসরাই-কাশী-লাক্সার-আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট হয়ে জলন্ধর সিটিতে 3.30; হাওড়ায় অমৃতসর মেল 20.00 ছেড়ে ওই একই পথে 9.40, অমৃতসর এক্স 13.15-য় ছেড়ে পরদিন 9.00-টায়। দিল্লিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রেন এসে যাচ্ছে অমৃতসরের উদ্দেশে। 22.45 দাদার ছেড়ে নিউ দিল্লিতে ছাড়ছে 5.10-এ দাদার-অমৃতসর এক্স, পানিপথ-কার্নাল-আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট ছুঁয়ে অমৃতসর পৌঁছয় 16.50; দিল্লিতে 12.10 ছেড়ে ফ্লাইং মেল 19.45 অমৃতসরে : শতাব্দী এক্সপ্রেস 16.30 নতুন দিল্লি ছেড়ে লুধিয়ানা-জলন্ধর হয়ে অমৃতসর পৌঁছচ্ছে 22.05। শান-ই পাঞ্জাব এক্সপ্রেস 6.10, নিজামুদ্দিন ছেড়ে 10.00 আম্বালা হয়ে অমৃতসর 14.15। মুম্বাই সেন্ট্রালে 21 30 ছেড়ে গোল্ডেন টেম্পল মেল দিল্লিতে 19.00 ও অমৃতসরে 6.25; বান্দ্রা থেকে পশ্চিম এক্সপ্রেস 11.35-এ ছেড়ে দিল্লি পৌঁছচ্ছে 10.35-এ, আর অমৃতসর পৌঁছচ্ছে 19.25-এ। টাটাতে 14.10 ও মুরিতে 16.45 ছেড়ে হাতিয়া/টাটা পাঠানকোট এক্স নিউ দিল্লিতে 20.15 এবং অমৃতসরে 5.35 পৌঁছে পাঠানকোট যাচ্ছে 8.50 মিনিট; নান্দেদ সো ম. বৃ. শু. শ. 8.30 ছেড়ে অমৃতসর এক্স নিউ দিল্লিতে 13.20 ও অমৃতসরে 21.25। এ ছাড়া লুধিয়ানা-জলন্ধর ইত্যাদির মধ্যে ট্রেন চলছে স্থানীয়ভাবে। এছাড়া অমৃতসর স্টেশন থেকেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের লাহোর শহরে যাচ্ছে-আসছে ইন্দো-পাক সমঝোতা এক্সপ্রেস। সকাল 9.30 অমৃতসর ছেড়ে লাহোর পৌঁছচ্ছে 13.35 মিনিটে (এখন বন্ধ)।

বাসে: পাঞ্জাব রোডওয়েজ নিয়মিত বাস চালাচ্ছে অমৃতসর থেকে দিল্লি, চণ্ডীগড, আম্বালা, জলন্ধর, জম্মু, কাটরা, পাঠানকোট, মাণ্ডী, ডালহৌসি, মানালি প্রভৃতি স্থানের মধ্যে। অমৃতসর থেকে সড়কপথে দূরত্ব : দিল্লি 441 কিমি, চণ্ডীগড় 284 কিমি, আম্বালা 225 কিমি, জলন্ধর 65 কিমি, জম্মু 219 কিমি, কাটরা 305 কিমি, পাঠানকোট 112 কিমি, মাণ্ডী 320 কিমি, ডালহৌসি 190 কিমি, মানালি 430 কিমি, লুধিয়ানা 136 কিমি, কুরুক্ষেত্র 291 কিমি, ভাতিণ্ডা 145 কিমি, ফিরোজপুর 103 কিমি, পাতিয়ালা 393 কিমি, সিমলা 342 কিমি, দেরাদুন 440 কিমি, হরিদ্বার 460 কিমি।

কোথায় উঠবেন এখানে : সার্কুলার রোডে Alankar Hotel, কোর্ট রোডে Ambassador Hotel, কুইন্স রোডে Aroma Hotel, Ashoka Hotel, Hotel Imperial প্রভৃতি ৩৫০-৭০০ মধ্যে। Hotel Astoria (Ph : 2566046) SAB ৩৭৫-৪৫০ DAB ৪৫০-৫৭৫ SAC ৭০০ DAC ৮২৫ স্যুইট ১৩৫০; রেল স্টেশনের উলটোদিকে কুইন'স রোডে Grand Hotel (Ph : 2562425) ৭০০-১১০০; হল বাজারে Green's Hotel, Hyderabad and Sind Hotel, 10 ক্যান্টনমেন্টে Mrs. Bhandari's Guest House (Ph: 2222390) ৬৫০-৯০০; 45 ম্যালে Ritz Hotel (Ph : 2226606) ১০৫০-১৬০০, Hotel Blue Moon (Ph: 2220416) SAB ৩২৫ DAB ২৫০ SAC ৫৭৫ DAC ৮৫০; কুপার রোডে Hotel


মিসেস্ ভাণ্ডারী গেস্ট হাউস
মল রোড
রাম তিরথ রোড
সরকারি টুরিস্ট অফিস
রাম বাগ
কোয়ালিটি রেস্তোরা
পাঠানকোট, শ্রীনগর
বাস স্টেশন
যুব আবাস
দিল্লি
রেল স্টেশন
দুর্গিয়ানা মন্দির
গোবিন্দগড় রোড
গোবিন্দগড় দুর্গ
ইসলামাবাদ রোড
স্বর্ণমন্দির
জালিয়ানওয়ালা বাগ
পাকিস্তান
অমৃতসর

Airlines (Ph: 2227738) SAC ৫২৫-৭৫০, DAC ৭০০-৮৫০; সিটি সেন্টারে Amritsar International Hotel (Ph: 2555991), ৫২৫-৯০০; অ্যালবার্ট রোডে Mohan International Hotel (Ph: 2227801) ১০৫০-১৯০০ ইত্যাদি। আর আছে GPO-র উলটোদিকে Sainik RH (রিজা: Secretary, District Soldier's Board, Amritsar), কোর্ট রোডে CH (রিজা : Chief Secretary, Govt. of Punjab, Chandigarh), 4 Canal Colony-তে Canal RH, কোর্ট রোডে PWD RH, রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম, স্টেশনের উলটোদিকে Dhanwant Kaur Dharmasala ইত্যাদি।

কী দেখবেন এখানে : স্বর্ণমন্দির : আগেই বলেছি গুরু রামদাসের পাওয়া জায়গাটিতে পুত্র গুরু অর্জুন অমৃতসরোবরের মাঝখানে গড়ে তোলেন একটি মন্দির। কিন্তু 1761-তে আহমদ শাহ দুরানি মন্দিরটি ধ্বংস করার পর 1764-তে এটি পুনর্নির্মিত হয়। 1802-এ মহারাজ রণজিৎ সিং মন্দিরের নীচের অংশটি মার্বেল পাথর এবং উপরের গম্বুজ অংশটি তামার পাতের ওপর পাতলা সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দেন। এর জন্যেই এটি **স্বর্ণমন্দির** নামে খ্যাত হয়ে যায়। শিখরা একে **হরিমন্দির** বা **দরবারা সাহেব** বলে অভিহিত করেন। দীপাবলির রাতে আলোকমালা শোভিত এই মন্দিরের প্রতিচ্ছবি চারপাশের জলে প্রতিফলিত হয়ে এক স্বপ্নপুরী নির্মাণ করে। মার্বেলের তৈরি বারান্দা আর রুপোর দরজার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বার বার আপনার দৃষ্টিপথে পড়বে উঁচু দণ্ডের ওপর শিখ-পতাকার গৈরিক তেজোদ্দীপ্ত উড্ডীনতা। এখানেই দেখবেন বিশাল একটি ড্রাম কেমন করে সকাল-সন্ধ্যার প্রার্থনা সময় ঘোষণা করে চলেছে। 3 তলা এই মন্দিরের ত্রিতলের স্বর্ণময় গম্বুজ, দরবারা সাহেবে রক্ষিত পবিত্র আদিগ্রন্থসাহেব, প্রার্থনার গম্ভীর ধ্বনি, গম্বুজের ভিতরের দিকের বিদ্রির কাজ, ফ্রেস্কোয় শিখ জীবনালেখ্য, প্রবেশপথে অমর সিংহাসন 'অকাল তখ্ত'-এ ঐতিহাসিক অস্ত্রশস্ত্র, মণিমুক্তো— সবই আপনাকে বাক্যহারা করে দেবে। এ মন্দিরের প্রবেশে জাতপাতের বিচার নেই কিন্তু যেতে হবে নগ্নপদে, আবৃত মস্তকে। ধূমপান নিষিদ্ধ। প্রণামী নিয়ে যেতেই হয়। মন্দিরের প্রায় 100 মিটার দূরে শোভা পাচ্ছে **গুরু হরগোবিন্দের পুত্র বাবা অটলের স্মৃতিসৌধ**। বাবা অটল ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। একবার তিনি সাপের কামড়ে মৃত এক ব্যক্তির প্রাণ দান করলে বাবা হরগোবিন্দ তাঁকে তিরস্কার করেন— কারণ তিনি মনে করতেন লৌকিক কাজে অলৌকিক শক্তির ব্যবহার অনুচিত। নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বাবা অটল্ আপন প্রাণ বিসর্জন দেন। অষ্টকোণ আকৃতি, 9টি তলা ও 45 মি. উঁচু এই স্মৃতিসৌধের ওপর থেকে সমস্ত অমৃতসর শহরটি দেখতে পাওয়া যায়। এর কাছেই রয়েছে পবিত্র কৌল্সর সরোবর। স্বর্ণমন্দিরের বাগানটির নাম **গুরু কা বাগ**, মন্দিরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। 30 একর জোড়া এই বাগানে আছে ডালিম, কমলা ও নানা জাতের ফলের গাছও।

শহরের এক প্রান্তে রয়েছে হিন্দু দুর্গামন্দির **দুর্গিয়ানা মন্দির**। সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি এই মন্দিরটি দেখলেই মনে হবে স্বর্ণমন্দিরের সঙ্গে এর কী আশ্চর্য মিল। দেওয়ালির রাতে এটিকেও আলো দিয়ে দারুণভাবে সাজানো হয়। পোড়ানো হয় আতসবাজি।

শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে যখন যাবেন দেখে নেবেন **গোবিন্দপুর দুর্গটি**। রেল লাইনের গা-ঘেঁষা এই দুর্গটি ভাঙ্গী সর্দারদের অধীনে ছিল অসমাপ্ত অবস্থায়। 1809 খ্রিস্টাব্দে রণজিৎ সিংহ এটি সম্পূর্ণ করেন। আর শহরের উত্তরাংশে রামবাগ গেটের কাছে গেলে দেখতে পাবেন **রামবাগ পাবলিক গার্ডেনটি**। বিশাল 40 একর মাঠে অজস্র ফুলের সমারোহ, মাঝখানে মহারাজা রণজিৎ সিংহের প্রাসাদে যাদুঘর, গা-লাগাও **মুহম্মদ মসজিদের** তিনটি সাদা গম্বুজ, ইদগা খান মহম্মদের মসজিদ— সব মিলিয়ে একটি অনুপম পরিবেশ। এখানের ঠাণ্ডা জলের উৎস 'ঠাণ্ডি কুই' এখানের খেলার মাঠগুলির মতই বিখ্যাত।

জালিয়ানওয়ালাবাগ: অমৃতসর শহরের পূর্বদিকে স্বর্ণমন্দির থেকে মাত্র 0.3 কিমি দূরে এই বাগান বিখ্যাত বা কুখ্যাত হয়ে আছে এক স্মরণীয় গণহত্যার কারণে। এখানে একটিমাত্র চওড়া প্রবেশপথ ও বাইরে আসার 4/5 টি ছোট পথ ছিল— কোনটি 3½ ফুটের (1.4 মিটার) বেশি চওড়া ছিল না। চারপাশে উঁচু উঁচু বাড়ি, মাত্র একদিকে 30 মি. লম্বা ও 2 মি. উঁচু পাঁচিল ছিল। জেনারেল ও ও'ডায়ারের নিষেধ সত্ত্বেও 13 এপ্রিল 1919 কুখ্যাত রাউলাট সামরিক আইনের প্রতিবাদ জানাতে এখানে 6-10 হাজার নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ মানুষ একটি প্রতিবাদ সভায় জমায়েত হয়। ক্রুদ্ধ হয়ে ও'ডায়ার কোনো সতর্কবাণী উচ্চারণ না করেই 10 মিনিট ধরে 1,500 রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে প্রায় 1,000 লোককে মেরে ফেলেন। এখনো ওই পাঁচিলের গায়ে দেখতে পাবেন সেদিনের নৃশংস গুলিবর্ষণের সাক্ষী গুলির দাগ। এখন এখানে লাল বেলেপাথরে গড়ে উঠেছে সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ

'পাঁউড়িওয়ালা পুলে'র পাশে। মাত্র 100 গুর্খা ও 350 গোরা সৈন্য নিয়ে ও'ডায়ার যে জঘন্য কাজটি করেন তাতে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়, ঘৃণায় রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ-প্রদত্ত স্যার উপাধি ত্যাগ করেন। যে কুয়োতে প্রাণভয়ে লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেটিও দেখতে পাবেন— এখান থেকে অন্তত 150টি মৃতদেহ পরে তুলে আনা হয়। এখানে এলে হয়ত শুনতে পাবেন এই দুঃসময়ে রতনবাঈ নামের এক মহিলার দুঃসাহসিক মনোবল ও সেবাপরায়ণতার কথাও। এটি এখন জালিয়ানওয়ালাবাগ ন্যাশনাল মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পরিচালনাধীন। এর বর্তমান সম্পাদক সুকুমার মুখোপাধ্যায়— এঁর ঠাকুর্দা ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায় জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলির হাত থেকে বেঁচে যান। প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ এখানে শহিদ দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

অমৃতসরের 24 কিমি দক্ষিণে শিখদের অতি পবিত্র স্থান তরন-তারন। এখানের মন্দিরে একদা গুরু অর্জুনদেব বাস করতেন। বারি দোয়াব ক্যানেল থেকে আনা জল দিয়ে পূর্ণ করা বিশাল সরোবরের ওপর রয়েছে এই মন্দির ও স্তম্ভটি। এই জলের রোগ নিরাময় শক্তি আছে, এমনকি কুষ্ঠরোগও নাকি ভাল হয়ে যায়। উত্তর কোণে রয়েছে নৌ নিহার সিং-এর তৈরি স্তম্ভটি। অমৃতসরের উত্তরে 54.5 কিমি দূরে ছোট লাইনে ছোট্ট শহর ডেরা বাবা নানক। এখানে গুরু নানক বাস করতেন এবং শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। এই মন্দিরে মক্কা থেকে পাওয়া গুরু নানকের পোশাক চোলাটি সংরক্ষিত রয়েছে।

আনন্দপুর সাহেব

নর্দান রেলপথের আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট-নাঙ্গাল শাখার একটি রেল স্টেশন। ভাকরা-নাঙ্গাল থেকে 21 কিমি দূরের এই আনন্দপুর সাহেবে চণ্ডীগড়, ভাকরা বা রোপার থেকে নিয়মিত বাস আসছে। নয়নাদেবীর মন্দিরের নীচে শিখদের মহান তীর্থ ও বীরত্বের উজ্জ্বল ক্ষেত্র এই আনন্দপুর সাহেব। কিংবদন্তি যে এখানে বশিষ্ঠ মুনি তপস্যা করে গেছেন, বাল্মীকিও নাকি এখানে বসে রামায়ণ লিখে গেছেন। পরমেশ্বরের চারটি তখ্‌ত-এর মধ্যে এটি একটি। এখানেই 15 এপ্রিল 1699 তারিখে গুরু গোবিন্দ সিংহ প্রথম পঞ্চ শিষ্যকে দীক্ষা দেন এবং খালসা বা পবিত্রতার চিহ্ন হিসাবে 'সিংহ'দের একত্রিত করেন। এখানের অন্যান্য গুরুদ্বারের মধ্যে শিবগঞ্জ অন্যতম। এখানেই গুরু গোবিন্দের পিতা গুরু তেগবাহাদুরের শেষকৃত্য হয়েছিল দিল্লিতে তাঁর মস্তক ছেদনের পর। আছে কেশগড় যেখানে গুরুর শিষ্যরা শপথ নিয়ে বলেছিলেন— শরীরের কোনো অংশের কেশ তাঁরা কাটবেন না। এখানেই গুরুগোবিন্দ-ব্যবহৃত কিছু অস্ত্রশস্ত্রও প্রদর্শিত।

আনন্দপুর সাহেবে আসতে হলে হোলির সময়টা বেছে নিন। হোলির একদিন পরেই এই শ্বেতশুভ্র মন্দিরে 'হোলা মহল্লা' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নিহাং শিখেরা নকল যুদ্ধ উৎসব পালন করেন। তখন তাঁদের পূর্বপুরুষরা যেসব অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে গেছেন, সেই ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করেন— সেই তীর-ধনুক, বর্শা, তরবারি, আঙটা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র। আর সঙ্গে নাচা হয় পাঞ্জাবের সুখ্যাত লোকনৃত্য ভাঙরা।

আনন্দপুরের পরের স্টেশন 8 কিমি দূরে কিরাতপুর সাহেব। এই কিরাতপুর থেকে প্রায় 28 কিমি দূরে রয়েছে প্রায় 1000 মি. (3,000 ফুট) উঁচু ত্রিকোণা এক টিলায় নয়না বা নৈনা দেবীর মন্দির। মনস্কামনা পূরণের জন্য সর্বশ্রেণীর ভক্ত এখানে আসেন। থাকার জন্যে RH ও ধরমশালা পাবেন।

জলন্ধর/জালন্ধর

পূর্ব-পাঞ্জাবের এই প্রসিদ্ধ শহরটি খুবই প্রাচীন— উল্লেখ আছে কণিষ্কের আমলের বৌদ্ধ সম্মিলনের বিবরণে। গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের ওপর অবস্থিত শহরটি। এটি সামরিক ছাউনিও বটে। প্রতি বছর ডিসেম্বরের শেষে বাবা হরবল্লভের মন্দিরে যে সংগীত সম্মেলন হয় তাতে ভারতের সেরা সংগীতজ্ঞরা যোগ দেন। বিপাশা ও শতদ্রুর ঢেউ মাখা এই শহরে অমৃতসর থেকে সোজা ট্রেনে বা বাসে আসা যায়। দিল্লি থেকে ট্রেনে 369 কিমি দূর। আর অমৃতসর থেকে 65 কিমি। রেল ও বাসপথে জলন্ধর হোসিয়ার, আম্বালা, লুধিয়ানা, পাঠানকোট, জম্মু, সাহারানপুর প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। এখানে এলে শেখ করম বক্সের সুন্দর সরাইটিকে (1847) দেখতে ভুলবেন না। অবশ্য ঠিক বেড়াতে এখানে কম লোকই আসেন। এলে ভাল লাগবে। তখন কাপুরথালা ঘুরে আসবেন একটুখানি।



থাকার জন্যে আছে Jubilee Hotel (ভারতীয় প্রথার সেরা হোটেল), রেলওয়ে রোডে Moti Mahal, লাপ রোডে New Raj Mahal Hotel, পোস্ট

অফিস রোডে New Roxy Hotel, কোর্ট রোডে Plaza Hotel প্রভৃতি ৩০০-৭৫০ মধ্যে; সার্কিট হাউস রোডে Hotel Skylark (Ph: 2221002) ৩৭৫-৮০০, সিভিল লাইন্সে Hotel Kamal Palace (Ph: 2258462) ৯০০-১৮৫০; মডেল টাউন রোডে Hotel Ramji Das ৩৭৫-৫০০, CH, Canal RH, PWD RH ইত্যাদি।

কাপুরথালায় যদি যান জলন্ধর থেকে বেড়াতে তবে অবশ্য অযোধ্যার এই একদা তালুকে ফরাসি স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত জলৌখামা রাজপ্রাসাদটি অবশ্য দেখবেন। এর ভিতরে রয়েছে জস্‌সা সিংয়ের বিখ্যাত তরবারিটি। এখানের পাঁচমন্দির এবং ম্যুরিস মসজিদটিও দেখে নেবেন এক ফাঁকে।

হোসিয়ারপুর

জলন্ধর থেকে 64 কিমি দূরে জলন্ধর সিটি— হোসিয়ারপুর রেলশাখার শেষ রেল স্টেশন এই হোসিয়ারপুর একটি বৈদিক গবেষণা কেন্দ্র। হিন্দু, শিখ ও মুসলমান— সবার কাছে পবিত্র এই ক্ষেত্রে ঠাকুর দ্বোয়ারাম তিথওয়ালির বিখ্যাত মন্দিরের ছবিগুলি আপনার প্রধান আকর্ষণ ক্ষেত্র। মন্দিরের দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের জীবনের নানা ছবি চিত্রিত রয়েছে। একটু দূরেই আছে আরদোখালের খাজা দেওয়ান চিস্তির সমাধি ও দরগা। জলন্ধর, হামিরপুর, পাঠানকোট ও ধরমশালার সঙ্গে নিয়ত বাসের যোগাযোগ আছে। এখান থেকেই আবার ডেরা গোপীপুর হয়ে **জ্বালামুখী** যাওয়া যায় (দ্র. হিমাচল প্রদেশ)।

লুধিয়ানা

দিল্লির 365 কিমি উত্তরে এই শহরটি বিশাল শস্যবিপণন ক্ষেত্র এবং হোসিয়ারি ও রেশম শিল্পের জন্য সুখ্যাত। 1480-তে লোদি বংশের শাসনকর্তারা এটি স্থাপন করেন। লোদি বংশ থেকেই এর নাম লোদিয়ানা বা লুধিয়ানা। মহারাজা রণজিৎ সিংহের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে এখানে একদা সামরিক স্টেশন স্থাপিত হয় (1834-54)। প্রথম শিখযুদ্ধের অন্তত তিনটি যুদ্ধ এখানেই সংঘটিত হয়েছিল। বেড়ানোর খুব একটা কিছু নেই। তবে এলে পীর-ই-দস্তগির-এ গিয়ে দেখবেন এটি শহরের উত্তর-পশ্চিমে একটা দুর্গের মধ্যে রয়েছে। এখানে রয়েছে পাঞ্জাব কৃষি বিদ্যালয়টি (1962-তে স্থাপিত)— সবুজ বিপ্লবের জন্য স্মরণযোগ্য। আছে বিখ্যাত খ্রিশ্চান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালটি। থাকার জন্যে আছে ক্লক টাওয়ারে Amber Hotel ৩৫০-৬০০, ব্রাউন রোডে Grand Hotel ৩৫০-৬৫০, ফিরোজপুর রোডে Gulmohar Hotel ১২৫০-১৬৫০, Hotel Shiraz ৪৫০-৭৫০, সিভিল লাইন্‌সে Prince Hotel নেতাজি নগরে Hotel Amaltash ৪২৫-১৩৭৫, রেল স্টেশনের কাছে Hotel Elite ৮৫০-১৬৫০, নিউ ক্লক-টাওয়ারে Hotel City Heart ৪৫০-১৭৫০, DB, PWD RH ইত্যাদি।

পাতিয়ালা

পেপসুর একদা রাজধানী এই শহরে আসার জন্যে রেল ও সড়কপথে দিল্লি, অমৃতসর, আম্বালার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। G T Road-এর রাজপুর থেকে মাত্র 24 কিমি দূরে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের (স্থাপিত 1962) এই শহর পাঞ্জাব-হরিয়ানা সীমান্তের পবিত্র শিখ গুরুদ্বার দুঃখ নিবারণ সাহেবের জন্য বিখ্যাত। এখন তো সারা ভারতের ক্রীড়ামোদীদের কাছে এই শহরটি তীর্থস্বরূপ। এখানে আরো দ্রষ্টব্য কিলা মুবারক, বাহাদুরগড় দুর্গ, বারদারি উদ্যান, মোতিবাগ প্রাসাদ, প্রাসাদের মিউজিয়াম, এর শিশমহলের ঝাড়লণ্ঠন ইত্যাদি। থাকার জন্যে ম্যালে Green's Hotel (Ph: 2813070) ৩৫০-৬০০, শেরানওয়ালা গেটে Standard Hotel, বারদারি প্যালেস GH, Civil RH ইত্যাদি আছে।

পাঠানকোট

এই শহরের গুরুত্ব পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে নয়, তবে বহু পর্যটনকেন্দ্রে যাবার এটি এক মুখ্য যোগাযোগকারী রেল স্টেশন। দিল্লি, অমৃতসর, চণ্ডীগড়, জম্মু, কুলু, কাংড়ার সঙ্গে এর নাড়ির যোগ রেলপথে। জম্মু-কাশ্মীরে যেতে হলে এটিই ছিল টার্মিনাস স্টেশন, এখন এগিয়ে তাওয়াই পর্যন্ত। শিয়ালদহ থেকে 3151 জম্মুতাওয়াই এক্সপ্রেস (ছাড়ে 11.45, পৌঁছায় 6.30) ধরে সোজা এখানে আসা যায়। পুনেতে 17.35 ও নিউ দিল্লিতে 21.20 ছেড়ে 1077 পুনে-ঝিলম এক্স আসছে 8.40-এ, দিল্লি জংশনে 21.10 ছেড়ে জম্মু মেল আসছে 7.55 আর নয়া দিল্লিতে

16.05 ছেড়ে শালিমার এক্স 4.05-এ। টাটানগর থেকে 8101 টাটা-মুরি পাঠানকোট এক্সপ্রেস 14 10-এ ছেড়ে মুরি 16.45, নিউ দিল্লি হয়ে পাঠানকোট 8.50-এ। আমেদাবাদে 11.00টা ছেড়ে 9111 আমেদাবাদ-জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস পাঠানকোট 15.40, জম্মু তাওয়াই 19.55। সামরিক এই শহরে কিছুই যে দেখার নেই, তা নয়। 5½ কিমি দূরে জলন্ধর রোডের ওপর রয়েছে প্রাচীন ও ঐতিহাসিক দামতাল মন্দিরটি। এর দেওয়ালে রয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের পাহাড়ি শৈলীর অমূল্য চিত্ররাজি। 5 কিমি দূরে রয়েছে মল্লিকপুরে এশিয়ার বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ গবেষণা প্রকল্পটি। এখানে এসে চড়ুইভাতি করা একটা আনন্দকর অভিজ্ঞতা।

এখানে থাকার জন্যে PWD, RH, Himachal Pradesh Forest RH, TB ছাড়া রেলওয়ে রোডে Tourist Hotel ১৭৫-৩০০, রেল ও বাস স্টেশনের কাছে Green Hotel ২২৫-৫০০, মেন বাজারে Hotel Airlines ১২৫-৫০০ , PTDC-র Gulmohar TB ১২৫-৫০০,।

পাঞ্জাব বেড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে ভাতিণ্ডা, সুলতানপুর, ফরিদকোট কাতারপুর, কিরাতপুর, মুক্তসর, রোপার, সিরহিন্দ প্রভৃতি স্থানও বেড়িয়ে নিতে পারেন। অচেনা এসব জায়গা আপনার আত্মীয় হয়ে উঠবে।

বিহার

94,163 বর্গকিমি আয়তনেব এই রাজ্য জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের পঞ্চম বৃহত্তম রাজ্য। জনসংখ্যা 8,28,78,796 (2001)। পাটনা, নালন্দা, নওদা, গয়া, ঔরঙ্গাবাদ, রোহতাস, ভোজপুর, সারন, সিবান, গোপালগঞ্জ, পশ্চিম চম্পাবন, পূর্ব চম্পারন, সীতামাঢ়ি, মুজফ্‌ফরপুর, বৈশালী, বেগুসরাই, সমস্তিপুর, দ্বারভাঙ্গা, মধুবনী, মাধেপুরা, পূর্ণিয়া, কাটিহার, মুঙ্গের, খাগারিয়া, ভাগলপুর, জেহানাবাদ, আবারিয়া, বাঁকা, বক্সার, কাইমুর (ভাবুয়া), জামুই, সুপল, কিষাণগঞ্জ, শেওহব, সহর্ষ, লক্ষ্মীসরাই, শেখপুরা— এই 37টি জেলা। উত্তরে নেপাল, পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণে ওড়িশাকে প্রতিবেশী করে পলিমাটির এই রাজ্য আপনাকে আহ্বান করছে তার দুই বিশাল ধর্মবোধ—বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্মেব প্রাচীন আদর্শের মাঝখানে। গঙ্গা, বুড়িগণ্ডক, গণ্ডক, ঘর্ঘবা, মাহী, বাগমতী, কমলা, কোশী, মহানন্দা বিধৌত বিহারে মৌর্য, শুঙ্গ, কণ্ব, গুপ্ত, পালরাজাদের মহান রাজত্বের পরে 1197-এ বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে এখানে মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত হয়। 1765 থেকেই বলতে গেলে বিহারে ইংরেজ রাজত্বেব সূত্রপাত ঘটে।

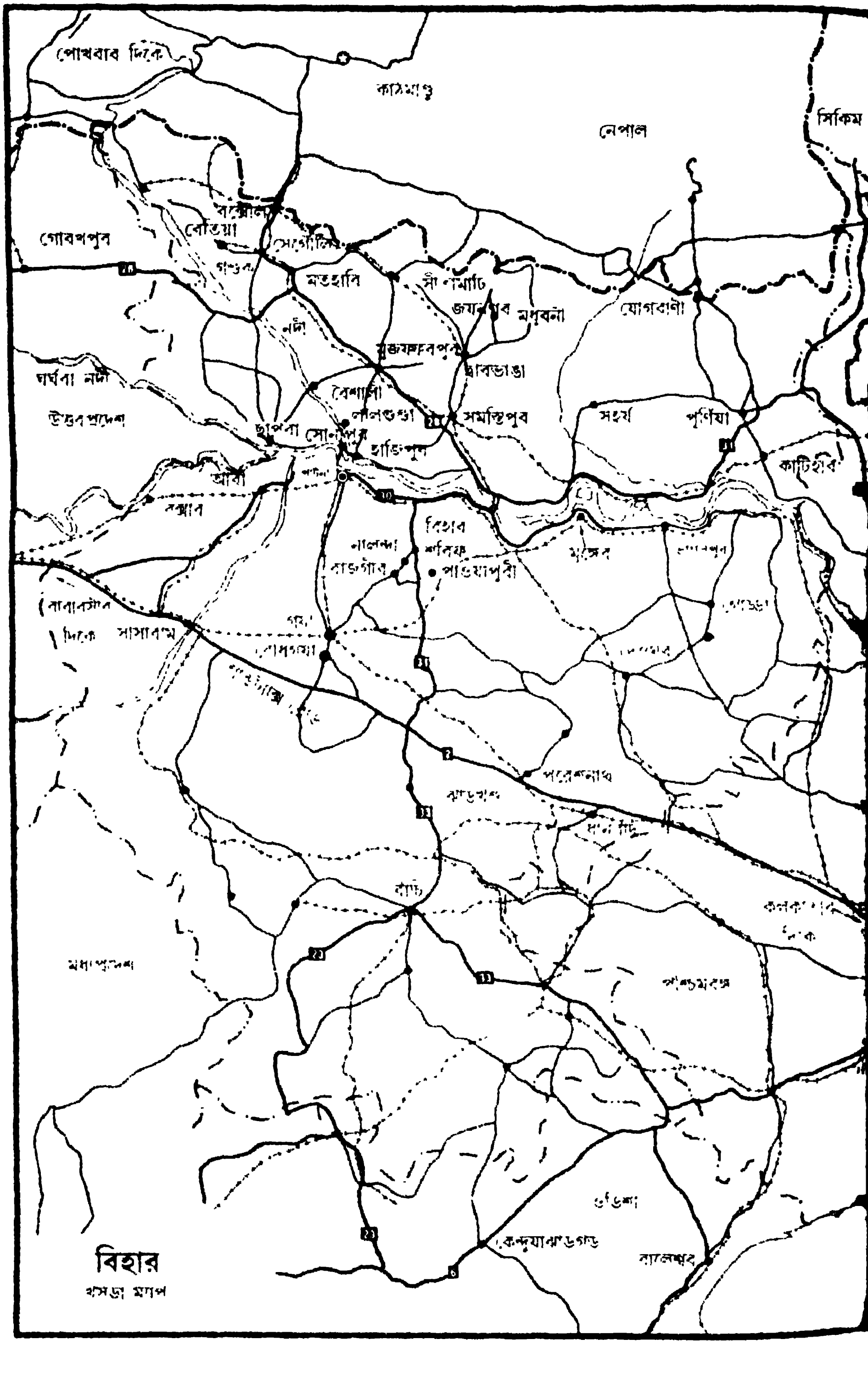
বনভূমি আবৃত ছোটনাগপুর, সাবাই ঘাস আবৃত পালামৌ ও সিংহভূমি, কয়লা-চুনাপাথর-অভ্র-বক্সাইটের আকর রাজ্য বিহার তিলাইয়া-মাইথন-পাঞ্চেত জলপ্রকল্প, টাটার লোহা, সিন্ধ্রির সার নিয়ে গর্ব করে। পরিক্রমায় বের হওয়া ভ্রমণার্থীকে আকর্ষণ করে গয়া, দেওঘর, পরেশনাথ, বোধগয়া, পাওয়াপুরী। নালন্দা-রাজগীর-পাটনার অতীত ইতিহাস তাঁকে হাতছানি দেয়। বুদ্ধ জীবনের স্মৃতি বহন করছে এই প্রদেশের নাম বিহার—যা এসেছে বৌদ্ধবিহার থেকেই। মগধ এর গৌরবজনক ভিত্তিভূমি। বিদেহরাজ জনক, মগধরাজ জরাসন্ধ, দেবপ্রিয় অশোক বিহারেব পুরাণ রচনা করেছেন। ছট্ পরব আর ছৌনাচ, পিতৃপক্ষ মেলা আর শোনপুরের মেলা বিহারকে তুলে ধরেছে তার নিজস্ব চরিত্রে। পাটলিপুত্রের আহ্বান, পালামৌ-এর ডাক— ধর্ম, ইতিহাস, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বিহারে আপনার আমন্ত্রণ আছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের 173 ফুট (54 মিটার) উঁচুতে অবস্থিত এই রাজ্যের রাজধানী পাটনা। গ্রীষ্মে চরম তাপমাত্রা উঠে যায় 47°C-এ, শীতে নেমে আসে 4°C-এ। কাজেই এখানে বেড়াতে আসার সেরা সময় মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-ফেব্রুয়ারির মধ্যে। শীতে খুব গরম পোশাক সঙ্গে আনতে ভুলবেন না।

পাটনা

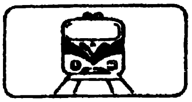
বিহারেব এই রাজধানী শহরের ইতিহাস খুব প্রাচীন। 2,300 বছর আগে আলেকজান্ডারের সেনাধ্যক্ষ সেলুকাসকে যিনি পরাস্ত করেছিলেন সেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী পাটলিপুত্র এখন হয়েছে পাটনা। পৌত্র অশোকের রাজধানীও ছিল এই পাটলিপুত্র। কুমরাহারে খননের ফলে আবিষ্কৃত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন এখনো দ্রষ্টব্য। খ্রিস্টপূর্ব 6 শতকে বুদ্ধদেব এখানে পদার্পণ করেছিলেন। এখান থেকেই বিশ্ব জুড়ে শান্তির বাণী দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল অশোকের সময় থেকে। পাটনার চরম উন্নতি ঘটেছিল অবশ্য 4 শতকে গুপ্তযুগে। এখানেই কবি কালিদাসের পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করে গেছেন। 5 শতকে পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এখানে এসেছিলেন। পাটনার লুপ্ত গৌরব পুনঃস্থাপিত হয় আফগান সম্রাট শের শাহের আমলে। পাটনা ছিল তাঁর রাজধানী এবং এখানে তিনি একটি দুর্গও নির্মাণ করেন। পরে মোগল সম্রাটগণ এখানে রাজত্ব কবেন। আজিমান শাহ্-র নামানুসারে একদা এব নামকরণ হয়েছিল আজিমাবাদ। আবার আধুনিক যুগে মীরকাশিমের সঙ্গে ব্রিটিশের যুদ্ধের সাক্ষী এই পাটনাই। এখনকার সিটি হাসপাতালের পিছনে মৃত ইংরেজদের কবর সেই স্মৃতি বহন করে চলেছে। 1912- তে বিহার প্রদেশকে পৃথক করে গঠন করায় পাটনার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের পুনঃসূচনা হয়।

কখন আসবেন : 42 বর্গকিমি আয়তনের প্রায় 10 লক্ষ অধিবাসীর এই শহরে গ্রীষ্মে মে মাসে তাপমাত্রা বেড়ে হয় 47°C এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে 20°C আর ডিসেম্বরে নেমে আসে 4°C-এ। শীতের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 28°C। পাটনা বিমানবন্দর, ফ্রেজার রোড বা মজহারুল হক পথে, রেলওয়ে জংশন স্টেশনে, বীরচাঁদ প্যাটেল পথে হোটেল পাটলিপুত্রে, এখানেই ট্যুরিস্ট ভবনে এবং রোটারি ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব, বাঁকিপুর ক্লাব বা নিউ পাটনা ক্লাবে ট্যুরিস্ট অফিস আছে। খোঁজখবর পাবেন এখানেই।


পোখরার দিকে
কাঠমাণ্ডু
নেপাল
সিকিম
গোরখপুর
বেতিয়া
মতিহারি
সীতামাঢ়ি
জয়নগর
মধুবনী
যোগবাণী
মুজফফরপুর
দারভাঙ্গা
ঘর্ঘরা নদী
বৈশালী
উত্তর প্রদেশ
সমস্তিপুর
সহর্ষ
পূর্ণিয়া
কাটিহার
আরা
বিহার
পাওয়াপুরী
মুঙ্গের
সাসারাম
পরেশনাথ
মধ্যপ্রদেশ
পশ্চিমবঙ্গ
উড়িষ্যা
কেন্দুয়াঝাড়গড়
বালেশ্বর

বিহার

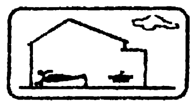
রাস্তার ম্যাপ



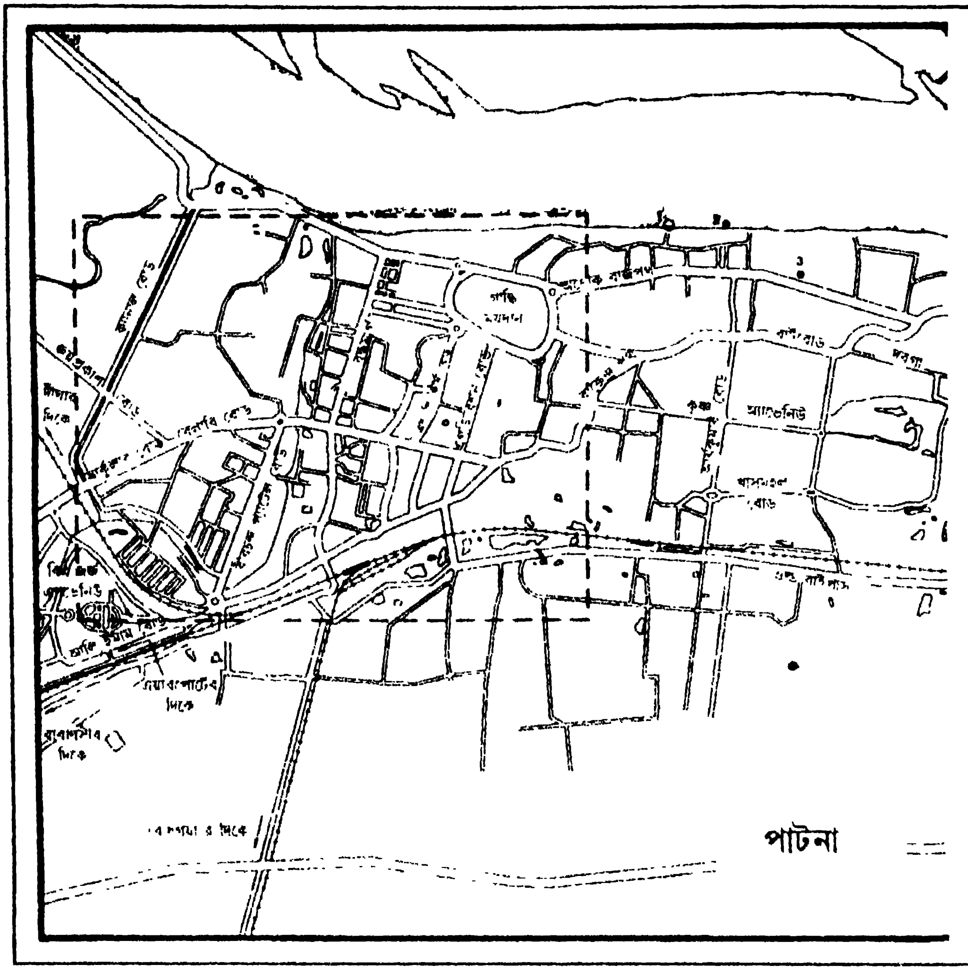
কেমন করে আসবেন : পাটনা নিজেই একটি বিমানবন্দর। IAC-র উড়োজাহাজ আসছে দিল্লি প্রতিদিন 8.00-টায় ছেড়ে সরাসরি পাটনায় 8.25 মিনিটে। সো. বু. শু. 17.15 ছেড়ে লখনৌ হয়ে এখানে আসছে 19.35। পাটনা থেকে দিল্লি প্রতিদিন 10.05 ছেড়ে রাঁচি 13.10 পৌঁছচ্ছে। সাহারা ইন্ডিয়ার বিমান প্রতিদিন 12.00 কলকাতা ছেড়ে পাটনা পৌঁছয় 12.55। Alliance Air -এর বিমান বুধ রবি 18.15 কলকাতা ছেড়ে 19.10 পাটনা পৌঁছয়। Sahara Airlines-এর বিমান প্রতিদিন 16 30 কলকাতা ছেড়ে পাটনা পৌঁছয় 17.25-এ। জাহাজ উড়ছে কানপুর, কাঠমাণ্ডু, হায়দরাবাদ, বারাণসী, আমেদাবাদ, রাঁচি, গোরখপুর, জামসেদপুর ছুঁয়ে ছুঁয়ে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে।

ট্রেনে পাটনা আসার সুবিধে প্রচুর। কলকাতা-দিল্লি রেলপথের স্টেশন পাটনা। হাওড়া থেকে দূরত্ব 545 কিমি। সময় লাগে কম-বেশি 8-9 ঘণ্টা। হাওড়া থেকে ট্রেন যাচ্ছে 2023 হাওড়া-পাটনা শতাব্দী এক্সপ্রেস 13 55 (রবি বাদে) ছেড়ে পাটনা 21.30। 2303 পূর্বা এক্সপ্রেস সো.ম.শু.শ 9.10 ছেড়ে পাটনা 16 55, উদয়ন আভা তুফান এক্সপ্রেস 9 40 ছেড়ে এখানে 21 15, হাওড়া-দিল্লি জনতা এক্সপ্রেস 20.15-য় ছেড়ে প্রতিদিন পাটনা 8.10; রাজধানী এক্সপ্রেস 13.35 ছেড়ে র পাটনা হয়ে দিল্লি যাচ্ছে। পাটনা পৌঁছয় 20 00টায়। অমৃতসর মেল 20.00 এবং 13.15-য় অমৃতসর এক্সপ্রেস ছেড়ে পাটনা যাচ্ছে যথাক্রমে পরদি· 5.00 ও 2.15। এছাড়া ম শু শ হিমগিরি এক্সপ্রেস 23.00 ছেড়ে 10 10, হাওড়া-দানাপুর এক্সপ্রেস 21.05 ছেড়ে 7 35 পাটনা হয়ে যাচ্ছে। শিয়ালদহ থেকে পাটনা হয়ে যাচ্ছে লাল কেল্লা এক্সপ্রেস 20.15 ও মুঘলসরাই এক্সপ্রেস 20 55-য় ছেড়ে যথাক্রমে 6.50 ও 13.40। পাটনা থেকেও দিল্লিগামী ট্রেন আছে। দূরত্ব 908 কিমি। শ্রমজীবী এক্সপ্রেস 11.10-এ পাটনা ছেড়ে দিল্লি 5.20, মগধ-বিক্রমশীলা এক্সপ্রেস 19.00 পাটনা ছেড়ে দিল্লি যাচ্ছে 11.15; চেন্নাই-এ ম বৃ 13.35 ছেড়ে চেন্নাই-পাটনা এক্স 8.05; হাতিয়ায় 6.00 ছেড়ে হাতিয়া-পাটনা এক্স 16.30; হাতিয়া 21.15 ছেড়ে 8622 পাটলিপুত্র এক্সপ্রেস পাটনা 11.50 ; টাটা 18.55 ছেড়ে সাউথ বিহার এক্স 6.30 এবং 23 10 ধানবাদ ছেড়ে ধানবাদ-পাটনা এক্স 5.15 পাটনা; এর্নাকুলাম-এক্স 17.25 এর্নাকুলাম ছেড়ে (শুধু সোম) পাটনা 22.35।

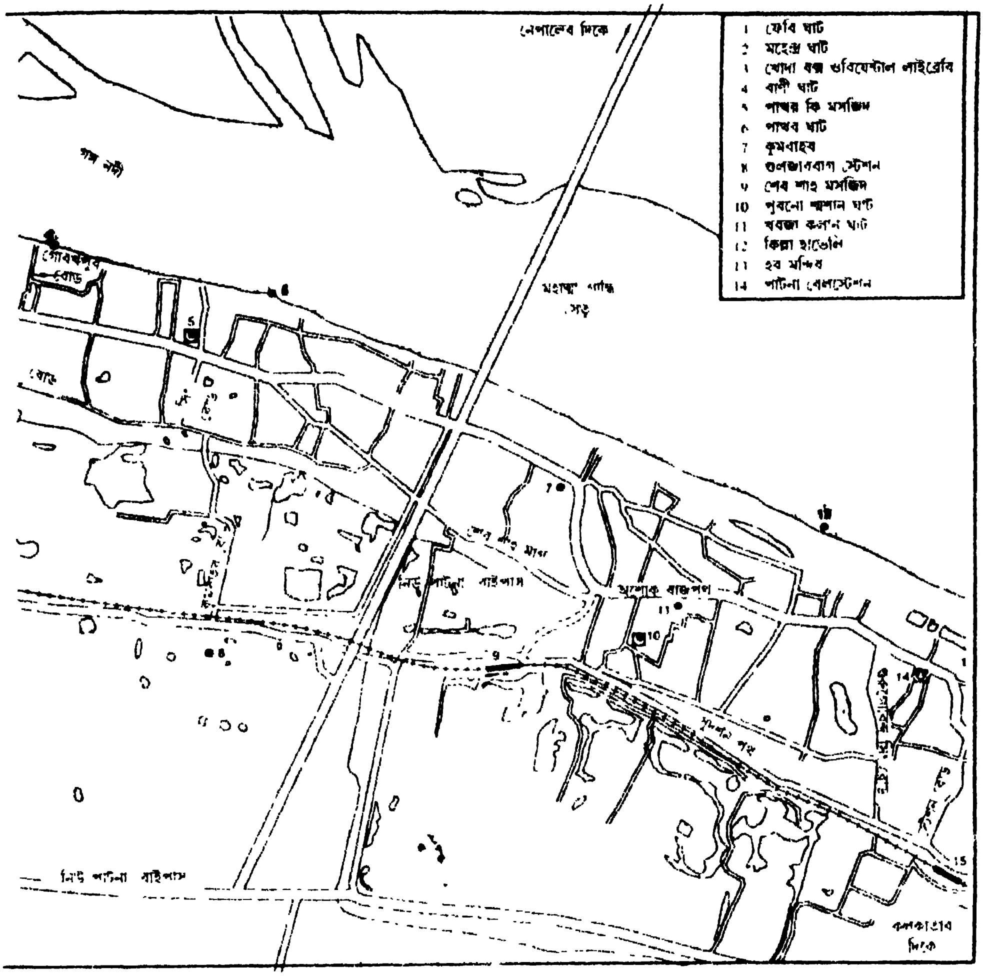
বাস: পাটনা থেকে রাজ্যের অন্যান্য শহরে নিয়মিত বাস চলাচল করছে। বিহার রাজ্য পরিবহন সংস্থার বাস ছাড়ছে পাটনা জংশন স্টেশনে ডানদিকের বাস গুমটি থেকে। আর বাঁ-দিকের গুমটি থেকে বেসরকারি পরিবহনের বাস ছাড়ে রাজ্যের অন্যান্য স্থানের উদ্দেশে। 30নং জাতীয় সড়কের সঙ্গে পাটনা যুক্ত। বোধগয়া 178, রাজগীর 102, রক্সৌল 206, রাঁচি 326, সাসারাম 152, বেতলা জাতীয় উদ্যান 316, বক্তিয়ারপুর হয়ে কলকাতা 689, ধানবাদ 322 কিমি দূরে। এ ছাড়া সমস্ত প্রধান হোটেল থেকে মিটারহীন ট্যাক্সি পাবেন। BSTC-র ট্যাক্সি পাবেন বীরচাঁদ প্যাটেল মার্গের পর্যটন ভবন থেকে এবং ITDC-র অশোক ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস থেকেও (Ph : 23238)। শহরে অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্সা, টাঙা ইত্যাদি পাবেন। ওঠার আগে ভাড়া ঠিক করে নিন।



কোথায় উঠবেন : ফ্রেজার রোডে সাউথ গান্ধি ময়দানে 5 তারা হোটেল Welcomgroup Maurya Patna (Ph : 0261-2222060) R-80 SAC ১,৭৫০ DAC ২,১০০ স্যুইট ৪২০০; বীরচাঁদ প্যাটেল পথে 3 তারা Hotel Patliputra Ashok (Ph · 2226270) R-56, SAC ১৪৫০ DAC ২১০০; এই পথেই Hotel Chanakva SAC (Ph: 2223141) ১২৫০ DAC ১৪৫০-১৭৫০; BTDC-র Hotel Kautilya Bihar (Ph : 222532C) DAB ২৫০-৪২৫ DAC ৫৫০ ডর্মি ৬৫ মাথাপিছু। এক্সিবিশন রোডে ললি'জ বিল্ডিং-এ Hotel Republic (Ph : 2255021) R-46 S ৪৭৫ D ৭০০ SAC ৯০০ DAC ১১৫০ ১৪০০ ; ফ্রেজার রোডে Hotel Satkar International (Ph : 2220555) SAC ৮০০-৯০০ DAC ১০০০ Suit ১৫০০-১৮০০। পর্যটন বিভাগ অনুমোদিত আরো অন্যান্য হোটেল হল ফ্রেজার রোডে Hotel Samrat International (Ph : 2220560) R-71, S ৪৫০ D ৭০০ SAC ১২০০ DAC ১৩০০ স্যুইট ১১০০-১৬০০; বোরিং ক্যানেল রোডে Hotel Lalit S ১৬৫ D ২৫০; এছাড়া কদমকুঁয়ায় Hotel Apsara R-45, S ২০০ D ২২৫-৩৫০; Hotel Tara, Hotel Anupam, (Ph: 2230962) ১৫০-২৫০; অশোক রাজপথে Hotel Tulsi (বাঁকিপুর) ইত্যাদি। অন্যান্য হোটেলের মধ্যে আছে ফ্রেজার রোডে ডাকবাংলোর বিপরীতে Avantee Hotel (Ph: 2221959) R-40, S ২৭৫ D ৪০০ SAC ৪৭৫ DAC ৫৭৫; এখানেই Hotel Presidency (Ph : 2220600) R-40, S ৪০০-৫০০ D ৭৫০-৯০০



SAC ৭৭০৲ Suit ১৬০০-২৭০০৲; Hotel Mayur (Ph : 223333) R-30, S ২৫০৲ D ৪২৫৲ SAC ৪৮০৲ DAC ৫৫০৲; Hotel Rajasthan R-18, DAB ২৭৫-৪৫০৲ DAC ৫৬৫৲; Hotel Five Diamond (Ph : 2221084, 2223564) S ১২০৲ D ২৪০৲; কদমকুঁয়ায় Hotel Menka (Ph : 2250800) R-84, S ১৬৫৲ D ২৭৫৲; কঙ্করবাগ রোডে Hotel Jayasarmin (Ph : 2254281) R-39 S ২২৫৲ D ৩৫০৲ DAC ৫০০৲; ফ্রেজার রোডে Grand Hotel D ১৭৫-৬৬৫৲; Palace Hotel S ১২০-২৪০৲ D ১৮০-৩৭৫৲; ইস্ট গান্ধি ময়দানে India Hotel R-24, S ১২০৲ D ২৬৫৲; ডাকবাংলো রোডে Hotel Princes S ১৭৫৲ D ২৬৫৲; অশোক রাজপথে Hotel Ajanta (Ph : 2251109) S ১২০৲ D ২৫০৲; Hotel Natraj S ১২০৲ D ১৫০৲; আরো আছে নিউ ডাকবাংলো রোডে Hotel Daichi (Ph . 2225768), Hotel Rajdhani, ফ্রেজার রোডে Marwari Hotel (Ph . 2220625) S ৮৫-১২৫৲ D ১৭৫-৩৫০৲; AC ৪০০-৫৭৫৲; H C Hotel, Hotel Gita, Hotel Ritz Sreeprakash Hotel S ৭০-১২৫৲ D ১২৫-২০০৲; Surya Hotel, Park Hotel, Anand Bhawan Hotel, Hotel Jaypur, Hotel Meghdoot, Amar Hotel ইত্যাদি। বীরচাঁদ প্যাটেল পথে CH, এরোড্রোমে PWD RH, বাঁকিপুর DB; Youth Hostel (রিজা: Warden, Patna YH, Fraser Road, Patna GPO, Pin 800001) জনপ্রতি ২০৲। **ধরমশালা** : সবজিবাগে Birla, পাটনা সাহেব Harimandirji, সবজিবাগে Patliputra, কদমকুঁয়ায় Kadamkuan



ধরমশালা প্রভৃতি।

কনডাকটেড ট্যুর Bihar State Tourism Development Corporation (Ph : 2225411) তাঁদের বীরচাঁদ প্যাটেল মার্গ, পাটনা-800 001 অফিস থেকে ট্যুর পরিচালনা করে। (১) যাত্রীসংখ্যা পর্যাপ্ত হলে পাটনা শহর দেখিয়ে আনে। (২) সকাল 7.00-টায় বেরিয়ে ঘুরিয়ে আনে পাটনা শহর, রাজগীর, নালন্দা ও পাওয়াপুরী। ফেরা 19.30-এ। এদের কলকাতা থেকেও প্যাকেজ ট্যুরে ঘুরিয়ে আনার ব্যবস্থা আছে।

এছাড়া ITDC-ও তাদের Hotel Patliputra Ashok অফিস থেকে এই দুটি ট্যুরের ব্যবস্থা করে।

কী দেখবেন এখানে : পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ কুমরাহার উৎখননের ফলে প্রাচীন পাটনার গৌরব আবিষ্কৃত হয়েছে এখানে। খ্রিস্টপূর্ব 600 থেকে 600 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 4টি যুগের এবং 1600 খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী যুগের— মোট 5টি যুগের সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে এখানে। মৌর্য যুগের (400-300) স্তম্ভযুক্ত বিশাল হলের আবিষ্কারটিই এখানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য। বেলেপাথরে নির্মিত স্তম্ভগুলির গায়ের পালিশ দেখার মত। হলের কাছে একটা কাঠের প্লাটফর্মও ছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সযত্নে এই স্মারকটি রক্ষা করে চলেছেন। একটি সুন্দর বাগানও আছে। 9.00 থেকে 5.30 সূর্যাস্ত অবধি খোলা থাকে, দর্শনী ২,। সোমবার বন্ধ। এখানেই একটি ছোট্ট মিউজিয়ামে এখানে পাওয়া টাকাকড়ি, মৃৎপাত্র, টেরাকোটা মূর্তি ইত্যাদি সংরক্ষিত রয়েছে। পাটনা জংশন স্টেশন থেকে এখানের দূরত্ব 7 কিমি। অবশ্য **পাটনা মিউজিয়ামটিই** (রাজেন্দ্রপ্রসাদ মিউজিয়াম) বিহারের মুখ্য যাদুঘর। এখানের টেরাকোটা সংগ্রহ সবার

সেরা। এখানেই দেখতে পাবেন 20 লক্ষ বছর আগের **53 ফুট লম্বা একটি গাছের ফসিল— পৃথিবীর মধ্যেই সম্ভবত দীর্ঘতম ফসিল।** ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের বাড়ি সদাকত আশ্রমের এই যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে রাজেন্দ্রপ্রসাদের ব্যক্তিগত নানা স্মারকচিহ্নও। বিহার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিহার বিদ্যাপীঠও এখানেই 1921-এ প্রতিষ্ঠিত।

গোলঘর দেখবেন যখন তখন জেনে নেবেন এটি ছিল একটি শস্যাগার। মৌচাকের মত গোলাকার এই কেন্দ্রীয় শস্যাগারটি তৈরি করান ক্যাপটেন জন গারস্টিন 1786-র জুলাই মাসে 1770 -এর দুর্ভিক্ষের স্মৃতি মনে রেখে। 29 মি. উঁচু এবং গোড়ার দিকে 3.6 মি পুরু দেওয়ালে তৈরি এই গোলঘরের মাথা পর্যন্ত ওঠার জন্যে সিঁড়ি রয়েছে। মাথার উপরটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সেখান থেকে শহর আর গঙ্গার দৃশ্য অনবদ্য। স্টেশন থেকে 1 কিমি দূরে।

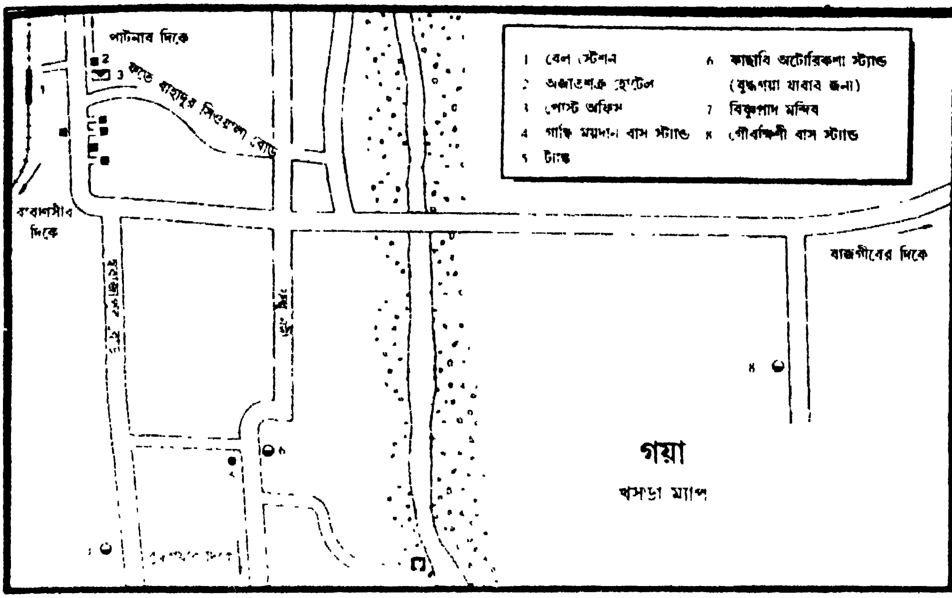
হরমন্দির অন্য নাম হরিমন্দির। এটাই ঠিক, কারণ মন্দিরটির সমস্ত জায়গা জুড়ে আগে ছিল একটা বিরাট হাবেলি— জহুরি শালিস রায়ের হাবেলি। এই জহুরি খুব হরিভক্ত ছিলেন—সদাই হাবেলিতে হরিকীর্তন দানধ্যান করতেন। দশম ও শেষ শিখগুরু গুরুগোবিন্দ সিংহের জন্মস্থান (জন্ম 1766) পাটনা। সেকথা স্মরণ করেই এখানে এই শিখ গুরুদ্বারটি 1824 এ নির্মাণ করেন পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংজি। পবিত্রতায় এটি অমৃতসরের মন্দিরের পরেই। পুরানা পাটনা চক অঞ্চলে (পাটনা সিটি) গড়ে ওঠা এই গম্বুজাকৃতি 5তলা গুরুদ্বারের শ্বেতমর্মর, সোনা দিয়ে মোড়া প্রধান দ্বার, কড়ি-বরগা শার্শি, শ্বেতপাথর দিয়ে ঘেরা কুয়ো, ভিতরে সংরক্ষিত গুরুগোবিন্দের পোশাক, ব্যবহৃত শাস্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতি স্মারক সংরক্ষিত হয়ে আছে। গুরুগোবিন্দের জন্মদিনের উৎসবে সমস্ত ভারতের শিখরা যেন এখানে উৎসবে সমবেত হন। কাছেই আরো কয়েকটি শিখসংগত রয়েছে। খোলা থাকে 7.00-12.00 এবং 15.00-20.00। অফিস ও লাইব্রেরি বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকে।

শহিদ স্মারকটি দেখতে 5 কিমি যেতে হবে। ওল্ড সেক্রেটারিয়েটের সামনে দেখবেন 1942-এ যে 7 জন তরুণ দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন—তাঁদের প্রতিমূর্তি। একই দূরত্বে রয়েছে **কেল্লাঘর জালান মিউজিয়াম** শেরশাহ দুর্গের মধ্যেই। এখানে মোগল আমলের নানা রত্নরাজি, চিত্রসংগ্রহ রয়েছে। দেখার জন্য আগে থেকে অনুমতি নিন। দেখুন জাহাঙ্গির-পুত্র পরভেজ নির্মিত **পাত্থর-কা-মসজিদ** বা সাঙ্গি মাসজিদ 5 কিমি দূরে। **খুদা বক্স ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরিটি** ভারতের অন্যতম সেরা গ্রন্থাগার। আরবি ও ফারসি পাণ্ডুলিপি, মোগল চিত্রকলা, রাজপুত চিত্রশৈলীর এত বড় সংগ্রহ খুব কম আছে। আর স্পেনের কোরডোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের লুণ্ঠিত পুস্তকগুলির যে কয়েকটি পাওয়া গেছে তা এখানেই সংরক্ষিত আছে। আরো দেখতে পাবেন পাদরি-কি-হাবেলি, বিহার ইন্‌স্টিটিউট অব হ্যান্ডিক্র্যাফট অ্যান্ড ডিজাইনস্, বায়োলজিক্যাল গার্ডেন (পিকনিকও করতে পারেন) দেওয়াল ঘেরা পুরনো শহরের পশ্চিম দরওয়াজা, শাহ আলমের আফিম কারখানা এখন যেখানে সরকারি ছাপাখানা, পাটনা সিটি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে সাদা-কালো মার্বেলের তৈরি নবাব শহিদ কা মকবারা, গঙ্গার তীরে সফি খানের মসজিদ, শেরশাহের তৈরি পাটনার সর্বপ্রচীন শাহী মসজিদ ইত্যাদি।

এখান থেকেই ঘুরে আসতে পারেন 29 কিমি দূরে **মানের**-এ। বিহারের এই সর্বপ্রাচীন মুসলিম কেন্দ্রটির নামকরণ হয়েছে সুফি পীর হজরত মখদুম ইয়াহিয়া মানেরির নামানুসারে। 13 শতকের*এই সাধুর স্মৃতিতে নির্মিত হয়েছে বড়ি দরগা। ছোটি দরগা নির্মিত হয়েছে শিষ্য শাহ্ দৌলতের স্মৃতিতে। এই বিখ্যাত মুসলিম তীর্থ দুটির স্থাপত্য ও অলঙ্করণ দেখার মত। যেতে পাবেন **পাওয়াপুরী** (নালন্দার পর দেখুন), রাজগীর, নালন্দা, বৈশালী, সাসারাম ইত্যাদি স্থানেও (যথাস্থানে দেখুন)। তবে যদি নেপাল সীমান্তে **কাকোলাত** বিমানবন্দরের কাছে, পাটনা থেকে 135 কিমি দূরে যাওয়ার কোনো কারণ ঘটে থাকে, তবে এখানের সুন্দর জলপ্রপাতটি দেখতে ভুলবেন না।

গয়া

পাটনা বিভাগের এই জেলা শহরে তীর্থযাত্রীরা আসেন দলে দলে। এটি পিতৃতীর্থ নামে খ্যাত কারণ সারা ভারতের হিন্দুরা এখানে আসেন পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ড দান করতে। বিশেষ করে মহালয়ায় পিতৃপক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক এখানের **ফল্গু**-নদীতে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করেন। তাতে প্রয়াত পিতৃপুরুষেরা পাপ বিমুক্ত হয়ে স্বর্গবাসের অধিকারী হন। **ফল্গু** এখানে অন্তঃসলিলা—তাই অনেক সময় বালি খুঁড়ে জল বের করতে হয়। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতার বনবাসকালে দশরথের মৃত্যু হয়। রাম-লক্ষ্মণ বাইরে



যাওয়ার পর সীতা শ্বশুরের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দশরথের উদ্দেশে পিণ্ডদান করলেন - দশরথের বিদেহী আত্মা তা গ্রহণ করেন।

বায়ুপুরাণ অনুসারে গয়া নামে এক অসুর কোলাহল পর্বতে তপস্যারত ছিলেন। তাঁর তপস্যা ভাঙার জন্য ভীত ইন্দ্র গয়াসুরকে বর দেন যে, 'তোমার দেহ যজ্ঞভূমির মত পবিত্র হোক।' ফলে তাঁর দেহের স্পর্শে সবাই উদ্ধার পেয়ে গেল—নরকে আর কেউ রইল না। স্বর্গে প্রচণ্ড ভিড় বাড়ছে দেখে আবার ভীত দেবতারা তাঁর পবিত্র দেহের ওপর যজ্ঞ করতে চাইলে গয়াসুর শুয়ে পড়েন। যমরাজ তখন শায়িত দেহের ওপর ধর্মশিলা রাখেন এবং বিষ্ণু তার ওপরে উঠে দাঁড়ান। সেই গয়াসুরের নাম থেকেই নাকি এই স্থানের নাম গয়া। খুব মজার ব্যাপার এখানেই মাত্র 'গয়াবাল' বলে একটি জাতি দেখা যায়।

কখন আসবেন এখানে : সমুদ্র থেকে বেশি দূরে বলে এখানের জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন। গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরম—41°C এবং শীতে তীব্র শীত পড়ে—7°C। গ্রীষ্মকালে 'লু' বয়। কাজেই এখানে আসার সেরা সময় অক্টোবর থেকে মার্চ।



কেমন করে আসবেন : রেলপথে গয়া হাওড়া-দিল্লি গ্র্যান্ড লাইনের একটি বড় স্টেশন। দিল্লি থেকে ট্রেন আসছে 6.25 ছেড়ে কালকা মেল 23 15, 6 30 ছেড়ে নীলাচল এক্স 23.50, 6.30 ছেড়ে নিউ দিল্লি-পুরী এক্স (সো বু বৃ শু) 21.02; 22.35 ছেড়ে পুরী পুরুষোত্তম এক্স 13.10, দেবাদুনে 20.20 ছেড়ে দুন এক্স 21.14; বারাণসীতে 1 05 ছেড়ে জম্মু-তাওয়াই এক্স 6.10; হাওড়া থেকে 19.40 ছেড়ে কালকা মেল 2.45, 19.20 ছেড়ে দুন 4 30, 15.15 ছেড়ে শিপ্রা এক্স বু শু র 00.03, 22.00 ছেড়ে বম্বে মেল 5.19, 15.15 ছেড়ে চম্বল এক্স 00.03-এ। শিয়ালদহে 11.45 ছেড়ে জম্মু-তাওয়াই এক্স 20.57। ধানবাদে 23.10 ছেড়ে গঙ্গা দামোদর এক্স 2.26, লখনৌতে 18.15 ছেড়ে জম্মু তাওয়াই 6.10; পুরী থেকে 802 কিমি পার হয়ে 9.05 ছেড়ে আসছে পুরী-নিউ দিল্লি এক্স (সো বু বৃ শ) 1.29, 9 05 ছেড়ে নীলাচল এক্স (ম শু র) 3.24, পাটনায় 9.55 ছেড়ে পাটনা-হাতিয়া এক্স গয়া 12.20; 21.05 ছেড়ে 8623 পাটনা-হাতিয়া এক্স 23.30; 22 45 ছেড়ে গঙ্গা-দামোদর এক্স 1.15। রেলে হাওড়া থেকে 465, দিল্লি থেকে 982, পাটনা থেকে 75 এবং বারাণসী থেকে 221 কিমি।

সড়কপথে. কলকাতা 491, দিল্লি 998, রাঁচি 220, পাটনা 97, রাজগীর 66 এবং পাওয়াপুরী 83 কিমি। বিহার ট্রান্সপোর্টের বাস এখানে আসছে বোধগয়া, রাজগীর, নালন্দা রোড, পাটনা, জামসেদপুর, রাঁচি, হাজারিবাগ থেকে।



কোথায় উঠবেন এখানে : স্টেশনের কাছেই Hotel Ajatshatru (Ph: 2421514) DAB ২২৫-৪০০, 4B ৪৫০; Hotel Siddarth

International (Ph : 2421480) SAB ৭৫০-১১০০, DAB ১৩৫০, SAC ১৪৫০, DAC ১৫৫০; কাছারি রোডে Kalpana RH S ৭৫ D ১২০; স্টেশন রোডে Awantika Hotel, Raj Hotel; চকে The Punjab Hotel, Kripal Lodge, Vuz Hotel; গান্ধি চকে Hotel Raman, R-16 ১২০-২২৫; চার্চ রোডে Hotel Saraogi, R-32 ১১৫-২১৫; ল রোডে Hotel Anamika, R-10 ৯৫-২০০ ; শহিদ রোডে গোপাল নিবাস ৮৫-১৮০; ইত্যাদি। আর আছে CH (রিজা. জেলাশাসক, গয়া), District Board DB (রিজা · ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, অন্তত 10 দিন আগে বুক করুন), RR ইত্যাদি। **ধরমশালা**: গয়া স্টেশন থেকে 1.5 কিমি দূরে পুরানা গোডাউনে Marwari Dharamsala, 2 কিমি দূরে গোডাউনে Pandit Dharmsala, তিলহায় Thilha Dharamsala, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, পঞ্চায়েতী ধরমশালা ইত্যাদি।

কী দেখবেন এখানে : গয়ার পবিত্রতম স্থান **বিষ্ণুপাদ মন্দির**। 1787-তে ইন্দোরের রানী অহল্যাবাঈ সংস্কার করে দেন রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নির্মিত মন্দিরটিকে। এখানেই নাকি বিষ্ণুর পদচিহ্ন রয়ে গেছে। প্রধানত এই মন্দিরেই অনেকে পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদান করে থাকেন। ফল্গুতীরেও করেন অনেকে। মন্দির প্রাঙ্গণেই দাঁড়িয়ে রয়েছে **অক্ষয়বট**। যে পাহাড়ের নীচে এই বৃক্ষ তাঁর নাম ব্রাহ্মণী পাহাড়। হাজার সিঁড়ির পরে তার মাথায় রয়েছে একটি শিবমন্দির। শিবমন্দির রয়েছে রামশিলা পাহাড়ের উপরেও। আর কাছেই রয়েছে বাগেশ্বরী ও বুণ্ডলা মন্দির। রেল স্টেশনের 25 কিমি দূরে রয়েছে সূর্যমন্দির, ছট্‌ পরবে দারুণ উৎসব হয়। আরো আছে প্রেতশিলা, ব্রহ্মযোনি পাহাড়, মঙ্গলাগৌরী, জনার্দন মন্দির, গয়েশ্বরী মন্দির, পাতালেশ্বর শিব প্রভৃতি। আর 5 কিমি উত্তর-পূর্বে উজিরগঞ্জ গ্রামে গিয়ে দেখে আসুন **কুরকিহর** টিবিতে প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার। এখানে হিউয়েন সাঙ্‌ এসেছিলেন। তখন নাম ছিল কুক্কুট পাদগিরি— মোরগের পায়ের মত।

বুদ্ধগয়া / বোধগয়া

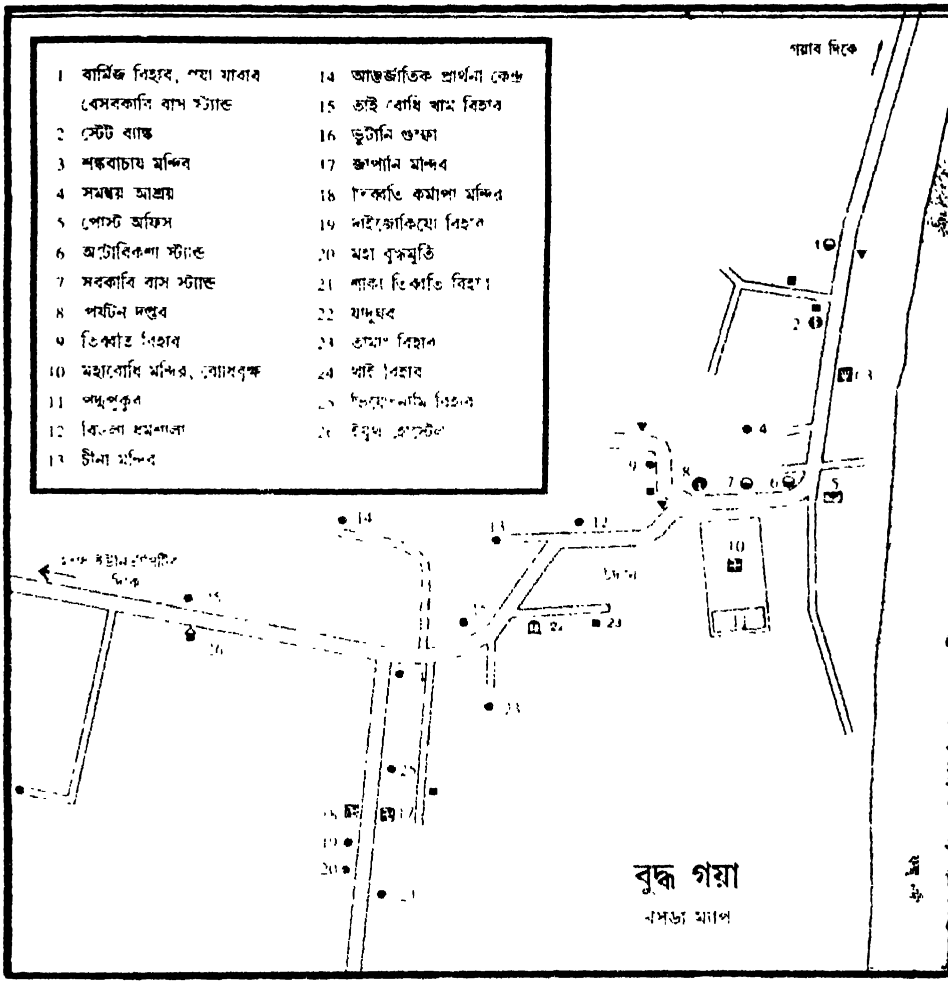
প্রাচীন নৈরঞ্জনা, মধ্যযুগের লীলাজন এবং আধুনিক কালের ফল্গু নদীর তীরে বুদ্ধগয়ায় আসুন গয়া থেকেই 12 কিমি পথ বাস, টেম্পো, ট্যাক্সি যাতে চড়েই হোক। দিল্লি-কলকাতা হাইওয়ের জি টি রোডে ঘোবি থেকে 22 কিমি, জাহানাবাদ হয়ে পাটনা থেকে 109 কিমি অথবা রাজগীর হয়ে 181 কিমি দূর। **বাস** আসছে গয়া ছাড়া পাটনা, নালন্দা, রাজগীর এমনকি বারাণসী থেকেও। নালন্দা 62 কিমি, রাজগীর 46কিমি। ট্রেনে এলে নামুন গয়া জংশনে। স্থানীয়ভাবে পাবেন সাইকেল রিক্সা, টাঙা ইত্যাদি। ভাড়া ঠিক নেই, দরদাম করতে হবে। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা ওঠে 47°C এবং শীতে নেমে যায় 4°C -এ। গ্রীষ্মে খালি পায়ে মন্দিরাদি দর্শন করা খুব কষ্টকর। তাই অক্টোবর থেকে মার্চে আসাই সবচেয়ে ভাল।

হিন্দুদের কাছে কাশী-প্রয়াগ, খ্রিশ্চানদের কাছে বেথেলহেম এবং মুসলমানদের কাছে মক্কার মতই বৌদ্ধদের কাছে বুদ্ধগয়া বা বোধগয়া হল তীর্থশ্রেষ্ঠ। এখানেই উরুবিল্ব গ্রামে বোধিবৃক্ষতলে বুদ্ধের বোধি বা প্রকৃতজ্ঞান লাভ হয়েছিল। অবশ্য প্রাচীন উরুবিল্ব, যার বর্তমান নাম উরেল, মহাবোধি মন্দির থেকে 2 কিমি দূরে। এখানেই সুপ্রাচীনকালের বৌদ্ধতীর্থসার সম্বোধিকে কেন্দ্র করে আধুনিক বুদ্ধগয়ার উৎপত্তি। সম্বোধি কালক্রমে মহাবোধি নাম পায়। দীর্ঘ 6 বছর কৃচ্ছ্রসাধনের পর গৌতম এখানে একটি অশ্বত্থগাছের নীচে এক তৃণাসনের (পরে বজ্রাসন নামে পরিচিত) উপরে বসে সেই রাত্রেই বোধি লাভ করে বুদ্ধ হন।

কী দেখবেন এখানে—

বোধিবৃক্ষ এই অশ্বত্থগাছের (পিপুলগাছ) নীচে বসে বুদ্ধ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এখন যে গাছটি দেখছেন সেটি সেই মূল বৃক্ষের পঞ্চম অধস্তন পুরুষ। সম্রাট অশোক এই গাছের একটি চারা নিয়ে গিয়ে সিংহলে রোপণের ব্যবস্থা করেন। চারাগাছটি বড় হলে পুনশ্চ সেটিকে এনে এখানে পুনঃরোপণ করেন। গাছটিকে শ্রীহীন মনে হবে, অজস্র কাপড়ের টুকরো ঝুলছে বহুজনের মনস্কামনার নিদর্শন বহন করে। উড়ছে পতাকারাজি বুদ্ধবাণী ঘোষণা করে।

মহাবোধি মন্দির বৃক্ষের সামনেই মহাবোধি মন্দির। এখানেই বুদ্ধ সিদ্ধিলাভ করেন। ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যে এই মন্দিরটি অদ্বিতীয়, কারণ এই ধারায় নির্মিত ভারতের অন্যান্য মন্দিরগুলির একটিরও শিখর এই দেশে নেই, শুধু এটি ছাড়া। মূল মন্দিরটি (বজ্রাসন-বৃহৎ-গন্ধকুটী) আনুমানিক 6 শতকে নির্মিত। 1880-তে এর ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয় যদিও আগে আরো বহুবার সংস্কার করা হয়েছিল। বিশাল দোতলা এই মন্দিরটি 48 মিটারেরও বেশি উঁচু —বহুবার এর গায়ে চুন-বালির পলস্তারা করা হয়েছে। পিরামিড আকৃতির এই মন্দিরের সামনে সুদৃশ্য তোরণ— পূর্বদিকে। ভিতরে গর্ভগৃহে বিরাট



উজ্জ্বল বুদ্ধমূর্তি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট। দেওয়ালে বুদ্ধজীবনের নানা আলেখ্য চিত্রিত। এখানে এসে প্রণত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র প্রমুখ। সূচালো স্তম্ভশ্রেণীর বরাবর দেখবেন বুদ্ধের পূর্বজন্মের কথা, তাঁর পদচিহ্ন মুদ্রিত। মন্দিরের ঠিক উত্তরের দেওয়ালে উঁচু লম্বা বেদি, নাম **মুক্তাপথ** এর উত্তরদিকেই গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের স্তূপ। স্তূপের পাশেই ছোট মন্দির— নাম রত্নাগার। এখানেই বুদ্ধ 7 দিন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটিয়েছিলেন। উত্তর দেওয়ালের পিছনেই দেখবেন আরো একটি বেদি **চংক্রমণ**— যেখানে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বুদ্ধ পাদচারণা করতেন। এর দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে খোদাই করা রেলিঙের কারুকর্ম বিস্ময়কর। পথ, পাখি, জীবজন্তু প্রভৃতি বুদ্ধের নানা জন্মের প্রতীক। কাছেই দেখবেন পদ্ম-ভরতি পুষ্করিণী। আর দেখবেন মচ্‌লিন্দ লেকে পদ্মাসীন বুদ্ধের মাথায় কেমন নাগরাজ ফণার ছত্র ধারণ করে বুদ্ধকে রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা করছেন।

মহাবোধি মন্দিরের কাছেই ঘেরা প্রাঙ্গণেই রয়েছে **অনিমেষ লোচন চৈত্য গৃহ**। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গভীর কৃতজ্ঞতায় বুদ্ধ একদৃষ্টে মহাবোধি বৃক্ষকে সন্দর্শন করতেন। মন্দিরে প্রবেশ করতে ৫০ পয়সা দর্শনী দিতে হয়। সাধারণ ক্যামেরা ৫, মুভি ক্যামেরা ১৫ আর গাড়ি নিয়ে গেলে পার্কিং ফি ২।

একটা দেওয়ালের অন্দরে রয়েছে শৈবমন্দির **মহান্ত বিহার**। দেখুন এখানের সমাধিক্ষেত্র—এখানেই আদি শঙ্করাচার্যের সঙ্গে বৌদ্ধ দার্শনিকদের প্রবল তর্কযুদ্ধ হয়েছিল। ITDC-র ট্রাভেলার্স লজের পাশেই রয়েছে **বোধগয়া মিউজিয়ামটি**। ছোট হলেও এখানে বুদ্ধের নানান

ধরনের মূর্তি (1 থেকে 11 শতকের) সংগৃহীত হয়ে রয়েছে। এগুলি সবই এই অঞ্চল থেকে খুঁড়ে পাওয়া গেছে। বিশেষ করে 1 শতকের রেলিংগুলি চত্বরে আটকানো রয়েছে দেখে আপনার ভাল লাগবে। খোলা 9.00-17.00। দর্শনী লাগে না।

আরো দেখুন ঢালু টালির ছাদযুক্ত তিব্বতী রীতির **তিব্বতী বিহার**। এর দোতলায় দেখুন বিশাল ধর্মচক্র--- ওজন 500 মণ (18,500 কেজি)। যদি 3 বার ঘোরাতে পারেন তবে নাকি ইহজন্মের সব পাপ মুক্তি। দেখুন মহাবোধি মন্দিরের 1 কিমি দূরে সোনার পাতে মোড়া টালিযুক্ত **থাই বিহার ও মন্দির**। মাথায় মোহনচূড়া মূর্তিতে বুদ্ধকে দেখে ভাল লাগবে। পিছনে থাই সন্ন্যাসীরা থাকেন। দেখুন জাপানি, ভুটানি, বর্মি ও চীনা বৌদ্ধ মন্দিরগুলিও। ইচ্ছে হলে ঘুরে আসতে পারেন মগধ বিশ্ববিদ্যালয়। 12 কিমি দূরে **দুর্গেশ্বরী** বা **সুজাতা থান**ও দেখে আসতে পারেন।

বোধগয়ায় উৎসব হয় বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধ জয়ন্তী, ডিসেম্বরে দালাইলামার আগমনে এবং আশ্বিন-কার্তিকে পিতৃপক্ষে পিণ্ডদান উৎসবের সময়।

থাকার জন্যে রয়েছে ITDC-র Hotel Bodhgaya Ashok (Ph 0631-2202708) S ১১৫০, D ১৬০০, SAC ১৪৫০, DAC ২৫০০, BTDC-র Hotel Siddarth Vihar (Ph 2200445) DAB ৪০০, DAC ৬০০, ডর্মি ৭৫, আর Hotel Buddha Vihar-এ ডর্মি প্রথায় AB ১০০ CB ৭৫ মাথাপিছু। মহাবোধি মন্দিরের উল্টোদিকে Mahabodhi Society Pilgrims RH-R6, S ৭৫ ডর্মি (18) ৩৫ YH (সেপ্টেম্বর-মার্চ কেবল) 40 শয্যা--- ২০ প্রতিশয্যা; PWD IB (সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রধানত) R-6, এছাড়া অম্বা, সরস্বতী, টেম্পল ভিউ প্রভৃতি প্রায় 20টি আরো হোটেল আছে শয্যা প্রতি ৬৫ থেকে ১৫০ মধ্যে। আর বিড়লা, বার্মিজ, চাইনিজ, টিবেটান, থাই এবং International Buddhist House & Japanese Temple প্রভৃতি ধরমশালাও আছে।

বরাবর গুহা : গয়া থেকে 40 কিমি এবং বেলা স্টেশন থেকে (পাটনা - জেহানাবাদ - গয়া সেকশনে— পাটনা থেকে 73 এবং গয়া থেকে 20 কিমি) 13 কিমি দূরে প্রাচীন প্রবরগিরিই এখন বরাবর গুহা। শৈলখাত গুহা স্থাপত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এই গুহাতে অশোকের শিলালেখ আছে। প্রাকারের চিহ্ন দেখে মনে হয় এখানে কোনো প্রাচীন নগরী ছিল। কারণ চৌপাড়, সুদামা, বিশ্বঝোপড়ি প্রভৃতি গুহার মধ্যে প্রথমটি 10মি x 4মি.— ছাদ গোরুর গাড়ির ছই-এর মত। উত্তর দেওয়ালে দরজা। বাইরে একটি পাথরের মূর্তি ও লিঙ্গ খোদিত। সুদামা গুহায় দুটি কক্ষ তলছাদ খিলানের মত। দেওয়াল আশ্চর্য মসৃণ। লোমশ গুহাটি ঠিক সুদামা গুহার মতই। এখানে 6 শতকের লেখ রয়েছে। তা থেকে জানা যায় এখানে মৌখরি বংশের অনন্তবর্মন প্রবরগিরি কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বঝোপড়ি গুহাতেও দুটি ঘর আশ্চর্যভাবে পালিশ করা। সুরজঙ্ক চূড়ায় রয়েছেন সিদ্ধেশ্বরনাথ শিবলিঙ্গ ও মন্দির। পাহাড়ের দক্ষিণদিকের নীচের জলাধার পাতাল গঙ্গা হিন্দুদের কাছে খুব পবিত্র। 4টি গুহাই দেখুন।

এর থেকে প্রায় 1.6 কিমি উত্তর-পূর্বে **নাগার্জুনী** পাহাড়ে রয়েছে গোপিকা (বৃহত্তর), বাপী এবং বড়থিকা গুহা। প্রথমটির সামনে 250 বছরের পুরনো ইদগা ও আরো প্রাচীন কবর আছে। বাপী গুহার 15 মি দক্ষিণে একটি খুব পুরনো কুয়ো আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যে পূর্ণ এই বরাবর গুহাটিতে আসার জন্য গয়া থেকে গ্রীষ্মকালে আবহাওয়া ভাল থাকলে বাস আসে। বেলা স্টেশন থেকে রিক্সা পাবেন।

রাজগীর

রাজগৃহ শব্দটি থেকে কথাটি এসেছে। পাটনা থেকে 64 কিমি দক্ষিণ-পূর্বের এই রাজ্য একদা মগধরাজ জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। তখন নাম ছিল গিরিব্রজ এবং সমগ্র রাজ্যটি চক্রাকারে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা নগর-দুর্গই ছিল। এই গিরিব্রজেই পরবর্তীকালে বিম্বিসার রাজগৃহ— রাজার গৃহ--- স্থাপন করেন। বুদ্ধ এখানে বহুবার বর্ষাযাপন করেছেন এবং বহুবার মূল্যবান উপদেশ দিয়ে গেছেন। মহাবীর এখানে 14 বার বর্ষাবাস করে গেছেন। তাঁর প্রধান শিষ্যগণের একজনের এখানেই দেহাবসান ঘটে। এখানে জন্মেছিলেন তীর্থঙ্কর মুনি সুব্রত। বুদ্ধের বাণী ও জৈন আচরণ রাজগৃহের মুখ্য সম্পদ। এখান থেকেই বুদ্ধ প্রথম ভিক্ষায় বের হন। গৃধ্রকূট পর্বতে তিনি দীর্ঘদিন বাস করেন। আবার এখানের 5টি পর্বত শিখরেই জৈনমন্দির বর্তমান। বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা এখানের সপ্তপর্ণী গুহায় সমবেত হন বলে জনশ্রুতি। পাহাড়ে উপত্যকায় ঘেরা এই স্বাস্থ্যনিবাসে আপনার স্থায়ী আমন্ত্রণ আছে। এই আমন্ত্রণ নালন্দাতেও।

কেমন করে আসবেন : কাছের **বিমানবন্দর 2টি**— 101 কিমি দূরে পাটনা এবং 67 কিমি দূরে গয়া। পাটনাতে বিমান আসছে কলকাতা, দিল্লি— উভয় স্থান থেকেই প্রতিদিন। ট্রেনে এলে অনেকে গয়ায় নেমে বাসে আসেন কলকাতা থেকে রাজগীরে আসার সোজা কোনো ট্রেন নেই। তবে হাওড়া-দানাপুর এক্সপ্রেসে (হাওড়া ছাড়ে রাত্রি 21.05 বখতিয়ারপুর জংশনে পৌঁছয় 6.13) একটি বগি থাকে যেটি বখতিয়ারপুরে রাজগীরগামী ট্রেনের বগি যোগ করে দেওয়া হয়। বখতিয়ারপুরে সোজা ট্রেন যাচ্ছে হাওড়া-দিল্লি জনতা এক্স (ছাড়ে 21.15, পৌঁছে 7.16), অমৃতপুর মেল (ছাড়ে 20.00 পৌঁছে 5.23), সাউথ বিহার এক্স (14.30 এবং 4.59), পাটলিপুত্র এক্স (21 05 এবং 10.20), তুফান এক্স (9.45 এবং 19.41), হাওড়া অমৃতসর এক্স (13.15 এবং 00 41), টাটা-দানাপুর এক্স (7.30 এবং 18.40); শিয়ালদা-লালকেল্লা এক্স (20.15 এবং 5.40); শিয়ালদা-মুঘলসরাই এক্স (20 55 এবং 11 29)। বখতিয়ারপুরে ট্রেন আসছে মধুপুর, জসিডি, কিউল, মোকামা জং, দানাপুর, মোগলসরাই প্রভৃতি স্টেশন থেকেও। বখতিয়াপুর থেকে রাজগীরে ট্রেন যাচ্ছে 8.50 এবং 19.10 ছেড়ে যথাক্রমে 11 00 এবং 21.50। হাওড়া থেকে সোজা 555 কিমি এবং বখতিয়ারপুর থেকে 55 কিমি ট্রেনে। ফেরার ট্রেন পাবেন রাজগীরে 5.40 এবং 15 30 এ। 5.40-এ [illegible] সোজা হাওড়া ফিরতে পারবেন 6.36-এ একটা রাত কাবার করে।

বাসে আপনি কলকাতা থেকে সোজা আসতে পাবেন 19.00টায় এসপ্ল্যানেডে চড়ে সকাল 7.00 টায় রাজগীরে। ভাড়া ৯৫ মতন। দূরত্ব 528 কিমি। এ ছাড়া পাটনা 102, গয়া 34 কিমি, নালন্দা 12 কিমি, পাওয়াপুরী 38, বিহারশরীফ 25 কিমি। এসব জায়গা থেকেই বাস আসছে এখানে।

কোথায় উঠবেন এখানে : এখানে তিনটি সরকারি ট্যুরিস্ট বাংলো পাবেন— Hotel Ajatshatru Vihar (শুধু ডর্মি) ৫৫; Hotel Gautama Vihar (বিজ্ঞা . বিহার পর্যটন বিভাগ, নীলকণ্ঠ বিল্ডিং, 26 ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-16 Ph : 2247 0821) DAB ৩২৫ DAC ৪০০ ডর্মি ৬৫; Hotel Tathagata Vihar DAB ৩৭৫। এদের Ph: 25273। Centaur Hotel (Ph 5245, কেবল সেপ্টেম্বর-মার্চ) R-26, SAC ২১০০ DAC ৩০০০; হোটেল রয়েছে আনন্দ, অবন্তিকা, বিদেশাঘর, এদের ৭৫-১৫০ মধ্যে; হিলভিউ ১৭৫-২৫০ মেল্টু, তৃপ্তি, বেণুবন, সিদ্ধার্থ, সরস্বতী নিকেতন ছাড়া FRH, District Board RH, PWD CH, District Board IB (সবই সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রধানত)। আর আছে রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম। আর বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থার হলিডে হোম আছে। এর জন্য বইয়ের শেষে দেওয়া হলিডে হোমের তালিকা দেখুন। সামান্য দানের বিনিময়ে জৈন, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধরমশালাও কয়েকটি পাবেন। তৃপ্তি হোটেলের কলকাতায় বুকিং: মিত্র স্পেশাল, 62 বেন্টিক স্ট্রিট, কলকাতা 700069, Ph : 2237 7006 অথবা 149/1E, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলকাতা 700029, Ph . 24644707 ।

কী দেখবেন এখানে : খ্রিস্টপূর্ব 6 শতকে রাজা অজাতশত্রু নির্মিত অজাতশত্রু দুর্গটি দেখুন। কাছের 6 5 বর্গকিমি পরিমাণ স্তূপটিও তিনিই নির্মাণ করেছেন বলে অনেকের বিশ্বাস। বুদ্ধ একবার আহত হলে তাঁকে যে আম্রবনের মদ্দকুক্ষিতে নিয়ে গিয়ে বিম্বিসার অজাতশত্রুর রাজবৈদ্য জীবক চিকিৎসা করেছিলেন সেই **জীবক আম্রবনটি** এবার দেখুন। তারপর দেখুন রাজা বিম্বিসার বুদ্ধদেবের বসবাসের জন্য প্রথম যে গৃহটি উৎসর্গ করেছিলেন সেই **বেণুবন বিহার। বুদ্ধভক্ত** রাজা বিম্বিসারকে যুদ্ধবিরোধী পুত্র অজাতশত্রু কারারুদ্ধ করে যেখানে রেখেছিলেন সেই **বিম্বিসারের জেলটি** দেখুন। ইচ্ছে করেই বিম্বিসার এটিকেই কারাস্থান হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন যাতে রুদ্ধ অবস্থাতেই তিনি গৃধ্রকূট পর্বতে ভ্রমণরত বুদ্ধকে দেখতে পান। তাঁর কারাগৃহটি 6 (2 মি.) ফুট পুরু দেওয়ালে 200 বর্গফুট (19 বর্গমিটার) পরিমিত ছিল। এই পাথরের গৃহের এক স্থানে একটি লোহার হাতকড়া পাওয়া গেছিল। এখান থেকেই পাহাড়ের উপরে গড়ে ওঠা জাপানি প্যাগোডাটিকে স্পষ্ট দেখা যায়। এবার দেখুন মগধরাজ বিম্বিসারের খাজাঞ্চিখানা **স্বর্ণভাণ্ডার**। একটা বিশাল পাথর কেটে দুটো আশ্চর্য কক্ষ বানানো হয়েছে। এর একটা সম্ভবত গার্ড রুম। তার পিছনের দেওয়ালে যে গুপ্তদ্বার ছিল বিম্বিসার সম্ভবত সেই পথেই রাজকোষে প্রবেশ করতেন। এর গায়ে যে শঙ্খলিপি আছে— আজও তার পাঠোদ্ধার হয়নি। আপনি যদি চেষ্টা করে পারেন, তাহলে হয়ত অগাধ ভাণ্ডারের অধিকারীও হয়ে যেতে পারেন। দ্বিতীয় কক্ষটির সামনের দেওয়ালে দেখবেন উপবিষ্ট এবং দণ্ডায়মান প্রহরীদের চিত্র।

এবার দেখুন 40 কিমি লম্বা চক্রাকার প্রাচীরটি।

অসমান পাথর দক্ষতার সঙ্গে সাজিয়ে রাখা এই বিশাল প্রাচীরটি প্রাক-মৌর্যযুগের স্থাপত্যের নিদর্শন। দেওয়ালের কিছু কিছু অংশ এখনো রয়েছে। হয়ত এটি রাজগৃহ দুর্গের পাঁচিল ছিল। আসলে হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা আবিষ্কৃত হবার আগে রাজগীরেই ছিল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন। দেওয়ালটির বেশির ভাগ অংশ আপনি দেখতে পাবেন যখন রাজগীর থেকে গয়া আসবেন বা গয়া থেকে রাজগীর যাবেন।

গৃধ্রকূট পাহাড়ে গেলে আপনার মনে একটা গভীর প্রশান্তি হয়, তা একথা ভেবে যে এখানেই বুদ্ধ তাঁর দ্বিতীয় ধর্মচক্রটিকে ঘূর্ণমান করেছিলেন। প্রতি বারে বর্ষাকালে 3 মাস অবস্থানের সময় এখানে তিনি শিষ্যদের কত মূল্যবান উপদেশ দান করে গেছেন। বুদ্ধের অবস্থানকে চিরস্মরণীয় করে তোলার জন্যে জাপানের বৌদ্ধসংঘ সম্প্রতিকালে **শান্তিস্তূপ** নামে একটি বিশাল স্তূপ নির্মাণ করেছেন পাহাড় চূড়োয়। যদি পায়ে হেঁটে উঠতে চান তবে 7 কিমি ধরে খুব একটা কষ্টসাধ্য পথে যেতে হবে, অবশ্য ঘোড়ায় চড়ে ওঠা যায়। তবে সে কষ্ট করতে যাবেন কেন? বৈদ্যুতিক রোপওয়ের চেয়ারে বসে সোজা উঠে যাওয়ার মজাটাই আলাদা। এটি চালু থাকে প্রতিদিন 9.15-13.00 এবং 14.00-17.00 — বৃহস্পতিবার বন্ধ। 15 মিনিটের এই আকাশ ভ্রমণের ভাড়া ৫ মাথা পিছু। আর উপর থেকে রাজগীরকে দেখা এক পরমাশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

এবার চলুন বৈভব পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে দেখে আসি **উষ্ণপ্রস্রবণ**। সোপান বেয়ে উঠে দেখে আসি হিন্দু আর জৈন মন্দিরগুলো। এমনকি একটি ছোট অথচ অদ্ভুত মসজিদও। উষ্ণপ্রস্রবণে স্নানের জন্য পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক ব্যবস্থা আছে। সপ্তধারার জল আসছে মকরমুখো নল দিয়ে। এই জলের ধারা পাহাড়ে সপ্তপর্ণী গুহার পিছনের কোনো জায়গা থেকে সম্ভবত নেমে আসছে। ব্রহ্মাকুণ্ডটিই সবচেয়ে গরম — তাপমাত্রা 45°C।

উষ্ণপ্রস্রবণ পার হয়ে বৈভব পাহাড়ের উপরে একটা চতুষ্কোণ পাথর দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন এটা আসলে ছিল একটা ওয়াচ টাওয়ার। পরে সাধু সন্ন্যাসীরা এখানে বাস করতে আরম্ভ করলে এটি পিপ্পল গুহা নামেই পরিচিত হয়ে যায়। অবশ্য সাধারণ লোকে এই চতুষ্কোণ জায়গাটিকে **জরাসন্ধকা বৈঠক** বা জরাসন্ধের আখড়া বলেই জানেন। এখানেই নাকি মগধরাজ জরাসন্ধ মধ্যম পাণ্ডব ভীমের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিলেন। আর দূরে দূরে পাহাড়ের মাথায় দেখতে পারেন 26টি জৈনমন্দির। ট্রেক করার অভ্যাস না থাকলে অবশ্য যাওয়া বড্ড কষ্টকর।

এখানে আরো দেখুন বুদ্ধদেব যেখানে স্নান করতেন সেই **করণ্ড সরোবর**, 1 শতকের **মনিয়ার মঠ**, **মারক কুক্ষী**— ভূমিষ্ঠ হবার আগেই অজাতশত্রু যেখানে পিতৃহন্তা হবেন বলে অভিশপ্ত হয়েছিলেন। একস্থানে দেখুন পথের উপর পাথরের রথের চক্রচিহ্ন— প্রায় 30 ফুট গভীর দাগ কেটে শ্রীকৃষ্ণের রথের চাকা যেন দ্রুত বেগে ধাবিত হয়েছিল এখানে। মহাভারতে এই আখ্যান নিশ্চয়ই আপনি পড়েছেন।

রাজগীর থেকেই আপনি যেতে পারেন বিহারশরীফ, গয়া, বোধগয়া, সূরযপুর, বারাগাঁও বা কুন্দলপুর (দেখুন নালন্দা)। রাজগীর দেখুন একটা টাঙা ভাড়া করে নিয়ে। আর দূরে যাবার জন্যে নালন্দা ট্রাভেলস্-এর বাসে পাওয়াপুরী এবং নালন্দা—দুইই দেখে আসুন 8.00-12.30 মধ্যে। গয়া বুদ্ধগয়াও এঁরা নিয়ে যাচ্ছেন, এমনকি তিলাইয়া বাঁধও নিয়ে যাচ্ছেন।

নালন্দা

রাজগীরের প্রায় 10 কিমি উত্তরে অবস্থিত নালন্দার খ্যাতি প্রাচীন বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষের জন্য। চৈনিক পরিব্রাজকের বর্ণনা অনুসরণ করে আলেকজান্ডার কানিংহাম বড়গাঁও গ্রামের পাশে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। খননের ফলে প্রাপ্ত প্রত্নগুলি নিয়ে একটি সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে। 1951-য় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নব-নালন্দা মহাবিহার বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার উদ্দেশে। বুদ্ধদেব বেশ কয়েকবার এখানে এসেছিলেন— তাঁর প্রিয় আবাস ছিল পাবারিকের আম্রকুঞ্জ। সম্রাট অশোক স্থাপন করেন মন্দির। হিউয়েন সাঙের বিবরণী থেকে জানা যায় পূর্ণবর্মন নির্মিত 6 তলা মন্দিরে বুদ্ধের একটি প্রায় 40 ফুট (12.5 মিটার) উঁচু মূর্তি ছিল। 7 থেকে 13 শতক পর্যন্ত শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রূপে নালন্দা খ্যাত ছিল। হিউয়েন সাঙ্ এখানে পড়াশুনো করে গেছেন। পাল যুগে নালন্দার চরম সমৃদ্ধি ঘটে। শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পদ্মসম্ভব তিব্বতে গিয়ে লামা সম্প্রদায়ের প্রধান হন। 12 শতকের শেষে মুসলমান আক্রমণকারীদের হাতে নালন্দার বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। অথচ এখানের সংঘারামগুলি, মন্দিরগুলি, স্তূপসমূহ চিরকালীন গর্বের বিষয় ছিল। 10 হাজার ছাত্রের জন্য 2 হাজার শিক্ষক ছিলেন। মহাবীর, নাগার্জুন, দিঙ্নাগ, ধর্মপালের স্মৃতি বিজড়িত নালন্দায় আসার জন্য আকর্ষণ আপনি অনুভব করবেন রাজগীরে এলেই।

কেমন করে আসবেন : অনেক পদ্ম (নালম্) দিয়েছে (+ দা) যে শহর সেখানে আসার জন্যে বিমানে এলে আপনাকে নামতে হবে হয় পাটনা, না হয় গয়ায় (দেখুন রাজগীর)। তারপরে আসতে পারেন **সড়কপথে** যথাক্রমে 80 এবং 90 কিমি পথ পার হয়ে। **ট্রেনপথে** নালন্দা একটি নিজস্ব স্টেশন। হাওড়া থেকে বখতিয়ারপুরে নামুন (দ্র.রাজগীর)। রাজগীর থেকে ট্রেন পথে 11 কিমি। নালন্দা স্টেশন থেকে ঐতিহাসিক নালন্দা 2 কিমি। সাইকেল রিক্সা ও টমটম আছে সেখানে যাবার জন্যে। সড়কপথে নালন্দা কলকাতা থেকে 539, পাটনা থেকে 90 এবং গয়া থেকে 80 কিমি। বাস আসছে সব জায়গা থেকে।

কোথায় উঠবেন এখানে : নালন্দা RH (রিজা: SDO, PWD, Rajgir) ৫০; Pali Institute Hostel বা Rashbehari Vidyalaya Student Hostel দুটি কেবলমাত্র ছাত্রদের জন্য আছে। IB (রিজা : Suptd., Archaeological Survey of India, Eastern Circle)--রাঁধুনি পাবেন। YH (রিজা : BDO, Rajgir)। **ধরমশালা**---জৈন রমশালা, সনাতনী ধরমশালা এবং এবং তিব্বতী ধরমশালা।

কী দেখবেন এখানে প্রাচীন এবং নবীন--- দুধরনের দ্রষ্টব্যই এখানে রয়েছে। তবে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে ছিল সেটিই বিশেষ দ্রষ্টব্য। তথ্যকেন্দ্র থেকে 2 কিমি দূরে আছে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়টি, কয়েকটি বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহার বা ছাত্রাবাস। প্রায় 35 একর জমি খুঁড়ে এই সংরক্ষিত স্মারক স্থানটি আবিষ্কৃত হয়েছে। খোলা থাকে 9.00-17.30 টা বা সূর্যাস্ত অবধি। লাল ইটে তৈরি বাড়িগুলি, বাগিচা সবই সুন্দর এবং মাঝখানের বিস্তৃত পথের দুপাশে উত্তর-দক্ষিণে বিন্যস্ত। বিহারগুলি এই কেন্দ্রীয় পথটির পূর্বে এবং চৈত্যগুলি পশ্চিমের দিকে। 1 নং বিহারটিই সম্ভবত সর্বাধিক আকর্ষণীয়। মাঝখানের উঠোনের ঘরগুলো সবই দোতালা। মাঝখানে অধ্যাপক যেখান থেকে বক্তৃতা দিতেন তার মঞ্চ। ছোট্ট একটি মন্দিরে এখনো বুদ্ধের অর্ধভগ্ন মূর্তি রয়েছে। 3 নং মন্দিরটি পিরামিডাকার। উপর থেকে উঠে দেখলে চারপাশ বড় মনোরম মনে হয়। এর চারপাশ ছোট ছোট স্তূপ দিয়ে ঘেরা— তার মধ্যে নানা মুদ্রায় বুদ্ধের নানান মূর্তি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপের ঠিক উলটোদিকে একটি ছোট যাদুঘর রয়েছে। ছোট কিন্তু বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগের নানা ব্রোঞ্জ নির্মিত বুদ্ধের অভগ্নমূর্তি ইত্যাদি— যা এখানে পাওয়া গেছে— সুন্দরভাবে সংরক্ষিত। একটা ঘেরা জায়গায় দেখতে পাবেন 1 শতকের দুটি বিশাল টেরাকোটা জার। আরো দেখতে পাবেন তাম্রপাত্র, শিলালিপি, মুদ্রা, মৃৎপাত্র এমনকি 12 শতকের পোড়া চালের নিদর্শন পর্যন্ত। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন খোলা 10.00-17.00। আর দেখে নেবেন 7 শতকে আগত চৈনিক হিউয়েন সাঙের স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত সম্প্রতিকালের স্মারকগৃহটিও।

এখান থেকে, হাতে সময় থাকলে, গা-লাগাও **সূরযপুর-বারাগাঁও** গিয়ে সূর্য মন্দির, সূর্য দেবতা এবং পবিত্র সরোবরটি দেখে আসুন। বছরে দুবার এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর নভেম্বরে ছট পরব উপলক্ষে এখানে বিশাল মেলা বসে। এখান থেকে 2 কিমি আর রাজগীর থেকে 18 কিমি দূরে **কুন্দলপুরে** গিয়ে মহাবীর জৈনের জন্মস্থান দেখে আসতে পারেন। জৈন মন্দির ছাড়া দীর্ঘ পুষ্করিণী ও পবিত্র পুষ্করিণী নামে দুটি পদ্ম সরোবর এখানের মুখ্য আকর্ষণ।

পাওয়াপুরী

বিহারশরীফের 15 কিমি দক্ষিণে, পাটনা থেকে 80 কিমি পূর্বে পাটনা-রাঁচি সড়কে পাওয়াপুরী একটি বিখ্যাত জৈন তীর্থ ও একটি অতি প্রাচীন জনপদ। এর অন্য নাম পাবা বা অপাপপুরী। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর 487 খ্রিস্টপূর্বাব্দে এখানে নির্বাণ লাভ করেন।

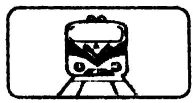
এখানকার প্রধান আকর্ষণ দুটি শ্বেতপাথরের মন্দির— জলে জলমন্দির এবং স্থলে থলমন্দির। থল মন্দিরটি প্রাচীনতর। শ্বেতপাথরের জল মন্দিরে (9.67 বর্গমিটার) মহাবীর, গৌতম স্বামী এবং সুধর্মস্বামীর চরণচিহ্ন রয়েছে। এখানেই মহাবীরের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল। পদ্ম-ভরতি ও পাখিডাকা বিশাল সরোবরের মাঝখানে শ্বেতপাথরের এই জল মন্দিরের শোভা অনুপম। মহাবীরের জন্মদিনে, মতান্তরে মৃত্যুর দিন (কার্তিক মাসের অমাবস্যায়) জল মন্দিরের পদচিহ্নের উপর চাঁদোয়া তোলা ও উৎসব হয়। হস্তিপালের এই রাজধানী শহরে তাঁর প্রাসাদের যেখানে মহাবীরের মহানির্বাণ লাভ ঘটে সেখানে গড়ে উঠেছে গাঁও মন্দির। নির্মাণ করেন রাজা নন্দীবর্মন---বর্তমানে মন্দির পরিচালনা করেন জৈন সংঘে। অন্য মতে দিগম্বর জল মন্দিরই মহাপরিনির্বাণের স্থান।

দুটি মন্দিরের মাঝখানে আছে সমোসরণ মন্দির— এখানেও মহাবীরের পদচিহ্ন আছে। একটি বেদিতে বসে এখানে মহাবীর ধর্মপ্রচার করেছিলেন। এছাড়া বাজারের মধ্যেও একটি শ্বেতাম্বর জৈনমন্দির এবং শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরদের দুটি ধরমশালা আছে। দেওয়ালির সময় প্রতিবারে এখানে যে মহাসম্মেলন হয় তাতে বহু জৈন তীর্থযাত্রী আসেন। 14 শতকের যে শিলালিপিটি এখানে পাওয়া গেছে, তা থেকে এখানে জৈন ধর্ম প্রচারের কথা জানা যায়। থাকার জন্যে কয়েকটি ধরমশালা ছাড়া কিছু নেই, তাই বলি যদি রাজগীর থেকে এখানে ভোরের বাসে এসে থাকেন তবে সব দেখে সন্ধেতে সেখানেই ফিরে যান।

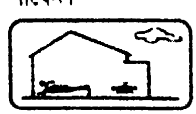
এক ফাঁকে ঘুরে আসুন **বিহারশরীফ**। পাটনা থেকে 64 কিমি দূরে পাটনা-রাজগীর রোড ধরে অথবা পাওয়াপুরী থেকে 12 কিমি দূরে প্রাচীন শহর বিহারশরীফে গিয়ে দেখে আসুন বুদ্ধস্মৃতি **পীর পাহাড়ি** পাহাড়ে। এখানে বুদ্ধ কিছুদিন ছিলেন বলে জনশ্রুতি। হিউয়েন সাঙও এখানে কিছুদিন বাস করেছিলেন— গুপ্তযুগের একটি স্তম্ভ থেকে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল প্রতিষ্ঠিত এখানের **বিহার** থেকেই এ রাজ্যের নাম বিহার হয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস। অনেক দিন এটি মুসলমান রাজাদের রাজধানী ছিল। 14 শতকে মুখদুম শাহ নামে জনৈক মুসলমান সন্তের সমাধি স্থাপিত হওয়ার জন্য এখানের নাম হয় **বিহারশরীফ**।

বৈশালী

আম আর কলাগাছ ঘেরা একটি ছোট গ্রাম বৈশালীতে খননকার্যের ফলে ভারতের ধর্মীয় সভ্যতার দুটি যুগের মেলবন্ধন ঘটে গেছে। বুদ্ধ এবং মহাবীরের স্মৃতিপূত বৈশালীর উল্লেখ আছে রামায়ণ মহাকাব্যে। রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিশাল্য এখানে রাজ্য স্থাপন করে নাম দেন বিশালপুরী— তাই থেকে বৈশালী। খ্রিস্টপূর্ব 6 শতকে পুনশ্চ এর উন্মেষ ঘটে। গণ্ডক নদীর বাম তীরবর্তী এই রাজ্যটির প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রন্থ ললিতবিস্তারে লেখা হয়েছে— 'এই রাজ্য সমৃদ্ধ ও গর্বোন্নত, আকর্ষক ও সুন্দর বহুজন অধ্যুষিত। চমৎকার অট্টালিকাপূর্ণ, বিশাল তোরণসমৃদ্ধ এবং বাগিচা ও কুঞ্জে পরিপূর্ণ।' প্রখ্যাত পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ— দুজনেই এখানে এসেছিলেন। পৃথিবীর প্রথম গণতান্ত্রিক রাজ্য বৈশালীতে খ্রিস্টপূর্ব 6 শতকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই রাজ্য শাসন করতেন। এখানেই বুদ্ধ ঘন ঘন আসতেন, কাছেই কলহুয়াতেই জীবনের শেষ উপদেশবাণী তিনি উচ্চারণ করেন। আশোক নির্মিত স্তম্ভে সেই স্মৃতি ধরা পড়ে আছে। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের 100 বছর পরে বৈশালীতেই দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। দুটি স্তূপ তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। বৈশালী সংলগ্ন কুন্দপুরে জন্মেছিলেন মহাবীর এবং 22 বছর পর্যন্ত এখানেই ছিলেন। অতএব বুদ্ধ-মহাবীর আশীর্বাদপূত বৈশালীতে আসার জন্যে আপনি যে আকর্ষণ অনুভব করবেন— এ তো বলাই বাহুল্য।



কেমন করে আসবেন: বৈশালীতে কোনো বিমানবন্দর নেই। কাজেই **বিমানে** এলে নামতে হবে 56 কিমি দূরের পাটনা বিমানবন্দরে। তারপর বাসে। **ট্রেনে** এলে নামতে হবে নর্থ-ইস্টার্ন রেলপথের হাজিপুর স্টেশনে। তারপর সেখান থেকে বাসে 35 কিমি। অবশ্য বেশি সুবিধে যদি মজঃফরপুর স্টেশনে নামেন। এখানে ট্রেন আসছে আমেদাবাদ, বারৌনী, মুম্বাই, দিল্লি, ধানবাদ, গোরখপুর, হাওড়া, কানপুর, লখনৌ, নরকাটিয়াগঞ্জ, টাটানগর প্রভৃতি স্টেশন থেকে। হাওড়া থেকে হাওড়া-হাতিয়া-রাঁচি এক্স, মিথিলা এক্স, গোরখপুর এক্স প্রভৃতি ট্রেন আসছে 582 কিমি পার হয়ে। মজঃফরপুর থেকে বৈশালী 37 কিমি। **বাস** আসছে লালগঞ্জ, হাজিপুর, মজঃফরপুর হয়ে পাটনা থেকে। বারাণসী থেকে হাজিপুরের দূরত্ব 696 কিমি। বিহার সরকারের পর্যটন বিভাগ **মজঃফরপুর রেল স্টেশন থেকে কন্‌ডাকটেড ট্যুরের বাস** চালাচ্ছেন। সেই সুযোগ নিন। (রিজা TIC, মজঃফরপুর রেল স্টেশন, বিহার)। স্থানীয়ভাবে টাঙা পাবেন।



কোথায় উঠবেন : মেন রোডে পাবেন পর্যটন দপ্তরের Tourist Rest House (Ph: 06224-229425) S ৯০ D ১৭৫; Tourist Complex-এ DB ১২৫-২৫০। TB D ২৫০ ডর্মি ৬০; R-4 (রিজা : ম্যানেজার, TB, ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যুরিজম, বিহার গভর্নমেন্ট)। এছাড়া PWD Rest Shed, RH (রিজা : SDO, PWD, Hajipur)। এছাড়া বৈশালী মিউজিয়ামের পাশেই Youth Hostel। আর পাবেন সরাইয়াগঞ্জে Hotel Elite। TIC থেকে **গাইড** পেতে পারেন।

কী দেখবেন এখানে : প্রথমেই দেখুন **অশোকস্তম্ভটি**। খ্রিস্টপূর্ব 4 শতকে সম্রাট অশোক এটি নির্মাণ করেছিলেন

বলে ধারণা। কলহুয়ার এই স্তম্ভটিকে সাধারণ লোকে অবশ্য বলেন ভীমসেন-কি-লাঠি। সুমসৃণ বেলেপাথরে তৈরি এই স্তম্ভটি বুদ্ধের শেষ উপদেশ স্থানে স্থাপিত এবং উপরটি উলটো পদ্মাকার বা ঘণ্টাকার, তার গায়ে সিংহের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিমূর্তি বুদ্ধের শেষ গমনের দিকে মুখ ফিরিয়ে। স্তম্ভের গায়ের ব্রাহ্মীলিপি এখনো দেখা যায়। কাছেই রামকুণ্ড নামে একটি ছোট পুষ্করিণী।

দেখুন উৎখনের ফলে আবিষ্কৃত দুটি বৌদ্ধস্তূপ। 383 খ্রিস্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতির সময়ে প্রথমটি নির্মিত। এর ভিতর থেকে পাওয়া গেছে টেরাকোটা শিল্পের একটি চমৎকার বুদ্ধমস্তক (এটি এখন দিল্লির জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত) এবং একটি আধারে মাটির নীচে রক্ষিত বুদ্ধ দেহাবশেষের এক- অষ্টমাংশ ভস্ম। দ্বিতীয় স্তূপটিতেও (1958-য় আবিষ্কৃত) একটি ভস্মাধারে বুদ্ধভস্ম রক্ষিত ছিল। এমনিভাবেই খননে আবিষ্কৃত হয়েছে 1 কিমি দূরে রাজা বিশাল কা গড় যেটি সম্ভবত রাজার বিধানসভালয় ছিল। এখানে প্রায় 700 নির্বাচিত বিধায়ক ও সদস্য এককালে বসে রাজ্যের কথা আলোচনা করতে পারতেন। এর চারপাশে 8 ফুট (2.5 মিটার) উঁচু দেওয়াল এবং 140 ফুট (43 মিটার) গভীর পরিখা ছিল।

বৈশালী মিউজিয়ামের পাশেই দেখুন ফুল-লতা-গুল্ম আবৃত অভিষেক পুষ্করিণী। এর জল দিয়েই নির্বাচিত বিধায়কদের শপথ গ্রহণের পূর্বে আচমন করানো হত। মিউজিয়ামটিতে অবশ্য কিছু ছবি এবং কয়েকটি মূর্তি ছাড়া দেখার কিছু নেই, কারণ সবই হয় পাটনা অথবা দিল্লির যাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দেখুন বাসরায় পালযুগে নির্মিত বাওয়ান পোখর এবং হরিকটোরা মন্দির, মন্দির দুটি বাওয়ান পুষ্করিণীর তীরে। হরিকটোরা মন্দিরে পূজিত দেবতা কার্তিক। আরো দেখুন 5 শতকের পীর শেখ মহম্মদ কাজিমের মিরাঞ্জী কা দরগা, জৈন মন্দির, জৈন প্রাকৃত রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পদ্মপুকুর, বৈশালী সংঘ (1945 খ্রি· স্থাপিত) প্রভৃতি ছাড়া 4 কিমি দূরে কুন্দপুরে গিয়ে মহাবীর জৈনের জন্মস্থান। একটি মার্বেল স্মারক সে কথা ঘোষণা করছে।

শোনপুর হরিহর ক্ষেত্র

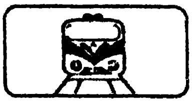
পাটনা যদি নভেম্বর নাগাদ এসে থাকেন তবে এখানের পশুমেলাটি দেখতে কদাচ ভুলবেন না। কারণ এ এক ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা। পাটনা থেকে গঙ্গা পার হয়ে লঞ্চে চড়ে এসে নামুন পহলেজা ঘাটে। সেখান থেকে পহলেজা হল্ট স্টেশনে। সব স্টিমারই এসে ট্রেন ধরিয়ে দেয়। সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে আসুন শোনপুর স্টেশনে। পাটনা থেকে শোনপুর 27 কিমি। শোনপুরের প্লাটফর্ম এখন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম (প্রথমটি সুইডেনের স্টরভিক)। কার্তিক পূর্ণিমার সময় যে মেলা বসে শোনপুরে, সে সময়ে রেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ ট্রেন চালান। স্টেশন থেকে নেমে হেঁটে যেতে পারেন, অটোরিক্সা বা সাইকেল রিক্সাও পাবেন। তারপর ধুলো, ধোঁয়া আর ধাক্কার মাঝখান দিয়ে চলে আসুন 20 বর্গমাইল (22 বর্গমিটার) জোড়া হরিহর ক্ষেত্রের মেলায়। হরি ও হরের একত্র অবস্থান আপনি খুব কম মন্দিরেই দেখেছেন-- হয়ত দেখেনইনি। গঙ্গার সঙ্গে এখানে এসে মিশেছে গণ্ডক নদী। মন্দিরে পুজো দিন, সঙ্গমে স্নান করুন। দেবর্ষিরা মুনির ধ্যান ভাঙাতে এসে অপ্সরা মঞ্জুঘোষা অভিশাপ কুড়োলেন--- নদী হয়ে যাও। শেষে নরম হয়ে তাঁকে পুণ্যতোয়া করে দেন এই হরিহরক্ষেত্রে। কাছেই আছে 'কৌন হারা' ঘাট-- কে হেরেছে এখানে? দুই হাতি-কুমিরের যুদ্ধ হয়েছিল এখানে পৌরাণিক কালে। শেষে বিষ্ণুর চক্রে কুমির মারা যায়। যাই হোক্— কার্তিকী পূর্ণিমায় লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে আপনিও একজন। যাবার আগে নিশ্চয়ই কলেরার টিকা ইত্যাদি নিয়েছেন।

এবার চলুন মেলা ক্ষেত্রে। যা চাইবেন তাই পাবেন--- নৌটংকী থেকে কাবাবে, লক্ষাধিক পশুপাখির মধ্যে হাতি, ঘোড়া, উট, পাঞ্জাব-হরিয়ানার গোরু থেকে মুনিয়া পাখি পর্যন্ত। আগে বাঘও আসত। হাতি কিনছেন বেশির ভাগ কেবলের সার্কাসের লোকজন। আপনি কিনবেন কিনা ভাবুন। যাবার সময় খাবার জল সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

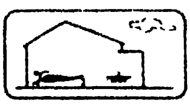
মুঙ্গের

প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী মুঙ্গের বা মঙ্গগিরির প্রথম উল্লেখ রয়েছে মহাভারতের সভাপর্বে। এখানেও এর গা-লাগাও অঞ্চলে বৌদ্ধযুগ ও ঐতিহাসিক হিন্দুস্থানের নানা নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ বেশ কিছুদিন এখানে এসে বাস করে গেছেন। 8-11 শতকের শেষ পর্যন্ত মুঙ্গের পালরাজাদের অধীনে ছিল। পরে এটি মুসলমান অধিকারে আসে। সুলতান হোসেন শাহ এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এখানেই আশ্রয় গ্রহণ করেন পরাজিত শাজাহান-পুত্র সুজা। বাংলার নবাব মীরকাশিম এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং 1761-তে নিজের রাজধানী স্থাপন

করেন। 1934- এ মুঙ্গেরের ভূমিকম্প পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্মরণযোগ্য ঘটনা।



কেমন করে যাবেন : মুঙ্গের-এ গেলে আগে আপনাকে যেতে হবে জামালপুর। কলকাতা থেকে যাবার ট্রেন শিয়ালদহ থেকে মুঘলসরাই এক্সপ্রেস (ছাড়ে 20.55, পৌঁছায় 8.10); মালদা টাউন থেকে ফরাক্কা এক্সপ্রেস (ছাড়ে 18.55, পৌঁছয় 1.45)। হাওড়া থেকে হাওড়া জামালপুর এক্স (ছাড়ে 22.30, পৌঁছে 8.50), হাওড়া দ্বারভাঙ্গা প্যাসেঞ্জার (ছাড়ে 7.15, পৌঁছে 00.25), হাওড়া-দানাপুর ফাস্ট প্যা .র (ছাড়ে 11.10, পৌঁছে 2.20)। জামালপুর থেকে মুঙ্গের যাবার ট্রেন পাবেন 5.20,7 20, 8 50, 10.25, 12.10, 14.20, 17 50.এবং 20.30—দূরত্ব 9 কিমি। সময় নেয় 25 মিনিট। হাওড়া থেকে মুঙ্গের 487 কিমি। ভাগলপুর 53, কিউল 46,পাটনা 79 কিমি জামালপুর থেকে।

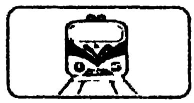


কোথায় উঠবেন : সিদ্ধি হোটেল, দীপক RH, ভারত RH প্রভৃতি সাধারণ কয়েকটি হোটেল ছাড়া মারোয়াড়ি বাসা, CH, IB, DB আছে। ধরমশালা— বৈদ্যনাথ, গোয়েঙ্কা, জৈন ইত্যাদি।

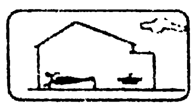
এখানে কিছু দেখার আগে চলুন **গঙ্গার কষ্টহারিণী ঘাটে** গিয়ে জীবনের সব কষ্ট ধুয়ে ফেলবেন। তারপরে দেখুন **জলদ্বীপের** মধ্যে সীতাচরণ মন্দির। যেতে হবে অবশ্য নৌকো চড়ে। সেও বেশ মজা! ঘাটের সামনে দেখুন মীরকাশিমের গুহা আর শাজাহান-পুত্র সুজার প্রাসাদ। ঘুরে বেড়ানো ও দুর্গ দেখার অবকাশে আসুন **জয়প্রকাশ** উদ্যান- - ছোটরা তো এখান থেকে বের হতেই চাইবে না। জলে ঘেরা আরো একটি মন্দির, জলমন্দিরে দেখুন **শিবলিঙ্গকে**। 6 কিমি দূরে গিয়ে দেখুন **সীতাকুণ্ড, রামকুণ্ড, ভরতকুণ্ড** ইত্যাদি। উষ্ণপ্রস্রবণ সীতাকুণ্ডের ফুটন্ত জল পাতাল প্রবেশকারী সীতার চোখের উষ্ণ বারিরাশি বলে লোকেদের বিশ্বাস। এখানে পাণ্ডাদের অত্যাচার খুব। একটু দূরে গিয়ে পীর পাহাড়ের শান্ত পরিবেশে পীরসাহেবের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসুন। শহরে দেখুন দোতলা দারুণ সুন্দর চাণক্য মন্দিরে একতলায় দেবী চণ্ডী ও দোতলায় কালী এবং শিবঠাকুরকে। যদি আরো একটি উষ্ণপ্রস্রবণ দেখতে চান তবে যেতে হবে সীতাকুণ্ড থেকে আরো 10 কিমি দূরে **'বিহারের চম্বল' ঋষিকুণ্ডে**। আর বাসে চড়ে ভায়া বক্তিয়ারপুর খড়গপুরে গেলে দেখতে পাবেন **দুর্গামন্দির**, লেক আর টিলার মাথায় **শিবমন্দির**। লেকের পরিবেশের তুলনা হয় না।

ভাগলপুর

গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীরের এই শহর কলকাতা থেকে 424 কিমি। ভাগলপুর শব্দের অর্থ সৌভাগ্যের শহর বা শরণার্থীদের শহর। আকবর- নামাতে, আইন ই- আকবরীতে ভাগলপুর মহলের উল্লেখ আছে।



কেমন করে আসবেন : এখানে একটি **বিমানবন্দর** আছে, তবুও ট্রেনে আসাই বেশি সুবিধের। হাওড়া থেকে যে ট্রেনগুলি জামালপুর যায় (দ্র. মুঙ্গের) সেগুলিই ভাগলপুর যায়; বর্ধমান থেকেও ভাগলপুর যাবার সোজা ট্রেন রয়েছে— ছাড়ে 5.45, পৌঁছে 16.30। মুঙ্গের বা জামালপুর বেড়াতে এসে সেখান থেকে ট্রেন বা বাসে ভাগলপুরে আসুন। শরৎচন্দ্র-বনফুলের স্মৃতি এখানের পথে ঘাটে। শহরে ঘোরার জন্য রিক্সা করে নিন।



কোথায় উঠবেন : ভাগলপুরে ছোট বা মাঝারি হোটেল কিছু রয়েছে। এর মধ্যে স্টেশনের কাছেই চকে Hotel Gaylord, R-30, ১১৫-২৫০ মধ্যে, ওঠার যোগ্য; শিব মার্কেটে দামি হোটেল Hotel Nihar (Ph . 21116) R-23, ২২৫-৫৫০, রেলওয়ে RR বেশ ভাল। PWD, IB ইত্যাদি আছে।

কী দেখবেন এখানে : স্টেশন থেকে PWD IB যেতে পড়বে ভাগলপুরের ঠিক মাঝখানে উঁচু ক্লক-টাওয়ারটি। এখান থেকে চলুন দুধেশ্বর মন্দির। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। এটি পার হয়ে চম্পানগরে দেখুন জৈন মন্দিরটি। এটি তৈরি করেন জগৎশেঠ। কাছেই ফকির মকদুম শাহের সমাধি। এবার ফিরে আসুন পুলিশ চৌকির কাছে। চলুন গঙ্গাতীরে। এখানেই একদা রাজুকে নিয়ে ইন্দ্রনাথ মাছ ধরতেন, ছিপ বাইতেন। কাছেই মানিক সরকার ঘাট। গঙ্গার তীরে পবিত্র পরিবেশ কুপপা ঘাট আশ্রম। যেতে পারেন টি এন বি কলেজে— শরৎচন্দ্রের স্মৃতি মাখানো। বারারি এবং কর্ণগড় পাহাড়ের গুহাগুলিও দেখে আসুন এক ফাঁকে। কোলগঞ্জে দেখুন পাথর কেটে তৈরি মন্দির। 42 কিমি দূরে রয়েছে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ। তবে গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরম, শীতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সেই ভেবে যাওয়ার সময় ঠিক

করবেন। এখান থেকেই যেতে পারেন মুঙ্গেরও। মুঙ্গের— মুঙ্গের ঘাটের মধ্যে ট্রেন-স্টিমার সার্ভিস চালু রয়েছে। মুঙ্গেরে ট্রেন পাবেন 7.05, 10.45 এবং 13.30— স্টিমার ছাড়ছে এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যথাক্রমে 7.50, 11.30 এবং 15.30। স্টিমার মুঙ্গের ঘাটে পৌঁছয় যথাক্রমে 8.00, 12.00 এবং 16.00 টায়। এর পর উত্তর-পূর্ব রেলপথের ট্রেন পাবেন যথাক্রমে 8.30. 12.20 এবং 14.55।

সীতামাঢ়ি

সমস্তিপুর-নারকাটিয়াগঞ্জ রেলপথে সমস্তিপুর থেকে সীতামাঢ়ি 101 কিমি দূরে। আর নারকাটিয়াগঞ্জ এবং রক্সৌল থেকে যথাক্রমে 129 ও 88 কিমি। সমস্তিপুরে 22.00 ছেড়ে সমস্তিপুর-নারকাটিয়া এক্স সীতামাঢ়ি পৌঁছয় 1.41। মজঃফরপুর থেকে 3 ঘণ্টায় বাসও আসছে। বাস স্ট্যান্ডে বাস আসার 2 কিমি আগেই নেমে গেলে পাবেন সীতাদেবীর মন্দির। বৈদ্যনাথ ধামে সীতাকে ভূমি থেকে পাওয়ার পর রাজর্ষি জনক সীতাকে সীতামাঢ়িতে নিয়ে এসে বড় করে তোলেন। সীতামন্দির তাই গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে রাজর্ষি জনক মন্দিরও। এখান থেকেই বাসে করে নেপাল সীমান্ত পার হয়ে যেতে পারেন জনকপুর— রাম-সীতার বিবাহমণ্ডপ দেখতে, প্যাগোডাধর্মী মন্দির দেখতে, অথবা শ্রীজানকী মন্দির দর্শনে। যেতে পারেন দেড় ঘণ্টা ট্রেন জার্নি করে রাজনগরে রাজপ্রাসাদ দেখতে। তবে রাজনগর থেকে 10 কিমি ট্রেনে গিয়ে মধুবনী যেতে ভুলবেন না। এখানের ঘরোয়া শিল্পচিত্র অনবদ্য দেওয়ালে, পটে— সর্বত্র। সংগ্রহ করে আনুন।

বিহারের পর্যটন মানচিত্রে আরো কত দর্শনীয় স্থান রয়ে গেছে, তার হিসেব রাখে কে? তবুও তারই কিছু কিছু স্থান ভ্রমণের জন্য আপনার কাছে তাদের খবর পৌঁছে দিই।

গিধনি রেল স্টেশন থেকে অল্প কিছু গেলেই বাংলার সীমা শেষ, বিহারের শুরু। বিহারের প্রথম স্টেশন চাকুলিয়া। এখানে দেখার কিছু নেই, তবে প্রাকৃতিক শোভা চমৎকার। জিনিসপত্র বেশ সস্তা। এখান থেকে অনেকেই বেলপাহাড়িতে বেড়াতে যান।

যেতে পারেন সিরকেপি স্টেশনে নেমে (ঐ রাউরকেল্লা এক্স-এগিয়েই) টেবোর পাহাড়ে। উঠুন Wayside DB-তে অথবা PWD DB-তে। কাছেই টেবো নদী, নদী পেরিয়ে ঝরনা। তবে বড্ড ঠাণ্ডা এখানে শীতকালে। টেবোতে দাঁড়িয়ে যেতে পারেন হেসাডি হিরনি জলপ্রপাত দেখতে। আবার অন্যপথে দ্বারভাঙ্গা গিয়ে রাজপ্রসাদ, কালীমন্দির দেখতে যেতে পারেন, তেমনি যেতে পারেন হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে সাহেবগঞ্জে এসে পাহাড় আর ঝরনার শোভা দেখতে। রিক্সা নিয়ে ঘুরে ঘুরে চকবাজার, মীনা বাজার দেখুন। পাহাড়ের মাথায় দেখুন সূর্যাস্তের রামধনু। পাহাড়গুলিতে ছোট ঘরভাড়া নিয়ে থাকা-খাওয়া ১০০-১৫০। হোটেল আছে খাওয়া ছাড়া ৬৫-৯০। এখান থেকেই 5-5½ ঘণ্টার ট্রেনপথে আসুন জামালপুর। খরচ-খরচা একই। স্নিগ্ধ প্রকৃতি, পরিচ্ছন্ন শহর, সবুজ পাহাড়। তিরতিরে ঝরনা, প্রচুর সস্তার খাবার— দুদিনে আপনার স্বাস্থ্যকে দেবে চাঙ্গা করে। কালী-পাহাড়ের চুড়োয় কালীমন্দির এবং শিব ও গণেশের মন্দিরগুলি দেখার ফাঁকে গোটা জামালপুর শহরকে দেখে খুব ভাল লাগবে।

দামোদর উপত্যকা প্রকল্প (ডিভিসি)

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত দামোদর উপত্যকার আয়তন 23,100 বর্গকিমি। হাজারিবাগ, রাঁচি, পালামউ, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া— দশটি জেলা জুড়ে এই প্রকল্প বিস্তৃত। সমগ্র উপত্যকার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে 7 জুলাই 1948 দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছরেই বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা প্রমুখ 10 জন সদস্য নিয়ে গঠিত সমিতি আমেরিকার টেনেসি উপত্যকা প্রকল্পের আদর্শে একটি বহুমুখী প্রকল্প সৃষ্টির প্রস্তাব দিলে টেনেসি ভ্যালি অথরিটি-র ভুর্ডুইন এর প্রাথমিক খসড়া তৈরি করে দেন। লোকসভায় প্রকল্পটি গৃহীত হয়, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং নৌবহর, ভূমিসংরক্ষণ, মৎস্যচাষ, জনস্বাস্থ্যরক্ষা ও সামগ্রিকভাবে উপত্যকার অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য। এই কর্পোরেশনের অধীনে কয়েকটি বাঁধ ও বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরিতে হাত দেওয়া হয়। এগুলি হল— হাজারিবাগ জেলায় তিলাইয়া বাঁধ ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বোকারো বিদ্যুৎকেন্দ্র, কোনার বাঁধ; ধানবাদ জেলায় মাইথন বাঁধ ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পাঞ্চেত বাঁধ ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র; পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুর আঁড়বাঁধ ব্যারাজ্ এবং দ্বিতীয় যোজনা কালে চন্দ্রপুরাতেও দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র যুক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমরা অন্য প্রকল্পগুলি দেখার জন্যে এখানে পর্যটকদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তবে জেনে রাখুন দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের বাঁধগুলি

দেখার জন্যে কোনো অনুমতির প্রয়োজন নেই, তবে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং অন্যান্য প্ল্যান্টগুলি দেখা নিষেধ, বিশেষ অনুমতি যদি সংগ্রহ করতে পারেন তবেই দেখতে পাবেন। বাঁধগুলি দেখার জন্যে প্রথমে হাজারিবাগ পরে মাইথনকে ঘাঁটি করলে দেখার সুবিধে হবে বেশি।

তিলাইয়া বাঁধ : সবুজ পাহাড় দিয়ে ঘেরা পরিবেশে বরাকর নদের উপর 360 মিটার দীর্ঘ বাঁধটি 57 বর্গকিমি জলাধার ও 400 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে গড়ে উঠেছে। 1953-য় জওহরলাল নেহরু এর উদ্বোধন করেন। এখানে আসার জন্যে আপনাকে হাওড়া-আসানসোল-ধানবাদ-গয়া গ্র্যান্ড কর্ড লাইনের ট্রেনে চড়ে হাওড়া থেকে 382 কিমি দূরের কোডার্মা স্টেশনে নামতে হবে। এসি এক্স, হাওড়া-দিল্লি কালকা মেল, মুম্বাই মেল, দুন এক্স প্রভৃতি ট্রেন রয়েছে। ট্রেন আসছে গয়া থেকেও। কোডার্মা স্টেশন থেকে বাঁধ বাসে 19 কিমি। হাজারিবাগ শহর থেকে 56 কিমি। নিয়মিত বাস আসছে রাঁচি-পাটনা থেকেও। থাকার জন্য পাবেন IB এবং জনতা নিবাস। IB-তে রিজার জন্য যোগাযোগ— ক. Chief Information Officer, DVC, বিকাশ ভবন সল্টলেক; খ. Asst. Eng. Elec Town (DVC), P.O. Tilaiya Dam.

বোকারো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র : বোকারো নদীর উপর মোট 172,500 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম তিন ইউনিট বিশিষ্ট এই প্রকল্পটিরও উদ্বোধন করেন জওহরলাল নেহরু 1953-য়। দ্বিতীয় যোজনাকালে এর সঙ্গে পরে 75,000 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম আরো একটি ইউনিট যুক্ত হয়। কোনার নদী এখানে এঁকেবেঁকে গিয়ে প্রাকৃতিক শোভা সৃষ্টি করেছে। কোনার বাঁধ দেখে এখানে আসতে পারেন। অথবা এখান থেকেই কোনারে। পথ-শোভা মনোরম। ট্রেনে এসে পৌঁছনোর জন্যে দুটি স্টেশন রয়েছে, বোকারো স্টীল সিটি এবং বোকারো থার্মাল। গ্রান্ড কর্ড লাইনের গোমো জংশন স্টেশনে নেমে গোমো-বারকাকানা-বারওয়াদি লাইনের ট্রেনে চড়ে (গোমো হাওড়া থেকে 288 এবং বোকারো থারমাল 331 কিমি) বোকারো থারমাল স্টেশনে নামুন। সড়কপথে বর্ধমান, আসানসোল, কুমারডুবি হয়ে বোকারো 389 কিমি। হাজারিবাগ থেকে 75 কিমি পথে নিয়মিত বাস যাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে সাইকেল রিক্সা পাবেন।

থাকার জন্যে পাবেন DVC IB এবং জনতা নিবাস (রিজা: Chief Information Officer, DVC, Bikash Bhawan, Saltlake, Kol-91 অথবা General Suptd. Bokaro Thermal Power Station (DVC), P.O. Bokaro, Dist- Hazaribagh)। স্টীল সিটিতে ওয়েস্টার্ন অ্যাভিনিউতে পাবেন Hotel Blue Diamond. R-23 S ২০০, D ২৫০, SAC ৩২৫, DAC ৩৭৫; Sector 1 মার্কেটে Hotel Limcos R-30. ১০০-৩৬৫; চাস-এ Gujrat Lodging & Boarding. R-30. ৭৫-১৫০; মেন রোডে Hotel Hindusthan R-32 ৯০-১৬৫ ইত্যাদি।

কোনার : কোনার নদের উপর 3746 মিটার দীর্ঘ বাঁধ ও 25 বর্গকিমি জলাধার। জওহরলাল নেহরু এটিরও উদ্বোধন করেন 1955-য়। কোনার লেকের চারধারে পুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজি এবং গুল্মলতায় স্থানটিকে বড় মনোহর করে তুলেছে। এখানে যদি ট্রেনে চড়ে আসতে চান তবে গ্র্যান্ড কর্ড লাইনের গোমো স্টেশনে নেমে গাড়ি বদল করে গোমিয়া স্টেশনে নামুন। হাওড়া থেকে 337 কিমি। আবার বেরমো স্টেশনে নেমে 225 কিমি অথবা হাজারিবাগ রোড স্টেশনে নেমে 39 কিমি এসে বাঁধের কাছে পৌঁছে যান। সড়কপথে কলকাতা 371, হাজারিবাগ শহর 51, বোকারো 24 এবং তিলাইয়া 93 কিমি। বাস বা ট্রেকার পাবেন যাবার জন্যে। বেরমো ও গোমিয়া থেকে নিয়মিত বাস আসছে। হাজারিবাগ থেকে ট্যাক্সিও পাবেন। থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই।

মাইথন : এবার মাইথনে এসে মাইথন পাঞ্চেত দেখে আসুন। বরাকর নদের 4,844 মিটার দীর্ঘ বাঁধ এবং 6,000 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম তিনটি ইউনিট যুক্ত এই প্রকল্পটিও জওহরলাল নেহরু 1957-য় উদ্বোধন করেন। এই প্রকল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার মাটির 56 মিটার (184 ফুট) নীচে এর পাওয়ার হাউসটি স্থাপিত।

মাইথন কথাটি এসেছে মাই-কা-থান বা মায়ের স্থান থেকে। কারণ বাঁধের 2 কিমি দূরে হ্যাংলা পাহাড়ে রয়েছে সুখ্যাত **কল্যাণীশ্বরী মন্দির**। পাওয়ার স্টেশনের নীচে যাবার অনুমতি না পেলেও 162' X 15892' X 22' পরিমাণের বাঁধটি যেমন দেখুন তেমনি দেখুন মৃগোদ্যান এবং পক্ষিনিবাসটি। আর 41 বর্গমাইল জুড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বিশাল জলাধারটি রয়েছে তা কি দেখে শেষ করতে পারবেন— এত বিশাল এর আয়তন। এখান থেকেই বার্নপুরের লৌহ কারখানাটিও (27 কিমি) দেখে আসতে পারেন। যেতে পারেন চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন তৈরির কারখানাতেও 28 কিমি দূরে— বাস পাবেন।

যাবার জন্যে বরাকর স্টেশনে নামুন অথবা আসানসোল স্টেশনে। তারপর হরদম বাস পাবেন। অবশ্য

বরাকর বাস স্ট্যান্ড থেকে ট্রেকার ইত্যাদি চেপে তবে যেতে পারবেন। সড়কপথে কলকাতা 248, তোপচাঁচি 87, ধানবাদ 50 কিমি। থাকার জন্যে Director's Bunglow, জনতা নিবাস, শান্তিনিবাস, বিশ্রামকুটির, যাত্রী নিবাস, ইত্যাদি পাবেন (সবগুলির জন্য রিজা: Ex. Engr. Maithon, Dt. Dhanbad অথবা Chief Information Officer, DVC, বিকাশ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-91)। এছাড়া পাবেন পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগের Tourist Lodge SAB ৭৫ DAB ১২৫ ডর্মি ৫৫; প: ব: সরকারের ইউথ সার্ভিসের Youth Hostel: FRH (রিজা: DFO, Burdwan)। পিকনিক করতে অবশ্য এখানে আসুন। তবে ভিড় লেগেই আছে।

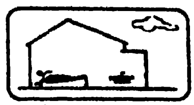
পাঞ্চেত বাঁধ : দামোদর নদের উপর 6752 মিটার দীর্ঘ বাঁধ 153 বর্গকিমি জলাধার ও 40,000 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন জওহরলাল 1959-এ। পাঞ্চেত পাহাড়ের এই বাঁধটিই ডিভিসি প্রকল্পের সবচেয়ে বড় বাঁধ। আসানসোল স্টেশনে নেমে 29 কিমি বাসে আসুন। মাইথন থেকেও বাস আসছে। থাকার জন্যে DVC IB আছে (রিজা: আগের ঠিকানায়)।

নেতারহাট

বেতলা থেকে 72 + 43 কিমি (মহুয়াডাঁর 72 কিমি), রাঁচি থেকে 154 কিমি, কোলাঘাট হয়ে কলকাতা থেকে 546 কিমি এবং বর্ধমান হয়ে 610 কিমি দূরে নেতারহাট হল 'ছোটনাগপুরের রানী'। সমুদ্রপৃষ্ঠের 1,128 মিটার উঁচুতে ঘন গহীন অরণ্য অধ্যুষিত নেতারহাটে এসে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখলে— সে আপনার চিরকালীন স্মৃতিসম্পদ হয়ে থাকবে।



কেমন করে আসবেন : কাছের বিমানবন্দর রাঁচি। প্রতিদিন কলকাতা ও দিল্লির সঙ্গে বিমানপথে রাঁচি যুক্ত। কাছের রেল স্টেশনও রাঁচি। রাঁচি থেকেই সোজাসুজি নেতারহাটের বাস পাবেন রেল স্টেশন থেকে 7.15 ও 11.00 টায়। যাঁরা ডালটনগঞ্জ থেকে যাবেন তাঁরা রাঁচি যাবার পথে কুরুতে নেমে বাস বদল করে রাঁচি থেকে আসা নেতারহাটের বাসে চড়ুন— মোট দূরত্ব 237 কিমি। গুমিয়া এবং খাগরা থেকেও পর্যটন বিভাগের বাস আসছে।



কোথায় উঠবেন: নেতারহাটের যাবতীয় বাসস্থান রিসেপশন সেন্টারকে ঘিরে 2 কিমির মধ্যেই। যেতে হবে কুলির মাথায় মাল চড়িয়ে পায়দলেই। বিহার পরিবহন বিভাগের TB Parvat Vihar (শয্যা সংখ্যা 48) SAB ২০০ DAB ৩৫০ ডর্মি ৬৫; FRH (রিজা: DFO, West Division, Main Rd., Ranchi); TRH (রিজা: Asst. Tourist Information Officer, Netarhat); Palamau DB (রিজা: Dist. Engr., Dist. Board, Daltonganj); PHED, RH (রিজা: Ex. Engr. PHED., Palamau, Daltonganj); PWD IB (রিজা: Ex. Engr., PWD, Ranchi, Const. Div. 1); Revenue Banglow (রিজা: SDO, Civil, Latehar, Palamau); YH (Principal, Public School, Netarhat—বিদ্যুৎ বা জলের ব্যবস্থা নেই)। কলকাতার বিহার পর্যটন অফিস থেকেই TB র বুকিং হবে।

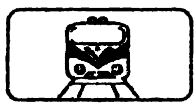
কী দেখবেন এখানে: পাহাড়ি শহর অথবা কোনো জনারণ্যের দমবন্ধ করা আবহাওয়া নেই। অবশ্য আধুনিক জীবনের সব সুযোগসুবিধেও নেই। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে মিতালি পাতানোর আশ্চর্য সুযোগ আছে। যদি জলপ্রপাত ভালবাসেন বুড়াঘগ জলপ্রপাত দেখুন আর চলুন 637 কিমি গিয়ে যথাক্রমে আপার ও লোয়ার ঘাগরা প্রপাত দেখতেও। TIC- র কাছে মেন রোডের গায়ে চালেট বাগিচায় ঘুরে বেড়ান। FDB থেকে মাত্র 1কিমি দক্ষিণে গিয়ে কোয়েল ভিউ পয়েন্ট থেকে দেখুন নিসর্গশোভা। আর মোঙ্গোলিয়া পয়েন্ট থেকে দেখুন শ্বাসরুদ্ধকর সূর্যাস্তের অনুপম দৃশ্য। FDB থেকেই নেতারহাটের সামগ্রিক দৃশ্য দেখতে পাবেন। আর সূর্যোদয় দেখার জন্যে TB গুলিতে উঠুন। 61 কিমি গিয়ে ওরসা গেটের কাছে রয়েছে রাজ্যের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত লোধ ফলস্। জল পড়ছে 460 ফুট (150 মি) উঁচু থেকে। 19 কিমি দূরের সাদানি ফলস্‌টিও কম মনোরম নয়।

মণিপুর

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত 20 তম রাজ্য। উত্তরে নাগাল্যান্ড, পূর্বে ও দক্ষিণে মায়ানমার (ব্রহ্মদেশ), দক্ষিণে মিজোরাম ও পশ্চিমে কাছাড়—এই চতুঃসীমায় মণিপুরের আয়তন 22,327 বর্গকিমি (শুধু ইম্ফল শহর 296 বর্গকিমি)। 8টি জেলায় বিভক্ত এই রাজ্যের লোকসংখ্যা 23,88,634 (2001)। জেলাগুলি হল ইম্ফল, বিষ্ণুপুর, থৌবাল, উখরুল, সেনাপতি, তামেংলং, চূড়াচাঁদপুর এবং চান্দেল। দশভাগের নয়ভাগ পর্বতে ঢাকা এই রাজ্যের ইতিহাস খুব প্রাচীন। মহাভারতে এর একাধিকবার উল্লেখ রয়েছে। এটি অর্জুন-পত্নী চিত্রাঙ্গদার জন্মভূমি। অর্জুন এখানে প্রায় তিন বছর বাস করেছিলেন। এখানেই তিনি পুত্র বভ্রুবাহনের হাতে পরাস্ত হন। মণিপুরের মহারাজারা অর্জুনের বংশধর বলে নিজেদের দাবি করে এসেছেন। বর্মার শানদেশীয় এক রাজবংশ মণিপুরে প্রথম রাজ্যস্থাপন করে প্রসিদ্ধ হয়। 1774 খ্রিস্টাব্দে 'পাম হাইবা' নামে একজন নাগা মণিপুরের রাজা হন। তিনি হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়ে নাম নেন 'গরিবনিওয়াজ'। সত্যি কথা বলতে এখন এখানের অধিবাসীরা অনেকেই খ্রিস্টান হলেও একদা এখানের রাস্তার দুপাশে অসংখ্য কৃষ্ণ ও রাধার মন্দির তৈরি হয়েছিল এবং বৈষ্ণবীয় হিন্দুধর্মের যথেষ্ট বিস্তার ঘটেছিল।

1890-এর সেপ্টেম্বর মাসে মহারাজ সুরচন্দ্র সিং তাঁর অন্য দুজন ভাইয়ের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে ইংরেজদের আশ্রয় নেন। তাঁর ছোট ভাই কুলচন্দ্র রাজা হলেন বটে তবে অন্য ভাই টিকেন্দ্রজিৎ সিং সেনাপতি হয়ে ক্ষমতার অধিকারী হন। ইংরেজ সরকার কুলচন্দ্রকে রাজা বলে স্বীকার করলেও টিকেন্দ্রজিৎকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলে যুদ্ধ শুরু হয় (1891)। পরে টিকেন্দ্রজিৎ ইংরেজদের হাতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। 27 এপ্রিল ইংরেজরা ইম্ফল দখল করে ও বালক চুরাচন্দকে সিংহাসনে বসায়। অনেক ওঠাপড়ার পর 1947-এ মণিপুর স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। 1950-এ এটি 'গ' শ্রেণীর রাজ্যভুক্ত হওয়ার ছ' বছর পর কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলে পরিণত হয়। অবশেষে 1972-এর 21 জানুয়ারি এটি পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পায়।

মণিপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্যই পর্যটকদের টেনে আনে। এখানের আবহাওয়া চমৎকার। শীতকালে অবশ্য খুবই শীত। তাছাড়া সারাবছরই আবহাওয়া বেশ মনোরম থাকে। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 29°C এবং সর্বনিম্ন 14°C আর শীতে সর্বোচ্চ 25°C সর্বনিম্ন 17°C। 1944-এ বর্ডার রোডস্ অরগানাইজেশন্ তৈরি হবার আগে এখানে পর্যটকদের পা পড়ার অবস্থা ছিল না। প্রধান নদীর নামই ইম্ফল। অন্য নদীর মধ্যে প্রধান ইরিল, খোবল, নাম্বাল ইত্যাদি। গভীর জঙ্গলে বাঁশ ছাড়া আছে জারুল, ওক, সেগুন, অ্যাশ প্রভৃতি গাছ। বনে আছে নানা জন্তু। পোলো খেলার জন্য বিখ্যাত এই রাজ্যের মণিপুরী নাচও জগদ্বিখ্যাত। এদের কুটির শিল্প— বিশেষ করে বেত ইত্যাদির কাজ খুব সুন্দর। খুব বড় উৎসব রাস আসুন না সময় করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর নেতাজীর INA-এর স্মৃতিবাহিত এই রাজ্যে একবার অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে কোনো এক সময়ে। রাজধানীর নাম ইম্ফল।



কেমন করে আসবেন : বিমান পথে কলকাতা থেকে Alliance Airlines-এর বিমান সো বু শু 9.45 ছেড়ে ইম্ফল যাচ্ছে আর ম শ 9.45 ছেড়ে শিলচর হয়ে ইম্ফল যাচ্ছে। রবিবার 9.45 ছেড়ে সরাসরি ইম্ফল পৌঁছচ্ছে। এই তিনটি বিমান ঐদিনগুলিতেই একই ভাবে কলকাতায় ফেরে যথাক্রমে 13.55, 15.05 13.25 মিনিটে। Jet Airways-এর বিমান সো ম বু শু শ 11.30-এ ছেড়ে ইম্ফল যাচ্ছে গুয়াহাটি হয়ে। ফেরে একইভাবে ঐদিনই 17.10 মিনিটে। এছাড়া সপ্তাহে দুদিন ইম্ফল থেকে দিল্লি বিমান সরাসরি যাচ্ছে-আসছে। বিমান বন্দর থেকে IAC-এর বাস (ট্যাক্সিও) আসছে শহরে। শিলচর থেকে ইম্ফল বিমানে লাগে 20 মিনিট, সবচেয়ে সস্তা ভাড়ায়।

রেলপথ : সবচেয়ে কাছের রেলস্টেশন হল ডিমাপুর— ইম্ফল থেকে 25 কিমি দূরে গুয়াহাটি তিনসুকিয়া রেলপথে। কলকাতা থেকে যাঁরা যাবেন তাঁরা আগে গুয়াহাটি পৌঁছে যান ('অসম'-এ 'গুয়াহাটি' প্রসঙ্গে 'কেমন করে যাবেন' দেখে নিন)। তারপর সেখান থেকে তিনসুকিয়া যাবার ট্রেনে চড়ে ডিমাপুর পৌঁছে যান। সোজা ট্রেন আসছে 5665 গুয়াহাটি-ডিমাপুর এক্সপ্রেস 14.00 ছেড়ে 20.00। গুয়াহাটি-তিনসুকিয়া-লিডো এক্স গুয়াহাটি ছাড়ে 20.30 ডিমাপুর আসে 2.20, তিনসুকিয়া পৌঁছায় 8.30; দিল্লি থেকে আসা ব্রহ্মপুত্র মেল গুয়াহাটি ছাড়ে 14.00, ডিমাপুর আসে 20.25, ডিব্রুগড় পৌঁছায় 4.45। 2067 গুয়াহাটি-ডিমাপুর জনশতাব্দী এক্স 6.45 ছেড়ে (রবি বাদে) 11.30; 5605 গুয়াহাটি-জোড়হাট-মরিয়ানি

ইন্টারসিটি এক্স 20.30 ছেড়ে ডিমাপুর 2.20। এছাড়া সাপ্তাহিক রাজধানী এক্স যেটি ডিব্রুগড় পর্যন্ত যাচ্ছে, তাতে চড়েও ডিমাপুর আসতে পারবেন।

সড়কপথ : ডিমাপুর থেকে ইম্ফল 215 কিমি, কলকাতা 1,248 কিমি, গুয়াহাটি 250 কিমি, তিনসুকিয়া 263 কিমি। ইম্ফল থেকে কলকাতা 1620 কিমি, ডিমাপুর 215 কিমি, কাজিরাঙা 370 কিমি, গুয়াহাটি 469 কিমি, কোহিমা 123 কিমি, আইজল 449 কিমি, আগরতলা 567 এবং শিলং 520 কিমি। বাস আসছে গুয়াহাটি থেকে। বাস চলছে ডিমাপুর-ইম্ফলের মধ্যে NH-39 ধরে। নাগাল্যান্ড স্টেট ট্রান্সপোর্ট-এর সেমিলাক্সারি বাস আসছে সকাল 6টা ডিমাপুর ছেড়ে ইম্ফলে প্রায় 9 ঘণ্টা সময় নিয়ে। মণিপুর রাজ্য পরিবহন, ব্লু হিল ট্রাভেলস্ বাস চালাচ্ছে গুয়াহাটি থেকে। মণিপুর রাজ্য পরিবহনের বাস স্টেশনটি Moirangkhom-এ। ইম্ফল থেকে ডিমাপুর বাস ছাড়ছে সকাল 6.15 ও 7 টায়। বাসভাড়া ৮৫-১৭৫ মধ্যে।

আসায় বাধানিষেধ

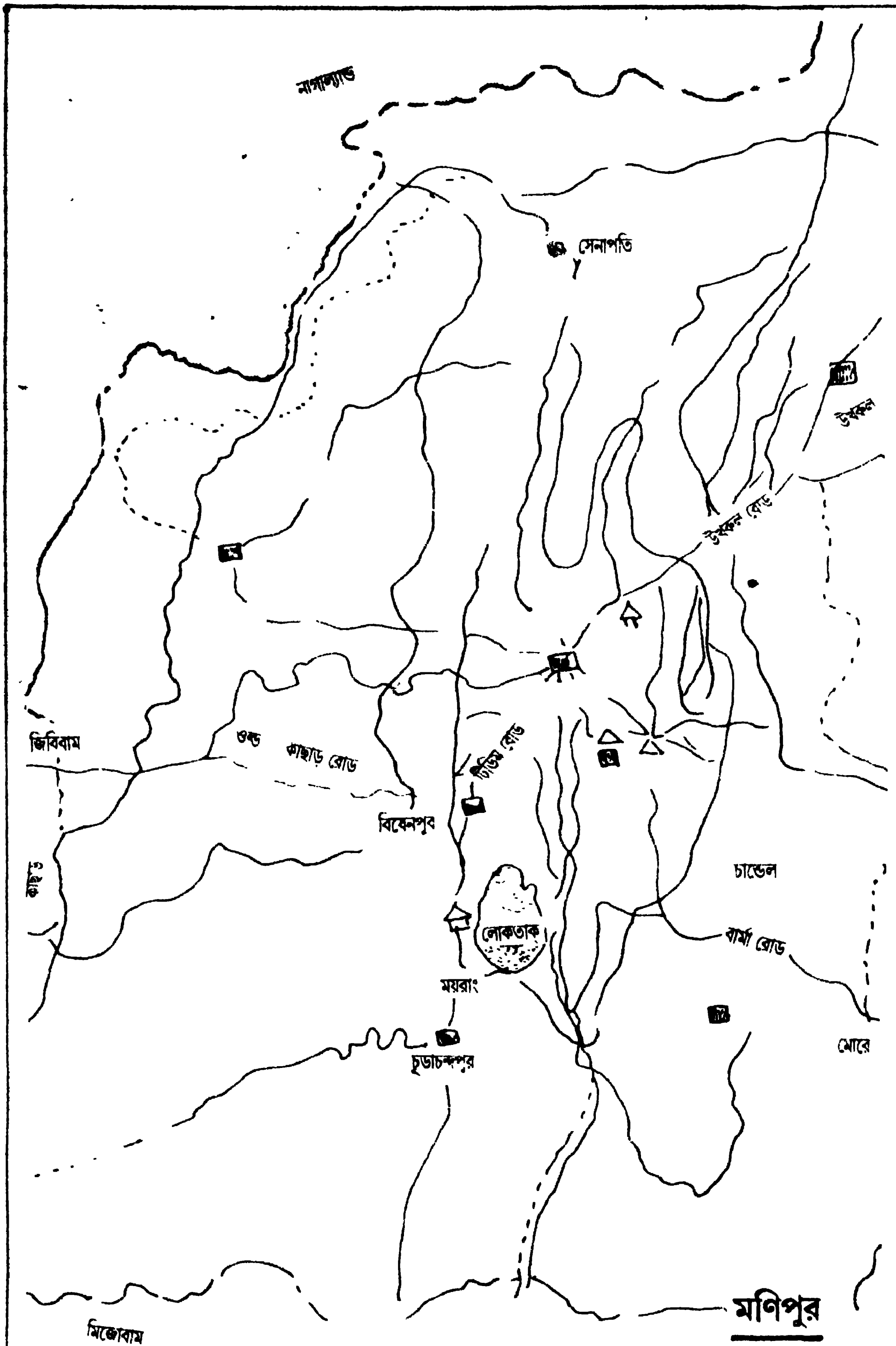
সমস্ত বিদেশীদের মণিপুরে ঢুকতে Restricted Area Permit লাগে। সংগ্রহ করতে হয় Ministry of External Affairs, New Dehli থেকে। আর সমস্ত ভারতীয় পর্যটকদেরও লাগে Inner Line Permit। এক টাকা ফি দিয়ে অনুমতি সংগ্রহ করুন SDO(Civil), Govt. of Nagaland, Dimapur থেকে। মিজোরাম থেকে যাঁরা আসবেন তাঁরা ডিমাপুরস্থ মিজোরাম সরকারের অফিস থেকে অনুমতি নিয়ে নিন।

ইম্ফল

মণিপুরী উপত্যকার ঠিক মাঝখানে এই শহরটি খুবই প্রাচীন। 300 খ্রিস্টপূর্বাব্দেও এর অস্তিত্ব ছিল। খ্রিস্টপূর্ব সময়ে মণিপুরে যে খাবা রাজবংশ রাজত্ব করত তাদের রাজধানী ছিল কাংলা। আজকের ইম্ফল শহরটি সম্ভবত সেই প্রাচীন কাংলাতেই অবস্থিত। 'ইম্ফল' কথাটির নানা অর্থ, কেউ বলেন শব্দটি এসেছে 'য়ুম্ফল' (Yumphal) থেকে। 'য়ুম' শব্দের অর্থ বাড়ি আর 'ফল' অর্থে সংগ্রহ। অর্থাৎ ঘরবাড়ির সংগ্রহ। ব্রিটিশেরা উচ্চারণ বদলে নাম দিয়েছে ইম্ফল। পূর্বে ভারি চোখ জুড়ানো নোংমেইজিং পাহাড়শ্রেণী, আর উত্তরে মনোরম লাংগোল পাহাড়ে ঘেরা ইম্ফল হল মণিপুরের রাজধানী— রাজ্যের যাবতীয় সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল।

কোথায় উঠবেন: AOC রোডে Hotel Imphal Ashok S ২৫০ D ৪২৫; থাঙ্গল বাজারে কালীবাড়ির কাছে Hotel Deesh Deluxe S ২০০ D ৩০০; এখানেই Hotel Ranjit S ১২৫-২০০ D ২৬৫-৩২৫; 113 মহাত্মা গান্ধি রোডে Hotel White Palace S ১১৫-১৫০; মহাত্মা গান্ধি অ্যাভিনিউতে Hotel Nataraj, Hotel Gaylord S ১৫০ D ২৭৫; পাওনা বাজারে Grand Hotel SCB ৭৫ DCB ১১৫ SAB ১৪০-১৭৫ DAB ২০০-২৫০; Raj Hotel S ১১৫ D ১৭৫; G.M. Hotel S ১১৫ D ১৭৫; Hotel Embassy S ১১০ D ১৮০; বীর টিকেন্দ্রজিৎ রোডে Hotel Diplomat S ১১০ D ১৮০; বাঙালি হোটেল Hotel Neela S ১১৫ D ১৫০-২২৫; Oriental Lodge, Hotel Cineview ইত্যাদি। আর পাবেন Imphal Tourist Hotel SAB ১৫০-২২৫; DAB ২০০-২৭৫; Ambassador, Polo View ইত্যাদি। আছে CH (প্রধানত সরকারি কর্মচারীদের জন্য, রিজা : The Secretary, General Administration Department, Govt. of Manipur, Imphal)। থাঙ্গল বাজারে আছে Sri Marwari Dharmasala ১৬। Youth Hostel আছে Khuman Lampak-এ (রিজা: ওয়ার্ডেন, Imphal YH, Khuman Lampak, P.O. Imphal-795001, Manipur Ph: 2223423, 2220714)।

কী কী দেখবেন এখানে : শ্রীগোবিন্দ মন্দির— রাজপ্রাসাদের গা-লাগাও বৈষ্ণবধর্মের পীঠস্থান। স্বর্ণমণ্ডিত জোড়া-গম্বুজ ও বিশাল নাটমন্দির সহ এই মন্দিরে কৃষ্ণ, বলরাম ও জগন্নাথের মূর্তি রয়েছে। দূরে দণ্ডায়মান ভক্তদের কাছ থেকে নৈবেদ্যাদি নেবার জন্য পুরোহিতেরা সোপান বেয়ে কাছে আসেন। রাস ও গোষ্ঠলীলার সময় খুব ধুমধাম হয়। দুপুর 12 টা থেকে 3 ঘণ্টা মন্দির বন্ধ থাকে। শহরের মাঝখানে খৈরামবন্ধ বাজারটিও দেখার মতো। বিশাল এই বাজারটির মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। এর একপাশে বিক্রি হচ্ছে শাক-সবজি, মাছ, ঘরোয়া জিনিসপত্র, ফলমূল আর অন্য পাশে বিক্রি হচ্ছে রঙিন তাঁতের শাল ও অন্যান্য পোশাক-আশাক। বাজারটিতে গেলে অবাক হয়ে দেখবেন— সমস্ত বিক্রেতাই নারী। পূর্বাঞ্চলের প্রায় সমস্ত বাজারই নারী-পরিচালিত তবে এখানে একটিও পুরুষ বিক্রেতা দেখতে পাবেন না। একটু দূরেই অন্য একটি রাস্তায় দেখবেন কি সুন্দর সুন্দর সব বেতের ঝুড়ি


নাগাল্যান্ড
সেনাপতি
উখরুল
উখরুল রোড
জিরিবাম
কাছাড় রোড
টিডিম রোড
বিষেণপুর
চান্ডেল
লোকতাক
বার্মা রোড
ময়রাং
চূড়াচন্দ্রপুর
মোরে
মণিপুর
মিজোরাম

আসবাবপত্র বিক্রি হচ্ছে। পোলো গ্রাউন্ডের কাছে **মণিপুর স্টেট মিউজিয়ামে** যদি যান, ভালই লাগবে। এখানে মণিপুরের আদিবাসী জীবনের পুরো একটা ছবি পেয়ে যাবেন। আর আছে পুরনো রাজারাজড়াদের নানা জিনিসপত্রের মূল্যবান সব সংগ্রহ। বিশেষ করে তাদের পোশাক-আশাক, অস্ত্রশস্ত্র ও ঐতিহাসিক দলিলপত্র দারুণ আকর্ষণীয়। খোলা থাকে 10.00-16.30; দর্শনী—বড়দের ২ ছোটদের ১।

চলুন না এই ফাঁকে একটু পুরনো রাজবাড়ি দেখে আসি। অবশ্য শহরের মাঝখানে অবস্থিত রাজময়দানটিতে এখন আধা-সামরিক বাহিনীর শিক্ষণকেন্দ্র বসেছে। তবে পুরনো দুর্গের দেওয়াল আর ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজবাড়ি দেখতে দেখতে আপনি পুরনো দুর্গেই পৌঁছে যাবেন। রক্ষী হয়ত প্রবেশ পথে বাধা দেবে। কিন্তু আপনি শুধুই দর্শক বুঝতে পারলেই আপনাকে ঢুকতে দেবে। বীররসে পূর্ণ হয়ে উঠবে আপনার হৃদয় যখন আপনি **ইম্ফল ওয়ার সিমেট্রিতে** পৌঁছে যাবেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈনিকদের দেহ এখানে শায়িত রয়েছে। তাঁদের কথা উৎকীর্ণ রয়েছে সংক্ষেপে ছোট একটি করে প্রস্তরস্তম্ভ ও ব্রোঞ্জ-ফলকে। কমনওয়েলথ ওয়ার গ্রেভস্ কমিশন এগুলিকে সযত্নে রক্ষা করে চলেছে। নীরব প্রণামে আপনি এখানে সহজে সযত্নে বিনত হবেন। এমনিই সশ্রদ্ধ হয়ে উঠবেন বীর টিকেন্দ্রজিৎ পার্ক-এ **শহীদ মিনারটি** দেখে। 1891-এ যে সব মণিপুরী সৈন্য ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছিলেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত। এই মিনার তাদের গৌরব নীরবে উচ্চারণ করে চলেছে।

এবার চলুন যাই দুটি আনন্দের উৎসে। 6 কিমি দূরে, শহরের পশ্চিমে, ইম্ফল-কাংচুপ সড়কের উপর **ইরোইসেম্বা** বলে একটি জায়গায় রয়েছে ভারি সুন্দর **চিড়িয়াখানা**। এখানে রয়েছে বিশ্বে অন্যত্র দুর্লভ বারশিঙ্গা নাচুনে হরিণ। পাইনে ঢাকা পাহাড়ে ও সবুজ তৃণভূমির পটভূমিকায় চিড়িয়াখানা অনবদ্য। অনবদ্য 39 নং জাতীয় সড়কের উপর শহরের 7 কিমি দূরে বনবিভাগের **অর্কিডক্ষেত্রটিও**। দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি প্রজাতিসহ প্রায় 110 রকমের অর্কিড দেখতে দেখতে আপনি পাগল হয়ে যাবেন। ফাঁকতালে কাঞ্চিপুরের **মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়টি** পার হয়ে 8 কিমি দূরে ইন্দো-বর্মা সড়কের উপর **লাংথাবান্দে** গিয়ে চমৎকার একটি ছোট্ট পাহাড়ে ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ দেখে আসুন— ভালই লাগবে।

আর কী কী দেখবেন : একটু দূরে।

বিষ্ণুপুর

27 কিমি দূরে কাছাড় রোডের সূচনাস্থল বিষ্ণুপুরে বাসে চড়ে এসে দেখে যান 1467-তে রাজা কিয়াম্বার আমলে নির্মিত এককক্ষবিশিষ্ট কোণাকৃতি বিষ্ণু মন্দিরটি। প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বসম্পন্ন এই মন্দিরটিতে চৈনিক শিল্পের প্রভাব লক্ষণীয়। শহরটি পাথরের তৈরি জিনিসপত্রের জন্যও বিখ্যাত।

মৈরাং

বিষ্ণুপুর পার হয়ে ইম্ফল থেকে 45 কিমি দূরে রয়েছে হিন্দুপূর্ব যুগের বনদেবতা প্রভু থংজিং-এর প্রাচীন মন্দিরটি। প্রতি বছর মে মাসে উজ্জ্বল পোশাক পরে নারী পুরুষেরা প্রভুর উদ্দেশে নাচ-গানে মুখর হয়ে ওঠে এই মৈরাং লাই হারোবাতে। দ্বীপবক্ষ এক লেকের পাড়ে গড়ে ওঠা এই শহর যখন গ্রাম ছিল তখন থেকেই এখানে উদ্ভব ঘটেছিল বিখ্যাত খাম্বা-থৈবী নৃত্যকলার। সেই নাচই নাচা হয় এখানে আর গানে আসে খাম্বা ও থৈবীর প্রেমের নানা প্রসঙ্গ। মৈরাংকে আমরা বাঙালীরা বিশেষ করে মনে রাখবো কারণ এখানেই ভারতের মাটিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির (INA) প্রথম স্বাধীনতার পতাকাটি উড়িয়েছিলেন 1944-এর 1? এপ্রিল। তারই স্মরণে এখানে INA মিউজিয়ামে নানা মূল্যবান চিঠিপত্র, আলোকচিত্র, নানা পদমর্যাদার ব্যাজ ও আরো নানা জিনিস সংরক্ষিত রয়েছে। সামরিক পোশাক সজ্জিত নেতাজীর একটি প্রতিমূর্তিও এখানে রয়েছে। কেইসম্পাতের বাস-স্ট্যান্ড থেকে বাস যাচ্ছে প্রতিদিন মৈরাং-এর উদ্দেশে সকাল 4টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত ঘন ঘন। সময় লাগে 1 ঘণ্টা। একদিনেই মৈরাং বেড়িয়ে এসে বিষ্ণুপুরে বা ইম্ফলে ঘোরা যায়।

লোকতাক লেক ও সেন্দ্রা দ্বীপ

ইম্ফল থেকে 48 কিমি দূরে দক্ষিণ দিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম হ্রদ লোকতাকে এলে মনে হবে যেন একটি অন্তর্দেশীয় সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছেছেন। বিশাল ঝিকমিকে জলরাশি, প্রত্যন্ত তটভূমি, শ্যাওলা আর পুষ্পাকীর্ণ আস্তর ভেদ করে নৌকাপথের বঙ্কিম পথরেখা— সব মিলিয়ে এক অনবদ্য দৃশ্য। ঋতুতে

ঋতুতে এর রং বদলায়। সেন্দ্রা দ্বীপের টুরিস্ট বাংলো থেকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে আপনি আরো দেখতে পাবেন লেকের তীরের জেলেদের জীবনযাত্রা, তাদের পরিচ্ছন্ন কুটিরগুলি, তাদের মাছ ধরা— স্বপ্নলোকের চাবি মনে হবে আপনার হাতের মুঠোয়। মাঝে মাঝে তুলে আনছে পানিফল (ওদের ভাষায় সিঙারা)। দেখবেন লেকের জলে ভেসে থাকা ঘন শ্যাওলার উপরেই বা কেমন গড়ে উঠছে ঘরবাড়ি— হ্রদের জলে তারা ভেসে বেড়াচ্ছে একপ্রান্ত থেকে অন্যত্র। ইচ্ছে হবে আপনিও এই ভাসমান বাড়িতে বাস করেন। দ্বীপের মাঝ থেকে উঁচু উঁচু পাহাড়ি টিলা (সবচেয়ে উঁচুটি 141 মি.) থেকে আরও দেখবেন বুনো জন্তুরা এসে কেমন করে ঐ ভাসমান জলাভূমিতে শিকারের সন্ধান করছে।

থাকতে ইচ্ছে করছে? থেকে যান এখানের টুরিস্ট হোমে (রিজা : Deputy Director of Tourism, Govt. of Manipur, Imphal, Tel. 2220802)) শয্যাপ্রতি ভাড়া ৭৫। কাছাকাছি ফুবালা দ্বীপে (লোকতাকের পশ্চিম প্রান্তে) একটি জঙ্গল পার হয়ে ট্যুরিস্ট বাংলোতে একই ভাড়ায় থাকতে পারেন। বাস (স্থানীয় ভাবে সাইকেল রিক্সা) আসছে এখানে।

কে এল জাতীয় উদ্যান

এখান থেকেই 7 কিমি মাত্র দূরে (শহর থেকে 53 কিমি) গিয়ে দেখে আসুন এই কেইবাল লামজাও ন্যাশনাল পার্কে দুর্লভ সব বারশিঙ্গা হরিণের শেষ বাসভূমিকে। খুব দ্রুত এর সংখ্যা কমছে। 1960-এ ছিল 100, এখন কমে গেছে অন্তত গোটা পনের। অথচ কতো যত্নই না নেওয়া হচ্ছে। অবশ্য মণিপুর চিড়িয়াখানায় এদের সংখ্যা একটু একটু করে বাড়ছে। পার্কের ঠিক মাঝখানে বাবেটচিং নামের এক ছোট্ট পাহাড়ের উপরে একটু উঠে দেখবার মতো স্তম্ভ আছে। কনডাকটেড ট্যুরে গিয়েও এই পার্ক দেখে আসতে পারেন।

কৌব্রু পাহাড়

শহর থেকে 30 কিমি দূরে তীর্থযাত্রীরা এখানে আসেন এক বিচিত্র আধ্যাত্মিক টানে। কিংবদন্তি অনুযায়ী এই পাহাড়েই নাকি পৃথিবীর আদিমতম মানুষটি বাস করতেন। তাই মণিপুরের অধিবাসীদের মত তীর্থযাত্রীরাও 2,563 মি (8,404 ফুট) উঁচু এই পাহাড়ে উঠে কৌব্রু দেবতার পুজো দিয়ে আসেন।

উখ্‌রুল

ইম্ফলের 83 কিমি পূর্বে পূর্ব-মণিপুরের সদর জেলা উখ্‌রুল একটি মনোরম শৈলনিবাস। মণিপুরের এই সর্বোচ্চ শৈলশহরটি প্রায় 6000 ফুট (1860 মিটার) উঁচুতে এবং চরিত্রে প্রায় সিমলার সমগোত্রীয়। বীর থাংকুল নাগাদের এই বাসভূমি সিরোই পাহাড়ে 'সিরোই' নামে এক ধরনের আশ্চর্য লিলিফুল ফোটে। সিরোই পাহাড়ে আরকাংখুই চুনা গুহায় বেড়াতে যাবেন কিনা ভেবে দেখুন। তা যদি না যান তবুও এখানে বড়দিনের সময়ে আসুন অবশ্য, দেখবেন সারা পাহাড়ি অঞ্চল কেমন উৎসবে মেতে উঠেছে। যদি থাকতে চান তো Ukhrul Division-1, EE-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে এসে IB-তে উঠুন। আর যদি বাসে যাতায়াত করতে চান তো ইম্ফল থেকে ঘণ্টা তিনেক* করে ছঘণ্টার বাস জার্নি করে ফিরে যান।

কৈনা

ইম্ফল থেকে উত্তর-পূর্বে 29 কিমি পথ বাসে (থৌবাল হয়ে) এসে এই 921 মি উঁচু পাহাড়ে উঠুন। এটা একটা হিন্দুতীর্থ। কিংবদন্তি বলে, একদা শ্রীগোবিন্দজি ভক্ত মণিপুররাজ ভৈগ্যাচন্দ্রকে রাতের বেলা স্বপ্নে দেখা দিয়ে একটি কাঁঠাল গাছ কেটে তাঁর মূর্তি তৈরি করে এক মন্দির স্থাপনের আদেশ দেন। সেই মতই কৈনার পাহাড়ি গুল্ম আর পবিত্র পরিবেশে এই মন্দিরটি গড়ে ওঠে। রাসলীলার সময় রাস মণ্ডপে এই স্বপ্ন কাহিনী নিয়ে নৃত্য-আলেখ্য প্রদর্শিত হয়। এখানে থাকার জন্য টুরিস্ট হোম আছে— শয্যাপ্রতি ভাড়া ৬৫ (রিজা : Deputy Director of Tourism, Govt. of Manipur, Imphal, Ph: 2220802)।

ওয়াইদাউ লেক

মাত্র 16 কিমি দূরে ইন্দো-বর্মা সড়কের উপর ছোট মনোহারী গ্রামটিতে যদি পৌঁছে যান দেখবেন এই

লেকের ধারে কেমন করে বিশাল আনারসের চাষ হচ্ছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোরম। শান্ত পরিবেশে থাকার আর্দশ স্থান। এখানেও উপরের ঐ দফতরের অধীনে একই ভাড়ায় টুরিস্ট হোম রয়েছে।

খাজোম

এই সড়কের উপরেই 36 কিমি দূরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই স্থানে আসতে পারেন। এখানেই মণিপুরের বীরযোদ্ধা, মেজর জেনারেল পাওনা ব্রজবাসী 1891-এ তাঁর বীরত্বের প্রদর্শন ঘটিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আসলে পাহাড়ের সমগ্র পাদদেশটিই মণিপুরের বীরসন্তানদের স্মৃতি বহন করে চলেছে। গড়ে উঠেছে এই পাহাড়ের শীর্ষদেশে একটি যুদ্ধ স্মারক স্তম্ভ। প্রতি বছর 23 এপ্রিল তারিখে রাজ্যের উদ্যোগেই এখানে খংজোম দিবসটি মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপিত হয়।

মোরে

শহর থেকে 110 কিমি দূরে ইন্দো-বর্মা সড়কের উপর এই সীমান্ত শহরটি অবস্থিত। এই বাণিজ্য শহরে চারপাশ থেকে লোকজন সর্বদা আসা-যাওয়া করছেন। সীমান্ত পার হয়ে মাত্র 5 কিমি দূরেই রয়েছে বর্মার বাণিজ্য শহর তামু। মজার ব্যাপার এটুকু ব্যবধানেই লোকজনের পোশাক, খাওয়া, আচরণে আশ্চর্য ফারাক। মোরে শহরে আছে IB ও ধরমশালা। বেড়াবার মত আরো একটি সুন্দর স্থান দক্ষিণ মণিপুরের সদর শহর নিউ চূড়াচাঁদপুর। আর চূড়াচাঁদপুরের মুখ্য আকর্ষণ হচ্ছে 32 কিমি দূরের টংলং গুহা।

কাংচুপ

ইম্ফল থেকে 16 কিমি দূরে 921 মি. উচ্চতায় একটি সুন্দর শৈলাবাস। স্বাস্থ্যকর এই জায়গায় প্রাকৃতিক দৃশ্যও অনবদ্য। তামেংলং যাবার পথে এই গিরিপথ পার হতে হয়। বাস আসছে। IB আছে থাকার জন্য। ঘুরে আসতে পারেন আরো একটি 1767 মি উঁচু শৈলাবাস মাও সং সাং-এ, ইম্ফল থেকে 106 কিমি দূরে। ডিমাপুর থেকেও দূরত্ব সমান। জাতীয় সড়কের এই সর্বোচ্চ জায়গায় মাও নাগাদের বাসভূমি। গায়ের উপর দিয়ে মেঘ যাবে ভেসে। 107 কিমি দূরে বর্মা সীমান্তে ভারতের শেষ আউটপোস্ট মোঙ্ক ঘুরে আসতে পারেন। পথে প্যানেল পড়বে আর মনে পড়বে এখানেই আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রথম মুক্তির মন্ত্রটি উচ্চারণ করেছিল। যাঁরা ছবি তুলতে ভালবাসেন তাঁরা তো ইম্ফলের মাত্র 56 কিমি দূরের এই প্যালেলে এসে ছবি তোলার নন্দনকানন পেয়ে যাবেন। কাংচুপের সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ু এটিকে এক শৈলনিবাসে পরিণত করেছে। ইম্ফল থেকে মাত্র 16 কিমি বাসে এসে থেকে যান না এর IB-তে কয়েকটি দিন। আর বিশ্ববিদ্যালয় শহর কাঞ্চিপুরে তো আপনি যাবেনই, অন্তত যখন লাংথাবান্দে যাবেন। বাস যাতায়াত করছে হামেশাই।

মধ্যপ্রদেশ

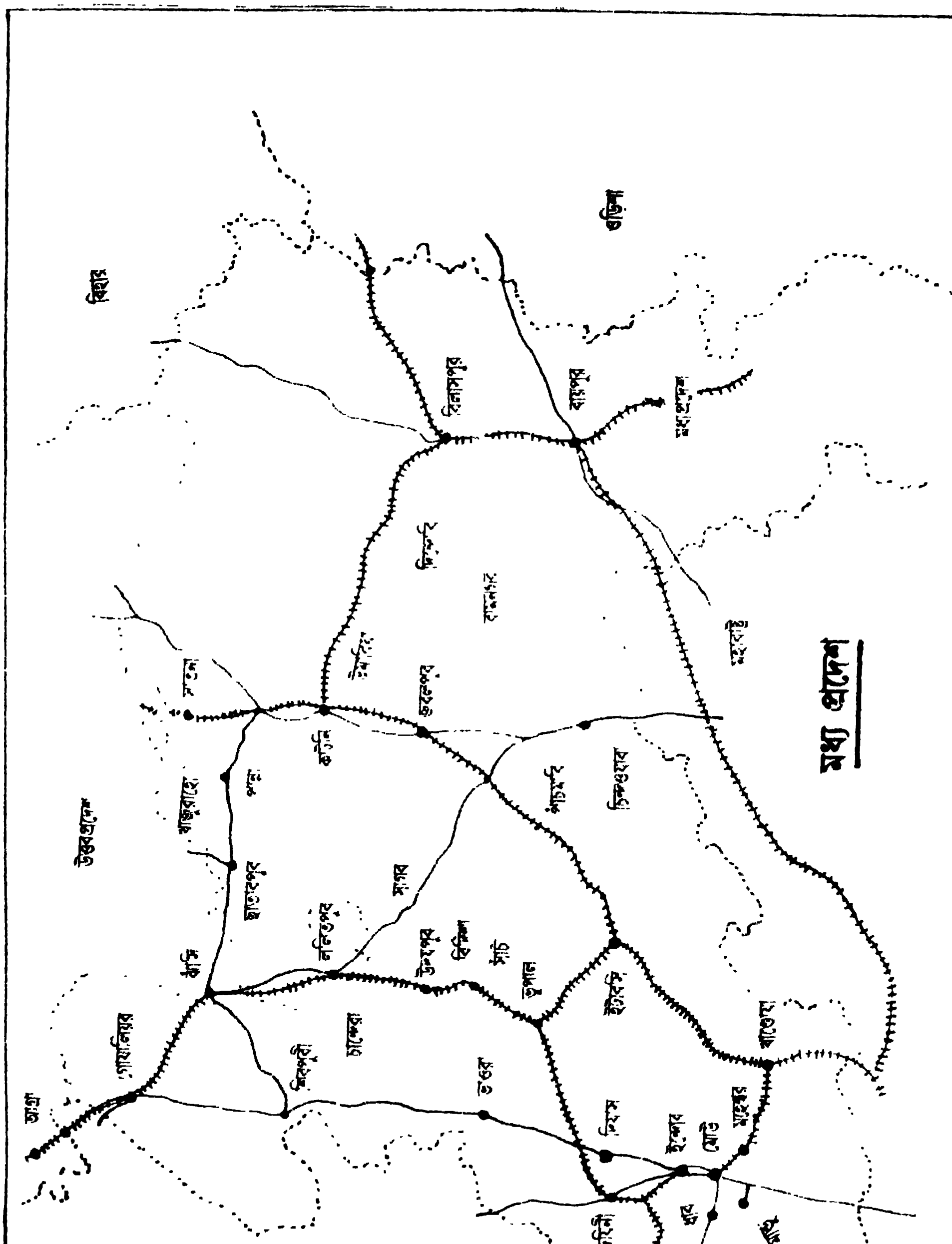
ভারতের বৃহত্তম অঙ্গরাজ্য। 1956-য় পুনর্গঠনের সময় তৎকালীন মধ্যভারত, বিন্ধ্যপ্রদেশ, ভূপাল ও প্রাচীন মধ্যপ্রদেশের 14টি জেলা নিয়ে ভারতের ঠিক মাঝখানে হৃদয়ের মত এই রাজ্য গঠিত হয়েছে। এর উত্তরে রাজস্থান আর উত্তরপ্রদেশ, পূর্বে বিহার এবং ওড়িশা, দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিমে মহারাষ্ট্র। রাজ্যের মোট আয়তন 3,08,346 বর্গকিমি। এখন জেলার সংখ্যা 48টি। জেলাগুলি হল : বালাঘাট, বেতুল, ভিন্দ, ভূপাল, ছত্তরপুর, ছিন্দওয়ারা, দামো, দাতিয়া, দেওস, ধার, পূর্ব নিমার, পশ্চিম নিমার, গুনা, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, হোশঙ্গাবাদ, জব্বলপুর, ঝাবুয়া, মাণ্ডলা, মন্দসৌর, মোরেনা, নরসিংপুর, পান্না, রায়সেন, রাজগড়, রত্‌লম, রেওয়া, সাগর, সাতনা, সেহর, সেওনি, শাদুল, শাজাপুর, সিধি, টিকমগড়, উজ্জয়িনী, বিদিশা, উমারিয়া, হরদন, শিবপুরী, শেওপুর, পোরবা, বারওয়ানি, কাটনি, ডিণ্ডোরি, ও নীমুচ। এগুলি প্রধান শহরও। লোকসংখ্যা 6 কোটির কিছু বেশি— 6,03,85,118 (2001)।

বিশাল এই মালভূমি অঞ্চলে একদিকে যেমন বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতশ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অন্যদিকে তেমনি নর্মদা, চম্বল, বেতোয়া, শিপ্রা নদী একে স্নিগ্ধস্নাত করে বয়ে চলেছে। ফলে এক অনবদ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য গড়ে উঠেছে এখানে। এখানে একসময়ে ভীল, গণ্ড প্রভৃতি জাতির বসবাস ছিল, এখনো আছে। এই প্রদেশ খুবই প্রাচীন। বুদ্ধের সময়ে উজ্জয়িনীর বিশেষ গুরুত্ব ছিল— হিউয়েন সাঙ্ এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করে গেছেন। ভিলসারের কাছের সাঁচী স্তূপ অশোকের সময়কালের নিদর্শন বহন করে চলেছে। মালব তো ইতিহাসে এক সুপরিচিত স্থান। মধ্যপ্রদেশের নানা অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে শুঙ্গ, অন্ধ্র, শক, গুপ্ত, হুণ, কলচুরি, চালুক্য, গুর্জর-প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট ও পারমার রাজবংশ রাজত্ব করে গেছেন। ফলে এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈনধর্ম ও পরবর্তীকালে ইসলামের উৎসার ঘটেছিল। মুসলমানরা এখানে খ্রিস্টীয় 13 শতক থেকে প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। দেশীয় রাজাদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ কতই না গৌরবময় ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে। গণ্ড রানীদুর্গাবতীর সঙ্গে সম্রাট আকবরের যুদ্ধ এমন একটি ইতিহাসের নিদর্শন। পরে মারাঠা, পিণ্ডারী দস্যু এবং ইংরেজদের এখানে অনুপ্রবেশ ঘটে। গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকারেরা ইংরেজদের আনুগত্য স্বীকার করে। পরে স্বাধীন ভারতে রাজ্যগুলি যোগ দেয় এবং1949 থেকে মধ্যপ্রদেশ সৃষ্ট হয়।

শতকরা 30 ভাগ বনাঞ্চলের এ প্রদেশ অরণ্য সম্পদে পূর্ণ। মহুয়া, সেগুন, শাল, পলাশ, ধাওয়া, অঞ্জন, হাররা বৃক্ষে পরিপূর্ণ এই প্রদেশে লাক্ষা ও কেন্দু বিড়িপাতা প্রচুর পাওয়া যায়। বনে বন্য মহিষ, বাইসন, বাঘ, চিতা , হায়েনা, নীলগাই, কালো হরিণ, চিতল, বন্য মোরগ, বানর ইত্যাদি থাকায় একদিকে এই প্রদেশ যেমন শিকারিদের স্বর্গ, অন্যদিকে তেমনি বেশ কয়েকটি বন্যপশু সংরক্ষণ আবাসও এখানে গড়ে ওঠে। শিবপুরী জাতীয় পার্ক এমনই একটি বন্যপশু আবাসভূমি।

খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ এই রাজ্যের ম্যাঙ্গানিজ পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এছাড়া লোহা, বক্সাইট, চুনাপাথর, কয়লা, অ্যাজবেস্টজও প্রচুর পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশ বলতে মনে পড়ে যায় এখানের হস্তশিল্পের কথা। চান্দেরি আর মহেশ্বরের জরির কাজ, কোশা সিল্ক, ইন্দোরের চামড়ার খেলনা, জব্বলপুরের সোপ পাথরের প্রতিমূর্তি সবই আপনাকে হাতছানি দেবে এখানে গেলে। খাজুরাহো এবং উজ্জয়িনীর শিবরাত্রি, চিত্রকূটের রামনবমী উৎসবেও আপনার নিমন্ত্রণ আছে। আর খাজুরাহো মন্দির তো আপনাকে জীবনের প্রতীক চিহ্নের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। সংস্কৃতির পীঠস্থান মধ্যপ্রদেশ আধুনিক এক শহরও। ব্যারাজ গড়ে উঠেছে কোরবা, গান্ধিসাগরে, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সাতপুরায়। গড়ে উঠেছে ভ্রমণার্থীদের জন্য যাতায়াতের বিস্তৃত সুযোগ সুবিধা। হিন্দি অথবা ইংরেজি জানা থাকলেই কোনো অসুবিধা নেই। বহু স্থানেই গড়ে উঠেছে নানা টুরিস্ট অফিস। অতএব এবারে আপনি মধ্যপ্রদেশে আসার একটা পরিকল্পনা গড়ে তুলতে পারেন :

কখন আসবেন এখানে : এই প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাত 1,525 মিলিমিটার। পশ্চিমে একটু কম 655 মিমি। উত্তরে শীত ও গ্রীষ্ম সহনীয়। বিন্ধ্য ও সাতপুরা অঞ্চলেও তাই। তবে নর্মদা অঞ্চল উষ্ণ বলে এখানে শীতের সময় এলেই চলে। পাঁচমাড়ি ও শিবপুরীতে শৈলাবাস আছে। অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যেই এই প্রদেশে বেড়াতে আসুন। গড় তাপমাত্রা— গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ 48°C এবং সর্বনিম্ন 22°C; শীতে সর্বোচ্চ 23°C আর সর্বনিম্ন 4°C। বিশেষ দর্শনীয় স্থান— বাসগুহা, ভূপাল, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, জব্বলপুর, কান্‌হা-কিশলী


মধ্য প্রদেশ
বিহার
উত্তরপ্রদেশ
আগ্রা
গোয়ালিয়র
ঝাঁসি
বিলাসপুর
রায়পুর
সাগর
ভুপাল
ইটারসি
উজ্জয়িনী
রতলাম

অভয়ারণ্য, খাজুরাহো, মাণ্ডু, পাঁচমাড়ি, শিবপুরী, উজ্জয়িনী।

মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণের জন্য মধ্যপ্রদেশ সরকারের পর্যটন বিভাগ (MPTDC) নানা ব্যবস্থাপিত সফরের বন্দোবস্ত করেছেন। তাতে ট্রেনের টিকিট কাটার দায়িত্ব পর্যন্ত তাঁরা নেন। তার সুযোগ আপনি নিতে পারেন। তাঁরা যে টাকা নেন, তাতে কলকাতা থেকে যাওয়া এবং ফিরে আসার দ্বিতীয় শ্রেণীর রেল টিকিট, মধ্যপ্রদেশে মিনিবাসে যাতায়াত এবং থাকা-খাওয়ার ভাল ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকে। এছাড়া গাইড, প্রবেশ দক্ষিণা, নৌকো বিহার এবং রক্ষী সেবা ইত্যাদি দায়িত্বও তাঁদের। বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: MPTDC (Ph: 247 8543/5855), Chitrakoot Building, 230A, AJC Bose Rd, Kolkata-20।

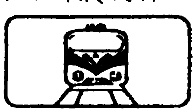
কোথায় যাবেন আগে : চলুন প্রথমে যাই রাজধানীতে।

ভূপাল

মধ্যপ্রদেশের রাজধানী। আগে নাগপুর ছিল রাজধানী। নাগপুর মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলে ভূপাল মধ্যপ্রদেশের রাজধানী হয়। সেহোর জেলায় 503 মিটার উঁচু এক বেলে পাহাড়ের উপর এই শহর অবস্থিত। রাজ্যের প্রধান নদী নর্মদা। 11 শতকের পারমার অধিপতি রাজা ভোজ এই শহরের পত্তন করেন ভোজপাল নামে এক বিশাল সরোবরের তীরে। এই ভোজপাল থেকে ভূপাল শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকে বলেন। অবশ্য আধুনিক শহরটির স্থাপয়িতা আফগান সেনাপতি (ঔরংজীবের অধীনস্থ) দোস্ত মহম্মদ খান (1708-1740)। তাঁর তৈরি ফতেগড় দুর্গের সঙ্গে ভূপালের আধুনিক অধ্যায়ের সূচনা। তখন ঔরংজীবের মৃত্যু ঘটেছে। দোস্ত মহম্মদ খান এখানে পালিয়ে এসে স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর আশ্রয়প্রার্থী গোন্দ প্রদেশের সুন্দরী রানী কমলাপতিকে পরাস্ত করে এখানে রাজ্য স্থাপন করেন। জানি না কোন এক চন্দ্রালোকিত রাতে এই সরোবরের তীরে বেড়াতে বেড়াতে আপনার মনে পড়ে যাবে কিনা—এই সরোবরেই চাঁদনী রাতে সুন্দরী রানীর পদ্মফুলের মত বজরাটিতে হেলান দিয়ে নৌকো বিহারের কথা। এছাড়া আরো একটি তাল রাজা ভোজ নির্মাণ করেছিলেন— হোশঙ্গ শাহ্ সেটি নষ্ট করে দেন। বাস্তবিক এই দুটি লেক ঘিরেই ভূপালের সৌন্দর্যময়তা গড়ে উঠেছে। তাদের তীরে তীরেই গড়ে ওঠা নানা দর্শনীয় স্থান নগরটির শ্রীবৃদ্ধি ইতিহাসের মৌন সাক্ষী। দুটি লেকের মাঝের ঝোলানো সেতু যেন এক পরীর রাজ্যের কল্পনা। আশপাশের বাড়ির থেকে অযুত আলো ঠিকরে পড়ে রাতে লেকের স্থির জলে সৃষ্টি করে অমরাবতীর স্বপ্ন।

1818-তে ভূপালের তৎকালীন নবাব ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সন্ধি করেন। স্বাধীনতার পর তাঁরা অপসারিত হন। 1956-য় ভূপাল নবগঠিত মধ্যপ্রদেশের রাজধানী হয়। 1819 থেকে 1926 পর্যন্ত বেগমদের প্রভুত্ব ছিল এখানে সবচেয়ে বেশি, এখানের বেশির ভাগ মসজিদই তাঁদের তৈরি। ভূপাল এখন বাড়ছে। এখানের ভারী বিদ্যুৎ প্রকল্পটি সুখ্যাত। মিক গ্যাস (MIC) লিক হয়ে শহরটিকে বিশ্বজোড়া পরিচিতি এনে দিয়েছে। একই সঙ্গে পুরনো বাজারপত্র, প্রাচীন মসজিদ, রাজপ্রাসাদ আর নতুন পার্ক, বাগিচা, প্রশস্ত রাজপথ আর আধুনিক অট্টালিকার এখানে সুন্দর সহাবস্থান।

কখন এখানে আসবেন : প্রায় 500 মিটার উঁচু এই শহরে গ্রীষ্মে ও শীতে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হয় যথাক্রমে 47.7°C এবং 9.1°C বৃষ্টি হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। তাই এখানে বেড়াতে আসার সেরা সময় মার্চ থেকে জুলাইয়ের মধ্যে। তখন গরমে সুতি, শীতে পশমি পোশাক পরে আসাই ভাল। হিন্দি, উর্দু এবং ইংরেজি তিন ভাষাই চলে।



কেমন করে আসবেন : বিমানে: IA-র বিমান ভূপালে আসছে দিল্লি, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, জব্বলপুর, রায়পুর এবং মুম্বাই থেকে। আর অ্যালায়েন্স এয়ারলাইন্স ম. বৃ. শ. বিমান চালাচ্ছে ভূপাল এবং মুম্বাই, ইন্দোর, জব্বলপুর, রায়পুর মধ্যে।

রেলে : কলকাতা থেকে সরাসরি ভূপাল যাচ্ছে 9306 শিপ্রা এক্সপ্রেস। হাওড়া ছাড়ে সোম বৃহ শনি 15.15-য়। ভূপাল পৌঁছয় পরের দিন 21.05। দূরত্ব 1494 কিমি। ট্রেনটি ইন্দোর পৌঁছয় তার পরের দিন 3.45-এ। আবার নাগপুর বা গোরখপুর স্টেশনে নেমে ট্রেন বদল করেও ভূপাল যাওয়া যায়। নাগপুর যাচ্ছে হাওড়া-আমেদাবাদ এক্সপ্রেস (ছাড়ে 20.50, পৌঁছয় 19.00), 2810 মুম্বাই মেল (ছাড়ে 20.50, পৌঁছয় 15.45) প্রভৃতি। ভূপালে আরও ট্রেন আসছে নিউ দিল্লিতে 5.30 ছেড়ে পাঞ্জাব মেল 16.35, 10.40 ছেড়ে ঝিলম এক্স 22.35, 20.05 ছেড়ে দাদার এক্স 11.05, কর্ণাটক এক্স 21.15 ছেড়ে 6.50, 19.30 ছেড়ে ইন্দোর এক্স 7.00, 18.40 ছেড়ে জি টি এক্স 5.15, 17.50 ছেড়ে এ পি এক্স 3.30,

11.30 ছেড়ে কেরল এক্স 21.32, 5.00 ছেড়ে ছত্তিশগড় এক্স 18.30। 22.30 ছেড়ে তামিলনাড়ু এক্স 7.55, 8.15 ছেড়ে মালওয়া এক্স 7.20, 14.40 ছেড়ে নবযুগ এক্স 2.00,14.55 ছেড়ে হিমসাগর এক্স 2.00 টায়। দিল্লি থেকে ভূপালের দূরত্ব 705 কিমি এবং ট্রেনগুলি অধিকাংশই মথুরা, আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট, ঝাঁসি, বিদিশা হয়ে আসে। মুম্বাই থেকে 19.05 ছেড়ে পাঞ্জাব মেল 9.05, 22.30 ছেড়ে মুম্বাই-গোরখপুর এক্স 14.50। দাদারে 22.45 ছেড়ে দাদার-অমৃতসর এক্স 15.00, অমৃতসরে 8.15 ছেড়ে অমৃতসর-দাদার এক্স 11.05, জম্মুতাওয়াই 21.35 ছেড়ে ঝিলম এক্স 22.35, হজরত নিজামুদ্দিনে 8.45 ছেড়ে বিশাখাপত্তনম এক্স 19.10 এ; চেন্নাই সেন্ট্রালে 22.15 ছেড়ে জিটি এক্স 0.05, 21.00, ছেড়ে তামিলনাড়ু এক্স 20.52, 6.00 কেরালা এক্স 4.35; ছেড়ে নাগপুরে 18.50 ছেড়ে কোচি-গোরখ পুর এক্স 3.00,18.50 ছেড়ে কেরালা এক্স 4.25; কোচি-ইন্দোর এক্স 3.00, 21.25 ছেড়ে কেরালা এক্স 4.25; 21.55 ছেড়ে ছত্তিশগড় এক্স 6.40 মিনিট। গোরখপুর থেকে (ম শ র) 5.00 ছাড়ছে গোরখপুর-কোচি এক্স, পৌঁছে 3.00। ট্রেন আসছে বিশাখাপত্তনম, ইন্দোর, দুর্গ, পুনে, জম্মু তাওয়াই প্রভৃতি স্টেশন থেকেও।

সড়কপথে: নিয়মিত বাস আসছে-যাচ্ছে ভূপালে ইন্দোর (186 কিমি), মাণ্ডু (290 কিমি), উজ্জয়িনী (189 কিমি) খাজুরাহো (388 কিমি), পাঁচমাড়ি (210 কিমি), গোয়ালিয়র (443 কিমি), সাঁচী (46 কিমি), জব্বলপুর (368 কিমি), নাগপুর (345 কিমি), শিবপুরী (308 কিমি) থেকে। আসছে জয়পুর, আমেদাবাদ, বরোদা, নাগপুর থেকেও।



কোথায় উঠবেন : রেল স্টেশনে নেমেই আপনি নিশ্চয়ই হোটেল চাইবেন। স্টেশন চত্বর ছাড়ালেই অনেক হোটেল পাবেন। এদের মধ্যে আছে হামিদিয়া রোডে Hotel Ashoke ১২৫-২৫০, Hotel Grand (Ph: 74070) ১২৫-৩০০, Hotel Gulsan (Ph:73506) ১২৫-৩০০, Hotel Manji (Ph: 746664) ১২০-৩২৫, Hotel Meghdoot (Ph: 72661) ১৬৫-৩২৫, Hotel Pagoda (Ph: 77157) ১৭৫-৩২৫, Hotel Rainbow (Ph: 76395) ১২৫-৩০০, Hotel Rajdoot (Ph. 7261) ১৯০-৩৫০, Hotel Ramsons International (Ph: 2740542) ৪০০-৯০০; Hotel Ranjit ১২৫-৩৫০, Hotel Samrat (Ph: 2741023), Hotel Shalimar Deluxe (Ph: 2711453) ২২৫-৪৫০; Hotel Taj (Ph: 533162) ৩০০-৭৫০, Hotel Mayur ২৫০-৫৭৫, Hotel President International (Ph: 75216) ১৫০-৪৭৫; MP Tourism এর হোটেল নিউ মার্কেটে Panchanan (Ph: 5251647) SAC ৫৯০ DAC ৭০০; 45 বাংলোর কাছে Hotel Palash (Ph: 5253006) DAB ৬৫০ DAC ৯০০ DAC Dlx ১২০০ DAC Luxury ১৪০০ SAB ৫৫০ SAC ৮০০; এখানেই YH (রিজা : ওয়ার্ডেন, Bhopal YH, North T.T. Nagar, Bhopal 462003, MP, Ph: 5253670) ডর্মি (44 শয্যা) ২০ প্রতি শয্যা; ভারত টকিজের উলটোদিকে Hotel Capital ৭৫-২০০; প্যালেস গ্রাউন্ডস্-এ Hotel Imperial Sabre (Ph: 2741013) ১০১০-২৬৫০; শ্যামলা পাহাড়ে Hotel Jehan Numa Palace (Ph: 2740100) ১১০০-৩৩১০; Hotel Lake View Ashok (Ph : 2741600) ১৩৫০-২৫৫০; হায়ার সেকেন্ডারি বোর্ডের কাছে Hotel Siraz ৩৫০-৬৭৫; 209 এম. পি. নগর জোন 1-এ Hotel Amer Place (Ph: 2747127) ৭৫০-২২৫০; 208 এম. পি. নগর জোন 1-এ The Residency (Ph: 556001) ৮৫০-১২৫০; 211 এম. পি. নগর জোন1-এ Hotel Nisarga (Ph : 2745701) ৬০০-২৬৫০; এছাড়া ৯০-২১০ মধ্যে আছে Delite Hotel, Hotel Rajshree, Hotel Jyoti, Hotel Vijay, Hotel Tourist, Hotel Ajanta প্রভৃতি। আর RR তো আছেই। আছে ধরমশালাও—জয়মণি, জৈন, জয়সওয়াল, নীমসরাই, সরাই সিকন্দরি প্রভৃতি।

কী দেখবেন এখানে : দেখার মত তিনটি মসজিদ আগে দেখি। এর মধ্যে তাজ-উল মসজিদটি ভারতবর্ষের সম্ভবত বৃহত্তম মসজিদ। শাহজাহান বেগম (1868-1910)-এর আমলে এই সুবিশাল অট্টালিকার নির্মাণ শুরু হলেও তাঁর মৃত্যুর জন্য এটি অসমাপ্ত থেকে যায়। ভূপালের রাজসিংহাসনের অষ্টম অধিকারী এই রানী আরো কত স্মারকের প্রতিষ্ঠাত্রী— ভূপালের ডাক ব্যবস্থা, রেল ব্যবস্থা এবং জল সরবরাহের সুবন্দোবস্ত তাঁরই দান। যাই হোক, অনেক পরে 1971-এ অসমাপ্ত এই মসজিদটি সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর প্রধান প্রার্থনা গৃহের খিলানের ছাদ, বিস্তৃত সদর ও প্রাঙ্গণ এবং মসৃণ মার্বেলের মেঝে তাকিয়ে দেখার মত। বিশাল উঁচু মিনারে আজান ঘর, মসজিদের গম্বুজগুলি সবই বিশাল ও মর্যাদামণ্ডিত। সোনার তৈরি কীলকাওয়ালা আজান গৃহ আছে যে জুম্মা

মসজিদটিতে সেটি 1837-এ তৈরি করেছিলেন কুদসিয়া বেগম। এখানেই নাকি 1184 -তে নির্মিত সভামণ্ডল মন্দিরটি ছিল। দিল্লির জুম্মা মসজিদের সমতুল মসজিদটির নাম অবশ্য মোতি মসজিদ। এটি তৈরি করেছিলেন কুদসিয়া বেগমের বোন সিকন্দর জাহান 1860-এ। কাছেই আছে হাতিমহল— 12 ফুট ($3\frac{1}{2}$ মিটার) চওড়া থামগুলো ঠিক হাতির পায়ের মত।

দেওয়াল-ঘেরা পুরনো শহরের মাঝখানে আছে চক-এর দুপাশে অজস্র মসজিদ আর হাভেলি, সরু গলিতে অজস্র দোকান-পশারি— তাতে সাজানো রূপোর গহনা, পুঁতির কাজ, ভেলভেটের থলি, কুশন চেয়ার। এই চকের মধ্যে ঢুকতে গেলেই পড়বে স্থাপত্য শিল্পের এক অনবদ্য নিদর্শন শওকত মহল। এক ফরাসি এর পরিকল্পনা করেছিলেন— তিনি নাকি সুবিখ্যাত বুরবোঁ রাজবংশের উত্তরপুরুষ ছিলেন। এর কাছেই আছে ভূপাল রাজবংশের একদা গরিমাপূর্ণ দরবার হল **সদর মঞ্জিল**।

বর্তমান ভূপালের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে **ভারত ভবন** অন্যতম। এখানে নাচ-গানেরপীঠস্থানটি প্রতিষ্ঠিত। এর পরিকল্পনা করেছিলেন সুবিখ্যাত স্থপতি চার্লস কোড়িয়া এবং নির্মিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারি 1982-তে বড় লেকের পাড়ে শ্যামলা মার্গে। এখানে একটি চারুকলা মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি, স্থায়ী অভিনয় গৃহ, প্রেক্ষাগৃহ, রিহার্সাল রুম, কবিতা ও শাস্ত্রীয় সংগীত এবং লোকসংগীতের গ্রন্থাগার আছে। চারুশিল্পের যাদুঘরটির নাম **রূপঙ্কর**। এমনি একটি **সরকারি প্রত্নতাত্ত্বিক মিউজিয়াম**ও আছে ভূপালে— মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানের স্থাপত্য ও শিল্পকলার নানা নিদর্শন এখানে সংগৃহীত। বাঘগুহার চিত্রানুকৃতি, অলক্ষ্মী ও বুদ্ধের নানা মূর্তি এখানে দেখতে পাবেন। গান্ধিভবনে রয়েছে মহাত্মা গান্ধির জীবনের নানা আলোকচিত্র ও গান্ধি মিউজিয়াম। **বনবিহার** 445 হেক্টরের বড় লেকের পাড়ে পাহাড়-ঘেঁষা এক জমিতে গড়ে তোলা সাফারি পার্ক। এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশে তৃণভোজী ও মাংসাশী নানা জীবজন্তু দেখতে পাবেন। ভূপালের সম্পদ এর লেক দুটি— আপার ও লোয়ার, বড় ও ছোট—এদের নাম। আসলে 6 বর্গকিমির এক বিশাল লেক একটি সেতু দিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। এখানে নৌবিহারের ব্যবস্থা রেখেছেন মধ্যপ্রদেশ সরকার। বেড়াতে পারেন কমলা পার্ক, নূর বাগ, আশিস বাগেও। শ্যামলা পাহাড়ে উঠে দেখুন সমগ্র ভূপালের সৌন্দর্য, সন্ধেতে শহরের আলো যখন লেকের বুকে ঝলমল করে— সে এক অনবদ্য দৃশ্য। উঠুন ইদ্‌গা পাহাড়েও। দেখুন অরোরা পাহাড়ে বিড়লাদের সংগ্রহশালা ও লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির।

দূরে 11 কিমি (ভূপাল-বেরাসিয়া রোডে) গিয়ে ইসলামনগরে ভূপালের আফগান রাজাদের প্রাসাদ, বাগিচা সব দেখুন। এখানে হিন্দু ও মুসলিম শিল্প একাকার হয়ে গেছে। চমন মহলের স্নানঘর এবং দোতলা রানীমহলে গিযে অন্দর মহলের সৌন্দর্য চাখুন।

আর 28 কিমি এগিয়ে ভোজ রাজাদের রাজধানী ভোজপুরে গিয়ে ভোজরাজার 12 শতকের অসমাপ্ত অথচ অক্ষয় কীর্তি অতিকায় শিবমন্দিরটি দেখে আসতে পারেন।

ভোজপুর

ভূপালের নামকরণ প্রসঙ্গে জেনে এসেছেন রাজা ভোজ থেকে ভোজপুর নামের কথা। এখন সেই ভোজপুরেব কথা বলি। এখানে এসে একটি দেখার মত শিবমন্দির দেখে আসুন। পারমার রাজা ভোজ (1010-53) ভোজপুর শহর নির্মাণ করেছিলেন ভূপাল থেকে 28 কিমি দূরে। এখানে বাসে করে আসা যায়। এখানের **ভোজেশ্বর মন্দিরটি** পূর্ব ভারতের সোমনাথ মন্দির নামেই পরিচিত হয়ে গেছে। এমনিতে 66 ফুটের (20 মিটার) একটি চতুষ্কের উপর এই মন্দিরটি, কিন্তু এর খোদাই করা অসম্পূর্ণ মন্দির শীর্ষটি চারটি স্তম্ভের উপর গড়ে উঠেছে। দুপাশের অলঙ্কৃত দরজায় দুটি খোদাই করা মূর্তি; সুন্দর বারান্দা আর ব্র্যাকেটের কারুকার্য দেখে আপনি ভিতরে ঢুকে দেখুন 7.5 ফুট (2.3 মিটার) উঁচু এবং 17.8 ফুট (5.5 মিটার) পরিধিবিশিষ্ট বিশাল লিঙ্গটি 21.5 ফুট (6.6 মিটার) একটা চত্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত। চোখ বিস্ফারিত করে দেখতে হয়। অসম্পূর্ণ এই মন্দিরটির পাশে গেলে দেখবে পাথর তোলার জন্য ঢাল মাটির ঢিবি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাছেই দেখতে পাবেন একটি অসম্পূর্ণ জৈন মন্দিরও। এখানে আছে 20 ফুট (6 মিটার) উঁচু মহাবীর তীর্থঙ্করের এক বিশাল মূর্তি ছাড়া দুটি পার্শ্বনাথের মূর্তিও। এই আয়তাকার মন্দিরটি সম্ভবত ভোজেশ্বর মন্দিরের সমকালেই নির্মিত।

এক সময়ে ভোজপুরের পশ্চিমে সুন্দর একটা বিশাল হ্রদ ছিল— এখন পুরনো ভাঙা বাঁধগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই। দুপাশে পাহাড়ের মাঝখানে এই বিশাল হ্রদটি ছিল। পাহাড়ে মাঝখানের ফাঁকগুলোয় বিশাল মাটির বাঁধ দিয়ে জল ধরার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই বাঁধগুলোর ছোটটি ছিল 44 ফুট (93 মিটার) উঁচু আর তার ভিত্তি ছিল 300 ফুট (93 মিটার) চওড়া। জল থাকত প্রায় 250 বর্গমাইল

এলাকা জুড়ে। একবার ভেবে দেখুন তো কী বিশাল ব্যাপার! মালবের রাজা হোশঙ্গ শাহ (1405-34) এই বাঁধ কেটে হ্রদটিকে নষ্ট করে দেন। গোন্দ আখ্যান আনুসারে এটি নষ্ট করতে 3 মাস সময় লেগেছিল আর জনশূন্য করতে সময় লেগেছিল 3 বছর। পরের 30 বছর এখানে কোনো লোকবসতিই গড়ে উঠতে পারেনি। এসব দেখে আপনার মনে কত প্রশ্নই না জেগে উঠবে।

ভোজপুর বেড়ানো শেষ হলে সাতনা চলে আসুন ট্রেনে বা বাসে চড়ে। তার পর চলুন বেড়াতে যাই চিত্রকূটে।

চিত্রকূট

বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরাংশে বান্দা জেলার 'বিস্ময়কর আরণ্য পাহাড়' চিত্রকূটের কথা রামায়ণের পাঠকমাত্রই জানেন। নিরীহ অরণ্য এবং চুপিসাড়ে প্রবাহিত নদী এখানে প্রকৃতির সেরা দান। আর তীর্থযাত্রীরা এই রামচন্দ্রের স্মৃতির স্থানে এসেও কতই না শান্তি পান। শান্ত প্রকৃতি আর শান্তির নীড় চিত্রকূটে রাম-সীতা 14 বছর বনবাসের 11 বছরই কাটিয়ে গেছেন। এখানে তপস্যা করে গেছেন ঋষি অত্রি এবং সতী অনসূয়া। এখানেই অবতীর্ণ হন ব্রহ্মা-মহেশ্বর তাঁদের সন্তানরূপে। যুগে যুগে এখানে এসেছেন পুণ্যলোভী ও আরোগ্যকামী, কবি আর দার্শনিক, রাজা আর সাধারণ মানুষ— আশ্রয় পেয়েছেন শান্ত প্রকৃতির নীড়ে, আত্মসমর্পণ করেছেন এখানের মন্দিরগুলিতে।

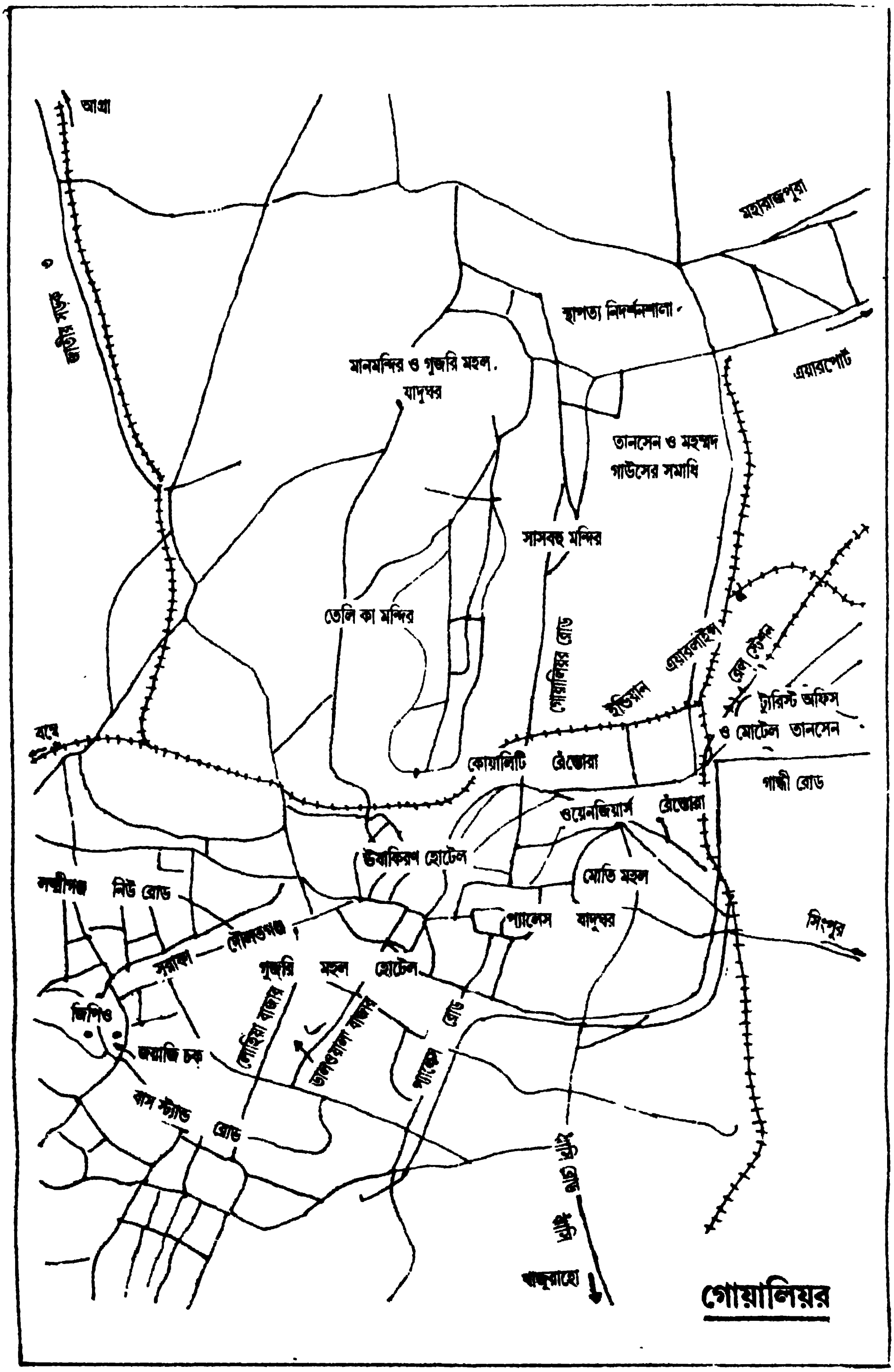
মন্দাকিনী নদীর তীরে এখানে গড়ে উঠেছে **রামঘাট**। নিয়ত এখানে উচ্চারিত হচ্ছে মন্ত্ররাজি, পুড়ছে ধূপ-ধুনো, বাস করছেন অসংখ্য সন্ন্যাসী, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যার্থী এখানে পুণ্যস্নান করেন। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত এই নদীর বুকে রঙিন স্বপ্ন সৃষ্টি করে। সন্ধ্যায় আরতি নিয়ে যাবে পবিত্র আধ্যাত্মলোকে। নদীতে নৌভ্রমণ— সেও এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। সব সময়ই ভাড়ার নৌকা পাবেন এখানে। রামঘাটের উপরের দিকে মন্দাকিনীর আর এক রূপ দেখতে চলুন **জানকী কুণ্ডে**। এখানেই সীতা নাকি বনবাসকালে স্নান করতেন। রামঘাট থেকে 2 কিমি নৌকো বেয়ে অথবা পাতা-ছাওয়া রাস্তা ধরে যেতে পারেন এখানে। শহর থেকে 16 কিমি এবং জানকী কুণ্ডের আরো উজানে গেলে পাবেন **সতী অনসূয়া**। এই কাকলি কূজিত স্থানটিতে ঋষি অত্রি স্ত্রী অনসূয়ার সঙ্গে তপস্যা করতেন। অনসূয়ার তপস্যাতেই মন্দাকিনীর সৃষ্টি। জানকী কুণ্ড থেকে মাত্র কয়েক কিমি ঘন জঙ্গলের মধ্যে মন্দাকিনীর তীরে গিয়ে দেখুন **স্ফটিক শিলা**। এর উপরে উঠে দেখতে পাবেন রামচন্দ্রের পদচিহ্ন। এখানেই সীতাকে কাক ঠুকরেছিল। এখানে নদীর জলে দেখতে পাবেন বড় বড় মাছ। কয়েকটি মন্দিরও আছে। শহর থেকে 18 কিমি বাসে চড়ে গেলে একটি পাহাড়ের পাশে এক আশ্চর্য ঘটনা দেখতে পাবেন **গুপ্ত-গোদাবরীতে পৌঁছে**। দেখবেন দুটো পাশাপাশি গুহার মধ্যে কেমন আশ্চর্য ছুটে চলেছে একটা তিরতিরে নদী। এখানেই নাকি রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বসে দরবার করতেন। দুটো সিংহাসনের মত পাথর এখানে দেখতে পাবেন। একটু এগিয়ে দেখতে পাবেন **হনুমান ধারা**। লঙ্কা দহনের পর এখানে রামচন্দ্রের সৃষ্ট জলধারায় মহাবীর হনুমান শান্ত হয়েছিলেন। কাছেই কয়েকটি মন্দির আছে। আছে **ভরত কূপ**।

বিমানে এলে খাজুরাহোতে নেমে 175 কিমি বাসে আসুন। ট্রেনে এলে নামুন চিত্রকূটধামে। গোয়ালিয়র, ঝাঁসি, বুন্দি, এলাহাবাদ, মোগলসরাই, সাতনা, কাটনি, জব্বলপুর থেকে এখানে ট্রেন আসে। হাওড়া থেকে এসে যে কোনো একটি স্টেশনে নেমে ট্রেন বদল করে হজরত নিজামুদ্দিন-জব্বলপুর ব্রডগেজ রেলওয়ের চিত্রকূটধাম কাবভি স্টেশনে নামুন। মেন লাইনে এই রেলপথের নাম ঝাঁসি-মানিকপুর রেলওয়ে। চিত্রকূট রেল স্টেশন থেকে মাত্র 11 কিমি। বাস আসছে নিয়মিত ঝাঁসি, মাহোবা, চিত্রকূটধাম, হরপালপুর, সাতনা ও ছত্তরপুর থেকে। অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে আসুন।

গোয়ালিয়র

মধ্যপ্রদেশের এই জেলা ও শহরটির আয়তন 5.185 বর্গকিমি এবং গোয়ালিয়র, পিছোর এবং ভাণ্ডার এই তিন তহসিল নিয়ে গঠিত। এই জেলার সব নদীগুলি যমুনার সঙ্গে যুক্ত। প্রধান নদীর মধ্যে আছে বিদিশা, শঙ্খ, সোনরেখা, মোরার, বৈশালী, আসান ইত্যাদি। জলবায়ু শুষ্ক। তাপমাত্রা শীতে 22.80°C-4.5°C ও গ্রীষ্মে 41.6°C-24.°C, কখনো কখনো শীতে .0°C-এ তাপ নেমে আসে। গ্রীষ্মকালে লু বয়।

গোয়ালিয়র নামটি এসেছে সমনামের দুর্গের নাম থেকে। পৌরাণিক যুগে এটি 'গোপ পর্বত', 'গোপগিরি' বা 'গোপাদ্রি' নামে পরিচিত ছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা সূরয সেন এক পর্বতবাসী সাধুর কৃপায় কুষ্ঠরোগ ভাল হয়ে গেলে প্রতিদানস্বরূপ পর্বতের উপর 'গোয়ালিপ্পার' নামে


আগ্রা
মহারাজপুরা
প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনশালা
মানমন্দির ও গুজরি মহল.
যাদুঘর
এয়ারপোর্ট
তানসেন ও মহম্মদ
গাউসের সমাধি
সাসবহু মন্দির
তেলি কা মন্দির
গোয়ালিয়র রোড
টুরিস্ট অফিস
ও মোটেল তানসেন
বম্বে
কোয়ালিটি রেস্তোরা
গান্ধী রোড
ওয়েলজিয়ার্স রেস্তোরা
ঊষাকিরণ হোটেল
মোতি মহল
লস্করগঞ্জ
নিউ রোড
প্যালেস যাদুঘর
শিবপুর
গুজরি মহল হোটেল
জিপিও
জয়াজি চক
বাস স্ট্যান্ড রোড
খাজুরাহো
গোয়ালিয়র

একটি দুর্গ নির্মাণ করেন— তাই এখন গোয়ালিয়রে পর্যবসিত। এই খুব পুরনো দুর্গের কথা 525 খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এখানের একটি মন্দিরের শিলালিপিতে পাওয়া যায়। নাগেরা, কুষাণ, হুণ, প্রতিহার ও মুসলমানরা বিভিন্ন সময়ে এখানে রাজত্ব করেন। ইবন বতুতা একে অজেয় দুর্গ বলে বর্ণনা করেছিলেন। এখানকার বেলেপাথর, গিরিমাটি শিল্পে ব্যবহৃত। ভাদ্রমাসে রক্ষা বন্ধনের মেলা ও মাঘ মাসে তানসেনের জন্মোৎসবে খুব ধুমধাম হয়। এছাড়া কোটিশ্বর মহাদেবের মন্দিরে শিবরাত্রির মেলা, ওখমে ভুতেশ্বর মহাদেব মন্দিরের মেলা ও মহম্মদ গৌশের স্মৃতি উৎসবও উল্লেখযোগ্য। তানসেনের জন্মস্থান গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধি এর সংগীতের কারণেও। তাঁর সমাধিও এখানে। আর 1857-র প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে গোয়ালিয়রের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রায় 18,000 মানুষ তাঁতিয়া টোপীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিল। আর ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ তো আমাদের কাছে প্রবাদস্বরূপ। 22 মে 1858 তাঁরা দুজনেই পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হন। কালপি থেকে চলে এসে রানী গোয়ালিয়র দুর্গে আশ্রয় নিয়ে শেষ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন ও 17 জুন1858 নিহত হন। গোয়ালিয়র ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি অধ্যায় বিশেষ।

কেমন করে আসবেন : গোয়ালিয়র নিজেই একটি বিমানবন্দর। এখানে নিয়মিত IAC-র উড়োজাহাজ নামছে দিল্লি, ভূপাল, ইন্দোর, মুম্বাই, জব্বলপুর এবং রায়পুর থেকে উড়ে এসে।

ট্রেন : সেন্ট্রাল রেলওয়ের দিল্লি-মুম্বাই এবং দিল্লি-চেন্নাই মেন লাইনে গোয়ালিয়র একটি বড় স্টেশন। হাওড়া থেকে সোজা আসছে 1160 হাওড়া-গোয়ালিয়র চম্বল এক্সপ্রেস। ছাড়ে মঙ্গল বুধ রবি 15.15, পৌঁছয় পরদিন 18.00। আবার গোয়ালিয়র থেকে মঙ্গল বৃহ শনি 6.00 ছেড়ে হাওড়া ফেরে 6.30-এ। নিউ দিল্লি থেকে 317 কিমি পার হয়ে ট্রেন আসছে 5.30 ছেড়ে পাঞ্জাব মেল 10.20, 20.05 ছেড়ে দাদার এক্স 3.30, 10.40 ছেড়ে ঝিলম এক্স 15.30, 21.15 ছেড়ে কর্ণাটক এক্স 1.26, 6.00 ছেড়ে শতাব্দী এক্স 9.30, 18.40 ছেড়ে জিটি এক্স 23.10, 11.30 ছেড়ে কেরালা এক্স 15.48, 5.00 ছেড়ে ছত্তিশগড় এক্স 11.30 মিনিট। হজরত নিজামুদ্দিনে 7.15 ছেড়ে তাজ এক্স 11.55, 16.20 ছেড়ে মহাকোশল এক্স 21.02, 15.00 ছেড়ে গোয়া এক্স 19.05 মিনিট। মুম্বাই থেকে ট্রেন আসছে 19.05 ছেড়ে পাঞ্জাব মেল 15.00, দাদারে 22.45 ছেড়ে অমৃতসর এক্স 21.42, পুনেতে 17.35 ছেড়ে ঝিলম এক্স 15.32, ইন্দোরে 13.00 ছেড়ে মালওয়া এক্স 1.10, ইটারসি থেকে ট্রেন আসছে ঝিলম এক্স, জিটি এক্স বিশাখাপত্তনম নিজামুদ্দিন এক্স, লস্কর এক্স। ট্রেন আসছে নাগপুর থেকে নাগপুর এক্স, কোচিন-গোরখপুর এক্স, কর্ণাটক এক্স, বিশাখাপত্তনম-নিজামুদ্দিন এক্স। ট্রেন আসছে চেন্নাই থেকে চেন্নাই-জম্মুতাওয়াই এক্স বু বৃ র 5.30 ছেড়ে 16.35, পুরীতে 17.50 ছেড়ে কলিঙ্গ-উৎকল এক্স 7.12, হজরত নিজামুদ্দিন 12.50 ছেড়ে এই ট্রেন গোয়ালিয়র 17.40, বিলাসপুরে 13.00 ছেড়ে ছত্তিশগড় এক্স পরদিন 13.30; বারাণসীতে 13.10 ছেড়ে বুন্দেলখণ্ড এক্স 9.10, জব্বলপুরে 14.35 ছেড়ে মহাকোশল এক্স 3.53।

সড়কপথে নিয়মিত বাস আসছে আগ্রা (117 কিমি), দিল্লি (320 কিমি), শিবপুরী (114 কিমি), ইন্দোর (489 কিমি), মথুরা, জয়পুর, লখনৌ, ভূপাল, চান্দেরি, ঝাঁসি, খাজুরাহো, রেওয়া এবং উজ্জয়িনী থেকে। ট্যাক্সি, স্কুটার, টেম্পো ইত্যাদি চলছে শহরে।

কোথায় উঠবেন : MP Tourism-এর Hotel Tansen (Ph· 2340370) রয়েছে 6A, গান্ধি রোডে R-24, SAB ৮০০, DAB ৪৫০, DAC ৭৫০, DAC Dlx ১২০০, AC Suite ১১০০; তানসেন মার্গে Hotel Arilines (Ph : 2323045) ২৭৫-৫৫০; ITDC-র Hotel Usha Kiran Palace (Ph : 2323213) ২৩০০-৪৯০০; লিংক রোডে Hotel Gwalior Regency (Ph : 2340670) ৬৫০-১৯৫০; হাইকোর্ট লেনে Hotel Gurjari Mahal (Ph : 2323493) R-22 ২০০-৫৭৫; স্টেশনের কাছে Ashoka Hotel (2320047), Hotel India (2341903) ১৭৫-২৭৫; Hotel Safari (Ph : 2340638) AC ১৭৫-২৭৫; Hotel President (Ph : 2340673) ২২৫-৩৭৫; Hotel Regal (Ph: 2322599) R-34; ১৫০-৩৭৫; টোপী বাজারে Vivek Continental (Ph: 2432721) ২২৫-৪৫০; হাইকোর্ট রোডে Man Mandir, R-22, ১২৫-২২৫। এছাড়া Super Star Lodge, Scindia Ki Chawani, Kailash Lodge; পতনকর বাজারে Central Hotel, Jayendra Ganj; নৈ সড়কে Ranjit Hotel, Maharastra Lodge প্রভৃতি হোটেল আছে।

আছে RR, মোরারে CH (রিজা: Commissioner, Gwalior Division), গান্ধি রোডে স্টেশনের কাছে DB (রিজা : EX, Engr. PWD, B & R,Gwalior), ধরমশালা— রামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণণ, বিধিচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, মহাবীর ও রঘুবীর ইত্যাদি।

কী দেখবেন এখানে : এখানের প্রধান দ্রষ্টব্য **গোয়ালিয়র দুর্গটি**। সম্রাট বাবর বলেছিলেন এই দুর্গটি 'ভারতের দুর্গমালিকার মুক্তোর লকেট'। বেলেপাথরের একটি 300 ফুট (93 মিটার) উঁচু জমির উপরে 35 ফুট (11 মিটার) উঁচু 2 মাইল (3 কিমি) জোড়া দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এই বিশাল দুর্গের মধ্যে যাওয়াটাই খুব রোমাঞ্চকর। এর পূর্বে পুরনো গোয়ালিয়র শহর আর 1.6 কিমি দক্ষিণে নতুন শহর লস্কর। দুর্গের প্রধান প্রবেশপথে 5টি তোরণ। আলমগীর গেট আর বাদলমহল বা হিন্দোলা গেট পার হয়ে ডানদিকে ঘুরলেই **গুর্জরী মহল**। এটি মহারাজা মানসিংহ তাঁর অসমসাহসী গুর্জরীতনয়া প্রিয়া মৃগনয়নার জন্য তৈরি করেছিলেন। এই দোতলা প্রাসাদের সৌন্দর্য এত মনোহর যেন প্রেম এখনো এখানে গুঞ্জন করে চলেছে। এখন অবশ্য এর ভিতরে হয়েছে **যাদুঘর**। এখানে 1 শতক থেকে দুষ্প্রাপ্য প্রত্নবস্তু সংরক্ষিত রয়েছে। গয়রামপুরের বিখ্যাত বনদেবী শালভঞ্জিকার মূর্তিটি এখানেই দেখতে পাবেন। তবে সেজন্য কিউরেটারকে বিশেষ অনুরোধ জানাতে হবে।

গণেশ তোরণের বাইরে দেখুন সন্ত **গোয়ালিপ্পার মন্দির**। 6 শতকে গুপ্তযুগের এক বিদ্রোহী রাজকুমার যমুনা ও নর্মদার মধ্যবর্তী স্থান দখল করে নেন ও দুর্গ চত্বরে সূরয কুণ্ড নামে একটি কুণ্ড খনন করিয়ে পাশে একটি সূর্যমন্দির নির্মাণ করেন। এর পাশে বাস করতেন সন্ন্যাসী গোয়ালিপ্পা। তাঁর হাতের জল খেয়ে রাজা সূর্য সেন কুষ্ঠরোগমুক্ত হন এবং নাম হয়ে যায় সুহন পাল। পরে এই সমাধি ভেঙে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। লক্ষ্মণ গেটের বাইরে দেখতে পাবেন একটা পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে **চতুর্ভুজ মন্দির**। শেষ তোরণটি হল হাতিয়া পোল বা হস্তিতোরণ। মানসিংহের তৈরি এই তোরণের পাশে একদা একাট পূর্ণকায় হাতির মূর্তি ছিল। পশ্চিম দিক দিয়ে আর ওয়াহি তোরণ দিয়ে অবশ্য দুর্গে ঢোকা যায়।

হস্তিতোরণ দিয়ে ঢুকুন মানসিংহের তৈরি **মানমন্দিরে**। 1489-1517-এর মধ্যে নির্মিত এই চিত্র মন্দিরের টালিগুলো এখন খুলে পড়েছে, তবে এর সৌন্দর্য এখনো অটুট। রাজহাঁস, হাতি, ময়ূর এখানের দেওয়ালে নানা রঙে চিত্রিত। সামনের দেওয়ালে 390 ফুট × 80 ফুট (120 × 25 মিটার) বিশাল চিত্রের ছবি তুলতে আপনার আগ্রহ জাগবেই। নীচের ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলি দেখে আসতে ভুলবেন না। গ্রীষ্মকালে মানসিংহ এর শীতল ঘরগুলিতে থাকতেন। পরে এগুলি বন্দীদের ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষে পরিণত হয়। এখানেই ঔরংজীব তাঁর দাদা মুরাদকে বন্দী করে রেখেছিলেন। এর কাছেই রয়েছে **জহর কুণ্ড** যেখানে স্বামীরা যুদ্ধে পরাজিত হলে স্ত্রীরা রাজপুত রমণীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করত। এখনো প্রাচীন শৌর্য এবং প্রেম যেন এর কক্ষে কক্ষে বিরাজিত। মান আর করণ প্রাসাদের মাঝখানে রয়েছে **বিক্রমাদিত্য প্রাসাদ** (1516-তে নির্মিত)। আর আছে মানসিংহের খনন করা **মোতিঝিল** নামে বড় পুকুর। মোগলরা নির্মাণ করেন জাহাঙ্গির প্রাসাদ আর শাজাহান প্রাসাদ দুর্গের উত্তর প্রান্তে।

মানমন্দিরের প্রায় 200 গজ (185 মিটার) দক্ষিণে রয়েছে দুটি মন্দির— **সাস-বহু মন্দির** অর্থাৎ শাশুড়ি-বধূ মন্দির— বিষ্ণুর নামে উৎসর্গীকৃত। বড় মন্দিরটি 100 × 63 ফুট (30 ×19 মিটার)। রাজা মহীপাল 1093-এ এটি সম্পূর্ণ করেন। এর তোরণপথটিই শুধু চেয়ে চেয়ে দেখার মত। এতে রয়েছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মূর্তি। রয়েছে 100 ফুট (31 মিটার) উঁচু প্রতিহার বিষ্ণুর মন্দির **তেলি-কা-মন্দির** দুর্গের পশ্চিম দিকে। 9 শতকের দ্রাবিড়ীয় রীতি সুস্পষ্ট এর শিখরে। মন্দিরের 12 মিটার উঁচু দ্বারপথে একটি গরুড় মূর্তি আছে। দুর্গের বাইরে আরোওয়াহি দ্বারের পথে খাড়া পাথরের উপর দেখতে পাবেন বিশাল জৈন মূর্তি। এদের মধ্যে আদিনাথের মূর্তিটি 19 মিটার উঁচু। এঁর পায়ের পাতা 3 মিটার লম্বা। এছাড়া নানান ভঙ্গির আরো 20টি মূর্তি। বাবর সবগুলো ধ্বংস করে দিতে বললেও তা সম্ভব হয়নি।

এখানে আরো দেখুন **জয়বিলাস প্রাসাদ** ও **যাদুঘর**। প্রাসাদটি ইটালিয়ান গঠনে টাসকান ও করিন্থীয় স্থাপত্যের মিশ্রণে তৈরি। এর দরবার হলে দুটি ঝোলানো কার্পেট আছে— যে দুটির ওজন কয়েক টন। বলা হয় এ দুটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং ভারী পরদা। দশটা হাতি দিয়ে ছাদের বহন শক্তি পরীক্ষা করিয়ে তবে এগুলি ঝোলানো হয়েছিল। ইটালি ও ফরাসি রীতিতে সজ্জিত এই প্রাসাদের কক্ষগুলি অনুপম। আপাতত এখানে সিন্ধিয়া রাজপরিবার বসবাস করছেন। প্রায় 35টি কক্ষ নিয়ে তৈরি হয়েছে **জীবজি রাও সিন্ধিয়া মিউজিয়াম**। এখানে খুব মজা লাগবে টেবিলে পাতা ছোট্ট রেলপথের উপর কাট-গ্লাসের ওয়াগনে রুপোর তৈরি ট্রেন। জন্মাষ্টমীর সময় দোলানোর জন্য ইটালি থেকে আনা কৃষ্ণের দোলনা,

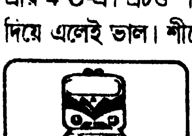
চিঙ্কুরানীর রত্নখচিত চপ্পল আর নানা স্মারক। মহিমা কাকে বলে বুঝতে পারবেন।

এখানে আরো দেখুন **তানসেনের সমাধি**। এখানে যে তেঁতুলগাছ ছিল তার পাতা খেয়েই নাকি তাঁর গলা এত মিষ্টি হয়েছিল। পাতার চাহিদা এত ছিল যে গাছটাই শেষ পর্যন্ত মারা গেল। এখানে এসে আড়াইখানা তেঁতুল পাতার নৈবেদ্য দিয়ে তানসেনকে শ্রদ্ধা জানান। দেখুন আফগান রাজকুমার **ঘৌস মহম্মদের কবর**, তাঁতীয়া টোপী, ঝাঁসীর রানীর স্মারকসমূহ, কলাবীথিকা (রবি ও ছুটির দিন বন্ধ), মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মিউজিয়াম (সোমবার বন্ধ), গোয়ালিয়র চিড়িয়াখানা (8.00-15.00), লস্করে গিয়ে জিয়াজি বাজারে জিনিসপত্র কিনুন। ঘুরে বেড়ান গান্ধি ময়দানে। ফেরার সময় বিখ্যাত গোয়ালিয়র স্যুটিং সঙ্গে নিয়ে আসবেন কিনা অন্তত দুবার তো ভাবুন।

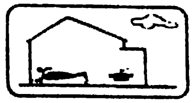
শিবপুরী

গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া-রাজবংশের এই গ্রীষ্মকালীন রাজধানীতে আপনাকে আসতে হবে এর ঐশ্বর্য, এর অরণ্য সম্পদ, এর বন্যপ্রাণী সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষে পান করার জন্য। একদা এর ঘন অরণ্যে মোগল সম্রাটরা শিকারের নেশায় মত্ত হয়ে উঠতেন। তাঁদের হস্তিশালা পূর্ণ করত এই অরণ্যের বন্দী হস্তিরা। পরে এখানে বাস করত অজস্র বাঘ এবং শ্বাপদেরা। এখানের টিলা-পাহাড়, এখানের অরণ্য পরিবেশই হাতছানি দিয়েছিল গোয়ালিয়রের রাজপরিবারকে একটি গ্রীষ্মাবাস গড়ে তুলতে। এখানের সরোবর, বন্য জীবজন্তু, পাখি ও গাছপালা সব দেখার জন্য এখানে আসুন।

কখন আসবেন: শিবপুরী পর্যটকদের কাছে সারা বছরই উন্মুক্ত। তবুও 490 মিটার উঁচু এই শহরে এপ্রিল-জুনে তাপমাত্রা ওঠে প্রায় 40 °C এবং শীতে নেমে আসে প্রায় 4°C-এ। প্রচণ্ড শীত এবং দুঃসহ গরম— দুটি বাদ দিয়ে এলেই ভাল। শীতে ভারী পশমি পোশাক লাগে।



কেমন করে আসবেন: **বিমানে** এলে নামুন 112 কিমি দূরের গোয়ালিয়রে। প্লেন আসছে এখানে দিল্লি, ভূপাল, ইন্দোর, জব্বলপুর, রায়পুর এবং মুম্বাই থেকে। তারপরে বাসে আসুন এখানে। **ট্রেনে** এলে নামুন এই গোয়ালিয়রেই। আর **সড়কপথে** এখানে বাস আসছে গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ঝাঁসী, উজ্জয়িনী, কোটা, বুন্দি প্রভৃতি স্থান থেকে। আগ্রা-মুম্বাই হাইওয়ে থেকে মাত্র 3 কিমি পথ আসতে হবে শিবপুর-ঝাঁসী রোড ধরে। এখানে ট্যুরিস্ট ভিলেজের আরাম আপনাকে বরণ করে নেবে সানন্দে।



কোথায় উঠবেন: মাধব ন্যাশনাল পার্ক, সখ্যাসাগর, ভাদৈয়া কুণ্ড, সব কিছুকেই ভালভাবে দেখতে হলে এখানের ট্যুরিস্ট ভিলেজে এসে উঠুন। কুঁড়েটি কটেজে আপনার যাবতীয় আরাম উপস্থিত রয়েছে— বসার প্রশস্ত জায়গা, রেস্তোরাঁ এবং বার, দোকান-পশারি এবং সেই পাহাড়-ঘেরা প্রতীক্ষিত আরণ্য পরিবেশ— সব কিছু শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নয়। Ph : (07492) 223760, DAB ৪৯০, DAC ৬৯০। দুটি ঘর আছে 4B, ৭০০ প্রতিদিন। আর আছে এই MPTDC-রই Chinkara Motel আগ্রা-মুম্বাই রোডে (Ph: 222297) R-4, ২৫০ D ৩২৫ বাড়তি শয্যা ৬৫। এছাড়া রেল স্টেশনের কাছে CH, DB ছাড়া আছে PWD RH, No.2 (রিজা: Ex.,Engr. PWD, Shivapuri, MP). National Park-এর ভিতর আছে Sakhya Sagar Boat Club।

কী দেখবেন এখানে: জাতীয় সড়ক ধরে যখন আসবেন তখনই পথের পাশেই দেখতে পাবেন ক্লান্তিহরা একটি জলপ্রপাত— **সুলতানগড় ফলস্**। শহরে থাকার ব্যবস্থা করে এবারে বেরিয়ে পড়ুন।

সখ্যাসাগর: জাতীয় পার্কের গা-লাগাও এই হ্রদটিতে নানা জাতীয় সরীসৃপের বাস— যেমন ধরুন কুমির, মকর, অজগর, গোসাপ ইত্যাদি। এরই পারের কাছে তৈরি বোট ক্লাবটি একটি খিলান সেতু দিয়ে যুক্ত। এরা জলে নৌকো ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। প্রায় 11 কিমি পরিধিযুক্ত এই বিশাল লেকটি মহারানী সখ্যারাজ সিন্ধিয়ার নামে নামাঙ্কিত। সবুজ পাতায় ছাওয়া এই হ্রদের পাহাড়ের দিকটায় সদাই বইছে শীতল সমীরণ। এর অন্য নাম চাঁদপাতা। যদি বনের গভীরে সবচেয়ে উঁচু জায়গা **জর্জ কাস্‌ল**-এর ওয়াচ-টাওয়ার থেকে এই হ্রদটিকে সূর্যাস্তের সময় দেখেন তবে মনে হবে একটি বিশাল রুপোলি দর্পণের উপর কী এক আশ্চর্য রঙবদলের যাদু দেখছেন। এই কাস্‌লটি নির্মাণ করেছিলেন জিয়াজি রাও সিন্ধিয়া।

আপনি যদি ট্যুরিস্ট কটেজে থাকেন তাহলে তো ভাদৈয়াকুণ্ড আপনার মিতা। হয়ত এর প্রপাতগুলির পাশেই একদিনের বনভোজন সেরে নেওয়ার পরিকল্পনা আপনার আছে। এর জল ওষধিগুণে পূর্ণ, রোগ সারিয়ে তোলে।

ঘুরতে ঘুরতে ছত্রিগুলোতে পৌঁছে মনে হবে এ এক অদেখা **স্বপ্নপুরী**। অন্যত্র সমাহিতদের উদ্দেশে এগুলি গড়া

হয়েছে। মহারানী সখ্যরাজ সিন্ধিয়া, মহারাজ মাধোরাও সিন্ধিয়ার ছত্রিগুলিতে কী অপরূপ শিল্পকৃতি। মোগল উদ্যানের অপার সৌন্দর্যরাজির পটভূমিতে গড়ে তোলা সূক্ষ্মাগ্র স্তম্ভরাজি আর আড়াআড়ি পথের মিলনে যখন ভিক্টোরিয়ান ল্যাম্পের আলো এসে পড়ে, জানি না সে সমাধিভূমি প্রাণ ফিরে পায় কিনা! রাজা আর রানীর সমাধিভূমি দুটি সামনাসামনি কি আজও প্রেমের কথা বলে যায়? জলের উপর বাঁধানো পথের মাঝখানে জল চত্বরে কি আজও মা-ছেলে হাত ধরাধরি করে বেড়ান? কিন্তু রাজপুত শৈলী আর মোগল ঘরানা যে হাত ধরাধরি করেছে তাতে সন্দেহ কী। রাজার সাদা মার্বেল পাথরের 90 ফুট x 40 ফুট (28x 12½ মিটার) সমাধিস্থল তাঁর মায়ের সমাধিস্থলের মত সুন্দর। দুজনেরই পূর্ণাবয়ব মূর্তি রয়েছে এখানে দেখতে পাবেন। প্রতি সন্ধ্যায় সংগীত শিল্পীরা গোয়ালিয়র ঘরানার বন্দনাগীতিতে এখানে নীরবতার উপাসনা করেন। প্রতিদিন এখানে নতুন গান ও আহার্য দিয়ে প্রতিমূর্তি দুটিকে সেবা করা হয়।

সার্কিট হাউসের পাশের তাঁতিয়া টোপীর চবুতরাতে যদি পায়ে পায়ে গিয়ে পৌঁছে যান তবে স্বাধীনতার 20 বছর পরে গড়ে তোলা এই চবুতরায় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা তাঁতিয়া টোপীকে ইংরেজ সরকার যে নির্মম ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেন (1858) তার কথা স্মরণ করে মন একই সঙ্গে ভারী এবং গর্বোচ্ছল হয়ে উঠবে।

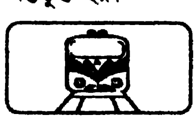
অবশ্য প্রকৃতিপ্রেমিকের বিশেষ করে ভাল লাগবে মাধব জাতীয় উদ্যানটি। 156 বর্গকিমি আয়তনের এই জাতীয় পার্ক সারা বছরই পর্যটকদেব জন্য খোলা। পাহাড়ি বন্ধুরতা, শুষ্ক বনাঞ্চল, পাতা ঝরা গাছের সারি, সমতল শ্যামল তৃণভূমির মাঝে সহজেই দৃষ্টিপথে পড়বে নানান জাতের হরিণ—সিঙ্কারা, গ্যাজেল বা চিতল। কখনো দেখতে পাবেন সম্বর, নীলগাই, চৌশিঙ্গা হরিণ, শ্লথ ভালুক, চিতা এবং লাঙ্গুর। এর বিশাল হ্রদের বুকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বসছে পরিযায়ী পাখির দল। এরা উড়ে আসে দূর Waste Weir থেকে— মে মাসের প্রথম পর্যন্ত থাকে। আরো কত ধরনের পাখি যে থাকে তার ইয়ত্তা নেই। ভুলতে পারবেন না এই বন্যপ্রাণী আবাস আর পাখিরালয়টিকে।

এখানে থেকেই দূরে দূরে যেতে পারেন : 127 কিমি দূরের চান্দেরিতে গিয়ে দেখে আসুন বুন্দেলা, রাজপুত আর মালব শিল্পধারার সাক্ষীগুলি— 9-10 শতকের জৈন মন্দিরগুলিকে। 56 কিমি দূরে আছে এক সময়ে নৈষধরাজ নলের রাজধানী নরওয়ার। এখানে এলে নল-দময়ন্তীর কাহিনী আবার হয়ত মনে পড়ে যাবে— তাদের ভালবাসা, বিচ্ছেদ আবার পুনর্মিলনের আখ্যান। পাহাড়ের চূড়ায় দুর্গটি দেখলে, রাজপ্রাসাদের ম্যুরাল চিত্র দেখলে, সিকন্দর লোদির মসজিদ দেখলে এমনকি মকরধ্বজ তালটি দেখলে আপনার দেখার অভিজ্ঞতা অনেক বেড়ে যাবে। যেতে পারেন মাত্র 21 কিমি দূরে সারওয়েতে গিয়ে দুর্গ ও 3টি বিষ্ণু মন্দির দেখতে।পাখিরালয় কারেরা যেতে পারেন মাত্র 40 কিমি (শিবপুরী-ঝাঁসী রোডে) এগিয়ে। অথবা যেতে পারেন চোদ্দটি ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে কাদোয়াতে।

এবাব চলুন শিবপুরী বা সারওয়ে থেকে বাস ধরে সোজা ইন্দোরে।

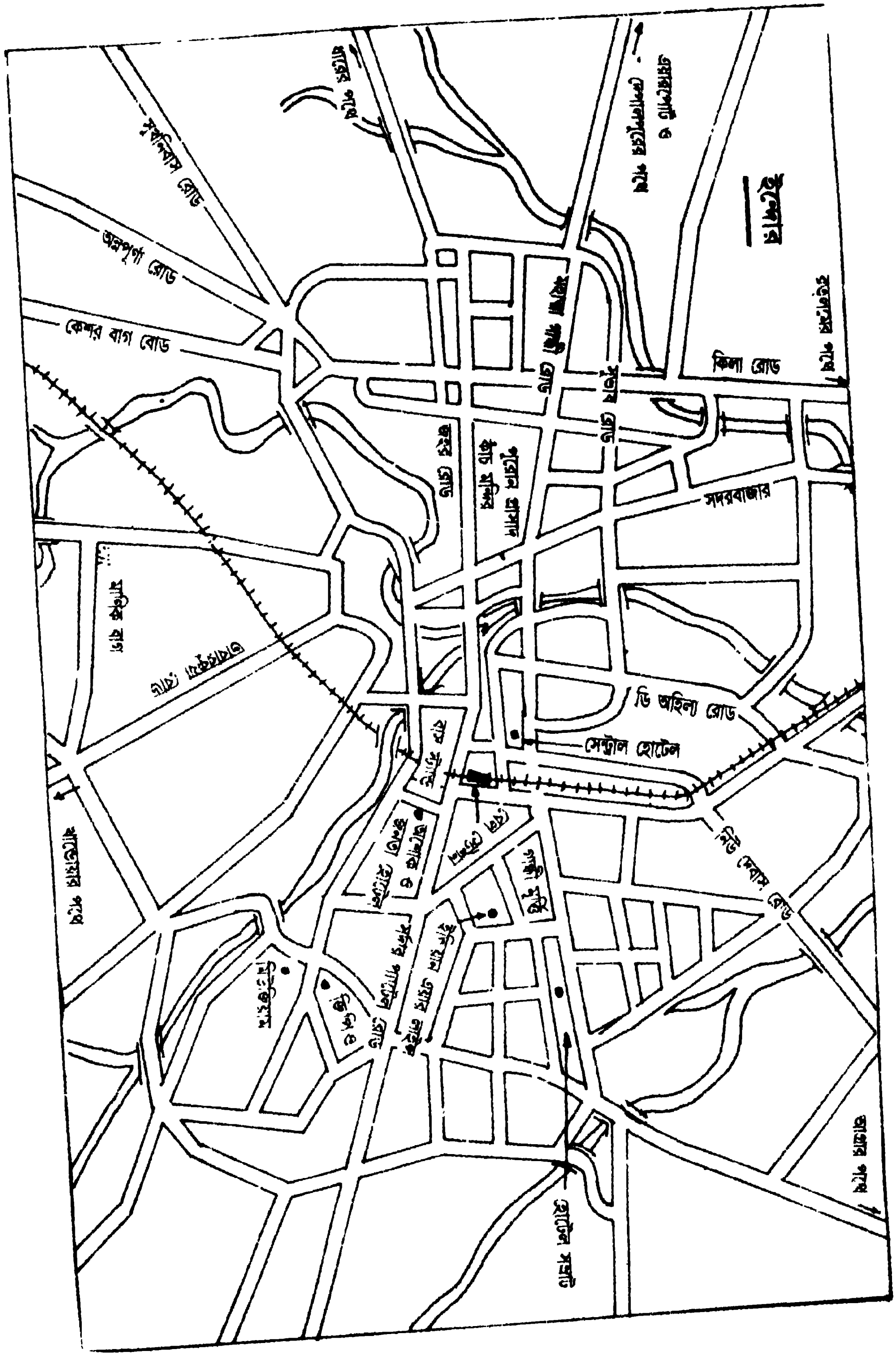
ইন্দোর

মধ্যপ্রদেশের অন্যতম জেলা ও জেলা সদর। আয়তন 3,831 বর্গকিমি। বিন্ধ্য পর্বতমালা মালভূমির উপরে নর্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী এই শহরটি ঠিক খান ও সরস্বতী নদী দুটির সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। প্রায় 200 বছর আগে ইন্দোর— যার পুরনো নাম ইন্দ্রেশ্বর— হোলকারদের কর্তৃত্বাধীনে আসে। এখানে হোলকার বংশের প্রতিষ্ঠাতা মলহররাও হোলকার। এঁরই পুত্রবধূ ছিলেন অহল্যাবাঈ (1725/26-1795 খ্রি:)। তিনিই প্রথম ফরাসি যুদ্ধবিদ্যা বিশারদদের সাহায্যে একটি নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি কামপেল থেকে ইন্দোরে জেলার শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন যদিও রাজধানী থেকে যায় মহেশ্বরে-ই। অহল্যাবাঈ-এব মৃত্যুর পর নানা বিবাদের সূত্রে 1801 খ্রিস্টাব্দে দৌলত রাও সিন্ধিয়ার পরাক্রান্ত মন্ত্রী সারজি রাও ঘাটকে ইন্দোর শহরটিকে ধূলিসাৎ করেন। অনেক পরে ইংরেজ রাজত্বকালে এর গৌরব ফিরে আসে। প্রথমে ইন্দোরে একজন রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। স্বাধীনতা লাভের পরে ইন্দোর মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়।



কেমন করে আসবেন : যদি বিমানে আসেন তবে ইন্দোর বিমানক্ষেত্রেই নামতে হবে। নিয়মিত IAC-র বিমান আসছে দিল্লি, গোয়ালিয়র, ভূপাল এবং মুম্বাই থেকে।

ট্রেন আসছে ইন্দোরে নানা দিক থেকে। যাঁরা কলকাতা থেকে যাবেন তাঁরা হাওড়া থেকে শিপ্রা (ইন্দোর) এক্স চেপে সরাসরি ইন্দোর পৌঁছে যাবেন 36 ঘন্টার একটু বেশি সময়ে। ছাড়ে সো বৃ শ 15.15। পৌঁছয় ভোর


অন্নপূর্ণা রোড
কেশর বাগ রোড
কিলা রোড
সদরবাজার
ডি অহিল্যা রোড
সেন্ট্রাল হোটেল
নিউ দেবাস রোড

3.45-এ। আবার এলাহাবাদ হয়ে মুম্বাই মেলে উঠে খান্ডোয়াতে নেমে গাড়ি বদল করে যেতে পারেন। অথবা এই ট্রেনের সঙ্গেই ইন্দোরের বগি আছে তাতে উঠে চলে যেতে পারবেন। কলকাতা থেকে দূরত্ব 1,658 কিমি। জম্মু-তাওয়াই 8.15 ছেড়ে মালব্য এক্স নিউদিল্লি 18.45 পৌঁছে ইন্দোর 13.40-এ; এটি জম্মু তাওয়াই ফেরে ইন্দোরে 13.00 ছেড়ে নিউদিল্লি 7.50 হয়ে 18.40। হজরত নিজমুদ্দিন থেকে নিজামুদ্দিন-ইন্দোর এক্স 22.15 ছেড়ে আসে 11.50; জয়পুরে 21.10 ছেড়ে জয়পুর-ইন্দোর এক্স (মঙ্গল. বৃহ) আসে 7.40; ত্রিবান্দ্রম থেকে 4.30 ছেড়ে ত্রিবান্দ্রম-ইন্দোর এক্স (শনিবার) চেন্নাই সেন্ট্রালে 23.05 হয়ে ইন্দোর 8.20; আজমীরে 20.30 ছেড়ে আজমীর খান্ডোয়া এক্স 11.15; জয়পুরে 12.40 ছেড়ে জয়পুর-পূর্না এক্স (মিটার (গেজ) 4.20; বিলাসপুরে 9.00 ছেড়ে নর্মদা এক্স/প্যাসেঞ্জার ইন্দোরে 13.30।

সড়কপথে : বাস আসছে ইন্দোরে গোয়ালিয়র, ভূপাল, সাঁচী, বিদিশা, মাণ্ডু, উজ্জয়িনী ও মধ্যপ্রদেশের প্রধান শহরগুলি থেকে। এদের দূরত্ব যথাক্রমে কিলোমিটারে— 464, 187, 233, 263, 100 এবং 55 কিমি। মুম্বাই, নাগপুর, জয়পুর, আগ্রা থেকে বাস আসছে যথাক্রমে 600, 510, 737 ও 604 কিমি পথ পার হয়ে। গুজরাট রোড ট্রান্সপোর্ট বাস চালায় আমেদাবাদ থেকে। ভূপাল, মাণ্ডু, উজ্জয়িনী থেকে দিনে দিনে গিয়ে দিনে দিনেই ফিরে আসা যায়। জুলাই থেকে মার্চের মধ্যে যান। স্থানীয় ভাবে ট্যাক্সি, 7-সিটের টেম্পো, 2-সিটের স্কুটার ও টাঙা পাবেন।

কোথায় উঠবেন: MPTDC-র Tourist Bunglow রয়েছে রবীন্দ্রনাট্য গৃহের ঠিক পিছনে (Ph: 2521818) R-5 SAB ৩২৫ DAB ৩৭৫ SAC ৪০০ DAC ৫০০; 70-71 মহাত্মা গান্ধি রোডে Central Hotel (Ph . 2538547) ২৭৫-৫৫০; এখানে Hotel Seva ২৫০-৫০০; Hotel Samrat (Ph : 524312) ২৭৫-৬৫০; আগ্রা-মুম্বাই রোডে Hotel Seva Suhag ৫০০-৮৫০; 12/1 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মার্গে Hotel Shreemaya (Ph: 515555) ৬৫০-১০৫০ ; যশোবন্ত নিবাস রোডে Lantern Hotel (Ph : 2535327) ৩৫০-৭০০; এ বি. রোডে Hotel Amaltas International (Ph : 2432631) ৩০০-৬০০; 2-A কাঞ্চনবাগে Hotel Crown Palace (Ph : 2434891) ৫০০-৭৫০; এখানেই 12/2 ড. এস. পি. মার্গে Hotel Kanchan (Ph : 2538501) ৩৫০-৫৫০; কলমা নেহরু স্কুল রোডে Hotel Paras Regency (PH : 2460179) ২০০-৫০০; 163 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মার্গে Hotel President (Ph : 2528866) ৫২৫-১৫৫০; 8-A1 সাউথ তুকোগঞ্জে Hotel Prinece's Palace (Ph : 2537940) ৪৭৫-৮৫০; এখানেই 17/2 নং এ Hotel Sunder (Ph : 532314) ৩০০-৭৫০; হুক মার্গে Hotel Shεesh Mahal (Ph : 536581) ১২৫-৬০০, Standard Hotel ৭৫-২৭৫; নাসিয়া রোডে Chandralok Hotel (PH : 536196) ১২০-২৫০; Jahaz Mahal ১০০-১৯০; ছোটি গোয়ালটুলিতে Hotel Neelkamal রেল স্টেশনে কাছেই ১২৫-২২৫, এখানেই Hotel Neelam ১২৫-৪০০, এছাড়া আরো প্রচুর হোটেল রয়েছে। Banerjee Hotel (Ph: 2272030) SAB ২৫০-৩৫০ DAB ৫৫০; Hotel Gourav (Ph 2242598) SB ১৫০-২০০ DB ২০০-২৫০; Hotel Amritlal International (Ph: 2432631) SAB ৪৫০-৫৫০ DAB ৬৫০, Hotel Surya (Ph. 2517701) SAB ৫০০-৭৭৫ DAB ৭৫০-১০০০; Hotel Tulsi (Ph 2524920) SAB ৫০০-৬০০ DAB ৬৫০-৭৫০ প্রভৃতি। এছাড়া শাস্ত্রী বাজারে Girdhar Lodge, নাসিয়া রোডে New Janata Hotel, Hotel Chandra Niwas, Central Lodge, Hotel Crown, Rainbow Hotel, Hotel Garow, Purohit Lodge, Hotel Asoka, Santiniketan Lodge, Janata Hotel, Viram Lodge, Dilip Lodge, Hotel Sri Maya, Standard Hotel, Hotel Mayur, Hotel Shalimar, Friends Lodge, Gujrat Lodge ইত্যাদি। আছে State GH (রিজা : কমিশনার, ইন্দোর), CH (রিজা . ঐ), RR 2নং NH এ , WIAA Rest House; ধরমশালা— শেঠ হুকুমবাদ, টিকামজি মূলচাঁদ, দয়ালজি, জগন্নাথ নয়নজি ইত্যাদি।

কী দেখবেন এখানে : কাচমন্দির বা হুকুমচাঁদের মন্দির। এটি একটি জৈনমন্দির। ভিতরে আছে তীর্থঙ্করদের বিশাল মূর্তি। এর দেওয়াল, ছাদ ও মেঝে মুক্তো, কাচ এবং নানা রঙের পুঁতি দিয়ে তৈরি। মৃত্যুর পর পাপীরা যে কী ভয়াবহ শাস্তি পায়— তার ভয়াবহ সুবিশাল চিত্র দেওয়ালে অঙ্কিত। এটিই শহরের সবচেয়ে দর্শনীয় স্থান। দেখুন হোলকার রাজাদের ছত্রিবাগ-এ নানা সমাধিস্থল। এখানে স্মরণ-সমাহিত রানী অহল্যাবাঈ ও তাঁর পুত্র মালে রাও

হোলকার। নতুন রাজবাড়ি **মানিকবাগ**, অন্য এক রাজপ্রাসাদ **লালবাগ**। দেখতে চলুন **ওঙ্কারেশ্বর মান্ধাতা** (পরে দ্রষ্টব্য)। প্রধান সড়কের উপর মলহারগঞ্জ গিয়ে দেখুন গণেশের বিশাল মূর্তি **বড়া গণপতি**। এখান থেকেই যেতে পারেন 126 কিমি দূরের বাঘ, 90 কিমি দূরে মহেশ্বর, 89 কিমি দূরে মাণ্ডু এবং 53 কিমি দূরে ওঙ্কারেশ্বর।

একটা ঘোড়ার গাড়ি বা টাঙা ভাড়া করে একদিনেই ইন্দোরের সব জায়গা দেখতে পারেন।

ওঙ্কারেশ্বর মন্দির

বিখ্যাত শৈবতীর্থ। ওঁকার মান্ধাতা নামেও পরিচিত। নর্মদা নদীর মাঝখানে 2 কিমি দীর্ঘ যে মান্ধাতা নামের দ্বীপটি আছে সেটি দেখতে অনেকটা ওঁকারের মত। তাই এই মন্দিরের নাম ওঙ্কারেশ্বর। তীরে আরো অনেক মন্দির আছে। [illegible] বিশাল মন্দিরটি দ্বীপের পূর্ব অংশে [illegible]। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম [illegible] নয়। আদি মন্দির ছিল [illegible] অমরেশ্বর বা মমলেশ্বর মন্দির, [illegible] অধিষ্ঠান ছিল। পুনের [illegible] মূল মন্দিরটি সংস্কার [illegible] করেন। এর পুরো নাম মমলেশ্বরই [illegible]।

নর্মদা নদীর এই অংশে কুমিরের নিত্যই ঘোরাফেরা। পবিত্র জলে অতএব ডুব দিলে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি লাভ! বেড়াতে গিয়ে এই হঠকারিতা উচিত হবে না। 1824-এর আগে অবশ্য পাহাড় থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'হারাকিরি'র সে যুগ বিগত। নর্মদা পার হয়ে উত্তর দিকে সামান্য গেলে নদীর তীরে দেখতে পাবেন প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির ও জৈনতীর্থ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। একটি প্রাচীন দুর্গ ছাড়া 18 ফুটের (প্রায় 6 মিটার) দেবী চামুণ্ডেশ্বরীর মন্দির আছে। যদি শিবরাত্রি ও কার্তিক পূর্ণিমায় আসেন তবে বিরাট মেলা দেখতে পাবেন। 6 কিমি দূরে সপ্তমাতৃকার মন্দির ও 9 কিমি দূরে রয়েছে **কাজলরানী গুহা**।

এখানে আসতে হবে আজমের খাণ্ডোয়া শাখার ইন্দোর থেকে বাসে 79 কিমি,মউ থেকে 58 কিমি এবং খাণ্ডোয়া জংশন থেকে 60 কিমি দূরের ওঁকারেশ্বর রোডে নেমে 10 কিমি চলুন। ইন্দোর, মউ, খাণ্ডোয়া থেকে নিয়মিত বাস চলছে। কলকাতার যাত্রীরা খাণ্ডোয়া জংশনে নেমে আসতে পারেন ট্রেনে বা বাসে চড়ে।

থাকার জন্য আছে RH ও ধরমশালা ছাড়া FRH। মন্দির কমিটির Holkar GH। ওঙ্কারেশ্বর রোডে আছে IB। ইন্দোর থেকে সকালে এসে সন্ধেতে ফিরে যেতেও পারেন। তবে একটা রাত্রি যদি কাটাতে পারেন ভাল হয়। খাণ্ডোয়াতে ভাল হোটেল আছে। এখান থেকেই উজ্জয়িনী বেড়াতে যেতে পারেন (140 কিমি)।

মহেশ্বর

পুরাণ ও মহাভারতে যাকে মাহিষ্মতী পুরী বলা হয়েছে তাই হল এখানকার মহেশ্বর বা চুলি মহেশ্বর। এখানে হৈহয় বংশ, রাজা দশাশ্ব, রামায়ণের **কার্তবীর্যার্জুন** এবং মহাভারতের নীলধ্বজের রাজধানী ছিল। অন্য নাম ছিল অগ্নিপুর। ইন্দোর থেকে 91 কিমি দক্ষিণে নর্মদা তীরে মহেশ্বরে (= মহেশে) উৎখননে যে নগরটি পাওয়া গেছে সেটিই হিউয়েন সাঙ-বর্ণিত মাহিষ্মতী। নর্মদা তীরে অতি সুন্দর এক পরিবেশে এই পবিত্র হিন্দুতীর্থে আপনি আসতে পারেন ওঙ্কারেশ্বর বেড়িয়ে 61 কিমি এসে। তবে ইন্দোর থেকেই সোজা বাসে আসতে পারেন। মউ থেকেও একই পথে ধামনদ হয়েও আসা যায়। আবার ইন্দোর থেকে খাণ্ডোয়া জংশনের মধ্যবর্তী বারওয়া স্টেশনে নেমে বাসে 44 কিমি পথ বা খাণ্ডোয়া থেকে সোজা বাসে 110 কিমি এসে এখানে আসতে পারেন।

ইন্দোরের রানী অহল্যাবাঈ প্রথমে এই মহেশ্বরে বসেই শ্বশুরের হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। পরে ইন্দোরে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। ছোট্ট এই শহরটির পাশ দিয়ে নর্মদা বয়ে চলেছে। বিশেষ করে 3 কিমি দূরে নর্মদা অজস্র ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে। নর্মদার ঘাটটি সুন্দর করে বাঁধিয়ে তীরে অসংখ্য মন্দির স্থাপন করে দিয়েছেন **রানী** অহল্যাবাঈ। অহল্যা ঘাট, দহন স্থান, ফনাসে ঘাট, পেশোয়া ঘাট, অহিল্যেশ্বর, কালেশ্বর, বিধলেশ্বর, রাজরাজেশ্বর প্রভৃতি ঘাটগুলি ও তার সংলগ্ন মন্দিরগুলি দেখার মত। দর্শনীয় মহেশ্বরের **দুর্গটিও**। ছাত্রিতে গিয়ে দেখতে পাবেন রাজগদি বা সিংহাসনে উপবিষ্টা অহল্যাবাঈ-এর মূর্তি, রাজপরিবারের স্মারক সংগ্রহালয়, দশেরা তীর্থমণ্ডপ, সতীবুরুজ ইত্যাদি। সহস্রধারায় বিভক্ত নর্মদার ধারে ধারে পূর্বদিকে 5 কিমি গেলে দেখতে পাবেন **মণ্ডলেশ্বর**। মহেশ্বর বিখ্যাত তার শাড়ির জন্যে। অতএব একটা শাড়ির জন্য বায়না ধরাটা বোধকরি মহিলা পর্যটকের পক্ষে খুব একটা অযৌক্তিক হবে না।

এখানে থাকার জন্য অহল্যা ট্রাস্ট গেস্ট হাউস, Govt. RH, ধরমশালা এবং মণ্ডলেশ্বরে RH (PWD) আছে।

বুরহানপুর

এরই ফাঁকে আহম্মদনগরের নিজাম বুরহানের নামে স্থাপিত বুরহানপুর দুর্গটিও দেখে যেতে পারেন। এটি স্থাপন করেছিলেন মীরম্ আদিল শাহ্। এর মধ্যে রঙিন টালি আর কাচের কাজ দিয়ে তৈরি যে অপূর্ব পারসিয়ান বাথ আছে তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। মমতাজ মহলের স্মৃতি, সমাধিস্তম্ভ-বিজড়িত (পরে যা আগ্রায় স্থানান্তরিত) এই স্থানে বেড়াতে আসুন। ইন্দোর 200 কিমি, ভূপাল 337 কিমি, খাণ্ডোয়া 69 কিমি আর ভুসুয়াল 54 কিমি দূরে।

ট্রেনে এসে ইটারসি-ভুসুয়াল লাইনে ইটারসি থেকে 249 কিমি দূরের বুরহানপুর স্টেশনে নামুন— অনেক ট্রেন আসছে ইটারসি থেকে। দিল্লি বা মুম্বাই থেকে যে সব ট্রেন ইন্দোর বা গোয়ালিয়র যায়, সে সব ট্রেন বুরহানপুর থামে। ইন্দোর থেকে এলে বাসে আসতে পারেন। ইন্দোর ছাড়াও মধ্যপ্রদেশের অন্যান্য শহরের সঙ্গে নিয়মিত বাস যোগাযোগ রয়েছে বুরহানপুরের।

থাকার জন্য Natraj Vishram Griha, Hotel Pushpak প্রভৃতি ছাড়াও PWD RH (রিজা · SDO, PWD, Burhanpur) আছে। এখান থেকে 20 কিমি বাসে গিয়ে পাহাড়ের উপরের রাজপ্রাসাদ এবং নীচে 10 শতকে স্থাপিত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ আসিরগড় দুর্গও দেখে আসতে পারেন।

মাণ্ডু

বিন্ধ্য পর্বতমালার একটি প্রশাখায় 2,000 ফুট (প্রায় 600 মিটার) উঁচুতে অবস্থিত মধ্যপ্রদেশের ধার জেলার একটি গ্রাম মাণ্ডু। চারপাশে গিরিখাতের তমিস্রা এবং অদূরে নর্মদার জলোচ্ছ্বাস গ্রামটির মধ্যে এক শঙ্কাশিহর রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছে। এর প্রাচীন নাম মণ্ডপিকা বা মণ্ডপ। প্রতিহার রাজত্বকালের প্রতাপগড় লেখমালায় মণ্ডপিকার উল্লেখ আছে। পারমারদের সময়ে এটি দুর্গরূপে পরিগণিত ছিল। পরে হোশঙ্গ শাহ্ (1405-1435) ধার থেকে এখানে তাঁর রাজধানী সরিয়ে আনেন ও এটিকে দুর্গনগরে পরিণত করেন।

মালবের শেষ স্বাধীন সুলতান রাজবাহাদুরের সঙ্গে নৃত্যগীতপটিয়সী রূপসী রূপমতীর প্রেম কাহিনী নিয়ে মাণ্ডুর পরিচিতি দীর্ঘকালীন। আজও গ্রাম্য কবিরা রূপমতীর প্রেম নিয়ে নিত্যই গীত গেয়ে চলেছেন। মালবের সুলতান মাণ্ডুর নতুন নাম দেন সদিয়াবাদ—আনন্দনগরী—City of Joy। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ জাহাঙ্গির বেশ কয়েকমাস এখানে কাটিয়ে যান। হিন্দু কীর্তিগুলি এখন আর অক্ষত দেখতে পাবেন না, পাবেন মুসলমান প্রত্নকীর্তিগুলিই দেখতে। এর দুর্গপ্রাকার, দুর্গতোরণ, প্রাসাদ, সমাধি-সৌধ, মাদ্রাসা— সর্বত্র মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন। হিন্দুমন্দির ভেঙে সেখানে এই শিল্পধারার প্রবর্তন করা হয়েছে। 3 বর্গকিমি জমিতে কেবল সেই সৌন্দর্যই ছড়িয়ে আছে।

কেমন করে আসবেন : যাঁরা বিমানে উড়ে আসতে চান, তাঁরা ইন্দোর বিমানবন্দরে নামুন। ইন্দোরে বিমান আসছে মুম্বাই, দিল্লি, গোয়ালিয়র, ভূপাল থেকে। তারপর 100 কিমি বাসে বা মোটরে চড়ে মাণ্ডুতে আসুন। যারা ট্রেনে আসবেন তাঁরা ইন্দোর, রতলম্ বা মোহ স্টেশনে নেমে বাস ধরে আসুন। বাস আসছে নিয়মিত ইন্দোর, ধার, মোহ, রতলম্, উজ্জয়িনী ও ভূপাল থেকে। এদের দূরত্ব মাণ্ডু থেকে যথাক্রমে (কিমিতে) 49, 100, 66, 105, 141 এবং 160। ইন্দোর থেকে প্রতি রবিবার কনডাকটেড ট্যুরের বাস আসছে এখানে। সকালে বের হয়ে সন্ধ্যায় সার্ভিস বাসেও ঘুরে আসতে পারেন ইন্দোর থেকে মাণ্ডু গিয়ে। অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে আসুন। শীতে আনুন পশমি পোশাক। বর্ষায় যদি আসেন, সবচেয়ে ভাল।

কোথায় উঠবেন : যাঁরা মাণ্ডুতে এসে রাত্রিবাস করতে চান তাঁরা MPTDC-র Traveller's Lodge পাবেন রূপমতী রোডে (Ph : 263221) R-8, S ৩২৫-৫৫০, D ৪০০-৭০০; এখানেই Tourist Cottages (Ph : 263235) S ২৫০-২৭৫ D ৩০০-৪৫০ DB Dlx. ৬৫০ DAC ৮৫০; Hotel Rupmati (Ph: 263270) SAB ৩০০ DAB ৪০০-৭৫০। এছাড়া আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার Taveli Mahal Rest House (Ph: 263225), সাগরতলাও-এর উলটোদিকে LIG RH (রিজা . Ex. Engr, PWD, Dhar, MP), বাসস্ট্যান্ডের কাছে নগর পঞ্চায়েত ট্যুরিস্ট হোম DB ১২৫, গ্রাম সরপঞ্চ-এর অধীনে ধরমশালাও আছে।

কী দেখবেন এখানে : গোটা মাণ্ডু শহরটি একটি দুর্গ বিশেষ। 45 কিমি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা মাণ্ডুতে প্রবেশের জন্য 12টি তোরণ আছে— এর মধ্যে প্রধান দিল্লি দরওয়াজা। এ পথে প্রবেশের জন্য বেশ কয়েকটি দেওয়াল-ঘেরা স্থান— যেমন আলমগীর ও ভাঙ্গি দরওয়াজা পার হয়ে যেতে হবে। এমনি আরো কয়েকটি তোরণ হল রামগল দরওয়াজা, জাহাঙ্গির দরওয়াজা, তারাপুর গেট ইত্যাদি। এখন চলুন প্রথমেই রাজকীয় মহলগুলি দেখে আসি।

জাহাজ মহল: দুপাশে হ্রদ, মাঝখানে এক ফালি সরু জমি— তারই উপরে মাণ্ডুর রমণীয় জাহাজ প্যাটার্নের প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। কর্পূরতালাও আর মুঞ্জতালাও-এর উপর গড়ে উঠা এই প্রাসাদ 360 ফুট (110 মিটার) লম্বা। এমনি গঠন যেন হাওয়ায় ভাসছে। ছাদে ছোট ছোট গম্বুজ, নহবতখানা আর ঝুল বারান্দা। চন্দ্রালোকিত নিশীথে যখন লেকের স্থির জলে প্রাসাদের কৃষ্ণবর্ণ ছায়া পড়ে— সে এক মনোহর দৃশ্য। মনে হয় মৃদু সমীরণে গোটা প্রাসাদটা যেন ভেসে যাচ্ছে জাহাজের মত। একতলায় তিনটি বিশাল কক্ষ—মাঝখান দিয়ে গেছে শীতল বারান্দার প্রশস্ততা। মুঞ্জতালাও-এর দিকে সিঁড়ি নেমে গেছে—ধাপে ধাপে সিঁড়ির কী বাহার। মাঝের প্যাভিলিয়নটি নীল হলুদ টালি দিয়ে সাজানো। অনবদ্য এর উত্তর দিকের স্নানঘর। এই প্রাসাদে নাকি কেবল মেয়েরাই থাকতেন। ঠিক কখন তৈরি হয়েছিল তা জানা না গেলেও সম্ভবত গিয়াস-উদ্-দীনের সময়ে তৈরি বলে অনুমান। হয়ত সুলতানের এটিই হারেম ছিল। খিলানওয়ালা এই প্রসাদের নীচ দিয়ে জল যাবার ব্যবস্থা আছে। তাতেই গ্রীষ্মেও ঘরগুলি ঠাণ্ডা থাকে। 1617 খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গির এসে এখানে বাস করেন ও প্রাসাদ সংস্কার করেন। পাশের টাভেলি মহল থেকে দেখতে ভাল লাগে এই প্রাসাদ। টাভেলি মহল (তবেলা) ছিল অশ্বশালা, জওহরলালের আদেশে এটি RH-এ পরিণত হয়। তিনতলা এই হস্তী-অশ্বশালাটিও দেখবার মত। সাথে কি বলে রাজকীয় ব্যাপার!

জাহাজ মহলের কাছেই রয়েছে **হিন্দোলা মহল**। এর বাইরের দেওয়ালগুলো সামান্য ঢালু বলে বাইরে থেকে দেখে মনে হয় যেন একটা দোলনা। সম্ভবত 15 শতকে নির্মিত এই মহলটি ইংরেজি "T" অক্ষরের মত। এর কক্ষটি 88 ফুট লম্বা× 60 ফুট চওড়া এবং 36 ফুট উঁচু (27 × 18½ × 11 মিটার)। এটিকে মালওয়ার সুলতানরা দেওয়ানি খাস বা দরবার হিসেবে ব্যবহার করতেন। দোতলার জানলাগুলো দেখবেন কী সুন্দর জালিকাটা। এই জাফরি দিয়েই বেগমরা দেখতেন নীচে দরবারের কাজকর্ম। ওঠার জন্যে একটা ঢালু পথ আছে— এই পথ দিয়েই হাতির হাওদায় বসে বেগমরা সোজা উপরে উঠে আসতেন। তাই পথের নাম হাতি চড়াও। হিন্দোলা মহলের পশ্চিমে দেখবেন অ-নামী কিছু ঘরবাড়ি— তাদের জমকও কম নয়। এগুলির মাঝেই আছে **চম্পা বাওলি** আর **জলমহল**। চম্পা বাওলি হল একটা বড় আকারের কুয়ো— এর জলে নাকি চাঁপা ফুলের সুবাস উঠত। এর চারদিকে মাটির নীচে জলের ধারে পথ আর কক্ষ আছে। দারুণ গ্রীষ্মে এগুলি মনে হত এয়ারকন্ডিশন্ড। সম্রাজ্ঞী নুরজাহান নাকি এখানে থাকতে ভালবাসতেন। কুয়োর কাছেই আছে আবার গরম জলে স্নান করার হামাম। মার্বেলে নির্মিত সুঅলঙ্কৃত এই প্রাসাদ এখন ভেঙে পড়েছে; তবে ভগ্নগৃহ দেখতে পাবেন এখনো। দুটি বাওলির নাম উজলি (উজ্জ্বল) ও আঁধেরি (অন্ধকার) বাওলি। চম্পা বাওলির পাশেই আছে 1405 খ্রিস্টাব্দে নির্মিত **দিলওয়ার খানের সমাধি**, নাহার ঝরোখা, গড় শাহের দোকান ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের প্রথম মর্মর সমাধি আপনি মাণ্ডুতে এসেই দেখতে পাবেন— **হোশঙ্গ শাহের সমাধি**। হোশঙ্গ শাহ্ (1405-1432) নিজেই নিজের এই সমাধি নির্মাণকার্য শুরু করেন তবে শেষ করেন পুত্র ও উত্তরাধিকারী মামুদ খিলজি। এর গম্বুজ, মার্বেলের জালির কাজ, বারান্দাযুক্ত অঙ্গন এবং চতুষ্কোণের চারকোণে চারটি স্তম্ভ—তাকিয়ে দেখার মত। মাঝখানে আছে শবাধার। এর স্থাপত্যে মুগ্ধ শাজাহান তাজমহল নির্মাণের আগে তাঁর চার স্থপতিকে পাঠিয়ে এই সমাধির নির্মাণরীতি পর্যবেক্ষণ করান। তাঁদের মধ্যে অন্যতম স্থপতি ওস্তাদ হামিদও ছিলেন। এর গা-লাগাও **জামি মসজিদটিও** দর্শনীয়। দামাস্কাসের বিখ্যাত মসজিদের অনুকরণে তৈরি মাণ্ডুর সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ এই মসজিদটি ভারতের পাঠান স্থাপত্যের সম্ভবত সর্ববৃহৎ এবং সুন্দরতম নিদর্শন। হোশঙ্গ শাহ্ এটির নির্মাণ শুরু করেন, শেষ করেন পুত্র খিলজি 1454-য়। 244 বর্গফুট (23 বর্গমিটার) জমির উপর প্রায় 55 ফুট (17 মিটার) উঁচু এই মসজিদের সামনের বারান্দা 6 ফুট (1.8 মিটার) গভীর। প্রায় 15 ফুট (5 মিটার) উঁচু গাড়ি বারান্দাটিতে উঠতে হলে আপনাকে প্রায় 30টি সিঁড়ি পার হতে হবে। প্রবেশপথটি দারুণভাবে সাজানো, জালির কাজ দারুণ সুন্দর। ছাদে আছে 61টি গম্বুজ— তার 3টি বিশালাকার। খিলানে-স্তম্ভে সাজানো পশ্চিম দিকের হলটির দেওয়াল কালো পাথরে খোদাই করা। কোথায় যেন হিন্দু-বৌদ্ধ শিল্পধারার ছাপ রয়ে গেছে এই মসজিদে। মামুদ খিলজির তৈরি আরো একটি প্রাসাদ— **আশরফী মহল** (স্বর্ণমুদ্রা মহল।)

দেখুন জামি মসজিদের ঠিক সামনেই। এটি আসলে ছিল একটি মাদ্রাসা— এখনো ঠিক প্রায় আগের মতই আছে। এখানেই আছে মামুদের সমাধি।

এবার যাই চলুন রেওয়া কুণ্ডের কাছাকাছি। জাহাজ মহল থেকে প্রায় 3কিমি দক্ষিণ-পূর্বের রেওয়া কুণ্ডটি হিন্দুদের কাছে পবিত্র সরোবর। স্নান করে এর জল নিয়ে যাওয়া তাঁদের পুণ্যকর্ম। সম্ভবত কোনো ঝরনা রূপমতীর জলে চওড়া আর গভীর হয়ে এই রূপ পেয়েছে। উত্তর দিকের একটি নালি দিয়ে প্রাসাদে জল নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বাজবাহাদুরের প্রাসাদের সামনের তোরণের পাশে এখনো এই নালা দেখতে পাওয়া যায়। বাজবাহাদুরের প্রাসাদটি 6 শতকের সূচনাতেই নির্মিত হয়েছিল। এর মাঝখানে একটা দারুণ সুন্দর চৌবাচ্চা আছে, দেখে মনে হয় যেন গোটা একটা বাড়ি! এর সংগীতমহলটি অনবদ্য। এখানেই রূপমতী আসতেন, গান গাইতেন, প্রেমের সুরভি বাজবাহাদুরের হৃদয়কে করত সুরভিত-- এখনো কবিরা সেই প্রেমের গান গেয়ে চলেছেন। এখান থেকে আশপাশের গ্রামগুলি বড় সুন্দর লাগে। কাছেই রয়েছে রূপমতী প্যাভিলিয়ন। এটি আসলে সামরিক প্রয়োজনে তৈরি- পর্যবেক্ষণ টাওয়ারবিশেষ: পাহাড়ের চূড়ায় নির্মিত এই প্যাভিলিয়নে বসে রূপমতী দেখতে পেতেন বাজবাহাদুরের প্রাসাদ আর নীচে দিয়ে কুলকুল রবে বয়ে যেত নর্মদার স্রোত। মাণ্ডু দুর্গের এই সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠার জন্যে আপনি হয় সূর্যাস্ত অথবা পূর্ণিমার সময় বেছে নিন। হয়ত আপনার মধ্যেও প্রেমের অনুভূতি নতুন প্রাণের সঞ্চার করবে।

এখানে আরো দেখার মত রয়েছে পবিত্র শিবমন্দির নীলকণ্ঠ নদীর এক বিশাল জলাভূমির ওপরে। এখানের ছায়াশীতল কুণ্ডটি ছোট নদীর জলে পূর্ণ। নিত্যই আসেন তীর্থযাত্রীরা। দেখুন নীলকণ্ঠ মহল— এর পাশেই। মোগল-শাসক শাহ বাদশা খান এটি তৈরি করে দিয়েছিলেন আকবরের হিন্দুপত্নীর জন্যে। এর দেওয়ালে সম্ভবত আকবরের আমলের কিছু লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। জামি মসজিদ আর সাগর তালাও-এর মাঝখানের হাতি মহলটিও দেখবার মত। আগেই বলেছি এর স্তম্ভগুলো হাতির পায়ের মত, তাই এই নাম। দেখুন হাতি মহলের উত্তরে একটু দূরে দরিয়া খানের কবর। ইনি দ্বিতীয় মামুদের একজন প্রভাবশালী অমাত্য ছিলেন (1510-1520)। এই অট্টালিকাটিও বেশ সুন্দর। চিস্তি খানের প্রাসাদটিও দেখতে পারেন। দাই-কা-মহল, দাই-কি-ছোটি বহিন-কা-মহল, মালিক মুঘিতের কবর, জালিমহল, ইকোপয়েন্ট (এখানে দাঁড়িয়ে আওয়াজ করুন, প্রতিধ্বনি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবে), লোহানি গুহা, শোনগড় প্রহরা মঞ্চ প্রভৃতি ঘুরে ঘুরে দেখুন। মাণ্ডুতে প্রচুর আমগাছ। খিরনিগাছে ধরছে হলুদে রঙের মিষ্টি ফল। আবিসিনিয়ার বাওবাব বা ইমলি খান ইচ্ছে মত সরবত করে। সাগরে ফুটেছে অজস্র পদ্ম। মাণ্ডু সত্যিই রূপমতী।

কন্ডাকটেড ট্যুর

মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজম (PH: 2430653) আর এন ঠাকুর রোড, ইন্দোর থেকে মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, ওঙ্কারেশ্বর ও মহেশ্বর ঘুরিয়ে আনার ব্যবস্থা রেখেছে। মাণ্ডু যাচ্ছে সোমবার বাদে সপ্তাহের অন্যদিনগুলিতে; উজ্জয়িনী যাচ্ছে সো ম বু; ওঙ্কারেশ্বর যাচ্ছে সো বৃ শু আর মহেশ্বর যাচ্ছে শনি ও রবিবার। এছাড়া বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থাও এ জায়গাগুলি ঘুরিয়ে আনে। যোগাযোগ করতে পারেন Vijayant Travels (Ph. 239771), Indore।

ধার

একদা পারমার রাজপুত বংশের এই প্রধান কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেন রাজা বীরসিংহ পারমার। ভোজ রাজার (1010-1055) সময়ে বিখ্যাত নগরীরূপে পরিচিত পায়। এ ইন্দোর বা মউ থেকে 3নং NH ধরে বাসে বা ট্যাক্সিতে সহজে আসা যায়। মাণ্ডু 36, ইন্দোর 47 কিমি। এখানে সরস্বতীদেবীর ভক্ত রাজা ভোজ সাবদা সদন নামে যে সৌধ নির্মাণ করেন, তার সরস্বতীর মূর্তিটি ইংরেজরা বিলাতে নিয়ে গেছেন। মন্দিরটি ভেঙে মুসলমান আমলে কমলদৌলা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এমনি রাজা ভোজের প্রাসাদকে দিওয়ার খাঁ পরিণত করেছেন লাট মসজিদে। এর সামনে যে লোহার জয়স্তম্ভটি পড়ে আছে তাতে আজ অবধি জং ধরেনি। বাদশাহ জাহাঙ্গির জয়স্তম্ভটি আগ্রায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। আবদুল্লা শাহ চঙ্গলের মকবরা একটি সুন্দর মুসলমান ইমারত। মন্দির বলতে ছোট পাহাড়ের উপরে স্থাপিত রয়েছে কালিকা মন্দির। এখানে উঠে পারমার রাজা মুঞ্জার খনন করা মুঞ্জা ট্যাংকটি দেখতে পাবেন। এরই কাছে আছে ধারেশ্বর মন্দির। আর ধার নগরের উত্তর প্রান্তে গেলে দেখতে পাবেন লালকেল্লা। এখানে থাকার জন্য ভাল ডাকবাংলো আছে, CH ও হোটেল আছে।

বাঘগুহা

ধার থেকে যে বাসগুলি আলিরাজপুরের দিকে যাচ্ছে

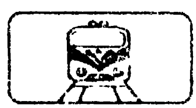
তাতে উঠে অথবা ইন্দোর থেকে প্যাকেজ ট্যুরে যে বাস চলছে তাতে চড়ে আসুন ধার জেলার এই ছোট গ্রামটিতে। বাস থেকে নেমে 5 কিমি হাঁটাপথে আসুন। ট্রেনে এলে নামতে হবে মউ রেল স্টেশনে (139 কিমি পশ্চিম-দক্ষিণে)।

বাঘ আসলে শৈলখাত বৌদ্ধ গুহা—গ্রাম থেকে 5 কিমি দূরে নর্মদার শাখা নদী ছোট বাঘনদীর বামতীরে অবস্থিত। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে ঢালুদেশে একটি পাহাড়ের গায়ে এই খাত। এটি এ অঞ্চলের একমাত্র বেলেপাহাড়। এজন্য এটি খুঁড়ে দেখতে গিয়ে প্রায়ই ধ্বংস হয়েছে এর শিল্পকর্ম। খুবই নরম এর গা। এর শিল্পকর্মের একমাত্র তুলনাস্থল অজন্তার গুহাচিত্রগুলি। 9টি গুহার মধ্যে মাত্র 5টি টিকে আছে আজও। তবে কোনোটিই চৈত্যগৃহ নয়। টিকে থাকা গুহাগুলির 1 নংটি ছিল 4 স্তম্ভের সমাবেশশালা—এর বারান্দা ধ্বংসে হয়ে গেছে। 2 নংটিতে চতুঃশালা— সামনে উঠোন। তার দুপাশে দুটি বুদ্ধমূর্তি, কুলুঙ্গি ও পিছনে স্তম্ভ বারান্দা। 33 নং গুহার বিন্যাস অসাধারণ। এখানে [illegible] মূর্তি চিত্রিত। 4 নং গুহার [illegible] অলঙ্কৃত। সমাবেশশালার [illegible] 27 [illegible] 4টি স্তম্ভ, [illegible] অথবা খোদিত। সঙ্ঘারামের প্রধান [illegible] বুদ্ধ, গঙ্গামূর্তিতে শোভিত। কোথাও একটি ক্রন্দনরতা নারীকে অন্য একটি নারী সহানুভূতি জানাচ্ছেন, কোথাও চার পুরোহিত ধর্মালোচনা করছেন—তাঁদের দুজনের মাথায় মুকুট, কোথাও স্ত্রী-পুরুষেরা নৃত্যরত; আবার বিশাল দুটি শোভাযাত্রার ছবিও দেখতে পাবেন এখানে। রঙের খেলা, বিষয়বস্তুর বিন্যাস এখানে অতুলনীয়। এই গুহার বারান্দা বরাবর 5 নং গুহা। এতে একটি বিশাল ভোজনশালা। একদা এটিও সুচিত্রিত ছিল। অন্য গুহাগুলি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত।

এখানে PWD ও Archaeological Dept-এর RH আছে। তবে এখানে থাকার দরকার হয় না। ইন্দোর থেকে ব্যবস্থাপিত সফরে ঘুরে নেওয়াই ভাল।

উজ্জয়িনী

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর বিভাগের জেলা ও সদর শহর। আয়তন 6,112 বর্গকিমি। এর প্রাচীন নাম ছিল অবন্তিকা বা অবন্তী— মালবের রাজধানী। স্কন্দপুরাণে আছে ত্রিপুরাসুরকে যুদ্ধে হারিয়ে মহাদেব এই জায়গার নাম রাখেন উজ্জয়িনী/উজ্জয়িন— যার অর্থ সম্মান ও গর্বের সঙ্গে জয়লাভ। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে এর নাম বিশালা আর কথাসরিৎসাগরে এর নাম পদ্মাবতী, ভোগবতী বা হিরণ্যবতী। শিপ্রা-তটবর্তী এই সুরম্য নগরে বুদ্ধ সমসাময়িক রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। পরে মৌর্য, গুপ্ত, দাস, মোগল ও মারাঠারা এখানে রাজত্ব করে গেছেন। একদা এখানেই নাকি ভগবান কৃষ্ণ পড়াশুনো করে গেছেন। খ্রিস্টীয় 1 শতাব্দীতে রচিত 'পেরিপ্লাস মারি ইরিথ্রি' বই থেকে জানা যায় ওজেনী (উজ্জয়িনী) থেকে বরিগাজায় (ব্রোচনগরে) ব্যবসাবাণিজ্য হত। মিশর ও মেসোপটেমিয়ার সঙ্গেও এর বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। হিন্দু ভৌগোলিকদের কাছে এটি ছিল তীর্থস্বরূপ। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা উজ্জয়িনীকে স্থায়ী পরিচিতি এনে দিয়েছে। জ্ঞানচর্চার এই পীঠভূমিতে চৈনিক পরিব্রাজকগণও এসেছেন ও এখানের পণ্ডিত পরমার্থ চীনে যান। এখান ও সাঁচী থেকেই মহেন্দ্র বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বের হন। ভারতে যে চারটি স্থানে কুম্ভমেলা হয়, উজ্জয়িনী তার অন্যতম। প্রতি 12 বছর অন্তর এখানে [illegible] হাজার ভক্ত আসেন। প্রাচীন [illegible] মিলে একাকার। [illegible] পরিবেশিত হয়।



কেমন করে আসবেন : এখানে [illegible] বিমানবন্দর হল 53 কিমি দূরের ইন্দোর। দিল্লি গোয়ালিয়র, ভূপাল ও মুম্বাই থেকে নিয়মিত বিমান আসে।

ট্রেনে এলে উজ্জয়িনী স্টেশনেই নামুন। ট্রেন আসছে নিউ দিল্লি থেকে 19.15 ছেড়ে নিউ দিল্লি-ইন্দোর-মালব এক্স আগ্রা, গোয়ালিয়র, ঝাঁসী, বিদিশা, ভূপাল হয়ে 11.20; হজরত নিজামুদ্দিন 22.15-য় ছেড়ে ইন্দোর এক্সপ্রেস এখানে আসছে 9.55। সপ্তাহে দুদিন দেরাদুন-উজ্জয়িনী এক্স দিল্লি হয়ে আসছে। দেরাদুন ছাড়ে বু ম 6.00, নিউ দিল্লি 13.25 হয়ে এখানে 9.50। এছাড়া শাহ্‌জাদকোট ভূপাল এক্স, সবরমতী এক্স, ভূপাল-ইন্দোর এক্সপ্রেস উজ্জয়িনী হয়ে যাতায়াত করছে। আবার উজ্জয়িনী থেকে ভূপাল বা ইন্দোরে আসার প্রচুর ট্রেন পাবেন। সময় নেয় ভূপাল 5 ঘণ্টা, ইন্দোর 2 ঘণ্টা। কলকাতার যাত্রীরা হাওড়ায় (সো বৃ শ) শিপ্রা এক্স চড়ে সরাসরি উজ্জয়িনী আসতে পারেন।

সড়কপথে বাস আসছে ইন্দোর, ভূপাল, রতলম, গোয়ালিয়র, মাণ্ডু, ধার, কোটা এবং ওঙ্কারেশ্বর থেকে। মুম্বাই থেকে নাসিক হয়ে এর দূরত্ব 649 কিমি, ইন্দোর

থেকে দেওয়াস হয়ে 53 কিমি, গুজরি হয়ে মাণ্ডু 144 কিমি এবং ভূপাল 189 কিমি। স্থানীয় বাসে সমস্ত উজ্জয়িনী শহরটি ঘুরতে পারবেন। বেড়াতে আসুন জুলাই থেকে মার্চের মধ্যে।

কোথায় উঠবেন : MPTDC-র Sipra Motel (Ph: 2551495) রয়েছে মাধব ক্লাবের কাছে ইউনিভার্সিটি রোডে R-4 S ৩০০-৩৭৫ DB Dlx. ৫৫০ SAC ৬০০ DAC ৭৯০; Grand Hotel R-22 ১২৫-৩৫০; Savera Hotel R-36 ১২০-২৫০; Adarsh Gupta Lodge, R-27 ১২৫-২২৫; বাস স্ট্যান্ডের কাছে যাত্রীনিবাস (Ph: 2551398) SAB ২৯৫ DAB ৩২৫ ডর্মি ৭৫; আর আছে Hotel Chiner, Vikram Hotel; স্টেশনের কাছে Hotel Rama Krishna; বাস স্ট্যান্ডে Vihar Lodge, Taj Mahal, Nataraj, Sher-E-Punjab প্রভৃতি হোটেল। আছে RR,CH ছাড়াও মহাকাল, পরশুরাম, আগরওয়াল, খাণ্ডেলওয়াল প্রভৃতি ধরমশালা।

কী দেখবেন এখানে : মহাকালেশ্বর মন্দির : এর সুউচ্চ শিখরদেশ শুধু এই মন্দিরের আকাশ নয়, যেন সমগ্র উজ্জয়িনীকে শাসন করে চলেছে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ মাটির নীচে মূলমন্দিরে। লিঙ্গের এমন তন্ত্রসম্মত দক্ষিণমুখী অবস্থান ভারতের অন্য কোথাও সম্ভবত নেই। উপরে রয়েছেন ওঙ্কারেশ্বর শিব। পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্বে রয়েছে গণেশ, পার্বতী এবং কার্তিকের মূর্তি। দক্ষিণে আছে নন্দীর মূর্তি। প্রতি মহাশিবরাত্রি তিথিতে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগমে মেলা বসে এখানে। রামচন্দ্র নাকি মহাকালেশ্বরে সমস্ত তীর্থ থেকে আনা পুণ্যবারি দিয়ে পিতৃপিণ্ড দান করেছিলেন— তাতেই সৃষ্টি হয়েছে কোটি গঙ্গার। এখানে স্নান পুণ্যকর। এটি মন্দিরের সামনেই। এই কুন্ডের কাছেই এক বিশাল ও সুনিপুণ ভাবে খোদিত গণেশের মূর্তি রয়েছে **বড়ে গণেশজি কা মন্দির**। মন্দিরের মাঝখানে দেখবেন এক নতুন মূর্তি— হনুমানের পঞ্চমুখী মূর্তি। গণেশের আরো একটি স্বয়ম্ভূ মূর্তি রয়েছে প্রাচীন চিন্তামন গণেশের মন্দিরে। এখানের স্তম্ভ ইত্যাদির শিল্পকলা পারমার যুগের বলেই মনে হয়। হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ তীর্থ দেখতে হলে চলুন শিপ্রা নদীর অনুপম পরিবেশে স্থাপিত পীর মৎস্যেন্দ্রনাথের কাছে। এখানে খনন করে 7 থেকে 6 শতকের প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে।

শিপ্রা নদীর উপরে গড়কালিকা মন্দিরের কাছেই **ভর্তৃহরি গুহা** রয়েছে শহর থেকে 7 কিমি দূরে। সেখানেই নাকি 'ভট্টিকাব্যম্' নামে অমর গ্রন্থের রচয়িতা ভাসও ধ্যান করতেন। এই **গড়কালিকা** মন্দিরের কালীদেবীকে নাকি মহাকবি কালিদাস আরাধনা করতেন। 7 শতকে রাজা হর্ষবর্ধন এই মন্দিরকে সংস্কার করেন। তার পরে পারমার রাজারা এই মন্দিরকে সংস্কার করেন। পুনশ্চ পারমার রাজারা এবং আধুনিককালে গোয়ালিয়রের রাজারা একে আধুনিক রূপ দিয়েছেন। শিপ্রার রামঘাটেই 12 বছর অন্তর **কুম্ভমেলা** বসে। জলে কচ্ছপ থাকলেও সারা বছরই এখানে স্নান চলে। শিপ্রা নদীর দুই তীরে প্রবহমান বুকে 1458-তে মামুদ খিলজি নির্মাণ করেছিলেন **কালিয়াদহ প্রাসাদ**— শহর থেকে 10 কিমি দূরে। এর মাঝের গম্বুজটি পারস্যরীতিতে নির্মিত। এখানে আকবর এবং জাহাঙ্গির দুজনেই এসেছিলেন। কাছেই আছে এক সূর্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

উজ্জয়িনীর মন্দিরগুলির মধ্যে একটি বিশেষ মন্দির হল **হরসিদ্ধি মন্দির**। মন্দিরে দেবী অন্নপূর্ণার একটি মূর্তি আছে। যখন মারাঠা রাজত্বকালে এটির নতুন করে গঠন হয়, তখন মারাঠি রীতি অনুসারে দুটি দীপস্তম্ভ নির্মিত হয়। নবরাত্রির সময় যখন সে দুটি জ্বালানো হয়, সে এক মনোহর শোভা! শিপ্রা নদীতীরে সেই বিশাল **সিদ্ধবট** নিশ্চয়ই আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। সিদ্ধবটের নীচে বাঁধানো ঘাটে শতশত পুণ্যার্থী অবগাহন করে পুণ্য অর্জন করে চলেছে। **কালভৈরবের মন্দিরটিও** দেখবার মত। মালব শিল্পধারার চিত্রাবলিতে সুসজ্জিত এই মন্দিরে কালভৈরবের প্রতিষ্ঠা করেন পারমার রাজ ভদ্রসেন। এর পাশের ভৈরোগড় গ্রামটিতে যেতে ভুলবেন না। কাপড় ছাপানোর এটি একটি আদত জায়গা। ঘুরে আসতে পারেন **সন্দীপনী আশ্রমেও**। পুরাণ অনুসারে এখানে কৃষ্ণ ও তাঁর সখা সুদামা গুরু সন্দীপন মুনির কাছে পাঠ শিক্ষা নিতেন। শহর থেকে জায়গাটি মাত্র 4কিমি দূরে। কাছের অঙ্কপটে কৃষ্ণ গিয়ে তাঁর শ্লেট ধুতেন। আশ্রমের জল আসে যে গোমতী কুণ্ড থেকে তার পাড়ে আছে নন্দীমূর্তি। আর স্কন্দপুরাণ অনুসারে মঙ্গলগ্রহ যেখানে জন্মেছিল সেই **মঙ্গলনাথও** প্রায় সমান দূরত্বে। শিপ্রা নদীর তীরের এই মন্দিরে পূজিত হন মহাদেব। এখান থেকেই সম্ভবত মঙ্গলগ্রহের পর্যবেক্ষণ করা হত। তবে জ্যোতিষ রাজা সোয়াই জয়সিংহ (1686-1743) নির্মিত ভারতের পাঁচ যন্তর-মন্তরের অন্যতম মানমন্দির বেদশালা, যেটি 1733-এ স্থাপিত, তা এখনো সক্রিয়। একটি তারামণ্ডল এবং টেলিস্কোপ থেকে চন্দ্র ও মুখ্য গ্রহণক্ষেত্র এখনো পর্যবেক্ষণ করা হয়। বিক্রমাদিত্যের স্মরণে এখানে **বিক্রম কীর্তিমন্দির** নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এখানে রয়েছে সিন্ধিয়া ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, একটি প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘর এবং আর্ট গ্যালারি।

সংগ্রহশালায় দুষ্প্রাপ্য তালপাতা, ভূর্জপত্রের পুঁথি, রাজপুত ও মুঘল মিনিয়েচার পেইন্টিং, তাম্রলিপি, নর্মদা উপত্যকায় আবিষ্কৃত জীবাশ্ম, নানা মূর্তি ও শিলালিপি দেখতে পাবেন। গোপাল মন্দিরের মারাঠি স্থাপত্য দেখে ভাল লাগবে। এর গর্ভগৃহ মার্বেল পাথরের আর দরজাগুলি রুপোর পাতে তৈরি। শিপ্রার ত্রিবেণী ঘাটে নটি গ্রহের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত নবগ্রহের মন্দির দেখুন। উজ্জয়িনী এককালে জ্যোতিষ চর্চার বড় কেন্দ্র ছিল। উজ্জয়িনী দেখে ইচ্ছে হলে সন্ধেতে ভূপালে ফিরে যেতে পারেন ট্রেনে বা বাসেই।

সাঁচী

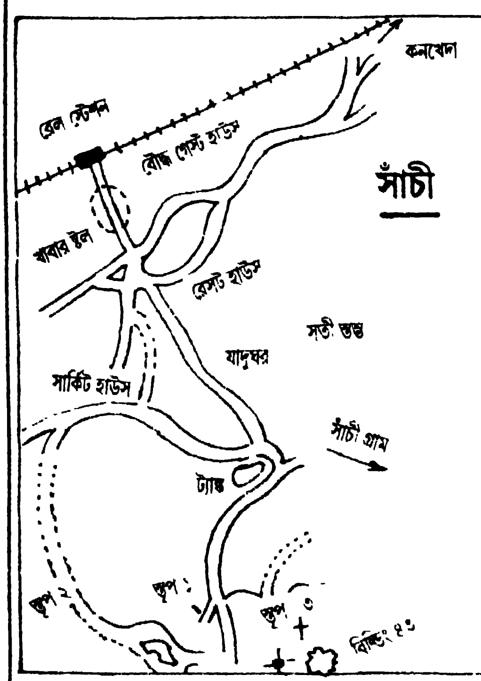
বৌদ্ধধর্ম ও দেবপ্রিয় অশোকের কীর্তির স্মৃতিবাহী সাঁচীতে যাওয়ার অর্থই প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মনকে এক পুণ্যময়তায় শুদ্ধ করে তোলা। এখানেই দ্রষ্টব্য এর সুখ্যাত স্তূপ ছাড়া অশোক স্তম্ভ, বৌদ্ধ বিহার ইত্যাদি আছে। তার কথা পরে বলছি। বৌদ্ধ ইতিহাসে সাঁচী পাহাড়ের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। কুশান রাজত্বেই এর সূচনা। পরে সম্রাট অশোক প্রাচীন চিহ্ন সহযোগে বুদ্ধজীবন ও বৌদ্ধ শিক্ষাকে একটা চিরস্থায়ী রূপ দিতে আগ্রহী হন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত থেকে হর্ষবর্ধন পর্যন্ত সাঁচীর সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। কলিঙ্গযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে চণ্ডাশোক ধর্মাশোক পরিণত হন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষার সাহায্যে (সম্ভবত সন্ন্যাসী উপগুপ্ত তাঁকে দীক্ষা দেন) এই সাঁচীতেই। এখান থেকেই পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) মহেন্দ্রকে অশোক দূর সিংহলে পাঠিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য।

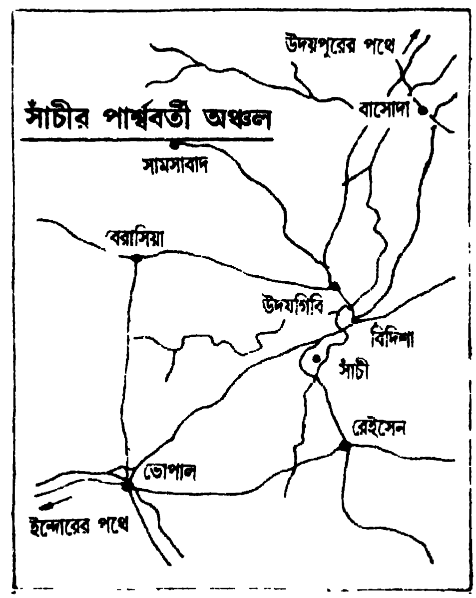
কেমন করে আসবেন : সাঁচী ভূপাল থেকে মাত্র 46 কিমি দূরে। কাজেই বিমানে আসতে হলে ভূপালেই নামতে হবে। দিওয়ানগঞ্জ হয়ে এলে 46 কিমি এবং রায়সেন হয়ে এলে কিমি পথ পার হতে হবে সাঁচী আসতে হলে। রেলপথে সাঁচী মধ্য রেলওয়ের ঝাঁসী-ইটারসি রেলশাখায় পড়ে। কলকাতা থেকে সোজা ইটারসি রেলশাখায় পড়ে। কলকাতা থেকে সোজা ইটারসিতে নেমে গাড়ি বদল করে সাঁচী যাওয়া ভাল— সর্বমোট দূরত্ব 1,563 কিমি। সাঁচী স্টেশনে কিন্তু কোনো মেলে বা এক্সপ্রেস ট্রেন থামে না। তবে AC অথবা প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা যদি ভূপাল বা সাঁচীর স্টেশন মাস্টারদের আগেভাগে দরখাস্ত করে জানিয়ে দেন (অবশ্যই অন্তত 161 কিমির টিকিট থাকা চাই) তবে ট্রেন এখানে থামবে। আর যদি দ্বিতীয় শ্রেণীতে দশ বা বেশি যাত্রীর গ্রূপ থাকেন এবং 400 কিমির টিকিট থাকে তবে তাঁদের জন্যেও ট্রেন থাকে। সব প্যাসেঞ্জার ট্রেন এবং একমাত্র পাঠানকোট এক্স এখানে থামে। আর বাস আসছে সাঁচীতে ভূপাল, ইন্দোর, সাগর, গোয়ালিয়র, বিদিশা প্রভৃতি স্থান থেকে। রেল স্টেশন থেকে 2 কিমি হাঁটতে হয় সঠিক স্থানটিতে আসতে হলে। বিদিশা থেকে ট্রেনে/মোটরে 20 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে।

কোথায় উঠবেন : সাঁচী দেখা যায় ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তাই অনেকে ভূপাল থেকেই আসেন। যাঁরা থেকে যেতে চান তাঁরা এখানে পাবেন MP ট্যুরিজমের Travelers Lodge (Ph : 266723) SAB ২৭৫ DAB ৩৫০-৪৫০; পর্যটন দপ্তরের Tourist Cafetaria (Ph: 266743), স্তূপের কাছে SAB ২২৫ DAB ৩০০। এছাড়া CH (রিজা : কলেক্টর, রায়সেন); RH (রিজা · SDO PWD,Raisen); Buddhist GH (রিজা : Chief Priest, Mohabodhi Society); RR ইত্যাদি পাবেন।

কী দেখবেন এখানে : এখানের প্রধান দ্রষ্টব্য এখানকার বৃহৎ স্তূপগুলি এবং কারুকার্য সমন্বিত তোরণগুলি। 500 বছরের অবহেলার পর জেনারেল টেলর এগুলির পুনরাবিষ্কার ঘটান 1818-তে মাত্র। এ সময়ের মধ্যে বিদিশা ধ্বংস হয়ে ভিলেসায় পরিণত হয়েছে এবং অন্তত তিনবার মুসলিম অভিযানের শিকার হয়েছে। বিস্ময়ের কথা মাত্র 8 কিমি দূরে থেকেও সাঁচী এই বহিরাক্রমণ থেকে বেঁচে গেছিল। সাদামাটা স্তূপগুলির সামনের তোরণগুলি দেখতে একই ধরনের এবং পাথরে তৈরি হলেও মনে হয় যেন তক্ষণশিল্পীর কাঠের উপর সূক্ষ্ম কারুকর্মের এক অনবদ্য সৃষ্টি। 2,000 বছর পরেও তারা যেন নবীন। প্রতিটি তোরণ দুটি বর্গাকৃতি উপর স্তম্ভের দাঁড়িয়ে। উপরের অংশে আছে হাতি, সিংহের সামনে দণ্ডায়মান বামনমূর্তি পিঠোপিঠি দাঁড়িয়ে। ব্যাস রিলিফের অনবদ্য কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিটিতেই আছে জাতক থেকে গৃহীত বুদ্ধ জীবনের নানা আখ্যানের রূপায়ণ। প্রথমে দক্ষিণ তোরণটি নির্মিত হয়, পরে পরে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম তোরণ।

শেষে তৈরি পশ্চিম তোরণের উপরের ভাগে আছে সপ্ত বুদ্ধের মূর্তি, মাঝখানে সারনাথে উপদেশরত বুদ্ধ, একেবারে নীচে হস্তিসহ ছদ্দক জাতকের চিত্র। ডানদিকের স্তম্ভটিতে আছে দ্রাক্ষালতা। দক্ষিণ তোরণে চিত্রিত বুদ্ধ





জন্মকাহিনী। গৌতমজননী মায়া দাঁড়িয়ে আছেন প্রস্ফুটিত পদ্মদলের উপর, তাঁর ডাইনে-বাঁয়ে হাতি জল সিঞ্চন করছে তাঁর মাথার উপর। নীচে কীচকের বামন মূর্তির হাতে মালিকা। এখানেও ছন্দকজাতক রূপায়িত। **পূর্ব তোরণে** কপিলাবস্তু থেকে বুদ্ধের পিতৃগৃহ ত্যাগ, গর্ভাবস্থায় মায়ার স্বপ্নদর্শন ও বুদ্ধের জলোপরি ভ্রমণচিত্র খোদিত। **উত্তর তোরণটিই** সুসংরক্ষিত। উপরে ভেঙে পড়া বুদ্ধ চক্র। আর আছে আমগাছের নীচে উপদেশ দানের পর বুদ্ধ হেঁটে চলেছেন অগ্নিশিখার মাঝখান দিয়ে শূন্যে এবং তাঁর মস্তকে বারি সিঞ্চিত হচ্ছে। এই অভূতপূর্ব মায়া সৃষ্টির কথা দুন্দুভির সাহায্যে এক দেবদূত প্রচার করছেন। দ্বিতীয় প্যানেলে বানররাজা বুদ্ধকে একপাত্র মধু দান করছেন। সুবৃহৎ স্তূপটি অশোক ইট দিয়ে তৈরি শুরু করেছিলেন তবে অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়। পরে তাঁর উত্তরসূরিরা এটিকে 106 ফুট (32 মিটার) ব্যাস ও 42 ফুট (13 মিটার) উচ্চতাবিশিষ্ট এক বিশাল স্তূপে পরিণত করেন। ভিত্তিভূমিটি পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা আর তারই চারদিকে এই চারটি অনুপম তোরণ।

দক্ষিণ তোরণের কাছেই আছে ভগ্ন মসৃণ অশোক **স্তম্ভটি**··· যার তুলনা একমাত্র সারনাথের অশোক স্তম্ভটি। এটি 42 ফুট (13 মিটার) উঁচু ছিল। 2 নং স্তূপটি পশ্চিমের পাহাড়ে একটি জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। এটিকে দেখার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে 1822-এ। এর রেলিং আছে তবে কোনো তোরণ নেই। এটির ব্যাস 36 ফুট (11 মিটার) এবং উচ্চতা 22 ফুট (6½ মিটার)। 3 নং স্তূপ ও নববিহারটি বড় স্তূপটির মাত্র 50 গজ (45 মিটার) উত্তর-পূর্বে স্থাপিত। এর উচ্চতা 27 ফুট (8 মিটার), ব্যাস 50 ফুট (15 মিটার)। এখানেই দুটি পেটিকায় বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নের ভস্মাবশেষ পাওয়া গেছে। নববিহারটি উন্মুক্ত হয়েছে মাত্র 30 নভেম্বর 1952। এখানেই পেটিকা দুটি সংরক্ষিত হয়ে প্রদর্শিত হচ্ছে। কাছেই আছে চৈত্য হল। আছে আরো কয়েকটি চৈত্য মন্দির। 40 এবং 45 নং মন্দিরে অশোক-পত্নী দুটি সন্ন্যাসিনীদের আশ্রয় স্থাপন করেছিলেন। এটি ছিল পশ্চিম তোরণের সামনে।

সাঁচীর স্তূপের 16 কিমি পরিধির মধ্যে বহু বৌদ্ধ ও হিন্দুমন্দির রয়েছে। এর মধ্যে 9.6 কিমি দূরে সোনারিতে 8টি স্তূপগুচ্ছ রয়েছে। 10 কিমি দূরে সাতধারায় রয়েছে 2টি স্তূপ। এমনি আছে পিপারিয়াতেও। সাঁচীর যাদুঘরটি

দেখতে আদৌ ভুলবেন না।

এখান থেকেই বেড়াতে চলুন বিদিশা ও তার কাছাকাছি উদয়গিরি আর গায়রাসপুরে।

বিদিশা (বেসনগর)

সাঁচী দেখা যদি শেষ হয়েছে, পর্যটক বন্ধু, আপনি তবে এবার 10 কিমি দূরের বিদিশায় আসুন। রামায়ণ, মহাভারত, পালি, সংস্কৃত, রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দর কাব্যের (চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা) বিদিশা এখন নতুন নাম নিয়েছে বেসনগর। প্রাচীন কালে দশার্ণ বা পূর্ব মালবের এই রাজধানীর নানা নাম ছিল— বিদিশা, বেদিশা, বৈদিশা বা বৈদাশা। বিদিশার অনতিদূরে অবস্থিত বৌদ্ধ ধ্বংস্তূপের লেখ থেকে জানা গেছে বিদিশার হস্তিদন্ত শিল্পীরা সাঁচী স্তূপের কোনো একটি তোরণকে অলঙ্কৃত করেছিলেন, এর খরচ বহন করেছিলেন এখানের রেবতী মিত্রের পত্নী চাঁপা দেবী। বিদিশার রাজারা ছিলেন বৈষ্ণব। বেতোয়া (বেত্রবতী) ও বিদিশা নদীর সঙ্গম স্থলে এই ধ্বংসস্তূপ অবস্থিত। বহু পরে বর্তমান শতকের প্রথমে দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এটি খননের পর এই প্রাচীন সভ্যতার কথা জানা যায়। 5 শতক থেকে যে সভ্যতা এখানে শুঙ্গ, নাগ, সাতবাহন ও গুপ্ত যুগে গড়ে উঠেছিল, তার নিদর্শন রয়েছে এখানে।

এখানেই একদা সম্রাট অশোক শাসন করে গেছেন— কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূতে তার উল্লেখ রয়েছে। এখানকার বিষ্ণুমন্দিরে কেমন ভাবে ও কোন মশলা দিয়ে ইট গাঁথা হয়েছিল তা দেখলে সুপ্রাচীনকালের সিমেন্টের ব্যবহার জানা যায়। মন্দিরটি সম্ভবত খ্রিস্টজন্মের 200 বছর আগে নির্মিত। এখানের যাদুঘরটিতে গেলে নানা প্রত্নবস্তু দেখতে পাবেন— স্থাপত্য, টেরাকোটা, মুদ্রা, মাটির পুঁতি, শিল-নোড়া, প্রদীপ, সূর্য-চামুণ্ডী-যক্ষী মূর্তি, রামগুপ্তের শিলালিপি প্রভৃতি। ধ্বংসস্তূপের কাছেই রয়েছে এক পাথরে তৈরি অনবদ্য গরুড় স্তম্ভ। এর গায়ের শিলালিপি থেকে জানতে পারা গেছে মহারাজা ভাগভদ্রের রাজসভায় তক্ষশিলার যবনরাজ আন্তিআলিকিদের দূত দিয়নের পুত্র এলিয়দোর (Heliodoros) ভগবান বাসুদেবের পূজার জন্য এই গরুড় স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত 140 খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেখতে অনেকটা ক্ষুদ্রাকৃতি অশোক স্তম্ভের মত হলেও এর নীচের অংশ অষ্টকোণাকার, উপরের অংশ ষোড়শ-কোণাকার, তার উপরে বত্রিশটি পাশাপাশি পদ্ম তোলা কাজ। এটির স্থানীয় নাম খাম্বাবাবা। এখানে আরো দেখুন বিজমণ্ডল মসজিদ, গম্বুজ-কা-মকবারা এবং লোহাঙ্গী রক। থাকার জন্য আছে CH, PWD DB (রিজা : Ex. Engr. PWD B and R, Vidisa) ছাড়া আদর্শ লজ, লক্ষ্মী হোটেল, বসন্ত লজ প্রভৃতি হোটেল ও ধরমশালা।

বিদিশা থেকে 4 কিমি, সাঁচী থেকে 13 কিমি এগিয়ে চলুন দেখে আসি উদয়গিরি গুহাবলী। দিকচক্রবালে প্রহরীর মতো বেলে পাথরের পাহাড়ের গুহাগুলি দণ্ডায়মান। একটির গুহালিপি থেকে জানা যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে (382-401) এটি নির্মিত হয়েছিল। গুপ্ত স্থাপত্য ও শিল্পের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন এখানে গুহায়িত। গুহাগুলি সংখ্যাত, সম্ভবত কাটার কালানুসারে। এদের মধ্যে 9 নং গুহা সবচেয়ে বড়, এতে 8 ফুট (2½ মিটার) উঁচু স্তম্ভ, স্তম্ভযুক্ত বারান্দা আর হল বেসনগর শিল্পের পরম নিদর্শন। 5 নং গুহায় বিষ্ণুর বরাহ অবতারের খোদাই কাজ দেখে চোখ যেন বিস্ময়ে ঠিকরে বাইরে আসতে চায়। বিষ্ণুর অনন্তশয্যার শয়ন মূর্তিও বিস্ময় সৃষ্টি করে। গুহাগুলির তোরণদ্বার, দেওয়াল সবই যে কী অনবদ্য তা চোখে না দেখলে বোঝানো যায় না।

বোঝানো যায় না সাঁচীর 41 কিমি দক্ষিণ-পূর্বের গায়রাসপুরের তোরণ, অঠখাম্বে (অষ্টস্তম্ভ) বা চৌখাম্বের (চতুঃস্তম্ভ) সৌন্দর্যের অনুপমতাও। 10 শতকের দুই মন্দিরের এই স্তম্ভরাজি, ব্রজমঠ ও মালাদেবীর মন্দিরের গুপ্তোত্তর যুগের ভাস্কর্য অনুপম শিল্পধারার বাহক।

বিদিশা আর গঞ্জ বাসোদা হয়ে ভূপাল থেকে যদি 80 কিলোমিটার এগিয়ে উদয়পুরে আসেন, তবে 11 শতকের পারমার রাজবংশের স্থাপত্য ও শিল্পধারার অনুপম সৃষ্টি দেখবেন সুবিশাল নীলকণ্ঠেশ্বর মন্দিরে। এর শিখরের যে কী অনবদ্য ভঙ্গিমা এবং এর চারপাশের অলঙ্করণের যে মহিমাময় গরিমা— তা আপনাকে স্তব্ধ ও মূক করে দেবে ক্ষণকালের জন্য। লাল বেলেপাথরের উঁচু ভিত্তিপ্রস্তরের উপর স্থাপিত এই মন্দিরের গর্ভগৃহ, সভামণ্ডপ এবং তিনটি প্রবেশমণ্ডপে সৌন্দর্যরাজি যেন স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত। এখানে আরো দেখুন বীজমণ্ডল, শাহী মসজিদ এবং মহল, শের খান-কি-মসজিদ আর পিসনারি-কা-মন্দির প্রভৃতি।

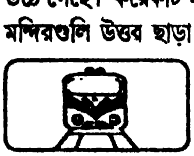
খাজুরাহো

মধ্যপ্রদেশের অন্যতম সেরা আকর্ষণ খাজুরাহোতে

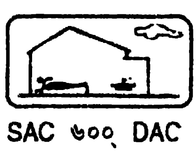
এবার যাই সাঁচী থেকে। বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চিম দিকে প্রাচীন কালঞ্জর রাজ্যের মধ্যে এটি একটি প্রাচীন নগর ছিল, এখন ছতরপুর জেলার একটি ছোট গ্রাম। চান্দোলা রাজবংশের অন্যতম রাজধানী খর্জুরবাহকই বর্তমান খাজুরাহো বা খজুরাহো। খ্রিস্টীয় 10 থেকে 12 শতকের মধ্যে এখানে প্রায় 85টি মন্দির নির্মিত হয়, এখন মাত্র 22টি দেখতে পাবেন। এখনকার বিশ্বনাথ মন্দিরটি সম্ভবত রাজা ধঙ্গ-নির্মিত শিব-মরকতেশ্বর মন্দির। প্রাচীনতম মন্দির সম্ভবত চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির।

মন্দিরগুলিতে জীবন, প্রেম, আনন্দ মূর্তি লাভ করেছে। রাজবংশের লোকেরা দাবি করেছেন চন্দ্র থেকেই তাঁদের আবির্ভাব (চান্দেলা তাই নাম)। জনশ্রুতি যে বনের মধ্যে চন্দ্রদেবের সঙ্গে জনৈক পুরোহিতরে কন্যা স্নানরতা হেমবতীর মিলনেই চান্দেলা রাজবংশের স্থাপয়িতা চন্দ্রবর্মণের জন্ম। মায়ের জীবনের আকাঙ্ক্ষাকেই তিনি মন্দির গাত্রে রূপ দিলেন— মানবজীবন তার কামনাবাসনা নিয়ে এখানে পাথরের ছন্দে ধরা দিল। আসলে এই জীবনের উপভোগের চিত্র এঁকে মানুষের আকাঙ্ক্ষার সারশূন্যতাই এখানে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। হয়ত তন্ত্রের দেহসাধনাকে স্বীকার করে তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার কথাও এখানে ব্যক্ত হয়েছে কিন্তু এই দর্শন প্রচারের জন্য রাজারা কেন এমন একটি ছোট গ্রাম বেছে নিয়েছেন— সেকথা ভেবে আপনি হয়ত অবাক হয়ে যাবেন। এই রাজবংশের পতনের সঙ্গে ধীরে ধীরে খাজুরাহো লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়, বনজঙ্গলে আবৃত হয়ে যায় জীবনের ছন্দোময়তা।

এই শতকের সূচনাতে আবার সেগুলি পুনরাবিষ্কৃত হয় এবং প্রাচীন উজ্জ্বলতায় ফিরিয়ে আনা হয়। এর অনবদ্য স্থাপত্য— একটি সুউচ্চ বেদির উপর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের সৌকর্য আমাদের কাছে ধরা দিল। অর্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ, মহামণ্ডপ পার হয়ে তবে গর্ভগৃহে পৌঁছতে হয়। সবগুলোর কেন্দ্ররেখা এক, যদিও মাঝে মাঝে ধাপে ধাপে উঠে গেছে। কয়েকটি মন্দিরের প্রবেশদ্বার মকর-তোরণ। মন্দিরগুলি উত্তর ছাড়া তিনদিকে ছড়ানো।



কেমন করে আসবেন : ট্রেন অবশ্য এখানে সোজা আসে না। দিল্লি ও চেন্নাই-এর দিক থেকে যাঁরা আসছেন তাঁরা 94 কিমি দূরের হরপালপুর, 63 কিমি দূরের মাহোবা বা 172 কিমি দূরের ঝাঁসিতে নামুন। যাঁরা মুম্বাই, কলকাতা বা বারাণসী থেকে আসবেন তাঁরা সেন্ট্রাল রেলের মুম্বাই-এলাহাবাদ লাইনের সাতনা স্টেশনে নামুন। সাতনা থেকে বাস ধরে আসুন খাজুরাহো। সাতনা স্টেশন থেকে বাসস্ট্যান্ডের দূরত্ব 2 কিমি। জব্বলপুর থেকে আসা বাসগুলোই সাতনা হয়ে খাজুরাহো যাচ্ছে। সাতনা থেকে খাজুরাহোর দূরত্ব 117 কিমি। এলাহাবাদ থেকে সাতনা 178 কিমি দূরে। হাওড়া থেকে সোজা ট্রেন আসছে 9306 শিপ্রা এক্সপ্রেস (সো. বৃ. শ) 15.15 ছেড়ে সাতনা 10.05, ইন্দোর পরদিন 3.45। দূরত্ব 1002 কিমি। 2321 হাওড়া মুম্বাই মেল (ছাড়ে 22.00, পৌঁছয় 14.25); 1448 শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস 14.30 ছেড়ে জব্বলপুর যাচ্ছ কাটনি 16.10 হয়ে 18.15। বারাণসী থেকে ট্রেন সাতনা আসছে 1032 বারাণসী-পুনে এক্স (ছাড়ে 4.00, পৌঁছয় 10.35); 1094 বারাণসী-মুম্বাই এক্স (ছাড়ে 11.30, পৌঁছায় 17.45); 1072 কামায়নী এক্স (ছাড়ে 15.50, পৌঁছয় 22.25); 2166 বারাণসী-লোকমাণ্য তিলক এক্সপ্রেস (ছাড়ে 20.25, পৌঁছয় 2.05); 9046 তাপ্তি-গঙ্গা এক্সপ্রেস (ছাড়ে 19.15, পৌঁছয় 1.10) প্রভৃতি। পাটনা থেকে সাতনা আসছে 6044 পাটনা-চেন্নাই এক্স (ছাড়ে 14.45, পৌঁছয় 23.10); গয়া থেকে আসছে 1452 দীক্ষাভূমি এক্স (ছাড়ে 16.45, পৌঁছয়, 3.25); সেকেন্দ্রাবাদ থেকে সাতনা আসছে সেকেন্দ্রাবাদ-বারাণসী এক্স (ছাড়ে 22.30, পৌঁছয় 21.00)। হরপালপুর স্টেশনে ট্রেন আসছে 16.20 হজরত নিজামুদ্দিন ছেড়ে 1450 মহাকোশল এক্সপ্রেস 00.57-য়। ট্রেনটি জব্বলপুর পৌঁছয় 10.30। গোয়ালিয়রে 17.25 ছেড়ে 1107 বুন্দেলখণ্ড এক্স হরপালপুর পৌঁছয় 21.29-এ। দুর্গ থেকে সাতনা স্টেশন আসছে 5159 সারনাথ এক্সপ্রেস 20.10 ছেড়ে 8.30-এ। ট্রেনটি ছাপরা পৌঁছয় 21.50। নিয়মিত বাস আসছে খাজুরাহোতে সাতনা, হরপালপুর, ঝাঁসি এবং মাহোবা থেকে। ঝাঁসি থেকে সময় নেয় বাসে সাড়ে চার ঘণ্টা। ট্যাক্সিও পাবেন এখান থেকে।



কোথায় উঠবেন: MPTDC-র Hotel Jhankar (Ph: 07686-274063) DB ৪০০, SAC ৬০০, DAC ৭০০; Hotel Payal (Ph : 274064) R-25, S ২৭৫, D ৩৫০, অতিরিক্ত ১০০, SAC ৫৫০, DAC ৬২৫; Hotel Rahil (Ph : 274062) R-12 S ২০০, DB ২৫০, DAC ২৭৫, ডর্মি (72 bed) প্রতি বেড ৬০, ; Tourist Bunglow (Ph : 274221) R-5 S ৩০০, D ৩৫০; Tourist Village (Ph: 274118) R-13 S ১৭৫, D ২২৫; রেওয়া রোডে Hotel Park, R-22 ১২০-৩৫০; Hotel India, R-9

১৫০-২৭৫; এছাড়া Chandela (Ph: 2744054), Jass Oberoi (Ph: 2742344) R-54, ২৫০০-২৯০০; ITDC-র Khajuraho Ashok (Ph : 244024) R-48, ১৩৫০-১৭৫০; লেকের ধারে Hotel Chandeba (Ph: 242355) SAC ১২০০, DAC ২৪০০; Hotel Kassadi William (Ph: 244244) SAC ৫০০, DB ৪০০, DAC ৬০০। Hotel Parijat ইত্যাদি। CH আছে (রিজা: Collector, Chattapur, MP)।

কী দেখবেন এখানে : হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সবচেয়ে সুন্দর নিদর্শন বোধকরি আপনি এখানেই দেখতে পাবেন। রাজপুতবংশীয় চান্দেলা রাজার 950-1100 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এগুলি তৈরি করেছিলেন। প্রায় 85টি মন্দিরের মধ্যে এখন মাত্র 25টি টিকে আছে। মানবজীবনের বিচিত্র এবং খুঁটিনাটি সংবাদ এখানের মূর্তিগুলিতে আশ্চর্যভাবে দ্যোতিত। দীর্ঘদিন জঙ্গলে আবৃত ছিল বলেই মন্দিরগুলি মুসলমান অভিযানকারীদের ধ্বংসকারী হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে।

খুব অবাক লাগে একথা ভেবে যে মাত্র 100 বছরের মধ্যে এমন বিপুল 85টি মন্দির রাজারা কিভাবে করেছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁদের রাজকোষের অর্থ শূন্য হয়ে গেছিল। মন্দিরগুলি অনেকটা উত্তর ভারতের মন্দিরের মত— তবে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নয়, উঁচু চত্বরের উপর নির্মিত। বড় মন্দিরগুলোতে মধ্যস্থলে প্রধান দেবতা ও চার কোণে চারটি অন্য দেবতার মন্দির। ছোটগুলোতে তিনটি ভাগ। অন্তরাল নামে একটি পথ দিয়ে ঢুকতে হয় গর্ভগৃহে। ছোট মন্দিরগুলোতে কোনো আলাদা মণ্ডপ বা প্রদক্ষিণ পথ নেই। কিন্তু যেটা আকর্ষণীয় মন্দিরের ভিতরে বা বাইরে এমন কোনো একটা জায়গা নেই— যা কারুকার্যমণ্ডিত নয়। মন্দিরগুলিতে হয় বেলে না হয় গ্রানাইট পাথর ব্যবহৃত। তার পালিশ আশ্চর্য মসৃণ। এখানের মিথুন মূর্তিগুলির খ্যাতি জগৎজোড়া। কারণ জীবন্ত এই মূর্তির মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি নেই, কদর্যতা নেই— জীবনের সহজ প্রকাশ তাই শিল্পসুষমা এখানের শেষ কথা। গগনচুম্বী শিখরগুলিও এখানের শিল্পকলার মতই তীক্ষ্ণ ও আকর্ষণীয়।

অবস্থান হিসাবে খাজুরাহোর মন্দিরগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। সমস্ত মন্দিরগুলি প্রায় 13 বর্গকিমি জায়গা জুড়ে আছে। এর মধ্যে পশ্চিম গোষ্ঠীর মন্দিরগুলিই পর্যটকদের টানে বেশি— তাই এই অঞ্চলেই অফিস, বাজার, দোকানপাট বেড়ে উঠেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। গড়ে উঠেছে মুক্তাঙ্গন যাদুঘর জার্ডিন মিউজিয়াম— W. E. Jardine 1910-এ এটি স্থাপন করেন। খোলা থাকে 9.00-17.00।

পশ্চিম গোষ্ঠীর মন্দির : এখানে 12টি মন্দির রয়েছে। সকাল-সন্ধে খোলা। দেখাব জন্যে যে টিকিট কাটবেন তাই দিয়েই উপরের ওই যাদুঘরটিও দেখতে পাবেন। শুক্রবার গেলে নিখরচায়। গাইড নিয়ে যদি দেখতে চান তবে ২৫ দিতে হবে। তাতে অবশ্য বিস্তৃত সংবাদ পাবেন। আমরাও সাধ্যমত জানিয়ে দিই।

কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দির : 31 মিটার উঁচু এই শিবের মন্দিরটি খাজুরাহোর সমস্ত মন্দিরের মধ্যে সবচেয়ে বড় আর সুন্দরতমও বুঝি-বা। চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরের উত্তরে অবস্থিত এই মন্দিরের চত্বরে চারকোণে যে চারটি ছোট মন্দির ছিল তা ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে মন্দিরের নিম্নাংশের পাঁচ ভাগ— প্রত্যেক ভাগের উপর একটি করে শিখর এর অপরিসীম সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। মন্দিরের প্রবেশপথে বাদক ও বাদ্যযন্ত্র, উড়ন্ত দেবদেবী, থামের গায়ে হিংস্র পশু, বামন, কোথাও ফুলপাতার খোদাই, মন্দিরের বাইরের তিন প্রস্তর খণ্ডে নানা মূর্তি—সব মিলিয়ে প্রায় 1,000 মূর্তির এক পরমাশ্চর্য শোভাযাত্রা যেন।

সেদিক দিয়ে **চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির** অন্যধাবার। এটি এখানের একমাত্র গ্রানাইট পাথরের মন্দির — সম্ভবত 900 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নির্মিত— সবচেয়ে পুরনো মন্দিরেও প্রধানা দেবী মা কালী। শিবসাগর পুষ্করিণীর পাড়ের এই মন্দিরের চত্বরে গোল করে গিয়ে 64টি যোগিনীর পৃথক পৃথক যে কক্ষ ছিল তার মধ্যে এখন মাত্র 35টি রক্ষা পেয়েছে। যোগিনী মূর্তিগুলিও অদৃশ্য— মাত্র দুটি রয়ে গেছে। আরো একটি কালীমন্দির রয়েছে— **দেবী জগদম্বার মন্দির**। এটি আসলে বিষ্ণুর মন্দির ছিল এককালে।

দেবী জগদম্বার মন্দিরে যেতে উত্তরে পড়বে **বিশ্বনাথ মহাদেব মন্দির**। এখানে দেখতে পাবেন একটি যুগ্মমূর্তি যার অর্ধেকটা সিংহ— যার সঙ্গে এক যোদ্ধা যুদ্ধরত। কাছেই রয়েছে **চিত্রগুপ্ত** বা **ভারতজি মন্দির**। এর প্রধান দেবতা সূর্য— তাঁর কাছে রথ ও 7টি ঘোড়া। সূর্যমূর্তি 5 ফুট (1.5 মিটার) উঁচু— অনবদ্য খোদাই কর্ম। আর আছে এক দেহে অতিরিক্ত দশটি মুণ্ডসহ বিষ্ণুর মূর্তি। এই অতিরিক্ত দশটি মুণ্ড তার দশটি অবতার হওয়ার কথা প্রচার করছে। বাইরের দেওয়ালে শিকার, হস্তিযুদ্ধ, রাজকীয় শোভাযাত্রা, নৃত্যরতা সুন্দরীর ছবি সেকালের চান্দেলা বংশের গৌরব ঘোষণা করছে।

ত্রিমস্তক ব্রহ্মার মূর্তি দেখতে পাবেন **বিশ্বনাথ মন্দিরে**, চিত্রগুপ্তের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। পাশেই নন্দীর মন্দিরও।

মন্দিরের ভিতরে শিব ও শিবের বাহন নন্দীর মূর্তি। সিঁড়ির দুপাশে হাতি ও সিংহের মূর্তি ও একদিকে ব্রহ্মার মূর্তি। দেওয়ালে রয়েছে নানান ধরনের কর্মরতা নারীমূর্তি— কেউ পত্রলিখনরত, কেউ বাজাচ্ছেন, কেউ শিশুক্রোড়ে, কেউ বা দর্পণে নিজরূপ দেখছেন। আর আছে অমৃতমন্থনের অনবদ্য দৃশ্যটিও।

950-এ রাজা লক্ষ্মণবর্মন নির্মিত লক্ষ্মণের মন্দিরে গিয়ে প্রধান মূর্তি বিষ্ণুকে দেখুন। প্রবেশপথে দেখবেন লক্ষ্মী, ব্রহ্মা ও শিবের মূর্তি। মণ্ডপের ছাদ পুষ্পশোভিত। এখানেও আছে অমৃতমন্থনের দৃশ্য। বিষ্ণুর ত্রিমস্তক মূর্তি— নৃসিংহ ও বরাহ অবতারের মূর্তি তাকিয়ে দেখার মত। মন্দিরের বাইরে দুটি ধাপে শিকারিদের ঘোড়া, হাতি, বরাহ শিকারের দৃশ্য দেখা যায়। দেখা যায় মিথুন মূর্তি ও সখীদের মূর্তি। আর দেখবেন নবগ্রহ। **বরাহ মন্দিরে** দেখতে পাবেন 9 ফুট (3 মিটার) উঁচু বরাহ অবতারের মূর্তি। তার গায়ে 674টি দেব-দেবীর মূর্তি। সে এক অবিশ্বাস্য প্যানেল। আরো দেখুন নিত্য যেখানে পূজার্চনা হয়ে চলেছে সেই মাতঙ্গেশ্বরী মন্দিরও। এটি অবশ্য পশ্চিমগোষ্ঠী মন্দিরের ঠিক বাইরে এবং সাদামাটা মন্দির। 8 ফুট (2½ মিটার) উঁচু একটি লিঙ্গ রয়েছে।

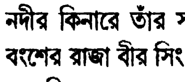
দক্ষিণ গোষ্ঠীর মন্দিরদ্বয় : এখানে এসে দেখুন শিব, অপ্সরা আর নানা মূর্তির সম্ভার যেখানে রয়েছে সেই **দুলাদেও মন্দির**— শহর থেকে বেশ দূরে। পাঁচভাগে বেড়ে ওঠা এই শিবমন্দিরের অন্দরে সরস্বতী; তোরণে গঙ্গাযমুনা, অষ্টবসু, যমরাজ; মন্দির দ্বারে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অনুপম মূর্তিরাজি বিরাজিত। মন্দির গাত্রে মিথুন মূর্তির ছড়াছড়ি। এবং 4 কিমি পশ্চিমে **চতুর্ভুজ মন্দিরে** বিষ্ণুর এক বিশাল 9 ফুট (3 মিটার) মূর্তি খোদিত রয়েছে— তার নিম্নাঙ্গ কৃষ্ণের, মস্তক ছাড়া উধর্বাঙ্গ নারায়ণের এবং মুকুট শিবের।

পূর্ব গোষ্ঠীর মন্দিররাজি : খাজুরাহো গ্রামের গা-লাগাও মন্দিরগুলি দুধরনের— হিন্দু ও জৈনদের। জৈন মন্দিরগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সুন্দর হল **পার্শ্বনাথের মন্দির**। 1860-এ তৈরি এই মন্দিরের উত্তর দিকের বাইরের দেওয়ালের কারুকার্য থমকে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়। ভিতরে আদিনাথ প্রথম তীর্থঙ্করের বৃষচিহ্ন। এখানেই আছে মিথুন মূর্তি, হরপার্বতীর মূর্তি, পত্রলেখা, নারী প্রসাধনরতা ইত্যাদি নানা মূর্তির সহাবস্থান। কাছেই আছে জৈন তীর্থঙ্কর **শান্তিনাথের বিগ্রহ**। ঘণ্টাই-এ গিয়ে দেখুন **ঘণ্টাই জৈন মন্দির**। মন্দিরে মহাবীরের জননীর 16টি স্বপ্নের আশ্চর্য রূপায়ণ ও গরুড়ের মূর্তির পরে এক জৈনদেবীর অবস্থা দেখে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। **আদিনাথের মন্দিরে** যক্ষীসহ খোদাই করা নানা মূর্তিও দ্রষ্টব্য। আরো দেখতে পাবেন এখানে ব্রহ্মা চতুর্মুখী লিঙ্গ **ব্রহ্মা মন্দিরে**, শিবের মূর্তি আছে এখানে। **বামন অবতারের** মন্দিরের গায়ে দেখুন নানা দেবদেবী ও বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের মূর্তি— এমনকি বুদ্ধের মূর্তিও। মন্দিরের বাইরে দুটি ধাপে স্বর্গের অপ্সরারা নানা ঢঙে বিরাজমানা— তাদের গায়ের গহনা ও প্রসাধন অনুপম। ছোট্ট **জাভেরি বিষ্ণু মন্দিরটির** কারুকার্যও অনবদ্য।

খাজুরাহো দেখা শেষ হলে মাইহার ব্যান্ডের প্রবর্তক প্রবাদপ্রতিম শিল্পী ওস্তাদ আলাউদ্দীন খানের গ্রাম **মাইহারে** ঘুরে আসতে পারেন। বেড়াতে যেতে পারেন 208 কিমি দূরের **চাঁচাই জলপ্রপাত**, 64 কিমি দূরের **ধুবেলা যাদুঘর**, 34 কিমি দূরে **গঙ্গৌ অভয়ারণ্য**, 46 কিমি দূরে ভারতের একমাত্র হীরের খনি **পান্না**, 25 কিমি দূরে **রাজগড়ে** 150 বছরের পুরনো রাজপ্রাসাদ, পান্নায় যেতে 30 কিমি দূরে **পাণ্ডব প্রপাত** এবং তুলসীদাসের পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ **রামনে**-ও।

ওরছা

হিমশীতল সময়ের গভীরতায় পাথরের খাঁজে খাঁজে ওরছার সৌন্দর্য বাঁধা পড়ে আছে সেই দূর অতীতকাল থেকেই। মধ্যযুগীয় এই শহর 1617 শতকে বুন্দেলা রাজাদের তৈরি প্রাসাদ আর মন্দির এক অনবদ্য শৈলীর সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুন্দেলা রাজপুত প্রধান রুদ্রপ্রতাপ 16 শতকে ওরছার পত্তন করেছিলেন বেতোয়া নদীর কিনারে তাঁর সাধের রাজধানী হিসেবে। পরে এই বংশের রাজা বীর সিং জুদেও এখানে অনবদ্য ছত্রি সমন্বিত জাহাঙ্গির মহল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এখানে বুন্দেলা শিল্প শৈলী অভ্যন্তরে-বহিরঙ্গে আজও উজ্জ্বল। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের দেওয়াল চিত্রে ধর্মীয় এবং জীবন রসিকতার এক আশ্চর্য সমন্বয়। রয়েছে আরো অনেক ছোট ছোট মন্দির ও স্মারকগৃহ, প্রতিটিই বোধ করি ইতিহাসের কোনো কথা বলতে উদ্যত।



কেমন করে আসবেন: যদি উড়ে আসেন তবে 120 কিমি দূরের গোয়ালিয়র **বিমানবন্দরে** নামুন। উড়োজাহাজে আসছে দিল্লি, ভূপাল, ইন্দোর, মুম্বাই, জব্বলপুর, রায়পুর প্রভৃতি স্থান থেকে। **ট্রেনে** এলে নামুন ঝাঁসী স্টেশনে। **বাস** আসছে ঝাঁসী থেকেই ঝাঁসী-খাজুরাহো সড়ক ধরে। সকালে এসে সন্ধেতে ফিরে যেতে পারবেন।

থাকার জন্য Sheesh Mahal (ঠিকানা: Dt: Tikamgarh, Ph: 252624) R-3 SAB ৫০০, DAB ৬০০, DB Dlx. ২০০০, Royal Suite ৩০০০; এই পর্যটন দপ্তরেরই Betwa Cottages (Ph: 252618) S ২৭৫, D ৩২৫, SAC ৫২৫, DAC ৬০০। SAB ৫০০, DAB ৬০০, SAC ৭০০, DAC ৮০০, Royal Suite ৩০০০; ওরছা রিসর্ট (Ph: 2363240) SAB ১৮০০, DAB ৩০০০। এছাড়া SADA (Special Area Development Authority)-র Hotel Palki Mahal, Hotel Mansarovar ও Yatri Niwas;

কী দেখবেন এখানে: ওরছার চতুষ্কোণ দুর্গচত্বরে একটি বহুখিলানযুক্ত সেতু পার হয়ে ঢুকলে আপনি কত আশ্চর্য দ্রষ্টব্য এখানে থরে থরে সাজানো দেখবেন। প্রথমেই দেখুন রাজা বীর সিং জুদেও কর্তৃক 17 শতকে জাহাঙ্গিরের সম্মানে নির্মিত **জাহাঙ্গির মহলের** ছত্রিগুলি আর জাফরি-জালিব অনবদ্য শিল্পকর্ম। তারপর একটু এগিয়ে এই চতুষ্কভূমির ডানদিকে গিয়ে দেখুন বীর সিং জুদেও-এর ভক্তিমান পূর্বপুরুষ মধুকর শাহ নির্মিত **রাজমহল**। এখানে ছত্রি, ভিতরের দেওয়ালের রঙিন চিত্রাবলিতে পৌরাণিক জীবন কি দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত। রাজা ইন্দ্রমণির(1672-1676) সুন্দরী, কবি ও সংগীতজ্ঞা প্রণয়িনী রায় পরভীন-এর স্মৃতিতে নির্মিত **পরভীন মহলে** কত স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। তাঁকে পাঠানো হয়েছিল সম্রাট আকবরের দরবারে। সেখানেই তাঁকে আটকে রাখা হল। কিন্তু রাজা ইন্দ্রমণির প্রতি তাঁর পবিত্র ও একনিষ্ঠ প্রেমের পরিচয় পেয়ে সম্রাট তাঁকে ওরছাতেই আবার ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরই সম্মানে নির্মিত হল এই দোতলা নিচু অট্টালিকা— গাছের উচ্চতার সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে। রচিত হল **আনন্দমহল** বাগিচায় অষ্টকোণী পুষ্পক্ষেত্র আর তাতে জলসিঞ্চনের অপূর্ব ব্যবস্থা। আকাশ-কুলুঙ্গি (skylight) দিয়ে কেমন করে প্রাসাদের ঘরগুলিতে বাইরের আলো যাচ্ছে দেখে আপনি পুলকিত হবেন।

চলুন এবারে যাই **রামরাজা টেম্পল**-এ। একটা গোটা অট্টালিকাকে ভক্তিমান রাজা মধুকর শাহ মন্দির বানিয়েছিলেন স্বপ্নে রামচন্দ্রকে দেখে অযোধ্যা থেকে রামচন্দ্রের মূর্তি আনিয়ে। প্রাসাদে মূর্তি এনে বসালেন। কিন্তু তাকে সরানো অসম্ভব দেখে এটিই মন্দির হয়ে গেল। সেজন্য এটি একটি প্রথাবহির্ভূত মন্দির। **চতুর্ভুজ মন্দিরটি** বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে উঠে এক বিশাল প্রস্তর চত্বরে নির্মিত দেখবেন। এখানেই প্রাসাদ থেকে রামচন্দ্রের মূর্তিকে এনে বসাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ভিতরের অলঙ্করণ, পদ্মপ্রতীক সবই মনে এক পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করবে। এখান থেকে একটি পাথুরে পথ দিয়ে এগোলে পৌঁছে যাবেন **লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে**— দুর্গ আর মন্দির স্থাপত্য এখানে একাকার। এর দেওয়ালের রঙিন চিত্র বিস্ময়াবহ। একটি অষ্টস্তম্ভী প্রাসাদ-কানন **ফুলবাগ**-এর জলসিঞ্চনের কলাকৌশল আধুনিক প্রযুক্তিকে হার মানায়। এর মাটির নীচের প্রাসাদ, **চন্দন কটোরা** থেকে ঝারির মত জল পড়ে প্রাসাদে— বৃষ্টির মত জলপতন— এক পরমাশ্চর্য নির্মাণ।

আর বীর সিং জুদেও-এর পুত্র হরদয়ালের আত্মোৎসর্গের বেদনা জড়িয়ে রয়েছে **দিনমান হরদয়াল প্রাসাদে**। তাঁর দাদা জুজহর সন্দেহ করতেন ভাই হরদয়াল তাঁর প্রণয়িনীর সঙ্গে গোপন প্রেমে আসক্ত। তাই আপন পবিত্রতা প্রমাণের জন্য তিনি শহিদ শুধু হলেন না দেশের লোকে তাঁকে ঈশ্বরের স্থানে বসিয়ে পুজো করে চলেছে আজও শ্রদ্ধাভরে। ওই জুজহরের পুত্র ধূর্জবান একটি মুসলিম কন্যাকে বিবাহ করে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি **সুন্দর মহলে** বসে প্রার্থনা, ধ্যানের মাধ্যমে এক সন্ত জীবনযাপন করেছিলেন। বেতোয়া নদীর কাঞ্চনঘাটের পাশে ওরছার রাজবংশের যে স্মৃতিস্তম্ভগুলি রয়েছে তা দেখার পর দেখুন মুক্তিযোদ্ধা চন্দ্রশেখর আজাদের সম্মানে মধ্যপ্রদেশ সরকার নির্মিত **শহিদ স্মারক**। আরো দেখতে পারেন সিদ্ধ বাবা কা স্থান, যুগলকিশোর, জানকী মন্দির এবং হনুমান মন্দির।

ভীমবেটকা

প্রাচীন গুহাচিত্র দেখতে যদি আগ্রহ থাকে তবে এখানে আপনাকে আসতেই হবে। অজন্তা-ইলোরা নয়, এ এক পৃথক শিল্পধারা, যেখানে প্রত্ন-প্রস্তর যুগ থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগীয় সময় পর্যন্ত মানুষের জীবনযাপনের ও তার পারিপার্শ্বিকের আশ্চর্য চিত্রসাক্ষ্য আপনি পেতে পারবেন। নব্যপ্রস্তর যুগের প্রায় 500-বেশি গুহার দেওয়ালে গুহাবাসী মানুষরা যেন তাদের আচার-আচরণ সুখ-দুঃখ নিয়ে পরোক্ষে উপস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ এই গুহাগুলিতে সেই বিস্মৃত যুগের শিকার, নাচ, গান, হস্তী ও অশ্বারোহণ, হরিণ, কুকুর, বাঁদর, টিকটিকি, কুমির, রাইসন, বাঘ, সিংহ বন্যশূকর, হাতি প্রভৃতির ছবি রয়েছে এর গুহাগাত্রে। দেখতে পাবেন মধুসংগ্রহ, দেহ প্রসাধন,

ছদ্মবেশ, মুখোশ আর গৃহস্থালির ছবি। আছে নানা জনপ্রিয় ধর্মগত, পৌরাণিক ছবিও। বেশির ভাগ ছবি লাল আর সাদা রঙের, তবে মাঝে মাঝে হলুদ ও সবুজ রঙের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মজার ব্যাপার, একটা ছবির উপরেই পরবর্তীকালে অন্য ছবি আঁকাও লক্ষ করা যায়—আসলে একই ক্যানভাসে বিভিন্ন যুগের মানুষদের এই চিত্রকীর্তি ভীমবেটকার গুহাগুলি।

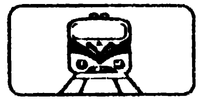
ভীমবেটকা নামটি এসেছে সম্ভবত ভীম বৈঠকা অর্থাৎ ভীমের উপবেশন স্থান থেকে। পাণ্ডবরা এখানে কিছুদিন ছিলেন বলে জনশ্রুতি। কাছের ভীয়াপুরও সম্ভবত ছিল ভীমপুর। নদীর নাম পাণ্ডবাস। অন্য নদীর নাম বেতোয়া— পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। এখানের গুহাগুলিকে পুরাতন প্রস্তর যুগ, প্রস্তর যুগ, নব্যপ্রস্তর যুগ, প্রাগৈতিহাসিক যুগ এবং মধ্যযুগে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। পুরাতন প্রস্তরযুগের ছবিগুলি আকারে বিশাল— বাইসন, বাঘ, গণ্ডার প্রভৃতির ছবি সবুজ আর ঘন লালে আঁকা। পরের যুগের ছবিগুলি একটু ছোট— প্রসাধন, শিকার, বাদ্যযন্ত্র, মা-শিশু, নাচ, পাখি, গর্ভবতী মহিলারা এখানে চিত্রিত। প্রাগৈতিহাসিক ছবির মধ্যে আছে লাল-হলুদ-সাদায় আঁকা ধর্মানুষ্ঠান, পোশাক, যক্ষমূর্তি, বনদেবতা, রথ প্রভৃতি চিত্র। রঙ তৈরি হত ম্যাঙ্গানিজ, লাল মাটি, কাঠকয়লা ইত্যাদি থেকে।

ট্রেনে বা প্লেনে ভূপালে নামুন। তারপর বাস ধরে 40 কিমি আসুন। বাস আসছে ইটারসি, পাঁচমাড়ি থেকে ওবেদুল্লাগঞ্জ, ভীয়াপুর হয়ে। ওবেদুল্লাগঞ্জ ট্রেনেও আসতে পারেন ভূপাল থেকে। তারপরেই বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরাংশে এই ভীমবেটকায় পৌঁছে একটি নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবেন। এখান থেকেই সাঁচী যেতে পারবেন।

পাঁচমাড়ি

পাঁচমাড়ি শব্দটির সহজ অর্থ পাঁচটি গুহা। কিংবদন্তি যে, বনবাসকালে পাণ্ডবেরা পাঁচভাই এখানের পাঁচটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। অন্যমতও আছে, অনেকের মতে এগুলি বৌদ্ধগুহা। আসলে পাণ্ডব বা বুদ্ধদেব— কারো টানে আপনাকে পাঁচমাড়ি আসতে বলছি না। আসবেন এখানের প্রকৃতির মনোলোভা আকর্ষণে। মহাদেব পর্বতমালার অন্তর্গত সাতপুরিয়া পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে এই শৈলাবাস আর-সমস্ত শৈলাবাসগুলি থেকে সত্যিই আলাদা। এখানে শীত পড়ে না, আর গ্রীষ্মকাল তো বসন্তের সুরভিমাখা। ডজনখানেক জলপ্রপাত আর প্রায় পাঁচ ডজন দর্শনীয় স্থানের হাতছানিতে এবারের অবকাশটার কিছুটা এখানেই কাটিয়ে যাবেন কিনা একটু ভেবেই দেখুন। এখানে বেড়ান ঘুরে ঘুরে, সাঁতার কাটুন প্রপাতের জলে, গলফ খেলুন। এখানেব লাল বেলেপাথরের টুকরোগুলো যদি সূর্যাস্তের সময় দেখেন তবে বিস্মিত হয়ে যাবেন এগুলি থেকে বিচ্ছুরিত বেগুনি আর ময়ূরকণ্ঠী রঙ-এর মিনাকারী-তে। ধূপগড়ের চূড়ো থেকে সূর্যাস্ত দেখার কথা আপনি জীবনেও ভুলবেন না। যদি আম ওঠার সময় আসেন তবে কলম আমের স্বাদও কি ভুলতে পারবেন? এখানে থাকার খরচও তুলনামূলক ভাবে কম। 1875-এ ক্যাপ্টেন ফরসিথ এটিকে আবিষ্কার করেছিলেন।

কখন আসবেন এখানে : সাতপুরা পাহাড়শ্রেণীর এই পাহাড়বেষ্টিত শৈলাবাস সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1,067 মিটার উঁচুতে। 52.5 বর্গকিমি আয়তনের পাঁচমাড়িতে গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ 38.8°C ও শীতে সর্বনিম্ন 4.4°C তাপমাত্রা থাকে। কাজেই এখানে বেড়াতে আসার সেরা সময় অক্টোবর থেকে জুনের মাঝামাঝি।



কেমন করে আসবেন : যাঁরা উড়ে আসবেন তাঁরা হয় 210 কিমি দূরের ভূপাল অথবা 258 কিমি দূরের নাগপুর বিমানবন্দরে নামুন। তারপর বাসে আসুন। ট্রেনে আসার সুবিধে যথেষ্ট। কলকাতা থেকে যাঁরা যাবেন তাঁরা মুম্বাই মেলে চড়ে পিপারিয়া স্টেশনে নেমে 48 কিমি দূরের পাঁচমাড়িতে আসুন। হাওড়ায় ট্রেন ছাড়ে রাত্রি 20.00; পিপারিয়া পরের রাত্রি 20.12 মিনিটে। পাটনা-কুরলা এক্স পাটনায় 23.20 ছেড়ে 18.15; গুয়াহাটিতে বুধ শনি ছেড়ে 11.15-গুয়াহাটি দাদার এক্স বারৌণীতে 12.15, এলাহাবাদ 11.10 ও পিপারিয়ায় 6.30; ভাগলপুরে ম.বু.শু.র. 9.15 ছেড়ে ভাগলপুর-দাদার এক্স 6.30, বারাণসীতে ম.বৃ.শু. 17.50 ছেড়ে বারাণসী-কুরলা এক্স 6.00, 11.30 ছেড়ে মহানগরী এক্স 23.48, 11.05 ছেড়েদাদার এক্স 2.40, ফৈজাবাদে রবিবার 15.45 ছেড়ে সাকেত এক্স 6.00।

সড়কপথে পাঁচমাড়ি, মাটকুলি হয়ে পিপারিয়া থেকে 52 কিমি, হোসঙ্গাবাদ-পিপারিয়া হয়ে ভূপাল 227 কিমি; মাটকুলি-ছিন্দওয়ারা-শওনি হয়ে জব্বলপুর 345 কিমি; সোরমার-ছিন্দওয়ারা-মাটকুলি হয়ে নাগপুর 248 কিমি। মধ্যপ্রদেশ সরকারের MPRSTC প্রতিদিন বাস চালাচ্ছে পিপারিয়া, ভূপাল, হোসঙ্গাবাদ থেকে। বাস আসছে উজ্জয়িনী, ইন্দোর, ইটারসি, নাগপুর থেকে। পিপারিয়া থেকে ট্যাক্সিও পাবেন।

কোথায় উঠবেন : MPTDC-র হোটেল আছে তহসিলের কাছে Amaltas (Ph : 252098) R-4 DAB ৬৫০ DAC ৯০০ DB Dlx. ১৩০০; ডি. আই. বাংলো (Ph: 252211) DB ২৫০; বাস স্ট্যান্ডের কাছে Holiday Home (Ph : 252099) R-40 Single Unit ৩২৫; তহসিলের কাছে Panchvati Cottages (Ph : 252096) ডিলাক্স ৮৯০, Hut's (Ph : 52098) ৬৯০; Rock & Manor (Ph: 252079) DAC Dlx ২২৯০ DB Dlx. ১৫৯০; Shahkar Bunglow (Ph: 252098) DB ৫০০ DB Dlx. ৮৫০; Satpura Retreat (Ph : 252097) DAB ৬৯০ DB Dlx. ১৩৯০ DAC ১৯৯০। পিপারিয়াতে পাঁচমাড়ি রোডে রয়েছে Tourist Motel, R-4, S ১৯০, D ২৯০; Prasthal Bunglow, Amark Bunglow S ৩৫০ D ৪২৫; Panchmarhi Club (রিজা: SDO, PWD, Panchmarhi, MP) ও কয়েকটি সাধারণ হোটেল, RH, জৈন ধরমশালা ইত্যাদি।

কী দেখবেন এখানে : স্থানীয় লোকে উচ্চারণ করেন 'পাঁচমরী'। সরাহতি এই মালভূমিকে দেখে বেঙ্গল ল্যান্সার ক্যাপটেন ফরসিথ (ফরসাইথ) মুগ্ধ হয়েছিলেন যেখান থেকে প্রথমে তার নাম হয়েছিল 'ফরসিথ পয়েন্ট', পরে তার নাম বদলে রাখা হয় 'সুদর্শন পয়েন্ট'। এখন এই নৈসর্গিক দৃশ্য দেখার স্থানের নামকরণ হয়েছে ইন্দিরা গান্ধির স্মৃতিতে 'প্রিয়দর্শিনী পয়েন্ট'। এখান থেকে দেখতে পাবেন অপ্সরা বিহারের ছোট জলাশয়। রজত জলপ্রপাত, ল্যাজিগির, ডাবেল— ফল সব। বুনো ফুলে ঢাকা রাস্তার মধ্যে আমলকী, হরিতকী, শালগাছের বন পেরিয়ে এগিয়ে চলুন হান্ডিগো নামে গভীর খাদটি দেখতে। 300 ফুটেরও বেশি (100 মিটার) গভীর খাদ। নীচে তার জল। পাথর ছুঁড়ুন— প্রতিধ্বনি মুহূর্তে এসে জানিয়ে দেবে জলের অস্তিত্ব। অনেকে এর মধ্যে পড়ে মারা গেছেন। কিংবদন্তি যে আগে এই খাদে এক বিরাট অজগর বাস করত। যে সব যাত্রী মহাদেব গুহায় যেত— প্রতিদিন তাদের একজনকে ধরে অজগর খেয়ে নিত। মহাদেব তাই শুনে এক কোপে কুড়ুল দিয়ে অজগরকে কেটে ফেলেন। তাতেই এই গভীর খাদ হয়। এখান থেকে একটু দূরে আছে দেনওয়া নদীর গভীর খাদ। এটি দেখতে হলে সুন্দর দর্শন নামে একটি জায়গায় চলুন। তার একটু দূরে রাজেন্দ্রগিরি। আগে এর নাম ছিল প্যানোরামা। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের নামে নতুন নামকরণ হয়। এখান থেকে একদিকে খাদের দৃশ্য, অন্যদিকে সবুজ বিস্তৃত তৃণভূমি দর্শন একটা অভিজ্ঞতা বিশেষ। পাঁচমাড়ির 3.2 কিমি দূরের এই স্থানটিতে একটি চমৎকার বাগান তৈরি করা হয়েছে। ঘুরে ঘুরে দেখুন। বনভোজনের ব্যবস্থা আছে এখানে।

শহরের কাছে একটি ছোট পাহাড়ে রয়েছে **পাণ্ডব কেভ**— এর পাঁচটি গুহা। কোনোকালে এখানে নাকি পঞ্চপাণ্ডব বাস করেছিলেন। তাতেই এর নাম পাঁচমাড়ি— একথা আগেই বলে এসেছি।

এবার চলুন পাহাড়ি গুহার অতলে গুপ্ত মহাদেবের দিকে। শুঁড়িপথ, তার উপরে জলের ধারা, খাড়াই সিঁড়ি, হনুমান মন্দির, পেরিয়ে প্রকৃতির স্বর্ণছত্রের নীচে শিবলিঙ্গ দেখুন। প্রবাদ যে, ভস্মাসুরের হাত থেকে বাঁচার জন্য মহাদেব তিলকসিন্দুর থেকে সুড়ঙ্গ পথে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মহাদেও হিলস্-এর এই জায়গাটি শহর থেকে প্রায় 10 কিমি দূরে। তবে বাস স্ট্যান্ডের বিপরীত দিকে 2 কিমি এগিয়ে 100 ফুট (31 মিটার) নীচে **জটাশঙ্করের মন্দির** দেখা একটা দারুণ ব্যাপার। গুহার ছাদ থেকে জল চুঁইয়ে পড়ে ধীরে ধীরে চুনাপাথরের জটা ছাদ থেকে বেণীর মত ঝুলে ঝুলে লেগে আছে। গুহার ছাদ থেকে জল পড়ছে অবিরত। তা থেকেই জন্ম নিয়েছে জম্বু নদী।

আরো 4 কিমি দূরে গিয়ে দেখতে পাবেন একটা চতুষ্কোণ উঁচু পাহাড়— নাম **চওড়াগড়**। ওপরে ওঠার জন্যে সিঁড়ি কাটা আছে। এর মাথার ওপর জঙ্গলের মধ্যে ধাতুর তৈরি ছোট-বড় হাজার হাজার ত্রিশূল দেখতে পাবেন। শিবরাত্রির মেলার সময় ভক্তরা এসে এসব ত্রিশূল রেখে যান— কেউ নিয়ে গেলে তার অমঙ্গল হয় বলে এখানের লোকের বিশ্বাস। একজন ইংরেজ বিলেতে নিয়ে গেলে তার যে অমঙ্গল হয় তাতে ত্রিশূল ফেরত দিয়ে যান তিনি। এ বিষয়ে তাঁর লেখা একটি চিঠি এখানের পুরসভা অফিসে কাচে বাঁধিয়ে রাখা আছে। আসলে ভস্মাসুরের ভয়ে পালাবার সময় স্বয়ং শিবই নাকি তাঁর ত্রিশূল এখানে ফেলে পালান। চাওড়াগড় থেকেই দেখতে পাবেন একদিকে হান্ডিগো ও দেনওয়া খাদ আর অন্যদিকে একটা বিশাল পাহাড়ি পাঁচিল।

দেনওয়া খাদ থেকে উপরে উঠে গেলে উঠতে পারবেন **ধূপগড়** (শহর থেকে 10 কিমি) পাহাড়ে— সাতপুরা পাহাড় শ্রেণীর সর্বোচ্চ পয়েন্টে। এটি 1,350 মিটার উঁচু। এখানের পাথরগুলো ক্ষয় হয় বলে নানা অদ্ভুত আকার ধারণ করেছে। তবে পথ দুর্গম। যেতে যেতে পথের পাশে হরিণ, হনুমান দেখতে পাবেন। দেখবেন অনেক লোক হাজির হয়েছেন সূর্যাস্ত দেখার

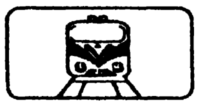
জন্য। পাহাড়ের পূর্বদিকে সূর্যোদয় দেখার জায়গা, পশ্চিমে সূর্যাস্ত। দুই পাহাড়ের মাথায় তখন সূর্য। অলোর খেলা চলছে। নীচে সুগভীর উপত্যকা গাছপালায় ঢাকা। নানা রঙের হোলি খেলে শেষে সূর্য যখন অস্ত যায়, সে এক না-ভোলা দৃশ্য। এমনি করে এখানের RH-এ রাত কাটিয়ে পরের ভোরে সূর্যোদয় দেখুন। সূর্যাস্ত দেখে নিশ্চয়ই আপনার রবীন্দ্রনাথের পত্রপুটের প্রথম কবিতা মনে পড়ে যাবে— সূর্য নেমেছে অস্তদিগন্তে/ নদীজালের রেখাঙ্কিত/ বহুদূর-বিস্তীর্ণ উপত্যকায়। /পশ্চিমের দিগ্বলয়ে,/ সুরবালকের খেলার অঙ্গনে/ স্বর্ণসুধার পাত্রখানা বিপর্যস্ত,/ পৃথিবী বিহ্বল তার প্লাবনে।

বিহ্বল হবেন পাতাল-সদৃশ **বী ফলস্** বা **যমুনা জলপ্রপাত** দেখলেও। শহর থেকে হাঁটতে হাঁটতেই এখানে পৌঁছে যেতে হয়। নির্জন এই প্রপাতে মৌমাছির মত দেখতে কণায় বিচ্ছিন্ন জলধারা ছড়িয়ে পড়ছে বলে এই নাম। ধূপগড়ের নীচে দেনওয়া খাদে নেমে গেলে দেখতে পাবেন যে **প্যাঞ্জি পুল** তার স্বচ্ছ জলে নেমে স্নান করুন। এর কাছে 40 গজ (36 মিটার) লম্বা গভীর জলের খাদটির জল অসম্ভব ঠাণ্ডা। এখানে হঠাৎ একস্থানে জল খুব গভীর হয়ে গেছে— নাম **হোয়াইট ফিশ গলি**। খাদের ভিতরে বাঘ থাকতে পারে। এর কাছেই আছে **লিট্‌ল্ ফসল**— ছোট্ট একটা ফুটো দিয়ে রুপোলি জলধারা গিয়ে একটি গর্তের মধ্যে পড়ছে। এখন এর নাম **অপ্সরা বিহার**। জলে ডাইভ দিন, সাঁতার কাটুন, স্নান করুন। তবে শহর থেকে 10 কিমি দূরের বনের মধ্যে **জেক্স ফলি** নামে গুহাতে একা যাবেন না, গাইড নিয়ে যান। বাঘ থাকতে পারে। দেখতে পারেন গভর্নমেন্ট হাউসের একটু দূরে রিছগড়ের গুহাও।

জব্বলপুর/জবলপুর

মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটি বিভাগ, জেলা, তহ্সিল ও শহর। জেলার আয়তন 10,122 বর্গকিমি। এর সুপ্রাচীন ইতিহাস জানা যায় না। তবে এখানে মৌর্য, শুঙ্গ, সাতবাহন, গুপ্ত, গোণ্ড প্রভৃতি রাজবংশ শাসন করে গেছেন। গোণ্ডরাজ সংগ্রামসারের পুত্রবধূ ইতিহাসখ্যাত রানী দুর্গাবতী তাঁর নাবালক পুত্রের হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি নিহত হলে তাঁর রাজ্য আকবরের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে যথারীতি ব্রিটিশের অধিকারে আসে। জব্বলপুরের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে নর্মদা, হিরণ, গোড়, মাহী প্রভৃতি নদী। এখানে আর্কিয়ান যুগের মার্বেল ও সিস্ট, গণ্ডোয়ানা যুগের পলল শিলা ও ব্যাসল্ট শিলা যুগের ব্যাসল্ট বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। বনাঞ্চল কম হলেও সেগুনগাছ বিখ্যাত।

জব্বলপুর নামটি কেউ বলেন আরবি শব্দ জবল = পাথর থেকে এসেছে। পাথুরে অঞ্চল দেখে এই নামকরণ অসার্থক মনে হয় না। কিন্তু মহাভারতের চেদি রাজগণের রাজধানী ত্রিপুরীতে (তেওয়ার) পাওয়া শিলালিপিতে **'জবালি-পট্টানা'** বা **'জাউলি-পট্টানা'** নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার কেউ বলেন দার্শনিক ব্রাহ্মণ জবালির নাম থেকে এর এই নাম। আধুনিক শহরটি সুপরিকল্পিত। রেল স্টেশনটিও চমৎকার। মধ্যপ্রদেশের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরটিতে নভেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে কোনো এক সময় চলে আসুন। তারপর এর মার্বেল পাথরের সৌন্দর্যে ডুব দিয়ে যান। অসংখ্য প্রবাসী বাঙালি এখানে আপনাকে নিঃসঙ্গ মনে হতে দেবে না।



কেমন করে আসবেন: IAC ও Vayudoot-এর বিমান এখানে আসছে দিল্লি, মুম্বাই, ইন্দোর, রায়পুর, ভূপাল আর গোয়ালিয়র থেকে। ট্রেন আসছে নানাদিক থেকে। হাওড়া থেকে সোজা আসার গাড়ি 2321 আপ মুম্বাই মেল (ভায়া এলাহাবাদ) ছাড়ে 22.00। পৌঁছে 17.30। দূরত্ব 1183 কিমি। 1448 শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস (হাওড়া ছাড়ে 14.30, জব্বলপুর পৌঁছয় 18.15)। ট্রেন আসছে পাটনা থেকে 23.20 ছেড়ে 3201 পাটনা-কুরলা এক্স পরের দিন 14.40, ভাগলপুরে 9.15 ছেড়ে ভাগলপুর-দাদার এক্স (ম.শু.র) 3.10। বারাণসী থেকে এলাহাবাদ হয়ে আসছে 2166 বারাণসী-কুরলা এক্স (ম.বু.শু.) 20.25 ছেড়ে 5.00, 11.30 ছেড়ে মহানগরী এক্স 21.00, 11.05 ছেড়ে গোরখপুর-দাদার এক্স 23.10-এ। ফৈজাবাদ থেকে রবিবার ছাড়ছে 15.45 ফৈজাবাদ-কুরলা সাপ্তাহিক এক্স 3.00। দাদার থেকে গোরখপুর এক্স 6.40 ছেড়ে আসছে 1.25 মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে 21.10 ছেড়ে মুম্বাই-হাওড়া মেল 13.50। একই সময়ে ছেড়ে একই সময়ে পৌঁছে যায় দাদার থেকে বুধ শনি দাদার-গুয়াহাটি এক্স ও ম বৃ শু র দাদার-ভাগলপুর এক্স। ছাড়ে 7.55 পৌঁছয় 00.45। 22.55 ছেড়ে মহানগরী এক্স আসছে 16,30। 5.20 ছেড়ে 22.35 পৌঁছচ্ছে কুরলা ফৈজাবাদ সাকেত এক্স। কুরলা বারাণসী এক্স সো বু বৃ 5.20 ছেড়ে আসছে 22.35এ। বৃ শ পাটনায় 14.45 ছেড়ে পাটনা-চেন্নাই এক্স 2.25 এবং স. বু. 17.50 বারাণসী ছেড়ে গঙ্গা-কাবেরী এক্স 3.00 টেয়। চেন্নাই-এ এই ট্রেনটি ছাড়ছে 17.30, পৌঁছচ্ছে 22.35। 17.30

ছেড়ে মগধ-পাটনা সাপ্তাহিক এক্স (ছাড়ে বৃহস্পতিবার) 22.35। গোন্ডিয়াতে 14.15 ছেড়ে সাতপুরা এক্স 228 কিমি পার হয়ে আসছে 22.00। ইন্দোরে 15.00 ছেড়ে 82.33 এক্স 600 কিমি পার হয়ে আসছে 15.50, ভূপালে 16.00 ছেড়ে অমরকন্টক এক্স (ম বৃ শু র) 22.00। বিলাসপুরে 82.34 এক্স ছাড়ছে 9.00, পৌঁছে 21.45 ও দু 16.5ছেড়ে অমরকন্টক এক্স (সো বৃ শু শ) 4.15 । হজরত নিজামুদ্দীনে 16.20 ছেড়ে মহাকোশল এক্স 10.30।

সড়কপথে জব্বলপুর থেকে ভূপাল ভায়া রায়সেন, সাগর, দামোহ 370 কিমি, এলাহাবাদ ভায়া কাটনি-রেওয়া 345 কিমি, নাগপুর ভায়া লাখনেদোন 264 কিমি, মাণ্ডলা ভায়া টিকারিয়া 96 কিমি, অমরকন্টক ভায়া কুন্দন-কেওনচি 224 কিমি, কান্‌হা-কিশলি 150 কিমি, ঝাঁসী ভায়া ও দামোহ্-সাগর-ললিতপুর 382 কিমি, খাজুরাহো গোয়ালিয়ার, কানহা, সাতনা, বিলাসপুর, অমরকন্টক, রায়পুর, বারাণসী থেকেও। MPTDC কনডাকটেড টুরের বাস চালাচ্ছে রবিবার ও ছুটির দিনে মদনমহল, খাজুরাহো, ইত্যাদি স্থানে।

কোথায় উঠবেন এখানে : রাসেলস্ ক্রসিং-এ Hotel Ambassador (Ph 221777) ২০০-৪৭৫ Hotel Samart (Ph 223183) ১৭৫-৪২৫, নৌদ্রা ব্রিজের কাছে অসংখ্য হোটেলের মধ্যে জ্যোতি সিনেমার পাশে বাঙালির Hotel Anand (Ph: 2323177) ২০০-৩৫০; Hotel Rajhans (Ph: 224954) ১২৫-৩৫০; Hotel Rahul (Ph: 225570) জ্যোতি সিনেমার উলটোদিকে ১২০-৩৫০; Hotel Swayam (Ph: 223377) ১১০-৩২০; Vijay Lodge ৯৫-২৭৫; Wardhaman Hotel (Ph: 2624829) SB ১০০ DB ২০০; Sawhney Hotel ৯৫-২৫০; Hotel Standard ৮৫-২৫০; Regal Hotel ১০০-৩৫০ ; আরো আছে Hotel Plaza, Hotel Neelam, Hotel Nataraj, Hotel Vaishalee ইত্যাদি। সিভিল লাইন্সে Hotel Jacksons (Ph: 2322320) ২৫০-১০৫০; রিট টাউনে Hotel Ashok (Ph: 5004222) SB ৩০০-৫০০; DB ৪০০-৮০০; বাসস্ট্যান্ডে Pawer Hotel ৭৫-২০০; Hotel Mayur ১১৫-২৫০; নেপিয়ার টাউনে Hotel Krishna (Ph: 5004023) SB ৪৫০-৮০০ DB ৭০০-১০০০ Suit ১৬০০; এছাড়া Arya Niwas, Janata Lodge, Meenakshi Lodge। আছে রেল স্টেশনের কাছে সিভিল লাইন্সে MPTDC-র Hotel Kalchuri (Ph: 2321491) SB ৪৫০ DB ৫৫০ SB Dlx. ৫৫০ DB Dlx. ৬৫০ DAC ৮৫০ SAC ৭৫০ DAC Dlx. ৯৫০ SAC Dlx. ৮৫০; নর্মদা নদীর ধারে ভেড়াঘাটে Hotel Marble Rocks (Ph: 283424) DAB ৪৫০; PWD CH (Ph: 25724), রিজা: EX, Engr. PWD); RH (Ph: 20350) রিজা: SDO, Divn-4, Civil Lines); RR (Rh: 22111) ইত্যাদি।

কী দেখবেন এখানে : সবাই বলেন 'মার্বেল রক্স্' জব্বলপুরের সেরা আকর্ষণ। আমার তো মনে হয় **ভেরা ঘাটের ধুঁয়াধার জলপ্রপাতের** কোনো তুলনা হয় না। নর্মদা নদী এখানে জীর্ণ হয়ে এসে শ্বেতপাথরের তৈরি একটা 15 মিটার খাদের মধ্যে পড়ে একটা অনবদ্য জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। প্রপাতের নীচে নদীটি একটি সরুপথ দিয়ে নানারঙা পাথবের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে গেছে। জল যেখানে পড়ছে সেখানে সর্বদাই বাষ্পের ধোঁয়া উঠছে— তাই এই নাম। জল এত জোরে পড়ে যে তার গর্জন বেশ দূর থেকেই শুনতে পাওয়া যায়।

এবার বলি **মার্বেল রকস্-এর কথা**। শহর থেকে প্রায় 20 কিমি দূরে এই ভেরাঘাটেই দেখতে হবে এই মার্বেল পাহাড়। তবে দেখতে হবে নর্মদা নদীর বুকে নৌকোয় বসে চাঁদনি রাতে। তবেই দেখা হবে সম্পূর্ণ। অবিশ্যি আজকাল ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তা কি চাঁদের লাবণ্য আর রোমান্টিকতার বিকল্প হতে পারে? সরকারি ব্যবস্থায় নৌকো ভাড়া পাবেন— মাথাপিছু ৮। 5 জনের গোটা নৌকোও ভাড়া নিতে পারেন। নদীর দুপাশে খাড়া উঠে গেছে 105 ফুট (32 মিটার) পর্যন্ত উঁচু ম্যাগনেসিয়াম লাইমস্টোনের পাহাড়। যেতে পাবেন **মাংকিজ্ লীপ**। পাবেন রানী অহল্যাবাঈ প্রতিষ্ঠিত **শিবলিঙ্গ মন্দির**, সবশেষে পৌঁছে যাবেন **এলিফ্যান্টস্ ফীট ও হর্সেস হুঁফ**-এ। জলের স্রোত পাথর কেটে তৈরি করেছে হাতির পা ও ঘোড়ার পায়ের আকৃতি। কী দারুণ দেখতে! এমনি করে জলপ্রপাতের আরো কিছু দূর এগিয়ে যান— দেখতে পাবেন **চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির**। নর্মদার তীর বেয়ে ভেরাঘাটের রাস্তাটি গিয়ে শেষ হয়েছে পাহাড় কেটে তৈরি 107 ধাপওয়ালা একটা পাহাড় চূড়ায়। এখানেই রয়েছে এই মন্দির। এর অন্য নাম মদনপুর মন্দির। শহরথেকে 21কিমি দূরের এই মন্দিরে মূল মূর্তি নন্দী পৃষ্ঠোপরি হরপার্বতী ছাড়া দেবদেবীর সংখ্যা প্রায় 300।

দুর্গার সহচরীদের সংখ্যা 81 এবং যোগিনীর সংখ্যা (ভগ্নদশা-প্রাপ্ত) 64। পাথরে তৈরি স্বর্ণাভ মূর্তি, তাদের অলঙ্কারে সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। এখানেই সংগ্রহ করতে পারবেন জব্বলপুরে বেড়াতে আসার স্মারক— সোপ-স্টোনে তৈরি দেব-দেবীর মূর্তি, লিঙ্গ থেকে আরম্ভ করে ছাইদানি পর্যন্ত।

এবার খোদ জব্বলপুর শহরের আরো দ্রষ্টব্য বস্তুর সঙ্গে চলুন পরিচিত হতে যাই। ভেরাঘাটে যাবার পথে 7 কিমি দূরে পাহাড়ের চুড়োয় বিশাল একখণ্ড গ্রানাইট পাথরের উপর তৈরি একটি চমৎকার দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ মদনমহল। এটি তৈরি করেছিলেন গোণ্ড-রাজা মদন শাহ্ 1116 তে। বাস আসছে পাহাড়ের নীচে পর্যন্ত। তারপর পায়ে পায়ে উঠতে হবে। এটি রানী দুর্গাবতীর প্রাসাদ বলেও খ্যাত। এর ওপরে উঠে নীচের শহর এবং আশপাশের গ্রামগুলি দেখলে মনে হবে— পটে আঁকা ছবি। যেতে যেতে পথে পড়বে একটি পাথরের উপর আর একটি পাথর দাঁড়িয়ে থাকা— ব্যালান্সিং রকের পরমাশ্চর্য দৃশ্য।

এবার মদনমহলকে পার হয়ে মেডিকেল কলেজের পাশ দিয়ে দেখে আসুন পিসান হরি জৈন মন্দির। পাহাড়ের আশে পাশে ছড়ানো নুড়িগুলো দেখতেও সুন্দর। দেখুন রানী দুর্গাবতী মেমোরিয়াল ও যাদুঘর, গোণ্ড-রাজা সংগ্রাম শাহ নির্মিত (1480-1540) সংগ্রাম সাগর ও বাজনা মঠ, 12 শতকের মালা দেবী মন্দির, 21 কিমি দূরের হনুমানের পদচিহ্নশোভিত পঞ্চবটী ঘাট, 9 কিমি দূরে নর্মদা নদীতে পবিত্র তিলওয়ারা ঘাট। এখানেই 1939-এ ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন বসেছিল সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে। এখানেই বিসর্জিত হয়েছিল মহাত্মা গান্ধির ভস্মরাশি। আরো দূরে যেতে চাইলে চলুন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত অশোকের শিলালিপি দেখতে রূপনাথে। শিবমন্দিরও আছে এখানে। যেতে পারেন ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধবিহার দেখতে 80 কিমি দূরের টাভেরিতেও। এখানে থেকেই ইচ্ছে হলে কানহা বা বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান ঘুরে আসতে পারেন।

মাণ্ডলা

এখানের দ্রষ্টব্য প্রধানত দুটি— মাণ্ডলা দুর্গ ও মাণ্ডলা অরণ্য। জব্বলপুরের 97 কিমি দূরে নর্মদা তীরে মাণ্ডলা গোণ্ড রাজাদের একটি কেন্দ্র। কানহা যাবার পথে বাস আসছে এখানে ঘন ঘন জব্বলপুর থেকে। কানহা থেকে এলে বাসকে 49 কিমি আসতে হবে। এখানের দুর্গটির ধ্বংসাবশেষ তিনদিক থেকে নর্মদা নদী দিয়ে ঘেরা। মাণ্ডলার 16 কিমি দূরে রামনগরেও একটি গোণ্ডদুর্গ আছে। আছে হিরদে শাহ রাজার গড়া একটি তিনতলা প্রাসাদও। এটির চারপশে গভীর বন। প্রাসাদের ছাদ থেকে নর্মদার বয়ে যাওয়া দেখা একটা সুখকর অভিজ্ঞতা। ভাল লাগে জলপ্রপাতের ধারার পতন দেখা— তার নাম সহস্রধারা। অবশ্য দেরাদুনের সহস্রধারার মত নয়। কানহার মত না হলেও মাণ্ডলা অরণ্যের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। বনে বাঘ আছে, আর আছে নিঃশঙ্ক প্যান্থার, চিতা, চিতল, হরিণ, বাইসন, সম্বর ইত্যাদি। পথ কেটে গেছে বনের মধ্য দিয়েই।

মাণ্ডলায় থাকার জন্য CH, PWD RH ছাড়া প্যারাডাইস লজ, নটরাজ, অশোক প্রভৃতি কয়েকটি মধ্যমানের হোটেল আছে।

গভীর বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যদি যেতে ইচ্ছে করে তবে জব্বলপুর থেকে 146 কিমি দূরের সিওনিতে আসুন। বিখ্যাত লেখক রুডিয়ার্ড কিপলিং সিওনির জঙ্গলের ছেলে মৌগলিকে নিয়ে একটি চমৎকার গল্প লিখেছিলেন। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মোটরে যাবার আর একটি কেন্দ্র ছিন্দোয়ারা— জব্বলপুর থেকে 215 কিমি দূরে। এই পথে তাসিয়া থেকে নর্মদার উপত্যকা ও পাঁচমাড়ি পাহাড়ের দৃশ্য বড় মনোরম। ছিন্দোয়ারা থেকে 40 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে দেওগড়ের গোণ্ড দুর্গ। দুর্গের পাঁচিলের মধ্যেই দেখতে পাবেন একটি ছোট পাহাড়। আছে পাথরের পুকুর, বাদলমহল নামে ইমারত আর গোণ্ডরাজাদের কিছু কবর। জব্বলপুর থেকে অমরকন্টকে যাবার পথে 110 কিমি দূরে ডিণ্ডোরিতে খেয়ে দেয়ে 14 কিমি দূরের মাণ্ডলা রোডের উপরে কুকার মঠে গিয়ে 10 শতকের পুরনো এক শিবমন্দির দেখুন। এখানে নাকি মাঝরাতে একটি লাল চোখওয়ালা গোখরো সাপ এসে শিবের মাথায় ফণা ধরে থাকে। চলুন এই ডিণ্ডোরি থেকেই অমরকন্টক (দ্র. ছত্তিশগড়) বেড়িয়ে আসি।

বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান

কানহা জাতীয় উদ্যানের মতই একটি দর্শনীয় উদ্যান। 105 বর্গমিটারের এই ঠাসা অভয়ারণ্যটি আসলে টালা বলে একটি স্থানে গড়ে উঠেছে। অরণ্যে রয়েছে বাঁশ আর শাল, আমলকি আর বহেড়া— আরো নানা জাতীয় গাছ। কাছেই আছে 14 শতকের একটি দুর্গ এবং পাশের পাহাড়ে

অনেকগুলো প্রাগৈতিহাসিক গুহা। বনের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে সদ্যোজাত চরণ গঙ্গা নদী— এর তীরে তীরে বাঘের পায়ের ছাপ শিহরণ জাগায় মনে—এখানে তাদের জল খেতে আসার অভিজ্ঞান। অভয়ারণ্য কর্তৃপক্ষের হিসেব অনুযায়ী এখানে বাঘের সংখ্যা 63। এছাড়া আছে একডজন গউর, প্রায় 150 নীলগাই, 400 সম্বর, 1,000-এর বেশি চিতল হরিণ, বাইসন, চিতাবাঘ, বার্কিং ডিয়ার, প্যান্থার, বনশুয়োর, শ্লথ ভালুক, হায়েনা ইত্যাদি। আছে নানাজাতের পাখিও। এই বনেই পৃথিবীর প্রথম সাদা বাঘ দেখতে পাওয়া যায় 1951-তে। 1958-য় এটি জাতীয় উদ্যান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। এখানে সমস্ত রকম শিকার নিষিদ্ধ। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যাবেন না।

এখানে আসতে হলে, বিমানক্ষেত্র জব্বলপুর 164 কিমি দূরে। ট্রেনে এলে নামুন 30 কিমি দূরের উমারিয়া স্টেশনে। এখান থেকে যাচ্ছে বাস। সোজা আসার বাস পাবেন সাতনা, রেওয়া, সাহদোল থেকে। আবার হাওড়া-মুম্বাই রেলপথে কাটনি পৌঁছে বাস বা জিপে 105 কিমি দূরে উমারিয়াতে এসে বান্ধবগড় যেতে পারেন। বনের মধ্যে যাবার আর ফেরার জন্যে MPTDC-র জিপ আর হাতি পাবেন। জিপের ভাড়া এমনি প্রতি কিমিতে ৯ কিন্তু যেই বাঘ দেখতে পাবেন অমনি হাতির ভাড়ার উপর বাড়তি টাকা 'জরিমানা' দিতে হবে। এই 'ফাইন' দেওয়া বেশ একটা 'ফাইন' ব্যাপার। তবে এখানে 1 জুলাই থেকে 31 অক্টোবরের মধ্যে আসবেন না। পার্ক বন্ধ থাকে। যদি কিছু বেশি জানতে চান তবে লিখুন . The Director, Bandhabgarh National Park, District-Sahadal, MP. থাকার জন্যে MPTDC-র টালার White Tiger Forest Lodge, R-8, SB ৭০০, SAC ৮০০, DB ৭০০, DAC ৯০০; Bandhabgarh Jugle Lodge (Ph: 265317) SB ১২০০-২০০০, DB ২০২৫-২৭০০। Forest Rest House (Ph: 222214) DB ৭০০; PWD Rest House ভাড়া ঘর প্রতি ১২০০। অন্তত 10 দিন আগে থেকে জানালে সিট পেতে সুবিধে। ভূপালে যোগাযোগের ঠিকানা ; General Manager (Tours), MP State Tourism Development Corporation Ltd, 4th Floor, Gangotri, TT Nagar, Bhopal 462003, (Ph: 2774340)। এছাড়া Tiger Lodge, Maharaja Lodge ইত্যাদিও আছে টালা বাস স্ট্যান্ড ও তার কাছাকাছি।

পান্না জাতীয় উদ্যান

কেন নদীর দুপারে বিস্তৃত গভীর বনভূমির 543 বর্গকিলোমিটার অঞ্চল 1968-তে জাতীয় উদ্যান হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই জাতীয় উদ্যানটির কিছু অংশ ছাতারপুর জেলায় ও বৃহদংশ পান্না জেলার অধীন। আগে এটি পান্নার রাজার ব্যক্তিগত শিকার ছিল।

তুলনামূলকভাবে জাতীয় উদ্যানটি নতুন, তাই যাতায়াত ব্যবস্থা বিশেষ গড়ে ওঠেনি। নিকটতম রেল স্টেশন সাতনা। কলকাতা-মুম্বাই (ভায়া এলাহাবাদ) রেলপথের এই সাতনা স্টেশনে নেমে আপনাকে বাসে পান্না আসতে হবে। বাসে এলে নামুন হিনোতায়। এখানেই জঙ্গলে ঢোকার গেট। আবার পান্না শহর থেকে বা 25 কিমি দূরের খাজুরাহো থেকে জিপে করেও আসতে পারেন। ভাড়া কিমি প্রতি ১০।

খয়ের, বহেড়া, হরির্তকি,, আমলকি, জাম প্রভৃতি গাছে ছাওয়া জঙ্গলের গভীরে চলে গেছে রাস্তা। জঙ্গল জুড়ে রয়েছে অসংখ্য ঝরনা। এখানের বন্যপ্রাণীর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ক্যারাকাল। ক্যারাকাল অবলুপ্ত ভারতীয় চিতার এক প্রজাতি। কর্তৃপক্ষের হিসেব অনুযায়ী বাঘের সংখ্যা 36, চিতাবাঘ 31। এছাড়া বেজি, শ্লথভালুক, চিতল, চৌশিঙ্গা, কৃষ্ণসার হরিণের দেখা মিলবে। আর দেখা পাবেন মধ্যপ্রদেশের রাজ্য পাখি দুধরাজ (Paradise Flycatcher)।

থাকার জন্য পাবেন Forest Bunglow হিনোতায় (রিজা : Director, Panna National Park, P.O. & Dt. Panna), এছাড়া PWD IB।

কনডাকটেড ট্যুর

মধ্যপ্রদেশ পর্যটন উন্নয়ন দফতরের ব্যবস্থাপনার 6 রাত্রি 7 দিনের ট্যুর। এতে আছে কানহা-বান্ধবগড় অভয়ারণ্য, পিপারিয়া, পাঁচমাড়ি ও জব্বলপুর দর্শন। 'কল অব দি ওয়াইল্ড' নামের এই সফরটির ভাড়া 4 হাজারের কিছু বেশি। 5-12 বছরের শিশুদের জন্য ছাড়ের ব্যবস্থা আছে। আসন সংরক্ষণ ও বিস্তারিত সংবাদের জন্য যোগাযোগ করুন : MPTDC, (Ph : 22478543/5855) Chitrakoot Bldg, Room No. 7, Sixth floor, 230A, A.J.C. Bose Rd, Kolkata 700 020।

মহারাষ্ট্র

মহাত্মা ফুলে, মহামতি গোবিন্দ রানাডে, লোকমান্য তিলক, মহামতি গোখলে, জ্ঞানেশ্বর, তুকারামের রাজ্যে আপনাকে আসতে হবে নানা দর্শনীয় স্থান দেখতে। মহারাষ্ট্রের পশ্চিমে আরবসাগর তার তরঙ্গ-লহরীতে আপনার আগমনকে বন্দনা জানাবে। উত্তরে মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণে মহীশূর ও পূর্বে অন্ধ্রপ্রদেশ আপনাকে জানাবে স্বাগত। 35টি জেলায় বিভক্ত 307,690 বর্গ কিমি আয়তনের এই রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রায় 10 কোটি (9,67,52,247—2001)। জেলাগুলি হল: মুম্বাই শহর, মুম্বাই শহরতলি, থানে, রায়গড়, রত্নগিরি, সিন্ধুদুর্গ, নাসিক, ধুল, জলগাঁও, আহমেদনগর, পুনে, সাতারা, সাঙ্গলি, শোলাপুর, কোলহাপুর, ঔরঙ্গাবাদ, জালনা, পারভানি, বীদ, নান্দেদ, ওসমানাবাদ, লাটুর, বুলদানা, আকোলা, অমরাবতী, যাবতমাল, ওয়ার্ধা, নাগপুর, ভাণ্ডারা, চন্দ্রপুর, গড়চিরোলি, নন্দারবার, ওয়াসিম, গোণ্ডিয়া ও হিনগোলি। রাজধানী মুম্বাই (বোম্বাই) ভারতের অন্যতম ও বৃহত্তম আকর্ষণীয় শহর। কোঙ্কনের সমভূমি, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, তার পূর্ববর্তী মালভূমি, তাপ্তী-পূর্ণা উপত্যকা এর ভূপ্রকৃতি নির্মাণ করেছে। কৃষ্ণা-গোদাবরী-তাপ্তী প্রবাহিত এই রাজ্যেই রয়েছে ভারতের একমাত্র জ্বালামুখ-সৃষ্ট হ্রদ লোনার। অরণ্যসম্পদে পূর্ণ এখানকার চন্দন কাঠ জগদ্বিখ্যাত। রামায়ণে এই রাজ্যের অংশবিশেষ দণ্ডকারণ্য, মহাভারতে দণ্ডকরাজ্য নামে অভিহিত। পুরাণে নাসিক, কোঙ্কন, কোল্হাপুরের উল্লেখ আছে। শিল্পসমৃদ্ধ এই রাজ্যের বিদর্ভ থেকে পৌরাণিক তিন রানী গিয়েছিলেন— নলের অন্তঃপুরে দময়ন্তী, কৃষ্ণ-ঘরণী হয়ে রুক্মিণী এবং অজপত্নী ইন্দুমতী।

মৌর্য অধিকার বিস্তারের পর এখানে শতবাহন, বাকাটক, চালুক্য ও যাদব বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বাকাটকদের আমলেই নির্মিত হয় অজন্তা গুহার সৌন্দর্য। এর পরে মহারাষ্ট্রের ইতিহাস গড়ে ওঠে ছত্রপতি শিবাজি ও মুসলমানদের অধিকারকে কেন্দ্র করে। পরে এলেন পেশোয়ারা। সব শেষে ব্রিটিশ। ভারত স্বাধীন হবার পর 1956 থেকে মহারাষ্ট্র পেল বর্তমান রূপ।

শ্রাবণ মাসের রাখী পূর্ণিমায় রাখীবন্ধন, গণেশ পূজা, নবরাত্র উৎসব, দশহরা, সরস্বতী পূজা, গোবিন্দ-মঙ্গলগৌরী-গৌরী-দশহরা নাচ আপনাকে নানা উৎসবের মধ্যে আপন করে নেবে। প্রাচ্যের হলিউড মুম্বাইয়ের আকর্ষণ আলাদা।

ভারতের প্রথম রেলপথ বোম্বাই-পুনে রেলপথ স্থাপিত হয় এ রাজ্যেই 1853-তে। রেল যোগাযোগ ও সড়ক যোগাযোগে এ রাজ্যে বাস্তবিকই উন্নত।

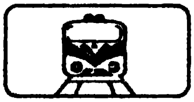
মুম্বাই/বোম্বাই

মুম্বাই মহারাষ্ট্রের রাজধানী, ভারতের অন্যতম মহানগরী ও পোতাশ্রয়। আরবসাগরের তীরে অবস্থিত মুম্বাই আগে ধারোবি (ডাবি), সলগেট, ট্রম্বে, বোম্বাই প্রভৃতি 7টি দ্বীপের সমষ্টি ছিল। কেন এই নাম বলা মুশকিল। কেউ বলেন পোর্তুগিজ 'বম বাহিয়া' (সু-সাগর) থেকে, কেউ বলেন কোলবা অঞ্চলে কোলি জেলেদের পূজ্য দেবী মুম্বাই-এর নাম থেকে এই নামকরণ হয়েছে। দ্বিতীয় মতটিই এখন প্রবল। তাই নতুন করে একে মুম্বাই বলা হচ্ছে এখন। পোর্তুগিজরা এখানে 1534-এ অধিকার স্থাপন করে। ইংরেজরা অধিকার করে 1661-তে। মুম্বাই দ্বীপের দক্ষিণাংশে পুরাতন কেল্লাকে কেন্দ্র করে গভর্নর জেরাল্ড অঙ্গিয়ার-এর সময়ে (1672-77) খাড়ি বুজিয়ে এই নগরীর প্রকৃত পত্তন ঘটে। 1687-তে ইংরেজরা সুরাট থেকে মুম্বাইতে তাদের প্রধান কার্যালয় নিয়ে আসে। মুম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত রেলপথ স্থাপিত হয় এই 1853-য়।

আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সময় এই বন্দর থেকে ব্রিটেনে তুলো পাঠাবার সুবাদে এই নগরীর ঐশ্বর্য বাড়তে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় 1857 ও পোর্ট ট্রাস্ট গঠিত হয় 1873-এ। 1.2 কোটি জনসংখ্যার এই বিশাল শহরের আকর্ষণ বিচিত্র। একদা 1498-এ এখানে কালিকটে ভাস্কো-ডা-গামা পদার্পণ করেছিলেন। 1661-তে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পোর্তুগিজ রাজকুমারী ক্যাথারিন-দি-ব্রাগাঞ্জাকে বিয়ে করে যৌতুক হিসেবে এই শহরকে পান। এর বন্দর, রেল স্টেশন, মেরিন ড্রাইভ, ঝুলন্ত বাগিচা, পার্ক, মিউজিয়াম, গুহাবলী, জুহু সবই আপনাকে আকর্ষণ করবে বিপুল ভাবে। এর সিনেমা জগতের আকর্ষণে কত মানুষ এখানের স্বপ্ন দেখে। অতএব মহারাষ্ট্রে পা দেবার জন্যে আগে বোম্বেকেই বেছে নিই। থুড়ি—1986-র প্রজাতন্ত্র দিবসের পর হয়েছে মুম্বাই। অভ্যেসটা বদল করা মুশকিল।

কখন আসবেন এখানে : সমুদ্রের উপকূলের শহর—সেজন্যে শীতগ্রীষ্মের আধিক্য নেই। গ্রীষ্মকালীন গড়

উত্তাপ 33°C এবং শীতকালীন গড় উত্তাপ 24°C। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 180 সেমি.। আশ্বিনের শেষের দিকে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিবাত্যাময় বৃষ্টি দেখা দেয়। বৃষ্টি সহজে ছাড়তে চায় না। তাই এখানে আসার সেরা সময় নভেম্বর থেকে মার্চ।



কেমন করে আসবেন : মুম্বাই-এ আসার জন্য সবরকম যানবাহন রয়েছে। **বিমানে** : মুম্বাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ার সিলোন, এয়ার ফ্রান্স, আলিটালিয়া, BOAC, চেক এয়ার লাইন্স, ইরানিয় এয়ারওয়েজ, ইস্ট আফ্রিকান এয়ারওয়েজ, গরুড় এয়ারওয়েজ, কুয়েত এয়ারওয়েজ, লেবানিজ ইন্টারন্যাশানাল এয়ারওয়েজ, ME এয়ারওয়েজ, VA এয়ারলাইন্স, সৌদি আরব এয়ারলাইন্স, সাবেনা এয়ারলাইন্স, ট্রান্সওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, এরোফ্লোত, ক্যাথি প্যাসিফিক, গাল্‌ফ এয়ার, LOT (পোল্যান্ড) এয়ারওয়েজ, সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স প্রভৃতির বিমান উঠছে নামছে। এছাড়া দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থান থেকে নানা ধরনের বিমান আসছে এখানে। কলকাতা থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স, এয়ার ইন্ডিয়া, জেট এয়ারওয়েজ, সাহারা এয়ারলাইন্স সংস্থার বিমান নিয়মিত মুম্বাই শহরে যাতায়াত করছে। এলায়েন্স এয়ার উড়ছে কান্দালা, পুনে, সুরাট, রত্নগিরি, দমন, গোয়া, জলগাঁও প্রভৃতি স্থান থেকে।

রেলপথে : মুম্বাই-এর দুটি প্রধান স্টেশন হল মুম্বাই সেন্ট্রাল এবং মুম্বাই সি এস টি। এখানে ট্রেন আসছে আমেদাবাদ, এলাহবাদ, অমৃতসর, বাঙ্গালোর, ভাগলপুর, কোচি, দিল্লি, দেরাদুন, এর্নাকুলাম, ফিরোজপুর, গান্ধিধাম, গোরখপুর, গোয়ালিয়র, হাওড়া, জম্মু তাওয়াই, কানপুর, কন্যাকুমারী, কোলহাপুর, লখনৌ, চেন্নাই, মজঃফরপুর, নাগপুর, পাটনা, পোরবন্দর, পুনে, সেকেন্দ্রাবাদ, তিরুবঅনন্তপুরম, বরোদা, বারাণসী, ভাস্কো-ডা-গামা, বীরগ্রাম প্রভৃতি ভারতের নানাদিক থেকে। হাওড়া থেকে সোজা মুম্বাই যাবার গাড়িগুলি বলি—

ট্রেন	হাওড়া ছা	মুম্বাই পৌ
2810 মুম্বাই মেল	19.30	6.25
2321 মুম্বাই মেল	22.00	11.45
2860 গীতাঞ্জলি এক্স	13.30	21.35
8030 তিলক এক্স	11.30	5.15
2102 জ্ঞানেশ্বরী এক্স (সো বু বৃ র)	23.15	7.40

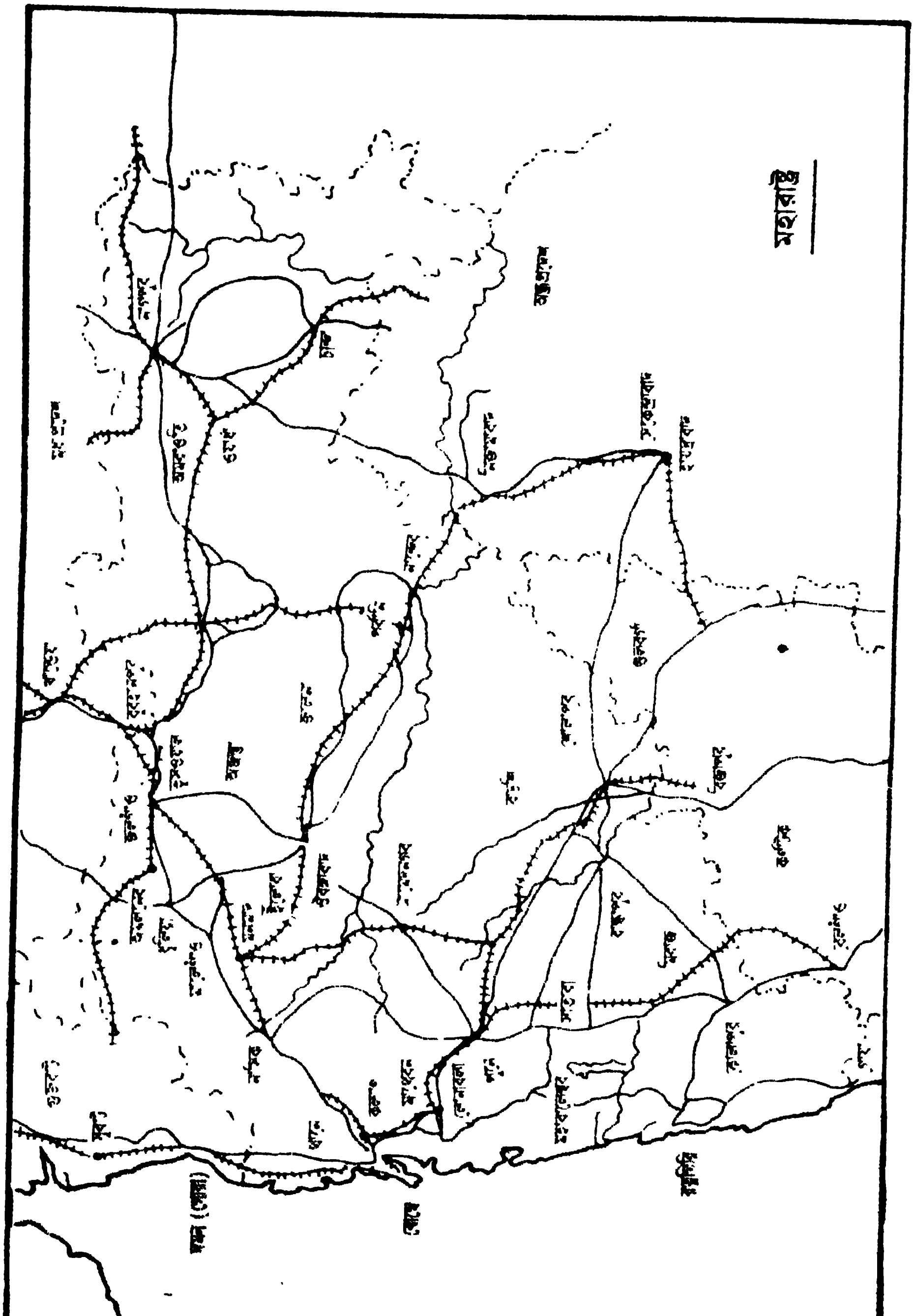
ট্রেনে কাটাতে হবে দুরাত্রি। দূরত্ব মুম্বাই সি. এস. টি 1976 কিমি। লোকমান্য তিলক 1944 কিমি। কুরলা স্টেশনের নাম পরিবর্তিত হয়ে এখন লোকমান্য তিলক টার্মিনাস। 8030 তিলক এক্স এবং 2102 জ্ঞানেশ্বরী এক্স লোকমান্য তিলক স্টেশন পর্যন্তই যায়। ফেরে যথাক্রমে 22.05 ও 20.20 ছেড়ে হাওড়া 15.30 ও 4.30। 2809 মুম্বাই সি এস টি থেকে মুম্বাই মেল 20.30 ছেড়ে হাওড়া 6.30; 2859 গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস 6.00 ছেড়ে হাওড়া 14.15। 2303 মুম্বাই-হাওড়া মেল 21.20 ছেড়ে হাওড়া 11.25।

সড়ক পথে : এখানকার রাজ্য পরিবহনের সাধারণ ও ডিলাক্স বাসগুলি ছাড়ছে মুম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশনের উলটোদিকে, মহারাষ্ট্র রাজ্য পরিবহনের বাস ডিপো (Ph: 574212) থেকে পুনে (163 কিমি 5 ঘণ্টা), নাসিক (135 কিমি 4 ঘণ্টা), পানাজি (597 কিমি 12 ঘণ্টা), ঔরঙ্গাবাদ (392 কিমি 11 ঘণ্টা), আমেদাবাদ (545 কিমি 12 ঘণ্টা) প্রভৃতি শহরের দিকে। এখান থেকেই মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, গুজরাট, গোয়া রাজ্য প্রভৃতি পরিবহনের বাসগুলি যাচ্ছে।

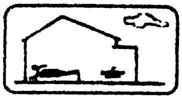
জলপথে : মুম্বাই-এর New Ferry Wharf, Mallet Bunder, Mumbai 400009 থেকে জাহাজে করে যাওয়া যায় গোয়ার রাজধানী পানাজিতে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর, এই কয় মাস বাদে বছরের বাকি মাসগুলিতে জাহাজ ছাড়ে সকাল 10.00টায়, মঙ্গলবার বাদে। এছাড়া Damania Catamaran Service-এর স্পিড লঞ্চ করেও মুম্বাই থেকে পানাজি যাওয়া যায়।

ছোট-বড়ো আকারে মিটার-যুক্ত ট্যাক্সিও পাবেন। লাক্সারি ট্যাক্সি এবং ট্যুরিস্ট কারের দরকার হলে নীচের যে-কোনো পরিবহন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করুন—

Mercury Travels, Forbes Street, Mumbai 1; Modern Garage, 275-279,Bellasis Road, Mumbai 8; Shaikh Manoo, Chinoy Mansion, Bhulabhai Desai Road, Mumbai 26; Surafleet Motor Service; Pravin Auto Hirer, Linking Road, Sanata Cruiz, Mumbai 54; Trade Wings, 330 Rampart Row, Mumbai 1; Travel Corporation of India. Mon Rpos, Arthur Bunder Road, Mumbai 5; Sanghi Motors', 39A Huges Road, Mumbai 7; Auto Hirers, Commerce Centre, Trade, Mumbai 7 প্রভৃতি। দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার জন্য যানবাহনে ব্যাপারে


মহারাষ্ট্র

দেখুন— কন্‌ডাকটেড ট্যুরের তালিকা।



কোথায় উঠবেন এখানে : মুম্বাই শহরে হোটেল, আবাসস্থল, খাওয়ার স্থানের প্রাচুর্য এত বেশি যে তার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া অসম্ভব। এখানে থাকার খরচও বেশি। তবুও আমরা পর্যটকদের এখানে থাকা-খাওয়ার খরচ সম্পর্কে একটা ধারণা দেবার জন্য হোটেলের তালিকা দেবার চেষ্টা করছি।

Citizen Hotel (Ph: 26117273) 960 জুহু তারা রোড ১,২৯৫-২,১৫০; এখানে Centaur Hotel Juhu Beach (Ph.6113040) ৪,৬৫০-৫,২০০, Hotel Juhu Continental (Ph. 26124049) ১,২০০-২,৬০০; 5নং এ Hotel Kings (Ph: 26149775) ১০৫০-১,৩৫০; 8নং এ Hotel Ajanta (Ph: 26183047) ১,৭৫০-৩,৩৫০; 18/Bনং এ Hotel Atlantic (Ph: 26183223)১,০৫০-১,৮৫০; 39 জুহু বিচে Sun-n-Sand Hotel (Ph: 26201811) ২,৬৫০-৬,২৫০; 39/2 নং Sea Side Hotel (Ph: 26200293) ৯৫০ ১,৫৫০; Hoel Sea Princess (Ph: 26175858) ২,৬৫০-৫,২৫০; শিবাজী পার্কে 289 কাডেল রোডে Hotel Amigo (Ph 24463621) ৯৫০-১,২৫০; রানাডে রোডে Hotel Parkway (Ph: 24445336) ৭৫০-১,১৫০; ভিলে পার্লেতে 5/6 নেহরু রোডে Hotel Airport International (Ph: 26122883) ১২৫০-১৪৫০ 77A&B নেহরু রোডে Hotel Atithi (Ph: 26116124) ১৬৫০-২৮৫০ 344 নন্দা পটকর রোডে Hotel Columbus (Ph. 26145717) ৯২৫ ১২৫০; দাদারে 190 ড আম্বেকর রোডে Hotel Aroma (Ph: 2411176) ৩৫০-৫৫০; এখানেই 20-B প্রিতম এস্টেটে Hotel Midtown Pritam (Ph. 24145555) ১০৫০ থেকে; 53 ড. আম্বেদকর রোডে Hotel Nagina (Ph: 23717799) ৮৫০-১৬৫০; 33 1 নং-এ Hotel Commando (Ph: 26490227) ৮০০-১২০০; 165 ল্যামিংটন রোডে Hotel Kumkum (Ph: 23072010) ৭০০-৯৫০; 196 নং-এ Hotel Gulistan (Ph: 23081461) ৮০০-১১৫০; 352 লিকিং রোড Hotel Bawa International (Ph: 26494416) ২৬৫০-৫২০০ ; 87 ক্রস রোড, দাদারে Hotel Avon Ruby (Ph: 24114591) ১১০০-১৩৫০; সান্তাক্রুজে 31এস ভি রোডে Hotel Classic (Ph: 26491456) ৮০০-১২৫০, ১৫ ওয়ালটন রোড, কোলাবায় Hotel Cowies (Ph: 222280232) ৮৫০ থেকে , 24-26 বি কে বি বেহরাম মার্গ, অ্যাপেলো বান্দের-এ Hotel Diplomat (Ph: 22021661) ৯০০-১৫৫০ ; 41গার্ডেনে রোড কোলাবায় Hotel Godwin (Ph: 22872050) ১২৯০-১৮৫০; 43 পোচকানওয়ালা রোড, ওরলিতে Hotel Hill Top International (Ph: 24930860) ৮০০-১১৫০ ড আম্বেদকর রোড, লালবাগে Hotel Hiramani Pvt. Ltd. (Ph: 24132313) ৫৫০-৯৫০, 45 তেলি পার্ক রোড, আন্ধেরি (ইস্ট)-এ Hotel Imperial Palace (Ph: 28345234) ৮৫০-১১৫০, 197, দয়াল দাস রোড, ভিলে পার্লেতে Hotel Jayshree (Ph: 6127799) ৭৫০-১৮৫০; 131 আগস্ট ক্রান্তি মার্গে Hotel Kemps Corner (Ph: 23634646) ৬৭৫-৮৫০ 519 লিংকিং রোড, খর-এ Hotel Linkway (Ph: 26496008) ৫০০-৭৫০; আন্ধেরি কুর্লা রোডে Hotel Metro International (Ph: 28341229) ৭০০ ১৩৫০; ওয়াটার ফিল্ডরোড, বান্দ্রায় Hotel Metro Palace Pvt Ltd. (Ph: 26427311) ১০৫০-১৭৫০, 354 লিংকিং রোডে Hotel Neel Kanth (Ph: 26495566) ৭০০-১৩০০; 17 ফোর্থ রোডে Hotel National (Ph: 26494406) ৭০০, থেকে 355, লিংকিং রোডে Hotel New Castle (Ph 26480491) ১২৫০-১৯৫০; পালি হিলসে Hotel Palli Hills (Ph: 26492995) ৯৫০-১৫৫০; আগরওয়াল মার্কেট ভিলে পার্লেতে Hotel Parle International (Ph: 26102122) ১১৫০-১৮৫০, 9th রোড কর্নার , চেম্বুরে Hotel Pearl (Ph: 25564025) ৪০০-৭৫০; 757 এস ভি রোড খারে Hotel Ramee International (Ph: 26485421) ৯০০-১২৫০; 19 জ্যাকেরিয়া বান্দের রোডে Hotel Rajdoot (Ph: 28514442) ৩৫০-৬২৫; স্টেশন রোড সান্তাক্রুজে Hotel Rang Mahal (Ph: 26490303) ৩৭৫-৫৭৫; দাদারে গোকুল দাস রোডে Hotel Red Rose (Ph: 24137843) ৯০০-১২৫০; 99/C তুলসীওয়াদিতে Hotel Rosewood (Ph: 24940320) ৮০০-১০৫০ ; 83 আচার্যমার্গ, চেম্বুরে Hotel Royal (Ph: 25550343) ৪০০-৮৫০; এস ভি রোড , ভিলে পার্লেতে Hotel Rupali (Ph: 28362790) ৫২৫-৭৫০; লোকমান্য তিলক মার্গে Hotel Sadanand (Ph: 23422613) ৫৪০-

৮৫০; 35 ত্রিভুবন রোডে Hotel Sahara (Ph: 23861491) ৩৭৫-৬৫০; 711, ফার্স্ট রোড, ধুরন্ধর মার্গ, খারে Hotel Shubhangan (Ph: 26460382) ১১০০-২৮৫০; 368 এস ভি রোড বান্দ্রায় Hotel Siddharth (Ph: 26427697) ৭০০-১০৫০; ইন্টারন্যাশনাল এয়ার পোর্টের কাছে Hotel Silver Inn (Ph: 28326392) ৭৫০-১০৫০; 385 এন সি কেলকর রোডে Hotel Stayell (Ph: 24220762) ৪৫০-১০৫০, 5 জমসেদজি টাটা রোড, চার্চগেটে Ritz Hote Pvt. Ltd. (Ph: 22850500) ২৬০০-৪৯০০; 145 মেরিন ড্রাইভে Sea Green Hotel (Ph: 22822294) ৭৭৫-১০৫০; 145A নং-এ Sea Green South Hotel (Ph: 22821613) ৬৫০-১,০৫০; আগস্ট ক্রান্তি মার্গে Shalimar Hotel (Ph: 23631311) ১২৫০-২১৫০, 26 জে পি রামচন্দানি মার্গে Sea Palace Hotel (Ph 22841828) ৯৬৫-২৪৫০; এখানেই 30নং-এ Shelley's Hotel (Ph: 22840229) ৮৫০-১২৫০; বোম্বে এয়ারপোর্টে The Centaur Hotel (Ph: 26116660) ৩১০০-৪৮৫০, The Kamats Plaza, সান্তাক্রুজ বিমান বন্দর লাগোয়া (Ph: 26123390) ২৩৫০-২৭৯০; সাহর-এ The Leela Kempinski (Ph: 28363636) ৭,৪৪০-৪১,৮৫০; কোলাবায় ল্যান্সডাউন রোডে Hotel Appolio (Ph: 22020223) ১০৫০-১২৫০; প্লট নং 75, সান্তাক্রুজ বিমান বন্দরে Hotel Airlink (Ph: 26184220) ১০৫০-১৬৫০ প্রভৃতি। এছাড়া আরও অনেক হোটেল রয়েছে। যেমন — 333 L.B.S. মার্গে Hotel Airways, কোলাবায় ল্যান্সডাউন রোডে 292 Grant Rd-এ Hotel Anukul, 16 গান বো স্ট্রিটে Benazeer Hotel, 17 অলিভ স্ট্রিটে Bentley Hotel, Tardeo এয়ার কন্ডিশন্ড মার্কেটে Hotel Claridge, কোলাবায় 52 গার্ডেন রোডে Garden Hotel সান্তাক্রুজ প্রভাত কলোনিতে Hotel Galaxy, সন্ত সাবিত্রী মার্গে Hotel Heritage, জুহুতে Iskcon Ashram, এখানেই Hotel Minerva, নেহরু রোডে Hotel Lovely, ফোর্ট মার্কেটে ম্যাঙ্গালোরে স্ট্রিটে Hotel Lord, টাটা রোডে অপেরা হাউসের সামনে Hotel Regal Palace।

S ৩২৫ ঊর্ধ্বে

বেস্ট বাস ডিপোর উলটোদিকে 265Eবেলাসিস রোডে Hotel Balwas, কোলাবায় 52 গার্ডেন রোডে Garden Hotel, এখানেই Hotel Godwin; জুহুতে ইস্কন আশ্রম, 33-A নিউ মেরিন লাইন্সে Mirabelle Hotel, 41 মেন ওয়েদার রোডে Whyalley's Guest House, Veer Nariman রোডে Hotel Delmar, Hotel Moti International, 10 Best Street, 86 Veer Nariman রোডে Chateau Windsor Guest House ইত্যাদি।

S ১৭৫-২২৫ মধ্যে

কলবাদেবী রোডে Arya Nibas, Hotel Anukul; 16 গান বো স্ট্রিটে Benazeer Hotel, তারাদেবাও এয়ার কন্ডিশন্ড মার্কেটে Hotel Claridge, সান্তাক্রুজ প্রভাত কলোনিতে Hotel Galaxy, বায়কুল্লায় সন্ত সবিতা মার্গে Hotel Heritage, মিনার্ভা সিনেমার সামনে 165 ড. অম্বেদকার মার্গে Hotel Minerva, জওহরলাল নেহরু রোডে Hotel Lovely, ফোর্ট মার্কেটে 301 ম্যাঙ্গালোর স্ট্রিটে Hotel Lords, মালাদে মঞ্জুভাই রোডে Hotel Manali, সান্তাক্রুজে স্টেশন রোডে Hotel Rangmahal, অপেরা হাউসের সামনে টাটা রোডে Hotel Regal Palace, অ্যাপোলো বান্দের-এ Strand Hotel, সান্তাক্রুজ 7 বিবেকানন্দ রোডে Hotel Apsara ইত্যাদি।

S ১৫০-২০০ মধ্যে

CST স্টেশনের বিপরীতে Empire Hindu Hotel, Hotel Elphinstone, 177 দাদাভাই নৌরজি রোডে Nrisimh Hindu Hotel, 15/17 রাজা রামমোহন রায় মার্গে CST স্টেশনের কাছে Railway Hotel, GPO-র সামনে 257 শহিদ ভগৎ সিং রোডে Welcome Hotel, 198 লোকমান্য তিলক মার্গে Sardar Griha, Purnima G.H., শিবাজি মহারাজা মার্গে Suba GH, 35 ত্রিভুবন রোডে Hotel Sahara, কে দুবাস মার্গে Hotel Lawrence, 127 মেরিন ড্রাইভে Normain's GH, রীয়াই রোডে Pals Hotel, ডা. ভাণ্ডারকার রোডে RK Hotel, 17 অলিভ স্ট্রিট, কোলাবাতে Bentley's Hotel ড. ই মোজেস রোড—ওয়ার্লিতে Hotel Broadway ইত্যাদি।

বাঙালি হোটেল বলে বিজ্ঞাপন আছে CST স্টেশন থেকে দাদাভাই নৌরজি রোড ধরে মিনিট দশেকের হাঁটা পথে ক্রফোর্ড মার্কেটের কাছে বি-সীতারাম বিল্ডিং-এ Hotel New Bengal (Ph: 2340 1951) SCB ২৭৫ DCB ৪০০ TCB ৫০০ 6B ১২০০ DAC ১২০০। খাওয়ার চার্জ আলাদা এবং তুলনামূলকভাবে বেশি। বাঙালি রান্না হলেও তার মান যে খুব ভাল বলা চলে না। তবে বাঙালি তো। কলকাতা থেকে গেলে 10

গভর্নমেন্ট প্রেস (ইস্ট), গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা-700 006, Ph: 2245 6664 থেকে বুকিং করিয়ে যেতে পারেন। Calcutta Lodge (Ph: 2344 1971) DB ৪০০; Hotel Sadananda (Ph: 56333360) SB ১২০০ DB ১৩০০। মুম্বাই ছাড়া দাদারেও কিছু হোটেল আছে S ১৫০-২৫০ মধ্যে। এখানেও থাকতে পারেন। কারণ এখান থেকে মুম্বাই শহরের CST স্টেশনে যাবার ট্রেন পাচ্ছেন ঘণ্টায় 10টির বেশি। বাসও যাচ্ছে ঘন ঘন।

হোটেল ছাড়া অন্যান্য বাসস্থানের মধ্যে রয়েছে— রেলওয়ে RR, 12 Wodehouse Rd, Mumbai 1-এ YMCA; 18 Mayo Rd-এ Lady Willingon Hostel YWCA;Mayo House, Cooperage-এ Daisy Lawson Hotel; এই হোটেল আছে 34, Motli Bai ST, Byculla তেও। Training Institute of Physical Education, Maturga, Mumbai 1-এ University Hostel, সায়ন কোলিওয়াড়া এস্টেটে Poddar College of Commerce Hostels ইত্যাদি। যদি পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতে চান— তার তালিকা পাবেন মুম্বাই-এর Govt. of India-র Tourist Office-এ। খাবার জন্যে সারা মুম্বাই জুড়ে প্রচুর রেস্তরাঁ রয়েছে।

কী দেখবেন এখানে : মুম্বাই দর্শন করতে হলে এটিকে দুভাবে দেখতে হবে— খাস শহর দর্শন এবং কাছে-দূরে বৃহত্তর মুম্বাই দর্শন। শহরটি দারুণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আগে রেল স্টেশনগুলির কথা বলি।

ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস : কেন্দ্রীয় রেলপথের হেডকোয়ার্টার এবং ভারতের ব্যস্ততম স্টেশন। দাদাভাই নৌরজি রোড এবং ফ্লোরা ফাউন্টেনের মধ্যবর্তী এই স্টেশনের অন্য নাম বড়ী বান্দার। ইমারতটি ইটালীয় গথিক ধরনে সাজানো। ঢুকতেই মহারানী ভিক্টোরিয়ার মূর্তি। আগে এই স্টেশনটির নামও ছিল ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস। বিশাল ঘড়িটিও নজর কাড়ে। পশ্চিম রেলের শেষ স্টেশন চার্চগেট। এখান থেকেই সমস্ত লোকাল ট্রেন ছাড়ে। আর আছে মুম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশন। মুম্বাই শহরের প্রধান দ্রষ্টব্য বোধহয় এখানের বিশাল বিশাল ঘরবাড়ি। দেখতে দেখতে মাথা ঘুরে যায়। চেন্নাই শহর ঠিক এর উলটো— সেখানে মাথার উপর খোলা আকাশ অনেকখানি বিস্তৃত।

CST স্টেশনে যদি নেমে থাকেন তবে বের হয়েই দেখতে পাবেন 'V' আকারের পৌরসভা অট্টালিকাটি। 1893-এ নির্মিত এই পৌরসভা গৃহের উপরে 45 মি উঁচু স্তম্ভ— তার উপরে আবার একটি গম্বুজ। দাদাভাই নৌরজি রোড থেকে ফ্লোরা ফাউন্টেনের দিকে যাবার পথে এটি সমগ্রত এবং মুম্বাই-এর প্রায় যে কোনো জায়গা থেকেই এটিকে দেখতে পাওয়া যায়। কাছেই হজ হাউস। CST থেকে বের হয়ে আপনি যদি বাঁদিকে ঘুরে জি পি ও পার হয়ে মিন্ট রোডে যান তবে দেখবেন এখানে রয়েছে 1894-এ স্থাপিত টাঁকশালটি। Mint Master-এর কাছে অনুমতি নিয়ে টাকা তৈরি দেখে আসতে পারেন। এর সামনেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বাড়ি— আর তার কাছেই টাউন হল। একগাদা বিশাল চওড়া সিঁড়ি ভেঙে উঠলে এখানে এশিয়াটিক সোসাইটির মুম্বাই শাখাটিকে দেখতে পাবেন। এখানে একটি যাদুঘর আছে। আছে ব্রিটিশ স্থপতি চানট্রের তৈরি বেশ কয়েকটি প্রতিমূর্তি। এখানে হর্নিম্যান বাগিচাটিতে ঘুরতে পারেন। জায়গাটির নাম শুনে রাখুন— এলফিনস্টোন সার্কেল।

CST থেকে বের হলেই যে রাস্তা তার নাম বলেছি দাদাভাই নৌরজি রোড। এবার এই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলুন— দেখবেন একটি ঝরনা— নাম ফ্লোরা ফাউন্টেন। চক্রাকার এই বাগানের চারপাশে স্কাইস্ক্র্যাপারের ভিড়। মানুষ আর গাড়ি গিজগিজ করছে। দেখে মনে হবে বিদেশে এসে গেছেন। 1862-67 পর্যন্ত মুম্বাই-এর রাজ্যপাল ছিলেন স্যার বেইটেল্ ফেরারে। তাঁরই সম্মানে এটি তৈরি হয়। এই রাস্তা আরো এগিয়ে গিয়ে মিশেছে মহাত্মা গান্ধি রোডে। ঝরনা দেখা হয়েছে? তবে এবার দেখবেন যাদুঘর—খুব কাছেই। এর নাম প্রিন্স অফ ওয়েলস্ সংগ্রহশালা— কারণ তিনিই 1905-এ ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনিই পরে পঞ্চম জর্জ নামে খ্যাত হন। সুন্দর এক ইমারতের মধ্যে মহারাষ্ট্রের বৃহত্তম এই সংগ্রহশালাটি স্থাপিত। ইমারত তৈরি শেষ হয় 1914-য়। প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগ ছাড়া এর একটি চিত্র বিভাগও আছে। তাতে অনেক বিদেশী চিত্রকর, আধুনিক ও প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকরদের ছবি, অজন্তা-ইলোরা-এলিফান্টার ছবি সংরক্ষিত আছে।

আর এখানে পার্সি টাওয়ার অফ সাইলেন্সটি দেখতে একদম ভুলবেন না। কারণ আসলটি কোনোদিনই দেখতে যেতে অনুমতি পাবেন না। জানেনই তো মৃত্যুর পর পার্সিরা মৃতদেহ দাহ বা কবরস্থ করেন না — এইখানে রেখে চলে আসেন শকুনদের ভোজনের জন্যে। পাখির সংগ্রহশালাটিও দেখবেন। পক্ষিতত্ত্ববিদ্ সেলিম আলির নির্দেশে এটি সাজানো। এটি খোলা থাকে 10.00-18.00। গ্রীষ্মে 1/2 ঘণ্টা বেশি এবং শীতে 1/2 ঘণ্টা কম খোলা থাকে। সোমবার বন্ধ। এরই সঙ্গে রয়েছে জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারি এই চত্বরে। 1952-য় স্থাপিত এই চিত্রশালা

নির্মাণ করেন স্যার কাওয়াসজি জাহাঙ্গির। এখানে প্রায়ই চিত্রপ্রদর্শনী হয়। যদি চিত্ররসিক হন— একবার যেতে ভুলবেন না।

এবার কোথায় যাবেন? যেখানে সব পর্যটককেই যেতে হয়। চলুন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি চককে একটু দেখে সেই গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়াতে। ইংরেজ স্থপতি উইটেট গুজরাটি ধাঁচে এটি তৈরি করেছিলেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরির 1911-র ভারত ভ্রমণকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে। তৈরি শেষ হয় 1924-এ। সমুদ্রে নাক-গলানো একখণ্ড জমির উপরে এটি তৈরি। এখানেই বিদেশীরা প্রাচীনকালে এসে অবতরণ করতেন জাহাজ থেকে। এখানে একটি সেন্ট্রাল হল ছাড়া পাশেও আরেকটি হল আছে যেখানে 600 লোক বসতে পারেন। এই গেট দিয়েই ব্রিটিশরা শেষবারের মত ভারত ছেড়ে চলে যায়। লক্ষ ধরে বেড়াতে হলে এখানে আসতে হবেই। আর এর ঠিক সামনেই সেই বিখ্যাত তাজমহল হোটেল।

এবার চলুন যাই মাদাম কামা রোড ধরে নরিম্যান পয়েন্টে। পশ্চিমের এই ব্যাক বে অঞ্চলটিকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে নির্মাণ করা হয়েছে। নানা বিশাল অট্টালিকার মধ্যে এখানেই রয়েছে বিখ্যাত হোটেল ওবেরয় শেরাটন। নরিম্যান পয়েন্ট পার হলেই মুম্বাই-এর সুন্দরতম স্থান মেরিন ড্রাইভের অলকাপুরীতে পৌঁছে যাবেন আপনি। একদিকে বিশাল বিশাল অট্টালিকা আর অন্যদিকে মসৃণ, প্রশস্ত রাজপথ পার হলেই অন্তহীন আরবসাগরের দিগন্তবিস্তৃত অনুপম সৌন্দর্য। দক্ষিণ দিকে এই পথ উপরে উঠে রেল লাইন পার হয়ে চলে গেছে। সন্ধেবেলায় এখানে পর্যটকসমেত সমস্ত শহর যেন সমবেত হয়। সন্ধেবেলায় এর রূপ যায় বদলে। অন্ধকারে বাড়িঘরগুলোতে জ্বলে ওঠে আলো। তখন দূরে মালাবার হিল বা কমলা নেহরু পার্ক থেকে সেই দৃশ্য দেখলে মনে হবে শহর যেন আলোর মালা পরেছে। সেই দৃশ্যের নাম **কুইনস নেকলেস**। এ দৃশ্য ভুলবার নয়। যেমন ভোলা যায় না গোলাকৃতি সূর্যের ধীর অস্তগমনের দৃশ্যও।

চলুন এবারে একটু আমিরি ব্যাপার দেখে আসি— অর্থাৎ তারাপোরেওয়ালা অ্যাকোয়ারিয়ামটি দেখি। চৌপট্টি থেকে উইমেন্স হোস্টেল যাবার পথে এটি পড়ে। Mr. & Mrs. Vicaji Taraporewala-র দানশীলতায় 8 লক্ষ টাকা ব্যয়ে, 1951-য় এই মৎস্য সংগ্রহশালাটি মেরিন ড্রাইভের উত্তরে স্থাপিত হয়। বিল্ডিঙের মাঝখানে সমুদ্র ও মিষ্টি জলের নানান ধরনের মাছ এবং সামুদ্রিক জীবজন্তু— যেমন অক্টোপাস— এখানে ধরে রাখা হয়েছে। কাচের আধারে তাদের খুব নিরীহ মনে হবে। মাছ ছাড়া আছে প্রবাল, নানা কীট, সামুদ্রিক লতাপাতা প্রভৃতিও। সমুদ্র থেকে পাইপে করে জল নিয়ে রাখা হয়েছে সামুদ্রিক মাছগুলো। এখানে একটি চিড়িয়াখানাও আছে। ছোটদের স্বপ্নপুরী বালভবন এর গা-লাগাও।

এখুনি যে চৌপট্টির কথা বললাম— সেটা আসলে একটা গোলাকার বালির মাঠ। আবহাওয়া ভাল থাকলে সমুদ্রের ধারের এই মাঠে মানুষেরা বেড়াতে আসেন। কলকাতার শহিদ মিনার আর লন্ডনের হাউড পার্কের মত এখানে বড় বড় রাজনৈতিক সভা এখনো বসে। একদা এখানে লোকমান্য তিলক, সর্দার প্যাটেলও সভা করেছেন। গণেশ ঠাকুরের ভাসানের বিরাট মেলাও বসে এখানে। এর উত্তরদিকে উঠে গেছে মালাবার হিল, একটু এগিয়ে একটা সুইমিং পুল। সামনের রাস্তার নাম স্যানডহারস্ট রোড। পাশেই অপেরা হাউস। চৌপট্টির ভেলপুরি খেতে একদম ভুলবেন না।

মালাবার হিল একটি ছোট পাহাড়। ঘোরানো রাস্তার দুপাশে বড় বড় গাছ আর ফুলের বাগানের মধ্যে বাংলো আর সুন্দর 'কোঠি'। মালাবার হিলের ঢালুতেই রয়েছে বাবুলনাথ মন্দির। মালাবার হিলের দক্ষিণ দিকে কমলা নেহরু পার্ক প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের স্ত্রীর নামে 1952-য় স্থাপিত। এর কাছেই সেই বিখ্যাত টাওয়ার অফ সাইলেন্স— যার কথা বলে এসেছি। পার্কের বাগানটি সুন্দরভাবে সাজানো এবং এখানেই রয়েছে সেই বিখ্যাত বুট জুতোর মত দেখতে বাড়িটি —Old Lady's Shoe যার নাম। এর মধ্যে দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে চারপাশের মনোহর দৃশ্য আপনাকে মাতিয়ে দেবে।

পাহাড়ের নীচে দিয়ে ঝুলছে হ্যাঙ্গিং গার্ডেন— অসাধারণ দেখতে। ছোটদের জন্যে হলেও এই বাগানে বড়দেরই ভিড় বেশি। স্যার ফিরোজ শাহ মেহতা বাগানের গা-লাগাও এই বাগান থেকে সমুদ্র ও আকাশ খচিত মুম্বাই-এর যেন একটা নতুন চেহারা দেখা যায়। সূর্যাস্ত দেখুন এখান থেকে। আর খুব ভাল লাগবে জন্তু-জানোয়ারদের আকারে কাটা গাছগুলোকে। মালাবার হিলের উত্তর-পশ্চিমে আছে **কাম্বালা হিল**। বহু মানুষ এখানে গগনচুম্বী বাড়ি করে বাস করছেন। সামনেই সমুদ্রতীরে বেড়াবার সুন্দর রাস্তা। অদূরেই **মণিভবন**। এখানে গান্ধিজি 1917-34 পর্যন্ত বাস করতেন। তাঁর স্মৃতিতে তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র নিয়ে একটি সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে। কাছেই 1904 সালে তৈরি মার্বেল পাথরের জৈন মন্দিরটি। এটি প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের উদ্দেশে নিবেদিত। মন্দিরগাত্রে তীর্থঙ্করদের নানা ঘটনা চিত্রিত আছে।

হ্যাঙ্গিং গার্ডেন থেকে মালাবার আর কম্বালা হিলের নীচ দিয়ে এগোলেই আপনি পৌঁছে যাবেন ঐশ্বর্যের দেবী **মহালক্ষ্মীর মন্দিরে**। সদা সর্বদাই এখানে ঘন্টাধ্বনি হচ্ছে। এর কাছেই মহালক্ষ্মী রেসকোর্স। জায়গাটি খোলামেলা বলে এখানে মোটরে চড়ে সমুদ্রতীরে বেড়ানো যায়।

মুম্বাই-এর অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে আছে— ওয়েলিংটন ঝরনার পাশ দিয়ে কোলাবা আসার পথে বাতিঘর পার হয়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের স্মৃতিতে নির্মিত **আফগান চার্চ**। মহাত্মা গান্ধি রোডের উপর আজাদ ময়দান যেখান থেকে মহাত্মা গান্ধি 1931-এ তাঁর সুখ্যাত আইনঅমান্য আন্দোলন শুরু করেন। বালগঙ্গা রোডে গঙ্গার মতই পবিত্র বালগঙ্গায় গিয়ে ওয়ালকেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে পারেন। খেলাধুলো ভালবাসলে চার্চ গেট রেল স্টেশনের কাছে পৃথিবীর অন্যতম সেরা ক্রিকেট মাঠ **ব্রেবোর্ন স্টেডিয়াম** দেখে আসতে ভুলবেন না। যাবেন **ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেও**। কলকাতার ফুটবলের ময়দানের মত মুম্বাই-এর ফুটবল ময়দান হল কুপারেজ— কুপারেজ গার্ডেনের পাশেই ওডহাউস রোডের উপরে। মেয়ো রোডে রয়েছে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স। এখানেই রয়েছে শহরের বৃহত্তম প্রেক্ষাগৃহ কাওয়াসজি জাহাঙ্গির হল।

অবাক লাগবে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রাজবাঈ ক্লক টাওয়ারটি দেখলে, শেঠ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ তাঁর মা রাজবাঈ-এর স্মৃতির উদ্দেশে এই গগনচুম্বী টাওয়ারটি তৈরি করান 3 লক্ষ টাকা ব্যয়ে। গথিক আর ফরাসি স্থাপত্যের মিশ্রণে গঠিত এই 260 ফুট (80 মিটার) উঁচু স্তম্ভটির পরিকল্পনা করেন স্যার গিলবার্ট স্কট। এখানে ওঠার জন্য পাস সংগ্রহ করুন আগে। ঘুরে বেড়াতে পারেন এখানে ভিক্টোরিয়া গার্ডেন, দেখতে পারেন ভিক্টোরিয়া মিউজিয়াম (খোলা 10.30-17.30 সোমবার বাদে— বুধবারে কেবল শিশু ও মহিলারা)। যেতে পারেন অ্যানি বেসান্ত রোডে হাজি আলি স্মৃতিসৌধের কাছেই নেহরু প্ল্যানেটোরিয়ামে। সোমবার বাদে প্রতিদিন শো থাকে। প্রবেশ মূল্য ৬ টাকা। যদি মুম্বাই-এর সবচেয়ে বড় বাজার দেখতে চান তবে 1871-এ স্থাপিত ক্রফোর্ড মার্কেটে অবশ্য যাবেন। শহরের সমস্ত জীবনযাত্রা এখানে ধরা পড়ে যাবে। আর ট্রেনের কথা বিশেষ কী বলব। অ্যাটমিক প্ল্যান্টের জন্য তো এটি বিখ্যাত হয়েই আছে।

শহর থেকে একটু দূরে—

বেড়াতে যাবার আগে 123 কুইন্স রোড, চার্চ গেটে গিয়ে যদি ট্যুরিস্ট অফিসে একবার সব খোঁজ খবর নেন— তবে বেড়ানোর পরিকল্পনা ভাল হবে। আমরা নীচে দূরত্ব অনুসারে বেড়াবার জায়গাগুলি সম্পর্কে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এলিফান্টা : মুম্বাই শহর থেকে 10 কিমি দূরের একটি ছোট দ্বীপ। এর আঞ্চলিক নাম ঘারাপুরী। আগে দ্বীপের মুখের কাছে দুটো পাথরের হাতি ছিল। পোর্তুগিজরা এদের ওপর গুলি মেরে হাতের টিপ পরীক্ষা করতে গিয়ে একটিকে কামান দেগে উড়িয়ে দেয়। অন্যটি ভেঙে গেলে সেটিকে মুম্বাই শহরে নিয়ে এসে জিজামাতা উদ্যানে রাখা হয়েছে। গুহামন্দিরের জন্য বিখ্যাত এলিফান্টার 9টি গুহামন্দিরের মধ্যে 4টি সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণ। এর মধ্যে 8 শতকের শিবপুরা গুহামন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। এর আসন বিন্যাস ও আকৃতি ভারতের অন্যান্য গুহান্দিরগুলি থেকে পৃথক। এর উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব দিকের সামনেটা খোলা বলে সভামণ্ডপে প্রচুর সূর্যালোক ঢোকে, তখন 'ত্রিমূর্তি'টি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এর মাঝেরটি মহাদেবের এবং দক্ষিণ ও বামের দুটি অঘোর উমার মুখ। আসলে শিবের উগ্র ও সৌম্য— দুটি রূপ এখানের উমার সঙ্গে একত্র হয়ে এক অনবদ্য রূপের সৃষ্টি করেছে। শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে মেলা বসে।

এলিফান্টার প্রতিটি গুহাতেই চিড় ধরেছে। যাতে ভেঙে না পড়ে সেজন্য সংরক্ষণের নানা চেষ্টা চলছে। গুহাগুলি প্রাকৃতিক নয়। মানুষ পাহাড়ের গা কেটে তৈরি করেছে 450-750 এর মধ্যে— প্রধানত দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে। 9টি গুহামন্দির হল : **অর্ধনারীশ্বর**— 6 ফুট (1.8 মিটার) দীর্ঘ মূর্তির অর্ধেক শিব, অর্ধেক পার্বতী। মূর্তির একদিকে পদ্মফুলের ওপর আসীন ব্রহ্মার মূর্তি। পদ্মের নীচে 5টি হাঁসের মূর্তি। মূর্তির অন্যদিকে আছে গরুড়ের উপর আসীন বিষ্ণু ও পশ্চাতে ঐরাবতে আসীন ইন্দ্রের মূর্তি। **শিব ও পার্বতী**— এই মন্দিরে প্রেমমুগ্ধ দুটি বৃহৎ হর ও পার্বতীর মূর্তি ছাড়া উপরের দিকে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিমূর্তি আছে। **শিব বিবাহ**— এখানে শিবের বিবাহ দৃশ্য খোদিত। ব্রহ্মা পুরোহিত। বিষ্ণুও রয়েছেন। পার্বতীর পাশে চন্দ্র ও হিমালয়ের মূর্তি। **নটরাজ**— তাণ্ডব নৃত্যরত শিবমূর্তি। **রাবণের কৈলাস উত্তোলন**— লঙ্কাধিপতি দশাননকে কৈলাস পাহাড়ের নীচে দেখা যাচ্ছে। পার্বতী ভীত হলে শিব তাঁর বুড়ো আঙুলের চাপে রাবণের কৈলাস তোলার ইচ্ছে দমন করেন। **মহেশ মূর্তিতে শিব**— একটি মাত্র পাথর কেটে তৈরি। ডাইনে ব্রহ্মা, বামে মহেশ্বর ও মধ্যে বিষ্ণুর ত্রিমূর্তি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের প্রতীক। বাকি তিনটি গুহামন্দির হল— **দৈত্য বধে শিব**, **গঙ্গাবতরণ** এবং

যোগীরূপী শিব। এগুলি ছাড়া আরো মন্দির ও লিঙ্গ আছে। গুহাগুলির বাইরেটা ঝোপঝাড়ে ঢাকা। 1534-এ এই ঘারাপুরী দ্বীপ (= দুর্গের শহর) অধিকার করার পর পোর্তুগিজেরা এর নামকরণ করেন এলিফান্টা— ওই হাতির মূর্তির কারণে।

গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া থেকে 8.00টা থেকে 16.00টার মধ্যে লঞ্চ ধরে 1 ঘণ্টার জলযাত্রায় (MTDC-র লাক্সারি লঞ্চও যায়) এখানে আসুন। ভাড়া লাক্সারি ৫৫ সাধারণ ৪০ ও শিশু ২৭। এমনকি MTDC-র ক্যান্টিন বা প্রাইভেট হোটেলে খেয়ে একটা দিন অতিবাহিত করে অতীত ভারতের গৌরবে একবার গৌরবান্বিত বোধ করুন। বর্ষার সময় কেবলমাত্র লাক্সারি লঞ্চ সার্ভিস চালু থাকে।

উরান : শুধু সমুদ্র ভাল লাগে? তাকেই মনপ্রাণ সমর্পণ করতে চান? তবে চলুন ফেরি হোয়ার্ফ থেকে মোটর লঞ্চে চড়ে 10 কিমি দূরের উরানে। এমন সমুদ্রাবাসটি আর কোথাও পাবেন?

জুহু : মুম্বাই এসে জুহু না বেড়ালে জীবন অসার্থক। সড়ক পথে 21 কিমি আর ট্রেনে সান্তাক্রুজ পর্যন্ত 18 কিমি এসে বাকি 3.2 কিমি 231 নং বাসে বা ট্যাক্সিতে এসে আপনার ছুটির দিনগুলোকে এখানেই কাটিয়ে দিন নারকেলের পাতায় পাতায় শিরশিরিনিতে। স্নান করুন পরমানন্দে। স্থানীয় পরিচ্ছন্ন হোটেলে (মানোরিবেল হোটেল, হোটেল ডোমিনিকা) গিয়ে শুধু একবার আহার সেরে আবার এখানে হারিয়ে যান— কোনো মানা নেই। ছুটির দিনে, রবিবার Best-র বাস আসছে এখানে অপেরা হাউস থেকে ছেড়ে। আবার ব্যালার্ড পাওয়ার বা ইলেকট্রিক হাউস থেকে বাস আসছে জুহু চার্চ অবধি। ভিড় এড়াতে হলে মহিম খাঁড়ির দিকে জেলেদের ছোট গ্রামে বেড়ান, ভেরসোভা গ্রামে গিয়ে স্নানও সারুন। কাছেই সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে নিত্য উড়োজাহাজের আনাগোনা। এছাড়া আরো কতকগুলি বীচ— মাধ, মানোরি, মার্ভে, আকসা রয়েছে। তবে এগুলির জনপ্রিয়তা কম।

পোয়াই, বিহার হ্রদ : সমুদ্র ছেড়ে যদি হ্রদে আসতে চান— তবে কুরলা হয়ে 27.2 কিমি দূরের পোয়াই অথবা 34 কিমি দূরের (আন্ধেরি হয়ে গেলে 35 কিমি) বিহার লেকে আসুন বাসে চড়ে। ট্রেনে এলে পশ্চিম রেলপথের আন্ধেরি স্টেশনে নেমে 16 কিমি বাসে আসুন। প্রতি রবিবার ও ছুটির দিনেই অবশ্য এই বাস আসছে। বিহার লেক থেকেই মুম্বাই-এ জল সরবরাহ হচ্ছে। আর কুমিরে ভরতি এই লেক। দেখবেন কেমন রৌদ্রস্নান করছে এর তীরে কুম্ভীর বাবাজীবনরা (সরি— মাতাজিরাও আছেন।)।

এখানে এলে অবশ্যই যাবেন **আরে দুগ্ধ কলোনিটিতেও**। আসার পথ ওই আগেরটির মতই। পূর্ব ভারতের আধুনিকতম এই দুগ্ধ প্রকল্পটি পাহাড়ি পরিবেশে মনোরম 14,000 একর জুড়ে 5টি বাগান এখানে সৌন্দর্যের নন্দনকানন নির্মাণ করেছে। ছুটির দিন কাটানোর ভারি চমৎকার জায়গা। চাই কি— এখানের ক্যান্টিনে শুধু স্ন্যাকস্ না খেয়ে টাটকা দুধ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিতে পারেন। স্বাদু স্বাদু পদে পদে।

আবার বুঝি লেকের জন্যে মন কেমন? তবে চলুন 36 কিমি দূরের (সায়ন আর আরে হয়ে), আরে থেকে একটু এগিয়ে (ট্রেনে এলে পশ্চিম রেলপথের গোরেগাঁও স্টেশনে নেমে 6 কিমি ট্যাক্সিতে আসুন) **তুলসী লেকে**। ছোট লেক কিন্তু মুম্বাই-এর সব লেকের মধ্যে সৌন্দর্যে সেরা। চারপাশে পাহাড়। আর যদি আরো দূরে 103 কিমি পার হয়ে (95 কিমি রেলে গিয়ে আটগাঁও স্টেশনে নেমে 14.4 কিমি প্রাইভেট বাসে) তানসা লেকে আসেন তবে মুম্বাই এর প্রধান জলের উৎসটি দেখতে পারেন। IB-তে থাকতে পারেন (রিজা• Hydraulic Engr, Mumbai Municipal Corporation, Mumbai 1)। এখান থেকে Belta Nalia গিয়েও 8 কিমি দূরের বৈতরণা লেকটি দেখে আসতে পারেন একইজনের কাছে অনুমতি নিয়ে।

কৃষ্ণগিরি : অনেকক্ষণ সমুদ্র আর হ্রদ— জল শুধু জল, দেখে দেখে চিত্ত বুঝি হয়েছে বিকল। চলুন তবে যাই একটু বনে জঙ্গলে। মুম্বাই থেকে 41 কিমি দূরে 5,000 একর জমির উপরে এখানে গড়ে উঠেছে একটি জাতীয় উদ্যান— ন্যাশনাল পার্ক। আগে এই জায়গাটির নাম ছিল কৃষ্ণগিরি। তা থেকে নাম হয়েছে কানহেরি। এখন আবার নাম **কৃষ্ণগিরি উপবন বা বোরিভলি ন্যাশনাল পার্ক**। বোরিভলি স্টেশনেই নামতে হয় মুম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশনে ট্রেনে চড়ে। তারপর সেখান থেকে 8 কিমি ট্যাক্সি বা বাসে। BEST প্রতি রবি ও ছুটির দিনে এখানে বাস চালায়। ছোট পাহাড় আবার নিচু জমিতে ছড়ানো এই উদ্যানে বহু লোকের মত আপনিও একটু চড়ুইভাতি করে নিতে পারেন। বোরিভালির পাশেই আছে সঞ্জয় গান্ধি রাষ্ট্রীয় উদ্যান— ছোটদের নিয়ে একটু ঘুরে যেতে পারেন। মৃগদাব, তুলসী পার্ক, জীবজন্তুর চলাফেরা কৃষ্ণগিরিকে জীবন্ত করেছে।

কিন্তু শুধু বাগান দেখার জন্য এলে দূরের পর্যটক আপনার মন ভরবে না। তাই চলুন কানহেরি গুহাগুলি

দেখতে জাতীয় উদ্যান থেকে 7 কিমি দূরে। মোট 109টি গুহা আছে। মুম্বাই থেকে আরে মিল্ক কলোনি হয়ে বাস আসছে এখানে।

কানহেরি গুহার মত এত বেশি সংখ্যক শৈলখাত বৌদ্ধগুহা আর কোথাও নেই! গুহার সংখ্যা শতাধিক এবং 1 থেকে 10 শতক পর্যন্ত এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান সজীব ছিল। গুহাগুলির স্থাপত্য যে খুব আকর্ষণীয় তা নয়, কিন্তু এটা বিপুল সংখ্যক দর্শককে বিমুগ্ধ করে। তবে 6 শতকের চিত্রাবলী খুবই মনোরম। ছোট এই গুহাগুলির সামনে একটি উঠোন। তার দুপাশে শৈলখাত প্রাচীর। প্রাচীরের একাংশে একটি জলাধারের ঠিক উপরেই একটি কুলুঙ্গি। উঠোন পেরিয়ে থামওয়ালা বারান্দা। তার পিছনে থাম ছাড়া হলঘর। যেখানে গবাক্ষ বা জানলা আছে তার কোনো কোনোটিতে পাথরের জালির কাজ। হলঘরের পিছনে দেবায়তন ও 10টি কুঠুরি— 7টি পিছনে 3টি বাঁদিকে। এতগুলো গুহা দেখার সূত্রে 3 নং গুহাটি— যেটি একটি চৈত্যগৃহ (কারলার অক্ষম অনুকৃতি) সেটি দেখতে ভুলবেন না। এক-একটার দেওয়ালে খোদাই করা বোধিসত্ত্ব মূর্তি, ধ্যানী বুদ্ধ, জাতকের গল্প, নাগের মাথায় বুদ্ধ আবার কোথাও-বা নাগ ছাতা ধরেছে বুদ্ধের মাথায়। এখানেই রয়েছে 41 নং গুহায় এগারোমুখী অবলোকিতেশ্বর যা ভারতে আর কোথাও নেই। এক একটা গুহায় যাওয়া খুব কষ্টকর, সরু, খাড়া, রেলিংহীন। খুব সাবধানে ওঠা-নামা করবেন। মহাকারুণিক বুদ্ধমূর্তি আপনার নজর কেড়ে নেবে। 67 নং গুহায় দীপঙ্কর জাতকের কাহিনী চিত্রিত। এখানে নিজস্ব একটি শ্মশানও ছিল।

ঘুরে আসতে পারেন 39 কিমি থেকে 45 কিমি-র মধ্যে মালাদ হয়ে বাসে বা মালাদ স্টেশনে নেমে বাসে করে মধ, মার্ভে এবং মানোরী সমুদ্র তীরে। মার্ভে থেকে মানোরী পর্যন্ত ফেরি চলছে। যদি পিকনিক করার ইচ্ছে থাকে, তবে জিনিসপত্র গুছিয়ে এখানে চলে আসুন।

বেসিন দুর্গ : বেসিন দুর্গ দেখার জন্যে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানোর আগে আপনাকে একটু সাবধান করে দিই— কোনোমতেই সন্ধে যেন না হয়ে যায়। স্থানীয় অধিবাসীরাও রাত্রে কেউ এর মধ্যে ঘোরেন না। ভূতের ভয় দেখাচ্ছিনা বন্ধু, কিন্তু এক নিঃসহায় নির্জনতা পাছে আপনাকে দুর্বল করে, তাই। বাইরে থেকে শ্রীহীন এই Provirlia do Norte বেসিন দুর্গ কিন্তু উপযুক্ত একটা জায়গায় গড়ে উঠেছিল। দশ কোনা এক সমতলক্ষেত্রের পশ্চিমে বয়ে চলেছে ভাসাই নদী। বাকি তিন দিকে 30-45 ফুট (9-14 মিটার) উঁচু, ৫ ফুট (1.4 মিটার) দুর্ভেদ্য দেওয়াল আর 10 কোণে 10টি বুরুজ দিয়ে ঘেরা। দুর্গের সামনের চওড়া পিচ রাস্তার নাম চিমাজি আপ্পা রোড। এই চিমাজি জয় করেছিলেন বেসিন কেল্লাটি। পাশের বাড়িগুলোর চেহারায় গোয়ার ছোঁয়া। ঢুকলেই দুপাশে রুক্ষ জঙ্গল। তার পরে ফোর্ট।একদা এখানে কেবল অভিজাতরা থাকতেন— 'হিডালগো'রা। ফোর্টের মধ্যে অনেক চার্চ। সবচেয়ে পুরনো হোলিনেম চার্চ রোমান স্থাপত্যে 1549-এ গড়েন সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের বন্ধু গনক্রেভস্। এটি পুনর্নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী 5 লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। প্রতি বছর বড়দিনের পরের রবিবার তীর্থযাত্রীরা এখানে জমায়েত হন। খুব সুন্দর দেখতে **সেন্ট জেসেফ চার্চের মার্টিজ।**

কাছেই নতুন তৈরি হনুমানজির মন্দির। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ পত্তন করেন দুর্গের। তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেয় পোর্তুগিজরা 1534-35-এ। এর পতন ঘটে মারাঠাদের হাতে। বহুবার এখানে বয়ে গেছে রক্তগঙ্গা। তাতেই কি স্থানীয় লোকেরা ভূতের ভয় পান এখানে? এখানে আগে যে মার্কেট প্লেস ছিল, ফ্যাক্টরি ছিল— তার হদিশ কিন্তু আপনি পাবেন না। তবে বহু লোক বেসিনের মাটি খুঁড়েছে, দেওয়াল ভেঙেছে— কিন্তু পায়নি কোন গুপ্তধন। পাথরের ফলক করেছে অপহরণ— ফলে শ্রীহীন হয়ে গেছে বেসিন— একদা যেখানটি মশলা, শস্য, কাঠ, আরবি ঘোড়ার বেচাকেনায় সর্বদা সরগরম থাকত। 1818-য় বেসিন ইংরেজদের অধিকারে এলে তারা এটিকে বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সে সমৃদ্ধি হারিয়ে গেছে।

চার্চ গেট স্টেশন থেকে প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন ছাড়ছে। তার একটিতে চড়ে এসে নামুন ভাসাই রোড স্টেশনে! সকাল সকাল আসুন। পথ 77 কিমি। তারপর সেখান থেকে বাসে চড়ে আসুন 7 কিমি পথ। বাস সোজা আপনাকে কেল্লার মধ্যে নিয়ে চলে যাবে। PWD IB (বিজ্ঞা Ex. Engr Thane) আছে। তবে কী দরকার এই জনমনিষ্যিহীন জায়গায় রাত কাটাবার? দু-একটা দোকান আছে— চা বিস্কুট পাবেন। তবে সঙ্গে করে খাবার জল আনতে ভুলবেন না।

এমনি করেই CST স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে একদিন কল্যাণ আসুন। পোর্তুগিজদের তৈরি সুন্দর সুন্দর ভিলা দেখুন। আর 8 কিমি দক্ষিণে অম্বরনাথে গিয়ে দেখে আসুন 840 সালে তৈরি প্রাচীন শিবমন্দির। এর ভিতরে-বাইরে দুর্গা, কালী, অপ্সরা, নর্তকী, হাতির মূর্তি। পথ ট্রেনে 60 কিমি, হেঁটে 1.6 কিমি।

বাজরেশ্বরী উষ্ণ প্রস্রবণ : আমাদের বৃহত্তর মুম্বাই

দর্শন শেষ হয়ে এল। চলুন এবারে এর উষ্ণ প্রস্রবণে গিয়ে চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়ে আসি। এখানে যাবার নানান পথ। যদি ভাসাই রোড স্টেশনে নেমে থাকেন বেসিন দেখার জন্যে, তবে এই স্টেশন থেকে বাসে 42 কিমি চড়ে আসুন আকলোলীতে। এখানে পাশাপাশি তিনটি গ্রাম— আকলোলী, বাজরেশ্বরী ও গণেশপুরী। এখানে মোট 21টি উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে যার মধ্যে গন্ধক উপস্থিত থাকায় চর্মরোগ দ্রুত ভাল হয়ে যায়। তিনটি কুণ্ড— রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা। তিনজনের মেজাজ আলাদা— তাই তাপমাত্রাও ভিন্ন। তবে আকলোলীর প্রস্রবণটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গরম। বেসিন দুর্গ জয়ের স্মারক হিসাবে চিমনজি আপ্পা একটি মন্দির তৈরি করে দেন বাজরেশ্বরীতে (বজ্রেশ্বরী?)। দেবীর নাম বাজরেশ্বরী মাতা। এখানে আধুনিক স্নানাগার হয়েছে। রোগ নিরাময় শক্তির জন্য বহু মানুষ বাত ও চর্মরোগের চিকিৎসার জন্য ভিড় করেন। গণেশপুরীতে আছে স্বামী নিত্যানন্দ ও মুক্তানন্দের আশ্রম। কাছেই সুপ্ত আগ্নেয়গিরি মন্দাগ্নি পাহাড়। এখান থেকে পরশুরাম গিয়েছিলেন কোঙ্কন উপকূলের মহেন্দ্রগিরিতে। তাই গড়ে উঠেছে পরশুরামের মন্দির।

থাকার জন্য বাজরেশ্বরীতে কিছু না থাকলেও গণেশপুরী এবং আকলোলীতে Holiday Resort আছে। 4 বেডের কটেজ ৩০০, 2 বেডের ২০০-২৫০, আর 6 বেডের ডর্মি ৬০ করে।

এসব দেখার পরও যদি পুণ্যলাভের বাসনা থাকে তবে 1060-এ নির্মিত অম্বরেশ্বর শিব মন্দিরটি দেখে আসুন। এসব জায়গায় নিয়ে আসার জন্য MTDC বিশেষ কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা করেন (পরে দ্রষ্টব্য)— তার সুযোগ নিন।

কনডাকটেড ট্যুর

ITDC-র বাস ছাড়ছে Centaur Hotel (Ph : 2535413) এবং নরিম্যান পয়েন্টের Nirmal Building (Ph: 22026679) থেকে। Travel Corporation of India (P) Ltd.-এর বাস ছাড়ছে নরিম্যান পয়েন্টের Chandermukhi থেকে (Ph: 22021881)। 39-A S Patkar Road থেকে ছাড়ছে Sanghi International Travels (Ph: 2353598)-এর বাস। এবং মহারাষ্ট্র পর্যটন বিভাগের বাস ছাড়ছে জীবনবীমা কর্পোরেশনের বিপরীতে Madame Cama Road থেকে (Ph: 22026713)। প্রতিটিই লাক্সারি বাস। দু দফায় বাস ছাড়ছে 9.00-14.00 এবং14.00-1900। সোমবার বন্ধ, রবিবার কেবল সকালে। ভাড়া ৭৫ মধ্যে। বাসে দেখুন: গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া, অ্যাকোয়ারিয়াম, জৈনমন্দির, ঝুলন্ত উদ্যান, কমলা নেহরু পার্ক, মণিভবন, যাদুঘর, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, কাউন্সিল হল ইত্যাদি।

এছাড়া MTDC রবিবার বাদে প্রতিদিন সকাল 10.00-19.00 দিনে একবার দেখাচ্ছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, বিমানবন্দর, বিহার লেকস অবজারভেশন পয়েন্ট, মিল্ক কলোনি, কানহেরি গুহা, লায়ন সাফারি পার্ক (সোমবার বন্ধ থাকে), জুহু, ওরলি ডেয়ারি ইত্যাদি। ভাড়া ১৩৫।

দূরে যাচ্ছে 4 দিনের জন্য অজন্তা-ইলোরা-ঔরঙ্গাবাদ : ছাড়ছে প্রতিদিন 20.30 পুনে হয়ে। থাকা খাওয়া যাতায়াতের ভাড়া হোটেলের তারতম্য অনুযায়ী ৯২৫ থেকে ১২৫০। শিশু ৭০০-১০০০। বাস যাচ্ছে কোলহাপুর, পুনে, মহাবালেশ্বর (7.30-19.30), পানাজি (15.00 ছাড়ে)।

এছাড়াও বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য সংস্থা আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাবার দায়িত্ব নিতে রাজি। যেমন Cox & Kings, 272D, Naoroji Rd., (Ph: 22043065), Jetair Tours, 41-42 Maker Chamber III, Nariman Point (Ph: 2223375) Trade Wings, 30 K Dubash Marg, (Ph : 22443340), Sita World Travel, Atlanta Bldg., Nariman Pt. (Ph: 2240666)।

জলপথে

● Apolilo Launch Owners' Assciation বন্দরে মাঝে মাঝে মিনিট পনেরর জন্যে সমুদ্রে ঘুরিয়ে আনছে 1.00-14.30 মধ্যে।

● মার্কারি ট্রাভেলস্ গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া থেকে 9.00-13.00,9.30-13.00 লাক্সারি লঞ্চ চালাচ্ছে প্রতিদিন।

● সার্ভিস লঞ্চ চলছে 8.30-13.30 এবং 9.30-14.30,13.30-18.30 গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া থেকে।

● পর্যটন বিভাগ রবি ও বৃহস্পতিবার 8.30-13.30।

এগুলির রিজার্ভেশন : গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া/মার্কারি ট্রাভেলস, Forbes Sq, Mumbai 1 বা Tajmahal Hotel, Apollo Bunder, Mumbai 1। সরকারি পরিবহন— Foreshore Road.

● লোকাল এবং সুবার্বান ট্রেন ●

CST থেকে Thane – CST, Masjid, Dockyard Rd, Cotton Green, Sewri, Vadala Rd.

King's Circle, Mahim, Bandra, Kolvada, Kurla, Ghatkopar, Vikhroli, Bhandup, Mulund, Thane

CST থেকে Andheri – CST, Musjid, Sandhurst Rd, Dock-Yard Rd. Reay Rd Cotton Green, Sewri, Vadela Rd. King's Cride, Mahim, Bandra, Khar Rd. Santa Cruz, Vile Parle, Andheri

CST থেকে Kalyan – CST, Musjid, Sandhurst Rd, Byculla, Chinchpokli, Currey Rd, Parle, Dadar, Matunga, Sion, Kurla, Ghatkopar, Vikhroli, Bhandup, Mulund, Thane, Mumbra, Diva, Dombivil, Thakurali, Kalyan.

Churchgate থেকে Virar (WR) – Churchagate, Marine Lines, Charni Rd, Grant Rd, Mumbai Central, Mahalaxmi, Lower Parel, Elphinstone Rd. Dadar, Matunga, Mahim, Bandra, Khar Rd , Santa Cruz, Vile Parle, Andheri, Jogeshwari, Malad, Kandivil, Borivell, Dahisar, Bhayandar, Bassain Rd, Nulla-Sopara Vira.

লোকাল বাস

মুম্বাই শহরের যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থা প্রশংসনীয়। শহর এবং শহরতলির জন্য BEST (Mumbai Electric Supply & Transport) ঘন ঘন বাসের ব্যবস্থা রেখেছে। ভাড়াও বেশি নয়।

এছাড়া ট্যাক্সি, অটোরিক্সা বা গাড়ি ভাড়া করেও (ন্যূনতম ৫০০) বেড়াতে পারেন।

গণপতিপুলে

এখানে এসে গণেশ পাহাড়ে, যার নাম গণপতিপুলে হয়েছে দেবতা গণেশ থেকে — সেখানে 100 মিটার উঁচুতে সিদ্ধিদাতা গণেশের মন্দির। পাহাড়ি পথে ঘুরে ঘুরে উঠে দেখে আসুন শিবাজি মহারাজের তথা মারাঠিদের আরাধ্য দেবতা। দেবতা দেখার অবকাশে আপনি হারিয়ে যাবেন এর রুপোলি বেলাভূমির আকর্ষণে। মুম্বাই থেকে সোজা বাসে আসুন 374 কিমি পার হয়ে। সরকারি প্যাকেজ ট্যুরের বাসও আসছে। যদি মোগল লাইনের লঞ্চে চেপে রত্নগিরি এসে থাকেন তবে সেখান থেকে 45 কিমি বাসে চড়ে এখানে আসুন। এখানে যদি MTDC-র Holiday Resort (Ph: 235248) সি ভিউ কটেজ ২৪০০ AC DB Dlx ১২০০ Dlx DB ১০০০ DB ৭০০ কোঙ্কনি হাউস ১০০০ AC কোঙ্কনি হাউস ১২০০। বা কোনো ধরমশালায় উঠে থাকেন, তবে কাছেই (মুম্বাই-গণপতিপুলে রাস্তায় পড়ে) কারনানা বার্ড স্যাংচুয়ারিটিতে গিয়ে পাখি, প্রজাপতি, প্যাস্থার, লাঙ্গুর প্রভৃতির সঙ্গে চাক্ষুষ মিলন ঘটিয়ে আসুন।

মাথেরন

মুম্বাই-এর সবচেয়ে কাছের চমৎকার শৈলাবাস— মাত্র 105 কিমি দূরে। পুনে থেকে এর দূরত্ব 126 কিমি। মাথেরন শব্দটি এসেছে মাথা আর অরণ্য থেকে— অর্থাৎ 'মাথার উপর অরণ্য'। থানের তদানীন্তন কালেক্টর HP Malet 1850-এ এটি আবিষ্কার করেন। সহ্যাদ্রি পর্বতমালার এই পাহাড় সমুদ্রপৃষ্ঠের 2,300-2,600 ফুট (700-800 মিটার) উঁচু। চারদিকে খাড়া পর্বত-প্রাচীর দিয়ে ঘেরা— উপরের ঢালু জমি ঘন জঙ্গলে ঢাকা। 10-20 কিমির মধ্যে নানা গভীর খাদ। তাদের চারপাশে ব্যাসল্ট পাথরের কালো, ধূসর এবং হলুদ রঙের পাথরের স্তর দেখতে দারুণ লাগে। এই স্তরগুলোর উপর কোনো কোনো জায়গায় আবার একাধিক থামের মত উঠে গেছে।

এক সময় ছত্রপতি শিবাজি এখানে এসেছিলেন। এর বন-জঙ্গলে নানান ধরনের বানর, পাখি, চিতা বাঘ-এর গাম্ভীর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। এখানের নেরল গ্রামের উপজাতিরা দুধ, মধু, শাকসবজি নিয়ে এখানে আসেন। পাহাড়ের প্রবাল দুর্গের কলাবতী প্রাসাদে বাস করতেন একদা কলাবতী নামে এক সুন্দরী রমণী— মোগল সেনাপতির রক্ষিতা।

মাথেরনের উল্লেখযোগ্য স্থান এর পয়েন্টগুলো। এখান থেকে যে বিশাল প্যানোরামিক দৃশ্যগুলি দেখা যায়— তার তুলনা হয় না। এরা সংখ্যায় প্রায় 30। এদের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমে পরকুপাইন, হার্ট এবং মাংকি পয়েন্ট থেকে মুম্বাই বন্দরের দৃশ্য দেখে মোহিত হবেন। আর একদম দক্ষিণে চৌক পয়েন্ট— যেখান থেকে নামার পথের সূচনা হয়েছে, সেখান থেকে যখন দূরের খাণ্ডালা আর ঘাটগুলিকে দেখবেন, চোখ ফিরিয়ে নিতে মন চাইবে না। অবশ্য বাংলোগুলোর দক্ষিণ দিকের প্যানোরামা পয়েন্ট থেকে যখন চারদিকে দেখবেন— মনে মনে বলতে ইচ্ছে হবে— যাহা হেরিলাম জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না।

সবশেষে উঠুন ক্যাথিড্রাল রকে। আসলে যারা সংসারের নানা ক্লেদ থেকে মুক্ত হয়ে দুটো দিন স্বস্তিতে কাটাতে চান— মাথেরন তাঁদের পক্ষে আদর্শ শৈলাবাস।

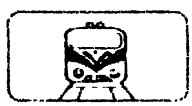
তবে সাবধান, বর্ষাকালে ভুলেও আসবেন না। অক্টোবরের আগে 3 মাস এমন প্রবল বর্ষা নামে যে (বার্ষিক গড় 200 ইঞ্চি, 500 সেমি) প্রায় 4 হাজার অধিবাসীর নেরল গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে। অক্টোবর থেকে মাথেরনে আবার প্রাণসঞ্চার হয়। রেসকোর্সে, লেকে আবার জাগে প্রাণচাঞ্চল্য। তখন সমস্ত প্রকৃতি এখানে চিক্কি মিষ্টির মতই স্বাদু মনে হয়। চিক্কি খেতে ভুলবেন না।

মুম্বাই থেকে আসুন নেরল স্টেশনে পুনের দিকে। নেরলে মোটামুটি সব ট্রেনই থামছে। গাড়ি বদল করে উঠুন খেলনা ট্রেনে। ট্রেন উঠছে ঘুরে ঘুরে 21 কিমি দূরে মাথেরনে। বাস বা গাড়ি পাবেন না এখানে। আসলে সবই তো কাছাকাছি, কেবল চৌক ও প্যানোরামা একটু দূরে। লুসা আর একো পয়েন্ট থেকে মুম্বাই, তার রিফাইনারি, এলিফান্টা দ্বীপ, সমুদ্র আর দুর্গস্তম্ভ দেখে যখন চোখ অবশ হয়ে যাবে, তখন এসে আপনার আবাসটিতে আশ্রয় নিন। আবাস বলতে রয়েছে কোতোয়াল রোডে Rugby Hotel, মাহাত্মা গান্ধি রোডে Lords Central Hotel, Diwakar Hotel, Giri Vihar Hotel, Prasanna Hotel, Laxmi Hotel, Khan's Hotel, N Lords GH, মৌলানা আজাদ রোডে Brightlands Hotel, Gujrat Bhavan, শালটি লেক রোডে West End Hotel; পাঙ্গে রোডে Shrin Hotel, Hotel Duke View, Silver Hotel, Cosmopolitan Lodge, Matheran Darbar Lodge; ম্যালেট রোডে Ashok Hotel, আত্রে রোডে Silver Hotel, Ray House; কোনয় রোডে Cecil Hotel; মাধবজি রোডে Alexander GH; কাটিং রোডে Hotel Mumbai View; এছাড়া Hotel Woodside, Shalimar, Guru, Kaka Group of Hotels, Hope Hall, Maneklet Terrace প্রভৃতি হোটেলও আছে। এসব হোটেলগুলির মোটামুটি চার্জ S ২৭৫-৩৭৫, D ৩৭৫-৪৭৫ মধ্যে। আছে MTDC-র Holiday Resort বাংলো (Ph: 230 277) DB Dlx ১০৫০, DB Spl. ৯৫৫, DB Fml ৯০০, DB ৬৫০। মুম্বাই থেকে রিজার্ভ করে যেতে পারেন MTDC-র অফিস 9th Floor, Express Towers, Nariman Point, Mumbai (Ph: 22024482, 22024584) অথবা MTDC, CDO Hutments, Madame Cama Road, Mumbai-তে। আছে IB (রিজা: Ex, Engr, PWD, Karjat), Mount District Bunglow (রিজা— Suptd Engr., Buildings and Communications Deptt, Mantralaya, Mumbai); Municipal RH (রিজা: CO, Matheran Municipal Council, Matheran)।

এখান থেকে বেড়াতে যেতে পারেন লোনাভলা-কারলা গুহা দেখতে। আর ঘন জঙ্গলের মধ্যে শিবাজির দুর্গ দেখতে হলে যেতে হবে 19 কিমি দূরে পরবলে।

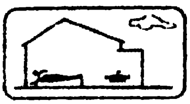
লোনাভলা

সহ্যাদ্রি পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমাংশে মহারাষ্ট্রে দুই যমজ শৈলাবাস লোনাভলা এবং খাণ্ডালা। ট্রেক করে উপরে ওঠার আকর্ষণ এখানে পর্যটকদের অনেকে যেমন পছন্দ করেন, অনেকেই আবার এখানের ও চারপাশের প্রাকৃতিক নেশায় বুঁদ হয়ে যান। দুটির মধ্যে পার্থক্য মাত্র প্রায় 4 কিমির।



রেলে মুম্বাই থেকে খাণ্ডালা মাত্র 124 কিমি এবং লোনাভলা 127 কিমি। 4নং জাতীয় সড়ক পথে মুম্বাই-পুনে দূরত্ব 10 কিমি করে কমে যায়। স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাস মুম্বাই থেকে পুনে যাবার পথে এ দুটি স্টপে থামেই। লোনাভলা রেল স্টেশনে নেমেই উল্টোদিকে Municipal Octroi Post এ গেলে স্থানীয় দর্শনীয় স্থানগুলোতে যাবার বাসের সময় জেনে নিতে পারবেন। পুনে থেকে ট্যাক্সিও পাবেন। স্থানীয়ভাবে পাবেন ট্যাক্সি আবার টাঙ্গা। ট্রেনে এলে লোনাভলা স্টেশনে নামুন - এখান থেকে পুনে মাত্র 64 কিমি। মুম্বাই সি এস টি থেকে এখানে আসছে মুম্বাই-চেন্নাই মেল ছাড়ে 23.30 পৌঁছে 2.10, উদয়ন এক্স (ছাড়ে 7.55, পৌঁছায় 10.30), মুম্বাই-হায়দরাবাদ এক্স (ছাড়ে 12.45, পৌঁছায় 15.15), সিদ্ধেশ্বরী এক্স (ছাড়ে 22.25, পৌঁছায় 1.00), ডেকান এক্স (ছাড়ে 6.40, পৌঁছায় 9.30), সিংহগড় এক্স (ছাড়ে 14.30, পৌঁছায় 17.05), মুম্বাই-পুনে ইন্দ্রায়নী এক্স (ছাড়ে 5.40, পৌঁছায় 8.00), মহালক্ষ্মী এক্স (ছাড়ে 20.15, পৌঁছায় 23.00), সহ্যাদ্রি এক্স (ছাড়ে 17.50, পৌঁছায় 20.25), কয়না এক্স (ছাড়ে 8.50, পৌঁছায় 11.30) প্রগতি এক্স (ছাড়ে 16.20, পৌঁছায় 18.40), কন্যাকুমারী এক্স (ছাড়ে 15.35, পৌঁছায় 18.05)।

ডেকান কুইন এক্স (ছাড়ে 17.10, পৌঁছয় 19.25), শতাব্দী এক্স (ছাড়ে 6.50, পৌঁছয় 8.50), শরাবতী এক্স (ছাড়ে 22.35, পৌঁছয় 1.10), চালুক্য এক্স (ছাড়ে 22.35, পৌঁছয় 1.10)। দূরত্ব 127 কিমি— সময় নেয় 3 ঘণ্টা। অন্যদিকে ট্রেন আসছে চেন্নাই, এর্নাকুলাম, তিরুপতি, বাঙ্গালোর, সেকেন্দ্রাবাদ, হায়দরাবাদ, শোলাপুর, পুনে প্রভৃতি বড় স্টেশনগুলি থেকেও।



এখানে থাকার জন্যে New Tungarli রোডে Biji's Ingleside Inn (Ph: 273025) S ৫২৫, D ৮৫০, SAC ৯৫০, DAC ১২০০; টুঙ্গারলি লেক রোডে Lions Den Hotel (Ph: 272954) ৬৫০-২৪০০; এখানেই শাখাবদণ্ড এস্টেটে Span Hill Resort (Ph. 273685) ১,০৫০-২,১৫০; Hotel Viswa Bharat D ২১০, Hotel Ashoka S ১৬৫, D ২৫০-৪০০, C Ward-এ Giri Kunj (Ph: 272529) D ৩২৫-৫২৫, Hotel Dinesh DAB ৩৬৫-৪২৫, Janata Hotel (Ph: 272689) DAB ২৬৫-৫২৫, শিবাজি রোডে Hotel Woodland DAB ৪৫০, ডর্মি ৫০, Chandralok S ১৫০, D ২০০, তুঙ্গার্লি লেক রোডে Matruchhaya Lodge (Ph: 272875) S ২৫০, D ৪০০, মহাত্মা গান্ধি রোডে Hotel Shalimar D ৬০০, শিবাজী রোডে Adarsh Hotel DAB ৫০০-৭২৫; মুম্বাই-পুনে রোডে Highland Resort (Ph: 271191) ৯৫০-২০০০, Hotel Regal S ২০০, D ৩১০, Maharaja Inn S ২৫০, D ৩০০, গোখালে ওয়াডা রোডে Annapurna Hotel (Ph. 272316) D ৪৫০, ভালওয়ানে Hotel Shamiyana (Ph: 272356) ২৫০-৫২৫, ইত্যাদি ছাড়া Hotel Sahayadri, Maharaja Inn, Pinki Lodge, Grand Lodge, Hotel Checking (Ph. 272283), Hotel Dipak, Hotel Vrindaban, Laxmi Lodge ইত্যাদি সাধারণ হোটেল আছে। দামি হোটেল Fariyas Holiday Resort (Ph: 273852, SAC ১৩৫০, DAC ২৬০০; মুম্বাই-পুনে রোডে Quality Inn Rainbow Retreat (Ph: 273445) SAC ১৩৫০, DAC ১৬৫০, স্যুইট ২১৫০। স্টেশনের কাছে **Rye-Wood Retreat, কটেজ ৯০০-১৪৫০। আর আছে Municipal RH (শুধু থাকার জন্য 3-B, রিজা : Chief Officer, Lonavala Municipality), Siddheshwar Dharmasala ইত্যাদি।**

লোনাভলায় দেখুন IB-তে থেকে পাহাড়ের মাঝে ভূসির লেক। নৌশিক্ষণ বিদ্যালয়ের কাছে 8 কিমি দূরে বেলের এই হ্রদের যেটি পার সেটিই এই বাংলোর বারান্দা। উঃ, কি দারুণ! দেখুন রায় অরণ্য, ভারেওয়াদি গ্রাম, লোনাভলা হ্রদ, নৌশিক্ষণ বিদ্যালয়, বালভান আর টুংরেলি হ্রদ ইত্যাদি।

খাণ্ডালা

লোনাভলা থেকেই এখানে বেড়াতে আসুন। লোনাভলা থেকে খাণ্ডালা স্টেশনের দূরত্ব 4 কিমি। এক্সপ্রেস ট্রেন এই স্টেশনে থামে না, কাজেই লোকাল ট্রেনে আসুন; এছাড়া বাসে করেও এখানে আসতে পারেন। এখানে দেখুন খাণ্ডালা জলপ্রপাতটি। প্রধান বাঁধটি পার হন, তারপর পার হন ঘেরা-দেওয়ালটি। এবারে হাঁটুন খাড়া গিরিচূড়া ধরে - প্রপাতের সমস্ত সৌন্দর্য নিঃশেষে ধরা পড়ে যাবে। 300 ফুট (93 মিটার) উঁচু থেকে ফেনার প্রাচুর্য ছড়িয়ে জলধারা পড়ছে। কাছাকাছি আরো কয়েকটি ছোট ছোট প্রপাত রয়েছে এখানে। আপনি যখন ট্রেনে বা বাসে চড়ে খাণ্ডালা আসবেন তখন একটা পাহাড়ি উচ্চতা আপনার নজর কেড়ে নেবেই। এর নাম **ডিউকস** নোজ (Duke's Nose)। এখানে ওঠা যেমন রোমহর্ষক, তেমনি এর প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোরম। খাণ্ডালা হোটেলের ঠিক পিছন দিয়ে এটাতে ওঠা যায়। তবে ওঠা বড় কষ্টকর এবং চূড়ার জায়গাটি একটু বিপজ্জনকও। এবং রেল স্টেশনের দিক থেকে ওঠা অনেক সহজ। তবে উঠতে পারলে নিজেকে বেশ বীরপুরুষ আর নায়ক বলে মনে হবে। জঙ্গল পার হয়ে যেতে কিন্তু গা ছমছম করতে পারে। তার চেয়ে বরং রিভার্সিং পয়েন্টে ঘুরে বেড়ানো দারুণ মজাদার হবে। ঠিক সেন্ট জেভিয়ার্স মিশনের পাশ দিয়ে চলে গেছে রেল লাইন। তার সামনেই একটা সুড়ঙ্গ। এখানে দাঁড়িয়ে রেল লাইন, সিগন্যাল, ট্রেন সব কিছু দেখলে মনে হবে আপনি যেন কোনো একটা খেলনা ট্রেনের জগতে এসে পড়েছেন। এর কালভার্টের উপর এসে বসুন। 300 ফুট (93 মিটার) লম্বা আর 35 ফুট (11 মিটার) চওড়া সিমেন্টের টানেলের মধ্য দিয়ে ঘুরে আসুন— বেড়ানো সার্থক হবে। **ঘুরে আসুন বেহেরামজি পয়েন্ট, কুনাপয়েন্ট বা রাজমাচি গার্ডেন পয়েন্ট। এর নীচেই হাইওয়ের ধারে সানসেট পয়েন্ট। প্রকৃতির ছন্দে মিশে গিয়ে সে এক চিরস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হবে। পরবর্তী সময়ে আপনার বিষণ্ণ মুহূর্তে এরা আপনাকে সঙ্গ দেবে মানসিক ভাবে।**

খাণ্ডালাতেও থাকার ব্যবস্থা ভালই আছে। মুম্বাই-পুনে রোডে রয়েছে। Fun-N-Food (Ph: 273117) ৫০০-১২৫০; The Dukes Retreat Pvt. Ltd. (Ph: 273826) American Plan ৪১০০-৫১০০; Hotel Girija, Khandala Hotel, Hotel El-Taj ৭৫০-৩০০০; Mount View Resort (Ph: 2472335) ৯৫০-২২৫০, ৩৫০-৮০০, মধ্যে Anupam Hotel (Ph: 260847), Greenland Hotel (Ph: 261342), Apsara Hotel (Ph: 260312), Savoy Hotel (Ph: 260310) ইত্যাদি ছাড়া IB (রিজা . Ex. Engr, Poona Division, Pune), 51 হিলটপ কলোনিতে Hotel On The Rocks; Dr. Bacha's Bunglow (দারুণ দৃশ্যাদি দেখতে পারেন এখান থেকে), Byranjee Jeejibhoy Bunglow (পর্যটকদের সবচেয়ে প্রিয়) ইত্যাদি।

এখানের প্রধান আকর্ষণ কারলা, ভাজা ও বেদসা গুহা।

কারলা গুহা

তিনটি গুহাই খুব কাছাকাছি, লোনাভলা থেকে 10 কিমির মধ্যে। লোনাভলা থেকে পুনের দিকে 17 নং জাতীয় সড়ক ধরে মোট 11 কিমি গিয়ে পাবেন কারলা গুহা। ভারতের এই সর্ববৃহৎ গুহাচৈত্যটি 160 খ্রিস্টপূর্বাব্দে নির্মিত হয়েছিল। চৈত্যের মাপ - 124 ফুট (38 মিটার) গভীর, 45 ফুট (14 মিটার) চওড়া এবং 48 ফুট উঁচু (15 মিটার)। খুব সুন্দরভাবে সংরক্ষিত বলে এবং প্রাচীন গুহাটি দেখা খুবই সুখকর। এর জানলায় অর্ধগোলাকৃতি কাঠের বরগা, স্তূপ বা 'দাগোবা'— তার মাথায় ক্যাপিটাল এবং তারও মাথায় কাঠের ছাতা দেখে আপনি অবাক হবেন। 2,000 বছরের পুরনো সেগুন গাছ এখনো ভাল অবস্থায় আছে এবং গুহায় এত প্রাচীন কাঠের অস্তিত্ব ভারতে আর কোথাও দেখতে পাবেন না।

চৈত্যটির সম্মুখভাগ দুটি ভাগে বিভক্ত— উপরে অর্ধগোলাকার বিশাল জানলা, নীচে একটি মাত্র পাথরের দেওয়াল কেটে তিনটি বিশাল দরজা। তার নীচে যেন একটা বারান্দা। দুটি দেওয়ালের সবচেয়ে নীচে রয়েছে বিশাল তিনটি হাতি— যেন উপরের সব ভার বহন করছে। আলো বাতাস আশপাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই চৈত্যের বাইরে একদা দুপাশের দুটি ধ্বজস্তম্ভ বা সিংহস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল— যেন পাহারা দেবে। তার উপরে ছিল ধর্মচক্র— কারণ এটি তো আসলে হীনযান বৌদ্ধচৈত্য। ডান দিকেরটি ভেঙে গেছে, ধর্মচক্র না থাকলেও বাঁ দিকেরটি ঠিক আছে।

চৈত্যের ভিতরে দুধারে দুটি সারিতে 15টি করে 30টি স্তম্ভ আছে— যাদের উপরিভাগে আছে ক্যাপিটাল। তাতে দুটি হাতির উপর চারটি নারী পুরুষের অনবদ্য মূর্তি। স্তম্ভগুলো সোজা, ভাজা গুহার মত সামনের দিকে হেলানো নয়। প্রবেশ দ্বারের দুপাশে 6টি প্যানেলে নর-নারীর যুগল মূর্তি। স্ত্রী মূর্তি নগ্ন হলেও অলঙ্কারে ঢাকা। চৈত্যের পাশের বিহারগুলি ধসে গেছে— এতে ভিক্ষুরা বাস করতেন। ওপরে ওঠার জন্য আগে পাথরের সিঁড়ি ছিল, এখন লাগানো হয়েছে কাঠের সিঁড়ি। এখানের শিলালিপিগুলির বেশির ভাগই পালি ভাষায় লেখা। বাঁ পাশের হাতির মূর্তিতে লেখা আছে— 'বৈজয়ন্তরী শেঠ ভূতপাল প্রতিষ্ঠিত জম্বু দ্বীপের (ভারতবর্ষ) শ্রেষ্ঠ প্রস্তর প্রাসাদ।' 17 নং বিহারে খুব প্রাচীন শিলালিপিটিতে লেখা আছে— 'একটি গুহাকক্ষ ভোগবতীর ন্যায় নাদসভ দান করিল।' বহুদিন পরে এই চৈত্যের সামনে একটি শিবমন্দির নির্মিত হয়েছিল। থাকার জন্য MTDC-র Holiday Camp D ২০০-২২৫। এছাড়া কটেজ 4B ২৭৫-৪২৫। আর আছে Hotel Karla, তবে খুব একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়।

ভাজা গুহা

এখানে 18টি প্রাচীন শৈলখাত বৌদ্ধ গুহা রয়েছে। গুহাগুলি ভাজা গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে পাহাড়ের উপর (120 মি. উঁচু) অবস্থিত। যদি উত্তর দিক থেকে দেখা শুরু করেন তবে প্রথম সেটি দেখতে পাবেন গুহাটি স্বাভাবিক একটি গুহাকে বড় করে তৈরি। এরপর 10টি সাধারণ কুঠুরি। 12 নং গুহাটি একটি চৈত্যগৃহ এবং ভারতীয় শৈলখাত গুহা-স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এখানেও কাষ্ঠ শিল্পের প্রভাব আছে। গুহাটি দেখতে কুলোর মত— 17.70 মি দীর্ঘ এবং 8.40 মি চওড়া। ছাদের ভিতরের পিঠ অর্ধবৃত্তাকার। ভিতরে 27টি অল্প-হেলানো স্তম্ভ। কয়েকটিতে ত্রিরত্ন, চক্র প্রভৃতি বৌদ্ধচিহ্ন খোদিত।

ঠিক মাঝখানে উপাসনার জন্য একটি 3.3 মি x 1.2 মি পাথরের স্তূপ। গুহার দরজার উপরে এক জানলা। খ্রিস্টপূর্ব 2 শতকে নির্মিত এই গুহা কারলার আগেই সম্ভবত নির্মিত। এখানে সম্ভবত ভিক্ষুণীরা থাকতেন। একটু দূরের শৈলখাত প্রাচীন বিহারের বারান্দায় যে ভাস্কর্য রয়েছে তার ছবি দেখে আপনি অবাক

হয়ে যাবেন। দেখবেন ইন্দ্র ঐরাবতে ও সূর্যদেব রথে বসে আছেন। কারলা দেখার পর ভাজায় আসুন। চাইলে হেঁটে আসতে পারেন (5 কিমি), দেড় ঘণ্টা লাগবে। ভাজা থেকে ফিরুন মালাভালি স্টেশন (3 কিমি), এবার ট্রেনে লোনাভালা।

বেদসা গুহা

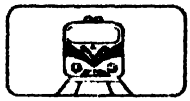
যে পাহাড়ের গায়ে ভাজা গুহা তারই দক্ষিণ দিকে পৌনা নদীর সামনে মাত্র 300 ফুট (93 মিটার) উঁচুতে বেদসা গুহা। তবে দুর্গম। পিম্পলি গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে খাড়াই-উৎরাই পার হয়ে বেদসায় পৌঁছতে হয়। এখানেও ভাজার মত কাঠের তৈরি প্রাসাদ। এখানের গুহাগুলোর মধ্যে একটি চৈত্য, একটি বিহার, কয়েকটি কুঠুরি এবং কুয়ো আছে। চৈত্যের সামনেই একটি বারান্দা 30 ফুট x 12 ফুট (9 x 4 মিটার)। দুপাশে অসমাপ্ত কুঠুরি। ভিতরটি 45 ফুট x 21 ফুট (14 x সাড়ে 6 মিটার)। বিহারটি 32 ফুট x 18 ফুট (10 x সাড়ে 5 মিটার)। মাথার উপরে শতদল আর ফলকের উপরে একটি আমলক স্থাপিত হয়েছিল। আর তার উপরের চারকোনা পিঠগুলিতে খোদিত হয়েছিল জান্তব সব মূর্তি। বেদসার পশ্চিমে লোহাগড় দুর্গ। শিবাজি দুবার মোগলদের কাছ থেকে দুর্গটি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি।

দেখে আসুন ভাজা গুহার ঠিক উপরে বিস্কুপুর দুর্গ।

পুনে/পুনা

মহারাষ্ট্রের একটি জেলার নাম এবং এই নামের একটি শহর। আগে যাকে বলা হত পুনা— এখন তারই নাম পুনে। মুম্বাই-এর 192 কিমি দূরে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত এই শহরটির নামকরণ হয়েছে সম্ভবত সংস্কৃত পুণ্যপুর থেকে। কারণ এই শহর মূলা ও মূথা নদীর পুণ্য সংগম স্থলে অবস্থিত। কাছের পুণ্যেশ্বর মন্দির থেকেও এই নাম উৎপত্তির সমর্থন পাওয়া যায়। প্রধান নদী অবশ্য ভীমা— জেলার পূর্ব সীমান্তে 161 কিমি ধরে প্রবাহিত। ঐতিহাসিকদের মতে এই অঞ্চলটিই ছিল প্রাচীন দণ্ডকারণ্য। এককালে এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল। পরবর্তীকালে চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, যাদববংশীয় রাজাদের পর 1340-এ মহম্মদ বিন তুঘলক এর উপর অধিকার স্থাপন করেন। বাহমনীদের হাত ঘুরে 1714-য় মারাঠারা এটিতে অধিকার স্থাপন করেন। 1817-য় তাদের শাসনের অবসান ও ব্রিটিশের অধিকার স্থাপন হয়।

কখন আসবেন এখানে : পুনে হল দাক্ষিণ্যাত্যের রানী— 'কুইন অফ ডেকান'। এখানের আবহাওয়া খুব চমৎকার। বার্ষিক গড় উত্তাপ 22°C। শহরের আয়তন 112 বর্গকিমি এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে 563 মিটার উঁচু। গ্রীষ্ম এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত। এ সময় বাদ দিয়ে বেড়াতে আসুন। শীতেও খুব গরম বস্ত্রাদি লাগে না।



কেমন করে আসবেন : পুনে নিজেই একটি বিমানক্ষেত্র। IA-র বিমান আসছে প্রতিদিন দিল্লি থেকে এবং ফিরছে। সময় নেয় 2 ঘণ্টা। পুনে থেকে 13.45 ছেড়ে বাঙ্গালোর হয়ে চেন্নাই পৌঁছচ্ছে 16.35। পুনে আসছে 10.15 চেন্নাই ছেড়ে 13.00 টায়। Alliance Air-এর বিমান রবিবার বাদে অন্যান্য দিন 6.45 ও 18.45 মুম্বাই ছেড়ে পুনে আসছে 7.25 ও 19.25। এদেরই বিমান যাচ্ছে প্রতিদিন মুম্বাই, চেন্নাই, বাঙ্গালোর, ঔরঙ্গাবাদ, বু শু র ভাবনগর-জামনগর, ম র কেশোদ-পোরবন্দর। আসা-যাওয়া করছে Jet Airways-এর উড়ানও। IA-র অফিস (Ph: 140/141/4260932) Connaught রোডে।

রেলপথে : এখানে ট্রেন আসছে মুম্বাই, বাঙ্গালোর, জম্মু-তাওয়াই, কন্যাকুমারী, কোলহাপুর, চেন্নাই, নাগপুর, নিউ দিল্লি, সেকান্দ্রাবাদ, তিরুবনন্তপুরম, ভাস্কো-ডা-গামা প্রভৃতি ভারতের নানান শহর থেকে। কোলহাপুর 328 কিমি, নাগপুর 739 কিমি, চেন্নাই 1088 কিমি, মুম্বাই 191 কিমি, দিল্লি 1595 কিমি। মুম্বাই থেকে পুনে আসার সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেন 2027 শতাব্দী এক্সপ্রেস, ছাড়ে 6.50, পৌঁছায় 9.45; এর পরের দ্রুতগামী ট্রেন ডেকান কুইন। মুম্বাই CST থেকে ছাড়ে 17.10 পৌঁছয় 20.30। এছাড়া আছে ইন্দ্রায়নী এক্স ছাড়ে 5.40 পৌঁছয় 9.15; ডেকান এক্স 6.40 ছেড়ে 11.00, প্রগতি এক্স 16.20 ছেড়ে 20.00 প্রভৃতি। **কলকাতার যাত্রীদের জন্য** রয়েছে ত্রি-সাপ্তাহিক 2130 আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস। ছাড়ে সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহ ও শনি 21.10, পৌঁছায় বুধ, বৃহ শুক্র শনি ও সোম 7.55। এছাড়া মুম্বাই গিয়ে সেখান থেকে মুম্বাই-চেন্নাই রেলপথের ট্রেন ধরে পুনে আসতে হবে। মুম্বাই CST থেকে ট্রেন পাবেন 6.00, 6.45, 7.55, 8.45, 14.35, 15.35, 17.30, 17.50, 20.15, 21.15 21.55, 21.05, 22.15, 23.15।


পুনে
এয়ার পোর্টের দিকে
পুনে নগর রোড
কস্তুরবা সমাধি
(আগা খানের প্রাসাদ)
মুলা নদী
বুন্দ গার্ডেনস
মিউজিয়াম
হোটেল
স্বরগেট স্টেট ও
মিউনিসিপাল বাস টার্মিনাস
পার্বতী মন্দির

কলকাতা থেকে মুম্বাই ট্রেনের জন্য দেখুন 'মুম্বাই'।

সড়কপথে : পুনের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের প্রায় সব শহরের বাস পথে যোগ রয়েছে। বাস আসছে 202 কিমি নাসিক, 2256 কিমি ঔরঙ্গাবাদ, 243 কিমি শোলাপুর, 548 কিমি হায়দরাবাদ, এমনকি মুম্বাই থেকে ঔরঙ্গাবাদ যাবার পথে পুনে হয়ে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাস। বাস আসছে সির্দি, নাগপুর এমনকি পানাজি থেকেও।

কোথায় উঠবেন এখানে : পুনেতে প্রচুর হোটেল রয়েছে। ভাড়া অনুযায়ী একটা তালিকা দিচ্ছি। প্রথমে বলি AC হোটেলের কথা। পরে ভাড়া অনুযায়ী সাধারণ হোটেলের কথা বলব।

স্টেশনের কাছে 14 মোতিলাল তালেরা রোডে (উত্তর) Hotel Alankar (Ph: 2620484) ২৫০, ৪৫০; স্টেশনের কাছেই Hotel Ashirvad (Ph: 2628585) R-44, D ১১০০-১৫০০, সুইট ১৭০০, ১০ কনট রোডে Hotel Amir (Ph 2621840) R-48 SAC ১২৫০ DAC ১,৫৫০, 11 কোরেগাঁও রোডে Hotel Blue Diamond (Ph 2625555 R 92) SAC ১৬৫০-২৩০০ DAC ২,১০০-৩,৫৫০, সুইট ২,২৫০ থেকে, 1242-B আপতে রোডে Hotel Shreyas (Ph 2322023) R-48, SAC ৫৫০ DAC ৮০০, 12634-B ডেকান মহারাজ রোডে Hotel Pallak (Ph. 2322085) R-18 SAC ৫২৫ DAC ৫৭৫, 1198 FC রোডে Hotel Ashiyana (Ph 25538011) R 35, SAC ৪২৫ DAC ৬১৫, 77 সম্ভাজি পার্ক রোডে Hotel Marina, SAC ৪২৫ DAC ৭২৫; রেল স্টেশনের কাছে BJ রোডে Hotel Woodlands (Ph 2626161) R-50, SAC ৯৫০ থেকে DAC ১১৫০ থেকে; সম্ভাজি পার্কের বিপরীতে Hotel Vandana. SAC ৫০০ DAC ৭০০; 1547-B সদাশিব পেট-এ Hotel Suyash (Ph 2439377), SAC ৩৯০ DAC ৫৬৫, 694/A পুনে-সাতারা রোডে Hotel Rajdoot (Ph 2434011). SAC ৩৭৫ DAC ৫০০; 776/3 ডেকান জিমখানায় Hotel Ajit (Ph 2339076) R-20, SAC ৪৫০ DAC ৫৭৫-৬৭৫; 192 ঢোল পাটিল রোডে Hotel Regency (Ph: 2629411) SAC ১৩৯৫ DAC ১৬৯৫, 1 বুঁদ গার্ডেন রোডে Hotel Sagar Plaza (Ph: 2622622) SAC ১৪৫০-১৯৫০ DAC ২১৫০-২৬৫০; 1246-B, আপতে রোডে Hotel Kohinoor Executive (Ph: 2321811) SAC ১২৫০ DAC ১৮৫০। 1212-A শিবাজিনগরে Hotel Nandanvan (Ph: 2321212) R 27 SAC ৩৫০ DAC ৫২৫; 1286-BJM রোডে Hotel Pearl (Ph: 2324249) R-16, SAC ৪৬৫ DAC ৬৭৫; 5MG রোডে Hotel Tej Regency (Ph: 2631571) SAC ৪৫০ DAC ৬৫০ ইত্যাদি।

এদের মধ্যে যে হোটেলগুলি Non AC আছে সেগুলি হল— হোটেল আশীর্বাদ S ৪৭৫ D ৬৫০; হোটেল আমির S ৪৫০ D ৬৫০; হোটেল শ্রেয়াস্ S ৩২৫ D ৪০০; হোটেল পথিক S ২৭৫ D ৩৫০; আমির-আল্-এশিয়ান S ২৫০ D ৩৫০, হোটেল আশিয়ানা S ২৫০ D ৩৫০; হোটেল মেরিনা S ২২৫ D ৩৫০; হোটেল উডল্যান্ডস S ৪০০ D ৫০০ হোটেল বন্দনা S ২৫০ D ৩২৫; হোটেল রাজদূত S ২০০ D ২৭৫; হোটেল অজিত S ২২৫ D ৩০০; হোটেল নন্দনবন S ২৫০ D ৩২৫ ইত্যাদি।

S ১৫০-২২৫ মধ্যে

স্টেশনের সামনে Waswani রোডে Hotel Gulmohar, 4/5 মুম্বাই-পুনে রোডে Hotel Gulshan (Ph: 2776043), 19 কোরেগাঁও পার্কে Hotel Sundarvan, 917/49-A শিবাজিনগরে Hotel Sutlej, উকাল-কাঞ্চনে Farmers Inn; 573/7 জংলি মহারাজা রোডে Hotel Sapna; 1100/2 মডেল কলোনিতে Hotel Chetak (Ph: 2352681); 199/1B চিকোয়ারে Hotel Natraj (Ph. 2775042), নেহরু স্টেডিয়ামে MTDC-র Hotel Saras ইত্যাদি।

S ১৫০ নীচের হোটেল

পুনে স্টেশনের কাছে Metro Lodge, National Hotel, Hotel Ritz; উইলসন গার্ডেনে মোতিলাল তালেরা মার্গে Central Lodge, Badshahi Lodge, Mathura Lodge, Milan Lodge, Jinna Mansion, Hotel Samrat, Green Hotel, Madhu Lodge, চিঞ্চোয়াবে Hotel Gauri, Hotel Mayur; শিবাজিনগরে Hotel Sanman, P-54 সোমওয়ার পেট-এ Hotel Tourist ইত্যাদি।

ধরমশালা : রেল স্টেশনের উলটোদিকে Seth Moranji Gokuldas Sanatorium (২০ দিয়ে 2 দিন থাকুন), Sardar Padmgi's Dharamsala ইত্যাদি। আর আছে রেলওয়ে RR, 6 কনট রোডে YMCA, শোলাপুর রোডে Western India Turf Club, 2 কুইন্স গার্ডেনে IB (রিজা : Ex Engr Pune Division, Pune)।

কী দেখবেন এখানে : পুনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে

শিবাজির স্মৃতি। এখানেই তিনি ভেবেছিলেন 'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি'। তাঁর জন্ম পুনের উত্তরে শিবনেরি দুর্গে। যে পাহাড়ে এই দুর্গ তার গায়ে 50টি বৌদ্ধগুহা আছে। একদা এগুলি দেবগিরির রাজারা ব্যবহার করতেন। পুনেতেই জিজাবাঈ সন্তানকে মানুষ করেছিলেন। পাঞ্চালেশ্বর মন্দিরের কাছে শিবাজির ঘোড়া-চড়া একটি মূর্তি আছে। লোকমান্য তিলক ও গোখেলের সঙ্গেও এই শহরের স্মৃতি বিজড়িত।

মুঠা নদীর দক্ষিণে আছে শনিবারওয়াড়া দুর্গদ্বার। বাজীরাও নির্মিত এই প্রাসাদ-দুর্গ 1827-এ একবার অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়। হাতি লাগিয়ে যাতে দুর্গের দরজা না ভাঙা যায় সেজন্যে দরজায় লোহার গজাল পোঁতা আছে। ভিতরের মাটি খুঁড়ে একটি সুন্দর বাগানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে। এর পূর্বদিকে ক্যানটনমেন্ট এলাকা। এম্প্র গার্ডেন এর কাছাকাছি।

3 কিমি দূরে রয়েছে শহরের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় স্থান পাহাড়ের উপরে পার্বতীর মন্দির। স্থানীয় 3 এবং 4 নং বাস এই মন্দিরে আসছে। 108টি সিঁড়ি ভেঙে এই মন্দিরে উঠতে হয়। পেশোয়া বালাজি বাজীরাও নির্মিত (1753) এই মন্দিরের চারপাশে বিষ্ণু, সূর্য, কার্তিক এবং দুর্গার মন্দির আছে। পার্বতীর মন্দিরের ভিতরে দেবদেবেশ্বর শিবের মূর্তিটি রুপোর আর পার্বতী এবং গণেশের মূর্তি সোনার। উপর থেকে নীচের দৃশ্যের কোনো তুলনা হয় না।

'কমলাকুঞ্জ' ভবনে রাজা কেলকার মিউজিয়ামটি দেখতে ভুলবেন না। সম্প্রতি মিউজিয়ামটিকে বাড়ানো হয়েছে এবং নতুন নতুন জিনিস প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে। এখানে দেখতে পাবেন পেশোয়া ও অন্যান্য মিনিয়েচার পেইন্টিং, মাছের আঁশ দিয়ে তৈরি বর্ম, নানা ফড়নবিশের ঠিকুজি, নানান রকমের বাদ্যযন্ত্র, জাঁতি, নর্তকী মহল প্রভৃতি। প্রতিদিন 8 30-12 30 ও 3.00-6.00 খোলা। প্রবেশ মূল্য আছে।

অন্য দুর্গা মন্দিরটি নাম চতুঃশৃঙ্গী মন্দির— আগস্ট মাসে এখানে একটি বিরাট মেলা বসে (নবরাত্রিতে) এখানে উঠতে হলেও সিঁড়ি ভাঙতে হবে। অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে কস্তুরবা সমাধি। 1942-এ গান্ধি-পত্নী কস্তুরবার মৃত্যু হলে তাঁকে আগা খানের প্রাসাদ-চত্বরে সমাহিত করা হয়। এই আগা খানের প্রাসাদই বর্তমানে গান্ধি জাতীয় মিউজিয়াম। 1942-এ ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় গান্ধিজি, সরোজিনী নাইডু, মহাদেব দেশাই প্রমুখ এখানে বন্দী ছিলেন। এখানেই সমাহিত আছে গান্ধিজির প্রিয় সচিব মহাদেব দেশাই-ও। পুনের 4 কিমি দূরে আহম্মদনগর রোডের উপর অবস্থিত এই প্রাসাদ। এখানে দেখুন বাংলায় লেখা একটি চিঠি কেমন যত্ন করে রাখা আছে।

আর একটি দ্রষ্টব্য 1736-এ নির্মিত পেশোয়াদের শানওয়ার ওয়াধা রাজপ্রাসাদ। এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত— শুধু ভিত্তি দেখেই বিশালতা কল্পনা করা যায়। চারপাশের পাঁচিল ঠিকই ছিল— 1961-র বিধ্বংসী বন্যায় তাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আর পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও নির্মিত 1808-এর বিশ্রান্তুর ওয়াধায় যদি আপনি যান এর বিশিষ্ট মহারাষ্ট্রীয় রীতিতে নির্মিত সম্মুখভাগ এবং মজাদার প্রবেশপথটি দেখে বিস্মিত হয়ে যাবেন। এর নাম 'মেঘ ডম্বরী'। গুংলী মহারাজ রোডে পাতালেশ্বর গুহা মন্দিরটিতে শিবলিঙ্গ দেখে আসতে পারেন। 4.8 কিমি দূরের সিন্ধিয়া ছত্রী, রেস কোর্স, কেলকার মিউজিয়াম, পুনে বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁধ গার্ডেন, শম্ভাজি পার্ক (এর অ্যাকোরিয়ামটি সত্যিই সুন্দর), ডিফেন্স আকাদেমি, খড়কওয়াসলার সুন্দর জলাশয়ের ধারে ভারতীয় হাইড্রোলিক গবেষণাকেন্দ্র ইত্যাদি। ন্যাশনাল ডিফেন্স আকাদেমির প্রবেশপথে যে মূর্তিটি দেখবেন সেটি মহাভারতের গুরু দ্রোণাচার্যের 11 ফুট (3.5 মিটার) উঁচু মূর্তি। রেল স্টেশনের কাছেই আছে ট্রাইবাল মিউজিয়াম। 10.00-5.00 খোলা। কোরেগাঁও পার্কে দেখে আসতে পারেন বিতর্কিত গুরু রজনীশের (ওশো) আশ্রম, রজনীশধাম। এবার চলুন যাই সিংহগড়ে।

সিংহগড়

ছোটবেলায় আমরা অনেকেই কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর লেখা 'পাশার বাজি' কবিতাটি পড়েছি। আপনারও হয়ত মনে পড়ে যাবে এই লাইনগুলি যখন আপনি সিংগড়ে গিয়ে পৌঁছবেন—

জিজাবায়ে শুধু কহিলা শিবাজি,—
জননী, তোমার বাজি লও আজি,
সিংহগড়ের সিংহ গিয়াছে
পড়ে আছে শুধু গড় —
তাই লও মাতা, হারায়ে পুত্র—
তানাজি মালেশ্বর।

সত্যিই সিংহগড়ের ইতিহাস শিবাজি, তার মা জিজাবাঈ আর শিবাজির সেনাপতি তানাজিকে নিয়েই গড়ে উঠেছে। 'দক্ষিণের দরজা' নামে একদা বিখ্যাত এই দুর্গটি বিজাপুরের সুলতানকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন শিবাজি 1665-তে। তাই শুনে তাঁর মা

জিজাবাঈ-এর মন গিয়েছিল খারাপ হয়ে। অন্য সব দুর্গের মধ্যে সিংহগড়ের আভিজাত্যই আলাদা। মন খারাপ হয়েছিল শিবাজিরও। তাই মায়ের দুঃখ ভোলাবার জন্য তিনি ঠিক করলেন যুদ্ধ করে আবার জিতে নেবেন ঐ দুর্গ। তানাজিকে ডেকে পাঠালেন শিবাজি। সেদিন তাঁর ছেলের বিয়ে। সব ফেলে ছুটে এলেন সেনাপতি। তারপর রাতের অন্ধকারে 300 জন বাছাই মাওয়ালী সেনা নিয়ে দুর্গ অধিকার করে নিলেন তানাজি। জিতলেন তবে নিজের প্রাণ বিসর্জন করে। যেখানে তাঁর মৃতদেহ পড়েছিল— সেখানে দেখবেন গড়ে উঠেছে তাঁর স্মৃতিমন্দির। ছোট্ট চবুতরার মধ্যে রয়েছে কালো পাথরে তৈরি তানাজির আবক্ষ মূর্তি— আজও মহারাষ্ট্রের মানুষ গর্বে-শ্রদ্ধায় তাঁর গলায় মালা ঝুলিয়ে দেয়। অনেকে বলেন সিংহবিক্রম তানাজির নাম থেকেই নাম হয়েছে সিংহগড়।

পুনে বেড়াতে এলে মাত্র 25 কিমি দূরে 1,270 মি উঁচু এই দুর্গ আপনি অবশ্য দেখতে আসবেন। খাড়া কষ্টসাধ্য পথ, অন্য কোনো আকর্ষণ নেই। তবুও আসুন। টিভি টাওয়ারের পাশের এক টুকরো দেওয়ালের রেখার পিছন দিয়ে দুর্গের চূড়া দেখতে পাবেন। কেবল পাথর। দুর্গের দেওয়াল ভেঙে গেছে অনেক জায়গায় হয়ত, কিন্তু পুনে-দরওয়াজা এখনো অটুট। দরজা পার হয়েই সুন্দর বাগান— তার বুকে দুটো কামান। ভাঙা পাথরের ভবানী মন্দির, ভাঙা সিঁড়ির একটা আশ্চর্য আকর্ষণ।

পুনে রেল স্টেশন থেকে ভোর 6.00টার বাসে গেলে বাস সোজা পাহাড়ে উঠে যাবে। পরের বাসগুলো নামিয়ে দেবে যেখানে, সেখান থেকে কিছুটা হাঁটতে হবে। তবে একদিনেই ফিরতে পারবেন। ট্যাক্সিও পাবেন. সিংহগড়ে থাকার জন্য MTDC-র ডর্মিটরি আবাস, দূরে এদেরই Holiday Resort এবং বাস স্ট্যান্ডের কাছে বেশ কিছু প্রাইভেট হোটেল আছে।

এখানে দেখা শেষ হলে, হাতে সময় নিয়ে 6 কিমি এগিয়ে ন্যাশনাল ডিফেন্স আকাদেমিতে গিয়ে যুদ্ধকৌশল শেখানোর সঙ্গে একটু পরিচিত হয়ে আসতে পারেন বিশেষ অনুমতি নিয়ে। গেটে দ্রোণাচার্যের 11 ফুট (3.5 মিটার) উঁচু মূর্তি দেখলেই বুঝতে পারবেন আপনি ঠিক জায়গায় এসে গেছেন। যাবার পথ মনোরম— লেক ইত্যাদি রয়েছে।

যদি দেশ গৌরবে আপনার মন পূর্ণ হয়ে থাকে তবে পুনেতে এসে ছত্রপতি শিবাজির তোরণা দুর্গ, রায়গড় দুর্গ, পরানদার দুর্গ (40 কিমি দূরে, এখানে এখন জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর দফতর), শিবাজির জন্মস্থল 95 কিমি দূরের শিবনেরী প্রভৃতিও বেড়াতে পারেন। শিবনেরীতে দুর্গের নীচে প্রায় 50টির বেশি বৌদ্ধগুহা দেখলে ভাল লাগবে। যেমন বেড়াতে পারেন ভীমানদীর উৎসে ভীমাশঙ্কর মন্দিরটি। এখানে MTDC-র Holiday Resort রয়েছে। আর আছে মন্দির কমিটির Yatri Nibas। সরকারি RH ও PWD-র DB। সিংহগড় থেকে দূরে রায়গড় দেখতে পারেন। এখানেই শিবাজির রাজ্যাভিষেক ও মৃত্যু দুইই হয়েছিল। এই দুর্গের মধ্যে রয়েছে জিজাবাঈ-এর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। আরো আছে শিবাজির সিংহাসনের জায়গা এবং তাঁর প্রিয় দুদুবের সমাধি। পুনেব 37 কিমি দূরে পুরন্ধরেও একটি দুর্গ আছে। এই পাহাড়ি দুর্গে বসেই 1776-এ ব্রিটিশের সঙ্গে পেশোয়াদের চুক্তি হয়েছিল।

পুনেতে কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা

MTDC (1-Block, Central Building, Pune: 411001, Ph: 2626867) পুনে শহর ও আশপাশ দেখানোর জন্য 4 ঘণ্টার ট্যুরের ব্যবস্থা রেখেছেন। বাস ছাড়ছে প্রতিদিন সকাল 4.00 এবং দুপুর 2.00 ডেকান জিমখানার সামনে থেকে। ভাড়া মাথাপিছু ৬৫ । এছাড়া MTDC 1 দিনের মহাবালেশ্বর, 1 দিনের কারলা লোনাভলা-খাণ্ডালা, 3 দিনে অজন্তা-ইলোরা, 5 দিনে গোয়া বেড়িয়ে আনে।

পুনে মিউনিসিপ্যাল ট্রান্সপোর্ট শহর এবং আশপাশ দেখানোর জন্য বাবস্থাপিত সফরের ব্যবস্থা করেছেন। প্রায় সাড়ে 3 ঘণ্টা সফরের জন্য বয়স্ক ৫০ ও শিশু ৪০ হারে রেল স্টেশনের পাশ থেকে ডিলাক্স বাসে চড়িয়ে ঘুরিয়ে আনছে। বাস যাচ্ছে দুবার— 4.00 এবং 15.00। বুকিং 3 দিন আগে থেকে।

মহাবালেশ্বর/মহাবলেশ্বর

এককালের বিখ্যাত শৈবতীর্থ, এখন মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে উঁচু শৈলাবাস। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার 1,372 মি. উঁচু এই শৈলাবাস পুনে থেকে মাত্র 122 কিমি দূরে— হরদম বাস আসছে সেখান থেকে, সময় নিচ্ছে প্রায় সাড়ে 3 ঘণ্টা। পথে আসার অভিজ্ঞতা এত মনোরম যে মনে হয়— হোক না দীর্ঘ আরো এই পথ। মাঝে মাঝে পথ ঘুরে ঘুরে ওঠে কোনো মালভূমিতে, আবার আসে নেমে। অধিকাংশ পথই 4 নং জাতীয় সড়ক জুড়ে। কাতরাজ ঘাট, খাণ্ডালা ঘাট (শৈলাবাস খাণ্ডালা নয়) আর ওয়াই

ঘাট পার হওয়ার অভিজ্ঞতা শ্বাসরুদ্ধকারী। ওয়াই ঘাট থেকেই মাত্র 19 কিমি দূরে পঞ্চগণি (পৃ ৫১৯ দ্র.)। এই শৈলাবাসটির আসল নাম কিন্তু ম্যালকম পেট, কারণ মুম্বাই-এর একদা গভর্নর স্যার জন ম্যালকম প্রথম এটি আবিষ্কার করেন।

অবশ্য আগে থেকেই এর অস্তিত্ব ছিল। পৌরাণিক কাহিনী যে, অতিবল এবং মহাবল নামে দুই দৈত্যের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে দীর্ঘদিন ধরে বিষ্ণুর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হয়। অতিবল নিহত হলেও মহাবলকে বাগে আনতে না পেরে বিষ্ণু শিবের আরাধনা করেন। শিব ফাঁপরে পড়েছেন দেখে মহাবল নিজেই শিবের হাতে আপন মৃত্যু প্রার্থনা করে। পরিবর্তে শিব আশীর্বাদ করেন যে মহাবলের নামেই স্থানটি পরিচিত হয়ে যাবে। তাতেই স্থানটি মহাবলেশ্বর বা মহাবালেশ্বর নামে খ্যাত হয়।

পৌরাণিক কাহিনীতে বিশ্বাসীরা অবশ্যই বিশ্বাস করবেন কিন্তু এখানের প্রকৃতি সব কিংবদন্তির ঊর্ধ্বে এক নতুন জগতে আপনাকে নিয়ে যাবে। লাল মাটি, সবুজ ঘাস আর গাছ, লিলি-অর্কিড-ফার্নের সমারোহ, রঙবেরঙের প্রজাপতির ওড়া-ফেরা, গভীর খাদ, প্রচুর ফল-সবজি— সব মিলে এক ভালবাসার জগৎ।

কেমন করে আসবেন: বিমানে এলে পুনেতে নামুন। ট্রেনে এলেও সেখানেই নামুন। তারপর স্টেশনের গা-লাগাও বাস স্ট্যান্ড থেকে সরকারি বাসে, শেয়ার ট্যাক্সিতে অথবা MTDC-র লাক্সারি বাসে এখানে আসুন। সড়ক পথে পুনে 122, লোনাভলা 184, মুম্বাই 239, নাসিক 324, ঔরঙ্গাবাদ 348, গোয়া 438 এবং বাঙ্গালোর 801 কিমি। মুম্বাই, সাতারা, পঞ্চগণি, মাহাদ, কোলহাপুর প্রভৃতি জায়গা থেকে নিয়মিত বাস আসছে এখানে।

কন্ডাকটেড ট্যুরের বাস আসছে হলিডে ক্যাম্প ছেড়ে 14.30-18.30 মধ্যে মহাবলেশ্বরে, ভাড়া ৬৫/-। আসছে 7.00-10.00 প্রতাপগড় দুর্গে এবং পঞ্চগণিতে 7.00-10.00। মহাবলেশ্বরে এই বাসে এলে এখানে দেখবেন আর্থার, মুম্বাই, এলফিনস্টোন, হেলেন, হান্টার, কেট, লডউইক, মারজোরি প্রভৃতি পয়েন্ট ছাড়া এলিফ্যান্টস হেড, পুরানো মহাবলেশ্বর এবং ভেন্না হ্রদ। আর ট্যাক্সি যাচ্ছে ১৪০/- প্রতি ট্যুর।

কোথায় উঠবেন এখানে : বাস স্টেশনের কাছাকাছি প্রচুর হোটেল রয়েছে। খুব ভাল খাবার পাবেন এখান। অফ-সীজনে এলে (এপ্রিল-জুন এবং দেওয়ালি বাদে) হোটেলের চার্জ অনেক কম। হোটেল পাবেন ১৭৫-৩৫০/- মধ্যে। দামি হোটেলগুলি হল Fredrick Hotel (Ph: 260665) ৬৫০/- থেকে; সাতারা রোডে উইলসন পয়েন্টে Belmount Park Hill Resort (Ph. 260414) ৮৫০/- থেকে; কয়না ভ্যালির উলটোদিকে Fountain Hotel (Ph: 260227) ২২৫০/- থেকে; কসম সাজন রোডে Hotel Anarkali (Ph: 260336) ১৪৫০-২৮৫০/-; সাতারা রোডে Lake View (Ph: 260160) ৭৫০-১৯৫০/-; ভ্যালি ভিউ রোডে Valley View Resort (Ph: 260066) ২৩০০-৭৮০০/-; Regal Hotel (Ph. 260001) ১০৫০-৩০০০/-; এস. টি. স্ট্যান্ডের পেছনে Hotel Dreamland (Ph: 260228) ১০০০-১৮০০/- ইত্যাদি। S ১৭৫-২৫০/-র মধ্যে রয়েছে Deluxe Hotel, Aram Hotel, Hotel Rajesh, Hotel Blue Heaven, Hotel Sarkar, Apsara Hotel প্রভৃতি। ২০০/-র নীচে রয়েছে Shanti Sadan Hotel, Giri Vihar Hotel, Ajantha Lodge, Nell's Hotel, Ripon Hotel, Green lands, Race View, Bharat, Modern, Tribeni, Archana প্রভৃতি অজস্র হোটেল বাস স্টেশন বা শহরের আনাচে-কানাচে। এছাড়া আছে Govt. RH (রিজা. Ex. Engr. Public Works and Housing Deptt. Satara) Mirda Forest Bunglow (রিজা: DFO, Satara), Holiday Camp ইত্যাদিও পাবেন। MTDC-র Hotel (Ph: 02168-260318) DB ৪০০-৬০০/- স্যুইট ১৬০০/- কটেজ ১১০০/- 10B ৮০০/- ফ্যামিলি স্যুইট ১০০০/-।

কী দেখবেন এখানে : খুব ভাল হয় যদি একটা গাড়ি ভাড়া করে একদিনেই সব দেখার চেষ্টা করেন। যেভাবে পরপর লিখে যাচ্ছি সেভাবেই ঘুরে দেখতে পারেন। ইচ্ছে হলে যেটা খুশি বাদ দিতে পারেন। দূরত্ব বোঝানো হয়েছে বাজার বাস স্ট্যান্ড থেকে। **ভেন্না লেক** (2.4 কিমি)— দারুণ চমৎকার একটি হ্রদ। নৌকো ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে এখানে (যোগাযোগ Venna Lake Boat Club). **লিঙ্গমালা প্রপাত** (6 কিমি)— স্ট্রবেরির এই বাগিচায় খাড়া একটা গিরিগাত্র থেকে সরে পড়ছে চমৎকার এই প্রপাত। এখানে পিকনিক করুন। জঙ্গলের মধ্যে একটা IB-ও আছে। **কেটস্ পয়েন্ট** (6.8 কিমি)— লিঙ্গমালার ঠিক আগেই। মূল রাস্তায় যেতে যেতে বাঁয়ে ঘুরে 3.5 কিমি গাড়িতে বা হেঁটে এলে এখানে পৌঁছে যাবেন।

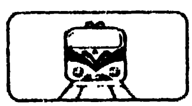
বিশাল এক পাথরের মধ্যে বিরাট একটা গর্ত— তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলুন— অবশ্য অতখানি অ্যাডভেঞ্চার করার আগ্রহ যদি আপনার থাকে। গর্তটির নাম নিড়ল্স্ বা সূচের গর্ত। এখান থেকে কৃষ্ণা উপত্যকাটি বড় মনোহর মনে হয়। **কনট পীক** (3.8 কিমি)— 1,385 মিটার উঁচু এই চূড়াটির আগে নাম ছিল মাউন্ট অলিম্পিয়া। এখান থেকে ভেন্না হ্রদটিকে নতুনরূপে দেখুন। **পুরনো মহাবালেশ্বর** (5.2 কিমি)— এখানে এসে দেখুন যে দুই দৈত্যের কথা বলে এসেছি তাদের নামে **অতিবলেশ্বর ও মহাবলেশ্বর** মন্দির দুটি। মহাবলেশ্বর মন্দিরের **প্রবেশ** পথটি পাথর কেটে তৈরি গোরুর মুখের মত দেখতে। এখান থেকেই দাক্ষিণাত্যের প্রধান নদীগুলি— বিশেষ করে কৃষ্ণা নদীর উৎপত্তি হয়েছে। কাছাকাছি আরো কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির আছে। এই মন্দির থেকেই শহরের নামকরণ হয়েছে। **মার্জোরি পয়েন্ট** (9.8 কিমি)— 1,292 মিটার এই উঁচু চূড়া থেকে নিসর্গ শোভা দেখুন। **আর্থার সীট** (12.4 কিমি)— মহাবালেশ্বরের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য দেখার স্থান। একটা পাথরে যেন প্রকৃতির কোনো নিপুণ তক্ষণ শিল্পী তাঁর বাটালি দিয়ে পাথরের বুকে জানলা তৈরি করেছে আর সেই বাতায়ন পথে দেখা যাচ্ছে বনানী অধ্যুষিত উপত্যকার অতুলনীয় সৌন্দর্যের এক পরমাশ্চর্য জগৎ।

আর্থার সীটে আসার পথেই দেখে আসুন এলফিনস্টোন (9.6 কিমি এবং 1,275 মি উঁচু), সাবিত্রী, মার্জোরি, আর ক্যাসল রক। দেখুন **হানটার্স্ পয়েন্ট** (3.6 কিমি) থেকে কয়না উপত্যকার অভাবিত সৌন্দর্য, কাছেই **ধোবী প্রপাত; লডউইক পয়েন্ট** যেখানে জেনারেল লডউইকের একটি স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে, হাতির মাথার মত ঝুলে থাকা পর্বতশিরা **এলিফ্যান্টস হেড** (6 কিমি), সূর্যোদয় দেখুন **বোম্বাই পয়েন্ট** (4.6 কিমি)-এর 1,293 মিটার উচ্চতা থেকে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকেই মুম্বাই শহরের আলো দেখতে পাবেন সন্ধ্যার সময়।

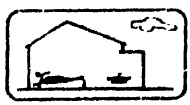
চায়নাম্যান্স্ প্রপাত (2.4 কিমি) দেখে চলুন **ব্যাবিংটন পয়েন্ট** থেকে আবার করে এই প্রপাতের নবতম সৌন্দর্য দেখতে, নীল উপত্যকার নীলিমায় হারিয়ে যেতে চলুন **হেলেন্স্ পয়েন্টে** (3.2 কিমি)। সিন্ডোলা নামে খ্যাত **উইলসন্স্ পয়েন্ট** (2.2 কিমি)-এর সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠে সূর্যোদয় দেখার অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করুন। আরো দেখুন **রবার্স্ কেভ্** (শিন শিন গলি)— এককালে যা ছিল ঐ দৈত্যদের বাসভূমি। বেশি ভিতরে যাবেন না— বিষাক্ত গ্যাস আছে। আর একটু দূরে গিয়ে দেখে আসুন **প্রপাতগড় দুর্গটি**। ফিটজেরাল্ড ঘাট থেকে 16 কিমি দূরের এই দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন শিবাজি। এখানেই তিনি আফজল খাঁর বুকে বসিয়ে দিয়েছিলেন মারাত্মক বাঘনখ অস্ত্র। IB আছে। দুর্গে যেতে অন্তত 45 মিনিট লম্বা পাড়ি দিতে হবে। ভিতরে আছে ভবানী মন্দির— শিবাজি যেখানে পুজো দিতেন নিত্য।

পঞ্চগনি

মহাবালেশ্বরের এত কাছে এমন সুন্দর আর একটা যে শৈল শহর রয়েছে— আপনি না গেলে ভাবতেই পারবেন না। এই শৈলাবাসটির মজা এই যে সারা বছর ধরে আপনি এখানে থাকতে পারেন। উচ্চতা 1,334 মি। এর জলবায়ু এত স্বাস্থ্যকর যে যক্ষ্মারোগীরা এখানে স্যানাটোরিয়ামে থেকে দ্রুত সেরে ওঠেন। কাসুরিনা কুঞ্জ এবং রুপালি ওকের সারি এখানে আপনাকে স্বাগত জানাবে। একদিকে সমতল মালভূমি অন্যদিকে উঁচু পাহাড়ের শীর্ষদেশ আপনাকে আপন করে নেবে। কাছের পাঁচটি পাহাড়ের জন্যেই এই শহরের এমন নাম আর এদের জন্যই এখানের প্রাকৃতিক শোভা এক নতুন আবেদনের সৃষ্টি করে।



এখানে **কেমন করে আসবেন** তা তো মহাবালেশ্বর প্রসঙ্গে জানিয়েছি। পুনে-মহাবালেশ্বর পথে ওয়াইঘাট পার হয়েই মহাবালেশ্বর থেকে মাত্র 19 কিমি দূরে— বাস পথেই পঞ্চগনি।



এখানে থাকার জন্যে নানা হোটেল রয়েছে। S ১৭৫ ও তার বেশি দামের হোটেল রয়েছে চেসন রোডে Amir Hotel S ২০০, D ৩৫০; MTDC Hotel Five Hills (Ph: 241086) DAB ৬৫০-১০০০, 4B ১৬৫০; সরকারি হোটেল Prospect Hotel SAB ৪৭৫; Palazzo Hotel DAB ৩৫০-৫২৫; Jerroz Hotel DAB ৫২৫, 5B ৮২৫; Hotel Ambassador D ৩৫০-৫৫০; Garden Hotel ৩২৫-৬০০, ডর্মি ১০০; Mount View Hotel DAB ৩৭৫ থেকে; Hotel Simla ৩২৫-৫৫০; Mula's Guest Home ইত্যাদি। কম খরচের হোটেলগুলির মধ্যে Gujrat Lodge, Anand Bhavan Hotel, Santi Lodge, Prakash Lodge ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়া আছে Govt. RH (রিজা : Ex. Engr. PWD Housing Dept. Satara Division, Satara)

Gujrati Dharamsala (নিরামিষভোজীদের জন্য মাত্র। রিজা : Panchgani Stores) Holiday Camp (রিজা : MTDC Office, Mumbai Nariman Point)। আর আছে ব্যক্তিগত কিছু বাংলো। সেখানে থাকাও কম ভাল নয়।

এখানে দেখার জন্যে (কিমি দূরত্বে) সিডনি পয়েন্ট 1, কচবাওয়ারি পয়েন্ট 1, মেহেরবাবা গুহা 1, ডেভিলস্ কিচেন $1^1/_2$, বোধি পয়েন্ট $1^1/_2$, হ্যারিসন পয়েন্ট 4, রাজপুরী গুহা 6 ও গ্রোভস্ 6 কিমি।

এখানে এলে পুনে-পঞ্চগনি পথে পড়ে যে পীর সাহেবের দরগা সেখানে অবশ্য গিয়ে এক অলৌকিক বিষয়ের সাক্ষী হয়ে যান। একটি অলৌকিক পাথরের শূন্যে ওঠা দেখে আসুন। আরো যেতে পারেন মহাবালেশ্বরের 64 কিমি দূরে মাহাড়ের উষ্ণ প্রস্রবণে ও আকর্ষণীয় বৌদ্ধগুহায়।

সাতারা

একদা মারাঠাদের রাজধানী সাতারা নগরটি পাহাড়ের দুটি শ্রেণীর মাঝখানে অবস্থিত। এখনো শিবাজির বংশধরেরা এখানে বাস করেন। আপ্পা সাহিব শাহজি এখানে যে নতুন প্রাসাদটি নির্মাণ করেন তার একটি হল দেখার মত। এতে 64টি সেগুন কাঠের থাম আছে। প্রাসাদসংলগ্ন বাগানটিও দেখার মত। সাতারায় শিবাজির স্মৃতিচিহ্নগুলির মধ্যে তাঁর তরবারি জয়ভবানী, বাঘনখ, ভোজালি ইত্যাদি রক্ষিত আছে। একটি হীরা-চুনী-পান্না-মুক্তা খচিত সোনার কৌটায় রক্ষিত আছে তাঁর মোহর। পানহালার রাজা (1102) এখানে সাতারা, চন্দন, বন্দন প্রভৃতি নামে কয়েকটি দুর্গ স্থাপন করেন। সেগুলি দেখে আসতে পারেন। আছে কয়েকটি মন্দির।

কোলহাপুর থেকে 128 কিমি বাসে চড়ে সাতারা জেলার এই জেলা শহরে আপনি আসতে পারেন। মহাবালেশ্বর যাবার পথে এই সাতারা দেখেও যেতে পারেন। এখান থেকে মহাবালেশ্বর 57 কিমি। বাস আসছে পানাজি, পুনে প্রভৃতি নানা শহর থেকে। থাকার জন্যে DB ছাড়া হোটেলও পাবেন।

কোলহাপুর

মহারাষ্ট্রের এই জেলা শহরটি এখন একটি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হলেও শিবাজির রাজ্যভূমি হিসেবে এর খ্যাতি খুব প্রাচীন। কোল্লা (পরবর্তীকালে অম্বাবাঈ বা মহালক্ষ্মী নামে পরিচিত) ও পুর শব্দ দুটি মিলে কোলহাপুর শব্দের উৎপত্তি। সামরিক গুরুত্বের কারণে শহরটির দ্রুত উন্নতি হয়। আফজল খাঁকে হত্যা করে শিবাজি একে নিজের রাজ্যভুক্ত করেন। কোলহাপুরের বর্তমান রাজা নিজেদেরকে শিবাজির বংশধর বলে মনে করেন এবং 'ছত্রপতি' উপাধি ব্যবহার করেন। তিনি নালা ও পঞ্চগঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই শহরের চটিজুতো (কোলাপুরী নামে খ্যাত) খুব বিখ্যাত।

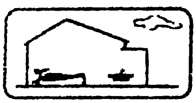
আগে এখানে প্রচুর জলাশয় ছিল। এখন কোটি পুষ্করিণী এবং রানকালা ও কলাম্বা হ্রদ দুটি উল্লেখযোগ্য। শিবাজি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত রয়েছে 1962-তে। এখানের পৌরসভা 1854-য় প্রতিষ্ঠিত। 1892-এ স্থাপিত হয়েছিল রাজারাম নিয়ানদের ক্লাব। এখানে মল্লযুদ্ধ শেখার অনেক আখড়া আছে। শাহ মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় খাসবাগ অঞ্চলে যে মল্লভূমিটি নির্মিত হয়েছিল তাতে 20 হাজার দর্শক বসতে পারেন।

কেমন করে আসবেন এখানে : বিমানবন্দর 225 কিমি দূরে পুনেতে। রেলপথে মুম্বাই, পুনে, ভাস্কো-ডা-গামা, বাঙ্গালোর রেলপথে কোলহাপুরে পুনে হয়ে মুম্বাই থেকে ট্রেন আসছে মুম্বাই-কোলহাপুর কয়না এক্সপ্রেস মুম্বাই সি এস টি 8.50 ছেড়ে এখানে 21.40। এছাড়াও ট্রেন আসছে 17.50, 20.15 ছেড়ে যথাক্রমে 6.35 এবং 7.45-এ 520 কিমি পার হয়ে। গোন্ডিয়া থেকে 8.20 ছেড়ে ট্রেন আসছে 1219 কিমি পার হয়ে নাগপুর-পুনে-সাতারা হয়ে মহারাষ্ট্র এক্স 14.50।

সড়কপথে : পুনে-বাঙ্গালোর জাতীয় সড়কের পশ্চিমে অবস্থিত এই শহরটি নিপানি, বেলগাঁও, রত্নগিরি, সাংগলি, করদ প্রভৃতি শহরের সঙ্গে যুক্ত। পানাজি, মিরাজ (45 কিমি), গোয়া, পুনে থেকেও বাস আসছে।

কী দেখবেন এখানে : এখানের প্রধান আকর্ষণ এখানের মহালক্ষ্মী দেবীর মন্দির, স্থানীয় নাম অম্বাজির মন্দির। বিগ্রহ পার্বতীর। 19 শতকের এই মন্দিরের জন্য এই শহর দক্ষিণ কাশী নামে পরিচিত। কোলহাপুরের প্রাচীন প্রাসাদ ভবানী-মণ্ডপ নামে পরিচিত— এখানে শিবাজি-পূজিত ভবানীর পুজো এখনো হয়ে চলেছে। এছাড়া বিনখাম্বি, গণপতি, ব্রহ্মেশ্বর, খোল খাণ্ডোবার মন্দির বিখ্যাত। শহর থেকে 5 কিমি দূরে তেম্বলাই মন্দির। ব্রহ্মপুরী পর্বতে ব্রাহ্মণদের শেষকৃত্য হয়। এককালে কোলহাপুর তন্ত্রের দেশ নামে খ্যাত ছিল।

এখান থেকেই ঘুরে আসতে পারেন 25 কিমি দূরের ইতিহাসখ্যাত পানহালা দুর্গ বা 88 কিমি দূরের বিশালগড় দুর্গ। শেষেরটিতে MTDC-র Holiday Resort-এ (যোগাযোগ : MTDC, Tourist Office, Kedar Complex, Ground Floor, Shop 1, Station Road, Kolhapur 416001. Ph: 2652935) আছে স্বল্প খরচে থাকার ব্যবস্থা। আর ঘুরে আসতে পারেন 130 কিমি দূরের সামুদ্রিক শহর রত্নগিরি। এখানের সিন্ধু দুর্গটি একদা শিবাজির নৌঘাঁটি ছিল। এখানেই জন্মগ্রহণ করেন লোকমান্য তিলক, গোখেল, বি জি খের, মবলঙ্কর প্রভৃতি বরেণ্য মানুষ। এখান থেকে 19 কিমি উত্তর-পশ্চিমে পানহালার গিরিদুর্গ।

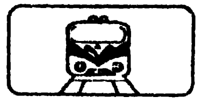


কোথায় উঠবেন এখানে : ২৫০–৩৭৫-এর মধ্যে— স্টেশন রোডে রয়েছে Amir, Gokul, Deluxe, Ambassador, Miagara Lodge, Shreyas Lodge প্রভৃতি হোটেল। বাস স্টেশনের উলটোদিকে আছে Maharaja, Samrat, Ananda Malhar, Sahyadri, Pathik, International, Tapasaya, Samadhan হোটেলগুলি। আর আছে Opal, Woodlands, Parag, Rajhansa, Baishali Deluxe, Meghna, Anand RR Sheratan, Sangam Lodge প্রভৃতি নানা হোটেল শহরের নানা স্থানে। বেশি দামের হোটেল 517 A/2 শিবাজি পার্কে Hotel Panchashil (Ph: 2660660) SAB ৫৫০, DAB ৬২৫, DAC ৬৭৫-৮৯০, বাস স্ট্যান্ডের কাছে 204/E নিউ শাহপুরিতে Tourist Hotel (Ph: 2650421) SAB ২৭৫, DAB ৩৫০, SAC ৪৫০, DAC ৫৫০; এখানেই Pearl Hotel (Ph: 2650451) SAB ৪২৫, DAB ৬৫০, SAC ৭৭৫, DAC ৮২৫-৯৫০, 204B 'E' ওয়ার্ড, তারাবাঈ পার্কে Hotel Woodlands (Ph: 2650941) ৩৫০-৬২৫ প্রভৃতি।

পানহালাতে আছে MTDC-র Holiday Resort (Ph: 02328-235048; রিজা Manager, Panhala, Dist. Kolhapur), DAB ৩০০, দুইজনের তাঁবু ২০০ মাথাপিছু। আর আছে RH, CH (রিজা : Ex. Engr. Kolhapur)।

রত্নগিরি

একটু আগেই কোলহাপুর প্রসঙ্গে কোঙ্কন সমুদ্রোপকূলের এই বন্দর শহরটির নামোল্লেখ হয়েছে। প্রাচীন শহর, পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, বাজার ইত্যাদি ভ্রমণার্থীদের ঘুরে বেড়াতে ভালোই লাগবে।



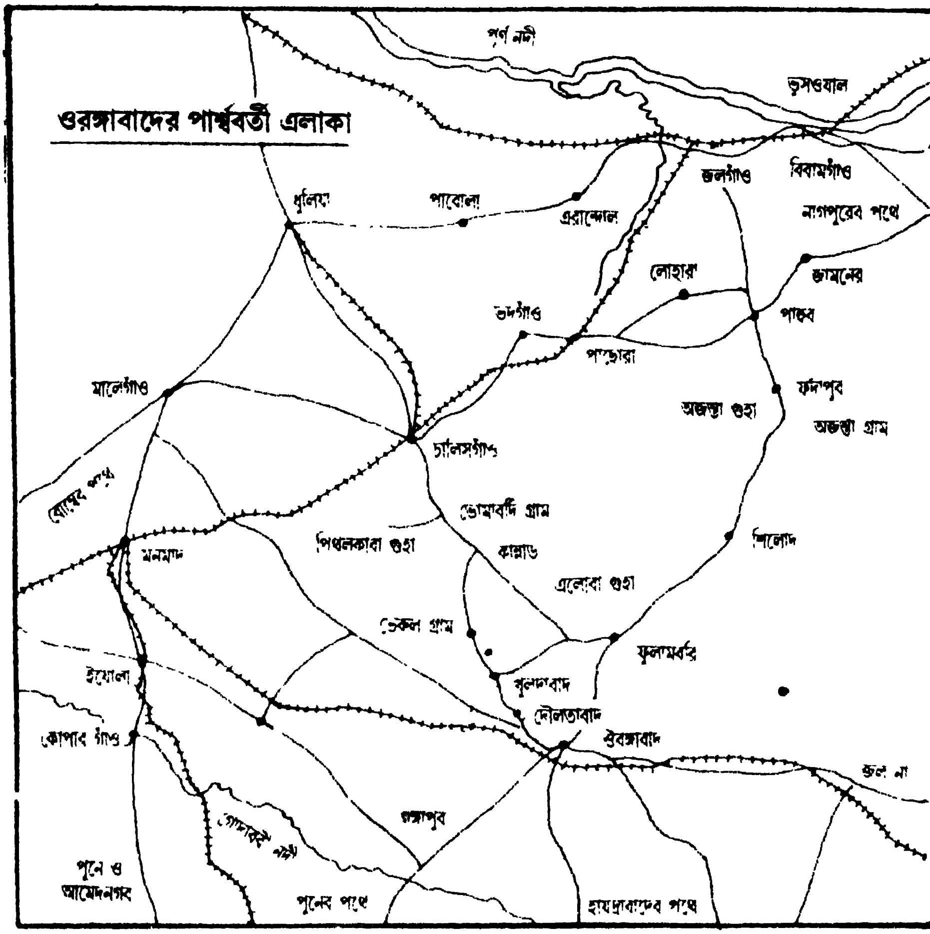
কেমন করে আসবেন : কলকাতা থেকে এলে হাওড়া স্টেশন থেকে মুম্বাই মেল বা মুম্বাইগামী যে-কোনো ট্রেন ধরে আসুন মুম্বাই। এবারে মুম্বাই স্টেশন (সি এস টি) থেকে ধরুন 0103 মাণ্ডোভী এক্স। ছাড়ে 7.05 মিনিটে, পৌঁছয় 1.40-এ। রাতের দিকের ট্রেন 0111 কোঙ্কনকন্যা এক্স। ছাড়ে 22.50-এ, রত্নগিরি পৌঁছয় 5.43 মিনিটে। লোকমান্য তিলক থেকে পাবেন 2619 মৎস্যগন্ধা এক্স। ছাড়ে 14.05-এ, রত্নগিরি পৌঁছয় 20.35 মিনিটে। স্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব 8 কিলোমিটার। আপনাকে বাস অথবা অটো রিক্সা ধরে স্টেশন থেকে রত্নগিরি শহরে আসতে হবে।

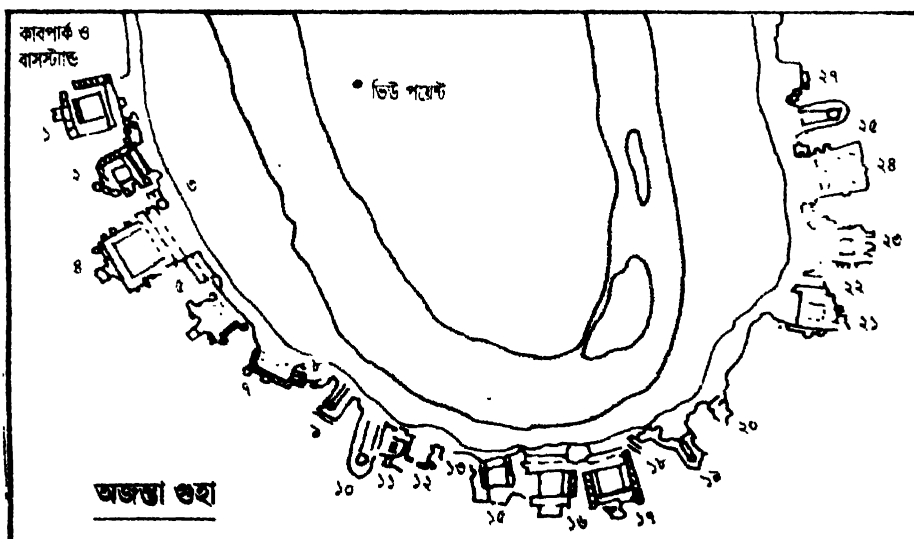
কি দেখবেন : দেখার মতো আছে ভগবতী মন্দির, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক সংগ্রহশালা, থিবা প্রাসাদ, বীর সাভারকরের তৈরি পতিতপাবন মন্দির। আর সমুদ্রবেলায় ঘুরে বেড়ানো তো আছেই।

চলুন প্রথমেই যাই সমুদ্রতীরে ভগবতী বন্দরের কাছে টিলার ওপরে ভগবতী মন্দিরে। বাস স্ট্যান্ড থেকে অটোরিকশা ভাড়া করে নিলে ঘুরতে সুবিধে হবে। মন্দির দেখা হলে তারপর ঘুরে ঘুরে দেখুন রত্নগিরিদুর্গের ধ্বংসাবশেষ। শহরের মধ্যে দেখুন তিলক সংগ্রহশালাটি। সর্বজনশ্রদ্ধেয় লোকমান্য তিলকের বসতবাটিকে এখন সংগ্রহশালায় পরিণত করা হয়েছে। সংগ্রহশালাটিতে ঘুরতে ঘুরতে, নানান দ্রষ্টব্য দেখতে দেখতে, স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক স্মৃতিই মনে উঁকি দিয়ে যাবে। আরেকটি দ্রষ্টব্য থিবা প্রাসাদ বা বর্মী প্রাসাদ। 1911 সালে মায়ানমার (পূর্বতন বর্মা)-এর বহিষ্কৃত রাজা ও রানী এখানে এসে মৃত্যু পর্যন্ত বাস করেছিলেন। প্রাসাদটির অবস্থান শহরের অভিজাত এলাকায়। এবার যাই চলুন, শহর থেকে 2 কিলোমিটার দূরে ভাট্টি খাঁড়ির কাছে বিস্তীর্ণ সমুদ্রবেলা আর ঝাউবন দেখতে। এখানেই আছে MTDC-র Tent Resort।

আরো দেখার জন্য শহরে আছে সাভারকর প্রতিষ্ঠিত পতিতপাবন মন্দির। ধর্ম বর্ণ জাতি নির্বিশেষে সকলেরই প্রবেশাধিকার রয়েছে এই মন্দিরে। স্বরূপানন্দ স্বামীর আশ্রমটি দেখতে হলে আপনাকে যেতে হবে পাওস, এখান থেকে বাসে যেতে সময় লাগবে আধ ঘণ্টা।

এখানকার দোকানপাট, রেস্তরাঁ ইত্যাদিও আকর্ষণীয়। রত্নগিরি সমুদ্রজাত পণ্য ও ফলের বাগানের জন্য বিখ্যাত। ঘোরার ফাঁকে এগুলি পরখ করে নিতে পারেন অবশ্যই।


ওরঙ্গাবাদের পার্শ্ববর্তী এলাকা
পূর্ণ নদী
ভুসওয়াল
জলগাঁও
নাগপুরের পথে
ধুলিয়া
পারোলা
এরাণ্ডোল
লোহারা
জামনের
ভদগাঁও
পাচোরা
ফর্দাপুর
অজন্তা গুহা
অজন্তা গ্রাম
মালেগাঁও
চালিসগাঁও
ভোম্বর্দি গ্রাম
পিথলকোরা গুহা
মনমাড়
কান্নাড়
শিল্লোদ
এলোরা গুহা
ভেরুল গ্রাম
ফুলাম্বর্রি
খুলদাবাদ
ইয়োলা
দৌলতাবাদ
কোপার গাঁও
ঔরঙ্গাবাদ
গঙ্গাপুর
পুনে ও আমেদনগর
পুনের পথে
হায়দ্রাবাদের পথে


কারপার্ক ও বাসস্ট্যান্ড
ভিউ পয়েন্ট
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৭
অজন্তা গুহা

থাকতে হলে MTDC-র তাঁবু ছাড়াও পাবেন প্রাইভেট হোটেল। Hotel Mangala ৩০০-৬০০ মধ্যে; Hotel Regency ৩৫০-৫৫০ মধ্যে; Hotel Sibsagar ২৫০-৩৫০ মধ্যে; Hotel Deluxe ৩০০-৫০০ মধ্যে; Hotel Moti ২৫০-৩৫০ মধ্যে; Hotel Kalpana ২০০-৩৫০ মধ্যে; Hotel Bihar ৩০০-৫০০ মধ্যে।

এবার চলুন যাই মালবন।

মালবন

মালবনে আসার অন্যতম আকর্ষণ হল দ্বীপের মধ্যে শিবাজী নির্মিত সিন্ধুদুর্গটি দেখা। রত্নগিরি থেকে বাসে চেপে সরাসরি মালবন আসা যায়। দূরত্ব 175 কিলোমিটার। সময় লাগে ঘণ্টা ছয়েক।

কি দেখবেন : সিন্ধু দুর্গ, তারকারলি বেলাভূমি, ওঝর আশ্রম, ধামাপুর তালাও, বিজয়গড় দুর্গ ইত্যাদি।

সিন্ধুদুর্গ দেখতে হলে আপনাকে মালবন জেটি থেকে ডিঙি নৌকায় সমুদ্র পার হয়ে পৌঁছতে হবে সিন্ধুদুর্গের ঘাটে। যেতে যেতেই দূর থেকেই চোখে পড়ে ছোট্ট দুটি দ্বীপ। এরই একটিতে শিবাজী তৈরি করেছিলেন এই সমুদ্র দুর্গ বা সিন্ধু দুর্গটি। কালো পাথরে তৈরি দুর্গটি দূর থেকে দেখতে অনেকটা ওলটানো পাত্রের মতো। দুর্গের মধ্যে রয়েছে শিবাজী-প্রতিষ্ঠিত ভবানী মন্দির। এখনও এই মন্দিরে নিয়মিত পুজো হয়। শিবাজী-পুত্র রাজারামের তৈরি শিবচত্রপতি মন্দিরে রয়েছে স্বয়ং ছত্রপতির মূর্তি। দুর্গের পরিত্যক্ত অংশে বংশপরম্পরায় এখনও বাস করেন কিছু মানুষ। দুর্গের কাছেই জেলেদের গ্রাম। আশ্চর্য লাগে চারদিকে নোনা জলে ঘেরা হলেও দুর্গের কুয়োর জলের মিষ্টি স্বাদ দেখে।

এবার চলুন যাই 5 কিলোমিটার দূরের তারকারলি সমুদ্রবেলায়। শহর থেকে অটোরিকশা ভাড়া করে আসাই সুবিধের। নিরালায় একটা দিন কাটাতে চাইলে এখানে থেকে যেতে পারেন। থাকার জন্য আছে MTDC-র Tourist Complex (Ph: 02365-252390), ভাড়া কোঙ্কনি হাউস ১২০০, হাউসবোট ১৮০০। ওঝর আশ্রমের দূরত্ব 4 কিমি। এটি ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সমাধিক্ষেত্র। এখানেও অটোরিকশা করে আসাই সুবিধের।

এবারে যাই একটু দূরে। বিজয়দুর্গের দূরত্ব 70 কিমি। গাড়ি ভাড়া করেও যেতে পারেন, বাসও আসছে এদিকে। গাড়ি ভাড়া করে গেলে পথের দ্রষ্টব্যগুলো— ধামাপুর তালাও, কুনকেশ্বর শিবমন্দির, মিঠাবাও, দেওগড় সৈকত, এগুলো দেখতে দেখতে যেতে পারবেন।

মালবনে থাকার জন্য আছে MTDC-অনুমোদিত হোটেল সিন্ধুদুর্গশোভা ৩০০-৫০০ মধ্যে। তারকারলি-র ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স-এর কথা আগেই বলেছি। এছাড়াও সাধারণ মানের হোটেল আছে ২০০-৪০০ মধ্যে— Swastik Palace, Tourist Hotel, Binayak Lodge, Anjali Hotel, Saheba Hotel প্রভৃতি।

জলগাঁও

এই উল্লেখযোগ্য রেল স্টেশনটি ভুসওয়াল রেল স্টেশনের সামান্য পশ্চিমে মুম্বাই-এর দিকে। দিল্লি থেকে সোজা এখানে ট্রেন আসছে 1,222 কিমি পার হয়ে। মুম্বাই থেকে ট্রেন আসছে 420 কিমি পার হয়ে। প্রচুর ট্রেন— পাঞ্জাব মেল, গোরখপুর এক্স, কর্ণাটক এক্স, আমেদাবাদ এক্স, বারাণসী, হাওড়া এক্স প্রভৃতি। হাওড়া থেকে সরাসরি এখানে আসার ট্রেন 2810 মুম্বাই মেল (ছাড়ে 19.30, পৌঁছয় 23.15), 8030 লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস (ছাড়ে 11.30, পৌঁছয় 20.50)। আমেদাবাদ থেকে 540 কিমি পার হয়ে 6.30 ছেড়ে 6045 নবজীবন এক্স আসছে 17.15-য়। চেন্নাই থেকে ওই ট্রেনই ফিরছে 9.35 ছেড়ে এখানে পরের দিন 3.15 য় 1359 কিমি পার হয়ে, আর আমেদাবাদ ফিরছে 20.00টায়, মোট 1899 কিমি পার করে। যাঁরা সোজা অজন্তা যাবেন তাঁরা এর আগের স্টেশন ভুসওয়ালেও নেমে যেতে পারেন।

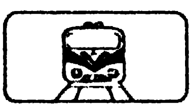
জলগাঁওতে থাকার জন্য S ১০০-২৭৫ মধ্যে কয়েকটি হোটেল পাবেন। এগুলি হল নবীপেটে Hotel Morako, নেহরু চকে Nataraj Hotel, স্টেশন রোডে Sewashram Lodge। অন্যান্য হোটেল— Mumbai Lodge, Gulmarg, Amar GH, Gujrat Boarding Lodge, Vishram Ghar, Sadanand Lodge ইত্যাদি। আর RR, TB, IB, TRC ও ধরমশালা কিছু।

ঔরঙ্গাবাদ

অজন্তা ও ইলোরা পরস্পরের থেকে প্রায় 150 কিমি দূরে। এ দুটি জায়গাকে দেখতে হলে ঔরঙ্গাবাদে ঘাঁটি

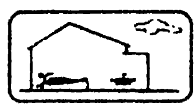
করাটাই ভাল। এখান থেকে দৌলতাবাদ এবং খুলদাবাদ দেখাও সহজ। সেজন্যে আমরা আগে ঔরঙ্গাবাদের কথা বলছি। তাছাড়া অজন্তা-ইলোরা দেখার ঝোঁকে আমরা ঔরঙ্গাবাদেও যে কিছু দ্রষ্টব্য রয়ে গেছে— তাকে অবহেলা করি। পর্যটক বন্ধু, আপনার হাতে একটু সময় নিয়ে বেরিয়েছেন তো?

ঔরঙ্গাবাদের খুব পুরনো নাম খিড়কি। তারপরে হয় ফতেনগর। ফতেনগর প্রতিষ্ঠা করেন 1610-এ মালিক অম্বর (1549-1626)। 1636-এ শাজাহান ঔরঙ্গজীবকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার করে পাঠান। ঔরঙ্গজীব ফতেনগরে সদর দফতর করে এর নতুন নাম দেন ঔরঙ্গাবাদ। তারপরে নিজাম, বাজীরাও, মারাঠাদের হাতে শাসনভার নানা সময়ে হস্তান্তরিত হয়। 1960-এ এটি মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানকার বস্ত্রশিল্প বিখ্যাত। সুতি ও রেশমি কাপড়ের উপর নকশা তোলা অঙ্গাবরণ মিরু ও মশরু-র কাজ এখানের সেরা কুটির শিল্প। সংগ্রহ করবেন নাকি? কিংখাব, জরি ও রুপোর গহনার জন্যেও এখানের বেশ খ্যাতি আছে। অধিকাংশ কারিগর মুসলমান— বোহ্‌রা, বাজি, মেমন ও ভাটিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁরা সৎ, সরল এবং সহজ।



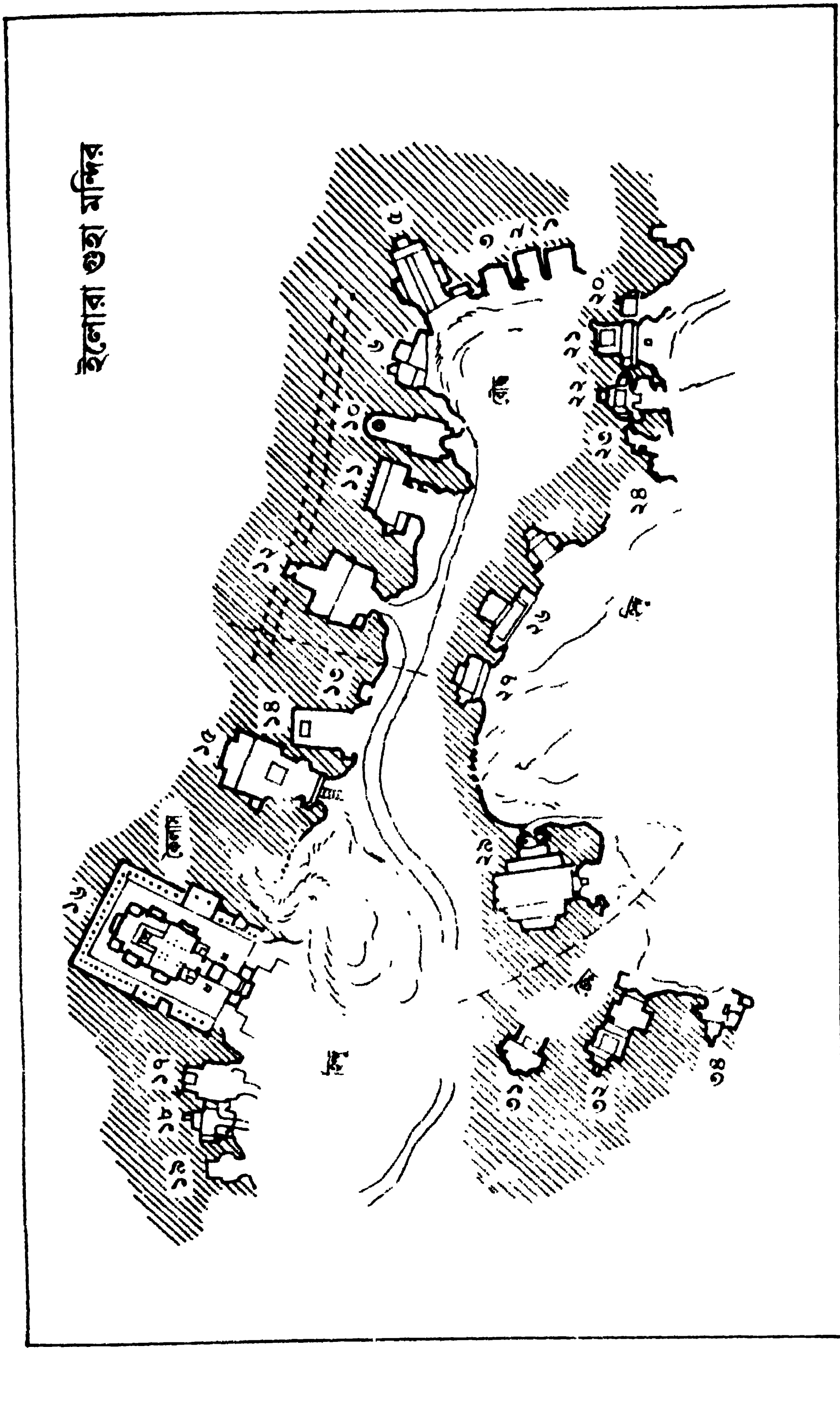
কেমন করে আসবেন : ট্রেনে : ঔরঙ্গাবাদ মুম্বাই-মানমদ-নান্দেদ-সেকেন্দ্রাবাদ রেলপথে মানমদের নিকটবর্তী একটি রেল স্টেশন। মুম্বাই থেকে সোজা ট্রেন আসছে 7617 তপোবন এক্স 6.10 ছেড়ে মানমদ হয়ে ঔরঙ্গাবাদ 13.30-এ। 21.05 ছেড়ে 1003 দেবগিরি এক্স 4.40। লোকমান্য তিলক স্টেশন থেকে আসছে 7605 নন্দীগ্রাম এক্স 16.45 ছেড়ে 00.33-এ। পুনে থেকে আসছে 7601 পুনে-নান্দেদ এক্স 21.35 ছেড়ে 5.18-য়। সেকেন্দ্রাবাদ থেকে আসছে 7064 এক্স 17.45 ছেড়ে 6.00-টায়। ধর্মবাদ থেকে 7688 এক্স 4.00 ছেড়ে 10.00টা। নিজামাবাদ থেকে 1004 এক্স 18.00 ছেড়ে 23.20। মুম্বাই থেকে জলগাঁও রেলপথে 420 কিমি। সময় লাগে 8 ঘন্টা। জলগাঁও থেকে ঘনঘন বাস যাচ্ছে ঔরঙ্গাবাদ। তবে স্টেশন থেকে বাস স্ট্যান্ডের দূরত্ব অনেকটা। আপনাকে অটো রিক্সা অথবা টাঙায় চড়তে হবে। কলকাতা থেকে যাঁরা আসবেন তাঁরা মুম্বাইগামী ট্রেনে সোজা জলগাঁও বা নাগপুরে এসে এক্সপ্রেস বাস ধরুন। মুম্বাই থেকে বাস আসছে 3 নং জাতীয় পথ ধরে 276 কিমি দূরবর্তী নাসিক ও পরে মালগাঁও থেকে 120 কিমি দূরের ঔরঙ্গাবাদে। কিংবা মুম্বাইগামী ট্রেনে মানমদে স্টেশনে নেমে, ট্রেন বদল করে সরাসরি ঔরঙ্গাবাদ স্টেশনে। মানমদ থেকে ঔরঙ্গাবাদের ট্রেন পাবেন 9.50, 11.40, 14.20, 17.30, 19.15-তে। দিল্লি থেকে ট্রেনে এলে নামুন জলগাঁওতে, পরে মোটর পথে ঔরঙ্গাবাদ বা নামুন মানমদ, তারপরে সেখান থেকে ট্রেনে ঔরঙ্গাবাদ। বাস আসছে পাইথান, শিরদি, জলগাঁও, আহমেদনগর, পুনে, পারলি-বৈজনাথ, আঁয়ুধ-নাগনাথ, শেষগাঁও, নান্দেদ, ইন্দোর, শোলাপুর, বিজাপুর, অজন্তা, ইলোরা, সুরাট, হায়দরাবাদ এবং কোলহাপুর থেকেও।

মুম্বাই থেকে বিমান ছাড়ছে প্রতিদিন। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার বিমান ছাড়াও IA-র দুটি বিমান যাতায়াত করছে সো বু শু র, আর বু শুর। এই বিমানই ঔরঙ্গাবাদ হয়ে যাচ্ছে উদয়পুর ও দিল্লি। অত্যন্ত জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট রুট বলে টিকিট পেতে সময় লাগে।



ঔরঙ্গাবাদে কোথায় উঠবেন : 5 তারা হোটেল এয়ারপোর্ট রোড R-3 চিকালথানার Welcomgroup Rama International (Ph: 2485441, R-75 SAC ১৮৫০-২১৫০ DAC ২৮০০-৩৬০০, এই রাস্তাতেই R-7/2 চিকালথানায় Hotel President Park (Ph 2486210) ১৩৫০-২৬৫০; জালনা রোডে 5 তারা Ajanta Ambassador Hotel (Ph: 2485211) SAC ২৫০০ থেকে DAC ৩৭৫০ থেকে, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ মার্গে 2 তারা Hotel Aurangabad Ashok (Ph 20520) R-65, SAC ১৪৫০ DAC ২১৫০; স্টেশন রোডে Hotel Nandan Van R-29 S ২৭৫ D ৩৫০ SAC ৪৫০ DAC ৬০০; পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মার্গে Hotel Amarpreet (Ph: 32521) S ৪৫০ D ৫৭৫ SAC ৬২৫ DAC ৭৫০, আদালত রোডে Hotel Printravel S ২০০-৩০০; জুবিলি পার্কে Hotel Neelam S ২০০-২৫০ D ৩০০-৪০০; এয়ার পোর্টে রোডে Hotel Devgiri S ২০০ D ৩৫০। CIDCO-তে 11, টাউন সেন্টার Khemi's Inn (Ph: 484868) ৬৭৫-১৩৫০; 8-N-12-এ Taj Residency (Ph: 333501) ১৬৫০-২১৫০।

পর্যটন বিভাগ অনুমোদিত S ২০০-৩৫০ মধ্যে হোটেলগুলির মধ্যে রয়েছে— তিলক পথে Ashok Hotel; সদর থানার পিছনে Empire Hotel, Kamakshi Lodge; বড় পোস্ট অফিসের কাছে Gitanjali GH; পাইথান গেটে Hotel Guru; সমর্থনগরে Hotel Kartiki, Samarth Lodge; রেল


ইলোরা গুহা মন্দির

স্টেশনের কাছে New Punjub Hotel, স্টেশন রোডে Hotel Natraj, Tourist Home; ওসমানপুরায় Oberoi Hotel, সাহাগঞ্জে Hotel Palace, পাণ্ডরিবায় Punjab National Hotel; পদমপুরায় Hotel Panchvati; মিল কর্নারে Hotel Jawahar, জুবিলি পার্কে Shakuntala Lodge ইত্যাদি।

অন্যান্য বাসস্থানের মধ্যে রয়েছে MTDC র Govt Holiday Resort (রিজা: ম্যানেজার MTDC Holiday Resort, Station Road Aurangabad, Ph 2331513) 2B সুইট ডিলাক্স [illegible] DAC [illegible] DAB [illegible] পদমপুরায় YH (Ph 2334892) কালেকটারেটের কাছে Subedari GH, (রিজা: Ex Engi B & C, PWD, Padampura) ইত্যাদি।

কী দেখবেন এখানে : অনাড়ম্বর ঔরঙ্গজীব এখানে বিশাল প্রাসাদ বা দপ্তর কিছু তৈরি করেননি। তবে বেশ কয়েকটি তোরণ বা দরওয়াজা নির্মাণ করিয়েছিলেন শহরের আসা যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে। এর অনেকগুলোই এখন [illegible] হয়ে গেছে। এখানের প্রধান দ্রষ্টব্য বিবি কা মকবরা। ঔরঙ্গজেবের পত্নী [illegible] এখানে সমাহিত রয়েছেন। 1679-এ এটি তৈরি করেন ঔরঙ্গজেব পুত্র আজম শাহ [illegible] ঔরঙ্গজীব এর নির্মাণ [illegible]। [illegible] এটি তৈরি। তাজমহলের অনুকরণে এই মকবরাটি হলেও তাজমহলের পরিমার্জিত [illegible] এখানে নেই। [illegible] চারপাশের মিনারগুলো তুলনামূলকভাবে বেশ [illegible] ব্যবহৃত মার্বেলপাথরের অংশটি [illegible] এর সৌন্দর্য খুব উপভোগ্য। দোকানে পথেই বাগান, ফোয়ারা, [illegible] আপনাকে আকর্ষণ করবে প্রথম। যদি ফতেপুর সিক্রির বুলন্দ দরওয়াজা দেখে থাকেন, তবে এর প্রবেশপথটি দেখে তার কথা মনে পড়ে যাবে। পাথরের জাল আর ফুলপাতার কাজ খুবই সুন্দর। পিতলে মোড়া কারুকার্যখচিত সমাধির দরজাটি দেখার জন্যে থমকে দাঁড়াতে হয়। হয়ত মনে পড়ে যাবে হিন্দু মন্দিরের কথাও। 1,37,000 বর্গমিটার চারদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। ও হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি বেগম রাবিয়া দুরানির আসল নাম কিন্তু দিলরাস বানু বেগম। 15 বছর পর্যন্ত ফ্রি, তারপর জনপ্রতি 75 পয়সা। শুক্রবার একদম ফ্রি।

মকবরার সৌন্দর্য এক ধরনের আর অন্য ধরনের আকর্ষণ এখানের পানিচাক্কির। এটা জলশক্তি-চালিত শস্য পেষার এক বিশাল জাঁতা। জাঁতা বিদ্যুতে চলে না। 4 মাইল দূরের জল সে যুগের মাটির নলে করে পানিচাক্কির জলাশয়ে আসে, তারপর 'সাইফন' পদ্ধতিতে সেই জল একটা উঁচু জায়গায় তুলে ছেড়ে দেওয়া হয়। জল তখন জলপ্রপাতের মত প্রবল বেগে নীচে পড়ে এবং তারই বেগে চাক্কি বা জাঁতা ঘুরতে থাকে। পানি বা জলের সাহায্যে চাক্কি ঘুরছে— তাই এই নাম। এটি তৈরি হয়েছিল 1624-এ। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হজরত বাবা শাহ মুজাফর নামে এক মুসলমান ফকির। তাঁর আশ্রয়ে যে বিরাট সংখ্যক অনাথ শিশুরা বাস করতো তাদের খাওয়ানোর জন্যই এই জাঁতার ব্যবহার হতো। কায়িক শ্রমের পরিবর্তে জলশক্তির এই প্রাচীন প্রয়োগ সত্যিই বিস্ময়কর। এরই প্রাঙ্গণে দেখতে পাবেন 600 বছরের পুরনো এক বিশাল বটগাছ। [illegible] দেখে মনে হবে এই বুঝি কিছুদিন [illegible] হয়েছে। এমনি সবুজ, এমনি [illegible] সূর্যোদয় থেকে রাত 8.00 পর্যন্ত। দর্শনী [illegible] পয়সা। একটা [illegible] পারেন।

[illegible] মক্কা দরওয়াজা [illegible] দরওয়াজার দুপাশে 2টি [illegible] এর ভিতরে আছে [illegible] মালিক অম্বরের তৈরি।

শহর থেকে 7 কিমি দূরে [illegible] দেখে আসুন একাধিক বৌদ্ধগুহা [illegible] অজন্তার চেয়ে পুরনো। অনেকে এগুলো না দেখেই চলে যান। [illegible] 6 8 শতকের। এই [illegible] নির্মাণ [illegible] থেকে [illegible] গুহার সংখ্যা 9। দ্বিতীয় গুহাটি একটি চৈত্য। এর মধ্যে বুদ্ধের শিক্ষাদানরত একটি মূর্তি আছে। 3 নং গুহাদ্বারে 12টি সুসজ্জিত স্তম্ভ, 5 নং গুহায় জৈন পার্শ্বনাথের মূর্তি, 6 নং গুহায় ছাদের অলংকরণ, 7 নং গুহায় মঞ্জুশ্রীদেবতার মূর্তি, 9 নং গুহায় বুদ্ধের শায়িত মূর্তি— সবই আপনি খুঁটিয়ে দেখুন। 1 এবং 4 নং গুহা নষ্ট হয়ে গেছে।

দৌলতাবাদ

একটা বা দুটো দিন ঔরঙ্গাবাদে কাটিয়ে এবার চলুন দৌলতাবাদে। এখানের প্রধান আকর্ষণ দৌলতাবাদ দুর্গটি। দৌলতাবাদের পুরনো নাম দেবগিরি। এটি যাদব রাজগণের রাজধানী ছিল। 1,294-এ আলাউদ্দিন খিলজি একে আক্রমণ করলে বহু ধনরত্নের বিনিময়ে রাজা

রামচন্দ্রদেব সন্ধি করেন। পরে মহম্মদ বিন তুঘলক এর নামকরণ করেন দৌলতাবাদ। মাটি থেকে 600 ফুট (186 মিটার) উঁচুতে অবস্থিত এর দুর্গটির নানা কথা পর্যটক থিভেনো, তাবারনিয়ে, ইব্‌ন বতুতা প্রভৃতিরা লিখে গেছেন। ঔরঙ্গাবাদ থেকে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে ইলোরার পথে 13 কিমি উত্তর-পশ্চিমে এসে এই দুর্গটি দেখুন।

1187-তে যাদব রাজ ভালোমা এই বিশাল গোল কেকের মত দুর্গটি তৈরি করেন। প্রায় 3 মাইল (5 কিমি) ছাড়া বিশাল দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এই দুর্গটির গভীর পরিখা, সুড়ঙ্গ দুর্গগাত্র এবং ঘোরানো পথ—সবই একটা বিশাল পাথর কেটে তৈরি। দুর্ভেদ্য দুর্গটি পাহাড়ের চুড়োয় অবস্থিত— চারপাশে সমতল ভূমি। দুর্গের ওপরে সুসজ্জিত কামানশ্রেণী গোলা নিক্ষেপের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকত। কামানের পাশে আত্মরক্ষার জন্য থাকত বুরুজ। [illegible] এমনভাবে তৈরি যে ধাপে ধাপে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না পারে। [illegible] [illegible] পরিখা [illegible] [illegible] থাকত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

পরিখা পার হলেই দুর্গের প্রধান অংশ। বাঁদিকে জলাশয়টি পার হলে একটি হিন্দু মন্দির দেখতে পাবেন। এর ছাদ 150টি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে। ডানদিকে [illegible] চাঁদমিনার— কুতব মিনারের মত উঁচু না [illegible] সুন্দর। 1435-এ নির্মিত এই মিনারে একদা পারসিক ও নীল রঙের টালি বসানো ছিল। [illegible] এর [illegible] স্মারক হিসেবে নির্মাণ করেন। ধাপে ধাপে উঠে গেছে দরবার মহলাংশ এবং সেখানে মৃণাল স্তম্ভের সারি।

আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার জন্যে পরিখা পার হয়েই যে প্যাসেজগুলি ছিল তার উপরে এক জায়গায় গরম তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা ছিল। এর নাম ভুলভুলাইয়া -- গোলকধাঁধার মত ঘোরানো, অন্ধকার এবং বায়ুহীন। দুর্গের চূড়ার কাছে একটা জলাধারে জল সঞ্চিত হত ভূগর্ভস্থ কোনো উৎস থেকে। কী দুর্ভেদ্যই না ছিল এককালে এই দুর্গ।

খুলদাবাদ : দৌলতাবাদের একটু পূর্বদিকে ঔরঙ্গবাদ থেকে ইলোরা যাবার পথে 26 কিমি দূরে খুলদাবাদে রয়েছে ঔরঙ্গজীবের সমাধি। কী আশ্চর্য আড়ম্বরহীন। নিজের বিলাস সম্পর্কে উদাসীন সম্রাটের ইচ্ছানুসারে এর ওপর একটা ইমারতও তৈরি হয়নি-- খোলা আকাশ, নরম মাটি আর বনতুলসী গাছ তাঁর শেষ সঙ্গী। জালির কাজ করা ছোট দেওয়ালটি পরে হায়দরাবাদের নিজাম তৈরি করে দেন। এখন ধীরে ধীরে জায়গাটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। কাছেই তাঁর পুত্র আজম শাহের ও ঔরঙ্গাবাদের প্রতিষ্ঠাতা মালিক অম্বরের সমাধিও রয়েছে। রয়েছে হায়দরাবাদের প্রথম নিজাম আসফ জাহের সমাধিও। খুলদাবাদে থাকার জন্যে TB (রিজা: Ex. Engr Zilla Parishad) ৬৫ স্যুইট, GH (ঐ) পাবেন।

ইলোরা/এলোরা

পাশের গাঁয়ের নাম থেকে অনুচ্চ পাহাড়ের গুহামন্দিরগুলির নামও ইলোরা গুহা হয়েছে। খুলদাবাদ থেকে মাত্র 3 কিমি এবং ঔরঙ্গাবাদ থেকে 30 কিমি দূরের এই গুহায় আসার জন্য ট্যাক্সি বা মোটরযান পাবেন। ভাল হয় কনডাকটেড ট্যুরের বাসে এলে (নীচে দ্রষ্টব্য) 812 খ্রিস্টাব্দে এক শিলালিপি অনুযায়ী জায়গাটির নাম বলা হয়েছে এলাপুর। তা থেকেই এলোরা বা ইলোরা। অর্ধচন্দ্রাকার পাহাড়টির বিভিন্ন অংশে কৃত্রিম গুহার সংখ্যা 34-- পশ্চিমমুখী গুহাগুলিকে ক্রমান্বয়ে 1 থেকে 34 সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ডানদিক থেকে গুণলে এর প্রথম 12টি বৌদ্ধদের, পরের 17টি ব্রাহ্মণদের এবং উত্তর দিকের শেষ 5টি গুহা জৈনদের। এদের মধ্যে 10 এবং 12 14, 15, 16 এবং 33 নং গুহাগুলি প্রধান। এগুলি অন্তত দেখুন -- যদি না বেশি সময় থাকে হাতে। বৌদ্ধগুহাগুলি অনেক সাদামাটা এবং প্রাচীন। ব্রাহ্মণ্য গুহাগুলির জাঁকজমক অনেক বেশি - যেন বৌদ্ধগুহাগুলিকে পরাস্ত করতে চায়।

1 নং গুহাটি সবচেয়ে পুরনো। বেশির ভাগ গুহাই বিহারধর্মী। প্রথমটিও তাই। 2নং গুহার মন্দিরে উপবিষ্ট বুদ্ধের বিশাল মূর্তি 5 নং গুহা আকারে সবচেয়ে বড়-- 11 x 56 ফুট (সাড়ে 3 x সাড়ে 17 মিটার) — ছাদ দাঁড়িয়ে আছে 24টি স্তম্ভের উপরে। 6নং গুহায় দেখুন বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে সরস্বতী মূর্তিও। 10 নং গুহাটি আসলে একটি চৈত্য, নাম কার্পেন্টার্স কেভ-- বিশ্বকর্মার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। ভিতর বাইরে কারুকর্মসমন্বিত এই গুহায় বাইরে থেকে আলো আসার সুব্যবস্থা আছে। স্তূপের সামনের বুদ্ধমূর্তিটি বিশাল। 11 এবং 12 নং দুটি গুহাই তিনতল, যদিও 11 নংটির নাম দোথল বা দোতলা। 12 নং গুহাটি 50 ফুট (সাড়ে 15 মিটার) উঁচু এবং 3 তলায় বুদ্ধের অনেক মূর্তি আছে। বৌদ্ধগুহাগুলি 357-750-এর মধ্যে তৈরি।

হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য গুহাগুলি তৈরি হয়েছে 7-8 শতকের

মধ্যে। 13 নং গুহাটিতে দেখার কিছু নেই। 14 নং রাবণ-কি-খাই গুহাতে অনেকগুলি কর্মরত দেবতার মূর্তি। 28 মিটার গভীর এই গুহার দেওয়ালে শিবের তাণ্ডব নৃত্য, শিব-পার্বতীর দাবা খেলা ও শিবের মহিষাসুর বধ চিত্রিত। অন্য দিকে রাবণ কৈলাস পর্বত তুলতে গিয়ে শিবের বুড়ো আঙুলের চাপে পর্যুদস্ত। ভৈরব, বরাহ অবতারে বিষ্ণু, দুর্গা, লক্ষ্মীর মূর্তি ছাড়া তিনটি কঙ্কালমূর্তি ও দেবীদের নানা বাহন রয়েছে। দোতলা 15 নং দশাবতার গুহাতে যেতে সিঁড়ি ভাঙতে হয়। শেষে পাবেন 11টি দেবতার মূর্তি। নৃসিংহ অবতার মূর্তি ইত্যাদিও দেখবেন। 16 নং এর কথা বলছি কৈলাস মন্দিরপ্রসঙ্গে একটু পরেই। লঙ্কেশ্বর গুহা পার হয়ে 21 নং রামেশ্বর গুহাটিতে দেখবেন শিবের মূর্তি।22নং নীলকণ্ঠ গুহায় আছে লিঙ্গ মূর্তি। 25 নং কুম্ভরওয়াড়া গুহাটি একটি সূর্যমন্দির-- সূর্যের সপ্তাশ্ববাহিত মূর্তি আছে। 27 নং গোপী গুহা। 29 নং শেষ হিন্দুগুহার নাম সীতা-কি-নাহানি। 150 ফুট (সাড়ে 46 মিটার) চওড়া এই বিশাল গুহার মধ্যে প্রলয়কারী শিবের দুটি বিশাল মূর্তি রয়েছে।

জৈন গুহাগুলি কৈলাস মন্দির থেকে 2 কিমি দূরে মোটর পথে যুক্ত। 8-10 শতকের মধ্যে তৈরি গুহাগুলির 31 নং গুহাটির নাম ছোট কৈলাশ-- পর্বতের মধ্যে অবস্থিত একটি ছোট মন্দির। 32 নং গুহাটি ইন্দ্রসভা; এর সামনে পাথরের জালি-কাটা দেওয়াল রয়েছে। ভিতরে পার্শ্বনাথ গোমতা স্বামীর মূর্তি। মূর্তির গায়ে পাথরে তৈরি লতাপাতা জড়ানো। দোতলা এই মন্দিরের নীচের তলায় একটি বড় মন্দির ও অন্যত্র শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের একটি মূর্তি আছে। আছে ইন্দ্রের মূর্তিও। জৈনগুহাগুলির ঠিক উপরের পাহাড়ে পার্শ্বনাথের একটি 6 ফুট (2 মিটার) উঁচু মূর্তি দেখুন 200 বছরের পুরানো একটি ঘরে। কাছেই দোতলা গুহা জগন্নাথ সভা।

দেখে যদি পরিশ্রান্ত হয়ে থাকেন, থাকার কথা ভাবেন তবে অহল্যাবাঈ মন্দিরের প্রাঙ্গণে জিরিয়ে নিন। অথবা Kailash Hotel ২০০-৩৫০, Khulhabad GH (দ্র খুলদাবাদ,) অথবা Local Fund Tourist Bunglow B (রিজা . Ex. Officer, Zilla Parishad, Khulhabad)-তে উঠুন। গুহাতে বিকেলের আলো থাকলেও টর্চ নেবেন সঙ্গে।

তবে যাবার আগে কৈলাস মন্দির নিশ্চয়ই দেখে নিয়েছেন। আগেই বলেছি 16 নং গুহাটিই এই মন্দির। 50 মি দীর্ঘ, 33 মি চওড়া এবং 30 মি উঁচু এই মন্দিরের যাবতীয় শিলা-ভাস্কর্য একটি মাত্র পাথরকে হাতে ছেনি দিয়ে কেটে তৈরি করা হয়েছে— এর তোরণ, বেদি, চত্বর, সভাকক্ষ, বারান্দা, গর্ভগৃহ, গম্বুজ— সব। চোখে না দেখলে প্রত্যয় হবে না আপনার। সর্ববৃহৎ এই শিবমন্দিরটি গ্রিসের পার্থেনন-এর চেয়ে দ্বিগুণ বড়। এটি দেখার জন্যে আলাদা প্রদর্শনী দিতে হবে, শুক্রবার অবশ্য ফ্রি। খোলা থাকে 9.00-17.00। গুহাগুলি থেকে দেড় কিমি দূরের গ্রীষ্মেশ্বর মন্দিরটিও দেখে আসতে পারেন। এটি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম শৈব তীর্থ। নতুন মন্দিরটি তৈরি করেছেন রানী অহল্যাবাঈ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ওপর। শিবরাত্রির সময় বিশাল উৎসব হয়।

অজন্তা

বিশ্বজুড়ে কোনো পর্যটক যদি ঘুরে বেড়ান, সেরা দশটি দ্রষ্টব্য তিনি যদি বেছে নেন, একটি যদি তাজমহল হয়, তবে অন্যটি যে অজন্তা হবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। অতএব, আপনিও জলগাঁও স্টেশনে নেমে ফরদাবাদ রেস্ট হাউসে একটা রাত কাটিয়ে পরের দিন 5 কিমি দূরের অজন্তায় আসুন অথবা জলগাঁও থেকে সোজা 59 কিমি বাসে এসে অথবা ঔরঙ্গাবাদ থেকে কনডাকটেড ট্যুরের বাসে 106 কিমি পাড়ি দিয়ে এখানে আসুন। সাধারণ বাস ছাড়ে প্রতি আধ ঘণ্টায়, ইলোরা যাবার জন্য। ভাড়া ১০/- আর প্রতি 1 ঘণ্টায় অজন্তার প্রতি ভাড়া ১২/-। তারপর হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পধারা যেখানে এক নিশ্বাসে প্রাণবন্ত হয়েছে-- ভারতীয় শিল্পের সেই তীর্থক্ষেত্র অজন্তার গুহাগুলিকে দেখুন বিস্ফারিত বিস্ময়ে। হিউয়েন সাঙ তাঁর বিস্ময়কে তাঁর বিবরণী 'সিউই কি'-তে লিখে গেছেন; আপনার স্মৃতির খাতাতেও তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হোক।

একটা ছোট নদী একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে কেটে গেছে এক চক্রাকার গভীর খাদ। এই খাদের গা থেকে উঠেছে খাড়া পাহাড়। তারই গায়ে খোদাই করা হয়েছে এখানের গুহাগুলি। সামনে একটা গ্যালারি করে নানাভাবে এই গুহার ছবিগুলি রক্ষা করার চেষ্টা চলছে। কালের কুটিল প্রবাহে এর মধ্যে অনেকগুলি চিত্রই নষ্ট হয়ে গেছে। পর্যটকদের দেখার জন্য উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা হয়েছে যা আপনি ইলোরায় পাননি। খুব ভাল করে দেখতে চান? তবে বলি, প্লিজ ফরদাবাদের GH-এ 2 দিন বেশি থেকে যান আর সুদক্ষ গাইডের সাহায্য নিন। সবগুলিই বৌদ্ধগুহা— সংখ্যায় 29। এর 6টি খুব পুরনো— হীনযান মতের। বুদ্ধ শরীরের পরিবর্তে স্তূপ,

ছাতা, বোধিবৃক্ষ, পদচিহ্ন ইত্যাদি প্রতীকে চিহ্নিত। বাকি গুহাগুলি মহাযানী মতের। এগুলি তুলনামূলকভাবে বেশি সুন্দর। আবার অন্যদিকে ভাগ করলে 4টি গুহাচৈত্য। এখানে পূজা হত।বাকিগুলি বিহার— সন্ন্যাসীদের আবাসস্থল। চৈত্যগুহা হল 9, 10, 19, 26। 29 নং গুহাটি অসমাপ্ত চৈত্য।

সব গুহা দেখা সম্ভব হয় না। শুধু এখানের নয়, সারা ভারতের প্রাচীন গুহাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে 8 এবং 9 সংখ্যক গুহা। 8 নং গুহাটি একটি ছোট বিহার, 9 নং গুহাটি বড় চৈত্য— 7 মি চওড়া, 14 মি গভীর এবং 8 মি উঁচু। ছাদ গোলাকার, বাইরের দিকের সুন্দর জানলাটি গোল। সামনে রেলিং দেওয়া জায়গা। পিছনের দিকে 4মি উঁচু স্তূপ। তার ওপরে অস্থিধারণের আধার। বাইরে দ্বারপালের খোদাই মূর্তি। 10 নং বড় চৈত্যগুহাটি 32 মি গভীর, 14 মি চওড়া এবং 10 মি উঁচু— গায়ে নানা ছবি আঁকা। 11 নং গুহার ভিতরের হল ঘরটি 12 মি x 8 মি x 3 মি— তার মধ্যে 4টি স্তম্ভ। বারান্দার ছাদে ফুল, পাখি আঁকা। পিছনের দেওয়ালের গায়ে বুদ্ধমূর্তি। 12 নং বিহার গুহার ভিতরে 11টি ঘরে পাথরের শয্যা। এগুলি হল হীনযানী গুহা।

মহাযানী গুহার মধ্যে কেবল 6নং গুহা দোতলা। 6 এবং 7 নং গুহা দুটিই খুব সাজানো। বুদ্ধ পদ্মাসনে আসীন। দক্ষিণহস্তে আশীর্বাদের ভঙ্গি। 16 এবং 17 নং গুহা অবশ্য দেখুন। 16 সংখ্যকটিতে বারান্দা 22 মি লম্বা। মন্দিরের ভিতরে বিরাট বুদ্ধমূর্তি। নন্দরাজার স্ত্রী সুন্দরী, স্বামী তাঁকে ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেবেন শুনে মৃতকল্প— তারই একটি শোকাবহ চিত্র এখানে দেখুন। 17নং গুহার নানা চিত্রের মধ্যে বিচার দৃশ্য বিজয় সিংহের লঙ্কাবতরণ দৃশ্য প্রভৃতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ চিত্র হল রাহুলকে বুকের মধ্যে রেখে তার হাত দিয়ে স্ত্রী গোপা ভিক্ষাপ্রার্থী বুদ্ধকে ভিক্ষাদানে উদ্যতা। সে যে কী করুণ দ্বিধাময় চিত্র তা না দেখলে বোঝা যাবে না। আমরা শুধু একটি প্রতিচিত্র দিলাম। অন্য বিখ্যাত ছবিটি হস্তিজাতক থেকে নেওয়া। বুদ্ধপত্নী এখানে রানীরূপে চিত্রিত। ইনি হস্তিরূপী বুদ্ধের দাঁত তোলার চেষ্টা করলে হস্তি নিজেই টেনে বের করছেন দেখে রানী মর্মাহত হয়ে মারা গেছেন— সেই ছবি। 18নং গুহা একটি গোলাকার দরজা মাত্র। 19 নং গুহাটি চৈত্য গুহা— ভিতরে স্তূপের সামনে বুদ্ধমূর্তি। বাইরে নাগরাজার ছবি। 20 নং গুহার কড়িবর্গা সবই অলঙ্কৃত।

সবশেষে তৈরি গুহাগুলি 1-5 এবং 21-29। এগুলির নির্মাণ কাল 6-7 শতক। 1 নং গুহাই সবচেয়ে বড় এবং সাজানো। ভিতরের হলে 20টি স্তম্ভ। এখানে শিবিজাতকের ছবি আঁকা। বুদ্ধমূর্তি ছাড়া ইন্দ্রদেব, গঙ্গা-যমুনা, রক্ষক প্রভৃতি ছবি মধ্যে পারস্য দেশের কিছু লোকের ছবি আছে। 2 নং গুহাতে রাজা-রানী ও শিশুর চিত্র। আছে মিছিল ও বুদ্ধজন্মের ছবিও। সবচেয়ে বড় বিহারটি হল 4 নং গুহা।

এইসব ছবি থেকে বুদ্ধকালীন জীবন, ধর্মভাবনা, রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্রাদির প্রামাণ্য চিত্র পাওয়া যায়। তুলির কাজ অসাধারণ। ছবিগুলিকে ঠিক ফ্রেস্কো বলা যায় না, কারণ এখানে আঠা ব্যবহৃত হয়েছে। আগে কাদামাটি, তৃণ ইত্যাদি দিয়ে দেওয়ালে আস্তর দেওয়া হয়েছে। পরে পাতলা চুনের প্রলেপ দিয়ে আলেখ্যর রেখাগুলো টানা হয়েছে— তারপর রঙ দেওয়া হয়েছে।

অজন্তায় থাকার জন্য MTDC-র Ajanta Travellers Lodge (Ph: 224226) S ২৫০, D ২৭৫-৩৫০, 2 কিমি দূরে ফরদাপুরে এদেরই Holiday Resort DAB ২৭৫ ডর্মি ৬০ মাথাপিছু, TB (রিজা : EE, B&C, PWD, Padampura ইত্যাদি পাবেন।

কন্ডাকটেড ট্যুরে অজন্তা-ইলোরা

MTDC এবং ITDC ঔরঙ্গাবাদ থেকে তিনটি ট্যুর পরিচালনা করেন। এগুলি—

- **ইলোরা** এবং আশপাশের দর্শনীয় স্থান। বাস ছাড়ে সকাল 9.30, ফেরে 17.30। ভাড়া MTDC ১২৫, ITDC ১২০।
- **অজন্তা ভ্রমণ**। বাস ছাড়ে সকাল 8.00 টায়। ফেরে বিকেল 5.30। ভাড়া MTDC ১৫০, ITDC ১৩৫।
- **পাইথান ভ্রমণ**। মাসের প্রথম ও তৃতীয় শুক্রবার এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবার বাস ছাড়ে দুপুর 2.00 টায়। ফেরে রাত 7.30। ভাড়া ৬৫।

অজন্তা ও ইলোরা যাবার সরকারি বাস ছাড়ে ও পৌঁছে দেয় রেল স্টেশন চত্বর থেকে।MTDC-র বাস ছাড়ে Holiday Resort থেকে।

খোঁজ নিন : ITDC Hotel Aurangabad Ashok (Ph: 224520), MTDC, Holiday Resort, Station Road (Ph . 224259)।

আর বেড়িয়ে ফেরার সময় একখানা ঔরঙ্গাবাদী শাড়ির জন্যে বাজেটে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা রেখেছেন।

পাইথান প্রাচীন নাম সতী-পট্টিথানা, মূল নাম ছিল প্রতিষ্ঠান। এই প্রাচীন তীর্থটি সন্ত একনাথের পবিত্র জন্মভূমি। খুব প্রাচীন শহরের তিন দিক ঘিরে বয়ে গেছে

গোদাবরী নদী। পাঁচটি ছোট ছোট পাহাড়ের উপর স্থাপিত এই শহরের নৈসর্গিক শোভার কোনো তুলনা হয় না। এখানেই সম্রাট আকবর পুত্র সেলিমের বিয়ে দিয়েছিলেন 1594-এ। কিংখাব জরিশিল্পের জন্য বিখ্যাত পাইথানে বেশ কয়েকটি মন্দির আছে— দুটি নাথ-মন্দির, নাগনাথ দত্ত মন্দির, জৈন মন্দির, তীর্থখাম্বা, সিরদন কেশরী মঠ ইত্যাদি। মুসলমানদের পবিত্র মাজার মৌলানা সাহেব আছে শহরের এক প্রান্তে।

এখানে আসতে হলে সাউথ সেন্ট্রাল রেলের ঔরঙ্গাবাদ স্টেশনে নামুন। তারপর স্টেশন থেকে বাসে চড়ে 54 কিমি দূরে আসুন। এখানে থাকার জন্যে সরকারি RH ছাড়া বেশ কয়েকটি সুন্দর ধরমশালা আছে।

আহমদনগর : পাইথানে আসার পথে (ঔরঙ্গাবাদে পুনে রোডে) আহমদনগরে গিয়ে এখানের দুর্গটিও দেখে আসতে পারেন। ট্রেনে এলে মানমাদ-ধোন্দ শাখা লাইনের ট্রেনে চড়ে এখানে নামুন। সমুদ্রতলের উপর 700 মি উঁচুতে স্থাপিত এই শহর স্থাপন করেন আহমদ নিজাম শাহ বাহরি 1490-এ। পুনে থেকে এর দূরত্ব 105 কিমি। আহমদনগর দুর্গটি আকবর [illegible] 1600 [illegible] আদিল শাহের বিধবা পত্নী চাঁদবিবি আকবরের সঙ্গে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই দুর্গে বসে 1942-এ বন্দী অবস্থায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু রচনা করেন তাঁর সুখ্যাত 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া'।

এখানের অন্য দ্রষ্টব্য স্থান [illegible] লোকে মনে করে এটি চাঁদবিবির মহল। [illegible] দূরে একটি উঁচু পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আহমদনগরের কাছে দাইমাবাদে একটি [illegible] ব্রোঞ্জ মূর্তি পাওয়া গেছে কয়েক বছর আগে [illegible] হাতি, মহিষ, গণ্ডার ও রথের মূর্তি।

আউন্ধ-নাগনাথ : অমরদক বা আউন্ধ জ্যোতির্লিঙ্গ নাগনাথ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের আদি বা প্রথম লিঙ্গ। পারভানি জেলার শ্রেষ্ঠতম এই শিবতীর্থে লিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করেন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির। মন্দিরের ভাস্কর্য যেমন অনুপম, তেমনি আকর্ষণীয় এখানের প্রাকৃতিক [illegible]। অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে রয়েছে গুপ্তেশ্বর হরিহর লিঙ্গ, মল্লিকার্জুন লিঙ্গ, কৈলাস, রামেশ্বর, ভীমাশঙ্কর, ত্র্যম্বকেশ্বর, মহাকালেশ্বর প্রভৃতি। নাগনাথে বিখ্যাত সাধক সন্ত বিশোবা খেচর এবং সন্ত নামদেও-এর সমাধি রয়েছে। এখানে শিবরাত্রিতে বড় মেলা হয়। এখানে নাকি পাণ্ডবেরা পাঁচভাই এসেছিলেন।

এখানে আসতে হলে সাউথ সেন্ট্রাল রেলের হিঙ্গোলি স্টেশনে নেমে 22 কিমি বাসে আসুন। নান্দেদ, ঔরঙ্গাবাদ (210 কিমি), পার্বনি, পুনে থেকে নিয়মিত সরকারি বাস আসে। থাকার জন্যে MTDC-র Holiday Resort DAB ৩৫০, ডর্মি ৬০, ছাড়া জেলা পরিষদ RH (রিজা : Ex. Engr. জেলা পরিষদ, পার্বনি), ভসার ধরমশালা ইত্যাদি আছে।

পারালি-বৈজনাথ

বৈজনাথ যে বৈদ্যনাথ -- একটি শৈবতীর্থ— তা পর্যটক বন্ধু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আগেই। এটিও দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। এখানের প্রাচীন মন্দিরটি ভেঙে গেলে রানী অহল্যাবাঈ হোলকার এটি নতুন করে 18 শতকে গড়ে দেন। 64টি সিঁড়ি ভাঙতে হবে। শিবরাত্রির সময় এখানে আসুন। হাজার হাজার ভক্ত এখানে আসেন। উৎসবের সময় যে কৃষি প্রদর্শনী এবং জীবজন্তুর প্রদর্শনী হয় -- [illegible] উপভোগ্য। মন্দির [illegible] অনবদ্য।

এখানে আসতে হলে সাউথ সেন্ট্রাল রেলের [illegible] 250 কিমি [illegible]।

[illegible]

নান্দেদ

নান্দেদ শিখ পবিত্র [illegible]। এখানে গুরু গোবিন্দ [illegible] এবং অবশেষে [illegible]। এর পুরানো নাম নব নন্দী -- এখানে একদা 9 জন নন্দী সন্ন্যাসী বাস করতেন। গোদাবরী নদীর তীরের এই জেলা সদরে 1708-এ পাঠান-হস্তে গুরু গোবিন্দের মৃত্যু হলে তাঁর চিতাভস্ম এখানে সমাধিস্থ করে তার উপর যে গুরুদ্বার স্থাপিত হয় -- তার নাম **গুরু দোয়ারা সচাখণ্ড** বা গুরুদোয়ারা শচুর সাহেব নান্দেদ। এটি নির্মাণ করেন রণজিৎ সিংজি 1837-এ। এর ছাদ এবং গম্বুজ সোনার পাতে মোড়া। শিখেরা এখানে একবার না এলে জীবন

সার্থক ভাবেন না। হোলির পর দিন এখানে খুব ধুমধাম হয়।

এখানে আসার জন্যে ট্রেন পাবেন মুম্বাই-মানমদ সেকেন্দ্রাবাদ রেলপথে। মুম্বাই সি এস টি থেকে আসছে 7617 তপোবন এক্সপ্রেস প্রতিদিন 6 10-এ ছেড়ে কল্যাণ-মানমদ-পূর্ণা হয়ে নান্দেদ 17.45-এ। 1003 দেবগিরি এক্সপ্রেস প্রতিদিন 21 05-এ ছেড়ে এখানে 8 40, নিজামাবাদ পৌঁছচ্ছে 12 10-এ। মানমদ থেকে ট্রেন পাবেন 7687 ধর্মবাদ এক্স. 14 20-তে ছেড়ে নান্দেদ 22 00টা, ধর্মবাদ 23 45। এছাড়া সাউথ সেন্ট্রাল রেলের মানমদ-কাচিগুদা শাখা রেল স্টেশন [illegible] নেমেও আসা যায়। এটি হায়দরাবাদ থেকে 271 কিমি ও ঔরঙ্গাবাদ থেকে 236 কিমি। পুনে, আহমদনগর, ঔরঙ্গাবাদ, শোলাপুর এবং [illegible] [illegible]

[illegible] RH [illegible] Ex [illegible] [illegible] 600 [illegible]

[illegible]

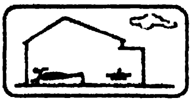
নাসিক

মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার সদর শহর নাসিক গোদাবরী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। গোদাবরীকে গঙ্গানদীর মর্যাদা দেওয়া হয় এবং নাসিককে বলা হয় 'পশ্চিমের বারাণসী'। শহরটির তিনটে ভাগ। এর প্রাচীনতমটি পঞ্চবটী — গোদাবরীর পূর্বতটে। এখানেই রামচন্দ্র দীর্ঘদিন কাটিয়ে গেছেন, ঋষি গৌতমকে গোদাবরীর পবিত্রতার কথা বলেছেন। মধ্য বিভাগটি মুসলিম নাসিক— আগে এর নাম ছিল গুলশনাবাদ, এখন নাম জুনী গঢ়ী। এটি গোদাবরীর দক্ষিণ তটে। আর মারাঠা বা আধুনিক বিভাগটি এই জুনী গঢ়ীর উত্তর-পশ্চিম ভাগে। ভারতের অন্যতম পুণ্যস্থান নাসিকে 12 বছর কুম্ভ স্নানের সময় বহু লোক সমাগম হয়। ভারতের পাঁচ পবিত্র তীর্থের অন্যতম এই নাসিকের নামকরণ হয়েছিল এখানে লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্পণখার নাসিকা ছেদনের কাহিনী থেকেই। এর ঐতিহ্য খুব প্রাচীন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে, বৃহৎসংহিতা, বায়ুপুরাণ, বরাহপুরাণ, নন্দিসূত্রে এই বাণিজ্যপথের নানা উল্লেখ আছে। সাতবাহন, ক্ষত্রপ, আভীর, মুসলমান নৃপতিদের রাজত্বে নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের পর নাসিক বর্তমান অবস্থায় একটি গ্রাম থেকে আধুনিক শহরে রূপান্তরিত। অনেক কিছুর মধ্যে এখানের প্রধান দ্রষ্টব্য পাণ্ডুলেনা গুহা। আর জৈবিক আকর্ষণ এখানের গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুর। খেতে ভুলবেন না। স্বাদ ইওরোপের গোলাব নয়।

কখন আসবেন : কুম্ভমেলার সময় তো সেরা সময়। 28.5 বর্গকিমি আয়তনের এই শহরটি সমুদ্রপৃষ্ঠের 2,000 ফুট (620 মিটার) উঁচুতে। আবহাওয়ার দিক থেকে বেড়াতে আসার সেরা সময় সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ। গ্রীষ্মে সুতি এবং শীতে হালকা পশমি পোশাক পরলেই হবে।

কেমন করে আসবেন : বিমানে এলে মুম্বাই নামুন — দূরত্ব 188 কিমি। রেলপথে রেলস্টেশনের নাম নাসিক রোড — শহর এখান থেকে 8 কিমি। নাসিক হয়ে ট্রেন আসছে দিল্লি থেকে পাঞ্জাব মেল, দাদার এক্স, 1358 কিমি পার হয়ে। হাওড়া থেকে আসছে মুম্বাই মেল, গীতাঞ্জলি এক্স 19.30 এবং 13.30-তে ছেড়ে যথাক্রমে 1.40 এবং 16.50-এ, 1782 কিমি পার হয়ে। মুম্বাই থেকে আসছে 5.20-তে ছেড়ে বারাণসী এক্স, 6.00-তে ছেড়ে গীতাঞ্জলি এক্স, 6.10-তে ছেড়ে তপোবন এক্স; দাদার 6.35-তে ছেড়ে গোরক্ষপুর এক্স, লোকমান্য তিলক 12.00-তে ছেড়ে মজফ্ফরপুর এক্স, 12.30-তে ছেড়ে কামায়নী এক্স, দাদার 15.10-তে ছেড়ে সেবাগ্রাম এক্স, মুম্বাই সি এস টি 19.35-তে ছেড়ে বিদর্ভ এক্স, 20.30-তে ছেড়ে হাওড়া মেল, 21.05-তে ছেড়ে দেবগিরি এক্স। এ ছাড়াও আরো ট্রেন পাবেন নাসিক রোড স্টেশনে আসার জন্য। 188 কিমি পাড়ি দিতে সময় নেয় মোটামুটি 4 ঘণ্টা। সরকারি বাস চলছে মুম্বাই থেকে মুম্বাই-আগ্রা রোড দিয়ে। আসছে ঔরঙ্গাবাদ, আহমেদনগর, পুনে, দেওলালী, শিরদি, ত্রিম্বক প্রভৃতি স্থান থেকে। রেলস্টেশন থেকে শহরে আসার জন্য

লোকাল বাস ছাড়া ট্যাক্সি, টাঙ্গা ইত্যাদি পাবেন।



কোথায় উঠবেন : অনেক হোটেল আছে এখানে। ত্রিম্বক রোডে Hotel Green view (Ph: 257223)। এই রাস্তাতেই বিনোদ অটোর কাছে Panchavati Elite Inn Pvt. Ltd. (Ph: 279031) ৪৫০-৯৫০; শিবাজি রোডে Hotel Holiday Plaza (Ph: 273521) ৪২৫-৮৫০; 430 উকিলওয়াড়ি-তে Hotel Panchavati (Ph: 81071) ৪৭৫-১২৫০; এখানেই Hotel Panchhvati Yatri (Ph: 271273) ৩৭৫-৬৫০; ওল্ড আগ্রা রোডে স্টেট ব্যাঙ্কের উলটদিকে Hotel Samarat (Ph. 2577211) ৩৭৫-৭৫০, এই রাস্তাতেই Wasan's Inn (Ph 277881) ৪৭৫-৮০০; 44/17/1, MIDC সাতপুরে Hotel VGS (Ph 235121) ৩৭৫-৬৫০। এছাড়াও ১৫০-২৫০ মধ্যে ত্রিম্বক রোডে Hotel Green View, নাসিক পুনে রোডে Hotel Siddhartha, রেলস্টেশনের কাছে Hotel Nalanda, Muktidham, Vasco, Shakuntala Lodge, Kailas, Pawar, Darpan, Raj Tourist প্রভৃতি, বাস স্ট্যান্ডে Rajmahal Lodge, Padma, Baseera, Rajdoot, Samir, Gokul, Zhankar প্রভৃতি। দেওয়ানী নাকাতে Dwarka Tourist Hotel, Sunflower, শিবাজি রোডে Hotel Darshan, ওল্ড আগ্রা রোডে Hotel VIP, Mazda Cafe, ত্রিম্বক রোডে Hotel Suber, Hotel Darshan, জেল রোডে Hotel Sanguilla, Radhika, মহাত্মা গান্ধি রোডে Hotel Silpa, PTC র বিপরীতে Hotel Cecil, গোলে কলোনিতে Hotel Rabindra, Kabera, Royal, Manali, এছাড়া Hotel Swastik, Liberty, Panchvati প্রভৃতি Hotel ছাড়া স্টেশনের কাছে District Bunglow (বিজ্ঞ Hindusthan Aeronautics Ltd Nasik), Govt. RH, MTDC-র TB ও অজস্র ধরমশালা পাবেন।

কী দেখবেন এখানে : সুন্দর নারায়ণের মন্দির: শহরের পশ্চিম দিকে ঘাটের মাথায় অবস্থিত এই মন্দির সতী গেটের খুব কাছে। শিল্প-সুষমার দিক থেকে অত্যাশ্চর্য, এটিকে 1756-য় নির্মাণ করেছিলেন হোলকারদের কেউ। 68টি সিঁড়ি ভেঙে নদীর কাছে পৌঁছে যান। যদি কার্তিকী পূর্ণিমার উৎসবে যান তবে এখানকার আলোক-সজ্জা দেখে চমকে যাবেন। পঞ্চবটীর পূর্বদিকে আধ কিমি এগোলে পাবেন রামলীলা পরিবারের গুম্ফা **সীতা গুম্ফা**। এখান থেকে গলিপথে কয়েকশ গজ হেঁটে গেলেই দেখতে পাবেন পাঁচটি বিশাল বটবৃক্ষ। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়টির নীচে যে মন্দিরটি সেটিই আসলে সীতাহরণ গুম্ফাতে ঢোকার প্রবেশপথ। সীতা এখানেই পঞ্চাবটী বাসকালে লুকিয়ে থাকতেন এবং এখান থেকেই সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে রাবণ তাঁকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার শিবপূজারত মূর্তি দেখার জন্য আপনাকে হামাগুড়ি দিয়ে তিনটে ছোট ঘর পার হতে হবে। এই গুহার কাছেই **কালো রামের মন্দির**। 96টি থিলানের উপর একটি আয়তাকার পাথরে এটি প্রতিষ্ঠিত। এরই পশ্চিমে ঠিক নদীর ধারে সবচেয়ে পুরনো **কপালেশ্বর শিবমন্দির**। 50টি পাথরের ধাপ পেরিয়ে 600 বছরের এই পুরনো শিবমন্দিরের সামনে কিন্তু নন্দীর যণ্ডমূর্তি নেই। কপালেশ্বর মন্দিরের উলটোদিকে নদীর কালোচ্ছ্বাসের মধ্যে দেখুন রামকুণ্ড। এখানে রামচন্দ্র যখন কিছুদিন নির্বাসিত জীবনযাপন করেছিলেন তখন এই কুণ্ডে নিয়মিত স্নান করতেন। গোদাবরী নদীর পবিত্র এই কুণ্ডে হিন্দুরা পূর্বপুরুষের চিতাভস্ম নিক্ষেপ করেন। ভাটার দিকে এগিয়ে গেলে দেখতে পাবেন অহল্যাবাঈ-এর তৈরি তিনটি মন্দির। এর মধ্যে চতুষ্ক মন্দিরটি রামের উদ্দেশে নিবেদিত। এর উত্তরে পাবেন একটি দীর্ঘ ধরমশালা। এখানে থাকতেও পারেন।

রামকুণ্ড থেকে 200 ফুট (62 মিটার) ভাটিতে গেলে দেখতে পাবেন **নারুশঙ্কর মন্দিরের** খোদাই করা বারান্দা, বিশাল প্রস্তরখণ্ড দেখে যেমন চমক লাগবে, তেমনি এটিই পঞ্চবটীর সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির। পঞ্চবটী ঘুরলেন, এখানে সব রাম সীতার স্মৃতি। তাঁদের স্মৃতি রয়েছে রেল স্টেশনের 1 কিমি দূরের পিঙ্ক রঙের মার্বেল পাথরের মুক্তিধাম মন্দিরেও। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, সাঁইবাবার মূর্তি ইত্যাদিও দেখুন এখানে।

এবার চলুন যাই একটু দূরে দূরে:

পাণ্ডুলেনা গুহা : নাসিকের প্রাচীন ঐতিহ্য ধরা আছে শহরের 4 কিমি দূরের 24টি গুহাতে। ত্রিরশ্মি পাহাড়ের লম্বা সারিতে নিবদ্ধ এই খাতগুলিতে একদা নাকি পাণ্ডবেরা বাস করে গেছিলেন— তাই এই নাম। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের এই খাতগুলোর মধ্যে 18 নং গুহার চৈত্যগৃহটি আগের শতকেই নির্মিত হয়। দরজার বাজুতে ফুল-জালির কাজ, উপরে গবাক্ষ, পাশে দারোয়ান। ভিতরের থামগুলোত নানা মূর্তি। এর ভিতরে একটা বড় স্তূপ— দুপাশে 5টি করে এবং পিছনে 5 টি গোলাকার স্তম্ভ। 17 সংখ্যক গুহাটি ইন্দো-গ্রিকরাজ ডিমিট্রিয়াসের নামানুসারে অভিহিত। এটির সঙ্গে 10 নং গুহার মিল আছে। এখানে খোদিত কারুকর্মও দেখার মত। 19নং

গুহাতে রয়েছে প্রাচীনতম বিহারগুলি। এটি নিরলঙ্কৃত। 10 নং গুহাটিই অনেকক্ষণ ধরে দেখবেন। এটি গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির জননী গৌতমী বলশ্রীর দান।

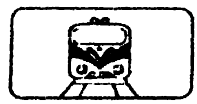
ত্র্যম্বকেশ্বর : নাসিক থেকে 29 কিমি দূরে একটি ছোট গ্রামে এই শিবমন্দিরটি 1750-এ নির্মাণ করেছিলেন বালাজি বাজীরাও। ভিতরের লিঙ্গমের উপর একটি ছোট গর্ত আছে, যেখান থেকে ঝরনার জল বের হয়। মন্দিরের পূজারীরা এই ঝরনাকে বলেন গোদাবরীর উৎস। মন্দিরের পিছনে প্রায় 700 ধাপ সিঁড়ি ভেঙে একটি ব্যাসল্ট পাথরের খাড়া পাহাড়ে উঠুন। ছোট একটি গুহায় দেখুন একটি গরুর মুখের মূর্তি থেকে কেমন করে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। এটিকেও গোদাবরীর উৎস ভাবেন অনেকে। ব্যাসল্ট পাথরের ফাটল থেকে এমন জল পড়া অন্যত্রও দেখা যায়।

মন্দিরের পশ্চিমে কলসুবাই নামে 1,800 মিটার উঁচু জঙ্গলে ঢাকা। ব্রহ্মগিরি নামে একটি বড় পাহাড় আছে— এর চূড়াই মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে উঁচু চূড়া। এখান থেকে যেসব জলের উৎস রয়েছে, আসলে তাই গোদাবরীর প্রকৃত উৎস। এখানের বানরগুলি আপনার হাত থেকে নিদ্বিধায় ছোলা খেয়ে যাবে। 12 বছর অন্তর 13 মাস ধরে ত্র্যম্বকেশ্বরে বিশাল উৎসব চলে। তখন পুজো দিলে মানুষ নাকি সর্বপাপ মুক্ত হয়।

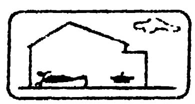
শিরডি : একটি আধুনিক তীর্থক্ষেত্র। ঋষি দত্তাত্রেয়র অবতার রূপে আখ্যাত সাঁইবাবা এই গ্রামে নির্বাণ লাভ করেন। তাঁর একটি মর্মর মূর্তি স্থাপন করে এখানে শ্রী সাঁইবাবা সংস্থান নামে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। নাসিক থেকে 92 কিমি, দোন্দ-মানমদ রেলপথের কোপরগাঁও স্টেশন থেকে 19 কিমি দূরের এই ছোট শহরের নিয়মিত বাস আসছে। আসছে ব্যবস্থাপিত সফরের বাস। বাস থেকে নেমেই পাবেন অভ্যর্থনা কেন্দ্র। মূল মন্দিরে মূর্তি ছাড়া দেখবেন সাঁইবাবার ব্যবহৃত জিনিসের প্রদর্শনী। বৃহস্পতিবারে বিশেষ পূজা। কাছাকাছি বাবার স্মৃতিযুক্ত মন্দির ও অন্যান্য জিনিস দেখুন। সংস্থান এখানে বসবাসের সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন তাঁদের পরিচালিত ভক্তি নিবাস, নিউ ভক্তি নিবাস, শান্তি নিবাস ও ধরমশালায় থাকা যায়। তাছাড়া MTDC-র Hotel Pilgrims' Inn ৩০০-৭৫০।

ওয়ার্ধা

ওয়ার্ধাতে যে দেখার জিনিস খুব একটা আছে তা নয়। কিন্তু আপনি তো সেবাগ্রাম বেড়াতে যাবেনই, আর সেবাগ্রাম যেতে হলে আপনাকে ওয়ার্ধা আসতেই হবে। কাজেই এসে যখন পড়বেন, তখন যা কিছু দেখার, তা তো দেখে নেওয়াই উচিত। আছে গ্রাম্য ও কুটির শিল্পের সংগ্রহালয় মগন সংগ্রহশালা (1.5 কিমি), ভাস্কর্যময় লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির (1.5 কিমি), নাগপুর রোডের উপর গোপুরীতে গীতাই মন্দির (4 কিমি) ছাড়া 10 কিমি দূরে পৌনার আশ্রমটি অবশ্য দেখার মত। বাকাটক যুগে এর নাম ছিল পর্বপুর। এখানের ধাম নদীর তীরে ভূদান যজ্ঞ-খ্যাত আচার্য বিনোবা ভাবে পরধাম আশ্রম স্থাপন করেন। অন্যান্য দর্শনীয় গান্ধি স্তম্ভ, পৌনার ছত্রী, ভরত রাম মন্দির এবং দত্তপুর কুষ্ঠাশ্রম। এখানে উৎখননের ফলে পাওয়া 4-5 শতকের কিছু মূর্তিও প্রদর্শিত হচ্ছে।



এখানে আসার বিমানে এলে 78 কিমি দূরের নাগপুরে নামুন। ট্রেন আসছে হাওড়া থেকে হাওড়া-আমেদাবাদ এক্স, মুম্বাই মেল ভায়া নাগপুর। নাগপুর থেকে 77 কিমি দূরের এখানে হরদম ট্রেন আসছে। মুম্বাই, দিল্লি, ভূপাল, চেন্নাই, আমেদাবাদ, কোলহাপুর (14.15 ছেড়ে 15.20), হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্টেশন থেকেও আসছে নানা ট্রেন। MSRTC-র বাস আসছে প্রধান প্রধান সব শহর থেকে। ট্যাক্সি পাবেন বাস ডিপোর বিপরীতে। অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্সা, টাঙা ইত্যাদিও আছে স্থানীয়ভাবে।



থাকার জন্য বাস স্ট্যান্ডের কাছে পাবেন Holiday Resort DAB ২২৫ ও ডর্মি ৬০ আর ১২৫ মধ্যে পাবেন আরভি স্ট্যান্ডে Meher Vishram Griha, গ্রেন মার্কেটে Sheshadri Bhawan, বাজার পোস্ট অফিসের কাছে Anand Ashram, রেল স্টেশনের বিপরীতে Annapurna Restaurant and Lodge, রাজ্য বাস স্ট্যান্ডের উলটোদিকে Vandana Lodge, ইত্যাদি ছাড়া সিভিল লাইনসে CH, PWD RH (রিজা : সরকারি কর্মচারীদের জন্য), রেল স্টেশনের কাছে বাচ্ছিরাজ ধরমশালা, সন্ত কানোয়ার রাম ধরমশালা, মদনমোহন ধরমশালা ইত্যাদি। মদ্যপান নিষেধ।

ওয়ার্ধার 18 কিমি দূরে দেওলিতে দুটি প্রাচীন মন্দির, 60 কিমি দূরে গিরারে খাজা শেখ ফরিদের সমাধি মন্দির (মহরম ও রাম নবমীরও মেলা হয়), 27 কিমি উত্তর-পূর্বে কেলঝারে ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গে গণপতিদেবের মন্দির,

31 কিমি দূরে পুলগাঁওতে মহাদেব মন্দির ও জলপ্রপাত দেখে আসতে পারেন ঘোরার মত সময় পেলে।

সেবাগ্রাম

বিমান এবং ট্রেনের জন্য দেখুন-- ওয়ার্ধা। নাগপুর এবং ওয়ার্ধা থেকে প্রচুর বাস চালাচ্ছে MSRTC। এখান থেকে মুম্বাই 1019 কিমি, নাগপুর 72 কিমি, চন্দ্রপুর 45 কিমি, ওয়ার্ধা মাত্র 6 কিমি। স্থানীয় অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্সা বা টাঙা পাবেন।

থাকার জন্য আশ্রম পরিচালিত Rustom GH (আহারসহ ২৫ মধ্যে) এবং Yatri Niwas (বিজ্ঞ Secretary, Sevagram Ashram Pratisthan, Sevagram)। এখানের মশলা-লঙ্কাবিহীন খাবারেও একটা তৃপ্তিকর স্বাদ আছে।

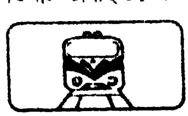
এখানের দ্রষ্টব্য যা কিছু তার সঙ্গে গান্ধিজির স্মৃতি জড়িত। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে গান্ধিজি সবরমতী আশ্রম ছেড়ে এসে ওয়ার্ধায় থাকতে শুরু করেন। এখানে সেবাগ্রাম স্থাপন করে মানবসেবাকে বড় করে দেখান। 15 বছর ধরে এই সেবাগ্রাম আশ্রম গান্ধিজির রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবনার কেন্দ্রস্থল ছিল। কস্তুরবা ও সহগামীদের সঙ্গে তিনি যেখানে বাস করতেন সেই আদি নিবাসে কত আলোচনাই তিনি করেছেন জাতীয় নেতাদের সঙ্গে। আদি নিবাসে স্থান সঙ্কুলান না হলে তিনি উঠে যান **বাপু কুটিরে**। মিরা বেন এটি তৈরি করেছিলেন। এখানের আশ্রমবাসীরা প্রতিদিন আধঘণ্টা করে চরকা কাটেন। এই দুটি বাড়ির মধ্যে আছে কস্তুরবার ব্যবহারের জন্য যমুনালাল বাজাজের তৈরি করে দেওয়া কুটির। আশ্রমের শেষের দিকে গান্ধিজি বাস করতেন **আখেরি নিবাসে**। গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করতে এসে তদানীন্তন ব্রিটিশ সচিব লর্ড লোথিয়ান 1946-এ এখানে বাস করে গেছেন। সামনে আছে প্রার্থনা ময়দান। ভোর 4.20 এবং সন্ধ্যা 18.00 এখানে সর্বধর্মের প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। গান্ধিজির সচিব মহাদেব দেশাই যেখানে বাস করতেন সেই মহাদেব কুটির এখন একটি কমিউনিটি হল। 1949-এ যেখানে বিশ্ব শান্তি পরিষদের অধিবেশন হয়েছিল, সেই শান্তি ভবনে 1942-এ গান্ধিজি প্রথম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। এখানে একটি 325 শয্যার হাসপাতাল আছে। **সেবাগ্রামে মদ্যপান ও ধূমপান এবং আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ।**

নাগপুর

মহারাষ্ট্রের এই জেলা তালুক ও শহরটি এই প্রদেশের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। পর্বত ঘেরা এই অঞ্চলের পাহাড়গুলো খুব উঁচু নয়, সবচেয়ে উঁচুটি মাত্র 610 মিটার। উত্তরে সাতপুরা, তার দক্ষিণে অম্বাগড় পাহাড়। এই পাহাড়ের উপরেই প্রসিদ্ধ রামটেক মন্দির। কাছেই সীতাবর্দি পাহাড়। মধ্যযুগে এই জেলা গোণ্ডরাজের অধীনে ছিল। পরে ভোঁসলা, মারাঠাদের হাত থেকে আসে ইংরেজদের অধিকারে।

9,605 বর্গকিমি আয়তনের এই জেলাতে প্রচুর বনজসম্পদ রয়েছে। সেগুন, চন্দন কাঠ তাদের মধ্যে বিখ্যাত। নাগা নামে একটি ছোট নদীর উপর অবস্থিত বলে এর নাম নাগপুর। সমভূমির উপর অবস্থিত হলেও শহরটি উত্তর এবং পশ্চিমে ছোট ছোট বাসল্ট পাহাড় বা টিলা দিয়ে ঘেরা। একসময়ে এটি মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ছিল— ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠিত হলে মহারাষ্ট্রে চলে আসে। কমলালেবুর জন্য বিখ্যাত এই শহরটি একদা বিদর্ভ নামে পরিচিত ছিল। রামায়ণ-মহাভারতের এই বিদর্ভ থেকেই 20 শতকের সত্যের সাধক মহাত্মা গান্ধি প্রথম স্বাধীন ভারতের জন্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। বৈদর্ভ মধ্যপাণ্ডব ভীম একদা এখানে রাজত্ব করে গেছেন। আর এখন এটি একটি পুরোদস্তুর আধুনিক শহর।

কখন আসবেন এখানে : নাগপুরের জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। তবে গ্রীষ্মে এখানে প্রচণ্ড গরম হয়। তাপমাত্রা ওঠে 43°C-তে। শীত সহনযোগ্য-- 29°C-12°C মধ্যে তাপমাত্রা ওঠে নামে। এখানে বেড়াতে আসার সেরা সময় অক্টোবর থেকে মার্চ। মারাঠি, হিন্দি এবং ইংরেজি— তিনটি ভাষাই চলে।



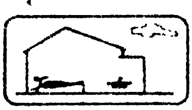
কেমন করে আসবেন : দিল্লি ও মুম্বাই থেকে প্রতিদিন বিমান আসছে নাগপুর বিমান বন্দরে। কলকাতা থেকে সপ্তাহে তিনদিন (সো.বু.শু.) বিমান যাতায়াত করছে নাগপুর শহরে। বিমানটি নাগপুর থেকে যাচ্ছে হায়দরাবাদ। ছাড়ার সময় 19.45। Alliance Air বিমান সংস্থা এই বিমান চালাচ্ছে। বিমান চলছে নাগপুর থেকে অন্যান্য শহরেও।

রেল : দক্ষিণ-পূর্ব কেন্দ্রীয় রেলপথের সঙ্গে নাগপুর প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। নাগপুর সেন্ট্রাল স্টেশন নাগপুর স্টেশন থেকে মাত্র 1 কিমি দূরে। এখানে ট্রেন আসছে

আমেদাবাদ, মুম্বাই, বাঙ্গালোর, দিল্লি, হাওড়া, কন্যাকুমারী, কোলহাপুর, চেন্নাই, ম্যাঙ্গালোর, পুনে, সেকেন্দ্রাবাদ, তিরুবঅনন্তপুরম, বারাণসী, বিশাখাপত্তনম প্রভৃতি স্টেশন থেকে। কলকাতা থেকে যাবার জন্য হাওড়া-টটানগর-রাউরকেল্লা-দুর্গ-নাগপুর-মুম্বাই CST লাইনের ট্রেন ধরতে হবে। হাওড়া থেকে নাগপুরে যাবার ট্রেন 1139 কিমি পার হয়ে যাবে আমেদাবাদ এক্স 22.25, মুম্বাই মেল 19.30, মুম্বাই গীতাঞ্জলি এক্স 13.30। ট্রেনগুলি নাগপুর পৌঁছে যথাক্রমে 15.30, 14.30, 7.35 মিনিটে।

সড়কপথে : MSRTC বাস চালাচ্ছে মধ্য ভারতের প্রায় সব প্রধান শহরগুলি থেকেই। সড়কপথে দূরত্ব (কিলোমিটারে)— আগ্রা 809, ঔরঙ্গাবাদ 504, বাঙ্গালোর 1049, ভূপাল 352, মুম্বাই 868, কলকাতা 1192, চিকালদা 252, দিল্লি 1012, কানহা 266, জব্বলপুর হয়ে খাজুরাহো 546, হায়দরাবাদ বাঙ্গালোর হয়ে চেন্নাই 1,380, নাসিক 683, পুনে 730, রামটেক 47, তাডোবা 151, বারাণসী 734, ওয়ার্ধা 72 কিমি।

দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার জন্য স্থানীয়ভাবে বাস ছাড়া ট্যাক্সি, টুরিস্ট কোচ, স্কুটার রিক্সা, সাইকেল রিক্সা, টাঙা প্রভৃতি পাবেন।



কোথায় উঠবেন এখানে : সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে 25 নং-এ Hotel Pal Palace (Ph: 2724725) S ২৭৫ D ৪৭৫ SAC ৬৫০ DAC ৮০০-১৪৫০, 119 নং-এ Hotel Skylark (Ph 2724654) R-48, S ২৭৫ D ৩৫০ SAC ৪৬৫ DAC ৬৭৫-৭৫০; 129 নং এ Hotel Blue Moon (Ph: 272606) R-30, S ৩১০ D ৪১০ SAC ৫৭৫ DAC ৬৫০, এখানেই Hotel Midland (Ph: 2726131) R-36, S ২৫০ D ৪০০ SAC ৫৭৫ DAC ৬৭৫, 113 নং-এ Hotel Blue Diamond (Ph: 2727461) R-72, S ২৭৫ D ৩৫০ SAC ৫০০ DAC ৬৭৫; এখানের 5 ফয়ার চকে Hotel Pritam (Ph: 246105, 247344) R-40, S ২৭৫ D ৩৫০ SAC ৪৫০ DAC ৬৭৫; এখানেই Hotel Woodlands (Ph 2726223) S ২৮০ D ৪২৫ SAC ৫২৫ DAC ৬২৫; 60 নং-এ Hotel Darshan Towers (Ph. 2726845) ৬০০-১৫৫০। ওয়ার্ধা রোডে পঞ্চশীল স্কোয়ারে Hotel Radhika (Ph: 2522015) R-39, S ৪৭৫ D ৫৭৫ SAC ৮০০ DAC ৮০০-১৩৫০; মাউন্ট রোডে এক্সটেনশনে Hotel Mount Annexe, R-31, S ২২৫ D ৩৭৫ SAC ৪৭৫ DAC ৬০০; সীতাবলদিতে Hotel Needos (Ph: 226000) R-7 SAB ২৭৫ DAB ৩২৫-৪৭৫; 30, ব্যাংক সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে 3-তারা হোটেল Hotel Jagsons (Ph 2728611/614) R-31 S ২৭৫ SAC ৫০০ DAC ৬৫০; 24 সেন্ট্রাল বাজার রোডে Hotel Centre Point (Ph : 2520910), DAC ৮০০-২৪৫০, মোদি নং 3, সীতাবলদিতে Hotel Chanakya (Ph: 2522915) ২৭৫-৪৫০; কাম্পটি রোডে Hotel Dua Continental (Ph: 2520802) ৫৭৫-১৫৫০, মেয়ো হসপিটাল রোডে Hotel Grand (Ph 2728650) ২৫০ ৪৫০; সীতাবলদিতে ড মুঞ্জে মার্গে Hotel Hardeo Pvt Ltd (Ph 2529115) ৭৭৫-১৮৫০, ওয়ার্ধা রোডে এয়ারপোর্টের উলটোদিকে Hotel Jagsons Regency (Ph. 2228111) ১১০০-২১৫০; রামদাসপেট, 22নং সি বি রোডে Hotel Royal Palace (Ph. 2535454) ৮০০-১৬৫০। এবারে ২২০-৩০০ মধ্যে কয়েকটি হোটেলের কথা জানাই। সীতাবলদিতে Hotel Vishal, Gurudeo Lodge, Hiltop Lodge, Agarwala Lodge, Sheesh Mahal Lodge, 1115 সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে Hotel Janak, Siddhartha Inn, Bharatiya Niwas Lodge, Satkar Hotel, Central Hotel, সুভাষ রোডে Yadav Lodge, গান্ধি বাগে Gaurav Hotel, মহাত্মা ফুলে মার্কেটে Sri Krishna Lodge, Shyam Sunder Lodge প্রভৃতি। এছাড়া রবিভবনে CH-1, নাগভবনে CH-2, PWD RH, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে New MLA's RH (সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রধানত)। **ধরমশালা**— শ্রী সিনেমার কাছে বলদেও, মেডিকেল কলেজের কাছে শ্রীদুর্গাপ্রসাদ সরফ, যমুনাধর পোদ্দার (মেয়ো হাসপাতাল রোডে) ইত্যাদি। এগুলিতে স্বল্প ব্যয়ে থাকা যায়।

কী দেখবেন এখানে : এখানের বিখ্যাত দুর্গটি সীতাবলদি দুর্গ। এটি সীতাবলদি যমজ পাহাড়ের উপর অবস্থিত— এখন এখানে টেরিটোরিয়াল আর্মি অফিস হয়েছে। সেজন্য কেবল 15 আগস্ট এবং 26 জানুয়ারি সাধারণ লোকের দেখার জন্য উন্মুক্ত থাকে। বেড়ানোর জন্যে সুন্দর জায়গা 2.8 হেক্টর জুড়ে বিশাল বাগিচা গান্ধিবাগ। সাঁতার কাটার জন্য একটি ভাল সুইমিং পুল আছে এখানে। আর শহরের ঠিক মাঝখানটিতে আছে 225 বছরের পুরনো জলাশয় গান্ধিসাগর (শুক্রওয়ার ট্যাঙ্ক)। এখানে বেড়ানোও খুব মনোরম। আরো একটি বাগান মহারাজ বাগ। ভোঁসলাদের প্রতিষ্ঠিত এই উদ্যানে

একটি ছোট চিড়িয়াখানা আছে। আর ভোঁসলা দুর্গের একমাত্র অবশিষ্ট আছে যে তোরণটি সেটি দেখতে হলে নাগরখানায় আসুন। একদা এখানে সকাল-সন্ধে গানের আসর বসত। ঝাঁসীর মহারানী লক্ষ্মীবাঈ-এর 4 5 মি উঁচু ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তিটি সীতাবলদির কেন্দ্রীয় আকর্ষণ। আর নবাবপুরার ঝণ্ডু চকে রয়েছে 1942-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ধরা পড়ে পরের বছরে যাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল সেই শহিদ শঙ্করের প্রতিমূর্তি। বর্তমান RSS-এর যিনি প্রতিষ্ঠাতা সেই প্রয়াত ড হেডগেয়ারের স্মৃতিমন্দির রয়েছে রেসিমবাগ ময়দানে। দুটি দর্শনীয় মন্দির রয়েছে পোদ্দারেশ্বর রামমন্দির এবং কাশীবাঈ মন্দির। প্রথমটিতে রয়েছে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের মূর্তি এবং দ্বিতীয়টি একটি সতী মন্দির— মহারানী কাশীবাঈ ভোঁসলা মহলের একটি বাগানে সতী হয়েছিলেন। এখানেই ভোঁসলাদের বাসগৃহের চন্দ্রাতপ রয়েছে। সেন্ট্রাল মিউজিয়ামটিও দেখার মত। এটি স্থাপিত হয়েছিল 1863 তে এবং খোলা থাকে সোমবার বাদে 10 00 17.00। প্রবেশমূল্য আছে।

কাছাকাছির মধ্যে 6 কিমি দূরে শহরের পশ্চিমে রয়েছে নাগপুরের একটি সুন্দর স্থান অম্বাজারী হ্রদ ও সংলগ্ন বাগিচা। 8 কিমি দূরে আছে বাগিচা ঘেরা নাগপুর শহরের জলের উৎস গোরেয়ারা ট্যাঙ্ক। 6 কিমি দূরে পুরনো শহরের পশ্চিমে যে সেমিনারি পাহাড়গুলো রয়েছে তাতে উঠে চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করুন। নীচে বাগানে টয় ট্রেনে উঠে ছেলেরা পাবে দেদার মজা। 5 কিমি দূরের দেলানখেড়ি উদ্যানটি শহরের বাইরে বলে এর সৌন্দর্য নির্জনতা মাখা। বেড়ানো, চড়ুইভাতি করার আদর্শ জায়গা। বাগানের পশ্চিম দিকে পাহাড় ঘেরা লেকটিতে তো আপনার মন মজে যাবে।

বেশ একটু দূরে গিয়ে চলুন যাই একে একে দেখে আসি আদাশা, রামটেক, পিঞ্চ ন্যাশনাল পার্ক, মোগারকাশা অভয়ারণ্য, অম্বাগড় দুর্গ, মার্গাজরা অভয়ারণ্য, নওগাঁও জাতীয় উদ্যান, তাডোবা জাতীয় উদ্যান এবং চিকালদা।

আদাশা 27 কিমি দূরে একটি হিন্দুতীর্থ। এখানের গণপতি মন্দিরে প্রতিবছর পৌষমাসে একটা বিশাল মেলা হয়।

রামটেক

অন্য নাম রামগিরি। বিখ্যাত এই তীর্থে একদা বনবাসকালে রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলেন। রামগিরি নাম থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাছাড়া কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের বিরহী যক্ষ এখানেই নির্বাসিত হয়েছিলেন। নীচের শহর থেকে দীর্ঘ সিঁড়ি ভেঙে প্রায় 500 ফুট (155 মিটার) উঁচুতে রয়েছে দুর্গ এবং 27টি মন্দির।

খুব প্রাচীন এই মন্দিরগুলির মধ্যে মূল মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার বিগ্রহ এবং অন্যগুলিতে দশরথ, কৌশল্যা প্রভৃতি রাম-পরিবারের অন্যানাদের বিগ্রহ আছে। পাহাড়ের মাথার উপর আছে নাগার্জুনের মন্দির। ব্রাহ্মণ্য ঢঙের মন্দিরগুলির কোনো কোনোটি 600 বছরের বেশি পুরনো। মূল মন্দির থেকে প্রায় 2 কিমি দূরে কালিদাস স্মারক নিধি ও রামসাগর দিঘি। উলটোদিকের পাহাড়ের মাথায় পীর সাহেবের সমাধি ও দরগা। রামটেক পাহাড়ে প্রচুর বাঁদর আছে।

6 কিমি দূরে খিদসে তালাও। সুন্দর এই জলাশয়কে ঘিরে বেশ কয়েকটা মন্দির। সেখানে নভেম্বরের শেষে মেলা বসে। একটা মজার ব্যাপার যে, এখানের পাথরকে ভেঙে দেখলে দেখতে পাবেন ভিতরটা লাল। কিংবদন্তি যে, এখানেই বিষ্ণু নৃসিংহ অবতার রূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। এই লাল সেই রক্তেরই নাকি ছোপ। এখান থেকেই ঘুরে আসতে পারেন 5 শতকের প্রাচীন ইতিহাসের বস্তুসমূহ দেখতে 4 কিমি দূরের মানসর ও নবগাঁও খোবিতে। এখানে থাকার জন্যে MTDC-র Holiday Resort DAB ২৫০,৩৫০, ডর্মি ৬০, মাথাপিছু ছাড়া সেচ বিভাগের RH আছে।

নাগপুর থেকেই যেতে পারেন কয়েকটি অভয়ারণ্য দেখতে। 65 কিমি দূরে রয়েছে মহারাষ্ট্রের অন্যতম অভয়ারণ্য পিঞ্চ ন্যাশন্যাল পার্ক। নানান ধরনের মাংসাশী ও তৃণভোজী জন্তু এখানে বাস করে। এর কাছেই আছে ঘুহুগড়ে বাকাটক যুগের (খ্রিস্টীয় 4-5 শতকের) একটি দেখার মত প্রাচীন দুর্গ। এর মধ্যে একটি সুন্দর মন্দিরও আছে। এখানে থাকার জন্যে 5টি RH (রিজা · D F O, Negpur)।

120 কিমি দূরে রয়েছে মেগারকাশা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণালয়। এটিও খুব জনপ্রিয়। লোকের ধারে হয়ত দেখতে পারেন বাঘ, চিতা, বাইসন, সম্বর চিতল হরিণের আসা-যাওয়া। এখানেও থাকার জন্যে RH আছে। আগে থেকে জানালে খাবার ব্যবস্থা হতে পারে (রিজা . Deputy Conservator of Forests, Nagpur)।

মাগজিরা অভয়ারণ্যটি নাগপুর থেকে 140 কিমি দূরে সাকোলির কাছে। এর মাঝখানে একটি বিশাল হ্রদ।

তার চারপাশের ঘন জঙ্গলে বাঘ, চিতা, প্যান্থার, বার্কিং ডিয়ার, নীলগাই বাস করে। এগুলিকে প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখতে খুব ভাল লাগে। যদিও সারা বছরই খোলা থাকে, তবে সেরা সময় হল ফেব্রুয়ারি থেকে জুন। থাকার জন্যে FRH, লগ হাট, হলিডে হোম, ডর্মি (38 শয্যা)— রিজা : Deputy Conservator of Forests (Wildlife), Nagpur।

একই দূরত্বে বিদর্ভ অঞ্চলের সবচেয়ে জনপ্রিয় **নওগাঁও জাতীয় উদ্যানটি**। ভিতরের টলটলে লেকের রূপোলি ঢেউ— তাতে প্রায 100 প্রজাতির পাখির ওড়া-উড়ি, চারপাশে সবুজ গাছের অজস্র সমারোহ যেন জীবনকে সবুজ প্রাণকণিকায় সজীব করে তোলে। আসার সেরা সময় অক্টোবর জানুয়ারি। থাকার জন্য লগ হাট (2 সুইট ৭৫) হলিডে হোম (4 সুইট ৭৫) ইত্যাদি আছে। রিজা . আগেরটির মতই।

তবে তাডোবা জাতীয় উদ্যানের (উমরাব-চিমুর হয়ে 151 কিমি) কোনো তুলনা হয় না। ওয়ার্ধা থেকে বাসে বা ট্রেনে তাডোবা আসুন। বাস আসছে নাগপুর, অমরাবতী, চন্দ্রপুর, আকোলা প্রভৃতি স্থান থেকে। 117 বর্গমিটার জমিতে গড়ে ওঠা এই জাতীয় উদ্যানে বাঘ, শ্লথ, ভালুক, বাইসন, গউর, নীলগাই, সম্বর, চিঙ্কারা, চিতল, বুনো কুকুর প্রভৃতি জন্তু দেখার সুযোগ আছে। 120 হেক্টর জোড়া মিষ্টি জলের জলাশয়ে রয়েছে বহু বিচিত্র রঙের পাখির সমারোহ। একটি কুমির প্রকল্পও আছে এখানে। লেকে ঘুরুন নৌকা চড়ে— তার ব্যবস্থা রয়েছে। মাচান থেকে দেখুন জন্তুদের জলপানের অপরূপ দৃশ্য। থাকার জন্যে RH (4 স্যুইট), GH (3 স্যুইট), হলিডে হোম (3 স্যুইট) রিজা DFO Tadoba National Park, Chandrapur।

নাগপুর থেকে 130 কিমি দূরে রয়েছে 12 শতকের ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি গোণ্ড দুর্গ **অম্বাগড়ে**। এর চারপাশ ঘন জঙ্গলে ঘেরা। থুমসর পর্যন্ত বাস আসে তারপর কাঁচা রাস্তা। কাছেই **গৈমুখ**। এখানে একটি 9 শতকের শিবমন্দির আছে, আছে একটি ঝরনার উৎসস্থলও। যাওয়াটা কষ্টকর। তবে গেলে ভাল লাগবে।

আর যদি শৈলাবাসে গিয়ে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা থাকে তবে বলি নাগপুরের 252 কিমি দূরের **চিকলদা** চলুন। 1,099 মি. উঁচু বিদর্ভ অঞ্চলের এই শৈলাবাসটি ছোট। তবে নির্জনতা আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। কাছেই আছে দ্বাদশ শতকের একটি গোণ্ড দুর্গ গাবিলগড়ে। থাকার জন্যে CH (রিজা : Ex. Engr. Public Works and Housing Department, Amravati), RH (রিজা · Chief Ex., Officer, Zilla Parishad, Amravati), MTDC Holiday Camp (রিজা Regional Officer, MTDC, Nagpur), FRH (রিজা. D.F.O., Amravati) ইত্যাদি পাবেন।

অমরাবতী . সেন্ট্রাল রেলপথের বেদনারা জংশনে গাড়ি বদল করে 10 কিমি দূরে বেদনারা-অমরাবতী শাখার ট্রেনে উঠে শেষ রেল স্টেশন অমরাবতীতে নামুন। নাগপুর থেকে দূরত্ব 184 কিমি। বাসও আসছে নাগপুর প্রভৃতি শহর থেকে। থাকার জন্য CH, RH, ঝুনঝুনওয়ালা ধর্মশালা, সেন্ট্রাল লজ, কীর্তি লজ, নটরাজ, নীলম, রাজেন্দ্র লজ প্রভৃতি হোটেল পাবেন। একসময়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান অমরাবতী থেকেই রুক্মিণীকে অম্বাদেবীর মন্দির থেকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেছিলেন। বর্তমানের মন্দিরটি অবশ্য খুব পুরনো নয়, প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে তোলা। অম্বাদেবীর কাছে মানুষ প্রার্থনা জানালে তা নাকি সহজে পূরণ হয়। 4 কিমি দূরে আছে বিখ্যাত সাঁইনাথ মন্দির।

মেলঘাট : এখানে গড়ে উঠেছে একটি সুন্দর ব্যাঘ্র-প্রকল্প। মেলঘাট শব্দের অর্থ **'পাহাড়ের মিলন'**। ঘন সেগুন ও বাঁশে ঘেরা জঙ্গলের মধ্যে (সাতপুরা-গোভিলগড় অঞ্চলে) বাঘ ছাড়া লেপার্ড, হাতি, বুনো কুকুর, সিভেট ক্যাট, সজারু, বার্কিং ডিয়ার, বুনো শুয়োর, সম্বর, শ্লথ বিয়ার ও নানান জাতের পাখি রয়েছে। এখানে কোলকাজ, কোকটু প্রভৃতি স্থানে থাকার জন্যে আছে FRH। পর্যটকেরা এখানে এসে প্রকৃতির ঘন সান্নিধ্যে পূর্ণ হয়ে ওঠেন।

মিজোরাম

ভারতের 23তম এই রাজ্যটির অপর নাম 'যাদুময় পাহাড়ের দেশ'। পাহাড়ের পর পাহাড়, নীচে লালচে নীল গুল্ম, পাহাড়-চূড়োয় মানুষের বাস, শীর্ণ উপত্যকা, দ্রুতবাহিনী নদী, নীল পাহাড়, অচেনা ফুল, অজস্র বন্যপ্রাণী, শান্ত কুটির, আধুনিক শহর জীবন, নাচ-গান-হুল্লোড়, খ্রিস্টান ধর্ম— এসব নিয়েই মিজোরাম বেড়ে উঠছে শৈশব থেকে যৌবনে।

পশ্চিমে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ আর পূবে-দক্ষিণে মায়ানমার (বর্মা), উত্তরে অসম-মণিপুরে ঘেরা এই নবীন রাজ্যটির আয়তন 21,081বর্গকিমি। লোকসংখ্যা 8,91,058 (2001)। আন্তর্জাতিক সীমানার দৈর্ঘ্য প্রায় 406 কিমি — সীমান্তে বেশ একটা উল্লেখযোগ্য অবস্থান এর। কর্কটক্রান্তি এর হৃদয় ভেদ করে চলে গেছে। ফলে গ্রীষ্ম এবং বৃষ্টিমুক্ত শীত সহনীয়। বঙ্গোপসাগর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সোজা এখানে বয়ে আসে। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা 18°C-29°C আর শীতে 11°C-24°C। বৃষ্টি হয় জুন-সেপ্টেম্বরের মধ্যে; ওই সময়টা বাদ দিয়েই আসুন।

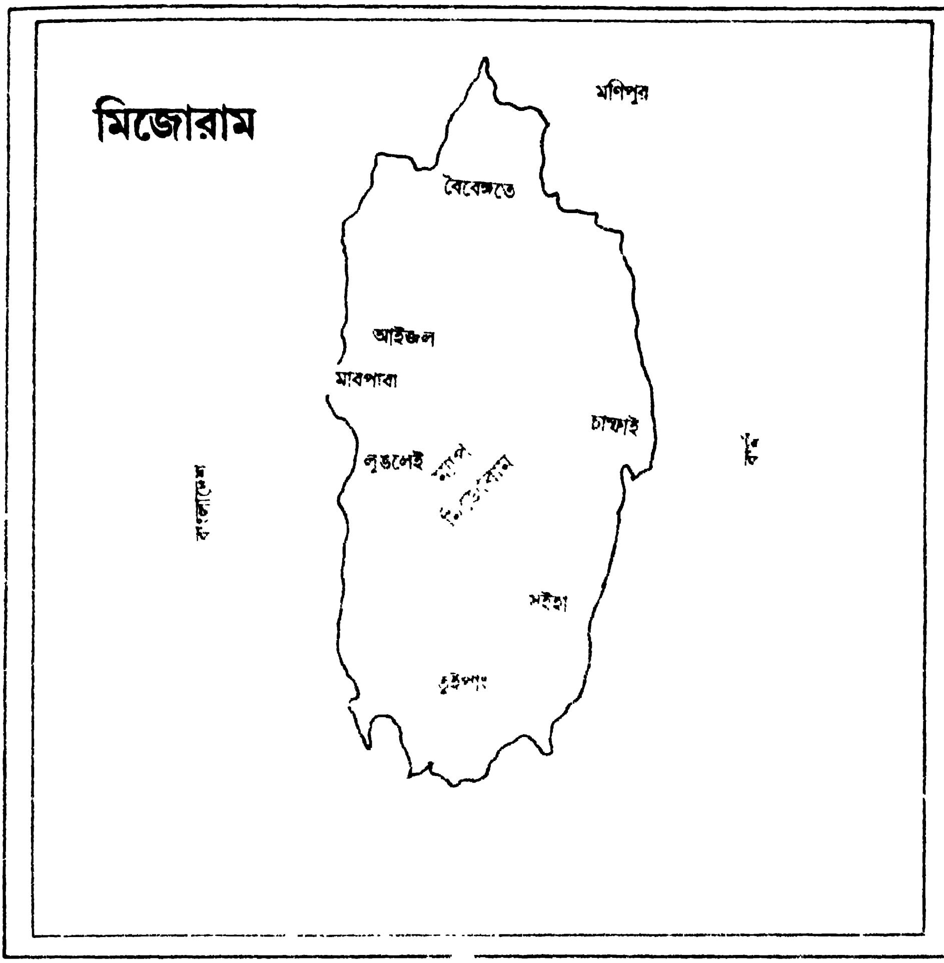
'মিজো' শব্দটি লুসাই ভাষার শব্দ, অর্থ পাহাড়ি মানুষ। 'রাম' শব্দের অর্থ দেশ। মিজোরাম তাই পাহাড়ি মানুষদের দেশ। ভারতের পূর্বাঞ্চলের উপজাতি-প্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে মিজোরামেও নানা উপজাতি ও তাদের শাখা-প্রশাখা আছে। উপজাতিগুলির মধ্যে প্রধান মিজো, পাওয়ি, লখের, চাকমা ইত্যাদি। এঁদের শতকরা 50 জনই খ্রিস্টান— প্রোটেস্টান্টই বেশি। আসলে ব্রহ্মদেশীয় 'লু' শব্দের অর্থ উপজাতি। 'সে'-এর অর্থ দশ। লুসাই তাই দশ উপজাতি। এই লুসে বা লুসাইরা নতুন আবাস করে নেয় চীন পাহাড়ের পশ্চিম দিকের পাহাড় পার হয়ে লুসাই পাহাড়ে। এই লুসাই পাহাড়ে প্রথম খ্রিস্টান মিশনারির আবির্ভাব ঘটেছিল 1891-এ। ওই বছরেই ব্রিটিশরা এটিকে তাদের সামরিক কেন্দ্র করেছিল।

লুসাই পাহাড়ের চুড়োগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু 'নীলপর্বত'; স্থানীয় ভাষায় নাম ফাওয়াংপুই — ঘাসে ঢাকা বিশাল চারণভূমি। মিজোদের পূর্বপুরুষরা ব্রহ্মদেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে চীন পাহাড় থেকে এসেছিল এই নীল পর্বত পার হয়ে। 7,100 ফুট (2,200 মিটার) উঁচু পাহাড়টিকে তারা বলে ব্লু মাউন্টেন বা নীল পাহাড়। ব্রিটিশরা এসে এই সামরিক ছাউনিটিকে ফোর্ট আইজল ও ফোর্ট লুংলে— দুটি ভাগে ভাগ করেছিল। অবশ্য স্থানীয় সরদার-প্রথা তারা মেনে নিয়েছিল।

যতদিন এই অঞ্চল অসমের অধীনে ছিল ততদিন এর নাম ছিল লুসাই হিলস ডিস্ট্রিক্ট। 1954-র পার্লামেন্টের আইনানুসারে এর নতুন নাম হয় মিজো। এরপরে দুর্ভিক্ষ (মৌটাম) ও বিদ্রোহের কারণে 1959-এ এর অর্থনীতি ও জনজীবন একেবারে ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু এর ফলে যে 'মিজো ন্যাশনাল ফেমিন ফ্রন্ট' গড়ে উঠেছিল তাই 2 বছর পরে 'মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট' নাম নিয়ে মিজো পাহাড়ের স্বার্থ নিয়ে দীর্ঘদিন লড়াই করতে থাকে। 1966 র 28 ফেব্রুয়ারি এ জন্য তারা অস্ত্র তুলে নেয় নিজেদের হাতে। অবশেষে 1971-এ নর্থ ইস্টার্ন রিঅরগানাইজেশন আইন অনুসারে এটি ইউনিয়ন টেরিটরিতে উন্নীত হয় এবং 21 জানুয়ারি 1972 থেকে মিজোরাম নাম পায়। এর 8টি জেলা— আইজল, লুংলেই, ছিমটুইপুই, লংতলাই, চাম্ফাই, কোলাশিব, মামিত এবং সাবছিপ। গ্রামের সংখ্যা 724। 30 জুন 1986, MNF-এর সঙ্গে সরকারের চুক্তি হওয়ায় এটি পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পায় 20 ফেব্রুয়ারি 1987 থেকে।

মিজোরা দারুণ স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি। যতদিন বিয়ে না হয় মিজো তরুণেরা একত্রে থাকে-ঘুমোয় 'জাওলবুক' নামে এক ধরনের ডর্মিটরিতে। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা অবাধ। মেয়েরা যাকে পছন্দ তাকেই বিয়ে করতে পারে। আর বিয়ের পর পছন্দ না হলে 'আজ থেকে তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি' বললেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। কন্যাপণ আছে, বরপণ নেই। বিবাহবিচ্ছেদ হলে কন্যাপণের টাকা ফেরত দিতে হয়। ফলে এক-একজন বহুবার বিবাহিত। তবে আধুনিক জীবনের সংস্পর্শে এক পতি, এক স্ত্রীর উদাহরণও দুর্লভ নয়। বিয়ের ঘটকালি করেন 'পলাই'রা। এদের ভাষা আছে তবে নিজেদের কোনো লিপি নেই— রোমান অক্ষরে লিখিত হয়।

মিজো উৎসবের দেশ। উৎসবের সঙ্গে ঝুম চাষ বা শস্যোৎপাদনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যেমন ঝুম চাষ শেষ হওয়ার পর মার্চ মাসে ছাপছার কুট, ভুট্টা চাষ তোলার পর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে সিম কুট, ডিসেম্বরে প্রধান শস্য তোলার পর পাওল কুট ইত্যাদি। নাচ এদের জীবনের অঙ্গ। চেরাও বা বাঁশনাচ, খুয়াল লাম ও ছেই লাম নাচ। শেষ দুটি প্রধানত পুরুষদের নাচ। নানা রঙ-বেরঙের



পোশাক পরা এদের রীতি।



কেমন করে আসবেন : বিমান পথে: কলকাতা-আইজল-কলকাতা Alliance Air সংস্থার বিমান উড়ছে সোম বুধ শুক্র। ছাড়ে 9.45। ফেরে 13.55। এই একই বিমান ইম্ফল যাচ্ছে। সময় লাগে 1 ঘণ্টা 35 মিনিট। তবে এই বিমান খুব ছোট ডরনিয়ার শ্রেণীর মিনি প্লেন। কারণ আইজলের তুইরিয়াল বিমানবন্দরটির রানওয়ে খুব ছোট। প্লেনে 18-20 জনের মত জায়গা হয়। আর সার্ভিস প্রায়ই বাতিল হয়। সেজন্য কলকাতা থেকে Alliance Air-এর বিমানে শিলচর পৌঁছে সেখান থেকে বাসে মিজোরাম যাওয়াই সুবিধেজনক। বিমান যাচ্ছে বু.শু র. সকাল 5.50 ছেড়ে শিলচর। আবার শিলচর থেকে 8.20 কলকাতায় ফেরে। ম.বৃ.শ কলকাতা শিলচর বিমান ছাড়ে 10.45 টায়, ফেরে 15.05।

রেলপথ . মিজোরামে রেলপথ পৌঁছেছে বৈরবি পর্যন্ত। এখনও কাছের রেল স্টেশন অসম রাজ্যের শিলচর, 180 কিমি দূরে। কাজেই ট্রেনপথে যেতে হলে বেশ কয়েকবার ট্রেন পাল্টাতে হবে। হাওড়া থেকে কামরূপ এক্সপ্রেসে গুয়াহাটি নেমে সেখানে গুয়াহাটি-ডিমাপুর এক্স ধরে লামডিং আসতে হবে। গুয়াহাটি ছাড়ে 14.00, লামডিং পৌঁছয় 18.00, ডিমাপুর 20.00। লামডিং থেকে শিলচর আসার ট্রেন পাবেন কাছাড় এক্স, ছাড়ে 21.15, পৌঁছয় 8.00। আর বরাকভ্যালি এক্স 7.15 ছেড়ে 17 50। সেখান থেকে বাসে আইজল 7-8 ঘণ্টা।

সড়কপথ : 54 জাতীয় সড়কের উপর শিলচর-আইজল 176 কিমি. আইজল-লুংলেই 235 কিমি. এবং

লুংলেই-সাইহা 140 কিমি.। শিলচর হয়ে আইজল-শিলং ডিলাক্স বাস চালাচ্ছে প্রতিদিন দি ক্যাপিটাল ট্র্যাভেলস্, মোতি ট্র্যাভেলস্, গ্রীন ভ্যালি ট্র্যাভেলস্। রাজ্য পরিবহনের বাস চলছে আইজল ও শিলচরের মধ্যে সোনাই রোড থেকে। কদম্ব সিনেমা থেকে প্রাইভেট বাস যাচ্ছে 10 ঘণ্টার মধ্যে। আগের দিন বাসগুমটিতে গিয়ে টিকিট কেটে সিট রিজার্ভ করা দরকার। ভাড়া বাস-বিশেষে ৭৫-১৯৮ মধ্যে। শহরের মধ্যে বাস চলছে। আইজল থেকে চম্পাই 204 কিমি, থেনজল (বনতওয়াং প্রপাত) 135 কিমি, লুংলেই হয়ে লাবাং (Tlabung) 230 কিমি, লংত্লাই (Lawngtlai) 305 কিমি, ও সাইহা 375 কিমি।

ইনার লাইন পারমিট

অ-মিজোদের এটি সংগ্রহ করতেই হবে। এজন্য দুটো পাসপোর্ট সাইজের ছবি তুলিয়ে রাখুন। কলকাতা, দিল্লি, শিলং, গুয়াহাটি এবং শিলচরের নীচের ঠিকানাগুলির যে কোনো একটি থেকে সংগ্রহ করে নিন। আগে পেতে দেরি হত। এখন একদিনেই পাওয়া যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। (1) কলকাতা—Mizoram House, 24 Old Ballygunge Road (Ashutosh Chowdhury Avenue) Ph: 24757034, 24757887, Salt Lake, Block IB, Plot 168, Sector-3, Kol-91. Ph: 23343209; (2) দিল্লি —(a) Mizoram House, Chanakyapuri, Circular Road (Behind Sri Lanka Embassy) New Delhi, (b) Teenmurti House, Asst Liaison Officer, Ph: 23013951, 23016408; (3) শিলং—Mizoram House, Cleve Colony, Tripura Castle Road, Shillong-3, Ph: 22256899; (4) গুয়াহাটি—Mizoram House, 6S Road, Guwahati, Ph: 2564626 (5) শিলচর— Mizoram Circuit House, Rangir Kharia, Silchar-5, Ph: 220142। শিলচরে নেমে পাচুংগা বিল্ডিং-এ আগে থেকে লিখে এই ILP পেতে পারেন ১৫ ফি জমা দিয়ে। এটি বিমানবন্দরে বা ঢুকবার পথে পুলিশ দফতরকে দেখাতে হবে। 7 দিনের জন্য অনুমতি পাবেন বেড়ানোর। ওখানে যাঁরা সরকারি চাকরি করেন তাঁদের আইডেনটিটি কার্ডটিই ILP-এর কাজ করে।

আইজল

মিজোরামের রাজধানী ও আইজল জেলার প্রধান শহর। রাজনীতি, সংস্কৃতি ও বাণিজ্য নিয়ে গুঞ্জরিত একটি ক্রমবর্ধমান শহর। সমুদ্রপৃষ্ঠের 4,000 ফুট (1,240 মিটার) উচ্চে এই শহরের আবহাওয়া সারা বছর ধরেই মনোরম। ট্রাফিক কন্ট্রোল করছেন মেয়েরা। শহরের একটা টিবি, নাম 'লাইপুইটলাং' (কামানের স্থান), একটা বিরাট স্তম্ভ— দেখার মত। আইজল শব্দটির অর্থ ফলের বাগান। ঝুম চাষ যেমন ধাপে ধাপে করা হয়, শহরটিও তেমনি ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। দেখতে খুব ভাল লাগে— ছবির মত।

দেখুন বাবু তল্যাঙে মিউজিয়াম— অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং প্রাচীন পোশাক-পরিচ্ছদ আছে। বেথলেহেম ভেঙ-এ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে **মিনি চিড়িয়াখানা**। চিড়িয়াখানার একটি অংশ রাস্তার মোড়ের বাঁদিকে, আর একটি অংশ ডানদিকে। আছে মোটা লেজওয়ালা চিতাবাঘ, ভালুক, নানারকম হরিণ।

আইজলের একেবারে উত্তরাংশে ডার্টল্যাঙ পর্বতশ্রেণী ঘুরে আসতে পারেন। ভাল লাগবে। যেতে পারেন বাঙ, আইজল থেকে 15 কিমি দূরে এয়ারফিল্ডের দিকে একটি সুন্দর পিকনিক স্পট। 16 কিমি দূরে শান্ত ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশে আরো একটি পিকনিক স্পট হল পৈখাই। কাছাকাছি ট্যুরিস্ট লজে থাকা যায়।

ঘুরে আসুন আইজল থেকে 60 কিমি দূরে আর সাইটুয়াল পর্যটন কেন্দ্রের মাত্র 5 কিমি দূরে শীতল কুমারী অরণ্যের মাঝখানে সোনালি স্বপ্নের মত সুন্দর **তামদিল** হ্রদে। সারাটা দিন চড়ুইভাতি আর এদিক সেদিক ঘুরে কাটান, সময় বয়ে যাবে ওই হ্রদের ঢেউ গুনতে গুনতে। কাছেই আছে ট্যুরিস্ট লজ, থাকার ভাবনা কিসের? যদি পাহাড়ি সৌন্দর্য চাখতে চান তবে আসুন মায়ানমার (বর্মা) সীমান্তে মহকুমা শহর চম্পাইতে। দূরত্ব 204 কিমি আর মিজোরামের সবচেয়ে বড় আর সুন্দর প্রপাতটি দেখতে যেতে এগোতে হবে থেনজল শহর থেকে মাত্র 5 কিমি, রাজধানী থেকে 137 কিমি দূরের **বনতওয়াং** (Vantawng) প্রপাতের পাশে। এটি মিজোরামের সবচেয়ে উঁচু জায়গা। সিনেমা দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে? অন্তত পাঁচখানা হল রয়েছে জোডিন, জোরাম থিয়েটার, সুলু থিয়েটার, পুষ্পক হল ও জে এল সিনেমা। উপাসনার জন্য চার্চ ছাড়া জোডিন স্কোয়ারে মন্দির এবং বড়বাজার মসজিদ আছে।



কোথায় উঠবেন আইজলে : খুব যে ভাল ভাল পর্যাপ্ত হোটেল আছে তা নয়। তবে যা আছে তা

সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। যদি শহরের হোটেলে স্থান না থাকে তবে একটু দূরে হলেও চাতলাঙে পর্যটন দপ্তরের Tourist Lodge (Ph: 223526)-এ জায়গা পেয়ে যাবেনই। DAB ২২৫-৪২৫ (রিজা . Director, Tourism, Govt. of Mizoram, Aizawl, Ph: 223161)। লুয়াংমুয়াল-এ পর্যটন দপ্তরের যাত্রীনিবাস (Ph. 232263) D ১৭৫, ডর্মি ৬০ মাথাপিছু। এছাড়া Hotel Rraji S ২৬৫, D ৪২৫, ডর্মিতে মাথাপিছু ১০৫; চাঁদমারিতে Hotel Embassy S ১২৫, D ২১০; Hotel Moonlight D ২৩৫, ডিলাক্স ৪৭৫; ফ্যামিলি স্যুইট ৭৫০; ট্রেজারি স্কোয়ারে Rajdoot Hotel S ১৬৫ ডর্মিতে D ২৭৫ মাথাপিছু ৮৫। Hotel Raj International S ১৫০, D ২১০-২৩৫। চাতলাং ছাড়া Tourist Lodge আছে ভেরংতে, কেলাশিব, চম্পাই এবং সাইতুয়াল-এ— এগুলির থাকা-খাওয়ার খরচ খুব বেশি নয়।

এছাড়া বাঙালির হোটেল আছে পেরু হোটেল S ৭৫ D ১৫০, হোটেল হিল ভিউ S ৭৫-১১০ D ১১৫-২২৫; হোটেল টোপাজ ইত্যাদি। আর আছে আইজল লজ, হোটেল সাংগ্রিলা ৭৫-১২৫। এই সবই থাকার খরচ। খাওয়ার জন্য অতিরিক্ত দিতে হবে। CH. DB ইত্যাদি আছে। 120 শয্যার Youth Hostel আছে এখানে। ঠিকানা . Luangmual Aizwal, Mizoram-796009। শয্যাপ্রতি ২০।

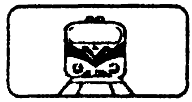
খাবার জন্যে ভাল রেস্টুরেন্টও আছে কয়েকটি। এর মধ্যে নির্ভরযোগ্য ট্রেজারি স্কোয়ারে Hotel Rraji, চাঁদমারিতে Hotel Embassy এবং Chaltlang-এ Hotel Moonlight

মেঘালয়

মেঘালয় সত্যি মেঘের রাজ্য। বছরের অন্তত 6 মাস এই রাজ্যের আকাশ মেঘে আর কুয়াশায় ঢাকা। মনে হয় কোনো এক গোপনগুহার অন্তঃপুরচারিণী মেঘবালিকারা সহসা মুক্ত হয়ে দলে দলে একাদিক্রমে বের হয়ে চলেছে পাইড-পাইপারের কোনো মন্ত্রবলে। পাহাড়ে, অরণ্যে, শহরে, রাস্তায়, পাইন বনে— সর্বত্র মেঘ চলেছে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে। নীল আকাশের নীচে সে এক বিশাল সাদা মেঘের চাঁদোয়া। আর তারই নীচে আমাদের ভারতের 21 তম ছোট্ট রাজ্য 'মেঘালয়'।

স্বয়ংশাসিত রাজ্য হিসেবে অসম রাজ্যের মধ্যে থেকেই এর জন্ম হয়েছিল 2 এপ্রিল 1970। পরে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসাবে এর আবির্ভাব ঘটল 21 জানুয়ারি 1972। উত্তর সীমান্তে রইল গোয়ালপাড়া, কামরূপ। পূর্বে কাছাড় জেলা আর উত্তর কাছাড় পর্বতশ্রেণী। দক্ষিণে আর পশ্চিমে বাংলাদেশ। আয়তন 22,429 বর্গকিমি। লোকসংখ্যা 23 লক্ষের কিছু বেশি — 23,06,069 (2001)। 7টি জেলা — পশ্চিম খাসি, পূর্ব খাসি, পশ্চিম গারো, পূর্ব গারো, দক্ষিণ গারো, জয়ন্তীয়া এবং রি-ভই। রাজধানী শিলং। অধিকাংশ অধিবাসীই খ্রিস্টান এবং আদিবাসী শ্রেণীভুক্ত। সমুদ্র তল থেকে 1200 থেকে 1965 মি. উচ্চতার এই রাজ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় (দ্র. চেরাপুঞ্জি)। বর্ষা জুন থেকে সেপ্টেম্বর। তাপমাত্রা গ্রীষ্মে 25°C 15°C আর শীতে 16°C-4°C

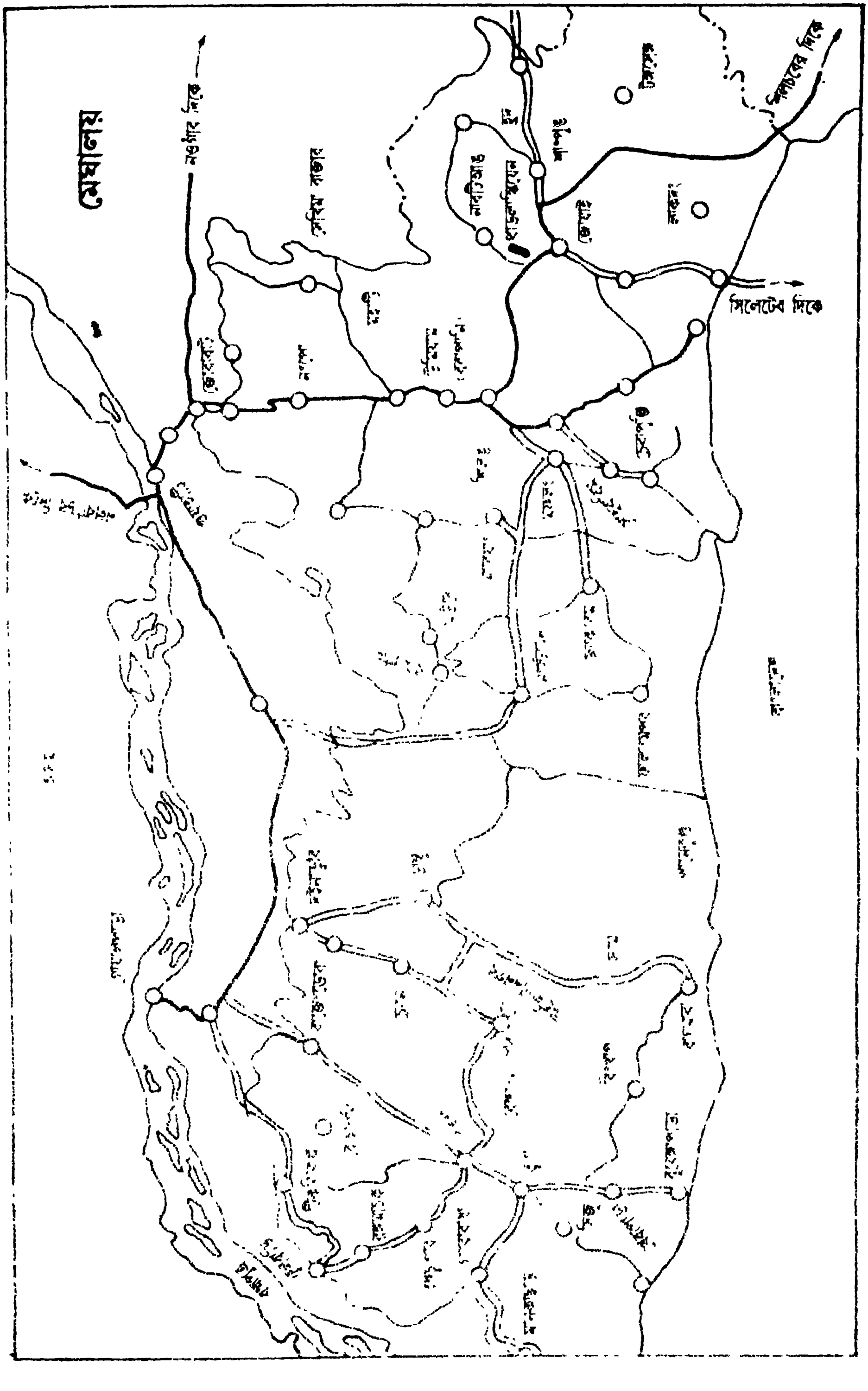
সুন্দর পাহাড়ি নদী— ডামরিং, জিঞ্জি, বুগি, দারেং, সিমসাং বয়ে চলেছে গারো পর্বতের মাঝখান দিয়ে। খাসি পাহাড় দিয়ে বয়ে চলেছে কিনশি, উম্যাঙ্গট, উমঙ্গট, উমিয়াম, মফলং, উমিত্রউ। আর কুপলি আসছে জয়ন্তিয়ার মাঝখান দিয়ে। আরো আছে অজস্র হ্রদ আর প্রপাত, মাথা উঁচিয়ে পর্বতচূড়া, পাহাড়ের গা বেয়ে অজস্র অরণ্য। প্রকৃতি যেন এক মনোহর রূপে সেজেছে। ফুলে ফলে, মেঘে পাহাড়ে, অরণ্য-ঝরনায় মেঘালয় অনবদ্য। অনবদ্য এর প্রজাপতি আর অর্কিড, এর দুর্লভ বন্যজন্তু হাতি, ভালুক, বন্যশূকর, হরিণ আর সোনালি বিড়াল ও আদিবাসী উৎসব। এদের শূকরমাংসের রান্না আর তৃষ্ণাহর কাকয়াদ— সবই আপনাকে অন্তত এক সপ্তাহের জন্য গভীর আকর্ষণে ধরে রাখতে পারে। প্রধান শহর শিলংকে ঘিরে এর প্রধান গৌরব। তাই তার কথা আগে বলি। সেখানেই আগে যেতে হবে।



কেমন করে যাবেন : উড়োজাহাজ : সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর হল গুয়াহাটি (Borjhar)— শিলং থেকে 127 কিমি দূরে। কলকাতা থেকে গুয়াহাটি বিমান যাচ্ছে নিয়মিত। এছাড়া বাগডোগরা ও দিল্লি থেকেও গুয়াহাটির বিমান যাতায়াত করছে (দেখুন গুয়াহাটি কেমন করে যাবেন)। কলকাতা থেকে Alliance Airlines-এর বিমান শিলং পাহাড় হয়ে আইজল যাচ্ছে সো বু শু 9.45 ছেড়ে। আর সো. ম বু শু শ গুয়াহাটি হয়ে ইম্ফল যাচ্ছে কলকাতা থেকে Jet Airways-এর বিমান। শিলচর থেকেও বিমান যোগাযোগ আছে। মেঘালয়ে হেলিপোর্ট আছে দুটি। একটি শিলং এ অপরটি তুরাতে।

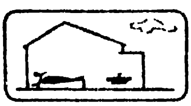
রেল : প্রধান স্টেশন গুয়াহাটি। এর উপর দিয়ে অনেক ট্রেন আসা-যাওয়া করছে। 5628 আপ 5627 ডাউন গুয়াহাটি ত্রিবান্দ্রাম এক্স (ত্রিবান্দ্রম ছাড়ে রবিবার, 12.45, গুয়াহাটি ছিনদিন পৌঁছায় 10.45)। সাপ্তাহিক কামাখ্যা গুয়াহাটি এক্স, দ্বিসাপ্তাহিক ব্যাঙ্গালোর গুয়াহাটি এক্স সাপ্তাহিক রাজধানী এক্স অবধ অসম এক্স, ব্রহ্মপুত্র মেল, নর্থ ইস্ট এক্স, 5959/5960 কামরূপ এক্স, ত্রিসাপ্তাহিক সরাইঘাট এক্স (বু বৃ র) ছাড়া গুয়াহাটি তিনসুকিয়া এক্স গুয়াহাটি ডিমাপুর এক্স, তেজপুর এক্স, গুয়াহাটি কাটিহার এক্স, বারাণসী এক্স প্রভৃতি ট্রেন। গুয়াহাটি নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলওয়েতে অবস্থিত এবং কলকাতা থেকে (ভায়া শিলিগুড়ি) 991 কিমি ও দিল্লি থেকে ভায়া ফরাক্কা 2050 কিমি, ভায়া বারৌনি 1926 কিমি।

সড়ক : শিলং সড়কপথে নানাস্থানের সঙ্গে যুক্ত। গুয়াহাটি 103 কিমি, দার্জিলিং 658 কিমি, ইম্ফল 614 কিমি, কাজিরাঙ্গা 294 কিমি, কোহিমা 459 কিমি, এবং কলকাতা 1,184 কিমি (ভায়া শিলিগুড়ি, মালদা, বহরমপুর)। বাস : মেঘালয় রাজ্য পরিবহন শিলং থেকে বাস চালাচ্ছে গুয়াহাটি-উদ্দেশে 6.00-17.00 মধ্যে প্রতি ঘণ্টায়। সময় লাগে 4 ঘণ্টা। আবার অসম রাজ্য পরিবহনের বাস গুয়াহাটি থেকে (জি. এস. রুটের) শিলং আসছে 6.00-13.00 টার মধ্যে প্রতি ঘণ্টায়। এছাড়া বিকেল 3টেয় একটি বাস ও 5.30 এ নাইটসুপার শিলং-এর উদ্দেশে যাত্রা করছে। বাস যাচ্ছে তুরা 7.00 ও


মেঘালয়
সিলেটের দিকে

17.00; করিমগঞ্জ 18.00; আইজল 16.00। অসম রাজ্য পরিবহনের বাসও এখানে আসছে। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি পরিবহন সংস্থা যেমন, Blue Hills Travels, Asam Valley Travels, DD Travels, Network Travels গুয়াহাটি, তুরা, ডিমাপুর, ধরমপুর, ইম্ফল, আইজল প্রভৃতি শহরের মধ্যে বাস চালাচ্ছে।

মেঘালয় ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (MTDC) গুয়াহাটি বিমানবন্দর-শিলং, গুয়াহাটি রেল স্টেশন-শিলং কোচ চালাচ্ছে। ট্যাক্সি ভাড়া বিমানবন্দর থেকে শিলং ৮৫০৲। তাছাড়া আপনি যেখানে যেতে চান সেখানেই যাবে ট্যাক্সি ঘণ্টাপ্রতি ভাড়া হিসেবে।



কোথায় থাকবেন : চেরাপুঞ্জিতে প্রাইভেট হোটেল, জোয়াইতে IB ও ট্যুরিস্ট লজ; তুরা-তে ডাকবাংলো ইত্যাদি থাকলেও হোটেলের ব্যবস্থা শিলংয়েই সর্বাধিক। সেখানের কথাই বলি। পোলো হিলস্-এ নিউ তুরা পোলো রোডে MTDC-র Hotel Orchid (Ph: 2224933) SAB ৫০০৲ DAB ৯০০৲ ডর্মি ১০০৲, উমিয়ম লেকে এদেরই Orchid Lake Resort (Ph: 257050/2570296) DAB ৬০০৲ DB Dlx ৭৫০৲ S ৩৭৫-৪৭৫৲ D ৫০০-৫৯০৲ (রিজা. Manager, Orchid Hotel, MTDC, Shillong–793001)। MTDC পরিচালিত Hotel Pinewood Hotel (Ph 2223116) DAB ১১০০৲ DB Ex. ১৩০০৲ V. Suit ১৭০০৲ Ex Dlx ২২০০৲, পোলো গ্রাউন্ডস্-এ Hotel Polo Towers (Ph: 2222341) S ৫৫০-৭৫০৲ D ৭২৫-৯৫০৲ সুইট ১,২৫০-১,৮০০৲; এছাড়াও নানান হোটেল রয়েছে। অন্যান্য প্রাইভেট হোটেল · শিলং ক্লাব— জি এস রোড (Ph 2225497) SAB ৩০০৲, DAB ৪২৫৲, স্যুইট ৫৭৫৲। শ্রী গুরুসভা মার্কেট Hotel Embassy (Ph 2223164) DAB ১৭৫-২৯০, SAB ১২৫-১৭৫৲ এবং DAB ১৬৫-২৭৫৲। মধ্যে যে সব হোটেল পাবেন সেগুলি হল পুলিশ বাজারে ব্রডওয়ে হোটেল, মনসুন হোটেল, দিল্লি হোটেল, মনোরমা হোটেল, ইন্ডিয়ান হোটেল, অশোক হোটেল, রাজহংস হোটেল, নিও হোটেল, গডউইন হোটেল (24 Rooms), Quinton Road-এ নটরাজ হোটেল (Ph. 2222137), আনন্দ হোটেল (Ph. 223466), গার্ডেন হোটেল (Ph: 2226775), পীক হোটেল, হোটেল লিজা-মার্লকি পয়েন্ট। এছাড়া আছে রাজস্থান হোটেল, অনুরাধা হোটেল, সোসাইটি, সানি, শান্তিনিকেতন, গেস্ট, পার্ক, প্রকাশ প্রভৃতি। কলকাতা থেকে যাঁরা যাবেন তাঁরা মেঘালয়ের ট্যুরিস্ট অফিসে (Meghalaya Tourism, Great Eastern Hotel, Room No. 134 Kolkata 700001; Ph: 22482331, Ext. 2224। মেঘালয় পর্যটন দপ্তরের অনুমোদিত সংস্থা : খরলো কো-অপারেটিভ ইকো-ট্যুরিজম সোসাইটি, 6 ম্যাডান স্ট্রিট, কলকাতা 700072; Ph 22219633।) যোগাযোগ করুন। Youth Hostel আছে সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের উলটোদিকে। ঠিকানা: Vivekananda Main, Shillong 793001, Meghalaya; Ph 2222246/2224382; 42 শয্যার মাথাপিছু ২০৲।

শিলং

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত শিলং আসতে কার না মন চায়। অতএব গুয়াহাটি থেকে মোটর, বাস, ট্যাক্সি, যাতেই হোক চলে আসুন 63 মাইল (100 কিমি) পার হয়ে ধীরে ধীরে উঠে আসা 1,500 মিটার উঁচুতে শিলং শহরে, অসমকে পিছনে ফেলে নদী পার হয়ে অজস্র পাইনের গন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে ওয়ার্নামা মাঠ পেরিয়ে পাগুলে স্মৃতিসৌধগুলোকে (ক্রোমালেচ, ডলমেন, মেনহির) শ্রদ্ধা জানিয়ে ফুলের অজস্রতায় ধন্য হয়ে বহুকালাবধি এই গ্রীষ্মবাসে। আসতে আসতে আরো দেখুন সরকারি উদ্যোগে লাগানো সাইট্রাস ফল আর সিঙ্কোনার খেত। দেখুন আত্মনির্ভর খাসি কন্যাদের নির্ভয় চলাফেরা। মনে রাখবেন এই জাতি এখনো মাতৃতান্ত্রিক— মায়ের সম্পত্তি মেয়েরাই পায়।

শিলং পিকের উপরে যে দেবতার অধিষ্ঠান বলে স্থানীয় মানুষেরা মনে করেন সেই শাইলং (Shyllong) দেবতার নাম থেকেই এ জায়গার নাম শিলং। এই শিলং পিককে দেখে বিদেশীদের মনে পড়ে গেছিল স্কটল্যান্ডের ফোর্ট এডিনবরার কথা। তাই তাঁরা শিলং-এর নাম দিয়েছিলেন 'প্রাচ্যের স্কটল্যান্ড'। ব্রিটিশরা দীর্ঘকাল এই শহরকে গ্রীষ্মাবাস করেছিলেন। অসমের চা বাগানের স্কট সাহেবরা এখানে আসতেন ছুটি কাটাতে আর ওয়েলসের মিশনারিরা এখানে এসে স্থানীয় ভাষা শিখে এমনভাবে মিশে গেলেন যে, এখানের অধিবাসীরা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। শিলং-এর অনেক কিছু হয়ত হারিয়ে গেছে— গল্ফ আর পোলো হয়ত বিদায়োন্মুখ, কিন্তু এখানের আবহাওয়া— শীতে না-বরফ-জমা ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মে না-পোড়ানো উত্তাপ আর প্রাকৃতিক সুষমা পর্যটকদের হাতছানি দেবেই দেবে।

এখানে কী দেখবেন : চলুন বড়বাজার। সপ্তাহে তিনদিন হাট বসছে। এখানে অবশ্য 8 দিনে সপ্তাহ। বাজারের নামেই বারের নাম। তবে বড়বাজার হল সবার বাজার, সবদিনের সেরা বাজার। দুনিয়ার হরেক জিনিসের বিকিকিনি হয় এখানে। খাসি মেয়েরাই প্রধান বিক্রেতা। বেতের তেকোণা ঝুড়িতে তাঁরা কত জিনিসই না পশরায় সাজিয়েছেন। জিনিস কিনেছেন? চলুন এবার যাই **শিলং পিক**-এ। যদি আবহাওয়া ভাল থাকে তো স্পষ্ট দেখতে পাবেন হিমালয়ের সুউচ্চ চূড়াগুলি। শিলং শহরকেও ছবির মত দেখবেন। তবে এখন এটি বিমানবাহিনীর আওতায় বলে নামধাম লিখিয়ে নেবেন। এটি শহর থেকে 464 মি উঁচু।

চলুন এবার হ্রদে যাই— **ওয়ার্ড লেক**-এ। পুলিশবাজার ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে মাত্র দু-মিনিটের পথ। এর মাঝখানের দ্বীপটিতে চলে আসুন কাঠের ব্রীজটির উপর দিয়ে। রাজভবনের কাছে অশ্বখুরাকৃতি এই হ্রদে একটু নৌকা চড়ে বেড়ানোটাও মন্দ নয়। পিকনিক করতে চান?— তোফা জায়গা। আর অসমের পার্বত্য প্রদেশের ফুল আর গাছের পরিচয় পেতে হলে হ্রদের গা-লাগাও বোটানিক্যাল উদ্যানটিও দেখে আসুন।

জলপ্রপাত আর ঝরনা ভাল লাগে বুঝি?- শিলং শহরের কাছে-পিঠে এরা অগুনতি। চলুন 5 কিমি দূরের **বিশপ ও বীডন ফলস্**-এ একটু বনজঙ্গল পার হয়ে। কুয়াশার পর যখন বৃষ্টি নামে-- সে এক অপূর্ব দৃশ্য। 2 কিমি হেঁটে **ক্রিনোলাইন ফলস্**-এ গাছে ঘেরা ঠিক প্রপাতের পায়ের নীচের সুইমিংপুল -খরচে যে সাঁতার জানে না সেও ঝাঁপিয়ে পড়তে লোভী হবে এমনি তার রুপোলি জল আর তাতে ভাসা ওয়াটার লিলির মনোহারিত্ব। অবশ্য নির্ধারিত ফি দিয়ে সদস্য হতে হবে আর ডাক্তারি সার্টিফিকেটে আপনাকে উপযুক্ত ঘোষণা করলে তবেই শিলং সুইমিং ক্লাব সাঁতার কাটতে দেবে। শুক্রবারটি একেবারে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত(6.00-8.00 পর্যন্ত), অন্যবারে 6.00 থেকে 14.00 খোলা। যাঁরা সাঁতার, স্কেটিং-এ কোচিং নিতে চান তাঁরা ১০ বিনিময়ে শনি, রবি ও ছুটির দিনে আসুন। 6 কিমি দূরে আছে গানার ফলস্। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নামের **স্প্রেড ঈগল ফলস্** একই দূরত্বে। 5 কিমি দূরে রয়েছে সুইট ফলস্। সতী ফলস্ তো রেস কোর্সের পাশেই। তবে এলিফ্যান্ট ফলস্-এ যেতে হলে চেরাপুঞ্জি যাবার পথে 12 কিমি এগোতে হবে। ফার্নে ঢাকা পাথুরে স্থানে হঠাৎ একটা পাহাড়ি ঝরনা এসে দুধাপে পড়েছে। কাঠের সিঁড়ি আর সেতু বেয়ে প্রপাতটি পার হলে সমস্ত বনভূমির এক অপার সৌন্দর্য দেখতে পাবেন।

এই শহরের একটা বড় আকর্ষণ **লেডি হায়দরী পার্ক** এবং মিনি চিড়িয়াখানা। পার্কটি জাপানি ঢঙে সাজানো এবং চিড়িয়াখানাটি পাইন গাছে ঘেরা। পার্ক খোলা মার্চ সেপ্টেম্বরে 5.00-18.00 ও অন্য সময়ে 6.30-17.00। **মেঘালয় স্টেট মিউজিয়ামটি** স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি বিল্ডিংএ অবস্থিত। এখানে যেন পুরনো সংস্কৃতিকে খুঁজে পাবেন এর পুরনো মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, তাঁত, হস্তশিল্প, অলঙ্কারপত্র আর পোশাক-আশাকের মধ্যে। এর একটা বিভাগে রয়েছে পাখি আর প্রজাপতির মূল্যবান সংগ্রহ। খোলা থাকে— 10.00-17.00 (রবি ও ছুটির দিন বাদে)। অবশ্য এখানে একটি পৃথক **প্রজাপতি যাদুঘরও** আছে Wankhar & Co -এর পরিচালনায়। 18 গর্তের **শিলং গলফ্ কোর্স** শিলং-এর গর্ব। পাইনে ঘেরা ব্রিটিশ ম্যানরের সাদৃশ্যে নির্মিত ক্লাব গৃহটি কোর্সের দর্শনীয় গৃহ। এটি এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম গলফ্ গ্রাউন্ড। এখন অবশ্য সায়ং পথিকের পাদচারণা ও স্কুল-ফেরা ছেলেদের ফুটবলের মাঠে পরিণত। পাশেই রেসকোর্স-কাম-পোলো গ্রাউন্ড। শহরের আর একটি পুরনো গৌরব **আর্চারি স্টেক্** (তীর খেলার মাঠ)। শহরের আর্চারি অ্যাসোসিয়েশনের তীরন্দাজরা এখানে এসে গোলাকৃতি এক চাঁদমারিতে (বাঁশের তৈরি) 4 মিনিটে 1,500 তীর ছুঁড়ছেন— এক লোমহর্ষক দৃশ্য। এই নিয়ে বাজি খেলা হয়। এবং নগদ টাকাও দেওয়া হয়-- তা যতই সামান্য হোক না কেন।

চেরাপুঞ্জি

শিলং থেকে 56 কিমি দূরে। পৃথিবীর সর্বাধিক বারিপাত এখানেই হয়। সাধারণত গড়ে 4,455 ফুট (1,380 মিটার) উঁচু এই স্থানে বছরে 500 ইঞ্চি (1,250 সেমি) বারিপাত হয়। তবে রেকর্ড বৃষ্টিপাত হয় 1861-তে--- 905 ইঞ্চি (2,260 সেমি), তার মধ্যে শুধু জুলাই মাসেই হয়েছিল 366 ইঞ্চি (915 সেমি))। বর্তমানে খাসি পাহাড়ের দক্ষিণে মওসিনরাম-ই সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের অঞ্চল। বিশ্বরেকর্ড বছরে 2.300 সেমি বৃষ্টিপাত। এত বৃষ্টি হয়, অথচ গ্রীষ্মকালে খাবার জলের জন্য খাসিদের দূরে যেতে হয়।

এখানেই এ অঞ্চলের প্রথম ব্রিটিশ আউটপোস্টটি স্থাপিত হয়েছিল। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সবচেয়ে পুরনো প্রেসবিটারিয়ান চার্চ আছে এই খাসি গ্রামটিতে। এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের বড় প্রতিষ্ঠান আছে। চারপাশে

কমলালেবু বাগানে বিক্রি হয় কমলার মধু। শিলং-এ স্থানান্তরিত হবার আগে এখনেই ছিল মেঘালয় রাজ্যের সদর-দফতর। এর কাছাকাছিই রয়েছে মোসামাই ফলস্, নোহ্কালিকাই ফলস্ (পৃথিবীর চতুর্থ উচ্চতম)। মোসামাই নায়েগ্রার চেয়ে 6 গুণ উঁচু হলেও বর্ষা ছাড়া এর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না। শিলং থেকে বাসে বা মোটরে চেরাপুঞ্জি আসা যায়। প্রাইভেটে হোটেল ছাড়া রাত্রিবাসের জন্য ডাকবাংলো ও রামকৃষ্ণ মিশন এবং আমেরিকান মিশনের আশ্রম পেতে পারেন।

যেতে পারেন 96 কিমি দূরের রুপোলি নদীর পারে চড়ুইভাতি করতে ডাওকিতে। একদিকে বাংলাদেশ ও অন্যদিকের খাসি পাহাড়ের সৌন্দর্যে কিছুক্ষণ হারিয়ে যেতে পারেন। 16 কিমি দূরের উমিয়ম লেকে এখন নানা খেলাধুলার ব্যবস্থা হয়েছে— সাঁতার, স্কীয়িং বা যন্ত্রচালিত নৌকাদৌড়— ভারতে এ ধরনের প্রথম। গন্ধকের উষ্ণ প্রস্রবণ জাক্রেম শিলং থেকে কিমি 64 দূরে। বেশ স্বাস্থ্যপদ স্থান।

যদি এতই ঘুরলেন তবে নভেম্বরের সূচনায় একবার এসে নংক্রেম উৎসবটাই-বা বাদ দেবেন কেন? পাঁচদিনব্যাপী এটিই খাসিদের প্রধান উৎসব। ভাল শস্য এবং সমৃদ্ধির জন্য এই উৎসব তাঁরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। এই কদিনে খাইরিম রাজ্যের প্রধান সিয়েম, প্রধান পুরোহিতানী এবং মাইন্ত্রীরা এসে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেন। যুবক-যুবতীরা মূল্যবান রেশমি পোশাক ও নানা সোনা-রুপো-প্রবালের অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে নৃত্য করেন। শেষ দিনে বহু ছাগবলি হয়। 24 কিমি দূরের মফ্লং-এ গিয়ে ছুটি কাটানো বা চড়ুইভাতি করা মন্দ অভিজ্ঞতা হবে না।

জয়ন্তীয়া পাহাড়

সত্যি কথা বলতে জয়ন্তীয়া পাহাড়ের (রাজ্যের পূর্বদিকে এবং জয়ন্তীয়া জাতির নামেই নামকরণ। এঁরা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর আদিবাসী) একটা বড় আকর্ষণই হল থাড়লাস্কিয়েন হ্রদ। শিলং থেকে 56 কিমি দূরের এই হ্রদটি। প্রবাদে বলে, জয়ন্তীয়া রাজা সাজারনাংলী তাঁর শত্রুর জন্য খুঁড়েছিলেন তীর দিয়ে। বেড়ানো, নৌকো বাওয়া আর পিকনিক করার আদর্শ জায়গা। এখানে MTDC-র ট্যুরিস্ট লজও আছে। শিলং-এর 65 কিমি দূরে হিন্দুধর্মের আগত স্থান নারটি আঙ্। এখানে যে মনোলিথ পিলারটি আছে, জয়ন্তীয়া কিংবদন্তিতে বলে সেটি নাকি মার ফালিংকির বেড়ানোর 'ছড়ি' ছিল। কোপিলি হাইডেল প্রজেক্টের নির্বাচিত স্থান ইয়েলে ফলস্-এ একটু ঘুরে আসতে পারেন। শীতকালে এলে দেখবেন কেমন করে একটা প্রপাত নেমে এসে আর একটা প্রপাতে পড়ছে— তারপর তাদের জল এই লেকে এসে জমা হচ্ছে।

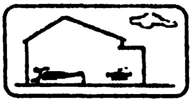
জয়ন্তীয়াদের আদিশহর জোয়াই আসুন, 64 কিমি শিলং থেকে। 1,380 মি. উঁচু এই ছোট্ট পাহাড়ি শহরের নৈসর্গিক দৃশ্য মনোহর। এখানের অধিবাসীদের বিশ্বাস তাঁরা সোজাসুজি মঙ্গোলিয়ানদের বংশধর। এখানে এসেছেন যদি তবে গরমপানিতে গিয়ে উষ্ণ প্রস্রবণটি দেখে আসতে ভুলবেন না। যাবেন সিনডাই গুহাতেও। জোয়াইয়ে থাকার জন্য ডেপুটি কমিশনারের তত্ত্বাবধানে IB আছে এবং শিলং-এর ডিরেক্টর অফ ট্যুরিজম-এর তত্ত্বাবধানে ট্যুরিস্ট লজ। ট্যুরিস্ট বাংলোতে রেস্টুরেন্ট আছে (থাড়লাস্কিয়েনের পাড়ে)— MTDC-র সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এখানে জুলাই মাসে সবে বোনা শস্যের ভাল উৎপাদনের জন্য যে দীর্ঘ গাছের গুঁড়িকে প্রার্থনা করা হয়, সেই বেহ্ডিয়েনখ্লাম উৎসবটি প্রধান। উৎসবে কাঠের বল নিয়ে ফুটবল খেলা দেখে বেশ মজা লাগবে।

এবার যাই গারো পাহাড়ের গারো জেলার দর্শনীয় স্থানগুলিতে। রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত এই জেলার অদিবাসীরা তিব্বতী-বর্মি শ্রেণীর বোড়ো জাতির অন্তর্ভুক্ত। আরবেলা আর তুরা রেঞ্জ গারো পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে গেছে। মাঝখানে রয়ে গেছে বালফাক্রম উপত্যকা। প্রধান শহর তুরা গুয়াহাটি থেকে 323 কিমি দূরে 657 মি উচ্চতায়। এর সর্বোচ্চ চূড়া নোক্রেক্ 1,457 মি উঁচু।

তুরা

গারো হিলস্-এর সদর দফতর। ছোট্ট এই শহরের রাস্তার ওঠা-নামা দিয়ে হাঁটা একটা ব্যায়াম-বিশেষ। শিলঙে যেমন খাসি তেমনি তুরায় বাস করেন গারোরা। এরা সংখ্যায় চার লক্ষের কাছাকাছি। এককালে এঁরা তিব্বতের তরুয়া প্রদেশ থেকে এসেছিলেন। তুরা সড়কপথে গুয়াহাটি এবং গোয়ালপাড়ার সঙ্গে যুক্ত। শিলং থেকে গুয়াহাটি হয়ে তুরায় যায় একটি বাস সকাল 7.00 ছেড়ে সন্ধে 7.00। আর একটি বাস শিলং ছাড়ে 17.00 তুরার উদ্দেশে। জারামরং ট্রাভেলস্-এর বাসও যাচ্ছে

রাত্রে ওই একই রুট। গুয়াহাটি থেকে MTDC-র বাস যাচ্ছে 220 কিমি পথ অতিক্রম করে তুরায় সকাল 6.00 ছেড়ে। নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে ফেরি নৌকোয় ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে সড়কপথে কলকাতা-আগত যাত্রী দ্রুত তুরায় পৌঁছে যান বাসে গোয়ালপাড়া হয়ে। শিলং থেকে আসার জন্য ট্যাক্সিও পাবেন।



কোথায় থাকবেন : তুরা সার্কিট হাউস বা ডাকবাংলোয় থাকতে হলে তুরার ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আর MTDC-র মাধ্যমে রিজার্ভ করুন ট্যুরিস্ট বাংলোটি। আর আছে MTDC-র অর্কিড ট্যুরিস্ট লজ S ২৫০, D ৩৫০, ডর্মি ৬০। এখানেই হয়েছে 60 বেডের যাত্রীনিবাস। ১০০-১৭৫ মধ্যে গারো পাহাড়ে সাধারণ মানের হোটেল আছে প্যারেড গ্রাউন্ডের আশে-পাশে— রাজকমল, মিঙ্কু আর ওয়েস্টার্ন। 50 শয্যার Youth Hostel আছে। ঠিকানা : Stadium Area, P.O. Chandmari (Lower), West Garo Hills, Tura 794002, Meghalaya, Ph: 232126, শয্যাপ্রতি ২০।

তুরা পিক (1,400 মি)-এ ওঠা মানে প্রায় 5 কিমি ট্রেক করা, হাইকিং করা বা ক্লাইম্বিং-এর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। এরা ছাড়া সিজু গুহায় বিখ্যাত চুনাপাথরের গুহা দেখে আসুন নাফক-হ্রদ সিংসাম হ্রদের সন্নিকটে। গুহাটি কাপ্রি দ্বীপের ব্লু গ্রোট্টো গুহার যেন অবিকল। পাশের ঝরনাটিতে মাছ ধরার জন্য অনেকে যান। এছাড়া বাল ফাক্রম-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে পারেন। গারোদের বিশ্বাস স্বর্গে যাবার আগে আত্মা এই গ্রামে বিশ্রাম নিয়ে তবে যায়। বাঘমারা বেড়িয়ে আসতে পারেন এই ফাঁকে। তুরা থেকে এখানে ও সিজুতে বাস চলছে। জিপ নিয়ে বেড়ানোটা অবশ্য একটু বেশি রোমান্টিক। আর শরৎকালে শস্যকাটার সময় গারোদের ওয়াংগালা উৎসবে (নভেম্বর-ডিসেম্বরের মাঝে) যদি হাজির থাকেন যে কোনো গারো গ্রামে, তবে চার দিন-রাত্রিব্যাপী আনন্দ উৎসব আর একশ ঢাকের বাজনা ও নাচে আপনি যে হারিয়ে যাবেন, এ কথা অবধারিত।

বিদেশী পর্যটকরা জেনে রাখুন

অসম, ত্রিপুরা, সিকিম (গ্যাংটক ছাড়া)-এর মত মেঘালয় প্রবেশের জন্য কিছু বাধা-নিষেধ আছে। আপনারা কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক এবং শিলং যাবার আগে নীচের যে কোনো ঠিকানায় যোগাযোগ করে আগে নিষিদ্ধস্থানে ভ্রমণের পারমিট নিয়ে নিন :

(1) Foreigners' Division, Ministry of Home Affairs, Govt. of India—Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi 110003, (2) Foreigners' Registration Offices at Mumbai, Delhi, Chennai or Kolkata (Dy. Commissioner of Police, 237 Acharya J. C. Bose Road, Kolkata 700 020)।

কনডাকটেড ট্যুর

পর্যাপ্ত যাত্রী হলে মেঘালয় রাজ্য পর্যটন উন্নয়ন দপ্তর কয়েকটি ট্যুর পরিচালনা করে। ট্যুরগুলি পরিচালিত হয় এই ঠিকানা থেকে MTDC (Ph : 2226220), Police Bazar, opposite Bus Stand, Shillong বা Orchid Hotel (Ph: 2224933), Polo Hills, Shillong। 1. রবি ও বুধবার শিলং পাহাড় ভ্রমণ। শুরু সকাল 8.30-এ। ভাড়া ১১০। 2. শনি ও মঙ্গলবার চেরাপুঞ্জি ভ্রমণ। ভাড়া ১২৫। এছাড়া নার্‌টি আঙ্‌ ও থাড়লাস্কিয়েন হ্রদ ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা আছে। বাস ছাড়া ট্যাক্সি ভাড়া করেও শিলং শহর, চেরাপুঞ্জি ও অন্যান্য জায়গা ঘোরা যায়। যোগাযোগ : Transport Control Room, Orchid Hotel, Ph : 2222219।

রাজস্থান

ভারতের এই রাজ্যটি 23°3'-30°12' উত্তর এবং 69°30'-78°17' পূর্বে অবস্থিত। এর উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তান, পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে পাঞ্জাব, হরিয়ানা উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে গুজরাট। আয়তন 3,42,239 বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় 6 কোটি (5,64,73,122—2001)। রাজধানী জয়পুর। আরাবল্লী পর্বতমালা একে স্পষ্টত দুটি ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। জেলার সংখ্যা 32। জেলাগুলি হল : আজমীর, আলওয়ার, বংশওয়ারা, বাড়মের, ভরতপুর, ভিলওয়ারা, বিকানীর, বুঁদি, চিতোরগড়, চুরু, দুঙ্গারপুর, গঙ্গানগর, জয়পুর, জয়সলমীর, ঝালোর, ঝালাওয়ার, ঝুনঝুনু, যোধপুর, কোটা, নাগৌর, পালি, সোয়াই মাধোপুর, শিকর, সিরোহি, টঙ্ক, উদয়পুর, ঢোলপুর, বারান, দৌসা, রাজসমন্দ, হনুমানগড় ও কারোলি।

এখানের জলবায়ু চরম প্রকৃতির। শীত ও গ্রীষ্মের, দিন ও রাত্রির উষ্ণতার পার্থক্য খুব বেশি। গ্রীষ্মের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 45°C, সর্বনিম্ন 17°C, আর শীতে সর্বোচ্চ 32°C, সর্বনিম্ন 7°C । পশ্চিম অংশে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না।

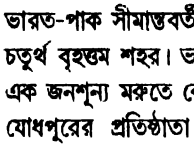
পূর্বের রাজপুতানা এখনকার রাজস্থান। রাজপুতদের শৌর্যবীর্য, সাহসিকতা-বীরত্ব, রাজপুতানার মরুভূমি-প্রাসাদ-দুর্গ—সব মিলিয়ে এই প্রদেশ সম্পর্কে আমাদের মনে একটা বিশেষ সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে রেখেছে। মীরাবাঈ-এর ভজন, রানা প্রতাপ সিংহের শপথ আজও আমাদের মধ্যে রাজস্থানের সংস্কৃতি ও দেশপ্রেমের সশ্রদ্ধ অভিজ্ঞান উচ্চারণ করে। আত্মমর্যাদার আর এক নাম রাজস্থান।

রাজস্থানের অধিকাংশ মানুষই গ্রামে বাস করেন, গ্রামের সংখ্যা প্রায় 33,000 । ভীল এবং মীনারাই এখানের সুপ্রাচীন জাতি। রামায়ণ ও মহাভারতের নায়কেরাই তাঁদের পূর্বপুরুষ বলে অধিবাসীদের বিশ্বাস। শিশোদিয়া, রাঠোর, কাছওয়া জাতি সূর্যবংশোদ্ভূত এবং ভাটি ও তানওয়ারা চন্দ্রবংশজাত বলে দাবি করে থাকেন। এঁদের নারী-পুরুষের বিশেষ পোশাক অন্য প্রদেশবাসী থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। সাধারণত পুরুষরা ধুতি, ঢিলে-হাতা দণ্ডিয়া আংরাখা, পটিয়া পাগড়িতে ভূষিত হলেও উৎসবের সময় পরেন গা-আঁটা চুড়িদার-পায়জামা, কুর্তা, আচকান। পাটিয়ার পরিবর্তে মাথায় শোভা পায় আঠার-গজী পাগা-পাগড়ি। মেয়েরা পরেন ঘাগরা (কখনো কখনো 40 গজ অর্থাৎ 12 মিটার কাপড় লাগে!), 'কাঁচুলি' আর আড়াইগজী ওড়না। আর গয়না তো আছেই।

রাজস্থান এখনো রাজকীয়। রাজকীয় তার নথিদ্বার-প্রিন্ট কাপড়, কোটা মসলিন, জয়পুরী কার্পেট, বিকানীর চপ্পল, কাটপুতলি পুতুল এবং উদয়পুরী হাতির দাঁতের কাজ, মীনাকারী সবকিছু নিয়ে। আঠারো দিন ধরে গাঙ্গুর উৎসব, শিবপার্বতী মিলনোৎসব তীজ, পুষ্করের মেলা উষর রাজস্থানের বুকে সৃষ্টি করেছে জীবনের ঝরনা। সংগীত, শিল্প, মন্দির, দুর্গ— সব কিছু নিয়ে এই প্রদেশ আপনাকে কাছে পেতে সদা প্রস্তুত। অক্টোবর থেকে মার্চে যাবেন ।

বিকানীর

রাজস্থানের একেবারে উত্তরে মরুভূমির অভ্যন্তরে ভারত-পাক সীমান্তবর্তী এই জেলা শহরটি এই রাজ্যের চতুর্থ বৃহত্তম শহর। ভাবতে খুব অবাক লাগে যে এমন এক জনশূন্য মরুতে কেমন করে জনবসতি গড়ে উঠল। যোধপুরের প্রতিষ্ঠাতা যোধা সিংহের ষষ্ঠ পুত্র বিকা (1483-1505) এই শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন বলে নাম হয় বিকানীর। অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদী নাকি এক সময়ে এই মরুরাজ্য দিয়ে বয়ে যেত। পাঁচটি অলংকৃত তোরণযুক্ত 7 কিমি দুর্গপ্রচীর দিয়ে ঘেরা এই শহর দাঁড়িয়ে আছে তার প্রাচীন গৌরব ঘোষণা করে। গ্রীষ্মকালে ধুলোর ঝড় ওঠে, প্রচণ্ড জলাভাব ঘটে। সেই সময়টি বাদ দিয়ে অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে এখানে বেড়াতে আসুন। 38.10 বর্গকিমি পরিমিত এই শহরের দুর্গের সগম্ভীর যেমন আপনাকে আকর্ষণ করবে তেমনি হিন্দু-মুসলমান বা জৈন ধর্মের মানুষরা এখানে সন্ধান পাবেন আত্মার শান্তির।



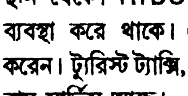
কেমন করেন আসবেন : বিমান: বিমান আসছে সপ্তাহে তিনদিন দিল্লি, জয়পুর, যোধপুর, জয়সলমীর হয়ে এখানে। বিমান দিল্লিতে 5.30 ছেড়ে জয়পুরে 6.35 ও বিকানীরে 7.35। সময় হামেশা বদলে যাচ্ছে, খোঁজখবর নিয়ে আসুন।

রাজস্থান পর্যটন দপ্তরের কেন্দ্রীয় অফিসের ঠিকানা : Rajasthan Tourism Development Corpora-

tion, Hotel Swagatam Campus (near Railway Station), Jaipur, Ph: 2203531/2586।

ট্রেন : পশ্চিম রেলপথের এই স্টেশন দিল্লির সঙ্গে বড় লাইনে ও ছোট লাইনে যোধপুরের সঙ্গে যুক্ত। হাওড়া থেকে সরাসরি আসছে 2307A হাওড়া-বিকানীর লিঙ্ক এক্সপ্রেস 23.00 হাওড়া ছেড়ে এখানে 11.15। জয়পুরে 21.00 ছেড়ে 517 কিমি পার হয়ে 4737 বিকানীর এক্স বিকানীর আসে 7.00, ট্রেনটি আবার বিকানীরে 20.30 ছেড়ে জয়পুরে পৌঁছায় 6.55। জয়পুর-বিকানীর ইন্টারসিটি এক্স জয়পুরে 15.00 ছেড়ে বিকানীর 21.50। দিল্লি সরাই রোহিলা 21.00 ছেড়ে বিকানীর মেল 463 কিমি পার হয়ে 8.20; 23.00 ছেড়ে বিকানীর লিঙ্ক এক্স 10.20। এই ট্রেন দুটি বিকানীর 19.45 ও 17.55 ছেড়ে দিল্লি সরাই রোহিলা পৌঁছয় যথাক্রমে 6.35 ও 5.40 মিনিটে। আর দিল্লি সরাই রোহিলা-বিকানীর এক্স 8.50 ছেড়ে বিকানীর পৌঁছয় 19.15; ফেরে 8.40 ছেড়ে 19.05।

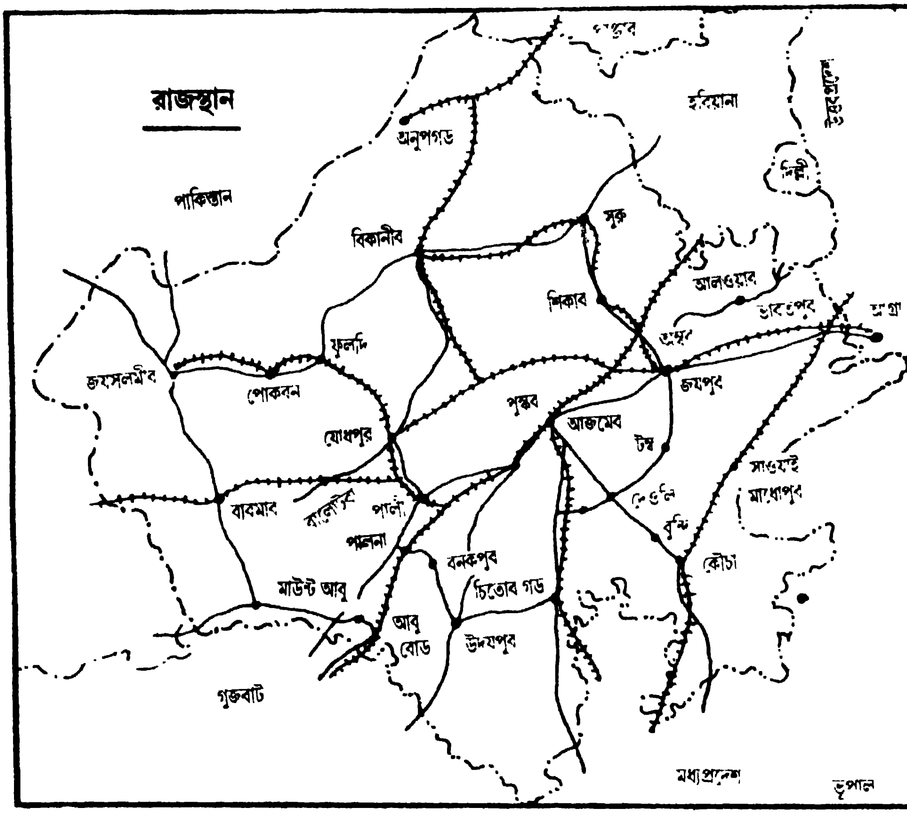
সড়কপথ : রাজ্যের সব প্রধান শহরই সড়কপথে বিকানীরের সঙ্গে যুক্ত। দূরত্ব কিমিতে— আজমীর 234 দিল্লি 494, জয়পুর 316, যোধপুর 245, জয়সলমীর 328। বাস আসছে আজমীর, দিল্লি, গজনের, নাগুর, জয়সলমীর, জয়পুর, যোধপুর, কোটা, সুজনগড় প্রভৃতি স্থান থেকে। RTDC উৎসবের সময় বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়া এরা কোচ-এর ব্যবস্থাও করেন। ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি, সাইকেল রিক্সা, টাঙা ছাড়া সিটি বাস সার্ভিস আছে।

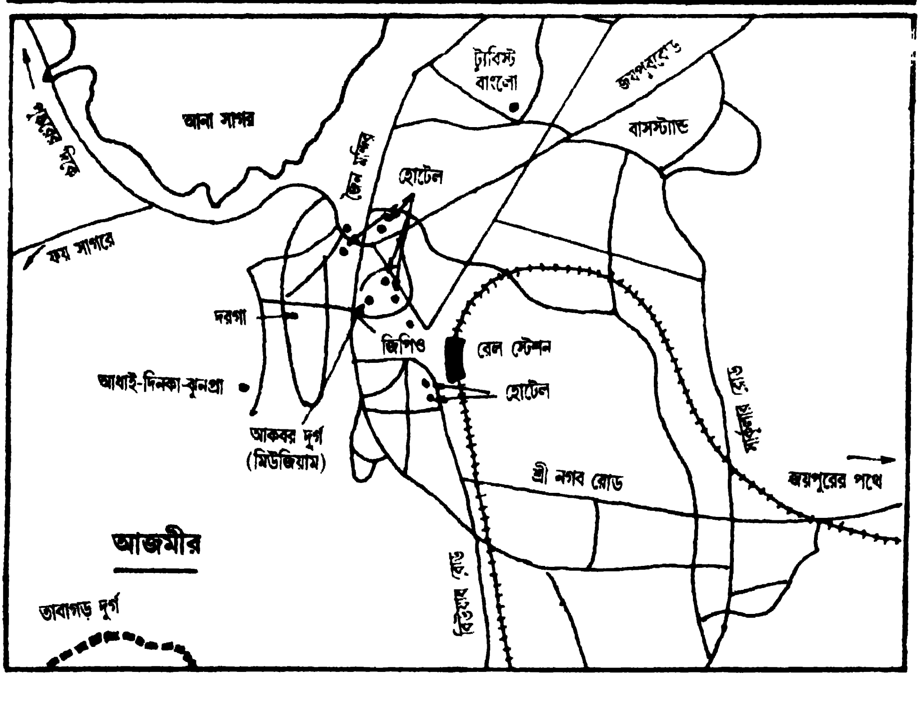


কোথায় উঠবেন : প্যালেস হোটেল আছে তিনটি— Lallgarh Palace Hotel (Ph: 2540201) R-34, SAC ৪,৬০০ DAC ৭,৪০০। এছাড়া গজনের-এ Gajner Palace Hotel এবং লালগড় প্যালেসেই রাজকীয় Karni Bhawan Palace Hotel (Ph : 2524701), খরচ ও স্বাচ্ছন্দ্য লালগড় প্যালেস হোটেলের মতোই। RTDC-এর হোটেলটি আছে পুনম সিং গেটে Dhola Maru Tourist Banglow (Ph: 2529621) R-16, DAB ৪৫০ SAC ৩০০-৪৫০ DAC ৫০০-৭০০ ডর্মি ৬০; এদেরই Yatrika SAB ২২৫ DAB ৩০০ ডর্মি ৬০। পি এম বি হসপিটাল রোডে Thar Hotel (Ph: 2543050), ৮৫০-১২৫০। অন্যান্য হোটেল— স্টেশন রোডে Anand Hotel ডর্মি ৬০ Indra Lodge; ১২৫-২০০; রেল স্টেশনের কাছে Deluxe Hotel (Ph: 2528127) ১২৫-৩০০; বাস স্যান্ডের আশেপাশে : Hotel Kalinga (Ph: 2209751) SAB ৪০০ DAB ৫০০; Hotel Sagar (Ph: 2520677) SAB ১০০০-১২০০ DAB ১২০০-১৫০০; Heritage Hotel (Ph: 2521188) DAB ২৫০০-৫০০০ (Tax 10%); Green Hotel (Ph: 528396) R-16 ৮৫-৩১০; স্টেশন রোডে Hotel Joshi (Ph: 2527700) SAB ৪০০-৬০০ DAB ৫০০-৯০০; Hotel Jaydev (Ph: 2544422) SAB ৩০০-৫০০ DAB ৪০০-৬০০; Hotel Sabuj (Ph: 2521920) SAB ৩৫০-৫৫০ DAB ৪০০-৭০০; ৭৫-২২৫; DB (রিজা : Ex. Engr. PWD, City Divn, Bikaner); বিকানীর-জয়পুর হাইওয়েতে CH ৬৫-১১০; স্টেশনে রেলওয়ে RR, Sri Shanti Niwas (Ph : 2542313) ৭৫-৪৭৫; Haryana Hotel (Ph : 2529107) ২১০-৪২৫ প্রভৃতি।

কী দেখবেন এখানে : জুনাগড় দুর্গ : বিকানীরে বহু জিনিসের মধ্যে প্রধান আকর্ষণ এই দুর্গ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে জুনাগড়। দুর্গ তৈরি করেছিলেন রাজা রায়সিংহ (1571-1611) প্রায় 6 বছর ধরে (1588-93)। এমন সুন্দর দুর্গ ভারতে খুব কম আছে। বেলেপাথরে তৈরি চারকোনা এই ঐতিহাসিক সুসংরক্ষিত দুর্গের চারপাশের সীমানা 986 মিটার। 37টি গম্বুজ, 9 মিটার (30 ফুট) চওড়া গভীর পরিখা অবাক হয়ে দেখতে হয়। এখনো এই দুর্গ দেখাশুনো করেন রাজাদের 23তম উত্তরপুরুষ করণি সিংহ। প্রবেশদ্বার দুটি। এর মধ্যে পশ্চিম দিকেরটিতে পর পর দুটো দরজা দুর্গকে আরো দুর্গম করে তুলছে। প্রধান তোরণটির নামই সুরজ পোল।

দুর্গের মধ্যে দেখতে পাবেন যোধপুরের রাজসিংহাসন, রাজছত্র, ঢাল, তলোয়ার, শঙ্খ, লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তি সব সাজানো আছে। দুর্গে মহলের পর মহল। প্রথমেই অভিষেক মহল— এখানেই রাজাদের অভিষেক হত। এখনো দেওয়ালের রঙ প্রায় প্রথম দিনের মতই উজ্জ্বল— সোনালি কারুকাজ দিনের আলোয় ঝলমল করে ওঠে। অস্ত্রাগারে দেখবেন বিশাল আর ভারী ঢাল, বিরাট তলোয়ার, ধারালো সড়কি, বল্লম, কুড়ুল, নানান সাইজের তরবারি, একটা মানুষকাটা দোমড়ানো তরবারিও—যেটা থামে লেগে দুমড়ে যায়। কাটা থামটাও দেখতে পাবেন। এবার দেখুন রঙচঙে দরবার মহল, যার নাম সূর্যনিবাস অথবা দেওয়ান-ই-খাস। চোখ ধাঁধিয়ে যাবে চারপাশের রঙিন ফ্রেস্‌কো, ছাতের রঙিন আলপনা,


রাজস্থান
পাকিস্তান
অনুপগড
হরিয়ানা
দিল্লী
বিকানীর
শিকার
আলওয়ার
আগ্রা
ফলৌদি
জয়সলমীর
পোকরন
যোধপুর
পুষ্কর
আজমের
জয়পুর
টঙ্ক
মাধোপুর
বাড়মের
পালী
কোটা
মাউন্ট আবু
চিতোর গড
আবু রোড
উদয়পুর
গুজরাট
মধ্যপ্রদেশ
ভূপাল


আনা সাগর
ট্যুরিস্ট বাংলো
বাসস্ট্যান্ড
হোটেল
দরগা
জিপিও
রেল স্টেশন
হোটেল
আকবর দুর্গ
(মিউজিয়াম)
শ্রী নগর রোড
জয়পুরের পথে
আজমীর
তারাগড় দুর্গ

থামের গায়ের রঙিন লতাপাতা, পায়ের নীচের কারুকার্যসমন্বিত কার্পেটের সৌন্দর্য দেখে। দরবার মহলে দেখবেন রাজাদের সব বিশাল বিশাল ছবি—গঙ্গা সিংহের গোঁফ দেখে তো ছোটরা ভিরমি খাবে। একে একে দেখুন চন্দ্রমহলের দেওয়ালের কারুকার্য, ফুলমহলে কাটা আরশির ঝিকিমিকি, গজমন্দিরের শিশমহলে আয়নার যাদু, ঝরোখা-ঘেরা রানী মহল, বাদল মহলের দেওয়ালে নীল আর সাদা মেঘের সমারোহ, লাল মহলের জানলা-দরজা-সোফা-পরদা-কার্পেটের লালের রক্তিমতা। দুর্গের ভিতরে 'হরমন্দির'। এখানেই রাজকীয় বিবাহ, জাতক সংস্কার সম্পাদিত হয়। দুর্গ দেখার সময় 10.00-16.30 প্রবেশমূল্য ৫্। ছাত্রদের ২্। ছবি তুললে ১০্। শুক্রবার বন্ধ।

গঙ্গা গোল্ডেন মিউজিয়াম : দুর্গ দেখে বাইরে এসে মডার্ন মার্কেটের পার্ক পেরিয়ে রাজস্থানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদুঘরটি দেখুন। হরপ্পা যুগেরও বেশি পুরনো সভ্যতার, গুপ্ত এবং কুষাণযুগের নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এখানে রাখা আছে। গুপ্তযুগের টেরাকোটা শিল্পের এমন সুন্দর সংগ্রহ অন্যত্র দুর্লভ। এ যুগের মৃৎপাত্র, চিত্রকলা, অস্ত্রশস্ত্র, মুদ্রা এমনকি স্থানীয় শিল্পকর্মের নানা নিদর্শন এখানে দেখতে পাবেন একটি পৃথক গ্যালারিতে। সাদা মার্বেল পাথরের সরস্বতীটি দেখে চোখ ফেরাতে পারবেন না। ইচ্ছা হবে— এমনটি যদি আমাদের থাকত। এটি শুক্রবার ছাড়া খোলা থাকে 10.00-16.30। কাছেই সুরসাগর হ্রদের জলসংরক্ষণ পদ্ধতি দেখে আসুন।

লালগড় প্যালেস : শহরের শেষ সীমায় লাল বেলেপাথরের তৈরি এই প্রাসাদের জালির কাজ দেখে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন। মহারাজ গঙ্গা সিংহ এটি তাঁর পিতা মহারাজ লাল সিংহের স্মৃতিতে নির্মাণ করেন। এর ভোজ-কক্ষে (ব্যাঙ্কোয়েট হল) মৃত বন্য জীবজন্তুদের খড়-ভরা (Taxidermy) প্রায় জীবন্ত সংগ্রহ আর প্রাচীন চিত্ররাজি দেখলে বড় বিস্ময় লাগে। কী যত্নেই না সংরক্ষিত। অনুপ সংস্কৃত গ্রন্থাগার নামে বিশাল লাইব্রেরি, শিকারের ছবি, কাঠের হাঁস (এই হাঁস জলে ভাসিয়ে দিয়ে জীবন্ত হাঁস ডেকে এনে শিকার করতেন গঙ্গা সিংহ) দেখার সঙ্গে দেখবেন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কত পেখম মেলা ময়ূর আর বোগেনভেলিয়ার সজ্জা। এটি খোলা থাকে বুধবার ছাড়া 10.00-17.00 দর্শনী ৫্। সম্প্রতি প্রাসাদের একটি অংশে হোটেল হয়েছে। এখানের সদুল যাদুঘরটিও দেখুন।

এবার যেতে পারেন 26 কিমি দূরে দেশনোকের করণী দেবীর মন্দির বা চুহা দেবীর মন্দির। অসংখ্য ইঁদুর ঘুরে বেড়ায় মন্দিরে— পা ঘষে চলতে হয়। যদি পায়ের আঘাতে ইঁদুর মরে যায় তবে সোনার ইঁদুর গড়িয়ে দিতে হবে। অতএব যাবেন কিনা ভেবে দেখুন। শহরের মধ্যে দেখতে পাবেন ভাণ্ডসাগর জৈন মন্দির। এই 16 শতকের মন্দিরটি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। সোমনাথ মন্দিরটিও দেখার মত।

1 কিমি দূরে গিয়ে রাজাদের শ্মশানভূমি ছত্রীতে পরিপূর্ণ দেবীকুণ্ডটি দেখে আসুন। এর মধ্যে রাও কল্যাণ মল ছত্রীর কারুকর্ম বড় সুন্দর। সুন্দর রাজা করণ সিংহ ও মহারাজা অনুপ সিংহের সুন্দরতম ও বৃহত্তম ছত্রী দুটিও। 10 কিমি দূরে গিয়ে এশিয়ার একমাত্র ক্যামেল ব্রিডিং ফার্মে উটে চড়ার আনন্দ এবং উটের দুধের স্বাদ নিয়ে আসুন।

32 কিমি দূরে জয়সলমীরের পথে বাসে গিয়ে হ্রদের পাড়ে গজনের প্রাসাদটি নিশ্চয়ই দেখুন। এখানে রাজারা গ্রীষ্মকালে থাকতেন। আজ হোটেলে পরিণত। এখানের আসবাব, ছবি, কার্পেট দেখুন আর অভয়ারণ্যে ফুল বাগিচার সঙ্গে নীলগাই, চিংকারা, আর নানান জাতের পাখি দেখুন, প্রাসাদের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন (Ph : 3263)।

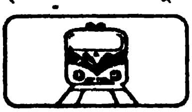
আর বিকানীরে এলে ভুজিয়া খেতে ভুলবেন না যেন।

জয়সলমীর

রাজস্থানে উত্তর-পশ্চিমাংশে বিশাল ভারতীয় মরুভূমির মধ্যে এ এক অনবদ্য দুর্গশহর। মন্দির, দুর্গ, প্রাসাদ, আর গৌরব কাহিনী নিয়ে জয়সলমীর আরব্য রজনীর স্বপ্ন নিয়ে আজও আকর্ষণ করে চলেছে পর্যটকদের কত দীর্ঘদিন ধরে। যোধপুর থেকে ট্রেনে চড়ে যখন এখানে আসবেন তখন দূর থেকেই দেখতে পাবেন কাঁচা সোনার রঙের হলুদ দুর্গটি— সত্যজিৎ রায়ের গল্পের বিখ্যাত সেই 'সোনার কেল্লা'। চারদিকে মরুভূমির মধ্যে এক নিরাসক্ত বিবাগী যেন প্রহরা দিচ্ছে প্রায় 500 বছর ধরে। হলুদ রঙের চুনাপাথরে তৈরি দুর্গ, তার চারপাশে হলুদ চুনা ও হলুদ বালির শোভাযাত্রা আপনাকেও উদাসী করে তুলবে হয়ত। 1158-তে ভাটি রাজপুত রাওয়াল জয়সাল এই শহরের পত্তন করেন। এঁরা নিজেদের মহাভারতের কেন্দ্রপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বংশজাত বলে দাবি করেন এবং তারই নিদর্শন বলে একটি সোনার ছাতা আজও পুরুষানুক্রমে রক্ষা করে

আসছেন। এখনো 12 থেকে 15 শতকের মধ্যে গড়ে ওঠা পুরনো বাড়িগুলো বেশ বহাল তবিয়তেই টিঁকে আছে আর·লোকজনও বাস করছেন সেখানে। চলুন 'মিউজিয়াম সিটি'-জয়সলমীরে গিয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখে জীবনের জন্য কিছু সঞ্চয় করে আসি।

কখন আসবেন : 51 বর্গকিমি পরিমাণ এই শহর 793 মিটার উঁচুতে অবস্থিত। সেজন্য এখানে গ্রীষ্ম যত প্রখর শীত তত প্রবল। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ তাপ 46°C এবং শীতে নেমে আসে একেবারে 1°C-এ। কাজেই প্রবল শীতটুকু বাদ দিয়ে অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে আসুন। আর বড় জলকষ্ট এখানে ভেবে যোধপুর থেকে পানীয় জল নিয়ে যদি আসতে পারেন, সব সে আচ্ছা। গ্রামের মেয়েরা দেখবেন 2 কিমি দূরের গদীসাগর হ্রদ থেকে গাগরি মাথায় করে জল নিয়ে আসছেন। অবশ্য খুব সম্প্রতি কাছেই মাটির নীচে প্রচুর জল পাওয়া গেছে। কৃষিকাজ হচ্ছে কিছু কিছু।



কেমন করে আসবেন : Alliance Air বিমান জয়সলমীরকে দিল্লি, জয়পুর এবং যোধপুরের সঙ্গে আকশপথে বেঁধে রেখেছে সপ্তাহে তিনদিন। ট্রেনে এলে যোধপুরে 23.30 ধরে 4810 যোধপুর-জয়সলমীর এক্সপ্রেস এখানে নামুন 5.45-এ। দূরত্ব 295 কিমি। এই ট্রেনটি আবার জয়সলমীর 23.00 ছেড়ে যোধপুরে আসে 4.45। আবার উত্তর রেলপথের পোখরান (112.6 কিমি) বা বাড়মের (157.7 কিমি) স্টেশনে নেমেও বাসে আসতে পারেন। আর সড়কপথে আজমীর 500 কিমি, বিকানীর 328 কিমি, দিল্লি 897 কিমি, জয়পুর 638 কিমি, যোধপুর 285 কিমি, উদয়পুর 663 কিমি দূরে।

ট্যুরের বাস : RTDC মুমলের ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে 10.00-19.00 মধ্যে, Jaisal Tours জওহর প্যালেস থেকে 10.00-19.00 এবং ট্যুরিস্ট গাইড সার্ভিস ডেসার্ট ইন থেকে একই সময়ে স্থানীয় দ্রষ্টব্যগুলি ৬০ বিনিময়ে দেখিয়ে আনে। ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি, রিক্সা ও টাঙা ছাড়া মাঝে মাঝে টেম্পো সার্ভিস পাবেন স্থানীয়ভাবে। উটের পিঠে চড়ে বা উটের গাড়িতে চড়ে শহর দর্শন একটা বাড়তি অভিজ্ঞতা এখানে।



কোথায় উঠবেন : খাদি পরিষদের কাছে Sir Narayan Niwas Palace (Ph: 252753) SAC ১৬৫০ DAC ২৫০০; এখানেই Hotel Sri Narayan Vilas, দাম ও মান আগেরটির মতোই। Hotel Neeraj (Ph : 252442) S ৪৬৫ D ৫৯০ থেকে; দুর্গের ভিতর (জৈন মন্দিরের পিছনে) Hotel Jaiswal Castle S ৫৭৫ D ৮৫০; গার্লস স্কুলের উলটোদিকে Hotel Haveli S ১২৫-২০০ D ২২৫-৩৭৫; আশানি রোডে Hotel Heaven S ২১০ D ৩২০; ভিতর জৈন মন্দিরের কাছে Srinath Palace S ৩০০ D ৫৯০; Tourist Hotel S ২৫৫ D ৪৫০; আশানি রোডে New Tourist Hotel S ২৫০ D ৩৫০; সি. ডি. এস. কলোনি এরিয়ায় Hotel Prakash (Ph: 251588) DAB ৫০০-৮০০; Hotel Suraj Palace (Ph: 255008) DAB ৬০০; Hotel Priya (Ph: 252755) SAB ২৫০-৪৫০ DAB ৪০০-৫০০। গান্ধি চকে Hotel Nachni Haveli (Ph: 251910) DAB ৯০০-১৫০০; Hotel Mangalam (Ph: 252160) DAB ৫০০-১০০০ TB ৭০০ SAB ২৫০। এবার S ১৫০-২৫০ ও D ২০০-৩৫০ মধ্যে হোটেলগুলির নাম বলি— গান্ধি চকে Hotel Swastika, নায়ক মহল্লায় Golden RH, গোপাটক বাজারে Hotel Fort View, এয়ার ফোর্স রোডের কাছে Goomar Palace Hotel ইত্যাদি। S ১২৫-২০০ এবং D ২২৫-৩০০ মধ্যের হোটেলগুলি হল : সদর বাজারে Ram GH, গোপচক বাজারে Galasey Hotel, দুর্গের ভিতরে Paradise Heritage Hotel (Ph: 252674) DAB ৩০০-১০০০ DCB ১৫০-২৫০; Suraj Guest House (Ph: 252558) DAB ৫০০-৭৫০; লক্ষ্মীনাথ মন্দিরের কাছে Hotel Luxmi Niwas, গান্ধি চকে Hotel Pleasure, Purohit RH, Hotel Sun Ray; হনুমান চোরাহার কাছে Hotel Prince; বি পি ট্যাঙ্কের কাছে Star Hotel, Castle View Hotel; ঢিব্বাপাড়ায়, Castle View Hotel; অরো সস্তার আবাসগুলির মধ্যে আছে ঢিব্বাপাড়ায় Desert Hotel, দুর্গের ভিতর জৈন মন্দিরের কাছে Deepak RH, আশানি রোডে Vinode RH; ধরমশালা রেল স্টেশনে Kashiram Vyas, হনুমান চকে Bhatia Begerhi ইত্যাদি। আর আরামপ্রদ RTDC Moomal Tourist Bangalow (Ph: 252392) SAB ৫০০ DAC ৯৯০ ডর্মি ৫০; এদেরই Hotel Samdhani (Ph: 252392)-তে Huts ৫০০ প্রতিটি। (এপ্রিল থেকে জুলাই অফ সিজনে ভাড়া কম)— কলকাতায় এদের রিজা : কমার্শিয়াল হাউস, 2 গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-13 (Ph: 2215 9740)।

এগুলি ছাড়া আছে Sumit Bhatia RH, ভাটিয়া



△ ১

▽ ২



১· কামাখ্যা মন্দির-গৌহাটি-অসম

২· পানিপথ-হরিয়ানা

৩· পিঞ্জোর গার্ডেন-হরিয়ানা

৪· কাজিরাঙ্গা অভয়ারণ্য-অসম

৫· আরব সাগর-মুম্বাই

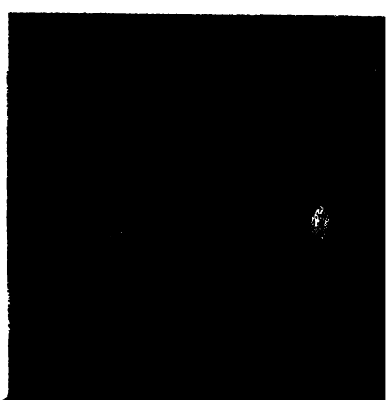


△ ৩

▽ ৪

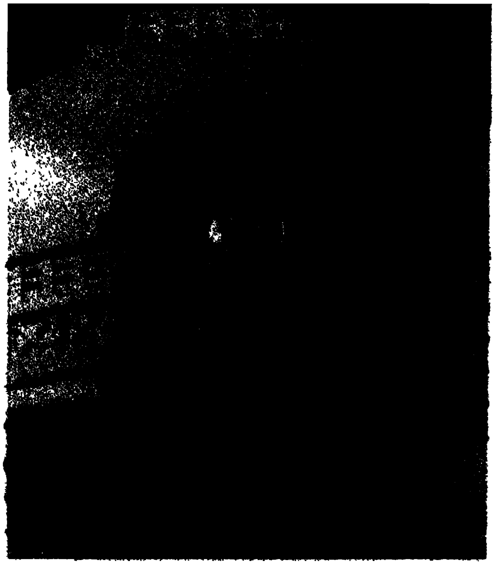


▽ ৫



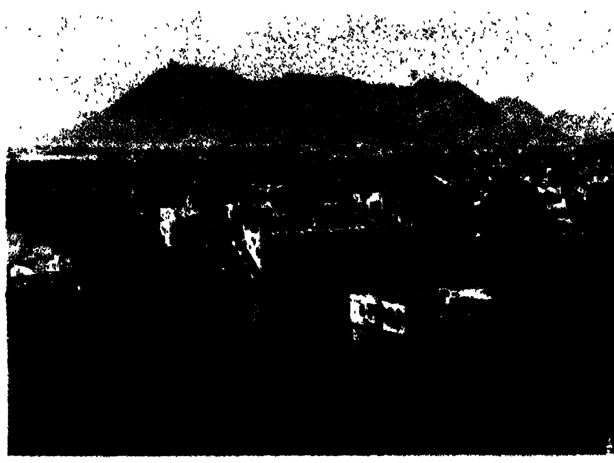


△ ১



△ ২

▽ ৩



১· ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির-ত্রিপুরা

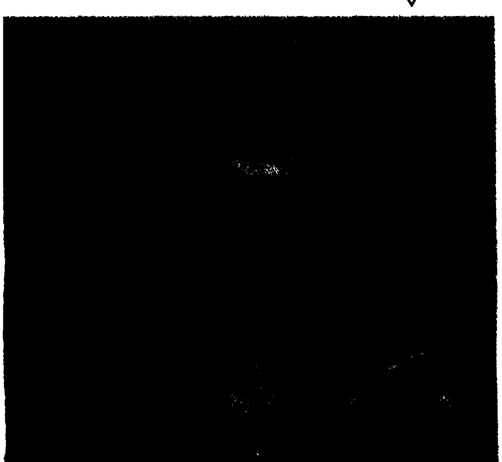
২· বিশ্বশান্তি স্তূপ-রাজগীর-বিহার

৩· জলমহল-উদয়পুর-রাজস্থান

৪· করবেট জাতীয় উদ্যান-উত্তর প্রদেশ

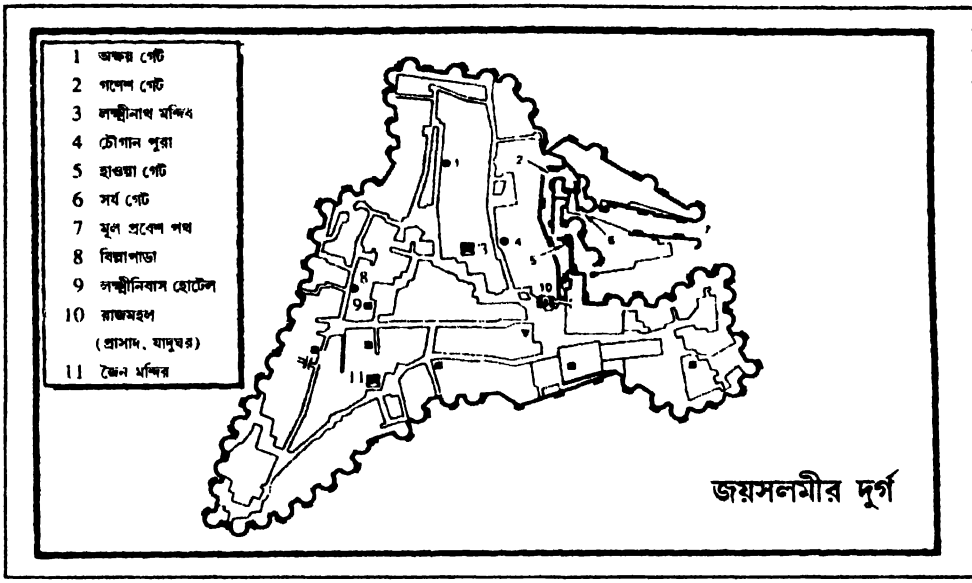
৫· অগুয়াদা বীচ-গোয়া

▽ ৪



▽ ৫





জয়সলমীর দুর্গ

স্ট্রিটে Rame GH, Hotel Rawal, Desert Inn, Hotel Green, Mahendra Huts, DB ইত্যাদিও।

কী দেখবেন এখানে : জয়সলমীরে গুপী গাইন বাঘা বাইন (গু-গা বা-বা)-এর ছবি তুলতে এসে দোকানের পাল্লা খুলে দোকানের পর দোকানে দোকানিরা ঘুমুচ্ছে দেখে সত্যজিৎ রায় এই শহরের নাম দিয়েছিলেন 'ঘুমের শহর'। কিন্তু এখানে আরো দেখার আছে।

দুর্গ : স্টেশন থেকে মাথা-পিছু তিন-চার টাকা ভাড়ায় স্টেশন ওয়াগনে চড়ে সামান্য এগোলেই দেখতে পাবেন 'সোনার কেল্লা'— সত্যজিৎ রায়ের দেওয়া এই নামেই জয়সলমীরের দুর্গটি এখন পরিচিত। কাঁচা হলুদ রঙ শুধু এই দুর্গেরই নয়, দুর্গের পাঁচিল, তোরণ, দরবার, প্রাসাদ এমনকি কেল্লার বাইরের আধুনিক শহর মায় স্যান্ড ডিউন— সবই এখানে হলুদ ছোঁয়ায় আশ্চর্য স্বর্ণময়। এখানকার পৌরসভার নির্দেশই আছে, নতুন বাড়ি হলে অন্তত তার বারান্দাতে যেন জয়সলমীরীয় জালির কাজ থাকেই। এ একটা হারমোনি, এক আশ্চর্য বর্ণসঙ্গতি। 76 মিটার উঁচু ত্রিকূট পাহাড়ের উপর দুর্গটি 1158-য় নির্মাণ করেছিলেন রাওয়াল জয়সাল। তিনধাপী এই পাহাড়ি দুর্গ পনের ফুট চওড়া পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। কোনো পরিখা নেই এই দুর্গের। পাহাড়ের উপর থেকে শহর ও চারপাশের দৃশ্য বড় মনোহর। দুর্গের মূল দরজা পার হয়ে সূরয পোল বা সূর্যতোরণ— দুর্গের দুর্ভেদ্যতা বিধানের জন্য পরে নির্মিত। এই তোরণ পেরিয়ে বিখ্যাত মহারাওয়াল প্রাসাদ— পাথরের পর পাথর সাজিয়ে সাততলা নির্মিত। ছাদেও মস্ত মস্ত পাথরের টুকরো পাতা। ছাদের সিলিং যে কত কারুকার্যময় হতে পারে— না দেখলে বিশ্বাস হয় না। প্রাসাদের বাইরে খোলা আকাশের নীচে মেঘ-দরবার— Hall of Clouds। পাথরের ঢালে গ্যালারির মত আসনের সারি। এর মধ্যে শ্বেতপাথরের আসনটি ছিল রাজার জন্য নির্দিষ্ট। হয়ত দেখবেন এখন কোনো বুনো ময়ূর এসে সেই সিংহাসনে রাজা হয়ে বসেছে।

মেঘ দরবার পার হয়ে বাঁদিকে এগিয়ে দেখতে পাবেন সূর্যমন্দির। হিন্দু ভট্টিরাজারা সূর্য আরাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন। আবার কেল্লার ভিতরেই দেখতে পাবেন জৈন মন্দির এবং মুসলমানদের তাজিয়া মিনার। প্রাসাদের বিপরীতে দেখতে পাবেন দুর্গনগরী, রাজপুরুষ ও সাধারণ প্রজাদের বাসগৃহ। এখন অবশ্য নতুন রাজবাড়ি তৈরি হয়েছে। বাসগৃহগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে। দুর্গপ্রাকারে দেখতে পাবেন অজস্র পাথরের গোলা। বিশাল ফুটবলের মত সেই গোলা যুদ্ধের সময় ফেলে দিয়ে শত্রু দমন করা হত। দেখবেন সতীপীঠে সতীদের হাতের চিহ্ন, সূর্য ও চন্দ্রের ছাপ। নিহত স্বামীদের সঙ্গে তাঁদের স্ত্রীরা এখানে সহমরণে গিয়ে সতী হতেন।

জৈনমন্দির ও জিনভদ্রসুরি জ্ঞান ভাণ্ডার : দুর্গনগরীর মধ্যেই দেখতে পাবেন একগুচ্ছ প্রাচীন জৈন মন্দির। এগুলি ঋষভদেওজি ও সম্ভবনাথজির উদ্দেশে

উৎসর্গীকৃত। 12 থেকে 15 শতকের মধ্যে নির্মিত এই মন্দিরের কারুকার্যগুলি বিস্ময়কর। কোথাও দেখবেন পরীর আশ্চর্য মূর্তি, কোথাও বৃক্ষলতা। এই জৈন মন্দিরেরই একটি সম্প্রসারিত অংশ এই জ্ঞানভাণ্ডার বা গ্রন্থাগারটি। এখানে সংরক্ষিত রয়েছে ভারতের প্রাচীনতম পুঁথিগুলির কয়েকটি। 1,126টি তালপাতার ও 2,257টি কাগজের পুঁথিগুলির কোনো কোনোটি 800 বছরের পুরনো। এর মধ্যে খুব যত্নের সঙ্গে রাখা হয়েছে 0.9 মিটার (প্রায় সাড়ে 33 ইঞ্চি) দীর্ঘতম পুঁথিটি, কালো কালিতে লেখা। এর পাটা দুটির রঙিন চিত্রকর্ম বিস্ময় জাগায়। জৈনধর্মের পুঁথি তো আছেই, এছাড়া ভারতীয় দর্শন, কাব্য, নাটক এবং অলঙ্কার শাস্ত্রেরও নানা পুঁথি আছে। এমনকি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের একটি 14 শতকের খণ্ডিত পুঁথিও আছে।

হাভেলিগুলি : দুর্গ থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান পথে পা রাখুন— পথ চলে গেছে পাকিস্তানের সীমানা অবধি। এটি পিচ দিয়ে তৈরি। অন্য পথগুলো পাথরে তৈরি। এমনি এক পথ ধরে যেতে যেতে পূর্বে, পশ্চিমে ও উত্তরে পাবেন কতগুলো হাভেলি। আগে দেখুন **সেলিম সিংহ-এর হাভেলি**। এটি তৈরি করেছিলেন সেলিম সিংহ— জয়সলমীরের এক প্রধানমন্ত্রী। এই প্রাসাদটির নীচের দিকটা সরু আর উপরের দিক ক্রমশ চওড়া। ওপরের তলাগুলো থেকে বাইরে ঝুঁকে পড়া বারান্দার জন্যেই প্রাসাদটা আশ্চর্য সুন্দর। আর সোনারঙের পাথরে এই প্রাসাদের নীল ছাদের ময়ূরাকার খিলান আপনার দৃষ্টিকে অনেকক্ষণের জন্যে কেড়ে রেখে দেবে। এবার দেখুন বাঁদিকে গিয়ে **নাথমলজিকা হাভেলি**। এটা অবশ্য 19 শতকের তৈরি। তৈরি করেছিলেন দুই স্থপতি ভাই। ডাইনে-বাঁয়ের দুই ভিন্নধর্মী নকশার মধ্যে এক আশ্চর্য শিল্প-সংগতি, সুরের সিম্ফনি—দেওয়ালের গায়ে চিত্রশিল্পের এ এক আশ্চর্য যুগলবন্দী। এখনো পর্যন্ত হলুদ পাথর কুঁদে তৈরি দাঁতাল হাতির মূর্তির প্রহরা আপনাকে থমকে দেবে কিছুক্ষণের জন্যে। ডাইনে ঘুরে এবার চলুন **পাটোয়ান-কি-হাভেলিতে**। প্রাসাদের বিশাল আকার, রীতির গাম্ভীর্য, ছাদ পর্যন্ত টানা স্তম্ভের শিল্পকর্ম আপনাকে স্তম্ভিত করে দেবে। কতবার যে আপনার ক্যামেরা ক্লিক করবে—তার হিসেব নিজেই রাখতে পারবেন না। প্রত্নবিভাগ এগুলিকে সংরক্ষণ করার নানা চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

শহরের দুটি জলাধার **গড়সিসর** এবং **মূল সাগরও** দেখুন। একটি খিলান পথ কেমন করে গড়সিসর-এ দুটি মন্দিরকে যুক্ত রেখেছে দেখে বেশ মজা লাগবে। এটি প্রাচীনকালে পানীয় জলের মূল উৎস ছিল। মূল সাগর শহরের সীমানার দিকে অবস্থিত। মরুভূমির মধ্যে এ এক আশ্চর্য প্রাণের উৎস। তাই অনেকেই এখানে পিকনিক করতে আসেন। একদা এটি ছিল রাজার বিনোদন গৃহ।

আশেপাশে দেখুন

5 কিমি দূরে লোদুর্বার পথে পড়ে **অমরসাগর**। ফল বাগিচার মধ্যে (বিশেষ করে আমবাগানে) সাগরটি ছবির মত। কয়েকটি জৈন মন্দিরও এখানে আছে। 6 কিমি দূরে রয়েছে বড় বাগ— রাজাদের সমাধিক্ষেত্র। সবুজ গাছের সারি এবং ঝরনার বারি বুঝি এখানের শান্ত পরিবেশে শান্তি বিতরণ করে চলেছে। সমাধির গায়ে দেখবেন ঘোড়ায় চড়া রাজাদের মূর্তি— স্মৃতি ও গৌরবের গাথা-কাহিনী গেয়ে চলেছে। পিছন দিকে একটি সুন্দর লেক আছে।

আরো দূরে যাই এবার। 17 কিমি দূরে **লোদুর্বাতে** গিয়ে দেখে আসি রাওয়াল জয়সালের প্রাচীন রাজধানীটি। এই লোদুর্বা ছেড়েই তো রাজা ত্রিকূটে চলে এসেছিলেন। এখনো যে 'তোরণ' পেরিয়ে ভিতরে যাবেন, সেটি সেই স্বর্ণময় যুগেরই স্মারক। এখানে জৈনমন্দির আছে আর আছে আকর্ষণীয় 'কল্পতরু' গাছ। মনস্কামনা নাকি এখানে পূর্ণ হয়। এখানে গেলে হয়ত শুনতে পাবেন মুঘল মহেন্দ্রের প্রাচীন প্রণয় কাহিনীও।

17 কিমি দূরের **উড-ফসিল পার্কটিও** দেখে আসতে পারেন। অনেকেই এটি অবহেলা করেন। এখানে থর মরুভূমিতে পাওয়া 18 কোটি বছর আগের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। সবচেয়ে লক্ষ করার জিনিস যে এখানের জীবাশ্মগুলি সবই গাছের। 40 কিমি দূরে জয়সলমীরের দক্ষিণ-পশ্চিমে গিয়ে দেখে আসতে পারেন মরুর বুকে 300 বর্গমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা **ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্কটি**। নানা ধরনের জীবজন্তু আর পাখি দেখতে পাবেন এখানে।

35 কিমি দূরে (বাড়মের থেকে 26 কিমি) **কিরাডুতে** গিয়ে 11 শতকে নির্মিত গুচ্ছ মন্দিরের (পাঁচটি) ধ্বংসাবশেষ দেখাও একটা অভিজ্ঞতা। **বিষ্ণু মন্দিরটি** প্রাচীনতম হলেও **সোমেশ্বর মন্দিরটি** অনেকটা সুরক্ষিত। গুপ্তযুগের শিল্প-ভাস্কর্য এখানে যেন সমাহিত।

আর উটের পিঠে চড়ে যদি সত্যিকারের মরুভূমির স্বাদ পেতে চান তবে অবশ্য 42 কিমি দূরে সমসন্দ মূলে **স্যান্ড ডিউনস্‌**-এ যান। ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে যাবেন অবশ্যই— এ ছবি ধরে রাখতে না পারলে আক্ষেপ থেকে যাবে সারাজীবন ধরে। ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে উটের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ট্যাক্সি করেও যেতে পারেন— ভাড়া নেবে ৪০০-র কাছাকাছি। যত এগোবেন বালির

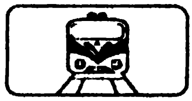
পাহাড়ের দিকে, ততই বাতাসের বেগ বাড়বে। ক্রমে তা বালির ঝড়ের আকার নেবে। গাড়ির পথ আটকাবে। পূর্তবিভাগের লোকেরা রাস্তার পাশে আছেন— দ্রুত সে বালি তাঁরা সাফ করে দেবেন। এবারে হেঁটে চলুন। ঝুরো বালিতে পায়ের পাতা যাবে ঢেকে। আশ্চর্য সেই দৃশ্য দেখবেন— প্রতি মুহূর্তে ঝড়ের বেগে বালিতে আঁকা হয়ে যাচ্ছে নিত্য নতুন পরমাশ্চর্য আলপনা। নির্মিত হচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ বালির ছোট ছোট পাহাড়। ধীরে ধীরে উঠুন উঁচু কোনো পাহাড়ের চুড়োয়। ঘড়ির কাঁটা যদি সন্ধে সাতটা ছুঁয়ে যায়— তবুও দেখবেন সূর্যের আলোয় দূরের বালি চিকচিক করছে। তারপরে দেখবেন আকাশে রঙ বদলের পালা— সিঁদুর হল আকাশ। তারপরে বেগুনি— এবার নেমে আসুন অন্ধকার সবকিছুকে গ্রাস করে নেবার আগে।

তবে চেষ্টা করবেন মাঘী-পূর্ণিমার উৎসবে আসতে। এমন 'মরুমেলা' উৎসব আর কোথাও দেখতে পাবেন না। নাচে-গানে রাজস্থানীরা পাগল হয়ে ওঠেন। পুরুষ-মহিলারা আসেন তাঁদের নিজস্ব রাজস্থানী পোশাকে। মেলায় দেখবেন সমবেত উটের নাচ—যা কখনো আপনি দেখেননি। দেখবেন উটের পিঠে চড়ে পোলো খেলার রোমাঞ্চ। 'ক্যামেল সাফারি'-তে অনেকেই এসময়ে দু-তিন দিন ধরে উটের পিঠে চড়ে বিকানীর পর্যন্ত ঘুরে আসেন। সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। জানিনা এবারে তা সঞ্চয় করার জন্য আপনি উন্মুখ কিনা!

এখান থেকে 135 কিমি বাসে চড়ে বাড়মের যেতে পারেন। যেতে পারেন যোধপুর থেকে ট্রেনে। এখানের আকর্ষণ ঐ উড-ফসিল পার্কটিই। আর সীমান্তে যদি যেতে চান মুনবা পর্যন্ত গিয়ে, তবে আগেভাগে BSF-এর অনুমতি সংগ্রহ করে নিন।

যোধপুর

রাজস্থানের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই নগরীটি ভারতীয় মরুভূমির ঠিক পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। জলবায়ু শুকনো ধরনের। গ্রীষ্ম ও শীতকালীন গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে 35°C ও 17°C। মহাভারতে এর উল্লেখ আছে জঙ্গলাদেশ হিসেবে। 13 শতক থেকে এর পরিচিতি হয় মারওয়াড় বা মরুদেশ হিসেবে— রাঠোর রাজপুতরা একে অমরত্ব দিয়ে গেছেন। তাঁরা নিজেদের রামচন্দ্রের বংশধর বলে দাবি করেন। রাঠোর প্রধান রাও যোধা 1459-এ এই যোধপুর নগরীর পত্তন করেন থর মরুভূমির কেন্দ্রে একটি নিচু বালি পাথরের পাহাড়ের উপর। এটি আসলে একটি মরুদুর্গ এবং নগরদুর্গ একই সঙ্গে। 10 কিমি পরিধির একটি পাঁচিল দিয়ে দুর্গটি ঘেরা। পাঁচিলের ভিতর যে শহর গড়ে ওঠে সেটিই যোধপুর সিটি, পুরনো যোধপুর। এর বাইরে গড়ে উঠছে আধুনিক শহর। এখানে নানা বাণিজ্যকেন্দ্র, ভারতীয় বিমানবাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্র, সেনাবাহিনীর অন্যতম কেন্দ্র, যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মরু গবেষণা কেন্দ্র প্রভৃতি নানা সংস্থা গড়ে উঠছে। এখানের চপ্পল, উটের চামড়ার ব্যাগ, বাদলা, চুনুরি শাড়ি পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। অতএব নিয়ে যাবার জন্যে বাজেটে বরাদ্দ বাড়ান। ও হ্যাঁ, শ্বেতপাথরের বাসনপত্রও নিয়ে যেতে হবে মনে রাখবেন।

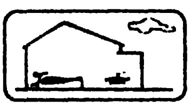


কেমন করে আসবেন : যাঁরা বিমানে আসতে চান তাঁরা শহর থেকে 5 কিমি দূরে যোধপুরের Ratanada বিমানক্ষেত্রে নামুন। এই বিমানবন্দরে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের দিল্লি-জয়পুর বিমান সো.ম.বৃ.শ. মুম্বাই-ঔরঙ্গাবাদ-উদয়পুর। IC 492 মুম্বাই-আমেদাবাদ IC 494 বিমানগুলি ছুঁয়ে যাচ্ছে। ট্রেনে এলে নামতে হবে যোধপুর স্টেশনেই। পশ্চিম রেলপথ যোধপুর, দিল্লি, জয়পুর, আমেদাবাদ, আজমীর, বিকানীর, জয়সলমীর, উদয়পুর, মাউন্ট আবু, আগ্রা, বাড়মের, কোটা প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে যুক্ত। যোধপুরের মুখ্য সুবার্বান স্টেশনটি হল রায়-কা-বাগ। রেলপথে দিল্লি 625, মুম্বাই 940 এবং দিল্লি হয়ে কলকাতা 2,063 কিমি। আমেদাবাদে 21.55 ছেড়ে 4846 যোধপুর সূর্যনগরী এক্স 6.50। দিল্লিতে 6.55 ছেড়ে প্রতিদিনের 4859 যোধপুর এক্স 5.40। দিল্লিতে 21.00 ছেড়ে মাণ্ডোর 2461 এক্স যোধপুরে 8.00। হাওড়া থেকে 2307 যোধপুর এক্স 23.30 ছেড়ে যোধপুরে 10.15। বাড়মের-এ 16.15 ও 23.30 ছেড়ে যোধপুব এক্স 20.55 ও 4.45-এ। বারাণসীতে সো বু শ 17.25 ছেড়ে 4853 মরুধর এক্স পরদিন 20.40; ম বৃ শু শ 18.35 ছেড়ে 4863 মরুধর এক্স 20.40। সোয়াই-মাধোপুরে 14.40 ছেড়ে 2465 ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস যোধপুর 22.45। এটি যোধপুরে 5.45 ছেড়ে সোয়াই-মাধোপুর ফেরে 12.50। সড়কপথে RSRTC যোধপুর থেকে রাজ্যের সব প্রধান শহরে বাস চালাচ্ছে। সিটি বাস স্ট্যান্ডটি সুবার্বান স্টেশন রায়-কা-বাগের কাছেই। এদের অফিস খোঁজখবর ও রিজার্ভেশনের জন্য খোলা 10.00-17.00, (Ph: 44989) আজমীর 205, আগ্রা 577, বিকানীর 245, দিল্লি 602 জয়পুর 343, জয়সলমীর 295, আবু পাহাড় 264, উদয়পুর 368 কিমি দূর।

RSRTC দিবারাত্র বাস চালাচ্ছে আজমীর, বিকানীর, বাড়মের, আমেদাবাদ, জয়পুর, জয়সলমীর, কোটা/বুন্দী, আবু পাহাড়, নাগপুর, রণকপুর এবং উদয়পুর থেকে যোধপুর অবধি। স্থানীয়ভাবে ভ্রমণ কোচ, ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি, টাঙা, সাইকেল রিক্সা পাবেন।

কন্ডাকটেড ট্যুর

RTDC প্রতিদিন শহর প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থাপিত সফরের আয়োজন করে থাকেন। বাস ছাড়ে হাইকোর্ট রোডের ঘুমার ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে (Ph: 45083)— দেখায় উমেইদ ভবন, মাণ্ডোর গার্ডেনস, মেহরাঙ্গার দুর্গ, জয়সয়ন্ত থাড়া এবং গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম। প্রথম সফরটির সময় 9.00-13.00, ভাড়া মাথাপিছু ৬৫/। দ্বিতীয়টির সময় 14.00-18.00। ভাড়া এবং দর্শনীয় স্থান একই।



কোথায় উঠবেন এখানে : দামি হোটেলগুলি কথা আগে বলি : উমেইদ ভবন কমপ্লেক্সে Welcomgroup Umaid Bhavan (Ph: 2510101) AC ১৪,০০০/ থেকে; CH-এর কাছে Ajit Bhavan (Ph: 2510610) R-41 SAC ১৯০০/ DAC ২৬৫০/; ডিফেন্স ল্যাব রোডে Karni Bhavan (Ph: 2639380) ১২৫০-২৩৫০/; রেসিডেন্সি রোডে Ratanada Polo Palace (Ph: 2431910) R-54, SAC ২৬০০/ DAC ৩৬৫০/ স্যুইট ৬৫০০-৯০০০/; হাই কোর্ট রোডে RTDC Ghoomar TB (Ph: 2544010) R-60, S ৩২৫/ DAC ৯০০/ DB Cooler ৬৫০/ DAB ৪৫০/ ডর্মি ৬০/; রেলওয়ে স্টেশনের কাছে Adarsh Niwas (Ph: 2627338) ৬৫০-১৫৫০/।

অন্যান্য তুলনামূলক কম খরচের হোটেলের নাম করছি, সবক্ষেত্রে খাবার খরচ আলাদা। সয়াজি গেটের কাছে Arun Hotel (Ph: 2620238) SAB ২৫০/ DAB ৩৫০/ TB ৪০০/ FB ৫০০/; Galaxy Hotel (Ph: 2625098) DAB ২০০-৭০০/ TB ৩০০-৬০০/; স্টেশন রোডে Shanti Bhavan Lodge (Ph: 2637001) SAB ২০০/ DAB ২৫০-৫০০/ FB ৬০০/; Prithivi Hotel (Ph: 2624999) DB ৩০০/; Hotel Shiva (Ph: 2624744) DAB ৩০০-৬০০/; হাইকোর্ট রোডে Hotel Centre Point (Ph: 2547516) SAB ৪০০-১০০০/ DAB ৫০০-১২০০/; নই সড়কে আছে Hotel Maharaja (Ph: 2547565) SAB ২০০-৬০০/ DAB ২৫০-৭০০/; Hotel City Palace (Ph: 2431933) DAB ১২০০/; Hotel Paradise (Ph: 2547118) SAB ২০০-৫০০/ DAB ২৫০-৬০০/; Hotel Marudhar (Ph: 2627429) SAB ২৫০-৪০০/ DAB ৪০০-৬০০/; Hotel Priya (Ph: 2547463) DAB ৫০০-৮০০/ ইত্যাদি। আর পাবেন রেল অফিসের কাছেই DBC (রিজা : Ex. Engr. PWD. Jodhpur), রায়কা বাগের কাছে CH সার্কিট হাউস রোডে Youth Hostel (রিজা : ওয়ার্ডেন, যোধপুর ইয়ুথ হোস্টেল, সার্কিট হাউস রোড, রাটাডা, যোধপুর 342011, Ph: 2620150, 2640210 এবং RR (Ph: 2622741)।

এখানে কী কী দেখবেন : চলুন প্রথমে 5 কিমি পথ গিয়ে আগে দেখে আসি মেহেরন গড় দুর্গটি। দুর্ভেদ্য এই দুর্গটি একটু নির্জনে শহর থেকে 122 মিটার উঁচুতে অবস্থিত। পাহাইন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দুর্গটি 1459-এ তৈরি করেন রাও যোধা। এর দেওয়ালগুলো 6.36 মিটার উঁচু আর 3.21 মিটার চওড়া। দুর্গের পরিসর লম্বায় 457 মিটার এবং প্রস্থে 228 মিটার। এর মধ্যেই অনেকগুলো প্রাসাদ, মন্দির আর অট্টালিকা রয়েছে। প্রাসাদগুলির জালির কাজ, সূক্ষ্ম কারুকার্য এখনো অবাক হয়ে দেখতে হয়। মহারাজা সুর সিংহের তৈরি মোতিমহল, মহারাজা অভয় সিংহের নির্মিত ফুলমহল কী আশ্চর্য সম্পদে পূর্ণ। মোতিমহলের দরবার 80 কিলোগ্রাম সোনা দিয়ে তৈরি হয়েছিল—ভাবুন তো একবার। দীপকমহল, চন্দ্রমহল, জানকীমহলের সৌন্দর্য অনুপম। এখানের শিলেখানায় দেখুন অতীত রাজাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শনী, 17½ কিলো ওজনের তালা, পোশাক ইত্যাদি। প্রাসাদ দুটি ভাগে বিভক্ত—পালকি ও হাতি হাওদা ভাগ। চার বিলাস— উমেইদ, তখ্‌ত, অজিত এবং মান। এইসব নিয়েই গড়ে উঠেছে যাদুঘর। দুর্গ দেখার সময় 8.00-16.00 দর্শনী ৫/; তবে গাইড সমেত ফি ২০/ ও 'ক্যামেরার' জন্য ২০-৩০/। দুর্গে ঢোকার সময় দুটি বিশাল তোরণ—পশ্চিমে ফতে পোল এবং উত্তর-পূর্বে জয় পোল দেখেছেন। দেখেছেন হয়ত আক্রমণকারীদের গোলার আঘাতের চিহ্ন সেখানে। ভিতরে দেখেছেন সতীদের হাতের ছাপ আর সূর্য-চন্দ্রের প্রতীক। বাইরে আসার সময় দেখে নেবেন কামানশ্রেণী আর চামুণ্ডা মন্দির।

দুর্গের গা-লাগাও শ্বেতমর্মরে নির্মিত স্মৃতিসৌধ যশোবন্ত থাড়া এবার দেখে নিন। মহারাজা যশোবন্ত সিংহের স্মৃতিরক্ষার্থে 1899-এ নির্মাণ করান তাঁর বিধবা মহারানী। এখানেই বহু রাজার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল বলে সংরক্ষিত হয়েছে স্থানটি। 15 সেন্টিমিটার পুরু

পৃথিবীখ্যাত সাদা আর ঝকঝকে মার্বেল দেখে আপনার বিস্ময় লাগবে। যোধপুরের রাজাদের বংশপঞ্জি এখানে উৎকীর্ণ— সর্দার সিং, সুমের সিং, উমেইদ সিং এবং হনুমন্ত সিং-এর স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে এখানে। দেখুন 8.00-18.00 মধ্যে।

এবার একটু কাছে এসে দেখে আসি **উমেইদ ভবন** প্রাসাদ অনুচ্চ পাহাড়ের উপরে। মহারাজা উমেইদ সিংজির আমলের নির্মিত প্রাসাদটি তাঁরই নামে নামাঙ্কিত। আধুনিক প্রাসাদের সমস্ত বিলাসিতা এখানে সমাহৃত। গোলাপি রঙের এই রাজপ্রাসাদের সঙ্গে তাজমহলের কোথায় একটা গভীর সাদৃশ্য আছে। 1929-42-এর মধ্যে দুর্ভিক্ষতাড়িত লোকজনদের কাজ দেবার জন্য 1.5 কোটি টাকা খরচ করে লন্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউট অফ আর্কিটেক্টের প্রেসিডেন্ট J. R. Lodge এবং H. O. Lanchestor-এর পরিকল্পনায় জোড়হীন ইন্টারলকিং পদ্ধতিতে এই প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে। 195 মিটার লম্বা ও 103 মিটার চওড়া এই প্রাসাদের বিশাল চত্বরটি 26 একর জায়গার উপর গড়ে উঠেছে। এর 15 একর জুড়েই রয়েছে বিশাল বাগিচা। প্রাসাদের কেন্দ্রীয় গম্বুজটি দুটি স্তরে বিন্যস্ত। প্রথমটি 32 মিটার কংক্রীটে তৈরি, তার উপরেরটি ছাই রঙের বেলেপাথরে তৈরি আর মাঝেরটির চেয়ে 24.38 মিটার উঁচু। নীচে রয়েছে একটি বিশাল সুইমিং পুল। বর্তমানে এর এক অংশে রাজ পরিবার, এক অংশে যাদুঘর এবং এক অংশে একটি হোটেল গড়ে উঠেছে। উমেইদ ভবন যাদুঘরে গিয়ে দেখুন পুরনো ঘড়ির সারি— টিকলি, আংটির মধ্যে ঘড়ি, ঘড়ির ধ্বনিতে পাখির কূজন, প্রচুর বই, শিকারে জেতা নানা ট্রফি, মানপত্র, রাজকীয় দলিল— সবকিছু। খোলা থাকে 10.00-16.30 দর্শনী মাথা পিছু ১০।

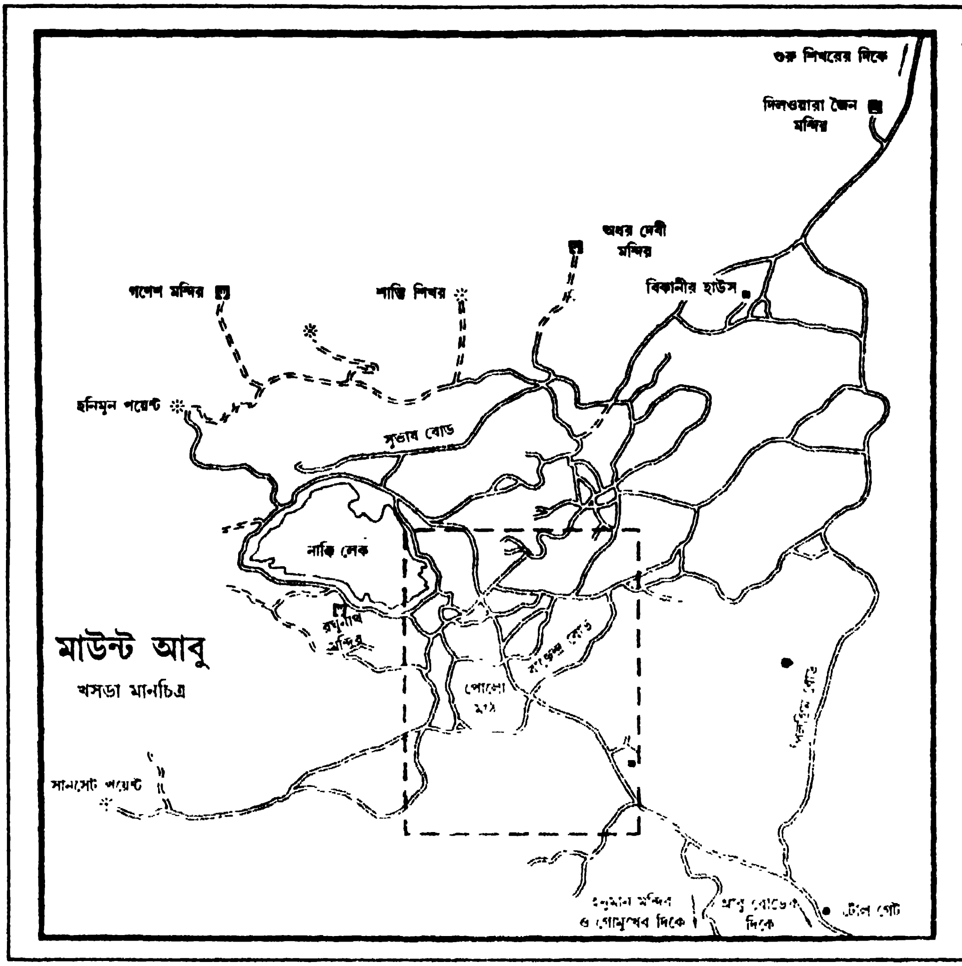
আরো দুটি মিউজিয়াম দেখার মত। একটি সর্দার মিউজিয়াম ও চিড়িয়াখানা। মিউজিয়ামে নানা অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক, জন্তু-জনোয়ারের খড়-ভরা চামড়া-ঢাকা (Stuffed) অবয়ব এবং মাণ্ডোর, কিরাডু, ওশিয়াঁ, সাণ্ডের, নাগৌর-এর খোদাই কর্মের নিদর্শন। চিড়িয়াখানায় ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড সমেত নানা ধরনের পাখি রয়েছে। খোলা থাকে শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন বাদে 10.00-16.30 । দর্শনী ৩। আর প্রাচীন **দুর্গ মিউজিয়ামটি** বোধহয় পৃথিবীর প্রাসাদ যাদুঘরগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদুঘর। রাজাদের ব্যবহৃত পালকি, সোনা-রুপোর জরির কাজওয়ালা হাওদা— এর একটি শাজাহান প্রথম মহারাজা যশোবন্ত সিংহকে উপহার দিয়েছিলেন। আয়নাওয়ালা তাক, জার্মান শিল্পী A. H. Muller-এর আঁকা রানা দুর্গাদাসের চিত্র। এ চিত্রের থ্রি-ডায়মেনশনাল এফেক্ট বিস্ময়কর। এখানে আছে একটি খাঁটি পারস্যদেশীয় সোনার সিংহাসন, মহারাজা তখৎ সিংহের শয়নকক্ষ ঠিক ঠিক যেমন ছিল, তাঁর উপপত্নী আনারা বেগমের মুক্তো বসানো জুতো ইত্যাদি। এটি খোলা থাকে গ্রীষ্মে 8.00-18.00 শীতে ৯.00-17.00 । গাইড ছাড়া দর্শনী ৫। গাইড সমেত ২০। ক্যামেরা ২০-৩০।

শহর থেকে মাত্র 2 কিমি দূরে পাঁচিল ঘেরা একটা ছোট্ট শহর **মহামন্দিরে** গিয়ে দেখে আসুন হাজার স্তম্ভ আর জাঁকজমক পূর্ণ কারুশোভিত বিশাল মহামন্দিরটি। ৪ কিমি দূরে মাণ্ডোরের পথে 1159-এ বুলক রাও পরিহার-নির্মিত 56,000 ঘনফুট জলের হ্রদ **বালসমন্দ** (দেখার সময় 8.00 দর্শনী মাথা পিছু ৫) যেমন আপনার ভাল লাগবে তেমনিই হয়ত ভাল লাগবে শহরের 9 কিমি পশ্চিমে সুন্দর **কৈলানা হ্রদটিও**। 113 কিমি দূরের জওয়ান বাঁধ থেকে জল এনে এটি তৈরি করেন স্যার প্রতাপ। এখানে চড়ুইভাতি করার জন্যে তৈরি হয়ে আসুন।

তবে শহরের 8 কিমি উত্তরে **মাণ্ডোর** শহরের বাগান আপনার মধ্যে রচনা করে দেবে এক স্বপ্নপুরী। মাণ্ডোর এককালে মাড়োয়ারের রাজধানী ছিল। প্রবেশ পথ থেকে আজ অবধি হাতে তৈরি পথের দুপাশের সবুজ তৃণের গালিচা আর সবুজ ছায়ার মাঝে মাঝে যেতে যেতে মনে হবে— হেথায় আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা। এটি একটা বাগান— মাণ্ডোর গার্ডেনস্— কিন্তু এখানে আছে যোধপুরের রাজাদের স্মৃতিস্তম্ভ—উঁচু বেদী থেকে আকাশে মাথা তুলে সগর্বে মাড়োয়াড়ের গৌরব ঘোষণায় যেন রত। এখানে আছে ছবিতে আঁকা 3 কোটি দেবদেবীর মন্দির। **'হল অব হিরোজ'**-এ আছে একটা মাত্র পাথর কেটে 16টি বিশাল খোদিত মূর্তি। ঝরনা আর ফুলবাগিচার সৌন্দর্য চাখতে চাখতে চড়ুইভাতির ব্যঞ্জনের আস্বাদ নিতে পারেন। যদি ঝঞ্ঝাটে না যেতে চান তো সরকারি রেস্তোরাঁয় বসে মনের ক্ষুধার পর উদরের ক্ষুধা পূর্তি করুন।

ওশিয়াঁ

যোগীপুর শহরের 66 কিমি উত্তরে অবস্থিত এই প্রাচীন গ্রামটি যোধপুর থেকে 66 কিমি দূরে। সকাল 7.30টা থেকে রাত্রি 7.30টা পর্যন্ত সাতখানা বাস যাচ্ছে

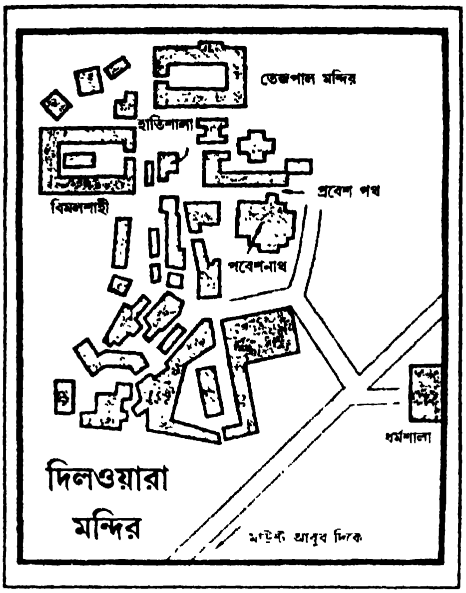


দু-ঘণ্টায়। ট্রেনও আসছে যোধপুর থেকে। সময় নেয় একই। ট্রেন ছাড়ে সকাল 8.00টায়। পোখরান ও জয়সলমীর থেকেও বাসে আসা যায়।

আনুমানিক খ্রিস্টীয় 9 থেকে 12 শতকে রচিত কয়েকটি চমৎকার হিন্দু ও জৈন মন্দির আছে। আপাতত মোট 16টি মন্দিব এখনো টিকে আছে। এদের মধ্যে ছোট পিঢ়া দেউল এবং আয়ত আসনবিশিষ্ট একটি মন্দির আছে। বেশির ভাগ মন্দিরই স্তম্ভযুক্ত। তার পাশে কক্ষাসন-বিশিষ্ট মণ্ডপ। এখানকার রেখ মন্দিরগুলির সঙ্গে খাজুরাহো এবং গুজরাটের খেড় ব্রহ্মার নিকট-সাদৃশ্য আছে। হিন্দু মন্দিরগুলো সূর্য, বিষ্ণু বা শক্তির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। এদের আকর্ষণ এত গভীর যে পর্যটক একে এড়িয়ে যেতে পারেন না। সন্তান কামনায় বন্ধ্যা নারীরা শচীয়ামাতা মন্দিরে দূর-দূরান্ত থেকে আসেন। বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত এই অঞ্চল মন্দির নির্মাণের সময় সম্ভবত এতটা শুকনো ছিল না। মন্দিরগুলোর কাছে একটি বিশাল বাঁধানো পুকুর আছে, একবিন্দু জলও নেই।

যোধপুর থেকে 138, আজমীর থেকে 128, বিকানীর থেকে 105 কিমি বাসে গিয়ে (ট্রেনেও যাচ্ছে) পৌঁছে যান নাগুর-মেরতা। সেখানে বীর অমর সিং রাঠোর আর কৃষ্ণপ্রিয়া মীরাবাঈ-এর প্রেমবাণী আকাশ বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। নাগুর দান করেছিলেন সম্রাট শাজাহান অমর সিং রাঠোরকে। সংস্কৃতির নানা নিদর্শন— স্মৃতি মন্দির, দুর্গ, মসজিদে। শোনপুরের মেলার মত এখানের পৌষসংক্রান্তিতে পশুমেলা দেখবার মত মেলা। সে সময়ে অস্থায়ী তাঁবুতে থেকে মেলা দেখতে পারেন।

নাগুর থেকেই যেতে হয় মেরতা শহরে, দূরত্ব 76



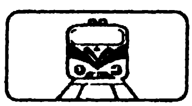
কিমি। এখানে আছে রাও যোধার তৈরি দুর্গ, চতুর্ভুজ হিন্দু মন্দির, শিব মন্দিরের উপর ঔরংজীবের নির্মিত মসজিদ, মৌনী বাবার আশ্রম, দুধসাগর সরোবর এবং রাজাদের নির্মিত ছত্রীগুলি দেখে আসুন, ভাল লাগবে। এত দূরে এসে ফিরে না গেলেও চলবে---DB ও ধরমশালা আপনার জন্যে দরজা খুলে রাখবে।

মাউন্ট আবু/আবু পাহাড়

রাজস্থানের সিরোহি জেলার প্রসিদ্ধ শহর এবং ভারতের অন্যতম সেরা শৈলাবাস মাউন্ট আবুর কোলে রাজস্থানের পর্যটক একবার তো বিশ্রাম প্রার্থনা করবেনই। বনাস নদীর নাতিদীর্ঘ উপত্যকা আবু পাহাড়কে আরাবল্লী পর্বত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আবু পর্বতমালা গড়ে 1,219 মি. (4 হাজার ফুট) উঁচু।

এর পুরনো নাম অর্বুদ বা অর্বুদাচল। ঋগ্বেদে অর্বুদের উল্লেখ আছে (১০/৬৮/১২, ১/৫১/৬) খ্রিস্টপূর্ব 8 থেকে 6 শতকে এখানে নাগ-সভ্যতা প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয়েছে যে শিবের বাহন নন্দী সমুদ্রের জলে পড়ে কাদায় আটকে গিয়ে উঠতে না পারলে শিবের আদেশে অর্বুদ নামে নাগ নন্দীকে উদ্ধার করে দেন। অর্বুদ তখন চিরকাল একথা স্মরণযোগ্য করার আবেদন করলে অর্বুদ নন্দীকে পাহাড়ের চূড়ায় বসিয়ে দেন এবং মহাদেব পাহাড়ের নামকরণ করেন অর্বুদের নামে। আবু পাহাড়ের **অর্বুদা দেবীর মন্দির, জৈন দিলওয়ারা মন্দির, অম্বা দেবীর মন্দির** এখানের প্রধান আকর্ষণ। রাজস্থান-গুজরাত সীমান্তের এই পাহাড়কে আমরা পর্বত বললেও পর্বতারোহীরা বলেন টিবি। বাইরে থেকে এই 'টিবি' সাদামাটা। ভিতরে ঐশ্বর্যের সম্ভার। বহিরাক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যেই এখানে বাইরেটা সাদামাটা রাখা হয়েছে।

কখন আসবেন : 25 বর্গমিটার আয়তনের এই শৈলাবাসে আসবার জন্যে দুটি সময় বেছে নিতে পারেন— এপ্রিল থেকে জুন এবং অক্টোবর-নভেম্বর। তবে মনে রাখবেন গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 32.8°C আর শীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 7.3°C । অতএব শীতে গেলে ভাল পশমি পোশাক নিয়ে আসবেন। বৃষ্টিপাতের গড় 153 থেকে 177 সেমি।

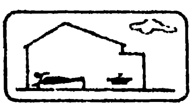


কেমন করে আসবেন : এখানে কোনো বিমান বন্দর নেই। উড়ে এলে নামুন 185 কিমি দূরে উদয়পুরে। ট্রেনে এলে নামতে হবে আবু রোড স্টেশনে। হাওড়া থেকে এখানে আসার কোনো ট্রেন নেই। যে কোনো দিল্লিগামী ট্রেনে চড়ে দিল্লি নেমে সেখান থেকে অথবা হাওড়া থেকে আমেদাবাদ এসে তারপর এখান থেকে ট্রেনে করে আবু রোড স্টেশনে নামা। দিল্লি হয়ে এলে দূরত্ব 2184 কিমি আর আমেদাবাদ হয়ে এলে দূরত্ব 2276 কিমি। 186 কিমি দূরের আমেদাবাদ থেকে এখানে ট্রেন আসছে 9.50 ছেড়ে 9105 আমেদাবাদ-দিল্লি মেল 14.10, 17.35 ছেড়ে 2957 আমেদাবাদ-রাজধানী এক্স (ম. বৃ র) 20.25, 17.45 ছেড়ে 2915 আশ্রম এক্সপ্রেস 21.03, 11.00 ছেড়ে 9111 আমেদাবাদ-জম্মুতাওয়াই এক্সপ্রেস 15.10, 21.55 ছেড়ে 4846 আমেদাবাদ-যোধপুর, এক্সপ্রেস 1.35-এ। ট্রেনগুলি মাহেসানা, পালানপুর হয়ে আসে। আবার দিল্লি থেকে আজমীর মাড়োয়ার হয়ে আসছে 15.05 ছেড়ে 2916 আশ্রম এক্স 4.03, 22.50 ছেড়ে আমেদাবাদ মেল 12.50, দিল্লি-আমেদাবাদ রাজধানী এক্স 19.35 ছেড়ে পরদিন 6.30। জয়পুরে 8.40 ছেড়ে 9008 আরাবল্লী এক্সপ্রেস আবু রোড 17.00টা। যোধপুর 19.00 ছেড়ে 23.45 আসছে যোধপুর-আমেদাবাদ এক্স এবং 6.00 ছেড়ে যোধপুর-ব্যাঙ্গালোর এক্স 10.55। সড়কপথে আবু রোড থেকে দূরত্ব (কিমিতে)-আমেদাবাদ 185, আমেদাবাদ হয়ে মুম্বাই 677, দিল্লি 749, দিল্লি হয়ে কলকাতা 2,149 এবং জয়পুর 441 কিমি। আর মাউন্ট আবু থেকে মুম্বাই 785, দিল্লি 791, আগ্রা 726,

চেন্নাই 2,931 কিমি।

নিয়মিত বাস চলছে মাউন্ট আবু আর দিলওয়ারা, অচলগড়, জয়পুর প্রভৃতি থেকে। জয়পুর-আবু রোড 488 কিমি। রাজস্থান সরকারের ডিলাক্স 'সুবিধা' বাসে 19.30 যেতে পারেন। পরে সকাল 7.00 ফেরার বাস পাবেন। আবু রোড থেকে মাউন্ট আবু 27 কিমি। ভোর 6.00 বের হয়ে সকাল 7.00টায় ফিরে আসুন। আমেদাবাদ, বরোদা, অম্বাজি, রণকপুর, উদয়পুর থেকে বাস যাওয়া-আসা করছে এখানে। উদয়পুর থেকে রাতে যে বাস ছাড়ে সেটি পরিহার করে সকালের বাসটিতে চলুন। সময় এবং অর্থ দুইই বেঁচে যাবে। আবু রোড থেকে পাহাড়ে আসার জন্য সিট-ভাড়ার ভিত্তিতে ট্যাক্সি পাবেন। আব পাবেন পনি।

কন্ডাকটেড ট্যুরের সুবিধে নিতে পারেন ট্যুরিস্ট বাংলোতে যাঁরা থাকবেন তাঁরা। RTDC দিনে দুবার ব্যবস্থাপিত সফরের আয়োজন রেখেছেন 8.00-13.00 এবং 14.00-19.00 । ভাড়া ৬০৲। খোঁজ নিন আবু পাহাড়ে বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে পর্যটন দপ্তরের Tourist Information Bureau (Ph. 3151)-তে।



কোথায় উঠবেন : বাস স্ট্যান্ডে নেমেই হাঁটা দূরত্বের মধ্যেই পেয়ে যাবেন প্রচুর হোটেল। একটু বেশি হাঁটতে হবে— মিনিট দশেক RTDC-এর শিখর (Shikhar) ট্যুরিস্ট বাংলোতে (Ph : 238944) পৌঁছতে। কিন্তু তোফা জায়গা। তাই এব কথা আগেই বলে নিলাম। DAB ৩৫০৲-৪৫০৲ DAC ৬৫০৲ ৯০০৲ স্যুইট ১৫০০৲ ডর্মি ৬০। অফ সীজনে ছাড় পাওয়া যায়। এঁরা পোলো গ্রাউন্ডেব কাছে যে Purjan Niwas তৈরি করেছেন সেখানে ডর্মিতে থাকতে মাথাপিছু ৬০৲ লাগে। দামি অন্যান্য হোটেলের মধ্যে রয়েছে বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে Hotel Hilltone (Ph: 238112) R-44 S ৯৫০৲ D ১,২৫০৲-১,৪৫০৲ স্যুইট ১,৭৫০৲; রাজেন্দ্র মার্গে Connanght House (Ph: 238560) ১,৫৫০৲-২,১৫০৲; Hotel Hillock Pvt. Ltd. (Ph: 238277) ১,২০০৲-২,৭৫০৲; সার্কিট হাউসের কাছে Cama Rajputana Club Resort (Ph: 238205) ১,০৫০৲-২,৯৫০৲; Hotel Samart International, (Ph: 235153) S ৬০০৲ D ৭৫০৲ স্যুইট ১,৪৫০৲, দিলওয়ারা রোড Mount Hotel (Ph: 23858) S ২৭৫৲-৩৭৫৲ D ৪৫০৲-৫৯০৲ 5D ৫৯০৲-৮৭৫৲; Palace Hotel, R-28 S ৯০০৲-১,০৫০৲ D ১,১৫০৲-১,৪৫০৲, পোলো গ্রাউন্ডে Hotel Abu International. R-50 S ৪০০৲ D ৫০০৲-৭৫০৲; Hotel Mount View (Ph: 237121) DAB ৫০০৲-১০০০৲ 5B ১২০০৲; Suruchi Hill Resort (Ph: 237010) DAB ২৫০৲ TB ৩৫০৲; Hotel Chanakya (Ph: 235438) DB ৩০০৲-৪০০৲; Hotel Ranjana (Ph: 237061) DAB ৫০০৲-৭০০৲ TB ৬০০৲; ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে Hotel Sudhir S ১৭৫৲ D ২৭৫৲; Navjeeban Hotel R-50 S ৪২৫৲ D ৬৫০৲। কম দামি হোটেলগুলি মধ্যে নাক্কি লেকের তীরে Lake Hotel, Jaipur House Hotel, S ২৫০৲ D ৩৭৫৲; Hotel Tourist S ১৫০৲ D ২১০৲; Surya Darshan Hotel S ১১০৲ D ১৭৫৲; রাজেন্দ্র রোডে Rajindra Hotel R-20 S ১৫০৲ D ২০০৲-২৫০৲; Hotel Panghat S ১৫০৲ D ২১০৲; এছাড়া S ১২৫৲-১৭৫৲। আরো কমে অনেক হোটেল রয়েছে Bharati Hotel, Adarsh Hotel, Ashoka, Hotel, Veshar Palace, Bandemataram Hotel, Shital Hotel, Shakuntala Hotel, Vrindaban Hotel, Gujrat Lodge, Nataraj, Shriniketan, Bins, Dev Niwas, Saraswati, Ganpati, Ambika, Arbud, Aravalli, Charblunja, Chetna, Pathik, Swati ইত্যাদি। মনে রাখবেন আবু পাহাড় হোটেলগুলিতে অফ সীজন রেট চালু আছে : এপ্রিল জুন, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর বাদে অন্য সময়ে হোটেলে থাকার ভাড়া অনেক সময় অর্ধেক হয়ে যায়।

হোটেল ছাড়া আছে Gujrat CH (রিজা. Secy. PWD, Ahmedabad) Rajasthan Govt. CH (রিজা . ম্যানেজার), Dholpur House DB (রিজা ম্যানেজার, সরকারি CH মাউন্ট আবু), Rajasthan Govt. Midhurst DB , Govt. Cottages (রিজা Depy. Secy. G.A.D. Raj, Jaipur বা ম্যানেজার CH), CPWD DB, CPWD Rock View (রিজা : Sectional Officer, CPWD) Govt. H.H. (রিজা · SDO, Mount Abu) , MES IB, ছেলে ও মেয়েদের YH (রিজা Headmaster, Govt. High School) ইত্যাদি। **ধরমশালা**—শ্রীরঘুনাথজি। শ্রীজৈন দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর (দিলওয়ালা মন্দিরে)।

কী দেখবেন এখানে : চলুন প্রথমে দেখি মন্দির— **দিলওয়ারা মন্দির**। আবু পাহাড় পাঁচটি দিলওয়ারা জৈন মন্দির বিখ্যাত। জৈন তীর্থের এই মন্দির পঞ্চকে পঞ্চ জৈন দেবতাব অধিষ্ঠান— আদিনাথ, নেমিনাথ, মহাবীর, ঋষভদেব ও পার্শ্বনাথ। এদের মধ্যে আদিনাথের মন্দির বিমলশাহী এবং নেমিনাথের মন্দির

তেজপাল সুবিখ্যাত। প্রথমটি নির্মাণ করেন গুজরাটের প্রথম সোলাঙ্কি রাজ ভীমদেবের মন্ত্রী বিমলশাহ 1031-এ। প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। বাইরে থেকে একদম সাদামাটা, কিন্তু মার্বেলে তৈরি এই মন্দিরের ভিতরের অলঙ্করণ তুলনাহীন। শ্বেতপাথরের ঐশ্বর্যসম্ভারে যখন পড়ন্ত সূর্যের আলো পড়ে, মনে হয় সোনার আভরণ। স্তম্ভ, প্রবেশ দ্বারের নকশা, ছাদ থেকে ধাপে ধাপে নেমে আসা শতদলের বিকাশ—সারা পৃথিবীতে এর তুলনা নেই। পাথরের ফুল পাতার কাজ, মন্দির প্রাঙ্গণে সারি সারি আরোহীশোভিত হাতির মূর্তি, মূল মণ্ডপে আদিনাথের মূর্তি, সঙ্গের মণ্ডপ, 48টি স্তম্ভযুক্ত বারান্দা, প্রাঙ্গণের চারপাশে ঘেরা দেওয়ালে 52টি ঘরে আদিনাথের মূর্তি, আটকোনা গম্বুজের ছাদে শ্বেতপাথরের কারুকার্য, স্তম্ভ ও দরজার বিস্ময়কর অলঙ্করণ—সব দেখতে দেখতে মনে হবে কোনটা ছেড়ে কোনটা আগে দেখব। 30 মি. লম্বা 13 মি. চওড়া এই মন্দির তৈরি করতে খরচ পড়েছিল 18 কোটি 53 লক্ষ টাকা।

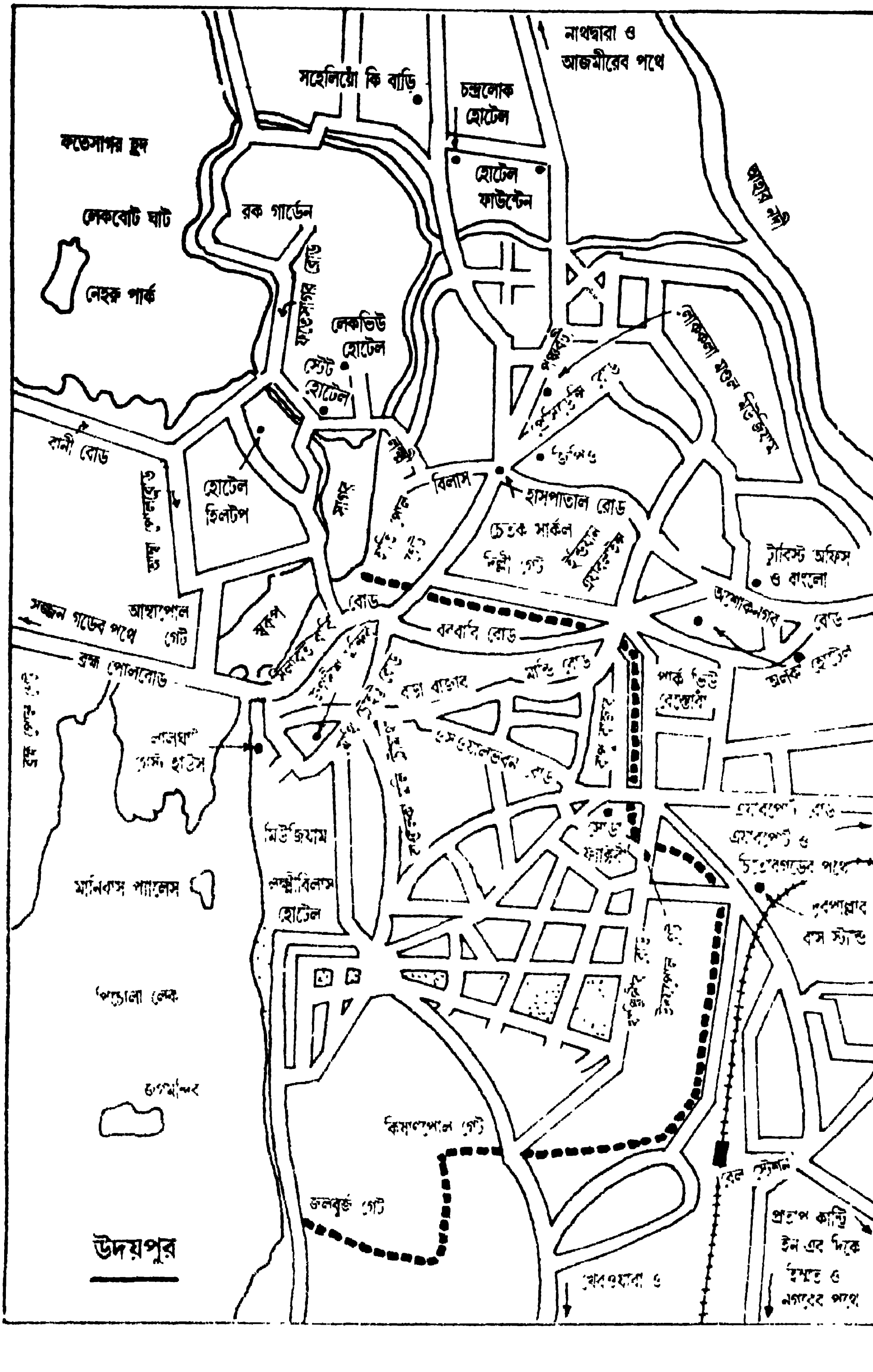
তেজপাল মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল বিমলশাহী নির্মাণের 200 বছর পরে অর্থাৎ 1231-এ। গুজরাটাধিপতি বিরাধবরের মন্ত্রীদ্বয় পোরওয়াড় জৈন শ্রেণীর দুই ভাই বাস্তুপাল ও তেজপাল এই মন্দির নির্মাণ করান 12 কোটি 3 লক্ষ টাকা ব্যয় করে। এর শ্বেত পাথরের কাজ বোধহয় আরো সুন্দর। এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল গম্বুজের ছাদ। দেখলে মনে হবে, একরাশ ফানুশ যেন ঝুলে আছে ওপর থেকে। ভিতরে নেমিনাথের মূর্তি। ইতিহাস অবশ্য বলে তেজপালের স্ত্রী অনুপমার ইচ্ছাতেই এই মন্দির নির্মিত হয়। তাঁর আগ্রহ এত গভীর ছিল যে দিনে-রাতে দু দফায় শ্রমিকেরা কাজ করে দ্রুত এই মন্দির শেষ করেন। অনুপমা শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য নানা ব্যবস্থা করতেন। তেজপাল মার্বেল গুঁড়ো যা বের হয়েছিল, তার সমপরিমাণ রুপো খোদাইকারীদের দান করেন। সোলাঙ্কি ঘরানার এই শেষ জৈন মন্দিরে 39টি কক্ষে আছে জৈন দেবমূর্তি। মন্দিরের সামনে খোদিত চিত্রে নেমিনাথ ও তাঁর বাগদত্তা গিরনার রাজকন্যা রাজিমতীর বিবাহে যে বিভ্রাট ঘটেছিল তার আখ্যান চিত্রিত। তাজমহল যদি আপনাকে বিস্মিত করে থাকে দিলওয়ারার দিল বা মন্দির আপনাকে করবে অভিভূত। গোটা একটা দিন এখানেই অতিবাহিত করুন।

সেদিনই সন্ধেবেলা যদি পারেন চলে যাবেন নাক্কি লেকে। চারপাশে পাহাড় ঘেরা এই কৃত্রিম হ্রদে দেখবেন ছোট ছোট অনেকগুলো দ্বীপ কেমন ইতিউতি উঁকি দিচ্ছে। এদের নাম ব্যাঙ পাথর— টোড রক। মনে হয় যেন বড় বড় ব্যাঙ ভেসে রয়েছে। দিলওয়ারা দেখেই এখানে আসতে পারেন। নাক্কি লেক নাম কেন হয়েছে জানেন? জনশ্রুতি যে দেবতারা নিজেদের নখ দিয়ে খুঁড়ে নাকি এই লেক তৈরি করেছেন। কয়েকটি মন্দির, সাধু সন্ন্যাসীদের আশ্রম ঘেরা এই লেকে মহাত্মা গান্ধির অস্থি বিসর্জন করা হয়েছিল। সেখানে তাই গড়ে উঠেছে গান্ধি পার্ক। লেকে মোটর লঞ্চ নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়— সন্ধে বা সকালটা এখানেই কাটাতে পারেন অনায়াসে। আর মনে প্রকৃতির সঙ্গে ভক্তি একাকার থাকলে গান্ধি পার্কে 500 বছর পুরনো গুরু রামানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথজির মন্দির ঘুরে আসতে পারেন। এখানে গুরু রামানন্দের পায়ের ছাপ আছে।

যদি বিকেলের দিকে আসেন তবে অবশ্যই কাছের সানসেট পয়েন্টে গিয়ে অস্তায়মান সূর্যের অনুপম দৃশ্য প্রত্যক্ষ করুন। আকাশ থেকে নীচে আরাবল্লীর সানুদেশে রক্তিম সূর্যের ফলের মত সহসা খসে পড়ার মোহময় দৃশ্য আপনার সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে। রবার্ট স্পার-এ যদি যান, সেখানের প্রাকৃতিক দৃশ্য আপনাকে মুগ্ধ করবে। এবার চলুন একটু দূরে যাই।

অচলগড় . 11 কিমি ও দিলওয়ারা মন্দির থেকে 6 কিমি দূরে অনেকগুলো মন্দির বাসে চড়ে গেলে দেখতে পাবেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু মন্দিরটি পাহাড়ের উপরে। কেউ বলেন সূর্য মন্দির, কেউ বলেন জৈন মন্দির। নীচে মন্দাকিনী পুষ্করিণীর তীরে দেখবেন বেশ কিছু মূর্তির সঙ্গে 3টি মহিষের মূর্তি ও তার কাছেই ধনুকসহ প্রামার দেবতার মূর্তি। মহিষ মূর্তিগুলি তীরবিদ্ধ। জনশ্রুতি যে, ঘৃতভর্তি পুষ্করিণীতে নেমে মহিষগুলি ঘি খেত বলে প্রামার তাদের এই ভাবে হত্যা করেন। মন্দিরে শিবলিঙ্গের পরিবর্তে পায়ের আঙুল পূজিত। জৈন মন্দিরে 14 ধাতুর চতুর্মুখী দেবতার মূর্তিটির ওজন বিস্ময়কর— 572 কুইন্টাল।

গোমুখ : আবু পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্বে ঢাল আবু থেকে 9 কিমি দূরে 180 মিটার নীচে একটি প্রাচীন সুন্দর মন্দির এখানে দেখতে পাবেন। কোডারা ড্যাম থেকে এর দূরত্ব 6 কিমি। এই বাঁধ থেকেই শহরের জল সরবরাহ হয়ে থাকে। গোমুখে মন্দিরটি দেখতে অনেটা গোরুর মুখের মত— তাই এই নাম। বশিষ্ঠ আশ্রম, হনুমানজির মন্দির পেরিয়ে হাজার সিঁড়ি ভেঙে গোমুখ মন্দিরে পৌঁছে যান। মন্দিরটি বৈষ্ণব মন্দির। কিন্তু পাশেই মার্বেল পাথরের তৈরি শিববাহন নন্দী। কাছেই অগ্নিকুণ্ড। রাজপুতের পাঁচ অগ্নিকুল বংশের জন্ম হয় এখান থেকেই। যদি কোডারা


নাথদ্বারা ও
আজমীরের পথে
সহেলিয়োঁ কি বাড়ি
চন্দ্রলোক
হোটেল
ফতেসাগর হ্রদ
হোটেল
ফাউন্টেন
রক গার্ডেন
লেকবোট ঘাট
নেহরু পার্ক
লেকভিউ
হোটেল
স্টেট
হোটেল
রানী রোড
হোটেল
হিলটপ
বিলাস
হাসপাতাল রোড
চেতক সার্কেল
দিল্লী গেট
ট্যুরিস্ট অফিস
ও বাংলো
আম্বাপোল
গেট
বনবাবি রোড
ব্রহ্ম পোলরোড
মিউজিয়াম
লক্ষ্মীবিলাস
হোটেল
বাস স্ট্যান্ড
কিষাণপোল গেট
রেল স্টেশন
উদয়পুর

ড্যামে যান তবে ড্যামের 2 কিমি দূরে অধরাদেবীর মন্দির দেখে আসুন 220টি সিঁড়ি ভেঙে হামাগুড়ি দিয়ে সংকীর্ণ মন্দির পথে ঢুকে। দুর্গাদেবী শূন্যে লম্বামানা, তিনিই অধরা, তিনিই অর্বুদা দেবী, তাঁর নামেই পাহাড়ের নাম অর্বুদ বা আবু।

অচলগড়ের একটু দূরে, মাউন্ট আবু থেকে 120 কিমি দূরে আবু পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া (1,720 মি. 5,646 ফুট) **গুরুশিখর** যদি যেতে চান, তবে বলি আগের দিন অচলগড়ের কাছে ওড়িশা DB-তে রাত্রি কাটান। পরের দিন ভোরে গাইডকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে উঠুন। চূড়ায় ছোট একটি মন্দির— তার উপর গুরু দত্তাত্রেয়ের পদচিহ্ন। এখান থেকে চারপাশ চেয়ে দেখুন, মনে হবে এ কী হেরিলাম, জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না।

যদি হাতে সময় থাকে তবে এখান থেকেই গুজরাট প্রদেশের **অম্বাজি** ঘুরে আসতে পাবেন। (দ্র গুজরাট, অম্বাজি প্রসঙ্গ) বাসে যেতে সময় লাগবে মাত্র 45 মিনিট।

উদয়পুর

রাজস্তানের সেরা জায়গা সেরা প্রাসাদপুরী বোধহয় এই উদয়পুর। তাইতেই তো ফরাসি পর্যটক পিয়ের লোতি একে বলেছিলেন— 'এক আস্বাদযোগ্য বাসভূমি।' কেউ একে ডাকেন 'সূর্যোদয়ের শহর' নামে, কেউ বা আদর করে বলেন 'প্রাচ্যের ভেনিস' বা 'হ্রদপুরী'। পিছোলা হ্রদের তীরে সবুজ পাহাড় ঘেরা এই শহর তার নিজস্ব ভাবধারা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উজাড় করে পর্যটকদের নিয়ত ডাক দিয়ে চলেছে— এসো আমার ঘরে এসো, এসো আমার ঘরে!

খ্রিস্টীয় 6 শতকে গুহদত্ত নামে জনৈক প্রধান উদয়পুরের পশ্চিম দিকে একটি ছোট্ট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। উদয়পুরের সেই শুরু। এই বংশের রাজা বাপ্পা রাওয়ল আরব খুম্মানের কাছে প্রথম পরাজয় স্বীকার করেন। তারপর নানা উত্থান-পতনের পর ঔরংজীবের আক্রমণে চিতোর উদয়পুরের 239টি মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। 1559-এ রানা উদয়সিং এই উদয়পুর শহর নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেন। এখন একটি বড় অভ্রখনি, সীসা ও দস্তার কারখানা, বেরেচি-র সেচ প্রকল্প— এখানের আর্থনীতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের 577 মি. উঁচুতে, নীল হ্রদের জলের এই শহর চারপাশের গম্বুজ আর পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে চারটি তোরণ সূরয পোল, ব্রহ্মা পোল, হাতি পোল এবং কিষাণ পোল— প্রধান তোরণ চতুষ্টয়। চিতোরের পতনের পর এই নতুন রাজধানী গড়ে ওঠে।

কেমন করে আসবেন : গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ 33.8°C এবং শীতে সর্বনিম্ন 14.8°C তাপমাত্রার শহর উদয়পুরে আসার সেরা সময় অক্টোবর থেকে মার্চ। এই শহরেই তুলনামূলভাবে বৃষ্টি বেশি হয় বলে এখানকার আবহাওয়া বেশ মনোরম। যদি বিমানে আসেন তবে উদয়পুর বিমান ক্ষেত্রেই নামুন। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান সো.বু.শু.র. 8.10 উদয়পুর ছেড়ে ঔরঙ্গাবাদ হয়ে মুম্বাই যাচ্ছে 10.30 । সো.ম.বৃ.শ 20.40 উদয়পুর ছেড়ে সরাসরি মুম্বাই যাচ্ছে 21.50।

ট্রেন আসছে উদয়পুর সিটিতে আমেদাবাদে 22.55 ছেড়ে 297 কিমি পার হয়ে যথাক্রমে 7.35। দিল্লি সরাই রোহিলা থেকে 739 কিমি পার হয়ে 14.10 ছেড়ে 9615 আপ চেতক এক্স 12.05; 9943 দিল্লি সরাই রোহিলা আমেদাবাদ ফাস্ট প্যাসেঞ্জার এক্সপ্রেস 20.55 ছেড়ে উদয়পুর সিটি 18.00, আমেদাবাদ 6.45।

বাস আসছে আগ্রা 630 কিমি, আজমীর (246 কিমি), চিতোরগড় (115 কিমি), জয়পুব (406 কিমি) এমনকি দিল্লি থেকেও (700 কিমি)। অনেকে চিতোর থেকে এখানে আসেন আবার উদয়পুর থেকে চিতোর যান। শুধু যদি উদয়পুর দেখেন তবে একদিনেই দেখে নিয়ে চিতোরে ফিরে যেতে পারেন। উদয়পুর থেকে RTDC-এর কনডাকটেড ট্যুরের বাস পাবেন শাস্ত্রী সার্কেল থেকে (Ph: 23605)। এঁরা 8.00-13.00 মধ্যে ৬০ শহর দেখান। আবার কাছাকাছির মধ্যে নাথদ্বার, একলিঙ্গজি, হলদিঘাট ঘুরিয়ে আনে 14.00-18.00 মধ্যে মাথাপিছু ৭৫ বিনিময়ে। দূরে যায় রণকপুর, কুম্ভলগড় ও হলদিঘাটে একদিন অন্তর মিনি কোচ নিয়ে। ভাড়া ২৫০। মিনি কোচে চিতোর দেখায় ঐ একদিন পরে পরে ২৫০।

কোথায় উঠবেন : উদয়পুরে হোটেলের অভাব নেই। বেশির ভাগ হোটেলেই রেল স্টেশন ও বাস স্টেশনের কাছাকাছি। এছাড়া শহরেও প্রচুর হোটেল। আগে দামি হোটেলগুলির কথা বলি। ITDC-এর Laxmi Vilas Palace Hotel, (Ph: 2529711) R-34 SAC ২,৬০০ DAC ৩,৫০০ স্যুইট ৭০০০-৯৫০০; ফতেসাগর রোডে Hotel Anand Bhawan, (Ph: 2523256) R-20, SAC ৯৫০-১১০০ DAC ১১৫০-১,৭৫০; সহেলী মার্গে Chandralok Hotel

(Ph : 2560011) SAC ৯৫০-১০৫০ DAC ১২৫০-১৬০০; ফতেসাগর লেকে Hotel Lake End R-44 (Ph: 2522032), S ৬৫০ D ৮০০ SAC ৯৫০ DAC ১৪০০; ফতেসাগরে Hotel Hilltop (Ph: 2521997), R-25, SAC ১৫৫০ DAC ১৯৫০; Shib Niwas Palace (Ph: 2528016) SAC ২৬০০ স্যুইট ৯৯০০ থেকে; Lake Palace Hotel (Ph: 2527961) R-87 SAC ৫৫০০ থেকে DAC ৯৭০০ থেকে স্যুইট ১৯০০ থেকে; Hotel Shikarbadi, (Ph: 2583200) R-25 SAC ১৯৫০ DAC ৩৩৫০ প্রভৃতি। শাস্ত্রী সার্কেলে RTDC-এর Hotel Kajri (Ph: 2410501) S ৩২৫ D ৪৫০ SAC ৩৬৫-৬০০ DAC ৬৫০-৯০০। এবারে S ২০০-৩০০ মধ্যে হোটেলগুলির নাম বলছি—Sonika Hotel, Raj Hotel, Hotel International, Tourist Hotel, Hotel Swagat—এগুলি সবই শহরের দিকে মুখ করে রাস্তার ডাইনে বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি। আর বাঁ দিকের রাস্তায়—Parjal Hotel, Hotel Monika, Hotel Lake City, Hotel Gitanjali, Hotel Shalimar, GPO-র কাছে Alka Hotel, গোলাপবাগের বিপরীতে Garden Hotel, Bhagwati Hotel, Hotel Ratnadeep, Ranga Niwas Palace Hotel, Ajanta Hotel,Kalpana Hotel (টাউন হলের বিপরীতে), স্বরূপ সাগরের কাছে Lake View Hotel, Bandari Darshak Mandap, Rituraj, Chanan Prakesh ইত্যাদি।

S ১৫০-২৫০ মধ্যে হোটেলগুলির মধ্যে আছে শহরমুখী ডাইনে Hotel Apsara, Hotel Sashana, Jyoti Hotel, New Jyoti Hotel, Udaipur Hotel প্রভৃতি। বামদিকে আছে Sri Ganesh Hotel, সরকারি TB-র কাছে Ashok Hotel, দেবস্থান পরিচালিত সূরয পোলের কাছে Devasthan Vishranti Gria, চেতক সার্কেলে Chetna Hotel, একটু দূরে Nataraj Hotel ইত্যাদি বহু হোটেল।

অন্যান্য ব্যসস্থানের মধ্যে আছে PWD DB (রিজা: EX. Engr., PWD, Udaipur), RR, উদয়পুর TB (রিজা : ম্যানেজার); Municipal RH ইত্যাদি। **ধরমশালা**— সূরয পোলে ফতে মেমোরিয়াল, রাধামাধব নিবাস, চম্পালাল-কী, ধামনন্দী, মুসাফিরখানা (রসুলপুরাতে, কেবল বোহ্‌রাদের জন্যে)।

কী দেখবেন এখানে : চলুন প্রথমেই যাই রাজস্থানের সবচেয়ে বড় প্রাসাদ সিটি প্যালেসটি দেখে আসি। শুধু আকারে নয়, এমন জমকালো প্রাসাদও বুঝি ভূভারতে দ্বিতীয়টি দেখবেন না। 100 ফুট (30 মি) উঁচু বেলেপাথরের উপর শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পিছোলা লেকের বুকে গ্রানাইট আর শ্বেতমর্মরে গড়ে উঠেছে এই প্রাসাদ। তুষারশুভ্র ঝুলবারান্দা, অলঙ্কৃত খিলান, স্তম্ভ, জানালা আর গম্বুজ আপনার নয়নে মাখিয়ে দেবে মায়াঞ্জন। 1725-এ নির্মিত 3 খিলানী তোরণ ত্রিপোলিয়া গেটের মধ্যে দিয়ে ঢুকে পৌঁছে যাবেন অষ্ট তোরণের স্থানে— এখানে রাজাদের ওজনের সমান সোনা ওজন করে সেই পরিমাণ সম্পদ গরিবদের বিতরণ করা হত। এই পথ এখন প্রাঙ্গণ, চত্বর, বারান্দা, ঝুলন্ত বাগান ঘুরে এমন করে এগিয়ে গেছে যেন স্বপ্নপুরীতে আপনি বিচরণ করছেন। রানা উদয়সিংহের হাতে এই প্রাসাদের পত্তন হলেও পরবর্তী রাজারা এতে বহুতর সংযোজন করেছেন, কিন্তু কোথাও মূল কাঠামোর সঙ্গতি হারিয়ে যায়নি। এর সূরয গোখড়া বারান্দা থেকে রাজারা প্রজাদের দর্শন দিয়ে তাঁদের দুঃখের দিনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিতেন। ময়ূর চকে গিয়ে দেখবেন দেওয়ালে মোজেক পাথরে ময়ূরের কী অনবদ্য চিত্রণ। চিন্নি চিত্রশালার নীল-সাদা সেরামিকের কাজ, ভীম বিলাস প্রাসাদের কৃষ্ণবিষয়ক চিত্ররাজি, দিলখুস মহল, মোতি মহল, শিশমহল এবং শ্রীকৃষ্ণার প্রাসাদ— একে একে মায়াপুরীতে মায়ামহল উদ্‌ঘাটন করবে আপনার চোখে। রাজকুমারী কৃষ্ণা পিতা ভীমসিংহকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এখানে বিষপানে জীবনাবসান ঘটিয়েছিলেন। প্যালেস দেখার জন্য অবশ্য গাইডের সাহায্য নিয়ে 9.00-16.30 মধ্যে ৫ করে টিকিট কেটে দেখে আসুন।

প্রাসাদ দেখে বেরিয়ে এসেছেন, এবার যাব পাশের **জগদীশ মন্দিরটিতে**। এক রাশ সিঁড়ি পার হয়ে এই মন্দিরে বিষ্ণুমূর্তি দেখতে হবে। মহারানা প্রথম জগৎ সিংহ 1651-য় এটি নির্মাণ করেন। ঢোকবার মুখে একটু নিচুতে দেখবেন দুটি সুন্দর হস্তিমূর্তি। 3 তলা এই মন্দিরের সামনেই একটা স্তম্ভযুক্ত ঘর বারান্দা। গর্ভ মন্দির, গর্ভ বেদির অলঙ্করণ নিমেষহীন নয়নে দেখার মত। দেওয়ালের গায়ে বলিষ্ঠ খোদাইকর্ম। মন্দিরের সামনের মন্দিরেই আছে গরুড়ের কাঁসার মূর্তি। আর চারকোণে শিব, শক্তি, সূর্য ও গণেশের চারটি মন্দির। সিটি প্যালেসের পথেই পড়বে একশ একর জোড়া বিশাল বাগিচা— 1859-74-এ মহারানা সজ্জন সিংহ নির্মিত **সজ্জন নিবাস বা গোলাপ বাগ**। এখানেই গড়ে উঠেছে **ভিক্টোরিয়া হল মিউজিয়ামটি**। এখানে সংরক্ষিত রয়েছে

মহারাজা খুররম (পরে শাজাহান)-এর ঐতিহাসিক শিরস্ত্রাণ (এটি থেকেই মেওয়ারের রানার শিরস্ত্রাণের উদ্ভব), কুম্ভলগড়ে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক নানা নিদর্শন, লিপি-অঙ্কিত জৈন মূর্তি। গা-লাগাও সরস্বতী সদনে রয়েছে ভারতবিদ্যাবিষয়ক অমূল্য পুস্তকরাজি সহ সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দি, উরদু ও পারস্য ভাষায় রচিত বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি। এই সজ্জন বাগেই গড়ে উঠেছে চিড়িয়াখানা আর রয়েছে ছোটদের জন্য মিনি ট্রেন।

যে প্রাসাদটি দেখলেন, সেটি যার বুকে গড়ে উঠেছে, সেই পিছোলা লেকটির নামকরণ হয়েছে পিছোলী গ্রামের নামে। পাহাড়, প্রাসাদ, মন্দির, স্নান ঘাট আর বাঁধানো তীরে পিছোলা হয়ে উঠেছে অনবদ্য। 10 বর্গকিমি জোড়া এই কৃত্রিম হ্রদ গড়ে উঠেছে 14 শতকের শেষ ভাগে বুকে অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে। দুটি দ্বীপের বুকে গড়ে উঠেছে অনবদ্য দুটি প্রাসাদ— উত্তর বংশী ঘাটের কাছে Lake Palace এবং দক্ষিণে Island Palace—জগনিবাস ও জগমন্দির। জগনিবাস তৈরি করেছিলেন 1757-য় মহারাজা দ্বিতীয় জগৎ সিংহ। পরবর্তীকালে মেবারের রানাদের এই গ্রীষ্মাবাসটিতে অনেক সংযোজন হয়েছে। এই ভাসন্ত প্রাসাদে এখন গড়ে উঠেছে একটি আন্তর্জাতিক মানের হোটেল। 1.6 হেক্টর ভূমিতে গড়ে ওঠা এই প্রাসাদের ভিতরে অনেকগুলি কক্ষ ছাড়া দরবার, গোসল, ঝরনা ও বাগিচা রয়েছে। তবে সবাই এখানে ঢুকতে পান না।

জগমন্দির প্রাসাদটি লাল বেলেপাথরে মর্মর গম্বুজে নির্মিত। এখানেই নির্বাসিত খুররম (ভবিষ্যতের শাজাহান) প্রথম বয়সে পিতা জাহাঙ্গির কর্তৃক নির্বাসিত অবস্থায় কাটান। মাহারানা অমর সিংহের আমলে 1615-য় এটির নির্মাণ শুরু হয়ে মহারাজা করণ সিংহের আমলে 1622-এ সমাপ্ত হয়। পরে জগৎ সিংহ কিছু সংযোজন করেন। কেউ বলেন তাঁরই জন্যে এই নাম, অন্যমতে এখানের মন্দিরটি প্রভু জগন্নাথের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত— তাই নাম জগমন্দির। মূল প্রাসাদটি 3 তলা একটি হলুদ বেলেপাথরের গোল স্তম্ভযুক্ত। এর ভিতরটা মার্বেল পাথরে তৈরি। পূর্ণিমা তিথি দেখে পিছোলা লেকের সৌন্দর্য চাখতে আসুন— অমৃতের স্বাদ পেয়ে যাবেন।

এই লেককে ঘিরে লোককাহিনী গড়ে উঠেছে একাধিক। এক সুন্দরী নর্তকী লেকের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বাঁধা এক দড়ির উপর নেচে নেচে যাবে। তার প্রার্থনা মাত্র অর্ধেক রাজত্বের। প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে দেখে মন্ত্রী দিলেন দড়ি কেটে। রূপসী নর্তকীর ঘটলো সলিল সমাধি। তার সমাধি স্তম্ভে, কে জানে, সেই বেদনা এখনো গুঞ্জরিত কিনা। আবার জনশ্রুতি যে পিছোলার জল যে পান করবে পিছোলা তাকে আবার পিছু ডাকবে— আবার তখন বলতে হবে 'আবার আসিব ফিরে'। লেকের পূর্ব দিকে রয়েছে রাজকীয় শিকার-মঞ্চ খাস ওড়ি। এটি লেকে গিয়েও দেখতে পারেন, আবার সজ্জন নিবাসের রাস্তা ধরেও দেখে আসতে পারেন।

পিছোলা লেকের ঠিক উত্তরে রঙসাগর লেক, তার উত্তরে স্বরূপসাগর লেক। স্বরূপসাগরের উত্তর পশ্চিমে গিয়ে এবার দেখে আসি চলুন ফতেসাগর লেক। 2.4 কিমি লম্বা আর 1.6 কিমি চওড়া এই কৃত্রিম লেকটি তৈরি করিয়েছিলেন মহারানা ফতে সিংহ। তিনপাশে পাহাড় ঘেরা গা-ঘেঁষে আঁকাবাঁকা রাস্তাটি বড় মনোরম। এই রাস্তায় গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ান অথবা লেকে নৌকো চড়ুন— সময় কেটে যাবে অবহেলায়।

এখানের আর এক আকর্ষণ দক্ষিণ পাড়ে পাহাড় মোতি মাগরিতে প্রতাপ স্মারকটি। মোতি পাহাড়ের চুড়োয় স্থাপিত হয়েছে মেবারের বীর রানা প্রতাপের একটি অশ্বারোহীমূর্তি এক উন্নত বেদির উপরে। দুপাশে গাছের সারি, মাঝে এখানে উঠে আসার পথ রয়েছে। চলুন রানা প্রতাপ আর তাঁর অশ্ব চৈতককে একবার শ্রদ্ধা জানিয়ে আসি। এখান থেকে হ্রদের সৌন্দর্য অনুপম। তখন ইচ্ছে হলে নেমে এসে নৌকো বেয়ে চলে যাই হ্রদের বুকে গড়ে ওঠা নেহরু আইল্যান্ড পার্কে। এখানের কৃত্রিম ঝরনার তালে তালে গেয়ে উঠি— হেথায় আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা। আর যদি উদরসেবার প্রয়োজন হয়— এখানেই তো ক্যান্টিন রয়েছে। ফতেসাগর রাজস্থানের স্মৃতিকে চির জাগরূক রাখে।

ফতেসাগরের পূর্ব পাড়ে লক্ষ্মীবিলাস আর আনন্দভবন প্রাসাদ। আর তার ঠিক ডানদিকেই বাঁধের নিচুতে এক মনোরম বাগিচা সহেলিওঁ কি বাড়ি। গেলে মনে হবে যেন মোগল যুগে পৌঁছে গেছেন এই বাগান দেখতে দেখতে। নানান ধরনের ফোয়ারায় জীবন যেন স্নাতস্নিগ্ধ। একদা এখানে রাজপুত কুমারীদের সৌন্দর্য আর ফুলের মনোহারিতা একাকার হয়ে যেত। দিল্লির সম্রাট এই কুমারীদের দান করেছিলেন মহারানা সংগ্রাম সিংহকে। এখানের জলাশয়গুলি পর্যন্ত অলঙ্কৃত। বুকে তাদের অলঙ্কৃত ছত্রীর স্মরণচিহ্ন কালো পাথরের গঠনে।

পুরো একদিন দেখেছেন উদয়পুর শহর। একদিন কাটিয়েছেন পিছোলা লেক আর ফতেহ্ সাগরে। ঘুরে আসবেন চলুন এবার হলদিঘাটি, নাথদ্বার, একলিঙ্গজি, কাঁকরোলি, রাজসমন্দ লেক, কুম্ভলগড়, রণকপুর। এর

জন্য দুটো দিন খরচ করতে নিশ্চয়ই আপনি কার্পণ্য করবেন না। তবে এসব যদি বাদ দেন— তবে অন্তত আর একটি দিন হাতে রাখুন। চলুন যাই **জয়সমন্দ অভয়ারণ্য**— উদয়পুর থেকে 48 কিমি দূরে বাসে গিয়ে। এখানেই এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ জয়সমন্দ লেকটি তৈরি করেছিলেন 17 শতকে মহারানা জয়সিংহ। এর তীরে তীরে অসংখ্য অলঙ্কৃত ছত্রী। দুপাশে রানীদের জন্য গ্রীষ্মনিবাস। এখনো মীনা ও ভীল উপজাতিরা এখানে বাস করেন। উদয়পুরের দক্ষিণের এই লেকের অন্য নাম ধেবর লেক। 14 কিমি লম্বা এবং 9.6 কিমি চওড়া— মোট 48 কিমি পরিধি যুক্ত এই বিশাল লেকের পাড়ে আরো এক বিশাল 366 মি. লম্বা, 35 মি চওড়া এবং 35 মি উঁচু একটা বাঁধ তৈরি হয়েছে। 6টি ছত্রীর মাঝে একটি শিবের মন্দির।

লেক থেকে 4 কিমি এগিয়ে অভয়ারণ্যে রয়েছে সম্বর, চিতল, গাজেল, অ্যান্টিলোপ, বন শুয়োর, প্যান্থার প্রভৃতি জন্তু ছাড়া নানান জাতের পাখি। উড়ে আসে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি শীতকালে।

হলদিঘাট : এই উপত্যকা ও গিরিপথটিতে একসময়ে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে তারই কথা ভেবে আপনি এখানে আসবেন হয় উদয়পুর থেকে 65 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে আরাবল্লী পাহাড়ের এই স্থানে অথবা নাথদ্বার এলে 16 কিমি পার হয়ে হলুদমাটির এই স্থানে। রানা প্রতাপ সিংহ বীর রাজপুতদের সহায়তার আকবরের বিরাট সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হয়ে প্রবল প্রতাপে এখানে যুদ্ধ করেন। রানা প্রতাপের ঘোড়া চৈতক প্রভুকে নিয়ে পালিয়ে যেতে গিয়ে এখানেই প্রাণ হারায়। তাই চৈতকের স্মৃতিতে গড়ে উঠেছে একটি স্মারক স্তম্ভ। দেখতে দেখতে হয়ত আপনি 2 জুন 1576 তারিখটিতে স্মৃতিবাহিত হয়ে পৌঁছে যাবেন। গর্বে-গৌরবে বুক উঠবে ভরে। ইচ্ছে হলে RTDC-এর RH এর ডর্মিতে ৭৫ থেকে যেতে পারেন একটা রাত।

নাথদ্বার

রাজস্থানের এই বিখ্যাত বৈষ্ণব তীর্থ দেখলেই আপনার ভাল লাগবে। উদয়পুর থেকে এর দূরত্ব মাত্র 48 কিমি। বাস আসছে আজমীর এবং চিতোর থেকেও। ট্রেনে উদয়পুর থেকে মাভোলী এলে সময় নেবে আড়াই ঘণ্টার মত। সকাল 5.45 ট্রেন পাবেন।

যদি একটা বা দুটো দিন থেকে যেতে ইচ্ছে হয় তবে RH (Ex. Engr, PWD, Nathdwara) সুন্দর 3-4টি বড় ধরমশালা ছাড়া RTDC-এর Gokul TB (Ph: 30917), ২৫০-৩৫০, ডর্মি ৭৫ এবং টেম্পল রোডে বেসরকারি TL পাবেন ১২৫-১৭৫ মধ্যে। তবে থাকার প্রয়োজন হবে কি?

নাথদ্বারের কৃষ্ণবিগ্রহ শ্রীনাথজি নামে খ্যাত এবং একসময়ে মথুরার নগরদেবতা ছিলেন। 1495-এ মথুরার বল্লভাচার্য যমুনা নদীতে স্নানের সময় বিগ্রহটিকে কুড়িয়ে পেয়ে মথুরায় প্রতিষ্ঠা করেন। জনশ্রুতি যে মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংসকারী ঔরংজীবের আক্রমণ থেকে বিগ্রহকে বাঁচাবার জন্য জয়সিংহ ভক্তগণকে নিয়ে রথে করে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন। নাথদ্বারে এলে তাঁরা দেখলেন হঠাৎ রথের চাকা মরুভূমির এই পাথুরে মাটিতে আশ্চর্যভাবে বসে গেছে। শত চেষ্টাতেও তোলা গেল না। তখন দেবতারা জানালেন— দেবতা এখানেই প্রতিষ্ঠিত হতে চান। বিগ্রহ তুলে এখানে বেদিতে রাখতেই নাকি রথের চাকা আবার উঠে পড়ে। 1669-এ রাজা জয়সিংহ এখানের মন্দিরটি তৈরি করে দেন। কৃষ্ণবর্ণ মূর্তিটিকে মনে হয় সজীব। দেওয়ালির সময় দেখে আসুন। হাজার হাজার ভক্তের মধ্যে আপনিও যদি মিশে। তারপর সহস্রজনের সঙ্গে আপন ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করুন। এখানে এলে— ঐ যে আগে বলে এসেছি— হলদি ঘাটের ঐতিহাসিক প্রান্তরে একবার যেতে ভুলবেন না।

একলিঙ্গজি : যদি উদয়পুর থেকে কৈলাসপুরীতে গিয়ে একলিঙ্গজি দেখতে চান তবে 25 কিমি বাস ভ্রমণ করুন। আর নাথদ্বার থেকে যদি যাবার ঠিক করে থাকেন তবে ঐ একই দূরত্ব বাসে অতিক্রম করুন। তারপর উদয়পুরের রানাদের গৃহদেবতা একলিঙ্গজি দর্শন করুন। দেবতা চতুর্মুখ শিব— কালো পাথরে তৈরি। সুন্দর মার্বেল পাথরে তৈরি মন্দিরটির স্থাপয়িতা সম্ভবত 8 শতকের বাপ্পা রাওয়াল। অন্য দেবদেবীদের মধ্যে মন্দির ঘিরে এক সময়ে 108টি মন্দির চত্বর গড়ে উঠেছিল— এখন নেই।

এখান থেকেই মাত্র 3 কিমি গিয়ে নাগদায় দেখে আসুন সাস-বহু মন্দিরের অনবদ্য শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শন।

কাঁকরোলি : নাথদ্বার থেকে মাত্র 16 কিমি আর উদয়পুর থেকে 66 কিমি দূরে রাজসমন্দ লেকের তীরে গিয়ে চলুন দেখে আসি দ্বারকাধীশের সুন্দর মন্দিরটি। দেখলেই মনে হবে যেন নাথদ্বারের মন্দিরটিই এখানে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে। রাজসমন্দ লেকটিও ভাল লাগবে। 1660-এ রানা রাজসিংহ এই বাঁধ নির্মাণ

করেন। খরচ পড়েছিল তখনই 1.5 কোটি টাকা। রাজনগরের এই 7.7 বর্গকিমি জোড়া হ্রদটির 183 মি দীর্ঘ ও 64 মি চওড়া মার্বেল বাঁধানো নৌচকী বাঁধ আপনার মনে বিস্ময় সৃষ্টি করবে। সিঁড়ি দিয়ে একেবারে জলের ধার পর্যন্ত নেমে যান। এর পাড়ে 25 খানি পাথরের বুকে দেখুন 1675-এ খোদিত হয়েছে সংস্কৃত ভাষায় রণছোড় ভট্টের রচিত রাজপ্রশস্তি। এত বড় শিলালিপি কি আপনি আর কোথাও দেখেছেন বলে মনে পড়ছে আপনার ? সম্ভবত না। ছোট্ট দুর্গটিও আপনার অবসর-বিনোদনের সাথী হবে।

এখান থেকেই 33 কিমি এগিয়ে গেলে পাবেন চারভুজাজির মন্দির। আর উদয়পুর থেকে 64 কিমি দূরে জৈনমন্দির ঋষভজি দেখে আসুন। শিলালিপি থেকে জানা যায় এর প্রাচীন অংশটি 14 শতকে নির্মিত। উপবেশন ভঙ্গিতে স্থাপিত ঋষভ দেবের মূর্তির অপর নাম কেশরিয়াজি, কারণ ভক্তরা তাঁকে গৈরিক বসনে আবৃত করে দেন।

কাঁকরোলিতে থাকার জন্য আছে বেশ কিছু হোটেল। আছে Youth Hostel, ঠিকানা: Kankroli Youth Hostel, Shri Dwarkesh Hotel. Mukherjee Choraya, Bhilwara Road, Kankroli-313324 Ph: 359, ডর্মি মাথাপিছু ২৫.।

কুম্ভলগড়

রাজস্থানের প্রধান আকর্ষণই এর দুর্গগুলি। অতএব চলুন উদয়পুর থেকে 64 কিমি দূরে আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমাংশে দেখে আসি মেবার আর মাড়োয়ারের সীমান্তে মহারানা কুম্ভের স্মৃতিবহ কুম্ভলগড় দুর্গটি। আরেত পোল ও রাম পোল তোরণে পৌঁছন। এখান থেকেই আসল দুর্ভেদ্য দুর্গের শুরু। আবার রাম পোল থেকে শুরু করলে ভৈরব পোল, নীবু পোল, চৌগান পোল, পাখড়া পোল ও গণেশ পোল পার হয়ে ভিতরে ঢুকুন আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে। বিশাল চওড়া প্রাচীনপথে একদা আটজন অশ্বারোহী পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে পারতেন। দুর্ভেদ্য এই দুর্গে প্রবেশ করতে না পেরে ফিরে গেছিলেন 1442-এ মামুদ খিলজি। মহারানা কুম্ভ এটিকে পরের বছর আরো দৃঢ় করে গড়েন, শেষ হয় 1458-তে। আগে নাম ছিল কুম্ভলমের। পরে লোকমুখে নাম হয়েছে কুম্ভলগড়। গুজরাটের আহমেদ শাহ-ও এর দুর্ভেদ্যতা বুঝতে পেরেছিলেন। শেষে সুলতান কুতবউদ্দিন এঁর ভিতরের বাণমাতার মন্দির ধ্বংস করেন আর অকবরের সেনাপতি শাহবাজ খান 1576-এ এটি অধিকার করে নেন। মধ্যযুগীয় সামরিক নিদর্শন হিসাবে এই দুর্গের গুরুত্ব যেমন, তেমনি এর সৌন্দর্যমাখা এখানের মহারানা ফতে সিংহের প্রাসাদ, নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির, কুম্ভস্বামীর মন্দির আর রানা রায়মলের পুত্রের ছত্রীগুলি। এখানে মনে পড়ে যাবে আপনার ধাত্রী পান্নার নিজের সন্তান বিসর্জন করে রানা উদয়সিংহকে বাঁচানোর ইতিহাস। হয়ত নিশ্বাস গভীর হবে, হয়ত ধাত্রীর ঔদার্যে মুগ্ধ হবেন পুনশ্চ।

রণকপুর

উদয়পুর থেকে বাসে 152 কিমি দূরে যে পথটি একলিঙ্গজি, নাথদ্বার কাঁকরোলির ওপর দিয়ে ফলনা রোডে স্টেশন পৌঁছেছে, সেই ফলনা থেকে রণকপুর মাত্র 32 কিমি বাসে। ট্রেনে এলে দিল্লি-আমেদাবাদ লাইনের যে কোনো ট্রেনে চড়ে এসে ফলনা স্টেশনে নামুন। তারপর বাসে চড়ুন। যারা আবু রোড থেকে আসবেন তাঁরা সিরোহি হয়ে সন্দেরাভ-এ এসে ডানদিকে ঘুরে সদরি আসুন। এর কাছেই রণকপুর। আবার যাঁরা উদয়পুর-দিল্লি রেলপথে উদয়পুরের 117 কিমি দূরে মারওয়াড় জংশনে নামেন, তাঁরাও একটু দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে গিয়ে সন্দেরাভের কাছে পৌঁছে যান।

রাজস্থানীরা বলেন, রণকপুর না দেখলে রাজস্থান ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয় না। এখানে আসতে হয় অবশ্য বিখ্যাত জৈন তীর্থ বলে। আরাবল্লী পর্বতমালার পশ্চিম ঢালে 12-15 শতকের মধ্যে নির্মিত প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে বেশির ভাগ তৈরি হয়েছে রানা কুম্ভের রাজত্বকালে। 48,000 বর্গফুট এলাকা জুড়ে তেতলা উঁচু ভিতের উপরে তৈরি এই মন্দিরগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হল চৌমুখ মন্দির। বিগ্রহ ঋষভনাথজি, 15 শতকে নির্মিত। 5টি গোল শিখর, 44টি খিলান আর 24টি মণ্ডপ যুক্ত এই বিশাল মন্দির দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব কারুকার্য সমন্বিত 144টি স্তম্ভের উপর। কী আশ্চর্য স্থাপত্য। নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ ও সূর্যমন্দিরও দেখার মত। সূর্যমন্দিরের গায়ে খোদিত কিছু আদিরসাত্মক মূর্তি আছে। এখানে অজৈনরা ঢুকতে পান 12.00-17.00 মধ্যে।

থাকতে পারেন RH, জৈন ধরমশাল ছাড়া RTDC-র Shilpi TB (Ph: 285074), DAB ৩০০, DAC ৭০০, DB Cooler ৫০০, ডর্মি ৬০, বিনিময়ে।

চিতোর গড়/চিতোর

রাজপুতানার বীরগাথার উৎসভূমি চিতোর। এককালে চিতোরই ছিল প্রাচীন মেবারের রাজধানী। কত গৌরব, কত রোমাঞ্চ, কত বীরত্ব এর আকাশে-বাতাসে বুঝি আজও ধ্বনিত। এখানে অসম্মানের চেয়ে মৃত্যুবরণ সহজতর বিষয় ছিল। চিতোর গড়ের ধ্বংসাবশেষ আজও নীরবে সেই কাহিনী উচ্চারণ করে চলেছে।

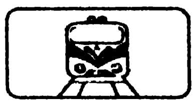
জনশ্রুতি যে মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেনই নাকি চিতোর গড় দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। ইতিহাস বলে রাজা চিত্ররঙ্গ মোরি এখানে একটি পুষ্করিণী, একটি প্রাসাদ তৈরি করে নিজের নামে দুর্গের নামকরণ করেন চিত্রকূট। সেই চিত্রকূটই এখন সংক্ষেপে লোকমুখে দাঁড়িয়েছে চিতোর। 734-এ এটি বাপ্পা রাওয়ালের অধিকারে আসে। 1567 পর্যন্ত এটি শিশোদিয়া রাজবংশের রাজধানী হিসেবে গণ্য ছিল। এর সিংহাসনে একদা বসেছিলেন মহারানা কুম্ভ, মহারানা সংগ্রাম সিংহ, মহারানা প্রতাপ সিংহ।

এর উপর মুসলিম অধিপতিদের প্রথম নজর পড়ে 1303-এ। আলাউদ্দিন খিলজি তখন দুর্গ আক্রমণ করে রাওয়াল রতন সিংহের সুন্দরী পত্নী পদ্মিনীকে অধিকার করতে চেয়েছিলেন। দীর্ঘ অবরোধের পর তিনি দুর্গের পতন ঘটাতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু পদ্মিনীকে পাননি। অসম্মানের ভয়ে পদ্মিনী সহগামিনীদের সঙ্গে আগুনে ঝাঁপিয়ে জহর ব্রত পালন করলেন। কামনার আগুনের চেয়ে এই আগুন তাঁর কাছে শীতলতর ছিল। ইতিহাস আজ অবশ্য অন্য কথা বলছে। পদ্মিনীর কাহিনী চিতোরের নয়, অযোধ্যার। সেখানে মালিক মুহম্মদ জায়সী রচনা করেছিলেন 'পদুমাবৎ' কাব্য এই কাহিনী নিয়ে। দরকার কী সেই ইতিহাস নিয়ে। পদ্মিনীকে দেখার জন্য আলাউদ্দিন সমাগত। বিশাল আয়নার মাঝে সুন্দরীর দেহের ছায়া পড়ল। আকুল হয়ে উঠেছেন সম্রাট। কিন্তু কই পদ্মিনী—সম্রাট হায় হায় করে উঠলেন।

সেই পদ্মিনীর চিতোর গড় আবার রানা কুম্ভের সময়ে হৃতগৌরব ফিরে পেল। তিনি দুর্গের সুরক্ষাকে আরো দৃঢ় করলেন। মালব ও গুজরাটের মুসলমান নৃপতিদের পরাস্ত করে নির্মাণ করলেন 'জয়স্তম্ভ'। রানা সঙ্গ গৌরবকে তুঙ্গে নিয়ে গিলেন। কিন্তু 16 মার্চ 1527 খানুয়ার যুদ্ধে চিতোর পরাস্ত হল। আবার 1534-এ এর বুকে আঘাত হানলেন গুজরাট সুলতান বাহাদুর শাহ। রানা সঙ্গের বিধবা রানী কর্ণাবতী হাজার রাজপুত রমণীদের নিয়ে জহরব্রতে প্রাণ বিসর্জন করলেন। আকবর, মানসিংহ আর প্রতাপ সিংহের কথা তো পর্যটক বন্ধু আপনার জানাই আছে। হলদিঘাট-এর যুদ্ধে ভারতের সেরা গৌরব কাহিনী। আজও এর গাছের পাতা, পাথর দেখলে রানা প্রতাপের সেই প্রতিভা আমাদের বুকে বারবার জেগে ওঠে। সাধে কি এখনো রাজস্থানী ত্রিপদীতে গ্রামে-গঞ্জে বলা হয়ে থাকে—

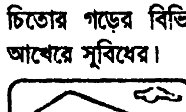
গড ত' চিতোর গড় আর সব গড়াইয়া
তাল ত' ভূপাল তাল অর সব তলাইয়া
রানী ত' পদ্মিনী রানী অর সব গধাইয়া।

—দুর্গ হলে চিতোর গড়, হ্রদ হল ভূপালের বড়িতাল আর রানী হলেন পদ্মিনী— অন্যেরা সব নস্যি।



কেমন করে আসবেন : চিতোর গড়ের নিজের কোনো বিমানক্ষেত্র নেই— বিমানে নামতে হবে 92 কিমি দূরের উদয়পুর ডাবোক বন্দরে। রেলপথে চিতোর আজমীর, উদয়পুর, রতলম প্রভৃতি শহরের সঙ্গে যুক্ত। জয়পুরে 12.45 ছেড়ে আজমীরে 15.45 পৌঁছে 9769 জয়পুর-পূর্ণা এক্স আসছে এখানে 19.55-য় 325 কিমি পেরিয়ে। আজমীর থেকে আসছে 20.25 ছেড়ে 9671 আজমীর-খাণ্ডোয়া এক্স 00.50-এ 189 কিমি পার হয়ে। আবার খাণ্ডোয়াতে 12.15 ছেড়ে 2.30 পূর্ণাতে 7.00 ছেড়ে রতলম ছুঁয়ে 5.50-এ চিতোর যাচ্ছে। দিল্লিতে 14.10 ছেড়ে চেতক এক্স 6.15 মিনিটে 622 কিমি পার হয়ে রেওয়ারি, জয়পুর, আজমীর ছুঁয়ে। উদয়পুর থেকে 9616 চেতক এক্স 18.15 ছেড়ে এখানে 21.40— দূরত্ব 117 কিমি। সড়কপথে চিতোরগড় থেকে উদয়পুর 111 কিমি, মুম্বাই 839 কিমি, দিল্লি 603 কিমি এবং কলকাতা 1,833, কিমি, আগ্রা 551 কিমি, জয়পুর 320 কিমি। নিয়মিত বাস চলছে উদয়পুর, ভীলওয়ারা থেকে (এখানেই আজমীর, বুঁদি ও কোটা যাবার জন্যে বাস বদল করতে হয়)। স্থানীয়ভাবে পাবেন টাঙা।

এছাড়া পাবেন কন্ডাকটেড ট্যুরের সুবিধে। চিতোরগড় স্টেশন থেকে বের হয়েই পাবেন ট্যুরিস্ট ব্যুরোর জনতা আবাস গড় (Ph: 3089)। এখান থেকে দুবার বাস ছাড়ছে 8.00-12.00 এবং 14.00-18.00। RTDC-র এই বাসে চড়ে ৪৪ বিনিময়ে (শিশু ৩৪) চিতোর গড়ের বিভিন্ন স্থান দেখার সুযোগ নেওয়াই আখেরে সুবিধের।

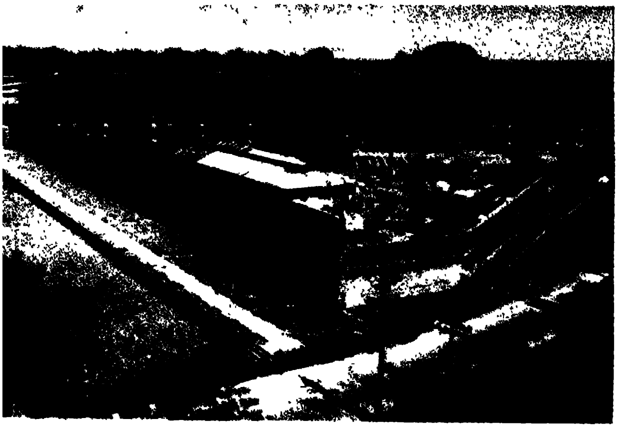


কোথায় উঠবেন : চিতোরে খুব বেশি হোটেল নেই— পাশ্চাত্য প্রথার হোটেল তো নেই-ই। তবে

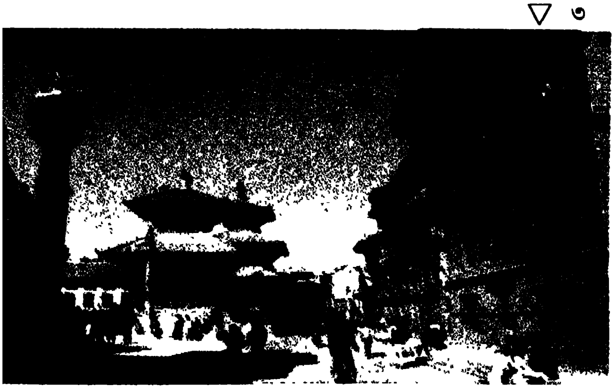


△ ১

▽ ২

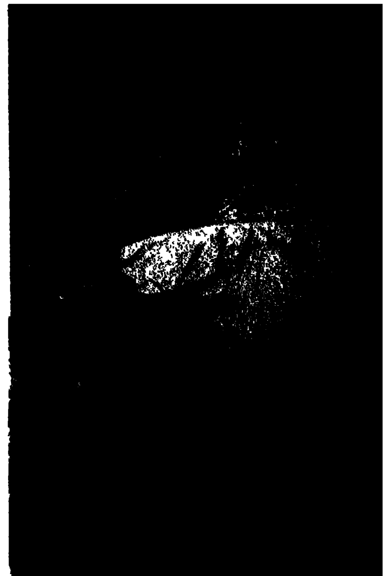


▽ ৩



▽ ৪





△ ৫

১· শিলং-এর লেক-মেঘালয়
২· সেলুলার জেল-পোর্টব্লেয়ার-আন্দা
৩· কাঠমাণ্ডু-নেপাল
৪· ভুটান-এর প্রবেশ তোরণ
৫· শম্ভুনাথ মন্দির-নেপাল
৬· গোমুখ-এর কিছুদূরে গঙ্গার অবতর

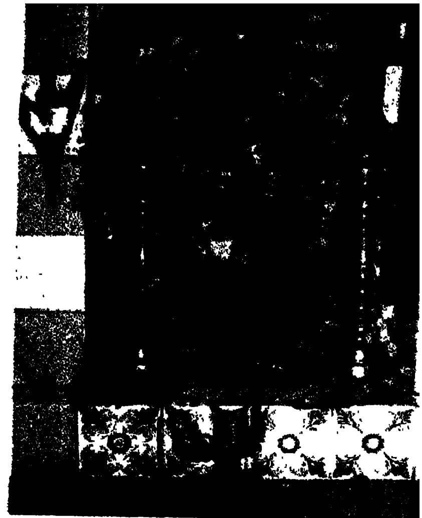




১

▽ ২





△ ৩

১· মানালী-হিমাচল প্রদেশ

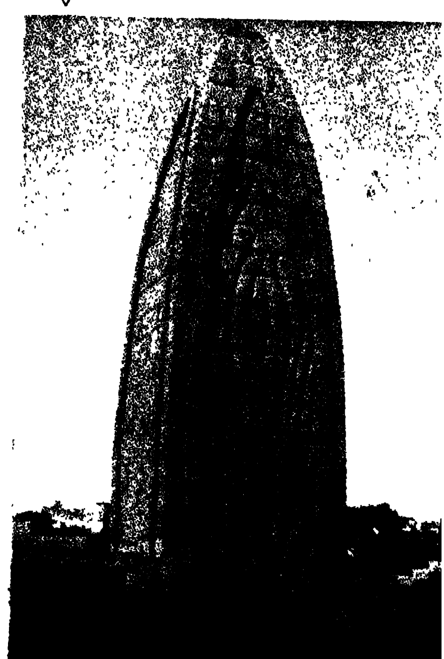
২· ফতেপুর সিক্রী-দিল্লী

৩· সন্তোষী মাতা-উজ্জইন-মধ্য প্রদেশ

৪· জালিয়ানওয়ালাবাগ-স্মৃতিস্তম্ভ-পাঞ্জাব

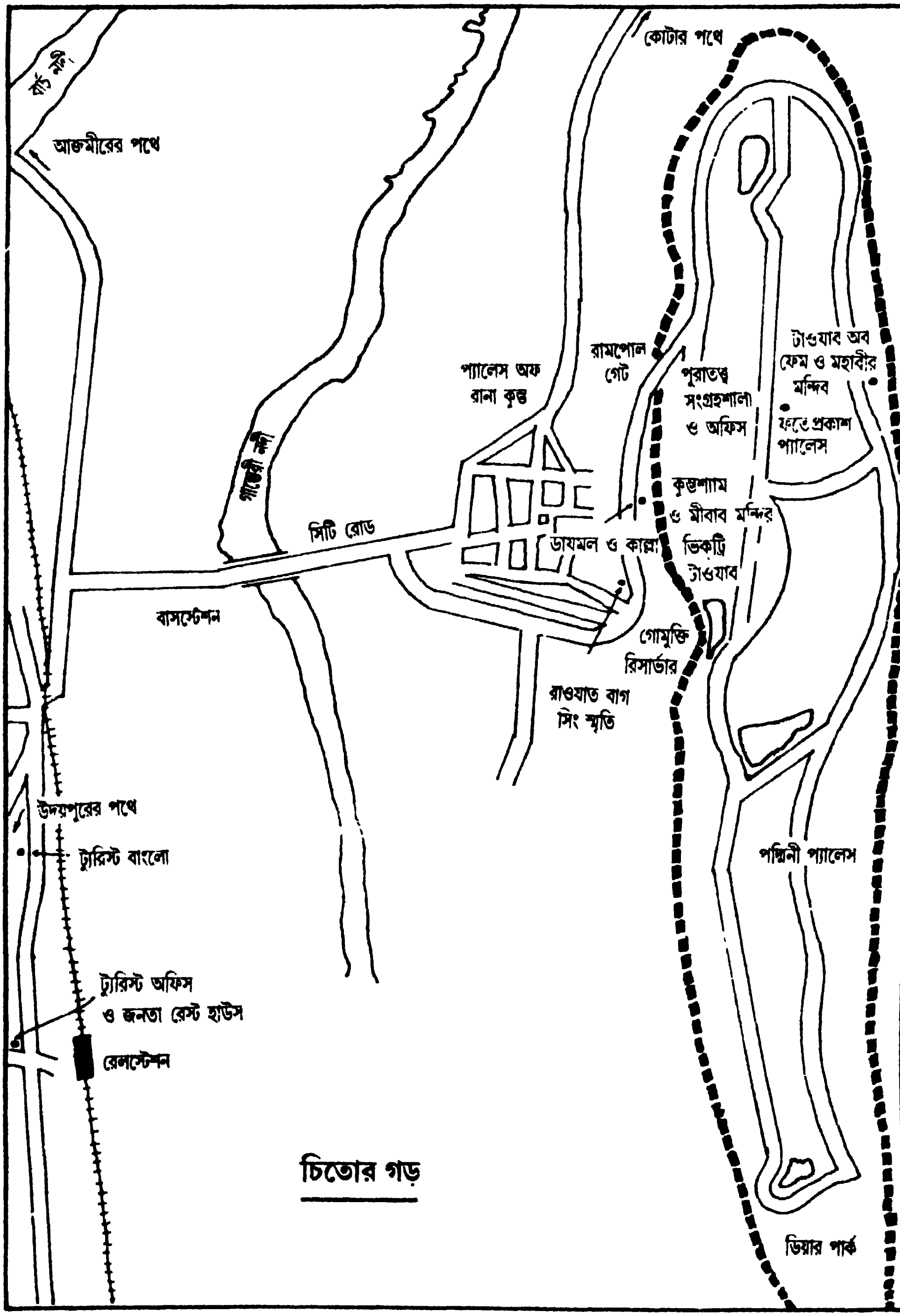
৫· কোণারক সূর্য মন্দির-ওড়িশা

▽ ৪



৫




আজমীরের পথে
কোটার পথে
প্যালেস অফ রানা কুম্ভ
রামপোল গেট
পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালা ও অফিস
টাওয়ার অব ফেম ও মহাবীর মন্দির
ফতে প্রকাশ প্যালেস
কুম্ভশ্যাম ও মীরার মন্দির
সিটি রোড
ডায়মল ও কাল্লা
ভিকট্রি টাওয়ার
বাসস্টেশন
গোমুক্তি রিসার্ভার
রাওয়াত বাগ সিং স্মৃতি
উদয়পুরের পথে
ট্যুরিস্ট বাংলো
পদ্মিনী প্যালেস
ট্যুরিস্ট অফিস ও জনতা রেস্ট হাউস
রেলস্টেশন
চিতোর গড়
ডিয়ার পার্ক

চন্দ্রবিলাস, গ্রীন, কেশববিলাস প্রভৃতি হোটেলের ব্যবস্থা সন্তোষজনক। স্টেশন থেকে বের হয়েই পাবেন Shalimar Hotel (Ph: 240842), R-16, DAB ১৭৫-২৫০ DAC ৪০০-৫০০; Hotel Sanvaria, R-15, S ১২৫-১৭৫ D ২০০-২২৫ SAC ৩৭৫ DAC ৪৭৫; Aloke Hotel ১২৫-২৫০ Hotel Satkar ১২৫-২২৫; Nataraj Hotel (Ph: 241855) ১৫০-২৫০; RTDC-Panna TB (Ph: 241238) R-20 DAB ৩০০ DB Cooler ৫০০ DAC ৭০০; ডর্মি ৬০ মাথাপিছু। Janata Avas Garh S ১৭৫ D ২২৫। এছাড়া PWD DB (রিজা : Asst Engr. PWD, Chittorgarh), Govt. Sarai (PWD, রিজা : Tourist Astt. Tourist Bureau, Chittorgarh), Irrigation DB (রিজা : Asst. Engr. Irrigation, Chittorgarh), RR ইত্যাদি। **ধরমশালা**— স্টেশনের কাছে জৈন ধরমশালা, মিঠা রামজিকা-ধরমশালা, দুর্গে বিড়লা ধরমশালা প্রভৃতি। গাইড পাবেন, তবে চিতোর গড়ে না থাকলেও চলে। রেলের ক্লোক রুমে জিনিসপত্র রেখে ঘুরে আবার ফিরে যান আজমীরে অথবা উদয়পুরে।

কী দেখবেন এখানে : প্রথমেই দেখি চলুন দুর্গ চিতোর গড়। রেল স্টেশন থেকে মাত্র 3 কিমি দূরে সমতল থেকে 152 মিটার (500 ফুট) উঁচু চিতোর পাহাড়ের মাথায় বনানীর অন্তরালে 8 মাইল (13 কিমি) পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এই দুর্গটি উত্তর-দক্ষিণে 3.5 মাইল (5.5 কিমি) এবং ½ মাইল (1 কিমি) চওড়া জায়গায় গড়ে উঠেছে। নীচে অরণ্য, মাথার উপরে মন্দির-প্রাসাদ-স্তম্ভের ধ্বংসরাশি, খাড়াই সর্পিল পথে 7টি তোরণ— সব কিছু আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তরময় হলেও এখানের বীর রাজপুত যোদ্ধার কাহিনী, ভূগর্ভস্থ 'জহরব্রত' উদ্‌যাপনের কক্ষগুলিতে উচ্চারিত বীররমণীদের আখ্যান, বাঘ সিংহ ও বাহাদুর শাহের অস্ত্রের ঝনঝন, জয়মল ও পাত্তা-র আকবরের বিরুদ্ধে অসমসাহসিক যুদ্ধ ও প্রাণ বিসর্জন— সবই এখানে অনেক জীবন্ত এখনো। শহর থেকে ঢুকতে প্রথম তোরণের ঠিক বাইরেই গুজরাট নৃপতি বাহাদুর শাহের হাতে মহারানা মকুলের পৌত্র বাঘ সিংহ মৃত্যুবরণ করেন— সেখানে গড়ে উঠেছে একটি স্মারক বেদি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তোরণ ভৈরব পোল ও হনুমান পোলের মাঝখানে বীর জয়মল ও কাল্লার উদ্দেশে নির্মিত হয়েছে দুটি ছত্রী। প্রধান তোরণের রাম পোলের কাছে নির্মিত হয়েছে 16 বছরের বীর শহীদ পাত্তা-র স্মরণে একটি ছত্রী। এই তোরণটির সূক্ষ্ম কারুকর্ম ও পাথর খোদাই দরজা বিস্ফারিত নয়নে দেখতে হয়।

দুর্গের পূর্ব প্রাচীরের কাছে রয়েছে যে স্তম্ভটি তার নাম কীর্তিস্তম্ভ। 12 শতকে এটি নির্মাণ করেছিলেন জৈন .ণিক জিজা যদিও একটি শিলালিপি অনুসারে এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে 895-এ। চব্বিশ জৈন তীর্থঙ্করের আদি আদিনাথের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই বিশাল স্তম্ভটি পাঁচতলা— ভিতরে একটি সরু সোপান শ্রেণী শেষ অবধি উঠে গেছে, নীচে থেকে উপর পর্যন্ত সারা স্তম্ভটি নানাভাবে অলঙ্কৃত আর মাঝে তীর্থঙ্করদের বিবস্ত্র মূর্তি। বোঝা যায় এটি দিগম্বর-শ্রেণীর জৈন স্তম্ভ। এর বেড় 30 ফুট (9 মি), উচ্চতা 75 ফুট (23 মি)।

এর অনেক পরে 1458-68 র মধ্যে নির্মিত হয় অন্য স্তম্ভটি। এর নাম জয়স্তম্ভ। 1440-এ মামুদ খিলজিকে পরাস্ত করে রানা কুম্ভ এটি জয়ের আনন্দে নির্মাণ করেন। 9 তলা এই স্তম্ভের মাঝখানেও সিঁড়ি আছে। 122 ফুট (37 কিমি) উঁচু এই স্তম্ভের শীর্ষদেশে উঠুন মাত্র ৫০ পয়সার টিকিট কেটে 107টি সিঁড়ি ভেঙে। উপরের তলা দুটি উন্মুক্ত এবং সবচেয়ে অলঙ্কৃত। নিচুতে এর বেড় কীর্তিস্তম্ভের মত 30 ফুট (9 কিমি)। স্তম্ভের গায়ে দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত কিন্তু স্তম্ভের গঠনশৈলী কোথাও উদগ্র হয়ে দেখা দেয়নি।

দুর্গে ঢুকতে ঠিক ভিতরেই আছে আর একটি ছোট কিন্তু মূল্যবান খোদাই কাজে অলঙ্কৃত জৈন মন্দির শৃঙ্গার চৌরি— ষোড়শ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। এর বহিঃপ্রচীরের গায়ে খোদিত দেব-দেবী, জীবজন্তু এবং নৃত্যরত মূর্তিগুলিতে জীবনের এক আশ্চর্য প্রবাহ। আরো একটি জৈন মন্দির সাত-বিশ-দেউড়ি। এটিকে একটি মন্দির না বলে 27টি মন্দিরের গুচ্ছমন্দির বলাই ভাল। মূর্তিতে, অলঙ্করণে এই গুচ্ছমন্দিরটিকে দেখলে হয়ত আপনার মনে পড়ে যাবে ওড়িশা ও বেলুড় মন্দিরের গঠন রীতির কথা। মন্দিরের নামটির কারণ নিশ্চয় বুঝতে পারছেন 7+20 = সাত + বিশ = 27 ।

জয়স্তম্ভের উত্তরে রয়েছে কুম্ভশ্যামের মন্দির। এটি বিষ্ণুর বরাহ অবতারের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। 1448-এ রানা কুম্ভ এটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের সামনে একটি স্তম্ভযুক্ত বাঁধানো চন্দ্রাতপের নীচে গরুড়ের এক বিশাল মূর্তি। এর কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ভজনখ্যাত কৃষ্ণপ্রিয়া মীরাবাঈ-এর মন্দির। ইন্দো-আর্য স্থাপত্যের এই মন্দিরের শিখরটি সোজা এবং দীর্ঘ। মণ্ডপটি পিরামিডের মত ধাপে ধাপে উঠে গেছে। গর্ভগৃহের চারপাশে চারটি ছোট ছোট মঞ্চ, পাশে সমান স্তম্ভশ্রেণীযুক্ত পথ পর্যটকের কাছে বিশেষত্ব বলে মনে হয়।

দুর্গ চত্বরেই রয়েছে দেবী কালীর একটি মন্দির চিতোরেশ্বরী মন্দির। দুর্গের মধ্যে যত কালী মন্দির ভারতে দেখা যায়, এটি তার মধ্যে অন্যতম প্রাচীন— 8 শতকে নির্মিত। অভিযানকারীদের ধ্বংসের চিহ্ন এই মন্দিরে আজও বর্তমান, কালের রূঢ় হস্তক্ষেপের মালিন্যও প্রকট—তবুও প্রদক্ষিণ পথ ও মণ্ডপের দেওয়ালের গায়ে যে অলঙ্করণ স্থাপত্য— তা বিস্ময়ে মনকে দেয় ভরিয়ে। আদিতে এটি ছিল সূর্য মন্দির।

আরো একটি মন্দির সমৃদ্ধেশ্বর মহাদেব মন্দির। এটি প্রথমে নির্মাণ করেন মীরাবাঈয়ের স্বামী রানা ভোজ, পরে রানা মুকুল এটিকে সংস্কার করেন। ক্ল্যাসিকাল স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত এর প্রাচীর দেখবার মত। গুজরাটের চালুক্য রাজ কুমারপাল এখানে এসেছিলেন— তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে এটি। আর একটি শিবমন্দির জনতাশঙ্কর। এর ছাদে ও দেওয়ালে অলঙ্কৃত খোদাই কর্মগুলি আজও অটুট রয়েছে।

চলুন এবার দেখে আসি রাজপ্রাসাদটি যার নাম রানা কুম্ভের প্রাসাদ। হায়, এ যে এখন ধ্বংসের মুখে। একটা সহজ প্রাসাদ যে কত আকর্ষণীয় হতে পারে, এ যেন আজও তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। এর পত্তন করেছিলেন বাপ্পাদিত্য 8 শতকে, কিন্তু 1433 এ রানা কুম্ভ এর আমূল সংস্কার করেন বলে প্রাসাদটি তাঁরই নামাঙ্কিত হয়ে যায়। বড়ি পোল আর ত্রিপোলিয়া তোরণ দিয়ে এর মধ্যে প্রবেশ করুন। ভিতরে দেখতে পাবেন হাতিশালা, দরবার কক্ষ, সূর্য দেবতাকে, প্রার্থনা মঞ্চ, শিবমন্দির— সব কিছু। ভোগ ও ত্যাগ এখানে একাকার। সম্প্রতি খননের ফলে প্রচুর ভূগর্ভস্থ কক্ষের সন্ধান পাওয়া গেছে। অনুমান হয় এখানেই প্রথম জহরব্রতটি উদ্‌যাপিত হয়েছিল রানী পদ্মিনীর দ্বারা।

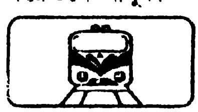
কাছেই পুষ্করিণীর পাড়ে রানী পদ্মিনীর বিশাল প্রাসাদ। পদ্মিনীর কথা একটু আগেই বলে এসেছি। এখানেই গড়ে উঠেছে প্রাসাদের পাশেই জলে ঘেরা পদ্মিনীর দ্বীপ পদ্মিনী মহল। এখানে থেকেই গৌরমুখের জলে স্নান সেরে রানা কুম্ভের প্রাসাদের ভূর্গভস্থ কক্ষে গিয়ে তিনি প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন অপমানে লাঞ্ছিত তরুণতনুকে মুক্তি দিতে।

গৌমুখ কাছেই একটি আশ্চর্য জলের ঝরনা। এখান থেকে পানীয় জল পাওয়া যায়। মরুভূমির বুকে জলের এমন আশ্চর্য উৎস আপনাকেও বিস্মিত করবে। দুর্গাধিপতি খুব গোপনে রক্ষা করতেন জলের এই উৎস— পাছে দুর্গ-আক্রমণকারী এই উৎসে বিষ মিশিয়ে সর্বনাশ ঘনিয়ে তোলে।

চলুন চিতোর গড়ের স্টেশনের ক্লোক রুমে জিনিসপত্র রেখে কোটা বা বুঁদি দেখে আসি।

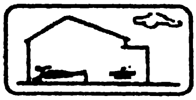
কোটা

রাজস্থানের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই স্থানটি চম্বল নদীর তীরে অবস্থিত। প্রখ্যাত চৌহান রাজপুতদের অন্যতম শাখা থেকে কোটার রাজবংশের উৎপত্তি। 17 শতক পর্যন্ত বুঁদির রাজবংশের মত এখানের রাজবংশের ইতিহাস মিলিয়ে জড়িয়ে ছিল। কোটা নামটি এসেছে সম্ভবত কোটিয়া ভীল সম্প্রদায়ের কাছ থেকে— তাঁদের স্থানেই বর্তমান শহর গড়ে উঠেছে। জেঠ সিং, মাধো সিং, মুকুন্দ সিং ক্রমে রাজবংশের ইতিহাস গড়িয়ে চলেছিল। ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধে মুকুন্দ সিংহ তিন ভাইয়ের সঙ্গে নিহত হলেন। পরে রাজা ভীরু সিংহ ও আরো পরে জালিম সিংহ সিংহাসনে বসেন। জালিম সিংহ রাজনীতি বুঝতেন। ব্রিটিশদের প্রভুত্ব মেনে নিয়ে তাঁদের বার্ষিক কর দিতে সম্মত হয়ে তিনি একটি চুক্তি করেন। ফলে তাঁর রাজ্য সুরক্ষিত হয়। শিল্প-সংস্কৃতিতে আগ্রহী জালিম সিংহ কোটাকে উন্নত করেন। এখানের বাগিচা, লেক, উমেইদভবন প্রাসাদ, ছত্রী, দারা অভয়ারণ্য, চম্বল বাঁধ, কোটা বাঁধ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প— সবই দেখার মত। অতএব, ঠিকঠাক করে অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে সময় করে চলে আসুন।



কেমন করে আসবেন : বিমানে এলে নামুন এখানের বিমানবন্দরে। দিল্লি, মুম্বাই, আমেদাবাদ ছাড়াও অন্যান্য শহরের সঙ্গে কোটার বিমান যোগাযোগ রয়েছে। ট্রেনে কোটা একটা বড় স্টেশন। মুম্বাই থেকে দিল্লি যাবার পথে সোয়াই মাধোপুরের আগের স্টেশন কোটা। মুম্বাই ও নিউ দিল্লি থেকে দেরাদুন এক্স, ফিরোজপুর জনতা এক্স, গোল্ডেন টেম্পল মেল, জম্মু-তাওয়াই এক্স, পশ্চিম এক্স, রাজধানী এক্স ট্রেনগুলি পাবেন। মুম্বাই থেকে কোটা ট্রেনপথে দূরত্ব 919 কিমি। আমেদাবাদ থেকে 11.45 ছেড়ে 2473 সর্বোদয় এক্স 627 কিমি পার হয়ে আসে 21.45 মিনিটে। দিল্লি থেকে আসছে আমেদাবাদ এক্স, আমেদাবাদ মেল, আরাবল্লী এক্স। ট্রেনগুলি আজমীর, মাড়োয়ার, আবু রোড প্রভৃতি স্টেশন ছুঁয়ে আসছে। ট্রেন আসছে রতলম, আগ্রা, লখনৌ থেকেও। কলকাতা (দিল্লি হয়ে) 1915 কিমি, দিল্লি 470 কিমি, দিল্লি হয়ে চেন্নাই 230 কিমি, জয়পুর 230 কিমি।

সড়কপথে বাস আসছে 194 কিমি দূর আজমীর, বুঁদি, যোধপুর, আলওয়ার, উদয়পুর, চিতোরগড়, জয়পুর, নাথদ্বার, বিকানীর, সোয়াই মাধোপুর প্রভৃতি স্থান থেকে। শহরে ট্যাক্সি, টাঙা পাবেন।



কোথায় উঠবেন : রেল স্টেশনের কাছে Kamal Hotel, এখানেই DB, RR; সিভিল লাইন্‌স্-এ CH রাজভবন রোডে; শহরে হোটেল Navarang (Ph: 2451253), R-22 SAB ৩৫০ DAB ৫৫০ SAC ৬২৫ DAC ৮২৫; Grand Hotel, Brijraj Bhawan Palace Hotel (Ph: 2450529) (সিভিল লাইন্সে) SAC ১২০০ DAC ১৭৫০ স্যুইট ২১৫০; Hotel Jagdish লাডুপুরায় ৭৫-২২৫; Hotel Airlines ১০০-২২৫; গুমানপুরীতে Hotel Delite ১২৫-২৫০, Hotel Anand (Ph : 2441157) ১২৫-৩৫০; Hotel Marudhar (Ph : 2326186) ২৫০-৮৫০; Bharat Hotel, R-40 ১২৫-৩৭৫; রামপুরে Hotel Agarwal; নয়াপাড়ায় Maheswari Hotel ১৪০-২৫০; RTDC Chambal TB, (Ph: 2326527); S ১৭৫ D ২২৫ SAC ৫৭৫-৫২৫ DAC ৫০০-৭০০ ডর্মি ৬০ মাথাপিছু। Hotel Payal ১২৫-৩৫০; Chaman Hotel; শপিং সেন্টারে Gayatri Hotel ১২৫-২২৫; Hotel Mayur ১৭৫-৩২৫; Punjab Hotel ১২৫-৩২৫; বাস স্ট্যান্ড Hotel Samrat ১২৫-২৭৫ ইত্যাদি। দিগম্বর জৈন ধরমশালা ও হিন্দু ধরমশালা আছে। সত্যি কথা বলতে নবরঙ এবং চম্বল TB থাকার সেরা জায়গা।

কী দেখবেন এখানে : 'কোট' শব্দের অর্থ সুরক্ষা। রাজস্থানের অন্যান্য শহরের মত এস্থানটিও সুরক্ষিত। কোটা নামটি দিয়েছিলেন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গির। একটি দুর্গ এবং রাজপ্রাসাদ এখানের প্রধান দ্রষ্টব্য। চম্বল নদীর তীরে গড়ে ওঠা এই দুর্গটি তৈরি করেন রাও মাধো সিংহ। তাঁরই নামে একটি মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে দুর্গের ভিতর। খোলা থাকে শুক্রবার ছাড়া 11.00-17.00। দর্শনী ৩। ছাত্র হলে ১.৫০। নদীর ধারের ছত্রীগুলো খুব সুন্দর। পুরনো প্রাসাদ ছাড়া নতুন প্রাসাদ উমেদভবন গড়ে উঠেছে। চম্বল নদীর উপর বাঁধ বেঁধে গান্ধি সাগর ও রানা প্রতাপ সাগর তৈরি করা হয়েছে। তা থেকে জলবিদ্যুৎ শক্তি এবং আণবিক শক্তি উৎপন্ন করা হয়েছে। কাছেই একটি সুন্দর বাগান। বাগিচা, অট্টালিকা, জলাশয়ে কোটার সৌন্দর্য অনেক বেড়ে গেছে। নদীতে বোটিং করুন, দ্বীপমহল 'জগমন্দির'-এ ঘুরে বেড়ান কোটা সাগরে ঘুরতে ঘুরতে, সরস্বতী ভাণ্ডারের দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ দেখুন— দিনগুলি কিন্তু সত্যিই সোনার খাঁচায় ধরা থাকবে।

কাছেই কান্‌সোরা (কণ্বাশ্রম) আশ্রমে ঘুরে এসে পুণ্যের স্পর্শ পেতে পারেন। এই গ্রামে মৌর্যদের শেষ স্মৃতিচিহ্ন আজও দেখতে পাবেন। গাগ্রৌনের প্রাচীন দুর্গ, তার থেকে একটু দূরে মহাদেও মন্দির— অলস চরণে ঘুরে বেড়াতে পারেন। যেতে পারেন 78 কিমি দূরের দারা অভয়ারণ্যে প্যান্থার, সম্বর, নীলগাই, ভালুকদের সঙ্গী পেয়ে, পাখির ডানার দৃষ্টি রেখে নীল আকাশে উধাও হয়ে।

শুধু কানে কানে একটা পরামর্শ— সেই বিখ্যাত কোটা শাড়ি কিনতে ভুলবেন না। মনের শান্তির সঙ্গে সংসারের শান্তিও তো সর্বদা প্রার্থিত বন্ধু।

এখান থেকেই 40 কিমি গিয়ে ঘুরে আসতে পারেন বারোলি। এখানে 8 শতাব্দীর 7টি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের মধ্যে শিবমন্দিরটি অবশ্য দ্রষ্টব্য। এর খোদাই কাজ, নারীমূর্তি, অলঙ্করণ অনবদ্য। রাজস্থানের প্রাচীনতম এই মন্দির দেখে ইচ্ছা হলে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী বা ঝালোয়ার বেড়িয়ে আসতে পারেন।

বুঁদি

বুঁদির নাম মনে এলেই হয়ত রবীন্দ্রনাথের 'নকলগড়' কবিতাটি আপনার মনে পড়ে যাবে— তখন 'বুঁদির নামে অবহেলা' আপনি আর সইতে পারবেন না। কোটার 37 কিমি উত্তর-পশ্চিমে আরাবল্লীর পাহাড়ি উপত্যকার ভিতরে বুঁদি অবস্থিত। 1342-এ রাজপুত প্রধান রাও দেওয়া মীনাদের কাছ থেকে বুঁদি উপত্যকা ছিনিয়ে বুঁদি শহরের পত্তন করেন। সমস্ত শহরটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, মাঝে মাঝে সুন্দর তোরণ। পাহাড়ি ঢালে দুর্গপ্রাসাদটির গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য বিস্ময়কর। আসলে অনেকগুলো প্রাসাদ মিলে, যাদের পৃথক পৃথক নাম আছে, এই প্রাসাদপুঞ্জটি নির্মিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও অসঙ্গতি নেই— আশ্চর্য এদের সৃষ্টির সঙ্গতি এবং ঐক্যবোধ। প্রশস্ত প্রাসাদ কিনারে বাগিচা মন হরণ করে। প্রাসাদের উপরে তারাগড় দুর্গ। আছে সূরয-ছত্রী এবং মাঝের গোলকটি 16টি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। সব মিলিয়ে শহরটি সুন্দরের সৃষ্টি।

কেমন করে আসবেন : এখানে ট্রেন ও সড়ক— দুটি



পথেই নামুন, তারপর 38.6 কিমি বাসে চড়ে আসুন। সড়কপথে বুঁদি থেকে দিল্লি

(দেওলি, জয়পুর, মালোয়ার হয়ে) 511 কিমি, উজ্জয়িনী-ইন্দোর-নাসিক হয়ে মুম্বাই 936 কিমি, জয়পুর-ভারতপুর হয়ে আগ্রা 416 কিমি, দেওলি ও টোঙ্ক হয়ে জয়পুর 203 কিমি। আজমীর থেকে সারাদিন বাস যাচ্ছে বার সাতেক। বাস আসছে জয়পুর থেকেও। আর কোটা ও চিতোরগড় থেকে প্রচুর বাস। কাজেই বুঁদিতে থাকার প্রয়োজন কি? ঘন্টা 5-6 সময় পেলেই বুঁদি দেখা হয়ে যাবে।

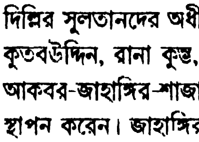
যদি থাকতে চান তবে RTDC-র তাঁবু হোটেল Vrindawati (Ph: 2442473) S ২৫০-৩০০ DAC ৪০০ DAB ৩০০ ডিলাক্স ৩৬৫-৫২৫ আছে। আর আছে Haveli Braj Bhusanjee Hotel ২৫০-৩৫০ মধ্যে; Hotel Phool Sagar Palace Hotel ২৫০-৪৫০ মধ্যে। এছাড়া PWD CH; মনসারাম, মহাবীর বা রানী-কি-ধরমশালা পাবেন। মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছে অনুমতি নিয়ে বিদেশী পর্যটকেরা Ranjit Niwas-এ থাকতে পারেন।

কী দেখবেন এখানে : বাসস্ট্যান্ড থেকে হাঁটাপথেই দুর্গে পৌঁছানো যায়। তবে টাঙাও ভাড়া করতে পারেন। সরু পাথুরে পথের দুপাশে বেশ উঁচুতে দোকানগুলো অবস্থিত। রাস্তায় নরনারী, পুরুষদের অদ্ভুত গোঁফ এবং দাড়ি, রাজস্থানী পোশাক, সর্দারদের বাড়ির দেওয়াল বাঁকা তলোয়ার, বল্লম ও গোলাকার ঢালে সাজানো দেখতে দেখতে এগিয়ে চলুন দুর্গ তোরণ হাতি পোল-এ। তারপর একে একে দেখুন দুর্গ প্রাসাদের রহস্য। ধাপে ধাপে ঝুলন্ত বারান্দা আর দুর্গ প্রাচীর নিয়ে গড়ে উঠেছে হারা সিংহের দুর্গ শহর মাথা তুলে। রাজস্থানের প্রাসাদগুলোর মধ্যে বুঁদির আভিজাত্য যথেষ্টই। দুপাশে হাতিওয়ালা হাতি পোল পেরিয়ে খাড়াই উঠতে হবে প্রাসাদ দেখতে যেতে। প্রথমেই পড়বে রতন দরবার। এর পিছনেই পড়বে রাও ছত্রস্পন নির্মিত ভবন— তার মধ্যে সোনা-রুপোর তৈরি আসল সিংহাসন। দেখুন প্রাচীন গৌরবের আরো কিছু নিদর্শন এখানে। কক্ষগুলি ম্যুরাল চিত্র শোভিত। কুহ্ বিলাস প্রাসাদের প্রশস্ত কিনারের বাগিচা। দেখুন এরপর আর দেখুন চিত্র গ্যালারি। প্রাসাদগুলির গুপ্ত দরজা, নকল জানলা আর গুপ্তস্থানের কারসাজি দেখে বিস্ময়ে মন ভরে যাবে। এমনি বিস্ময় আসবে জলঘড়ির আধ ঘণ্টা অন্তর মিষ্টি ধ্বনির আওয়াজে।

শহর থেকে 10 কিমি দূরে প্রাসাদ আর বাগিচা শোভিত রানা ভোজের তৈরি ফুলসাগর হ্রদ, 10 কিমি দূরে কেশরবাগে প্রাচীন রাজাদের কারুকার্যখচিত 66 টি ছত্রী, 16 কিমি দূরে রাজা উমরিদ সিংহের শেষ জীবনের আবাস শিকার বুরুজ, 22 কিমি দূরের একপাশে পাহাড় আর একপাশে সুখমহল প্রাসাদ নিয়ে নীমা সর্দার জৈতা-নির্মিত জৈৎ সাগর হ্রদ— সবই আপনার পর্যটন-পরিশ্রমকে সার্থক করে তুলবে। রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর রচনায় শেষের হ্রদটি স্মরণীয় হয়ে আছে। হয়ত যাবার পথে দেবপুরায় নেমে 22 স্তম্ভের ছত্রী অথবা কেশোরায় পর্যটন-এ গিয়ে বিষ্ণু, জৈন মন্দির আর, ছত্রী দেখে আসতেও আপনার ইচ্ছে হবে।

আজমীর

অন্য উচ্চারণে আজমের। মন্দির আর মসজিদ— দুই সংস্কৃতির মিলন স্থান আজমীর 3 হাজার ফুট (900 মি) উঁচু তরঙ্গ-পর্বতের নীচে পাহাড়-ঘেরা এক মনোহর উপত্যকায় মনোরম এক শহর। চৌহান বংশীয় রাজপুতেরা 7 শতাব্দী থেকে 12 শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত আজমীর অঞ্চলে রাজত্ব করে গেছেন। 12 শতকে অজয়রাজ চৌহান অজয়মেরু (অধুনা আজমীর) শহর নির্মাণ করেন। পৃথ্বীরাজ-বিজয়কাব্যে বলা হয়েছে যে, অজয়রাজ আজমীর শহরের বহু প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ করেন। 1192-এ তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করে মহম্মদ ঘুরি আজমীর জয় করে নেন। আর তৈমুর লুণ্ঠন করেন 1398-এ। 13 শতকেই আজমীর দিল্লির সুলতানদের অধীনে এসে যায়। মহম্মদ ঘুরির পর কুতবউদ্দিন, রানা কুম্ভ, রাঠোর মালদেব, মোগল সম্রাট আকবর-জাহাঙ্গির-শাজাহান-সিন্ধিয়ারা আজমীরে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। জাহাঙ্গির এবং শাজাহান দীর্ঘদিন এখানে বাস করে গেছেন। শাজাহান পুত্র দারার জন্ম এখানেই। এখানেই জাহাঙ্গির ইংল্যান্ডের সম্রাট প্রথম জেমস্-এর দূত স্যার টমাস রো-কে অভ্যর্থনা করেছিলেন 1516-তে। পুষ্কর-তীর্থ আর খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগা, দুর্গ আর হ্রদের শহর আজমীরে আছে আপনার স্থায়ী আমন্ত্রণ! দুর্গের নতুন নাম কিন্তু তারাগড়।

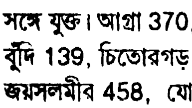


কেমন করে আসবেন : আজমীরে কোনো বিমানবন্দর নেই। বিমানে এলে নামুন 131 কিমি দূরের জয়পুর বিমানবন্দরে। রেলপথে আজমীর একটা বড় রেল স্টেশন। এটি রেলপথে দিল্লি থেকে 444, আমেদাবাদ হয়ে মুম্বাই থেকে 982, দিল্লি হয়ে কলকাতা 1881, আগ্রা হয়ে চেন্নাই 1635 এবং জয়পুর থেকে 136 কিমি। কলকাতার যাত্রীরা সাপ্তাহিক (শনিবার ছাড়ে) 2315 শিয়ালদহ-আজমীর অনন্যা এক্সপ্রেস ধরে

আসতে পারেন। শিয়ালদহ ছাড়ে 12.50। পাটনা, মোগলসরাই, গোয়ালিয়র, জয়পুর হয়ে আজমীর পৌঁছচ্ছে পরদিন 21.35। ফেরে আজমীর 6.00 (সোমবার) ছেড়ে শিয়ালদহ 15.10। 491 কিমি দূরের আমেদাবাদে 17.45 ছেড়ে আশ্রম এক্স আসছে 1.50, 9.50 ছেড়ে দিল্লি মেল 20.13, 17.35 ছেড়ে দিল্লি রাজধানী এক্স (ম. বৃ. র) 00.40। উদয়পুর সিটি 18.15 ছেড়ে চেতক এক্স 21.40, আমেদাবাদে 22.50 ছেড়ে আমেদাবাদ-দিল্লি সরাই রোহিলা এক্স 21.10 মিনিটে। জয়পুর 17.30 ছেড়ে 9651 জয়পুর-আজমীর এক্স 20.40 আজমীরে। খাণ্ডোয়াতে 12.15 ছেড়ে খাণ্ডোয়া-আজমীর এক্স 7.30; সেকেন্দ্রাবাদে 19.40 ও 16.35 ছেড়ে 10.15 ও 18.45; আগ্রা ফোর্টে 19.15 ছেড়ে 7.05; উদয়পুরে 18.05 ছেড়ে 2.15, দূরত্ব 217 কিমি। পূর্ণাতে 7.00 ছেড়ে জয়পুর-পূর্ণা এক্স আজমীরে 10.30, জয়পুর 13.55; বেরিলেতে 5.30 ছেড়ে (বুধ, রবি) 4311 বেরিলি-নিউ ভুজ আলা হজরত এক্সপ্রেস দিল্লি 11.25, জয়পুর 17.40, আজমীর 20.25 হয়ে নিউ ভুজ 15.05। ট্রেন আসছে ভারতপুর, বিকানীর, জয়সলমীর, যোধপুর, মাউন্ট আবু থেকেও।

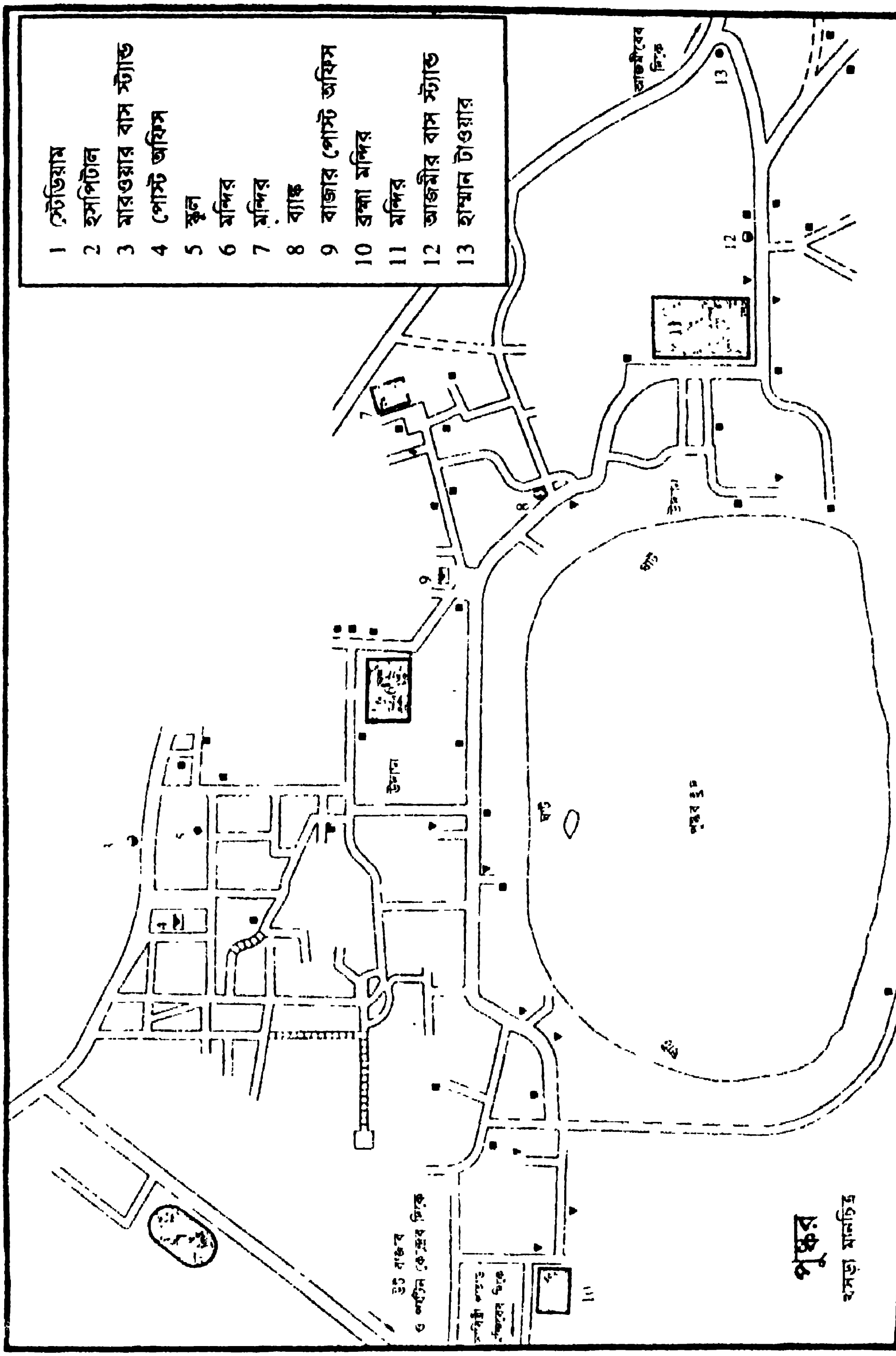
সড়কপথে আজমীর রাজস্থানের সব বড় শহরের সঙ্গে যুক্ত। আগ্রা 370, ভারতপুর 312, বিকানীর 234, বুঁদি 139, চিতোরগড় 182, দিল্লি 444, জয়পুর 138, জয়সলমীর 458, যোধপুর 205, কোটা 178, মাউন্ট আবু 371 এবং উদয়পুর 269 কিমি। RSTC এবং প্রাইভেট বাস আসছে পুষ্কর, জয়পুর, যোধপুর, কোটা, জয়সলমীর ভারতপুর, এবং আগ্রা প্রভৃতি শহর থেকে। স্থানীয়ভাবে ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্সা, টাঙা ছাড়া পুষ্কর এবং শহর ঘুরে চলছে সিটি বাস সার্ভিস।

কনডাকটেড ট্যুর : রাজস্থান সরকারের পর্যটন বিভাগ প্রতিদিন খাদিম ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে ছেড়ে 7.45-13.10 মধ্যে ৬০ ভাড়ায় দেখিয়ে নিয়ে আসছে খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগা, আড়াই-দিনকা-ঝোপড়া, বারদুয়ারি, আনাসাগর, সুভাষবাগ, সোনিজি-কা-নাসীয়াঁ (জৈন মন্দির), মিউজিয়াম, পুষ্করতীর্থ। এই সুযোগ গ্রহণ করে বেড়ানোটাই ভাল। সময় বাঁচে, বাঁচে অর্থও।



কোথায় উঠবেন : রেল স্টেশনের কাছে সাবিত্রী গার্লস কলেজ রোডে RTDC Khadim TB (Ph: 2627490) S ৩২৫ D ৪০০ SAC ৪৫০-৫৫০ DAC ৬০০-৯৫০; (Ph: 2429500) DAB ৪০০; King Edward VII Memoria Rest House (Ph: 2429936) SB ১৫০ DB ২০০-২৫০; Hotel Prabasi Palace (Ph: 2420388) SAB ২৫০ DAB ৩০০-১০০০ FB ৭০০-৮০০। খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগার কাছে Hotel Zinnat (Ph: 2432494) DAB ৫০০-৮০০; বৈশালী নগরে Hotel Mansingh Palace (Ph: 425855) ১৯৯০-৪২০০; দিল্লি গেটের বাইরে Hotel Regency (Ph: 620296) ৪২৫-৮৯০ Welcomgroup-এর Ajaymeru Hotel আনা সাগরে, স্টেশন রোডে Nagpal Tourist Hotel; রেল স্টেশনের উলটোদিকে শিবাজি পার্কে Surya Hotel; Hotel Sugandh; স্টেশনের ডানদিকে পৃথ্বীরাজ রোড Hotel Anand; Hotel Payal; Laxmi Hotel; Hotel Raju; Hotel Bholanath; পৃথ্বীরাজ মার্গেই Hotel Ratan (Ph:21386) এর কমের হোটেলগুলির মধ্যে আছে Siraj Hotel, Bikaner Hotel, স্টেশনের কাছে Prabasi Hindu Hotel, Majestic Hotel, Hindu Hotel, Khalsa Hotel, Hotel Malwa, Minar Hotel, Rajasthan Lodge, Marina Hotel, Standard Hotel ইত্যাদি। আর আছে RR, PWD DB এবং IB ইত্যাদি। ধরমশালা : টিকমচাঁদ, লোদি, হিন্দু, সিন্ধি ইত্যাদি। ট্যুরিস্ট ব্যুরোর সঙ্গে (Ph: 21626) যোগাযোগ করলে ধরমশালাগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

কী দেখবেন এখানে : রেল স্টেশনে নামুন। তারপর যেদিকে মাদার গেট সেদিকে চলুন। গেট পেরিয়ে মিনিট পনেরো পায়ে চলুন। তারপরেই পৌঁছে যাবেন খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির (1142-1256) সমাধি দরগা খাজা সাহেব-এ। সারা ভারতের মুসলিমদের পবিত্রতম স্থান এটি। আজমীরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই দরগায় যে বিশাল 23 মি. উঁচু দরজাটি দেখবেন, সেই বুলন্দ দরওয়াজাটি নির্মাণ করেছিলেন 12 শতকে দিল্লিসম্রাট ইলতুৎমিস্। মাঝের চত্বরে দেখবেন 2টি বিশাল সিন্নি রান্নার পাত্র। এর মধ্যে বড়টিতে 4480 কেজি চাল রান্না করা যেত। ভেবে দেখুন তো কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার। রান্নার পর তা ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হত। সম্রাট আকবর এখানে এসেছিলেন একটি সন্তানের জন্য প্রার্থনা করতে। তাঁর প্রার্থনা পূরণ হয়েছিল। জাহাঙ্গিরের জন্ম হলে আকবর এখানে মার্বেলপাথরের একটি মসজিদ তৈরি করে দেন। পরে পুত্র জাহাঙ্গিরও একটি ছোট মসজিদ নির্মাণ করেন। এর নাম চন্দনখানা। তাঁর পুত্র শাজাহান তার উপর তৈরি করে দেন একটি বিশাল সোনার গম্বুজ। তাছাড়া একটি চমৎকার মুক্তো মসজিদও তৈরি করে দেন


1 স্টেডিয়াম
2 হসপিটাল
3 মারওয়ার বাস স্ট্যান্ড
4 পোস্ট অফিস
5 স্কুল
6 মন্দির
7 মন্দির
8 ব্যাঙ্ক
9 বাজার পোস্ট অফিস
10 ব্রহ্মা মন্দির
11 মন্দির
12 আজমীর বাস স্ট্যান্ড
13 হাম্মান টাওয়ার
পুষ্কর
খসড়া মানচিত্র

দূরে প্রাঙ্গণের কোণে। প্রতি রজব মাসের প্রথম 6 দিনে প্রতি বছর এখানে বিরাট উরস্ উৎসব পালিত হয়। তখন ভারত এবং ভারতের বাইরের বহু তীর্থযাত্রী এখানে সমবেত হন। তারপর ফেরার পথে তাঁরা দিল্লি গিয়ে নিজামুদ্দিন আওলিয়ার দরগা দর্শন করে তীর্থযাত্রা পূর্ণ করেন। যদি এই দরগায় যান, তবে অবশ্য মাথা ঢেকে যাবেন, খালি মাথায় যাবেন না। হয়ত এখানে কিছু দান-ও আপনাকে করতে হতে পারে।

দরগা দেখে পায়ে পায়ে আরো পাঁচ-সাত মিনিটের পথে এগিয়ে ত্রিপোলিয়া গেট পার হয়ে দেখে আসুন আড়াই-দিনকা-ঝোপড়া। এটিকে ঘিরে আছে অলৌকিকতা আর জনশ্রুতি। আজমীরের এই প্রসিদ্ধ মসজিদটি নাকি 1153-য় নির্মিত সংস্কৃত পীঠস্থান ও সরস্বতী মন্দিরকে মাত্র আড়াই দিনের মধ্যে ভেঙে ফেলে মহম্মদ ঘুরির নির্দেশে 1193-এ তার প্রার্থনা স্থলে পরিণত করা হয়। কেউ বলেন আড়াই দিনের মধ্যেই মসজিদ নির্মিত হয় আর ফার্গুসনের মতে ভাঙতে সময় লেগেছিল আড়াই দিন গড়তে নয়। অন্যরা বলেন উরস্ উৎসবে এসে ফকির-পীরেরা এখানে আড়াই দিন বসতি করেছিলেন তাই এই নাম। 200 x 175 ফুট (160 x 53 মি) আয়তাকার অঙ্গনে 5 সারি স্তম্ভ গড়ে উঠেছে। তাতে লক্ষ করলে দেখতে পাবেন হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আজও খোদিত। স্থাপত্য সম্পূর্ণ হিন্দুরীতির। বাইরের খিলান ও ছাদের ভিতরের কারুকার্য মনোমুগ্ধকর। ভিতরে 124টি স্তম্ভের উপর গড়ে উঠেছে 10টি ডোম। সামনের হলে 7টি খিলানের জালির পরদা অনবদ্য। উঠোন পেরিয়ে মিউজিয়াম।

ঝোপড়ার ঠিক উলটোদিকেই তারাগড় পাহাড়ে আকবরের দুর্গ। 2,055 ফুট (630মি) উঁচুতে চতুষ্কোণ এই দুর্গের 4 কোনে অষ্টকোণাকৃতি গম্বুজ। আকবর যখন প্রায়ই আজমীরে আসতেন তখন এটি তৈরি করেন। এখানেই ইংল্যান্ডাধিপতি প্রথম জেমস্-এর দূত স্যার টমাস রো এসে জাহাঙ্গিরের কাছে আপন পরিচয়পত্র প্রদান করেন 10 জানুয়ারি 1616। দুর্গের কেন্দ্রস্থলে গড়ে উঠেছে রাজস্থান মিউজিয়াম। এখানে দেখুন মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত শিলালিপি, মুদ্রা, চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রচীন ও মনোহর সংগ্রহ 8.00-16.00 পর্যন্ত খোলা।

শহরে ঘুরে ঘুরে আরো দেখুন 19 শতকে তৈরি লাল বেলেপাথরের জৈন মন্দির সোনিজি কা নাসীয়াঁ। এটি জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। দেওয়ালে জৈন পুরাণের নানা আখ্যান চিত্রিত। শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে ভারতের প্রাচীন বিদ্যাপীঠগুলির অন্যতম 1875-এ স্থাপিত মেয়ো কলেজ। এখানে রাজবংশীয়রাই আগে পড়তেন, এখন সবার জন্য উন্মুক্ত।

এবার চলুন যাই আজমীরের অন্যতম আকর্ষণ আনা সাগর হ্রদে। এই চমৎকার কৃত্রিম সাগরটি 1135-এ নির্মাণ করেন চৌহান রাজা আনাজি দুটি পাহাড়ের মাঝে বাঁধ দিয়ে। ইনি ছিলেন বিখ্যাত পৃথ্বীরাজের পিতামহ। এখানেই নাকি তিনি প্রচুর শত্রু হত্যা করেন এবং সেই রক্তের দাগ মুছে ফেলতেই দুটি নদীতে বাঁধ দিয়ে এই হ্রদের সৃষ্টি করেন। এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট জাহাঙ্গির এখানে দৌলতবাগ নামে একটি চমৎকার বাগিচা গড়ে তোলেন। এখন এর নাম অবশ্য সুভাষবাগ। সম্রাট শাজাহান 12,000 ফুট (3,660মি) দীর্ঘ পাড় বাঁধিয়ে এর সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দেন। গড়ে তোলেন 5টি মসৃণ শ্বেতমর্মর-এর প্যাভিলিয়ন।

এরই পাড়ে যে ব্রিটিশ রেসিডেন্সিটি ছিল, এখন সেটি সার্কিট হাউসে পরিণত করা হয়েছে। এখান থেকে হ্রদ ও বাগিচার দৃশ্য বড়ই মনোরম। কাছেই গড়ে উঠেছে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দের একটি স্মারকও। সেটিও ভারি সুন্দর দেখতে।

যাই করুন, এখানে স্মৃতি হিসাবে নাগরা জুতো কিংবা ভেড়ার লোমের টুপি অথবা উটের লোমের জামা-কাপড় দু-একটা আনতে ভুলবেন না। ফিরে এলেও স্মৃতিকে এরা জাগরূক রাখবে।

পুষ্কর তীর্থ

আজমীরে বেড়াতে এলে একবার পুষ্কর তীর্থ ঘুরে যেতেই হয়। দূরত্ব সামান্যই— মাত্র 11 কিমি। জয়পুর থেকে 145 কিমি। বিমানে সেখানেই নামতে হবে। আজমীর রেল স্টেশনের উলটোদিকে গান্ধিভবন থেকে বাস আসছে। আসছে ট্যাক্সি আর অটো। আজমীর আর পুষ্করকে পৃথক করছে নাগপাহাড়। পাশেই নাগ সরোবর— স্নানের ঘাট রয়েছে, স্নানে পুণ্য। অজস্র মন্দিরে ঘেরা পুষ্করে অবশ্য থাকার জন্যে অজস্র হোটেল পাবেন না। তবে RTDC-র Sarovar TB-তে সাধারণ ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে গিয়ে উঠতে পারেন সহজেই। পুষ্কর সরোবরের তীরে কেবল মাত্র নিরামিষশীদের জন্য এই TB (Ph: 2772040)-র ভাড়া S ১২৫-২২৫ D ৪০০ SAC ৪৫০ DAC ৬৫০-৮৫০। Tourist Village (Ph: 2772074) DAB ৩০০ Huts ৪০০। এ ছাড়া Hotel Puskar, Hotel Nataraj ছাড়া

ডজনখানেক ভাল ধরমশালা-সরাই রয়েছে। তবে আজমীর থেকেই তো পুষ্কর দেখে রাতে ফিরে আসা যায়। চেষ্টা করবেন কার্তিকী-পূর্ণিমার সময় আসতে। ট্রেন সে সময়ে আজমীরে ঢুকবার আগেই 'পুষ্কর রাজ কী জয়' ধ্বনিতে ভরে যাবে। আজমীরে বাঙালিদের একটা ধরমশালা আছে। সেখানে ভিড় কম হয়। স্টেশন থেকে মিনিট আষ্টেকের পথ— সেখানেও উঠতে পারেন। অবশ্য এ সময়ে বাস ভিড় হয় প্রচণ্ড, ভাড়াও বেড়ে যায় চারগুণ।

যেতে যেতে শুনবেন এখানের রাজা নাকি ভাগ্যের পরিহাসে অজ বা ছাগল চরাতেন। তাতেই তাঁর নাম হয় অজপাল, আর তা থেকেই অজমর। নাগপাহাড় পার হলেই ছোট পুষ্কর উপত্যকা যায় মধ্যমণি পুষ্কর সরোবর। হিন্দুদের পরম তীর্থ। এখানে স্নান না করলে হিন্দুদের কোনো তীর্থযাত্রাই নাকি সম্পূর্ণ হয় না। পদ্মপুরাণে আছে ব্রহ্মা একবার যজ্ঞ করার উপযুক্ত একটা স্থান খুঁজছিলেন। হঠাৎ তাঁর হাতের পদ্মফুলটি এখানে পড়ে যায়। ফুল কুড়োতে স্বর্গ থেকে নীচে এখানে এসে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ঠিক করেন এখানেই যজ্ঞ করবেন। সব ঠিক। কিন্তু যজ্ঞ শুরু করার আগে দেখেন স্ত্রী সাবিত্রী নেই। এদিকে যজ্ঞের সময় বয়ে যাচ্ছে দেখে ইন্দ্র গুজারদের একটি মেয়েকে গরুর পেটে ঢুকিয়ে আবার বের করে এনে গায়ত্রী নাম দিয়ে ব্রহ্মার স্ত্রী তৈরি করে দিলেন। এদিকে সাবিত্রী লক্ষ্মী ও পার্বতীকে নিয়ে এসে হাজির হয়ে ব্রহ্মার কাণ্ডকারখানা দেখে থ। অভিমানে দুঃখে স্বামীকে অভিশাপ দিয়ে বললেন পৃথিবীতে কেউ আর ব্রহ্মার পূজা করবে না। আর নিজে রত্নগিরি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আত্মবিসর্জন করলেন। তাঁর দেহ থেকে রত্নগিরিতে ঝরনার সৃষ্টি হল। সেখানে একটা সাবিত্রী মন্দিরও নিশ্চয় আপনি দেখে এসেছেন। অভিশাপ অনুযায়ী ভারতবর্ষে আর কোথাও আপনি ব্রহ্মার মন্দির দেখতে পাবেন না, কেবল এখানে ছাড়া। স্নান সেরে আপনি অতএব এই দুর্লভ ব্রহ্মা মন্দিরে পূজো দিন। মূল মন্দির অবশ্য করে ঔরংজীবের হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে।

পুষ্করের সৌন্দর্য সত্যিই অনুপম। শহর ছেড়ে দু'পা মাত্র হাঁটলেই বালির পাহাড়। সামনে দিয়ে চলেছে উটের টানা ক্যারাভ্যান। চারপাশে পাহাড়বেষ্টিত পুষ্করের শান্ত নির্জনতা দেখে এখানেই তপস্যারত ছিলেন অগস্ত্য মুনি। কিছু দিন থেকে গেছেন পঞ্চপাণ্ডব, অপ্সরা মেনকা এসে স্নান করে পবিত্র হয়ে গেছেন। শকুন্তলার জন্মও এখানেই।

আধুনিক পুষ্কর সাদা মন্দির, সাদা ধরমশালা, সাদা সমাধি আর সাদা বাওড়িতে পূর্ণ। রঙিন রাজস্থানীদের এ এক আশ্চর্য উদাসী পরিমণ্ডল। পুষ্কর সরোবরের চারপাশে আছে অজস্র মন্দিরের মধ্যে অহল্যা বাঈয়ের মন্দির, হোলকারের রানীর মন্দির, রাজা মান, বিজয় সিং আর জহরীমলের প্রাচীন মন্দির। নতুন ব্রহ্মা মন্দির 1809-এ 13 লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি করিয়ে দেন সিন্ধিয়ার মন্ত্রী গোকুল পারেখ। অন্য নতুন মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহাদেবের মন্দির এবং শ্রীরঙ্গজির মন্দির। শেষটি তৈরি করে দিয়েছেন মাগনিরাম বাঙ্গুর 1.5 কোটি টাকা খরচ করে। দেখুন সোনার তালগাছ এখানে।

কার্তিক-পূর্ণিমায় পুষ্করে বিশাল মেলা বসে। লক্ষাধিক মানুষ আসেন বাৎসরিক স্নানোৎসবকে কেন্দ্র করে রাজস্থানের সর্বপ্রাচীন এই পুষ্কর মেলায়। রাজস্থানের অর্থনৈতিক বুনিয়াদও তৈরি করে দেয় এই মেলা। উট, গোরু, ঘোড়া মিলিয়ে প্রতিবারে প্রায় 50,000 পশুর বিকিকিনি হয়। বৈচিত্র্যময় পোশাক ও ততোধিক বিচিত্র গহনা, জুতো, হাজারো জিনিসের পশরা বসে। নাগোরের মেয়েরা সাদা চুড়ি, জালোরের সুন্দরীরা লাল ঘাগরা, হলদে ওড়নি, বোলেরার মালা, বিকানীরের দীর্ঘাঙ্গী ঘুংরা, কর্ণফুল, ঝুমকা, নাথনীতে সেজে এই মেলাকে করে তোলে রঙিন, লাড্ডু উট দিয়ে ঘোষিত হয় মেলার সমাপ্তি।

হ্রদের উলটো পাড়ে সাবিত্রী পাহাড়— এখানে শুধু মেয়েরাই পুজো দেন। সন্তোষী মায়ের মন্দির এবং অন্য দিকে গায়ত্রী দেবীর মন্দিরের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

আজমীরে ফিরে এসে ইচ্ছে হলে কিষানগড়ে গিয়ে দুর্গ প্রাসাদ, স্কুল অব আর্টস দেখে আসতে পারেন। যেতে পারেন 12 কিমি দূরে ফয় সাগরে (Foy Lake)। দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষদের দুর্গতি মোচন করতে গিয়ে গড়ে উঠেছে স্থপতি ফয়ের নামে এই কৃত্রিম হ্রদটি।

রণথম্ভোর

ঐতিহাসিক কৌতূহল, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অরণ্য ও অরণ্য প্রাণীর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ও আলোকচিত্রীদের স্বপ্নালু অনুভূতি— সব কিছুকে যদি একত্র করে পেতে চান, তবে হে পর্যটক বন্ধু, আপনার পর্যটন তালিকায় এখনই রণথম্ভোরকে অন্তর্ভুক্ত করুন।

এখানে আসতে হলে আপনাকে নামতে হবে সোয়াই মাধোপুর রেল স্টেশনে। মুম্বাই সেন্ট্রাল-দিল্লি রেলপথে সুরাট-বরোদা-কোটা হয়ে ট্রেন আসবে মুম্বাই সেন্ট্রালে

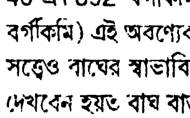
22.20 ছেড়ে দেরাদুন এক্স 21.30,7.25 ছেড়ে ফিরোজপুর-জনতা এক্স 4.30, 21.30 ছেড়ে গোল্ডেন টেম্পল মেল 12.51 এবং 11.35 ছেড়ে পশ্চিম এক্স 3.55 কোটা থেকে ট্রেনগুলি ছাড়ে 19.45, 2.50, 11.25, 2.25এ, মুম্বাই থেকে 1027 এবং কোটা থেকে 117 কিমি দূরে। মথুরা-ভারতপুর হয়ে নয়া দিল্লিতে 17.00 ছেড়ে পশ্চিম এক্স 22.15 ছেড়ে গোল্ডেন টেম্পল মেল 13.12 এবং 22.10, 8.15 ছেড়ে দেরাদুন এক্স 5.05। যোধপুরে 17.15 ছেড়ে 674 কিমি পেরিয়ে ট্রেন পৌঁছে যায় এখানে 1.40 মিনিটে। ট্রেন ছাড়া বাসও আসছে জয়পুর ও বিভিন্ন শহর থেকে। রেল স্টেশন থেকে অরণ্য দুর্গ রণথম্ভোরে 14 কিমি পার হয়ে আসছে বাস-মিনিবাস। তবে স্থানীয় লোকদের ভুলেও জিজ্ঞেস করবেন না ন্যাশনাল পার্ক কোথায় বা কত দূরে। তাঁরা খোঁজই রাখেন না। তবে দুর্গের কথা বললে, সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবেন। কুলি, রিক্সার দর বেশ চড়া।

চলুন আগে দুর্গটি দেখে আসি, পরে যাব জাতীয় উদ্যানের মধ্যে বাঘ দেখতে। দুর্গ দেখে একটু সাহস সঞ্চয় করে নেই আগে। পরে যেতে যেতে হঠাৎ হয়ত উপরের দিকে আপনার চোখ আটকে যাবে— পর্বত প্রাচীরের মাথায় রাজপুত রাজার দুর্গে। অনেক যুদ্ধের অনেক হাত বদলের সাক্ষী রণথম্ভোর দুর্গটি আজও কালের করাল হস্তের গ্রাসে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। স্থানীয় জনসাধারণের পদধ্বনিতে এ দুর্গ আজও সজাগ। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রায় 500 ফুট (150মি) উঁচুতে পাঁচিলের একেবারে মাথায় আনুমানিক 944-এ এটি নির্মিত। অবশ্য অন্যমতে 5 শতকের চৌহান রাজপুত মহারাজ জয়ন্তের হাতেই এর সৃষ্টি। পৃথ্বীরাজ চৌহানের দৌহিত্রের আমল থেকেই এর হাত বদল শুরু হয়ে যায়। 1253-তে বলবন একে আক্রমণ করেও সফল হননি। রাজা হামীরের রাওয়ের নেতৃত্বে রণথম্ভোর চরমোৎকর্ষে পৌঁছায় বলে এটি রাজা হামীরের দুর্গ নামেও পরিচিত। তাঁর খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত সম্রাট জালালউদ্দিন 1290-এ এই দুর্গ আক্রমণ করেও ফিরে যেতে বাধ্য হন। হামীরের পর দুর্গ যায় মুসলমান শাসকদের হাতে। পরে আকবর অধিকার করেন 1569-এ।

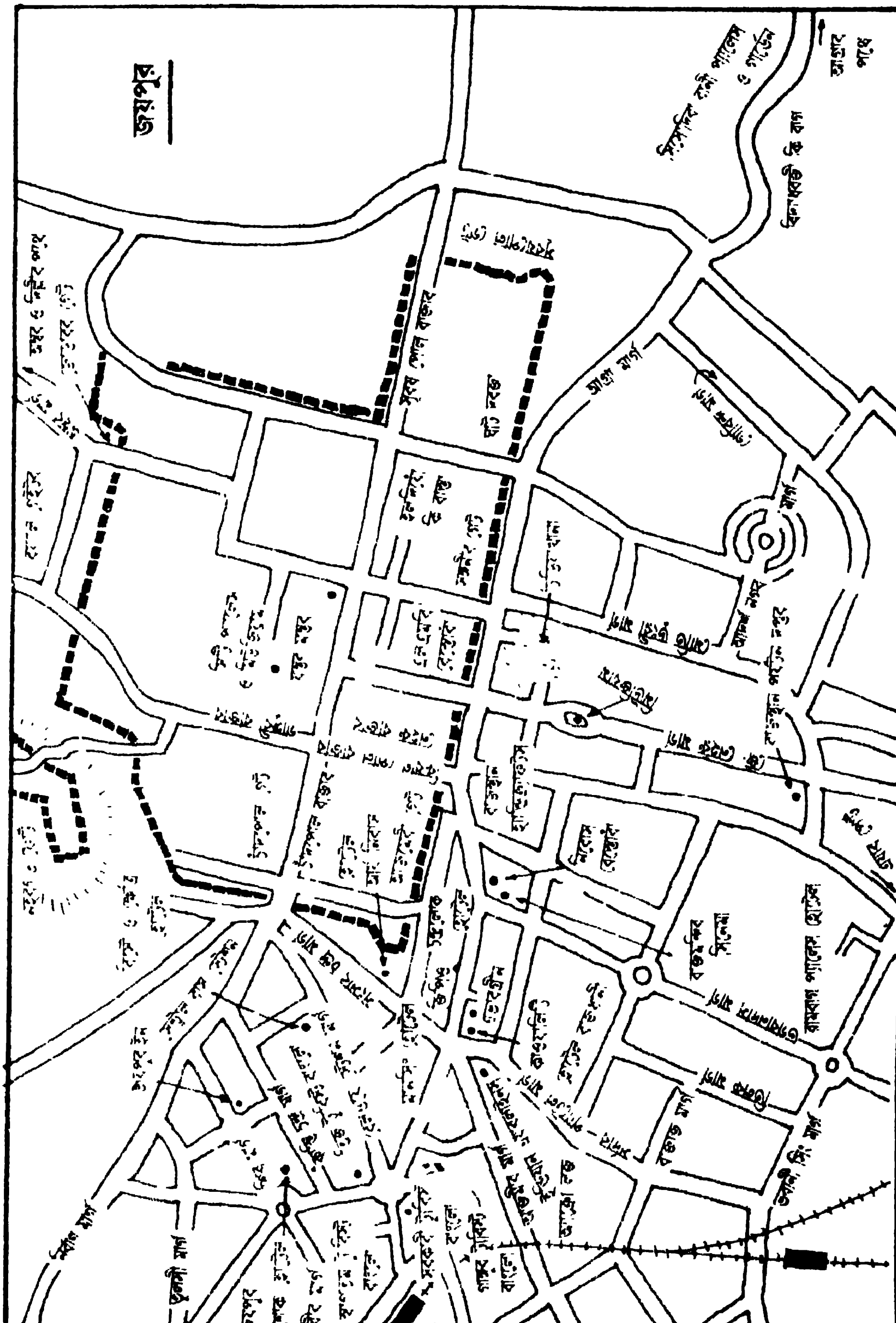
অনেক যুদ্ধের চিহ্ন শরীরে নিয়ে রণথম্ভোর এখনো মন্দির-মসজিদ ভিন্নধর্মী স্থাপত্যকে একত্র করে দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে আছে অক্ষত অবস্থায় হামীরের রাজপ্রাসাদ, রানীমহল। রানীদের স্নানের মনোরম তালাও। অতিথিদের আবাস বারোয়ানওয়ালার স্থাপত্য অতুলনীয় ও মুগ্ধকর। দুর্গের ভিতরেই দেখুন হামীর প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথজির মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ও গণেশজির মন্দির। এখনো গণেশজির মন্দিরে নিয়মিত পুজো দিতে চলেছেন দলে দলে নরনারী। গণেশজি তাঁদের কাছে কল্পতরু। আকবর প্রতিষ্ঠিত দরগাও বড় জাগ্রত। মুসলমানেরা আসছে নামাজ পড়তে, দোয়া মানাতে। সমগ্র দুর্গটিই একটি যাদুঘর ইতিহাসের ছাত্রের কাছে। ভিতরে ঢুকবার আগেই যোগীমহলের সামনের ফটকটি পাবেন। প্রবেশের জন্য টিকিট কাটুন। এখান থেকেই গাড়ির রুট-পারমিট নিয়ে যেতে হয় ব্যাঘ্র প্রকল্প দেখতে। যোগীমহলের পিছনে দুর্গ ও প্রকল্প দেখা হলে সময় পেলে 5 কিমি দূরের কিংবদন্তির আশ্রয় নীলকান্ত মহাদেবের মন্দিরটি গিয়ে দেখে আসতে পাবেন অনন্তপুরে গিয়ে।

এবার চলুন যাই অভয়ারণ্যের অভ্যন্তরে। এর একটা বিশেষ চার্ম আছে। অবশ্য ক্যামেরা নিয়ে চলুন। বাঘ দেখা এবং বাঘের ছবি সংগ্রহ করার এমন সহজতর অরণ্য ভূভারতে আপনি আর কোথাও পাবেন না। 1955-এ নভেম্বর মাসে রণথম্ভোর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। 1974-এ আসে ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায়, 1981-তে ঘোষিত হয় জাতীয় উদ্যান হিসাবে। 1972-এ এই পাতাঝরা শুষ্ক বনাঞ্চলে বাঘের সংখ্যা যেখানে ছিল মাত্র 14, 1986-তে তা বেড়ে দাঁড়ায় 40-এ। 392 বর্গকিমি আয়তনের (কোর আয়তন 167 বর্গকিমি) এই অরণ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য মানুষের উপস্থিতি সত্ত্বেও বাঘের স্বাভাবিক জীবনযাপন। জিপে যেতে যেতে দেখবেন হয়ত বাঘ রাস্তায় শুয়ে আছে। জিপ বা মানুষ— কিছুকেই সমীহ দেখাতে রাজি নয়। ছবি তুলুন —একটুও বিরক্ত হবে না। রণথম্ভোরের রাজা কাউকেই নিরাশ করেন না, যত্রতত্র দর্শন দিয়ে চলেছেন।

এখানে বাঘ ছাড়া আছে কমলা রঙের কালো ডোরা কাটা প্যান্থার, সম্বর, চিতল, বনবিড়াল, হায়না, বুনো শিয়াল বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির বাইসন, সিংকারা, চিতল ময়ূর ইত্যাদি। রাজবাগ তালাও বা পদম তালাও-এ জল খেতে আসছে সম্বর চিতলের দল। কখনো তারা করছে লড়াই। যোগীমহলের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে এদের দেখুন। আর দেখুন জলাশয়গুলিতে 10-12 ফুট (3-4মি) লম্বা মার্শ প্রজাতির কুমির। আসুন অক্টোবর থেকে এপ্রিলের মধ্যে।



উঠুন RTDC-র The Castle Jhoomar Baori (Ph: 220495) SAC ৫১০, DAC ৮০০, স্যুইট ৯১০-১২০০, বা পার্কের ভিতরে Jogi Mahal-এ খাওয়া দাওয়া সহ জন প্রতি ৫৭০। RTDC-


জয়পুর
আগ্রা মার্গ

র Kamdhenu Tourist Bunglow (Ph: 220334) SAB ৪২৫ DAB ৬২৫ ভর্মি ৬০; Hotel Vinayak (Ph: 221333) SAC ৪২৫ DAC ৫২৫ স্যুইট ৮০০-১০০০; Ankur Resort (Ph: 220792) ২৭৫-৬৫০; Swai Madhopur Laoge (Ph: 220541) AP ৩৯০০ থেকে এছাড়া RR, PWD বা Maharaja Lodge-এ উঠতে পারেন।

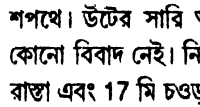
জয়পুর

রাজস্থানের এই জেলা শহরটি আয়তনে 23.3 বর্গকিমি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের 431 মি উঁচুতে অবস্থিত। এর উত্তরে পাঞ্জাব, পশ্চিমে সিকর, ঝুনঝুনা ও আজমীর জেলা, দক্ষিণে টোঙ্ক ও সোয়াই মাধোপুর জেলা এবং উত্তর-পূর্বে আলওয়ার জেলা। বনাস ও বাণগঙ্গা নদী বিধৌত জয়পুর জেলার জয়পুর হল রাজস্থানের রাজধানী। খ্রিস্টপূর্ব 300 অব্দেও এটি সমৃদ্ধ শহর ছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান জয়পুরেই রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সোয়াই মানসিংহ মেডিক্যাল কলেজ, বহুতর কলা ও চিত্রবিদ্যা সংস্থা অবস্থিত। এর পর্বতশীর্ষে অবস্থিত এক দুর্ভেদ্য দুর্গ, এর শিল্পকলা, এর প্রাসাদ-মন্দির, এর উৎসব-আনন্দ সবই পর্যটকদের আহ্বান করে চলেছে দীর্ঘকাল ধরে।

আগে রাজস্থানের রাজধানী ছিল অম্বর। রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ নিজের জয় ঘোষণা এবং নামকে অক্ষয় করে তোলার জন্য নতুন করে রাজধানী গড়ে (1727) তার নাম দিলেন জয়পুর। শাস্ত্র, জ্যোতিষ, শিল্পকলা, বাস্তুবিদ্যা, বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর অনায়াসচারিতা ও অধিকার লক্ষ করে গুণমুগ্ধ ঔরংজীব তাঁকে পূর্ণ এক-এর অতিরিক্ত সোয়া $1^1/_4$ মনে করতেন— তাই উপাধি দিয়েছিলেন 'সোয়াই'। তারপর থেকে এটিই তাঁদের বংশধারার উপাধিতে পর্যবসিত হয়। অম্বরের 11 কিমি দূরবর্তী এই শহরটি নবগ্রহের পরিকল্পনানুযায়ী 9টি আয়তাকার পরিকল্পনায় বিন্যস্ত করেন জয়সিংহ। তাঁর পরিকল্পনাকে রূপদান করেছিলেন তরুণ বাঙালি স্থপতি বিদ্যাধর ভট্টাচার্য। কর্নেল টড তাঁর 'Annals and Antiquities of Rajasthan' গ্রন্থে উল্লেখ করে গেছেন মন্ত্রী বিদ্যাধরের নকশা অনুসারেই জয়সিংহ এই নগরীর পত্তন করেন 'শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশানুসারে'।

জয়পুরের অন্য এক নাম পিঙ্ক সিটি—এর প্রাসাদের জালির কাজে, শহরের বাড়ির দেওয়ালে সর্বত্র ছড়িয়ে-জড়িয়ে আছে গোলাপি রঙের মায়া। 1883-তে এক সূর্যাস্তের ক্ষণে মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্ট এই পিঙ্ক সিটির প্রেমে পড়ে গেছিলেন। ম্যাক্স লেরনার আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন— আমি জয়পুর দেখেছি এবার অমি মরতে পারি ('I have seen Jaipur and now I can die)। প্রখ্যাত ব্রিটিশ স্থপতি Sir Hugh Casson জগতের তিনটি সুন্দরতম শহরের মধ্যে জয়পুরকে ধরেছেন। ভেনিসের স্বপ্নের চেয়েও জয়পুরের আকর্ষণ তাঁর একই সঙ্গে প্রাচীন-নবীনের হাত ধরে চলার শপথে। উটের সারি আর বিলাসবহুল মোটর গাড়িতে কোনো বিবাদ নেই। নিশ্চিন্তে তারা 34 মি চওড়া প্রধান রাস্তা এবং 17 মি চওড়া অপ্রধান রাস্তা দিযে সারিবদ্ধ ও গতিময়। ফুটপাতের দোকান আর বিলাসী বিপণি, পাহাড়ি আর নব্য বেশ— সব কিছু নিয়েই পৃথিবীর এই দ্বিতীয় সুন্দর শহরে পর্যটকের রয়েছে স্থায়ী আমন্ত্রণ।

কখন আসবেন এখানে: জয়পুরের দরজা পর্যটকের জন্য সারা বছরেই খোলা। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 40.6°C এবং 25.8°C, শীতে যথাক্রমে 22°C এবং 8.3°C । বৃষ্টি বেশি হয় না— বছরে 64 সেমি। হিন্দি, ইংরেজি আঁর রাজস্থানী ভাষার এই শহরে আসার জন্যে সেরা সময় অবশ্য অক্টোবর থেকে মার্চ। অতএব কোন একটি শারদাবকাশ বা বসন্ত কাটিয়ে যান 8টি তোরণ দিয়ে সুরক্ষিত এই দুর্গ নগরীটিতে।



কেমন করে আসবেন : পর্যটন এবং বাণিজ্য দুটির কারণেই জয়পুরে গড়ে উঠেছে একটি প্রশস্ত বিমানক্ষেত্র। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ও অন্যান্য সংস্থার বিমান তাই এখানেই উড়ে আসছে প্রতিদিন। দিল্লি যাচ্ছে সো ম বৃ শ 13.30 ও 21.50এ। আর বু শু 20.20তে জয়পুর থেকে। কলকাতা থেকে জয়পুর আসছে Alliance Air -এর বিমান সোম শুক্র 16.00, মঙ্গল বৃহ 15.20 ছেড়ে।

। বিমানটি আমেদাবাদ হয়ে জয়পুর যায় এবং একইভাবে জয়পুর থেকে আমেদাবাদ হয়ে ফেরে। জয়পুর-আমেদাবাদ-দিল্লি এবং জয়পুর-মুম্বাই-চেন্নাই পথে চলছে। তবে নিত্য পরিবর্তনশীল বিমান যাত্রসূচি আগে মিলিয়ে নিন। ট্রেনপথে জয়পুর—দিল্লি, আগ্রা, মাউন্ট আবু, আমেদাবাদ, উদয়পুর, মুম্বাই প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। কলকাতার যাত্রীরা হাওড়া থেকে যোধপুর এক্স ধরে সরাসরি 1,697 কিমি দূরের জয়পুর আসতে পারেন।

হাওড়া ছাড়ে 23.30 এ, জয়পুর পৌঁছায় 3.45 সময় নেয় 36 ঘণ্টা। আমেদাবাদ থেকে দিল্লি মেল 8.20 ছেড়ে 22.05 আমেদাবাদ-রাজধানী এক্স 13.50 ছেড়ে 00.20। নয়াদিল্লি থেকে 19.45 ছেড়ে আমেদাবাদ রাজধানী এক্স 00.40 দিল্লি থেকে 22.10 ছেড়ে আমেদাবাদ মেল 4.15,22.10 ছেড়ে দিল্লি-জয়পুর শেখবতী এক্স 11.00,15.05 ছেড়ে আশ্রম এক্স 20.35, বিকানীরে 5.00 ছেড়ে বিকানীর-জয়পুর এক্স 11.55, সোয়াই মাধোপুরে (132 কিমি) 6.25 ও 10.30 ছেড়ে 8.45 ও 12.30; লোহারুতে 4.20 ছেড়ে 11.00 যোধপুরে 19.30 ছেড়ে 00.30 ছেড়ে 9.00, ছেড়ে 15.00 ছেড়ে 17.15; মুম্বাইতে 19.05 ছেড়ে মুম্বাই-জয়পুর এক্স 12.30 মিনিটে এসে পৌঁছচ্ছে।

সড়কপথে জয়পুর থেকে আগ্রা 228 আজমীর 138 আলওয়ার 143, ভরতপুর 174, বিকানীর 321, বুন্দী 300, চিতোরগড় 320, দিল্লি 306 (কোটপুলি হয়ে 259) গোয়ালিয়র 347, জয়সলমীর 638, যোধপুর 343, খাজুরাহো 608, মাউন্ট আবু 509, সরিস্কা 105, উদয়পুর 407 কিমি। দিল্লির পান্ডরা রোডের বিকানীর হাউসে থেকে 6.30-23.30 মধ্যে ডিলাক্স কোচ/বাস আসছে প্রতিদিন বেশ কয়েকবার। A/C কোচ ছাড়ছে ওখান থেকেই 7.30-16.00 মধ্যে। সাধারণ বাসগুলি দিল্লির Inter State Bus Terminus (Ph: 2522246) থেকে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে ছাড়ছে। আগ্রার শীতল লজ থেকে ডিলাক্স কোচ আসছে 6.30,14.30 এবং 21.30 ছেড়ে। এখান থেকেই ITDC এর বাস ছাড়ে 7.00। বাস আসছে চণ্ডীগড়, গোয়ালিয়র, বৃন্দাবন, মথুরা, আগ্রা, বিকানীর, যোধপুর, জয়সলমীর, উদয়পুর, আহ রোড, চিতোরগড়, ভূপাল, ভরতপুর, আলওয়ার প্রভৃতি স্থান থেকেও এবং ফিরে যাচ্ছে সেখানে। শহরে ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি, অটো রিক্সো, টাঙা ছাড়া সিটি বাস ও মিনিবাস চলছে।



কোথায় উঠবেন : হোটেলের দরের পরিবর্তন ঘটছে। কাজেই একটু যাচাই করে নিন। আগে তারকা-চিহ্নিত ও দামি হোটেলগুলির কথা বলি, পরে অন্যান্য হোটেলের কথা বলছি। 5 তারা হোটেল 3টি ভবানী সিং মার্গে Rambagh Palace (Ph: 381919, Cable RAMBAGH) R-105 ৫৭০০ থেকে; সংসারচন্দ্র (ইনি ছিলেন জয়পুরের প্রধানমন্ত্রী সংসারচন্দ্র সেন) রোডে Welcomgroup Mansingh (Ph: 2378771) R-91 AC ২৭০০-৩৯০০; Rajputana Palace Sheraton (Ph: 2360011) SAC ৪২০০ থেকে DAC ৫১০০ থেকে স্যুইট ৯৯০০ থেকে; জে এন মার্গে Clarks Amer (Ph: 2550616) R-14 SAC ৩০০০ থেকে DCA ৩৩০০; 4 তারা হোটেল বাণী পার্কে জয়সিং সার্কেলে ITDC-র Hotel Jaipur Ashok R-67, SAC ১৩০০-১৬৭৫, DAC ২৩০০-২৬০০; 2 তারা হোটেল 2টি— জোহরী বাজারে L M B Hotel (Ph: 2565844), R-33, SAC ৯১০ DAC ১৪৫০; চন্দ্রপোল গেটে Khetri House (Ph: 269183) R-18 SAC ৫০০, DAC ৮৫০ মীর স্যুইট ৯৯০-১৩০০; 1 তারা হোটেল— সংসারচন্দ্র রোডে অম্বর সিনেমার পিছনে Hotel Arya Niwas (Ph: 2372456) R-25 S ৩০০ D ৪২৫ SAC ৫৫০, DAC ৬০০-৭৯০, রেসিডেন্সি রোডে, Jai Mahal Palace Hotel (Ph: 2371616) R-100 SAC ৪৪০০-৪৮০০ DAC ৫০০০-৫২৯০; সর্দার প্যাটেল মার্গ Hotel Raj Mahal R-11 SAC ১৬৫০ DCA ২৯০০; চন্দ্রপোল বাজারে Hotel Bissau Palace (Ph: 2310371) ৭৫০-২১০০; বনস্থলী মার্গে Hotel Shalimar R-45, S ২২৫ SAC ৩৫০ D ২৭৫ DAC ৪৫০; C স্কীমে—সরোজিনী মার্গে Hotel Shyam R-19, S ২৫০ SAC ৩৫০ D ৩০০ DAC ৪৫০; বনস্থলী মার্গে Hotel Gaurav R-15 S ২২৫ SAC ৩৫০ D ৩০০ DAC ৫৫০-৮৫০; মতিলাল অটল রোডে Hotel Nataraj R-20 S ২৫০ SAC ৪৫০-৬২৫ D ৩০০ DAC ৫৫০-৮৫০; এম. ই. রোডে Hotel Swagat (Ph: 2367712) R-24 S ২৫০ SAC ৩৫০ D ৩০০ DAC ৪৫০; এখানেই Hotel York (Ph: 2378671) R-40 S ২০০ SAC ৩৫০ D ২৫০ DAC ৪০০; Hotel Imperial (Ph: 2378651) R-40 S ২২৫ SAC ৩৭৫ DAC ৪৫০ ; স্টেশন রোডে Hotel Gandharva R-24 S ২৫০ SAC ৪০০ D ৩০০ DAC ৫৫০; এখানেই Hotel Chandragupta (Ph: 275001-5) R-40 S ২০০-৩২৫ D ৪৫০ Hotel Managal (Ph: 2375126) R-65 S ২৫০-২৭৫ SAC ৬৭৫; বনস্থলী মার্গে Hotel Goyal (Ph: 261709) R-20 S ২০০-৩০০ D ২৭৫-৪০০ ; মির্জা ইসমাইল রোডে Hotel Khasa Kothi (Ph: 2375151) R-36 SAC ৭০০-১২৫০ DAC ১৪৫০-১৮৫০; স্টেশনের কাছে Jaipur Emerald Hotel (Ph: 2378682) R-14 S ২৭৫-৯০০।

এবারে অন্যান্য হোটেলের কথা বলি। রেল স্টেশনের কাছে Kaiser-i-Hind R-20, S ১৬৫ D ২০০-২৫০; রাম সিং রোডে Laxmi Vilas Hotel R-23 S ২৭৫ D ৪৫০; কানোটা বাগে Hotel Narain Niwas (Ph: 2561291) R-22 S ৯৫০ D ১৬৫০; আগ্রা রোডে ট্রান্সপোর্ট নগরে Hotel Chandralok, R-35 S ২৭৫-১২০০ D ১২৫-২৫০; Hotel Polo Victory S ১২৫ D ২০০; মতিলাল অটল রোডে Madras Hotel, R-23, S ১২৫ D ২২৫; সিভিল লাইন্সে Jacksons Hotel, (Ph: 2322320) ২৫০-১১২৫; এখানেই স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিপরীতে Hotel Rishi Regency (Ph: 2381720) ৩৫০-১৭০০ ; 2 নং বি এস রোডে Hotel Adity (Ph: 2381720) ৮০০-২৩৫০; সোয়াই রাম সিং রোডে Hotel Meru Palace (Ph: 2371111) ১৪৫০; Savoy Hotel, R-14 S ১২৫-২০০ D ২০০-৩০০; Hotel Imperial, R-40, S ২০০ D ২৫০ SAC ২৫০ DAC ৩৫০ Kailas Hotel R–15S ১১৫-২০০ D ৭৫-২২৫; Deluxe Madhu Jamini ৩০০-৪৫০ Ksheer Sagar, S ৭৫-১১৫ D ১৬৫-২৫০ ; বাপু বাজারে Rajdeep Hotel S ৮৫ D ১১৫ ; Hotel Neelam, S ১৫০-২০০ D ১৭৫-২৫০; Purohit Loge S ১১৫ D ৭৫-২২৫। জয়পুর বেশির ভাগ হোটেলই রেল স্টেশন এবং বাস স্টেশনের কাছাকাছি। এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান মাত্র 1 কিমি।

অন্যান্য বাসস্থানের মধ্যে রয়েছে এম ই রোডে RTDC Gangaur TB, (Ph: 2371641) R-64 S ৩০০ D ৩৭৫ SAC ৪২৫-৫৭৫ DAC ৫৫০-৬৫০ (রিজা : ম্যানেজার); বাণী পার্কে RTDC Teej TB (Ph: 2203199) R-42 S ৩৭৫ SAC ৫২৫ D ৪৯০ DCA ৬৫০ ডর্মি ৬০ (রিজা : ম্যানেজার); স্টেশন রোডে RTDC-Swagatam TB (Ph: 2200595) DAC ৬৫০ DAB ৪৫০; (বেড-টি ও ব্রেকফাস্ট সমেত) (রিজা: ম্যানেজার); ভবানী সিং মার্গে SMS স্টেডিয়ামের পাশে সদস্য ডর্মি ২০ অন্যদের ডর্মি ৪০; গোপাল বাড়িতে DB কেবল সরকারি কর্মচারীদের জন্য; এম ই রোডে CH রিজা : ম্যানেজার) RR ইত্যাদি।

৭৫-১৫০ মধ্যে আরো থাকার জয়গা আছে স্টেশন রোডে Assam Hotel, এম ই রোডে Chaudhury Hotel, চন্দ্রপোল গেটে Bombay Hotel, পোলো ভিক্ট্রির সিনেমার বিপরীতে Hotel Mamta, সুভাষনগরে Hotel Rose, সেন্ট্রাল বাস স্টেশনের কাছে Kantichandra Palace, অল ইন্ডিয়া রেডিওর সামনে Polo Victory Hotel, Radha Krishnan Hotel, স্টেশনের কাছে স্টেশন রোডে Rawal Hotel, সিভিল লাইনের Hotel Satya Mahal, Achrol Lodge, শিব মার্গে Jaipur Inn, হাতরয় ফোর্টে Hotel Kalyan, কালেক্টরেটের কাছে 157/D দুর্গামার্গে Shakuntalam GH ইত্যাদি। বিশেষ দ্রষ্টব্য : জয়মহল প্যালেসে ছুটি কাটানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হয়। যাওয়া -আসা, খাওয়া, থাকা, রাত্রি, পুতুল নাচ দেখা লোকনৃত্য দেখা — অর্ধেক দিন সিটি ট্যুরে বিলাসবহুল গাড়িতে ভ্রমণ প্রভৃতি ব্যবস্থা থাকে।

কনডাকটেড ট্যুর

RTDC (Ph: 2310586) Hotel Swagatam Campus, Jaipur থেকে শহর দেখাবার জন্য দুটি ট্যুরের আয়োজন করে। এছাড়া শহর ঘোরার জন্য এঁদের কাছ থেকে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। (1) প্রতিদিন হাওয়া মহল, সিটি প্যালেস, মিউজিয়াম, যন্তরমন্তর, অম্বর দুর্গ ও প্রাসাদ। সময় 8.00-13.00,11.30-16.30, 13.30-18.30 7। ভাড়া ৯০ মাথাপিছু। (2) জয়পুর শহর ও নাহার গড় প্রতিদিন 7.00টায়। ভাড়া ১২৫ মাথাপিছু। এছাড়া রবিবার এবং অন্য ছুটির দিনে জয়পুর ও রামগড় দেখানোর ব্যবস্থা আছে। সময় সকাল 10.00টা। ভাড়া ৯০ মাথাপিছু।

রিজা : Tourist Office, RTDC (Ph: 2369714), Rly, Station, Platform No.1/ Transport Unit, (Ph: 2360239) ।

ITDC-এর একই ধরনের ব্যবস্থা আছে শহর পরিদর্শনের। প্যাকেজ ট্যুরের হুড়োহুড়ি পছন্দ না হলে রিক্সা করে নিজেরাই বেড়ান।

বিশেষ ভ্রমণ ব্যবস্থা : আয়োজক RTDC। (ক) 7 দিনে বেড়ানোর সুযোগ নিন। দেখুন জয়পুর, চিতোর, উদয়পুর হলদিঘাট, নাথদ্বার, আজমীর, পুষ্করতীর্থ। (খ) সপ্তাহের শেষে 2 দিনের ভ্রমণ। দেখুন— সিলিশেড়, সরিস্কা জাতীয় উদ্যান। (গ) শুক্রবারে রওনা হয়ে 4 দিন বেড়ান। দেখুন ভরতপুর, সোয়াই, মাধোপুর, জয়পুর। (ঘ) সপ্তাহে 2 দিন—মঙ্গল ও শুক্র রওনা হয়ে 5 দিন বেড়ান আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, ভরতপুর, দীগ, সরিস্কা এবং জয়পুর। রিজা : Manager, Package Tours, RTDC, Chandralok Bulidings, 36 Janpath, New Delhi–100 001, Ph: 23321820 ।

কী দেখবেন এখানে : প্রথমেই যাই চলুন জয়পুর মহারাজার প্রাসাদ সিটি প্যালেস বা চন্দ্রমহল দেখে আসি।

এই প্রাসাদ একটা দুর্গের মত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তারই ভিতর বাগান, জলপথ, ফোয়ারা, পুষ্করিণী সব। প্রাসাদে ঢোকার তোরণ দুটি। দক্ষিণ দিয়ে এলে ঢুকুন ত্রিপোলিয়া গেট দিয়ে। অবশ্য পুবের সিবে-কি-দেওরী গেটটিই প্রধান। প্রথমেই দেখতে পাবেন অনেক কক্ষ সমেত জালের চক। এইখানে ছিল মহারাজ জয়সিংহের খাস দপ্তর— এখন বসেছে অনেকগুলো সরকারি অফিস। আরো ভিতরে ঢুকে পাবেন 1900-তে সোয়াই মাধোসিংহের নির্মিত মোবারক হল— জয়পুরের সুখ্যাত মার্বেলের কাজে অলঙ্কৃত। তারপরে অন্দর মহল দেওয়ানী খাস এবং বহির্মহল দেওয়ানী আম। একটি হল ঘরে দেখবেন প্রাচীন ঘোড়া ও উটের গাড়ি। সমস্ত প্রাসাদ রাজপুত ও মোগল ঘরানার চিত্রশোভিত ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাজানো। 'রাগমালা' পর্যায়ের ছবিগুলি অপলক নয়নে দেখতেহয়। প্রাসাদের ভিতরে আছে 7 তলা দুধের সরের মত সাদা চন্দ্রমহল। এর কক্ষগুলিও দারুণভাবে অলঙ্কৃত। দেওয়াল ছাদে আয়নার কাজ। দরবারে হলে রাখা আছে আকবরের বয়স্য আবুল ফজলের মহাভারতের পারসী ভাষায় অনুবাদ 'রাজ্মনামা'। ভূর্জপত্রে লেখা একটি বাংলা মহাভারতও রয়েছে এখানে। এর অস্ত্রগার বা শিলেখানা ভারতের প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রের সেরা সংগ্রহ। এখানে রয়েছে মানসিংহের 5 কিলোগ্রাম ওজনের তরবারি, জাহাঙ্গির ও শাজাহানের তরবারি ও নানান ধরনের সব অস্ত্র, বর্ম, বিরাট গঙ্গা জলের ঘড়া, মাধোসিংহের 7 ফুট লম্বা 4 ফুট (1 মি) চওড়া জামা, ½ মন (19 কেজি) ওজনের লৌহবর্ম, 250 গ্রাম তামাক ধরে এমন হুঁকো, ঢাকাই মসলিন এমনকি মুর্শিবাদাদের সিল্ক পর্যন্ত। প্রবেশমূল্য ৬্ ছাত্র ২্। খোলা 9.30-16.45।

চন্দ্রমহলের উত্তর দিকে রয়েছে বিখ্যাত গোবিন্দজি মন্দির। ঔরংজীবের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে জয়সিংহ বৃন্দাবন থেকে এই মূর্তি এখানে নিয়ে আসেন। অপূর্ব এই দেবমূর্তির পূজারী কিন্তু বাঙালি।

এবারে চলুন কাছেই যন্তরমন্তর দেখতে। জয়সিংহ সারা ভারতে 5টি মানমন্দির নির্মাণ করেন— জয়পুর, উজ্জয়িনী, মথুরা, দিল্লি ও বারাণসীতে। এর মধ্যে জয়পুরের মানমন্দিরই সবচেয়ে বড় এবং সুসংরক্ষিত। এখানে স্থানীয় সময়, দিগ্বলয় থেকে সূর্যের উচ্চতা নির্ণয়, সূর্যঘড়ি, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের হিসাব, গ্রহ ও তারা সম্পর্কে নান বিষয় জানা যায়। এটি নির্মিত হয় 1728-এ। এটি খোলা থাকে 9.00-16.30 দর্শনী ২, সোমবার কোনো দর্শনী দিতে হয় না।

এবার যাই ফিরে দেওরি বাজারে হাওয়ামহল দেখতে। মহারাজা সোয়াই প্রতাপসিংহ এটি 1799-এ নির্মাণ করেন। অদ্ভুত ধরনের এই বায়ুর প্রাসাদ জয়পুরে এক অনন্য দ্রষ্টব্য। এর জানলায়, ঝুল বারান্দায় এমন চমৎকার জালির কাজ এবং খিলানের ঘোরানো অবস্থান যে বাতাস চলাচলে বাধা হয় না। এখানের গোল ছাদওয়ালা বারান্দায় অন্তঃপুরের অভিজাত রমণীরা এসে বসতেন রাজপথ দিয়ে চলে যাওয়া শোভাযাত্রা দেখার জন্যে। এমন কায়দা করে তৈরি যে তাঁরা রাজপথ দেখতে পাবেন। কিন্তু রাজপথের কেউ তাঁদের দেখতে পাবেন না। পিরামিডের মত পাঁচতলা এই বাড়িতে সকালের সূর্যরশ্মি যখন পড়ে তখন এক মায়ার অলৌকিক জগতের সৃষ্টি হয়।

এমনি আর একটি দ্রষ্টব্য প্রাসাদ হ্রদের বুকে গড়ে ওঠা রাজকীয় গ্রীষ্মবাস জলমহল। এর স্থাপত্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্য, নয়নভরে দেখুন। ত্রিপোলিয়া বাজারে গিয়ে দেখুন 18 শতকের বাড়ি নবাব সাহেব কি হাভেলি। এটি কেন দেখবেন জানেন? এখানেই বাস করতেন জয়পুর শহরের সেই বিখ্যাত বাঙালি স্থপতি বিদ্যাধর ভট্টাচার্য। পরে এখানে জয়পুরের প্রধানমন্ত্রী নবাব স্যার ফয়াজ আলি বাস করতে থাকেন— তাই এই নাম। এর ছাদ থেকে দেখা পাশের স্মৃতিস্তম্ভগুলি যেন এক অদ্ভুত পরিবেশ গড়ে তোলে। দর্শনী ৫্।

শহরের একেবারে দক্ষিণে গড়ে উঠেছে রামনিবাস উদ্যান। এরই একাংশে জয়পুরের কেন্দ্রীয় যাদুঘর। এর অন্য নাম অ্যালবার্ট হল কারণ তাঁর এদেশ ভ্রমণকে কেন্দ্র করেই এর সৃষ্টি (1887) । প্রাচ্য ও ভিক্টোরীয় স্থাপত্যে নির্মিত এই যাদুঘর নির্মাণে খরচ পড়ে ৪,৯৪,৫৪৪্। দ্বারোদঘাটন হয় 1887-র 21 ফেব্রুয়ারি। এর মধ্যে দেখুন বহুমূল্য বস্ত্রাদির সংগ্রহ, পোশাক, কারুশিল্প, মৃৎশিল্প, হস্তিদন্ত শিল্প, ধাতু শিল্প, প্রস্তর শিল্পের নানাবিধ নমুনা আর রাজস্থানী চিত্রকলা। প্রবেশ মূল্য ২্। সোমবারে দর্শনী লাগে না। এখানেই গড়ে উঠেছে চিড়িয়াখানাও। পাখি আর নানা জীবজন্তু ছাড়া প্রধান আকর্ষণ কুমির। দর্শনী ২, ছোটদের ১্।

এবার একটু দূরে গিয়ে দেখে আসুন 2টি দুর্গ নাহারগড় দুর্গটি 13 কিমি দূরে। পাহাড়ের উপরে ঘোরানো পথটি বড় সুন্দর। একসময়ে রাজা সপরিবারে এখানে বাস করতেন। পাহাড়ের উপর থেকে চারপাশের দৃশ্য অতীব মনোহর। RTDC এখানে 'দুর্গ' নামে একটি কাফেটারিয়া করেছেন। অতএব উদরচিন্তার চিন্তা আর রইল না। তবে দেখতে হবে 10.00-16.30 মধ্যে ২

বিনিময়ে। এখানে যেতে যেতেই পথে পড়বে জয়গড় দুর্গ। কাছাওয়া রাজপরিবারের এটিই ছিল কোষাগার। এখানেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কামানটি দেখতে পাবেন, 1720-তে তৈরি। নল 20 ফুট (6 মি) লম্বা, চাকার বেড় 9 ফুট (3 মি)। একবার ছোঁড়ার জন্যে 1 কুইন্টাল বারুদ লাগত। প্রবেশ দক্ষিণা ৬৲। এখান থেকেই ঘুরে আসুন গৈতর— রাজকীয় ছত্রী দেখে আসুন।

অম্বর : এটি যেমন শহরের নাম তেমনি জয়পুরের একটি মহকুমাও। জয়পুর রাজ্যের এই প্রাচীন রাজধানীটি আজ ধ্বংসের মুখে। জয়পুর স্টেশন থেকে 11 কিমি উত্তর পূর্বে মনোরম এক প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত শহরটিতে দেখার বিষয় এখানো প্রচুর। অম্বরের নামকরণ নিয়ে নানা মত রয়েছে। কারো মতে নামটি এসেছে অম্বিকেশ্বর শিব থেকে, কেউ বলেন অযোধ্যার অধিপতি অম্বরীষের নাম থেকে এই নাম। আবার লৌকিক বিশ্বাস নামটি 'অম্বরিয়ান'-এর সংক্ষিপ্তরূপ। ইতিহাসের বইতে এর অন্য নাম অমরপুর বলা হয়েছে। 12 শতকের মাঝামাঝি কচ্ছবাহ রাজপুতেরা এই রাজ্যের অংশবিশেষ অধিকার করে নেন এবং সুসাবৎ মিনাজের সর্দারদের কাছ থেকে অম্বর কেড়ে নেন। 600 বছর অম্বর এঁদের রাজধানী ছিল, তাই এটি কাছাওয়া অম্বব নামেও পরিচিত। প্রাচীন নাম ছিল ধুন্দর।

সিংহাসন নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হলে 1707-এর মে মাসে সম্রাট বাহাদুর শাহ রাজপুতানার উদ্দেশে বের হয়ে পরের বছর অম্বরের সিংহাসন দেন বিজয়সিংহকে। কিন্তু অজিতসিংহ, দুর্গাদাস ও রাজা জয়সিংহ কচ্ছবাহ প্রভৃতি মেবারের মহারানা অমরসিংহের সঙ্গে মিলিত হয়ে অম্বর অধিকার করে নেন। রাজপুত রীতির ভাস্কর্যে গোয়ালিয়র রাজপ্রাসাদের পরেই প্রাচীন অম্বর রাজপ্রাদের স্থান। প্রাচীন রাজারা নিজেদেরকে রামচন্দ্রের উত্তরপুরুষ বলে দাবি করেন।

জয়পুর (হাওয়ামহল) থেকে বাস, কন্ডাকটেড টুরের বাসে বা ট্যাক্সিতে এসে এখানে আসুন, তারপর ২৲ দিয়ে টিকিট কেটে প্রাসাদ দেখতে ঢুকুন 9.00-16.30 মধ্যে। হাতি ভাড়া পাবেন— 4 জনের জন্য ৮০, মোটরগাড়ি ২৫৲। পায়ে হেঁটেও আস্তে আস্তে যেতে পারেন। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখুন কলিঙ্গ। দুর্গ, নীচে মাওতা হ্রদের স্থির জলে দেখুন প্রতিবিম্বিত পাহাড় আর বনানীর দৃশ্য। একটু দূরে মনোরম দিলারাম উদ্যান।

অম্বরের রাজপ্রাসাদ রাজপুত স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। রাজা মানসিংহ এটি তৈরি করতে শুরু করেন। শেষ করেন রাজা জয়সিংহ— সময় লাগে মোট 100 বছর। মিদ পোল প্রাঙ্গণ পার হয়েই সিংহ পোল। এই তোরণ পার হলেই প্রাসাদ। প্রথমে 'দেওয়ানী আম'— এখানেই রাজারা প্রজাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা শুনতেন। দিল্লির দেওয়ানী আমের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য এর। তিনদিক খোলা আর সারি সারি স্তম্ভের উপর ধূসর রঙের ছাদ। স্তম্ভের শীর্ষে হাতির মূর্তি অনবদ্য স্থাপত্য। জাহাঙ্গিরের এত সৌন্দর্য সহ্য হয়নি— হিংসেয় কয়েকটিতে আস্তর লাগিয়ে দেন।

এর পরেই **যশোরেশ্বরী মা কালীর মন্দির**। এই কালী মন্দিরের জন্যেই অম্বরের রাজপ্রাসাদ বাঙালির কাছে তীর্থক্ষেত্র। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে পরাজিত করার পর রাজা মানসিংহ যশোরেশ্বরীর বিগ্রহ যশোর থেকে অম্বরে নিয়ে এসে সিংহ পোলের পিছনে মন্দির তৈরি করে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দিরে রুপোর পাত দিয়ে মোড়া মূর্তিটি যেন জীবন্ত। এবার জয়সিংহ নির্মিত গণেশ পোল পার হয়ে প্রাসাদের ভিতরে ঢুকুন। এখান দিয়েই অন্দরমহল। সামনে সুন্দর বাগান। ভিতরে জয়মন্দির, শিশমহল, সোহাগ মন্দির, সুখ নিবাস, নক্ষত্র ঘর, গ্রীষ্মাবাস, হারেম। জয় মন্দিরে প্রধান ব্যক্তিদের মিটিং বসত। কাঁচের ও আয়নার তৈরি শিশমহলের এই সৌন্দর্য ভারতে আর কোথাও দেখবেন না। কাঁচের কারুকার্য আছে যশ মন্দিরেও। সুখ নিবাসের 'বাতানুকূল' ব্যবস্থা (এয়ারকন্ডিশনিং) দেখে বিমোহিত হবেন। কেমন করে প্রপাত ধারার ঠাণ্ডা আবহাওয়াকে এখনে প্রবাহিত করা হত—ভাবলে অবাক লাগে। এর দরজায় হাতির দাঁত ও চন্দন কাঠের সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন। মানসিংহ-মহলের একটি হল-ঘরে সমস্ত তীর্থের ছবি দেখতে পাবেন। প্রাসাদের মধ্যে চড়াই-উৎরাই-বিশিষ্ট কয়েকটি রন্ধ্রপথ আছে। রানীরা টানা রিক্সায় চড়ে সে-পথে যাতায়াত করতেন। দু-একটি রিক্সা এখনো পড়ে আছে দেখবেন। দুর্গ ও প্রাসাদের নীচে উপত্যকায় এবং পাহাড়ের গায়ে পরিত্যক্ত নগরীর চিহ্ন দেখতে পাবেন। উপত্যকায় আছে জগৎ শিরোমণি বিষ্ণুর মন্দির— এর গর্ভগৃহে মীরাবাঈয়ের আরাধ্য গিরিধারী গোপালের বিগ্রহটি রয়েছে। ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য বিলাসের প্রমোদ ভূমিটি এখন মায়াপুরীতে পর্যবসিত। কাছেই গরুড় মন্দির। নীচে মাওতা লেকের পাড়ে গড়ে উঠেছে আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম। দর্শনীয় এখানের প্রাচীন দুর্গটিও।

জয়পুরে এলে ঘুরে আসতে পারেন 11 কিমি দূরে সন্ত গলতার উপাসনাভূমি গলতায়। পাহাড়ের উপরে দ্বিতীয় মহারাজ সোয়াই জয়সিংহের আমলের রাও

কৃপারাম নির্মিত সূর্য মন্দিরটি দেখবার মত। কাছেই গোমুখী পাহাড়ি উৎস থেকে ঝরে পড়ছে ঝরনার ধারা। সতর্কতা : বাঁদরের বাঁদরামি থেকে এখানে সাবধান। আর 16 কিমি দূরে সঙ্গানের যাবেন দুটি আকর্ষণে। এক : একটি জৈন মন্দির, কৃষ্ণকল্যাণজি মন্দির এবং সাদা মার্বেলের কীর্তি স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ দেখতে এবং দুই : এখানে হাতে ছাপা দুনিয়াখ্যাত শাড়ি কিনতে। বাড়ির লোক খুশি হবেন কিন্তু। জয়পুরের আজমীরী গেট থেকে সঙ্গানের আসার বাস পাবেন। আর চেষ্টা করবেন শ্রাবণী শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথির **'তীজ উৎসব'**, হোলির সময় 18 দিন ব্যাপী **'গাঙ্গুর উৎসব'** অথবা এ সময়েই হাতির শোভাযাত্রা উৎসবে উপস্থিত থাকতে।

ভরতপুর

একসময়ে এই শহর পূর্বতন রাজপুতানার করদ রাজ্যের রাজধানী ছিল। আগ্রা থেকে 54 কিমি পশ্চিমে ভরতপুরের আয়তন 22 কিমি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের 250 মিটার উঁচুতে। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 45°C, এবং গড় তাপমাত্রা 37°C, শীতে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা 21.9°C। যমুনা ও চম্বল নদীর অববাহিকায় স্থাপিত বলে কোনো কোনো জায়গার মাটির রঙ কালো। স্বাধীন ভরতপুর রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন রাজা বদন সিংহ। তাঁর দত্তকপুত্র সূরজমলের রাজত্বকালেই জাঠ রাজ্য ভরতপুরের চরম গৌরব ঘটে। তিনি 'জাঠ ইউলিসিস' নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর পুত্র জওহর সিংহের সময় থেকে রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে, ইংরেজ রাজ্য অধিকার করে নেয়। মালগাড়ি নির্মাণের জন্য এখানে একটি ভারী শিল্প সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া মেশিনারী ম্যানু ফ্যাকচারিং কোম্পানি গড়ে ওঠে। এখানের দুর্গটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ। আর এটি প্রসিদ্ধ পক্ষি নিবাসও।

কেমন করে আসবেন : এখানে বিমানে এলে আগ্রা, দিল্লি বা জয়পুর বিমান বন্দরে নামতে পারেন (দ্র.ঐ স্থানগুলি)। রেলপথে ভরতপুর একটি বড় রেল জংশন। মুম্বাই থেকে বরোদা, ইন্দোর, সোয়াই, মাধোপুর, কোটা হয়ে এখানে ট্রেন আসছে। মুম্বাই-এ বান্দ্রা টার্মিনাস 22.25 ছেড়ে 9019 দেরাদুন এক্স 00.45 (এক রাত কাটিয়ে)। 21.30 ছেড়ে 2903 গোল্ডেন টেম্পল মেল 15.35; 11.35 ছেড়ে পশ্চিম এক্স 6.20। বান্দ্রা টার্মিনাসে 22.50 ছেড়ে অবধ এক্স আসছে আগের স্টেশন বায়ানা-তে। ইন্দোরে 16.30 ছেড়ে 2415 ইন্দোর-নিজামুদ্দিন এক্স ভরতপুরে 2.43। আগ্রাতে 19.15 ছেড়ে আগ্রা-আমেদাবাদ এক্স 20.53, 8.00 ছেড়ে আগ্রা-বাড়মের এক্স 10.17, 00 ছেড়ে আগ্রা-জয়পুর এক্স 18.05। জয়পুরে 1.00 ছেড়ে 6.00, 7.30 ছেড়ে 17.05,6.10 ছেড়ে 9.26 এবং 13.50 ছেড়ে 17.48। বাস আসছে আগ্রা, মথুরা, জয়পুর, দিল্লি প্রভৃতি জায়গা থেকে। টাঙা ও রিক্সা পাবেন স্থানীয়ভাবে।

কোথায় উঠবেন : ভরতপুরে ওঠার সেরা জায়গা RTDC-এর Saras Tourist Bunglow (Ph: 223700) ঠিক পক্ষিনিবাসে ঢোকার আগে আগ্রা রোডে S ৩০০ D ৩৫০ SAC ৫২৫-৬৫০ DAC ৬৫০-৮০০। এখানকার S এবং D গুলি সবই ডিলাক্স। RTDC ডর্মি বাসস্থান এবং ক্যাম্পিং-এর ব্যবস্থা করে দেন। Bharatpur Forest Lodge পক্ষিনিবাসে (Ph: 222722)R-18 S ২৭৫ D ৪৭৫ SAC ১২৫০ DAC ২৪০০; আগ্রা রোডে DB (Ph: 222366); শান্তিকুটির Forest RH (Ph: 222777) R-5 S ৩২৫ D ৪৭৫ SAC ৬৫০ DAC ৯০০; (রিজা : Dy. Chief Wild Life Warden, Keoladeo National Park, Bharatpur 321001); Golbagh Palace Hotel (Ph: 223349), Sainik Vishram Griha SBA ১৭৫-২০০ DBA ২৫০-৩০০। CH, Tourist Lodge ১১৫-২৭৫; Tourist Rosy Hote; বাস স্ট্যান্ডে Hotel Nand Tourist S ৮৫-১১৫ D ১২৫-১৫০ DBA ১৫০-১৭৫। প্রভৃতি ছাড়ও কোতোয়ালির কাছে কামসেন, কিল্লি ঘাটের কাছে আগরওয়াল ভবন ব্রাহ্মণ বাসন ঘাটের কাছে জৈন, খান্ডেলওয়ালা প্রভৃতি ধরমশালা আছে।

কী দেখবেন এখানে : প্রথমেই চলুন রেল-স্টেশন থেকে 4 কিমি গিয়ে দেখে আসি লোহাগড় দুর্গ। নামটি শুনেই বুঝতে পারছেন এটি কতখানি দুর্ভেদ্য ছিল। এর ঘিরে থাকা মাটির দেওয়ালের জন্য 4 বার আক্রমণ করেও 1805-এ লর্ড ব্রেক দুর্গটি দখল করতে পারেননি। দুর্গের চারিদিকে 60 মিটার প্রশস্ত পরিখা এর দুর্ভেদ্যতাকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এর দেওয়ালের পরিধি 11 কিমি ছিল, মাটি হলেও কামানের গোলায় ভাঙেনি। শেষ অবধি 1826-এ ইংরেজরা ভরতপুর জয় করে নেয়। দুর্গের ভিতরে এক জায়গায় জওয়াহর নামে একটি বুরুজ জয়স্তম্ভ হিসেবে নির্মিত হয়েছিল 1765-তে

। এর উপর উঠে দেখলে চারপাশের দৃশ্য বড় মনোরম মনে হবে। প্রবেশ-পথ দুটি। বুরুজের মোট সংখ্যা ৪, এদের মধ্যে ফতে বুরুজটিও দর্শনীয়। 9.00-17.00 মধ্যে দুর্গটি দেখে আসুন। তখন কিশোরী মহল, মহল খাস এবং কোঠি খাস দেখতে যেন ভুলবেন না। কোনো দর্শনী লাগে না। ফাঁক পেলে বাগিচায় একটু বেড়াবেন এবং মিউজিয়ামটির মধ্যে গিয়ে প্রাচীন মুদ্রা ইত্যাদি দেখে নেবেন। এছাড়া এখানে ভাস্কর্য ও শিল্পের নিদর্শনগুলিও অনবদ্য। আছে কিছু প্রাচীন শিলালিপিও। এটি খোলা থাকে 10.00-17.00 দর্শনী লাগে না।— তবে শুক্রবার বন্ধ। ফেরার পথে প্রাসাদের মোগল ও রাজপুত স্থাপত্য, অন্দরমহলের মেঝের টালি আর আলিম্পন, রুপোর দোলনা, গাছের উপর চা-পান, দুর্গের গৌরব স্মরণ করতে করতে চলুন এবার যাই পক্ষি নিবাসটিতে। তবে তার আগে ইচ্ছে হলে লছমনজি ও গণপতির মন্দির দুটি দেখে নেবেন। জন্মাষ্টমীতে এলে পশুমেলা অবশ্য দেখে নেবেন।

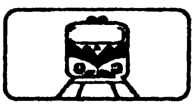
পক্ষিনিবাসটি যেখানে গড়ে উঠেছে তার নাম কেওলাদেও ঘনা— কেওলাদেও শিবের নাম থেকে। পাখিদের এই স্বর্গরাজ্যটি গড়ে উঠেছে 52 বর্গকিমি জায়গা জুড়ে। এক সময়ে এটি ভরতপুরের রাজাদের শিকারক্ষেত্র ছিল। জুলাই-আগস্ট মাস থেকেই হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি এসে ভিড় করে এর জলাভূমিতে। নভেম্বর পর্যন্ত ডিম পাড়ে বাবলা গাছের কাঁটার ঝোঁপে বাসা বেঁধে। এখানের যা কিছু শব্দ ওই পাখির কলকাকলি আর তাদের পাখার স্পন্দন। তাদের উড়ে যাওয়া ডানা এখানে মেঘের সৃষ্টি করে। খোলা চঞ্চু স্টর্ক, চিত্রল স্টর্ক, এগরেট, পেলিক্যান, আইরিশ করমোর্‍্যান্ট বাদে পাখিদের নন্দনভূমিতে আরো দেখুন ডাটার বা সাপ-পাখি, স্পুনবিল। পাখি আসছে আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, সাইবেরিয়া এমনকি চীন থেকেও। যদি ঠিক মত পাখিদের দেখতে চান তবে নৌকা ভাড়া করে ঝোপঝাড় পেরিয়ে দেখুন। দেখুন ঝিলের পাশে তৈরি রাস্তার উপর থেকে জিপে চড়ে। পাখি ছাড়া দেখতে পাবেন— পাইথন, সজারু, নীলগাই, চিতল হরিণ, হায়েনা, সম্বার, বন শুয়োর। আসুন অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে। প্রবেশ মূল্য : গাড়ির জন্য ৭৫, বাসের জন্য ১০০, মিনিবাসের জন্য ৭৫, রিক্সা ৫। ভারতীয়দের প্রবেশ মূল্য ৫, বিদেশি হলে ২৫। চারজনের দলের জন্য গাইডকে দিতে হবে ৩০। শখ করে যাঁরা ছবি তোলেন তাঁদের ৫। প্রতিবার নৌকা ভাড়া ৩০, চারজন যেতে পারবেন একটি দলে।

আরো দেখতে পারেন কুম্‌হেরে খান্দেও রাও হোলকারের ছত্রী, শ্রীকৃষ্ণ যে গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছিলেন সেই পাহাড় এবং 46 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে বায়ানা দুর্গটি।

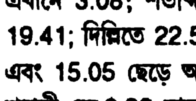
আলওয়ার

রাজস্থানের জেলা ও জেলা-সদর আলওয়ার দিল্লি আর জয়পুরের মাঝখানে। দিল্লি থেকে 158, মুম্বাই থেকে 1,274, কলকাতা থেকে 1,689 কিমি দূরে। রাজপুতানার পূর্বপ্রান্তের এই শহর আগে একটি দেশীয় রাজ্য ছিল। বর সিং-এর বংশধর প্রতাপ সিংহ এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মৃত্যু হলে দত্তকপুত্র রাজা বখ্‌তাওয়ার সিং 1803-এ ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করেন ও তাঁদেরকে সাহায্য করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হন দত্তকপুত্র বিন্নি সিং—'বিন্নিবিলাস' রাজপ্রাসাদ তাঁরই নির্মিত। আলওয়ারের মহারাজ 15 তোপের সম্মানের অধিকারী ছিলেন। 1947-এ এই রাজ্য স্বাধীন ভারতের অন্তর্গত হয়।

বাঘ, চিতাবাঘ, হরিণ, হায়েনা প্রভৃতি বন্য অধ্যুষিত আলওয়ারের ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে তাঁত, পাগড়ি রং করা, তিজার-এর কাগজ, ঝিরি অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ মার্বেল পাথর ও তার ভাস্কর্য প্রভৃতি বিখ্যাত।



জঙ্গল পাহাড় হ্রদ দিয়ে ঘেরা এই শহরে আসতে হলে বিমানবন্দর জয়পুর নামুন। ট্রেনপথে এলে আলওয়ার স্টেশনেই নামুন। আমেদাবাদে 17.45 ছেড়ে আজমীর হয়ে ট্রেন আসছে আশ্রম এক্স আজমীরে 1.50 আলওয়ার 7.00; মাণ্ডোর এক্স যোধপুর 19.30 ছেড়ে এখানে 3.08; শতাব্দী এক্স আজমীরে 15.50 ছেড়ে 19.41; দিল্লিতে 22.50 ছেড়ে আমেদাবাদ মেল 1.31 এবং 15.05 ছেড়ে আশ্রম এক্স 17.40; 6.10 ছেড়ে শতাব্দী এক্স 8.33, মাণ্ডোর এক্স 21.00; ছেড়ে 23.54; 5.15 ছেড়ে জয়পুর এক্স 7.53। জয়পুরে 16.25 ছেড়ে জয়পুর-দিল্লি এক্স আলওয়ার 18.44; জয়পুর-অমৃতসর (ম শ) 19.05 ছেড়ে 22.30। যোধপুরে 7.00 ছেড়ে (ম বৃ শু র) মরুধর এক্স 15.55, ট্রেনটি বারাণসীতে 18.35 ছেড়ে আলওয়ার আসে পরদিন 11.15।



থাকার জন্য বাস স্ট্যান্ড থেকে 3 কিমি দূরে এবং রেল স্টেশন থেকে 1.6 কিমি দূরে CH–খানসামা খাবার তৈরি করে দেবেন (রিজা :

ম্যানেজার); PWD RH (রেল স্টেশনের বিপরীতে, রিজা : Ex Engr. B&R. Alwar) ছাড়া পাবেন 13 কিমি দূরে সিলিশেড়ে Rajasthan State Hotel; RTDC-র Hotel Meenal (Ph: 2347352) DAB ৫০০-৭০০; Ashoka Hotel (Ph: 2346780) DAB ২০০-৬০০; Hotel Alwar (Ph: 2335754) DAB ৫০০-৭০০; Imperial Guest House (Ph: 2701730) DAB ২০০-৬০০ প্রভৃতি ছাড়াও আরও অনেক হোটেল। ধরমশালা— বাস স্ট্যান্ডের কাছে খাণ্ডেলওয়াল, স্টেশন রোডে সুগনা বাঈ কি ধরমশালা এবং হোপ সার্কাসের কাছে আগরওয়াল ইত্যাদি।

এখানে দেখুন : সিটি প্যালেস — পাহাড়ের নীচে একটা সুন্দর পুষ্করিণী সাগর। তার কাছে এই চমৎকার প্রাসাদ যার নাম বিন্নি বা বিনয় বিলাস মহল। এর শিশমহল কাচের তৈরি (সেজন্যেই তো শিশমহল)। এর অস্ত্রাগারে আকবর, জাহাঙ্গির, শাজাহান, দারাশিকো, নাদির শাহ এবং ঔরংজেবের ব্যবহৃত তরবারি ও নানা অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষিত আছে। এর অনেকের হাতলই সোনার তৈরি। পশ্চিম দিকে রাজা বখ্তাওয়ার সিংজীর ছত্রী— লাল বেলে পাথর ও শ্বেত পাথরের তৈরি। হয়ত দেখতে পাবেন নির্ভয়ে ময়ূরেরা এখানে কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মূল প্রাসাদের একটি বৃহৎ অংশ এখন যাদুঘর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে রয়েছে পুঁথি আর ছবির দুর্লভ সংগ্রহ। প্রায় 7 হাজার পুঁথির মধ্যে রয়েছে হিন্দি, সংস্কৃত এবং ফারসি ভাষার পুঁথি। এদের মধ্যে রয়েছে 80 ফুট দীর্ঘ ভাগবতের একটি সুচিত্রিত গোটানো পুঁথি এবং লাল অক্ষরে লেখা একটি ফারসি অনুবাদ সহ আরবি ভাষায় রচিত উজ্জ্বল কোরান-পুঁথি। আরো আছে প্রায় $1^1/_2$ লক্ষ টাকা দামের মিনিয়েচার পেইন্টিং-এ বিচিত্র শেখ সাদীর গুলিস্তানের পুঁথি— যেটি লিখে শেষ করতে প্রায় 15 বছর সময় লেগেছিল রাজা বিন্নি সিংয়ের উদ্যোগে। আর রাজস্থানী ও মোগল চিত্রকলার এমন মূল্যবান সংগ্রহ আপনি তো খুব কম জায়গাতেই পাবেন।

অন্যান্য দর্শনীয়ের মধ্যে আছে নগরের কাছে শঙ্খ আকারের পাহাড়ের উপরের দুর্গটি। এটি তৈরি করেন প্রতাপ সিংজি 1771-এ। মোতি ডুংরি প্রাসাদটি একটি ছোট পাহাড়ে উপর— এখানে রাজারা বাস করতেন। পূর্জন বিহার একটি চমৎকার বাগ। এর মধ্যে একটি ছোট মণ্ডপ ও ফোয়ারা আছে। এখান থেকেই পর্যটক বন্ধু আপনি সিলিশেড় বা বিরাট ঘুরে আসার পরিকল্পনা করতে পারেন। আর যদি দীগ না ঘুরে এসে থাকেন, তবে এখান থেকেও সেখানে যেতে পারেন।

দীগ

আলওয়ার থেকে 74 কিমি। তবে ভরতপুর বা মথুরা থেকে যাওয়াই সুবিধের। ভরতপুর-দিল্লি সড়কপথে দীগ থেকে ভারতপুর 34 ও মথুরা 35 কিমি। দিল্লি থেকেও বাস আসছে 152 কিমি পথ পেরিয়ে। এখানে কোনে রেলপথ নেই। দীগ একটি জাঠ দুর্গ ও রাজাদের গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদের জন্য বিখ্যাত। দুর্গের চারদিক বিশাল আর উঁচু পাঁচিল ঘেরা। ভিতরে অনেকগুলো প্রাসাদ, বাগান, পুষ্করিণী ও জলে ফোয়ারা আছে। প্রধান মণ্ডপটির নাম গোপাল ভবন। গোপাল সাগরের পাড়ে 1770-এ তৈরি। এর ভিতরে দেখতে পাবেন 1টি শ্বেত পাথরের দোলনা। এটি এনেছিলেন মহারাজ জওয়ার সিং অযোধ্যা থেকে। সূর্যভবন শ্বেতপাথরে তৈরি। তার মধ্যে বসানো আছে নানা রঙের পাথর। নন্দভবনে রয়েছে একটা বড় সভাকক্ষ। হালকা হলুদ রঙের বেলে পাথরে তৈরি অট্টালিকা দুটির নাম কিষণ ভবন ও হৃদয় ভবন। সুন্দরভাবে সাজানো এই ভবনগুলির চারপাশে মোগলী ঢঙের সুন্দর বাগান মন ভরিয়ে দেয়। এর কাছেই রূপসাগর একটি ভারি সুন্দর জলাশয়। এছাড়া আছে মক্ষী ভবন, কেশব ভবন, নন্দভবন, পুরনো মহল। আর ঝরনার সংখ্যা প্রায় 500। ভেবে দেখুন তো মন্দাকিনীর সৌন্দর্য হার মানবে কিনা? দীগ দেখার সময় 8.00-12.00 এবং 13.00-18.00। প্রবেশমূল্য লাগে না।

এখান থেকেও যেতে পারেন আলওয়ার। অথবা আলওয়ার থেকে ঘুরেই এখানটা বেড়িয়ে যান।

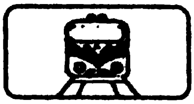
দীগে হোটেল প্রায় নেই। থাকারও খুব একটা দরকার হয় না। আছে RTDC-র Deeg Motel SAB ২৭৫ DBA ৩২৫। এছাড়া দীগে একটি DB আছে।

সরিস্কা

রাজস্থানে আরাবল্লী পর্বতমালায় যে কটি হাতে গোনা অরণ্য তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে, সরিস্কা তাদের মধ্যে অন্যতম। আলওয়ারের একসময়ের রাজা জয়সিংহের প্রিয় শিকারক্ষেত্র এই সরিস্কা অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষিত হয় 1955-য় এবং ব্যাঘ্র প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত হয় 1979-তে। ধোক, খয়ের, কেন্দু, বের প্রভৃতি গাছে ভরা শুষ্ক এই বনভূমিতেই যে কানকওয়ারি দুর্গ ছিল তার মধ্যে বড় দাদা দারাকে বন্দী করে

রেখেছিলেন সম্রাট ঔরংজীব। পরে এখানেই তাঁকে হত্যা করেন।

800 কিমি বর্গকিমি জায়গা জুড়ে গড়ে ওঠা এই অভয়ারণ্যে আপনি বেড়াতে আসুন নভেম্বর থেকে জুনের মধ্যে কোনো এক সময়ে।



বিমান এলে 110 কিমি দূরের জয়পুর এবং ট্রেনে এলে 36 কিমি দূরের অলওয়ারে নামুন। নিয়মিত বাস আসছে এখান থেকে সরিস্কায় দিল্লি-জয়পুর জাতীয় সড়ক ধরে। দিল্লি 200 কিমি। এখানে দেখুন বাঘ ছাড়া লেপার্ড, বুনো কুকুর, নীলগাই, চৌশিংগা, চিংকারা, চিতল হরিণ, শজারু, কারাকাল, হায়েনা, জংলি বেড়াল, ভাল্লুক আর নানান জাতের পাখি। ভিতরের কালিঘাটি ও সালোপকার কৃত্রিম জলাশয়, বন্যপ্রাণী প্রদর্শনে আপনার মধ্যে তৃপ্তি এনে দেবে। সূর্যাস্তের একটু আগে থেকে এখানে চলে আসুন, তারপরে রাতের অন্ধকারে সার্চলাইট দিয়ে বন্যপ্রাণী দেখার রোমাঞ্চটা উপভোগ করুন। 15 মিটার উঁচু 3টি ওয়াচ-টাওয়ার থেকে বাঘের শিকার ধরা দেখে জীবন সার্থক করুন মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে। ভিতরে যাবার জন্যে 10 জনের মিনিবাসের ভাড়া প্রথম কিমির জন্যে ১০, পরবর্তী প্রত্যেক কিমির জন্যে ৫। এছাড়া প্রবেশ দক্ষিণা ১০, গাইডকে দিতে হবে ২০, সার্চ লাইট ৫। ক্যামেরা নিয়ে গেলে— সাধারণ ৫, মুভি ১৫। আসতে নিশ্চয়ই লোভ হচ্ছে।

Field Director, P.O. & Dist–Sariska, Alwar, Rajasthan-এর কাছে থেকে রাজস্থান পর্যটন বিভাগের Tiger Den Tourist Bunglow (Ph: 2841342) DAB ৭০০-১০০০, স্যুইট ২০০০, ডর্মি ৬০; Heritage Hotel (Ph: 2841322) DAB ৪০০০ থেকে। Tourist Rest House খাওয়া অথবা S ১৬৫ D ২৫০ FRH ১২৫-২৭৫ থাকার জন্যে রিজার্ভেশন করিয়ে নিন।

সিলিশেড় : দিল্লি-জয়পুর সড়কেই আলওয়ার থেকে 13 কিমি দূরে 10 বর্গ কিমি জায়গা জুড়ে সিলিশেড়ে গড়ে উঠেছে একটি অনবদ্য লেক। একপাশে ঘন অরণ্যের রহস্যময়তা অন্যদিকে এখানে গড়ে ওঠা ছত্রীগুলোর দূর মূর্তি আর বিশাল বাঁধের গাম্ভীরতা হ্রদটিকে বড় আপন করে তুলেছে। হ্রদের তীরে রানীর মনোরম প্রাসাদটি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত। সেটি এখন রাজস্থান পর্যটন দপ্তরের হোটেলে পরিণত। নাম Hotel Lake Palace (Ph: 22991) এখানে গিয়ে SAB ৪২৫ DAB ৫২৫ SAC ৯৫০ DAC ১০৫০। খুবই আরামপ্রদ লেকের জলে মোটর লঞ্চে ঘুরে বেড়ান, তবে কদাচ জলে নামবার চেষ্টা করবেন না। জলে গিয়ে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা উচিত কাজ হবে না।

পিলানী

পিলানীর খ্যাতি এখন বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্ট-এর শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যেই বেশি। তাঁরাই এখানে গড়ে তুলেছেন একটি আধুনিক নগর। এখানে কুটির শিল্প ও নানাবিধ ট্রেনিং স্কুল-কলেজের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটির প্রচুর সুখ্যাতি আছে। এখানে থাকার জন্যে একটি DB ও একটি RH আছে (রিজা : লিখুন Administrative Officer, Birla Education Trust, Pilani, Rajasthan)। বিশ্ববিদ্যালয়ের GH থাকার জন্য রেজিস্ট্রারকে লিখুন।

এখানে আসতে হলে দিল্লি থেকে মাঝারি রেলপথে (বিকানীরের পথে) রিওয়াড়ি হয়ে লোহারুতে নেমে 23 কিমি বাসে অথবা খিরবা স্টেশন থেকে 14 কিমি বাসে আসতে হবে। জয়পুর থেকে লোহারু রেলপথে 230 কিমি। জয়পুরে ট্রেন পাবেন 18.05,1.00 টায়। লোহারু পৌঁছয় 4.20-তে। লোহারুতে ছেড়ে জয়পুর ফেরে 11.00। খুব সুবিধে যাঁরা আলওয়ারে এসেছেন তাঁদের— বাসেই চলে আসতে পারবেন সোজা পিলানীতে। পিলানীতে এলে 100 মাইল (65 কিমি) বাসে চড়ে অথবা (আলওয়ার থেকেও বাসে) শীতল ও উষ্ণ জলে প্রস্রবণ দেখে আসুন নারায়ণী মাতায় গিয়ে। থাকার ব্যবস্থা নেই। সকালে গিয়ে সন্ধেতে ফিরে আসুন।

আলওয়ার থেকে 10 কিমি বাসে গিয়ে দেখে আসতে পারেন প্রাক্-মোগল যুগের কয়েকটি মসজিদ ও কবর রাজেরাতে গিয়ে। কাছাকাছিই আরো রয়েছে রাজগড়ের নগরদুর্গ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এগুলির মধ্যে 10 শতকের নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দিরটি অবশ্য দ্রষ্টব্য। আর লাসোওয়ারি-র লর্ড লেকের ধারে গিয়ে দেখুন সেই বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রটি যেখানে 1803-এ দৌলত রাও সিন্ধিয়া পরাস্ত হয়েছিলেন নির্মমভাবে।

বৈরাট : পৌরাণিক স্মৃতিবিজড়িত এই স্থানটিতে আপনি আলওয়ার থেকে 57 কিমি অথবা জয়পুর থেকে 85 কিমি বাসে চড়ে। 1 ঘণ্টা ও $1\frac{1}{2}$ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারেন মহাভারতের বিরাট রাজার রাজধানী। রাজধানী ছিল বলে এই নাম। এখানেই পাণ্ডবেরা তাঁদের অজ্ঞাতবাসের শেষ বছরটি

কাটিয়েছিলেন। খননের ফলে এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে আশোকের শিলালিপি ছাড়া বহু পোড়া মাটির মূর্তি, মুদ্রা, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ব্যবহৃত নানা জিনিসত্র এবং একটি প্রাচীন মন্দির। এই সব প্রত্নবস্তুর জন্যেই এখানে পর্যটকেরা আসেন। থাকার জন্যে RH এবং PWD DB আছে।

RTDC প্যাকেজ-ট্যুরে রাজস্থানকে আবিষ্কৃত করুন

● **হাওয়া মহল প্যাকেজ** : সেপ্টেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে প্রতি মঙ্গলবার দিল্লি ছাড়ছে। 3 দিনের সফরে দেখুন দিল্লি-আগ্রা-ফতেপুর সিক্রি-ভরতপুর-দীগ-সরিস্কা-জয়পুর-দিল্লি। বড়দের ১৭৫০ ছোটদের ১৩০০।

● **গোল্ডেন-ট্র্যাঙ্গেল /স্বর্ণত্রিভুজ** : সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ প্রতি শুক্রবার ছাড়ছে দিল্লি। 3 দিনের সফরে ঘুরুন দিল্লি-সরিস্কা-জয়পুর-ভরতপুর-ফতেপুর সিক্রি-আগ্রা-দিল্লি। ভাড়া ঐ।

● **বন্যপ্রাণী সফর** : অক্টোবর থেকে জুন, প্রতি শুক্রবার দিল্লি ছাড়ছে। এপ্রিল-জুন ভারতপুর যাবে না, যাবে সরিস্কা। যাচ্ছে দিল্লি-ভরতপুর-সোয়াই মাধোপুর-জয়পুর-দিল্লি। 4 দিনের সফর। ভাড়া মাথাপিছু ২৩৫০, শিশু ১৫০০।

● **মেবার প্যাকেজ** : সেপ্টেম্বর থেকে জুন প্রতি শনিবার দিল্লি ছাড়ে। মে-জু মাসে মাউন্ট আবুতে একরাত্রি বাস। 6 দিনের সফরে দেখায় দিল্লি-জয়পুর-চিতোরগড়-উদয়পুর-হলদিঘাটি-নাথদ্বার-আজমীর-পুষ্কর-দিল্লি। ভাড়া ৩০০০, শিশু ২২০০। যাঁরা জয়পুরে উঠবেন তাঁদের ২৮০০, শিশু ২০৫০। সফর মিনিবাস।

● **মাউন্ট আবু প্যাকেজ** :এপ্রিল-জুনের মধ্যে মোট পাঁচবার যাচ্ছে দিল্লি ছেড়ে দিল্লি-জয়পুর মাউন্ট আবু-আজমীর-দিল্লি। মাউন্ট আবুতে তিনরাত্রি বাসসহ মোট 6 দিন 5 রাত্রি। ভাড়া ৩১৭৫, শিশু ২২৫০।

● **সাপ্তাহান্তিক সফরে** প্রতি শনিবার দিল্লি ছেড়ে দিল্লি-সিলিশেড়-সরিস্কা-দিল্লি। 2 দিনে মিনি বাসে ভাড়া ১০৫০, শিশু ৮০০। ট্যাক্সিতে এসকর্টসহ ১৬৫০, এসকর্ট ছাড়া ১৪০০।

● প্রতি দ্বিতীয় ও চতুর্থ শুক্রবার শেখবতী প্যাকেজ। দিল্লি ছেড়ে দিল্লি-জয়পুর-সামেদ-নাওলগড়-মাণ্ডোয়া-ফতেপর-রামগড়-ঝুনঝুন-পিলানী-দিল্লি। 3 দিনের সফরে মিনিবাসে ভাড়া ১৫৫০, শিশু ১১৫০ ট্যাক্সিতে ২০০০ ও ১৬৫০। কেবল সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিলের মধ্যে।

● **হাড়োতি প্যাকেজ** : সেপ্টেম্বর থেকে মার্চের প্রতি প্রথম ও তৃতীয় শুক্রবার দিল্লি ছেড়ে দিল্লি-জয়পুর-টোঙ্ক-বুঁদি-কোটা-জয়পুর-দিল্লি। 4 দিনের সফর মিনিবাসে ১৮০০ ও ১৩৫০, ট্যাক্সিতে ২২৫০।

● **রণকপুর ট্যুর** : সেপ্টেম্বর-মার্চের মধ্যে একদিন অন্তর উদয়পুর-রণকপুর-কুম্ভলগড়-হলদি ঘাটি-উদয়পুর। একদিনের সফরে ভাড়া ৫৫০ ও ৩৭৫ মিনিবাসে। ট্যাক্সিতে ৮৫০। তিনজন যেতে পারেন।

● **চিতোরগড় ট্যুর** : সেপ্টেম্বর-মার্চের মধ্যে একদিন অন্তর উদয়পুর কাজোরী ট্যুরিস্ট বাংলো ছেড়ে উদয়পুর-চিতোরগড়-উদয়পুর। একদিনের সফরে মিনিবাসের ভাড়া ৫৫০ ও ৩৭৫, ট্যাক্সিতে ৮৫০।

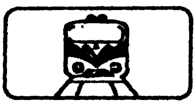
● **বি.দ্র.**— ভাড়ার টাকায় গাড়ি ভাড়া, দেখার খরচ থাকার খরচ সব ধরা হয়েছে। শিশু হল 5-12 বছরের মধ্যে। ভাড়ার পরিবর্তন হতে পারে। খোঁজ নিন।

লাক্ষাদ্বীপ

আমাদের এক এক সময় কারো কারো মনে হয়, দূরে— অনেক দূরে চলে যাই— যেখানে মানুষ কম, যেখানে সমুদ্রের অবাধ বিস্তার, যেখানে প্রতি মুহূর্তে আমার নিঃসঙ্গ মনের একমাত্র সঙ্গী আমার চারপাশের প্রকৃতি। তখনই হয়ত আপনার ইচ্ছে হবে দূর লাক্ষাদ্বীপে ঘুরে আসি। এখানে হয়ত কেউ আনন্দোৎসব করার জন্য যান না, কিন্তু গেলে হয়ত মনের কোণে আনন্দময় স্মৃতির ভাণ্ডার রচনা করতে পারবেন। দিশাহীন মাখনের মত বালুকারাশি, অজস্র নারকেলগাছের পাতার শিরশিরানি আর নীলসমুদ্রের অগাধ বিস্তার আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে আপনজনের মত। হয়ত কখনো নিজেকে মনে হবে কলম্বাস, কখনো-বা ভাস্কো-ডা-গামা। কতদিনের পুরনো দ্বীপ—মার্কোপোলোর বিবরণীতে মিনিকয় দ্বীপের নামও আছে—এসব জানা গেলেও লাক্ষাদ্বীপ কিন্তু 1956-য় ভারতের অধিকারে এসেছে।

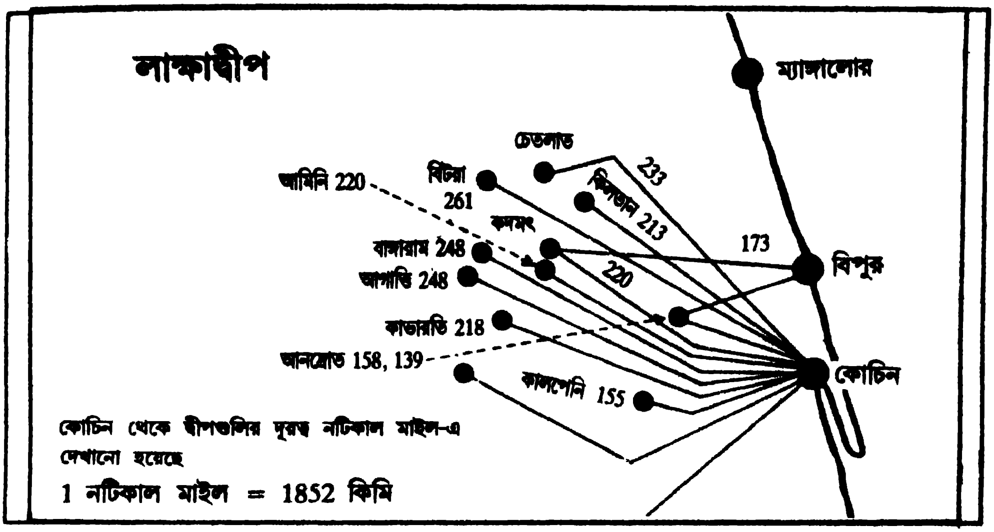
দ্বীপটি কোথায়: কেরালা উপকূলের পশ্চিম দিকে প্রায় 200 মাইল (325 কিমি) দূরে আরবসাগরে ভারতের সবচেয়ে ছোট ইউনিয়ন টেরিটরি এবং দেশের একমাত্র প্রবালদ্বীপ এই লাক্ষাদ্বীপ। এই নাম দেওয়া হয়েছে 1973-এ। 36টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তন 32 বর্গ কিমি— এর মধ্যে মানুষের বসবাস মাত্র 10টিতে। লোকসংখ্যা 60,595 (2001)। রাজধানী কাভারতি। সবচাইতে বড় দ্বীপ আনদ্রোত্ এবং ছোট বিটরা। এর মধ্যে ভারতীয় পর্যটকরা যেতে পারেন 4টিতে। সেগুলোর নাম শুনুন— কাভারতি, কালপেনি, কদমৎ ও মিনিকয়। এছাড়া অনাবাসী দ্বীপ বাঙ্গারামে দেশী-বিদেশী দুধরনেরই পর্যটক যেতে পারেন। সম্প্রতি ভারতীয়দের জন্য আনদ্রোতের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। বেশির ভাগ দ্বীপই লম্বাটে ধরনের— উত্তর-দক্ষিণে বিন্যস্ত আর আর আকৃতির কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। প্রবালেরাই এদের জন্ম দিয়েছে। জেনে রাখুন 23°C-33°C তাপমাত্রার মধ্যে পরিষ্কার জলেই প্রবালেরা বেঁচে থাকতে পারে। এক একটি প্রবালের পাহাড় ও লেগুন এই প্রবালদ্বীপগুলোকে এমনভাবে ঘিরে আছে যে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ এদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। শান্ত লেগুনের পরিষ্কার জলে প্রায় 15 ফুট (5 মিটার) নীচে দেখতে পাওয়া যায় ঠিক ফুলের চেহারার প্রবাল। দ্বীপগুলো সব বিচ্ছিন্ন— বেশ দূরে দূরে। শান্ত জলে সাঁতার কাটুন, খেলা করুন— সম্পূর্ণ নিরাপদ।

কখন যাবেন: গ্রীষ্মে 25°C-35°C এবং শীতে 32°C-20°C— সারা বছরে মোটামুটি একই রকম। অবশ্য প্রচণ্ড বৃষ্টি হয় 15 মে-15 সেপ্টেম্বরের মধ্যে— তখন এই দ্বীপ পর্যটকদের কাছে বন্ধ থাকে। অক্টোবর-নভেম্বরেও মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় হালকা ধরনের। এ সময়গুলো বাদ দিয়ে আসাই ভাল। এখানের ভাষা প্রধানত মালয়ালী (মিনিকয়ে অবশ্য মাহ্ল্)। অধিবাসীরা প্রধানত সুন্নি শ্রেণীর সুফি সম্প্রদায়ের মুসলমান। অবশ্য ট্যুরিস্ট গাইডরা ইংরেজিতে কথাবার্তা বলেন। হিন্দি চলেই না, মিনিকয়ে তবুও একটু একটু হিন্দি চলে।



কেমন করে যাবেন: বিমান : বাঙ্গারামের সবচেয়ে কাছেই আগাত্তিতে একটি বিমানবন্দর আছে। কোচি থেকে এখানে নিয়মিত বিমান আসছে। ম. বৃ. শ. 10.45-এ ছেড়ে 12.30-এ। বিমানটি চেন্নাই থেকে ছাড়ে 8.30-এ, একইভাবে 12.45-এ আগাত্তি ছেড়ে চেন্নাই ফেরে। Alliance Air-এর বিমান সোম ও শুক্রবার যাতায়াত করছে দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, মাদুরাই, কোচিতে আগাত্তি দ্বীপ থেকে। আগাত্তি থেকে পর্যটকরা দ্রুতগামী নৌকোয় চড়ে বাঙ্গারামে আসেন, আবার সেখানেই ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই আগাত্তি থেকেই হেলিকপ্টারে অন্য দ্বীপগুলিতে যেতে হয়।

জলপথ : কোচি থেকে লাক্ষাদ্বীপে যাতায়াতের জন্য জাহাজ নিয়মিত চলছে কোচি বন্দর থেকে এম ভি টিপু সুলতান আর কালিকটের কাছে বিপুর থেকে চলছে 'দ্বীপ সেতু' ও 'ভারত সীমা' জাহাজ দুটি। দুটি জাহাজেই আছে 1st Class ও Executive Class এবং Tourist Class। প্রথম দুটি শ্রেণীর ক্ষেত্রে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাথ-সংলগ্ন কেবিন পাবেন আর ট্যুরিস্ট শ্রেণীতে পুশ-ব্যাক চেয়ার পাবেন, তবে বাথরুম সর্বজনীন। এটিও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। ভাড়া পরিবর্তিত হয়। অবশ্য ভাড়ার মধ্যে জাহাজ ভাড়া, জাহাজে খাওয়া-দাওয়া, জাহাজ থেকে দ্বীপে আসা-যাওয়ার ফেরি ভাড়া (জাহাজ থেকে নৌকোয় যেতে সময় লাগে 30-45 মিনিট), দ্বীপে ঘুরে বেড়ানোর জন্য পরিবহন ব্যয়, ঘুরে বেড়ানোর খরচ,, জাহাজে চড়ে লেগুনগুলোতে ঘোরা— মায় দ্বীপে থাকার খরচ ধরা থাকে। সব মিলিয়ে প্রায় 20 ঘন্টার ব্যাপার। জাহাজে ভারতীয় খাবার দেওয়া হয়। বিছানার চাদর এবং তোয়ালেও দেওয়া হয়।



রেলপথে আসতে হলে আপনাকে কোচি আসতে হবে। এবার এখান থেকে জলপথে বা বিমানপথে লাক্ষাদ্বীপ আসতে পারবেন।

প্যাকেজ ট্যুর

বর্তমানে Society for Promotion of Recreational Tourism and Sports সংক্ষেপে SPORTS (ঠিকানা: ইন্দিরা গান্ধি রোড, উইলিংডন আইল্যান্ড, কোচি-682003, Ph: 2668387) বিভিন্ন প্যাকেজ ট্যুরে যাত্রীদের লাক্ষাদ্বীপ বেড়িয়ে আনে। লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণের প্রয়োজনীয় সমস্ত অনুমতি এই সংস্থাই সংগ্রহ করে। একক ভ্রমণের ইচ্ছে থাকলে অনুমতির জন্য যোগাযোগ করুন : Liaison Officer, Lakshadweep, 202 Kasturba Gandhi Marg Hostel, New Delhi 110 001। প্যাকেজ ট্যুরের জন্য কলকাতা যোগাযোগ : Ashok Tour & Travels, Ph: 22885254, 3-6 Everest Building, 46 Chowringhee Road, Kolkata 700 071; Mercury Travels (ঠিকানা ঐ), Ph: 22420899।

ট্যুর 1: কোরাল রিফ: 5 দিনের এই ট্যুরে ঘুরিয়ে আনে কাভারত্তি, কালপেনি, কদমৎ ও মিনিকয়। বাড়তি আকর্ষণ ফাইবার গ্লাসে মোড়া স্পীড বোটে দ্বীপ থেকে দ্বীপে ভ্রমণ।

ট্যুর 2: কোকোনাট গ্রোভ : 5 দিনের এই ট্যুরে জাহাজে চড়ে ঘুরুন কদমৎ দ্বীপ।

ট্যুর 3: জিয়ারাত : 6 দিনের এই ট্যুরে জাহাজে আনদ্রোত্ যাওয়া-আসা এবং দ্বীপে 3 দিন থাকা।

ট্যুর 4: সিলভার স্যান্ডস: জাহাজে কদমৎ দ্বীপে যাওয়া, কোচিতে ফেরা হেলিকপ্টার/ বিমান/ স্পীডবোটে এবং দ্বীপে 3 দিন থাকা ও ঘোরা।

ট্যুর 5: কিয়াম : জাহাজে যাওয়া আসা এবং কালপেনি দ্বীপে 3 দিন থাকা ও ঘোরা।

বুকিং

অন্তত দুমাস আগে থেকে অগ্রিম বুকিং করে রাখুন। জাহাজের যাত্রার সময় এক/দু-দিন পিছিয়ে যায় নানা কারণে, অতএব সেইমত প্রস্তুত থাকা দরকার। কলকাতার যাত্রীরা বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন: Ashok Tours & Travels ও Mercury Travels-এ। দুটি সংস্থারই ঠিকানা Everest House, 36 Chowringhee Road, Kolkata 700 071।

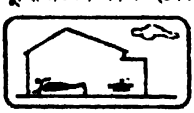
যাত্রীদের উদ্দেশে নিবেদন

নিষেধ: আগেই বলেছি লাক্ষাদ্বীপ ভারতের প্রবাল দ্বীপ। কাজেই লেগুনগুলিতে বেড়ানোর সময় সর্বত্র প্রবালের সন্ধান পাবেন। দারুণ সুন্দর দেখতে। একটু হয়তো মনে ইচ্ছে হবে— নিই না এদের একটুখানি স্মারকচিহ্ন। কদাচ না। ও কাজটি করবেন না। পরিবেশ তো বিনষ্ট হবেই, আপনিও বেইজ্জৎ হয়ে যেতে পারেন। এটা দারুণ বেআইনি কাজ। বহু টাকা জরিমানা হয়ে যাবে। এ ছাড়া মনে রাখবেন জাহাজে এবং বাঙ্গারাম ছাড়া অন্যত্র মদ্যপান নিষেধ।

জাহাজী সংবাদ : জাহাজ ছাড়ছে কোচি থেকে। অতএব জাহাজের খাবার-দাবার যে দক্ষিণ ভারতীয় ধরনের হবে— এ তো স্বাভাবিক। খেতে পাবেন প্রচুর ডাবও। প্রাতরাশে পাবেন ইডলি অথবা পুরি সবজি।

মধ্যাহ্ন ও নৈশ ভোজনে ভাত পাবেন— সঙ্গে থাকবে শুকনো সবজি, সম্বর আর মাছ, মুরগি অথবা মাটনের ঝোল। নিরামিষ খাবার চাইলেই পাবেন। ডাব, ঠাণ্ডা পানীয়ও পাবেন।

দ্বীপবাণী: মনে রাখবেন ছাড়া ছাড়া এই দ্বীপগুলিতে যে সব খাবার-দাবার পাওয়া যায় সেখানের গুটিকতক দোকানে তা কেরালা থেকেই কষ্ট করে নিয়ে যাওয়া হয়। কোনো প্রকারে তা দিয়ে স্থানীয় প্রয়োজন মেটে। কাজেই আপনি গিয়ে যদি বিশেষ ব্র্যান্ডের সিগারেট খোঁজেন, পত্র-পত্রিকার অনুসন্ধান করেন নিজের ভাষার (মালয়ালী ভাষায় কিছু অবশ্য পাওয়া যায়)— পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। অবশ্য বিস্কুট, টিনের দুধ এসব প্রচুর পাবেন। বাঙ্গারামে হয়েছে Bangaram Island Resort, এটি যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ হোটেল। S ৪,৫০০, D ৬,১০০ আর 4 জনের ডিলাক্স বাংলো ১৭,৫০০। এই খরচ অক্টোবর থেকে মার্চ অবধি। আগস্ট মাসে খরচও মোটামুটি এইরকম। ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসে ভাড়া অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। আর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরে কিছুটা কম হয়। স্থানীয় লোকজনের বাসই তো নেই। এমনি সাধারণ পোশাক-আশাক আনলেই চলবে। তবে অক্টোবর-নভেম্বরে এলে একটা বর্ষাতি সঙ্গে আনবেন— বুদ্ধিমানের কাজ হবে।



কোথায় উঠবেন : আগে যে পাঁচটি দ্বীপের নাম করেছি সেগুলি ছাড়া অন্য কোথাও বসবাসের জন্য ট্যুরিস্ট হাট পর্যন্ত নেই। হোটেল একদমই নেই। নেই কোনো রেস্টুরেন্ট বা স্ন্যাক্স বার। অবশ্য প্রতি দ্বীপেই যে টুরিস্ট সেন্টার আছে, সেখানে এসব মিলে যাবে। প্রত্যেক দ্বীপেই একটা করে 'ধাবা' টাইপের রেস্টুরেন্টে স্থানীয় খাবার-দাবার পাবেন।

ট্যুরিস্ট হাটগুলো আছে চমৎকার পরিবেশে সমুদ্রবেলায়। প্রত্যেকটি হাটেই একটি বা দুটি বেডরুম আছে। প্রতিটি বেডরুমে আছে দুটি করে জোড়া-বিছানা, মশারি, মাথার উপর ঘুরবে পাখা আর সংলগ্ন বাথরুম। এখানে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ডিজেল-জেনারেটর দিয়ে চলে। SPORTS Guest House তৈরি করেছে কাভারতি ও কদমৎ দ্বীপে। এগুলোর খরচ ২৫০-৩০০ মধ্যে।

কিছু জেনেশুনে নিন

লোকজন : অধিবাসীরা আচার-আচরণ ও ভাষায় কেরলদের মতই অনেকটা। এঁদের অবশ্য 'সিডিউল ট্রাইব' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এঁদের জীবনযাত্রা একটুও এগোয়নি। অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দুর্বল। সুন্নি মুসলমানদের গোঁড়া আচরণের মধ্যে অভ্যস্ত এই অধিবাসীরা একটু লাজুক, তবে একেবারেই কলহপরায়ণ নন। মিনিকয় দ্বীপে 4,000 লোক আছেন। কারো ব্যাক্তিগত জমি নেই। বিয়ের আগে কোনো নারীকে পুরুষেরা ঘরে রাখতে পারেন, তবে বিয়ের পর স্ত্রীর বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীর উপাধি নিতে হয়। মেয়েদের স্থান সমাজে উঁচুতে। মহিলারা স্বামী নির্বাচন করতে পারেন। সকলেই প্রায় শিক্ষিত। পাত্রী পাত্রপক্ষ থেকে উপহার পান। যৌতুক প্রথা নেই। কাভারতি ও অন্যত্র সরকারি ভবনগুলিতে অনেক স্থানীয় অধিবাসী চাকরি করেন। বাঙ্গারাম ছাড়া সব দ্বীপেই মসজিদ আছে। সেখানে মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। কাভারতি এবং আমিনিতে মন্দিরও আছে। প্রতি দ্বীপেই টেলিফোন আছে। মিনিকয় এবং কাভারতি থেকে প্রয়োজন হলে STD কল করা যায়। জাহাজে ও দ্বীপে চিকিৎসক ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তবে বেশি আশঙ্কা থাকলে না আসাই ভাল। 26টি দ্বীপে লোক নেই বলে, পানীয় জল নেই। অন্তত 7 শতকেও এই দ্বীপের অস্তিত্ব ছিল— হিন্দুরাই থাকতেন তখন। হজরত উবেইদুল্লাহ এখানে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। আমিনি দ্বীপে ধাক্কা লেগে তাঁর জাহাজ ভেঙে যায়। কিন্তু তাঁর প্রচারিত ধর্মই এখানে থেকে যায়। এখানের জাতিভেদ প্রথা একেবারে বেদের আমলের মতো— জমিদার, নাবিক, চাষী— বৃত্তি অনুযায়ী জাতিভেদ। মাদ্রাসাতে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়। লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য চমৎকার।

অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা নারকেল চাষ ও মৎস্য শিকার। প্রথম ধরা পড়া মাছটি তাঁরা মসজিদে উৎসর্গ করেন। এক সময়ে নৌকো তৈরি হত, এখন আর হয় না। এখানে চুরি-ডাকাতি প্রায় নেই। মানুষেরা সৎ এবং মেয়েরা সোনার ভারী গয়না পরে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করেন। ছোট্ট থেকেই বাচ্চাদের গয়না ও রত্নাদি পরিয়ে একা একা ঘুরে বেড়ানোর জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। তা থেকেই এই সৎ অভ্যেস গড়ে উঠেছে।

কী দেখবেন এখানে

কাভারতি: লাক্ষা দ্বীপসমূহের প্রধান শহর ও রাজধানী। এখানেই লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তবে তাঁরা স্থানীয় নন— বাইরে থেকে আসা। সমস্ত দ্বীপে ছড়িয়ে আছে 52টি মসজিদ— তার মধ্যে প্রধান উজরা মসজিদটি (1670)। কাছেই যে জলাশয়টি আছে তার নাকি রোগমুক্তি শক্তি আছে। উজরা মসজিদের ছাদের ভিতরের অংশটিতে সুন্দরভাবে নকশা খোদাই করা আছে। কাঠটি নাকি একদা সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এসেছিল। এখানে

একটি বিশাল মৎস্যাধার (অ্যাকোয়ারিয়াম) আছে যাতে আছে নানা জাতের রঙিন মাছ। ভিতরে প্রবালের সজ্জাও লক্ষ করার মতো। এখানেই আছে স্কুল-কলেজ, সরকারি দফতর হাসপাতাল—এমনকি দূরদর্শন কেন্দ্র। স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনে কোচির প্রোগ্রাম দেখানো হয়।

কালপেনি: মূল দ্বীপটিকে ঘিরে আরও তিনটি উপদ্বীপ রয়েছে। তাদের চারপাশের লেগুনের সৌন্দর্য ভোলার নয়। এখানে জলের ওপর যখন সূর্যরশ্মি ঠিকরে পড়ে তখন মনে হয় যেন হাজার পান্না ঝলসে উঠছে। পর্যটকরা যেখানে হাট-এ ওঠেন সেই কুমেল থেকে দেখতে পাওয়া যায় আরও দুটি দ্বীপ— পিট্টি এবং তিলকম্। এর নীচেই অজস্র প্রবালের সৌন্দর্যময় সঞ্চরণ। যদি এক কাচের তলা বিশিষ্ট নৌকো চেপে বেড়ান তাহলে আপনার চোখের সামনে ফুলের মতো প্রবালের সৌন্দর্য জগৎ সবিস্ময়ে উদ্ঘাটিত হবে। আর দেখবেন যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা বিচিত্র মাছের বিচ্ছুরণ।

কদমৎ: চমৎকার একটি উপহ্রদ বা লেগুন। এর গভীরতা অনেকখানি সমান— বিস্তীর্ণ তটভূমি। নির্জনে থাকুন, সাঁতার কাটুন। হাট্-এ যদি থাকেন, কেবল দেখবেন সমুদ্রের ঢেউ ছাড়া নিস্তব্ধতা আর কেউ ভাঙছে না। যদি গ্রীষ্মে আসেন, দুপুরের তীব্র রৌদ্র যদি আপনাকে বিপন্ন করে, প্লীজ একটু নারকেল গাছের ছায়ায় ছায়ায় একা একা হাঁটুন। সেই পদচারণার আনন্দ তো লিখে বোঝাবার নয় পাঠক।

মিনিকয় : সবচেয়ে বড় দ্বীপ। প্রায় 100 বছর আগে ব্রিটিশদের তৈরি করা একটা বাতিঘর এখানে আছে। দর্শকরা এর একেবারে চূড়া পর্যন্ত উঠবার অনুমতি পেয়ে থাকেন। গভীর জল, নারকেলের সবুজ ছায়া, আয়নার মতো হ্রদ— মিনিকয় এক মিনি স্বর্গ। এতগুলো দ্বীপের মধ্যে মিনিকয় একেবারে আলাদা— পোশাক, ভাষা, আহার, সব পৃথক। পুরুষরা সব মাছ ধরতে দূর সমুদ্রে চলে যান। এখানে টুনা মাছ খেতে যেন ভুলবেন না। খুব সুস্বাদু। শুধু দ্বীপে থাকেন মেয়েরা— তাঁরাই প্রধান। তাই এটি 'মেয়েদের দ্বীপ'। এখানে নয়টি গ্রাম আছে। প্রতিটি গ্রামের প্রধান হলেন একজন মুপান বা মাপান। এখানকার প্রধান নাচ হল লাভা নৃত্য।

বাঙ্গারাম : অনাবাসী দ্বীপের সৌন্দর্য এখানেই রয়েছে। দূর থেকে দেখে মনে হয় কে যেন একটা বড় আকারের চোখের জলের ফোঁটা দিয়ে এই দ্বীপ তৈরি করেছে— এমনি এর আকৃতি, এমনি এর মায়া। দুপাশে দীর্ঘ মাখন মাখন বালুরাশি। মিনিকয় থেকে 4 কিমি পথ, বোটে সময় লাগে মাত্র 1 ঘণ্টা। সারা দ্বীপ পায়ে হেঁটে ঘুরলে সময় লাগবে খুব বেশি হলে 1 ঘণ্টাই। দীর্ঘ নারকেল শ্রেণীর আশ্রয়, আশমানি নীল জল, সন্ধের সূর্যডোবা, রাত্রি আকাশে ছায়াপথ— সবই জলের মধ্যে নতুন ভুবন সৃষ্টি করে চলেছে। লোভ হয় না? হয়ত-বা যেতে ইচ্ছে হবে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম আবাসী দ্বীপ বিটরাতেও। লোকসংখ্যা 120 ছাড়িয়ে যায়নি। আর ওই যে পিট্টির কথা বলে এসেছি— ওখানে কেবল হাজার হাজার সামুদ্রিক পাখির বসবাস। এক সময় এখান থেকে সংগৃহীত হত প্রতিদিন 30 থেকে 50 হাজার ডিম। কে জানে রক পাখির ডিমও পাওয়া যাবে কিনা। আগাত্তি দ্বীপ কাভারত্তি থেকে 25 কিমি। সমুদ্রে দেখুন উড়ুক্কু মাছ। খান টুনা বা চুরা মাছ— মুখে লেগে থাকবে।

সিকিম

ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার ঠিক উত্তরে অবস্থিত কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে স্বপ্ন-বিশেষ একটি ছোট্ট রাজ্য সিকিম। এর অন্য নাম দেমোজঙ বা দেনজঙ— যার অর্থ লুকানো ধানের খেত। সিকিমি ভাষায় সিকিম শব্দের অর্থ 'নতুন জায়গা'। তিব্বতীরা বলেন দেনজঙ কিন্তু লেপচারা বলেন ন্যে-মায়ে-এল অর্থাৎ 'স্বর্গ'। জেমস হিলটন বুঝি শেষ অর্থটি গ্রহণ করেই তাঁর Lost Horizon গ্রন্থে একে শাংগ্রি-লা বা শাঙ্গলি-লা বলে গেছেন। সেই হারানো horizon অবশ্য আজ মানুষের অধিগম্য হয়ে গেছে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ— এই 4টি জেলায় বিভক্ত এই রাজ্যের আয়তন 7,096 বর্গ কিমি। 2001 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী লোকসংখ্যা 5,40,493। রাজধানী গ্যাংটক।

1547 মি. উচ্চে অবস্থিত এই রাজ্যের গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হয় 23.3°C এবং 22.28°C, শীতকালে যথাক্রমে 12.5°C এবং 0.48°C।

13 শতকে আসাম পার্বত্য অঞ্চল থেকে লেপ্চারা এসে এখানে বসবাস আরম্ভ করে। 1817-য় ইংরেজদের সহায়তায় সিকিম-তিব্বত সীমান্ত নির্ধারিত হয়। 1950-এর এক চুক্তি অনুসারে ভারত সিকিমের বৈদেশিক প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণাধিকার পায়। অধিবাসীরা প্রধানত নেপালি, তবে ভুটিয়া ও লেপচারাও আছেন। প্রধান নদী তিস্তা। বর্ষায় এখানে প্রচুর বজ্রপাত হয় বলে একে 'বজ্রের দেশ' এবং বসন্তকালে ফুলের সমারোহের জন্য 'হিমালয়ের উদ্যান' বলা হয়ে থাকে। বর্ষাকালে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

এখানের অরণ্যসম্পদ গড়ে উঠেছে শাল, লরেল, ওক, চেস্টনাট, বাঁশগাছ এবং বন্য কলাগাছের জন্য। বনে বাঘ, ভালুক, চিতা প্রভৃতি জন্তু আছে।

পৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ পার্বত্যশিখর কাঞ্চনজঙ্ঘার (8,598 মি) পূর্বঢাল এই রাজ্যের অঙ্গীভূত। এর পশ্চিম ঢালটি নেপালের অধীনস্থ। 'খান্চেন্জোঙ্গা'-র অর্থ তুষারের পাঁচটি আধার। সিকিমবাসীরা একে পরম পবিত্র শৃঙ্গ বলে মনে করেন। সেজন্য এর উপরের চূড়ায় কাউকেও উঠতে দিতে রাজি নন। তাই 1955-য় চার্লস ইভান্স-এর পরিচালনায় যে অভিযাত্রীদল এটি জয় করেন তাঁরা সিকিম সরকারকে দেওয়া পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে মাত্র শেষ 6 মি. দূর থেকে ফিরে আসেন।

কখনও কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘে ঢাকা আবার কখনও নীলাকাশের পটভূমিকায় উজ্জ্বল শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা কতকাল ধরে অভিযাত্রীদের আহ্বান করে আসছে। এরই নীচে মূল্যবান অরণ্য সম্পদ, অজস্র পাখি আর প্রজাপতি, অর্কিড, রডোডেনড্রনগুচ্ছ আর বুনো ফুল, স্রোতস্বিনী ঝরনা আর অসংখ্য তুষারাচ্ছন্ন পর্বতচূড়া নিয়ে সিকিম রাজ্য মহিমাময়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বোধকরি তুলনাহীন। একটি সাধারণ নির্বাচনের পর 26.4.1975 থেকে সৌন্দর্যপুরী সিকিম ভারতের 22তম রাজ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

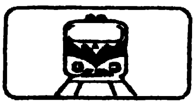
এখানে বেড়াতে আসার আকর্ষণ অজস্র। প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়া এর গুম্ফাগুলি জ্ঞান ও শিল্পের আকর ক্ষেত্র। এখানে অদ্ভুত মুখোশ নৃত্য দেখতে গুম্ফাগুলির চত্বরে বিশাল জনসমাবেশ হয়। রঙিন মুখোশ, তরবারি এবং নানা মণিমুক্তো পরে লামারা বাজনার তালে তালে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে এই মুখোশ নৃত্য করেন। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে এনকে-ছাম্, ফেব্রুয়ারিতে লোসার, জুনে সাগা ডন ও রামটেক ছাম্, দীপাবলীতে দশৈঁ (দশেরা) এবং শীতে লোসুং এবং কগ্যাট নাচ উপভোগ করার মত।

সিকিমে বেড়াতে এলে বিদেশীদের পারমিটের দরকার হয়। নিজ নিজ রাজ্যের ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটিক মিশনের মাধ্যমে নয়া দিল্লিস্থ ভারত সরকারের Ministry of Home Affairs-এ এজন্য প্রস্তাবিত যাত্রার অন্তত 6 সপ্তাহ আগে আবেদন করতে হয়। পর্যটকরা ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে গ্যাংটকে 7 দিন থাকার অনুমতি পেতে পারেন। গ্যাংটকস্থ সিকিম সরকারের ইন্সপেক্টর-জেনারেল অফ পুলিস এই অবস্থানের মেয়াদ আরও 3 দিন বাড়িয়ে দিতে পারেন। ট্যুরিস্টরা জেনে রাখুন— অননুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মারফত বিদেশী মুদ্রাবিনিময় সম্পূর্ণ বেআইনি।

সিকিমের বাইরে দিল্লি (14 পঞ্চশীল মার্গ, চাণক্যপুরী, নয়া দিল্লি, 110021), শিলিগুড়ি (সিকিম ট্যুরিস্ট অফিস, SNT Colony, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি Ph: 2432646), বাগডোগরা (STI Counter, বাগডোগরা এয়ারপোর্ট), এবং কলকাতায় (TIC, 4C, Poonam Building, 5/2 Russel street,

Kolkata 700017, Ph : 22468983, 22267516 এদের পর্যটন দফতরের অফিস আছে।

বেড়াতে যাবার সেরা সময়— মার্চ থেকে মে-এর শেষ পর্যন্ত এবং অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। গ্যাংটক হল সিকিমের স্নায়ুকেন্দ্র। এখান থেকেই সর্বত্র যাওয়ার ব্যবস্থা।



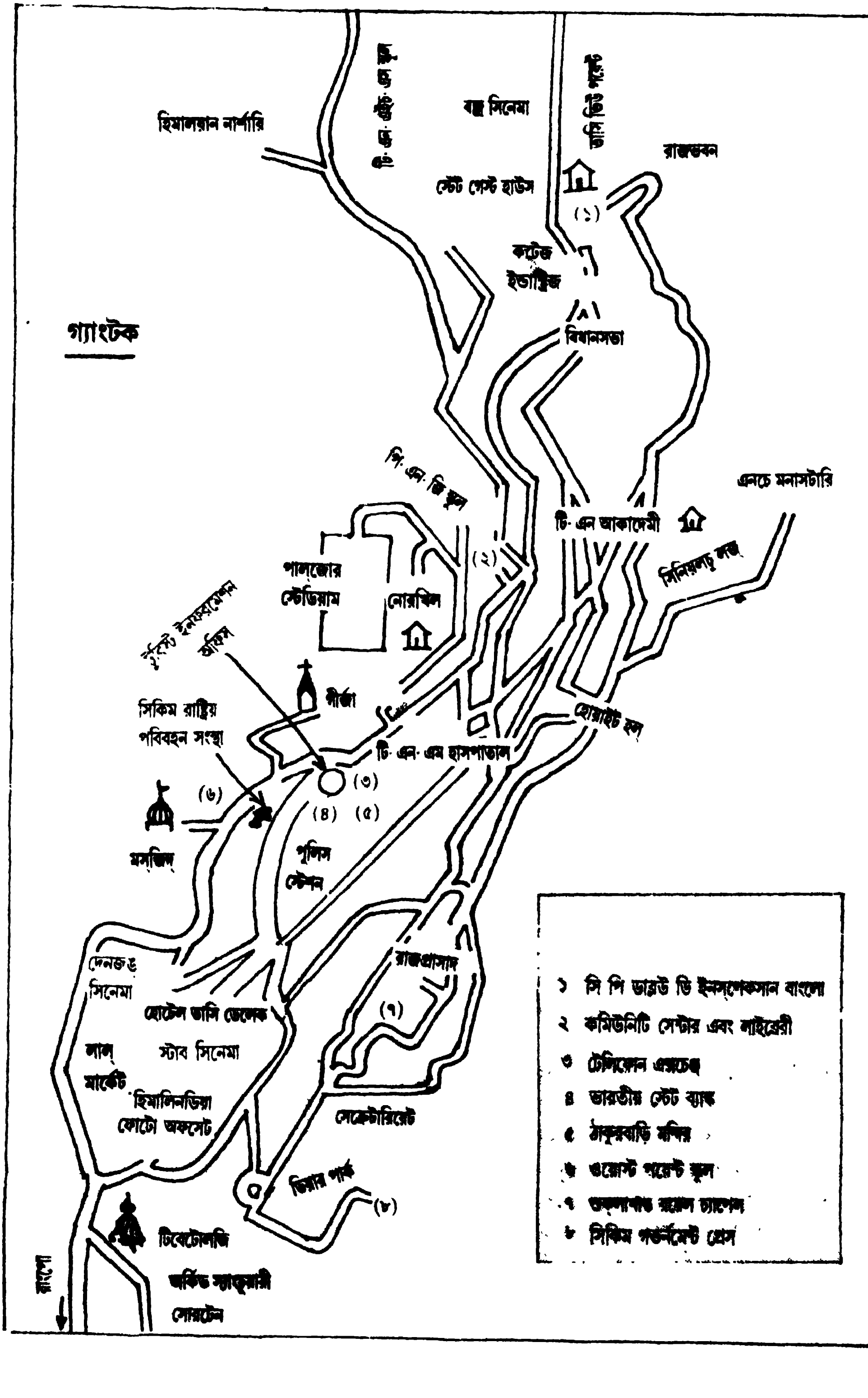
সিকিম কেমন করে যাবেন: উড়োজাহাজ : সব চাইতে কাছের বিমানবন্দরটি হল বাগডোগরা বিমানক্ষেত্র, গ্যাংটক থেকে 124 কিমি দূরে। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস-এর বিমান কলকাতা থেকে ম. বৃ. শু. 10.30-এ ছেড়ে এখানে আসছে 11.25-এ। শনিবার 10.00 ছেড়ে 11.05-এ। Jet Airways-এর বিমান সো. ম. শ. 11.10 ছেড়ে 12.05-এ বাগডোগরা বিমান বন্দরে। এছাড়া গুয়াহাটি, ইম্ফল, দিল্লি প্রভৃতি জায়গা থেকেও বিমান আসছে এই বন্দরে। এছাড়া গ্যাংটকে রয়েছে একটি হেলিপোর্ট। সিকিম হেলিকপ্টার সার্ভিস (SHS) প্রতিদিন গ্যাংটক ও বাগডোগরার মধ্যে হেলিকপ্টার আসা-যাওয়া করাচ্ছে। সময় লাগে মিনিট পঁচিশ। এর টিকিট পাবেন গ্যাংটকের ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারে (TIC)। টিকিট কাটার সময় জাহাজ ওড়ার সঠিক সময় জেনে নিন— সময় বদল হচ্ছে আখছার। SHS আকাশপথে সিকিম-দর্শনের ব্যবস্থাও করেছে। চারটি পৃথক উড়ানে তারা সিকিমের দ্রষ্টব্যগুলো দেখিয়ে থাকে। এগুলি হল: **১। ওয়েস্ট সিকিম উড়ান** : 1 ঘণ্টার এই উড়ান পথটি হল গ্যাংটক-সিংতাম-গেজিং-ইয়ুকসাম-দিখচু হয়ে গ্যাংটক। এই পথের দ্রষ্টব্য যেমন রুমটেক মনাস্ট্রি, কাঞ্চনজংঘা, পেমিয়াংশি মনাস্ট্রি প্রভৃতি পাখির চোখ দিয়ে দেখার নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন। খরচ মাথাপিছু ৩২৫০। **২। ইয়ুমথাং উড়ান**: 1 ঘণ্টা 10 মিনিটের এই উড়ান-পথটি হল গ্যাংটক-মংগন-তিস্তা নদীবুক ধরে চুংথাং-লাচুং-ইয়ুমথাং হয়ে গ্যাংটক। দ্রষ্টব্য কাঞ্চনজংঘা, লাচুং মনাস্ট্রি, লাচুং জলপ্রপাত ও ইয়ুমথাং-এর মনোরম সবুজ উপত্যকা। খরচ মাথাপিছু ৩৭৫০। **৩। কাঞ্চনজংঘা উড়ান** : 1 ঘণ্টা 30 মিনিটের এই উড়ান-পথটি হল গ্যাংটক-মংগন-চুংথাং-লাচেন-জেমু গ্লেসিয়ার গ্রিন লেক-হয়ে আবার লাচেন এবং গ্যাংটক। এই উড়ানের প্রধান আকর্ষণ হল গ্রিন লেক ও জেমু গ্লেসিয়ার-এর অনুপম সৌন্দর্য। আর কাঞ্চনজংঘা শৃঙ্গকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা। খরচ মাথাপিছু ৫০০০। **৪। গ্যাংটক উড়ান** : মাত্র ২০ মিনিটের এই উড়ানের অভিজ্ঞতা কিন্তু চিরস্থায়ী। গ্যাংটক শহরকে প্রদক্ষিণ করতে করতে দেখে নিন কাঞ্চনজংঘা পর্বত শ্রেণী, রুমটেক মনাস্ট্রি প্রভৃতি। খরচ মাথাপিছু ১২০০।

রেল : রেলপথে সিকিম পর্যন্ত যাওয়া যায় না। রেলে চড়ে এলে আপনাকে নামতে হবে কাছের রেল স্টেশন দুটির কোনো একটিতে—শিলিগুড়ি জংশন (114 কিমি) অথবা নিউজলপাইগুড়ি (125 কিমি)। ট্রেন পাবেন 3143 আপ দার্জিলিং মেল, 19.35 শিয়ালদহ ছেড়ে NJP পৌঁছচ্ছে 8.40, আবার 20.05 NJP ছেড়ে শিয়ালদহ আসে 8.50; 3141 আপ তিস্তা-তোর্সা এক্স 13.40 শিয়ালদহ ছেড়ে 4.15; কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্স 6.25 শিয়ালদহ ছেড়ে 18.10; পাবেন শিয়ালদহ থেকেই উত্তরবঙ্গ এক্স ও কাঞ্চনকন্যা এক্স। সপ্তাহে তিনদিন। ত্রিবান্দ্রাম-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস 14.05 হাওড়া ছেড়ে পরদিন 1.05 NJP পৌঁছচ্ছে। দিল্লি থেকে আসার জন্য পাবেন 5622 নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস, 4056 ব্রহ্মপুত্র মেল, 5610 অবধ-অসম এক্স, 4084 মহানন্দা এক্স, 2424 রাজধানী এক্স প্রভৃতি।

সড়ক : গ্যাংটক এবং সিকিমের সমস্ত প্রধান জেলা শহরগুলির সঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি প্রভৃতির সড়ক পথে যোগাযোগ রয়েছে। কলকাতা, দার্জিলিং গুয়াহাটি, পাটনা এবং শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটকের দূরত্ব যথাক্রমে 725, 139, 589, 584 এবং 114 কিমি। কলকাতা থেকে যেতে পথে পড়বে— কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, মালদা, কিষানগঞ্জ, শিলিগুড়ি, কালিম্পং; দার্জিলিং থেকে যেতে পথে পড়বে কালিম্পং; গুয়াহাটি থেকে রঙ্গিয়া, বরপেটা রোড, সেহিরলি, শ্রীরামপুর, মাদারিহাট, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি; পাটনা থেকে পথে পড়বে বখতিয়ারপুর, মোকামা, খাগাড়িয়া, পূর্ণিয়া, ইসলামপুর, শিলিগুড়ি এবং শিলিগুড়ি থেকে তিস্তা বাজার, রংপু হয়ে গ্যাংটক। এই রংপুতেই সিকিমের শুরু হয়ে যায়। এবারে পর্যটকদের সুবিধার জন্য সিকিম ন্যাশনালাইজড ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস (SNT, TIC-এর নীচে) এবং প্রাইভেট বাসসমূহের গ্যাংটকে যাওয়া ও গ্যাংটক থেকে আসার ও ছাড়ার সময়, পথে কত সময় লাগবে এবং তার ভাড়াই-বা কত তার তালিকা জানিয়ে দিই। সময় এবং ভাড়া অবশ্যই যাচাই করে নেবেন।

(১) **গ্যাংটক-শিলিগুড়ি** : বাস ছাড়ে-পৌঁছে 7.00/ 11.30, 7.30/12.30, 8.30/13.30, 11.00/16.00, 13.00/18.00, 14.00/19.00, 14.00/18.30, ভাড়া জনপিছু ৬৫।

(২) **শিলিগুড়ি-গ্যাংটক***: বাস ছাড়ে-পৌঁছে 7.30/


গ্যাংটক
হিমালয়ান নার্শারি
বজ্র সিনেমা
রাজভবন
স্টেট গেস্ট হাউস
বিধানসভা
টি. এন আকাদেমী
এনচে মনাস্টারি
পালজোর স্টেডিয়াম
নোরখিল
গীর্জা
সিকিম রাষ্ট্রিয় পরিবহন সংস্থা
হোয়াইট হল
টি. এন. এম হাসপাতাল
মসজিদ
পুলিস স্টেশন
রাজপ্রাসাদ
দেনজং সিনেমা
হোটেল তাসি ডেলেক
লাল মার্কেট
স্টার সিনেমা
হিমালিনডিয়া ফোটো অফসেট
সেক্রেটারিয়েট
ডিয়ার পার্ক
টিবেটোলজি
রাংপো
১ সি পি ডাব্লউ ডি ইনসপেকসান বাংলো
২ কমিউনিটি সেন্টার এবং লাইব্রেরী
৩ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ
৪ ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক
৫ ঠাকুরবাড়ি মন্দির
৬ ওয়েস্ট পয়েন্ট স্কুল
৮ সিকিম গভর্নমেন্ট প্রেস

12.00, 8.30/12.30, 11.00/14.30, 13.00/17.30, 13.00/18.00, ভাড়া জনপিছু ৬৫।

(৩) **গ্যাংটক-বাগডোগরা** : 7.15/12.30, ভাড়া ৮০।

(৪) **বাগডোগরা-গ্যাংটক** : বিমান পৌঁছনোর উপর নির্ভর করে। ভাড়া একই।

(৫) **গ্যাংটক-কালিম্পং** : 8.30/12.30, 13.30/17.30, ভাড়া ৪৭।

(৬) **কালিম্পং-গ্যাংটক** : 8.00/12.00, 14.00/18.00, ভাড়া ৪৭।

(৭) **গ্যাংটক-দার্জিলিং** : (ভায়া মংপু) 7.30/9.30, ভাড়া ৮০।

(৮) **দার্জিলিং-গ্যাংটক** : 8.30/15.30, ভাড়া ৮০।

(৯) **গ্যাংটক-গ্যালশিং** : 8.00/15.30, ভাড়া ৪৯।

(১০) **গ্যাংটকরুমটেক** : 16.30/ 17.30; ফেরা 7.30/ 8.30, ভাড়া ২২ করে।

(১১) **গ্যাংটক-নামচি** (ভায়া ড্যামথং) 7.00/12.30, 15.00/17.30, ভাড়া ৩২।

(১২) **গ্যাংটক-নামোক** (ভায়া নর্থ সিকিম) 16.00/ 18.30, ভাড়া ২২।

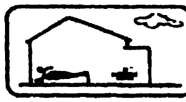
(১৩) **গ্যাংটক-চুংথাং** (ঐ) 8.00/ 16.00, ভাড়া ৪১-৫৫।

(১৪) **গ্যাংটক-মংগন/সিংঘিক** 13.30/ 18.30, ভাড়া ৩৩-৫০।

এছাড়া SNT-র সুপার ডিলাক্স বাস যাচ্ছে আসছে। ভাড়া প্রায় ১১০। টিকিট কাটার সময় বাস ছাড়ার সময় জেনে নিন। শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে (সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড, Ph: 424920) স্ট্যান্ড থেকে NBSTC-র গ্যাংটকগামী বাস ছাড়ছে 6.00 ও 15.00। আর প্রাইভেট বাস পাবেন 6.00 থেকে 9.00 মধ্যে আধ ঘণ্টা অন্তর।

বি: দ্র: পথে যেতে মোটরের জ্বালানি তেল পাবেন তিস্তা ব্রীজ (51), রংপু (74) সিংটাম (85), দেওরালি (113 কিমি)-তে। বর্ষা ছাড়া অন্য সময়ে শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, গ্যাংটকের সড়কপথ মোটরযান যাবার যোগ্যই থাকে। তবে বর্ষার সময় শিলিগুড়িতে SNT Office-এ (Ph: 420-528) খোঁজ নিয়ে বেরনোই ভাল। অথবা তিস্তা ব্রীজ চেক পোস্ট বা দার্জিলিং ট্যুরিজম অফিসেও খোঁজ নিতে পারেন। SNT-র গ্যাংটকস্থ বুকিং অফিসটি ঠিক ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারের নীচেই।

ট্যাক্সি: মিটার ছাড়া ট্যাক্সি পাবেন শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি (যেমন ডিয়ার পার্ক, রাজপ্রাসাদ, চোর্তেন, এনকে মনাস্ট্রি প্রভৃতি) দেখার জন্য। ভাড়া পড়বে ১৫০-র কিছু বেশি। সিকিম সরকারের পর্যটন বিভাগও (Ph: 22097, 22064) অ্যামবাসাডার গাড়ি ভাড়া দিয়ে থাকেন। প্রতিদিনের ভাড়া প্রায় ৪৫০। জ্বালানির খরচ আলাদা। রাতে থাকতে হলে অতিরিক্ত ১০০। বিমানবন্দর থেকে শহরে নিয়ে আসার জন্য ওই গাড়ির খরচ পড়ে সব মিলিয়ে প্রায় ১,০০০।



কোথায় উঠবেন : গ্যাংটকে থাকার জায়গার অভাব নেই। ইউরোপিয়, আমেরিকান প্রথার হোটেল ছাড়া সাধারণ ও মধ্যবিত্ত মানুষদের জন্য হোটেলেরও অভাব নেই। আগে আমরা পাশ্চাত্য প্রথার হোটেলগুলির কথা বলি। সঙ্কেত: DSD–Double-bedded Super Deluxe, SDS–Super Deluxe Single, DS–Deluxe Single, DD–Deluxe Double, EB–Extra Bed, SS–Standard Single, SD–Standard Double, EP–European Plan, AP–American Plan, ED–Economy Double, ES–Economy Single, S–Single, D–Double, S–Suite, DD–Double Deluxe,TB–Twobedded, 3B–Three-Bedded, SC–Service Charge, DAB–Double Attached Bath, CB–Common Bath।

Hotel Mayur (Ph: 2222825) স্টেডিয়াম রোড, 25 ঘর (AB) S ৩৫০-৬০০, D ৪৭৫-৭৫০। পালজোর স্টেডিয়াম রোডে, সিকিম রাজ্য পর্যটন দপ্তরের Hotel Mount Zopuno (Ph: 03592-223502) DB ৭৫০, DB Dlx. ৮৫০, Siniolchu Lodge (Ph: 222074) DB ২৪৫ DB Dlx ৩৫০ (রিজা : Deputy Director, TIC, MG Rd. Gangtok 737001, Ph: 222064); WBTDC-র Mandar Tourist Lodge (Ph: 224314) AP-D ৮২৫-১,৫৫০; Hotel Tashi Delek (Ph: 222991) AP-S ২,২০০ D ২,৭০০, স্যুইট ৩,১০০-৩,৬০। Hotel Sunakhari ৩০০-৬০০; Hotel Hangry Jack ৫০০-১৬০০; Hotel Kasvuri ২৫০-৭০০ (কল রিজা: দাস ট্যুরস্ অ্যান্ড ট্র্যাভেলস্, Ph: 24256603)। Hotel Nor-Khill, স্টেডিয়াম রোড, (Ph: 223186/187), (R-25,S-2) AP-S ২২৫০ D ২৫৫০ S ৩১০০ SC 10%। Hotel Tib, পালজোর স্টেডিয়াম রোড Ph: 223468 (R-

DAB 25, SAB-2) EP-৪৭৫, DD ৬০০, DSD ৭৫০, স্যুইট ১,৩৫০-১,৯৫০ AP-DSD ১,০২৫ SC 10% DD ৮৭৫, মরসুম ছাড়া অন্যসময়ে 15% ছাড়; অন্যান্য হোটেল— Hotel Orchid (Ph: 223151) D ১৭৫-৩০০, 5B ৩০০-৩৭৫, Hotel Green, মহাত্মা গান্ধি মার্গ 45 ঘর ১২৫-৩৫০; মরসুম ছাড়া অন্যসময়ে 25% ছাড়। Hotel Karma মহাত্মা গান্ধি মার্গ 18 ঘর, DAB ২২৫-৩০০, DCB ২০০, S ১২৫-১৬৫, 3B ২৫০। Hotel Kanchan View (Ph: 222086) S ১৫০, D ২৫০, 3B ২৭৫। Hotel Woodlands মহাত্মা গান্ধি মার্গ, 16 ঘর (Ph: 223361) SAB ১২৫-২৫০, DAB ১৭৫-৩৫০, 3B ৩৭৫। Hotel Deeki লাল মার্কেট Ph: 222402 (কলকাতা রিজা : Nan & Co., 9A, BBD Bag East, Ph: 2206625) DAB ২২৫-২৭৫। Hotel Sher-E-Punjab, Ph: 222823 ন্যাশনাল হাইওয়ে 31A গ্যাংটক 10 ঘর— SCB ১০০, DCB ১৭৫, DAB ২৭৫, 3B ৩২৫; টিবেট রোডে সোনম্ বিল্ডিঙে Hotel Palbhen (Ph: 224254) AP DSD ৩২৫, SDS ৩০০, DD ২৭৫, EP DSD ৫০০, SDS ৪৫০ DD ৪০০ (কলকাতা বুকিং: 2468 9023, 2550 5299); পি. এন. জি. এস. রোডে Hotel Oasis & Sun Moon Resort (Ph: 225023) SD ৪৫০, DD ৫০০, 3B ৬০০; লালবাজার রোডে Denzong Inn (Ph: 222692) ৪৫০-১৫৫০; 31-A জাতীয় সড়কে Central Hotel (Ph: 222553) ৬৫০-২,১৫০। এগুলি ছাড়া Neelam Hotel SB ১২৫-১৫০, Paradise Lodge S ১২৫, D ২২৫, 3B ২৭৫; Shanti Bhawan D ১৭৫-২৫০; Annapurna Hotel S ১২৫ D ১৭৫; Sunshine Lodge, মহাত্মা গান্ধি রোড D ১২৫-২২৫; Jayashree Lodge, NH, SCB ৮৫-১০৫, DCB ১১০-১৪৫ 3B ১৫৫-২৫০; Ladenla Hotel ১২০-২২৫, প্রভৃতি। এছাড়া গ্যাংটকে রয়েছে সার্কিট হাউস ও সিকিম গেস্ট হাউস। পর্যটন বিভাগের সরকারী ডিরেক্টারকে এ বিষয়ে আগে থেকে লিখে বুকিং করে রাখুন। Youth Hostel আছে নাম্চি-তে (Ph: 263774)। 44 বেডের ডর্মিতে ভাড়া সভ্য ২০ ও অন্যান্য ৪০।

গ্যাংটক বা গাংতোক

সিকিমের রাজধানী। গাংতোক শব্দের অর্থ শৈলশিরা (Ridge)। এর ক্ষেত্রফল 5.2 বর্গকিমি, গড় উচ্চতা 1,710 মিটার। শিলিগুড়ি থেকে বরাবর তিস্তা নদীকে ডান দিকে রেখে করোনেশন ব্রিজ ছাড়িয়ে কালিম্পংকে পূর্বে রেখে গ্যাংটক যাওয়া চলে। জলবায়ু মনোরম। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 3,325 মিমি। অধিবাসীদের মধ্যে স্থানীয় লেপচা ও ভুটিয়া ছাড়া নেওয়ার, গুরুং, লোহার, ছেত্রি প্রভৃতি জাতিও বাস করে। 1951-র চুক্তি অনুসারে সিকিমের সব ধরনের উন্নতির জন্য ভারত সরকার অর্থ সাহায্য করে চলেছে। শহরটি প্রায় 75 বছর হল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র দেখতে দেখতে একটু একটু করে উপরে উঠে পৌঁছে যান গ্যাংটকে। তারপর একে একে দেখুন নীচের দর্শনীয় স্থানগুলি।

এখানে কী কী দেখবেন : সিকিমে আসতে গেলে সিকিম-বাংলা সীমান্তে প্রথম যে সিকিমীয় শহরটি তার সাজানো বাজার আর সোনালি কমলার ঝুড়ি নিয়ে হাতছানি দেবে তার নাম রংপু। এই রংপু থেকে তিস্তার দুধার ঘেঁষে অনুপম প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি দেখতে দেখতে এগিয়ে যাওয়া একটা সুখকর অভিজ্ঞতা। সবুজ বন, ধাপে ধাপে বেড়ে ওঠা খেত, সিংটাম শহরের পাওয়ার হাউস। বর্তমান 'মহারাজা'কে ছোগিয়াল বা 'ধর্মরাজ' বলা হয়। তিনি এক পরামর্শ সমিতির সহায়তায় রাজ্যশাসন করে থাকেন।

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ : রাজ্যের চিরায়ত শিল্পকলা ও হস্তশিল্পকে স্থায়ী করে রাখার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। এখানে এলে দেখতে পাবেন মেয়েরা কী দক্ষতার সঙ্গে পশমি রঙিন কার্পেট বুনে চলেছেন আর পুরুষরা তৈরি করে চলেছেন কাঠ আর বাঁশ খোদাই করে রঙিন 'চোক্‌ৎসে'। বোনা হচ্ছে তাঁদের বিশেষ ঢঙের কম্বল আর শাল। লেপচাদের তৈরি কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, হাতে-তৈরি কাগজ আর বাঁশের তৈরি নানা জিনিসপত্র কেনার জন্যে তো পর্যটকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এজন্যে এর মধ্যেই একটা বিক্রয়কেন্দ্র পর্যন্ত আছে। অনেকে আবার এখানে ঝাঁঝালো পান থেকে তৈরি 'পান' মদ খাবার জন্যে উৎসুক হয়ে পড়েন। এটি খোলা থাকে সোম থেকে শনিবার 9.30-12.30 এবং 13.00-15.00 শুধু মাসের দ্বিতীয় শনিবার, রবিবার এবং সরকারি ছুটির দিনগুলি বাদে।

ডিয়ার পার্ক : নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিঙের ঠিক নীচেই সারনাথের মৃগদাবের অনুসরণে এখানে একটি মৃগোদ্যান নির্মিত হয়েছে। ঠিক সারনাথের আদলেই একটি শিক্ষাদানরত বুদ্ধমূর্তি এখানের পরিবেশকে গাম্ভীর্য দিয়েছে। চারপাশে পাহাড় আর উপত্যকার মাঝে একটা

দারুণ মনোরম উদ্যানে প্রাকৃতিক পরিবেশে চঞ্চলপাদ হরিণ দেখে, নানা ধরনের পাখির মজলিশ প্রত্যক্ষ করে আর ফুলে ফুলে হারিয়ে গিয়ে গ্যাংটক আপনার কাছে কোনোক্রমেই 'গণ্ডগোল' মনে হবে না।

এখানের বৌদ্ধস্তূপকে বলা হয় চোর্তেন— চলুন, তা দেখে আসি, নাম দোদ্রাল চোর্তেন। 1945-এ এটি তিব্বতী বৌদ্ধপ্রধান মাননীয় টুলসি রিনপোছে স্থাপন করেন। স্তূপটিকে দেখলে মনে হবে যেন একটা বিশাল শ্বেত ঘণ্টা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে— মাথায় তার সোনালি চুড়ো। এর ভিতরে দোর্জি ফুরপা (বজ্র কিলায়)-র সম্পূর্ণ মণ্ডপটি স্থাপিত আছে। আর আছে একপ্রস্থ পবিত্র গ্রন্থ 'কা-গ্যর', সম্পূর্ণ 'জাং' (মন্ত্র) ও নানা ধর্ম-বস্তু। সমগ্র চোর্তেনটির চারপাশ ঘিরে আছে 108টি মণি-লাকোর বা প্রার্থনাচক্র। বৌদ্ধভক্ত 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁম্' বলে ঘুরতে ঘুরতে বোধিসত্ত্বকে জাগাবার জন্য এগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেন। মূল চোর্তেনের পাশে আছে লাখাং চোর্তেন, গুরু লাখাং—এখানেই আছে স্থাপয়িতার দুটি বিশাল মূর্তি— ইনিই গুরু পদ্মসম্ভব। এখানের বৌদ্ধ মন্দিরে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা নিরন্তর সধ্বনি পাঠ করে চলেছেন মন্ত্ররাজি। মনটি পবিত্র হয়ে ওঠে অচিরাৎ।

এবার চলুন রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ টিবেটোলজিতে। বনানী-অধ্যুষিত এক নির্জন পাহাড়ের মাথায় শান্ত পরিবেশে তিব্বতী ঢঙে গঠিত এক সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠান বৌদ্ধ-ভারতের গর্ববিশেষ। কারণ এর সংগ্রহে আছে দুষ্প্রাপ্য লেপচা, তিব্বতী আর সংস্কৃত ভাষার অজস্র পুঁথি, দুর্লভ প্রতিমূর্তি এবং অমূল্য সব থাঙ্কা। আর আছে প্রায় 200 বুদ্ধমূর্তি ও দুষ্প্রাপ্য শিল্পকলার অমূল্য সংগ্রহ। সারা পৃথিবীর বুদ্ধ-গবেষকগণ এখানে পড়াশোনার জন্য আসেন। দলাই লামা কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের (10. 2. 57) পর এটি উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু (1. 10. 58)। এর তন্ত্রবিষয়ক সংগ্রহও অমূল্য। সোম থেকে শনি 10.00-16.00 খোলা থাকে সপ্তাহের দ্বিতীয় শনিবার ও সরকারি ছুটির দিনগুলি ছাড়া। তিনতলার দেওয়ালের চিত্রকলা অজন্তার চিত্রকলাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। এর গ্রন্থাগারিক একজন বাঙালি, নাম ভজগোবিন্দ ঘোষ।

এর ঠিক নীচেই দেখে আসুন এবার অর্কিড স্যাংচুয়ারিটি। সিকিম সরকারের মতে, এতে প্রায় 200 ধরনের ক্রান্তীয় অর্কিড আছে। এপ্রিল-মে, জুলাই-আগস্ট এবং অক্টোবর মাসে যখন এতে ফুল ফোটে, চোখ জুড়িয়ে যায়। গাছগুলিকে সাজানো হয়েছেও এক মনোহর পরিকল্পনায়। শহর থেকে 14 কিমি দূরে মনোরম পিকনিক করার পাহাড়ি পরিবেশে সিকিম বনবিভাগ আরো একটি অর্কিড উদ্যান (ORCHIDARIUM) তৈরি করে সেখানে পরিচিত-অপরিচিত বহু জাতের অর্কিড লাগিয়েছেন। এটিও কন্ডাকটেড ট্যুরে দেখে আসতে পারেন। পাহাড়ি ঝরনার সর্পিল পথে, ফার্ন আর ফুলের বাগানের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হবে বুঝি স্বর্গ ছুঁতে এক হাত।

সুকলাখাং গুম্ফা দেখুন গ্যাংটক শহরের অনেক উঁচুতে আগেকার ছোগিয়াল রাজাদের প্রাসাদ-চত্বরে সিকিমীয় ঢঙে নির্মিত। এতে দেখুন আকর্ষণীয় দেওয়াল-চিত্র ও বৌদ্ধসমাধিক্ষেত্র। এই রাজকীয় গুম্ফায় অজস্র বৌদ্ধ-সম্পদ দেখতে দেখতে আপনার মন স্মৃতিচারণ করবে— এখানেই রাজাদের অভিষেক হত, এখানেই অনুষ্ঠিত হত রাজকীয় বিবাহ-অনুষ্ঠানগুলি আর কত ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরই না সাক্ষী এটি।

এমনি আর একটি গুম্ফা এনকে— বাস স্ট্যান্ড থেকে 3 কিমি দূরে ট্যুরিস্ট লজের উপরে। নিংমা সম্প্রদায়ের এই গুম্ফাটি 'উড়ন্ত' তন্ত্রসাধক লামা দ্রুপটোব কারপো-র আশীর্বাদপূত জমিতে প্রায় 200 বছর আগে নির্মিত হয়েছিল। এর মধ্যে আছে বহু উজ্জ্বল দেবদেবীর মূর্তি। তিব্বতী ক্যালেন্ডারের দ্বাদশ মাসের (জানুয়ারি) 18 এবং 19 তারিখে এখানে বিখ্যাত ছাম বা তিব্বতী মুখোশ নৃত্য দারুণ জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। গ্যাংটক শহরের 3 কিমি দূরের Siniolchu Lodgeটি এর কাছেই অবস্থিত।

রুমটেক গুম্ফা : কন্ডাকটেড ট্যুরে বের হয়ে দেখে এসেছেন Orchidarium। এবার চলুন, গ্যাংটক থেকে 24 কিমি দূরে মিনিট পঁয়তাল্লিশ বাসে চড়ে রুমটেক গুম্ফার রুমটেক ধর্মচক্র কেন্দ্রে। তিব্বতী বৌদ্ধদের চার সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাগ্যু সম্প্রদায়ের পীঠস্থান এই গুম্ফায় 1960 থেকে বিশ্বের অতুলনীয় শিল্পসম্ভার সংগৃহীত আছে। তিব্বতের বাইরে এই সবচেয়ে বড় গুম্ফাটির পৃথিবীতে প্রায় 200টি শাখা আছে। চীন তিব্বত আক্রমণ করলে ষোড়শ কাগ্যু-লামা সিকিমে পালিয়ে এসেছিলেন। 1982-তে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। গুম্ফাটি তাই নতুন, তবে সাবেকি ঢঙ সবই আছে। পরিষ্কার আলোয় যখন এই দারুণ গুম্ফাগৃহটি দেখা যায় তখন মনে হয় এর বড় বড় লাল লাল স্তম্ভ, রংদারি নকশা এবং অত্যুজ্জ্বল দেওয়াল-চিত্রগুলি যেন সবুজ পাহাড়ের মাঝে খচিত এক রত্নবিশেষ। জেনে রাখুন, এটি তিব্বতের আসল 'ছোফুক' গুম্ফার একেবারে নিখুঁত অনুকরণ।

গ্যাংটকের 4 কিমি দূরে নর্থ সিকিম হাইওয়ের ধারে

তাসী ভিউ পয়েন্ট-এর উচ্চতা থেকে যদি একবার চারপাশ দেখার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তো সে আপনার স্মৃতিতে চিরকালীন সম্পদ হয়ে থাকবে। এখান থেকে দেখুন দূরবর্তী গুম্ফাগুলি আর অতুলনীয় কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। আসলে সিকিমে পাহাড় আর গুম্ফাগুলি যেন পরস্পর মিতালি পাতিয়ে চলেছে। প্রায় 67টি গুম্ফায় লামারা বিশাল দামামা বাজিয়ে উচ্চারণ করে চলেছেন প্রাচীন মন্ত্র। রূপোর প্রদীপে ঘিয়ের আলোকে গুরুর মূর্তিগুলির উজ্জ্বলতা, পতাকাগুলির পত্‌পত্‌ করে ওড়া, প্রার্থনাচক্রের নিরন্তর ঘোরার আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে শিল্পকলা ও আধ্যাত্মসম্পদের আশ্চর্য মিলনক্ষেত্র এই গুম্ফাগুলি।

পশ্চিম সিকিম

গ্যাংটক থেকে 65 কিমি দূরের রাবাংলা শহর পশ্চিম সিকিমের প্রবেশদ্বার। রাবাংলা থেকে গেজিং-এর দিকে এগিয়ে চলুন। কিছুদূর এগিয়ে একটা বড় বাঁক পার হতেই দূরের পাহাড়ে চোখে পড়বে তাসিডং মনাস্ট্রির সোনালি চূড়া রোদে ঝকঝক করছে। পাহাড়ের দুপাশে বয়ে চলেছে রাতোং আর রঙ্গিত নদী। 1642-এ এর প্রার্থনা বেদিটি স্থাপিত হয়। 1716-য় মূল গুম্ফাটি নির্মিত হয়। কথিত আছে গুরু পদ্মসম্ভব একবার প্রার্থনা স্থান নির্দেশ করার জন্য আকাশে তীর ছুঁড়লে সেটি এখানে এসে পড়ে। সেই থেকে এই স্থানটি বৌদ্ধদের কাছে অতি পবিত্র।

এখানেই আছে থংওয়া রংডোল— যাতে রয়েছে মঞ্জুশ্রী মূর্তি। বলা হয় এই মূর্তি দর্শন মাত্রই সমস্ত পাপস্খালন হয়। বসন্তকালে হাজার হাজার বৌদ্ধ ট্রেক করে এখানে এসে গুম্ফায় রক্ষিত পবিত্র বারি পান করেন।

রাবাংলা থেকেই চলুন গেজিং। রাবাংলা থেকে ছোট্ট এই শহরটির দূরত্ব 66 কিমি। গ্যাংটক থেকে আসার জন্য বাস পাবেন 7.00টা ও 13.00টায়। শিলিগুড়ি থেকেও সরাসরি গেজিং আসার বাস পাবেন। এছাড়া ট্রেকার পাবেন গ্যাংটক থেকে। এগুলো গেজিং হয়ে পেলিং পর্যন্ত যায়।

গেজিং আর এখন শান্ত, নিরিবিলি জায়গাটি নেই। হোটেল, বাজার, দোকান ইত্যাদিতে জমজমাট। এখান থেকে আরও পশ্চিমে গেলে দেখতে পাবেন সিকিমের দ্বিতীয় প্রাচীন গুম্ফা পেমিয়াং-শি। সিকিমের প্রথম ছোগিয়ালের আমলে 2,085 মিটার উঁচুতে নির্মিত এই মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হয় 1642-এ। পরে 1913-য় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত গুম্ফাটি পুনর্নির্মিত হয়। 1960-এ শেষবার এর পুনর্নবীকরণ হয়েছে। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য বড় মনোহর। এরই কাছে আছে এক ট্যুরিস্ট লজ। ইয়াকসুম থেকে ঘন্টাখানেক পাইনের ঘন জঙ্গল কেটে উঠে গেলে সিকিমের সবচেয়ে পুরনো গুম্ফা দুবদি গুম্ফায় পৌঁছতে পারেন। এক সমাহিত শান্ত পরিবেশ ধীরে ধীরে আপনাকে গ্রাস করবে মন্ত্রধ্বনি উচ্চারণের মায়াবী যাদুর সঙ্গে। ফার আর সাইপ্রেসের বুক চিরে একেবারে উপরে উঠলে দেখতে পাবেন এক উজ্জ্বল রঙিন বেদি— গা শিউরে উঠবে।

পেমিয়াং-শি যেতে জিপ বা অ্যামবাসাডার ভাড়া করুন। সিকিম ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এর ব্যবস্থা করেছেন। সকাল 8.00টা এবং বিকেল 15.30এ গাড়ি ছাড়ছে— ঘণ্টা আটেকের পথ পেরিয়ে চলে আসুন গ্যালশিং-এ। তারপর এক ট্রেকে এখানে। এখানে থাকার জন্য হোটেল মাউন্ট পান্দিম, (S ২৭৫ D ৩৫০— খাবার সমেত), S PWD রেস্ট হাউস (ঘর প্রতি ৩৫-৫০, রিজা: চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সিকিম পাবলিক ওয়ার্কস

ট্রেক করুন

ট্রেকিং করুন : সিকিম সরকারের পর্যটন বিভাগ পশ্চিম সিকিমে ট্রেকিং-এর যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকেন। পেমিয়াং-শি থেকে শুরু করে 10 দিনের ট্রেকিং অন্তে আবার একাদশ দিনে বেসক্যাম্পে ফিরে আসা যায় ইয়াকসুম-সোকা-জোংরি-থাংশিং-জেমাথাং-রালাং-শি-কস্তুরী-লাবডং এবং তাসিডং হয়ে। এছাড়া 15 দিনের পেমিয়াং-শি-জোংরি, 9 দিনের এবং 13 দিনের পেমিয়াং-শি গ্যাংটক, 8 দিনের নয়াবাজার-গ্যাংটক, 7 দিনের নয়াবাজার-পেমিয়াং-শি, 4 দিনের দার্জিলিং-গ্যাংটক ট্রেকিং করা দারুণ ব্যাপার। যে কোনো একটা রুট বেছে নিন। তারপর তুষারাবৃত পর্বতচূড়া, অর্কিডে ঢাকা দীর্ঘ তরুরাজির বন, রডোডেনড্রন আর ম্যাগনোলিয়ার উদ্যান, জলপ্রপাত আর ঝরনার মাঝখান দিয়ে উড়ন্ত পাখিদের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে আসুন। এ সম্পর্কে অন্যান্য খোঁজখবর, যাবার দিন, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতির জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— Asst. Director (Treks), Department of Tourism, Govt. of Sikkim, Gangtok।

ডিপার্টমেন্ট, গ্যাংটক) বা SPWD রেস্ট হাউস, গ্যালশিং (ঐ) পাবেন।

বাকখিম: ইয়াকসুমকে বেস করে এই প্রিয় জায়গাটিতে এসে সমস্ত উপত্যকা জুড়ে ফুটে ওঠা বিশ রকমের রডোডেনড্রন ফুলের শোভা দেখুন। এখানের বনবিভাগের বাংলোয় স্থান পাবেন। চলুন কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য দেখতে 3,962 মিটার উঁচুতে জোংরি (Dzongri)-তে। এটি তুষারাবৃত পান্দিম চূড়ার (6,890 মি.) ঠিক বিপরীতে। এর বাঁদিকেই গোয়েচেলার গভীর খাত। এখানের সূর্যাস্তের সৌন্দর্য ভোলার নয়। 'তিন প্রধান লামার মিলনক্ষেত্র' ও সিকিমের প্রথম রাজধানী ইয়াকসুম-এর প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহারি। ছোট একটি হ্রদ 'কারথক্' -এর সৌন্দর্য চিরকাল মনে থাকবে।

হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের একটি ট্রেকিং শিক্ষাকেন্দ্র এখানে আছে। এখান থেকেও দুবদি গুম্ফায় যাওয়া যায়। থাকার জন্য ট্যুরিস্ট হাট আছে।

পেলিং

মোটরপথে কাঞ্চনজঙ্ঘার সবচেয়ে কাছের যে জায়গাটিতে যাওয়া যায়, তার নাম **পেলিং**। সরাসরি শিলিগুড়ি বা গ্যাংটক থেকে অথবা ইয়াকসুম থেকে পেমিয়াং-শি ঘুরে এখানে আসুন। পেমিয়াং-শি থেকে দূরত্ব 2 কিমি। প্রায় 7,200 ফুট (2,200 মি.) উঁচু পশ্চিম সিকিমের এই ছোট লোকালয়টিতে প্রকৃতি প্রেমিকরা ভিড় করেন কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে। এত কাছ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপবদল প্রত্যক্ষ করার সুযোগ কেউই হাতছাড়া করতে চান না। তাই এর জনপ্রিয়তা যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে ভিড়, বাজার, দোকানপাট, সেই সঙ্গে থাকার নানান ব্যবস্থা।

সিকিম পর্যটন দপ্তরের Hotel Mount Pandim (Ph: 03595-270576) DB ৬৫০-৮৫০ মধ্যে)। Hotel Penasonam ৪০০-৬০০, Hotel Kailash/Hotel Snowview ৪০০-৭০০ (কল রিজা: দাস ট্যুরস্ অ্যান্ড ট্র্যাভেলস্, Ph: 24256603)। Rabdentse Residency (Lower Pelling, Ph: 953595258612) 2B ৪৫০ 3B ৫০০ 5/6B ৬০০, CTV, attached bath, fooding & lodging। কল রিজা: 9830292163। Sikkim Tourist Centre (Ph: 250855) ৮০০-৯৫০ মধ্যে। কলকাতায় যোগাযোগ: Help Tourism, Sadananda Kuthi, 67/A, Kali Temple Road, Kol-26, Ph: 24661324 বা শিলিগুড়িতে 143, Hill Cart Road— এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। হ্যান্ডিক্রাফট্ বিল্ডিঙের পাশে Hotel Pemachen (Ph: 250641) DAB ৪৫০, 3B ৫৫০, 4B ৬০০ (কলকাতা অফিস: 66 বি, মানিকতলা স্ট্রিট, Ph: 23503612); Hotel Narbu Gang (Ph: 258216) EP ৪৫০-৭৫০, AP ৯৫০-১,৪৫০ (কলকাতায় যোগাযোগ: 79 লেনিন সরণি, Ph: 22443779); SBI বিল্ডিঙের বিপরীতে Hotel The Tourist (Ph: 250678) EP DS D ১,৪০০ SDC ১,২০০ DD ৮০০, DS ৭০০, SD ৬০০, SS ৫০০ EB ২৭৫, AP DSD ২,২০০ SDS ১,৭০০ DD ১,৮০০ DS ১,২০০ SD ১,৪০০ SS ৯০০, EB ৫৭৫, (কলকাতায় বুকিং : Ph : 25518772); Hotel Haven (Ph: 258238) DD ৫৫০ 3B ৬০০ SD ৪৫০ 3B ৫৫০ (কলকাতা : Ph: 22481672) ; Hotel Sonam De-Lek (Ph : 250707) ৬৫০-৮৫০ (কলকাতা: Ph : 22377006); Hotel Panchak EP ৪৭৫-৮৫০; AP ৭২৫-১,৮৫০ (কলকাতা : Ph: 22219633); Hotel Parodzong (Ph: 258239) ২৭৫-৩৫০ (কলকাতা: Ph: 22461801); হেলিপ্যাডের কাছে Hotel View Point (Ph : 250638) ২৫০-৫৫০ (কলকাতা : Ph : 24555236); Hindusthan Guest House ২২৫-৩২৫ ছাড়াও আরও নানা হোটেল।

এখান থেকেই 4 কিমি ট্রেক করে ঘুরে আসতে পারেন ভারসে গুরান কুঞ্জ বা রডোডেনড্রন বাগিচা। 10,100 ফুট উঁচু এই ফুলের উপত্যকা পুরোটা ট্রেক করে ঘুরতে হলে দিন তিনেক সময় লাগবে। ডর্মি প্রথায় থাকার ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ : হেল্প ট্যুরিজম, শিলিগুড়ি বা গ্যাংটক। কাছাকাছি দেখার আরো আছে : পবিত্র খিচাও পালরি হ্রদ, রিম্বি ঝোরা, কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝোরা, এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম গর্জ ব্রিজ সিংশোর, রাবদান্তসে প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ প্রভৃতি। এছাড়া দেখার আরো আছে 3 কিমি দূরে সাঙ্গা চোলিং গুম্ফা। আর শহরের মধ্যে কোনো এক ফাঁকে দেখে নিন কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ ট্রেনিং সেন্টারটি।

উত্তর সিকিম

সুউচ্চ পর্বতচূড়া, রডোডেনড্রন আর ম্যাগনোলিয়ার

উদ্যান, ঝরনা ও উড়ন্ত মেঘেদের শরীর ছুঁয়ে যাওয়া— এসব নিয়েই সিকিমের উত্তরাংশ পর্যটকদের আকর্ষণ করে চলেছে। এর টানেই পর্যটকরা ক্রমেই ভিড় জমাচ্ছেন ইয়ুমথাং, মঙ্গন, রিংঘিক প্রভৃতি স্থানে। প্রকৃতির সাথে মিতালি পাতানোর ফাঁকে আর যা দেখবেন তা হল—

ফোডাং গুম্ফা: সিকিমের দুটি প্রধান গুম্ফার অন্যতম এই ফোডাং গুম্ফা। গ্যাংটক থেকে দূরত্ব 40 কিমি। এর দেওয়ালের প্রাচীন ম্যুরাল ও ফ্রেসকোও দেখার মতো। গ্যাংটক থেকে নিয়মিত বাস পাবেন। এছাড়া জিপ ভাড়া করেও আসতে পারেন। থাকার দরকার হয় না। তবে ফোডাং মনাস্ট্রির পাশেই রয়েছে সিকিম পর্যটন দপ্তরের Tourist Lodge আর কিছুদূরে দু-একটি প্রাইভেট হোটেল। এখান থেকেই ঘুরে নিতে পারেন 2 কিমি দূরের **লাবরাং মনাস্ট্রি**।

মঙ্গন : গ্যাংটক থেকে এখানে আসার বাস পাবেন 8.00, 13.00 ও 16.00। সময় নেয় 5 ঘণ্টা। এছাড়া জিপ ভাড়া করে পুরো জায়গাটা ঘুরে ঐদিনই গ্যাংটক ফিরে আসতে পারেন। ফোডাং থেকে মঙ্গনের দূরত্ব 25 কিমি। এটি উত্তর সিকিমের জেলা শহর। এখান থেকে আরও 5 কিমি এগোলে পৌঁছবেন **সিংঘিক**। এখানেও কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অপরূপ প্রকৃতির টানেই আসা। এখানে আর দেখার আছে একটি গুম্ফা ও চোর্তেন।

ইয়ুমথাং : গ্যাংটক থেকে 140 কিমি দূরের এই উপত্যকাটি অ্যালপাইন ফুলের জন্য বিখ্যাত। এখানে আসতে হলে আপনাকে আগে ইনার লাইন পারমিট সংগ্রহ করতে হবে। আপনি তো মঙ্গন ও সিংঘিক এর আগেই ঘুরে নিয়েছেন। এবার আরও উত্তরে এগিয়ে চলুন। এখানেই টুং ব্রিজ পার হওয়ার আগে আপনাকে ILP দেখাতে হবে। এর পরে পড়বে লাচুং চু আর লাচেন চু নদীর সঙ্গমস্থল চুংথাং। এখান থেকে আরও 45 কিমি পার হয়ে পৌঁছতে হবে ইয়ুমথাং। এখানে ঘুরুন প্রাণভরে। কিন্তু ছবি তোলায় মানা আছে। এখানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেখানে স্নান করুন। দেহ-মন নিমেষে চাঙা হয়ে উঠবে। থাকার জন্য একটি লগ হাউস থাকলেও খাওয়া ও শোওয়ার ব্যবস্থা সুবিধের নয়। খাবার সঙ্গে আনাই উচিত হবে। তবে সিকিম ট্যুরিজম-এর প্যাকেজ ট্যুরের যাত্রী হয়ে এখানে আসাই সবচাইতে সুবিধাজনক। 3 দিন 2 রাত্রির প্যাকেজ ট্যুরে ঘুরিয়ে আনে গ্যাংটক-ফোডাং-মঙ্গন-লাচুং-ইয়ুমথাং। খরচ ২,৫০০-৩,৬০০ মধ্যে। যাত্রীর জন্য ILP-র ব্যবস্থা পর্যটন দপ্তর নিজেই করে।

ছাঙ্গু হ্রদ: উত্তর সিকিমের আর একটি দ্রষ্টব্য ছাঙ্গু হ্রদ। প্রায় 12,400 ফুট (3,780 মি) উঁচুতে অবস্থিত এই হ্রদ প্রকৃতির এক অপরূপ সৃষ্টি। তিব্বত-চীন সীমান্তের নাথুলা পাসের 33 কিমি দূরের এই স্থানটিতে ছবি তোলা নিষিদ্ধ। তবে ঘুরে বেড়ানো, সাঁতার কাটায় নেইকো মানা। তবে যাবার সময় অবশ্যই খাবার সঙ্গে নেবেন। আর অনুমতিপত্র নিতে হবে প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে। ঠিকানা: Superintendent of Police, Check Post, Gangtok। যাবার জন্য গ্যাংটক থেকে মারুতি, জিপ বা ট্যাক্সি পাবেন। এছাড়া সিকিম পর্যটন দপ্তরের প্যাকেজ ট্যুরেও এখানে আসতে পারেন।

কনডাকটেড ট্যুর: গ্যাংটকে: Sikkim Tourist Information Centre (Ph: 22064) ,MG Road পরিচালিত ট্যুর— সকালে 10.00-12.30 পর্যন্ত প্রতিদিন ১১০ ভাড়ায় দেখুন সরকারি হস্তশিল্পালয়, ডিয়ার পার্ক, চোর্তেন, তিব্বতীয় গবেষণা কেন্দ্র, অর্কিড-উদ্যান এবং এনকে গুম্ফা। বিকেলে 13.00-17.30 পর্যন্ত প্রতিদিন ১৬০ ভাড়ায় অর্কিডোরিয়াম ও রুমটেক গুম্ফা (ধর্মচক্র কেন্দ্র)। মরসুমে 8.00-14.00 ঘুরিয়ে আনে ছাঙ্গু হ্রদ। ভাড়া ২২০।

অন্যান্য কিছু খবর

খাওয়া-দাওয়া: ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারের পাশেই আছে ব্লু-শিপ রেস্টুরেন্ট। এখানে চাইনিজ, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় খাবার-দাবার পাবেন। ভারতীয় আর তিব্বতী খাবার খেতে হলে আসুন মহাত্মা গান্ধি রোডে 'হাউস অফ ব্যাম্বু'তে। চীনা আর ভারতীয় খাবারের ব্যবস্থা আছে, ওই রাস্তাতেই 'কুকস্ ইন্'-এ। মদ্যপান নিষিদ্ধ নয়।

বিনোদন: সিনেমা দেখতে হলে তিনটি হলের যে কোনো একটিতে চলুন। নয়া বাজারে স্টার (Ph: 224038 & 224991), লাল মার্কেট রোডে দেনজং (Ph: 222991 & 222038) এবং বালওয়াখনিতে বজ্র (Ph: 225861)। সাধারণত তিনবার শো হয় 11.30, 14.30, 17,30। এছাড়া গ্যাংটকে হোয়াইট হলে আছে অফিসার্স ক্লাব।

ব্যাঙ্ক: স্টেট ব্যাঙ্ক অফ সিকিম (Ph: 222465), স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (Ph: 223824), সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক (Ph: 224235), ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক (Ph: 222464)।

হাসপাতাল—STNM Hospital (Ph: 222944)।

পুলিশ: 222033 /222022।

কেনাকাটা: প্রথাবদ্ধ হস্তশিল্পের ভাণ্ডার সিকিম।

লোকজীবন ও আধুনিক জীবনের নানা প্রতীকবাহী নানাসাইজের পশমি কার্পেট, থাঙ্কা, সিকিমি জামা-জুতো-টুপি, মেয়েদের ঢিলে জামা, কারুকার্যসমন্বিত রুপোর গয়না, উজ্জ্বল রঙিন কাঠের টেবিল 'চোকৎসে', বাঁশের তৈরি হাজার জিনিস এখানে কেনার মত। এসব জিনিস কেনার সেরা জায়গা 'গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর বিক্রয় কেন্দ্র। এটি সোম থেকে শনি 9.30-12.30 এবং 13.00-15.30 পর্যন্ত খোলা থাকে। এছাড়া মহাত্মা গান্ধি রোড, ওল্ড বাজার, নয়া বাজার এবং লাল মার্কেটে নানান দোকানপত্র আছে। স্টুডিও আছে নয়া বাজার ও মহাত্মা গান্ধি রোডে (স্টুডিও ওরিয়েন্ট)।

হরিয়ানা

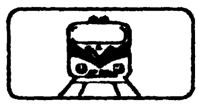
এক সময়ে হরিয়ানা ছিল পাঞ্জাবেরই অংশ। কিন্তু হিন্দি-ভাষী এলাকাকে বিচ্ছিন্ন করে 1 নভেম্বর 1966 যখন রাজ্যকে পুনর্গঠন করা হল— তখনই জন্ম নিল হরিয়ানা রাজ্য। ভারতের এই সপ্তদশতম রাজ্যটিকে লোকে দুধের দেশ বলেই জানে। কেউ বলে হরিয়ানা কথাটি এসেছে হরি যান বা বিষ্ণুমার্গ থেকে। অনেকে আবার হরিৎ বা সবুজ শব্দটির সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করেন। সত্যিই এখানের প্রায় শতকরা আশি ভাগ লোকই এই সবুজ উৎপাদনের কাজে ব্যাপৃত। 19টি জেলায় বিভক্ত রাজ্যটির আয়তন 44,212 বর্গকিমি। জেলাগুলির নাম : আম্বালা, কুরুক্ষেত্র, কার্নাল, জিন্দ, সোনিপথ, পানিপথ, রোহতাক, পাঁচকুলা, ফরিদাবাদ, গুরগাঁও, মহেন্দ্রগড়, ভিওয়ানি, হিসার, সিরসা, রেওয়ারি, কাইথাল, যমুনানগর, ফতেহাবাদ ও ঝজ্জর। লোকসংখ্যা 2 লক্ষের কিছু বেশি— 2,10,82,989 (2001)।

উত্তরে শিবালিক পাহাড় শ্রেণী, উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব, পশ্চিমে ও দক্ষিণে রাজস্থান ও থর মরুভূমি এবং পূর্বে যমুনা ও উত্তরপ্রদেশের চতুঃসীমায় অবস্থিত এই নতুন রাজ্যটির সাংস্কৃতিক ভিত্তি যথেষ্ট পুরনো। এখানেই একদা মহাভারত-খ্যাত যুদ্ধ হয়েছিল, আর্য সভ্যতার যথার্থ পত্তন ঘটেছিল। এখানেই উদ্গীত হয়েছিল গীতার মহান বাণী। এখানেই 606-এ তৎকালীন থানেশ্বর রাজ্যের রাজা পুষ্যভূতি বংশোদ্ভূত হর্ষবর্ধন রাজত্ব করে গেছেন। এখানেই সংঘটিত হয়েছিল পানিপথের ঐতিহাসিক যুদ্ধগুলি। এখানের সেচ প্রকল্পগুলি রাজ্যের ভাগ্যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনে দিয়েছে— ফলে ঘটে গেছে 'সবুজ বিপ্লব'। গড়ে উঠেছে পর্যটন শিল্পও। তারই টানে এখানে কিছু পর্যটক প্রতি বছরই আসেন। দিল্লি তো যেতে হয়ই, একবার হরিয়ানা ঘুরে আসবেন কিনা ভেবেই দেখুন না।

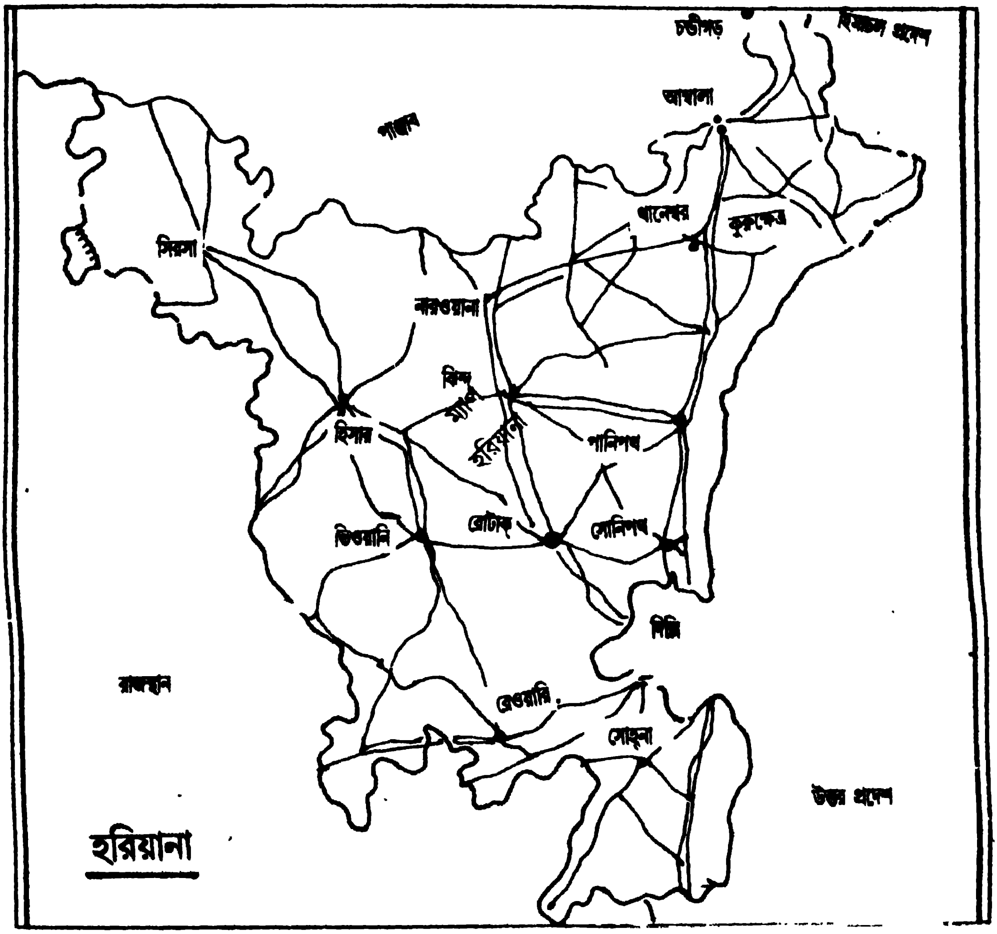
কখন বেড়াতে যাবেন : এই ছোট্ট রাজ্যে গ্রীষ্ম ও শীতে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হল 44°C ও 1.7°C। বোঝা যাচ্ছে প্রচণ্ড শীত পড়ে। গরমও মন্দ নয়। তাই বেড়াবার সেরা সময় হল সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, মার্চ-এপ্রিল, অক্টোবর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে। শীতকাল/বর্ষাকাল — দুটি সময়েই বৃষ্টি হয়।

কোথায় বেড়াবেন : চণ্ডীগড় : পাঞ্জাব অধ্যায় (পৃ ৪৩০) দেখুন। যাবার পথের অগ্রগতি দিল্লির দিক থেকে নির্দেশিত হয়েছে। কারণ দিল্লিতে থেকেই এখানে অনেকে বেড়ানো পছন্দ করেন। হরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত সূরযকুণ্ডের কথা আমরা দিল্লি অধ্যায়ে (পৃ ৩৪৫) আলোচনা করেছি। অনুগ্রহ করে সেখানে দেখুন।

পানিপথ



দিল্লি থেকে চণ্ডীগড় যাবার পথে 85 কিমি দূরে এই ঐতিহাসিক শহর। যাঁরা পিপলিতে রাত্রিবাসের পর পানিপথে আসবেন তাঁদের পথ অবশ্য কমে দাঁড়াবে 66 কিমি। এই সুযোগে দিল্লি থেকে পাঞ্জাব হরিয়ানার বিভিন্ন বড় জায়গায় ট্রেনে আসার সময়সূচি আপনাদের জানিয়ে দিই। দাদার-অমৃতসর এক্স 23.00 দাদার ছেড়ে নিউ দিল্লি পৌঁছয় 4.30, এর পরে পানিপথ 6.50, কারনাল 7.24, আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে 9.05, লুধিয়ানা 13.15, জলন্ধর ক্যান্টনমেন্ট 14.47, জলন্ধর সিটি 15.05 ও অমৃতসর পৌঁছে 16.50। এমনি 2925 পশ্চিম এক্স 11.35 মুম্বাই ছেড়ে দিল্লিতে পরদিন 10.35, পানিপথে 12.21, কারনাল 12.51, আম্বালা 14.15, লুধিয়ানা 16.45, জলন্ধর ক্যান্ট 19.10 ও অমৃতসরে পৌঁছয় 19.35। ট্রেন আসছে 17.35 পুনে ছেড়ে ঝিলম এক্স নিউ দিল্লিতে 21.15, পানিপথ 23.31, কারনাল 00.01, আম্বালা 1.55, লুধিয়ানা 4.25, জলন্ধর 6.05; টাটা ও মুরি ছেড়ে নিউ দিল্লিতে 20.15 আসছে হাতিয়া/টাটা-পাঠানকোট এক্স পানিপথে 22.23, কারনাল 23.04, আম্বালা 00.30, লুধিয়ানা 2.30, জলন্ধর 4.05, অমৃতসর 5.35 ও পাঠানকোট 8.50; হাওড়া-কালকা মেল 19.15 হাওড়া ছেড়ে দিল্লিতে 19.50, পানিপথে 00.26, কারনালে 0.55, আম্বালায় 2.30 ও কালকায় 5.00। এছাড়া পানিপথে ট্রেন আসছে হজরত নিজামুদ্দিন 5.05 ছেড়ে হিমালয়ান কুইন এক্স দিল্লিতে 6.00, পানিপথ 7.30; 23.20 ছেড়ে হিমাচল এক্স 00.58; 13.20 ছেড়ে দিল্লি-অমৃতসর এক্স 14.44; 14.30 ছেড়ে নিউ দিল্লি-ভাতিন্ডা এক্স 16.05; 21.10 ছেড়ে জম্মু মেল 22.51। ভিওয়ানিতে 4.20 ছেড়ে একতা এক্স পানিপথে 7.05; বারৌনিতে 13.30 ছেড়ে বারৌনি-অমৃতসর এক্স এখানে 13.00। নানা দিক থেকে



আরো ট্রেন এসব স্টেশনে আসছে।

একদা পাণ্ডবরা কৌরবদের কাছে যে পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেছিলেন পানিপথ ছিল তার একটি। কিন্তু পানিপথ বিখ্যাত হয়ে আছে ভারতের ভাগ্য নির্ধারণকারী তিনটি যুদ্ধের জন্যে। প্রথম যুদ্ধ হয় 1526 খ্রিস্টাব্দের 21 এপ্রিল ইব্রাহিম লোদির সঙ্গে কাবুলের অধিপতি বাবরের। বাবর বিজয়ী হয়ে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় 1556 খ্রিস্টাব্দের 5 নভেম্বর হিমু এবং আকবর-বৈরাম খাঁর সঙ্গে। হিমু নিহত হন। তৃতীয় যুদ্ধ হয় 14 জানুয়ারি 1761 আহমদ শাহ দুরানি ও মারাঠাদের মধ্যে। মারাঠারা পরাস্ত হওয়ায় তাদের ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা বিলীন হল।

আধুনিক পানিপথ অবশ্য দাঁড়িয়ে আছে যমুনা নদীর তীরবর্তী প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের স্তূপের উপর। এখানে দেখুন ইব্রাহিম লোদির কবর, ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ, শহরের প্রান্তে যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসেবে বাবর-নির্মিত কাবুলি বাগ মসজিদ এবং সায়র। কাছেই সোনিপথ-এ আছে বিশাল সাইকেল-কারখানা। আরো দেখুন আবু আলি কালান্দারের মাজার। থাকার জন্যে পাবেন হরিয়ানা ট্যুরিজম-এর Skylark Hotal Complex (Ph: 223579) ছাড়া PB, RH, PWD Bunglow।

কারনাল: দিল্লি থেকে 121.5 কিমি দূরে কারনাল শহরেও আছে নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এটি নাকি মহাভারতের কর্ণ স্থাপন করেছিলেন। 1763-তে এটি ঝিন্দের রাজা অধিকার করে নেন, তবে 1797-এ তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন আইরিশ অভিযাত্রী জর্জ টমাস। শেষ অবধি ব্রিটিশ অধিকারে এলে তাঁরা এখানে একটি সামরিক ছাউনি বসান। শহরটি এখন 12 ফুট (3.5 মিটার) উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এখানেই একদা নাদির শাহ সম্রাট মুহম্মদ শাহকে পরাস্ত করেছিলেন। এখানে

এসে ভাল লাগবে কারনাল লেকটি। নাম চক্রবর্তী লেক, মজার না? এখানে বেড়ানোর জন্যে নৌকোর ব্যবস্থা আছে। ভাসতে ভাসতে দেখুন যমুনা ক্যানেলের প্রচণ্ড বেগে ধাওয়া করা জলরাশি। যদি থাকতে চান লেকের পাড়ে ২২৫-৩০০ বিনিময়ে Ushana Tourist Complex ও Oasis মোটেলের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে অমরাবতীর সুখ আস্বাদন করুন।

কুরুক্ষেত্র

দিল্লি থেকে 158 কিমি, চণ্ডীগড় থেকে 44 কিমি আর আম্বালা থেকে 48 কিমি দূরে কুরুক্ষেত্র হল হরিয়ানার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র। এখানেই সংগঠিত হয়েছিল মহাভারতের সেই আঠারদিনব্যাপী কুরু-পাণ্ডবের ভয়াবহ যুদ্ধ। এখানেই উদ্গীত হয়েছিল কৃষ্ণমুখে সেই পবিত্র গীতার বাণী। পুরাণে বলে এটিই নাকি ব্রহ্মার বাসস্থান ছিল।

দিল্লি কারনাল অমৃতসর রেলপথে কুরুক্ষেত্র একটি ব্যস্ত জংশন স্টেশন। দিল্লি থেকে জম্মু মেল, হিমালয়ান কুইন, একতা এক্স, দিল্লি-অমৃতসর এক্স, ভাতিণ্ডা এক্স প্রভৃতি ট্রেন 2 ঘণ্টার কিছু বেশি সময় নিয়ে এখানে আসছে। দাদার থেকে আসছে দাদার-অমৃতসর 22.45 ছেড়ে 8.10; হাওড়ায় 19.15 ছেড়ে কালকা মেল 1.27; পুনেতে 17.35 ছেড়ে ঝিলম এক্স 00.40 কুরুক্ষেত্র হয়ে আম্বালা/জলন্ধর/ অমৃতসর হয়ে জম্মু-তাওয়াই যাচ্ছে। এছাড়া দিল্লি থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসছে 5 ঘণ্টায়। সূর্যগ্রহণের সময় এখানে এত ভিড় হয় যে বিশেষ ট্রেন চালাতে হয়। হরিয়ানা রোডওয়েজের বাস আসছে এখানে কারনাল, হরিদ্বার হয়ে। শহরে ঘোরার জন্যে পাবেন টাঙা আর সাইকেল রিক্সা। পিপলি-জ্যোতিসরের মধ্যে বাসও চলছে।

এখানে উঠতে পারেন পিপলিতে হরিয়ানা ট্যুরিজমের Neelkanthi Krishna Dham (Ph: 231615)-এ। এই যাত্রীনিবাসটিতে DAB ২৫০, DAC ৪৫০ আর ডর্মি মাথাপিছু ৬০ করে। থাকতে পারেন 5 কিমি দূরে পিপলিতে জাতীয় সড়কের ওপরে হরিয়ানা ট্যুরিজমের Parakeet Motel (Ph: 230250) DAC ৩০০-৩৭৫। পিপলির PWD RH (রিজা: EE and R Ambala), জ্যোতিসরের Canal RH (রিজা: EE,B Irrigation Kaithal)। বিড়লা মন্দির ও গৌড়ীয় মঠের GH ছাড়া বিড়লা ধরমশালা (বিনা খরচে এক সপ্তাহ থাকা যায় S, D, বা ডর্মিতে), রেল স্টেশনের কাছে আগরওয়ালা ধরমশালা (ডর্মি) বা ভারত সেবা শরণ ধরমশালায় অথবা কুরুক্ষেত্র সরোবরের কাছে কালী কমলীওয়ালা ধরমশালায়। না থাকলেও চলে— সিমলা বা চণ্ডীগড় থেকে এসে দেখে ঘুরে যেতে পারেন।

এখানে ঘুরে ঘুরে দেখুন সর্বেশ্বর, স্থানীশ্বর, সীতামাঈ, লক্ষ্মীনারায়ণ বা বিড়লা মন্দির। দেখুন অর্জুনকে কৃষ্ণ যেখানে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন সেই জ্যোতিসর মন্দির ও পুষ্করিণী স্থল। একটু দূরে (4 কিমি) বাণগঙ্গায় দেখে আসুন শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যেখানে অর্জুন বাণ দিয়ে পাতাল থেকে জল তুলে এনেছিলেন। এই জলাশয়ের তীরে অনেকগুলি মন্দির আছে। 12 কিমি পরিধির মধ্যে থাকা 965টি তীর্থ কি আপনি ঘুরে দেখে উঠতে পারবেন? তবে সূর্যগ্রহণের সময় এখানে এলে পাঁচলক্ষ লোকের বিশাল উৎসব দেখবেন। কাছের ভীষ্ম কুণ্ডটি যেমন দেখবেন, তেমনি দেখতে ভুলবেন না কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়টি, সিদ্ধ বাটি সাহেব গুরুদ্বার, গীতাভবন।

3 কিমি দূরের তীর্থস্থান থানেশ্বরেও একটু ঘুরে আসুন না। এই প্রাচীন শহরটি একদা গজনির মামুদ ধ্বংস করেছিলেন। এখানেই পরাজিত হয়েছিলেন পৃথ্বীরাজ। এটিই ছিল একদা রাজা হর্ষবর্ধনের রাজধানী। কাছেই পেহোয়াতে গিয়ে স্নান করলেই নাকি সব পাপ মুক্তি ঘটে।

বাদখাল : দিল্লি থেকে 32 কিমি আর ফরিদাবাদ রেল স্টেশন থেকে রিক্সায় মাত্র 4 কিমি দূরে চলুন এই নামের লেকে গিয়ে একটু নৌকোবিহার করে আসি। যদি হাতে সময় আর রসদপত্র নিয়ে আসেন, সেরে নিন না দুপুরের চড়ুইভাতি। আগে থেকে অনুমতি নিয়ে আসেন যদি তবে এখানে মাছ ধরে চড়ুইভাতিকে জমিয়ে তুলুন। এমনকি মাছ ধরার ছিপ-টিপও পেয়ে যাবেন এখানে সামান্য ভাড়ার বিনিময়ে। 127 একর জোড়া পাথর আর গাছপালায় ঘেরা এই লেকের বাঁধের উপর হেঁটে বেড়ালেও মনে হবে এ যেন আপনারই রাজত্বি। পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে লেকের জলে শীতের আগমন ও বিদায়ের লগ্নকাল ধরে। দেবমন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আধ্যাত্মিক শান্তি প্রার্থনা করুন।

যদি আসতেই চান তবে ট্রেনে এলে দিল্লির দিক থেকে এসে ফরিদাবাদ স্টেশনে নামুন। সড়কপথে এলে দিল্লির কাশ্মীরী গেটে 42 নং বাস সার্ভিসে উঠুন— 20 মিনিট অন্তর বাস ছাড়ছে ফরিদাবাদের উদ্দেশে। ট্যাক্সিও

মিলবে। আসার ঠিক সময় অক্টোবর থেকে মার্চ। এসে ফরিদাবাদের Holiday Inn হোটেল বা Canal RH-এ উঠুন (রিজা : E.E., West Jamuna Canal, Gurgaon Canal, Faridabad); বাদখাল লেকের পাশেই আছে Badkhal Lake Tourist Complex ও ৪টি Camper's Hut। তারপর উট বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়ান।

বনে বেড়াতে চান? চলুন তবে **কলেশ্বর ফরেস্টে**। হিমালয়ের পাদদেশে শিকার আর বেড়ানোর জন্যে এমন বনের আর জুড়ি নেই। গ্রামটির পাশ দিয়ে বেগে বয়ে চলেছে যমুনা নদী। যদি হাতে সময় থাকে কয়েকটি দিন আম্বালা জেলার বিখ্যাত তাজেওয়ালা ক্যানাল প্রকল্পের মাত্র 5.6 কিমি দূরে ছাচরৌলি-পাওনটা সড়কের পাশের এই বনভূমিতে কাটিয়ে যান। দিল্লি থেকে ট্রেনে বা বাসে (পিপলি হয়ে) যমুনানগরে এসে আবার বাস ধরে কলেশ্বর-আসা সহজ। ঘণ্টা চারেক সময় নেবে 240 কিমি এই দূরত্বটুকু পাড়ি দিতে। বনে আছে সম্বর, চিতল হরিণ, বন্যশূকর, ময়ূর, কাকাতুয়া ইত্যাদি। চিতাবাঘ কদাচিৎ দেখা যায়। শিকারের জন্য ঢালাও ব্যবস্থা আছে। DFO, আম্বালার তত্ত্বাবধানে FRH, দাদুপুরের প: যমুনা ক্যানেলের EE-র তত্ত্বাবধানে আছে হাতনিকুণ্ড Canal RH (চৌকিদার রান্না করে দেবে)। দিল্লির 36 জনপথের চন্দ্রলোকে হরিয়ানা সরকারের পর্যটন বিভাগেও যোগাযোগ করলে এখানে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর আছে ঐ EE-র তত্ত্বাবধানে তিন প্রস্থ ঘর Tajewala RH, দুপ্রস্থ ঘর Canal RH-এ।

এই সুযোগে **ফরিদাবাদের** কথাও জেনে নিন। এটি হল দিল্লির 30 কিমি দূরে একটি রেল স্টেশন ও শিল্পনগরী। দেশবিভাগের পর পাকিস্তানাগত বহু লোক এখানে বসতি স্থাপন করেন। বস্ত্র, হোসিয়ারি, কাগজ, জুতা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈদ্যুতিক নানান ধরনের শিল্প এখানে গড়ে উঠেছে। থাকার জন্যে অনেক হোটেলের মধ্যে হরিয়ানা পর্যটনের Tourist Complex, Holiday Inn, RH, DB, ধরমশালা প্রচুর আছে। আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধাই এখানে আছে।

আম্বালা জেলার জগাধরি থেকে 18 কিমি উত্তরে গোপালমোচনের সরোবরের তীরে খুঁড়ে আবিষ্কৃত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও দেবতার সুন্দর মূর্তি দেখে কাছের ঋণমোচনের সরোবর দেখলে খুব ভাল লাগবে। যদি কার্তিক মাসে আসেন তবে এখানে মেলা দেখতে পাবেন সংক্রান্তিতে। মণিমজরার কাছে মনসাদেবী মন্দিরের চৈত্র সংক্রান্তির বিশাল উৎসবের সময়েও যেতে পারেন।

আম্বালা

দিল্লি থেকে 218 কিমি এবং চণ্ডীগড় থেকে 47 কিমি দূরে এই শিল্পশহরেই নাকি একদা আর্যদের প্রথম বসতি স্থাপিত হয়েছিল। এখানে ট্রেনে, বিমানে বা সড়কপথে আসা যায়। কলকাতার যাত্রীরা পূর্বা এক্স, কালকা মেল বা হিমগিরি এক্স ধরে সোজা এখানে আসতে পারেন। সিমলা থেকেও বাস আসে। এখানেও রয়েছে আধুনিক শহরের সব সুবিধে— প্যাগেট পার্ক, ব্যাঙ্ক, ক্লাব (শিরহিন্দ ক্লাব) রেস কোর্স, সিনেমা। থাকার জন্যে সিসিল আর প্যারী হোটেলের মত বেশ কিছু ভাল হোটেল। ভাল DB-ও আছে একটি। দেখার মত আছে **ক্যান্টনমেন্ট চার্চ** ছাড়া সুখ্যাত শিখ **গুরুদ্বার মনজি সাহিব**। এমনি আরো একটি শিখ তীর্থস্থান আম্বালা জেলার রোপার শহরের কাছে কোটলা নিহাং ও চমকৌর। মোগলদের ভয়ে আনন্দপুর (দ্র. পাঞ্জাব) থেকে গুরু গোবিন্দ সিং যখন কোটলা নিহাং-এ পাঠানদের কাছে আশ্রয়ভিক্ষা করেন, কথিত আছে তখন তারা পরিহাস করে তাঁকে একটি চুনের জ্বলন্ত ভাঁটা দেখিয়ে দেয়। গুরু সেখানেই সোজা গিয়ে ঢুকলে আগুন নাকি তখনি নিভে যায়। এখান থেকেই তিনি যান চমকৌরে। তাতেই এত বেশি গুরুদ্বার এই অঞ্চলে। আর রোপার শহরে বন্ধুত্ব ঘটেছিল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সঙ্গে মহারাজ রণজিৎ সিংহের 1831-এ।

সোনা পাহাড় : দিল্লি থেকে দিল্লি-আলোয়ার সড়কপথে 56 কিমি দূরে এই পাহাড়ের পাশের নদীর চরে একদা বালুকণার সঙ্গে মিশে থাকত সোনা। এখানে একটি চমৎকার ঝরনার গন্ধক মেশানো জলে চর্মরোগ নিরাময়ের শক্তি আছে। পাহাড়ে উঠে কখনো দেখুন ময়ূরের নাচ, কখনো দেখুন নীচের আর চারপাশের নৈসর্গিক দৃশ্য।

বেড়াবার আদর্শ এই জায়গাটিতে থাকার জন্য হরিয়ানা ট্যুরিজম Tourist Complex গড়ে তুলেছেন (২৫০-৪০০), আছে Camper's Hut-এ দুই ঘরের Family Hut বা 4 শয্যার ডর্মি (১০০-১৫০)।

সুলতানপুর পাখিরালয়

দিল্লি থেকে গুরগাঁও-ফারাখনগর পথে 46 কিমি দূরে 400 একর জুড়ে গড়ে ওঠা পক্ষিনিবাস-এ একবার অবশ্য

ঘুরে আসুন। ট্রেনে এলে জলন্ধর-ফিরোজপুর শাখা লাইনের সুলতানপুর স্টেশনে নেমে ঘন্টা দেড়েকের পথ পার হয়ে। শীতে উড়ে আসছে নানা জাতের পরিযায়ী পাখি— হাঁস, রাডিশেল হাঁস, ম্যালার্ড, পোচার্ড, শোভেলার্স, নানান জাতের টিল, গ্যাডোয়াল, ফ্লেমিঙ্গো ইত্যাদি। আরো দেখবেন চিত্রিত সারস, স্পুন-বিল, সাদা আইরিস্ ইত্যাদি। যাঁরা পাখি দেখতে চান তাঁরা দেখার জন্যে এখানে বাইনোকুলার এমনকি পাখির পরিচয় জানার জন্যে লাইব্রেরি পর্যন্ত পাবেন। আছে মিউজিয়াম এবং পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ও গ্যালারি।

এখানে থাকার জন্যে পাবেন Rossy Pelican Tourist Complex (৩০০-৪৫০) ও লেকের পাড়ে Camper's Hut (৮০-২৫০)।

হরিয়ানা এসে আরো ঘুরে বেড়াতে পাবেন দিল্লির 37 কিমি দূরে বল্লভগড়ের হ্রদে। মাছ ধরার দারুণ সুযোগ। থাকার জন্যে আছে RH। ঘুরতে পারেন হিসারের 56 কিমি ও দিল্লির 124 কিমি দূরের বস্ত্রশিল্পের শহর ভিওয়ানিতে। এখানে এলে Hoopoe রেস্তোরাঁয় খেতে ভুলবেন না। দিল্লি থেকে মাত্র 31 কিমি দূরের গুরগাঁও স্থানটি নাকি একদা পাণ্ডবভ্রাতা যুধিষ্ঠির গুরু দ্রোণাচার্যকে দান করেছিলেন। তাঁর নামে একটি সরোবর এখনো আছে। এর পাড়েই নাকি দ্রোণাচার্য কুরু-পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা দিতেন।

শের শাহ্ জন্মেছিলেন যে হিসারে সেখানে আসুন দিল্লি থেকে 164 কিমি দূরে। এটি স্থাপন করেছিলেন ফিরোজ শাহ্ তুঘলক। এখানে এসে দেখুন জামা মসজিদ, ফিরোজ শাহের প্রাসাদ, দুর্গের বাইরের গ্রীষ্মনিবাস, বাহ্লল শাহের মসজিদ, চালিস হাফিজের কবর, অশোকস্তম্ভ, এমনকি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টিও। হরিয়ানা পর্যটন বিভাগ পর্যটকদের থাকার জন্যে Flamingo Tourist Complex (Ph: 222602) নির্মাণ করে দিয়েছে। শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে চাইলে দিল্লি থেকে আগ্রা আসার পথে 92 কিমি পাড়ি দিয়ে হোডাল-এ আসুন। থাকার জন্যে Dabchik Tourist Complex আছে। এখান থেকে আগ্রা বেড়াতে গেলে খুব সুবিধে— ভিড় এড়াতে পারবেন। দিল্লির 58 কিমি আর রোহ্‌তাকের 34 কিমি দূরে হাজার বছরের পুরনো শহর ঝজ্জরে যদি আসেন তবে মিউজিয়াম, গুরুকুল, নবাব আবদুল রহমান খানের প্রাসাদ নবাব মহল দেখে অবশ্যই দেখে নেবেন নবাব যেখানে স্নান করতেন সেই 'জংলো জোহাদ' পুষ্করিণীটি। পাহাড়ে ওঠার কথা তেমন করে বলিনি এক সোনা পাহাড় ছাড়া। তাই বলি দিল্লির 260 কিমি আর চণ্ডীগড়ের 60 কিমি দূরের মর্ণি পাহাড়ের 1,220 মিটার উচ্চতায় এসে উঠুন নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মধ্যে। থাকার জন্য PWD RH এবং FRH— দিল্লির হরিয়ানা ট্যুরিজম থেকে রিজার্ভেশন করে আসতে পারবেন। ঠিকানা চন্দ্রলোক, 36 জনপথ। দিল্লির 72 কিমি দূরে রোহ্‌তাকে যাবার যদি সুযোগ হয় তবে (যদি কুস্তিগীর হন, তবে তো এখানে যাবেনই, এটা তাঁদের তীর্থক্ষেত্র) এখানে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের যৌধেয় সাধারণতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাবেন। থাকার জন্যে পর্যটন বিভাগ Myna Tourist Complex এবং Tilyar Tourist Complex গড়ে দিয়েছেন।

পিঞ্জোর উদ্যান

চণ্ডীগড় থেকে 20 আর কালকা থেকে প্রায় 12 কিমি দূরে এইখানে রয়েছে 17 শতকের বিখ্যাত এক মোগল উদ্যান। এটির পরিকল্পনা করেছিলেন সম্রাট ঔরংজীবের প্রধান স্থপতি নবাব ফিদাই খান। বাস আসছে চণ্ডীগড়ের 17 সেক্টর আর কালকা রেল স্টেশন থেকে সোজা। এখনো এসে এই সাত-ধাপে গড়ে ওঠা বাগানের সৌন্দর্য দেখুন, ধাপে ধাপে ঝরনার সৌন্দর্যের কাছে আত্মসমর্পণ করুন। আস্বাদ করুন হারিয়ে যাওয়া রাজকীয় বিলাস আর আরামের উপকরণ এতদিন পরেও। শিশমহল-রঙমহল-জলমহলের রহস্য হয়ত এখানে আপনার কানে কানে কথা কইবে। এখন অবশ্য বাগানের নাম বদলে হয়েছে যাদবেন্দ্র গার্ডেন। ইনি ছিলেন একদা পাতিয়ালার মহারাজ। ইনিই উদ্যানটির পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে এনেছেন। বাগানেই রয়েছে ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স, ক্যাম্পারস্ হাট। থাকতে পারেন বেগমমহলের Pleasure Resort-এ ২৭৫-৫০০ বিনিময়ে; আছে Hotel Yadavindra Gardens, 22 নং জাতীয় সড়কে উদ্যানের কাছেই। ঘুরে ঘুরে দেখুন মিনি চিড়িয়াখানা, ভীম দেবীর মন্দিরের ভাস্কর্য। একটু দূরে গেলে দেখতে পাবেন নলগড়-শিবালিক পাহাড়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের খুঁড়ে-তোলা নিদর্শন। PRO-র কাছে অনুমতি নিয়ে দেখুন H M T-র বিখ্যাত কারখানাটি এমনকি সুরজপুরের ভূপেন্দ্র সিমেন্ট কারখানাটি।

চণ্ডীগড় : 'পাঞ্জাব' অংশে দেখুন।

হিমাচল প্রদেশ

চলুন আমরা চলে যাই 2,000 বছর পিছনের হিমারণ্যে— হিমাচল প্রদেশে। তখন অবশ্য এই নাম ছিল না কিন্তু এই বরফ, পাহাড়, ফুলের দেশের একটা প্রাচীন ইতিহাস রয়ে গেছে। গ্রীষ্মের দাবদাহ যখন আপনাকে হিমাচলের কোলে আশ্রয় নেবার জন্য তাড়না করবে তখন আপনি এখানে এসে বহু যুগের ওপারের নানা কাহিনী শুনে অবাক হয়ে যাবেন। এই হিমাচলের কোলে কাটিয়ে গেছেন 12 বছর বনবাসের অনেকখানি সময় দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবরা। এখানেই মধ্যমপাণ্ডব ভীম বিয়ে করেছিলেন রাক্ষসী হিড়িম্বাকে। এখানেই একদা পাণ্ডবরা ধানের চাষ পর্যন্ত করেছিলেন।

পাহাড়ের এত নিবিড় আহ্বান ভারত ছাড়া অন্য কোন দেশে আছে, আমি জানি না। বরফের পটভূমিকায় এমন ফার-পাইনের সবুজ বনানীই-বা কোথায় হাতছানি দেয়। লেকের আয়নায় কত ছবি নিত্যই কত স্বপ্ন বুনে চলেছে। শান্তি আর স্বস্তি, উচ্ছলতা আর জীবন, দেবতা আর মানুষ এখানে একাত্ম হয়ে যায়। যাঁরা প্রকৃতিপ্রেমিক তাঁরা রোহ্টাং-এর মাড়ি, লাহুলের শিও, মানালির ধাণ্টি অঞ্চলের জুন-সেপ্টেম্বরে ফুটে ওঠা আলপাইন পুষ্পসম্ভারে হারিয়ে যান, ডুবে যান স্যাক্সিফ্রাগা, কোবরা-প্ল্যান্ট, অ্যাস্টার, প্রিমুলা আর বুনো গোলাপের সৌন্দর্যে। ওক, দেবদারু, রডোডেনড্রন, শাল, চির, বাঁশের বনে হারিয়ে যাবার এখানে কোনো মানা নেই। তারই মধ্যে হয়ত দেখা হয়ে যাবে হিমালয়ান থার, ভারাল, ব্রাউন বিয়ার, কস্তুরী মৃগ, কালো ভালুক, চিতা আর নানান জাতের পাখির সঙ্গে। গভীর পরিচয় হয়ে যাবে হয়ত কোনো মাণ্ড মেয়ের সঙ্গে, গদ্দি পুরুষের সঙ্গে। হয়ত তাঁদের শৈব-শাক্ত-বৌদ্ধ ধর্মাচরণের কোনোটি আপনার ভাল লেগে যেতে পারে। কুল্লু নাচ-ওয়ালা-ওয়ালীরা হয়ত আপনার সময় নেবে চুরি করে। তাদের পাট্টু পোশাক পরবার জন্য মনে জাগতে পারে বাসনা, কিনে আনতে পারেন স্মারক চিহ্ন হিসেবে তাদের টুপি কি পাগড়ি।

এ হেন হিমাচল (উত্তর-পশ্চিমে 30°৩-33°৩ উত্তর এবং 75°৪ পূর্ব থেকে পূর্ব অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত) প্রদেশের আয়তন 55,673 বর্গকিমি। পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চল থেকে 21টি দেশীয় রাজ্য নিয়ে হিমাচল প্রদেশ গঠিত হয় 1948-এর 15 এপ্রিল। এর সঙ্গে বিলাসপুর যুক্ত হয় 1954-র 1 জুলাই। নানা সময়ে নানান রদবদলের পর 25 জানুয়ারি 1971 হিমাচল প্রদেশ রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। 1972-73 সালে রাজ্যটিকে 12টি জেলায় ভাগ করা হয়। জেলাগুলি হল: বিলাসপুর, চাম্বা, হামিরপুর, কাংড়া, কিন্নর, কুল্লু, লাহুল ও স্পিতি, মাণ্ডি, সিমলা, সিরমুর, সোলান ও উনা। রাজধানী সিমলা। লোকসংখ্যা প্রায় 61 লক্ষ— 60,77,248 (2001)। এ রাজ্যে প্রথম দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হয় 1963-তে। এখানের গ্রামে দেখতে পাওয়া যায় প্রধান দুটি শ্রেণী— উচ্চবংশের ক্ষত্রিয় ও হরিজন কোলি সম্প্রদায়। পুরুষরা এখানে তুলনামূলক ভাবে অলস, স্ত্রীজাতিই সংসার পালন করেন। ইরাবতী, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, শতদ্রুর জন্মভূমি হিমাচলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোনো তুলনা হয় না। চলুন, এই প্রদেশের প্রধান দর্শনীয় স্থানগুলিতে আপনাদের নিয়ে যাই।

কোথায় যাবেন : হিমাচল প্রদেশে যাবার জায়গা অনেক। তারই মধ্যে বেছে নিয়েছি সিমলা, ধরমশালা, ডালহৌসি, কসৌলি, কুল্লু, মানালি, চাম্বা, কেইলং, পালামপুর, কাংড়া, মাণ্ডি, জ্বালামুখী, মণিমহেশ, কল্পা, ত্রিলোকনাথ, নৈনীদেবী, পাওনটাসাহেব, ভারমৌর, মণিকরণ, তপ্তপানি এবং আরো কিছু স্থান। সবগুলো যদি

12 দিনে হিমাচল প্রদেশ ভ্রমণ

১ম দিন : কালকা মেলে উঠুন হাওড়ায়। সময় সন্ধে 19.40।
২য় দিন : ট্রেনেই কাটান।
৩য় দিন : ভোর 5.00টায় কালকায় পৌঁছে যান। এবার উঠুন বাসে বা ট্রেনে পুনশ্চ সিমলার উদ্দেশে। সন্ধেবেলায় সিমলার ম্যালে পৌঁছে জিরিয়ে নিন রাতটা।
৪র্থ দিন : ঘুরুন সিমলা আর তার আশেপাশে।
৫ম দিন : এটিও সিমলার জন্যে রাখুন।
৬ষ্ঠ দিন : ভোরবেলাতেই বের হন মানালির উদ্দেশে। সন্ধেবেলা সেখানের ট্যুরিস্ট লজে। কুল্লুও ঘুরুন।
৭ম দিন : মানালি ভ্রমণ। কুল্লুও।
৮ম দিন : গোটা দিনটা রোটাং পাসে কাটান।
৯ম দিন : মানালি পুনশ্চ।
১০ম দিন : কালকার দিকে মুখ ফেরান।
১১শ দিন : 23.45 ছেড়ে ট্রেন ছুটছে হাওড়ার দিকে।
১২শ দিন : ট্রেন পৌঁছল হাওড়ায় সকাল 6.45-এ।

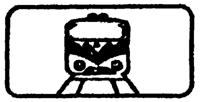
বেড়াতে চান— একমাসের সময় অন্তত হাতে নিয়ে আসুন। আর প্যাকেজ ট্যুরে গেলে অন্তত এক পক্ষ।

কখন যাবেন : হিমাচল প্রদেশে গ্রীষ্মে তাপমাত্রা থাকে 33°C থেকে 14°C আর শীতে সর্বোচ্চ 15°C, তা মাঝে মাঝেই 0°-তে নেমে যায়। গরমে হালকা পশমি এবং শীতে ভারী পশমি পোশাক লাগে। অতএব বেড়াতে হলে এপ্রিল থেকে জুনই ভাল। তবে তুষারের সৌন্দর্যও যদি দেখতে চান তবে পুজোর ছুটি মানে সেপ্টেম্বরেও আসতে পারেন। সেটাই ভাল সময়।

সিমলা

সত্যি কথা বলতে কি হিমাচল প্রদেশের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এই সিমলা। এটি এই প্রদেশের রাজধানী এবং জেলার প্রধান শহর। 18.13 বর্গকিমি আয়তনের এই শহরে বরফ পড়ে শীতকালে। 1815 খ্রিস্টাব্দে নেপাল যুদ্ধে ব্রিটিশকে সাহায্য করার জন্য সিমলা নামের ছোট্ট গ্রামটিকে জিন্দ রানার কাছ থেকে নিয়ে পাতিয়ালার রাজাকে দেওয়া হয়। 1824-এ এখানে পাঞ্জাব সরকার বসাল গ্রীষ্মাবাস। তার দু-বছর আগেই মেজর কেনেডি, এক তরুণ ব্রিটিশ অফিসার, এখানে প্রথম স্থায়ী বাসগৃহটি— কেনেডি হাউস— নির্মাণ করেছিলেন। প্রথম যে গভর্নর-জেনারেল এখানে আসেন তিনি লর্ড আমহার্স্ট (1827)। 1864 থেকেই এটি সরকারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানীতে পরিণত হয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে, এটিই সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শৈল শহর— প্রায় 12 কিমি পার্বত্য উপত্যকা ছড়িয়ে এর অবস্থান।

সিমলা নামটি অবশ্য একটি কিংবদন্তির সৃষ্টি করেছে। দেবী কালীর এখানের পরিচিতি ছিল 'শ্যামলা' নামে। কালীর একটি ছোট্ট মন্দির এককালে ছিল জাকো পাহাড়ের রথনি দুর্গের খুব কাছে। গ্রামের লোকজনরা এই মন্দিরে দেবীর একটি কাষ্ঠনির্মিত মূর্তি পূজা করতেন। ব্রিটিশদের আগমনের সময়ে মূর্তিটিকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটি কাঠের কাঠামোর মন্দিরে রাখা হয়। পরে জয়পুরী মার্বেলপাথর দিয়ে একটি মূর্তি নির্মিত হলে কাঠের মূর্তি অপসারিত হয়। এটি ছিল এখনকার কালীবাড়ি অঞ্চলেই। এখানের গ্রামগুলির নাম থেকেও অবশ্য ধারণা করা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই এখানের অধিবাসীরা শক্তিপূজায় অনুগত ছিলেন। 18 বর্গকিমি আয়তন আর 5 লক্ষাধিক অধিবাসীর এই শহর 2,206 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। গ্রীষ্মে, শরতে এখানে আসার নেই মানা।

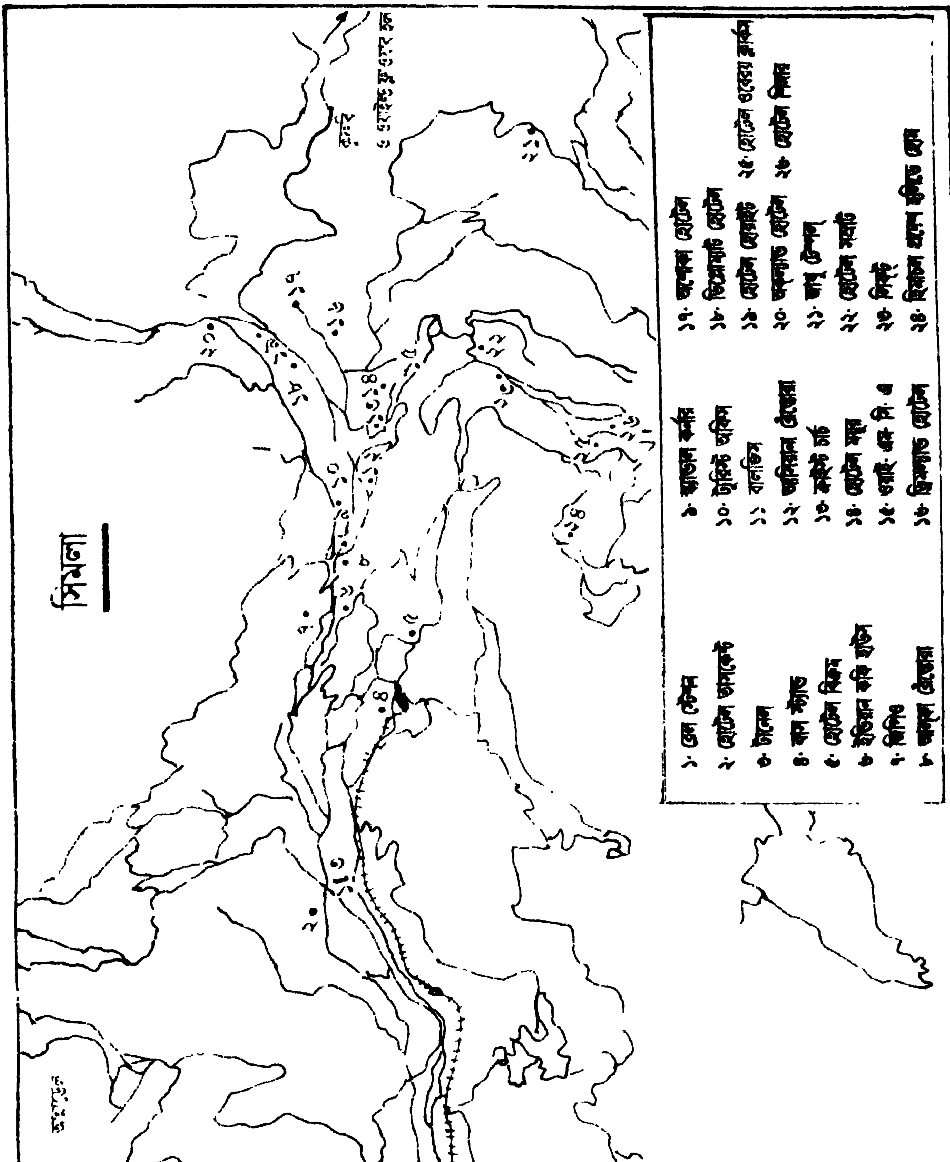


কেমন করে আসবেন : বিমান: সিমলার বিমানবন্দরের নাম হল জাব্বারহাট্টি। মূল শহর থেকে 23 কিমি দূরে। দিল্লি এবং চণ্ডীগড় থেকে বিমান প্রতিদিন এখানে আসছে। কাজেই বিমানে এলে নামুন এখানের বিমানবন্দরে। বিমান আসছে দিল্লি, মুম্বাই, চণ্ডীগড় প্রভৃতি শহর থেকে। চণ্ডীগড় বিমানবন্দর এখান থেকে প্রায় 120 কিমি দূরে। এখান থেকে ট্যাক্সি বা বাসে আসুন সিমলা।

রেল : ট্রেনে যাওয়াটা নিন্দের নয়। কলকাতা বা আশপাশ থেকে গেলে তো বলব কালকা মেলে (2311 আপ, 2312 ডাউন) চড়ুন। অথবা পরে বলা যে কোনো ট্রেনে কালকা স্টেশনে এসে নামুন। কালকা থেকে ট্রেনপথে সিমলার দূরত্ব 96 কিলোমিটার। সময় নেয় 5 ঘণ্টার কাছাকাছি। এখান থেকে সিমলার উদ্দেশে ট্রেন ছাড়ছে 241 শিবালিক এক্সপ্রেস 5.30-এ, বারোগ 7.30 হয়ে সিমলা 10.15। 251 কালকা-সিমলা মেল 6.30-এ ছেড়ে বারোগ 8.40, সোলন 9.02 হয়ে সিমলা 11.55। 255 কালকা-সিমলা এক্সপ্রেস 12.10-এ ছেড়ে সিমলা 17.20। 1K.S. কালকা-সিমলা এক্সপ্রেস 4.00-টেয় ছেড়ে 9.20-তে পৌঁছচ্ছে।

এখন কালকায় আসার ট্রেনের কথা বলি। কালকা মেল 19.40 হাওড়া ছেড়ে দিল্লি পৌঁছয় পরের দিন 19.50। এখান থেকে কালকার উদ্দেশে গাড়ি ছাড়ছে রাত্রি 22.50 মিনিটে রাত 3.25-এ চণ্ডীগড় ছুঁয়ে। কালকা পৌঁছয় ভোর 5.00। আর পাবেন 4095 'হিমালয়ান কুইন' সুপার ফাস্ট ট্রেন হজরত নিজামুদ্দিন থেকে 5.05-এ; কালকায় পৌঁছয় 11.20; 17.15-য় শতাব্দী এক্স (2005) নয়াদিল্লি ছেড়ে আম্বালা, চণ্ডীগড় হয়ে কালকা পৌঁছচ্ছে 21.15-য়। নিউ দিল্লি থেকে 2011/2037 শতাব্দী এক্সপ্রেস (শনি, রবি বাদ) 7.40 ছেড়ে কালকা পৌঁছয় 12.00-টা। কালকা থেকে ফেরে (শনি, রবি বাদ) 17.30 ছেড়ে নিউ দিল্লি 21.40-এ।

এই ট্রেনে করে সিমলা আসার জন্যে কালকা ছাড়া আর একটা বড় স্টেশনে নামা বেছে নিতে পারেন— আম্বালা। এখানে অনেকগুলো ট্রেন আসছে। আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট-এ প্রতিদিন 3151 UP জম্মু-তাওয়াই 11.45-এ শিয়ালদহ ছেড়ে ধানবাদ, দেহরি-অন-শোন, মুগলসরাই, বারাণসী, লখনৌ, মোরাদাবাদ, লাকসার হয়ে আসছে, এক রাত্রি ট্রেনে কাটিয়ে পরের রাত্রি 23.30। 3005 UP অমৃতসর মেল 20.00 হাওড়া ছেড়ে 3.55, 3307 UP ধানবাদ-ফিরোজপুর এক্স 22.40 ধানবাদ ছেড়ে 2.30, 3049 UP অমৃতসর এক্স 13.15 হাওড়া

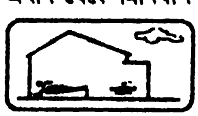

সিমলা
মিউজিয়াম
হোটেল সেসিল
কালকা, চণ্ডীগড় ও দিল্লী
১· রেল স্টেশন
২· হোটেল তাসকেন্ট
৩· টানেল
৪· বাস স্ট্যান্ড
৫· হোটেল বিক্রম
৬· ইন্ডিয়ান কফি হাউস
৭· জিপিও
৮· আল্‌ফা রেস্তোরা
৯· স্ক্যান্ডাল কর্নার
১০· টুরিস্ট অফিস
১১ বালজিস
১২· আসিয়ানা রেস্তোরা
১৩· ক্রাইস্ট চার্চ
১৪· হোটেল ময়ূর
১৫· ওয়াই· এম· সি· এ
১৬· ড্রিমল্যান্ড হোটেল
১৭· অশোকা হোটেল
১৮· ডিপ্লোম্যাট হোটেল
১৯· হোটেল হোয়াইট
২০· অকল্যান্ড হোটেল
২১· জাখু টেম্পল্‌
২২· হোটেল সম্রাট
২৩· লিফ্‌ট
২৪· হিমাচল প্রদেশ হলিডে হোম
২৫· হোটেল ওবেরয় ক্লার্কস
২৬· হোটেল শিলার

ছেড়ে দ্বিতীয় রাত 3.35-এ একই রুট ধরে। এছাড়া হাওড়া থেকে প্রতি ম. শু. শ. 23.00 টায় ছেড়ে 3073 UP হিমগিরি এক্স আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট পৌঁছয় 5.35-এ। ট্রেনগুলি ফেরার পথে আম্বালায় পাবেন যথাক্রমে 3152 জম্মু-তাওয়াই 4.35, 3006 অমৃতসর মেল 23.15, 3308 ফিরোজপুর-ধানবাদ এক্স 00.15, 3050 অমৃতসর এক্স 22.55 ও হিমগিরি সো. বৃ. র. 5.20-তে। দিল্লি থেকে আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে আসার ট্রেন পাবেন (পানিপথ, কারনাল হয়ে) 1057 UP দাদার-অমৃতসর এক্স হজরত নিজামুদ্দিন 4.14 ছেড়ে 9.05; 4033 জম্মু মেল পুরনো দিল্লি 21.10 ছেড়ে এখানে 00.45; 2005 কালকা-শতাব্দী এক্স নিউদিল্লি 17.15 ছেড়ে 19.45; পুরনো দিল্লি 23.20 ছেড়ে 4553 হিমাচল এক্সপ্রেস এখানে 3.05। বান্দ্রা টার্মিনাস 11.35 ছেড়ে 2925 পশ্চিম এক্স নিউদিল্লি 10.35 আম্বালা 14.15; 2903 গোল্ডেন টেম্পল মেল 21.30 ছেড়ে নিউ দিল্লি 19.00, আম্বালা 01.15; সো. বৃ. শু. র. 6.45 ছেড়ে 2471 স্বরাজ এক্স নিউ দিল্লি 4.15, আম্বালা 8.05। পুনে থেকে 17.35 ছেড়ে 1077 ঝিলম এক্স নিউ দিল্লি 21.20, আম্বালা 1.55। ইন্দোরে 13.00 ছেড়ে 9367 মালয়া এক্স নিউ দিল্লি 7.50, আম্বালা 11.15। বিলাসপুরে 13.00 ছেড়ে 8237 ছত্তিশগড় এক্স নিউ দিল্লি 20.30 আম্বালা 2.50। বারৌণীতে শুক্র. সোম. 5.00টায় ছেড়ে 5097 বারৌণী এক্স আম্বালা ক্যান্ট 5.35। টাটানগরে 14.10 ছেড়ে টাটা-হাতিয়া-পাঠানকোট এক্স নিউ দিল্লি 20.15, আম্বালা 00.30। আম্বালা থেকে এবার সিমলা আসুন বাসে।

সড়ক : সিমলার সঙ্গে বাসের যোগাযোগ রয়েছে। আম্বালা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, রামপুর, চৈল, কালকা, দেরাদুন, হরিদ্বার, পাঞ্জাবের ও উত্তর প্রদেশের নানা স্থান থেকে। এ ছাড়া হিমাচল প্রদেশের ভিতরে মানালি, ধরমশালা, ডালহৌসি প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে যোগ তো আছেই। সিমলার দূরত্ব— দিল্লি (380 কিমি), আম্বালা (166 কিমি), চণ্ডীগড় (117 কিমি), মানালি (227 কিমি), কালকা (90 কিমি), কুলু (240 কিমি), লুধিয়ানা (220 কিমি), পাঠানকোট (380 কিমি), জম্মু (495 কিমি), অমৃতসর (453 কিমি), দেরাদুন (240 কিমি), জলন্ধর (382 কিমি)।

পর্যটন মরসুমে দিল্লির জনপথ থেকে সিমলার উদ্দেশে এসি বাস যাচ্ছে প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবার সকাল 8টায় ছেড়ে সিমলার সন্ধে 6টায়। আর সিমলা থেকে এই বাস দিল্লির দিকে আসছে প্রতি শুক্র ও রবিবার সকাল 9.00 ছেড়ে সন্ধে 7.00। ভাড়া ৪২৫ করে। বাস চালাচ্ছে HPTDC (হিমাচল প্রদেশ ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন)। এছাড়া দিল্লির কাশ্মীরী গেটের আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাস থেকে সব ঋতুতেই বাস চলছে দিল্লি-সিমলার মধ্যে। এছাড়া মানালি-সিমলা (প্রতিদিন— সময় 10 ঘণ্টা) দিল্লি-মানালি (শুক্রবার, চণ্ডীগড়-মানালি (বুধ, শনি 10 ঘণ্টা বাসও চলছে। দিল্লির 36 জনপথ, চন্দ্রলোক, HPTDC-তে বুকিং করা যায়। HPTDC বাস চালাচ্ছে পাঠানকোট-ডালহৌসি মধ্যে। এছাড়া ট্যাক্সি ইত্যাদি তো আছেই। খোঁজ-খবর নিয়ে নিন— যতই পার্বত্যময় দেশ হোক— পৌঁছে যাবেনই।

সিমলা পৌঁছে গেলে অন্য জায়গায় বেড়ানো — 'নো প্রবলেম'। হ্যাঁ— একটা কথা, HPTDC-র বাসের জন্য দিল্লিতে বুকিং অফিস— HPTDC, Chanderlok, 36 Janpath, New Delhi -1, Ph: 23325320। চণ্ডীগড়ে— Tourist Office, SCO 1048-49, Sector 22B, Ph: 243569। মুম্বাইতে— World Trade Centre, Cuffe Parade, Ph: 2218 1123। চেন্নাইতে— 28 Commander-in-chief Road, Ph: 2827 29661 কলকাতায়— H.P. Tourism, 1/1A, Biplabi Anukul Chandra Street, Kolkata-72, Ph: 2237-0597/2221-9072। হিমাচল রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাসের জন্য দিল্লির কাশ্মীরী গেটের Inter-State Bus Terminal-এ খোঁজ করুন। ফেরার পথের বাসের জন্য সিমলার ম্যালে HP Tourism Office (The Mall, Shimla, Ph: 2278 311) বা ওখানেই HPTDC Office-এ (The Mall, Ph: 225 2561) খোঁজ নেবেন। স্থানীয় বাস ছাড়ে সিমলার কার্ট রোড থেকে জুটোঘ, ছোটো সিমলা, সঞ্জৌলি, ধল্লী, মাসোব্রার দিকে। এখান থেকে মিনিবাস ও ট্যাক্সি পাবেন।



কোথায় উঠবেন : সিমলায় যাঁর যেমন বাজেট, তাঁর মতই বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। বেশিরভাগ হোটেল আপনি ম্যালে বা কার্ট রোডে পাবেন। কার্ট রোডে হিমাচল প্রদেশ রাজ্য পর্যটন দপ্তরের Hotel Holiday Home (Ph: 2212890) D ৫৭৫-৪,০০০ (প্রাতরাশ সহ)। (রিজা: Asst. General Manager, Hotel Holiday Home, Simla-1); Hotel Taj Palace, DAB ৬৫০-১০৫০; Hotel Maharaja DAB ৩৫০-৮৫০; Hotel Flora DAB ৪০০-৬৫০; কল বুকিং: Das Tours & Travels, Ph: 2425

66031। Hotel Wildflower Hall-SB (4) ১৭৫-২২৫, DB (10) ৩০০, DB Deluxe (10) ৩৫০, ফ্যামিলি স্যুইট (3B) ৪০০, ঐ (4B) ৫৫০, কটেজ ৪০০-৬০০; কাণ্ডতে Hotel Pitchblossom-DB (6) ৩০০-৪০০ ম্যালে Oberoi Clarks Hotel (Ph: 2251010) আমেরিকান প্রথায় ৩,৫০০-৩,৮০০; Hotel Shingar Residency ১৩০০-২,৬০০; Samrat Hotel (Ph: 72111) ৫৫০-৭৫০; Cosmos Hotel (Ph: 2202033) ৬৫০-১৩০০; Bridge View Hotel (Ph: 2258537) ৬০০-১২৫০; New Bridge View Hotel ৪৫০-৭৫০; Malhotra Bridge view Hotel ৩৫০-৫০০; Moon Hotel (Ph: 2220280) ১৬৫০-২২৫০; Everest Hotel ৩৫০-৪৭৫; Sangeet Hotel (Ph: 2202506) ৭৫০-১৪৫০; Parshant Hotel (Ph: 2252997) ৩৫০-৫৭৫; Ridge View ৪৭৫-৭৭৫; Baljee's Hotel (Ph: 2214054) DAB ১২০০ থেকে; Ghar Hotel (Ph: 2201664) ৩৭৫-৪৭৫; Marina Hotel (Ph: 2206148) ৩৭৫-৮০০; Minerva Hotel ৪০০-১০৫০; Rock Sea Hotel ৩০০-৮৫০; Simla Palace Hotel ২৫০ থেকে; Dalziel Hotel (Ph: 272691) ৩২৫-৫৭৫; Hotel Harsha (Ph: 2258441) ৪৫০-১০২০; Combermere Hotel (Ph: 2205080) D ১৯০০-৪৭৫০। ম্যালের কাছেই Gulmarg Hotel (Ph: 2253168) ৪৫০-১৬৫০; New Gulmarg Hotel ২২৫-৫৫০; বাসস্ট্যান্ডে Sun-N-Snow Hotel (Ph: 2256364) ৪৫০-৬০০; Vikrant Hotel ৩৭৫-৫৭৫; Ranjan Hotel (Ph: 2203447) ২২৫-৪৭৫; বাস স্ট্যান্ডের কাছে Nagsons Hotel ৪০০-৬০০; Bright Land Hotel ৬৫০-১৪৫০; Basant Hotel ৩২৫-৯৫০; Apsara Hotel D ৩০০ থেকে; Highway Hotel DAB ৪০০ থেকে; Himachal Hotel শয্যাপ্রতি D ৪০০ থেকে; Sanjay Guest House— শয্যাপ্রতি ২৫। রাম বাজারে ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে Hotel Amber (Ph: 2254994) ৪৫০-৮০০; আথওয়া লাইনে অম্বিকা নিকেতনে Holiday Inn (Ph: 2666565) ১৯৯৫-৩০৯৫; মাইহেথ এস্টেট-এ Hotel Pineview (Ph: 2201075) ৫০০-১,৫০০; কুফরিতে Kufri Holiday Resorts (Ph: 2280300) ২৪০০-৭৯০০। লক্কর বাজারে Chapslee Hotel ২৫০-৪৫০; Diplomat Hotel ২৭৫-৪৭৫; Auckland Hotel (Ph: 2256315) ৪৫০-৫৫০; White Hotel (Ph: 2256136) ২২৫-৪৫০; Chanakya Hotel (Ph: 2211232) ২৫০-৫২৫; Sharada Hotel ২৭৫ থেকে ৫০০; Flora Hotel (Ph: 2258027) ৩০০-৫০০; জাখুতে Amar Palace Hotel ৪২৫-৮৫০; Dream Land Hotel ১৫০-৩৫০; Uphar Hotel ১২৫; Ashoka Hotel ১২৫-২৫০; Palaise Hotel ১২০-২৫০। রাজভবন রোডে ছোট সিমলায় Wood Ville Palace Hotel (Ph: 2224038/2223919) ২,৬৫০-৬,৯০০; Ashiana Regency (Ph: 2222472); সিমলায় Fountain Blue Hotel ১২০-২৫০; সার্কুলার রোডে Hans Hotel (Ph: 2256881) ২৬৫-৪৫০; Sony ১২০-২২৫। রামবাজারে Hotel Amber ৪০০-৮০০; Phagali Guest House; Sharma Guest House S ২১০-৩৬৫ D ৩২৫-৪৭৫; Kumar Guest House S ২০০-৩৫০ D ৩৭৫-৪৭৫; মিডল বাজারে New Malook ৪৫০-৬৫০; National Hotel শয্যাপ্রতি ১২৫; Poonam Hotel—ঐ; Vijoy Hotel —ঐ; Metro Hotel শয্যাপ্রতি ১২৫ গোটা ঘর ১৭৫; Rajindra Hotel শয্যাপ্রতি ১২৫; রেলওয়ে বোর্ড বিল্ডিং-এর কাছে Classic Inn ২২৫-৩৫০; লোয়ার বাজারে Krishna Lodge শয্যাপ্রতি ৭৫; Pishoii Hotel শয্যাপ্রতি ৭৫; Luxmi Hotel শয্যাপ্রতি ১২৫; এ ছাড়া রীজে Mayur Hotel ২২৫; সার্কুলার রোড, ট্যুরিজম লিফট্ এর কাছে Crystal Palace (Ph: 272062) ৫০০-৮৫০; তারাদেবীতে Hotel Asia the Dawn (Ph: 2231162) ৮০০-২৭৫০, Hotel Himland (Ph: 277312) ৬৫০-১২৫০; কালীবাড়ির কাছে Sheet Hotel ২০০-২৫০; রিভোলি সিনেমার কাছে YMCA ৬৫-৯০; ভিকট্রি টানেলের কাছে Tashkant Hotel ১২৫-২২৫; Victory Hotel ১৭৫-৩০০; সঞ্জৌলিতে Broad View Hotel শয্যাপ্রতি ৯০, গোটা ঘর ১৫০; City Heart Hotel ১৫০-২৫০; Hill Star Hotel ৭৫-১২৫; টেলিগ্রাফ অফিসের কাছে YWCA; AG Office-এর কাছে Bawa Hotel ১৫০-২০০; Trilok Hotel শয্যাপ্রতি ৪৫; রীজের নীচে Puneet Hotel ৩০০-৪২৫।

আপনি বোধকরি এতক্ষণ এই হোটেলপঞ্জি পড়ে ক্লান্ত হয়ে বলছেন— বাপ্‌রে! আসলে সব রকম দামের এমন হোটেলের বন্দোবস্ত আর কোথায় পাবেন! নিশ্চয়ই একটা জায়গায় মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। যদি মাথা

গোলমাল হয়ে থাকে এই তালিকায় তবে রেল স্টেশনের ট্যুরিস্ট অফিস বা পঞ্চায়েত ভবনে যান। তাঁরা ঠিক আপনার মনোমত হোটেলটির হদিশ বলে দেবেন।

চলুন, এবার বেড়াতে যাই। তবে তার আগে কয়েকটি ধরমশালার কথাও জানিয়ে দিই। মিডল বাজারে জৈন ধরমশালা; কার্ট রোডে পুরনমল ধরমশালা; বুটেল ধরমশালা এবং পঞ্চায়েত ভবন; ম্যালে কালীবাড়ি (Ph: 2252964); রামবাজারে রামমন্দির এবং রিভোলির কাছে সুদযজ্ঞ ঘর।

কী কী দেখবেন এখানে : সিমলা কালীবাড়ি : সিমলার নানা আকর্ষণের মধ্যে ম্যালের মোহ যেমন আছে তেমনি আছে বাঙালি সেন্টিমেন্টের বড় জায়গা কালীবাড়ি— এই ম্যালের কাছেই। বাস স্ট্যান্ডের মাথার উপরেই। কাজেই বাস থেকে নেমেই একটা কুলি করে ফেলুন যদি বাঙালি হন। তারপর মালপত্র নিয়ে এখানে চলে আসুন। যদি মরসুমে না এসে থাকেন, তবে ঠাঁই পেতে অসুবিধে হবে না। আর যদি ভরা মরসুমেই আসেন তবে ট্রেনের টিকিট রিজার্ভেশন-এর সময় সেক্রেটারি, সিমলা কালীবাড়ি, পো: সিমলা, হিমাচল প্রদেশ— এই ঠিকানায় অন্তত একদিনের টাকা অগ্রিম পাঠিয়ে ঘর বুক করে রাখুন। নিশ্চিন্তে তারপরে এসে বাঙালি খানা খেয়ে ঘরের যত্ন-আত্তি ভোগ করুন। ফোন: ২২৫২৯৬৪। কজন আসছেন? যদি দুজন আসেন তবে পাঠান ৫০, চারজন হলে ৮০, আর ডর্মিতে যদি থাকেন তবে মাথাপিছু ৩৫। আলাদা করে খাবারও পাবেন— গোটা বারো টাকায় আহার। শুধু খাদ্য নয়, একটু খরচ করুন— বিছানাও পাবেন। ঘরের ছেলে বলে কথা। এমনকি যদি এখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই না পান, তবুও এখানে খাবার পেতে কোনো অসুবিধে নেই। মনে রাখবেন: মার্চ থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়ের জন্য অগ্রিম বুকিং শুরু হয় আগের বছরের ১ নভেম্বর থেকে, আর সেপ্টেম্বর মাস থেকে পরের বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়ের অগ্রিম বুকিং শুরু হয় সেই বছরের ১ মে থেকে। যদি সময় থাকে— এর লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়ুন। অবসর সময়ে কালী ও চণ্ডীদেবীর আরাধনা দেখুন। বেরিয়ে পড়ুন সিমলা আর তার আশপাশ দর্শনে। প্রথমে চলুন ম্যালেই।

ম্যাল : সিমলার প্রাণবিন্দু এই ম্যাল। এখানেই সিমলার প্রধান বাজার-হাট, দোকান-পশারি। একটু ভাল-মন্দ খেতে হলে এখানের রেস্তোরাঁয় আসতেই হবে। থিয়েটার দেখতে হলে এখানেই এসে হয় 'গেইটি থিয়েটার' না হয় 'গ্রীন রুমে' দেখতে হবে। অবিশ্যি সিনেমা দেখতে হলে লক্কর বাজার, না হয় কার্ট রোড মোটর স্ট্যান্ড বা রিভোলিতে যেতে হবে। ম্যাল হল স্থানীয় লোকদের মিলনক্ষেত্র। এখানে এলে বাঞ্ছিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এখান থেকেই লোয়ার বাজার বা মিডল বাজারে যাওয়া সহজ। এমনকি কার্ট রোডে যাবার একটা লিফট পর্যন্ত পেয়ে যাবেন এখান থেকেই। এখান থেকেই দেখতে পাবেন হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্যও।

জাখু পর্বত : সিমলা থেকে মাত্র 2 কিমি দূরে 2,455 মি. উচ্চতায় জাখু হল এ অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়-চূড়া। এখানে উঠলেই নীচে গোটা সিমলা শহরটি আপনার চোখের লেন্সে ধরা পড়ে যাবে। আর মেঘহীন দিনে তুষারমৌলী হিমালয়কে দেখতে পাবেন শ্রদ্ধার চোখে। পাহাড় চুড়োয় আছে সূর্যোদয় দেখার বিরল অভিজ্ঞতার সুযোগও। এখানের হনুমানজির মন্দিরটি দেখার মত। সঞ্জীবনী বৃক্ষ আনতে গিয়ে গন্ধমাদন বহনকারী হনুমান নাকি এখানে কিছু সময় বিশ্রাম নেন। একদল হনুমান এই মন্দির রক্ষা করে চলেছে। একটুখানি ছোলা-গুড়েই তারা তুষ্ট। এখান থেকে সিমলায় আসা ট্রেন যদি দেখতে পান বেশ মজা লাগবে।

ক্রাইস্ট চার্চ : ভারতের দ্বিতীয় সবচেয়ে পুরনো চার্চটি দাঁড়িয়ে রয়েছে রীজ অঞ্চলে? রাজকীয় চেহারার এই চার্চের ভিতরে রঙিন কাচের জানলাগুলি দেখতে দেখতে আপনি বিশ্বাস, আশা, দয়া, তিতিক্ষা, মানবিকতার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবেন। আরো দেখবেন নানা দেওয়াল চিত্রও।

হিমাচল রাজ্য যাদুঘর : চৌরা ময়দান : চৌরা ময়দানের এই যাদুঘরের 12টি গ্যালারিতে পাহাড়ি শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয় শিল্পবোধের এক আশ্চর্য সমন্বয়ের সংগ্রহ দেখতে পাবেন। এখানে সংগৃহীত রয়েছে মিনিয়েচার পেইন্টিং পাহাড়ি ও অন্যান্য ঘরানার, বিচিত্র ভাস্কর্য, ব্রোঞ্জ এবং কাঠখোদাই শিল্প। নানান ধরনের স্থানীয় পোশাক, বস্ত্র এবং অলঙ্কারসমূহ। সোমবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ছাড়া সবদিনই খোলা— এমনকি রবিবার ও দ্বিতীয় শনিবারগুলিতেও 10.00-17.00 পর্যন্ত। একটা আকর্ষণীয় উৎসব— প্রতি বছর মে মাসের শেষ সপ্তাহে এই চৌরা ময়দানের হোটেল সিসিলে বসে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত একটি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আসর। ওই দিনে যাঁরা সেখানে উপস্থিত থাকেন, তাঁদের ভোটেই সেদিন সেরা সুন্দরীটিকে বেছে নেওয়া হয়। এখন ভেবে দেখুন 'বিউটি কুইন' নির্বাচনে ভোট দেবার জন্যে আপনি মে-জুনে ভ্রমণের পরিকল্পনা নেবেন কিনা।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ : লর্ড

ডাফরিনের আমলে 1884-88-তে নির্মিত সে-সময়ের ভাইসরয়ের বাসভবনে এখন এই প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। এলিজাবেথিয়ান স্টাইলে ধুসর হিমালয়ান প্রস্তরে সামার হিলে স্থাপিত এই ভবনের বিস্তৃত বাগিচাটিও দর্শনীয়। ভিতরে প্রবেশ সংরক্ষিত হলেও চৌরা ময়দানে এসে এখানে হাঁটাটাও একটা সুখকর অভিজ্ঞতা।

সামার হিল : সিমলা-কালকা রেল লাইনের পাশে শহর থেকে মাত্র 5 কিমি গিয়ে 1,983 মি. উচ্চতাবিশিষ্ট এই পাহাড়ে এসে শান্ত ছায়ায় একটু চড়ুইভাতি করুন— জীবনেও ভুলবেন না সেই স্মৃতি। এখানেই স্থাপিত হয়েছে হিমাচল বিশ্ববিদ্যালয়টি।

প্রস্পেক্ট হিল : শহর থেকে 5 কিমি দূরে 2,145 মি. উচ্চতার এই পাহাড়টিতে বয়লিউগঞ্জ থেকে হেঁটে উঠতে মাত্র 15 মিনিট লাগে। এই পাহাড়ি উপত্যকায় পিকনিক সারার ফাঁকে সিমলা, জুটোঘ ও সামার হিলের সৌন্দর্য চাখুন। প্লীজ, একটি পূর্ণিমার রাত্রিতে এখানে অবশ্য আসুন মোটরস্ট্যান্ড থেকে বাসে চড়ে। তারপর স্ক্যান্ডাল পয়েন্টের পশ্চিমের এই পাহাড়ে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখুন— একই সঙ্গে পশ্চিমে সূর্য অস্ত যাচ্ছে এবং পূর্বে পূর্ণচন্দ্র উদিত হচ্ছে। আহা, জন্মজন্মান্তরেও যেন আর দেখবেন না সেই মনোহর শোভা। স্থানীয় লোকেরা পাহাড়টিকে ডাকেন ক্রেরু দেবী নামে। এর চুড়োয় আছে কামনাদেবীর ছোট্ট মন্দির।

গ্লেন : আনানডালের ঠিক নীচে 1.6 কিমি দূরে গ্লেনে একটা বন্য নদী কেমন উদ্দাম হয়ে অরণ্য ভেদ করে বয়ে চলেছে সবুজ ঢালের পথে। সিমলা থেকে 6 কিমি দূরে 1,830 মি উচ্চতায় গ্লেনে আসুন সিসিল বা কেনেডি হাউস— দুই ওবেরয় হোটেলের পাশ দিয়ে। গ্রীষ্মকালে এলে এখানে সারুন চড়ুইভাতি।

চাডউইক প্রপাত : গ্লেনের ঠিক পাশেই, ট্রেনে চড়ে সামার হিলে নেমে একটু কষ্ট করে নীচে সামান্য হেঁটে গেলেই দেখবেন এক বিশাল শৈলশাখা থেকে প্রপাত নেমে আসছে 66.7 মি. উচ্চতার। অবশ্য বর্ষাকালেই এই মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। পিকনিক করতে চান তো বর্ষা পার করে আসুন। প্রপাতের পাদদেশেই আছে একটা ছোট কিন্তু খুব প্রাচীন মন্দির।

আনানডালে: স্ক্যান্ডাল পয়েন্টের 4 কিমি পশ্চিমে, চৌরা ময়দান বা গর্টন ক্যাসেল থেকে রিক্সা চড়ে এখানে চলে আসুন। বিশাল এই উন্মুক্ত ময়দানে নানা ধরনের খেলাধুলো হয়। ব্রিটিশ আমলে এটি আসলে ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল। স্বাধীনতার পরেও অনেক বছর ডুরান্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সন্ধেবেলায় একা একা, সঙ্গিনীসহ বা সপরিবারে বেড়ান— খুব ভাল লাগবে। চিত্তবিনোদনের উপায়ও আছে নানা ধরনের।

এছাড়া শহরের কাছাকাছি, 4 কিমি দূরে টুটিকান্ডিতে চিড়িয়াখানায় হিমাচল অঞ্চলের পাখি আর জন্তু দেখিয়ে আনুন সঙ্গের বাচ্চাদের। নববাহারে দেখুন বিশাল পুষ্পোদ্যান 4 কিমি হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে। প্রায় 6 কিমি দূরে চলুন 22নং জাতীয় সড়কের উপরে 1,875 মি উচ্চতায় সঙ্কটমোচনের হনুমান মন্দিরে। এখান থেকেই গোটা সিমলা শহরটিকে আপনার দুচোখের তারায় ধরে নিন। 5 কিমি দূরে সঞ্জৌলি পাহাড়ের চূড়ায় তিব্বতী মনাস্ট্রিতে গিয়ে তথাগত ও অন্যদের মূর্তি দেখে আসুন। এর গা-লাগাও মন্দিরটি হল দুর্গামাতার— ধেঞ্জুমাতার মন্দির।

আর কী কী দেখবেন এখানে

তারাদেবী: কালকা-সিমলা রেলপথে তারাদেবী একটি ছোট্ট স্টেশন। স্ক্যান্ডাল পয়েন্ট থেকে মাত্র 9.6 কিমি দক্ষিণে এই ছোট্ট পাহাড়ি মন্দিরে ট্রেনে বা বাসে আসুন। 22 নং জাতীয় সড়কের উপর অবস্থিত পাহাড় চুড়োয় তারাদেবীর মন্দিরটি 1,851 মি উচ্চতায় অবস্থিত এবং শহর থেকে 8 কিমি দূরে। পাহাড়টির উত্তর ঢালে আছে একটি শিবমন্দির। বয়স্কাউটের কেন্দ্রীয় দফতর এবং একটি শারীর শিক্ষণ কেন্দ্রও এখানে রয়েছে। এখানের RH-এ থাকার জন্য যোগাযোগ করুন ট্যুরিস্ট অফিসের সঙ্গে।

ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হল: সিমলা থেকে 13 কিমি দূরে এক মোহময় আরণ্য পরিবেশে এই বাগিচায় বাস-ট্যাক্সি আসছে প্রায়ই। HPTDC-র সেই বিখ্যাত একই নামের হোটেলটি এখানেই রয়েছে। ছারাব্রা অঞ্চলের এই স্থানটির স্বাস্থ্যকর আর রোমান্টিক পরিবেশের জন্য লর্ড রিপন বার বার এখানে আসতেন। এই বাগানের সৌন্দর্যসাধক লর্ড কিচেনার এখানেই তাঁর বাসগৃহটি স্থাপন করেছিলেন। গ্রীষ্মে, শরতে, এমনকি বরফ-ঢাকা শীতেও এর স্বর্গীয় পরিবেশ অক্ষুণ্ণ থাকে। একটু দূরেই আছে অনেকগুলো লগ হাট্‌— নিজে নিজে রান্নাবান্না করে যদি থাকতে পারেন, তবে এখানে এসেই থাকুন না। আর হোটেলটিতে যদি থাকতে চান তবে ভাড়া জেনে নিন— DAB ১,০৭৫ 4B স্যুইট ১,২০০ কটেজ ১,৪৫০-২,২৫০। রিজা: General Manager, Wild Flower Hall, (Ph : 2280239) Charabra, Simla 171012।

নলডেহরা: সিমলা থেকে 22 কিমি দূরে আকাশ যেখানে অরণ্যে মিলছে সেখানেই নলডেহরার নয় গর্তের গলফ কোর্সটি গড়ে উঠেছে। ছোট্ট এই গ্রামটিতে স্ক্যান্ডাল পয়েন্ট থেকে 19.2 কিমি দূরে বাসে চড়ে বা লক্কর বাজার

থেকে সাইকেলেই এসে যেতে পারেন। বনের প্রান্তে একটি RH আছে, আছে কতকগুলি বাসযোগ্য হাট্ও। তরঙ্গিত পর্বতমালা ও দৈত্যাকার দেবদারু আর শতদ্রুর ধারাতে গিয়ে কাটিয়ে আসুন— মন্দ লাগবে না। এখানে একটি ক্যাফেটারিয়াও আছে। আছে হোটেল গলফ্ গ্লেড : ভাড়ার হার DAB ৫০০-৮৫০, লগ হাট্ ১,০৫০-৩,২৫০ (Ph: 2287739)।

তত্তপানি: এখানে যদি এসেছেন তবে শহর থেকে 15 কিমি দূরের 655 মি. উচ্চতায় শতদ্রু নদীর তীরে গন্ধক জলের উষ্ণ প্রস্রবণ (এজন্যেই এই নাম— তপ্তপানি > তত্তপানি) দেখে আসুন। এই জলের নাকি রোগনিরাময় শক্তি আছে। নিয়মিত ট্যাক্সি/বাস আসছে এখানে। পর্যটকদের সুবিধার জন্য এখানে একটি PWD-র RH আছে, আছে HPTDC-র বাসস্থানও। Wild Flower Hall থেকে এর জন্যে বুকিং সেরে আসুন।

মাসোব্রা: শহর থেকে 13 কিমি দূরে 2,149 উচ্চতায় শুধু আপন মনে ঘুরে বেড়াতে বা দলবদ্ধভাবে পিকনিক করতে মাসোব্রায় আসুন মোটরে চড়ে। এখানে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি-আবাস 'রিট্রিট' এখন উচ্চশিক্ষার গবেষণাগার। জুন মাসে এলে সিপি মেলায় এসে স্থানীয় পোশাকে পাহাড়ি মানুষের উৎসব দেখুন। কাছেই ক্রেগনানোতে RH আছে (মাসোব্রা থেকে 3 কিমি মাত্র)। সিমলা মিউনিসিপ্যালিটির Water Works Engineer-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসুন। অথবা Hotel Black Rock-এ থাকুন। ক্রেগনানোতে (16 কিমি) পিকনিক করার জায়গা আছে।

কুফ্রি: সিমলা থেকে 2,633 মি. উঁচুতে হিমালয়ের কোলে কুফ্রি একটি ছোট্ট গ্রাম। শীতকালে পর্যটকরা দলে দলে এখানে এসে স্কীয়িং-এ অংশগ্রহণ করেন। 2 কিমি উঁচুতে গিয়ে পিকনিক সারেন অনেকে। যাঁরা এখানে থাকতে চান নামমাত্র খরচে তাঁদের জন্যে রয়েছে ইন্দিরা হলিডে হোম। ইয়াক বা পনি চড়ার মজাও এখানে পাবেন। আসলে এটিই হল Himachal Winter Sports Club-এর সদর দফতর। এখানে থাকার জন্য আছে Kufri Holiday Resort (Ph: 2280300) ২,৪০০-৭,৯০০; এছাড়া RH-এ থাকতে হলে Ex Engr. Mahasu-1, Merlin Park, Tulikandi, Shimla-র সঙ্গে যোগাযোগ করুন। বাসে আসতে পারেন এখানে। 22 মি. উঁচুতে (কুফ্রি থেকে 8 কিমি মাত্র) আসুন প্রশান্ত এক বিশাল পিঠোপিঠি দুটো উপত্যকার বিস্তৃতিতে একটু জিরিয়ে নিতে। HPTDC-র হোটেল পীচ ব্লসম-এ থাকুন ৭৫০-১৫০০ মধ্যে— বড় শান্তি পাবেন। এরও বুকিং পেতে পারবেন ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হলেই। একটি RH-ও আছে।

চেইল

2,250 মি. উঁচুতে শিবালিক রেঞ্জের এই ছোট্টো স্বর্গটিতে পৌঁছে যান সিমলা থেকে কুফ্রি হয়ে 43 কিমি অথবা কান্দাঘাট হয়ে 62 কিমি বা কালকা থেকে 90 কিমি মোটরে এসে। এই ছোট্ট স্বাস্থ্যনিবাসে দেবদারু-ওক রডোডেনড্রন— পাহাড় আর জীবন একাকার হয়ে আছে। একসময়ে, স্বাধীনতার আগে, এখানে পাতিয়ালা মহারাজের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল। এখানে এসে দেখুন শতদ্রু কেমন এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে; কেমন করে হিমালয় পর্বতশ্রেণী তরঙ্গায়িত ছন্দে লম্বমান। পরিষ্কার রাত্রিতে এখান থেকে কশৌলির দৃশ্য চিরস্মরণীয়। এখানের চিরহরিৎ বৃক্ষশ্রেণীতে অজস্র পাহাড়ি পাখির সমারোহ, অরণ্যে দুর্লভ স্কটিশ লাল হরিণের আনাগোনা এটিকে এক পরিচ্ছন্ন অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে। চেইলে প্রবেশের আগে জানেদ ঘাটে রেঞ্জ অফিসারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসুন এই অভয়ারণ্য পরিদর্শনের জন্যে, যদি আপনি প্রকৃতিপ্রেমিক হন। আর এখানে এসে যদি ক্রিকেট খেলার জন্যে মন কেমন করে তবে পৃথিবীর উচ্চতম স্থানে অবস্থিত এর ক্রিকেট পিচটি একবার দেখে যান। টেনিস, গলফ্ বা স্কোয়াশ খেলা যদি জানেন তো এখানেই কাটিয়ে দিন অবকাশের কটি দিন।

থাকার ব্যবস্থা আছে বইকি। রাজ্য পর্যটন দপ্তরের Hotel Palace ও Rest House পাবেন। স্যুইট কাটেজ ও লগ হাট্ রয়েছে। 2B স্যুইট ২,৪৭৫, 4B স্যুইট ৩,৬০০, কাটেজ ১,০২৫-৬,২০০, লগ হাট ৬৫০; এছাড়া DAB ৬৭৫-২,১০০। রিজা : Manager (Ph: 248141), Palace Hotel, Chail 173217, Shimla। এছাড়া Himneel Hotel আছে; আছে Hotel Chail Residency, Kailash, Pine View, Cidar, Ekant প্রভৃতি। চণ্ডীগড়, কালকা ও সিমলা থেকে নিয়মিত বাস আসছে এখানে।

কশৌলি

সমুদ্রপৃষ্ঠের 1,846 মি উচ্চতায় কশৌলি হল শ্রান্ত ক্লান্ত পর্যটকদের শান্তি আর আরামের শান্ত ও সমাহিত

সৌন্দর্যের শৈলাবাস। সিমলা থেকে মাত্র 77 কিমি দূরে পাখিদের স্বর্গরাজ্য কসৌলিতে এসে যেদিকে খুশি চেয়ে দেখুন মনোহর দৃশ্যরাজি আপনাকে কল্পরাজ্যে নিয়ে যাবে। উত্তরে তাকালে দেখতে পাবেন অনন্ত যোজনব্যাপী তুষারঢাকা পর্বত, দক্ষিণে দেখবেন সমতলের অপার বিস্তৃতি আর পশ্চিমে দেখবেন অপরূপ শতদ্রুর সর্পিল গতিময়তা। এখানের সুখ্যাত পাস্তুর ইনস্টিটিউটে জলাতঙ্ক রোগের টিকাসহ অন্যান্য কিছু প্রতিষেধক তৈরি হয়ে চলেছে। আপনার আসা বা থাকার দিনগুলির মাঝে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবে 1900-তে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রাচীন এই সংস্থাটি দেখে আসতে পারেন বিনা অনুমতিতেই। অন্যদিন ডাইরেক্টরের কাছে অনুমতি নিন। এখান থেকে মাত্র 16 কিমি দূরের সানোয়ার-এ গিয়ে বিখ্যাত লরেন্স স্কুলটিও দেখে আসতে পারেন। অথবা চড়ুইভাতি সেরে আসুন 4 কিমি দূরে মাঙ্কি পয়েন্ট-এ গিয়ে। যদি পরিষ্কার আকাশি রাতে চণ্ডীগড়কে দেখেন এখান থেকে মনে হবে যেন এক ছন্নছাড়া সমুদ্রের মাঝখানে রাতে চলা আলোকোজ্জ্বল একটি জাহাজ।

এখানে ট্রেনে চড়ে এলে কালকা-সিমলা ছোট লাইনের ধরমপুর স্টেশনে নামুন। তারপর বাসে আসুন কসৌলিতে। আর সড়কপথে সিমলা, মানালি বা চণ্ডীগড় থেকে আসুন বাসে চড়ে। কালকা থেকে এর দূরত্ব 45 কিমি।

এখানে থাকার জন্যে ট্যুরিস্ট বাংলো Ros Common-এ (রিজা : ম্যানেজার HPTDC, Ros-Common, Tourist Bunglow, Kasauli, Dt-Solan, HP, Ph: 272005) DAB ৫৫০-৮৫০। PWD Rest House DB ১৫০-৩০০। এছাড়া পাশ্চাত্য প্রথার Alasia Hotel DAB ৪৫০, স্যুইট ৭৫০; ভারতীয় প্রথার Maurice Hotel D ১৫০-৩০০, Kalyan Hotel D ১৫০-২৭৫; Gian Hotel DB ১৫০-২৭৫ ইত্যাদি।

কিয়ারি বাংলো: দুটো দিন বিশ্রামের জন্য কালকা-সিমলা সড়কের উপর কিয়ারি বাংলোতে কাটাতে পারেন। পাহাড় আর পাহাড়ি গাছের শ্রেণী দেখে মুগ্ধ হবেন। HPTDC-র ট্যুরিস্ট ইন্ ও কাফেটেরিয়া আছে ৫০০-৭২৫ মধ্যে।

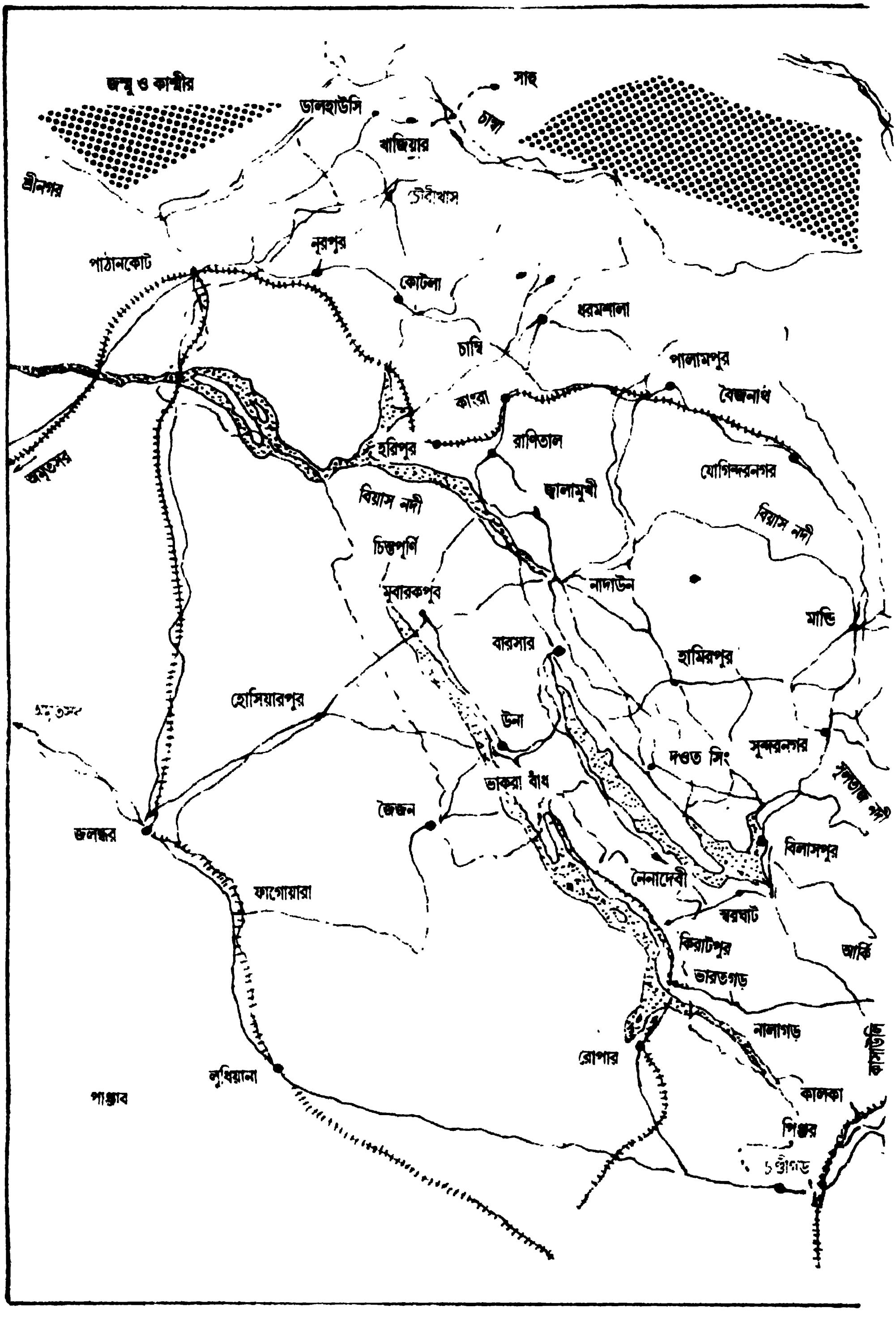
সোলন: এই পথেই কসৌলির 48 কিমি দূরে সোলন ঘুরে আসুন। জায়গাটির নাম হয়েছে সোলোনী দেবীর নাম থেকেই। এখানেই রয়েছে হিমাচল এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফরেস্ট্রি বিশ্ববিদ্যালয়টি। কাসোল আর মেটিওল টিব্বা থেকে ট্রেক করে যাবারও আদর্শ স্থান এটি। HPTDC-র ট্যুরিস্ট বাংলো রয়েছে DAB ২২৫-৪২৫ মধ্যে, ডর্মি ৬৫ (রিজা : ম্যানেজার, Ph : 222377)। এছাড়া হোটেল আছে Hotel Mayur ১৭৫-২৭৫; New Khalsa Hotel ২০০-২৭৫; Kumar Hotel ২৭৫ থেকে; Royal Hotel ১৭৫ থেকে। বাস আসছে এখানে নিয়মিত। এখান থেকেই রাজগড় রোডের উপর উঁচুঘাটে রয়েছে বন মনাস্ট্রিটি। এই তিব্বতী বিহারে প্রভু শেনরব মিবোর এক বিশাল মূর্তি আছে।

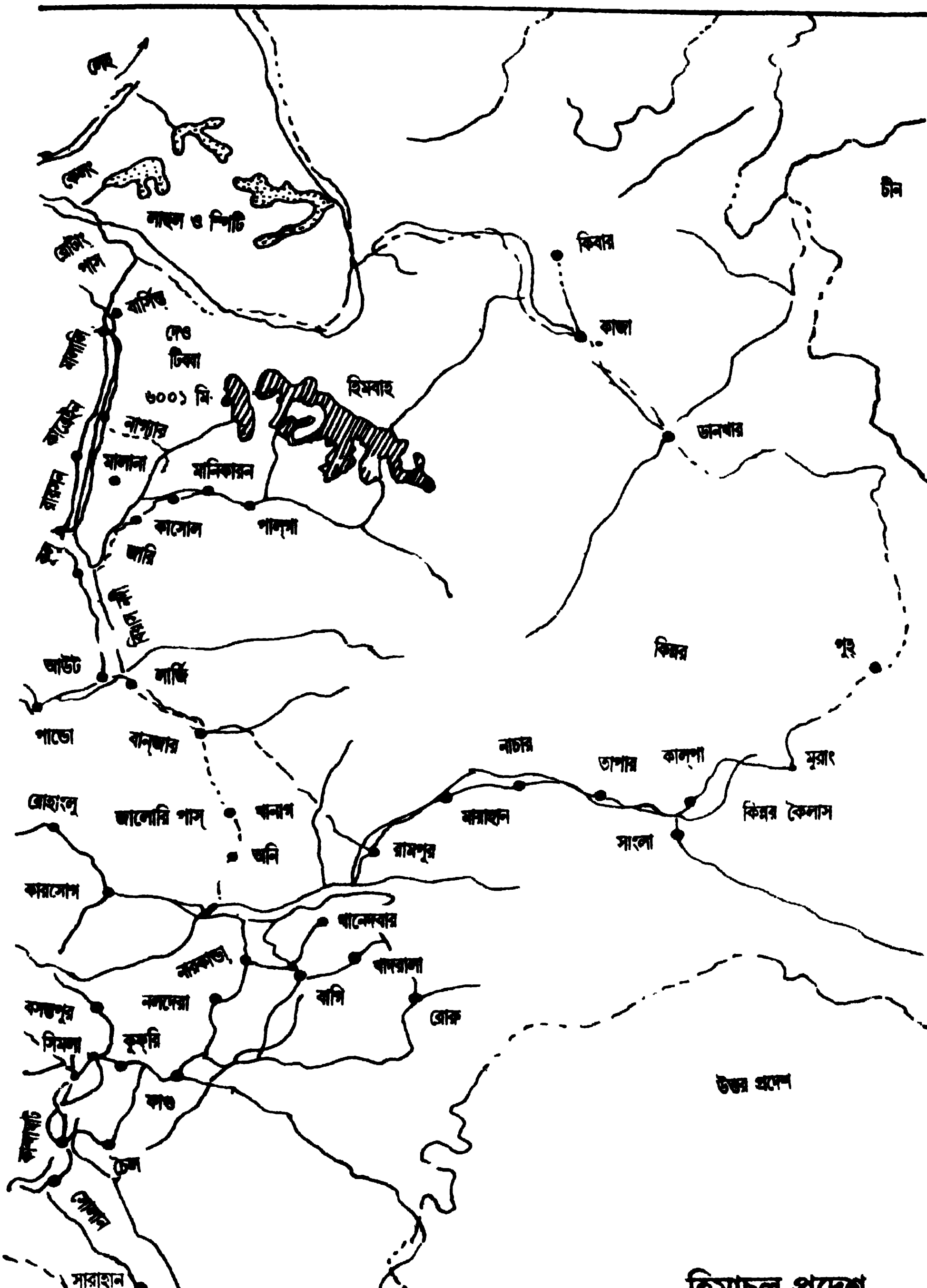
নারকান্দা

যাঁরা শুধু পাহাড়ি নির্জনতা ভালবাসেন তাঁরা অবশ্য এখানে আসুন। এখান থেকে রুদ্ধশ্বাসে দেখুন কেমন করে একের পর এক পর্বতচূড়া উঠছে-নামছে। উঠতে-নামতেই ক্রমাগত দৌড়ে যেন এগিয়ে চলেছে এক অনির্দেশের পথে। চোখ হারিয়ে যাবে সেই অপরূপের রূপসন্ধানে। তারপর হয়ত স্থির হয়ে যাবে পাহাড়ের পায়ের নীচের গভীর অরণ্যের শ্রেণীতে। সিমলা থেকে 65 কিমি মোটর যাবার উপযোগী রাস্তার উপর এই স্থানটিকে পর্যটকদের মনে হবে একটু বা বিচ্ছিন্ন। 3,300 মি উচ্চতায় হাটু পীক-টিই এখানের অন্যতম আকর্ষণ। এখানে আউটিং-এ আসেন স্থানীয় লোকেরাও। নীচে রয়েছে আলুচাষের উর্বর ক্ষেত্র। আর আছে আপেল বাগিচা আর খুবানির ক্ষেত্র। শীতের খেলাধুলো আর স্কীয়িং-এর স্বর্গরাজ্য নারকান্দায় না এসে কি আপনি পারবেন?

এখানে উঠতে হলে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের Hotel Hatu DAB ৭৫০ বা Himview-তে উঠতে পারেন--- DAB ৪৭৫ ফ্যামিলি স্যুইট ৬৯৫ (বুকিং ম্যানেজার)। এছাড়া IB ও FRH আছে। আর আছে বসন্ত কাফে। সিমলা থেকে নিয়মিত বাস আসছে। তবে আপেল আর খুবানির আদত জায়গা দেখতে হলে আপনাকে সিমলার 85 কিমি দূরের কোটগড়-এ আসতে হবে। এখানে একটি RH আছে (রিজা : EE, PWD Kumarsain, HP)।

রামপুর: সিমলা থেকে 140 কিমি দূরের এই শহরটি হিমাচল প্রদেশের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র। বিশাল প্রার্থনাচক্র সমন্বিত একটি বৌদ্ধমন্দির ও একটি হিন্দুমন্দির আছে। প্রতি বছর এখানে হাজার হাজার পর্যটক আসেন। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ এখানে লাবি নামে বিশাল


জম্মু ও কাশ্মীর
ডালহাউসি
খাজিয়ার
চাম্বা
শ্রীনগর
পাঠানকোট
নূরপুর
কোটলা
ধরমশালা
চাম্বি
পালামপুর
কাংরা
বৈজনাথ
হরিপুর
রাণিতাল
অমৃতসর
যোগিন্দরনগর
জ্বালামুখী
বিয়াস নদী
চিন্তপূর্ণি
নাদাউন
মুবারকপুর
মাণ্ডি
বারসার
হামিরপুর
হোসিয়ারপুর
উনা
দওত সিং
সুন্দরনগর
ভাকরা বাঁধ
জৈজন
জলন্ধর
বিলাসপুর
নৈনাদেবী
ফাগোয়ারা
কিরাটপুর
ভারতগড়
নালাগড়
রোপার
লুধিয়ানা
কালকা
পাঞ্জাব
পিঞ্জর


লাহুল ও স্পিতি
কিবার
কাজা
চীন
দেও
টিব্বা
৬০০১ মি.
হিমবাহ
ডানখার
মালানা
মানিকারন
কাসোল
পাল্‌সা
কিন্নর
আউট
লার্জি
পান্ডো
বানজার
নাচার
কাল্পা
মুরাং
জালোরি পাস
অনি
রামপুর
কিন্নর কৈলাস
সাংলা
কারসোগ
নলদেরা
সিমলা
বাগি
উত্তর প্রদেশ
সারাহান
নাহান
পাওয়ান্টা সাহিব
হিমাচল প্রদেশ

বাণিজ্য মেলা বসে। সমগ্র উত্তর ভারতে এমন বিশাল বাণিজ্য মেলা আর নেই। সারা শহর এ সময়ে সাংস্কৃতিক উৎসব এবং খেলাধুলোয় মেতে ওঠে। PWD RH-এ থাকার জায়গা পেতে পারেন।

সারাহান : আরো একটু এগিয়ে সিমলার 174 কিমি দূরে সিমলা জেলার একেবারে অভ্যন্তরে ছোট্ট এই গ্রামটিতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভীমকালী মন্দিরটিতে আসার জন্য পুরনো হিন্দুস্থান-তিব্বত সড়ক ধরুন। হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়েরই কাছে এই মন্দিরের প্রভূত আকর্ষণ। মন্দিরের পিছনের ঢালু গড়িয়ে যাওয়া দৃশ্যাবলি আবেগ সৃষ্টি করে। সাংলার দিকে যাঁরা ট্রেকিং-এ যান তাঁদের পক্ষে সারাহান আদর্শ স্থান। শ্রীখণ্ড মহাদেবও দেখুন এখান থেকেই। এসে উঠুন HPTDC-র ট্যুরিস্ট লজে।

হাটকোটি: যদি সেই বিখ্যাত প্রাচীন দুর্গা আর শিবের মন্দিরটি দেখতে চান তো সিমলার 104 কিমি দূরের হাটকোটিতে আসুন। থাকুন PWD RH-এ। পিকনিক করুন— পাশ দিয়েই তো বয়ে চলেছে পবর নদী।

বারোগ: 22 নং জাতীয় সড়কের উপরে সিমলা থেকে 55 কিমি দূরে ক্রমপ্রসারিত পাহাড় আর পাঞ্জাব-হরিয়ানার উপত্যকার নিম্নভূমিতে এটি একটি মনোরম প্রাকৃতিক ঠাঁই। পর্যটকরা এখানে এসে দু-একটা দিন ছুটি কাটিয়ে যান। সিমলা, চণ্ডীগড় আর কালকা থেকে বাস আসছে হামেশাই। একটিতে উঠে বসুন, তারপর নেমে মিশে যান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অরণ্যে। তারপর সন্ধের ট্রেন ধরে ফিরে আসুন আপন বাসভূমিতে।

উঠুন HPTDC-র হোটেল পাইনউডে DAB ৯০০-২০০০ মধ্যে (রিজা: ম্যানেজার Pinewood Hotel, Barog 173212, Dist-Solan; Ph: 238825)। অন্যান্য হোটেল: Hotel Poonam, Pinewood Resorts (Ph: 238843), Hotel Barog Heights (Ph: 238862), Hotel Rock Rose Resorts (Ph: 272005) প্রভৃতি।

রোহরু: আপনি বুঝি মাছ ধরতে ভালবাসেন? তবে ছিপ-টোপ নিয়ে চলে আসুন সিমলার 104 কিমি দূরের এই ঠাঁইটিতে। এসে উঠুন এখানের RH-এ। আসার আগে চিরগাঁও-এর ডিস্ট্রিক্ট ফিশারি অফিসারের কাছে মাছ ধরার অনুমতি নিয়ে আসুন। তারপর চলে যান পবর নদীর তীরে। অজস্র ট্রাউট মাছ আপনার থলিকে যেন সহজেই পূর্ণ করে দেবে।

এতক্ষণ ধরে আমরা আপনাকে নিয়ে সিমলা আর তার আশেপাশে ঘুরলাম একটু ছাড়াছাড়া ভাবে। চলুন না এবার দল বেঁধে এরই কটি জায়গায় বেড়াই। খরচও কম পড়বে আর হিসেব করে কম সময়ে অনেকগুলো জায়গা দেখে নেওয়া যাবে। অর্থাৎ কনডাকটেড ট্যুর-এর খোঁজখবর দিই।

HPTDC বেড়ানোর সঙ্গী হবার জন্যে সদা প্রস্তুত তার বাতানুকূল লাক্সারি, ডিলাক্স আর বিদেশী গাড়ির সম্ভার নিয়ে। তাদের ভাঁড়ারে আরো আছে অ্যাম্বাসাড়ার গাড়ি, জিপ আর সবরকমের মোটর যান। চলুন, তারই একটিতে উঠি সিমলার HRTC-র ডিভিশনাল অফিস, রিভোলি সিনেমার ঠিক নীচের বাস স্ট্যান্ড থেকে। যোগাযোগ : Tourist Information Office (Ph: 278311), The Mall, Shimla-তে।

হিমাচলে 7 দিনের আদর্শ ভ্রমণপঞ্জি

প্রথম দিন : সকাল 5.00 টায় কালকা পৌঁছে সিমলা চলুন ট্রেনে বা বাসে। সন্ধেতে ম্যালে ঘুরে বেড়ান।

দ্বিতীয় দিন : সিমলার আশপাশ দেখুন— কুফরি, ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হল, নলদেরা, ফাগু ঘুরুন। সন্ধেতে যান কালীবাড়ি অবশ্য।

তৃতীয় দিন : মানালির উদ্দেশে বাসে চড়ে (200 কিমি) রওনা হন ও সন্ধেতে মানালি পৌঁছান।

চতুর্থ দিন : মানালির আশপাশ দেখুন। বশিষ্ঠ উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করুন। মানালিতেই ঘুরুন।

পঞ্চম দিন : সারাদিন ঘুরবেন। 13,000 ফুট (4,000 মিটার) উঁচু রোটাং পাসে যান। 11,000 ফুট (3,410 মি) তুষারাবৃত মুরীতে দুপুরের খাওয়া সারুন। ফিরে এসে মানালিতেই রাত কাটান।

ষষ্ঠ দিন : 40 কিমি দূরের কুলুতে যান খেয়েদেয়ে। বিকেলে কুলুর মন্দিরগুলি দর্শন করুন। রাত কাটান ট্যুরিস্ট বাংলো বা কোনো হোটেলে।

সপ্তম দিন : সকালেই হয় কালকা না হয় চণ্ডীগড়ে ফিরে আসুন বাসে চড়ে। কালকা 300 কিমি।

ট্যুর 1 : প্রতিদিন 9.00-17.00। ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হল, কুফরি ইন্দিরা হলিডে হোম, ফাগু, মাসোব্রা, নলদেরা, ভাড়া মাথাপিছু ১২৫ লাক্সারি কোচে। আর 5 জনের কারে ৭৯০।

ট্যুর 2 : বুধ/শুক্র/রবি সকাল 10.00 থেকে বিকেল 17.00 : কুফরি, ফাগু, ঠেওগ, মতিয়ানা

নারকান্দা (কেবল পর্যটন মরসুমে)। ভাড়া মাথাপিছু ১৫০. 5 জনের গাড়ির ভাড়া ৮১০.।

ট্যুর 3 : সোম, বৃহস্পতি ও শনি। চেইল, কুফ্‌রি, ইন্দিরা হলিডে হোম, কিয়ারিঘাট বাংলো। ভাড়া মাথাপিছু ১৬৫ লাক্সারি কোচে। 5 জনের গাড়ির ভাড়া ৮৪০.।

ট্যুর 4 : মরসুমে প্রতিদিন 10.00-17.00; যাচ্ছে নলদেরা, তত্তপানি। ভাড়া মাথাপিছু ১৬৫.।

ট্রেকিং করুন

সিমলা-কুলু (ভায়া জালোরি পাস, 3,300 মি.)

১ম দিন : নারকান্দা-লুরি (9 কিমি); ২ দিন : লুরিআনি (18 কিমি); ৩য় দিন; আনি-খানাগ (14 কিমি); ৪র্থ দি: খানাগ-শোজা (11 কিমি); 5 ম দিন; শোজা-বাঞ্জর (14 কিমি)।

সিমলা-কুলু (ভায়া বাসলেও পাস, 3,250 মি)

১ম দিন: সিমলা-রামপুর বাসে চড়ে পরে অশ্রুতে (13 কিমি); ২য় দিন: অশ্রু-সারাহান (13 কিমি); ৩য় দিন: সারাহান-বাথাদ— বাসলেও পাস পার হন (16 কিমি); ৪র্থ দিন: বাথাদ-বাঞ্জর (16 কিমি)।

সারাহান-সাংলা

১ম দিন: সারাহান-কারছাম (বাসে 70 কিমি); ২য় দিন: কারছাম-সাপনি (8 কিমি); ৩য় দিন: সাপনি-বরুয়া (৪ কিমি); ৪র্থ দিন : বরুয়া-চাসু (13 কিমি); ৫ম দিন : চাসু-দুমার (7 কিমি); ৬ষ্ঠ দিন : দুমার-সাংলা কান্দা— শিবালিং পাস পার হন (12 কিমি); ৭ম দিন : সাংলা-কান্দা-কুপা; ৮ম দিন: কুপা-সারাহান (বেস ক্যাম্পে) বাসে চড়ে।

কিন্নর

1 মে 1960 পূর্বতন মাহাসু জেলার চিনি তহসিল নিয়ে নতুন করে কিন্নর জেলার পত্তন। কিন্নর জেলা ভারত ও তিব্বতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। সাংস্কৃতিক দিক থেকেও এই জেলা যথেষ্ট উন্নত। নৃত্য-গীত প্রিয় এই জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অনুপম। কিন্নর জেলার তিনটি সাব-ডিভিশন—নিচার, কল্পা আর পূহ্। গোটা জেলার আয়তন 6,401 বর্গকিমি। জেলার সদর শহর রেকং পিও। এখানকার লোকেরা মূলত কৃষিজীবী। মেইজ, মিলেট, বার্লি, আলু প্রভৃতি প্রধান ফসল। কিন্নরের খ্যাতি চিলগোজা ফলের জন্য। আপেল, আঙুর, পিচ, অ্যাপ্রিকট, আলমন্ড, জিরে—ইত্যাদিও প্রচুর ফলে।

কল্পা: রেকং পিও-র আগে কল্পাই ছিল কিন্নর জেলার সদর শহর (1মে, 1960 থেকে)। রেকং পিও থেকে দূরত্ব 12 কিমি, নারকান্দা থেকে 160 কিমি। এখানে আসতে হলে Inner Line Permit করে নিতে হবে। তবে এদেশীয়দের পেতে কোন অসুবিধে নেই। এখানের জেলা প্রধানের অফিস থেকেই তা সংগ্রহ করা যাবে। তবে বিদেশীদের অনুমতি নিতে হবে Ministry of Foreign Affairs, New Delhi থেকে।

কিন্নরের সাংলা উপত্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরূপ। সারাজীবন মনে রাখার মত এই সৌন্দর্য দেখুন সিমলা থেকে কল্পা আসার পথে। সিমলা থেকে সরাসরি বাস আসছে সাংলাতে 12 ঘন্টা সময় নিয়ে। এখান থেকে নানা জায়গায় যাবার বাস পাবেন। কল্পাতে যাবার বাস পাবেন, 7টা ও 8টায়; সারাহান 6.30-এ, ছিটকুল 11টায়। সিমলা আসার বাস পাবেন 6.30-এ।

সিমলা থেকে বাস আসছে কল্পায় 260 কিমি পথ রামপুর, টাপরি হয়ে। সময় লাগবে প্রায় 17 ঘন্টা। সাংলা থেকে বাস আসছে কল্পায় কারছাম, টাপরি, রেকং পিও হয়ে প্রায় 5 ঘন্টা সময় নিয়ে। দূরত্ব সাংলা থেকে 51 কিমি, টাপরি থেকে 26 কিমি এবং রেকং পিও থেকে 12 কিমি। রেকং পিওতে বাসের খোঁজখবরের জন্য যোগাযোগ করুন এই ফোন নম্বরে: 222444; বাসের সময়: সোলন 5.30, 7.00, 10.30 ও 15.30; কাজা 7.30; সাংলা 9.30, 16.00; নাকো 13.00; জেওরি 4টে থেকে 18.30 পর্যন্ত; ছাঙ্গো 12.00; সিমলা 4.15, 5.30, 7.00, 7.45, 8.30, 9.30, 10.30, 15.30 ও 16.30।

কল্পা থেকে দেখতে পাবেন 6,600 মিটার উঁচু কৈলাস শৃঙ্গ। স্থানীয় লোকেরা বিশ্বাস করেন যে এই পাহাড়ের চূড়াই মহাদেব-পার্বতীর বাসস্থান। কিন্নর জেলার অধিবাসীরা প্রায় সবাই লোকাচারী তিব্বতী বৌদ্ধ—এঁদের মেয়েদের অনেকেই বহু পতি গ্রহণ করে থাকেন। ভূত-প্রেত, তন্ত্র-মন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস খুব বেশি।

থাকার জন্য কল্পাতে আছে PWD Bunglow (রিজা: EE, PWD, Kalpa, Dt. Kinnaur)। সাংলাতে আছে PWD বাংলো ও FRH। HPTDC-র Hotel Kinnaur Kailash (Ph: 07186-226159), DAB ৭০০-৯০০; স্যুইট (4B) ১২০০, তাঁবু ২৭৫। Hotel Kinnaur Villa (Ph: 226006) DAB ৭৫০-৯৫০। এদেরই রয়েছে Chini Bunglow (Ph: 226014)। কলকাতায় বুকিং-এর যোগাযোগ: ডায়মন্ড ট্রাভেলস, Ph: 22376714। বাস স্ট্যান্ডের কাছে Hotel Blue Lotus (Ph: 226001), DAB ৪৫০-৬০০, ডর্মি ১০০।

আর সদর শহর রেকং পিওতে আছে Hotel

Shivling View Hotel (Ph: 222048); Hotel Snow View; Kailash Cottage (Ph: 222421); Mayur Guest House, Mehta Guest House প্রভৃতি।

কুলু

হিমালয়ের কোলে-পিঠে ছড়ানো একটা ছোট্ট সুন্দর উপত্যকার নাম কুলু— পাঞ্জাবের কাছাকাছি পাহাড়ি অঞ্চলের সবচেয়ে পুরনো অঞ্চল। পর্বতে-কন্দরে, দেবদারু-পাইনে, শতদ্রু-বিপাশা-সৈঞ্জ-তীর্থন-পার্বতী সরোবরী-চন্দ্রভাগা নদীর মধুর সংগীতে ভরা এই কুলুর একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে। তখন এর নাম ছিল কুলুত।

এককালে এখানে কোল জাতীয় আদিবাসীদের বাস ছিল— যাদের রাজা ছিলেন শম্বর। হয়ত তাঁদের থেকেই এ জায়গার এমন নাম। 14 শতক পর্যন্ত এই কুলুত নামই ছিল। পরে কাশ্মীর রাজ জৈনুল আবেদিনের আক্রমণে রাজ্যটি তছনছ হয়ে যায়। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এটি মুনি-ঋষি ও দেবতাদের বাসস্থান ছিল বলে মনে করা হয়। এখানে সে বিশ্বাস যে চলে আসছে তার প্রমাণ, আজও লোকে এই দেশকে ঠারা করড়ু বা আঠার করড়ুর দেশ বলে মনে করে। কিংবদন্তি বলে মহর্ষি জমদগ্নি কুলুতে আসার পথে ঝুড়ি করে নিয়ে আসছিলেন আঠারটি দেবমূর্তি। ঝড়ে সেগুলো উড়ে নানা জায়গায় পড়ে। পরে সেই স্থানগুলিতেই সাকার দেবমূর্তির পুজো শুরু হয়। কুলুই ভাষায় ঝুড়িকে বলে করড়ু বা করণ্ডী।

এখানে দেবতাদের আনোগোনা ছিল ভেবেই এর নাম দেওয়া হয় 'ভ্যালি অফ দি গডস' বা দেবালয়। কুলুর মাঝখান দিয়ে যে বিপাশা নদী আজ বয়ে চলেছে পুরনো কালে তার নাম ছিল আর্জীকিরা। আজ যার নাম রোহ্টাং, আগে সে ছিল ভৃগুতুঙ্গ। বলা হয়, এখানেই বেদব্যাস জন্মেছিলেন। মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব এই কুলুতে তিনবার এসেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। প্রথমবার জতুগৃহ থেকে রক্ষা পেয়ে এখানে আসার পর ভীম হিড়িম্বাকে বিয়ে করেন। দ্বিতীয়বার আসেন পাশা খেলায় সর্বস্ব হারিয়ে অজ্ঞাতবাসের সময়। শেষবার আসেন মহাপ্রস্থানের পথে যাবার সময়। মহাভারতের বিদুর বিয়ে করেছিলেন কুলুর মেয়ে সুদঙ্গীকে। তথাগত বুদ্ধও সম্ভবত এখানে এসেছিলেন— হিউয়েন সাঙ্ এখানে অশোক-নির্মিত একটি বৌদ্ধস্তূপ দেখেছিলেন। কাজেই কুলুর প্রাচীনতা মনে রাখার মত। এখন সেই কুলু লম্বায় উত্তর-দক্ষিণে প্রায় 40 কিমি, চওড়ায় অবশ্য 2 কিমির বেশি নয়। বিভিন্ন ঋতুতে কুলু সাজে নানান বিচিত্র রঙে। বসন্তের শুরুতে এলে দেখবেন উপচে পড়া ফল-বাগিচায় ফলের অফুরন্ত বাহার। সবুজ উপত্যকার আঁচলে তখন গোলাপি আর সাদা ছোপের চমকারি। একটু গরম পড়লেই ডালি সাজায় রডোডেনড্রন গুচ্ছ। গাছের মাথায় মাথায় তখন রঙিন ফুলের আগুন। শরতের সোনালি খেত বোনে স্বপ্নের জাল। নাসপাতি আর আপেল, চেরি আর পিচ পাল্লা দেয় খুবানির প্রাচুর্যের সঙ্গে। আর শীতে যখন সারা উপত্যকা বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে থাকে তখন কেবল সেই চাদরের উজ্জ্বল পাড়ের সৌন্দর্যবর্ধন করে চিরসবুজ পাইন বনের দীর্ঘ শ্রেণী। গ্রীষ্মের দাবদাহ আর ধুলো ঝেড়ে ফেলে পর্যটকরা ছুটে আসেন দেবতাদের এই উপত্যকার মনোহারিত্বে হারিয়ে যেতে।

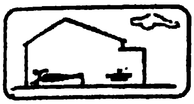
কখন আসবেন এখানে : এখানে বেড়াতে আসার সেরা সময় দুটি— এপ্রিল-জুন অথবা সেপ্টেম্বর-নভেম্বর। 1,219 মিটার উঁচু এই উপত্যাকায় গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30.8°C এবং 18° C, শীতকালে যথাক্রমে 5.2°C, এবং 1.4°C। গ্রীষ্মে হালকা পশমি ও শীতে ভারী পশমি পোশাক আনুন।

কেমন করে আসবেন : কুলুর সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর ভুন্টার আসলে এক চিলতে রানওয়ে ছাড়া কিছু নয়। কুলু থেকে এর দূরত্ব 10 কিমি। দিল্লি, চণ্ডীগড়, সিমলা প্রভৃতি জায়গা থেকে এখানে বিমান নামছে প্রতিদিন কেবল মরসুমে। উদ্দেশ্য, ফল বয়ে নিয়ে যাওয়া। তারই ফাঁকে পর্যটকও নামছেন-উঠছেন।

রেলপথ: কুলু সরাসরি রেলপথের সঙ্গে যুক্ত নয়। কাছের বড় রেল স্টেশনটি পাঠানকোট 283 কিমি দূরে। পাঠানকোট অমৃতসর, দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। অবশ্য চণ্ডীগড় অথবা পাঠানকোট নেমে ছোট লাইনের ট্রেনে যোগীন্দরনগর বা সিমলায় নেমে পরে সড়কপথে কুলুতে আসতে হয়। আম্বালা স্টেশনে নেমেও সড়কপথে বাস বা ট্যাক্সি ধরে কুলু বা মানালিতে আসতে পারেন।

সড়ক পথে : কুলুতে আসতে পারেন দিল্লি থেকে। দূরত্ব 789 কিমি, 21 নং জাতীয় সড়ক ধরে 606 কিমি; চণ্ডীগড় থেকে এলে 556 কিমি পার হতে হবে। রোপার, বিলাসপুর, মাণ্ডি থেকেও আসা যায়। নিয়মিত বাস আসছে মাণ্ডি, চণ্ডীগড়, ধরমশালা, যোগীন্দরনগর, পাঠানকোট, মানালি আর সিমলা থেকে। পাঠানকোট থেকে বাস ছাড়ে 5.00, 7.00 ও 9.00টায় (দূরত্ব 278

কিমি), মাণ্ডি 72 কিমি দূর। সিমলা থেকে বাস ছাড়ে 5.00, 7.00 ও 17.00 টায়— দূরত্ব 220 কিমি; সময় লাগে 11 ঘণ্টা। তবে যাবার পথে একমুখো রাস্তা আছে। জেনেশুনে তবে পথে নামুন।



কোথায় উঠবেন : কুলুতে কোনো পাশ্চাত্যপ্রথার হোটেল নেই, আছে মানালিতে। পর্যটন বিভাগ অনুমোদিত কয়েকটি হোটেলের নাম বলি— Hotel Sarvari (HPTDC ট্যুরিস্ট বাংলো, Ph: 222471; রিজা : Tourism Development Officer, Tourist Information Office, Kulu-1, Ph : 222349,) DAB (8) ৪২৫-১০০০, 4B ফ্যামিলি স্যুইট ৬০০-১৫০০, 6B ডর্মি (2) শয্যাপ্রতি ৭৫; ITDC-র Ashoke Traveller's Lodge SAB ৪৭৫, DAB ৫৭৫-১১৯০ (15 জুলাই-30 সেপ্টেম্বর ও 15 ডিসেম্বর-31 মার্চ পর্যন্ত ছাড় পাবেন); Katrain (কুলু থেকে 20 কিমি দূরে) ট্যুরিস্ট বাংলো Hotel Blossom D ৩০০ এবং ৪০০; Hotel Silver Moon (Ph: 22488) DAB ৬২৫, ফ্যামিলি স্যুইট (2) ৮২৫; ট্যুরিস্ট হাট্ আছে কাসোলে DAB (2) ৩৫০; ভুন্টার-এ Himalaya Guest House D ৩৫০; Ramneek Guest House R-15, ৩২৫-৪৭৫ ডর্মি ৮০; Hotel Shangrila International ৩৫০-৫৭৫; Saba Guest House ২৫০-৩৫০; Bileshwar View Guest House ২৫০ থেকে; Empire Hote. ২৫০-৪৫০; Kulu Valley Lodge ২৫০; Naveen Guest House ২০০; Central Hotel ২২৫-৩৫০; Koundal Guest House শয্যাপ্রতি ৭৫; Kangra Hotel শয্যাপ্রতি ৭৫; Kailash Hotel ১৫০-২৭৫; এছাড়া আর্যসমাজ মন্দির, গুরুদ্বার সাহিব ইত্যাদি আছে।

কী কী দেখবেন এখানে : কাছাকাছির মধ্যে দেখুন উপত্যকার প্রধান দেবতা **রঘুনাথজির মন্দির** মাত্র 1 কিমি দূরে শবরী ঝরনা পার হয়ে। 4 কিমি দূরে ছোট্ট গুহায় বৈষ্ণোদেবীর মূর্তি দেখুন **বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে**। এখান থেকে নীচে কুলু শহরটিকে সম্পূর্ণ দেখুন। 3 কিমি দূরে খাড়া চড়াই-এ উঠে **জগন্নাথ মন্দির** থেকেও শহরটিকে এইভাবে দেখা যায় 5,000 ফুট (1,550 মিটার) উচ্চতা থেকে। একটু কাছে-দূরে ঘুরতে যাই এবার।

বিজলি মহাদেব মন্দির : কুলু থেকে 11.2 কিমি দূরে 2,435 মি উচ্চতায় এই মন্দিরটিতে উঠতে হলে খুব কষ্ট করতে হয়। কিন্তু উপরে উঠলেই নীচের কুলু ও পার্বতী উপত্যকার সমগ্র দৃশ্য প্রতিভাত হয়। মন্দিরের উপরে প্রায় 60 ফুট (20 মি) উঁচু একটি ধাতব দণ্ড আছে। প্রখর সূর্যকিরণে সেটি জ্বলজ্বল করে। কিংবদন্তি যে ওই দণ্ডের মাধ্যমে মন্দিরমধ্যে স্বর্গীয় করুণা বিদ্যুতের আকারে প্রবেশ করে। জনশ্রুতি যে, প্রতি 12 বছর অন্তর এই মন্দিরের উপর বিদ্যুৎ বর্ষিত হয় এবং ভিতরের শিবলিঙ্গটি ভেঙে চূর্ণ হয়ে যায়। মন্দিরের পুরোহিত তখন গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে শুদ্ধ মাখন নিয়ে এসে অই দিয়ে টুকরোগুলি জুড়ে পূর্বরূপ ফিরিয়ে আনেন।

কৈশধর : প্রকৃতির মধ্যে হারিয়ে যাবার দারুণ জায়গা। কুলু থেকে 16 কিমি দূরে— ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায়। ছুটি কাটাতে এসে অনেকে পাশের গ্রামগুলিতে ঘুরতে যান। বনবিভাগের একটি ছোট RH-এ থাকতে পারেন।

বাজৌরা : কুলু থেকে 15 কিমি মাণ্ডি যাবার পথে বিপাশা নদীর তীরের এই স্থানটির প্রধান আকর্ষণ 9 শতকে নির্মিত বজ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি। প্রধান সড়কের উপরে স্থাপিত এই মন্দিরটি গ্রামটির প্রায় 200 মি উঁচুতে স্থাপিত। পিরামিডের আকৃতিসম্পন্ন এই মন্দিরে পাথর কুঁদে যে অনুপম ভাস্কর্য রচিত হয়েছে— তা দেখার মত। অবশ্য 1769-70-এ কাংড়া-রাজ রাজা ঘমণ্ড চাঁদ এটিকে আক্রমণ করে এর সৌন্দর্যহানি ঘটান। দেওয়ালের বাইরের দিকে তিনটি বিশাল প্রস্তরখণ্ডে গণেশ, বিষ্ণু ও অসুরমর্দিনী পার্বতীর ভাস্কর্য লক্ষণীয়। এগুলিতে শিকারা শৈলীর ছাপ আছে। এখানের আপেল বাগিচাও দেখার মত। নিয়মিত বাস আসছে এই পথ ধরে। থাকার জন্য যে PWD RH আছে কুলুতেই, ট্যুরিস্ট অফিসারের সঙ্গে সেটিতে থাকার ব্যাপারে যোগাযোগ করে আসুন।

কসোল : পার্বতী উপত্যকার পার্বতী নদীর তীরে কুলুর 42 কিমি দূরে ছুটি কাটাতে এখানে আসুন। দেখবেন কেমন করে বিশাল একটা খোলা জায়গা নামতে নামতে নদীর ধারে সাদা বালিরাশির সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে গেছে। মাছ ধরতে চান ? ট্রাউট মাছের মেলা এখানে। থাকার জন্য HPTDC-র ট্যুরিস্ট হাট্ পাবেন (রিজা : ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিস, কুলু, Ph: 222349) ভাড়া ৩৫০ থেকে।

মণিকরণ

পুলগা-পিন পার্বতী পাস ট্রেকিং পথে মণিকরণ কুলু থেকে ভুন্টার হয়ে 46 কিমি এবং কাসোল থেকে মাত্র 3 কিমি পথ। 43 কিমি পর্যন্ত মোটরে আসা যায়। বাকি পথ

জিপে ও শেষটা পায়ে হাঁটতে হয়। আসল নাম মণিকর্ণ। প্রবাদ বলে যে, এখানে নাকি পার্বতী তাঁর কর্ণকুণ্ডল হারিয়ে ফেলেন উষ্ণকুণ্ডে স্নান করার সময়। মহাদেবের তৃতীয় নয়ন থেকে আবির্ভূতা নয়নাদেবী সেটি খুঁজতে খুঁজতে পাতালে বাসুকী নাগের কাছে উপস্থিত হন। বাসুকী সেটি খুঁজে ফেরত এনে দেন। তাই এখানে গড়ে উঠেছে মহাদেব, পার্বতী এবং নয়নাদেবীর মন্দির। রামচন্দ্রও নাকি এখানে এসেছিলেন— তাই আছে রামচন্দ্রের মন্দিরও। কিন্তু এখানে আসার প্রধান আকর্ষণ হল এখানের গন্ধকের গরম জলের উষ্ণ প্রস্রবণটি রাজগীরের মতোই। এটিই সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে উষ্ণ জলের কুণ্ড। এখানে চাল ও ডাল ফেলে দিলে তা প্রায় সিদ্ধ হয়ে যায়। হাজার হাজার মানুষ এর জলে স্নান করেন। নারী ও পুরুষের স্নানের জন্য এখানে পৃথক ব্যবস্থা হয়েছে বশিষ্ঠ কুণ্ডের মতই (দ্র. মানালি)। এই তীর্থক্ষেত্রে একই চত্বরে রয়েছে শিখ গুরুদ্বার ও হিন্দুমন্দির। একদা গুরু নানক 1575-এ এখানে এসে এই প্রস্রবণটিকে পুনরুদ্ধার করেন। পার্বতী নদীর উপর সেতু পার হয়ে মণিকরণে ঢোকার পথে ডানদিকেই পড়ে এই গুরুদোয়ারা। এককালে গুরুগোবিন্দ সিং এখানে সাধনা করেছিলেন। বিনামূল্যে এখানে থাকার ও খাবার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া ১৫০-৩০০ মধ্যে বেশ কিছু Guest House আছে, Sharma Guest House, Padma Guest House, Kailash Guest House, Parvati Guest House, Moon Guest House প্রভৃতি। বাড়ি ভাড়াও পাওয়া যায়।

পুলগা ও ক্ষীরগঙ্গা : এমন উষ্ণ প্রস্রবণ আছে পুলগার 10 কিমি দূরে ক্ষীরগঙ্গাতেও। কুলু থেকে 10 কিমি দূরে পুলগা আসা অবশ্য বেশ কষ্টকর। তবে এখানেও RH-এ আশ্রয় পেলে এর আরণ্য পরিবেশে আপনার দেহ-মন জুড়িয়ে যাবেই। কাছেই পার্বতী উপত্যকা থেকে টস্ নালা বেরিয়ে গিয়ে যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

লারজি : কুলু থেকে দক্ষিণে 34 কিমি দূরে লারজি 957 মি উচ্চতায় ট্রাউট মাছ ধরার একটা বিখ্যাত স্থান। সত্যি কথা বলতে কি, মৎস্যবিলাসীদের জন্যেই এই জায়গার উন্নতি হয়েছে। এখানে থাকার জন্য যে RH আছে (রিজা: EE, PWD, Division 1, Kulu), সেটির যা অবস্থান— থাকতে লোভ হবেই। ঠিক যেখানে সৈঞ্জ আর তীর্থন নদী প্রবলভাবে ফেনায়িত— মাত্র কয়েকশ গজ গিয়ে বিপাশার সঙ্গে মিলেছে— সেখানেই RHটি অবস্থিত। এখানে শিকারিরা আসেন অ্যান্টিলোপ, চিতা, বন্যশূকর ও নানা জাতের হরিণ শিকারের লোভে।

বাঞ্জর : তীর্থন নদীতে ট্রাউট মাছ ধরার লোভে এখানেও আসতে পারেন 58 কিমি পথ পার হয়ে। অবশ্য মে মাসে এলে এখানের বিখ্যাত শৃঙ্গ ঋষির মন্দিরের মেলার উৎসবে যোগ দিতে পারেন। আউট হয়ে মোটরে এসে এখানে PWD-র RH-এ এসে থাকতে পারেন।

শোজা: বাঞ্জরের RH-এর (2,650 ফুট উঁচুতে) জালোরি পাসের দিকে 13 কিমি এগোলে এখানে এক মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পাবেন।

রায়সন (রৈসন): পরিশ্রমে যাঁরা ক্লান্ত, যাঁরা কিছুদিন বিশ্রাম চান, তাঁদের পক্ষে কুলু থেকে 14 কিমি দূরে 1,433 মি উঁচু এই স্থানটি খুবই মনোরম। বিশেষ করে স্কুল-কলেজের ছাত্র বা যুব সংগঠনগুলি যাঁরা দলবদ্ধভাবে ভ্রমণ করেন, তাঁদের পক্ষে এটি একটি আদর্শ জায়গা। ক্যাম্প করে থাকার উপযোগী এই স্থানের পাশ দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে বিপাশা নদী। রয়েছে অনেক আপেল বাগিচা। রয়েছে থাকার জন্যে HPTDC-র 14টি হাট। প্রতিটি হাট্-এর ভাড়া ১৭৫। হাট্ থেকে নদীর তীর পর্যন্ত তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে ভ্রমণ বড়ই সুখকর। কুলু-মানালি সড়কপথে বাসে চড়ে এখানে আসা যায়।

কাতরেইন : এই কুলু-মানালি সড়কেই 193 কিমি এগিয়ে কুলু উপত্যকার সবচেয়ে চওড়া স্থান কাতরেইনের উচ্চতা 1,463 মি। এখানের দ্রষ্টব্য জিনিসগুলির মধ্যে আছে বিস্তৃত আপেল বাগিচা ও ফল গবেষণা কেন্দ্র। টেনে রাখে ট্রাউট মাছের সম্ভার এবং মৌমাছি পালন ক্ষেত্রটিও। সরকারি উদ্যোগের ট্রাউট পালন ক্ষেত্রগুলি কাতরেইনের খুব কাছে মাহিলি এবং পটলি কুহলে অবস্থিত।

থাকার জন্য আছে HPTDC-র Cottage River View ৭০০; এদের Hotel Anglers Bunglow আপাতত বন্ধ। বন্ধ Govt. Civil Rest House ও (বুকিং: Tourist Development Officer, Kullu)। তারা হোটেল জাতীয় সড়কে Apple Valley Resorts. (Ph: 266271) ২০০০-৩০০০। Span Club (Ph: 2831138) American Plan ৪০০০। এছাড়া Hotel River Banks, Royal Hotel (AP) প্রভৃতি।

নাগ্গর

কুলু বা মানালি উভয় স্থান থেকেই এখানে আসা যায় কুলু থেকে 22.5 কিমি মোটরযানে কাতরেইন এসে বাকি 32 কিমি পথ ঘোড়ায় চড়ে এলেই ভাল। মানালি থেকেও

বাস আসছে কাতরেইনে। বিপাশা নদীর বামতীরে নদী থেকে 300 মি উঁচু এই শহরে বেশ সময় নিয়ে থাকার জন্যে আসুন। এর আরণ্য ঢাল থেকে উত্তর-পশ্চিম উপত্যকাংশের মনোহর দৃশ্য প্রতিদিনই আপনার কাছে সুন্দরতম মনে হবে। একসময়ে 1,400 বছর ধরে যাঁরা রাজত্ব করে গেছেন সেই কুলু রাজাদের রাজধানী ছিল এটি। চন্দ্রখনি পাসের সৌন্দর্যের সূচক এই জায়গাটির আশেপাশে রয়েছে অজস্র মন্দির। মোটর বা জিপে করে নাগ্গর দুর্গ পর্যন্ত সোজা আসা যায়। এখানেই রয়েছে রোয়েরিক আর্ট গ্যালারিটি। বিখ্যাত শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিকের চিত্রাবলি এবং ভাস্কর্য এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে— নাগ্গর থেকে এর দূরত্ব মাত্র 1 কিলোমিটার। এখানে দেখুন বিষ্ণুমন্দির, ত্রিপুরসুন্দরী দেবী মন্দির অথবা কৃষ্ণমন্দির।

নাগ্গর দুর্গটি এখন HPTDC-র সুসজ্জিত Hotel Castle-এ (Ph: 247816) রূপান্তরিত। এই ট্যুরিস্ট বাংলোটিতে থাকতে পারেন। DAB ৬০০,-১,৫০, DCB ২২৫-২৭৫, ডর্মি ৭৫ মাথাপিছু (রিজা : ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিস, কুলু)। এছাড়া আছে PWD RH এবং FRH। এখান থেকেই ট্রেকিং করে চলুন চন্দ্রখনি পাস এবং মালানা উপত্যকার গভীরে।

মালানা: নাগ্গর পর্যন্ত বাসে তারপর 28 কিমি পথ হেঁটে চন্দ্রখনি পাস পেরিয়ে ছোট্ট গ্রাম মালানায় পৌঁছে বিখ্যাত জমলু মন্দিরে আসুন। পথ দুর্গম ক্ষুরধার, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুপম। এখানে ধর্মভীরু লোকেদের কাছে একটা নুড়িও দেবতা। জমলুর চেয়ে বড় দেবতার কথা তাঁরা ভাবেনও না। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন গণতন্ত্রের এই স্থানটিতে গ্রামবাসীরা নিজেরাই তাঁদের সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে নিষ্পত্তি করেন। এমন একটা গ্রামে আসাও সৌভাগ্যের ব্যাপার।

বাথাড : কুলু থেকে 67 কিমি দূরে সড়কপথের উপরেই একটি চমৎকার বেড়াবার জায়গা। তবে বাঞ্জর পর্যন্ত বাসে এসে বাকিটা জিপে এলেই ভাল। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন ধরে রাখে পর্যটকদের তেমনি পশুশিকারি, মৎস্যশিকারির স্বর্গরাজ্যও এটি।

দেও টিব্বা: 2,963 মি. উঁচু এই স্থানটিতে একদা অর্জুন তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে শিবের কাছ থেকে দৈব অস্ত্র লাভ করেছিলেন।

দশেরা উৎসব : কুলু উপত্যকার সবচেয়ে বড় উৎসব এই দশেরা। আসলে কুলু উপত্যকার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই স্থানীয় দেব-দেবীদের কেন্দ্র করে এক বা একাধিক মেলা বসে। এর মধ্যে দশেরা সবচেয়ে সেরা। শারদীয় পুজোর দশমীর উৎসব দশেরা সারা ভারতেই পালিত হয়। কিন্তু কুলুর দশেরার স্বাতন্ত্র্যই যেন পৃথক ও গৌরবপূর্ণ। কুলুর ঢালপুর ময়দানে বিজয়া দশমী থেকে শুরু করে সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবে যেন বিপাশা নদী আর ঝরাপাতারা মিতালি পাতায়। এখানের বৈশিষ্ট্য হল রাবণ বা তার ভাইদের কুশপুত্তলিকা এই উৎসবে পোড়ানো হয় না। পরিবর্তে দশমীর দিন এখানের প্রধান দেবতা রঘুনাথজিকে রথে চড়িয়ে পরিক্রমা করা হয়। অনুষ্ঠিত হয় রথোৎসব। প্রায় 200 পাহাড়ি দেবতাদের বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে আসা হয় এই ময়দানে। উৎসবের প্রথম দিনের সন্ধ্যাবেলায় এঁদের নিয়ে বিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সবচেয়ে মজার কথা মানালি থেকে হিড়িম্বাদেবীকে না নিলে দশেরা উৎসব শুরুই হবে না। তারপর শুরু হয় স্থানীয় লোকেদের সাংস্কৃতিক উৎসব। নিজস্ব পাহাড়ি সাজে সাজসজ্জা করে তাঁরা নাচ-গানের মাধ্যমে তাঁদের ধর্মীয় মনোভাব, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক আচার-আচরণ তুলে ধরেন। মহিষ, মোরগ, মাছ, ছাগল, কাঁকড়া ইত্যাদি বলি ও উৎসর্গ করা হয়। হাজার হাজার দর্শক লক্ষ করেন কেমন করে গোটা উপত্যকাটির আকাশবাতাসে আনন্দের রঙ লাগে। কুলুর সব পথই তখন বেয়ে চলে ঢালপুরের ময়দানে। এ এক মহা মিলনোৎসব।

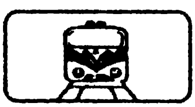
চলুন এবার কুলু উপত্যকা পার হয়ে একবার মানালির দিকে আমরা যাই। আসলে কুলু দেখব আর মানালি দেখব না— এ যেন শিবহীন যজ্ঞ। সৌন্দর্যে এরও তো কোনো তুলনা হয় না।

মানালি

প্রকৃতির বর্ণময় আর ব্যঞ্জনাময় সৌন্দর্যের জন্য আপনাকে মানালিতে আসতেই হবে। ঝুলন্ত পাহাড়ের গোলাপি চির, রুপোলি জলরাশি, অভ্রংলিহ পর্বতচূড়া, সবুজ তৃণভূমি, অরণ্যশ্রেণী সবই আপনাকে মুহূর্তে আপন করে নেবে। স্যার আলেকজান্ডার কানিংহামের (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রথম ডিরেক্টর জেনারেল) মতে বহুকাল আগে কোনো সময়ে বিপাশা নদী হ্রদের আকারে ছিল এবং তাই-ই পরে পাললিক মানালি উপত্যকার সৃষ্টি করেছে। সার্কিট হাউসের পিছনের গভীর পাইন বন, তরঙ্গিত ভূখণ্ড, ছোট সর্পিল পাহাড়ি নদী আপনার সঙ্গে পাতাবে বন্ধুত্ব। তার সঙ্গে যোগ দেবে উত্তরের মানালসুর খরস্রোত। মানালির

একাংশের ঐতিহ্যসিক নাম ছিল দানা। পরে মানালির এক প্রবীণ ইউরোপীয় অধিবাসীর নামানুসারে নাম হয় ডাফডানবার। অবশ্য এখন যাকে বলে মানালি— তার পিছনে একটা পৌরাণিক কিংবদন্তি আছে। একদা যখন সারা বিশ্ব জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন আদি মানব মনু তাঁর স্বর্গীয় তরণীতে চড়ে এখানেই অবতরণ করেন। তাই এর নাম হয় 'মনু-আলয়' আর তাই থেকেই মানালি। এখনো মনুর নামে উৎসর্গীকৃত একটি ছোট্ট মন্দির মানালি গ্রামে রয়ে গেছে।

কখন আসবেন: সমুদ্রতলের 6,000 ফুট (1,860 মিটার) উচ্চতায় অবস্থিত এই উপত্যকায় আসার ভাল সময় দুটি। হয় আসুন এপ্রিল-জুনে অথবা সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে। শীতকালটায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বিশেষ করে রোটাং পাসে। গরমেও এখানে বেশ ঠাণ্ডা। তাই ঠাণ্ডার পোশাক অবশ্য আনবেন। শীতের দিকে এলে ভারী পশমি পোশাক নিয়ে আসুন। গরমের পচা-ভ্যাপসা আবহাওয়ায় যখন প্রাণ আইঢাই করে তখন আসুন না দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে মানালি বেড়াতে।



কেমন করে আসবেন : বারবার এক কথা বলি কেন? যেমন করে কুলু আসা যায় তেমনি করেই মানালি। দুটো পৃষ্ঠা পিছিয়ে গিয়ে একটু কষ্ট করে জেনে নিন না ভাই! তবে দু-একটা বাড়তি কথা জানাতেই হবে। বিমানে দমদম-কালকার খরচ ধরুন ৫১০০৲। বাসে কালকা থেকে মানালি আরো ৩৭৫৲। ট্রেনে কালকা মেল ধরে কালকা এলে প্রথম শ্রেণীতে প্রায় ৩৪২৮৲, স্লিপার শ্রেণীতে ৩৬৯৲, দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রায় ২৩৮৲। দিল্লি থেকে প্যাকেজ ট্যুরের (12 দিন 11 রাত্রি) সুযোগ নিন। খরচ পড়বে বয়স্ক মানুষের জন্যে ৬,২৫০৲, ছাত্র বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের ৫,৭০০৲। দিল্লি থেকে মানালি আসতে পারেন দূরত্ব 518 কিমি। 10 ঘণ্টায় 310 কিমি পার হয়ে বাস আসছে চণ্ডীগড় থেকে। সিমলা থেকে 9 ঘণ্টায় 277 কিমি পথ পেরিয়ে। HPSTC লাক্সারি কোচ চালাচ্ছে মরসুমে সিমলা-মানালি প্রতিদিন (উভয় স্থান থেকেই, সকাল 9.00 ছাড়ছে পৌছে সন্ধে 19.00)— ভাড়া ২৬৫৲। দিল্লি থেকে A/C ভিডিও কোচ আসছে প্রতিদিন। Non-AC ভিডিও আসছে ভাড়া ৪৭৫৲। বাস আসছে জনপথে চন্দ্রলোক বিল্ডিং-এর সামনে থেকে (বুকিং দিল্লিতে হিমাচল ট্যুরিজম, 36 জনপথ, নিউ দিল্লি, Ph : 233-25320/233 24764)। মানালি থেকে চণ্ডীগড়ে দ্বি-সাপ্তাহিক বাস আসছে ২৯০৲।

কনডাকটেড ট্যুর

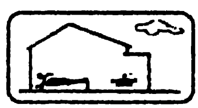
ক. মানালি-রোটাং পাস ভায়া রহল্লা প্রপাত ১৫০৲।

খ. মানালি-নাগ্গর ভায়া জগৎসুখ ১৫০৲।

গ. মানালি-মণিকরণ ভায়া কাতরেইন, বৈষ্ণোদেবী, কুলু ২১৫৲।

মানালি থেকে বাসের ভাড়া ও সময়সূচি

AC ডিলাক্স বাস মানালি-দিল্লি মানালি ছাড়ে 6.00, ভাড়া ৬৬৫৲; Non AC ডিলাক্স ভাড়া ৪৭৫৲; মানালি-ধরমশালা 7.00, ২২০৲; মানালি-পাঠানকোট 7.00, ৩০৫৲। সাধারণ বাসে মানালি-দিল্লি 14.30/17.00 ৪২৫৲; মানালি-সিমলা 5.30/6.30, ৩২৫৲; মানালি-চণ্ডীগড় 5.00/5.40/6.10/6.45, ৩০২৲; মানালি-দেরাদুন 18.00, ৩২৫৲; মানালি-হরিদ্বার 10.00, ২৬৫৲; মানালি-ধরমশালা 4.40/6.00, ২২৫৲; মানালি-জোয়ালাজি 7.45/9.00, ২৪৫৲ মানালি-চিন্তাপূর্ণি 7.45, ২৪৫৲; মানালি-অমৃতসর 15.30, ৩২৫৲; মানালি-কুলু— প্রতি 15 মিনিট অন্তর বাস ছাড়ছে;মানালি-নাগ্গর 7.45/17.30; মানালি-চাম্বা 7.00। HRTC বাসের খোঁজখবর এবং বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ: HRTC, Manali, Ph: 252 323।



কোথায় উঠবেন : মানালিতে HPTDC-র হোটেল / লজ / হাট্ রয়েছে। এছাড়া আছে পর্যটন-বিভাগের অনুমোদিত প্রচুর হোটেলপত্র। HPTDC-র 12টি লগ হাট্ রয়েছে। প্রতিটি লগ হাটে আছে 2টি DB, ড্রয়িং কাম-ডাইনিং রুম ও আধুনিক সরঞ্জামসহ রান্নাঘর। 1-3 নং লগ হাটের প্রতিটির ভাড়া ২২০০৲, 4-12 নং এর ভাড়া ২০০০৲ করে। 12টি কটেজ স্যুইট-প্রতি সেট ৭০০৲; পুরো কটেজ ১৫০০৲, হনিমুন হাট্-এ উঠুন নবদম্পতিরা প্রতিটি ৬৫০৲। ম্যাল রোডে সার্কিট হাউসের কাছে বিলাসবহুল, সমস্ত সুবিধাসহ Hotel Himland (Ph: 01902-252138) DAB ৪০০৲-৪৫০৲, স্যুইট ৫৫০৲-৬৫০৲ (কলকাতা রিজা: শেখর রায় গোষ্ঠীপতি Ph: 2430-0149/ দেবাশিষ ঘোষ Ph: 2402-6033); Hotel Shandela DAB ৪০০৲-১০০০৲, Hotel Highway Inn DAB ৪৫০৲-১২০০৲ (কলকাতা রিজা: Das Tours & Travels. Ph: 2425-6603); ট্যুরিস্ট বাংলো Hotel Rohtang Manalsu (Ph : 252332) ৫৫০৲-৭৫০৲, প্রতিটি DAB ঘর; ট্যুরিস্ট লজ 4B ৩২৫৲ প্রতিঘর; বিছানার জন্য বাড়তি টাকা লাগে। Beas Hotel (Ph: 252832)

DAB ঘর ২৫০-৬০০ (রিজা: ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার HPTDC, (Ph: 253531) Tourist Information Office, Manali 175131। এগুলি ছাড়া দামি হোটেলের মধ্যে আছে Hotel Manali Ashok DAB ১৮৫০-২৩৫০ স্যুইট ২৬০০ তাঁবু ১৩৫০; Hotel Piccadilly D ১০৯০ S ৪৫০ ডিলাক্স D ১২০০। আরো প্রায় 90টি হোটেলের মধ্যে আপনার মাথা গোঁজার ঠাঁই নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন।

খুব সস্তায় যদি থাকতে চান তবে হয় HPTDC-র ইয়ুথ হোস্টেলে থাকুন শয্যা প্রতি ২০-৪০ ভাড়ায় অথবা ১৫০-২০০ মধ্যে নীচের যে কোনো একটি কটেজ বেছে নিন— রিভার সাইড কটেজ, ধর্ম কটেজ, উত্তম কটেজ, রোটাং কটেজ, আশা কটেজ বা সিনিক কটেজ।

D ২২৫-৩২৫ **মধ্যে হোটেল** : ঠাকুর হোটেল, নেগি কটেজ, হোটেল মন্টেস্কু, বোম্বে গেস্ট হাউস, আওয়াস্থি কটেজ, হোটেল রেণুকা, হোটেল স্কাইলার্ক, হোটেল নীলকমল, রাইজিং স্টার গেস্ট হাউস, সান-'এন'-স্নো, ট্যুরিস্ট ইন্, হোটেল আশিয়ানা, হোটেল মাউন্ট ভিউ।

D ৩৫০-৩৭৫ মধ্যে: সানশাইন গেস্ট হাউস, সীডার হোটেল মার্বেল হোটেল, অনুপম হোটেলে, উডলাইনস হোটেল, গ্রাসল্যান্ড হোটেল, হোটেল সিদ্ধার্থ, হোটেল হিলভিউ, হোটেল শাংগ্রিলা, সম্রাট হোটেল, হোটেল ব্রাইটওয়েজ প্রভৃতি।

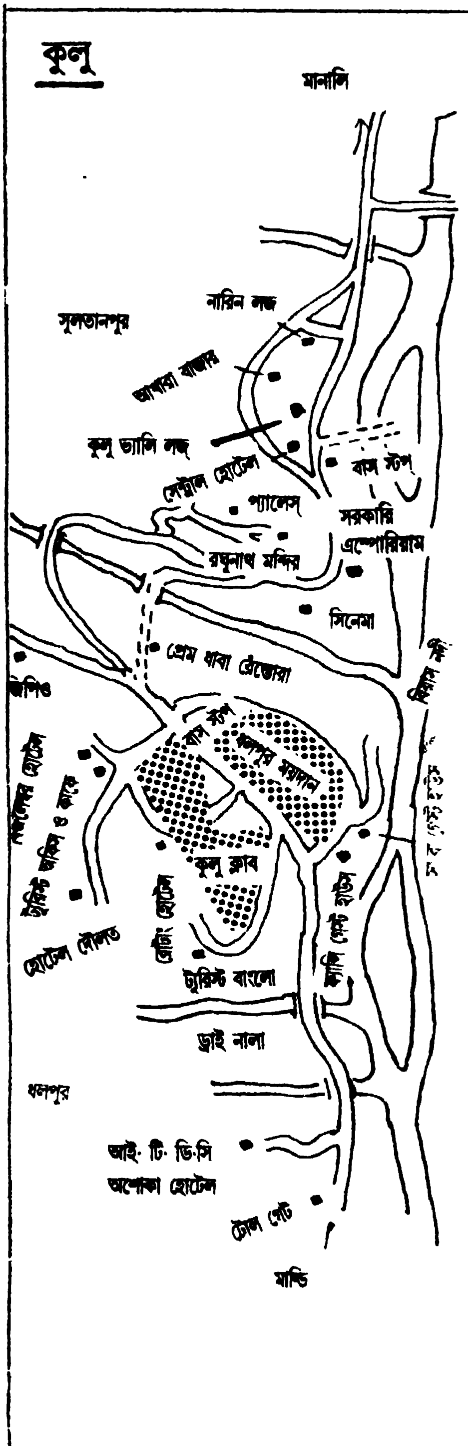
৩৫০ এবং তার বেশি ভাড়ায় : নিউ হোপ গেস্ট হাউস, মে ফ্লাওয়ার হোটেল, জন ক্যানন গেস্ট হাউস, পাইনউড হোটেল, হোটেল দেবদ্বার, হোটেল হিলকুইন, হোটেল নবীন, হোটেল হলিডে হোম ইন্টারন্যাশনাল, হোটেল গ্রীনফিল্ডস, হোটেল হাইল্যানড, হোটেল লাসা ইত্যাদি। **প্রাইভেট হোটেলগুলির বুকিং**-এর জন্য যোগাযোগ করুন: President, Private Hotelier's Association, Manali, HP। আপনার মুশকিল আসান হয়ে যাবে। বাঙালিরা পোস্তর স্বাদ যদি পেতে চান তবে নীলকমলে অবশ্য আসুন। এখানেই আপনাদের হাতে হাতে মোক্ষলাভ।

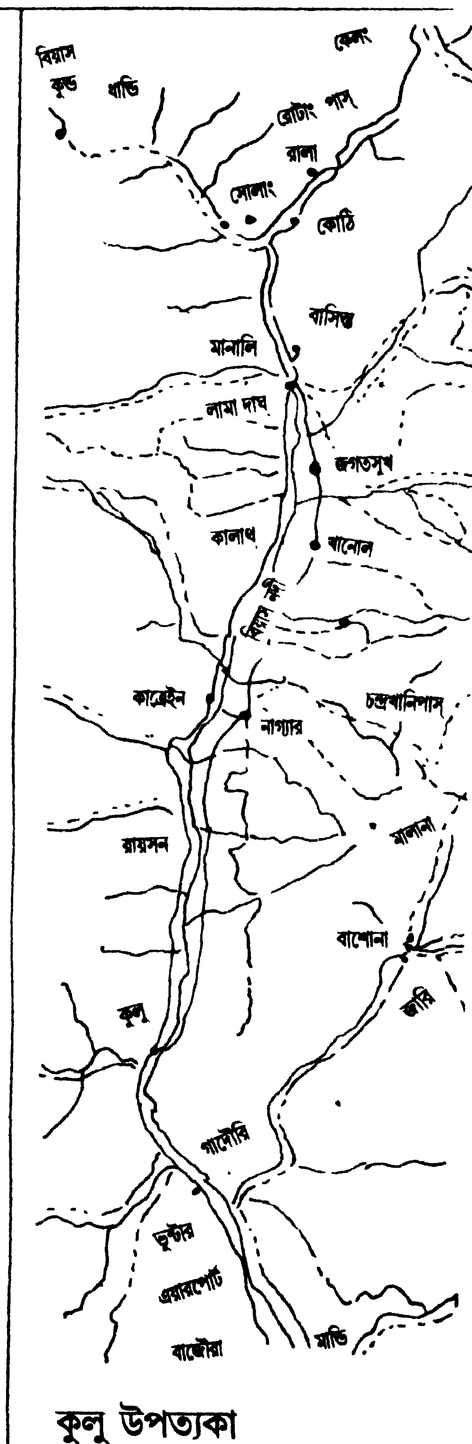
কী কী দেখবেন এখানে : চলুন প্রথমে কাছে-পিঠে পরে কাছে-দূরে ঘুরে আসি।

হিড়িম্বা দেবীর মন্দির : শহর থেকে 15 কিমি মাত্র। সার্কিট হাউসের পিছনে হাঁটাপথে পাহাড় চূড়োয় 1553-য় নির্মিত এই ডুংরি মন্দিরটি দেখে আসুন। নাম শুনেই বুঝতে পারছেন মধ্যমপাণ্ডব ভীমের পত্নীর নামেই মন্দিরটির নাম। এই দেবীর গুরুত্ব যে কতখানি তা কুলুর দশেরা উৎসব প্রসঙ্গে জেনে নিয়েছেন। ইনি না গেলে ওই উৎসব হয়ই না। চারতলা প্যাগোডা ঢঙের এই কাঠের মন্দিরটির দরজার কারুকার্য এবং নানা বিচিত্র কাঠামো ও প্রতীক এবং আশেপাশে দেবদারু বন— দুই-ই আপনাকে মোহিত করবে। মন্দিরের পাষাণ বেদিতে দেবী হিড়িম্বার পায়ের ছাপ। মন্দিরটি ঘিরে প্রবাদ আছে যে, যে শিল্পী এটি তৈরি করেন, পাছে তিনি ঠিক এমনি কোনো মন্দির তৈরি করে বসেন, তাই তাঁর ডান হাত কেটে নেওয়া হয়। শিল্পবোধ তাঁর মজ্জায় ছিল বলে তিনি বামহাতেই ত্রিলোকনাথের আর একটি সুন্দর মন্দির (দ্র. একটু পরেই) তৈরি করেন। তাতেই হল কাল— এবার তাঁর মাথা পড়ল কাটা।

বেড়াতে বেড়াতে দেখে আসতে পারেন নবনির্মিত জাঁকালো বৌদ্ধমন্দির **তিব্বতী মনাস্ট্রিতে**। এটি বিখ্যাত হয়ে আছে কার্পেট বোনা এবং তিব্বতী হস্তশিল্পের জন্য। কিনবেন নাকি কিছু কিছু? 5 কিমি দূরে প্রানি গ্রামের কাছেই নদীর তীরে রয়েছে সেই কিংবদন্তির **অর্জুন গুহা** যেখানে তপস্যা করে অর্জুন লাভ করেছিলেন দৈবী 'পাশুপত অস্ত্র'। 6 কিমি দূরে দেখে আসুন **জগৎসুখ**, আপনি খুশি হবেন দেখে। এর আগে নাম ছিল নাস্ত— কুলু রাজাদের প্রায় দশ পুরুষের রাজধানী। এখানে দেখুন শিকারা ঢঙে নির্মিত শিবমন্দিরটি। আরো দেখুন প্রাচীন গায়ত্রীদেবী এবং দেবী শর্বলীর মন্দির দুটি। মানালি থেকে নাগ্গরে যাবার পথে এগুলি দেখে আসুন।

খুব ভাল লাগবে মাত্র 3 কিমি দূরের **বশিষ্ঠআশ্রমটি**। আপনারা কি নবীন দম্পতি? তবে এখানে মধুচন্দ্রিমা যাপন করুন। কারণ মধ্যমপাণ্ডব ভীম হিড়িম্বাকে বিয়ে করে এখানেই মধুচন্দ্রিমা যাপন করেন। গন্ধকের এই উষ্ণ প্রস্রবণেই বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম ছিল বলে কথিত। HPTDC এখানে স্নানের জন্য চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন। ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক টার্কিশ স্নানের আনন্দ উপভোগ করুন গরম জলে। অবশ্য কুণ্ডের জলে স্নান করার জন্যে কোনো পয়সা লাগে না। রামচন্দ্রের মন্দিরও আছে। পুরাণে আছে বিশ্বামিত্রের হাতে শতপুত্রের মৃত্যু-কাতর বশিষ্ঠ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মবিসর্জন করতে চাইলে যখন নদী তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে দিল না, তখন পাশ মুক্ত করেছিল বলে তিনি নদীর নাম দেন বিপাশা— মন্দিরের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে। 5 কিমি দূরে রয়েছে ঠাণ্ডা জলের প্রস্রবণ— মানালি থেকে কেইলং যাবার পথে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের নামে এর নাম হয়েছে নেহেরু কুণ্ড। মাত্র 2 কিমি দূরে রয়েছে একটি


কুলু
মানালি
সুলতানপুর
কুলু ভ্যালি লজ
সেন্ট্রাল হোটেল
বাস স্টপ
প্যালেস
সরকারি
এম্পোরিয়াম
রঘুনাথ মন্দির
সিনেমা
প্রেম ধাবা রেস্তোরা
কুলু ক্লাব
ট্যুরিস্ট বাংলো
হোটেল দৌলত
ড্রাই নালা
ঢালপুর
আই· টি· ডি·সি
অশোকা হোটেল
টোল গেট
মান্ডি


বিয়াস
কুণ্ড
কেলং
রোটাং পাস
রালা
কোঠি
বাসিষ্ঠ
মানালি
লামা দাঘ
জগতসুখ
কালাথ
কাত্রেইন
নাগ্গার
চন্দ্রখানিপাস
মালানা
রায়সন
বাশোনা
জারি
কুলু
ভুন্টার
বাজৌরা
মান্ডি
কুলু উপত্যকা

প্রপাত রোহালা। বিপাশা নদী এখানে প্রায় 50 মি উঁচু থেকে ধারাবর্ষণ করছে। চড়ুইভাতি করার ইচ্ছে জাগবে এখানে এলে।

চলুন, এবার একটু দূরে যাই। বেশি নয়, 12 কিমি মাত্র।

কোঠী: শান্ত ছবির মত জায়গা। এখানের PWD RH-এ উঠুন। নীচের উপত্যকা দেখুন, পর্বতের সৌন্দর্য চাখুন। আর অবাক হয়ে পরিদর্শন করুন বিপাশা হঠাৎ প্রায় 1 কিলোমিটার সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে বয়ে যেতে যেতে কেমন প্রায় 30 মিটার গভীর হয়ে অন্তঃসলিলা রূপ পেয়েছে। আরো দেখুন, গিরিখাতের উভয় দিকের খাড়া পাহাড়ি পাশ দুটিতে কত অজস্র পাহাড়ি পায়রা উড়ছে-বসছে। কাছের সেতুটির কাছে গেলে প্রাচীন কুলু রাজাদের ঐতিহাসিক কত কথাই জানা হয়ে যাবে।

সোলাং উপত্যকা: মানালি আর কোঠী উপত্যকার মাঝেই 13 কিমি দূরে সোলাং ভ্যালিতে এলে দেখতে পাবেন অজস্র হিমবাহ আর তুষারাবৃত পর্বত চূড়ার অনুপম সৌন্দর্য। নীচের সমতল ভূমিতে হামেশাই ট্রেকিং দলের লোকেরা শিবির স্থাপন করছেন। বরফের উপর স্কী খেলারও আদর্শ স্থান এটি। এখানে রয়েছে মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট-এর একটি হোস্টেলও। উপত্যকার বাৎসরিক উৎসবটি যদি দেখতে চান তবে 10-14 ফেব্রুয়ারি হাজির থাকুন। মানালিতে বাসে চড়ে 10 কিমি পথ এসে পালচন গ্রাম স্টপে নামুন। তারপর হয় হাঁটুন নয় জিপের সাহায্য নিন।

এবার আরো একটু বেশি দূরে যাই। দূরের টানেই তো এখানে আসা।

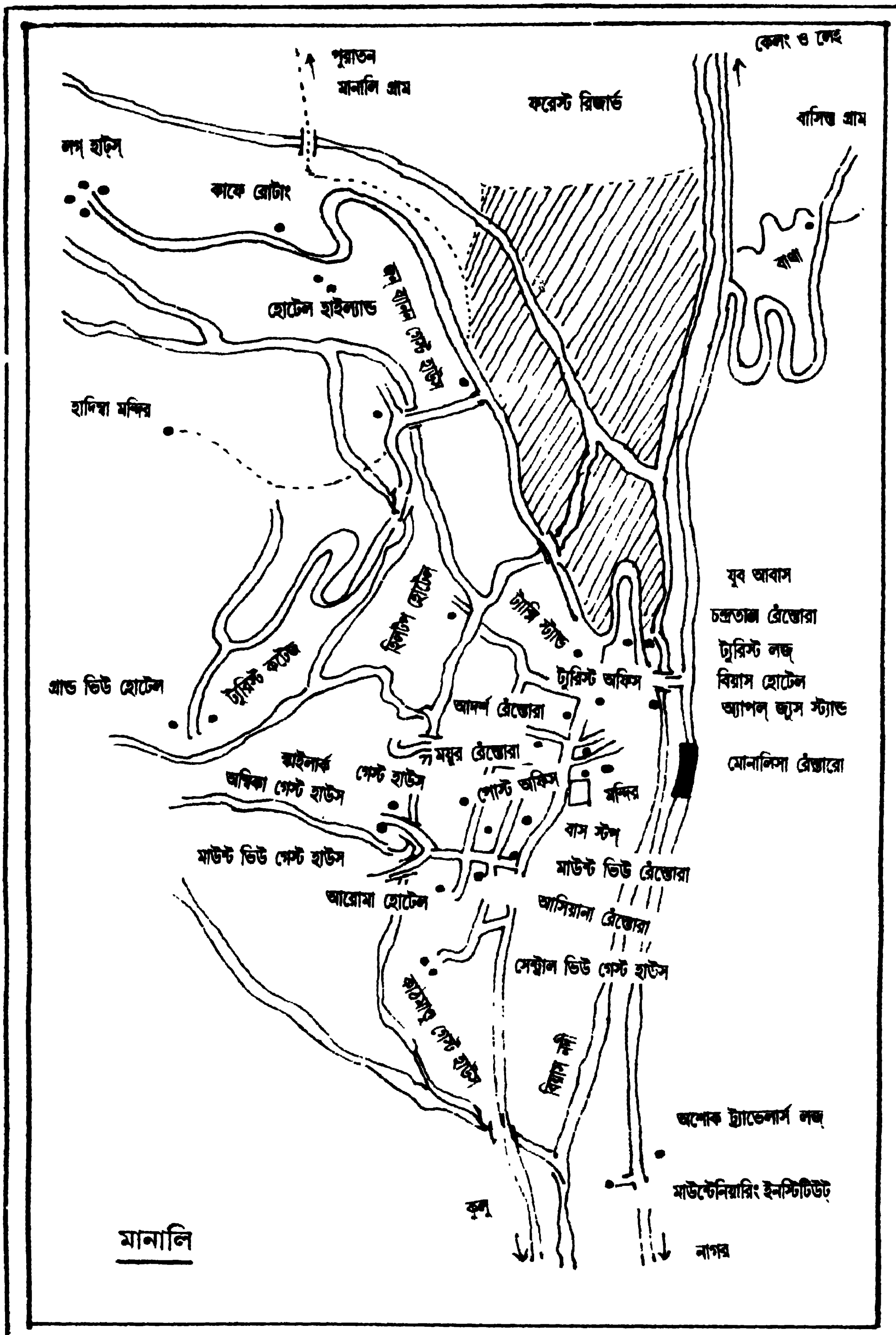
রোটাং পাস

মানালি থেকে 51 কিমি দূরে 4,117 মি উচ্চতায় কেইলং যাবার পথে পাহাড় আর প্রাকৃতিক পরিবেশে রোটাং পাস অনবদ্য। এটি পার হয়েই লাহুল-স্পিতি উপত্যকায় যাওয়া যায়। এটি উন্মুক্ত থাকে জুন-সেপ্টেম্বরে, ট্রেকাররা অবশ্য একটু আগে থেকেই যান। উপত্যকার প্রথম গ্রাম কোক্সার থেকে কেইলং-এ যাবার পথটি সুন্দর। মাত্র কয়েক কিমি আগেই বিখ্যাত সোনাপানি গ্লেসিয়ার। আর তার একটু বাঁদিকেই জোড়া-শৃঙ্গ গেপান, দুটো পিরামিড যেন জোড়া লেগে আছে। তবে এ পিরামিডের চূড়া তুষারে ঢাকা। মন্দ আবহাওয়া হলে অবশ্য কন্ডাক্টেড ট্যুর থেমে পড়ে মারহি-তে, রোটাং পাসের 16 কিমি আগে। এখানে বরফের রাজ্য, তাই নানা ধরনের Ice games-এর আসরও বসে। খাবারের দোকানও আছে। গ্রীষ্মকালে মানালি থেকে নিয়মিত বাস চলে লাহুল-স্পিতির সদর দফতর কেইলং-এ। চলে HPTDC-র লাক্সারি কোচ মরসুমেই প্রতিদিন সকাল 10.00 ছেড়ে ১৪৫ ভাড়ায়। 5 জন যাত্রী নিয়ে পুরো গাড়ির ভাড়া ১০০০। বিপাশার উৎসভূমি এই রোটাং-এর বিয়াস রিখি। সরকুণ্ডে 4 সেপ্টেম্বর স্নান করলে নাকি সর্বরোগ মুক্তি ঘটে। এখানে থাকা যায় না, মানালিতেই আবার ফিরে আসতে হয়। অবশ্য কোঠীতে PWD RH আছে। কোঠী থেকে 12 কিমি এগিয়ে দেখে নিন রোহালা প্রপাত। 70 মি. উঁচু থেকে ফেনায়িত জলধারা সবেগে নীচে নেমে আসছে— অপূর্ব দৃশ্য।

লাহুল-স্পিতি

জোজিলা যেমন কাশ্মীরে প্রবেশের একমাত্র পাস, তেমনি লাহুল-স্পিতি উপত্যকায় ঢুকতে হলে রোটাং পাস হয়েই যেতেই হবে। ইন্দো-তিব্বতী সীমান্তের এই দুটি প্রত্যন্ত উপত্যকা বিস্ময়, উত্তেজনা ও আদিমতা নিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যে অনতিক্রমণীয়। এর পালিয়ে বেড়ানো পাহাড়ি মাধুর্যের সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে তুষারের সৌন্দর্য। কোথাও হিমবাহের অনুপমতা কোথাও-বা বরলচা পাসের সংকীর্ণ উপত্যকা পথে চন্দ্র এবং ভাগা— এই দুই নদীর প্রবহমানতা। বৌদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতির পীঠভূমি লাহুলের মনাস্ট্রিগুলিতে রয়েছে দেওয়াল-চিত্র, থাঙ্কা, কাঠখোদাই এবং পদ্মসম্ভব-এর স্বর্ণমণ্ডিত মূর্তির প্রাচীন সম্পদ। এখানের লোকজনরা চমৎকার, মিশুকে আর অতিথিপরায়ণ। তাঁদের প্রথাবদ্ধ নৃত্যশৈলী, সংগীতময়তা, গাথা ও কাহিনীগুলি অনবদ্য।

2,745 মি উঁচু এই উপত্যকায় গ্রীষ্মকাল এনে দেয় কমনীয় শীতলতা, সবুজ ঘাস, আলপাইন পুষ্প ও শস্যের প্রাচুর্যতা। এখানে সর্বদাই মরসুমি আবহাওয়া— তাই এটি নিত্য সূর্যকরোজ্জ্বল ও ট্রেকারদের স্বর্গভূমি। মানালি থেকে রোটাং পাস পার হয়ে 117 কিমি দূরবর্তী কেইলং-এ আসুন। তবে স্পিতি উপত্যকা পর্যটকদের কাছে রুদ্ধ। সেখানে যেতে গেলে Inner Line Permit চাই। ভারতীয় পর্যটকরা এজন্য যোগাযোগ করুন: D C Shimla, SDM Rampur— কিন্নাহর হয়ে যাবার জন্যে। আর মানালি হয়ে যাবার জন্যে D C Kulu অথবা D C Lahaul-Spiti-র সঙ্গে। মানালি হয়ে লাহুল বা


পুরাতন মানালি গ্রাম
কেলং ও লেহ্‌
ফরেস্ট রিজার্ভ
বাসিষ্ঠ গ্রাম
লগ হাট্‌স্‌
কাফে রোটাং
হোটেল হাইল্যান্ড
হাদিম্বা মন্দির
হিলটপ হোটেল
ট্যুরিস্ট কটেজ
গ্রান্ড ভিউ হোটেল
যুব আবাস
চন্দ্রতারা রেঁস্তোরা
ট্যুরিস্ট লজ্‌
বিয়াস হোটেল
অ্যাপল্‌ জ্যুস স্ট্যান্ড
ট্যুরিস্ট অফিস
আদর্শ রেঁস্তোরা
ময়ূর রেঁস্তোরা
মোনালিসা রেঁস্তোরাঁ
স্কাইলার্ক গেস্ট হাউস
অম্বিকা গেস্ট হাউস
পোস্ট অফিস
মন্দির
বাস স্টপ
মাউন্ট ভিউ গেস্ট হাউস
মাউন্ট ভিউ রেঁস্তোরা
আরোমা হোটেল
আসিয়ানা রেঁস্তোরা
সেন্ট্রাল ভিউ গেস্ট হাউস
অশোক ট্র্যাভেলার্স লজ্‌
মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট
কুলু
নাগর
মানালি

সিমলা হয়ে কুংজুম গিয়ে এখানে আসা যায়।

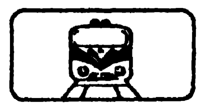
স্পিতি লাহুলের চেয়ে আরো উঁচুতে— উচ্চতা 2,000 ফুট (620 মিটার) বেশি। অতীতে স্পিতির রাজধানী ছিল ধানখার। এর অবস্থান তাবো থেকে 24 কিমি আগে। এখানে দেখতে পাবেন 16 শতকে নির্মিত ধানখার দুর্গ। এখানের গুম্ফায় আছে ফ্রেসকো, প্রাচীন ভোট পাণ্ডুলিপি, স্থানীয় হস্তশিল্পের নানান নিদর্শন ইত্যাদি। কুংজুম পাসে আসতে হলে গ্রামফু থেকে বাটিল পর্যন্ত প্রায় 48 কিমি মোটর-পথ পাবেন। স্পিতির প্রধান শহর কাজা বাটিল থেকে প্রায় 80 কিমি দূরে। মাত্র মাইলখানেক চওড়া এই উপত্যকায় নদীর প্রায় হাজার ফুট (300 মিটার) উঁচুতে আছে চাষযোগ্য কিছু সংকীর্ণ জমি। অধিবাসীদের চেহারা ও আচরণ মোঙ্গল শ্রেণীর অনুরূপ। আচার এবং ভাষাও পৃথক। ধর্মকেই তাঁরা জীবনের একমাত্র আচরণীয় ভাবেন। নানা স্থানে পাঁচটি গুম্ফা তার প্রমাণ। তাঁর মধ্যে অন্যতম হল কাই ও পিনের গুম্ফা। এঁদের পরিবারের বড়ছেলে সংসার করেন। অন্যেরা মঠে যোগ দেন। সরকারি অফিস, বাজার, হোটেল্স, বাস ঘুমটি যে-প্রান্তে রয়েছে তার পরিচিতি নিউ কাজা নামে। তাই বসতি অঞ্চলটির পরিচিতি ওল্ড কাজা নামে। আসলে কাজা নামটি এসেছে কাজে গুম্ফা থেকে।

কেইলং : লাহুল-স্পিতি জেলার সদর এই গ্রামটি বার্লি আর পশুভোগ্য সবুজ খেতের মাঝখানে। চারপাশের তুষার-ঢাকা বিশদ পরিবেশে গ্রামটিকে যেন একটা মরূদ্যানের মত মনে হয়। আবার উইলো গাছের শ্রেণী, বাদামি পাহাড়ের পাহারা আর হিমেল পর্বত চূড়ার সমারোহ এখানে প্রকৃতিকে অভিনব রূপ দিয়েছে। কাছেপিঠে অনেকগুলো বৌদ্ধ মঠ রয়েছে। এর মধ্যে 35 কিমি দূরে রয়েছে খার্দিং মনাস্ট্রি। চন্দ্র এবং ভাগা নদী দুটি যেখানে চিরকালীন বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে সেই প্রবাদ-গ্রাম তান্ডিতেও ঘুরে এসে এই মনোহর মিলন দেখে আসুন মানালি থেকে 102 কিমি দূরে গিয়ে। যাঁরা ট্রেকিং-এ উৎসাহী— এই অঞ্চল তাঁদের নন্দনকানন।

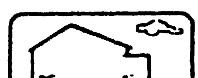
ত্রিলোকনাথ : পাট্টান উপত্যকাতে তীর্থযাত্রীদের জন্য দুটি চমৎকার জায়গা রয়েছে— **ত্রিলোকনাথ** এবং **উদয়পুর**। ত্রিলোকনাথে রয়েছে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের একটি ষড়বাহু মার্বেল মূর্তি। দর্শনার্থীরা চন্দ্রভাগা নদী পার হয়ে 3 কিমি ট্রেক করে এখানে আসেন। আগেই বলেছি এই মন্দির তৈরি করেছিলেন বাম হাত দিয়ে সেই শিল্পী, যিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে বানিয়েছিলেন মানালির হিড়িম্বা দেবীর মন্দিরটি (দ্র. একটু আগে) চাম্বা জেলার কিংবদন্তিতে ভরা এই ত্রিলোকনাথে বেড়াবার জন্য গুটিতিনেক দিন হাতে নিয়ে আসুন। এসে উদয়পুর RH-এ (PWD) থাকুন। তারপরে আবার মানালি ফিরে যান। উদয়পুরে থেকে মরিকুলা মন্দিরটি দেখতে যেন ভুলবেন না। কারণ এই মন্দিরের কারুশিল্প আপনার মন কেড়ে নেবার জন্য প্রতীক্ষারত। মানালি থেকে উদয়পুর 166 কিমি।

মাণ্ডি

শিবালিক পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে বিপাশা নদীর বাম তীরে মাণ্ডি একটি কিংবদন্তিতে ভরা সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক স্থান। এর নামকরণের পিছনে দুটো জনশ্রুতি রয়েছে। মাণ্ডি শব্দটির অর্থ হল বাজার। 1526-এ রাজা অজবের সেন প্রতিষ্ঠিত এই শহরের উপর দিয়েই একদা ইয়ারকান্দ-লাদাখ থেকে হোশিয়ারপুরের যাবতীয় বাণিজ্যকর্ম সম্পন্ন হত। তাই এই বাজার বা মাণ্ডি নাম। অন্য মতে বিপাশার তীরে তপস্যারত মাণ্ডব ঋষির নামানুসারে এই নাম। তিব্বতীরা একে ডাকেন 'জাহোর' নামে। কুলু-মানালি থেকে লাহুল-স্পিতি অঞ্চলে যাবার পথে প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে মাণ্ডি একটি উল্লেখযোগ্য শহর, কতই না মন্দির রয়েছে এখানে।



এখানে আসতে হলে : **বিমানক্ষেত্র** হল ভুন্টার— মাণ্ডি থেকে 60 কিমি দূরে। 21 নং জাতীয় সড়কের উপর অবস্থিত মাণ্ডিতে ঘন ঘন বাস আসছে সিমলা, চণ্ডীগড়, পাঠানকোট প্রভৃতি স্থান থেকে। মাণ্ডি থেকে সিমলা 160 কিমি, চণ্ডীগড় 168 কিমি, হোশিয়ারপুর 193 কিমি, পাঠানকোট 213 কিমি, কুলু 70 কিমি, ধরমশালা 147 কিমি। শহর থেকে ঘোরাঘুরির জন্য পাবেন বাস আর ট্যাক্সি।



কোথায় উঠবেন : HPTDC-র ট্যুরিস্ট বাংলো রয়েছে DAB ৩০০; আর এদেরই Hotel Mandav (Ph: 235503) DAB ৫৫০-৮৫০, ফ্যামিলি স্যুইট ৮৯০ (রিজা: Manager, Tourist Bunglow Mandi); Rajmahal Hotel ৭৫-৪৫০; Standard Hotel ৭৫-৪৫০; Sangam Hotel ৭৫-৪১৫; Hotel Palace ৮৫-৩৫০; Adarsh Hotel ৭৫-২২৫; Anand Hotel ৭৫-২৪৫; Narain Hotel ৭৫-৩২৫ প্রভৃতি। এছাড়া Hotel Ashoka Holiday Inn D ৩২৫-৫০০; Munish Resorts (Ph: 223832) D ৬৭৫-৭৭৫।

কী দেখবেন এখানে : আগেই বলেছি মাণ্ডি হল মন্দিরের দেশ। এর বেশির ভাগ মন্দিরের গঠনশৈলী হল শিকারা ঢঙের অর্থাৎ গর্ভগৃহের উপরে মোচাকৃতি চূড়া এবং সামনে একটি শিল্পায়িত গাড়িবারান্দা। মন্দিরের প্রাচীনত্ব এবং আকারের দিক থেকে ত্রিলোকনাথ এবং পঞ্চাবতারের মন্দির দুটি উল্লেখযোগ্য। তবে শহরের মধ্যখানের ভূতনাথ মন্দিরেই দর্শনার্থীর ভিড় হয় বেশি। মন্দিরের মূর্তি পাথর কুঁদে তৈরি। শিব-পার্বতীর যুগ্মরূপ অর্ধনারীশ্বর মন্দিরটিও দেখার মত এবং ওই শিকারা স্থাপত্যেরই। বাস স্ট্যান্ড থেকে বিপাশা নদী অতিক্রম করে একটু দূরে পশ্চিমদিকের তরণা পাহাড়ের চূড়োয় রয়েছে 400 বছরের সোনার কালীর শ্যামকালী (তরণাদেবী) মন্দিরটি। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে মাণ্ডিতে যে সপ্তাহব্যাপী শিবরাত্রির মেলা হয়, তখন আসুন— ভাল লাগবে। দেখবেন চতুর্দোলায় চড়িয়ে শতশত দেবদেবীকে এখানে আনা হয় পাহাড়ি বাজনা বাজাতে বাজাতে। তারপর প্রধান উৎসব হয় রাজমাধব বা মাধব রায়ের মন্দিরে। নাচে-গানে আমোদে-উৎসবে স্থানীয় লোকেরা মেতে ওঠেন। শেষদিনে সারারাত্রি 'জাগরণের' পর পরের বছরের উৎসবের ঘোষণা হয়।

মাণ্ডি থেকে 24 কিমি দূরে শিখ, হিন্দু ও বৌদ্ধদের তীর্থভূমি রেওয়ালসর বেড়িয়ে আসি চলুন। এখান থেকে প্রখ্যাত প্রচারক পদ্মসম্ভব (750-800 খ্রি.) বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে বৌদ্ধরা এখানে সমবেত হন তাঁদের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে। এখানে একদা লোমশ মুনি তপস্যা করেছিলেন। তাঁর স্মরণে প্রতি বছর এপ্রিল মাসের 13 তারিখে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কাছেই আছে একটি হ্রদ। মাঝে আছে একটি ছোট দ্বীপ। হ্রদের 150 মি উঁচুতে একটি প্রস্তরখণ্ডে আছে গুরু গোবিন্দ সিংয়ের স্মৃতি। এই সরোবরের জলে নাকি প্রয়াত সাধুদের আত্মা মিশে আছে। এখানে আছে একটি গুরুদোয়ারা। সেখানে আহার-আশ্রয়— দুই-ই মেলে।

আর আছে HPTDC-র Tourist Inn (Ph: 280252) D ২২৫, 3B ৩৫০, 5B ৪২৫ এবং ডর্মি ৭৫। এছাড়া Peace Memorial Inn, Lomash GH, Lakeview GH প্রভৃতিও আছে। জায়গাটি দেখার জন্য বাস-ট্যাক্সি আছে। শেষ বাস পাবেন মাণ্ডিতে 16.00 ও রেওয়ালসর থেকে ফেরার 17.00-তে। HPTDC কন্ডাক্টেড ট্যুরের যাত্রীদের মানালি থেকে রেওয়ালসর ঘুরিয়ে নিয়ে যায় এক দিনে। বাজৌরা থেকে কুলু রোড ধরে, মাণ্ডি থেকে প্রায় 32 কিমি দূরে 2,900 মি উচ্চতায় প্রশার-এ এসেও ঘুরে যেতে পারেন। এখানেও একটি সরোবরের মাঝে রয়েছে একটি ভাসমান দ্বীপ। এর কাছে সবুজ পাহাড়ের মধ্যে প্রশার ঋষির মন্দিরটি। এখান থেকে উত্তরে 80 কিমি দূরের 6,500 মি উঁচু লাহুল-স্পিতির তুষারাবৃত চূড়া থেকে বিস্ময়াহত আপনি দক্ষিণে তাকালে দেখতে পাবেন বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত লাল রডোডেনড্রনগুচ্ছের সারি। স্তব্ধ হয়ে যাবেন সেই সৌন্দর্যে। কশৌলি পর্যন্ত বাসে এসে বাকি পথটা পায়ে হেঁটে চলুন মুগ্ধ চরণের ছন্দে।

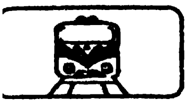
চলুন, এবার যাই কুলু-মানালি ছেড়ে কাংড়া উপত্যকায়। ধৌলাধার পর্বতমালার মহৎ সবুজ প্রাণোচ্ছল পরিবেশ আপনাকে নতুন এক স্বাদ এনে দেবে। কাংড়া উপত্যকার ইতিহাস বেদের আমলের মতই প্রায় 3,500 বছরের প্রাচীন। কতবার এর বুকের উপর বিদেশী অভিযান ঘটে গেছে। কিন্তু নানা রাজনৈতিক উত্থানপতন সত্ত্বেও এর নিজস্ব শিল্পশৈলী, এর সংস্কৃতির ক্রমশই প্রসারলাভ ঘটে গেছে। এর পশমি শালের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য, এর মিনিয়েচার চিত্ররাজি আজ ভুবনজয়ী। এটি আবার ট্রেকিং ও মৎস্য শিকারেরও একটি স্বর্গভূমি। চলুন, প্রথমেই যাই এই উপত্যকার অন্যতম প্রধান শহরগুলিতে।

ধরমশালা

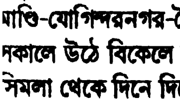
কাংড়া উপত্যকার সুন্দর পাহাড়ি শহর এই ধরমশালা ধৌলাধার পাহাড়শ্রেণীর মাঝে তিনদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। ওক, পাইন আর তুষারে ঘেরা এই শৈলাবাসটি কাংড়া থেকে 18 কিমি দূরে। এর ডাল হ্রদ থেকেই পর্যটকরা বেরিয়ে পড়েন এখানের সৌন্দর্য চেখে দেখার জন্য। 1905-এর ভূমিকম্পে এই অঞ্চলটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। পুনর্গঠনের পর এটি এখন স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত। ধরমশালা এখন আপার ও লোয়ার— দুটি ভাগে বিভক্ত। লোয়ার ধরমশালায় রয়েছে আদালত, কোতোয়ালি, বাজার আর বাণিজ্যালয়গুলি। আপার অঞ্চলে অবস্থিত ঐতিহাসিক ম্যাকলয়েডগঞ্জ ও ফরসিথগঞ্জ।

1960 থেকে এটি দলাই লামার অস্থায়ী আবাসে পরিণত হওয়ায় এর ধর্মগত গুরুত্ব বেড়ে গেছে। এটি এখন 'ভারতের ছোট লাসা' নামে পরিচিত। প্রায় 3,000 তিব্বতীর বাসের ফলে শহরে একটা তিব্বতী আবহাওয়া গড়ে উঠেছে— এঁরা বেশির ভাগই ম্যাকলয়েডগঞ্জের দিকেই বসবাস করছেন।

288 বর্গকিমি আয়তনের এই অঞ্চলটি 1,250 মি. থেকে 1,982 মি. উচ্চতায় অবস্থিত। জুন মাসে সর্বাধিক তাপমাত্রা 38°C এবং জানুয়ারিতে 0°C-এ নেমে আসে। সেজন্য বেড়াবার সঠিক সময় মার্চ-জুন অথবা সেপ্টেম্বর-নভেম্বর। শীতে এলে ভারী পশমি গরম পোশাক নিয়ে আসবেন অবশ্যই। এমনকি গ্রীষ্মেও সঙ্গে রাখবেন হালকা গরম পোশাক।



কেমন করে আসবেন: বিমানে এলে নামুন কাছের বিমানবন্দর কাংড়া-র গগ্গল বিমানবন্দরে। তারপর রেল, বাস বা শুধু সড়কপথে আসুন। বিমানবন্দর থেকে আবার ধরমশালার দূরত্ব 15 কিমি। ট্রেনে এলে নামুন 90 কিমি দূরের পাঠানকোটে। সেখান থেকে ছোট লাইনের ট্রেনে আসুন যোগীন্দরনগর-কাংড়া-পালামপুর হয়ে। সেখান থেকে সড়কপথে ধরমশালায়। ট্রেনে 35 কিমি, সড়কপথে 37 কিমি। কলকাতা থেকে পাঠানকোট আসার জন্য ভাল ট্রেন শিয়ালদহ থেকে জম্মু-তাওয়াই এক্স। হিমগিরি এক্সে এসেও পাঠানকোটের 3 কিমি আগের স্টেশন চাক্কি ব্যাঙ্ক-এ নামতে পারেন। আর সড়কপথে ধরমশালায় বাস আসছে দিল্লি, চণ্ডীগড়, নাঙ্গাল, জলন্ধর, হোশিয়ারপুর, মাণ্ডি, জ্বালামুখী, পালামপুর, কুলু, মানালি, সিমলা ভায়া হামিরপুর, চাম্বা প্রভৃতি স্থান থেকে। মানালি থেকে যদি বাসে আসেন কুলু-মাণ্ডি-যোগিন্দরনগর-বৈজনাথ-পালামপুর হয়ে তবে সকালে উঠে বিকেলে নামুন ১১৫ বা ১৩৫ ভাড়া দিয়ে। সিমলা থেকে দিনে দিনে এলে ভাড়া ১৩৫, রাতে ১৫৫, দূরত্ব 322 কিমি। পাঠানকোট থেকে সোজা বাসে আসুন ঘণ্টাতিনেকের পথ পার হয়ে ৪০ ভাড়ায়। বাসে চাক্কি থেকে ভাড়া একই। তবে জেনে রাখুন, মাণ্ডি আর কুলুর মধ্যে পথ one-way। এটা প্রায়ই নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারত সরকারের নিকটতম পর্যটন দফতর অথবা কুলুতে এ-বিষয়ে আগেই খোঁজ নিন।



কোথায় উঠবেন : যদিও কুলু বা মানালির তুলনায় এখানে পর্যটকরা কম আসেন তবুও এখানে থাকার জন্যে ব্যবস্থা মন্দ নয়। লোয়ার ধরমশালায় HPTDC-র Hotel Dhauladhar (Ph: 224926) DAB ৫২৫-৮২৫, স্যুইট ১৩৫০; (রিজা : Manager, Hotel Dhauladhar, Dharamshala-176215); Hotel Akriti DAB ৪০০-৭৫০ (কলকাতা রিজা: Das Tours & Travels; Ph: 2425-6603); আপার ধরমশালায় ম্যাকলয়েডগঞ্জে Hotel Bhagsu (Ph: 223191) DAB ৫৫০, ডিলাক্স ৭০০-৯৫০, লাক্সারি স্যুইট ১৩৫০, পর্যটন দপ্তরেরই Kashmir House (Ph: 223101) DAB ৫২৫-৬৫০, স্যুইট ৮০০; Yatri Niwas (Ph: 223163) ৪২৫-৬০০ (রিজা : হোটেল ম্যানেজার অথবা ধরমশালা ট্যুরিস্ট অফিস); কোতোয়ালি বাজারে Hotel Sun-N-Snow ২৭৫-৪৫০; Simla Hotel (Ph: 2650) ১২৫-১৭৫; Hill View Hotel ১৭৫-২৭৫; Rose Hotel ১২৫-২৫০; Rising Hotel—ঐ; Tibetan United Association—ঐ ম্যাকলয়েডগঞ্জে ১৭৫-৩৫০ মধ্যে আছে Rainbow Hotel, Friend's Corner, Tibetan Kailas Hotel, Om Hotel, Kokonoor Hotel, Green Hotel। আরও আছে Hotel Shikhar (Ph: 221358), Juksao Palace (Ph: 221336), Padmini Hotel (Ph: 222456) প্রভৃতি। এছাড়া TB, CH-cum-RH (রিজা: D C, Kangra & Dharamsala)—এখানে চৌকিদার-রাঁধুনি পাবেন। ধরমশালাও আছে এখানে— কোর্ট অঞ্চলে সরাই ছাড়া সনাতন ধরমমন্দির, আর্যসমাজ ধরমশালা প্রভৃতি। এছাড়া ঘর ভাড়াও পাবেন— যোগাযোগ: M/s Nowpojee & Sons, Macleodganj, Upper Dharamsala।

কী কী দেখবেন এখানে : চলুন আগে লোয়ারে ধরমশালায় যাই।

ম্যাকলয়েডগঞ্জ : শহর থেকে বাসে 10 কিমি এসে 3 কিমি হাঁটাপথে এলে এখানে পৌঁছে যাবেন বাসগৃহ, রেস্তোরাঁ, কিউরিও শপ ইত্যাদির মাঝখানে। এখানে দেখুন তিব্বতী প্রতিষ্ঠানগুলি। দলাই লামার বাসস্থানের বিপরীতে বৌদ্ধ মন্দিরটিতে বুদ্ধদেব, পদ্মসম্ভব, অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি দেখুন। দেখুন নামগিয়ালামা স্তূপটিও। মাত্র 1 কিমি হেঁটে গিয়ে দেখুন টিবেটান ইনস্টিটিউট অফ পারফর্মিং আর্টস-এ তিব্বতের সংগীত, নৃত্য ও নটজীবনের নানান নিদর্শন। প্রতি বছর এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় শনিবার থেকে শুরু করে দশদিন ধরে ধরমশালায় লোকযাত্রার অনুষ্ঠান বসে— দেখবার মত। এখানে একটি তিব্বতী হস্তশিল্প কেন্দ্র আছে আর প্রতি রবিবারের ফ্রী মার্কেটটিতে ঘুরে একটু জিনিসপত্র কিনেই ফেলুন না। স্মারক কিছু তো নিয়ে যেতেই হয়।

ভাগসুনাথ : ধরমশালা থেকে 9.6 কিমি পথ বাসে গিয়ে 1.4 কিমি ঘোড়ায় চড়ে বা পায়ে হেঁটে এখানে এসে দেখুন একটি প্রাচীন মন্দির, একটি মিষ্টিজলের প্রস্রবণ ও একটি জলপ্রপাত। HPTDC-র Cafe Jaldhara-তে

একটুখানি চাঙ্গা হয়ে নিন— সব মিলিয়ে ভালই লাগবে। ভাল লেগে গেলে পিকনিকও সেরে নিতে পারেন।

সেন্ট জন চার্চ: ম্যাকলয়েডগঞ্জ আর ফরসিথগঞ্জের মাঝখানে 4 কিমি দূরে এক আরণ্য পরিবেশে রয়েছে এই গির্জাটি। এখানে ভারতের এক ভাইসরয় লর্ড এলগিন 1863-তে সমাহিত হন। এই সমাধিক্ষেত্রে রঙিন কাচের জানলাগুলি দেখবার মত।

কুনাল পাথরি : কোতোয়ালি বাজার থেকে পায়ে পায়ে 3 কিমি এসে দেখুন স্থানীয় দেবদেবীদের কিছু পাথুরে মন্দির। 2 কিমি এসে ধরমশালায় ঢোকার মুখে **শহিদ স্তম্ভটিও** দেখার মত। আর 10 কিমি দূরে ছোট্ট একটি পাহাড়ে গড়ে উঠেছে গীতার অন্যতম প্রবক্তা স্বামী চিন্ময়ানন্দের আশ্রম **চিন্ময় তপোবন**। ঘুরলে মন প্রশান্ত হবে।

ডাল হ্রদ : চলুন, এবার একটু দূরে দূরে ঘুরে আসি। পাহাড় আর ফার বনের মাঝখানে 11 কিমি দূরে বাস-পথের উপরেই এই হ্রদ। সত্যি কথা বলতে কি অনেকেই এখান থেকে হিমালয় ভ্রমণে বের হন। কাছেই রয়েছে তিব্বতীয় 'চিলড্রেনস্ ভিলেজ'টি।

ধরমকোট : ধরমশালার 11 কিমি দূরে পাহাড় চূড়ায় রয়েছে পিকনিকের আদর্শ এই স্থানটি। তার চেয়েও বড় কথা কাংড়া উপত্যকা এবং ধৌলাধার পর্বতশ্রেণীর [illegible]পম সৌন্দর্য সমগ্রত এখান থেকেই দেখা যায়।

ট্রিউন্ড : তুষারমৌলি ধৌলাধারের ঠিক পায়ের নীচে 2,827 মি. উঁচুতে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথ পার হয়ে এখানে এসে আর একটু এগিয়ে লিয়াকা থেকে বরফ রাজ্যের শুরু হওয়া দেখুন। উপরে-নীচে-পাশে সর্বত্রই বরফ। ট্রেক করতে লোভ হচ্ছে না? তবে চলুন। FRH-এ থাকতেও পারেন। একদিনের ট্রেক করতে যাঁরা চান— ভোরেই বেরিয়ে পড়ুন।

কাবেরী : কোতোয়ালি বাজার থেকে 22 কিমি দূরে গিয়ে কাবেরী RH-এ উঠুন। রাত কাটান। তারপর ভোরে বের হয়ে আরো 13 কিমি গিয়ে দেখে আসুন কাবেরী হ্রদ। 10,000 ফুট (3,100 মিটার) উঁচুতে সবুজ মাঠ, ওক আর পাইনে ঘেরা এই স্থানটিতে আসার পর ফিরতে কি মন চাইবে।

কাংড়া

যে কোনো সংস্কৃতিমনস্ক মানুষই কাংড়া নাম শুনলেই মনের মধ্যে একটা ছবির জগৎ গড়ে তুলবেন। পাহাড়ি চিত্রকলার মধ্যে কাংড়া কলমের ছবি একটি বিশিষ্ট জায়গা জুড়ে আছে। এর হালকা রঙ ও আড়ম্বরপূর্ণ পটভূমিকায় পারস্য-শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট। সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনীই এই চিত্রের বিষয়বস্তু। এর উপর দিয়ে বয়ে গেছে বিতস্তা। আগে এ স্থান নগরকোট নামে পরিচিত ছিল। ফেরিস্তার বিবরণে এর উল্লেখ আছে। কাংড়া থেকে হোশিয়ারপুর পর্যন্ত যাবার রাস্তা রয়েছে। নীচে প্রবাহিত বাণগঙ্গা এবং চারপাশের মনোরম দৃশ্য পর্যটকদের হাতছানি দেয়। নগরকোটের এই দুর্গ একদা মামুদ গজনী ধ্বংস করেন এবং পরে এটি সম্রাট ফিরোজ শাহ্ তুঘলক ও মহারাজা রণজিৎ সিংহের অধিকারে আসে। মহারাজ সংসারচাঁদ কাটোচ-এর সময় কাংড়া ছিল রাজ্যের রাজধানী। তাঁরই সময়ে এই শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে।

এর প্রাচীন পরিবেশেই রয়েছে একটি RH, হোটেল আছে কয়েকটি— বাস স্ট্যান্ডে আছে Hotel Mayur, আর আছে ২২৫-৩৭৫ মধ্যে Hotel Preet, Mount View Hotel, Jai Hotel, Hotel Asoka, Grand Hotel, Raj Bhawan Hotel প্রভৃতি। ধরমশালা থেকে 18 কিমি বাসে যেদিন আসবেন, সেদিনই আবার ফিরে যেতেও পারবেন। বজ্রেশ্বরী দেবীর মন্দির অবশ্যই দেখবেন সেই সুযোগে।

জ্বালামুখী

ধরমশালা থেকে জ্বালামুখী বাসে আসুন কাংড়া হয়ে। ধরমশালা 2.15 থেকে বিকেল 5.30 পর্যন্ত। একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম এই পীঠে পড়েছিল দেবীর জিহ্বা। দেবী অম্বিকা, ভৈরব উন্মত্ত। স্থানীয় লোকে দেবীর জ্বালামুখীকে বলেন 'লণ্ঠনওয়ালী মাঈ'। সমুদ্রতলের 2,000 ফুট (620 মিটার) উঁচুতে অবস্থিত এই মন্দিরে বাস স্ট্যান্ড থেকে একটু হেঁটে পাহাড়ে উঠে আসতে হয়। সামনের চত্বর পার হয়ে পশ্চিমে জ্বালামুখীর মন্দির। সুন্দর মূল মন্দিরটির চূড়া আকবর সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দেন। পরে রণজিৎ সিং রুপোর দরজা দান করেন। বাঁদিকে আছে একটি ঠাণ্ডা জলের কুণ্ড। তার সামনে নারায়ণের চরণযুগলে পুজো দিয়ে ভক্ত মন্দিরে প্রবেশ করেন। মন্দিরে কোনো মূর্তি দেখতে পাবেন না। দেখবেন খাড়া পাহাড়ের মত দেওয়াল থেকে শতটি নীলাভ আগুনের শিখা উঠছে। তারাই মায়ের কল্পরূপ। মন্দিরের মাঝখানে হোমকুণ্ডপুরোহিতরা সর্বদা সেখানে অর্ঘ্য দিয়ে

যাচ্ছেন। ভোগে দেওয়া হয় মুড়ি, নারকেল এবং ছোলা। মন্দিরটি সম্প্রতি দোতলা করে সেখানেই শিখা জ্বালার ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে গাম্ভীর্য বিনষ্টই হয়েছে বলা যায়।

এখানে ধরমশালা ছাড়া HPTDC-র Hotel Jwalaji (Ph : 222280)-তে থাকার আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে—DAB ৩৭৫-৫২৫, AC ৭২৫, স্যুইট ১২০০, ডর্মি ৭৫; Matri Chhaya Yatri Niwas (Ph: 222281) ২৫০-৪৫০, ডর্মি ৬০। এখানে আসবার সঠিক সময় হল এপ্রিলের গোড়ায় অথবা অক্টোবরের মাঝামাঝি নবরাত্রি উৎসবের সময়। তখন মেলা বসে এখানে।

নদৌন : জ্বালামুখীর 10 কিমি দূরে সপ্তাহ শেষে বেড়িয়ে আসুন এখানের শান্ত পরিবেশে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বিপাশা। তবে জলে অজস্র মহশির মাছ। কাছেই এক শিবমন্দির আর প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। আর এই ছবির মত জায়গায় থাকার জন্যে একটা ছবির মত RH-ও আছে।

চিন্তাপূর্ণি : জ্বালামুখী থেকেই বাসে চড়ে ঘন্টা দেড়েক পথ নাঙ্গালের দিকে গেলে (ধরমশালা থেকে 40 কিমি) একটি উপপীঠ পাবেন চিন্তাপূর্ণি। 3,900 ফুট (1,200 মিটার) উঁচুতে একটি ছিন্নমস্তার মন্দির আছে, যদিও পূজিত দেবী হলেন দুর্গা— যাঁর পুজো হয় বাঙালি মতে। হোশিয়ারপুর-ধরমশালা বাস-পথে ভারওয়েনে নেমে 3 কিমি পথ হেঁটে এসে পাথরের পিণ্ডাকার মূর্তিটি দেখে যেতে পারেন। যদি শ্রাবণের শুক্লপক্ষের প্রথম দশ দিনের মধ্যে আসেন— একটা মেলার উৎসব দেখতে পাবেন। থাকার জন্যে আছে ধরমশালা।

দেরা গোপীপুর : বিয়াসের তীরে পালামপুর থেকে এখানে আসা যায়। PWD-র RH ও FRH আছে। শুধু বেড়ানো, মাছ ধরা আর ট্রেকিং-এর জন্যে অবশ্য এখানে আসা।

মাসরুর : ধরমশালার 40 কিমি দূরে মনোলিথিক পাথরের মন্দির দেখতে আসুন। ইন্দো-আর্য শৈলীর প্রায় 15টি মনোলিথিক মন্দিরের গায়ের ভাস্কর্য অনেকটা নষ্ট হয়ে গেলেও, এখনো অনবদ্য। এগুলি দেখে ইলোরার কৈলা মন্দিরের কথা মনে পড়ে যাবে। প্রধান মন্দিরটিতে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর মূর্তি আছে। মাসরুর কাংড়া থেকে মাত্র 15 কিমি।

ত্রিলোকপুর : ধরমশালা থেকে 41 কিমি দূরে— বাসে চড়ে আসা যায়। এখানের প্রাকৃতিক গুহামন্দির দেখা একটা অভিজ্ঞতা বিশেষ। চুনাপাথরের এই গুহাটি শিবের উদ্দেশে নিবেদিত। গুহার উপরি অংশে রীজের উপর আছে ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজবাড়ি এবং শিখ আমলে কাংড়া পাহাড়ের রাজা সেনা সিংহ মাজিথার দরবার হল বারদুয়ারি। HPTDC এখানে একটি কাফে চালান— তাতে পর্যটকরা উপকৃতই হন।

নূরপুর : ধরমশালার 66 কিমি দূরের এই স্থানটি বিখ্যাত একটি প্রাচীন দুর্গ এবং ব্রজরাজ বিহারীর মন্দিরের জন্যে। জনশ্রুতি যে, এই দেবতার পুজা করতেন স্বয়ং ভজন সম্রাজ্ঞী মীরাবাঈ। দুর্গটি ধ্বংস হলেও এর পাথুরে কাজ এখনো বিস্ময় উদ্রেক করে। 1672-এ সম্রাট জাহাঙ্গির নুরজাহানের নামানুসারে এই নামকরণ করেন। এখানের তৈরি শালও খুব বিখ্যাত, কিনতে লোভ হবে। এখানে একটি PWD RH আছে। সম্প্রতি একটি রেস্তোরাঁও বসেছে।

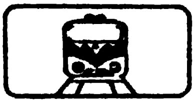
সুজনপুর-টিরা : ধরমশালা থেকে নদৌন-হামিরপুর হয়ে 80 কিমি বাসে এই ঐতিহাসিক স্থানে আসা যায়। এটিও কাংড়া চিত্রশিল্পের একটি বিশিষ্ট স্থান। একটা পুরনো রাজপ্রাসাদও ঘুরে ঘুরে দেখতে পারেন— যেতে বাধা নেই। হোলির সময় এলে আপনিও উৎসবে মেতে পড়বেন এখানে। নিয়মিত বাস আসছে এখানে। কাজেই অসুবিধে কিসের?

চামুণ্ডাদেবীর মন্দির : ধৌলপুর পর্বতশ্রেণীকে পিছনে রেখে ধরমশালা থেকে 15 কিমি বাসে এসে যদি বাণের নদীর দক্ষিণ পাড়ে নামেন তবে চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরে পৌঁছতে পারবেন। লোকে বলে মনের সব কামনাই নাকি এখানে এলে পূর্ণ হয় দেবীকে আরাধনা করলে। মন্দিরের পিছনের দিকে একটা কুলুঙ্গিতে নন্দীকেশ্বর শিবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। চলুন না যাই একবার এখানে— অন্তত যাওয়ার কামনাটাই-বা কেন অপূর্ণ থেকে যায়।

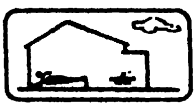
পালামপুর

কাংড়া উপত্যকায় 1,219 মি উচ্চতায় চারদিকে পাইন আর চা-বাগিচা দিয়ে ঘেরা পালামপুরের আবহাওয়া খুবই স্বাস্থ্যকর। লোকে বলে, পাইনের সুগন্ধি হাওয়ায় নাকি রোগমুক্তির শক্তি আছে। এখানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈপরীত্য বাস্তবিকই বড় উপভোগ্য। সমতল ভূমির গ্রাম্য সরলতাও প্রশান্তির। পাহাড়ি প্রহরায় আছে রাজকীয় মর্যাদা। বাস চলেছে পালামপুরের বাজারের ঠিক মাঝখান দিয়ে যেখানে কর্মব্যস্ত মানুষ, কাংড়া উপত্যকার রাখালরা ভিড় জমিয়েছেন। রাখালদের

গায়ে হাতে বোনা পশমি পোশাক, মাথায় বোনা টুপি আর মেয়েদের বর্ণময় পোশাক যেন বাজারের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। পালামপুরেই আছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টিও। এখানে বেড়াবার সেরা সময় এপ্রিল-নভেম্বর। গ্রীষ্মে সর্বাধিক তাপমাত্রা 33.3°C আর শীতে সর্বনিম্ন 4.40°C। সেইমত পোশাক-আশাক নিয়ে আসুন।



কেমন করে আসবেন : বিমানে এলে নামুন 40 কিমি দূরের কাংড়ার গগ্গল বিমানবন্দরে। সেখান থেকে বাস বা রেল/বাসে আসুন। রেলে এলে পাঠানকোটে নামুন শিয়ালদহ-জম্মু-তাওয়াই এক্স ধরে। তারপর ছোট লাইনের ট্রেন ধরে নামুন মারান্দা স্টেশনে। সেখান থেকে পালামপুর মাত্র 5 কিমি। এই লাইনেই বৈজনাথ, কাংড়া, জ্বালামুখী, যোগীন্দরনগর। সড়কপথে পালামপুর বাসে আসুন ধরমশালা (40 কিমি), কাংড়া (40 কিমি), কুলু (165 কিমি), মাণ্ডি (96 কিমি), সিমলা ভায়া মাণ্ডি (259 কিমি) বৈজনাথ (16 কিমি), যোগীন্দরনগর (40 কিমি)— যেখান থেকেই হোক। স্থানীয়ভাবে ট্যাক্সি বা বাস চলছে— যাতে করে দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে আসতে পারেন।



কোথায় উঠবেন : বেশি না হলেও কয়েকটি হোটেল রয়েছে। HPTDC-র Hotel T-Bud (Ph : 231298) DAB ৫২৫-৮০০, স্যুইট ৮৫০, (বুকিং : The Manager, Palampur) বাস স্ট্যান্ডে Hotel Pine's ২৭৫-৪৫০; Taragarh Palace Hotel (Ph : 018946-23034) DAC ১০২৫ স্যুইট ১৪৭৫ ক্যাম্প ৪৭৫। আর আছে Palampur GH প্রভৃতি। এছাড়া খুদ-এর কাছে আছে সুদৃশ্য ও সুখাদ্যসহ Neogal Cafe আর বাজারে Joy রেস্টুরেন্ট।

কী কী দেখবেন : শহর থেকেই পায়ে পায়ে গিয়ে দেখুন বিস্ময়ভরা বুন্দলা প্রপাত, যেটি প্রায় 100 মিটার উঁচু থেকে নীচে প্রবহমান বুন্দলা নদীতে ঝরে পড়ছে।

অবশ্য নদী বলা ঠিক হবে না— সংকীর্ণ গিরিখাতে প্রবহমান একটি শীর্ণ ধারা। বর্ষায় তা ভরা যৌবনে উন্মত্ত হয়ে উঠে গর্জন করতে থাকে— মনে হয় যেন লক্ষ বজ্র একসঙ্গে নিনাদ করছে। ঠিক এর পিছন থেকেই ধৌলাধারের চির তুষারাচ্ছন্ন শ্রেণীর সূচনা। বলতে ইচ্ছা করে— 'জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।' 2 কিমি পথ এগিয়ে দেখুন নেওগাল খাদ-এর সৌন্দর্য। এখানে HPTDC-র Cafe-তে বসে চা-কফি-স্ন্যাক্স্ খেতে খেতে দেখুন ধৌলাধারের মহিমাময় রূপ। 13 কিমি দূরে আন্দ্রেট্টা বিখ্যাত শিল্পী শোভা সিংহ এবং প্রয়াত নাট্যকার শ্রীমতী নোরা রিচার্ডস-এর স্বভূমি। আন্দ্রেট্টা একটি প্রাইভেট বাড়ি। এখানে দেখুন শোভা সিংহের অপূর্ব চিত্রাবলি। একপাশে আঁকা ছবি, অন্যদিকে দিগন্তবিস্তৃত ধৌলাধারের প্রাকৃতিক চিত্র—সোনার হাতে সোনার কাঁকন।

বৈজনাথ

ধরমশালা থেকে 56 কিমি আর পালামপুর থেকে 16 কিমি দূরে বৈজনাথ কাংড়া জেলার একটি প্রধান হিন্দু তীর্থক্ষেত্র। এখানেই ভারতের অন্যতম প্রাচীন শিবমন্দিরটি রয়েছে— কিংবদন্তি, বলে এটি নাকি পাণ্ডবরা নির্মাণ করেছিলেন। বিনওয়াকুণ্ডের ধীর প্রবাহের পাশে অবস্থিত এই মন্দিরটির কোণাকৃতি চূড়া, গর্ভমন্দির এবং মণ্ডপ দেখবার মত। চারটি বিশাল স্তম্ভের উপর পিরামিডের মত ছাওয়া ছাদ আর নানা ভাস্কর্যের কারুকর্ম বিস্ময় জাগায়। এখানে আছে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর মূর্তি আর গর্ভগৃহে আছে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম লিঙ্গ বৈজনাথের মূর্তি। একটি ছোট্ট পাশের দরজা দিয়ে মন্দিরে ঢুকতে হয়। বৈজনাথ হলেন শিব বৈদ্যনাথ— বৈদ্যদের অধীশ্বর। ধৌলাধারের শ্বেত পটভূমিকায় এখানের শিবরাত্রির উৎসব দারুণ রঙিন হয়ে ওঠে। পাঠানকোট থেকে 132 কিমি, যোগীন্দরনগর থেকে 21 কিমি দূরের এই বৈজনাথেই আছে বাস টার্মিনাস পালামপুর-কুলু রাস্তার উপর। কাংড়া ও কুলু থেকেও আসা সহজ। এখানে থাকার জন্যে একটি PWD RH আছে প্রধান রাস্তা থেকে একটু দূরে একটি টিলার উপরে। আছে বাস স্ট্যান্ড, ধরমশালা এবং Parvati Hotel।

যোগীন্দরনগর : পাঠানকোট-যোগীন্দরনগর ছোট লাইনের শেষ স্টেশন যোগীন্দরনগর পালামপুর থেকে 40 কিমি দূরে। এখানে আসতে পারেন ঘন ঘন আসা বাসে চড়ে মাণ্ডি, বৈজনাথ, ধরমশালা থেকেও। কিন্তু আসবেন কেন? বিশাল একটা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দেখতে? হ্যাঁ, তা তো বটেই। তাছাড়া মাণ্ডির ভিতরে ব্যারোটে যাবার সময় হলেজ ওয়েতে ওপরে ওঠার অভিজ্ঞতা কী যে রোমাঞ্চকর তা যদি লিখে বোঝাতে পারতাম। রোপওয়েতে চড়ে ধীরে ধীরে যতই উপরে উঠবেন— আনন্দে বুকের ভিতর গুরগুর করে উঠবে— চিরদিন মনে রাখার মত

অভিজ্ঞতা। 5 কিমি দূরে বাস্‌সি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। আর তার পরেই পবিত্র মাচ্ছিনহাব। প্রকৃতি এবং মানবসৃষ্ট সম্পদ—দুইই যোগীন্দরনগরের আকর্ষণ।

HPTDC-র ট্যুরিস্ট বাংলো Hotel UHL (Ph: 222002) DAB ৩২৫-৫৫০; এছাড়া আছে Tourist Hotel S ৭৫-২২৫ D ১৭৫-৩৪৫, Hotel Himalaya বাস স্ট্যান্ডে।

ডালহৌসি

চাম্বা উপত্যকার প্রধান শহর। এমন সুন্দর ও তুলনামূলকভাবে সস্তার শৈলাবাস ভারতে বুঝি আর দুটি নেই। ধৌলাধার পর্বতশ্রেণীর প্রধান সূচনাংশের পাদদেশে ওক-পাইনের অরণ্যে ঘেরা ডালহৌসির উচ্চতা 2,039 মি। পাঁচটি ছোট ছোট পাহাড়—বালুন, কাথলগ, পোত্রেন, তেহ্‌রা ও বাক্রোটা-- এর উপরে এই শৈল শহরটির আধুনিক নামকরণ হয়েছে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের এক প্রাক্তন ভাইসরয় লর্ড ডালহৌসির নামানুসারে প্রায় 100 বছর আগে। তিনি সঠিক জায়গাটিকে বেছে নিয়েই স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করেছিলেন। এমন প্রশান্ত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রাণবন্ত আবহাওয়া, উজ্জ্বল রৌদ্রের মেলামেশা কোথায় গেলে পাব! প্রায় 13 বর্গকিমি আয়তনের এই শহরে মুক্ত ও বর্ণময় উপত্যকা, ভ্রমণযোগ্য সমতল, বন্য পথরাজিও প্রচুর। উজ্জ্বল দিনগুলিতে শতদ্রু, বিপাশা ও ইরাবতীর সর্পিল বয়ে যাওয়া দেখা এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। পণ্ডিত জওহরলাল সাধে কি বলতেন, 'আমি ডালহৌসি ছাড়া অন্য কোনো শৈলাবাসে যাবো না।' 1850-এ চাম্বার অধিপতি একটি লীজ দলিল বলে ব্রিটিশের হাতে উপত্যকাটি তুলে দেন। তারপর থেকেই এখানে গড়ে ওঠে একটা সেনানিবাসও। আজ ব্রিটিশের বদলে জায়গা করে নিয়েছেন তিব্বতী উদ্বাস্তরা।

কেমন করে আসবেন : ডালহৌসিতে আসার সেরা সময় এপ্রিল-নভেম্বর। গ্রীষ্মে সর্বাধিক তাপমাত্রা 23.3°C শীতে সর্বনিম্ন 1°C। অতএব সেই মত গরম পোশাক নিয়ে আসুন সঙ্গে। যদি বিমানে আসেন তবে কাংড়া-র গগ্গল বিমানবন্দরে নামুন। আবার 188 কিমি দূরের অমৃতসর বিমানবন্দরে নেমেও সোজা বাসে চড়ে ডালহৌসি আসতে পারেন। মোটরও আসবে। রেলে এলে পাঠানকোটেই নামুন। কলকাতা, দিল্লি বা মুম্বাই থেকে পাঠানকোটে সোজা ট্রেন আসছে। এখান থেকে ডালহৌসি 80.4 কিমি। অমৃতসর থেকেও পাঠানকোটে অনেক ট্রেন আসছে। সড়কপথে বাস আসছে অমৃতসর (188 কিমি), জলন্ধর (192 কিমি), পাঠানকোট (80 কিমি), চাম্বা (56 কিমি), মানালি (402 কিমি), দিল্লি (563 কিমি), চণ্ডীগড় (352 কিমি) প্রভৃতি জায়গা থেকে। পাঠানকোট (চাক্কি) এবং ডালহৌসির মধ্যে একমুখে পথ রয়েছে। আপ ও ডাউন পথ মিলেছে দুনেরায়। জেনেশুনে এগোন। শহরের ভিতরে ঘোরাফেরার জন্য পনি, ডাণ্ডি বা রিক্সা আছে। পাঠানকোট-ডালহৌসি বাসে সময় নেয় 3 ঘণ্টা ভাড়া প্রায় ৩৫। HPTDC কন্‌ডাকটেড ট্যুরের বাস চালায় মরসুমে খাজিয়ার ও চাম্বায়।

কোথায় উঠবেন : HPTDC-র Hotel Geetanjali (Ph: 242155) ৪৭৫-৭৭৫, বাস স্ট্যান্ডের কাছে Youth Hostel (Ph: 242189, ওয়ার্ডেন, Youth Hostel, Dalhousie-176304, Himachal Pradesh) 44টি শয্যা, ২০ শয্যাপ্রতি; Hotel Kings DAB ৬০০-১০০০ (কলকাতা রিজা: Das Tours & Travels. Ph: 2425-6603); Mall Road-এ Fair View Hotel (Ph : 242106) ২৭৫ থেকে; Hotel Green ৩৫০-৫০০; Hotel Crags ২৫০-৩৭৫; Super Star Hotel ২২৫-৩৫০; Gohar Guest House ২৫০-৩১০; Mehar's Hotel (Ph: 242179) ৪০০-১০৫০; Spring Hotel ২২৫-৩৫০; Aroma-N-Clair's (Ph : 242199) ৬৫০-১৩৫০; বাসস্ট্যান্ডে Lal's Hotel ২৫০-৩০০; Glory Hotel ২২৫-৩৭৫; Dalhousie Club ১২৫-১৭০; New Metro Hotel ৪৫০-১৪৫০; Hem-kunt Hotel ২২৫-৩৫০; Grand View Hotel (Ph: 242760) AP ১৬৫০-২০৫০; Kumar's Guest House (Ph : 242198) ৪২৫-৮৫০। এছাড়া PWD RH (রিজা : EE PWD (B&R) Ranikhet Divison, Dalhousie), HPTDCS-র TB ও T. Home (Elgin Hall)। Secretary, Municipal Committee-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন যদি মাসাধিক কাল থাকেন। বেশ সুবিধাজনক হারেই প্রাইভেট বাড়ি ভাড়া পেয়ে যেতে পারেন। অনেকেই তো স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য এখানে এসে থাকেন।

কী কী দেখবেন এখানে : পাঁজপুলা : শহরের জি পি

ও স্কোয়ার থেকে 2 কিমি দূরে অজিত সিং রোডে বেড়াবার একটা চমৎকার জায়গা।

একটি প্রাকৃতিক জলাধার থেকে জলের ধারা পাঁচটি ছোট ছোট পুলের নীচে দিয়ে বয়ে গেছে। শহিদ ভগৎ সিংয়ের কাকা সর্দার অজিত সিং ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিনে এখানে মারা যান। এই বিপ্লবীর স্মরণে এখানে একটি সমাধি স্থান রয়েছে। একটি 'স্মারক'ও এখানে রয়েছে তাঁর নামে।

পাঁজপুল্লা যাবার পথে সাতধারায় রয়েছে একটি মিষ্টি জলের প্রপাত। শহরের 2-3 কিমি দূরের এই প্রপাতে সাতটি ধারা আছে। এর জলের নাকি ওষধি গুণ আছে। HPTDC এখানে একটি Cafe খুলেছেন— চা কফি স্ন্যাক্স্ পাওয়া যায়। শহরের 2 কিমির মধ্যে আছে আর দুটি আকর্ষণ সুভাষ বাওলি— অনেক ঝরনার ধারে চমৎকার পিকনিকের জায়গা এবং জানদ্রি ঘাট— প্রাক্তন চাম্বা রাজাদের রাজবাড়ি সুন্দর পাইন গাছের আড়ালে। এখানে ও 6,500 ফুট (2,015 মিটার) উচ্চতায় চড়ুইভাতি সারতে পারেন। আরো একটি পিকনিকের জায়গা হল 10 কিমি দূরে 9,000 ফুট (2,800 মিটার) উচ্চতায় পাকদণ্ডি পথে ডাইন কুণ্ড লক্কর মণ্ডি পার হয়ে। লোকে বলে এই সবুজ উপত্যকার সুন্দর জলাশয়টিতে পরীরা খেলা করতে আসে।

একটু আরো এগিয়ে 1,000 ফুট (310 মিটার) উঁচুতে দেবী পয়েন্ট— এখান থেকে শহর এবং তুষারশৃঙ্গের দৃশ্য অপরূপ। 8.5 মিটার দূরত্বে 2,440 মি. উচ্চে রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা আরো একটি সুন্দর জায়গা কালাটোপ। দূরে জম্মু-কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত এর সৌন্দর্য— পথের শেষে দেবদারু আর ফারগাছের রমণীয় শোভা। এখানের HPTDC-র FRH (রিজা: DFO ডালহৌসি)-এ রাত্রিবাস করে এর অনুপম সৌন্দর্য দেখা যেতে পারে। দেখে আসুন এই ফাঁকে কালাটোপ-খাজিয়ার অভয়ারণ্যে লেপার্ড, হরিণ, ভালুক প্রভৃতি নানা জীবজন্তু।

খাজিয়ার : প্রায় 25 কিমি দূরের এ অঞ্চলের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। 1,890 মি উঁচুতে গভীর অরণ্যে সেরা সবুজ উপত্যকায় একটা বাটির মত জলাশয়ের মাঝে একটা দ্বীপ। তার তীরে খাজিনাগের মন্দির— রোদে ঝলমলিয়ে উঠছে তার স্বর্ণময় গম্বুজ। জিপে বা মিনি কোচে এখানে আসা যায়। একটি গল্‌ফ্ মাঠও রয়েছে। গ্রীষ্মে ও শরতে HPTDC এখানে প্রতিদিন যাতায়াতের ব্যবস্থা করে থাকে 9.00-15.00 মধ্যে। মোটরগাড়িতে 5 জনের ভাড়া ৫১০, লাক্সারি কোচে ৯২ মাথাপিছু। এঁদের একটি TB ও YH আছে এখানে। Hotel Devdar (Ph: 236333) DAB ৭২৫-১১০০, ডর্মি শয্যাপ্রতি ৮০। বুকিং : Area Manager, HPTDC, Dalhousie। অন্যান্য হোটেল: Sunil Guest Lodge ৪৫৫-৬০০; Goutam Guest House ৩৫০-৫০০; Hotel Parul ৬৫০-১২৫০ প্রভৃতি।

বাক্রোটা পাহাড় : ডালহৌসির মাত্র 4.8 কিমি দূরে জিপে চলার উপযোগী পথে 2.085 মি. উঁচুতে মন্ত্রমুগ্ধ পরিবেশে ঘুরে বেড়ান। আপনি তো বাঙালি। তবে চলে যান বাঙালির রাবীন্দ্রিক তীর্থক্ষেত্র 'স্নো-ডন' বাড়িটিতে। ঢুকতে পাবেন না হয়ত— কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি আপনাকে উদ্দীপিত করবেই।

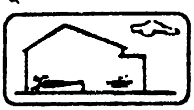
চাম্বা

প্রাকৃতিক অতুলনীয় সৌন্দর্যএবং প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বে চাম্বা সত্যিই 'আচাম্বা'— চার্মিং যাদুকরী। ডালহৌসি থেকে 53 কিমি দূরে 996 মি উঁচুতে ছোট্ট এই শহরটি ইরাবতী নদীর তীরে একটা পাহাড়ি সমতলে স্থাপিত। এটি দেখতে অনেকটা ইটালীয়ান দুর্গের মত। এর চাম্বা নামকরণের পিছনে একটা জনশ্রুতি আছে। 10 শতকে চাম্বার রাজা ছিলেন শহিল বর্মা। তখন চাম্বা নদীতে জলধারা ছিল না। যাতে দেবতারা চাম্বা উপত্যকায় জলদান করেন সেজন্য রাজকন্যা চম্পাবতী আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। চম্পাবতীর নাম থেকে এর আধুনিক নাম হয়েছে চাম্বা। প্রতি বছর এপ্রিল মাসে এই আত্মবলিদানের কথা স্মরণে রেখে সুহী মেলা উদ্‌যাপিত হয়। মেলায় আসেন প্রধানত মেয়েরা ও শিশুরা। তাঁরা সতী চম্পাবতীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মন্দিরময় এই শহরের চারপাশে তুষারে ঢাকা পাহাড় থাকায় প্রতিমা-বিরোধীরা এখানে খুব একটা ক্ষতি করতে পারেনি। ফলে হিমালয়-শিল্পধারার প্রাচীন নিদর্শন এখনো এখানের মন্দিরগুলিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ 39°C এবং শীতে সর্বনিম্ন 1.1°C তাপমাত্রার এই শহরে হয় এপ্রিল থেকে মধ্য জুলাই বা মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে আসুন।



কেমন করে আসবেন : সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর কাংড়ার গগ্গল বিমানবন্দর। অমৃতসর বা

জম্মু বিমানক্ষেত্র এখান থেকে 245 কিমি দূরে। বিমানে এলে তাই কাংড়া-তেই নামুন। রেলে এলে 120 কিমি দূরে পাঠানকোটে (118 কিমি) নামুন। তারপর সড়কপথে বাসে চড়ে ডালহৌসি, পাঠানকোট, অমৃতসর, জলন্ধর, সিমলা, চণ্ডীগড় বা দিল্লি থেকে আসুন। খাজিয়ারে একদিন বিশ্রাম নিয়ে আসতে পারেন। পথে ধুন্ধিয়ারাতে HPTDC-র Cafe আছে।



কোথায় উঠবেন : HPTDC-র Hotel Iravati (Ph: 222671) DAB ৫০০, ৬৫০, ৮৫০ ও ১০০০; (রিজা: এরিয়া ম্যানেজার, ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিস, ডালহৌসি, HP)। Hotel Chaimunda View Rs. ২৫০-৪৫০; (কলকাতা রিজা: Das Tours & Travels Ph: 2425-6603)। মহল্লা সাপ্রিতে Hotel Super Lodge ২৫০-৩৭৫; মহল্লা কাশ্মীরীতে Shankar Lodge ১২৫-২৬৫; কলেজ রোডে Hotel Akhand Chandi (Ph: 222371) ৫৫০-৯৫০; এছাড়া ২২৫-৩৬৫ মধ্যে Rama Lodge, Krishna Lodge, Janta Lodge, Aziz Lodge; Himachal Lodge, Thakur Lodge, G M Lodge; ডোগ্রা বাজারে Lal's Rattan Lodge, Kiran Lodge, Deluxe Lodge, Champak Lodge, মহল্লা ধারোগ-এ Chandar Lodge ইত্যাদি। আছে PWD RH, FRH ও Municipal RH ও Tourist Inn।

এখানে কী কী দেখবেন : 'দুধ' ও 'মধু'র এই উপত্যকাটি মন্দিরের উপত্যকা। বিশেষ করে দুধরনের মন্দির— দেশী ও শিকারা ধর্মী— দেখতে পাওয়া যায়।

বিষ্ণু মন্দিরটি নাগের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। 9-10 শতকের বিষ্ণু ও শিবমন্দির রয়েছে। চৌগান গেটের পাশের হরি রাই মন্দিরটিতে (856-883 খ্রি.) আছে ব্রোঞ্জ নির্মিত চতুর্মুখ মূর্তিটি। এর বিশাল বক্ষোদেশ মনে চমৎকৃতি জাগায়। আরো রয়েছে 8-10 শতকের বংশীগোপাল মন্দির, শ্রীবজ্রেশ্বরী মন্দির, চামুণ্ডাদেবীর মন্দির (ইরাবতীর তীরে), লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। বিস্তীর্ণ ভ্রমণক্ষেত্র চৌগান প্রায় 1 কিমি লম্বা 75 মি চওড়া এক তৃণভূমি। এই বাণিজ্য কেন্দ্রটিতে প্রতিবছর পিঞ্জর শোভাযাত্রা হয়। এক সপ্তাহ ধরে বসে মেলা। নানা সময় এখানে নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। উৎসবের শেষে ইরাবতী নদীতে পিঞ্জর 'ভাসান' দেওয়া হয়। এখান থেকে অনেকে ট্রেকিং শুরুও করেন। শহরের মধ্যে আরো একটা বড় আকর্ষণ ভুরি সিং মিউজিয়াম। এখানে নানা জিনিসের মধ্যে কাংড়া ও বাসোলি শিল্পধারার নানা নিদর্শন আছে। আছে এই অঞ্চলের ইতিহাসজ্ঞাপক বিশাল লিপিচিত্র, রংমহল রাজপ্রাসাদের কিছু দেওয়ালচিত্র (এককালে আগুনে পুড়ে যায়) প্রভৃতি।

এবার চলুন যাই একটু সামান্য দূরের দেখা ও বেড়ানোর জায়গাগুলোতে। শহর থেকে 4 কিমি বাসে এবং 3.5 কিমি পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আসি সারোলে। ইরাবতীর দক্ষিণ তীরে একটু সময় কাটিয়ে চড়ুইভাতি সেরে বেরিয়ে পড়ি স্থানীয় ক্রমবর্ধমান পুষ্পোদ্যানটি দেখতে। নানা জাতের ফুল দেখার ফাঁকে ফাঁকে মেষ পালন কেন্দ্র, মুরগি পালন খামার, মৌমাছি পালন ক্ষেত্র ইত্যাদিও দেখে আসি। দিনটা কাটবে ভালই। ভাল লাগবে হয়ত 56 কিমি দূরের বান্দালা উপত্যকার রীজের উপরের সালুনী গ্রামের পাহাড়ি সৌন্দর্যও। সালুনীর 22 কিমি দূরের চিরসবুজ প্রান্তর যা জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে চাম্বার যোগসূত্র স্থাপন করেছে সেই বান্দাল বেড়াতেও। চাম্বার 12 কিমি দূরের সাহো-তে চন্দ্রশেখরের পাথরের মন্দির, তার প্রবেশপথের দুধারের প্রতিমূর্তি দেখেও ভাল লাগবে।

আরো একটি মন্দির— কাতাসন দেবীর মন্দির ঘুরে আসতে পারেন বৈরা-সিউল প্রকল্পের পাশে 30 কিমি দূরে গিয়ে। প্রতিদিন বহু ভক্ত মন্দিরে আসেন পূজা দিতে। বড় শান্তির জায়গা। চড়ুইভাতিও সারতে পারেন মন্দির থেকে চাম্বার সমগ্র সৌন্দর্য চাখতে চাখতে। চাম্বা ও ভারমৌরের মধ্যে চানত্রারিতে লক্ষ্মীদেবী ও শক্তির মন্দির দুটিও দেখার মত। 40 কিমি দূরের এই শক্তি দেবীর মন্দিরটি 8 শতকে নির্মিত এক প্রত্নসম্পদ। পিতল নির্মিত কাশ্মীরী শিল্পের এই দেবী মূর্তিটিকে জুলাই-আগস্ট মাসের মণিমহেশের মেলা থেকে আনা জল দিয়ে স্নান করানো হয়।

ভারমৌর

প্রাকৃতিক শোভা এখানে এত মনোরম যে ভারমৌরকে ভারতের সুইটজারল্যান্ড বলা হয়। একসময়ে এটি ভার্মা রাজাদের রাজধানী ছিল। প্রায় 1,000 বছর অবহেলার পর 1971 থেকে ভারমৌর চাম্বা জেলার মহকুমা শহরে পরিণত হয়েছে। জনশ্রুতি যে, মহারাজ শহিল বর্মার সময়ে চুরাশি জন যোগী এখানে আসেন ও রাজার যত্নে পরিতুষ্ট হয়ে দশটি পুত্র ও এক কন্যা লাভের আশীর্বাদ করে যান। সেই কন্যাই চম্পাবতী— চাম্বা নাম যা থেকে হয়েছে। চুরাশি যোগীর জন্যে যে চুরাশিটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল তার কিছু কিছু এখনও আছে। জায়গাটি

এখনো চৌরাশি নামেই পরিচিত। চৌরাশির চত্বরে এখনো মেলা বসে। তার কথা মণিমহেশ প্রসঙ্গে বলছি। স্বামী জয়কৃষ্ণগিরি অনাদৃত বহু শিবলিঙ্গ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

এখানেই আছে মণিমহেশের শীতকালীন মন্দির এবং 25 মণ (940 কেজি) ওজনের অষ্টধাতুর (মতান্তরে উন্নতমানের পিতলের) বিশাল নন্দী মূর্তি— ভারতের বৃহত্তম ধাতুনির্মিত নন্দী মূর্তি। এর পাশে আছে প্যাগোডার আকারের গণেশ মন্দিরটি। 3 কিমি দূরে আছে ব্রাহ্মণীদেবীর মন্দির। ভারমৌরের একটা প্রাচীন নাম ছিল ব্রহ্মপুর। তা থেকেই হয়ত এ নাম এসেছে। এখানে আসতে হলে পাঠানকোটে নেমে বাসে 122 কিমি দূরবর্তী চাম্বায় নামুন। চাম্বায় বাস বদল করে 68 কিমি দূরের খাড়ামুখে পৌঁছান। সেখান থেকে ঘণ্টাখানকের পথে (15 কিমি পথ) জিপে চড়ে আসুন। চাম্বা থেকে সরাসরি আসার জন্য রিজার্ভড জিপ পেতে পারেন (69 কিমি পথ)।

ভারমৌরে মেষপালক গদ্দী উপজাতির বাস— তারা খানিকটা যাযাবর, খানিকটা মেষপালকদের জাতি। প্রবাদে বলে, যে একদা শিবের নিষেধ না শোনায় গদ্দীরা পাহাড়ে পরিণত হয়ে যায়, কাছাকাছি ছোট পাহাড়গুলো নাকি আসলে সেই অভিশপ্ত গদ্দীরা। সারা বছর তারা কাংড়া, মাণ্ডি, বিলাসপুর, ভারমৌরে মেষপালন করে। মণিমহেশ যাবার পথে এদের সঙ্গে আপনার হয়ত বারকয়েক দেখাও হয়ে যেতে পারে। ভারমৌরে থাকার জন্য PWD RH, FRH ছাড়া মন্দিরের অলিন্দ অথবা ভাড়া ঘর পেতে পারেন। অবশ্য খুব ভোরে চাম্বা থেকে এসে সেদিনেই চাম্বায় ফিরে যেতে পারেন।

মণিমহেশ

ভারতীয় কৈলাস মণিমহেশ-এ ভারতের সমস্ত তীর্থস্থানের মধ্যে যাওয়া সবচেয়ে কষ্টকর। এখানে কোনো মন্দির নেই, আছে কেবল ত্রিশূল চিহ্ন-স্থান এবং একটি সরোবর। অবশ্য মহিষাসুরমর্দিনী লক্ষ্মণাদেবীর মন্দিরটি প্রাচীনত্বে, শিকারা ঢঙের শিল্প সুষমায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও সুন্দর। মণিমহেশ ক্ষেত্রের মুখ্য আকর্ষণ অবশ্য ওই ত্রিশূলী ক্ষেত্র ও সরোবর। সরোবরের পবিত্র জলে স্নান করা নাকি জন্মজন্মান্তরের পুণ্যের ফলে সম্ভব। ভারমৌর চুরাশিক্ষেত্র থেকে প্রধান পুরোহিতের আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রীরা কঠিনতম বন্ধুর চড়াই পার হয়ে এই তীর্থে আসেন।

3,950 মি. (প্রায় 13.000 ফুট) উচ্চে মণিমহেশ কৈলাস পর্বতে (5.575 মি.) অবস্থিত। মণিমহেশে সাধারণ ভক্ত দর্শকগণ জন্মাষ্টমীর 15 দিন পর রাধাষ্টমীর সময় হাজারে হাজারে দলবদ্ধ হয়ে গমন করেন এবং ওই হ্রদে স্নান সারেন। এসময় প্রধান পূজারি নেপালে কাঠমাণ্ডুর পশুপতিনাথের মত একটি চতুর্মুখ শিবের ছোট মর্মর মূর্তি নিয়ে যান।

পাঠানকোট থেকে চাম্বা এসে তারপর সেখান থেকে ভারমৌরে আসার পথের কথা বলেছি। সেখান থেকে বাসে 50 কিমি পথ পার হয়ে আসুন খাড়ামুখ ঘণ্টা তিনেকে মধ্যে। খাড়ামুখে ঝুলন্ত পুলের উপর দিয়ে রাভি নদী পার হয়ে চড়ুন মিনিবাসে, জিপে বা পায়ে হেঁটে 15 কিমি পথ হাড়সার/ধানছো পার হয়ে। ধানছোতে সবই আছে থাকার জন্যে। ধানছো পার হয়ে পড়বে গৌরীকুণ্ড লেক, এখানে দর্শনার্থীরা পুজো দেন। পথ খুবই দুর্গম। খাড়া চড়াই উঠতে দম বন্ধ হয়ে যায়। তবুও পথে আছে ভরসা-বাণী 'ভক্তিই শক্তি'। আরো আছে 'চলো বুলানে ওয়ালা আয়ে হ্যাঁয়, ভোলে শঙ্কর নে বুলায়া হ্যাঁয়'— চলো, ডাক দেবার লোক উপস্থিত, ভোলা শঙ্কর ডাক দিয়েছেন। তারপর পৌঁছে যান অপার্থিব পার্থিব ভূমিতে। পূজা করুন কিসমিস-কাজু দিয়ে। তারপর 70 মি. লম্বা, 30 মি. চওড়া লেকে স্নান করুন। যাতায়াতে অন্তত 6 দিন লেগে যাবে। কিন্তু এক আশ্চর্য লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ার পরিতৃপ্তিতে আপনি পূর্ণ হবেন।

যদি উৎসবের সময় যান দেখবেন ভারমৌরে চুরাশি প্রাঙ্গণে মেলা বসেছে— সেখানে এখন ভিডিও পার্লার পর্যন্ত বসছে। তীর্থযাত্রায় যোগ দিতে হলে বেশ আগে থেকেই চাম্বার ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাখুন— যানবাহন ও থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ভারমৌরে PWD RH খুব সুন্দর। সেখানে স্থান না পেলে চুরাশি প্রাঙ্গণে পঞ্চায়েতের অতিথিশালায় থাকতে হবে।

পাঙ্গি উপত্যকা : চাম্বার 137 কিমি দূরে এর অন্য সদর শহর কিল্লার থেকে হিমালয়ের সৌন্দর্য দেখুন 4,447 থেকে 6,402 মিটারের উচ্চতায় দুই পর্বত শ্রেণীর মাঝখানের সমতলভূমি পাঙ্গি থেকে। এখানেই রয়েছে জাঁস্কর রেঞ্জও। চেনাবের তীরে অবস্থিত কিল্লার থেকেই ট্রেক করে যাত্রীরা চলেছেন আরো উচ্চে জম্মু পর্যন্ত পাঙ্গাওয়ালা ও ভোটদের এই উপত্যকায়। এখানের প্রধান দেবী মিনধাল বাসানীর মন্দিরও রয়েছে এখানে (কিল্লারের 15 কিমি দূরে) এবং পূর্থি মন্দির 30 কিমি দূরে। কিল্লার যেতে হয় সাচ পাস পার হয়ে। অরণ্যময় পূর্থিতে চন্দ্রভাগা

নদীর তীরে আছে RH। অবশ্য এমন RH পাঙ্গি উপত্যকার নানাস্থানেই রয়েছে। এপথে ট্রেক করার একটি তালিকা দিই।

চাম্বা-টিস্বা-বিন্দ্রাবাণী-পূর্থি-উদয়পুর : 10 দিন। প্রথম দিন— চাম্বা থেকে টিস্সা আসুন বাসে 67 কিমি; দ্বিতীয় দিন— 610 মি উঁচু ব্রৈলা 20.5 কিমি পার হয়ে; তৃতীয় দিন— 145 কিমি স্ট্রানড়ি (3,800 মি); চতুর্থ দিন— 18 কিমি ব্রিন্দাবাণী (2,700 মি); পঞ্চম দিন— 11 কিমি কিল্লার (2750 মি)। এখান থেকে তিনটি পথ। একটি গেছে উত্তর-পূর্ব দিকে জম্মু ও কাশ্মীরের কিশ্তওয়ারের দিকে, পরেরটি গেছে পুবে উমাশিলা পাস পার হয়ে জাঁস্কর উপত্যকায় এবং তৃতীয়টি দক্ষিণ-পূর্বে কেইলং-এর দিকে। ষষ্ঠ দিন— 2 কিমি পূর্থি (2,690 মি); সপ্তম দিন— 23 কিমি রাওলি (2,580 মি); অষ্টম দিন— 18 কিমি তিনড়ি (2,650 মি); নবম দিন— 16 কিমি সালগুরেওর (2,700 মি) এবং শেষ দিন 16 কিমি উদয়পুর (2,743 মি)।

নৈনীদেবী : হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুর জেলার প্রখ্যাত এই তীর্থের প্রাকৃতিক শোভা বড় মনোহর। একটি পাহাড়ের মাথায় দেবীর মন্দির— এর একদিকে আনন্দপুর, অন্যদিকে গোবিন্দসাগর জলাশয়। এখানেই মেলায় বহু যাত্রী সমাগম হয়। উত্তর রেলপথের কিরাদপুর সাহেব স্টেশনে নেমে নৈনীদেবী বাসে আসুন 28 কিমি পথ পার হয়ে। আনন্দপুর সাহেব (38 কিমি) এবং বিলাসপুর (64 কিমি) থেকেও নিয়মিত বাস আসছে। RH, FRH, সরাই ও ধরমশালা আছে। পূজারিরাও ঘর ভাড়া দেন।

আমাদের হিমাচল প্রদেশ ভ্রমণ প্রায় শেষ হয়ে এল। যাবার আগে চলুন গুটি পাঁচ-ছয় জায়গা ঘুরে আসি।

ভাকরা

ভাকরার সুবিখ্যাত বাঁধ হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত হলেও এখানে যেতে হয় পাঞ্জাবের নাঙ্গাল থেকে। বাঁধটির কথা আমরা পাঞ্জাব প্রসঙ্গেও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পাঠক, একটু পাতা উলটে সেটি দেখে নিন অনুগ্রহ করে। 740 ফুট (230 মিটার) উঁচু আকাশচুম্বী 'ভি' আকারের এই বাঁধটি 'ভাকরা-নাঙ্গাল' প্রকল্পের অন্তর্গত। 1,750 মিলিয়ন (175 কোটি) টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই বাঁধ নাঙ্গাল থেকে 4 মাইল (6½কিমি) দূরে। বিশ্বের সর্বোচ্চ এই ড্যাম আমেরিকার হুভার ড্যামের চেয়ে 14 ফুট (4.5 মিটার) বেশি উঁচু। পায়ে চলা 30 ফুট 19 মি চওড়া পথ আছে বাঁধের উপরে। বাঁধ দিয়ে বাঁধা হয়েছে শতদ্রু নদীর অশান্ত জলধারাকে। শতদ্রুকে বেঁধে কাছেই যে জলাধার নির্মিত হয়েছে তার নাম গোবিন্দসাগর। এখানে বোটিং করুন। নাঙ্গাল স্টেশনে নেমে বাস বা ট্যাক্সি ধরে বাঁধে আসুন অথবা চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) থেকে সোজা বাসে আসুন। নাঙ্গালে আসার জন্য ধরুন হিমাচল এক্স। দিল্লি ছাড়ছে 23.20— নাঙ্গাল পৌঁছয় রাত কাটিয়ে সকাল 6.55-য়।

নাহান : পাওনটা সাহেব : রেণুকা : সিমলা পাহাড়ের সোলন থেকে দেরাদুনের পথে এই তিনটি দেখার মত জায়গা পড়বে। প্রথমটি 3,000 ফুট (930 মিটার) উঁচু পাহাড়ি শহর **নাহান**। এখন সিরমুর জেলার সদর শহর। এটি একসময়ে এক দেশীয় রাজার রাজধানী ছিল। নাহান শব্দের মানে জানেন তো?— সিংহ। এখানে নাকি এক ঋষির একটি সিংহ বা নাহান সঙ্গী ছিল। চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। আম্বালা থেকে এখানে এসে এর লেক, মন্দির আর বাগিচার সৌন্দর্য দেখে যান।

দেরাদুনের দিকে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে শিখদের তীর্থস্থান **পাওনটা সাহেব** আসুন যমুনার পাড়ে সুন্দর এই শিখ গুরুদ্বার। দশম গুরু গোবিন্দ সিং এখানে বাসকালে দশম গ্রন্থের অনেকখানি লেখেন। বৈশাখী উৎসব এবং হোলি উৎসবের সময় এখানে হাজার হাজার শিখভক্ত উপস্থিত হন। প্রাচীন রাজবংশের যে প্রাসাদটি ছিল, এখন তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এখানে আরো দেখুন রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও যমুনার মন্দির।

পাওনটা থেকে 14 কিমি দূরে **ভাঙ্গানীও** একটি শিখতীর্থ। গুরুগোবিন্দ সিং এখানে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করেন। পাওনটার 16 কিমি উত্তর পশ্চিমে গিরি নদীর তীরে দেখুন প্রাচীন সিরমুর শহর (এখন জেলা) ও বিখ্যাত সিরমুর তাল। 14 কিমি দূরের **শিবালিক ফসিল পার্কে** বেড়াতে গিয়ে দেখে আসুন এশিয়ার সবচেয়ে পুরনো ফসিল পার্কে ফাইবার গ্লাসে তৈরি প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুর মডেল। পাওনটা সাহেব আসতে হলে নাহান থেকে নিয়মিত আসা বাসে 46 কিমি সফর করুন। সিমলা থেকে যে সব বাস হরিদ্বার আসে তাও পাওনটা সাহেব হয়ে যাতায়াত করে। সিমলা 182 কিমি, হরিদ্বার 87 কিমি দূর। এখানে থাকার জন্যে RH, TB, গুরুদ্বার আছে। যোগাযোগ: Tourist Officer, Nahan, Dt. Sirmaur, H.P.।

নাহান বা পাওনটা সাহেব থেকে **রেণুকায়** আসুন। এখানে একটি সুন্দর লেক আছে পরশুরামের মা রেণুকার

নামে। পিতা জমদগ্নির আদেশে পরশুরাম তাঁর মা রেণুকাকে কুঠার দিয়ে হত্যা করেন এখানেই। সেই স্মৃতিতেই মন্দির। এখানে প্রতি নভেম্বরে বিশাল মেলা বসে। কাছাকাছির মধ্যে পঞ্চমুখী দেবী মূর্তি গায়ত্রীর মন্দির দেখুন। লেকের পাড়ে দেখুন অভয়ারণ্য ও চিড়িয়াখানা। লেকের নাম রেণুকানগর। সিমলা, সোলন, চণ্ডীগড়, আম্বালা, দেরাদুন, হরিদ্বার থেকে এখানে নিয়মিত বাস আসা যাওয়া করছে।

পাওনটায় HPTDC-র হোটেল আছে Hotel Yamuna (Ph: 222341) DAB ৪৫০-৭০০ DAC ১০০০-১২০০। অন্যান্য হোটেলও আছে সিটিজেন, গুপ্তা, দৌলত, গঙ্গা প্রভৃতি নামের। রেণুকাতে HPTDC-র হোটেল Hotel Renuka (Ph: 267339), New Block DAB ৬৫০ DAC ৯০০; Old Block DAB ৩৭৫-৪৭৫ DAC ৭৫০। আছে Tourist Inn ও PWD RH।

কৈলাস ও মানস সরোবর

আমাদের চিরকালীন স্বপ্নের ভ্রমণভূমি কৈলাস ও মানস সরোবর। একদা দুর্গম হলেও ভারতীয়দের পক্ষে এখানে যাওয়ার কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না। কিন্তু কুবেরের এই ভূমি এখন ভারতের দখল-ছাড়া। 1959-এ এখানে প্রবেশ নিষেধের নোটিস পড়ে গিয়েছিল। যাই হোক 1981-র সেপ্টেম্বর থেকে এই তীর্থদ্বার উন্মোচিত হয়েছে, তবে শর্তসাপেক্ষে। এজন্যে পাসপোর্ট-ভিসার প্রয়োজন হয়। আগে থেকে দরখাস্ত করতে হয়। তারপর দলবদ্ধভাবে যাত্রীদের নিয়ে যাবার দায়িত্ব নেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সব ঠিকঠাক হলে দিল্লি থেকে যাত্রা শুরু হবে। সাধারণত জুন মাস যাত্রা শুরুর জন্য ধার্য হলেও নানা কারণেই তা পিছিয়ে যেতে পারে। নিয়মকানুন নীচে দেওয়া হল। ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাবে ভারত সরকার। তারপর কৈলাস ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়ে পৌঁছে দিয়ে যাবে ওই সীমান্তে নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে চীন সরকার। ভারত সরকার ভ্রমণের জন্য যে পরিমাণ ডলার নেবেন তার বেশির ভাগই চীন সরকারকে খরচ বাবদ ধরে দিতে হবে।

কৈলাস ও মানস সরোবর যাবার জন্যে হিন্দুদের এত আগ্রহ তার প্রধান কারণ এখানে সতীর দক্ষিণ হাত পড়েছিল। দেবী দাক্ষায়ণী, ভৈরব অমর। হিন্দুদের মত বৌদ্ধরাও এখানে আসার ব্যাপারে আগ্রহী। প্রতি 12 বছর অন্তর কুম্ভের মত তাঁদের যোগ উপস্থিত হয়। কৈলাসের পথে ও মানস সরোবরের চারদিকে আছে বহু বৌদ্ধ মঠ ও গুম্ফা। 14,950 ফুট (4,630 মিটার) মানস সরোবরের ও তিব্বতের মালভূমিতে অবস্থিত রাক্ষসতালের মধ্য দিয়ে পথ গেছে কৈলাসের দিকে। দুটির মধ্যে ব্যবধান 2 কিমি। 22,208 ফুট (6,880 মিটার) উঁচু কৈলাস শৃঙ্গ দেখতে ঠিক শিবলিঙ্গের মত। 48 কিমি ধরে কৈলাসের পথ পরিক্রমা করতে হয়। পথে পড়ে 1 কিমি বিস্তারের গৌরীকুণ্ড যা সারা বছরই বরফে ঢাকা থাকে। পিনাক নামে বরফের পাহাড় কৈলাসকে গৌরীকুণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। সে দৃশ্য নয়ন-মনোহর।

দিল্লি থেকে যেতে হবে প্রথমে টনকপুর রেল স্টেশনে বাসে চড়ে। সীমান্ত পার হবার জন্য ইনার লাইন পারমিট পাবেন চম্পাবতে। তারপরে যেতে হবে পিথোরাগড় ও ধারচুলা হয়ে তাওয়াঘাট। 3,700 ফুট (1,150 মিটার) উঁচু তাওয়াঘাট থেকে যে পদযাত্রা আরম্ভ হবে তার প্রথম দিন খুব কষ্টের সঙ্গেই পার হতে হবে। 3 দিনে 12 + 10 + 3 মোট প্রায় 25 মাইল বা 40 কিমি যাওয়া যায় যথাক্রমে 8,000 ও 500 ফুট (2,480 ও 155 মিটার) উঠে পরে 4,000 ফুট (1,240 মিটার) নেমে এবং পুনশ্চ 13,000 ফুট (4,030 মিটার) উঠে 18,000 ফুট (5,580 মিটার) উঁচু লিপুলেক পাস নামে শেষ চড়াই পর্যন্ত। এখান থেকে মানস 68 কিমি। তারপর তিব্বতের প্রথম শহর তাকলাকোট মিলবে। মালভূমির উপর দিয়ে কৈলাস পর্যন্ত যাওয়া যাবে জিপে চড়ে। তারপর নির্দিষ্ট পথে পরিক্রমা। সব মিলিয়ে বরাদ্দ 1 মাসের। যাত্রা ও প্রত্যাবর্তন— দুয়েরই দিনক্ষণ বাঁধা-ধরা।

পর্যটকের ভাষায় এখানের প্রকৃতির উদার ও উন্মুক্ত রূপ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। সম্পূর্ণ নগ্ন পৃথিবী এখানে শ্রান্ত দেহে বিশ্রামরত। ভোগের কোনো বাসনা এখানে জাগে না, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত আজীবন তপস্যার কথাই মনে আসে। এতদিন যা দেখেছি তা সবই মিথ্যে, সত্য শুধু কৈলাস। মনে হবে, এর চেয়ে বড় তীর্থ পৃথিবীতে আর নেই। তীর্থ আর দেবতা এখানে এক হয়ে গেছেন।

কৈলাস ও মানস সরোবর যেতে গেলে

1. তীর্থযাত্রা সাধারণত জুন মাস থেকে শুরু হবে এবং চলবে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত।

2. ধর্মীয় উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে ইচ্ছুক এরূপ সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের ক্ষেত্রেই এই যাত্রা অবাধ।

3. 7টি দলে এই যাত্রা আরম্ভ হবে। প্রতিটি দলে থাকবে 27 জন করে তীর্থযাত্রী। কৈলাস, মানস সরোবর-এর প্রতি ক্ষেত্রে যাত্রার মেয়াদকাল 31 দিন।

4. নিম্নলিখিত বিবরণ উল্লেখ করে দরখাস্ত এই ঠিকানায় দাখিল করতে হবে:

আন্ডার-সেক্রেটারি (চীনা), বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দক্ষিণ ব্লক, নিউ দিল্লি 110011—নাম, পিতার নাম, বর্তমান ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার, জন্ম তারিখ, পাসপোর্ট নম্বর ইত্যাদি সহ বিস্তারিত লিখে পাঠাতে হয়। খামের উপর অবশ্যই লিখবেন 'Pilgrimage to Kailash-Manas Sarovar' কথাগুলি। প্রতিবছরই বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমীপে দরখাস্ত 15 এপ্রিলের মধ্যে পৌঁছনো চাই।

5. যাত্রারম্ভের অনুমতির উদ্দেশ্যে বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমীপে আবেদন করার পূর্বে সমস্ত

সম্ভাবনাময় দরখাস্তকারী ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট সার্ভিসেস সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজধানীতে অবস্থিত একটি মর্যাদাপূর্ণ হাসপাতালে উক্ত প্রয়োজনীয় ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য আদায়সাপেক্ষের ব্যবস্থা করবেন। এই হাসপাতালসমূহে উক্ত উদ্দেশ্যে গঠিতব্য একটি মেডিক্যাল বোর্ড দ্বারা মেডিক্যাল রিপোর্ট স্বাক্ষরিত হবে। সংশ্লিষ্ট দরখাস্তকারী 17,000 ফুট (5,270 মিটার) উঁচতে 'হাই অলটিটিউড ট্রেকিং'-এর ক্ষেত্রে শারীরিক দিক থেকে সুস্থ— এই মর্মে সুনিশ্চয়তা প্রদায়ক মেডিক্যাল রিপোর্ট সংবলিত না থাকলে কোনো দরখাস্তই গ্রাহ্য হবে না।

6. পরবর্তী পর্যায়ে, তীর্থযাত্রীদের মনোনয়ন বহির্বিষয়ক মন্ত্রকের পূর্ব এশিয়া বিভাগ কর্তৃক নিষ্পন্ন হবে এবং এইভাবে মনোনীত ব্যক্তিদের, টেলিগ্রাফিক পদ্ধতিতে যাত্রাসংবাদ অবহিত করা হবে।

7. মনোনীত প্রার্থীরা, তাঁদের মনোনয়ন সংবাদ প্রাপ্তি স্বীকার করে লিখিতভাবে জানিয়ে দেবেন এবং এই সঙ্গে কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম, নৈনিতাল-এর অনুকূলে একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট মারফত ৫০০ টাকা (ফেরত দেওয়া হবে না) জমা দেবেন। এই ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট সংবলিত লিখিত প্রাপ্তি স্বীকার, আন্ডার সেক্রেটারি (চীনা), বহির্বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে পাঠাতে হবে।

8. উপরে উল্লিখিত উচ্চতায় যাত্রা করার পক্ষে সংশ্লিষ্ট তীর্থযাত্রীর শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে কোনো রকম সন্দেহ হলে, সে ক্ষেত্রে, বহির্বিষয়ক মন্ত্রক নিউ দিল্লিতে পুনরায় মনোনীত প্রার্থীকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য পাঠাতে পারেন।

9. আনুমানিক খরচ বাবদ ৭,৫০০ টাকা (অফেরতযোগ্য ৫০০ টাকা সমেত) কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম সমীপে দিতে হবে এবং সীমান্ত অতিক্রম করা বাবদ চীনা কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে আরো অতিরিক্ত ৬৫০ মার্কিন ডলার (এর মধ্যে ১৪৯ মার্কিন ডলার দিতে হবে চীনা মুদ্রা ইউয়ান-এ) অর্থাৎ (এই সময়ের হিসাবে) প্রায় ৩৫,০০০ টাকা। চৈনিক পক্ষে পেমেন্ট এবং ভিসাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবস্থায় বহির্বিষয়ক মন্ত্রকের সাহায্য পাওয়া যাবে।

10. এই তীর্থযাত্রার ভ্রমণপঞ্জি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট তীর্থযাত্রীকে দেওয়া হবে যাত্রার মনোনয়ন পর্বের পর।

নেপাল

80°15´–88°15´ উত্তর এবং 26°20´-30°10´ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত তিব্বত ও ভারতের মধ্যবর্তী একটি স্বাধীন দেশ। সীমানা— পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বিহার এবং উত্তর প্রদেশ, উত্তরে তিব্বত। আয়তন 1,47,141 বর্গকিমি। লোকসংখ্যা 2 কোটি 30 লক্ষের কিছু বেশি। রাজধানী কাঠমান্ডু। প্রধান ভাষা নেপালি।

অতীতে নেপাল পাঞ্জাব ও সিকিম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সগৌলির চুক্তির ফলে নৈনিতাল, আলমোড়া, গাড়োয়াল, দেরাদুন এবং সিমলা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে আসে। 1953 পর্যন্ত তিব্বত নেপালকে কর দিত। চীনের সঙ্গে সংঘর্ষের পর 1961-র অক্টোবর মাসে এক সীমানা-চুক্তির ফলে এভারেস্ট শৃঙ্গ উভয় দেশের সীমান্তে স্থিত বলে আগের মতই সিদ্ধান্ত বহাল থাকে।

'নেপাল' নামকরণের পিছনে একাধিক মত আছে। কেউ বলে প্রাচীন 'নে' মুনির নাম থেকে এই নাম এসেছে। আবার অনেকে মনে করেন প্রাচীন জাতি নেওয়ারদের বাসস্থান থেকে এই নামকরণ। 'নেওয়ার' শব্দটির অর্থ পবিত্র স্থানের অধিকারী। তৃতীয় মতে নেপাল= পশমের দেশ। কারণ নেপালি ভাষায় 'নে' শব্দের অর্থ গৃহ এবং 'পাল' শব্দের অর্থ পশম।

নেপালের উত্তরে 1,300 কিমি জুড়ে পর্বতশ্রেণী রয়েছে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ 12টি শৃঙ্গের মধ্যে 7টিই এখানে অবস্থিত। সবগুলিরই উচ্চতা 7,600 মিটারের বেশি। অনেক বেগবতী নদী তিব্বতে জন্ম নিয়ে বয়ে এসে এখানে গভীর গিরিবর্ত্মের সৃষ্টি করেছে। যেমন কালীগণ্ডকী নদী পশ্চিমে ধবলগিরি এবং পূর্বে অন্নপূর্ণা শৃঙ্গের মধ্য দিয়ে গভীর গিরিবর্ত্ম কেটে নেমে এসেছে। কালীগণ্ডকী থেকে ত্রিশূল-গণ্ডকী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে অন্নপূর্ণা (8,078 মি), মানসালু (8,156 মি), হিমালচুল্লী (7,864 মি), গণেশ হিমাল ও গোসাইথান শৃঙ্গগুলি অবস্থিত। পূর্বে কোশী অঞ্চলের মহলাঙ্গুর হিমাল পর্বতশ্রেণীর সর্বোচ্চ বিন্দু এভারেস্ট 8,848 মি.— মাঝখানে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে লৌৎসে (8,511 মি.)। আর দুপাশে মাকালু (8,481মি.) ও চৌ-ইয়ু (8,153 মি.)।

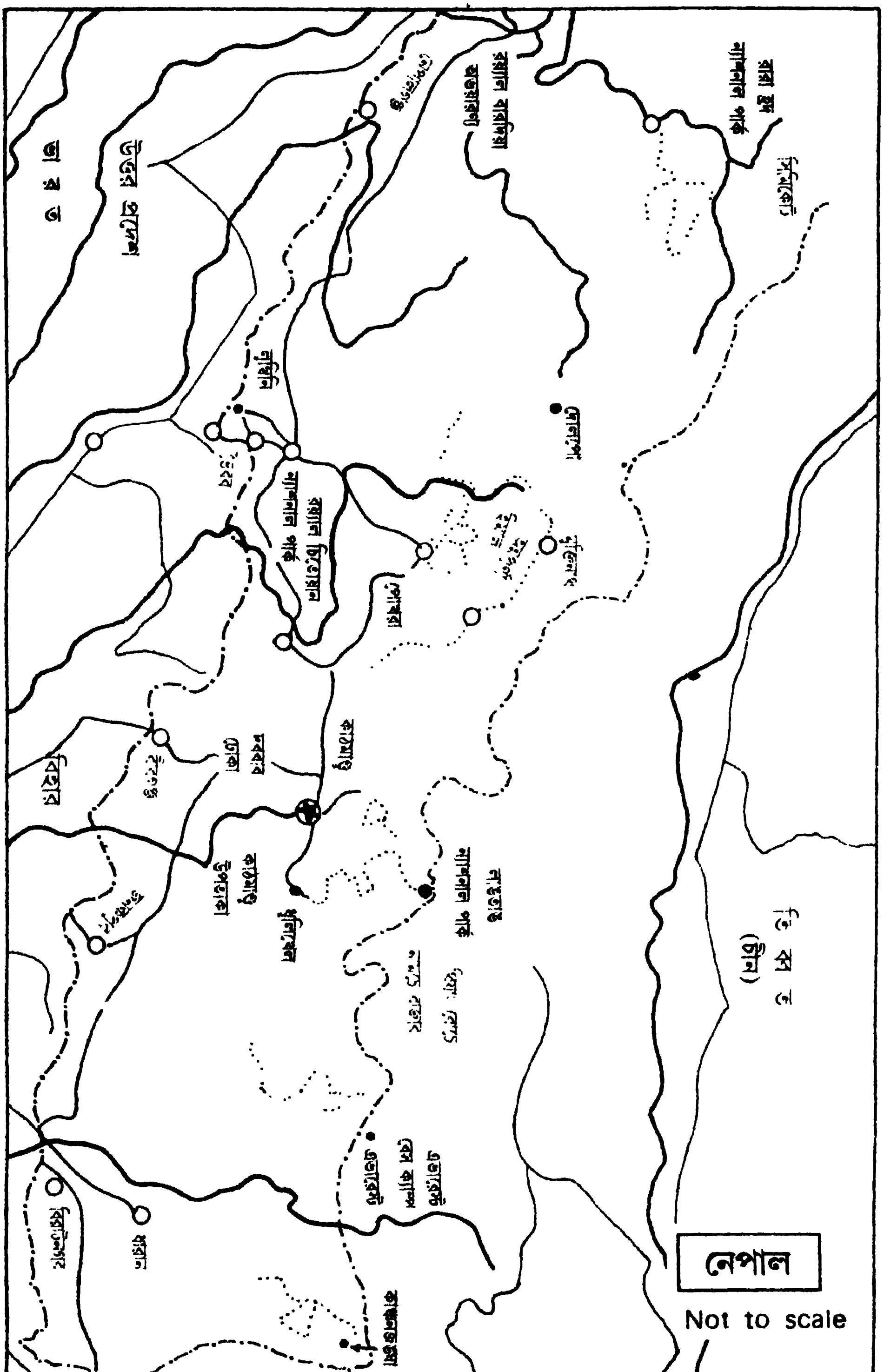
নেপালের মধ্যাঞ্চলের প্রধান দুটি উর্বর অঞ্চল হল কাঠমান্ডু এবং পোখরার সমভূমি। পোখরার উচ্চতা 750-1,050 মি.। এর দক্ষিণেই তরাই অঞ্চল ঘন জঙ্গলে নেপালের প্রায় 1/4 অংশ গ্রাস করে নিয়েছে। এখানেই নেপালের সমগ্র অধিবাসীদের 1/3 অংশ লোক বাস করেন। চাষের জমি প্রচুর, তবে খাস অধিবাসীরা বর্ষায় এখানে আসেন না। শীতের ফসল উঠলে বিক্রির জন্যে ভারতের সীমান্তে আসেন।

অঞ্চল ভেদে নেপালের তাপমাত্রা বিভিন্ন। গ্রীষ্মকালে 32°C-এর বেশি হয় না। তবে মধ্যাঞ্চলে 37°C পর্যন্ত ওঠে। 3,000 মি. উঁচুতে জুনিপার, রডোডেনড্রন, বার্চ, ভূর্জপত্রের অরণ্য। নেপালের ফুলের বিচিত্র শোভা মনোরম। নীল পপি, লাল এনিমন, নানান ধরনের অর্কিড, গোলাপি ও সাদা গোলাপে পূর্ণ নেপালে 5,100 মি. উচ্চতা পর্যন্ত ফুল দেখতে পাওয়া যায়।

তরাই অঞ্চলের কালো ভালুক, চিতাবাঘ, বনবিড়াল, গণ্ডার, হাতি, নেকড়ে, শিয়াল এখানের মুখ্য বন্যপ্রাণী সম্পদ। নদীগুলিতে প্রচুর কুমির। সাপের অত্যাচার খুব। দেখতে পাবেন ইয়াক, বুনো ছাগল, কস্তুরীমৃগ এবং কালো মাকড়শা। যত্রতত্র দেখুন সোনালি ঈগল, লেজঝোলা, গন্ধগোকুল, রেড স্টার্ট, ফিঙে, দোয়েল, বুলবুলি, কাঠঠোকরা, ফিঞ্চ, পায়রা বা পাহাড়ি চড়াইয়ের সঙ্গে।

নেপালিরা প্রাচীন তিব্বতী-নেপালি গোষ্ঠী, ইন্দো-নেপালি গোষ্ঠী এবং মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এঁদের মধে শৈব এবং বৌদ্ধ— দুই-ই দেখতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন বৌদ্ধ প্যাগোডা ধরনের মন্দির-স্থাপত্য বৌদ্ধ চৈত্য থেকে নিয়ে নেওয়াররাই সৃষ্টি করেছিলেন। এদের শিল্পকলা সূক্ষ্ম, ভাষা ও সাহিত্য যথেষ্ট উন্নত। এঁদের ঘরবাড়ি প্রধানত দোতলা ও চারদিকের দেওয়াল শুকনো পাথরে নির্মিত। ছাদ স্লেট পাথরে ছাওয়া। অবশ্য পোখরাতে ডিম্বাকৃতি ও কোণাকৃতি খড়ের চালও দেখতে পাবেন। পাকাবাড়ির সংখ্যা কম। লামাদের প্রভাবই এঁদের মধ্যে বেশি। প্রধান পেশা— কৃষি। ভারত থেকে নেপালে লবণ, লোহা, ইস্পাত, তামা, সিমেন্ট, সিগারেট, চা, জুতো, কেরোসিন, পেট্রোল, কাগজ প্রভৃতি যায়। ভারতে আসে চাল, তৈলবীজ, তামাক, ঘি, শণ, পাট, কমলালেবু, আলু ইত্যাদি জিনিস।

আগে রাস্তাঘাট ভাল ছিল না, অন্তত 1956 পর্যন্ত। এপার থেকে ত্রিভুবন রাজপথ ভারতের সঙ্গে নেপালকে যুক্ত করেছে। এ বিষয়ে ভারত সরকার নেপাল সরকারকে সাহায্য করেছিল। রাজ মহেন্দ্র পথ লাসাকে কাঠমান্ডুর


নেপাল
Not to scale

সঙ্গে যুক্ত করেছে। 1950-এ গৌচরে বিমান ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে। ভারতের সঙ্গে বিমানপথে যোগ রয়েছে নেপালের।

নেপালে বহু তীর্থস্থান রয়েছে। গোঁসাইকুণ্ড ও মুক্তিনাথ, বুড়া নীলকণ্ঠ ও চন্দ্রগিরির প্রাচীন মন্দির, কাঠমান্ডুর মন্দিরগুলির মধ্যে পশুপতিনাথ, স্বয়ম্ভূনাথ, বোদনাথ, গোরখনাথ ও মচ্ছেন্দ্রনাথের মন্দিরের টানে প্রতি বছর ভারত থেকে বহু পর্যটক নেপালে যান। এখানের লুম্বিনীতে জন্মেছিলেন বুদ্ধ। 250 খ্রিস্টপূর্বাব্দে সম্রাট অশোক লুম্বিনী উদ্যানে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

অধিবাসী নেওয়াররা দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত— বৌদ্ধ ও শিবমার্গী। শিবমার্গীরা হিন্দু এবং এঁদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা রয়েছে। ক্ষত্রিয়দের এক জাতি 'শ্রেষ্ঠ', বৈশ্যরা 'যোশী' ও 'আচার'— দুটি শাখায় বিভক্ত। যোশীরা জ্যোতিষচর্চা এবং আচারেরা পুরোহিতগিরি করেন। গোপালক 'গোয়া', কর্মকার 'কোড', নাপিত 'নউ' ও তাঁতীরা 'কাথা' নামে পরিচিত। বৌদ্ধমার্গীরা বন্দ্য বা বনারস, উদাস ও জায়পু— তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

নেপালি ভাষার অন্য নাম গোর্খালি— কারণ এটি গোর্খা শাসকদের ভাষা। আবার একে 'খস'-দের ভাষা বলে খসকুরিও বলা হয়। আবার পার্বত্য প্রদেশের ভাষা বলে পর্বতিয়াও বলা হয়। নেপালি ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 1359 শকাব্দে (= 1437 খ্রিস্টাব্দ) রাজা পুণ্যমল্ল-র তাম্রলিপি। নেপালি ভাষা লেখা হয় দেবনাগরী লিপিতে। প্রধান কথ্য ভাষা 'পল্পা'। যদি কোনো শব্দের শেষে 'হেরু' বা 'হরু' শোনেন— জানবেন সেটি বহুবচনের পদ। কবি ভানুভক্ত নেপালের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে পূজিত। তিনি 1870-এ নেপালি ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন।

1768-তে গোর্খা রাজা পৃথ্বীনারায়ণ এখানে শাহ রাজবংশের পত্তন করেন। 1846-এ শাহ রাজবংশের পতন ঘটিয়ে রানা যুগ শুরু হয় এবং 1951 পর্যন্ত নেপালের শাসনভার বংশানুক্রমে রানারাই করেন। 1951-তেই শাহ রাজবংশের ত্রিভুবন শাহ রানাদের হটিয়ে পুনরায় নেপালের শাসনভার দখল করেন। পরবর্তীতে তাঁর পুত্র মহেন্দ্র এবং তিনি মারা গেলে তাঁর পুত্র বীরেন্দ্র নেপালের রাজা হন। 1990-এ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের দাবীতে নেপালে ব্যাপক জন-আন্দোলন সংগঠিত হয়। ফলস্বরূপ নেপালের নতুন সংবিধান তৈরি হয়, রাজার ক্ষমতা খর্ব করা হয়। 1991-এর মে মাসে নতুন সংবিধান বলে নেপালের প্রথম নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপাল বর্তমানে সার্ক (SAARC)-ভুক্ত দেশ।

নেপালে আগমনকারী পর্যটকদের অবশ্য জ্ঞাতব্য

নেপালে আসায় কোনো নিষেধ নেই, সবাই আসতে পারেন।

● ভারতীয়দের নেপালে ঢুকতে পাসপোর্ট বা ভিসা এখন লাগে না। তবে যে কোনো একটি আইডেনটিটি কার্ড (ড্রাইভিং লাইসেন্স / অফিস আইডেনটিটি কার্ড / র‍্যাশন কার্ড ইত্যাদি) অবশ্য সঙ্গে রাখবেন। নইলে সীমান্তে অসুবিধে হতে পারে।

● মনে রাখবেন নেপালে শনিবার সব বন্ধ, রবিবার খোলা।

● কলেরা-টাইফয়েড, বসন্তের **টিকা** নিয়েছেন এই বয়ানে মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন বা পঞ্চায়েত থেকে একটা হেলথ সার্টিফিকেট নিয়ে নেওয়াটাই ভাল।

● **ট্রেকিং**-এর জন্যে অনুমতি নিতে হবে ছবিসহ। যোগাযোগ : ঐ সেন্ট্রাল ইমিগ্রেশন অফিস।

● **শুল্ক অফিস** : নেপাল প্রবেশপথে সীমান্তে রয়েছে শুল্ক দফতর। এখানে আপনার সঙ্গের মালপত্রের যথাযথ ঘোষণা করুন। যেসব জিনিস ডিউটি না দিয়েই আনতে পারেন— তার মধ্যে রয়েছে সিগারেট, চুরুট, বিয়ার (নির্দিষ্ট পরিমাণে), ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার, টাইপ-রাইটার ইত্যাদি। আগ্নেয়াস্ত্র আনতে হলে বিদেশ দফতরের অনুমতি নিতে হবে।

● প্রতিটি প্রবেশপথে **মুদ্রা বদল** করে নিন নেপালি কারেন্সিতে। ভারতের মতই কাগজের নোট। কাঠমান্ডুর বিমানবন্দরে বদলের কাউন্টার খোলা 4.00-20.00। তবে সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে টাকাকড়ি লেনদেন ব্যাপারে রাষ্ট্রনৈতিক বিধিনিষেধ চলছে। পর্যটকদের এতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। ১০০-র নোট নিয়ে যাবেন না, ৫০ বা তার কমের নোট নিয়ে যাবেন।

● **বেড়াবার সেরা সময়**: ফেব্রুয়ারি, মার্চ, অক্টোবর। মধ্য জুন-সেপ্টেম্বর— না যাওয়াই ভাল।

● বেশির ভাগ স্থানে **ফেরার টিকিট অগ্রিম** কাটার ব্যবস্থা থাকে— সে সুযোগ নিতে ভুলবেন না।

● ভুয়ো ভ্রমণ-এজেন্ট বা দালাল থেকে সাবধান। তাঁদের টাকা দিয়ে বাসের টিকিট কিনলে ঠকবেন।

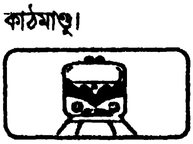
● বাসের মধ্যে অপরিচিত/স্বল্প-পরিচিত কোনো ব্যক্তির দেওয়া কিছু খাবেন না— এমনকি সুপুরিও না। বিশেষত রাতের বাসে। বিপদ হতে পারে।

কাঠমাণ্ডু

নেপালের রাজধানী। মধ্য হিমালয়ে 1,400 মি. উঁচু এই মনোরম উপত্যকাটির চারদিকে হিমালয়ের বিভিন্ন পর্বতশ্রেণী। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে নাগার্জুন পর্বত এবং শিবপুরী লেন (পর্বত) ও দক্ষিণে মহাভারত লেখ অবস্থিত। 700 কিমি ব্যাপী এই আধখানা চাঁদের মত উপত্যকাটি এক প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল।

বহুকাল ধরে একমাত্র মেষপালকের সংকীর্ণ গিরিপথ ছাড়া এখানে প্রবেশের অন্য কোনো পথ ছিল না। সে সময়ে নেপালে ঢুকতে হত 'চন্দ্রগিরি' গিরিপথ দিয়ে। রানাশাহির সময়ে কেবল রাজকীয় ব্যবহারের জন্য বৈদ্যুতিক রেলওয়ে ও রাজপ্রাসাদের আশেপাশে কয়েকটি রাস্তা হয়। 1956-য় ভারত সরকারের সহায়তায় ভারত-নেপালের সীমান্ত হতে রক্সৌল পর্যন্ত পাকা সড়ক নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া চীন সরকারের সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছে কাঠমাণ্ডু-লাসা রোড। কাঠমাণ্ডুশহর বিষ্ণুমতী নদী ও বাগমতী নদীর মিলনস্থলে অবস্থিত— তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুপম। এছাড়া মনোহরা, হনুমন্তি ও গোদাবরী নদীও বাগমতী নদীতে এসে মিলেছে।

কাঠমাণ্ডু রাজপরিবার আর্য বংশজাত গোর্খা হলেও জনসাধারণের বেশির ভাগ নেওয়ার জাতি। কাঠমাণ্ডু উপত্যকার ইতিহাসই হল নেপালের আদি ইতিহাস। শঙ্করাচার্য 788-তে এখানে বিখ্যাত পশুপতিনাথের মন্দির স্থাপন করেন। এই নগরীর প্রাচীন নাম মঞ্জুশ্রীপত্তন। কিংবদন্তি যে, হিমালয়ের কোণে বৃষ্টি-অধিপতি নাগরাজের বাসস্থানস্বরূপ একটি হ্রদ ছিল। কোতওয়াল পাহাড় বিদীর্ণ করে মঞ্জুশ্রীদেবী জল বার করে দিয়ে এই স্থানটিকে জনপদে পরিণত করেন। বার হয়ে যাওয়া এই জলেই বাগমতী নদী। এই জল পরে দক্ষিণে চোভার গিরিপ্রাচীরে আটকে গেলে মঞ্জুশ্রীদেবী খড়্গ দিয়ে আবার পথ করে দেন এবং বাগমতী গিয়ে মেশে বুড়িগণ্ডকে। অন্য কাহিনী অনুসারে নেওয়ার জাতিই এই জনপদের স্থাপয়িতা। তাঁরা বুদ্ধের সমসাময়িক। বুদ্ধ এখানে স্বয়ম্ভূনাথ। 16 শতকে নরসিংহ মল্লের সময়ে যে কাষ্ঠমণ্ডপ নির্মিত হয় তা থেকেই এই শহরের নাম হয়েছে কাঠমাণ্ডু।



আসা-যাওয়া : নেপালে বেড়াতে গিয়ে আপনি যেখানেই যান, কাঠমাণ্ডুই হচ্ছে আপনার হেড কোয়ার্টার। বিমান, রেল এবং সড়কপথে নেপালে আসা যায়। আসার জন্যে 12টি প্রবেশপথ রয়েছে। **বিমানপথ**: IA উড়োজাহাজ কাঠমাণ্ডুর ত্রিভুবন বিমানবন্দরে নামছে সো. ম. বৃ. শু. শ. 10.15 কলকাতা ছেড়ে 11টায়। এই বিমানটি আবার 13.00 কাঠমাণ্ডু ছেড়ে কলকাতা ফিরে আসছে 13.45। Royal Nepal Airlines-এর বিমান কাঠমাণ্ডু ছেড়ে কলকাতা আসছে বৃহস্পতি ও রবি 14.15-তে এবং ঐদিনগুলিতেই 15.25-এ কলকাতা ছেড়ে কাঠমাণ্ডু ফিরছে। দিল্লি মুম্বাই এবং বেনারস থেকেও Indian Airlines ও Royal Nepal Airlines-এর বিমান পাবেন কাঠমাণ্ডু আসা-যাওয়ার জন্য। এছাড়া ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গেই কাঠমাণ্ডু বিমানবন্দরের নিয়মিত যোগ রয়েছে। কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই থেকে বিভিন্ন বিদেশি বিমান সংস্থার বিমানও পাবেন এখানে আসার জন্য।

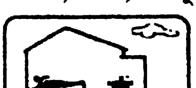
চটজলদি পৌঁছতে গেলে বিমানে যাওয়াই ভাল। কলকাতা থেকে বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সি বছরের বিভিন্ন সময়ে কন্ডাকটেড ট্যুরে নেপাল নিয়ে যায়। [যেমন, ওরিয়েন্টাল ট্রাভেল সার্ভিস 95A, C R Avenue, Kol-73; PH : 237-1696, 237-1694, 237-8031, 237-0685— এরা 4 দিনের নেপাল সফর করায়।]

রেলপথে : ট্রেনে চড়ে যে নেপালে যাওয়া যাবে না, এ কথা সবারই জানা। তবে নেপাল সীমান্তের (বীরগঞ্জ) কাছের স্টেশন রক্সৌল পর্যন্ত যাওয়া যাবে। হাওড়া থেকে প্রতিদিন 3021 হাওড়া-রক্সৌল মিথিলা এক্সপ্রেস 16.00 ছেড়ে রক্সৌল পৌঁছচ্ছে পরদিন 9.00টা বর্ধমান, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জসিডি, সমস্তিপুর, মজঃফরপুর হয়ে। দিল্লি থেকে আসছে 4048 দিল্লি-রক্সৌল এক্সপ্রেস 17.20 ছেড়ে। 5201 এক্সপ্রেস 22.15, মজঃফরপুর থেকে 8.20 ছেড়ে 5215 এক্সপ্রেস 11.55 আসছে। আবার হাওড়া থেকে 20.00 অমৃতসর মেল ধরে ভোর 5.00টায় পাটনায় নেমে পাটনার সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে সন্ধেবেলার লাক্সারি বাস ধরে পরের দিন ভোরে সরাসরি কাঠমাণ্ডুতে যেতে পারেন। রাত্রিবাসের জন্য পাটনাতে অনেক হোটেল পাবেন (দেখুন 'বিহার' অধ্যায়ের 'পাটনা' অংশ, পৃ ৪৪১)। থাকার জন্যে হোটেল আছে তাজ, প্যারিস, এশিয়া, আম্রপালী ইত্যাদি S ২০০-৩৫০ মধ্যে।

সড়কপথে : শেষ অবধি যেতে হবে সড়কপথেই। রক্সৌল পৌঁছে একটা রিক্সা নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে পৌঁছে যান বীরগঞ্জে। সেখান থেকে ধরুন কাঠমাণ্ডু যাবার বাস। বাস ছাড়ে বীরগঞ্জ থেকে পরপর 6.00-10.00 এবং

19.00-21.00 মধ্যে। রাতের বাসে আরাম বেশি। 195 কিমি যেতে সময় নেয় প্রায় 12 ঘণ্টা। ভাড়া ১৪২্। যাঁরা মজঃফরপুরে নামবেন তাঁরা 5215 এক্স ধরে রক্সৌল আসুন 4½ ঘণ্টায়। ট্রেন মজঃফরপুরে ছাড়ে 8.20 এবং মোতিহারি (10.36), সগৌলি (10.47) হয়ে রক্সৌলে 11.55। আবার রক্সৌলে 13.00 ছেড়ে ট্রেন মজঃফরপুরে ফেরে 16.25 মিনিটে। সড়কপথে গোরখপুর থেকে ভারত-নেপাল সীমান্তে সোনেউলি 93 কিমি। এখান থেকে ভৈঁরোয়া সিটি হয়ে লুম্বিনী 25 কিমি। গোরখপুর থেকে নওগড় হয়ে লুম্বিনী 108 কিমি। কলকাতা থেকে সোজা সড়কপথে বা ট্রেনপথে আসুন শিলিগুড়ি। সেখান থেকে কাকরভিটা বাস আসছে 37 কিমি, 2 ঘণ্টার মধ্যে। কাকরভিটাও একটি সীমান্ত স্থান। এখান থেকে জনকপুর আসুন সীমান্ত পেরিয়ে ডানকেবার হয়ে। বীরগঞ্জে আসতে পারেন। কাঠমাণ্ডু কলকাতা থেকে 1,170 কিমি। **বীরগঞ্জ হল** নেপাল প্রবেশের খাস তোরণ। এখান থেকে কাঠমাণ্ডু 192 কিমি বাসে সময় নেয় 8 ঘণ্টা। বীরগঞ্জেও থাকার জন্যে হোটেল আছে S ৮০-১৫০্ D ১২৫-৫২৫্ মধ্যে— কৈলাস, দিয়ালো, সূরজ ইত্যাদি। সস্তায় হোটেল আছে S ৬৫-৮৫্ মধ্যে। এখান থেকেই নানা স্থানে যাবার বাস পাবেন। বাস যাচ্ছে কাকরভিটা, কাঠমাণ্ডু, জনকপুর, নেপালগঞ্জ, পোখরা, বিরাটনগরের দিকে। বীরগঞ্জের হোটেল-দোকানে জাতীয় মুদ্রা চলে।

একটা পরামর্শ : নেপাল বেড়াতে গেলে অন্তত 10 দিন হাতে সময় নিয়ে আসুন। অন্য কোনো স্থানে না গেলেও কাঠমাণ্ডু, পোখরা, ধূলিখেল, গোঁসাইকুণ্ড, গাইদা ফরেস্ট, পাটন, ভক্তপুর তো নিশ্চয়ই যাবেন।



থাকা-খাওয়া : কাঠমাণ্ডু শহরে হোটেল-রেস্টুরেন্টের অভাব নেই। বিলাসবহুল থেকে সস্তার হোটেল সবই আছে। বেশির ভাগ হোটেলই শহরের প্রাণকেন্দ্র সবুজিমায় ঢাকা রত্না পার্ককে ঘিরেই। বাস স্ট্যান্ডও এখানে। হোটেলগুলিতে US dollar, নেপালি মুদ্রা এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভারতীয় মুদ্রা চলে। হোটেলগুলির মধ্যে প্রধান 5 তারা নিউ বাণেশ্বরে The Everest Hotel (Ph : 488100), লাজিমপথে Radisson Hotel Kathmandu (Ph : 419358), দরবার মার্গে তাজ গ্রুপের Hotel De L' Annapurna (Ph : 221711), এখানেই Hotel Yak & Yeti (Ph : 248999) প্রভৃতি। সবচেয়ে বিলাসবহুল হোটেল Soaltee Crown Plaza Kathmandu (Ph: 272555)। এখানে ক্যাসিনো আছে। বিমানের টিকিট কিনলে আপনি কিছু কুপন পাবেন, ক্যাসিনোতে খেলতে পারেন। 4 তারা হোটেলগুলির মধ্যে লাজিমপথে Hotel Shangri-La (Ph : 412999), ত্রিপুরেশ্বরে The Blue Star Hotel (Ph : 228833), শহীদ শুক্রা মার্গে Hotel Himalaya (Ph : 523900), লেখনাথ মার্গে The Malla Hotel (Ph : 410620), লাল দরবারে Royal Singi (Ph : 424190), থামেলে Hotel Vaishali (Ph : 426847) প্রভৃতি। 3 তারা হোটেলগুলির মধ্যে থামেলে Hotel Manang (Ph : 410993), বত্তিশপুতলিতে Kathmandu Village Hotel (Ph : 470770), কান্তিপথে Hotel Mountain (Ph : 246744), থামেলে Hotel Marshyangdi (Ph : 414015), লাজিমপথে Hotel Tibet Pvt. Ltd. (Ph : 429085) প্রভৃতি। এছাড়াও আছে আরও অজস্র হোটেল। ভারতীয়রা পছন্দ করেন হনুমান ঢোকা বা রয়াল প্যালেসের কাছে ফাসি কেভে 125-B নং এ মারোয়াড়ি সেবা সমিতির অতিথিশালা। যেমন পছন্দ লগন টোলে হোটেল মহাকালটি। তবে হোটেল নারায়ণীতে ১,২৫০ খরচ করে তিনরাত থাকতে পারেন— সঙ্গে দুদিনের নগরদর্শন ফ্রি। হোটেল নিউ গণেশ S ১৭৫্ D ২৫০্। সস্তায় ব্রেকফাস্ট খেতে চান তো কাঠমাণ্ডু GH-এর কাছে কেনসি'জ এ যান।

বাঙালি পর্যটক এঁদের সহায়তা নিতে পারেন নেপাল ভ্রমণে গেলে—

নারায়ণী হোটেলের ম্যানেজার অভিজিৎ আচার্য, PH : 52-1711, 52-1442। তাঁর হোটেলে না থাকলেও তিনি সব খোঁজখবর দেবেন।

● এখানেই সন্ধেবেলায় পাবেন পার্থসারথি সেনগুপ্তকে। কেনাকাটা করার আগে এঁর সঙ্গে পরামর্শ করুন।

● গে লর্ড রেস্তোরাঁয় পিতু পাণ্ডে— তাঁর ফুড প্যাকেট নিয়ে সব জায়গা ঘুরুন।

● জামাই আদরে বাঙালিখানা খেতে চান — চলুন কুণ্ডু স্পেশালের গুপ্ত বাবু বা গুপ্তজির কাছে। এমনকি নিরামিষাশীদের আলাদা ব্যবস্থা।

● মহিলা পর্যটক চলুন এঞ্জেলা কুমারীর কাছে। ঠিকানা হল : 2/286 রামশাহ পথ (পুতলি সড়ক), Ph : 21-2059, 21-1279। কলকাতায় এদের সঙ্গে যোগাযোগ 'অমিয়-রবি', একতলা, 19/23-এ, শীল লেন (Old CIT Rd.), কলকাতা-15 ।

দেখা-শোনা : শহরের মধ্যে ও আশেপাশে অনেক

কিছু দেখার আছে। আকাশ থেকে কাঠমাণ্ডুকে অনেকটা দাবার বোর্ডের মত দেখায়। প্রথমেই চলুন **হনুমান ঢোকা বা দরবার স্কোয়ারে**। এটি হল নেপালি রাজার প্রাচীন প্রাসাদ। এখানেই নেপালের রাজার অভিষেক ঘটে। প্রাসাদের ব্রোঞ্জ এবং পাথরের কাজ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এই এলাকার রাজা মহেন্দ্রমল্ল নির্মিত তালেজু এবং কাল ভৈরবের বিশাল ও ভয়াবহ মূর্তি একই সঙ্গে আতঙ্ক ও বিস্ময় সৃষ্টি করে। বসন্তপুর দরবার বা গৌতমে দরবার, অভিষেক মণ্ড, আমদরবার, চারপুত্রসহ রাজা প্রতাপ মল্লের প্রতিমূর্তি সবই দর্শনীয়। কাছেই রয়েছে প্যাগোডার মত মন্দির। দরবার স্কোয়ারের কাছে জীবন্ত দেবী 'কুমারীর' বাসস্থান। ইংরেজিতে এর নাম 'হাউস অফ দি লিভিং গডেস'। পর্যটকরা এই বাড়ির উঠোন থেকে কুমারী দেবীর দর্শন পেতে পারেন। দর্শনার্থীরা প্রাঙ্গণে ঢুকতে পেরেছেন বলে যেন ভুলেও কুমারীর ঘরে উঁকি দেবেন না— একেবারে নিষেধ। এমনকি ছবি তোলাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। একেবারে শিশু-কিশোরী কন্যারা কুমারী দেবী হিসাবে নির্বাচিত হন। তাঁকে দেখা যাবে ইঁদপূজার সময়। এটি তৈরি করেছিলেন 1760-এ জয়প্রকাশ মল্ল।

এবার তিনতলা **নারায়ণ মন্দিরে** প্রণাম জানিয়ে আসুন কাঠের তৈরি মন্দির **কাষ্ঠমণ্ডপে**। 1596-এ একটি মাত্র গাছের কাঠ দিয়ে রাজা লক্ষ্মী নরসিংহ মল্ল এটি তৈরি করান। জনবিশ্বাস এই যে, এই কাষ্ঠমণ্ডপ থেকেই কাঠমাণ্ডু নামটি এসেছে। কারুকার্যসমন্বিত এই মন্দিরে পূজিত দেবতা নাথ সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরু গোরক্ষনাথ।

এরপর কাছাকাছি অনেকগুলি ছোট-বড় মন্দির দেখুন। এখানেও রয়েছে জগন্নাথ মন্দির হনুমান ঢোকার বিপরীতে। হনুমান ঢোকা নামটি এসেছে বীর হনুমানের নাম থেকেই।

কাঠমাণ্ডুর অবশ্য-দর্শনীয় চারটি মন্দির হল পশুপতিনাথ, মহেন্দ্রনাথ, স্বয়ম্ভুনাথ এবং বোধনাথের মন্দির। আসলে 'নাথধর্মের'র এখানে একদা প্রবল বিস্তার ঘটেছিল।

অবশ্য এঁদের সর্বপ্রধান পীঠস্থান গোরখপুর। শহর থেকে 5 কিমি পূর্বে রয়েছে প্যাগোডা শৈলীতে নির্মিত **পশুপতিনাথের মন্দির**। বাগমতী নদীর তীরে এই শিবমন্দিরের চূড়া তামার তৈরি, তার ওপর সোনার পালিশ। দরজাগুলি রুপোর পাত দিয়ে মোড়া। প্রবেশপথেই দেখবেন তামার নন্দীমূর্তি। বেদিতে শিবলিঙ্গের উপর চতুর্মুখ/পঞ্চাননের মূর্তি। পঞ্চানন হলেন পঞ্চভূতের (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম প্রতীক। ইনি নেপালের রাজবংশের কুলদেবতা এবং দ্বাদ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। মন্দিরটি হাজার বছরের পুরনে হলেও 14 শতকে জয়সিংহ রামদেবের আমলে স্থাপি হয় এর বহিরঙ্গটি। শিবরাত্রির সময় এখানে প্রচুর ভি হয়। লোকবিশ্বাস যে, পাশের মহাশ্মশানে শেষকৃত্য হলে অক্ষয় স্বর্গবাসের অধিকার জন্মে।

বাগমতীর অপর তীরে গুহ্যেশ্বরীর মন্দির। বাহা পীঠের অন্যতম এই মন্দিরের ভিতরে কোনো মূর্তি নেই কেবল একটি কুণ্ড আছে। অন্যদিকে একটি সিঁড়ি গোরক্ষনাথের মন্দিরে গেছে। মনে হয় একদা এটি একটি বৌদ্ধ তীর্থ ছিল। মন্দিরের গঠন শৈলী বৌদ্ধযুগের

কাঠমাণ্ডুর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মিউজিয়াম

ত্রিভুবন মিউজিয়াম (Ph : 258034) : এখানে রাজা ত্রিভুবন-এর (1906-1955) জীবনের নানা উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও আছে নানা দুষ্প্রাপ্য ছবি ও পেইন্টিং-এর সংগ্রহ; হনুমান ঢোকা প্রাসাদে অবস্থিত এই মিউজিয়ামের প্রবেশমূল্য ২৫০। খোলা : 10.30-3.00। মঙ্গলবার বন্ধ।

ন্যাশনাল ন্যুমিসম্যাটিক মিউজিয়াম (Ph : 271504) : মহেন্দ্র মেমোরিয়াল বিল্ডিঙে অবস্থিত। এখানে লিচ্ছবি এবং মল্ল রাজবংশের (2-18 শতক) মুদ্রার উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ আছে। খ্রি.পূ. 2 শতকের বেশ কিছু মুদ্রাও প্রদর্শিত হচ্ছে। খোলা 10.30-4.00।

ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি (Ph : 2610004) : দরবার চকে মল্ল প্রাসাদের এই গ্যালারিতে বিখ্যাত পাউভা স্কুল পেইন্টিং এবং তামা, ব্রোঞ্জ ও কাষ্ঠনির্মিত মূর্তির সংগ্রহ আছে। খোলা : 10.30-4.30। মঙ্গলবার বন্ধ।

আসা আর্কাইভ (Ph : 23817) : কাঠমাণ্ডুর পুরনো বসতির পশ্চিমপ্রান্তে কুলামভুলুতে অবস্থিত। এখানে 6000-এর বেশি হাতে লেখা খোলা পুঁথি ও তালপাতার পুঁথির সংগ্রহ আছে। সবচেয়ে পুরনো পুঁথিটি 1464 সালের। খোলা: 11.00-17.00। শনিবার বন্ধ।

প্যাগোডা ধরনের। একটি মতে শঙ্করাচার্য 788-তে মন্দিরটি স্থাপন করেন। বানরের বড় উপদ্রব এখানে। ভক্তপুরেও একটি পশুপতিনাথের মন্দির আছে।

কাঠমাণ্ডুর দক্ষিণে বাগমতীর মন্দির রয়েছে। আর একটি দর্শনীয় মন্দির **মচ্ছেন্দ্রনাথের মন্দির**। ইনি গণদেবতা এবং গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ। বৈশাখী মাসে তাঁর মূর্তিকে রথে করে শোভাযাত্রাসহ পাটনে নিয়ে যাওয়া হয়। ইনি বৃষ্টির দেবতা। আবার শ্বেতঅবলোকিতেশ্বর রূপে করুণার দেবতা নামেও খ্যাত। দোতলা এই মন্দিরটিও প্যাগোডা ধর্মী।

কাঠমাণ্ডুর প্রায় 2½ কিমি পশ্চিমে 76 মি. উঁচুতে রয়েছে মহাযানী বৌদ্ধদের বিখ্যাত তীর্থস্থান **স্বয়ম্ভুনাথের** চৈত্য মন্দির। এটি প্রায় 2,000 বছরের পুরনো, স্তূপের ভিতর রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মূর্তি। এছাড়া স্তূপের পাদদেশে আছে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি।

কাঠমাণ্ডু থেকে যদি বাগমতীর উৎসস্থলের দিকে 6½ কিমি যান (পশুপতিনাথ থেকে মাত্র 1½ কিমি), তবে দেখতে পাবেন সুখ্যাত **বোধনাথ মন্দির**। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের আগেই এই প্রাচীন মন্দিরটি নির্মিত হয়। এই স্তূপে বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। স্তূপের উপর বুদ্ধের নয়নদ্বয় অতন্দ্র থেকে যেন বিশ্বজগৎকে বরাভয় দান করে চলেছে। দালাই লামার প্রতিনিধি হিসেবে চিনাই লামা এর সংঘনায়ক। নভেম্বর-মার্চ মাসে শীতের সময় এখানে ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, সিংহল, জাপান থেকে বহু তীর্থযাত্রীর আগমন ঘটে। শহর থেকে এখানে আসার জন্যে পাবেন বাস। পাশেই দুর্গামন্দির— বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এখানে।

স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের পিছনেই ½ কিমির মধ্যে **ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম** (Ph : 271899)-এর উপর প্রজাপতি, মাছ, সাপ, পাখি, স্তন্যপায়ী জন্তু, গাছ এবং ফসিলের সংগ্রহ রয়েছে। আর **জাতীয় সংগ্রহালয়** বা **মিউজিয়ামে** (Ph : 271478) নেপালের জাতীয় ইতিহাস, শিল্প-সংস্কৃতি বিধৃত রয়েছে। বিশেষ করে দ্রষ্টব্য নেপাল যুদ্ধাস্ত্রের সংগ্রহ। খোলা: গ্রীষ্মে 10.30-16.00, শীতে 10.15-15.30, মঙ্গলবার বন্ধ।

অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে শহরের 3 কিমি পশ্চিমে **বালাজু ওয়াটার গার্ডেন**। এর মধ্যে সুন্দর বাগান এবং সুইমিং পুল রয়েছে। এখানের প্রধান আকর্ষণ জলশয্যায় বিষ্ণুর অনবদ্য মূর্তিটি। কুমিরের মুখের মত দেখতে 22টি ফোয়ারা থেকে সদাই জল বেরচ্ছে ঝরনার মত। এটি নির্মিত হয়েছিল 18 শতকে বুড়া নীলকণ্ঠের অনুকরণে। শহর থেকে 9½ কিমি উত্তরে শিবপুরী পাহাড়ের নীচে রয়েছে **বুড়া নীলকণ্ঠ**। এখানে নাগ-শয্যায় বিষ্ণুমূর্তি নিদ্রিতাবস্থায় শায়িত। শহর থেকে 9 কিমি উত্তর-পূর্বে রয়েছে রয়্যাল গেম স্যাংচুয়ারি বা **গোকর্ণ বন**। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে হাতির পিঠে উঠে বন প্রদক্ষিণ করুন। দেখুন বাঘ, নানান জাতের হরিণ, ময়ূর আর হাজারও পাখি। যদি শিকারে অভিরুচি থাকে, অনুমতি নিয়ে শিকার করতে পারেন। (যোগাযোগ : Gokarna Safari Park, Darbar Marg, Kathmandu)। থাকার ব্যবস্থাও আছে এখানে। উত্তরে সুন্দরীজলের পথে গোকর্ণেশ্বর মহাদেবের মন্দির ও বাগমতী নদীর খাদ। **সুন্দরীজল** থেকে 12 কিমি দূরে ঝরনা ও পাহাড়ের সুন্দর পরিবেশে স্থাপিত হয়েছে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

এসব জায়গায় বেড়াতে আসুন বর্ষার পরে। শহর থেকে 7½ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমের সুন্দর একটি স্থান চোভার। প্রবাদ যে, কাঠমাণ্ডুকে বাসযোগ্য করার জন্যে মঞ্জুশ্রী এখানে খাদ কেটে লেকের জল বের করে দিয়েছিলেন। পাহাড়ের মাথায় দেখুন আদিনাথের মন্দির প্যাগোডার আকারে। যদি আবহাওয়া পরিষ্কার থাকে, এখান থেকে হিমালয়ের তুষাররাজি স্পষ্ট দেখতে পাবেন। মন্দিরটির নির্মাণকাল 1640 ।

কাঠমাণ্ডুর 26 কিমি দক্ষিণে **ফার্পিং**-এ গিয়ে এক অনুচ্চ টিলার মাথায় দেখুন শেক নারায়ণের মন্দির। দেখুন এখানে লক্ষ্মী-কামধেনুকে ও বাসুকী কুণ্ড। **ফার্পিং**-এর 1 কিমি দক্ষিণে অরণ্য পরিবেশে দেখে আসুন মহাসরস্বতী ও সীতার যুগ্মরূপ **দক্ষিণাকালীর** বিখ্যাত মন্দির। শনি-মঙ্গলবারে পুণ্যার্থীদের খুব ভিড় হয়। কাঠমাণ্ডুর রত্না পার্ক থেকে ফার্পিং-এ আসার জন্য বাস পাবেন। আর অবশ্যই ভুলবেন না শহর থেকে 7 কিমি পশ্চিমে **কীর্তিপুরে** যেতে। পাহাড়ের উপর এক মনোরম অধিত্যকায় এই শহর একদা মল্লরাজাদের রাজধানী ছিল। এই পাহাড়ের নীচেই ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়। শহরে সেকেলে ছাপ এখনো বর্তমান। এখানে দেখুন বৌদ্ধ বিহার, উমা-মহেশ্বর মন্দির, বাঘ-ভৈরব মন্দির— দুই পাহাড়ের মাঝখানে। কাঠমাণ্ডু ও আশপাশ দেখতে হলে অটোরিক্সাই সবচেয়ে ভাল। ২০০ নেপালি টাকায় হয়ে যাবে। টয়োটা গাড়ি নেবে ১,০০০ নেপালি টাকা।

পাটন

বাগমতীর এক তীরে কাঠমাণ্ডু, অপর তীরে কাঠমাণ্ডু থেকে মাত্র 5 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে নেপালের একদা প্রাচীন রাজধানী শহর পাটন। এর পুরনো নাম ছিল ললিতপুর।

এর শিল্পকর্মের খ্যাতি আজও বর্তমান। 299-এ রাজা বীরদেব পাটনে রাজধানী স্থাপন করে নাম রেখেছিলেন ললিতপুর। এখানের বৌদ্ধ মন্দিরের নানা নিদর্শন, দরবার স্কোয়ার, সেখানের নারায়ণহিতি দরবার, রাজপ্রাসাদ, কৃষ্ণমন্দির, লাল মচ্ছেন্দ্রনাথের মন্দির, জগৎনারায়ণ মন্দির, রুদ্রবর্মা মহাবিহার, হিরণ্যবর্ণ মহাবিহার, কুম্ভেশ্বর মন্দির, মীননাথ মন্দির, অশোক স্তুপ প্রভৃতি দেখুন। নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই শহরে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো। মূল চকের পশ্চিমে সুন্দরীচক আর পূবে ভবানী মন্দির। ভবানী মন্দিরের পূবে দেশু তাম্রে, সেটি পার হলেই মণিকেশব নারায়ণ চক। এসব নিয়েই দরবার স্কোয়ারের দক্ষিণ অংশ। উত্তরাংশে রয়েছে কৃষ্ণমন্দির, তার পূর্বে হরিশঙ্কর, উত্তর-পূর্বে চন্দ্রনারায়ণ এবং তারও পূর্বে কৃষ্ণমন্দির। এর দক্ষিণ-পূর্বে বিশ্বনাথ মন্দির। তার কাছেই ভীমসেন মন্দিরে দুঃশাসনকে প্রহাররত ভীমের মূর্তি দেখে চমকে যাবেন। মচ্ছেন্দ্রনাথের মন্দির প্যাগোডা ধর্মী এবং 1400-তে নির্মিত। মূর্তির মুখের রঙ লাল বলে নাম লাল মচ্ছেন্দ্রনাথ। দরবার স্কোয়ার থেকে প্রায় 12 কিমি দূরে ফুলচৌকি পাহাড়ে জিপে করে উঠে একই সঙ্গে ফুলের সমারোহ, পাহাড়-চূড়ো দর্শন এবং চড়ুইভাতির মজা করে নিন 9,050 ফুট (2,760 মি.) উঁচু পাহাড়ে বসে। দারুণ রোমাঞ্চকর ব্যাপার।

ভাদগাঁ/ভক্তপুর

কাঠমাণ্ডু থেকে 14 কিমি পূর্বে ভাদগাঁও-এ রাজধানী স্থাপন করেছিলেন 889-তে রাজা আনন্দমল্ল। তিনি নতুন নামকরণ করেছিলেন ভক্তপুর। 4,600 ফুট (1,420 মিটার) উঁচুতে 4 বর্গমাইল (7 বর্গকিমি) জুড়ে এই শহরের আকার বিষ্ণুর শঙ্খের মত। শহরের নীচে বয়ে চলেছে হনুমন্তে নদী। এখানেও মূলচকে দরবার স্কোয়ার— গাড়ির শেষ পথ। এখানেও রাজপ্রাসাদ দেখুন, দেখুন গোল্ডেন গেট, 55 জানালাওয়ালা প্রাসাদ, বিশাল ঘন্টা, বেল অফ্ বার্কিং ডগস্ এবং পশুপতিনাথ মন্দিরেরর নকল (এই একটা নেপালের বৈশিষ্ট্য)। ভক্তপুর ঢুকতে যেমন পেয়েছিলেন পাঁচিল ঘেরা সিদ্ধ পোখরি, তেমনি রয়েছে 1966-তে রাজা ভূপতীন্দ্র মল্ল নির্মিত দুধারে দুই বিশাল সিংহমূর্তি সমন্বিত সিংহদ্বার। এটি পেরিয়ে গোল্ডেন গেট দেখে মুগ্ধ হন। উপরের তিনটি ঘন্টা, নীচের সিংহ, হাতি— সব সোনার তৈরি। অলঙ্করণ অনবদ্য। সামনে রাজা ভূপতীন্দ্র মল্লের মূর্তিটিও সোনার— মাথায় ছাতাটিও তাই। এরপর নানা মন্দির দেখুন একে একে— বৎসলা মন্দির (1737)—যেখানে ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে কুকুরেরাও ঐকতান ধরত (তাই ওই ঘন্টার নাম বার্কিং বেল), নেপালের পাঁচতলা সর্বোচ্চ প্যাগোডা নাট্যশালা, তার কাছে ভৈরব মানমন্দির, সূর্য বিনায়ক মন্দির, শহরের পূর্বদিকে দত্তাত্রেয় মন্দির, 5 কিমি দূরে ধৌলাগিরি পাহাড়ে চাঙ্গুনারায়ণ মন্দির। ভক্তপুর দেখে আবার কাঠমাণ্ডুতে একই দিনে ফিরে যেতে পারেন। তবে নেহাতই থাকতে হলে হয় GH অথবা ধরমশালায় থাকুন। থাকার ব্যবস্থা আছে।

নগরকোট

এবার চলুন যাই সূর্য ওঠা আর সূর্য নামার দেশে। এখানের সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের দৃশ্যের চেয়ে সুন্দর বুঝি আর কিছু নেই। কাঠমাণ্ডু থেকে 32 কিমি পূবে গেলে নগরকোট । এটাই হল সূর্য ওঠার দেশ। আর কাঠমাণ্ডু থেকে 28 কিমি উত্তর-পশ্চিমে গেলে কাকানি— সূর্য নামার দেশ। নগরকোটে সূর্যোদয় দেখতে হলে আগের দিন আপনাকে নগরকোটে রাত্রি যাপন করতে হবে।

থাকার জন্যে উইন্ডি পাহাড়ে Club Himalaya (Ph : 29833, কাঠমাণ্ডু Ph : 413632), Hotel Country Villa (Ph : 221012, কাঠমাণ্ডু Ph : 425305), Nagarkot Cottage (কাঠমাণ্ডু অফিস : Natraj Tours & Travels, Ghantaghar, Kamaladi, Ph : 222532), Nagarkot Farm House Resort (Ph : 228087, কাঠমাণ্ডু অফিস: Hotel Vajra, Ph : 272729) প্রভৃতি ও নেপাল পর্যটন বিভাগের হোটেল ছাড়াও নানা হোটেল আছে। কাঠমাণ্ডু থেকে গাড়ি ভাড়া করে আসতে পারেন। গোটা গাড়ির ভাড়া ৫০০্ থেকে ৬০০্ মত। গাড়িতে 6 জন নেওয়া হবে। মাথাপিছু পড়বে ১০০্ থেকে ১২৫্ মত। এর চেয়ে সস্তায় যেতে পারেন যদি নগরকোট বা কাকানির প্যাকেজ ট্যুরে যান। এ বিষয়ে কলকাতায় খোঁজ নিন— Nepal Travel Information Centre, Kanak Building, 41 Chowranghee Road, Kolkata. 700 071, Ph : 229-5340। যেদিন নগরকোট যাবেন সেদিনই ফেরার পথে ভক্তপুর যেতে পারবেন। আর কাকানি গেলে ফেরার পথে নাগার্জুন অরণ্য বা বালাজু ওয়াটার গার্ডেনে চড়ুইভাতি করে আসবেন। প্যাকেজ বুক

করার সময় এসব কথা জানিয়ে দিতে ভুলবেন না।

নগরকোটে ভোর 4.00 নাগাদ রক্তহিম ঠাণ্ডার মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকুন পুব আকাশের দিকে চেয়ে। উচ্চতা 7,130 ফুট (2,210 মিটার)। কী মারাত্মক ঠাণ্ডা। তারপর দেখবেন চোখের সামনে থেকে একটা অবগুণ্ঠন, একটা পরদা যেন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকল। পূর্বদিকে আকাশের বুক সহসা লালচে হয়ে উঠল। একটু একটু করে ঘন থেকে ঘনতর রঙ। তারপর লাল আলোর পাথারে ডুবে যাবে একে একে ভোরের আকাশের তারকারাজি। তারা? না তারার ফুল? আকাশের বুকে অজস্র রুপোর ফুলের মত তারকা। সে দৃশ্য বুঝি আপনি কখনো দেখেননি। তারপরে আপনার দৃষ্টিপথে পড়বে রক্তমাখা এভারেস্টের চুড়ো— লাল বর্শার ফলক যেন। চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। যেন নেশা লেগেছে মনে হবে। তারপর দৃষ্টিপথে পড়বে সেই আশ্চর্য সূর্য আর সূর্য-মাখা হিমালয়ের নানান শৃঙ্গ। সূর্যাস্তও কম মনোরম নয় এখানে।

কাকানি

তবে সূর্যাস্তের অনুপম দৃশ্যের জন্যে আপনাকে যেতে হবে কাঠমাণ্ডু থেকে অন্য পথে ত্রিশূলী রোড ধরে 6,500 ফুট (2,000 মিটার) উঁচু কাকানিতে। এখানে প্যাকেজ ট্যুরে এলে তো ভালই। না হলে কাঠমাণ্ডুর সোরাখুটি থেকে 7.00 বা 13.00 ছাড়া বাসে চড়েও এখানে আসতে পারেন। সূর্যাস্ত দেখে যদি থাকতে ইচ্ছে করে তবে পর্যটন বিভাগের বাসস্থানে থাকার জন্যে অগ্রিম বুকিং-এর ব্যবস্থা করে যান (রিজা : Tourist Office, Tourist Information Centre, New Road, Basantapur, Kathmandu, Ph: 22-0818)। এদের অফিসটি কাঠমাণ্ডুর দরবার স্কোয়ারে যেতে পড়ে।

কাকানির সূর্যাস্ত নগরকোটের সূর্যোদয়ের পাদপূরণ। দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসতেই কাকানির আকাশ জুড়ে শুরু হয় গগন-পটুয়ার আশ্চর্য রঙের বিচিত্র খেলা। বেগুনি রঙের মেঘগুলি হঠাৎ কখন গোলাপি হল। এই গোলাপি, এই লাল। উঠছে নামছে তারা পাহাড়ের গা বেয়ে। যাদু। যাদু। হঠাৎ যেন রঙের তুবড়িতে লাগল আগুনের পরশ। আকাশের বুকে এক নতুনতর দৃশ্যের অবতারণা হল। অন্নপূর্ণা, হিমালচুলি, মানসালু শৃঙ্গের মাথার উপর সহসা জ্বলে উঠল গোধূলির সূর্য। এক সঙ্গে তিনটি চূড়ার এই রঙিন সোনালি মেলবন্ধন— জীবনে শুধু এখানেই দেখবেন। তারপর ম্লানিমা, রঙের অবসাদ চুঁইয়ে পড়বে পাহাড়ের গায়ে। জানি না তখন কোন্ স্তব আপনি উচ্চারণ করবেন।

মনে এক গভীর প্রসাদ ও বিষাদ নিয়ে ইচ্ছে হলে পরদিন 40 কিমি পথ এগিয়ে গিয়ে দর্শন করে আসুন ত্রিশূলী। কাকানির পথে পড়ে নাগার্জুন অরণ্যের একাংশ ও বালাজু ওয়াটার গার্ডেন।

ধূলিখেল

যদি প্যাকেজ ট্যুরে কাঠমাণ্ডু বেড়াতে যান তবে নিশ্চয় করে জেনে নেবেন, তাতে ধূলিখেল যাওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা। কারণ ধূলিখেল বাদ দিয়ে নেপাল দর্শন শিবহীন যজ্ঞের মতই অর্থহীন। কাঠমাণ্ডু থেকে ধূলিখেল মাত্র 30 কিমি। গাড়িতে যেতে লাগে ঘণ্টাখানেক। পাহাড়ের গা বেয়ে পালিশ করা পথ গেছে এই পাহাড়ি গ্রামে। একপাশে গভীর খাদ। ফিতের মত সরু পথে গাড়ি চলে ধীরে। কাঠমাণ্ডুর দরবার মার্গে হোটেল অন্নপূর্ণার সামনে বা হোটেল শেরপার পাশেই হিমালয়ান হরাইজনের কাঠমাণ্ডুস্থিত অফিস। যদি কলকাতা থেকে বুকিং করে আসেন, তবুও যাবার আগে কাঠমাণ্ডুর অফিসে একবার কনফার্ম করে নিন। তাঁদের অফিসেই ধূলিখেল সম্পর্কে আপনার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পাবেন— ছোট ছোট বুকলেট দিয়ে সব বুঝিয়ে দেবেন তাঁরা।

ধূলিখেলে যাঁরা রাত্রিবাস করতে চান না, তাঁরা কাঠমাণ্ডু থেকে যে কোনো ট্রাভেল এজেন্সির বাসে চড়ে বিকেল 16.00 রওনা হয়ে ধূলিখেলে অপূর্ব সূর্যাস্ত দেখে আবার 17.30 ছেড়ে ফিরে আসুন কাঠমাণ্ডুতে। ভাড়া ২২৫ মত। ইচ্ছে হলে দু-তিন দিনও থাকতে পারেন। যাবার সময় কিছু ড্রাই ফুড এবং বোতলে মিনারেল ওয়াটার অবশ্যই নেবেন। প্যাকেজ ট্যুরে গেলে কাঠমাণ্ডু থেকে যাতায়াত ও হোটেলে থাকা সবসমেত ১,১২৫। ড্রাইভারের থাকা-খাওয়ার খরচও এর মধ্যে।

ধূলিখেলে থাকার জন্য Dhulikhel Lodge Resort (Ph: 61114), Hotel Himalayan Panoroma (Ph: 61064), Himalayan Shangri-La Resort (কাঠমাণ্ডু অফিস: লাল দরবার, Ph: 427837) ছাড়া পাবেন 5,000 ফুট (1,550 মিটার) উচুঁতে Himalayan Mountain Resort (Ph: 61158) ছাড়িয়ে আরও হাজারখানেক ফুট (300

মিটার) উঁচুতে বৈদ্যুতিক আলোর সুবিধেসহ Himalayan Horizon-এর Hotel Sun-N-Snow (Ph: 61260, 62196)। এই হোটেলটি ঝুলে আছে একটা খাদের উপর। খাদের পাশ ঘেঁষে লাল রঙের কাঁচা পথ নেমে গেছে সুমে তুরে— সেখানে বেড়ানোটাও বড় আনন্দের। নীচে গেলে হোটেলের লোক এসে আপনার খোঁজ নিয়ে যাবেন— নির্জনতা থেকে আপনাকে মুক্তি দিতে, চা-কফি দিয়ে আপনার তৃষ্ণা নিবারণ করতে।

কলকাতা থেকে যেসব ট্রাভেল এজেন্ট ধূলিখেল-এর ডিরেক্ট বুকিং করেন, তাঁদের কয়েকটি ঠিকানা : Four Seasons, 1 R N Mukherjee road (Martin & Burn House), Kol 1, Ph: 220-5428, 248-8599; Nepal Travel Information Centre, Kanak Building, 41 Chowranghee Road, Kol 71, Ph: 229-5340; Honey Holidays, Nilamber Building, 28B Shakespeare Sarani, Kol 17, Ph: 244-5799, 243-5948। আর যোগাযোগ করতে পারেন চিঠি লিখে বা ধূলিখেল গিয়ে Kiran Shrestha, Manager, Himalayan Horizon, Sun-n-Snow Hotel, Dhulikhel, Nepal.

কাঠমান্ডু থেকে সোজা হাইওয়ে চলে গেছে চীন সীমান্ত অবধি। পথে পড়ে এই মনোহর হলিডে স্পটটি। সূর্যাস্তে এই স্থান এক অপার্থিব আলোয় ভরে ওঠে। চারপাশে পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে রডোডেনড্রন-পাইনের ঘন বন, দূরের হিমালয়ের কোনো কোনো শৃঙ্গ সেই আলোয় অপরূপ। কখনো ট্রেকে বেরিয়ে পড়ুন। অথবা মিনিট পনের হেঁটে পৌঁছে যান প্রাচীন এক মন্দিরের অন্দরমহলে— যার চূড়া আপনি হোটেল থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন। এখানের মূল সৌন্দর্য এখানের নির্জনতা, এখানের প্রাকৃতিক দৃশ্য। খুব ভাল হয় সোজা প্রায় 80 কিমি এগিয়ে ছবির মতো সুন্দর বানেপা গ্রামের বুক চিরে চীন সীমান্তে পৌঁছে যাওয়া। তুষারাবৃত হিমালয়, গোলাপি আর কমলা মেঘের বুকে হারিয়ে যাওয়ার সে এক আনন্দ। প্রতি বুধ ও রবিবার 8.30 বাস ছাড়ছে ধূলিখেল থেকে। 8 ঘণ্টা সময় আর ৪৯০ মাথাপিছু ভাড়া নিয়ে গাড়ি পৌঁছে দেবে কোদাবি ফ্রন্টিয়ার পর্যন্ত। পাশেই বাবাবিজি গ্রামে পিকনিক করুন। বিকেল কাটান সুনকোশী নদীর ধারে। এখানে উষ্ণ প্রস্রবণের পাশে দাঁড়িয়ে দেখুন সারি সারি হিমালয়ের ছবি।

পোখরা

কাঠমান্ডু থেকে নতুন পথ তৈরি হয়েছে পোখরা যাবার জন্যে। পোখরা উপত্যকার দৃশ্য, যেন আরো মনোরম, আরো মনোহর। এখান থেকে অন্নপূর্ণা শৃঙ্গ— এক থেকে চার ও সাউথ এবং বিশেষ করে মাছের লেজের মত মচ্ছপুচ্ছরে বা মাথেরহর্ন বা ফিস টেইল 7,100 মিটার (22,958 ফুট) শৃঙ্গ দৃশ্য একবার দেখলে আর কখনো ভুলতে পারবেন না। অন্যান্য শৃঙ্গগুলিও সুন্দর। পোখরা নামটি এসেছে পুষ্করিণী বা পুকুর থেকে। তবে এখানের জলাশয়গুলি পুকুর নয়, তাল। ফেওয়া তাল লেকে 27 কিমি দূরের মচ্ছপুচ্ছরে শৃঙ্গের নিত্যক্ষণ দৃশ্য দর্শন, এর বুকে নৌকোয় বেড়ানো, বেড়াতে বেড়াতে লেকের দ্বীপে দেবী বরাহীর প্যাগোডা মন্দির দর্শন, রূপা তাল বা বেগনাস তালে ঘুরে বেড়ানো— সবই অনবদ্য। কাঠমাণ্ডুর 203 কিমি দূরে পোখরায় বিমানবন্দর রয়েছে। কাঠমাণ্ডু থেকে নেপাল রাজকীয় বিমানে উড়ে আসুন 35 মিনিট সময় নিয়ে। অথবা বাস বা মিনিবাসে আসুন। দ্রুতগামী গাড়ি নেবে 6 ঘণ্টা আর বাস নেবে 8 ঘণ্টা। ছাড়বে রত্না পার্ক চত্বর থেকে। পথের দুপাশে সৌন্দর্যডালি সাজিয়ে রেখেছে প্রকৃতি।

পোখরায় থাকার জন্যেও হোটেলের অভাব নেই। বিমানবন্দরের কাছাকাছি The Fulbari Resort Hotel (Ph: 23459), ঘড়িপাটানে Shangri-La Village (Ph: 22122), পারদিতে The Bluebird Hotel (Ph: 21007), New Hotel Crystal (Ph: 20036) প্রভৃতি যেমন দামি হোটেলগুলি রয়েছে, স্বল্পদরের Hotel Mayur (Ph: 26516), Hotel Fewa Prince (Ph: 27956), Hotel The Hungry Eye (Ph: 20908), Hotel Banhi (Ph: 23526) প্রভৃতি ছাড়াও আরও অজস্র হোটেল আছে মহেন্দ্র পুল এবং ফেওয়া লেকের চারপাশে। এখান থেকে মুক্তিনাথও (পরে দ্র.) যেতে পারেন।

গাইদা ফরেস্ট

কাঠমান্ডু থেকে 120 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে গাইদা জঙ্গলের নতুন নামকরণ হয়েছে রয়্যাল চিতোয়ান ন্যাশনাল পার্ক। হলিডে প্যাকেজ ট্যুরের মধ্যে বেশির ভাগ সময় এটা পড়ে থাকে। এই জঙ্গলের অন্যতম আকর্ষণ

খড়্গ-নাক গণ্ডার। কাঠমাণ্ডু থেকে সড়কপথে রওনা হয়ে বাস এসে দাঁড়াবে একটা মাঠ, ভাঙা মন্দির নিয়ে ছোট একটা খড়ো চালে ছাওয়া গ্রাম সৌরাহাতে। আর যাবে না কোচ বা বাস। এখান থেকে ভিতরে যাবার রাস্তায় যেতে হবে ল্যান্ডরোভারে বা জিপে। প্যাকেজ ট্যুরে গেলে— এসব গাড়ি যথাসময়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে। কাঠমাণ্ডু থেকে সৌরাহা পৌঁছতে সময় লাগবে কম-বেশি 5 ঘণ্টা।

নতুন গাড়ি একটু গিয়েই জল ছিটকে পার হবে ছোট্ট একটা নদী। ওঠা-নামা করে গাড়ি ছুটবে ক্রমে ঘন থেকে ঘনতর বিশাল গাছপালার মধ্যে দিয়ে। তারপর দু-মানুষ সমান ঘাসের জঙ্গল।

ভিতরে পৌঁছে থাকার জন্য পাবেন কটেজ — অনেকগুলো কটেজ দাঁড়িয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে। তাদের মাথার ছাদে পুরু ছাঁটা খড়ের ছাউনি। সব ঘরই DB, স্বল্প ফার্নিচার। এদের মধ্যে সেরা Tiger Tops Jungle Lodge (কাঠমাণ্ডু অফিস: লাজিমপথ, Ph: 411225)। এছাড়া Chitwan Jungle Lodge (কাঠমাণ্ডু অফিস : দরবারমার্গ, Ph : 228918), Gaida Wildlife Camp (কাঠমাণ্ডু অফিস : দরবারমার্গ, Ph : 227425), Temple Tiger Lodge (কাঠমাণ্ডু অফিস : কান্তিপথ, Ph : 221585), Machan Wildlife Resort (কাঠমাণ্ডু অফিস: দরবার মার্গ Ph: 225001) প্রভৃতি আছে। সৌরাহাতে বুড়িয়া পাহাড়ের কাছেও লজ পাবেন। কাঠমাণ্ডু থেকে বুক করে এলে নিরাপদে থাকতে পারবেন। অবশ্য প্যাকেজ ট্যুরে এলে এসব ভাবনা ভাবতে হবে না। কাঠের তৈরি ঘর— তবে সঙ্গে বাথরুম। স্নানের জন্য শাওয়ার— গরম জল (সৌরচুল্লিতে গরম হয়), সুন্দর খাবার টেবিল, পরিচ্ছন্ন খাওয়া— সব পাবেন এখানের লজগুলির বেশির ভাগে। কাছেই গাইদা ফরেস্টের ট্রেন্ড হাতিদের আস্তানা। মাঝে মাঝে সেখানে হাতিদের উপর বক্তৃতা হয় ছবি-টবি দেখিয়ে।

জঙ্গলে দেখুন গণ্ডার— কখনো খালি চোখে, কখনো বনবিভাগের দূরবীন থেকে। 300-র বেশি এক শৃঙ্গী গণ্ডার এই জঙ্গলের প্রধান সম্পদ। আছে 50টির বেশি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছাড়া হাতি, বনশুয়োর, চিতা, সম্বর, নানা জাতের হরিণ, আমেরিকান ভালুক ইত্যাদি। অবাধে বন্য পরিবেশে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাপ্তী নদীর জলে কুমির-ঘড়িয়ালের সংসার। নদীর জলে 'ক্যানো'তে ঘুরুন। কয়েক ফার্লং দূরে পক্ষী আবাসে নানান জাতের পাখি। কখনো দেখতে পাবেন এখানে স্থানীয় মানুষের নাচ, শুনবেন গান দ্রিম-দ্রিম-দ্রিম মাদলের তালে। তবে হাতির পিঠে চড়ে (একসঙ্গে 4-5টি হাতি রওনা হয়) গণ্ডার দর্শন সবচেয়ে রোমাঞ্চকর। ভাগ্য ভাল থাকলে দুই গণ্ডারের মারামারিও দেখে নিতে পারবেন ঘোলা জলের ডোবা বা ডাঙাতে। হয়ত দেখলে পাবেন দিনের আলোয় গম্ভীর প্যাঁচাকেও। আবার গভীর জঙ্গলে তৈরি করা মাচানে বসেও অপেক্ষা করতে পারেন, বাঘের দেখা মিলতেও পারে। খুব ভোরে অথবা সন্ধেবেলায় দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

লুম্বিনী/লুম্বিনিদাব/রুম্মিনিদেঈ

লুম্বিনী শালোদ্যানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলার উত্তরে পাদেরিয়া গ্রামের 1.6 কিমি দূরে নেপাল-তরাই অঞ্চলের লুম্বিনী শাক্য রাজধানী কপিলাবস্তু থেকে 16 কিমি পূর্বে অবস্থিত। বস্তি জেলার পিপরাওয়ার প্রায় 16 কিমি উত্তর-পশ্চিমে তিলেরাকোটে যে ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত রয়েছে তা কপিলাবস্তুর বলেই মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে গৌতম বুদ্ধের যথার্থ জন্মস্থান নির্ণয় আজ খুবই কঠিন। আনুমানিক 563 খ্রিস্টপূর্বাব্দে লুম্বিনী উদ্যানে জন্মেছিলেন তিনি। আর রাজ্যাভিষেকের একবিংশতি-তম বর্ষে (আনুমানিক 249 খ্রিস্টপূর্বাব্দে) সম্রাট অশোক এখানে তীর্থযাত্রায় এসে একটি প্রস্তরস্তম্ভে ব্রাহ্মী অক্ষরে শিলালিপি উৎকীর্ণ করে যান, পাথরের বেড়া দিয়ে জন্মস্থান ঘিরে দেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সব ধরনের করদান থেকে মুক্ত করে দেন। ভগবানপুর তহসিলের এই পাদেরিয়া গ্রামটিতেই রয়েছে রুম্মিনিদেঈ মন্দির।

অশোকের স্তম্ভ নির্মাণের পর লুম্বিনীর কথা সবাই ভুলে যান। তার 700 বছর পরে ফা-হিয়েন এসে চেষ্টা করেছিলেন জায়গাটি আবিষ্কার করতে। ঘন জঙ্গলের জন্য পারেননি। হিউয়েন সাঙ স্তম্ভটি যখন দেখেন তখন তার উপরিভাগ বজ্রাঘাতে ভেঙে গেছিল। এখন উচ্চতা 21 ফুট (6½ মি.)। অনেক পর 1890-এ ঘন শালবনের মধ্যে এই স্তম্ভের পুনর্দর্শন মেলে। এখন জাপানি স্থপতি এখানের বিশাল উন্নতিসাধনের পরিকল্পনা করেছেন। অশোকের 'রুম্মিনিদেঈ' স্তম্ভে লেখা আছে: "রাজ্যাভিষেকের বিংশবর্ষ পরে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক স্বয়ং স্থানটি পরিদর্শন করেন এবং এই স্থানে উপাসনা করেন, কারণ শাক্যমুনি বুদ্ধ এখানে জন্মেছিলেন। তিনি এ স্থানের চারপাশে প্রস্তর প্রাচীর নির্মাণ করেছেন এবং তাঁর

ভ্রমণের স্মারক হিসেবে এই স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেহেতু ভগবান বুদ্ধ এখানে জন্মেছিলেন অতএব তিনি লুম্বিনী গ্রামকে ভূমি-রাজস্ব থেকে মুক্ত করেছেন এবং চিরাচরিত হারের পরিবর্তে উৎপন্নের মাত্র এক-অষ্টমাংশ কর দিতে হবে।" এখনো এখানে তেমন কোনো উৎখনন হয়নি বলে এই স্থান রহস্যের অন্তরালেই রয়ে গেছে।

আসা-যাওয়া : বিমানে এলে লখনৌ বা বারাণসীতে নামুন। যদি কাঠমাণ্ডু বা পোখরায় বিমানে ওঠেন তবে নেপাল রাজকীয় বিমানে চড়ে লুম্বিনীর 22 কিমি দূরের ভৈরোয়া বিমানক্ষেত্রে নামুন। এখান থেকে নিয়মিত বাস ও ট্যাক্সি পাবেন লুম্বিনী আসার জন্য। ট্রেনপথে বেনারস বা লখনৌ থেকে নওগড় পর্যন্ত ট্রেনে এসে বাকি পথটি বাসে আসুন। সড়কপথে নওগড় স্টেশন থেকে বাসে চড়ে লুম্বিনী আসুন 39 কিমি পথ পার হয়ে। উত্তর প্রদেশ সরকার বাস চালাচ্ছে। গোরখপুর থেকে বস্তি এবং নওগড় হয়ে বাস আসছে 181 কিমি পার হয়ে। বর্ষায় বাস চলে না। গোরখপুর থেকে ট্যাক্সি এবং বাস ভাড়া করতে পারেন (যোগাযোগ : General Manager, Uttar Pradesh Government Roadways, Gorakhpur)। কাঠমাণ্ডু, পোখরা, ভৈরোয়া থেকে বাস আসছে এখানে। একদিনে এসে লুম্বিনী দেখে সেই দিনেই ফিরে যাওয়া যায় তবে চিতোয়ান ন্যাশনাল পার্ক ঘোরার সময় লুম্বিনী এসে ঘুরে যাওয়াটা সুবিধের। আর থাকতে চাইলে পাবেন মাহিলওয়ারে Lumbini Garden New Crystal (কাঠমাণ্ডু অফিস: জয়থা টোল, Ph: 228011), Lumbini Hokke Hotel (Ph: 71-80236), সিদ্ধার্থনগরে Hotel Nirvana (Ph: 71-20837) প্রভৃতি। এছাড়া আছে নেপাল সরকারের RH, নওগড়ে IB। একটি TH-ও আছে। GH D ২৭৫, ডর্মি ১২৫।

জনকপুর ধাম

জনশ্রুতি, এখানেই নাকি রামায়ণ খ্যাত রাজর্ষি জনকের রাজধানী ছিল। কী করে হয় জানি না অবশ্য। জনকপুর থেকে 56 কিমি দূরে এখন যার নাম সীতামাঢ়ি, সেখানেই নাকি খেত থেকে হলকর্ষণের সময় জনকরাজা সীতাকে পেয়েছিলেন। পরে জনকপুরে তাকে নিয়ে এসে মানুষ করেন, হরধনু ভঙ্গ করলে রামের সঙ্গে বিয়ে দেন। হরধনুর এক টুকরো ছিটকে এসে পড়েছিল 15 কিমি দূরের ধনুষ ধামে। সেখানে বাসে চড়ে গিয়ে ধনুকের টুকরো দেখে এসে আবার জনকপুরে ফিরে আসা যায়। তবে এখানের মূল আকর্ষণ শ্বেতপাথরের তৈরি প্যাগোডা ভাস্কর্যের অনুপম নিদর্শন জানকী মন্দির। এর অন্য নাম নওলাখিয়া মন্দির। পিছনের জনক মন্দির পার হয়ে রাম-সীতার বিবাহ বাসরে রাম-সীতার মূর্তি দেখুন সন্ধ্যাবেলায় আলোর সাজে। প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথি বিবাহ পঞ্চমীতে উৎসবে মেতে ওঠে এই স্থান। রামনবমী ও বৈশাখী শুক্লা নবমীতেও খুব উৎসব হয়। আরো দেখুন হনুমান মন্দিরসহ কাছাকাছি আরো কয়েকটি মন্দির, 4 কিমি দূরে রতনসাগর, বিহারকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, দুধমতি নদী ইত্যাদি। থাকার জন্য D ২০০-৩২৫ মধ্যে হোটেল আছে কয়েকটি— Holiday Home Rama, Rajdhani Lodge, Sita Lodge ইত্যাদি। কাঠমাণ্ডু থেকে 375 কিমি পার হয়ে এখানে বাস আসে 12 ঘন্টা সময় নিয়ে।

কাছাকাছি বিরাটনগরও ঘুরে আসতে পারেন। তবে শিলিগুড়ি থেকে 152 কিমি এসেও মহাভারতের এই বিরাটনগরে ঘুরে যেতে পারেন।

গোঁসাই কুণ্ড

কাঠমাণ্ডু থেকে গোঁসাই কুণ্ড আসা সহজ না হলেও এটিকে বাদ দেওয়া ঠিক হবে না। এটি আসলে একটি গ্লেসিয়ার লেক। তবে নেপালের বিখ্যাত তীর্থস্থানও। আগস্ট মাসে এখানে প্রচুর তীর্থযাত্রী আসেন এবং কুণ্ডের তীরে শিবের মন্দিরে পূজা দেন। 14,373 ফুট (4,435 মিটার) উঁচু গোঁসাই কুণ্ডে বিখ্যাত কুণ্ড সরস্বতী ও ভৈরব কুণ্ড আসার পথে আরো উঁচুতে পাবেন। কাঠমাণ্ডু থেকে বাসে এখানে আসা যায়। কেউ আসেন 71 কিমি দূরে ত্রিশূলী বাজার থেকে আরো 42 কিমি পর্যন্ত সড়কপথে গাড়িতে ধুনচে পর্যন্ত গিয়ে বাকি 27 কিমি ট্রেক করে। ত্রিশূলী বাজার ঘুরে বেত্রাবতী দেখে গণেশ হিমালের চূড়া ছুঁয়ে মণিগাঁও-কমিদাঁড়া গ্রাম অতিক্রম করে ধুনচে। সেখান থেকে হেঁটে এসে গোঁসাই কুণ্ডর বরফ ঢালা নীল হ্রদে দাঁড়ানোর অর্থই স্বর্গের নন্দনকাননে পৌঁছে যাওয়া। পাশের গ্রামগুলোতে এক-আধ বেলা সহজেই থাকা-কাটানো যায়। পুজোর সময় নবমীতে এলেও বড় উৎসবের সাক্ষী হয়ে যেতে পারবেন।

নদী পেরিয়ে চড়াই অতিক্রম করে গাছগাছালি প্রজাপতির ডানার পরশ পেয়ে আপনি মাতাল হবেন। জুনে এলে সঙ্গ দেবে আগুন-রাঙা রডোডেনড্রন গুচ্ছ।

জুনিপারের তলায় খাটিয়ে নিন তাবু। অথবা গোঁসাই কুণ্ডের ধারে সার সার ঘরের একটিতে বিছিয়ে নিন বিছানা। শিবমন্দিরে কোমর সমান উঁচু বেদির ওপর শিবলিঙ্গ। যেতে সবসুদ্ধ সময় লাগবে 5 দিন। প্রথম দিনে কাঠমাণ্ডু থেকে ত্রিশূলী বাজার বাসে গিয়ে 8 কিমি হেঁটে বেত্রাবতী, পরের দিন 5 কিমি দূরে প্রথমে মণিগ্রাম ও পরে রামচে, তৃতীয় দিনে ঘাড়াং হয়ে বেত্রাবতী থেকে ধুনচে। অনেকে এখান পর্যন্তই বাসে চড়ে আসেন। এখানে থাকার জন্যে হোটেলপত্র সবই আছে। পরের দিনে জিন সিং গুম্ফা এবং পঞ্চম দিনে দুঃসাধ্য চড়াই পার হয়ে পালা-গিরিশিরায় নেমে এসে গোঁসাই কুণ্ড।

যাঁরা আরো এগোতে চান তাঁরা এক একটা দিন নিয়ে চলুন গুপ্তে, থারেপাতি, পাতিভঞ্জন, সুন্দরীজল হয়ে পুনশ্চ কাঠমাণ্ডুতে একটা আবর্তন পূর্ণ করে। এভাবেই পৌঁছে যান নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতীয় উদ্যান (প্রথমটি চিতোয়ান) ল্যাংটাং জাতীয় উদ্যানে।

মুক্তিনাথ

আগেই বলেছি পোখরার পর্যটকরা মুক্তিনাথে আসতে পারেন মাত্র 121 কিমি পথ হেঁটে 3,749 মিটার উঁচু এই তীর্থস্থানে। প্রকৃতি এবং দেবতার এখানে আশ্চর্য মনোরম গলাগলি। সময় লাগে প্রায় 7 থেকে 15 দিন: নৌডান্ডা (14 কিমি)— তিরকেডুঙ্গা— ঘোড়েপানি (8 কিমি)— তাতপানি (15 কিমি)— কালাপানি (23 কিমি)— জুমসুম (23 কিমি)— মুক্তিনাথ (18 কিমি)। নৌডান্ডায় চেক পোস্টে পারমিট দেখা বা নতুন করে পারমিট করা হয়, রাতে থাকতেও হয় এখানে। তিরকেডুঙ্গায় হোটেলে বা তাঁবুতে থাকতে পারেন। জিনিসপত্রও সব কিনতে পাবেন। জুমসুমেও চেক পোস্ট আছে।

তারপর পৌঁছে যাবেন উত্তর নেপালে হিমালয়ের সপ্তগণ্ডকী শাখাতে মুক্তিনাথের বিখ্যাত মন্দিরে। নেপাল সীমান্তে ছোট নদী কালীগণ্ডকীর তীরে এই মন্দির, গণ্ডকের প্রায় উৎসের কাছে। পাল্পা থেকে 15-16 দিনের পথ। 'বিনি-সহর'-এর কাছে গণ্ডকের নাম হয়ে গেছে শালগ্রামী বা কালী, কারণ এই নদীতে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়— বিশেষ করে মুক্তিনাথের 1 কিমি মধ্যে। শালগ্রামের দক্ষিণেই মুক্তিনাথ। মুক্তিনাথ থেকে 3 দিনের পথ দামোদর কুণ্ড; এই হ্রদ থেকে গণ্ডক নদীর জন্ম হয়েছে। উত্তর দিকে তিব্বতের একটি বরফ ঢাকা নদী থেকে শালগ্রাম শিলা এসে এই দামোদর কুণ্ডে উপস্থিত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলসী বিষ্ণুকে তাঁর সতীত্ব হরণ করার জন্য পৃথিবীতে পাষাণ হয়ে থাকার অভিশাপ দেন। শাপ শুনে বিষ্ণু বলেছিলেন— তাহলে তিনি গণ্ডকীতে শিলারূপে থাকবেন এবং বজ্রকীট ও কৃমি সেই শিলায় চক্র রচনা করবে। সেই থেকে এখানে শিলারূপে নারায়ণের অধিষ্ঠান। এখানে নারায়ণের মন্দিরও রয়েছে আর গণ্ডকের নাম হয়েছে নারায়ণী। রানীপোয়ার পথের শেষে মুক্তিনাথের থাকার জন্য মন্দির কমিটির RH আছে ও প্রাইভেট বাড়িতেও থাকার ব্যবস্থা সুপ্রচুর। জাপানি প্যাগোডা ঢঙের মন্দিরের চুড়ো সোনার তৈরি— বেদিতে ধ্যাননিবিষ্ট চতুর্ভুজ নারায়ণের পিতলনির্মিত মূর্তি। মাথার উপর অনন্তনাগের ফণার বিস্তার। বামে লক্ষ্মীদেবী, দক্ষিণে ভগ্নী ভূদেবী, সামনে গরুড় মূর্তি। প্রাঙ্গণে 108টি পিতলনির্মিত জন্তুর মুখ পাঁচিলে গাঁথা। তা থেকে পড়ছে পূত বারিধারা। পর্যটকগণ এখানে স্নান করে মন্দিরে পূজা নিবেদন করেন। মূল মন্দিরের নীচে জওলামায়ির মন্দিরটি আসলে বৌদ্ধ মন্দির। বুদ্ধমূর্তির নীচে গ্যাসের শিখা নিত্য জাজ্বল্যমান। তার নীচে জলের ধারা বেগে প্রবহমান। পাশে চোর্তেন ও পাতাল গঙ্গা। মন্দির, ঈশ্বর, মূর্তি ছাপিয়ে দেদীপ্যমান হিমালয়ের অপার সৌন্দর্যরাশি।

ট্রেক করে চলুন থিয়াংবোচি, এভারেস্ট শৃঙ্গের কাছে 12,700 ফুট (3,940 মিটার) উঁচুতে থিয়াংবোচি বৌদ্ধ শিক্ষাক্ষেত্রের সৌন্দর্য অনুপম। 1920-তে গড়ে উঠেছিল এই বৌদ্ধ মন্দির। 1914-তে থুম্বু জেলার সবচেয়ে বড় শেরপা গ্রাম কুঞ্জুম (12,200 ফুট, 3,780 মিটার)-এর গুম্ফার এক লামা রংপুরে-বৌদ্ধশাস্ত্র পড়ছেন দেখে সেখানকার মঠের পুরোহিত নাওয়াং তেনজিং-নোরবু লামা চাতাংকে এখানে একটি মঠ গড়ে তুলতে বলেন। বহু কষ্টে সেই আদেশ পালন করে স্থাপিত হয় এই বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রটি। 1933-এ এই মঠ ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গেলে পুনশ্চ 1936-এ এটিকে নতুন ভাবে গড়ে তোলা হয়। তখন কাপা কালদেন নামে এক তিব্বতী চিত্রশিল্পী মঠের দেওয়ালে বিভিন্ন ছবি এঁকে মঠটিকে সুন্দর করে তোলেন। সেসব ছবি আজও অবিকৃত দেখতে পাবেন। মঠের প্রধানের তিনতলা বাড়ির নীচের তলা ডুইকাং-এ নিত্য পূজা হয়। সোনার সামগ্রী ছাড়া আছে 300-র বেশি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও হাতে-আঁকা ছবি।

মঠটিকে ঘিরে আছে হিমালয়ের সাগরমাতা (এভারেস্ট), লোৎসে, নুৎসে, থাম্‌সার্‌বু, কাংতিগা, লচে, খুম্বিলা প্রভৃতি শৃঙ্গ এবং দুধকোশী ও ইমকাখোলা নদী।

কাঠমাণ্ডু থেকে বাসে বা প্লেনে জিরি এসে ভাণ্ডার, সেতি, মানিডিংমা, সুরকি, নামচে বাজার হয়ে থিয়াংবোচি আসা যাওয়ায় 18 দিন সময় লাগবে। নামচে বাজারে যাবার জন্য দুধকোশী নদীর উপর ঝুলন্ত সেতু পার হয়ে পাহাড়ি রাস্তায় সাগরমাতা ন্যাশনাল পার্কের কাছে খাওয়া-দাওয়া সেরে 4 ঘণ্টার পথ পার হয়ে তবে নামচে বাজার। ভয়ঙ্কর চড়াই। পথ বিপজ্জনক। নমচে বাজারে বিশ্রাম নিয়ে (থাকার জায়গা আছে) ঘণ্টা পাঁচেকের হাঁটাপথে গেলে থিয়াংবোচি। সে এক স্বপ্নপুরী। থাকার জন্যে গুম্ফা লজ আছে।

কোথায় ট্রেক করবেন

নেপাল ট্রেকারদের কাছে স্বর্গবিশেষ। দিনকয়েকের হাল্কা ট্রেক থেকে শুরু করে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কঠিন চড়াই-উতরাই পার হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ এখানে আছে। সেরকম কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা হল:

অন্নপূর্ণা : নেপালের সবচাইতে জনপ্রিয় ট্রেকিং রুট। অন্নপূর্ণা ও ধৌলাগিরি পর্বতের পাদদেশে রডোডেনড্রন বনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। পোখরা থেকে ট্রেকিং শুরু করতে হবে। এখানেই পৃথিবীর গভীরতম গর্জ **কালীগণ্ডকী** এবং সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত হ্রদ **তিলিচো** (4919 মিটার) রয়েছে।

এভারেস্ট : পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি চিরদিনই অভিযাত্রীদের দুর্নিবার আকর্ষণের বস্তু। ট্রেকিং শুরু করতে হয় লাক্লা (2,850 মিটার) থেকে। এপর্যন্ত বিমানে আসতে পারেন। এখানে ছোট্ট একটি এয়ারস্ট্রিপ আছে। হাঁটতে থাকুন বিখ্যাত শেরপা গ্রাম নামচে বাজার হয়ে থিয়াংবোচি গুম্ফার দিকে। আমা বলাম শৃঙ্গটির সৌন্দর্যে অভিভূত হতে হতে এবারে আপনাকে পার হতে হবে এভারেস্টের পাদদেশের হিমবাহ-গুলিকে। তারপরের অভিজ্ঞতা ও দৃশ্য তো বন্ধু জীবনে ঐ একটিবারের জন্যই।

ল্যাংট্যাং : কাঠমাণ্ডুর উত্তরের এই ট্রেকিং রুটটিও অসম্ভব জনপ্রিয় এবং তুলনামূলক ভাবে সহজ। এখানে আছে হিন্দুদের পবিত্রতীর্থ গোঁসাইকুণ্ড। ল্যাংট্যাং-এর প্রকৃতি ও আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন পর্যটকদের বিস্মিত করে।

এছাড়া যাঁরা আরও দুর্গম পথে যেতে ইচ্ছুক তাঁদের জন্য আছে অন্নপূর্ণার উত্তরভাগে **মাস্তাঙ্গ** (5400 মিটার); মধ্য-পশ্চিম নেপালে **মানাসলু** (5,213 মিটার); পূর্বপ্রান্তে **মাকালু** (5,350 মিটার) আর উত্তর-পশ্চিমে **দলগো** (4,500 মিটার)। দলগো-তে আছে বিখ্যাত ফোকসুন্দ হ্রদ।

ট্রেকিং পারমিট : ট্রেকিং করার জন্য পারমিট করতে হবে। এর জন্য যোগাযোগ করুন : Department of Immigration, Kathmandu (Ph: 412337) অথবা Pokhra (Ph: 21167) অফিসে। একাধিক অঞ্চলে ট্রেকিং করতে হলে প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পারমিট সংগ্রহ করতে হবে।

ট্রেকিং পারমিট ফি : কাঞ্চনজঙ্ঘা ও লোয়ার দলগো—প্রথম চার সপ্তাহের জন্য সপ্তাহ পিছু 10 US $, পরবর্তী প্রতি সপ্তাহের জন্য 20US $।

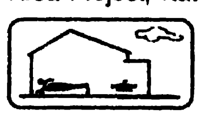
আপার মাস্তাঙ্গ ও আপার দলগো : প্রথম দশ দিনের জন্য 700 US $, পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য 70 US $।

মানাসলু : সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে সপ্তাহ পিছু 90 US $ এবং ডিসেম্বর-আগস্ট সপ্তাহ পিছু 75 US $।

হুমলা (সিমিকোট-ইয়ারি) : প্রথম দশদিনের জন্য 90 US $ এবং পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য 15 US $।

অন্নপূর্ণা, এভারেস্ট, ল্যাংট্যাং : প্রথম চার সপ্তাহের জন্য US $ 5 এবং পরবর্তী প্রতি সপ্তাহের জন্য 10 US $ ।

এছাড়া যাত্রাপথে ন্যাশনাল পার্ক থাকলে তার জন্য ৬৫০ দিতে হবে। অন্নপূর্ণা অঞ্চলে ট্রেক করার জন্য দিতে হবে অতিরিক্ত ১,০০০ (সার্কভুক্ত দেশের নাগরিক হলে ১০০)। যোগাযোগ: Annapurna Conservation Area Project, Kathmandu Ph: 526571।



থাকা খাওয়া : এখানে ক্রমবর্ধমান হারে হোটেলের তালিকা দেওয়া হয়েছে। সাহায্য পেয়েছি শ্রীভরতকুমার লামার কাছ থেকে । ভারতীয় মুদ্রায় কেবল থাকার খরচ দেওয়া হয়েছে। যেখানে খাবার পাওয়া যায় তার দাম পৃথক।

নিউ রোডে সুপার মার্কেটের কাছে Hotel Raj, Ph: 22-0798— ঠাণ্ডা ও গরম জল, ধোবি, টেলিফোন, গাড়ি এবং চিকিৎসকের সুবিধাসহ। ভারতীয়, নেপালি, চীনা ও আন্তর্জাতিক মানের খাবার, SCB ১৬৫ DCB ১৯০ SAB ২১০ D 3CB ২৫০ 6CB ৩৫০। সরকারি কর 10%। সার্ভিস চার্জ 5%; পশুপতি গৌশালায় পশুপতিনাথ মন্দিরের কাছে Kanti's Guest House, Ph: 47-2398— ঠাণ্ডা-গরম জল, টেলিফোন, কার পার্কিং, চিকিৎসকের সুবিধাসহ। খাবার পাওয়া যায় না। SCB ১৬৫ DCB ২০০ DAB ২২৫ 3AB২৭৫ 5AB ৩২৫; থ্যামেলে সরস্বতী ক্যাম্পাসের

কাছে বিজনেস সেন্টারে Thamel Rest House, Ph: 41-1023— গরম-ঠাণ্ডা জল, পার্কিং এবং টেলিফোনের সুবিধাসহ SAB ২১০, DAB ৩২৫, বাড়তি শয্যা ১০৫, সরকারি কর 10%; থ্যামেলের মেন ট্যুরিস্ট সেন্টারে Valentine Guest House, Ph; 41-3366— ঠাণ্ডা—গরম জল, সেফ ডিপোজিট প্রভৃতি সুবিধা এবং জলখাবারের ব্যবস্থাসহ SCB ১৯০, DCB ২৫০, SAB ৩১০, DAB ৩৮০, ডিলাক্স ৪২৫, বাড়তি শয্যা ১০৫; জালাল দরবার মার্গে বিজনেস সেন্টারে Central Hotel, Ph: 22-0730, 22-2997— ডাক সুবিধা এবং খাবারের ব্যবস্থাসহ SAB ১৯০, DAB ৩১০, DAB ডিলাক্স ৩৬৭; বাগবাজার 31, টুকুছা ব্রিজে বিজনেস সেন্টারে Hotel Ever Green, Ph: 22-0740— সেফ ডিপোজিট, টেলিফোন, পার্কিং, রেস্টুরেন্ট ও আহারের ব্যবস্থাসহ DCB ২৬৫, DAB ২৯৯; সুন্ধরবাগ দরবারে জেনারেল পোস্ট অফিস ও সুপার মার্কেটের কাছে Hotel Rosy, Ph: 22-6391 — গরম-ঠাণ্ডা জল, টেলিফোন, বাজনা, টিভি, রেস্টুরেন্ট এবং আহারের ব্যবস্থাসহ SCB ২৬৫, DCB ২৯৯, SAB ৩২৫, DAB ৩৯৮, 4AB ৫২৫, বাড়তি শয্যা ১৪০, সরকারি কর 12%; পশুপতি গৌশালার ত্রিভুবন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের কাছে Hotel Pashupati Pvt. Ltd, Ph: 47-0443— ডাক্তার, টেলিফোন, মুদ্রা বিনিময়, গরম-ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থাসহ SAB (2 শয্যা) ২২৫, DAB (3 শয্যা) ৩০০, SAB (4 শয্যা) ৩৪৪, 5 শয্যার ডিলাক্স ৩৯৮, ট্যাক্স 12%; থ্যামেলে মেন ট্যুরিস্ট এরিয়াতে Hotel Nepal View, Ph: 41-6910, Fax 977-1-229983, প্রতি ঘরে ফোন, কনফারেন্স রুম, ডাক, মাস্টার কার্ডের ব্যবস্থা ও রেস্তোরাঁ ও স্ন্যাকবারের সুবিধাসহ SCB ২৫০, DCB ৩৬৫, বাড়তি শয্যা ১৯০, DAB ৫২৫, ডিলাক্স ৬৭৫, স্যুইট ১,০৫০, সরকারি কর 10%; Ekhapahari Chhetrapati-তে মেন ট্যুরিস্ট সেন্টারে Hotel Shambla Home Pvt. Ltd., Ph: 22-5986, Fax: 977-1-255454, বিনামূল্যে ডাকব্যবস্থা, ধোবি, টেলিফোন, রেস্তোরাঁ, বাগান, কফি সার্ভিস ও আন্তর্জাতিক খাবারের সুবিধাসহ SAB ৩২৫, DAB ৩৯০, ডিলাক্স S ৪৫০, SCB ২৪৫, DCB ২৯৫, ডিলাক্স DAB ৪৭৫, 3AB ৪৭৫, 4AB ৪৯০, সুপার ডিলাক্স D ৬১০, সরকারি কর 12%; থ্যামেল মেন ট্যুরিস্ট এরিয়াতে Hotel Horizon, Ph: 22-0904, 22-0927 — ধোবি, সেফ ডিপোজিট, বিনামূল্যে ভ্রমণ, রেস্তোরাঁর সুবিধাসহ SAB ২৬৫, DAB ৫২৫, সরকারি কর 10%; জয়থা কান্তিপথে বিজনেস সেন্টারে Hotel Himalayan Vind, Ph: 21-6531, 21-4690— ধোবি, সেফ ডিপোজিট, রেস্তোরাঁয় সব ধরনের খাবারের সুবিধাসহ SAB ২৯০, DAB ৩৫০, 3AB ৪০০, বাড়তি শয্যা ৯০, সরকারি কর 12%; ছেত্রাপতিতে থ্যামেল ট্যুরিস্ট এরিয়ার কাছে বিজনেস সেন্টারে Potala Guest House, Ph: 22-3256— সেফ ডিপোজিট, চিকিৎসক, কফি শপ ও আন্তর্জাতিক খাবারের ব্যবস্থাসহ SAB ২৯০, DAB ৪২০, স্যুইট ৫৬৫, সরকারি কর 10%; জয়থায় মেন ট্যুরিস্ট সেন্টারে Siddhartha Guest House, Ph: 22-7119— ঠাণ্ডা-গরম জল, ধোবি, সেফ ডিপোজিট, মোটরগাড়ি ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক খাবারের সুবিধাসহ DCB ২১০, SAB ২৯০, DAB ৩৭৫, 3AB ৩৯০, সরকারি কর 10%; এখানেই Hotel Suraj Ph: 22-7916— ঠাণ্ডা-গরম জল, চিকিৎসক, মোটরগাড়ি, সেফ ডিপোজিট, ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক খাবারের সুবিধাসহ SAB ৩১০, DAB ৫২৫, ডিলাক্স S ৬৫০, D ৬৭৫, বাড়তি শয্যা ১৬৫, সমস্ত ট্যাক্সসহ : এখানেই বিজনেস সেন্টারে Hotel Kohinoor, Ph: 21-3930, 21-1997— গরম-ঠাণ্ডা জল, টেলিফোন, ভারতীয় ও চাইনিজ আহারের ব্যবস্থাসহ SAB ৩১০, DAB ৩৭৫, ডিলাক্স ৪৫০, বাড়তি শয্যা ১৪৫, সরকারি ট্যাক্স 12%; এখানেই New Hotel Paradise, Ph: 21-2746, 21-4983— টেলিফোন, টিভি, ভারতীয়, চীনা ও আন্তর্জাতিক খাবারের সুবিধাসহ SAB ৩১০, DAB ৪৯০, ডিলাক্স ৫৭৫, স্যুইট ৭৯০, বাড়তি শয্যা ১৬৫, সরকারি কর 12%; কাঠমাণ্ডু দরবার স্কোয়ার থেকে মাত্র 7-8 মিনিট হাঁটাপথে টেকুতে বিজনেস সেন্টারে Hotel Valley View, Ph: 21-6771, 21-36851— সেফ ডিপোজিট, ধোবি, চিকিৎসক, কার পার্কিং এবং চীনা ও ভারতীয় আহারের ব্যবস্থাসহ SAB ৩১০, DAB ৩৯০, স্যুইট ৫২৫, বাড়তি শয্যা ১৪৫, সরকারি কর 12%; থ্যামেলে মেন ট্যুরিস্ট সেন্টারে Thorong Peak Guest House, Ph: 22-4656, 22-9309, Fax: 977-1-524571, টিভি, ভিডিও, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, চিকিৎসক, চীনা, ভারতীয়, নেপালি আহারের ব্যবস্থাসহ SCB ৩১০, DCB ৪২৫, SAB ৫১০, DAB ৫৯০, সরকারি কর 12%; দরবার মার্গে রাজপ্রাসাদের কাছে Hotel Mayalu Pvt. Ltd. Ph: 22-3569,—ঠাণ্ডা-গরম জল, টেলিফোন ইত্যাদি সুবিধাসহ SAB ৩৫০, DAB ৪৭৫, বাড়তি শয্যা ১৬৫, সরকারি কর 12%; জয়থার কান্তিপথে রাজপ্রাসাদের

কাছে Hotel Mount Kailash Pvt Ltd., Ph: 21-64621, মুদ্রা বিনিময়, ধোবি, গাড়ি, ডাক, টেলিফোনের ব্যবস্থাসহ SAB ৩৫০ DAB ৫০০ ডিলাক্স ৬৬০ বাড়তি শয্যা ১৮০ সরকারি কর 12%; শহরতলিতে Sukeyasu Guest House, Ph: 47-2481, 47-2751, সেফ ডিপোজিট, সংবাদপত্র, চিকিৎসক, জাপানি-চীনা আন্তর্জাতিক আহার্যের ব্যবস্থাসহ SCB ৩৫০-৪৫০ SAB ৩৯০ DAB ৫১০ সরকারি কর 10%; জেনারেল পোস্ট অফিসের কাছে Hotel New Ganesh, টিভি, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, সংবাদপত্র, চিকিৎসক, পার্কিং, চীনা-ভারতীয়-আন্তর্জাতিক আহার্য ও বারের সুবিধাসহ SAB ৩৭৫ DAB ৫১০ সরকারি কর 12%; 21/14C দিল্লি বাজারে Pension Vasana Guest House, Ph: 41-4614 41-7761, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, সংবাদপত্র, চিকিৎসক, কফিশপ, জাপানি রেস্তোরাঁ-জাপানি গোসল 'Ofuro'র ব্যবস্থাসহ SAB৩৭৫ DAB ৫১০ সরকারি কর 12%; খিচাপোখরিতে সুপার মার্কেটের কাছে Panorama Hotel, Ph: 22-0741, 22-1502, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, সংবাদপত্র, চিকিৎসক, চীনা-ভারতীয় আহার্য ও বারের সুবিধাসহ SAB ৩৭৫ DAB ৫১০ সরকারি কর 12%; থ্যামেলে কেশরমহলে ইমিগ্রেশন অফিসের কাছে Hotel Tilicho, Ph: 41-828, 41-0132–বিমানবন্দর থেকে বিনাব্যয়ে যাতায়াত, ভারতীয়-চীনা ও আন্তর্জাতিক আহার্যের সুবিধাসহ S ৩৭৫, ৪৭৫, ৬০০ D ডিলাক্স ৯১০ বাড়তি শয্যা ১৯০ সরকারি কর 10%; বিমানবন্দরের কাছে Welcome Guest House, Ph: 47-3348, 47-2971, চ্যানেল মিউজিক, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, সংবাদপত্র চিকিৎসক, কফিশপ, চীনা-জাপানি রেস্তোরাঁসহ SAB ৩৭৫ DAB ৫০০ স্যুইট ৬৭৫, সরকারি কর 12%; থ্যামেল মেন ট্যুরিস্ট সেন্টারে Hotel Greeting Palace, Ph: 41-7212, Fax 977-417-1197, ঠাণ্ডা-গরম জল, টিভি, সেফ ডিপোজিট, টেলিফোন, ডাক, গাড়ি, চিকিৎসার সুবিধাসহ SAB ইকনমি ৩৭৫ SAB ৪৯০ SAB ডিলাক্স ৬০০ DAB ইনকমি ৪৯০ DAB ৬৬৫ DAB ডিলাক্স ৯০০ বাড়তি শয্যা ১৪০, ১৬৫ ২০০, সরকারি কর 10%, সাধারণ ডাকঘরের কাছে Hotel Imperial, Ph: 22-6682, 22-8259—ঠাণ্ডা-গরম জল, আসবাবপত্র, টিভি, ছাদে বাগান, ভারতীয়-চীনা-আন্তর্জাতিক আহার্যের সুবিধাসহ SAB ৩৭৬ DAB ৫০১ SAB ডিলাক্স ৫০১ DAB ডিলাক্স ৬৭৬ স্যুইট ১,২৫১ 3AB ৬০১, সরকারি কর 10%; বিজনেস সেন্টারে Hotel Four Seasons, Ph: 21-4767, সেলুন, টিভি-ভিডিও, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, সংবাদপত্র, চিকিৎসক, ভারতীয়-চীনা-আন্তর্জাতিক আহার্য, বার প্রভৃতির সুবিধাসহ SAB ৩৭৫ DAB ৫৫০ 3AB ৭২৫ সরকারি কর 10%; থ্যামেলে জয়থায় মেন ট্যুরিস্ট সেন্টারে Hotel Utse Pvt Ltd., Ph: 22-6946, 25-7614, ধোবি, ফোন, সেফ ডিপোজিট, ঠাণ্ডা-গরম জল, বিমানবন্দর থেকে যাতায়াত ও দ্রষ্টব্য স্থান দর্শনে বিনাব্যয়ে যাতায়াতের সুবিধাসহ SAB ৩৯০ ঐ ডিলাক্স ৫১০ ঐ সুপার ডিলাক্স ৬৬৫ DAB ৫৫০ ঐ ডিলাক্স ৬৭০ ঐ সুপার ডিলাক্স ৮৫০; বাগ দরবারে জেনারেল পোস্ট অফিসের কাছে Hotel Puja, Ph: 22-8572, ঠাণ্ডা-গরম জল, ফোন, মিউজিক চ্যানেল, ধোবি, সেফ ডিপোজিট, খাবারের ঘরে টিভি, ভারতীয়-নেপালি ও সর্বদেশীয় খাবার ব্যবস্থাসহ SAB ৪২৫ DAB ৬০০ DAB ডিলাক্স ৭০৫, 3B ৬৫০, সরকারি কর 10%; থ্যামেলে ছেত্রাপতিতে মেন ট্যুরিস্ট সেন্টারে Hotel Base Camp, Ph: 21-2224, 21-6741, ঠাণ্ডা-গরম জল, টিভি, সেফ ডিপোজিট, ফোন, ডাক, ভাড়াগাড়ি, চিকিৎসক, সংবাদপত্রের সুবিধাসহ SAB ইকনমি ৪২৫ বাড়তি শয্যা ১৪০; SAB স্ট্যান্ডার্ড৫১০ বাড়তি শয্যা ১৬৫; SAB অ্যাপার্টমেন্ট ৬৬৫ বাড়তি শয্যা২২০ SAB স্যুইট ১,২০০ বাড়তি শয্যা ৩০০ DAB ইকনমি ৫১০ DAB স্ট্যান্ডার্ড ৬৬৫ DAB অ্যাপার্টমেন্ট ৯২৫ DAB স্যুইট ১,৪৫০ প্রতিটিতে বাড়তি শয্যা SAB-র হারে, সরকারি কর 10%; থ্যামেলে নরসিং ক্যাম্পে মেন ট্যুরিস্ট সেন্টারে Hotel Excelsior, Ph: 41-1566, 25-7748, টিভি, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, সংবাদপত্র, চিকিৎসক, কফিশপ, প্রাতরাশ, হালকা আহার্য, বার ইত্যাদি সুবিধাসহ SAB ৪২৫-৫৫০ DAB ৫৫০-৬০০ সরকারি কর 10%; 65 ধর্মপথে সুপার মার্কেটের কাছে Hotel Mt. Makalu, Ph: 22-4616, 22-3955, 22-3745, ফোন, ঠাণ্ডা-গরম জল, আসবাবপত্র, ধোবি, সেফ ডিপোজিট, ক্রেডিট কার্ড, চীনা-ভারতীয় আহারের সুবিধাসহ SAB ৪৫৫ বাড়তি শয্যা ২১০ DAB ৫৫০ সরকারি কর 12%; GA 2/717 বাগবাজার বিজনেস সেন্টারে Hotel Tivoli, Ph: 22-1961-ফোন, চিকিৎসক, ধোবি, ঠাণ্ডা-গরম জল, পার্কিং, ভারতীয়-চীনা আন্তর্জাতিক আহার্য, রেস্তোরাঁর সুবিধাসহ SAB ৪৭৫ ,৫০০ DAB ৬২৫, ৮০০ 3B ৮৫০,৯২৫ স্যুইট ১,৪৫০ সরকারি কর 10%; রিং রোডে মহারাজগঞ্জে এয়ারপোর্টের অনতিদূরে Hotel Kamali,

Ph: 41-5461, ঠাণ্ডা গরম জল, আন্তর্জাতিক আহার্যের সুবিধাসহ SAB ৫৫০ বাড়তি শয্যা ২০০ DAB ৫৭৫ DAB ডিলাক্স ৭৫০ সরকারি কর 10%; থ্যামেলে মেন ট্যুরিস্ট সেন্টারের কাছে Hotel Buddha (P) Ltd. Ph: 41-3366, 41-3194— পার্কিং ধোবি, বিমানবন্দর থেকে বিনাব্যয়ে যাতায়াত, সেফ ডিপোজিট, মুদ্রা বিনিময়, আহার্য ও পানীয়ের সুবিধাসহ SAB ৬৫০ DAB ৮২৫ DAB ডিলাক্স ৯২৫, স্যুইট ১২৫০, সরকারি কর 12%; এখানেই Hotel M. M. International, Ph: 41-1847, টিভি, সেফ ডিপোজিট, চিকিৎসক, সংবাদপত্র, ক্রেডিট কার্ড, ফোন, নানান আহার্য, কফিশপ ইত্যাদির সুবিধাসহ SAB ৬২৫, DAB ৭০৫; জয়থায় বিজনেস সেন্টারে Hotel Blue Diamond, Ph: 22-6392, 22-6320, ফোন, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, চিকিৎসক, সংবাদপত্র, চীনা-ভারতীয় আহার্য ও পানীয়ের সুবিধাসহ SAB ৬০০, DAB ৭২৫ 3B ৯০০, সরকারি কর 12%; বৌধে Tara Gaon Resort Hotels, Ph : 47-0409, 47-0413, 47-0634, মুদ্রা বিনিময়, ডাকব্যবস্থা, পার্কিং ধোবি, ফোন, নেপালি-চীনা-ভারতীয় আহার্যের সুবিধাসহ SAB ৬৫০ বাড়তি শয্যা ৩০৫ DAB ৮৫৫, সরকারি কর 10%; বাগবাজারে Hotel Tulsi, Ph : 22-2200 , ফোন, ধোবি, টিভি, চীনা-ভারতীয় আহার্যের সুবিধাসহ SAB ৬৮৬, বাড়তি শয্যা ৩৬৬ DAB ৭৯৯ 3AB ৯১১, DAB ডিলাক্স ১,১১১, সরকারি কর 10%; পাটন, ললিতপুরে Hotel Oasis Pvt. Ltd., Ph: 52-5015, 52-5016, 52-5017,— স্কোয়াশ-টেনিস-বিলিয়ার্ড খেলা, ধোবি, বিদেশী মুদ্রা বিনিময়, ভারতীয়-চীনা-আন্তর্জাতিক আহার্যের সুবিধাসহ SAC ৬৫৫ বাড়তি শয্যা ৩০০ DAC ৯১০, পেন্টহাউস ৪৫০, সরকারি কর 12%; রাজবাড়ির কাছে লাজিমপতে Hotel Manasalu, Ph: 41-0071, 41-3471— সেফ ডিপোজিট, ধোবি, চিকিৎসক, ফোন, কফি, ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক আহার্যের সুবিধাসহ SAB ৬৯০ DAB ৯০০ সরকারি কর 12%; 16/57 থ্যামেলে Hotel Thamel, Ph:41-7643, 41-2744, ফোন, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, সংবাদপত্র, চিকিৎসক, ক্রেডিট কার্ড, কফি-বার ইত্যাদি সুবিধাসহ SAB ৬৯০ DAB ৯৭৫, S ডিলাক্স ১,৪৫০, D ডিলাক্স ১,৮০০, প্রাইভেট ব্যালকনি ১,৩০০, সরকারি কর 12%; 384 নিউ রোড গেটে সুপার মার্কেটের কাছে Hotel Kathmandu Reflection Pvt. Ltd., Ph : 22-2493, 22-9631; মুদ্রা বিনিময়, ধোবি, সাইট সিয়িং, বাস-বিমান টিকিট, ফোন, ডাক, ছাদে কফিশপ ও রেস্তোরাঁর বিস্তারিত সুবিধাসহ S ৬৭৫, দুজন থাকলে ৯০০, D ৯৭৫, তিন শয্যার D ১৩০০, 2B ১৪৫০, 3B স্যুইট ১৫৭৫ বাড়তি শয্যা ৮১০; জয়থা কান্তিপথে Hotel Rara, Ph: 249936, 249969 - ফোন, সংগীত, টিভি, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, বিউটিপার্লার, গাড়ি, ক্রেডিট কার্ড, ভারতীয়-চীনা-আন্তর্জাতিক আহার্যের ব্যবস্থাসহ S ডিলাক্স ৮৮০ S সুপার ডিলাক্স ১,৪৫০ বাড়তি শয্যা ৩০০ D ইকনমি ৮৫০ D ডিলক্স ১,০১০ D সুপার ডিলাক্স ১,৬৫০ সরকারি কর 12%; থ্যামেলে ত্রিবেদী মার্গে, 'সার্ক' অফিসের কাছে Hotel Trivedi, Ph: 41-6742, টিভি ফোন, ফ্যাক্স, ডাক, ধোবি, মুদ্রা বিনিময়, ক্রেডিট কার্ড, ইউরোপীয় আহার্যের সুবিধাসহ S ৬৭৫, ৮৫০ D ৯০০-৯৫০ স্যুইট ১,৩০০, ১,৫৭৫, বাড়তি শয্যা ৩৫০ (দু-ধরনের রেট মে-সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর-এপ্রিল ভেদে) সরকারি কর 10%; জয়থা কান্তিপথে রাজবাড়ির সন্নিকটে Hotel Gautam, Ph: 21-5012, 21-5014, 21-5016, চ্যানেল মিউজিক, ফোন, সেফ ডিপোজিট লকার, গাড়ি, ধোবি, ভারতীয়-চীনা-আন্তর্জাতিক আহার্যের ব্যবস্থাসহ SAC ৮৭৫ DAC ১,০০০ 3AC ১,৩৫০ সরকারি কর 12%; লাজিমপতে বিভিন্ন এমব্যাসির কাছে Hotel Ambassador, Ph: 41-0432, 41-4432, টিভি, চ্যানেল মিউজিক, ফোন, মিনি বার, ধোবি, সংবাদপত্র, চিকিৎসক, বিউটি সেলুন, কফিশপ, চীনা-ভারতীয় আহার্যের সুবিধাসহ SAB ৮১০ DAB ৯৭৫ সরকারি কর 12%; ত্রিপুরেশ্বরে Hotel Orchid, Ph: 21-5696, 22-4420— শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, সাউন্ডপ্রুফ, সেফ ডিপোজিট, ধোবি সংবাদপত্র, চিকিৎসক, ফোন, কফি বার, রেস্তোরাঁর সুবিধাসহ SAB ৯৫০ DAB ১,৪৫০, সরকারি কর 12%; থ্যামেলে পাকনাজোলে মেন ট্যুরিস্ট সেন্টারের কাছে Hotel Manang Pvt. Ltd , Ph: 41-0993, 41-9247, বেবিসিটার, ভ্রমণ সুবিধা, মুদ্রা বিনিময়, ফোন, ধোবি, ডাক, বাজারপত্র, সেফ ডিপোজিট, পার্কিং, ভিসা, মাস্টার কার্ড, ভারতীয়-চীনা-আন্তর্দেশীয় আহার্যের সুবিধাসহ SAB ১,০৫০ ঐ ডিলাক্স ১,৮০০, ঐ স্যুইট ২,২০০, DAB ১,৬৭৫, ঐ ডিলাক্স ২,০৭৫, ঐ স্যুইট ২৫০০, বাড়তি শয্যা ৪০০ , সরকারি 13%, এখানেই Hotel Marshyangdi, Ph : 41-4105 Fax: 977-1-410008, ধোবি, সেফ ডিপোজিট, ডাক, ভ্রমণ, পার্কিং, ফোন, টিভি, বিভিন্ন কার্ড, বার, কফিশপ, রেস্তোরাঁর সুবিধাসহ S ১,৪০০ ঐ ডিলাক্স

২,০৫০ বাড়তি শয্যা ৪০০ D ১,৭০০ ঐ ডিলাক্স ২,৬০০ বাড়তি শয্যা ৪০০ মিনি স্যুইট রুম ডিলাক্স ২,৯০০ বাড়তি শয্যা ৪০০ সরকারি কর 13%; নিউ রোডে সুপার মার্কেটের ঠিক পরেই Hotel Crystal, Ph: 22-3636, 22-2630, 22-3397, চ্যানেল মিউজিক, ফোন, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, গাড়ি, বাজারপত্র, মুদ্রা বিনিময়, চিকিৎসক, সংবাদপত্র, কফি, বার, চীনা-ভারতীয়-আন্তর্দেশীয় আহার্যের সুবিধাসহ SAC ১,৪৫০ বাড়তি শয্যা ৪০০, DAC ১,৮০০, সরকারি কর 13%; বিমানবন্দরের কাছে নিউ বাণেশ্বরে পার্বত্য পরিবেশে পারিবারভিত্তিক Hotel Sunset View, Ph: 22-9172, 21-1524, ফোন, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, চিকিৎসক, সংবাদপত্র, কফিশপ, চীনা-ভারতীয়-আন্তর্দেশীয় আহার্যসমেত SAB ১,৩৯০ DAB ১,৯৯০ স্যুইট ২,৪৯০ সরকারি কর 10% ; কুপোন্ডেল হাইটে পার্বত্য নিবাস Summit Hotel (Resort), Ph: 52-1849, 52-4694, সাঁতার, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, চিকিৎসক, শাটল সার্ভিস, ক্রেডিট কার্ড, চীনা-ভারতীয়-আন্তর্দেশীয় আহার্য, বার প্রভৃতি সুবিধাসহ SAB ১,৮৫০, ২,২৫০, DAB ২,৪২৫, ২,৭৫০, সরকারি কর 10%; শহরের মধ্যস্থলে কান্তিপথে Hotel Yellow Pagoda, Ph: 22-0390, 22-0338, চ্যানেল মিউজিক, সেফ ডিপোজিট, চিকিৎসক, ধোবি, ফোন, ক্রেডিট কার্ড, কফিশপ, বার, চীনা-ভারতীয়-আন্তর্দেশীয় আহার্যের সুবিধাসহ এবং প্রাতরাশসহ S ২,২৭৫ D ২,৫২০ স্যুইট ২,৯৯০, সরকারি কর 13%; বিমানবন্দরের কাছে বত্তিশপুতলিতে Dwarika's Kathmandu Village Hotel, Ph: 47-0770, 47-2328 ধোবি, চিকিৎসক, টেনিস কোর্ট, ফোন, ক্রেডিট কার্ড, কফিশপ, বার ইত্যাদি সুবিধাসহ SAB ২,২৯০, D ২,৯০০, সরকারি কর 10%; হলচকে ললিতপুরের কাছে Hotel Narayani, Ph: 52-5015-18, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, চিকিৎসক, সাঁতার, সেলুন, কফিশপ, বার, রেস্তোরাঁর সুবিধাসহ SAC ২,৪৫০, বাড়তি শয্যা ৬৭৫, D ২,৯০০, স্যুইট ৫,১০০, সরকারি কর 14%; ত্রিপুরেশ্বরে The Blue Star Hotel, Ph: 22-8833, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, সংবাদপত্র, চিকিৎসক, সাঁতার, স্কোয়াশ কোর্ট, সেলুন, ক্রেডিট কার্ড, কফি শপ, বার, চীনা-ভারতীয় রেস্তোরাঁর সুবিধাসহ SAC ২৫৬০ বাড়তি শয্যা ৬২৫, DAC ২,৯৫০, স্যুইট ৫,১০০, সরকারি কর 13%; লাজিমপতে পুরনো রাজপ্রাসাদে Hotel Shankar, Ph: 41-0151-52, চ্যানেল মিউজিক, সেফ ডিপোজিট, ইউরোপীয় রেস্তোরাঁ ও বারের সুবিধাসহ SCA ২,৯০০ DAC ৩,২০১, স্যুইট ৪,২৫০, সরকারি কর 14%; রাজপ্রাসাদের কাছে লেখনা মার্গে Hotel Malla Ph: 41-0620, 41-0968, চ্যানেল মিউজিক, কেশ বিন্যাস, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, সংবাদপত্র, চিকিৎসক, ক্রেডিট কার্ড, কফি শপ, চীনা-ফরাসি রেস্তোরাঁর সুবিধাসহ SAC ৩,১০০ DAC ৩,৭৫০, সরকারি কর 14%; রাজবাড়ির সন্নিকটে দরবার মার্গে Hotel Sherpa, Ph: 22-7000, টিভি-ভিডিও, চ্যানেল মিউজিক, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, সংবাদপত্র, চিকিৎসক, ক্রেডিট কার্ড, কফিশপ, ভারতীয়-আন্তর্দেশীয় রেস্তোরাঁ, বার ইত্যাদির সুবিধাসহ SAC ৩,১০০ DAC ৩,৫৭০, স্যুইট ৫,৯৯০, সরকারি কর 14%; মহারাজগঞ্জে Hotel Kathmandu, Ph: 41-8494, 41-0786, উপরোক্ত সুবিধাসহ SAC ৩,১০০ DAC ৩,৫৭০, স্যুইট ৫,৯০০ সরকারি কর 14%; দরবার মার্গে Hotel De Annapurna (5-Star), Ph: 22-1711, 22-5236— উপরোক্ত সুবিধাদিসহ SAC ৩,৮০০ DAC ৪,১৫০, জুনিয়র স্যুইট ৬,৬৫০ ডিলাক্স স্যুইট ৯,১৩০; বিমানবন্দরের কাছে নিউ বাণেশ্বরে The Everest Hotel, Ph: 48-8100— উপরোক্ত সুবিধাসহ SAC ৪,১৪০ DAC ৪৪০০, স্যুইট ৭১৫০ সরকারি কর 15%; দরবার মার্গে Hotel Yak & Yeti, Ph: 248999, 240520— উপরোক্ত সুবিধাসহ SAC ৪,৪৬৫ DAC ৪,৬৯০, বিজনেস স্যুইট ৭,৩৫০, তিব্বতি স্যুইট ৮,৪১০, নেওয়ারি স্যুইট সরকারি কর 15%; তাহাচলে The Soaltee Crown Plaza, Ph: 27-2555—উপরোক্ত সুবিধাসহ SAC ৪,৫২৫, DAC ৪,৮৭৫, স্যুইট ১০,২৫০, এবং রেগ্যাল স্যুইট ২৪,৪৪০ সরকারি কর 15%।

কাঠমাণ্ডু তথা নেপাল সম্পর্কে আরো কিছু খোঁজখবর

Royal Nepal Airlines-এর ম্যাসকট হল ইয়েতি। ভারতে বিমান চড়ার সময়েই Airport Tax দিতে হবে। নেপালে এদের ঠিকানা: RNAC Building, New Road, Kantipath, Kathmandu, Ph: 220-7571, Indian Airlines এর ঠিকানা Hattisar, Kathmandu, Ph: 410906, 4145961।

যাঁরা উত্তর প্রদেশের দিক থেকে আসবেন তাঁরা নেপালগঞ্জ হয়ে এখানে আসবেন। এখান থেকে Butwal Valley হয়ে আসতে বাসে 12 ঘণ্টা সময় নেয়।

গোরখপুর-বারাণসীর যাত্রীরা Bhairawa হয়ে এখানে আসেন। দিবারাত্রি বাস চলছে এ পথে।

ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শহরে আসার জন্যে Sajha Yatayat (সরকারি সংস্থা) সংস্থার বাস যাওয়া-আসা করে। এর রঙ নীল, জানলায় বিশাল আকারের কাচ। শনিবার ছাড়া 10.00-17.00 পর্যন্ত GPO খোলা। এখান থেকে টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলেক্স, টেলিগ্রাম সব করা যায়। লোকাল ফোনের চার্জ ৫ (নেপালি মুদ্রায়)। শনিবার এখানে ছুটি। ভারতের সঙ্গে সময়ের তফাত 15 মিনিটের।

ভুটান

পূর্ব হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণঢালে উত্তুঙ্গ এলাকায় অবস্থিত প্রতিবেশী দেশটির নাম ভুটান। 26°41´–28°7´ উত্তর এবং 88°54´–91°54´ পূর্ব। উত্তরে তিব্বত; দক্ষিণে ভারতের জলপাইগুড়ি, গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলা; পূর্বে অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং অঞ্চল এবং পশ্চিমে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা, ভারতের সিকিম রাজ্য এবং দার্জিলিং জেলা। 46,657.8 বর্গকিমি আয়তনের এই দেশ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 3,048 মি. উঁচু। জনসংখ্যা প্রায় 20 লক্ষ।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, অভ্যন্তরীণ হিমালয় অঞ্চল এবং ডুয়ার্সের সমভূমি অঞ্চল— এই প্রধান তিন ভাগে বিভক্ত ভুটানের প্রধান নদী জলঢাকা, তোরসা, ওয়াং চু, সংকোশ, মানস, মো চু, ফো চু ইত্যাদি। সংকোশের তীরে রয়েছে দুর্ভেদ্য পুনাখা দুর্গ এবং এখান থেকে 24 কিমি দক্ষিণে ওয়াংদি ফোড্রং-এর দুর্গটিও বিখ্যাত। 1981-তে জলঢাকা নদী থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভারত ও ভুটানের মধ্যে চুখা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চুক্তি সম্পাদিত হয়।

এখানের আবহাওয়া উচ্চতানুসারে পৃথক পৃথক। উপত্যকায় না-শীত-না-গরম, উত্তরে তীব্র ঠাণ্ডা এবং নিম্ন সমভূমিতে প্রবল গ্রীষ্ম। বীচ, অ্যাশ, বার্চ, ম্যাপল, সাইপ্রাস জাতীয় গাছ; চিতাবাঘ, হাতি, হরিণ, বনশুয়োর ভালুক, গণ্ডারজাতীয় জীবজন্তু ভুটানের প্রাকৃতিক সম্পদ।

এর বহু প্রাচীন ইতিহাস আমরা জানি না। 750-এ অতীশ দীপঙ্কর এখানে এসেছিলেন। তখন থেকেই ভুটানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে প্রধানত লামাদের প্রচারকে কেন্দ্র করে। এখানে রাজারাও ঐ ধর্ম গ্রহণ করে তার বিস্তারে মন দেন। 1617-তে ধর্মরাজা নাওয়াংগ নামগিয়ালের সময় থেকেই প্রধানত রাজদ্যোগে বৌদ্ধধর্মের প্রসার শুরু হয়। অনেক আগে এখানে কোচবিহারের কোচদের সমগোত্রীয় ভুটিয়া টেফু উপজাতির বাস ছিল। তাদের পরাস্ত করে এখানে বাস করা এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করায় যে নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তাঁরাই এখানকার ভুটিয়া। ধীরে লামা-প্রধান যে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তাঁদের প্রধানই 'ধর্মরাজা' হিসেবে পরিচিত হতে থাকেন। ছোট প্রদেশের শাসনভার পেলেন পেন্‌লপগণ এবং দুর্গের ভার দেওয়া হল জুঙপেনদের। পেন্‌লপদের মধ্যে থেকেই ধর্মরাজা বেছে নেন মন্ত্রী বা দেওয়ান। এঁরাই পরে দেবরাজা উপাধি নিয়ে রাজ্য শাসন করতেন।

নানা উত্থান-পতনের পর 1744-এ তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে ভুটান ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে একটি চুক্তি হয় বিবাদ অবসানের জন্য। কিন্তু বিবাদ চলতেই থাকে। অসম-ভুটানের বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করেন 1863-তে অ্যাশলি ইডেন। শেষে নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ উপস্থিত হলে 1907-এ গোঙসার পেন্‌লপ উগেন ওয়াংচুক নিজে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং তাঁরাই বংশানুক্রমে রাজা হতে শুরু করেন। বর্তমানে তাঁরই প্রপৌত্র জিগ্‌মি সিংগে ওয়াংচুক ভুটানের রাজা (2 জুন 1974 থেকে)। 1971 থেকে ভুটান ভারতের সহযোগিতায় রাষ্ট্রসংঘের সদস্য।

ভুটান ভ্রমণের জন্য যোগাযোগের বিভিন্ন ঠিকানা

1. রয়েল ভুটান ট্যুরিজম কর্পোরেশন, পোস্ট বক্স 159, থিম্পু, ভুটান, Ph . 2647/2570।

2. রয়েল ভুটান ট্যুরিজম কর্পোরেশন, প্রযত্নে জাপান এয়ারলাইন্স, 35-A চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা 700 071, Ph : 229-8363, FAX : 229-7920।

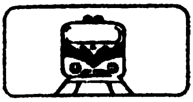
3. ড্রুক এয়ার কর্পোরেশন, 48 টিভোলি কোর্ট, 1A বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা 700019, Ph: 244-1301।

4. ভুটান ট্রাভেল সার্ভিস, C/O রয়েল ভুটান এম্ব্যাসি, চন্দ্রগুপ্ত মার্গ, চাণক্যপুরী, নিউ দিল্লি - 110021, Ph : 69-9227/9228।

বর্তমান ভুটান বিদেশি জিনিসে ভরতি। কেউ যদি ভেবে থাকেন ভুটিয়ারা খুব গরিব, এখানের শহরে এলে সে ধারণা তাঁর বদলে যাবেই। দু-একটি মারুতি ছাড়া ভারতীয় গাড়ি প্রায় দেখতেই পাবেন না। যা চলছে তা হল প্রধানত জাপানি 'টয়োটা' গাড়ি। জুতো থেকে হাতঘড়ি, বাসনকোসন মায় সেফটিপিন পর্যন্ত হয় জাপানি নয় চীনের তৈরি। ভারতীয় জিনিসও বিক্রি হয় এখানে। এখানের টাকার নাম 'নুলট্রাম'— সংক্ষেপে 'ন্যু'। তবে মূল্যমান ভারতের সমান। ভারতের এক টাকা = ভুটানের এক 'ন্যু'। ভারতের ১০০ টাকা = ভুটানের ১০০ গয়া থাম্বা। কাজেই টাকাপয়সার ব্যবহার নিয়ে কোনো অসুবিধে নেই এখানে।

সময়ের দিক থেকে ভুটান বাংলাদেশের মতই ½ ঘণ্টা এগিয়ে। ভারতীয় ঘড়িতে যখন 6.00 ওখানে তখন

6.30।



কেমন করে যাবেন : ভুটানে যাবার পথ দুটো— আকাশ পথ ও স্থলপথ কলকাতা থেকে বিমানপথে সরাসরি যাওয়া যায় ভুটানের পারো শহরে। Druk-Air এর বিমান ম.বু.র. 10.00 টায় দমদম ছাড়ছে পারো-র উদ্দেশে। আর পারো থেকে এখানে আসে ম. শ. 9.40 মিনিটে, বৃহস্পতি 9.15 মিনিটে। আবার দিল্লি, গুয়াহাটি ও ইম্ফল থেকে বাগডোগরা এসে সেখান থেকে Druk Air-এ বিমানে ভুটান যেতে পারেন। সেখানে অপেক্ষা করছে এই বিমান সংস্থার নিজস্ব বাস। বিমান-যাত্রীদের নিয়ে সেই বাস এখন যাবে রাজধানী থিম্পুর উদ্দেশে 55 কিমি পার হয়ে। সময় নেয় দু থেকে আড়াই ঘণ্টা। বিমানে যাওয়ার সুবিধে— ভুটানে যাবার জন্যে আলাদা করে কোনো অনুমতিপত্র লাগবে না। অনুমতিপত্রের কথা এর নিচেই আলাদা করে বলছি। বিমান বা অন্যান্য যোগাযোগের জন্য ঠিকানা: Tivoli Court, 1-A Ballygunge Circular Road, Kolkata 19। ভুটান ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট 6 দিন এবং 8 দিনের গ্রুপ ট্যুরের ব্যবস্থা করেছেন। খরচ যথাক্রমে আনুমানিক ১৪৫০ এবং ১,৭৫০ মার্কিন ডলার জনপ্রতি। এতে পারো, থিম্পু, পুনাখা সব দেখিয়ে আনে। পশ্চিমি দেশের ধনী যাত্রীরা এই সুযোগ নিয়ে থাকেন।

যাঁরা ট্রেনে যাবেন তাঁরা হাওড়া থেকে 59 আপ কামরূপ এক্স বা শিয়ালদহ থেকে দার্জিলিং মেল বা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্স ধরে নিউ জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, শিলিগুড়ি অথবা আলিপুরদুয়ার স্টেশনে নামুন। এই চারটি স্টেশন থেকেই ভুটান পাহাড়ের পায়ের নীচের শহর ফুন্টশোলিং (ওঁরা উচ্চারণ করেন ফুনৎসোলিং) যাওয়ার জন্যে প্রচুর বাস বা ট্যাক্সি পাবেন আলিপুর-দুয়ার থেকে 2-3 ঘণ্টা অন্তর বাস ছাড়ছে। সকাল 10.30 বাসে উঠলে 13.30 নাগাদ পৌঁছে যাবেন ফুন্টশোলিং-এ। বাসের ভাড়া ৪২, ট্যাক্সির ভাড়া ৫৪৫। বাস কিন্তু ফুন্টশোলিং-এর সূর্যতোরণ দিয়ে ঢুকবে না, গেটের বাইরে 'জয়গাঁ' নামক একটি স্থানে দাঁড়াবে, নেমে পায়ে হেঁটে ঢুকুন ভুটান রাজ্যে।

যদি শিলিগুড়ি থেকে যেতে যান, যেতে পারেন। সারাদিনে প্রচুর বাস পাবেন। এখান থেকে ফুন্টশোলিং-এর দূরত্ব 150 কিলোমিটার। শিলিগুড়িতে 'ভুটান গভর্নমেন্ট ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস'-এর অফিসে সব খোঁজ পাবেন। সকাল 7.30-এর বাস যদি না পান, হতাশ হবেন না। অফিসের ভিতরেই রেস্ট হাউস আছে। সেখানে বসে বিশ্রাম নিন, খোঁজ-খবর নিন। পরের বাস সকাল 11.30-এ। তারপরে 15.00 এবং 16.00 টায়; ভাড়া ৪৪, ডিলাক্স ৫২। শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট থেকে সকাল-দুপুর বাস যাচ্ছে।

বাস ছুটবে জলপাইগুড়ি-হাসিমারা হয়ে 142 কিমি পাড়ি দিয়ে জয়গাঁ। হাসিমারা থেকে পথ গেছে দুভাগে ভাগ হয়ে। ডানদিকের পথ গেছে আলিপুরদুয়ারে। বাঁদিকের পথ গেছে ফুন্টশোলিং-এর দিকে। এতক্ষণ আসছিলেন NH 34 ধরে— এখন অন্য পথ ধরলেন। 'জয়গাঁ' পৌঁছলেই দেখবেন সব যেন কেমন বদলে গেছে। সামনেই বুদ্ধদেব ও ড্রাগনের ছবি আঁকা বিশাল তোরণ— ভুটান গেট। এটি পার হয়ে বাস যাবে, স্পষ্ট মনে হবে কোনো এক বিদেশে এসেছেন। জায়গার নাম ফুন্টশোলিং। আসাম থেকে ভুটানে আসবার আরো 2টি প্রবেশদ্বার আছে— বঙ্গাইগাঁও বা কোকড়াঝাড় স্টেশনে দিয়ে অথবা সরভং, গেলিগফু হয়ে টংসায়। টংসা থেকে তাসিগং 180 কিমি। অরুণাচল থেকে তাসিগং 30 কিমি।

কলকাতা থেকে সোজা বাস আসছে ফুন্টশোলিং-এ। ভুটান সরকারের বাস। রবিবার ছাড়া প্রতিদিন বাস ছাড়ে এসপ্লানেড থেকে রাত্রি 8.00টায়। ফুন্টশোলিং থেকে শনিবার বাদে বাস ছাড়ে রোজ বিকেল 16.00টায়। কালিম্পং থেকেও এখানে আসা-যাওয়ার বাস পাবেন। ফুন্টশোলিং থেকেই আবার থিম্পু, পারো, পুনাখা, বঙ্গাইগাঁও, রঙ্গিয়া প্রভৃতি স্থানে বাস যাচ্ছে— সে সব কথা যথাস্থানে।

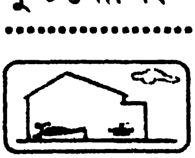
বেড়ানোর সঠিক সময় : ভুটান হল ড্রুক রাজার দেশ। ড্রুক হল 'ড্রাগনের রাজ্য'। ড্রাগন হল ভুটানের জাতীয় প্রতীক। প্রাচীন বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা ডাকতেন 'লো মন' বা নিলয় নামে। অন্যেরা বলতেন 'মন ইয়ুল' বা সন্ন্যাসীর রাজ্য। কিন্তু ভুটানিরা আনন্দ পান 'ড্রুক ইয়ুল' বা ড্রাগনের দেশ বলে। এখানে বেড়াতে আসার জন্যে দুটো সময় বেছে নিন— মার্চ থেকে মে এবং সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর। শীতে গেলে প্রচুর গরম জামাকাপড় তো নিয়ে যাবেনই, গ্রীষ্মেও একটা-দুটো সোয়েটার নিয়ে যাবেন। কান-ঢাকা টুপি নেবেন। শীতের সময় বেলা 9-10টা থেকে হিমেল উত্তুরে হাওয়া বইতে থাকে। বৃষ্টি আসে যখন-তখন— ছাতা বা বর্ষাতি রাখবেন সঙ্গে। জুতো তো পরবেনই, মোজাও সঙ্গে নেবেন অবশ্যই। কারণ এখানে যে কোনো জঙে বা মন্দিরে মোজা পায়ে না দিয়ে প্রবেশ নিষেধ। সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্য 'খাদা'— ছোট উত্তরীয় সঙ্গে নিন।

অনুমতিপত্র সংগ্রহ করুন

ফুন্টশোলিং ও সামচি পর্যন্ত যাওয়ার জন্য কোনো অনুমতিপত্র লাগে না। কিন্তু ভুটানের রাজধানী থিম্পু দেখার জন্য বা আরো ভিতরে যাবার জন্য ভারতীয় নাগরিকের অনুমতিপত্র গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এই পারমিট পাবেন ফুন্টশোলিং-এর ইন্ডিয়া অফিস বা ভারতীয় দূতাবাসের লিয়াজোঁ অফিসারের কাছে থেকে, বাস স্ট্যান্ড থেকে এই অফিসে যেতে সময় লাগে 10 মিনিট। কাজেই ফুন্টশোলিং পৌছেই প্রথম কাজ হবে দ্রুত এই পারমিট সংগ্রহ করে নেওয়া। থিম্পু বা পারো যাবার জন্য অনুমতি পেতে কষ্ট নেই। সহজেই পাওয়া যায়। যদি পাসপোর্ট না থাকে, যাবার আগে একটা আইডেনটিটি কার্ড অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এটি ইন্ডিয়া অফিসে দেখাতে হবে। সেই কার্ডটি দেখলে ওঁরা আপনাকে একটি ফর্ম দেবেন। সেটি ভর্তি করে দিলে দু-একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর আপনি পারমিট পেয়ে যাবেন। এটি থিম্পু যাবার পথে খারবন্দী চেক পোস্টে চাওয়া হবে। ভারতীয়দের এখানে কোনো ট্রানসিট ফি লাগে না, বিদেশিদের ভিসার জন্যে 20 ডলার লাগে। ভারতীয় কি না, কি জন্যে যাচ্ছেন জেনে এখানে পারমিটে ছাপ দিয়ে দেবেন। পারমিটে কদিন ভুটানে থাকবেন— তা উল্লেখ করতে হয়। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হলে আগাম চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করুন।

থিম্পু থেকে যখন পুনাখা, ওয়াংদি কেন্দ্র, হা, টংসা যাবেন তখন পুনশ্চ অনুমতি নিতে হবে থিম্পুর ইমিগ্রেশন অফিস থেকে। পারমিট ছাড়া ভুটান ভ্রমণ অনুচিত ও বিপজ্জনক। যাঁরা বিশেষ পারমিট চান, তাঁরা দুখানি পাসপোর্ট সাইজের ছবি নিয়ে যাবেন। এখানে মূলত নেপালি ভাষা ব্যবহৃত হলেও শিক্ষিতজনেরা হিন্দি ও ইংরেজি জানেন। এবার চলুন ভুটান ঘুরে দেখা যাক।

ফুন্টশোলিং



উচ্চতা 1,316 ফুট (400 মিটার), হাতের কাছেই পাহাড়। বাস থেকে নেমেই আপনার প্রয়োজন হবে একটা বাসস্থান। বেশ কয়েকটা ভাল হোটেল আছে এই 'গেটওয়ে অফ ভুটান' শহরে। বাস স্ট্যান্ডের সামনেই পাবেন Blue Dragon হোটেল S ২২৫-৩৫০; Welcome Group-এর Hotel Druk S ১,২০০-১,৪৫০ D ১৬৫০-২২০০ 3 B ২,৬৫০-৩,২০০। এছাড়া S ২২৫-৩৫০ মধ্যে রয়েছে Hotel Paradise, Hotel Rigya, Hotel Kuenga, Hotel Rignam, Hotel Himalaya, Hotel Madras, Hotel Moonlight ইত্যাদি। রুটি-মাংস-ভাত পাবেন ৩০-৪৫ মধ্যে। এখানের প্রিয়খাদ্য অবশ্য মাংসের মোমো। অনেক হোটেলেই জলের টান আছে, খোঁজ নিন জল বেশি কোথায়। তবে Kuenga, Madras, Blue Dragon-এ জল আছে। সকাল 6.00-6.30-এ জল আসে। সে সময়ে সংগ্রহ করে রাখুন— নইলে অসুবিধে হতে পারে। এখানে আসার জন্যে কোনো পারমিট লাগে না।

এখানে দেখার মত আছে খারবন্দী পাহাড়ের মাথায় গোয়াবাড়ি টিলায় প্রায় 1,500 ফুট (465 মিটার) উঁচুতে খারবন্দী গুম্ফা। সময় থাকলে হেঁটেই যেতে পারেন— 3 কিমি দূরত্ব। ট্যাক্সি নিয়ে গেলে খরচ ৭৫-৯০। মন্দির থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেই পাবেন চোর্তেন অর্থাৎ সমাধি মন্দির। গোটা ভুটান জুড়েই এমন বহু চোর্তেন দেখতে পাবেন। ফুন্টশোলিং-এ আছে 6টি। জমজমাট ক্লাব, ভিডিও, সিনেমা, বার, শপিং সেন্টার থেকে একটু দূরে এখানে এসে ভালই লাগে। খারবন্দী পাহাড়ের গুম্ফাটি গোয়াবাড়ি টিলায় অবস্থিত। এটি বর্তমান ভুটান রাজ্যের পিতামহীর তৈরি এক দারুণ সুদৃশ্য গুম্ফা। তার ভিতরে প্রায় 3 মি. উঁচু ভীমাকার গুরু পদ্মসম্ভবের মনোরম মূর্তি। এর পাশেই রাজমাতার প্রাসাদ। মূল জাতীয় সড়ক ধরে আরো কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে টেকনিক্যাল স্কুল, খারবন্দী হোটেল এবং ডাইনে 'চেক পোস্ট'। এখানের কমলালেবুর বাগান আর তোরসা নদী— দুই-ই সুন্দর। আরো দেখুন বাজার, তোরসা নদীর উলটোদিকে মহাকালগুহা, পাগলি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি। ফুন্টশোলিং থেকেই সামচি, কালিখোলা, সিবসু, সবডং যাবার বাস পাবেন।

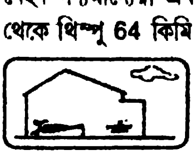
থিম্পু

ভুটানের রাজধানী শহর। শহরের উচ্চতা 2,430 মি.বা 7,950 ফুট। প্রায় 20,000 লোক এখানে বাস করেন। আগে এখানে ফুন্টশোলিং থেকে ঘোড়ার পিঠে বা হেঁটে আসতে 5-7 দিন লেগে যেত। এখন এই 179 কিমি পথ আসতে 8 ঘন্টা মত সময় লাগে। সব ধরনের বাস যাতায়াত করছে। ভুটান রাজ্য পরিবহন, ব্লু-হিল ট্রাভেলস, লেকসল ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস, দাভা ট্রান্সপোর্ট প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থার বাস পাবেন থিম্পু যাওয়ার জন্য। এদের ভাড়া ৭৫-৯০-র মধ্যে। মিনি ডিল্যুক্স বাসের ভাড়া

বেশি। ১১০-১২৫ মধ্যে। এই মিনিবাসগুলি খুবই আরামদায়ক এবং সময়ও কম লাগে। সকাল 7.00টা থেকে 13.00টা পর্যন্ত পর পর বাস পাবেন। এ ছাড়া টয়োটা গাড়িও পাবেন। খরচ পড়বে মাথাপিছু ২৫০-৩০০।

সমস্ত পথটাই পাহাড়ের উপর দিয়ে। 11,000 ফুট (3,400 মিটার) উঁচুতে চাপচায় উঠে আবার নেমে আসতে হয়। পথের শোভা অবর্ণনীয়। আকাশে-পাহাড়ে রঙের বিচিত্র লীলা। শুধু এই পথ পার হবার জন্যেই বার বার থিম্পু আসতে ইচ্ছে করবে। রৌদ্র-ছায়ার আশ্চর্য লুকোচুরি। খারবন্দী চেক পোস্টে পারমিট পরীক্ষার পর বাস পাহাড় বেয়ে উঠবে। গেদে এবং চুখায় কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠা-নামার পর আবার ছুটবে 4 ঘণ্টা পাড়ি দিয়ে চিমাকুঠিতে। তারপর চাপচা। এখান থেকে আপনার পথের সঙ্গী ওয়াং চু নদী— পথের পাশে পাশে ছুটছে আপনাদের সঙ্গে। আপনি যেন পাগল হয়ে যাবেন ওর শরীর ছুঁতে। উত্তর সীমান্তে বরফে ঢাকা হিমালয়ের চূড়া কখনো এসে আপনার চোখকে স্থির করে দেবে। নদীর দুপাশে সবুজ কার্পেট ঢাকা পাহাড়। কোথাও ওক্, রডোডেনড্রন আর ফার্ন গাছের সারি। আপেল আর আলুবখরার গাছ। পথের পাশে চৌদ্দচক্র আর গুম্ফা।

দূর থেকেই দেখতে পাবেন পাহাড়ের কোলে থিম্পু শহরকে। দূর থেকেই নজরে আসবে শহরের মধ্যমণি বিগত ভুটানাধিপতি জিগমি দোরজি ওয়াংচুকের উদ্দেশে নির্মিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ— তার সাদার উপরে সোনালি চূড়ার চোর্তেন। যাঁরা বিমানে আসবেন, এ সব সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হবেন। থিম্পুতে অবশ্য কোনো এয়ার স্ট্রিপ নেই। গণ্যমান্যেরা এখানে নামেন 'হেলিপ্যাডে'। পারো থেকে থিম্পু 64 কিমি।



থাকা-খাওয়া: থিম্পুতে সরকারি হোটেল আছে দুটি— Motithang Hotel এবং Bhutan Hotel— দুটিই দামি হোটেল D ৬৫০। দামি হোটেল রয়েছে আরো দুটি শহরের মাঝখানে— Hotel Druk S ১,২৫০ D ১,৭৫০-২,৪০০ 3B ২,৬৫০-৩,২০০। দ্রুক সম্ভবত রাজপরিবারের তৈরি। এর পাশেই 'তাসি কমার্শিয়াল শপিং সেন্টার'। আর পিছনেই 'থিম্পু স্টেডিয়াম'। এছাড়া অন্য বিলাসবহুল হোটেলটি হল Hotel Jumdhari S ১,১৫০ D ১,৬৫০-২,২০০ ও 3B ২,৬৫০-৩,২০০। একটু কম দামের হোটেলের মধ্যে রয়েছে Hotel Takshang S ৫৫০ D ৯৮০ 3B ১,৩৫০। এছাড়া S ১৫০-১৯০ D ২২৫-৩০০ এবং 3B ৩৭৫-৪৫০ মধ্যে রয়েছে Hotel Rignam, Hotel Kaysang, Hotel Degong, Hotel Riwang, Hotel Methopenu, Hotel Samling, Hotel Narling, Hotel Snowline, Hotel Kama প্রভৃতি। যদিও টাকার কথা লিখেছি— আসলে হবে ন্যু'। সব বড় হোটেলেই ট্রাভেলার্স চেক নিয়ে থাকে। রাজার দেশে বকশিশ বা টিপস্ দেওয়া নিষেধ।

দেখা-শোনা : থিম্পুতে দেখার নানা জিনিস রয়েছে, এর মধ্যে রাজার চোর্তেন এবং তাসি চো জং অবশ্য দেখবেন। ছোট্ট শহর থিম্পু, ছবির মত সাজানো। শহরের প্রান্ত ছুঁয়ে বয়ে চলেছে থিম্পু ছু (নদী)— তার এক দিকে পাহাড় আর এক দিকে সোজা চলে গেছে টানা লম্বা রাস্তা। রাস্তার ধারে ফুটবল খেলার মাঠ— নাম **জংলিবিথান**। প্রথমেই দেখুন রাজা জিগমে দোরজি ওয়াংচুকের স্মৃতিতে নির্মিত **ন্যাশনাল মেমোরিয়াল চোর্তেন**। এখানকার মানুষ বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে এই চোর্তেনটিকে দেখেন। এই পথেই আরো এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে জং বা দুর্গ। উপত্যকার একপাশে বিশালাকার চারকোনা স্থাপত্যে গড়ে উঠেছে **তাসি চো জং**। এর অর্থ জ্যোতির্ময় দুর্গ। এখন আর দুর্গের প্রয়োজন নেই— তাই এখানেই গড়ে উঠেছে প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র। এখানেই রাজ দরবার এবং রাজ সিংহাসন। জঙের ভিতরেই সংড়ু বা বিধানসভা। এখানেই বাস করেন রাজ্যের ধর্মগুরু 'জে খীমপে' অনুচরবর্গসহ গ্রীষ্মের দিনগুলিতে।

জাতীয় অ্যাসেম্বলি হলের দোতলা-সমান উঁচু বুদ্ধের মূর্তি ও তাঁর বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির দ্বাদশ অবস্থার বহুবর্ণ দেওয়াল চিত্রণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখুন। অ্যাসেম্বলি হল ও জঙের মাঝের চত্বরে পুরনো স্থাপত্য-সম্বলিত 'উচী'। তাসি চো জঙের মধ্যে পাথরের বাঁধানো চত্বর যেমন বিশাল তেমনি সুন্দর একে ঘিরে থাকা বাগিচা। এই জং প্রতিষ্ঠিত হয়েছেল 1641-এ। এর প্রতিষ্ঠাতা রাজা সবুং গং নামগিয়াল এবং পুনর্নির্মাতা প্রাক্তন রাজা জিগমে দোরজি ওয়াংচুক 1961-তে। দেওয়ালে কন্-জুর ও তন্-জুর থেকে বুদ্ধের বাণী হয়ত পড়তে পারবেন না। কিন্তু এই বোধ নিশ্চয়ই আপনাকে গ্রাস করবে যে, 'ধর্ম রাজনীতি থেকে অনেক মহৎ'। প্রতিবছর এখানে থিম্পু উৎসব পালন করা হয়। তখন গাওয়া হয় ধর্মরাজ সবড়ুং নাওয়াং নামগিয়ালের সম্মানার্থে ওয়াং সে, উচুবী সে, গোয়েং সে, নুবী সে গান। নাচা হয় মুখোশ নাচ— নুবী সে, সেরিং চেনগামা ছাম, ভা ছাম ইত্যাদি। সারা ভুটানে বিশাল আকারের দুখানি ধর্মীয় থাংকা আছে। তার একটি এখানে, অন্যটি পারো-তে। একটা কথা— জং-এর ভিতরে ঢুকতে হলে জাতীয়

পোশাক বা প্যান্ট-শার্ট এবং অবশ্যই জুতো-মোজা পরতে হবে। প্যান্ট-শার্টের সঙ্গে চটি পরা চলবে না। জং-এর বাইরেই রাজার বাড়ি।

এবার দেখুন এখানের **চারুশিল্প সংগ্রহালয়টি**— কুটির ও কারুশিল্পের নানা প্রদর্শনী। ভুটানে দেবদেবীর আঁকা প্রতিকৃতি— খুবই মনোলোভা। বিভিন্ন ধরনের মুখোশ, বাসনকোসন, কাঠের আসবাবপত্র, নানান ধরনের গয়নাগাটি, কাপড়-চোপড়, পিতলের মূর্তি এখানে দেখতে পাবেন। সংগ্রহ করতে পারেন ভুটানি পত্রিকা 'মানডালা'। দেখে আসুন নানা থাংকার মধ্যে পদ্মসম্ভবা থাংকা। ধাতুর কলসি 'জামাজি'; তাসে পাগমে, সাবড্রুং রিনপোচের মূর্তিগুলি ভাল লাগবে। সন্ধেতে দেখে আসুন **'থিম্পু গুম্ফা'**। মন্দিরের বাঁদিকে রয়েছে দুটো বড় 'মন' বা প্রার্থনা চক্র। সে দুটিকে ঘুরিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করে নিন।

এবার চলুন শহর থেকে 5 কিমি দূরে মোতিথাং অঞ্চলে। এখানের জঙ্গলে একটি ছোট চিড়িয়াখানা আছে এবং পৃথিবীতে একমাত্র এখানেই দেখতে পাবেন **টেকিন** নামের এক বিরল প্রজাতির প্রাণীকে। এখান থেকে যেতে পারেন **কাজোদি মনাস্ট্রি**-তে। ট্রেকিং-এ অভ্যস্ত হলে হেঁটে আসতে পারেন। সময় লাগবে ঘণ্টাচারেক। না হলে ঘোড়া পাবেন। এই গুম্ফাটি তৈরি করেন দেবরাজা শাক্য তেনজিং 1748-এ। এখানেই সযত্নে রক্ষিত আছে পবিত্র বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ কন্-জুর ও তন্-জুর। এখান থেকে ভিউ পয়েন্টে গিয়ে দুচোখ ভরে থিম্পু শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন।

থিম্পুতে অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে 5 কিমি দূরে ভুটানের সবচেয়ে পুরনো জং— **সীমতোখা জং**। এটি 1616-তে প্রতিষ্ঠিত। এখানে দেখুন বিশাল বুদ্ধমূর্তি এবং রঙিন দেওয়াল চিত্র। এই জংটিকে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়েছে। আর দেখুন তাংগু গুম্ফা, চেরী গুম্ফা। শহরের মধ্যে দেখুন রয়েল কটেজ, দেচেন-চোলিং রাজপ্রসাদ, পাবলিক ফুট, হারবেরিয়াম, ইউসিপাঙের ফল-বাগিচা, আজিজের প্রাসাদ প্রভৃতি।

পারো

পারো একসময়ে ছিল ভুটানের রাজধানী (1956-1964)। 1965-তে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় থিম্পুতে। থিম্পু থেকে পারোর দূরত্ব 55 কিমি। বাসে যেতে সময় লাগে 2 থেকে 2½ ঘণ্টা। সকাল 8টা থেকে বেলা 2টো পর্যন্ত থিম্পু থেকে পারো যাবার বাস পাবেন। আর ফুন্টশোলিং থেকে পারো যাবার বাস পাবেন সপ্তাহে তিনদিন অর্থাৎ সো. বু. ও. শ.। এছাড়া গাড়ি অর্থাৎ মারুতি বা টয়োটা ভাড়া করেও পারো যেতে পারেন। ভাড়া নেবে ৭০০-১,২০০ মধ্যে। আবার কলকাতা থেকে বিমানে সরাসরি পারো আসতে পারেন। Durk Air-এর বিমান আসছে ম বু র 10.00টায় দমদম ছেড়ে।

পারো-তে থাকার জন্যে খুব একটা ব্যবস্থা নেই। বিমান বন্দরের কাছে কয়েকটি দামি হোটেল আছে। এদের মধ্যে Hotel Druk উল্লেখযোগ্য। থাকার খরচ ১,২৫০-৩,২০০ মধ্যে। এছাড়া ম্যালে বেশ কিছু সাধারণ হোটেল আছে। যেমন Hotel Himalaya, Hotel Evergreen, Hotel Kinnlay Pinjor, Hotel Riyang, Hotel Wangdi, Hotel Deki প্রভৃতি। এদের ভাড়া ২২৫-৪৭৫ মধ্যে।

এখানে অবশ্যই দেখবেন **তা জং বা ন্যাশনাল মিউজিয়ামটি**। পথে যেতে যেতে অবশ্য দেখে নিয়েছেন পরম প্রকৃতির লীলানিকেতনের মাঝে ভুটানের আদি-অকৃত্রিম রূপকে।বিস্তৃত সবুজ উপত্যকা শোভিত জোমলহারি শৃঙ্গ। মিউজিয়ামটি আগে দুর্গ ছিল,1967-তে যাদুঘরে পরিণত হয়েছে। বাড়িটার নাম তা জং। বাড়িটার পাহাড়ের উপরে তিনটি তলা আর ভূগর্ভে পাঁচটি তলা। আট তলা এই বাড়ির ভিতরে কত যে জন্তুকে স্টাফ করে রাখা হয়েছে তার হিসেবনিকেশ নেই যেন।

পারো নদীর ধারে রয়েছে 1646-এ প্রতিষ্ঠিত বিশাল ও বিখ্যাত **রিমপুঙ জং**। এককালে ভুটানের প্রতিরক্ষায় এই দুর্গটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দেখুন কিছু মনাস্ট্রি এবং দুর্গটি। ডি জং দুর্গটি 17 শতকে বন্ধ হয়ে যায়। 1657-য় তিব্বত-ভুটান যুদ্ধে ভুটান জয়ী হলেও তিব্বতীরা এই ডি জং দুর্গ আক্রমণ করেছিল বলে, দুর্গটি বদল করা হয়। এখন দেখুন তার ধ্বংসাবশেষ। পারোর কাছে 3,000 ফুট (930 মিটার) উঁচুতে রয়েছে **তাকসাং মনাস্ট্রি**। এর অন্য নাম টাইগারস্ নেস্ট। তবে পারোতে রাত্রিবাস না করলে তাকসাং দেখা সম্ভব হয় না। আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তবে আপনার চোখে পড়বে 23,997 ফুট (7,440 মিটার) উঁচু **জোমলহারি শৃঙ্গ**— সে এক অনবদ্য দৃশ্য।

অন্যান্য দর্শনীয় বিষয় হল— দুংচি লাখাঙ, সং-তোংপেরি, ডেনসা ডোচিলিং স্যোন্‌গনা-চোখার এবং চুমফু গুম্ফা। এছাড়া উপত্যকার শেষে রয়েছে 1649-এ প্রতিষ্ঠিত ভগ্নপ্রায় অর্ধদগ্ধ ড্রুকগেল জং—পারো জং থেকে

16 কিমি দূরে। পিচ ঢালা পথটি এই জং-এ এসেই শেষ হয়েছে।

এসব ছাড়া এখানে ঘুরে বেড়াবার মত আরও অনেক মনোরম স্থান রয়েছে। পারো থেকে 6 কিমি দূরে কিচু মনাস্ট্রি। অপূর্ব কারুকার্যসমন্বিত এই মনাস্ট্রি ভুটানি শিল্পরীতির সুন্দর নিদর্শন। অসংখ্য বিউটি এবং পিকনিক স্পটে ভরা পারোর ফলবাগান, উইপিং-উইলো অ্যাভিনিউ, তিব্বতীয় পল্লী হস্তশিল্প কেন্দ্র ইত্যাদিতে আপনার অবকাশটুকুকে ঢেলে দিন। এখান থেকে বিভিন্ন পথে ট্রেকিং-এর সুযোগ আছে, তবে তার জন্যে আগে থেকে অনুমতি নিতে হবে। পারো থেকেই অনেকে সীমান্ত অঞ্চল হা-তে যেতে চান।

ব্যবস্থাপিত সফর

কলকাতার রয়্যাল টাচ-হলিডে ভুটান সংস্থা 6 রাত্রি 7 দিনের একটি ভুটান প্যাকেজ ট্যুরের বন্দোবস্ত করেন। এঁরা যাত্রীদের প্লেনে নিয়ে যান, নিয়ে আসেন। যোগাযোগ করুন : 48 টিভোলি কোর্ট, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-19। শিলিগুড়ি থেকে 'হেল্প ট্যুরিজম' 7 দিন 6 রাত্রি প্যাকেজ ট্যুরে ভুটান নিয়ে যায়। যোগাযোগ Sadananda kuthi, 67/A, Kalighat Rd, Kolkata 26, Ph: 466 1324।

পুনাখা

থিম্পু-পারোর পালা যদি সাঙ্গ হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই পুনাখায় আসুন। তবে আসার পথে লোবোসা অঞ্চল অবশ্য ঘুরে যাবেন। এখানের বাঙালি যাঁরা আছেন, তাঁদের সন্ধান করুন— মনে হবে যেন ঘরের মধ্যে এসে পড়েছেন আপনি। বর্ডার রোডস্ অথবা সিমতোখার বহু বাঙালি পরিবার মুহূর্তে আপনাকে আপন করে নেবেন। লোবোসা থিম্পু থেকে 61 কিমি। থিম্পু থেকে পুনাখা 75 কিমি। যেদিন যাওয়া যায়, সেদিনই ফিরে আসা যায় থিম্পুতে। বাসে সময় নেয় 2½ ঘণ্টা। প্রতিদিন যে বাস ছাড়ে তার ছাড়ার সময় 8.30, দাওয়া ট্রান্সপোর্টের বাস। ভাড়া নেবে ৪১। এঁরা শুক্র এবং রবিবারে অতিরিক্ত বাস ছাড়েন 15.00টায়। আর নিমা কোম্পানির বাস যাচ্ছে দুদিন— সোম ও শনিবার সকাল 9.00টায় ছেড়ে একই ভাড়ায় থিম্পু থেকে। ভাল হয় 8.30টার বাসে রওনা হয়ে 11টা নাগাদ পুনাখায় পৌঁছে (খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে যাবেন) পুনাখা দেখে 13.30টার বাস ধরে বিকেল নাগাদ থিম্পুতে ফিরে আসা।

পো-চু এবং মো-চু— দুই নদীর সঙ্গমস্থলে 1637-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পুনাখা জং। কিছুদিন আগে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এই জঙের দক্ষিণের কিছু অংশ পুড়ে গেছে। জঙের প্রধান মধ্য মন্দির 'উচী'-র এক কক্ষে রক্ষিত রয়েছে গুরু পেমাঙ্গলিঙ্গাজার দেহাবশিষ্ট। এই দেহাধার দেখার অধিকারী কিন্তু দুজন মাত্র— মহারাজা এবং ধর্মরাজ জে-খিমপো। আগেই বলেছি ভুটানের সর্ববৃহৎ থাংকার একটি রয়েছে ভুটানের প্রাক্তন রাজধানী (1955 পর্যন্ত) পুনাখায়। এই থাংকা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে 40x30 মি.। আর আছে এখানে শতাধিক ধর্মীয় পুঁথি কন্-জুর। ঝুলন্ত সেতু পেরিয়ে জঙে যাবার আকর্ষণ দারুণ। তবে সেতুতে একদম বেশি সময় নেবেন না পার হতে। সামনে 47 মি. কাঠের দণ্ডটি দেখলেই বুঝতে পাবেন আপনি জঙে এসে গেছেন। প্রবেশদ্বার 7 মি. x 4 মি.। মূল মন্দির আট তলা (25 মি.)। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। অজস্র বুদ্ধমূর্তি, দেওয়ালে রঙিন চিত্র, দরজার সামনে পদ্মসম্ভব ও অতীশ দীপঙ্করের চিত্র, প্রাঙ্গণে বোধিবৃক্ষের শাখা থেকে আনা বটবৃক্ষ। উৎসাহী ভ্রমণরসিকেরা ইচ্ছে করলে এখান থেকে 1646-এ প্রতিষ্ঠিত খাসা জং এবং লীঙসে জং দেখে আসতে পারেন।

ওয়াংদি ফোড্রং

আপনি যখন বাসে চড়ে লোবাসায় এসেছিলেন, তখন নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিলেন পথটা দুভাগে বেঁকে গেছে। আপনি বাঁ-হাতি পথটি ধরে পুনাখায় এসেছিলেন। যদি উপরের দিকের পথটি ধরে টংসার দিকে যান তবে 9 কিমি গেলেই পৌঁছে যাবেন ওয়াংদি ফোড্রং। থিম্পু থেকে দুবার বাস আসে এখানে 4.00 এবং 14.00 ছেড়ে ঘণ্টা তিনেক সময় নিয়ে 71 কিমি পার হয়ে। এখানের জং বা দুর্গটি খুবই পুরনো— পুনাখা-চু এবং তাঙ্-চুং-এর সঙ্গমস্থলে। এখানে থাকার জন্য TL আছে। IB আছে ওয়াংদিতে। এখানকার ওয়াংদি জং (1638-39) প্রতিষ্ঠা করেন নাওয়াং নামগিয়াল। দেখুন কুবুলা ও কুংড়ু গুম্ফা। এখানের বাঁশ, বেত, শ্লেট ও পাথরের কাজ খুব বিখ্যাত।

টংসা

থিম্পু থেকে টংসা বাস আসে মঙ্গলবার ও শনিবার 7.30 ছেড়ে সারাদিন পাড়ি দিয়ে। এখানের জংটি

সুবিশাল— 20টি গুম্ফা নিয়ে আকারে ভুটানের বৃহত্তম এই জং 1543-এ নির্মিত। ব্ল্যাক মাউন্টেন পথে যেতে নদীর সংগমে পাহাড়ের মত এই দুর্গ বাস্তবিকই হৃদয়গ্রাহী। 1879-র ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বারবার এর সংস্কার একে সুন্দর করে রেখেছে। জঙের মন্দিরে দেখুন 6 মি উঁচুতে বুদ্ধের মূর্তি। দেওয়ালের রঙিন চিত্ররাজিতে জাতকের চিত্রিত গল্প, গণ্ডারের শিঙে তৈরি দেবদেবীসহ নানান মূর্তির সংগ্রহ। লামাদের আবাস, টাইগার-ফোর্ট্রেস, চেনদেবী গুম্ফা ভাল লাগবে। উচ্চতা 2,286 মি.।

এখানে রাত কাটাতে হবে আপনাকে। থাকার ব্যবস্থা যে খুব ভাল তা নয়, তবে মাথা গোঁজা যায়। টংসা থেকে বাসে 220 কিমি গিয়ে গ্যালেফুগ যেতে পারেন। তবে যাবার পথে 113 কিমি এগিয়ে একটু থেমে যাবেন এবং দেখে নেবেন সেমগঙ্ জঙে একাদশমুণ্ড সহস্রবাহু অবলোকিতেশ্বর চেনরাজির আশ্চর্য মূর্তি এবং মন্দিরের অনবদ্য ফ্রেস্কো।

ভুটান বেড়ানো শেষ করার আগে টংসা থেকে 75 কিমি দূরে 2,408 মি. উঁচু বুমথাঙ্-এ চলুন। চামখর ও দূর চু নদীর সঙ্গমস্থলে গিয়ে দেখুন প্রাচীন জঙের নবীকরণ— দূরাগত এক শ্বেত জাহাজ যেন অসীম শূন্যে ভাসমান। শ্বেতপক্ষীর নীড়ের (Castle of the White Bird) স্মৃতি চিরজাগরূক থাকবে। রাজপ্রসাদ, সন্ন্যাসিনীদের মঠ আনি গুম্ফা, হংস গুম্ফা নাঙ্ লাখাঙ্, বৌদ্ধ বিহার কুজে লাখাঙ, বৌদ্ধমন্দির জাম্পে লাখাঙ ইত্যাদি দেখে নিন বুমথাঙে। বেকার জংটি 1676-এ প্রতিষ্ঠা করেন দেব রাজা গিসে ডেনসিং। উচ্চতা 2,408 মি.। এরপর দূরে দূরে লুনসী জং, মঙ্গার, তাশিগং চিরাং, সামচি (এটি ফুন্টশোলিং-এ আসার পথেও ঘুরে আসতে পারেন) দেখে ভুটান দর্শন সম্পূর্ণ করুন।

মঙ্গার পূর্ব ভুটানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। এখানে দেখুন 1930-এ নির্মিত জংটি। পূবে কুরা নদীর পারে কুরা চোর্তেন। মঙ্গার জঙে গুরু পদ্মসম্ভব এবং অমিতায়ুসের মূর্তি আছে।

তাসিগঙে গিয়ে দেখুন মানস নদীর তীরের জংটি। তৃতীয় দেব-রাজা চোগেল মিনিজুর থিম্পা এটি 1667-তে তৈরি করান। এখানকার হস্তশিল্প, বাঁশ ও বেতের কাজ খুব বিখ্যাত।

সম্দ্রুপঝঙ্কার পূর্ব সীমান্তের একটি ছোট পাহাড়ি শহর। এখান থেকেই যাওয়া যায় মঙ্গার বা তাসিগঙে। গুয়াহাটি থেকেও এখানে আসা যায় রঙ্গিয়ার পথে।

মানস গিয়ে দেখে আসতে পারেন এখানকার বিখ্যাত অভয়ারণ্যটি। এখানে নানা জীবজন্তুর মধ্যে রয়েছে গণ্ডার, চিতাবাঘ, বাঘ, চিঙ্কারা, বাইসন, জংলি হাতি, নানা ধরনের হরিণ, বাঁদর আর বিচিত্র পাখি।

কমলাবাগান সংরক্ষণের আদত জায়গা সামচি নামক পাহাড়ি শহরে গিয়ে সূর্যাস্তের অনবদ্য দৃশ্যটি দেখে মোহিত হয়ে যান।

কয়েকটি শব্দ শিখে রাখুন, কাজে লাগবে

বাংলা ভাষায়	ভুটানি জঙখা ভাষায়
ধন্যবাদ।	কাদিংচে।
আপনার নাম কি?	ছোয়-গি মিং গাচিম?
কেমন আছেন?	কুজে জামগো?
আসছেন কোথা থেকে?	ছোঁয় গাতেনে ইউম্-ম্?
আমি কলকাতা থেকে আসছি।	ন্যা কলকাত্তা লিয়ন।
আমাকে কিছু খাবার জিনিস দিন।	ন্যা-লা স্যাগো আচি-চিনা।
এককাপ চা দিন।	ন্যা-ল্যাফুপ্ জা-না।
ভুটান খুব পছন্দ হয়েছে।	ড্রলু জা নামে সামে ওয়।
মঙ্গল হোক।	তাসি দিলেক।
বিদায়।	লো জেগে।
খুব খুশি হয়েছি আলাপ করে।	ন্যাছো দা-জেডি-গি নামে শামে শেমগাহি।

কারো সঙ্গে দেখা হলে কথা বলার আগে হাত দুটি বাড়িয়ে সামনে ঝুঁকে সম্ভাষণ জানাবেন— 'ইয়া-লো'।

সংযোজন

হলিডে হোমের তালিকা

AGRA

UCO BANK STAFF CLUB. : 10, B.T.M. Sarani, Kol-1. 4th Floor, (C) → Pankaj Das/ Anusua Dey ☎ 2225 4120-29, (Ext. 304) (L) → **Hotel Pawan,** Taj Road, Sadar Bazar, Agra Cantonment (A&R)→4 Bed × 4 Room @ 300/-p.r.p.d.

UCO BANK STAFF RECREATION CLUB. : 10, B.T.M. Sarani, Kol-1. Govt. Accout Cell, Kol. Main Branch, 2nd Floor, (C) → Ashis Pal ☎ 2225 4120-29, (Ext. 222).

ALMORA

UCO BANK STAFF RECREATION CLUB. 10, B. T. M Sarani, Kol-1. (C) → Sankar Dey ☎ 22254120-29 (Ext. 228, 413).

BAKRESHWAR

ALL BENGAL TEACHERS ASSOCIATION, P-14, Ganesh Chandra Avenue, Kol-13. Satyapriya Bhavan (C) → ☎ 2236 8856/9932. (L) → Satyapriya Vishram Nilay Bakreshwar (A&R)→4 Bed × 8 Room @ 100/- p.r.p.d. (CM) 100/-.

BAKKHALI

CENTRAL BANK OF INDIA EMPLOYEES' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD. : 10, Lindsay Street, Kol-87. (C)→Secretary, ☎ 2244-6789. (L)→Samavay Swastha Unnayan Sangstha Ltd. Bakkhali (A&R)→ 4-B×1-R @ Rs. 80/- p.d.; 2DB @ Rs. 25/- p.d. (CM)→@ Rs. 50/- & Rs. 25/-

PANJAB NATIONAL BANK SRAMIK UNION : 8, Lyonus Range, Kol-1 (C)→Tapas Banerjee/Amitava Sen ☎ 2220-2181 (L)→**Bay View Tourist Lodge,** Bakkhali @ Rs 175/--250/- p.r.p.d.

CHANDIPUR

UCO BANK OFFICERS' CONGRESS. : 16A, Braboum Road (3rd Floor), Kol-1. (C) →Narayan Ch. Biswas ☎ 2235 1778 (L) → **Hotel Anandmayee** (A&R)→ 3B × 2R@ 220/- p.r.p.d. attached bath. (CM)→30/-. p.r. (SC)→10/-.

CHENNAI

UCO BANK STAFF CLUB. 10, B.T.M. Sarani, Kol-1. 3rd Floor, Credit Department (C) → Goutam Sil/Satinath Chatterjee ☎ 2248 0297/8045. (L) → **Gharoa Guest House** 31/1 Model School Road (A&R)→ @ 250/- p.r.p.d.

UCO BANK EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY 4 N. C. Dutta Sarani (5th Floor), Kol-1 (C) → ☎ 2220-0841. (L) → 13, Barasidhi Vinayagar Coi Street, Chennai-86. Near Kamraj Memorial (A&R)→4 Bed × 3 Room @ 220/-p.r.p.d.

UNION BANK EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY. 15, India Exchange place, Kol-1. (C) → Ashis Ganguly ☎ 2220-6867-68/2701-02 (L) → **Naresh Pal Bhavan,** near Kamraj Smriti Soudha, Vallatinampet. (A&R)→ 4B×2R @ 250/- p.r.p.d. (CM) 50/ p.r.

UNITED BANK OF INDIA EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LIMITED 4, N. C. Dutta Sarani, Kol-1. (C) → Bijay Sen/Samir Nandi ☎ 2220 084 (L) →Near Annasalai Kamraj Auditorium (A&R)→ 4B × 2R @ 280/- p.r.p d. (CM) 100/ - (SC) 10/- attached bath Kitchen.

ALLAHABAD BANK KARMACHARI CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. 7 Red Cross Place, Kol-1 (C) → ☎ 2248-2823. (L) → Cresent Mansion, 36 Venkatesan Street, Adjacent to West Bengal Youth Centre. 2+1 Bed × 3 Room @ 110/ -p.r.p.d.

DARJEELING

UNITED BANK OF INDIA STAFF WELFARE SOCIETY, GARIA BRANCH. P/ 123, Raja S. C. Mullick Road, Garia Kol 84. (C)→Niharkanti Mondal/Susanta Chakraborty ☎ 2430 4144/98305-39421(L)→**Hotel Snow Hill**, near bus stand (A&R)→ 3+1×2R@250/-300/- p.r.p.d.

UNITED BANK OF INDIA STAFF WELFARE SOCIETY, GARIAHAT BRANCH. 26 & 26/7 Hindusthan Park, Kol 29. (C)→Ranjan Sengupta/Chandidas Halder/Tarunkanti Kundu/Amit Roy ☎ 2464-3392 (L)→**Kanchanzonga,** T. N. Road near Mall/**Hotel Snow Hill,** near bus stand (A&R)→3B×5R@180/--250/- p.r.p.d. (CM) @50/-p.r. attached kitchen.

SIEMENS EMPLOYEES' CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 43, Santi Pally, Kol 42, near Kasba, Goalpark (C)→Rajat Chakraborty ☎ 24449000/9030 (Ext. 9032) (L)→**Hotel Birdies Nest**, 10 N. B Singh Road (Merium Cottege), (A&R)→2R×4+1 @350/- p.r.p.d. C TV, carpet, hot water buy bucket.

UBI EMPLOYEES ASSOCIATION (H.O. UNIT) : 16, Old Court House Street Kol - 1 (C)→D Malakar N. G Das, S Pal ☎ 2248 7471 (L)→**Hotel Anandam,** Tenjing Road near Mal (A&R)→ 3+1×2 @ Rs 200/- 3+1×4 @ Rs. 170/-. 2+1×1 150/- p.r.p.d. (CM) Rs. 50/- p.r. Attached Bath T V Geysar 24 hrs water.

UBI STAFF RECREATION CLUB : Sradhananda Park Branch, 26 Raja Rammohan Sarani, Kol-9. (C) → Asis Sarkar, ☎ 2350-3969 (L) → **'Singlalia / Jiniya'** Mall. (A & R)→With Fooding and Lodging 2R @ Rs 200/- p.r p.d , 3R @ Rs. 170/- p.h.p.d., 4R @ 150/- p.h.p.d. Attached bath with hot water.

UBI LALBAZAR BRANCH : 3B Lalbazar Street, Kol-1. (C) → Prabir Bardhan ☎ 2220-6065 (L) → **Hotel Crown** 2R×4B @ Rs. 250/- p.r.p.d. / **Hotel Santi** (A & R)→4R × 4B @ Rs 200/- p.r.p.d. /

BANK OF BARODA EMPLOYEES' ASSON. (W.B.) : C/o. Bank of Baroda, Intt. Business Branch, 'Ruby House', 8, India Exchange Place, Kol-1, (C)→Mr Secretary. ☎ 2221 4467 (L)→3, Forest Road, Bhoot Bunglow, (Near Botanical Garden) (A & R) 4–B×2–R @ Rs. 70/- p.r.p.d. 2–B×1–R @ Rs. 55/- p.r.p.d (CM) Rs. 50/- p.r.

TOURIST CENTRE : Tetulberia, Garia Station Road, Kol 84 (C)→☎ 2432 2421/ 98305-39421.

BANK OF MAHARASHTRA EMPLOYEES' UNION : Kolkata Main Branch, 21, N, S, Road, Kol-1, (C)→Secretary ☎ 2220-3631 (L)→14, Mahatab Chand Road, (Ava Art Galary) (A & R)→4–B×2–R @ Rs. 100/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 100/- p.r. (SC)→@ Rs. 20/- p.r.p.d.

CSTC EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD : 45, Ganesh Chandra Avenue, Kol-13. (C)→☎ 2237 1212-15 (L)→**Hotel Anjali**, beside B. T. College @ 150/- p.h.p.d.

CANARA BANK STAFF RECREATION CLUB : 27, Brabourne Road, Kol-1, (C)→Manas Gupta ☎ 2242 7105/7107/4579, (L)→**Hotel Anandele** 14, Mahatab Road. Near Rly. Station, 5H×2R→ @ Rs. 100/-, 2H×1R @ Rs 70/-, 2H×1R @ Rs. 100/-, 6H×1R 140/-.

NEW BANK OF INDIA EMPLOYEES' UNION (W.B.): 18A Brabourne Rd. Kol-1 (C)→Secretary ☎ 2235 0948 (L)→14, Mahatab Chand Road, (2 Mts. walk from Rly. Station) Opp. of New Cinema Hall. 5 B×2-R @ Rs. 140/- p r.p.d. (CM)→@ Rs. 30/– p.r. (WC)→@ Rs. 10/-p.r.

SYNDICATE BANK STAFF RECREATION CLUB : 6, N.S. Road, Kol-1, (C)→Secretary ☎ 2220 0904 Central Accounts Deptt, 3B, Lalbazar Street, (2nd Floor), Kolkata-700 001, (L)→4/1, D.B. Giri Road, (Opp. To Tenjing Kutir), Near Rly. Station. 4-B R @ Rs. 140/- p.r.p d. (CM)→@ Rs. 40/-p.r., (SC)→@ Rs 10/- p.r.p.w.

PUNJAB & SIND BANK EMPLOYEES' UNION (W.B.) : 14-15, Old Court House Street, (1st Floor), Kol-1, (C)→☎ 2243-0954, Bara Kakjhora, opposite Ava Art Galarie. 3-r, @ Rs. 150/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 60/- p.r. (SC)→@ Rs. 10/- p.r.p.w.

UNITED BANK OF INDIA, BEHALA BRANCH EMPLOYEES' HOLIDAY HOME : 627/1, Diamond Harbour Road, Kol-34. (C)→☎ 2468 3014, Secretary (L)→6, D. B. Giri Road, Chotokakjhora, (with U.B.I. Officers' Holiday Home, Bank of India, Lindsay Street & Punjab & Sind Bank Holiday Home). 4-B×2-R @ Rs. 100/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 50/- p.r. (SC)→@ Rs. 15/- p.r.p.d.

UNITED BANK OF INDIA, DUNLOP BRIDGE BRANCH EXPLOYEES HOLIDAY HOME COMMITTEE : 202/1, B. T. Road, Kol-35, (C)→☎ 2577-8174, (L)→Hotel Abakash, 22 Mahatab Chand Road, Near Railway Station (A & R)→2-Rooms in 3rd Floor, 4-B×1-R @ Rs. 100/- p.r.p.d. 5-B×1-R→Rs. 125/- p.r.p.d. 6-B×1-R @ Rs. 150/- p.r.p.d. (CM)→at the rate of per room (SC)→Rs. 30/-.

U.B.I. KOLKATA BRANCH EMPLOYEES' HOLIDAY HOME & MEDICAL AID SOCIETY : C/o, United Bank of India, Kolkata Branch, 4, N. S. Road, Kol-1 (C)→☎ 2220-1611 (10 lines)/220-0842. Secretary (1st Floor) (L)→'Zakir Hussain Marg', Beside 'Hill top' Hotel. (Towards the road of Jalapahar Near 'Mall'.) 5-B×4-R. For Members & Staff @ Rs. 140/- p.r.p.d. For Out-siders @ Rs. 140/- p.r.p.d. (Off. Season-50% discount form Dec' to Feb') (CM)→@ Rs. 50/- p.r. (SC)→@ Rs. 15/- p.r.

MIRA TOURIST CENTRE Block H. Plot No. 141, Baishnabghata Patuli Kol-94 (C)→Goutam Majumder.

U.B.I. EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD : C/o. United Bank of India, Kolkata Branch, 4th Floor, 4, N.C. Dutta Sarani, Kol-1, (C)→The Secretary ☎ 2220-0841. (L)→**Shestra Lodge** 13, Ladenla Road, 5-B×2-R @ 175/-, 6-B×1-R @ 200/-, 4-B×1-R @ 175/-, 2-B×1-R @ 150/-, p.r.p.d. (CM) 100/-. with TV and geezer (With U.B.I. Royal Exchange Br. Holiday Home) 6-B×3-R @ Rs. 150/- p.r.p.d. 5-B×2-R @ Rs. 120/- p.r.p.d. 4-B×2-R @ 100/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 50/- p r. (Other than Members @ Rs. 5/- p.r. will be charged extra and a recommendation of a member is required)

U.B.I. OFF. ASSON : 16, Old Court Houst St. (T. T. O) (C)→☎ 2248 7471 (L)→Udayachal (A & R)→5 Cott.×3R @ Rs. 150/- (CM)→Rs. 50/- (SC)→Rs. 15/-.

U.B.I. EMP. ASSON. : 16, Old Court House St. Kol-1 (T. T.O) (C)→☎ 2248-7471 Mr Shyamal Haldar, D. D. Cell. 5th Floor. (L)→Shila Nibas 26, Tenjing Rd. (A & R)→4 Persons×1-R @ Rs. 120/- p r.p.d. (SC)→Rs. 10/- for 7 Days.

UNITED BANK OF INDIA, N.S. ROAD BRANCH STAFF RECREATION CLUB. HOLIDAY HOME SUB-COMMITTEE : 67A, N. S. Road, Kol-1. (C)→☎ 2220-1714 (3 lines), (L)→Near 'Mall', Beside Hill- Top Hotel, (Opp. to Hotel 'Sunrise'). (A & R)→6-B×4-R @ Rs. 120/- p r.p.d. 4-B×1-R @ Rs 100 p.r.p.d. 2-B×1-R @ Rs. 90 p r p.d. (CM)→6-B @ 60/- p.r. 4-B @ Rs. 35/- p.r

UNITED BANK OF INDIA ROYAL EXCHANGE BRANCH RECREATION CLUB : 10, N.S. Road, Kol-1, (C)→☎ 2220-7652-54, Secretary. Near Oberoi Mount Everest. 5-B×1-R @ Rs. 150/- p.d. 4-B×2-R Rs. 125/- p.r.p.d. (CM) 50/-.

U.B.I. EMPLOYEES' RECREATION & WELFARE ASSON. : C/o. Allahabad Bank, Bowbazar Branch, 214, B. B. Ganguly Street, Kol-12 (C)→☎ 2237-4915, Secretary (L)→Rock-vill Road, Opp. 'Daffodil' Hotel (Beside 'Broadway Hotel'), 3-5 mts walking distance from 'Mall'). (A & R)→2-B×6-R @ Rs. 120/- p.r.p.d. (2-R without attached bath) (CM)→ @ Rs 50/- p.r. (SC)→@ Rs. 2/- p.r. (Extra person will be allowed @ Rs. 20/- p.d., maximum 2-persons can be allowed in a room but no bedding will be provided)

UNION BANK EXPLOYEES' CO-OPP CREDIT SOCIETY LTD. : 15, India Exchange Place, Kol-1. (C)→Rajat Kr. Das ☎ 2220-6867/6868/2701/2702. (L)→**Shrestra Lodge**, opp. Head Post Office.4B×4R@ Rs. 150/- p.r.p.d. attached bath, TV.

VIJAYA BANK EXPLOYEES' ASSOCIATION : 25, N.S Road, Kol-1. (C)→☎ 2220-0065, Secretary 220-4236. (L)→Near Bus Stand towards 'Mall' & Near 'Snow View Hotel'. (A & R)→5-B×3-R @ Rs. 150/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 75/- p.r.

RESERVE BANK OF INDIA WORKERS' CO-OPP CREDIT SOCIETY LTD : 15, Netaji Subhas Road, Kol-1. (C)→Pradip Pal. PMC Department. (Fourth Floor). ☎ 2220 8331, (Ext. 6459). (L)→ Hotel Shanti, 27/1 D. B. Giri Road, near Circuit House, (A & R)→7+1B×1R @ 200/-, 5+1B×1R @ 180/-p.r.p.d.

THE INCOME TAX SPORTS & RECREATION CLUB P-13, Chowringee Squa Kol 69, (C)→Secretary, ☎ 2248 2661-63, Ext.-1601, 1st Floor, 'Aayakar Bhawan A nexe.' Booking Time 1.30-2.30 P.M. (L)→**Hotel Dikila,** (Annex of Golden Orchid) T.I Road, near mall, 5H×1R@160/-.p.r.p.d (CM) 50/-.

CENTRAL BANK OF INDIA EMPLOYEES' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD. 10, Lindsay Street, Kol-16 (C)→Secretary ☎ 2244-6789 (L)→Shering Villa, 25, Tengin Norge Road, Darjeeling. (A & R)→5-R. @ Rs. 100/- (4 Heads each Room) (CM)→R 50/- Washing Ch. Rs. 15/-

UNITED BANK EX-EMPLOYEES' HOLIDAY HOME & WELFARE SOCIETY 6-A, S. N. Banerjee Road, Kol-13. (L)→**Hotel Tursi** 16, Gandhi Road, Darjeeling-73 101. (Near Oberoi Mount Hotel, Darjeeling). (A & R)→4-R×4Hd @ Rs. 150/- p.r.p.d (CM)→Rs.50/- (SC)→Rs.10/- Recommendation by the staff required.

UCO BANK STAFF CLUB : 10, Brabourne Road, Kolkata-1. 1st Floor (C)→Sanjeet Mukherjee ☎ 2220-8817-18 (Ext.25) (L)→**Annapurna Guest House** D. B. Giri Road near Ava Art Gallary (A & R)→@Rs. 150/- p.r.p.d. (SC)→20/-. p.r. (C)→Durgapad Bhattacharjee ☎ 2248-2996/2242-0524/2210-0298 (L)→**Hotel Highway,** Hillcart Road, (A & R)→@ 200/-. (SC)→20/-. p.r.

UCO BANK STAFF CLUB : 10, Brabourne Road, Kolkata-1. (C)→Sandip Chatterjee, Deposit Dept. ☎ 2225-4120-29 (Ext.206)

UCO BANK EXCHANGE REC. CLUB. : 2, Indian Exchange Place. Kol-1. (C) → Secretary ☎ 2220-3383-86. (L)→ **(1) Hotel Shanti,** near Circuit House, (A & R)→Total 4-B×4-R @ Rs. 175 p.r.p.d. (2) **'Little Hurt Guest House'** 4-B×4-R @ 175/- p.r.p.d.

UCO BANK NATIONAL STAFF RECREATION CLUB : 16A, Brabourne Road (3rd Floor) Kol-1, (C)→Narayan Ch. Biswas ☎ 2235-1778, (L)→(1) **Hotel Monalisa,** Near Mall, (A & R)→ 4B×5R @ Rs. 250/-, 6B×1R @350/- (CM)→Rs. 30/- p.r. (SC)→10/- p.r.

PEERLESS OFFICERS GUEST HOUSE : 13A, Dacars Lane, Kol-69, ☎ 2248 8996/ 9682 (C)→A. Dasgupta/D.P. Chatterjee. Time 11 a.m. to 1 p.m. (L)→9/5 Doctor Jakir Hossien Road (Near Mall below T.V. Tower) (A & R)→3-D.B : @ 100/- p.d. (CM)→Rs. 50/-.

C.T.C. KRISTICHAKRA TRAMWAYS REC. CLUB : 12, R.N. Mukherjee Rd. Kol-1, (C) Sujit Kumar Bag/Debaprashad Ghosh (Cash Dept.)→☎2248-2681. (L)→**Angel Hotel** @ Rs. 150/- (CM) Rs. 100/-.

KOLKATA TRAM CO. ENG. REC. CLUB : 183, A.J.C Bosu Road. Kol-14, Nonapukar Tram Depot. 4 No. Gate. (C)→☎ 2248-5503/6659/1912/ 1313. (Ext. 29). (L)→Hotel Andale near Darjeeling Rly. Stn. 7-B×1-R @ Rs. 125/-, 6-B×1-R @ 125. (CM)→Rs. 50/-. SC 10/-.

THE GRAMOPHONE CO. OF INDIA LTD. : 33 Jessore Road. Kol-28, Dum Dum. (C)→☎ 2551-2984 (L)→11 Dr. Iensing Road near Sadar Hospital. 4-B×3-R @ Rs. 100/-, 4-B×2-R @ 80 p.r.p.d. (CM)→Rs. 100/-. SC 20/.

ALLAHABAD RECREATION CLUB : 14, India Exchange Place, Kol-1 (C)→Kamal Roy/Asish Chakraborty ☎ 2220-8375/8377.(L)→**Hotel Sekhar Tapan**, 5 Swami Prabhudananda Road near Senior B.T. Tranning Centre (A&R) →5H×3R@Rs 170/-, 4H×4R@150/-, 3H×1R@ 130/, 7H×1R@180/, p.r.p.d. attached bath & hot water.

ALL INDIA ALLAHABAD BANK SC/ST EMPLOYEES WELFARE COUNCIL KOL MAIN BRANCH : 14, India Exchange Place. Kol-1. 1st Floor (C)→☎ 2210 7595/ 2220 8375-77 (Ext. 144) (L)→**Hotel Swapnadeep**, Tenjeng Norge Road, near Mall (A & R)→@ Rs. 200/- p.r.p.d. (SC)→10/- p.r.

ALLAHABAD BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LIMITED: 14, India Exchang Place Kol-1. Ground Floor (C)→Arup Kumar Dey/Sankar Ghosh/ Subimal Bhowmick ☎ 2242-0559, 2220-8375-77 (A & R)→3R×3H @ 250/- p.r.p.d. attached bath, hot water, TV.

S. B. I. STAFF ASSON. KOL MAIN BR. : 1, Strand Rd. Kol-1. ☎ 2220-2215, (Ext 58) (L)→New Pratima Hotel. (A & R)→Room for 5 persons @ 130/- p.d. (CM)→Rs. 50/-.

STATE BANK OF INDIA STAFF ASSON. CO-OPP. BANK. LTD. : 11, Abdul Hamid Street. Kol-69. (C)→Sujit Mukherjee ☎ 2210-8245/98305-90512 (L)→ **Hotel Regent** Mall (near Bata) 2R×4B @ 225/- p.r.p.d. / 2R×3B @ 200/- p.r.p.d. (CM)@100/-.

U. B. I. FRIENDS ASSON. BOWBAZAR: 235/2, B. B. Ganguly St. Kol-12. (C)→☎ 2237-1471 (L)→**Hotel Monalisa** Mall. 2-R×6-B or 5-B @ Rs. 120/- p.d.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.: 1 Hoque Setrect Kol 13, First Floor (C) ☎ 2244-3471 Ext. 2542 Sujit Saha (L)→**Hotel Chitten** Near Mall 15, Tenjing Road. →4-B×3 @ Rs. 90/- p.r.p.d., (CM)→Rs. 100/- Deposite 100/- Attatched Bath.

CORPORATION BANK EMP. UNION, CULTURAL CIRCLE: 24, Park St. Kol-16. ☎ 2229-6915. (C)→The Secretary. (L)→**Sherpa Lodge** (Near Darjeeling Rly. St). (A & R)→3-R×4 persons @ Rs.120/- p.d. 1-R×7 Persons @ Rs. 150/- p.d.

BANK OF RAJASTHAN STAFF RECREATION CLUB: 25, Strand Road, Kol-1 (C)→☎ 2220-1892, (L)→1, Convent Rd. Loach Nagar, near Bus Stand. (A & R)→4-B×1-R @ Rs. 130/- p.r.p.d. (CM)→Rs. 100/- p.r.

STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR EMPLOYEES ASSOCIATION HOLIDAY SUB-COMMITTEE : 14, N. S. Road, Kol-1 (C)→Ranjit Kar/Ashok Pal/D. Biswas. ☎ 2220-1188/1189/3364/0529 (L)→**Hotel Chiten**, Near Mall, (A & R)→4H×5R @Rs. 200/-. C.TV, hot water facilities available.

SYNDICATE BANK STAFF RECREATION CLUB HOLIDAY HOME: 3B Lalbazar St. Kol-1. Kol-1. (C)→☎ 2248-6055, (L)→Hotel Anandale. Opp. New Cinema. 4-B×1-R 120/- p.d. 3-B×2nd Floor Rs. 100/- p.d. (CM)→@ Rs. 30/- (SC)→@ Rs. 10/- for 7 days. (L)→Hotel Heaven. 48, Tenzing Norgay Rd. Mall. (C)→Do (A & R)→5-B×1-R @ Rs. 120/- p.d. B×1-R @ Rs. 120/- p.d. (CM)→@ Rs. 30/- (SC)→@ Rs. 10/- for 7 days.

WEST BENGAL INCOME TAX SPORTS & AMUSEMENT CLUB P-1: Chowringee Square, Kol 69, Ground Floor. (C)→Debasis Dey Munshi, ☎ 2248 2371 8213, Ext.-602, Aayakar Bhawan Annexe. Booking Time 1.30-3.30 P.M. (L)→**Hot Monalisa** 1 Toong Soong Road, Mall, 4H×3R@130/-, p.r.p.d.

WEST BENGAL STATE ELECTRIC CITY BOARD SPORTS & CULTURAL COUNCIL: Bidyut Bhavan, Karunamayee, Salt Lake. Kol-91. (L)→'Rock Wood' nea Choot Kankarajhora Station. 3-B×6-R @ 150/-.p.r.p.d. (C) 50/-.

WEST BENGAL HANDLOOM & POWERLOOM DEVELOPMENT CORPORATION : 6A, Raja S. C. Mullick Square, Kol-13. 7th floor. (C)→Mrs. Anima Banerjee ☎ 2237 2251. (L)→**Hotel Mall Point** Dr. Jakir Hossain Road, near Mall. 3+1B-×2-R @ 125/- p.r.p.d. Sc. 10/-.

KAMARHATI MUNICIPAL EMPLOYEES WELFARE SOCIETY 1, M.M. Feeder Road. Kol-56. (C)→Samir Bose, ☎ 2564 9580 (L)→'**Maha Maya**' (May Fair) Mall. (A & R) 1R×4p @ 175/-, 1R×5P @ 220/- p.r.p.d. (CM) 100/-p.r water available.

KOLTATA METROPOLITAN DEV. AUTHORITY EMP. CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. Unnayan Bhavan, Karunamayee, Salt Lake, Kol 91, (C)→Secretary. (L)→**Hotel Gourav** near Darjeeling Rly. Stn. 5+1B×2-R @ 150/-. p r.p.d. (CM) 50/-.p.r. SC. 10/-.

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY BOARD SPORTS AND CULTURAL COUNCIL. Bidyut Bhawan. (Tenth Floor) Sector 2, Bidhan Nagar, Kol 91. (C)→Arobindo Chakraborty/Pradip Chakraborty. ☎ 2359 1930-39. Extn. 566, 389. (L)→'Near Station'. (A & R) → 6-R×DB@130/- p r.p d. (CM) 50/- p.r.

REGIONAL PROVIDENT FUND CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. D.K. Block. Sector 2, Bidhan Nagar, Kol 91. (C)→Nandakishor Ghosh. ☎ 2334 7013. (L)→**Hotel Preyanka** 11/1 Toong Soong Road, Mall (A & R) →4B×2R @ 200/- p r.p.d. (CM) 100/-. attached bath and geezer.

SBI STAFF ASSOC. HOLIDAY HOME SUB-COMMITTEE. 24, Park Steet Kol 71. Commercial Building (C)→Asok Roy/Uday Banerjee. ☎ 2229 3770 (L)→**Hotel Crown** 10/1 Coochbihar Road Mall (A & R) →3+1×2R@250/- p.r.p.d.

UBI (GARPAR BRANCH) EMPLOYEES HOLIDAY HOME 103, APC Road Kolkata (C)→Swapan Bhattacherjee ☎ 2350 7648 (L)→**Hotel Abhi** 9 Rock Vill Road Near Telephone Exchange Mall (A & R) →3+1×1R@175/- p.r.p.d., 3+1×1R@200 p.r.p.d.

UNITED BANK OF INDIA STAFF WELFARE & CULTURAL SOCIETY 53, S.P. Mukherjee Road, Kol 26 (C)→Samir Basak ☎ 2475 4768 (L)→**Him Nilaya** Mall (A & R) → 2R × 4B @ 125/- p.r.p.d., with kitchen. 1R×4B @ 125/- p.r.p.d. without kitchen. (CM) 100/-.

THE WEST DALHOUSIE CO-OPP. SOCIETY LTD. 5, Netaji Subhas Road, Kol-1, (Royal Building 2nd floor) (C)→ ☎ 2220 9211/12 (L)→**Swapna Deep**, Mall (A & R) → 8R × 2+1 @ 225/-, p.r.p.d. / 3+1 @ 475/-, p.r.p.d.

P. D. C. L. RECREATION CLUB 1 Kiron Sankar Roy Road, Kol-1, New Secrateriet Building, 6th floor Block A (C)→ Tapan Deb Barman/Aloke Sinha. ☎ 2248 2024/12 (L)→**Hindustani Guest House,** C.R. Das Road., Mall (A & R) → 1R × 3P @ 150/-, 1 Suit×4P @ 200/- p.r.p.d. (CM) 100/-p.r.

POWER RECREATION CLUB 1 Kiron Sankar Roy Road Kol-1, New Secreteriat Building, 7th floor (C)→ Anil Mondal/Somnath Roy ☎ 2248 6271, Ext. No. 3272/3285 (L)→**Hotel Akansha** Tenjing Norge Road, 2R×3B @ 130/-, p.r.p.d.

COMMERCIAL INTELIGENCE & STATISTICS EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 1 Council House Street, Kol-1, (C)→ Samar Ghosh/Tapan Roy ☎ 2248 3111 4 Lines, Ext. No. 277/283 (L)→**View Point Guest House/Hotel Tara** 111/1, Tenjing Norge Road, Mall. (A & R) → 3B×2R @ 250/-, 4B×1R @ 300/-p.r.p.d.

PUNJAB & SINDH BANK EMPLOYEES UNION (WB) 8, Hemanta Basu Sarani, Kol-1 (C)→Krishnendu Das Sharma/Prabir Kr. Das ☎ 2243 0954 / 248 4309 / 220 7578, (L) → **Hotel Chitan,** Mall. (A & R) → @ 170/- p.r p.d.

INDIAN OVERSEAS BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LIMITED P-35 India Exchange Place Kol 1 (C) → Bijan Das/Tapas Roy ☎ 2225-7469. (L) → **Mahatab Chand Road** near station. 2R×4B @ 130/- p r.p.d. (CM) 100/-. p.r. attached kitchen.

TEA BOARD HOLIDAY HOME COMMITTEE : 14, B T. M Sarani. Kol-1. (C)→ Ph. 2235-1411 (8 lines) (L)→**Hotel Swapnadeep,** 44, Tenzing Norge Road, near Mall. 4B @ Rs. 140/- / 4B×2R @ 130/- p.r.p.d. (CM)→ Rs. 100/- p.r.

STEEL AUTHORITY OF INDIA EMPLOYEES' CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 52/1A, Promothesh Barua Sarani, Kol-19. (C)→Ph. 2461-4022/33 Fax: (033) 2461-4072 E-mailsailcoop@vsnl com Website: sailcooperativecredit.com (L)→**Hotel Blue Diamond,** 6/1 Dr. S. M. Das Road near GPO. (A & R) → 1R×3P @ Rs. 250/-, 3R×4P @ 300/- p.r.p.d. (CM)→ Rs. 150/- p.r.

THE COMMERCIAL TAXES DIRECTORATE EMPLOYEES' CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 14, Belaghata Main Road, Kol-15. (C)→ Adwaita Shaoo. Ph. 2251-6784 (Ext. 543). (L)→**Hotel Golden Orchid, Hotel Avhinandan, Hotel Soumitra** near S.P Banglow, 9 Tenzing Norge Road, (A & R)→@ Rs. 250/- p.r.p.h. with fooding and lodging.

GARDEN REACH SHIP BUILDERS' & ENGINEERS EMPLOYEES CO.-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 43/46, Garden Reach Road Kol-24. (C)→☎ 24698100-8113 (A & R)→1 Suit×6B@160/-, 1 Suit×6B@180/- p.r.p.d.

DIGHA

UNITED BANK OF INDIA STAFF WELFARE SOCIETY, GARIA BRANCH. P/123, Raja S. C. Mullick Road, Garia Kol 84. (C)→Niharkanti Mondal/Susanta Chakraborty/ ☎ 2430 4144/98305(L)→**Chowdhuri Lodge,** Tourist Bunglow, Old Digha, (A & R)→150/-200/-p.r.p.d, see within one and half minute, attached kitchen & bath.

UNITED BANK OF INDIA STAFF WELFARE SOCIETY, GARIAHAT BRANCH. 26 & 26/7 Hindusthan Park, Kol 29. (C)→Ranjan Sengupta/Chandidas Halder/Tarunkanti Kundu/Amit Roy ☎ 2464-3392 (L)→**Panchabati Lodge**, Sibalay Road, old Digha in front of Sat Sangha Mandir.(A & R)→3B×2R@110/–170/- p.r.p.d. with kitchen.

STATE BANK OF INDIA STAFF RECREATION CLUB, ULTADANGA BRANCH : P-185, C.I.T Road, Scheme-VIII (M), Kol-54, (C)→ ☎ 2235-4689. (L)→From 'Saikatabas' towards **Hotel Sea Hawk**. (A & R)→4-B×2-R @ Rs. 100/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 45/- p.r.

STATE BANK OF INDIA EMPLOYEES' (BENGAL CIRCLE) CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : 8, Old, Post Office Street, 2nd Floor, Kol-1. (C)→The Secretary. ☎ 2248 5075 (L)→Matri Niwas (3 mts walk from Bus-stand) (with S. B. I., Ballygunge Branch). (A & R)→Big room (for 3+1 Persons) @ Rs. 100/- p.r.p.d. (for members) @ Rs. 120/- p.r p.d. (for outsiders) (CM)→@ Rs. 30/- p.d. (For-Outsiders Recommendation of a member is required.

TOURIST CENTRE : Tetulberia, Garia Station Road, Kol 84 (C)→☎ 2432 2421/ 98305-39421.

UNITED BANK OF INDIA EMPLOYEES CULTURE ASSOCIATION : 5/6 M. G. Road, Howrah-1 (C)→☎ 2660 1334 (L)→ Near Digha Lodge & UBI Digha Branch (5mts. Walk From Sea-beach). (A & R)→ 4B×2R @ 100/- p.r.p.d. (CM)→ 80/- p.r.

SYNDICATE BANK STAFF RECREATION CLUB : 6, N.S. Road, Kol-1, (C)→ ☎ 2248 6055. 3B, Lalbazar Street, 2nd Floor, Kolkata-1. (L) → Sihbalaya Road, (7 mts walk from Sea-beach) (Opp. Anukul Thakul Ashram) (A & R)→4B family suite @ Rs. 120/- p.s.p.d. 4–B family suite @ Rs. 90/- p.s.p.d. (CM)→@ Rs. 30/- p.d.

UNITED BANK OF INDIA EMPLOYEES' CO-OEPRATIVE SOCIETY LTD. : C/0, United Bank of India, Kolkata Branch. 4th Floor, 4, N C. Dutta Sarani, CVAI-1 (C)→ The Secretary, ☎ 2220-0841, (L)→ 'Blue Heaven'. (Near U. B. I., Digha Branch & State Transport Holiday Home) (A & R)→ 6-B×4-R @ Rs. 120/- p.r.p.d. for members & @ Rs. 50/- p.r. (For Out-siders Recommendation of a Member is required).

UNITED BANK OF INDIA, DHARAMTALA BRANCH EMPLOYEES' HOLIDAY HOME COMMITTEE : 39, Lenin Sarani, Kol-13, (C)→ Prabir Dhar, ☎ 2244-1101/02. (L)→Behind S. B. I., Digha Branch & Tourist Lodge. (A & R)→4-B×2-R @ Rs. 80/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 50/- p.r. (SC)→@Rs. 20/- p.r.p.d.

UBI EMPLOYEES ASSOCIATION (H.O.UNIT) : 16,Old Court House Street Kol-1. (C) → D. Malakar, N. G. Das S.Pal ☎ 2248-7471(L) → **Hotel Dream Land** Rajbari Complex Old Digha → 3+1×3 @150/- p.r.p.d.

UNION BANK OF INDIA OF EMP. CREDIT SOCIETY LTD. : 15, India Exchange Place, Kol-1, (C)→Manas Mazumdar ☎ 2220-6867/6868/2701/2702. (L)→**Hotel Jyotshona** opp. Digha Tourist Lodge (A & R)→ 4R×4B@ Rs. 110/- (CM) 50/- attached bath kitchen, generator.

ANANDABAZAR PATRIKA EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : Prafull Sarkar Street, Kol-1. (C)→ The Secretary. ☎ 2237-4876. (L)→Near Town Ship & Near Nirala (Opp. Amarabati). (A & R)→ 6 Suites 4-B @ Rs. 70/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 100/- p.r.

THE KOLKATA CORPORATION CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : 1, Hogg Street, Kol-13, (C)→ Sujit Saha. ☎ 2244-3471 (Ext. 2542), (L)→ Shibalaya Road, opp. Shib Mandir, Old Digha. (A & R)→ Total 4-B×6 @ Rs. 50/- p.r.p.d. (CM) → @ Rs. 100/- p.r. (attached bath & kitchen).

KOLKATA CORPORATION LICENCE DEPT. REC. CLUB, 5, S.N. Banerjee Road, Kol-13, (C)→ Subrata Dasgupta/Chandan Ghosh. ☎ 2244-3471 (Ext. 2433), (L)→ 'SAYANTAN', Shibalaya Road, Old Digha, (1st floor marbel attached bath)(A & R)→ 4 B×2 @ Rs. 100/- p.r.p.d. (CM) → @ Rs. 50/-.

PUNJAB & SIND BANK EMPLOYEES' UNION (W.B.). : Waterloo St. Branch. Kolkata 69 (C)→Sudip Bhattacherejee / Madhusudan Mondal. ☎ 2248-5990. (L) →**'Sree Nibas'** Rajbari Complex, Sibalay Road, old Digha (A&R) 4-B @ 120/- p.r.p.d. (CM) →@ Rs. 50/-p.r.

MIRA TOURIST CENTRE Block H. Plot No. 141, Baishnabghata Patuli Kol-94 (C)→Goutam Majumder. (L)→**Chowdhuri Lodge** Old Digha /. **Gulmohar Lodge** New Digha.

CALCUTTA STATE TRANSPORT CORPORATION EMPL. CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : 45 Ganesh Chandra Avenue, Kol-13, (C)→The Secretary. ☎ 2237 1212-15. (L) →**Brisramika**, Shibalaya Road. Old Digha. (Near Chartered Bank Holiday Home) (Behind 'Anjali Niwas') (A & R)→4R×2+1 @ 75/-p.r.p.d. 4R×4+2 @110/- (CM) 50/- all room kitchen & bath.

JAMES WARREN & CO. (I) LTD. EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : 31 Chowringhee Road, Kol-16, (C) →Secretary. ☎ 2229 6611, 2229-8274, (L) →Shibalaya Road, (Opp. Ankul Tahkur Ashram), Near Syndicate Bank Holiday Home (A&R)→4-B×2-R @ Rs. 90/- p.r.p.d. (SC)→@ Rs. 15/- p.r.p.d (For out-siders Recommendation of a member or any indentification is necessary).

LIFE INSURENCE EMPLOYEES HOLIDAY HOME 16, Hare Street. Kol-1. Rallies Building (C)→☎ 2243 9205, (L)→Sibalaya Road, Old Digha (A & R)→4R×4B/@110/-, p.r.p.d. (CM) 100/- p.r.

REGIONAL PROVIDENT FUND CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : Salt lake, sector 2, Karunamouee. (C) →☎ 2334 7013 (L) →Shivalaya Road, Digha (Opposite to Anukul Thakur Ashram) (A &R) →4-B×2-R @ Rs 80/- (CM) →@ Rs. 40/- (For Out-siders : One introduction is necessary).

CENTRAL BANK OF INDIA EMPLOYEES' CO-OPERATIVE SOCIETY. : 10, Nelli Sengupta Sarani, Kol-87 (C)→Secretary ☎ 2244-6789 (L)→Hotel Puspak, Rajbari Compound, Digha (A & R) →4-R×4-H each @ Rs. 100/- p.r.p.d. (CM)→ @ Rs. 50/- Washing Charge Rs. 10/- (No Arrangement For Cooking).

UCO BANK STAFF CLUB. : 12. Old Court House Street. Kol-1 (C)→Sanjet Mukherjee, 1st Floor ☎ 2220-8817-18. (Ext. 25) (L)→**Panchabati**, Shibalaya Rd. Nea Satsangha Asram, Old Digha (A & R)→@ 90/-p.r.p.d.

UCO BANK STAFF CLUB. : 10. B.T.M. Sarani, Kol-1 (C) →Debashish Banerjee Binoy Kar. Deposit Ground Floor ☎ 2225-4041/4120-29. (Ext. 206, 236, 237 (L)→**Hotel Nandan**, Old Digha. Main Road, near bus stand. (A & R)(C)→@ 150/ p.r.p.d. (SC)→20/-.

UCO BANK NATIONAL STAFF RECREATION CLUB : 16A, Brabourne Road (3rd Floor) Kol-1, (C)→Narayan Ch. Biswas ☎ 2235-1778, (L)→**Tulika** (A&R)→ 4B×4R @ Rs. 200/-, (CM)→Rs. 30/- p.r. (SC)→10/- p.r. with kitchen.

UCO. BANK STAFF REC. CLUB. (H.O.) : 10, B T. M. Sarani. Kol-1, 7th floor (C)→Shyamal Guha Roy ☎ 2225-4120-29 (Ext. 501, 510).

UCO. BANK EMCHANGE REC. CLUB : 2, India Exchange Place. Kol-1 (C) → Secretary Ph. 2220-3383-86 (L) →**Balaka Lodge**, Old Digha (A & R)→4-B×2-r @ Rs 120/- p.r p d. (No Cooking arrangement)

DHAKURIA CO-OPP. BANK STAFF REC. CLUB : 68, Tanu Pukur Road Kol 31 (Near Dhakuria Rail Station) (C) → ☎ 2415-8575/4055. (L) → **Amantran Lodge**, near bazar. Old Digha. 4B×2R @ 150/-.

C.T.C. KRISTICHAKRA TRAMWAYS REC. CLUB : 12, R.N. Mukherjee Rd. Kol-1, (C) Sujit Kumar Bag/Debaprashad Ghosh (Cash Dept.)→☎2248-2681. (L) → **Sawpnadeep,** near New Digha Nursing Home (A & R) → 4B×2R @ Rs. 170/-, 3B×7R @ 150/- (CM)→100/-

S. B. I. STAFF ASSON. KOL MAIN BR. : 1, Strand Rd Kol-1. (C)→☎ 2220-2215/ 1655 (Ext. 76) (L) →Shibalaya Rd. (Old Digha) 3 Minutes walk from Sea. (A & R) →2-R 4 persons @ Rs. 120/- p.d. (CM) →@ Rs. 30/-

SREE SARASWATI PRESS CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. (H.O.) : 11, B. T Road, Kol-56 (C) → Dilip Chakraborty. ☎ 2564-7134/7142/6146 (L)→**Hotel Sona Lodge** Forest Banglow Road. beside Nehru Market, Old Digha (A &R) →2R×4B @ Rs. 100/- p.r p.d. (CM)→ Rs. 100/- p.r.

S. B. I. STAFF ASSON. OVERSEAS BR.. : 33A, J. L. Nehru Rd. Kol-71. (C)→☎ 2229-7230 (L) →**Sukhada Nibas** (Near Hotel Chalantika) (A & R) →4-B×2-R @ Rs. 70/-p.d (CM)→Rs. 25/-

SYNDICATE BANK STAFF REC. CLUB HOLIDAY HOME : 3B. Lalbazar St. Kol-1 ☎ 2248-6055. (C)→ (L) →Shibalaya Rd. (near Satya Bhanu Hotel) (A&R)→3-B attached Bath @ Rs. 110/- p.d 4-B (Family Suit) attached Bath Rs.120/-p.d. (CM)→@ Rs. 20/- (SC)→@ Rs. 10/- for 7 days.

U. B. I. EMP. ASSON. ROYAL EXCH. BR. : 10, N. S. Rd. Kol-1 (C)→☎ 2220-7652-54 (L)→**Bijoli Nibas**. Opp. SBI Digha Bus Stop. Saikatbash. (A &R)→4-B×2-R @ Rs. 120/- p.d. (CM)→@ Rs. 30/-

BASUMATI EMPLOYEE'S CO-OPP. CREDIT SOCIETY. 166. B. B. Gauguly Street. Kol.-12 ☎ 2350-9462/3331. contact for Chairman or Secretary. (L)→New Digha near sea Beach DB with Kitchen p.d. @120/- without Kitchen p.d. @110/- (CM)→ 50/- & 100/- refundable. Generator facility.

ALL BENGAL TEACHERS ASSOCIATION P-14,Ganesh Chandra Avenue Kol.-13 Satyapriya Bhavan. (C)→☎ 2236-8856/9932.Shyamal Ghosh Dastidar (L)→'Rathindra Krishna Bisram Nilay' New Digha Near Jurassic Park. Cottage 2R×6 persons @ 200/- p.r.p.d. (CM)→200/- attached bath, dinning & kitchen./Dormi.—2B×1 @ 50/-, 3B×1 @ 70/-, 4B×2 @ 90/- p.r.p.d., 6B×2@ 130/- p.r.p.d. 20 Beds @ 20/-. p.h.p.d. 28 Beds @ 20/- p.h.p.d. (CM) 20/-.

K. M. D. A EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD. : Unnayan Bhavan, Ground Floor, Bidhan Nagar, Kol 91. (C) ☎ 23217984 (L)→**Sonali Lodge**, Sibalaya Road, near Sat Sangha Ashram, (A & R) →4-B×-2R @ Rs 80/- p.r.p.d. (CM) @ Rs. 50/- p r.

REGIONAL PROVIDENT FUND CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. D.K. Block. Sector 2, Bidhan Nagar, Kol 91. (C)→Nandakishor Ghosh. ☎ 2334 7013 (L)→**Ganga International** Rajbari Complex Old Digha (A & R) →4B×2R @ 140/- p.r.p d. (CM) 100/-.

APANJAN HOTELS PRIVATE LTD. : C/o Deys Publishing 13, Bankim Chatterjee, Kol 73. (C) → ☎ 2241 2330/9266 Fax: (033) 22192041 (L) → **Hotel Blue View**, Old Digha (A&R) → Gound floor : North facing 330/-, sea facing 550/-, Dolna (Sea facing 575/-, Gitanjali AC sea facing Deluxe Suite 750/-. 1st floor : North facing 400/-, Sea facing 700/-. Honey Moon sea facing 750/-, Chowringhee AC sea facing Deluxe suite 950/-, AC north facing 600/- Check out 12 noon

BIDHAN NAGAR MUNICIPAL SPORTS ACADEMY. Block FD 415A, Bidhan Nagar (Municipal Bhawan) Kol 106. (C) → ☎ 2334 9540 (L) → 'Opp. Amarabati Lake'. (A&R) 4B×1R@250/- p.r.p.d. with kitchen, 4B×1R@200/- p.r.pd. without kitchen. (CM) 200/- p.r

BIDHAN NAGAR PROJECT (ADMIN. & DEVLOP.) EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LIMITED Sech Bhavan, (Third Floor) Bidhan Nagar Kol-91 (C) → D G Maji/A.K. Roychowdhuri ☎ 2337 4548 (L) → 'Bidhan Nibas' Sibalay. Road Old Digha. (A&R) 4B×2R@110/p.r.p d Kitchen facility.

WEST BENGAL COUNCIL HIGHER SECONDARY EDUCATION EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. Vidyasagar Bhawan. Bidhan Nagar, Kol 91. (C)→Satyabrata Mukherjee/Sabyasachi Gupta. ☎ 2337 4984-87. (L)→**Sea Nibas Rajbari** Complex Old Digha. (A & R) →4B×2R @ 120/-p r p d. (CM) 100/-p.r. (SC) 10/-, attached bath and kitchen.

KOLKATA POLICE ASSOCIATION. 18, Lalbazar Street, Kol-1, (C)→☎ 2214 5000-11. Ext. 5209. (L)→**Chhaya Neer**, Old Digha. (A & R)→4R×3B@110/-p.r.p.d, (CM) 70/- p.r.

STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR EMPL. UNION : N. S. Road Branch, 14, N S. Road, Kol-1 (C)→Ranjit Kar/Ashok Pal ☎ 2220-1188/1189/3364/0529 (L)→**Hotel Prantik**, near DVC House, New Digha, (A & R)→2R×4B @ Rs. 140/- p.r.p.d. (CM) 50/- p.r. (SC) 25/-.

ALLAHABAD BANK RECREATION CLUB. 14, India Exchange Place Kol-1. (C) → Kamal Roy/Ashis Chakraborty ☎ 2220-8375/8377 (L) → **Hotel Pushpuk**, Rajbari Complex, Old Digha (A & R)→ 4R×3+1@150/-p.r.p.d. attached bath.

ALL INDIA ALLAHABAD BANK SC/ST EMP. WELFARE COUNCIL 14, Indi Exchange Place Kol-1. 1st Floor. (C) → ☎ 2210-7595/2220-8375/8377 (Ext. 144) (L) · **Saikat Sree** near Amarabati Park (A & R) → 2+1@200/- p.r.p.d. with kitchen, generatc & CTV.

ALL INDIA ALLAHABAD BANK OFFICERS' FEDERATION 14, India Exchang Place Kol-1. 1st Floor. (C) → ☎ 2221-2623 (L) → **Hotel Pushpuk**, Rajbari Complex,Ol Digha, (A & R) → 2R×3+1@150/- p.r.p.d. with bath.

THE INCOME TAX SPORTS & RECREATION CLUB (W.B.) : P-13, Chowringhe Square, Kol-13. 1st floor (C)→Secratery ☎ 2248-2361-67 (Ext. 1601) (L)→**Hote Shuvosree**, Shibalaya Road, Old Digha (A&R)→2R×4H @ Rs. 110/- p.r.p.d.

WEST BENGAL INCOME TAX SPORTS & AMUSEMENT CLUB P-13 Chowringee Square, Kol 69, (C)→Debasis Dey Munshi, ☎ 2248 2371/8213, Ext.-602 Ground Floor, 'Aayakar Bhawan Annexe.' Booking Time 1.30-3.30 P.M. (L)→**Hote Ajanta** near Rajbari Compound, Old Digha (A & R)→3+1×2R@120/-, p.r.p.d. withou Kitchen. 3+1×1R@150/-, p.r.p.d. with kitchen.

THE COMMERCIAL TAXES DIRECTORATE EMPLOYEES' CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. Sale Tax Building, 14, Beleghata Main Road, Kol 15. (C)→Aditya Shaoo ☎ 22516784. Ext.-543, (L)→'Beside S.B.I. Old Digha (A&R)→3B×2R@80/-, p.r.p.d. (CM) 50/- p.r. attached kitchen & bath.

KOLKATA TELEPHONES RECREATION CLUB (CENTRE UNIT), 120. Lenin Sarani, Kol 13, 2nd Floor (C)→Dipak Mukherjee. ☎ 2245 7009/0502. (L)→**Hotel Puspak** Rajbari Complex, Old Digha. One minute from sea beach. (A & R)→3+1×2R@110/-, p.r.p.d. (CM) 100/- p.r. kitchen, gas, generator facility.

ANDHRA BANK EMPLOYEES' ASSOCIATION (WEST BENGAL) : 14/1B. Ezra St. Kol-1 (C)→Sudarshan Ghosh/Ajoy Ghosh ☎ 2235-0352/7793/9830570330 (L)→**Prantik**, Near DVC House, New Digha, (A&R)→2R×4B @ Rs. 230/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 50/- p.r. colour TV. with furnished room.

THE BORAL UNION CO-OPP. BANK LTD. Garia Branch, Garia, Kol- 84 / Boral 24 Parganas, (South) (C)→ ☎ Graia Br. (Kallol Kanti Ghosh) : 2435 6473 // H.O.: 2410 1173, (L)→Old Digha near, Ajanta Hotel, (A & R) → 2R @ 100/-, 1R @ 70/-, p.r.p.d. (CM) 50/-.

MADHYAMGRAM MUNICIPAL. Madhyamgram, Kol-700 129 (C) → Sudip Mitra. ☎ 2538 2664/0203 (L)→Near P. S. Old Digha (A & R)→4R×3B@110/-, p.r.p.d. (CM) 50/-. p.r.

NEW BARRACKPORE MUNICIPAL. New Barrackpore, Kol-700 131, (C)→Manab Bhattacherjee ☎ 2537 5408, (L)→Near P. S. Old Digha (A & R)→4R×3B@100/-, p.r.p.d. (CM) 50/-. p.r.

THE KOLKATA PORT TRUST EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 15 Strand Road, Kol 1, (C)→Gitali Mukherjee ☎ 2220 3451, Ext. 294, 296 (L)→**Shasmal Bhavan** Barrister Colony beside Hotel Hoste Old Digha (A & R)→2R×4B@75/-, p.r.p.d. (CM) 100/-. p.r.

INDIAN OVERSEAS BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LIMITED P-35 India Exchange Place Kol 1 (C) → Bijan Das/Tapas Roy ☎ 2225-7469. (L) → **Hotel Priyadarshini** New Digha → (A & R) 3R×4B @ 150/- p.r.p.d.

JADAVPUR UNIVERSITY EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : Jadavpur University Campus, Aurobindo Bhavan, Kol-32, (C)→☎ 2414-6441 12 P.M.-1 P.M. (L)→**P.C.V. Mallick Memorial Holiday Home'**. Raj Bari Complex, Old Digha (A&R)→6R×4B @ 150/- p.r.p.d (CM)→50/-S.C. 20/-.

KAMARHATTI MUNICIPAL EMPLOYEES WELFARE SOCIETY 1, M.M. Feeder Road, Kol - 56, (C)→Samir Bose ☎ 2564-9580. (L)→**Hotel Santi Nivas, Old** Digha (A & R)→ 1R×4P@100/- / 2R×3P @ 100/- p.r.p.d. without kitchen 2R×5P @ 125/- p.r.p.d with kitchen (CM) 100/- p.r.

SOUTH BENGAL STATE TRANSPORT CORPORATION EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 5/5 B.T. Road, Kol - 56, (Belghoria Depot.) (C)→☎ 2564 5340. (L)→**Rai Lodge**, Old Digha, (A & R)→ 2R×4B@135/-, kitchen facility. / 2R×4B @ 125/- p.r.p.d., (CM) 100/- p.r.

PANTHAVILLA HOLIDAY HOME EX-EMPLOYEES OF STANDARD CHARTERED BANK Vaishno Chambers, 6, Brabourn Road, Kol -1, Room No B-001A (Basement) (C)→Manab Dutta/Sankar Das/Sunil Dey/Samir Pal. ☎ 2234 1297 Ext. 22, (L)→**Chowdhury Lodge, / Sananda Lodge**, near tourist Lodge, Old Digha, **Gulmohor Lodge** New Digha (A&R) → @ 150/- – 225/- p.r.p.d. colour TV, generator & Music Channel available.

RAILWAY INSURANCE CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 4 Chittaranjan Avenue, Kol-72 3rd floor (C)→☎ 2212 4910 / 243 5183, (L)→**Hotel Prantik**, New Digha opp. Amarabati (A & R) → 2R × 4B @ 120/-, p.r.p.d. (CM) 50/- p.r.

THE BENGAL SECRETERIATE CO-OPP. SOCIETY LTD. Mahakaran Block 5, 1st floor, Kol- 1 (C)→ ☎ 2214 - 4009 (L)→**Sonali Lodge**, Old Digha, (A & R) → 2R×4B @ 100/- p.r.p.d / **Subhashini Bhavan** (Mancha Bharati Forest Bunglow) Old Digha (A & R) → 2R×4B @ 150/- p.r.p.d. (CM) 100/- p.r.

NABAGRAM PEOPLES' CO-OPP. CREDIT BANK LTD. 11, Vivekananda Road, Nabagram, Hoogly. Pin Code 712246 (C)→ ☎ 2673 0919 (L)→**Sea Nibas, Hotel Samudra Raja**, Old Digha (A & R) → 2R×4B @ 120/- p.r.p.d. with kitchen. 1R×4B @ 100/- p.r.p.d. without kitchen.

METRO RAILWAY RECREATION CLUB. 33/1 Jawaharlal Nehru Rd. (2nd floor) Kol-71. (C)→Subir Dutta/Ahiranjan Ghosh (Personnel Branch) ☎ 2245 7348 Ext. 55051). (L)→**Subhodeep Lodge** Sibalaya Rd. near Adminstrative Office. Old Digha (A & R) Ground Floor 4B×4R @ 150/-, 1st Floor 4B×4R @ 200/- p.r.p.d. attach bath & kitchen, 24 hours generator.

TEA BOARD HOLIDAY HOME COMMITTEE : 14, B. T. M. Sarani, Kol-1. (C)→Prabir Das Roy ☎ 2235-1411 (8 lines) (L)→**Sea Nivas**, near Samudra Raja, Rajbari Complex, Old Digha (A & R) → 4B×4R @ Rs. 140/- p.r.p.d. (CM)→ Rs. 100/- p.r.

STEEL AUTHORITY OF INDIA EMPLOYEES' CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 52/1A, Promothesh Barua Sarani, Kol-19. (C)→ ☎ 2461-4022/33. Fax: (033) 2461-4072 E-mailsailcoop@vsnl.com Website: sailcooperativecredit.com (L)→**Ispat Samabaya Bhavan**, Plot No. 8, Holiday Home Sector, near Science Museum, New Digha. (A & R) → 5R×4P @ Rs. 175/- p.r.p.d. (CM)→ Rs 100/- p.r.

SYNDICATE BANK STAFF RECREATION CLUB : 3B Lalbazar Street, Kol Central Accounts Office 3rd floor (C) → Gopal Dutta/Supriyo Ghosh, ☎ 2248-6055. (L) · Sibalaya Road, beside Satyabhanu Hotel → (A & R) 2R×3B @ 80 /-, 1R×4B @ 90/- p.r.p. (CM) 50/- p.r. (SC) 20/-p r

THE INDIAN BANK EMPLOYEE CO-OPP. CREDIT SOCIETY LIMITED : 3, R.N. Mukherjee Road, Kol 1. 5th floor (C) → ☎ 2248-7903. (L) → **Prantik**, near DV House, New Digha → (A & R) 2R×4B @ 120 /-, p.r.p.d.

Hotel Cafeteria (Lodge) Old Digha → (A & R) 10R×DB @ 250/- – 400/-. Kolkat Booking Office, 135, Princep Street, Kol 72. (C) → S. Mullick ☎ 22362492.

BANK OF INDIA EMP. CO-OPP. CREDIT SOCIETY LIMITED : 23A-B, N. S Road, Kol 1. Mazzanine floor (C) → ☎ 2220-2301. (Ext. 217) (L) → **Hotel Pushpuk**, nea Rajbari Complex → (A & R) 4R×4B @ 100/- – 120/-, p.r.p.d. attached bath, TV, Musi channel.

THE KOLKATA METROPOLITAN WATER & SANITATION AUTHORITY STAFF CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 32, B B.D. Bag (South) Kol-1 (C) → ☎ 2248-2346-47 (Ext. 211) (L) → **Sayantani**, 2nd floor, Sibalay Road, near Annapurna Resort & Lodge → (A & R) 2R×4B @ 125/-p.r.p.d (CM) 50/- p.r. (SC) 25/- only 7 days.

GARDEN REACH SHIP BUILDERS' & ENGINEERS EMPLOYEES CO.-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 43/46, Garden Reach Road Kol-24. (C)→☎ 24698100-8113 (L) → **Old Digha**. (A & R)→@85/- p.r.p.d.

GARDEN REACH SHIP BUILDERS' & ENGINEERS STAFF CO.-OPP. SOCIETY LTD. 43/46, Garden Reach Road Kol-24. (C)→☎ 24698100-8113 (L) → **Samudra Kanya**, near Asha Priyadarshani Hotel New Digha. (A & R)→@120/- p.r.p.d.

DELHI

UCO. BANK STAFF REC. CLUB. (H.O.) : 10, B. T. M Sarani. Kol-1, 2nd floor, Govt. Acct. Cell (C)→Ashis Pal ☎ 2225-4120-29 (Ext. 222).

UCO. BANK OFFICERS CONGRESS. : 16A, Brabourne Rd. (3rd Floor) Kol. (C)→Narayan Ch. Biswas ☎ 2235-1778. (A & R)→2Br @ Rs. 150/- 4BR @ Rs. 200/ - (CM)→Rs. 30/- p.r.

U. B. I. EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT. SOC. LTD. : 4, N. C. Dutta Sarani (5th floor) Kol-1. (C)→Secretary, ☎ 2220-0841. (L)→**Banerjee Lodge**, Block-9, Lane-3, Karolbagh. (Near Khalsa College) (A & R)→4-B×3-R @ Rs. 150/- p.r.p.d. 1-B×1-R @ 100/- p.d. (CM)→Rs. 50/- p r.

UNION BANK EMPLOYEES' CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 15, India Exchange Place, Kol-1. (C)→Rajat Kumar Das ☎ 22206867-6868/2701-02. (L)→**Hotel Nancy**, Ramnagar, near railway station. (A & R)→2R×3+1 @ Rs. 250/- (CM) 50/- attached bath, geyser, air cooler, CTV.

INDIAN OVERSEAS BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT. SOCIETY LTD. : P-35, India Exchange Place. Kol-1. (C)→Bijan Das/Tapas Roy ☎ 2225-7469. (L)→**Banerjee Lodge**, Karolbagh. (near Khalsa College) (A & R)→2R×3H@Rs. 230/- p.r.p.d

DEHRADUN

UCO BANK STAFF RECREATION CLUB. 10, B. T. M Sarani, Kol-1. (C) → Susanta Chakraborty ☎ 22254120-29 (Ext. 222).

DEOGHAR

U. B. I. KOLKATA BRANCH EMPLOYEES' HOLIDAY HOME & MEDICAL AND SOCIETY. : C/o United Bank of India, Kolkata Branch, 4, N. S. Rd. Kol-1 (C)→☎ 2220-1611 (10 lines), (L)→near 'Kunda More' 2 Km. from Rly. St. (A & R) →4-Bx-R Room No. 1. @ Rs 100/- p.r.p.d. Room No. 2 & 3 @ Rs. 80/- p.r.p.d (CM) @ Rs. 25/- p.r. (SC)→@ rs. 5/- p.r.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION EMPLOYEES SANATARIUM SOCIETY. : 5, S. N. Banerjee Road, Kol-13, Health Dept. 1st floor (C)→Sourja Kr. Banerjee (L)→**Belabagan,** Srikanta Rd., Deoghar on the tilla. (A &R)→4Bx6R @ 60/- p.r.p.d. (CM)→100/- attached bath & kitchen.

KOLKATA TRAM CO. ENG. REC. CLUB : 183 A. J. C. Bose Road, Kol-14. (C)→☎ 2284 2317 (L)→Pari Kunja, Barmashiya Town, Nandan Pahar More (A & R) →4-Bx2-R @ Rs. 50/- (CM) 25/-, S.C. 10/-, Booking before 90 days.

THE INCOME TAX SPORTS & RECREATION CLUB P-13, Chowringee Square. Kol 69, (C)→Secretary ☎ 2248 2661-63, Ext.-1601, 1st Floor, Aayakar Bhawan Annexe Booking Time 1.30-2.30 PM (L)→**Sri Astik Prasad Sah,** Asha Ram Keshan Rd. Castair's Town opp. Bajrangbali Mandir (A & R)→ 4Hx1R@110/-, 4Hx1R@ 110/- p.r.p d (CM)→50/ p.r. kitchen facility. Booking available September to February

GALUDI

ALAHABAD BANK WORKERS' UNION. :14, Indian Exchange Place (3rd Floor), Kol-1 (C) → ☎ 2220 8376 (L)→**Monobitan**, Near Galudi Railway Station. (A&R) → 4 Bed × 2 Room @ 90/- p.r p.d. , 3 Bed × 1 Room @ 65/- p r.p d

GANGTOK

UNITED BANK OF INDIA STAFF WELFARE SOCIETY, GARIA BRANCH. P/123, Raja S. C. Mullick Road, Garia Kol 84. (C)→Niharkanti Mondal/Susanta Chakraborty/☎ 2430 4144/98305-39421 (L)→**Hotel Tashi Thondup**, Namnang Road, (Near Star Cinema Hall) Gangtok, (A & R)→@300/-p.r p.d. geyser facility.

UNITED BANK OF INDIA STAFF WELFARE SOCIETY, GARIAHAT BRANCH. 26 & 26/7 Hindusthan Park Kol 29. (C)→Ranjan Sengupta/Chandidas Halder/Tarunkanti Kundu/Amit Roy ☎ 2464 3392 (L)→**Hotel Medhavi** near S.N.T Bus Stand (A & R)→3B×4R @ 300/-p.r.p.d. with geyser facility.

UBI EMPLOYEES ASSOCIATION (H.O.UNIT) : 16, Old Court House Street Kol-1. (C) → D. Malakar/N. G. Das/S.Pal ☎ 2248-7471 (L) → **Hotel Kabery** Baluakhali → (A & R)→5+1×2 @ 250 /-, 4+1×1 @ 200/-, 3+1×1 @ 180/-3+1×1, @ 170/- p.r.p.d. (CM) 50/-.

TOURIST CENTRE Tetulberia, Garia Station Road, Kol 84. (C)→☎ 2432 2421/98305-39421.

SIEMENS EMPLOYEES' CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 43, Santi Pall Kol-42. (C)→Rajat Chakraborty ☎ 2444-9000/9030/9032. (Ext. 9032) (L) → **Hot Dhewachen,** N.H.Way, opp. private bus stand (A & R)→2R+4H@300/- p.r.p.d. Vie Room, geyser, carpet, CTV.

UBI EMPLOYEES ASSOCIATION (Royal Exchange Branch) : 10, N.S. Road, Ko 1. (C) → M.Poddar/Rabin Sen ☎ 2243-9967, 2220-7652/7655 (L) → **Hotel Paxum In** M. G. Road → 2R×4H @ 200/- p.r.p.d. Attached bath, geyser, TV.

THE INCOME TAX SPORTS & RECREATION CLUB P-13, Chowringee Squar Kol 69, (C)→Secretary, ☎ 2248 2661-63, Ext.-1601, 1st Floor, Aayakar Bhawa Annexe.' Booking Time 1.30-2.30 P.M. (L)→**Hotel Oasis** P.N G. School Road, nea S.N.T. Bus stand, (A & R)→ 4B×2R@190/-, 6B×1R@220/- p.r.p.d. (CM)→50/ p.r.

THE INSTITUTE OF COST & WORKS ACOUNTS EMPLOYEES CO-OPERA TIVE CREDIT SOCIETY LTD. : 12, Sudder Street, Kol-16. (C) →☎ 2244-1031/34 (L) → **Hotel Panda International,** Near Private Bus Stand. (A&R) → 3 Bed×1 Room @ 180/- p.r.p.d.; 5 Bed ×1 Room @ 220/- p.r.p.d.

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY BOARD SPORTS & CULTURAL COUNCIL VIDYUT BHAVAN, Salt Lake, Kol-91. (C) → ☎ 2358 5292-95 (L) New Central Hotel, Near Telephone Exchange. (A&R) → 3 Bed × 4 Room @ 120/- p.r.p.d.

THE INDIAN BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 3/1 R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kol-1. (C) → ☎ 2248 7903 (L) → **Subhas Lodge**, Near Star Cinema (A&R) → 4B×3R @ 200/- p.r.p.d. with geyser.

COAL MINES AUTHORITY EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREIDT SOCIETY LTD. : 13, R. N. Mukherjee Road, Kol-1 (C) → ☎ 2248 6265-68. (L) → **Hotel Windsor**; Development Area. (A&R) → 3+1 Bed × 2 Room @ 180/- p.r.p.d.; 4+1 Bed × 1 Room @ 200/- p.r.p.d.

LIFE INSURANCE EMPLOYEES UNIT NEW INDIA CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. . 7 Chowringhee Road, Kol-13. (C) → Secretary (L) → **Hotel Silver Fir**, Near Sikkim Tourist Office (A&R) → 5 Bed × 2 Room @ 200/- p.r.p.d.

HOWRAH MUNICIPAL CORPORATION RECREATION CLUB. 4 Mahatma Gandhi Rd., Howrah-1 (C) → Swapan Kr. Ghosh ☎ 2660-3211-13 (L) → **Hotel Oasis**, near S.N.T. Bus Stand. (A & R) → 2R × 4B @ 200 p.r.p.d.

UCO BANK STAFF CLUB. : 10 B.T.M. Sarani, Kol-1, 1st Floor, (C) → Mr. Subhamay Bose/Achinta Kr. Dutta ☎ 2225-4120-29. (Ext. 222) (L) → **Hotel Siver Fir**, lower Kanji Road, near M.G. Marg. (A&R) → @ 230/-p.r.p.d. (SC) → 20/-.

UCO BANK STAFF CLUB. : 12, Old Court House Street, Kol-1 (C)→Sanjeeb Mukherjee, 1st Floor ☎ 2220-8817-18. (Ext. 25) (L)→**Quality Lodge**, Deorati Bazar, National Highway opp. P.N.B. (A & R)→@ 225/-p.r.p.d.

UCO BANK REGIONAL OFFICE : 31 B.B.D. Bag, Kol-1, Hong Kong House, 1st Floor. (C) → Durgapada Samanta ☎ 2248-2996/2242-0525/2210-0298. (L) → **Hotel Heritage**, Tibet Road (A&R) → @ 230/-.

UCO BANK RECREATION CLUB. : 2 India Exchange Place, Kol-1 (C) → Tapas Banerjee ☎ 2220-3383-86. (L) → **Hotel Tashi Thondup**, Namnang Road, near Star Cinema Hall (A&R) → 1R×5+1 @ 300/-, 2R×3+1 @ 250/- p.r.p.d.

UCO BANK STAFF RECREATION CLUB. : 10 B. T. M. Sarani, Kol-1 (C) → Sandip Chatterjee, Deposit Dept. ☎ 2225-4120-29. (Ext. 206)

UCO BANK OFFICERS' CONGRESS : 16A, Brabourne Road, Kol-1, 3rd floor (C) → Narayan Ch. Biswas ☎ 2235-1778. (L) → **Hotel Sonar Tari**, National Highway (A&R) → 5R×3B @ 300/- (CM) → 30/-, (SC)→10/- attached bath with geyser.

CALCUTTA STATE TRANSPORT CORPORATION EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : 45, Ganesh Chandra Avenue, Kol 13. ☎ 2237 1212 Extn. 217 (L) → **Hotel Venus**, National Highway below High Court, Gangtok. (A&R) → 3 persons @ 170/-, 4 persons @ 150/-, per fooding lodging per head (CM) → 20/-, (SC)→10%.

CTC EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : 12, R. N. Mukherjee Road, Kol 1, ☎ 2248 2681 4 Lines (L)→**Kolkata Lodge** (formarly Indrakahal Lodge Near SNT Bus Stand) (A&R) → DB × 2, 3B× 4, 4B× 2, @ 250/- p r.p.d. (CM) 100/- attached bath, hot water and geyser.

UNION BANK EXPLOYEES' CO-OPP SOCIETY LTD. : 15, India Exchange Place, Kol-1. (C)→Rajatkumar Das ☎ 2220-6867/68/2701/02. (L)→ **Rajasthan Lodge** , M.G. Marg near Star Cinema, (A&R) → 4R×4B@ Rs. 180/- (CM) 50/-attached bath, geyser. CTv

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY BOARD SPORTS AND CULTURAL COUNCIL. Bidyut Bhawan. (Tenth Floor) Sector 2. Bidhan Nagar. Kol 91. (C)→Arobindo Chakraborty/Pradip Chakraborty. ☎ 2359 1930-39 Extn. 566. 389. (L)→**Hotel Potala**. Near Bus stand. (A & R) →4-R×DB@140/- p.r.p.d. (CM) 50/-p.r Geezer facility.

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY BOARD SPORTS AND CULTURAL COUNCIL. Bidyut Bhawan. (Tenth Floor) Sector 2, Bidhan Nagar, Kol 91. (C)→Arobindo Chakraborty/Pradip Chakraborty. ☎ 2359 1930-39. Extn. 566, 389. (L)→**Hotel Potala**. Near Bus stand. (A & R) →4-R×DB@140/- p.r.p.d. (CM) 50/-p.r. Geezer facility.

UBI STAFF RECREATION CLUB : Sradhananda Park Branch, 26 Raja Rammohan Sarani, Kol-9. (C) → Asis Sarkar, ☎ 2350-3969 (L) → **Kabu Inn** Upper Tibbet Road. (A&R)→2R @ Rs 225/- p.h.p.d., 3R @ Rs. 200/- p.h.p.d., 4R @ 180/- p.h.p.d. Rates including Fooding and Lodging. 24 hours hot water available.

RESERVE BANK OF INDIA WORKERS' CO-OPP CREDIT SOCIETY LTD : 15. Netaji Subhas Road, Kol-1. (C)→Pradip Pal. PMC Department (Fourth Floor). ☎ 2220 8331, (Ext. 6459). (L)→ **Hotel Tashi Thondup**, Namnang Road, (Near Star Cinema Hall) Gangtok. (A & R)→4+1B×1R @ 200/-, 3+1B×2R @ 180/-p.r.p.d. Geyser facility.

RESERVE BANK OF INDIA SUPERVISORY (OFFICERS' STAFF CO-OPP. CREDIT SOCITY LTD) : 15, Netaji Subhas Road. Kol-1. (C)→Saroj Kumar Chatterjee. ☎ 22208331 (Ext. 6681). (L)→ **Hotel Tashi Thondup**, Namnang Road, (Near Star Cinema Hall) Gangtok. (A & R)→3+1×2R @ 160/-p.r.p.d., Geyser facility.

STATE BANK OF INDIA RECRE. CLUB Behala Branch, Near Tram Depot (C)→ Pranab Banerjee/Ajit Saha. ☎ 24681430/0568 (L)→ **Hotel Tashi Thondup**, Namnang Road, (near Star Cinema Hall) Gangtok. (A & R)→3+1B×2R @ 250/-. Geyser facility.

ALLAHABAD BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 14 India Exchange Place. Kol-1, Ground Floor, Kolkata Main Branch, (C)→A. K. Dey/S. Ghosh/ S. Chakraborty/K. Das. ☎ 2242-0559, 2220-8375/8377 (A & R)→ 8R×3+1@240/-, 1R×3+1@260/-, 1R×6H@350/- p.r.p.d. attached bath & hot water. TV facility.

ALL INDIA ALLAHABAD BANK SC/ST EMPLOYEES WELFARE COUNCIL. 14 India Exchange Place. Kol-1, 1st Floor, Kolkata Main Branch, (C)→ ☎ 2210-7595, 2220-8375/8377 (Ext 144). (L)→ **Dhunker Lodge** near Sib Mandir N.H.Way.(A & R)→ 3B@280/-, 4B@325/- p.r.p.d.

BANK OF BARODA EMPLOYEES' ASSO. (W.B.) : 4, India Exchange Place. Kol-1 (C)→Anjan Roy, ☎ 2220-6076-78. (L)→**Hotel Mount Pleasent**, Development Area (A&R)→4-B×2R@Rs. 170/-, 4-B×2R@Rs. 200/- p r.p.d. (CM)→Rs 50/- p r.

STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR EMPL. UNION : N S. Road Branch. 14, N. S. Road, Kol-1 (C)→Ranjit Kar/Ashok Pal ☎ 2220-1188 1189/3364/0529 (L)→**Hotel Trident**, Near SNT Bus Stand (A & R)→4R×4B-R@Rs. 250/- p r p.d

SBI STAFF ASSOCIATION CO-OPP. BANK LTD. 13 Cruked Lane, Kol-69 (C)→Prasanta Banerjee/Molay Bagchi ☎ 2210 7919 (L)→**Hotel Regent** near bus stand (A & R)→2R×4B @ 250/- p r p.d (CM)→@ Rs 100/- p r.

ANDHRA BANK EMPLOYEES' CO-OPP. CREDIT• SOCIETY LTD. (KOLKATA) : 14/1B Ezra St Kol-1 (C)→Sudarshan Ghosh Ajoy Ghosh ☎ 2235-0352/7793/9830570330 (L)→**Hotel Canaan**, Kazi Road, near Assembly House. 3 rooms, all are Kanchanjunga facing (A&R)→1 Suit 2R×5B@ Rs 325/-, 1 Suit 2R×4B@ Rs 300/- p.r p d, 1R×3B@ Rs 275/-p r p d. attached bath with TV, wall to wall carpet, with geyser, 1R×5B@ Rs 250/-, 1R×2B @ 100/-, common bath with geyser (CM)→@ Rs. 50/- p r.

KAMARHATI MUNICIPAL EMPLOYEES WELFARE SOCIETY : 1 M M. Feeder Road Kol-56 (C)→Samir Bose, ☎ 2564 9580 (L)→**Dhumgkar Lodge**, Pani House, National Highway (A & R)→2R×4P@ Rs. 250/-, p.r p.d. (CM)→@ Rs. 100/- with geyser

PANTHAVILLA HOLIDAY HOME EX. EMPLOYEES OF STANDERD CHARTERD BANK : 6 Brabourn Road. Kol-1. basement R. No. B-001A (C)→Manab Dutta/Sankar Das/Sunil Dey/Samir Pal ☎ 2234 1297 Ext. 22 (L)→**Hotel Tsholhamu/ Hotel Medhabi**, opp. C.P W.D Office. Baluakhani (A & R)→Room Rent @ 250/- — 450/- attached bath with geyser, TV.

RAILWAY INSURANCE CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 4 Chittaranjan Avenue, Kol-72 3rd floor (C)→☎ 2212 4910 / 2243 5183, (L)→**Madhuban**, (A & R) → 2R × 4B @ 250/-p.r.p.d. (CM) 100/- p.r.

THE WEST DALHOUSIE CO-OPP. SOCIETY LTD. 5, Netaji Subhas Road, Kol-1, (Royal Building 2nd floor) (C)→ ☎ 2220 9211/12 (L)→**Hotel Kabur,** Bus Stand (A & R) → 8R×2+1B @ 325/-, 3+1 @ 375/- p.r.p.d. (CM) 100/-p.r.

NABAGRAM PEOPLES' CO-OPP. CREDIT BANK LTD. 11, Vivekananda Road, Nabagram, Hoogly. Pin Code 712246 (C)→ ☎ 2673 0919 (L)→**Hotel Silver Fir,** Lower Kazi Road (A & R) → 2R×4B @ 190/- p.r.p.d. (CM.) 50/ p.r.

BANK OF MAHARASTRA EMPLOYEES' UNION. 3 Netaji Subhash Road, Kol-1. (C)→ Debasish Chowdhury / Nirmal Mukherjee ☎ 2243 5996/248 4837 (L)→**Hotel Windsor,** Development Area Near Sangram Bhavan opp. Dafodif School (A & R) → Suit Room @ 300/-, @ 200/- p.r.p.d.

P. D. C. L. RECREATION CLUB 1 Kiron Sankar Roy Road, Kol-1, New Secrateriet Building, 6th floor Block A (C)→ Tapan Deb Barman/Aloke Sinha. ☎ 2248 2024/12 (L)→**Hotel Kavery** Baluakhani. opp. C.P.W.D. (A & R) → 1R × 3P @ 200/-, 1R × 4P @ 225/- p.r p d (CM) 100/- p r.

COMMERCIAL INTELIGENCE & STATISTICS EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 1 Counsil House Street, Kol-1, (C)→ Samar Ghosh/Tapan Roy Ph. 248 3111 4 Lines, Ext. No. 277/283 (L)→**Kabur Inn Lodge,** Table Road/**Hotel Top** 31A National Highway (A & R) → Deluxe DB @ 400/-, TB @ 500/-, FB @ 600/ - p.r.p d. Semi Deluxe DB @ 300/-, TB @ 350/-, FB @ 400/- p r p.d.

PUNJAB & SINDH BANK EMPLOYEES' UNION (WB) IBD Branch, Kol-1, (C)→ Diptiman Sengupta/Debabrata Mondal ☎ 2248 2276/243 5183 (L)→**Hotel Camalia Lodge,** Near SNT Bus Stand (A & R) → 2R×4P @ 250/-, p r p.d. (off Season @ 200/-)

SYNDICATE BANK STAFF RECREATION CLUB. Central Accounts Office, 3B Lalbazar Street Kol - 1 3rd Floor (C)→ Gopal Dutta/Supriyo Ghosh ☎ 2248 6055 (L)→**Hotel Woodland,** Near Bus Stand (A & R) → 3R×3B @ 160/- 1R×4B 200/- p.r.p.d. (CM.) 50/ p r Service Charge 20/-.

MIRA TOURIST CENTRE : Block-H, Plot No. 141, Baishnabghata-Patuli Township, Kol-94 Near Patuli P.S. (C)→Goutam Majumder.

THE KOLKATA PORT TRUST EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 15 Strand Road, Kol 1, (C)→Gitali Mukherjee ☎ 2220 3451, Ext. 294, 296 (L)→**Hotel Millinium Inn**, Diesel Power House (A & R)→2R×4B@250/-, p.r.p.d. (CM) 100/-.p.r. with Geyser, TV, Carpet.

INDIAN OVERSEAS BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LIMITED P-35 India Exchange Place Kol 1 (C) → Bijan Das/Tapas Roy ☎ 2225-7469 (L) → **Uma Lodge** SNT Bus Stand → (A & R) 4B×4R @ 175/- p r p d. (CM) 100/-.p.r. with geyser.

TEA BOARD HOLIDAY HOME COMMITTEE : 14, B. T. M. Sarani, Kol-1. (C)→ ☎ 2235-1411 (8 lines) (L)→**Hotel Heritage,** Tibet Road, near Mall (A & R) → 2R×4B @ Rs. 200/- p.r.p.d. (CM)→ Rs 100/- p.r

STEEL AUTHORITY OF INDIA EMPLOYEES' CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 52/1A, Promothesh Barua Sarani, Kol-19. 5th Floor (C)→ ☎ 2461-4022/33. Fax: (033) 2461-4072 E-mailsailcoop@vsnl.com Website sailcooperativecredit.com (L)→ **Hotel Narmada,** 31/A N. S. High Way, Baluakhani Near Hotel Cauvery (A & R) → 1&2R×3P @ Rs. 250/- p.r.p.d. (CM)→ Rs. 150/- p.r.

MOTHER DAIRY EMP. CO-OPP. & TECHNICAL STAFF WELFARE SOCIETY : P-129 Block A, Banaphool Sarani, Lake Town Kol-89. 1st Floor (C)→ Bikash Roy ☎ 2521-5974-75 (HO). (L)→ **Rajasthan Lodge**, near Star Cinema, M.G. Marg. (A & R) → 1R&4B@Rs. 180/- - 200/-, 1R×4B 200/- –230/- p.r.p.d. (CM)→ Rs. 100/- p.r.

GARDEN REACH SHIP BUILDERS' & ENGINEERS STAFF CO.-OPP. SOCIETY LTD. 43/46, Garden Reach Road Kol-24. (C)→☎ 24698100-8113 (A&R)→@220/- p.r.p.d.

GHATSHILA

BANK OF BARODA, BRABOURNE ROAD BRANCH : 1 Brabourne Road, Kol (C)→ The Secretary ☎ 2225-4553 (3 lines), (L) Sumati Blvavan, Near. Ghatshila P.O. (A & R) →3–B × 2 – R → Rs. 40/- p r.p.d. (SC)→ Rs.100/- p.r. for 7 days.

UCO BANK STAFF CLUB : 10, B. T. M. Sarani, Kol-1, Deposite Ground Floor (C)→ Debashis Banerjee/Binay Kar ☎ 2225 4120-29/4041 (Ext 206, 236, 237) (L)→ **(1) Anandam**, opp. Raj Estate, football ground. (A & R) → @ 120/- - 175/- p.r.p.d., **(2) Jyoti Palace**, near Hanuman Mandir (A & R) → @ 160/- (SC)→ 20/-.

UCO BANK STAFF RECREATION CLUB. : 10 B. T. M. Sarani, Kol-1, (C) → Sankar Dey, Staff Dept. ☎ 2225-4120-29 (Ext. 228, 413)

UCO BANK OFFICERS' CONGRESS : 16A. Brabourne Road, Kol-1, 3rd floor (C) → Narayan Ch. Biswas ☎ 2235-1778. (L) → Near Station (A&R) → 4R×3P @ 150/-, 2R×4P @ 190/- p.r.p.d. (CM) → 30/-, (SC)→10/-

U.B.I. EMPLO. CO-OPP CREDIT SOCIETY LTD. : 4, N.C. Dutta Sarani, 5th Floor, Kol-1 (C)→ ☎ 2220-0841. The Secretary (L)→ **Maya Lodge**, Near Rly. Station. Post office. 2-R×4 Person Rs. 120/- p.d.

UBI EMPLOYEES ASSOCIATION (Royal Exchange Branch) : 10, N.S. Road, Kol-1. (C) → M.Poddar/Rabin Sen ☎ 2243-9967, 2220-7652/7655 (L) → Main Road, Ram Mandir Chawk, near Rail Station → 4H @ 150/-, 6H @ 200/- p.r.p.d. Attached bath, kitchen, Gas, TV.

THE MARKENTILE CO-OPP CREDIT SOCIETY LTD. : 23/44 Diamond Harbour Rd. Kol-53. (Taratala) (C)→☎ 2478-4157. (L)→ **Bibhuti Bhushan Sanskriti Bhavan**. Near Phuldungri 2-R×4 Person. Rs. 90/-p.d. (CM) 40/-.

UBI EMPLOYEES ASSOCIATION : 10 Netaji Subhash road, Kol-1, (C)→☎ 2220-7652. (L)→**Sova Bhavan**, Near Ghatshila Railway Cabin (A&R)→4B×3R @ 100/-p.r.p.d. (CM)→100/- p.r.

SYNDICATE BANK STAFF RECREATION CLUB HOLIDAY HOME : 3B, Lal Bazar St. Kol-1. (C)→☎ 2248-6055. (L)→**Bibhuti Bhushan Smriti** (Pather Panchali Panthanibas) 3–R attached bath. @ 90/- p.d. (CM)→30/- (SC)→5/-.

ALLAHABAD BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 14 India Exchange Place. Kol-1, Ground Floor, Kolkata Main Branch, (C)→A. K. Dey/S. Ghosh/ S. Chakraborty/K. Das. ☎ 2242-0559/2220-8375-77. (A & R)→1 Suit×6H@220/-, 1 Suit×4H @ 180/-, attached bath, kitchen & varanda.

UBI LALBAZAR BRANCH 3B Lalbazar Street, Kol-1 (C)→Prabir Bardhan ☎ 2220 6065 (L)→**Hotel Windsor** Near Bus Stand (A & R)→4R×8B@250/- p.r.p.d.

PANTHAVILLA HOLIDAY HOME EX-EMPLOYEES OF STANDARD CHARTERD BANK : 6 Braboum Road. Kol 1 Room No B-001A basement (C) → Manab Dutta/Sankar Das/Sunil Dey/Samir Pal, ☎ 2234-1297. Ext. 22. (L) → **Abhijatrik**, Apur Path, Matri Dham, Dahigora → (A & R) @150 /- - 250/- attached bath and kitchen.

GOA

UCO BANK STAFF CLUB : Martin Burn Building. Lalbazar, Kol-1. 3rd Floor, (C) → Goutam Sil, ☎ 2248 0297 (L) → **'Hotel Manvins'**. Above Panjim Municipal Square. (A & R) → @ 350/- p.r.p.d.

PEERLESS HOLIDAY HOME COMMITTEE : 3 Esplanade East. Kol-69. ☎ 2248-3247. Time 11 am – 1 pm. Joint convenor. (L)→ **'Peerless Holiday Home' / 'Hotel Ameya'**, M S. Rd. Extension. Opposite St. Inez Church, Panjai. (AR)→ 2 D/B Room→ 3 Adult/2 Adult + 2Child. p.r. @ Rs. 100/- p.r.p.d. (CM)→ Rs. 50/- Booking · 2 months before at least. For outsiders Recommended by the Staff of the Company.

STATE BANK OF INDIA OFFICERS ASSOCIATION MULTISTATE CO-OP-ERATIVE CREDIT SOCIETY LTD : 1 Strand road, Kol-1. (C)→ ☎ 2220-9401. Secretary. (L)→S 1, Beach Plaza, Somd Castle, Panaji, Goa. Behind Hotel Niaman confort. (A & R)→ 2 3–beded Room. @ Rs. 200/- p.r.p.d. Booking 2 months before.

HARDWAR

UNION BANK OF INDIA EMP. CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 15, India Exchange Place, Kol-1.(C)→Rajat Kumar Das ☎ 2220-6867/6868/2701/2702. (L)→ **Hotel Mayur**, Manasha Mandir opp., Ropeway. (A & R)→ 3R×3+1 @ Rs. 150/-. p.r.p.d. (CM) 50/- p.r. attached bath, air cooler.

ALL INDIA ALLAHABAD BANK SC/ST EMPLOYEES WELFARE COUNCIL 14 India Exchange Place. Kol-1, 1st Floor, Kolkata Main Branch, (C)→ ☎ 2210-7595. 2220-8375/8377 (Ext. 144). (L)→ **Shiuli Guest House** Ramghat. (A & R)→ SB@ 170/-, DB@250/- p.r.p.d.

ALLAHABAD BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 14 India Exchange Place. Kol-1, Ground Floor, Kolkata Main Branch. (C)→A. K. Dey/S. Ghosh/ S. Chakraborty/K. Das. ☎ 2242-0559/2220-8375-77. (L)→(A & R)→2R×3+1@170/-, 2R×3+1 220/-, 1R×3+1 250/-, 1R×6H 320/-.p.r.p.d. attached bath, hot water, TV.

BANK OF MAHARASHTRA EMPLOYEES UNION : 3, Netaji Subhas Road, Kol 1 (C) → Debasis Chowdhury/Nirmal Mukherjee. ☎ 2243-5996/2248-4837(L) → **Hotel Biswanath** Bari Sabji Mandi → (A & R) 3+1 @ 150 /- p.r.p.d.

NABAGRAM PEOPLES' CO-OPP. CREDIT BANK LTD. : 11, Vivekanada Road Nabagram Hooghly (C) → ☎ 2673-0919 (L) → **Hotel Raj Delux** Bishnughat → (A & R) 2R×4B @ 200 /- p.r.p.d. (CM) 50/-

UCO BANK STAFF CLUB 10, B.T.M. Sarani, Kol 1, 6th Floor (C) → Sadan Mukherjee/ Sanjay Biswas ☎ 2225-4120-29. Ext. 461. (L) → **Hotel Mayur** Sabji Mandi, near Manasha Ropeway Gate → (A & R) @ 180/-p.r.p.h. (SC) → 20/-

UCO BANK STAFF RECREATION CLUB 10, B.T.M. Sarani, Kol 1, (C) → Sushanta Chakraborty. Govt. Acct. Cell ☎ 2225-4120-29. Ext. 222.

BANK OF INDIA Kolkata Main Branch : 23A, N. S. Road, Kol-1, mazzaine floor (C)→☎ 2220-2301 (Ext. 217) (L) →**Hotel Mayur**, opp. ropeway. (A & R)→ 1st floor 2Rx3H@ Rs 160/- p.r.p.d, attached bath, geyser, air-cooler & CTV.

HALUD PUKUR

RESERVE BANK OF INDIA EMPLO. CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 13, N S. Rd. Kol-1 (C)→ The Secretary, ☎ 2220-8331 (Ext 381) (L)→Near Hatha Cheak Post 19, K. M. from Jamshedpur Stn. (A & R)→2 unit for 4 person @ Rs 90/- p.d. (CM)→50/-

JASHIDI

ALL INDIA ALAHABAD BANK OFFICERS FEDERATION. 14, India Exchange Place (2nd Floor), Kol-1. (C) → ☎ 2242 9550. (L) → Ramchandrapur, opposite Hawakhana, Near Railway Station (A&R) → 5 Bed x 2 Room suite @ 150/- p.r.p.d.

JAIPUR

UCO BANK OFFICERS' CONGRESS. 16A, Brabourn Rd., 3rd Floor, Koi-1 (C) → Narayan Ch. Biswas ☎ 2235-1778. (L) → **Rajdhani Hotel** (A&R) → 5R×3B @ 450/- p.r p.d., DB×5R @ 350/- p.r.p d. (CM) → 30/- (SC) → 10/-.

INDIAN OVERSEAS BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LIMITED P-35 India Exchange Place Kol 1 (C) → Bijan Das/Tapas Roy ☎ 2225-7469. (L) → **Banerjee Lodge** B-33 Power House Road, Sen Colony → (A & R) 2R×3H @ 150/- p.r.p.d. (CM) → 100/-. p.r.

JHARGRAM

UCO BANK OFFICERS CONGRESS. : 16A, Brabourn Road, 3rd Floor, Kol-1 (C)→ Narayan Ch. Biswas ☎ 2235 1778. (L) → **Shal Mahua Guest House** Raghunathpur, opposite Kumud Kumari Institution. (A&R) → 2+1 Bed×2R @ 150/- p.r.p.d. (CM) → 30/- p.r. (SC)→10/-

KOLKATA

INDIAN OVERSEAS BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LIMITED P-35 India Exchange Place Kol 1 (C) → Bijan Das/Tapas Roy ☎ 2225-7469. (L) → **Hotel Banerjee International** V.I.P. Road. Baguaihati → (A & R) 2R×3P @ 400/- p.r.p.d. (CM) 100/-. p.r.

ALL INDIA UCO BANK OFFICERS' FEDERATION : 10 Brabourne Road, Kol-1. (C) → G1. Secretary. ☎ 2220-3383 (5 lines) Extn : 35 or 21). A. G. M. Office, Top Floor, 2 India Exchange Place. (C) → 34/1, Lake Place, Kol-9 (Behind Lake Market). (A & R) Room No. 1 & 2,3-B Each room @ Rs. 5-/- p d.p.b. or @ Rs. 125/- p.d. for Full Room. Room No 3, 2-B each Room @ Rs. 50/- p.d.p.b or @ Rs. 75/- p d. for full Room. For Outsiders Recommendation of an employee of UCO Bank or identification from employer is necessary.

KODAIKANAL (Tamilnadu)

PEERLESS HOLIDAY HOME COMMITTEE : (Joint convenor) 3, Esplanade East, Kol-69. ☎ 2248-3247. Time. 11 am–1 pm.(L) → **'Uthyiyam Tourist Resort'** New Port Fern Hill Road, Kodaikanal, Tamilnadu. (A/R)→ 3B Room→1→ Rs. 100/- p.r.p.d. (CM) @ Rs. 50/- Booking 35 days before atleast. For outsiders Recommended by the Staff of the Company.

KANYAKUMARI

UCO BANK EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. 3&4 Lindsay Street, Kol-87, (C) → ☎ 2249-9484/86, (L) → Kolkata Hotel, Kanyakumari. (A&R) → 4 Bed × 2 Room @ 400/- p r p.d. with meal.

KAUSANI

UCO BANK STAFF RECREATION CLUB 10. B.T.M. Sarani, Kol-1, (C) → Sankar Dey (Staff Dept.) ☎ 2225-4120-29, Ext 228/413.

KALIMPONG

UCO BANK STAFF CLUB 10. B.T.M. Sarani, Kol-1, 6th Floor (C) → Sadhan Mukherjee/Sanjay Biswas ☎ 2225-4120-29, Ext. 461

LAVA

UCO BANK STAFF CLUB : 10 B T.M. Sarani. Kol-1. 1st Floor (C) → Sadhan Mukherjee/Sanjay Biswas ☎ 2225-4120-29 Ext. 461.

LOLEGAON

UCO BANK STAFF CLUB : 10 B.T.M. Sarani. Kol-1. 1st Floor (C) → Sadhan Mukherjee/Sanjay Biswas ☎ 2225-4120-29 Ext. 461.

MANANLI

UNITED BANK OF INDIA STAFF WELFARE SOCIETY. GARIA BRANCH. P/123 Raja S. C. Mullick Road. Kol 84. (C)→Niharkanti Mondal/Susanta Chakraborty/ ☎ 2430 4144/9830539421 (L)→**Hotel Himland,** The Mall, Near Circuit House. (A & R)→3+1@300/-p.r.p.d.

UBI LALBAZAR BRANCH 3B Lalbazar Street, Kol-1 (C)→Prabir Bardhan ☎ 2220 6065 (L)→**Hotel Mondab** (A & R)→4R×3H @ 300/- p.r.p.d SC 10%.

KOLKATA STOCK EXCHANGE EMPLOYEES RECREATION CLUB. : 7, Lyons Range, 5th Floor, Kol-1 (C) → ☎ 2220 1489 (L) → **Hotel Dreamland**, Near Manali Club House. (A&R) → 3 Bed × 2 Room @ 330/- p.r.p.d.

ALLAHABAD BANK RECREATION CLUB. 14, India Exchange Place Kol-1. (C) → Kamal Roy/Ashis Chakraborty ☎ 2220-8375/8377 (L) → **Hotel Alfa**, Model Town, (A & R)→ 8R×3H@250/-p.r.p.d. attached bath, geyser, TV.

ALL INDIA ALLAHABAD BANK SC/ST EMP. WELFARE COUNCIL 14, India Exchange Place Kol-1. 1st Floor. (C) → ☎ 2210-7595/2220-8375/8377 (Ext. 144) (L) → **Hotel Sagar**, Model Town, near market & bus stand (A & R) → 4B (Suit)@500/-, 2B @ 300/-, p.r.p.d./ **Hotel Ambar**, Model Town near bus stand (A & R)→ 2B @ 280/- - 300/-. p.r.p.d.

ALLAHABAD BANK STAFF RECREATION CLUB. 23, Mukhram Kanoria Road, Howrah-1. (C) → ☎ 2666 5772, (L) → **Hotel Durga**, Model Town, Manali, (A&R) → 3 Bed × 4 Room @ 250/- p.r.p.d.; 3 Bed × 2 Room @ 200/- p.r.p.d.

ALLAHABAD BANK CULTURAL COMMITTEE. 57, Park Street, Kol-16. (C) → ☎ 2229-7692, (L) → **Hotel Shantiniketan**, Near Manali Bus stand. (A&R) → 4 Bed ×1 Room @ 260/- p.d.; 4 Bed × 1 Room @ 240/-p.d.

ALLAHABAD BANK PARK STREET BRANCH CULTURAL COMMITTEE : 57 Park Street, Kol-16 (C)→Sujay Roy, ☎ 2229-5971/7692. (L) →**Hotel Sagar** Mall, (A & R)→3 Suit × 2B @ Rs. 240/-, 3 Suit × 4B @ Rs 275/-, p.r.p.d.

MIRA TOURIST CENTRE : Block-H, Plot No. 141, Baishnabghata-Patuli Township, Kol-94 Near Patuli P.S. (C)→Goutam Majumder.

RESERVE BANK OF INDIA WORKERS' CREDIT SOCIETY LTD. 15, N S Road Kol-1 (C)→Pradip Pal PMC Department 4th Floor/☎ 2220-8331. Ext. 6459. (L)→**Hotel Himland**, The Mall, Near Circuit House. (A & R)→ 3 head × 2R@240/-p r.p.d.

UCO BANK STAFF RECREATION CLUB : 10, Brabourne Road. Kol-1. Kolkata Main Branch 4th Floor (C) → Mrs. Mamata Pathak ☎ 22254120-29 Ext. 304.

UCO BANK RECREATION CLUB : India Exchange Place Branch. (C) → Tapas Banerjee (L) → **Hotel Himland**, The Mall near Circuit House (A&R) → 2R×3H @ 250/ - p.r.p.d. 1R×6H @ 400/- p.r.p.d.

UCO BANK STAFF CLUB : 10 B.T.M. Sarani. Kol-1. 1st Floor (C) → Sunil Roy/Amit Mullick/Susanta Chatterjee ☎ 2225-4695/4120-29/4695 Ext. 231 (L) → **Hotel Sagar** near Tibetian Monastry model town/**Kiran Guest House** near SBI/**Hotel Pujara Siraj**, School Road near Gurudwara (A & R) → @ 300/- p.r.p.d. (SC)→20/-.

UCO BANK OFFICERS' CONGRESS : 16A Braboum Road Kol-1 (C) → Narayan Ch. Biswas ☎ 2235-1778 (L) → **Hotel Anandasundar** Guradwara Road, (A & R) → 8R×3P @ 350/- p.r.p.d. (CM)→50/-. (SC)→20/-.

TOURIST CENTRE Tetulberia, Garia Station Road, Kol 84. (C)→☎ 2432 2421/ 9830539421.

CANARA BANK STAFF RECREATION CLUB. 2 Braboume Road, Kol-1 (C)→Manas Gupta ☎ 2242 7105/7107/4579 (L) → **Hotel Bulbul**, Model Town. (A & R) → 3B × 2R @ 220/- p.r.p.d.

HOWRAH GRAMIN BANK STAFF CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. 239, Panchanantala Road, Howrah-1. (C) → ☎ 2650 6078. (L) → **Hotel Dreamland**, Near Manali Club House. (A&R) → 4 Bed × 2 Room @ 300/- p.r.p.d.

NATIONAL INSURENCE FOUR RECREATION CLUB : Royal Insurence Building, 5 Netaji Subhas Road, Kol-1 (C)→Purajit Nag Chowdhury/Souman Ghosh, ☎ 2220-9211-12/2386/2243 5386. (L)→**Kiran Guest House** (A&R)→2+1 @ Rs. 300/-, 3+1@ 350/- p.r p.d. attached bath, hot water, TV.

PUNJAB & SINDH BANK EMPLOYEES' UNION (WB) 8 Hemanta Basu Sarani, Kol-1, (C)→Biswajit Sinha/Tanmay Kushari ☎ 2243 0954/248 4309/220 7578 (L)→ **Hotel Rising Star & Pine Grove** Near Circuit House, Hirimbha Mandir Road (A & R) → 4B @ 350/-.

BANK OF INDIA Kolkata Main Branch : 23A, N. S. Road, Kol-1, mazzaine floor (C)→☎ 2220-2301 (Ext. 217) (L) →**Hotel Pujara Siraj**, near Bus stand (A & R)→ 1st floor : 2R×2+1@ Rs. 250/- p.r.p.d. Hill View, attached bath, geyser & CTV

MADHUPUR

CANARA BANK STAFF RECREATION CLUB. : 27 Braboume Road, Kol-1. (C) →☎ 2242 7105-07 (L) → **Kashmiralaya**, Patharchapti, Madhupur- (A&R) → 4 Bed × 2 Room @ 100/- p.r.p.d. (CM) → 50/- p.r.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION EMPLOYEES SANITORIUM SOCIETY. 5, S. N. Banerjee Road, Kol-13. Health Dept. 1st Floor. (C) → Surya Kr Banerjee, (L) → Ashutosh Mukherjee Road, Barabandh, Madhupur. Green Ground (A&R) → 4 Bed × 4 Room @ 60/- p.r.p.d. (CM) → 100/- attached bath & kitchen.

ALL BENGAL TEACHERS ASSOCIATION. : 191/1, B. B. Ganguly Street (3rd Floor), Kol 12. (C) → ☎ 2241 9353 (Mon, Wed & Friday between 2 pm - 7pm) (L) → **Satyapriya Abakash Bhavan**, Kusuma. (A&R)→ 6 Bed × 3 Room @ 90/- p.r.p.d.; 6 Bed × 1 Room @ 110/- p.d.; 4 Bed × 1 Room @ 70/- p.d.; 3 Bed × 1 Room @ 50/ - p.d.; 2 Bed × 1 Room @ 40/- (CM) → 100/- p.r.

GARDENREACH SHIPBUILDERS AND ENGINEERS (T/U) EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : P-2/2, Taratala Road, Kol-88, (C) → ☎ 2469-8138/8139. (L) →**Arati Bhavan**, 52 Bigha, Madhupur. (A&R)→ 3+1Bed×2R@ 50/- p.r.p.d.; 2B×1R@40/- p.r.p.d. (CM) → 50/-. SC 20/- p.r. for 7 days.

STANDARD CHARTERED BANK RECREATION CLUB. : 8 Netaji Subhash Road Kol-1 (C) → ☎ 2220 6902/05. (L) → **Abasan**, Amala Banerjee Road, Kusuma. (A&R) → 4 Bed × 2 Room @ 100/- p.r p.d.; 3 Bed × 2 Room @ 80/- p.r.p.d.; 2 Bed × 1 Room @ 30/- p.d. (CM) → 100/-.

CALCUTTA UNIVERSITY HARENDRA KUMAR MUKHERJEE HOLIDAY HOME : Calcutta University Kol 73 From 16th Sep. to 16 March 1st floor Rs. 40/-, 2nd floor Rs. 50/, 1st floor 60/-, 2nd floor 75/-, (CM) → 150/-. Outsider will must take the persmision of the Sennet or Syndicate and the Departmental Head of the University.

MUSSORIE

UCO BANK STAFF CLUB. : 10 B.T.M. Sarani, Kol-1, 6th floor, (C) → Mr. Sadhan Mukherejee/Sanjay Biswas ☎ 22254120-4129 (Ext. 461) (L) → **Hotel Deep**, Kurli Mall, next to Skating Ring (A&R) → @ 250/-p r.p.d.

UCO BANK STAFF RECREATION CLUB. : 10 B.T.M. Sarani, Kol-1 (C) → Susanta Chakraborty ☎ 22254120-4129 (Ext. 222).

ALLAHABAD BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIET LTD. : 14 India Exchange Place, Kol-1, Ground floor, (C) → Arup Kr Dey/Sankar Ghosh/Subimal Bhowmick/K Das ☎ 2242-0559/2220-8375-77 (L) → **Hotel Deep**, Kurli Mall, next to Skating Ring (A&R) → 2R×3+1@220/-p.r p.d. (CM) 50/- p r attached bath, hot water, TV, Phone.

UNITED BANK OF INDIA EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 4 N. C. Dutta Sarani Kol 1 (C)→Bijay Sen/Samir Nandi ☎ 2220-0841 (L)→**Hotel Deep** Near picture palace (A&R)→2R×4B @ Rs. 280/- p.r p d (CM) 100.- (SC) 10/-.

CANARA BANK STAFF RECREATION CLUB. : 27, Brabourne Rd Kol-1 Narayani Building (C)→☎ 2242-7105/7107/4579 (L)→**Hotel Deep**, Camel's back Road, Kurli, Near Picture Place (A & R)→ 4R×4B Rs 170/- p.r p.d.

SYNDICATE BANK STAFF RECREATION CLUB : 3B Lalbazar Street, Kol-1, 3rd Floor Central Accounts Office (C)→ Gopal Dutta/Supriya Ghosh ☎ 2248-6055 (L)→ **Amar Hotel**, Near Mall (A & R)→ @170/- -210/- p r.p d (CM) 50/- p.r. (SC) 20/ p r.

NAINITAL

STANDARD CHARTERED BANK RECREATIONAL CLUB. 4 Netaji Subhas Road, Kol-1. (C) → ☎ 2220 6902/05. (L) → **Hotel Himalaya**, adjacent to Nainital Bus Stand (A&R) → 3+1 Bed × 2 Room @ 240/- p.r.p d.

STATE BANK OF INDIA EMPLOYEES (BENGAL CIRCLE) CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. 8 Old Post Office Street, 3rd Floor, Kol-1, (C) → ☎ 2248 5075 (L) → **Elphinstone Hotel**, Nainital (A&R) → 5 Bed × 2 Suite @ 130/- p.s.p.d

ALLAHABAD BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 14, India Exchange Place, Kol-1. Ground Floor (C) → ☎ 22208375-77/22420559. (A&R) → 4R×4+2 @ 350/-, 1R×3+1@280/-, 1R×2+1@230/- p.r.p.d. (CM) 50/-.

UCO BANK STAFF RECREATION CLUB. 10, B. T. M Sarani, Kol-1. (C) → Sankar Dev ☎ 22254120-29 (Ext. 228, 413)

UCO BANK STAFF CLUB. 1, R. N. Mukherjee Road, 4th Floor, Kol-1. (C) → Goutam Sil/Ajoy Som, ☎ 2248 0297 (L) → **Hotel Sheela**, Mall. (A & R) → 3 Bed × 4 Room @ 300/- p.r.p.d.

ALLAHABAD BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 14 India Exchange Place. Kol-1, Ground Floor, Kolkata Main Branch, (C)→A. K. Dey/S. Ghosh/ S. Chakraborty/K. Das. ☎ 2242 0559/2220 8375-77. (L) → **Hotel Hill View**, Jethi Bhavan, Talital, (A & R) → 4+2B×4R@300/-, 3+1×1R@250/-, 2+1×1R @20[illegible]/-, p.r.p.d. with attached bath, hot water, & TV.

UCO BANK STAFF CLUB 10, B.T M Sarani, Kol 1. (C) → Goutam Seal/Ajoy Som ☎ 2248-0297. (L) → **Hotel Sheela** Mall → (A & R) @ 300/-p.r.p d.

NEW DELHI

UCO. BANK STAFF CLUB : 10 B. T. M Sarani, Kol-1, (C)→Pankaj Das/Mrs. Anushua Dey ☎ 2225-4120-4129.Ext. 304. (L)→ **Hotel Anandaloke** 75/5592, Regarpura, Karol Bagh (A & R)→@ Rs. 250/- p.r p.d , **Hotel Sree Niketan,** near Anandaprabhat Bus Terminus, Karolbagh (A & R)→@ Rs. 325/- p.r.p.d.

UCO. BANK OFFICERS' CONGRESS : 16A B. T. M Sarani, Kol-1, 3rd floor (C)→Narayan Ch Biswas ☎ 2235-1778. (L)→ **D. P. Roy Memorial Foundation** (A & R)→1R 2+1@Rs 150/-, 2R×4B@225/-, 1R×3B 175/- p.r.p.d., (CM) 30/-, SC 10/-.

THE INDIAN BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LIMITED 3/1 R.N Mukherjee Road, 5th Floor, Kol 1 (C) → ☎ 2248-7903. (L) → **Hotel Nancy Delux** near New Delhi Railway Station & Shila Cinema → (A & R) 2R×4B @ 275/- p.r p.d.

ALLAHABAD BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 14 India Exchange Place. Kol-1, Ground Floor, Kolkata Main Branch, (C)→A. K. Dey/S. Ghosh/ S Chakraborty/K Das. ☎ 2242 0559/2220 8375-77. (A & R)→2R×3B@300/-. p.r.p d. attached bath, geyser, air-cooler, TV, Phone facility.

ALL INDIA ALLAHABAD BANK SC/ST EMPLOYEES WELFARE COUCIL. 14 India Exchange Place. Kol-1, Ground Floor, Kolkata Main Branch, (C)→ ☎ 221075095/ 22208375-8377 (Ext 144). (L) → **Susanta Niketan** Debnagar, near Khalsa College, Karole Bagh. (A & R)→ Ground Floor : 2+1@300/-. p.r.p d.

OOTY

UCO BANK STAFF CLUB. : Martin Burn Building, Lalbazar, 3rd Floor, Kol-1, (C) → Satinath Chatterjee/Goutam Sil ☎ 2248-0297(L) → **Hotel Maruti Palace**, near Race Course, NTC Building, Ooty 1, (A&R)→@300/- - 350/-. (SC) 20/-, p.r.p.d.

PEERLESS OFFICERS GUEST HOUSE. : 13A, Deckers Lane, Kol-69. (C) →A Dasgupta / D.P. Chatterjee ☎ 2248-9682/8996 (4pm—6pm). (L) → 175B, Gracie Cottage, Ooty, (Near Hotel Gangotri Road. (A&R) → D B × 3 @ 100/- p.r.p.d. with Cooking facilities. (CM) @ 50/-.

PURI

UNITED BANK OF INDIA STAFF WELFARE SOCIETY Garia Branch. P/123 Raja S. C. Mullick Road. Kol-84. (C)→Niharkanti Mondal/Susanta Chakraborty/☎ 2430 4144/ M: 9830539421 (L)→**Hotel Sea Link** (A & R)→@100/- – 150/- p.r.p.d.

UNITED BANK OF INDIA STAFF WELFARE SOCIETY Gariahat Branch. 26 & 26/7, Hindusthan Park Kol-29.(C)→Ranjan Sengupta/Chandidas Halder/Tarunkanti Kundu/Amit Roy ☎ 2464-3392 (L)→**Krinabas** near Bidhabasram/**Hirak Bhavan** near Kamakhya Mandir, Gourbatsahi. (A & R)→ 12R×3B 150/- – 300/- p.r.p.d. (CM) 50/-.

UBI LALBAZAR BRANCH 3B Lalbazar Street, Kol 1. (C)→Prabir Bardhan ☎ 2220 6065. (L)→**Gitanjali Lodge**, Swargadwar (A & R)→ @ 2R×4B @ 140/-p.r.p.d.

UCO STAFF RECREATION CLUB. Sealdaha Branch. 133 A.J.C Bose Road. Kol-14. Ashoka Hotel Building. (C)→Sisir Kanti Das ☎ 2227 2113. (L)→**Ma Tara Bhavan**, Swargadwar (A & R)→ @ 5R×4B @ 200/-p.r.p.d.

SIEMENS EMPLOYEES' CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 43 Santi Pally. Kol 42 (C)→Rajat Chakraborty ☎ 2444-9032/9000/9030 (Ext. 9032) (L)→**Hotel Tarakunja**, New Marine Drive Road (A & R)→ @ 4R×3+1 @ 150/- p.r.p.d. attached kitchen bath, marbel flooring, balcony, 24 hours water, generator.

STATE BANK OF INDIA STAFF ASSOCIATION CO-OPP.•BANK. 11 Abdul Hamid Street, Kol 69. (C)→Sujit Mukherjee/Balaram Bose ☎ 2210-8245/M.9830590512 (L)→**Swapnapuri Guest House**, Swargadwar (A&R)→@2R×4B 200/-p.r.p.d. CM. 100/-.

ALLAHABAD RECREATION CLUB : 14, India Exchange Place, Kol-1 (C)→Kamal Roy/Ashis Chakraborty ☎ 2220-8375-77. (L)→**Subhasoumya** Haridas Math Lane, Swargadwar. (A&R)→1R×3+1@Rs.200/-, 4R×3+1@150/-, 1R×3+1@120/. 3R×3+1R@ 110/- p.r.p.d. attached bath, kitchen & TV.

ALLAHABAD BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 14 India Exchange Place. Kol-1, Ground Floor, Kolkata Main Branch, (C)→A. K. Dey/S. Ghosh/ S. Chakraborty/K Das. ☎ 2242 0559/2220 8375-77. (A & R)→2R×3H@170/-, 2R×3H@160/-, 1R×3H@120/-, 2R×3H@100/-, p.r.p d. (CM) 50/-.

ALL INDIA ALLAHABAD BANK SC/ST EMPLOYEES WELFARE COUNCIL. 14 India Exchange Place. Kol-1, 1st floor, Kolkata Main Branch, (C)→ ☎ 2210 7595/ 2220 8375-77 (Ext. 144). (L)→**Ashirvad Complex I**, Swargadwar (A&R)→@120/- p.r.p.d./**Classic II** behind Taxi bari, Swargadwar (A&R)→@150/- p.r.p.d.

ALL INDIA ALLAHABAD BANK OFFICERS' FEDERATION. 14 India Exchange Place. Kol-1, 1st floor, Kolkata Main Branch, (C)→ ☎ 22212623 (L)→**R. L. Hotel** new Marine Drive, Swargadwar (A&R)→ 4R×4H@250/-p.r.p.d.

ALLAHABAD BANK WORKER'S UNION 14 India Exchange Place. Kol-1, 2nd floor, Kolkata Main Branch, (C)→ ☎ 22208375-77 (Ext. 123) (L)→**Netai Kunja**, Gourbatsahi (A&R)→6R×3+1@220/-p.r.p.d. CM. 100/-

THE BANK OF BORODA EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : 4, India Exchange Place. Kol-1. (C)→Biman Bala/Suchandan Chowdhury. ☎ 2221-8678 (L)→ 'Gajapati', Gourbatsahi,(A & R)→4-R×3 @ Rs. 150/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 50/- p.r. (SC) 30/- for six days.

BANK OF BORODA EMPLOYEES' ASSON. (W.B.) : 4, India Exchange Place. Kol-1. (C)→Anjan Roy ☎ 2220-6076-78. (L)→**Samudrar Teera** Swargadwar (A & R) →4B×2-R@ Rs. 120/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 50/-, p.r.

BANK OF BARODA, SHYAMBAZAR BRANCH : Rec. Club, 78 Bidhan Sarani, Kol-6. (C)→☎ 2555-4623, 555-0331. (L)→Near Haridas Math. (A & R)→1-DB & 2-SDR × 1-R @ Rs. 50/- p.r.p.d. 2-BR×2-R @ Rs. 40/- p.r.p.d. 2-DBR×1-R @ Rs. 45/- p.r.p.d. (CM)→ Rs. 25/- p.r. (SC)→@ Rs. 5/- p.b.

BANK OF INDIA, BOWBAZAR BRANCH : 167C/1, B. B Ganguly St. Kol-12 (C)→CHHANDANIR Anjan Nath. Biman Ghosh Chowdhury **Sagar Samrat** Swargadwar Near Bazar (A & R)→4B @ Rs. 120/- p.r.p.d. With Gas & T.V. facility. (CM) 50/-.

BANK OF INDIA, BURRABAZAR BRANCH : 210/212, J.L. Bajaj Street, Kol-7. (L)→Gourbatsahi (Opp. to Mahindra & Mahindra Co. Holiday Home). (A & R)→4-B×2-R @ Rs. 60/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 20/- p.r. (SC)→@ Rs. 3/- p.r.p.b.

BANK OF INDIA, (MANCHA BHARATI) KOLKATA MAIN BRANCH : 23-AB, N. S. Road, Kol-1. (C)→☎ 2220-2301 (9 lines). (L)→**Sea-View** Hotel Annexe Bldg. Marine Parade Road, Swargadwar. (A & R)→4-B×4-R @ Rs. 120/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs 100/- (Washing Charge @ Rs. 5/- p.r.p.d. Utensils Cleanings Charges @ 34 3/- p.d.).

ORIENTAL BANK OF COMMERCE EMP. ASSON. KOLKATA MAIN BRANCH : 25, Brabourne Road, Kol-1. (C)→☎ 2220-7223, 2220-8515. (L)→Swargadwar. Total-4 Rooms DB. @ Rs. 110/- p.r.p.d. (SC)→@ Rs. 10/- p.r. for 7 days.

TOURIST HOLIDAY HOME Garia Station Road, Kol 84. (C)→☎ 2432 2421. (L)→ Swargadwar (A & R)→ @ 150-200/-p.r.p.d.

CENTRAL BANK OF INDIA EMPLOYEES' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD. : 10, Nelli Sengupta Sarani, Kol-89. (C)→☎ 2244-6789. The Secretary, (L)→Chakratirtha Road, Puri-2, Near Pantha Nivas Hotel. Swargadwar (A & R)→5-B×3-R @ Rs.100/- p.r.p.d. 4-B×2-R @ Rs. 100/- p.r.p.d. (For Out-siders : Recommendation of a member is required). Washing Charge 20/- (CM)→@ Rs. 50/-.

CALCUTTA UNIVERSITY STAFF CO-OP. CREDIT SOCIETY LTD. DARBHANGA BUILDING, 1ST FLOOR : 87/1, College Street, Kolkata- 700 073 (C)→The Secretary, ☎ 2241-4984, 2241-0071 (L)→**Surovilla** Gopal Ballav Road, Near Puri Hotel, (Very close to Sea-beach) (A & R)→3+1 X 2-R (Deluxe with Sea Facing Balcony) @ Rs. 175/- p.r.p.d. (Only Family occupation is allowed for out-siders and also a recommendation of a member is required.)

CALCUTTA UNIVERSITY CO-OP. CREDIT SOCIETY LTD. DARBHANGA BUILDING, : 87/1, College Street, Kolkata - 700 073 (C)→The Secretary, ☎ 2241-4642 (L)→**Abasar** Swargadwar, Digantagolin opposit Bharat Sebassram Sangha (A&R)→ Ground Floor@65/-p.r.p.d. 1st & 2nd Floor 4B @ 80/- p.r.p.d. (CM) 100/-.

CENTRAL BANK OF INDIA, RED CROSS PLACE BRANCH RECREATION CLUB : 4 & 4A, Red Cross Place, Kol-1, (C)→☎ 2248-9291, (L)→**Abakash** Gopal Ballav Road, Near 'Court'. (Near U. B. I. Gariahat Branch & UCO Bank Holiday Home) (A & R) →4-B×2-R @ Rs 120/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 50/- p.r. (SC)→@ Rs. 10/- p.r. for 7 days.

DENA BANK EMPLOYEES' UNION (W.B.) : (Holiday Home Sub Committee), 11, Brabourne Road, Kol-1 (C)→☎ 22421113 (L)→Swargadwar, Sea Beach. (Behind 'Sonali Lodge') (A & R)→4-B×-R @ Rs. 120/- p.r.p.d (CM)→@ Rs. 50/- p.r. (SC)→@ Rs. 10/ - p.r.p.d.

DENA BANK EMPLOYEES UNION (WB) HOLIDAY SUBCOMMITTE 11, Brabourn Rd. Kol. 1 (C)→Ashok Roy. ☎ 22351387/1439 (L)→**Milani Ghar**, Swargadwar. (A & R)→4-B×2-R@180/-p.r.p.d, attached bath, kitchen.

DENA BANK EMPLOYEES' ASSOCIATION : 11, Brabourne Rd. Kol-1 (C)→☎ 2220-3502 (L)→**Hotel Tourist Home**, Near Sagarika Hotel (A&R)→2 Room ×4 H. @ Rs. 100/- (CM)→Rs. 50/-

DENA BANK EMPLOYEES' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD. : 11, Brabourne Rd. (C)→☎ 2242-1113 (L)→**Lili Cottage**, Swargdwar, (A&R)→2 Room D/B. (SC)→Rs 110/- (CM)→Rs. 100/-

DENA BANK STAFF BENEFIT TRUST FUND : 16A Brabourne Rd. Kol-1 (C)→Mukul Neogi/Siddhartha Bose ☎ 2235-1439 (L)→**House of Dr. Dinakar Rao**, Sea Beach Road, opp. Hotel Tourist Home, near Sagarika Hotel (A&R)→4R·4B@100/- p.r.p.d. (CM)→Rs. 50/- p.r.

INDIAN BANK EMPLOYEES' ASSON, (W.B.) C/O INDIAN BANK, RED CROSS PLACE BRANCH : 3, Red cross Place, Kol-1 (C)→☎ 2248 5898 (L)→Behind 'Sripurushattam Gouria Math', Haridas Samadhi Math Lane, Swargadwar. (With U B I. Entally Br. Holiday Home). (A & r)→Room No. 10 & 11 @ Rs. 130/- p r.p d. (For 4-Persons) Room No. 12 @ Rs. 130/- p r.p.d. (CM)→@ Rs. 50/- p.r.

HONGKONG BANK EMPLOYEES' CO-OP, CREDIT SOCIETY LTD. : 'Gilenders House', 8, N. S. Road, Kol-1 (C)→☎ 2220-1833/36, The Secretary. (L)→Gourbatsahi, Near British paints Holiday Home & Beside Price Water Co.'s Holiday Home single Suit-6 DIS-2. 3+1 Rs. 75/-1 No. 90/- p d. 2 No. 70/- (CM)→@ Rs. 150/- (For Out-siders : Recommendation of member is required).

STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR EMPL. HOLIDAY HOME SUB-COMMITTEE UNION : 14, N. S. Road, Kol-1 (C)→Ranjit Kar/Ashok Pal ☎ 2220-1188/1189/3364/0529 (L)→ **(1) Baba Sadananda Maa Rani Bhawan** opp. Nilachal Hotel, Swargadwar. (A & R)→4H×2R@220/-, 4H×4R@200/- p.r.p.d. (CM)→50/- p.r. **(2) Sree Jagannath Abash** opp. ISKON Hotel, near Kakatua (A & R)→4R×4H@200/- p.r.p.d. (CM)→100/- p.r.

MIRA TOURIST CENTRE Block H. Plot No. 141, Baishnabghata Patuli Kol-94 (C)→Goutam Majumder (L)→**Subha Bhavan / Mangal Deep. Silver Point** sea facing.

PUNJAB & SINDH BANK STAFF FEDERATION (WB) 14/15, Old Court House Street, Kol-1 (C)→Md. Hossain/D. Mitra ☎ 2248 2276 / 2243 5183, (L)→**Sarat Abas,** Sawargadar, behind Sagarika Hotel, (A & R) 1st floor → 3 Suit × 4+1 @ 200/- p.r.p.d., 2nd floor 3 Suit × 4+1 @ 200/- p.r.p.d. (CM) 200/- p.r

PUNJAB & SINDH BANK EMPLOYEES UNION (WB) 8, Hemanta Basu Sarani, Kol-1 (C)→Pijush Dutta / Sibu Roy Chowdhury/Sankar Sahw ☎ 2243 0954 / 2248 4309 / 220 7578, (L)→**Indrajit Bhavan,** Marine Drive Road, (A & R) → 4B × 4F @ 170/- p.r.p.d.

PUNJAB NATIONAL BANK, B. R. B. B. ROAD BR. : 135/136, B R. B B. Road, Kol-1. (C)→☎ 2235-0441 (3 lines) (L)→Swargadwar, Near Aurobindo Asram' & Near Masi Hotal (A & R)→Total 4-Rooms. 3-B×1-R @ Rs. 50/- p.r.p.d 2-B×1-R @ Rs. 50/ p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 10/- p.r.

STATE BANK OF INDIA HOLIDAY HOME SUB COMMITTEE : Barasat Branch, Barasat, Kol-700 124 (C)→Secretary/☎ 2552-3356/3740, (L)→**Saybalini** (Sawargadwar, Near Ramkrishna Asram) (A & R)→4B×2R@150/p.r.p.d. with kitchen. (CM)→@ Rs. 100/-.p r.

STATE BANK OF INDIA STAFF ASSOCIATION : 38B, Chowringhee Road, Himalaya House, Kol 71. (C)→Pareschandra Das/☎ 2226-2371/1402, (L)→**Hotel Jagannath International**, Opp. Gajapati near Sawargadwar, (A & R)→4B×4R@140/ p r p.d (CM)→@ Rs. 50/- p.r.

STATE BANK OF MYSORE STAFF REC. CLUB : Bentinck Street Branch, 1 & 2, Old, Court House Street. Kol-1. (C)→Ph ☎ 2220-0987/220-0991. (L)→ **Lily Cottage** Swargadwar (with Dena Bank Holiday Home) (A & R)→4-B×4-R @ Rs 120/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 100/-p.r.

STATE BANK OF SAURASHTRA, HOLIDAY HOME COMMITTEE : Kolkata Branch, 9, Brabourne Road, Kol-1 (C)→☎ 2242-4965, (L)→Swargadwar. (A & R)→4-B×4-R @ Rs. 100/- p.r.p.d. (SC)→@ Rs. 15/- p r.

STATE BANK OF INDIA STAFF CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. (BENGAL CIRCLE) : 8, Old Post Office Street, Kol-1. (C)→☎ 2248-5075. The Secretary. (L)→Gourbat Sahi, Ma-Bhai', (Bidhaba Asram), (Near 'British Paints Holiday Home') (A & R)→2-Suites×2-R (6-persons p.s. @ Rs. 150/- p.s.p.d.) (CM)→@ 100/- p.s. (For Out-siders : Recommendation of a member is required).

STATE BANK OF INDIA STAFF ASSOCIATION, KOLKATA MAIN UNIT. : 1. Strand Road, Kol-1, (C)→☎ 2220-2215/2220-1655 (Ext. 58) (L)→Sea Beach, Shyamali, Swargadwar. 1 Room 5 Person 100/- p.r.p.d. 1 Room 4 person 80/-p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 40/- p r.

STATE BANK OF INDIA STAFF HOLIDAY HOME COMMITTEE, SHYAMBAZAR BRANCH : 124A, Bidhan Sarani, Kol-4 (C)→☎ 2555-4415/555-7406, (L)→**Sindhubela**, Haridasmath, Swargadwar. (A & R)→ 2-B×2-R @ Rs. 70/- p.r.p.d. 4-B×1-R @ Rs. 80/- p.r.p.d. 6-B×1-R @ Rs. 120/- p.r p.d.

FRIENDS' ASSOCIATION UNITED BANK OF INDIA, BOWBAZAR BRANCH : 235/2, B. B. Ganguly Street, Kol-12. (C)→☎2220-1471 (L)→**Apsara Nibas Swargadwar,** (A & R)→Room (4-Beded each) @ Rs. 100/- p.r p.d. (CM)→@ Rs 50/- p.r.

U.B.I BURRABAZAR BRANCH EMPL. CULTURAL COMMITTEE : C/o. United Bank of India, Barrabazar Branch, 199/5, M. G. Road, Kol-7. (C)→☎ 2238-3279, (L)→**Krishnabas**, Gourbatsahi, (Beside 'Bidhaba Asram', Opp. of U. B. I., Paikpara Branch Holiday Home) (A & R)→4-B×3-R @ Rs. 100/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 50/- p.r. (Washing Charges @ Rs. 10/- p.r.p.d.)

U. B. I. KOLKATA BR. EMPL. HOLIDAY HOME & MEDICAL AID SOCIETY : C/o, United Bank of India, Kolkata Branch, 4, N. C. Dutta Sarani, Kol-1. (C)→☎ 2220-1611 (10 lines) 220-0842, 1st Floor, (L)→Swargadwar, Behind Hotel 'Sagarika'. (A & R)→ 6B×2R @ Rs. 110 p.r.p.d. 4B×3R @ Rs. 100 p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 50/- p.r. (SC)→@ Rs. 5/- p.r.p.d.

U. B. I. EMPLOYEES' CO-OP. CREDIT SOCT. LTD, : C/o. United Bank Of India, Kolkata Branch, 4 N. C. Dutta Sarani, Kol-1 (C)→The Secretary, ☎ 2220-0841. (L)→ Aramstrong Road, (1 Km. from Swargadwar, ½ Km. from Rly. Station) (A & R)→ 4B×3R @ Rs. 90/- p.r.p.d. 4B×2R @ Rs. 110/- p.r.p.d. 3B×1R @ Rs. 60/- p.r.p.d. 2B×1R @ Rs. 50/- p.r p.d. (Maximum 28 persons) (Other than members @ Rs. 5/- will be charged extra) (CM)→ @ Rs. 50/- p.r. (Recommendation of a menber is required for out-siders).

UNITED BANK OF INDIA, COLLEGE STREET : YMCA BUILDING, 90/7A, M. G. Road, Kol-73. (C)→ Romesh Bera ☎ 2241-1222/1747 (L)→**Ananda Bhavan/ Sreepada Abash** Swargadwar, Radha Kanta Road (A & R)→4B @ Rs 80/- p.r.p.d. 6B @ Rs. 120/- p.r.p.d. (CM) P&r

U. B. I. DALHOUSIE SQ. BRANCH FRIENDS ASSON. : C/o United Bank of India, Dalhousie Sq. Branch. 4, Fairlie Place, Kol-1. (C)→ ☎ 2220 8780, (L)→**Priyadarshini**, (Opp. to Sea-beach Police Out Post & way to 'Bharat Seva Ashram') (A & R)→3B×2R @ Rs. 100/- p.r.p.d. 3B×2R @ Rs. 100/- p.r.p.d. 3B×2R @ Rs. 130/- p.r.p.d. (CM)→@ 50/- p.r. (One extra person can be allowed in each room with a payment of Rs. 5/- p.r.p.d.)

UNITED BANK OF INDIA STAFF RECREATION CLUB, HOLIDAY HOME, DUM DUM BRANCH : 1, Rashtraguru Avenue, Kol-28. (C)→☎ 2551 2504 (L)→**Bani Bhavan**, beside Shatalahari Math. (A & R)→5B×1R @ Rs. 125 p.d.; 3B×1R @ 125 p.d.

UNITED BANK OF INDIA, ENTALLY BR. EMPLO. HOLIDAY HOME COMMITTEE : 156, A. J. C. Bose Road, Kol-14. (C)→ ☎ 2244-3356. (L)→ **Bhalobasa**, (Near haridas Samadhi Math. 3 Mts. Walk from Swargadwar Sqr.) (A & R)→ 4-B×3-R @ Rs. 120/- p.r.p.d. (CM)→ @ Rs. 70/- p.r. (SC)→@ Rs. 12/-.

U. B. I. EMP. ASSON. (H. O.) (2ND FLOOR) : (C)→☎ 2248 7471 (A & R)→ 4 Persons × 1R @ 90/- p.d. (SC)→ 10/- for 7 days.

UNITED BANK OF INDIA STAFF REC. CLUB : (Holiday Home Sub Committee), C/o, United Bank of India, New Market Branch 6A, S. N. Banerjee Road, Kol-13. (C) → ☎ 2244-1093. (A & R)→ 4B×1R @ Rs. 80/- p.r.p.d. 5B×3R @ Rs. 70/- p.r.p.d. (CM)→ @ Rs. 30/- p.r. (SC)→ @ Rs. 15/- p.r.p.w.

UNITED BANK OF INDIA, DHARAMTALA BRANCH EMPLOYEES' HOLIDAY HOME COMMITTEE : 39, Lenin Sarani, Kol-13, (C)→ Prabir Dhar, ☎ 2244-1101/02. (L)→**Sudarshan Kutir** Gourbatsahi, (A & R)→4B×1R @ Rs. 90/-, 4B×2&3R @ Rs. 80/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 50/- p.r. (SC)→@Rs. 20/-.

U. B. I. OFFICERS EMP. ASSON. : 16, Old Court House St. Kol-1, (H. O.) (C)→ ☎ 2298-7471(A & R)→4 Persons×1R @ Rs. 100/ p.d. (SC)→@ Rs. 20/- (L)→ Swargadwar Rd. (Opp Haridas Math).

UBI OFFICERS ASSON. : 16, Old Court House St. Kol-1. (H. O) (C) ☎ 2248-7471 (Ext-211) (L)→ Gourbasti, Sagarpare (Sea Side) (A & R)→ 3R×4 Persons allow in each @ Rs. 120/- (CM)→ 30/- in each room. (SC)→ @ 10/- Maximum for seven days.

UBI EMPLOYEES ASSOCIATION (H.O.UNIT) : 16, Old Court House Street Kol-1. (C) → D. Malakar, N. G. Das S.Pal ☎ 2248-7471(L) → **Kesob Dham** Balia Panda Road Opp. Birla Guest House → 3+1×1 @140/- 5×1 @ 160/- 5×1 @150/ 5×2 @ 180/ - 7×1 Suit @ 180/- p.r.p.d. (CM) 100/-.

UNITED BANK OF INDIA EMPLOYEES' CONGRESS : Old Court House Street Branch Unit. 16, Old Court House Street, Kol-1, (C)→ ☎ 2248-6285 (Extn. 208) (L)→ Swargadwar Road, (Near Aurobinda Ashram & Opp. Haridas Math, 2½ Km. from Rly. Stn.) (A & R)→ 4B×3R (in 1st Floor) @ Rs. 90/- p.r.p.d for Staffs; @ Rs. 100 p.r.p d. for Out-siders. (CM)→ @ Rs. 30/- p.r. (SC)→@ Rs. 5/- p.r.

UNITED BANK OF INDIA EMPLOYEES ASSOCIATION ROYAL EXCHANGE BRANCH : 10, N. S. Road, Kol-1. (C)→ ☎ 2243-9967/2220-7652-55 (L)→**Shyamajyoti**, Marine Drive (A & R) 2R×4H @ 200/- p.r p d. (CM)→ 100/- p.r.

UNITED BANK OF INDIA STAFF REC. CLUB : Sradhananda Park Branch, 26 Raja Ram Mohan Sarani, Kol-9, (C)→Ashis Sarkar ☎ 2350-3969. (L)→ Chandaras Guest House, Sankaracharya Math Road, beside Bharat Sebasram Sangha School, Swargadwar. (A & R)→ Ground Floor 4B @ Rs. 110/- p.r.p.d. 1st Floor 4B @ Rs. 130/- p.r.p.d. 2nd Floor 4B @ 150/- p.r.p.d.

UNITED BANK OF INDIA, PAIKPARA BRANCH : 19/1, Raja Manindra Road, Kol-37. (C)→ ☎ 2556 6594 (L)→ **Sagar Pare Sata Lahari Math** Gourbatsahi (A & R)→4-B×4-R @ Rs. 125/- p.r.p.d. (CM)→ Rs. 100/- p.r. (SC)→ Rs. 10/- p.r.p.d. Available cooking gas.

U. B. I. EMPLOYEES' REC. & WELFARE ASSON : C/o, United Industrial Bank Bowbazar Branch. 213, B. B. Ganguly Street, Kol-12. (C)→☎ 2237-4915. (L)→Near 'Sea-beach' Police Station, (Way to 'Jagannath Temple' from Swargadwar) (with U. B. I. Dal. Sq. Holiday Home) (A & R)→@ Rs. 100/- p.r. (SC)→@ Rs. 10/- p.r. payable at Holiday Home.

VIJAYA BANK WORKERS HOLIDAY HOME : 97 Park Steet (6th floor), Kol 16. (C)→☎ 2226 1182 (L)→**Vishram,** Near Bidhaba Ashram, Gourbatshahi. (A & R)→2 + 2B×1R @ 70/- p.d.; 4+2 B×1R @ 75/- p.d. (CM)→30/-

UCO BANK CULTURAL FORUM : C/o. UCO Bank, Burrabazar Branch, 1, Sambhu Mallick Lane (Off. 181, M. G. Road, Kol-7) (C)→ ☎ 2555-9897. (L)→ **Shree Jagannath**, Right on the Sea-beach. Gourbatsahi, Swargadwar (With Vysys Holiday Home) (A & R)→4-D Beded Rooms R. No. 1 (Delux) @ Rs. 120/- 120/- p.r.p.d. Room No. 2, 4 @ Rs. 100/- p.r.p.d (CM)→@ Rs. 50/- p.r.

UNION BANK EMPLOYEES' CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD., INDIA EXCHANGE PLACE BR. : 15, India Exchange Place, Kol-1.(C)→Pakhi Ballav Foujadar ☎ 2220-6867/6868/2701/2702. (L)→**Sukti**, Swargadwar, opp. Bharat Sevasram School. (A & R)→4B×11R @ Rs. 120/- (CM) 50/-. Attacthed bath, kittchen, CTV.

ALL INDIA UCO BANK OFFICERS FEDERATION, HOLIDAY HOME : 2, India Exchange Place, Top Floor, Kol-1. (C)→☎ 2220-3383 (5 lines), (L)→**Ratnakar** Saradadevi Road, (Behind Puri Hotel). (A & R)→4-B×4-R @ Rs. 120/- p.r.p.d. (Washing Charges @ Rs. 15/- p.r. for (7 days). (For Out-siders : Recommendation of an employee of UCO Bank or identification from employer is necessary).

C. I. W. T. C. EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : 4. Fairlie Place, Kol-1 (C)→☎ 2220-2321, (L)→**Anandamela**, Sea Beach, (Adjacent to Victoria Club Hotel) (A & R)→ Total-8 Rooms 1-R×4-B @ Rs 80/- p.d. 2-R×6-B @ Rs. 75/- R×2-B @ Rs. 50/- p.r.p.d. 5-R×6-B @ Rs. 80/- p.r.p.d. 6 & 8-R×6-B @ Rs. 80/- p.r.p.d. 7-R×7-B @ 75/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 25/- p.r (SC)→Room No. 1, 3, 4, @ Rs. 4/- p.r.p.d. Room No 2, 5, 6, 8 @ Rs. 5/- p.r.p.d. (For Out siders : Recommendation of a member is required)

DUNCUN BROTHERS & CO. LTD. EMPLO. UNION : 31, N. S. Road, Kol-1. (C)→ ☎ 2220-6831. (L)→**Bhuban Chandra Smriti Mandir** (Behind Sagarika Hotel) (A & R)→4-B×3-R @ Rs. 125/-, 4-B×2-R 100/-, p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 50/- p.r. (SC)→@ Rs. 10/- p.r.p.d.

GEOLOGICAL SURVEY CO-OPP. CRE. SOC. LTD : Laboratory Complex Building', 1st Floor, 15, Kyd Street, Kol-16. (C)→☎ 2229-6047 (Ext. 5511) **Durgasnriti**, Gourbatshahi, opposite Haridas Math. (A & R)→4B×2R @ 100/- p.r.p.d. (CM)→100/- p.r. (For Out-siders : Recommendation of a member is required)

JAMES WARREN CO. EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD : 31, Chowringhee Road, Kol-16. (C)→☎ 2249-6611/2249-8274. (L)→**Mandakini Kutir** Gourbatsahi, Bidhaba Ashram (Near U. B. I., Shyambazar Br. Holiday Home). (A & R)→4-B×2-R @ Rs. 100/- & Rs. 80/- 3-B×1-R @ Rs. 60/- p.d. (SC)→@ Rs. 10/- p.r.p.w. (For Out-siders : Recommendation of a known Person or any identification is required)

JARDIN HENDERSON LTD. : 4, Clive row, Kol-1. (C)→☎ 2220-4351, (L)→'The Chandan Radha Kanta Road', behind Puri Hotel(A & R)→6-B×1-R @ 150/-, 3+1-B×3-R @ Rs. 125/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 50/- p.r. Gas Available. Booking before 60 days.

NATIONAL INSURANCE EMPLO. CO-OPT. CRE. & BANKING SOCIETY LTD. : 7, Council House Street, Kol-1. (C)→The Secretary ☎ 2210 4409 (L)→ **Diganta** Swargadwar (Behind Bharat Seva Asram) (A & R)→1st Floor 4-B×10-R @ Rs. 70/- p.r.p.d. 6-B×1-R @ Rs. 90/- p.d. Ground Floor @ Rs. 60. p.r.p.d. 2-B×1-R @ Rs. 50/- p.d. (CM)→@ Rs. 30/- p.r. (For Out-seders : Recommendation of a member is required).

SYNDICATE BANK STAFF REC. CLUB HOLIDAY HOME : 3/B, Lalbazar St. Kol-1 ☎ 2248-6055. (C)→Mr. Kamalesh Chakraborty/Mr. Pabitra Pal. (L)→**Jnandalaya Tirthabas**. Swargadwar. (A&R)→4-B R. Ground Floor @ Rs. 70/- p.r p d

UNITED BANK OF INDIA EMPLOYEES' HOLIDAY HOME : 39, Lenin Sarani, Kol-13, (C)→Secretary ☎ 2244-1101 Holiday Home Sub-Committee, (L)→Sudarshan Kutir, Gourbatshasri, Beside Sadhana Ashram. (A&R)→3B×1R @ 70/- p.r.p.d.; 4B×1R @ 80/- p.r.p.d.

UNITED BANK OF INDIA STAFF WELFARE & CULTURAL SOCIETY : 53, S.P. Mukherjee Road, Kol-26 (Hazra More) (C)→Samir Basak ☎ 2475-4768 (L)→**Subhadra**, Gourbatsashi, near Naskar Villa, Sea facing room, 1st floor (A&R)→4B×5R @ 175/- p.r.p.d. with kitchen; CM 100/- p.r.

PEERLESS OFFICERS GUEST HOUSE : 13A, Decars Lane, Kol-69. ☎ 2248 8996/9682. (C)→Asok Dasgupta/D.P. Chatterjee, Time : 11 a.m.—1 p.m. (L)→**Bharat Bhavan** Satasan Road Swagardhwar front of Saraswat gourio Math. DB×4 @ 100/- (CM)50/-.

STATE BANK OF INDIA STAFF ASSOCIATION HOLIDAY HOME SUB-COMMITTEE : 11 & 13, Shakespeare Sarani, Kol-71. ☎ 2282-1140 (C) (L)→ **Kalyani** Gourbatsahi. Swargadwar, Puri. (A&R)→2 Rooms attach bath & Kitchen with Utensils, Per Room-4 heads @ Rs. 120/- p.r. (CM)→@ Rs. 100/- p r. (SC)→@ Rs. 10/- (for 7 days)

BANK OF INDIA STAFF CO-OPP SOCIETY. KOL MAIN BR. : 23-AB. N. S Rd Kol-1. (C)→☎ 2220-2301. (L)→**Sagar Samrat**. Swargadwar 6 Rooms×4 persons Attached bath kitchen Ground Floor. Rs. 90/- 1st Floor Rs 120p.d. (CM)→Rs. 50/- (SC)→Rs. 10/-

STATE BANK OF INDIA : Ballygunge Branch, 50A. Gariahata Road, Kol-19. (C)→Secretary, ☎ 2475 2945 (L)→Swargadwar, Puri. (A&R)→2 suites×3 heads each @ Rs. 100p.d. (CM)→@ Rs. 50/- p r. Booking : 2 months before.

UCO BANK STAFF CLUB : 10, B.T.M. Sarani, Kol-1, fifth floor (C)→Shaktipada Mitra/Gopal Sarkar ☎ 2225-4120 29 (Ext. 407) (L)→**Jogindra Kutir**, beside Nilachal Hotel, Swargadwar (A&R)→ Ground floor @ Rs. 150/-, 2nd floor@200/- p.r p.d. (SC) 20/-

UCO BANK STAFF CLUB : 10, B.T.M. Sarani, Kol-1, fifth floor (C)→Kalachand Debnath/Jyotirmoy Ghosh ☎ 2225-4041/4120-4129 (Ext. 236, 237, 206) (L)→**Hotel Richi Palace** Sea Beach, near Puri Hotel (A&R)→@ Rs 200/- p.r.p.d. (SC) 20/-.

UCO BANK STAFF RECREATION CLUB : 10, B.T.M. Sarani, Kol-1, 2nd floor (C)→Ashis Pal ☎ 2225-4120-4129 (Ext. 222).

UCO BANK EXCHANGE RECREATION CLUB. : 2, India Exchange Place, Kol-1. ☎ 2220-3383-86. (L)→**Hari Bhawan**, Gourbatsahi, Taxi Bari (A&R)→4B×2 Rooms @ Rs. 100/- p.r.p.d. 5B×1R @ Rs. 110/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 50/- (SC)→@ Rs. 10 for 7 days.

UCO BANK NATIONAL STAFF REC. CLUB. : 16A, Brabourne Road, Kolkata. 3rd floor (Dena Bank Building) Kol-1 (C)→☎ 2235-1778 (L)→**Nirala**, Swargadwar, Puri. (A&R)→3B×2R @ Rs. 200/- p.r.p.d.

RESERVE BANK OF INDIA EMPLOYEES' CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD.: 13, Netaji Subhas Road, Kol-1 (C)→ Secretary (L)→Swargadwar., (Behind Hotel Sonali) (A&R)→4-B×2-R @ Rs. 120 p.r p.d. 4-B×4-R @ Rs. 100/- p.r.p.d., 4-B×12-R @ Rs. 110/- p.r.p.d. and 8-B×1-R @ Rs. 150/- p.r p.d. (CM)→Rs. 50/- p.r.

CTC EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 12, R. N. Mukherjee Roa Kol-1 (C)→☎ 2248-2681. 4lines. (L)→Swargadwar. Beside Kakatua Sweets @ Opp **Maa Bhavan**. (A&R)→4 B×11 @ Rs. 150/- p.r.p.d. (CM) 100/- attached kitchen bath & balcony.

C.T.C. KRISTICHAKRA TRAMWAYS REC. CLUB : 12, R.N. Mukherjee Rd Kol-1, (C) Sujit Kumar Bag/Debaprashad Ghosh (Cash Dept.)→☎2248-2681 (L)→**Niladri House**, Diganta Lane. (A&R)→ 6R×4B@Rs. 120/- p.r.p.d. (CM)100/-. p.r

SAMABAYA CHAKRA : New Secreatariate Building, Block-A, 4th floor. Kol 1 (C)→ Pradyut Banerjee/Kuheli Dey. ☎ 2248-6271 (Ext. 118, 122, 93) (L)→**Hotel Sagar Samrat Kanya**, beside Puri Sesson Court, Puri Hotel, (A&R)→2R×4B @ Rs. 170/ p.r.p.d.

ALL INDIA ALLAHABAD BANK NATIONAL EMPLOYEES FEDREATION. Kol main Br. 14. India Exchange Place, Kol-1 (C)→☎ 2220-8375. (L)→**Baluchar** Durgabari Rd. (Near King Fisher Hotel) (A&R)→D. B. R. (4 persons) @ Rs. 100/ (CM)→ @ Rs. 40/- (SC)→ @ Rs. 10/-

UCO BANK REC. CLUB. RAJABAZAR BR. : 66, A. P. C. Road, Kol-9 (C)→ Secretary ☎ 2350-6393 (L)→Swargadwar (Two minutes walk from Sea Shore (A&R)→2-R×4 persons @ Rs. 100/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 50/- (SC)→@ Rs. 10/- p d

ANDHRA BANK EMPLOYEES' ASSOCIATION (WEST BENGAL) : 14/1B. Ezra St. Kol-1 (C)→Sudarshan Ghosh/Ajoy Ghosh, ☎ 2235-0352/7793 (L)→**Hotel Gopinath** annaxe of Hotel Raj, new Marine Dirve Road, Sea View (A&R)→2R×3+1@230/- -250/ - p.r p.d. (CM)→50/- p.r. with furnished room TV & Balcony.•

ANDHRA BANK EMPLOYEES' CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 14/1B Ezra St. Kol-1 (C)→Sudarshan Ghosh/Ajoy Ghosh, ☎ 2235-0352/7793 (L)→**Hotel Lakshmi Jyoti**, adjacent to Light House, new Marine Drive Road, Sea View (A&R)→2R×4B @200/- – 250/- p.r.p.d. (CM)→50/- p.r.

P. N. B. EMP. CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD : 18 N. S. Rd. Kol-1 (C) ☎ 2220-2233, 2220-3920. (L)→**Swapan Puri** Swargadwar. (A&R)→4 persons ×2 Rooms @ Rs. 80/- p.d. 3 persons 1 room @ Rs. 30/- p.d. (CM) @ Rs 40/-

P. N. B. SRAMIK UNION : 135, Biplobi Rash Behari Road, Kol-1 (C)→☎ 2220-2181 (L)→**Hotel Indira** Gourbatsahi. (A&R)→4 persons×3-R @ 140/- p.d. 3 persons×1-R @ Rs. 170 p.d. (CM) →@ Rs. 50/-

INDIAN BANK EMP. UNION HOLIDAY HOME : 3 Red Cross Place Kol 1. (C) ☎ 2248 5898. (L)→**Dayadham**, Near Haridas Math (A&R)→2-R×4 persons @ Rs. 80/ - p.r.p.d. 3+1-B×3 R @ Rs. 140/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 30/- p.r.

INDIAN BANK EMP. CREDIT CO-OPP. SOCIETY : 3/1 R. N. Mukherjee Rd. Kol-1 5th Floor (C)→☎ 2248 7903 (L)→**Bhjani** beside Birla Guest House, Marine Drive Road (A&R)→5R×4B @ Rs. 160/- / 190/- p.r.p.d. with gas & cable TV.

S. B. I. STAFF ASSON. OVERSEAS BR. : 33A, jawaharlal Nehru Rd. Kol 71. (C)→Secretary ☎ 2226 7230. (L) **Lahari**, Swargadwar. (A&R)→4-Bed×2 Room @ Rs. 100/- p.d. (CM) @ Rs. 50/-

U. B. I. FRIENDS' ASSOCIATION BOWBAZAR BR. : 235/2 B. B. Ganguly St. Kol-12. (C)→Secretary. ☎ 2237-1471. (L)→**Apsara Nibash**, Swargadwar (A &R)→4B Room @ Rs. 100/-. (CM)→Rs 25/-p.d.

DHAKURIA CO-OPERATIVE BANK STAFF RECREATION CLUB : 68. Tanu Pakur Rd. Kol-31. (C)→Secretary, ☎ 2415-8575/4055 (L)→**Harin Guest House**, New Marine Drive Road, near Swargadwar (A&R)→4R @ Rs. 200/- p.r.p.d.

JADAVPUR UNIVERSITY EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : Jadavpur University Campus, Aurobindo Bhavan, Kol-32, (C)→☎ 2414-6441. 12 P.M.-1 P.M. (L)→**G.C. Sen Memorial Holiday Home'**. Gopal Ballav Rd (A&R)→6R×4B @ 150/- p.r.p.d (CM)→50/-S.C. 20/-.

INDIAN ASSOCIATIONS FOR THE CULTIVATION OF SCIENCE (I.A.C.S. STAFF WELFARE COMMITTEE : Jadavpur, Kol-32, (C)→Arun Dutta/Subrata Ghosh/Mantu Naskar/Debotosh Maji. ☎ 2473-4971. (L)→**Dr. Mahendralal Sarkar Holiday Home**. Sree Jaganath Lodge, New Marine Drive Road, Near New Sea Hawk Hotel (A&R)→3R×4B @ 200/- p.r.p.d (CM)→100/-.

REGIONAL PROVIDENT FUND CO-OPERATIVE SOCIETY : Salt Lake, Sector 2, Karunamoyee, Kol 91. (C)→Secretary. ☎ 2334-7013 (C)→**Sree Sree Ma Building**, Near Seaview Hotel, (A&R)→5 Room×4 persons @ Rs. 100/- p.r p.d. (CM)→Rs. 50/-

BHARAT OVERSEAS BANK STAFF RECREATION CLUB : 3B, Lalbazar St. Kol-1. (L)→**Shyamali** Digantagali. Swargadwar. (A & R)→1 Room × 5 Persons @ Rs. 80/-p.d. 1 Rooms × 3 Persons @ Rs. 90/- p.d. (CM)→50/-

ALL INDIA VIJAYA BANK EMPLOYEES' UNION : 125/1, Park St. Kol-16. 2nd Floor, ☎ 2249-7140. (L)→**Bisram** Gourbatshai. (A&R)→1 Room×6 persons @ Rs. 150/-p.d. 1 Room×4 persons @ Rs. 120/- p.d. (CM)→Rs. 50/-

THE INCOME TAX SPORTS & RECREATION CLUB P-13, Chowringee Square, Kol 69, (C)→Secretary, ☎ 22482661-63, Ext.-1601. 1st Floor. 'Aayakar Bhawan Annexe.' Booking Time 1.30-2.30 P.M. (L)→**Sree Jagannath Lodge** Marine Drive Road. near New Sea Hawk. (A & R)→4H×6R@160-210/-, p.r.p.d. (CM)→50/, p.r. attached bath & kitchen, gas free.

WEST BENGAL INCOME TAX SPORTS & AMUSEMENT CLUB P-13, Chowringee Square, Kol 69, Ground Floor (C)→Debasis Dey Munshi, ☎ 2248-2371/8213, Ext.-602, 1st Floor, 'Aayakar Bhawan Annexe.' Booking Time 1.30-3.30 P.M. (L)→**Smt. Gita Ganguly**, Keshab Dham. Opp. Birla Guest House, Gourbatsahi (A & R)→4H×4R @ 150/-, p.r.p.d.

SYNDICATE BANK STAFF UNION : 6, N. S. Rd. Kol-1 (C)→☎ 2220-0902 (L)→**Janak Puri**, Near Sea Beach Police Station. (A&R)→3 Room Attached Bath 2 Kitchen @ Rs. 100/- p.d. (CM)→Rs. 60/- (SC)→Rs. 10/-.

MOTHER DAIRY EMPLOYEES CO-OPP & TECHNICAL STAFF WELFARE SOCIETY : P-129, Block-A, Banaful Sarani, Lake Town, Kol 89. (C)→☎ (H.O.) Bikash Roy. 2521-5974/5975. Dankuni (C)→☎ 2659-2342/2338/3611 Biswajit Dey Kartik Nan. (L)→**Shyama Joyti** near Birla Guest House. (A&R)→ DB×3R @ 175/-p.r.p.d. (CM) 100/- p.r.

TRSNAPORTATION DIRECTORATE (FOOD) EMPLOYEES CO-OPP CREDIT SOCIETY LTD.: 11A, Mirza Galib Street, Kol-87, (C)→Secretary ☎ 2252-0662. (L)→**Malancha** (A&R) 4Bed @ 140/- p.r.p.d. with gas (CM) 50/-.

WBECSC EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD., 11A. Mirza Galib Street, Kol-87, (C)→Secretary ☎ 2252-4890. (L)→**Saikatabas** Swargadwar (A&R) 4Bed×2 @ 150/- p.r.p.d. (CM) 100/-.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION LAW DEPT. RECR. CLUB, 5 S.N. Banerjee Road, Kol-13, ☎ 2244-3471.(Extn. 2420) (C)→Prabir Bhattacheree/Amal Poddar, (L)→**Tara Guest House**, (Hira Dham), New Marine Drive near to seabeach Ground floor 2+2×5 @ 140/- p.r.p.d., 1st floor 2+2×2 @ 160/- p.r.p.d. (CM) 50/-.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION CO-OPP. CREDIT SOCITY LTD., 1 Hogg Street, Kol-13. 1st floor, (C)→Sujit Saha ☎ 2244-3471. (Extn.2542), (L)→ **Charu Mandir**, Beside Sagarika Hotel, 4 Bed×5 @ 80/- p.r.p.d., Deposit 100/-. (CM) 100/-, attached bath & kitchen.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION EMPLOYEES SANITORIUM SOCIETY., 5, S. N. Banerjee Road, Kol-13, Central Records Dept. Ground Floor, (west) (C)→Ranjit Kr. Pal, (L)→**Durga Smriti**, Swargadwar (Swapan Chakraborty Bari) Gourbatsahi Near Bazar. 4 Bed×2 @ 70/- p r.p.d., (CM) 100/-. attached bath & kitchen.

CSTC EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD., 45 Ganesh Chandra Avenue, Kol-13, ☎ 22371212-1215.(Extn. 217) (L)→**Krishna Aabas**, Opp. Bharat Sevasram Sangha, Swargadwar Road, 3+1×4 @ 80/- p.r.p.d , (CM) 20/-.

ANANDABAZAR PATRIKA EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : Prafull Sarkar Street, Kol-1 (C)→ The Secretary. ☎ 2237-4876. (L)→**Uma Lodge** Sattasan Math Road, Near Iskon Mandir, Swargadwar (A & R)→ 4-B×2 @ Rs. 125/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 100/-.

WEST BENGAL HEAD MASTERS ASSOCIATION. . 1/1A, College Square, Kol-73. : (C) → Rabindranath Ghosh ☎ 22419251 (2pm-5pm). (L)→**Gajapati**, Gourbatshahi, near Raj Hotel, Prachi Road (A&R) → 4B×1R@130/- p.d ; 4B×1R@150/- p d. (CM) → *100/- p.r. TV & gas available.*

TREASURY BUILDINGS CO-OPERATIVE SOCIETY LTD. : 3 Government Place West, Kol-1. (C) → ☎ 2248 7491 (Ext. 203). (L) → **Renuka Lodge**, Swargadwar. (A&R) → 1 Bed × 4 Room @ 45/- p.r.p.d (CM) → 50/- p r.

ALL BENGAL TEACHERS ASSOCIATION Kolkata District Branch 15 Bankim Chatterjee St. Kol 73 Coffi House Building. (C) → ☎ 2241 2954 (L) → **Sun and Sea** Gourbatsahi near Raj Hotel (A&R) → 4 Bed @ 170/- p r p.d with attached bath, kitchen, gas & others facilities.

KOLKATA METROPOLITAN DEVELOPMENT AUTHORITY EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. Unnayan Bhavan, (Ground Floor) Bidhan Nagar Kol-91 (C) → ☎ 2321 7984 (L) → **Jagat Kutir** Swargadwar Near Arobindo School (A&R) → 2R @ 120/- p.r.p.d.

[redacted] **NAGAR PROJECT (ADMIN. & DEVLOP.) EMPLOYEES CO-OPP.**
[redacted] **LIMITED** Sech Bhavan, (Third Floor) Bidhan Nagar Kol-91 (C)
[redacted] ☎ 2337 4548 (L) → **Kalyani Complex** Gourbatsahi.
[redacted] gas. CM 100/- p r

WEST BENGAL COUNCIL HIGHER SECONDARY EDUCATION EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. Vidyasagar Bhawan Bidhan Nagar, Kol 91. (C)→Satyabrata Mukherjee/Sabyasachi Gupta. ☎ 2337 4984-87. (L)→(1) **Bani Bhavan** Near New Sea Hawk, Gourbatsahi. (A & R) →4-Bx2-R @ 120/-p.r.p d. (CM) 100/-p.r. (SC) 10/-, attached bath and kitchen. (2) **Sree Ganesh Holiday Resort** Balia Panda, Near Birla Guest House. (A &R)→4-Bx2-R Rs. 150/- p.r.p.d. (CM) 100/- p.r. (SC) 10/-.

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY BOARD SPORTS AND CULTURAL COUNCIL. Bidyut Bhawan. (Tenth Floor) Sector 2, Bidhan Nagar, Kol 91. (C)→Arobindo Chakraborty/Pradip Chakraborty. ☎ 2359 1930-39. Extn. 566, 389. (L)→**Indrajit Bhawan** near Bazar. (A & R) →7-RxDB@120/- p.r.p.d. (CM) 50/- p.r attached bath & kitchen.

REGIONAL PROVIDENT FUND CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. D.K. Block. Sector 2, Bidhan Nagar, Kol 91. (C)→Nandakishor Ghosh. ☎ 2334 7013. (L)→**Sri Sri Maa Building** Narayan Bisram Road (Back of Sea View Hotel) (A & R) →4Bx5R@140/ - p.r.p.d. (CM) 100/- Booking before 60 days.

BARASAT MUNICIPAL EMPLOYEES' MUTUAL BENEFIT FUND. R.B.C Road. Barasat Kol-700 124 (C)→Subhash Mukherjee/Aurobindo Modok/Babu Roy Chowdhury/ ☎ 2552 3211. (L)→**Kalyani Complex**, Near Bazar and Raj Hotel, Swargadwar. (A & R)→4-Bx2-R@120/-p.r.p.d, attached bath, kitchen & gas.

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES SPORTS CLUB (HOLIDAY HOME) 23B, N S. Road Kol 1, 3rd Floor (C)→D Ghosh/A Nag/☎ 2220 2314-15 (L)→**Hotel Athithi**, Swargadwar (A & R)→4-Bx3-R@150/-p r.p.d. (CM) 50/- including gas.

WEST BENGAL HOUSING BOARD RECREATION CLUB 105, S N Banerjee Road. Kol 14, (C)→Binod Bosu/ Shekhar Mukherjee /☎ 2244 1965-67 (L)→**Sudhir Smriti Bhavan**. opp Swarswat Gouria Math. Gourbatsahi. (A & R)→3+1x3R@100/- p r.p d. (CM) 100/-, attached kitchen, bath and balcony

THE COMMERCIAL TAXES DIRECTORATE EMPLOYEES' CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 14, Beleghata Main Road, Kol 15, (C)→Adwaitya Shaoo ☎ 22516784. Ext -543 (L)→**Rumani** in front of Happy Home (A & R)→4Bx4R@125/-, p.r p d. (CM) 50/- p r. attached bath & kitchan

METRO RAIL RECREATION CLUB *Metro Rail Bhavan*. 33/1. J L. Nehru Road. Kol-71, 2nd Floor, (C)→ Subir Duttta/Ahiranjan Ghosh, Personnel Branch, ☎ 2245 7348. Ext-55051. (L)→**Akash Guest House** Swargadar, near Bharat Sevasram Sangha (A & R)→4Rx4B@200/-, p.r.p.d. attached. bath, kitchen.

METRO RAIL ABASIK SANGHA. Metro Rail Bhavan, 33/1. J.L. Nehru Road, Kol-71, 1st Floor, (C)→Account Department. ☎ 2226 7280-82. Ext.-55132/55153. (L)→**Balabhadra Nibas**, Sawargadar, (A & R)→2Rx2B@125/-, p.r.p.d. (CM) 100/- p.r. SC 10/- for 7 days.

GOVT OF INDIA STATIONARY & PRINTING DEPT. CO-OPP. SOCIETY KOLKATA LTD. 3 Church Lane, Kol 1, (C)→Pranab Prasad, ☎ 2248 4180, (L)→**Rama Villa**, Diganta Gali, Sawargadar, (A & R)→2Rx4B@120/-, p.r p.d. (CM) 100/-.

KAMARHATTI MUNICIPAL EMPLOYEES WELFARE SOCIETY 1. M.M. Feeder Road, Kol - 56, (C)→Samir Bose ☎ 2564-9580. (L)→**Haridas Math,** Sawargadar Bazar, (A & R)→ G.R. 1R×4P@105/-, p.r.p.d. with attached bath, 2R×4P @95/- p.r.p.d without bath. 1st Floor 2R×4P@115/-, p.r.p.d. **Matri Kutir,** Marine Drive, 1st Floor, 2R×4P @ 120/- p.r.p.d. (Sea facing), 2nd Floor 2R×4P @ 135/- p.r.p.d. CM 100/- p.r.

KOLKATA POLICE CO-OPP. BANK LIMITED 18, Lalbazar Street (C)→☎ 2214-5000. (L)→**Swapna Sagar,** Gopal Ballav Road (A & R)→ 7R×4B@100/-, p.r.p.d. CM 100/- p.r. for 7 days. SC @ 20/- p.r. for 7 days.

SHIPPING CORPORATION CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 13 Strand Road, Kol 1, (C)→Ashim Mukherjee ☎ 2248 2354, (L)→**Lilly Cottage,** Sawargadar, (A & R)→ 4R×4B@175/-, p.r.p.d. (CM) 200/- p.r.

THE KOLKATA PORT TRUST EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 15 Strand Road, Kol 1, (C)→Gitali Mukherjee ☎ 2220 3451, Ext. 294, 296 (L)→**Sudhir Smriti Bhavan,** Sawargadar, (A & R)→5R×4B@130/- p.r.p d. (CM) 100/-. p.r.

MADHYAMGRAM MUNICIPAL. Madhyamgram, Kol-700 129 (C)→Sudip Mitra. ☎ 2538 2664/0203 (L)→**Nirala**, Swargadwar, (A & R)→4R×3B@125/-, p.r.p d. (CM) 100/-. p.r.

NEW BARRACKPORE MUNICIPAL. New Barrackpore, Kol-700 131 (C)→Manab Bhattacherjee ☎ 2537 5408, (L)→**Nirala,** Swargadwar, (A & R)→2R×3B@125/-, p.r.p.d. (CM) 50/- p.r. Kitchen facility.

PANTHAVILLA HOLIDAY HOME EX-EMPLOYEES OF STANDARD CHARTERED BANK Vaishno Chambers, 6, Brabourn Road, Kol -1, Room No B-001A (Basement) (C)→Manab Dutta/Sankar Das/Sunil Dey/Samir Pal. ☎ 2234 1297 Ext. 22, (L)→**Hari Bhavan,** (Taxi Bari) near Sawargadar (A & R) → 7R × 3P @ 160/ - p.r.p.d. Cooking arrangement. / **Sree Garden Guest House** near Puri Gramya Bank, Sawargadar (A & R) → 5R × 3+1 @ 180/- p.r.p.d. Cooking arrangement, TV.

RAILWAY INSURANCE CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 4 Chittaranjan Avenue, Kol-72 3rd floor (C)→☎ 2212 4910 / 2243 5183, (L)→**Saikat,** Sawargadar, near Sagarika Hotel, (A & R) → 8R × 4B 1st floor @ 100/-, 2nd @ 140/-, 2nd floor Room No. 8 @ 150/- p.r.p.d. (CM) 100/- p.r.

HUMBOLDT WEDAG INDIA RECREATION CLUB. 50 J. L. Nehru Road, Kol-71 8th floor. (C)→ Tarun Mazumdar / Anup Dey. ☎ 2282 4207 / 5196, (L)→**Maa-Baba-Bhavan,** near Sawargadar, (A & R) → 2R × 4B @ 120/- p.r.p.d. (CM) 50/- p.r.

UNITED BANK OF INDIA STAFF HOLIDAY HOME COMMITTEE. C.I.T. Road Branch, 76 Dr. Sundari Mohan Avenue Kol 14 (C)→Prabir Mazumdar/Subirlal Mukherjee. ☎ 2244 8150 (L)→**Lahari,** Sreekrishna Lodge, Prachi Road, near Hotel Raj, opposite Gajapati, (A & R) → 2nd floor 4R × 4B @ 170/-, p.r.p.d. (CM) 100/-p.r. (SC) 20/- p.r. for one week.

UNITED BANK OF INDIA PARK CIRCUS BRANCH STAFF HOLIDAY HOME COMMITTEE 154, Park Street Kol. 17 (C)→Sunil Biswas/Binoy Chakraborty. ☎ 2284 4070 (L)→**Lahari,** Sreekrishna Lodge, Prachi Road, near Hotel Raj, opposite Gajapati, (A & R) → 1st floor 4R × 4B @ 170/-, p.r.p.d. (CM) 100/-p.r. (SC) 20/- p.r. for one week.

THE WEST DALHOUSIE CO-OPP. SOCIETY LTD. 5, Netaji Subhas Road, Kol-1, (Royal Building 2nd floor) (C)→ ☎ 2220 9211/12 (L)→**Sadhana Ashram,** Swargadwar (A & R) → 6R × 4B @ 150/-, p.r p.d. (CM) 100/-p.r.

P. D. C. L. RECREATION CLUB 1 Kiron Sankar Roy Road, Kol-1, New Secrateriet Building, 6th floor Block A (C)→ **Tapan** Deb Barman/Alokc Sinha. ☎ 2248 2024/12 (L)→**Happy Home,** behind Puri Hotel (A & R) → 1R × 3P @ 130/-, 1R × 4P @ 150/ - p.r.p.d. (CM) 100/-p.r.

COMMERCIAL INTELIGENCE & STATISTICS EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 1 Counsil House Street, Kol-1, (C)→ Samar Ghosh/Tapan Roy ☎ 2248 3111 4 Lines, Ext. No. 277/283 (L)→**Matri Kutir**, Swargadwar (A & R) → 3B @ 120/-, 4B @ 150/-. (CM) 50/-p.r.

POWER RECREATION CLUB 1 Kiron Sankar Roy Road, Kol-1, New Secreteriat Building, 7th floor (C)→ Anil Mondal/Somnath Roy ☎ 2248 6271, Ext. No. 3272/3285 (L)→**Saybalini** Sat Lahari Math, Gourbatsahi (A & R) → 2R×4B @ 170/-, p.r.p.d. (CM) 100/- p.r.

THE BENGAL SECRETERIATE CO-OPP. SOCIETY LTD. Mahakaran Block 5, 1st floor, Kol- 1 (C)→ ☎ 2214 - 4009 (L)→**Debjani,** Opp. Swarswat Gouria Math, (A & R) → 6R×4B @ 100/- p.r.p.d. (CM) 100/- p.r.

NABAGRAM PEOPLES' CO-OPP. CREDIT BANK LTD. 11, Vivekananda Road, Nabagram, Hoogly. Pin Code 712246 (C)→ ☎ 2673 0919 (L)→**Bisram,** Gourbatsahi, (A & R) → 2R×4B @ 100/- p.r.p.d.

INDIAN OVERSEAS BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LIMITED P-35 India Exchange Place Kol 1 (C) → Bijan Das/Tapas Roy ☎ 2225-7469. (L) → **Hotel See View** Swargadwar → (A & R) 3R×4B @ 200/-, 1R×2B@150/- p.r.p.d. / **Samudra Teere** Swargadwar, behind Nilachal Hotel → (A & R) 5R×4B @ 150/- p.r.p.d. / **Subhasini Kutir** Swargadwar → (A & R) 3R×4B @ 100/- p.r.p.d.

NEW CENTRAL JUTE MILL RECREATION CLUB : 18A, Brabourne Rd. Kol-1. (C)→ ☎ 2235-1875/1049 (L)→**Kunthia** Nibas, Gourbatsahi, (A & R) →2R×4B@150/- p.r.p.d. (CM)→ Rs. 100/- p.r.

TEA BOARD HOLIDAY HOME COMMITTEE : 14, B. T. Sarani, Kol-1. (C)→ ☎ 2235-1411 (8 lines) (L)→**Hari Bhavan,** Taxi Bari, Gourbatsahi, near Swargadwar (A & R) → 1 Suit×2R @ Rs. 220/- / 5B×1R @ 170/- / 4B×4R@150/- p.r.p.d. (CM)→100/-. p.r. (SC) 15/- p.r. for three days. All rooms have gas & cooking facility.

STEEL AUTHORITY OF INDIA EMPLOYEES' CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 52/1A, Promothesh Barua Sarani, Kol-19. (C)→ ☎ 2461-4022/33. Fax: (033) 2461-4072 E-mailsailcoop@vsnl.com Website: sailcooperativecredit.com (L)→**Ispat Samabaya Bhavan,** Narayan Biswas Road west of Panthabhavan (A & R) → Big room @ 200/-, Standard room @ 175/- p.r.p.d. (CM)→ Rs. 150/- p.r.

CALCUTTA CENTRAL TELEGRAPH OFFICE CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 8, Red Cross Place, Kol-71 (C)→ ☎ 2248-5935/2222-5968.(L)→**Hotel Arun Inn** Balipanda Sea Beach, near Prachi Hotel, (A & R) → 2R×3+1 @ 150/- p.r.p.d. (CM)→ Rs. 100/- p.r. attached bath & kitchen.

THE KOLKATA METROPOLITAN WATER & SANITATION AUTHORITY STAFF CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 32 B.B.D. Bag, (South) Kol-1 (C)→ ☎ 2248-2346-47. (Ext 211). (L)→**Sun & Sea** Gourbatsahi, near Raj Hotel, (A & R) → 2R×4B @150/-, 2R×4B@120/- p.r.p.d. (CM)→ Rs. 50/- p.r. (SC) 25/-. only 7 days.

NILRATAN SARKAR MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL EMPLOYEES RECREATION CLUB : 13B, A. J. C. Bose Road, Kol-14 (C)→Hindol Kr. Chanda/ Narayan Ch. Das (L)→**Niharika** Swargadwar, (A & R) → 2R×4B@100/- p.r.p.d. (CM)→ Rs. 50/- p.r. washing charge 20/-, attached bath & kitchen.

BANK OF INDIA EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 23A-B, N. S. Road, Kol-1, Mazzanine Floor (C)→ ☎ 2220-2301. (Ext. 217) (L)→**(1) Gopal Prashad** beside Raj Hotel (A & R) → 4R×4B@120/- -- 140/-, p.r.p.d. **(2) Sagar Samrat** beside Swargadwar Bazar (A & R) → 5R×4B@140/-, p.r.p.d. attached bath & kitchen.

ALL INDIA BANK OF INDIA SC/ST/OBC EMPLOYEES ASSOCIATION : 23/B N. S. Road, Kol-1, (C)→K. P. Roy/Sashanka Roy ☎ 2220-2301. (Ext. 203, 217) (L)→**Sagar Samrat Hotel,** Gourbatsahi Road, near Kakatua/Swargadwar Bazar (A & R) → 3R×4H@150/-, p.r.p.d. with gas, TV facility.

P. T. I EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 7 Hare Street, Kol-1, (C)→Sandip Chakraborty ☎ 2248-5261-64 (L)→**Jagat Kutir**, Marine Drive Road Swargadwar (A & R) → 3R×3H@170/-, p.r p.d (CM) 100/ p.r attached bath & kitchen with utensils.

GHOSH DASTIDAR OPTICAL COMPANY : 293 B.B. Ganguli St. Kol-12, (C)→Sanjib Ghosh Dastidar ☎ 2236-5213. (L)→**Rani Kuti**, Gourbatsahi, near Akshaya Dham, (A & R) → 5R@100/-, p r.p.d (CM) 50/-

GARDEN REACH SHIP BUILDERS & ENGINEERS STAFF CO-OPP. SOCIETY LTD. : 43/46 Garden Reach Road, Kol-24, (C)→☎ 2469-8100-13. (Ext. 760) (L)→Gourbatsahi(A & R) → 4R@65/-, p.r.p.d.

GARDEN REACH SHIP BUILDERS & ENGINEERS EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY : 43/46 Garden Reach Road, Kol-24, (C)→☎ 2469-8100-13. (Ext. 760). (A & R) → 4R@65/-, p.r.p.d.

PELLING

UNITED BANK OF INDIA STAFF WELFARE SOCIETY P/123 Raja S. C. Mullik Road, Kol 84. (C)→Niharkanti Mondal/Susanta Chakraborty/☎ 2430 4144.(L)→**Hotel Stallete** (M), (A & R)→ 3+1@350/-p.r.p.d. with Geyser.

UNITED BANK OF INDIA STAFF WELFARE SOCIETY 26&26/7 Hindusthan Park Kol 29. (C)→Ranjan Sengupta/Chandidas Halder/Tarun Kanti Kundu/Amit Roy ☎ 2464 3392 (L)→**Hotel Chinari/Hotel Window Park** (U.Pelling)(A & R)→ 4R×3B @ 400/- – 450/- p.r.p.d.

UBI EMPLOYEES ASSOCIATION (H.O.UNIT) : 16,Old Court House Street Kol-1. (C) → D. Malakar, N. G. Das S.Pal ☎ 2248-7471(L) → **Hotel Paro Jang** Middle Pelling (A & R) → 3+1×2 @300 /- 3+1×1 @ 230/-

UBI STAFF RECREATION CLUB : Sradhananda Park Branch, 26 Raja Rammohan Sarani, Kol-9. (C) → Asis Sarkar, ☎ 2350-3969 (L) → **Pelling Centure** Lower Pelling (A&R)→2R @ Rs 275/- p.r.p.h., 3R @ Rs. 225/-, 4R @ 200/- p.r.p.h. Fooding and Lodging per head with attached gizer.

TOURIST CENTRE Tentulberia Garia Station Road, Kol 84. (C)→☎ 2432 2421/ M.9830539421.

SIEMENS EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : 43 Santipally, Kol-42. (C)→ Rajat Chakraborty ☎ 2444-9000/9030/9032 (Ext. 9032) (L)→**Hotel Panorama**, Lower Pelling. (A&R)→2R×4H@Rs 350/- p.r.p.d. (SC) 10%

UCO BANK STAFF RECREATION CLUB : 10 B. T. M. Sarani. Kol-1, (C)→Sandip Chatterjee ☎ 2225-4120-29 (Ext 206) (L)→**Maguolia Lodge**, Keeli Puri Rd, Lower Pelling (A&R)→2R @ Rs 350/- p.r.p.d.

UCO BANK STAFF CLUB. : 10 B. T. M. Sarani, 1st Floor, Kol-1. (C)→ Tapan Chakraborty/Dilip Naskar ☎ 2225 4120-29. Ext. (227) (L)→**(1) Hotel Simvo**. Upper Pelling (A & R)→@ Rs 300/- p r p.d. **(2)** (C)→ Sanjeev Mukheree ☎ 2220 8817-18. Ext. (25) **Hotel Simvo**. Upper Pelling (A & R)→@ Rs 300/- p.r.p.d.

PUNJAB NATIONAL BANK SRAMIK UNION. : 8 Lyons Range, Kol-1. (C)→ ☎ 2220-2181 (L)→**Hotel Haven**. Mid. Pelling, (A&R)→4B×2R @ 350/- p.r.p.d

ALLAHABAD BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 14 India Exchange Place Kol-1. Ground Floor, Kolkata Main Branch, (C)→A. K. Dey/S. Ghosh/ S Chakraborty/K Das. ☎ 2242 0559/2220 8375-77. (A & R)→1R×3H@250/-. p.r p.d., 4R×3+1@350/-, 1R×5+1@400/- attached bath & geyser.

ALL INDIA ALLAHABAD BANK SC/ST EMPLOYEES WELFARE COUNCIL 14 India Exchange Place. Kol-1, 1st Floor, Kolkata Main Branch, (C)→A. K. Dey/S. Ghosh/S. Chakraborty/K. Das. ☎ 2210 7595/2220 8375-77. (Ext. 144). (L)→**Hotel Gochala** (A&R)→3+1@350/- p.r.p.d., 4B@500/- p r p.d.

STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR EMPL. HOLIDAY HOME SUB-COMMITTEE : 14, N S. Road, Kol-1 (C)→Ranjit Kar/Ashok Pal ☎ 2220-1188/1189/ 3464/0529 (L)→**Hotel Kailash**, Upper Pelling (A & R)→4R×4H@200/- – 300/-, depends upon head for Fooding & Lodging.

KAMARHATI MUNICIPAL EMPLOYEES WELFARE SOCIETY : 1 M.M. Feeder Road. Kol-56 (C)→Samir Bose, ☎ 2564 9580 (L)→**Hotel Gochala**, Upper Pelling (A & R)→2R×4P@ Rs. 300/-, p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 100/-p.r. with geyser.

PANTHAVILLA HOLIDAY HOME EX-EMPLOYEES OF STANDARD CHARTERED BANK Vaishno Chambers, 6, Brabourn Road, Kol -1, Room No B-001A (Basement) (C)→Manab Dutta/Sankar Das/Sunil Dey/Samir Pal. ☎ 2234-1297 Ext. 22, (L)→**Hotel Simvo** Upper Pelling/**Hotel Panchak** Middle Pelling/**Hotel Resort Stellate** Lower Pelling. (A & R) → Room Rent @ 320/—600/- p.r.p.d. attached bath with geyser.

THE WEST DALHOUSIE CO-OPP. SOCIETY LTD. 5, Netaji Subhas Road, Kol-1, (Royal Building 2nd floor) (C)→ ☎ 2220 9211/12 (L)→**Hotel Pelling**, Lower Pelling (A & R) → 8R×2+1 @ 425/-, 3+1@475/- p.r.p.d.

COMMERCIAL INTELIGENCE & STATISTICS EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 1 Counsil House Street, Kol-1, (C)→ Samar Ghosh/Tapan Roy ☎ 2248 3111 4 Lines, Ext. No. 277/283 (L)→**Hotel Peling/Hotel Centur** near Bus Stand (A & R) → Delux DB @ 450/-, TB @ 500/-. p.r.p.d./Semi Deluxe DB@400/-, TB @ 500/-p.r.p.d.

UNION BANK EMPLOYEES CO-OPP CREDIT SOCIETY LTD. 15 Indian Exchange Place Kol-1, (C)→ Rajat Kumar Das ☎ 2220-6867/6868/2701/2702 (L)→**Hotel Snow View**, Middle pelling (A & R) → 2R×6H @ 350/- p.r.p.d. (CM) 50/-.

STATE BANK OF INDIA STAFF ASSOCIATION CO-OPP. BANK LTD. 13 Cruked Lane, Kol-69 (C)→Prasanta Banerjee/Molay Bagchi ☎ 2210 7919 (L)→**Hotel Panchak** Middle Pelling (A & R)→2R×4B @ 300/- – 350/- p.r.p.d.

INDIAN OVERSEAS BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LIMITED P-35 India Exchange Place Kol 1 (C) → Bijan Das/Tapas Roy ☎ 2225-7469. (L) → **Hotel Sudershan International** middle Pelling → (A & R) 2R×4H @ 275/- p.r.p.d. (CM) 100/-. p r.

THE INCOME-TAX SPORTS & RECREATION CLUB, W.B. P-13 Chowringhee Square, Kol 69, Aayakar Bhavan Annaxe 1st floor (C)→ ☎ 2248-2661-63. (Ext. 1601) booking time 1.30-2.30 (L) → **Hotel Simvo** Upper Pelling → (A & R) 1R×4H @ 280/-, 1R×5H @ 310/-, p.r.p.d. (CM) 100/-. p.r.

TEA BOARD HOLIDAY HOME COMMITTEE 14, B.T. M. Sarani Kol 1 (C) → Prabir Das ☎ 2235-1411. (L) → **Hotel Bhaichung** Upper Pelling → (A&R) 4B×2R @ 300/- p.r.p.d (CM) 100/-. p.r. (SC) 25/- for 3 days.

METRO RAIL RECREATION CLUB Metro Rail Bhavan, 33/1. J.L. Nehru Road, Kol-71, 2nd Floor, (C)→ Subir Duttta/Ahiranjan Ghosh, Personnel Branch, ☎ 2245 7348. Ext.-55051. (L)→**Hotel Pemasonam/Hotel Sengha** Middle Pelling (A&R)→ DB@300/-, 3B View@375/-, 3B Nonview@350/-, 6B@500/-, p.r.p.d. 225/- for fooding & lodging p.h.p.d.

MIRA TOURIST CENTRE : Block-H, Plot No. 141, Baishnabghata-Patuli Township, Kol-94 Near Patuli P.S. (C)→Goutam Majumder.

PANCHAGANI

STEEL AUTHORITY OF INDIA EMPLOYEES' CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 52/1A, Promothesh Barua Sarani, Kol-19. (C)→ ☎ 2461-4022/33. Fax: (033) 2461-4072 E-mailsailcoop@vsnl.com Website: sailcooperativecredit.com (L)→ **Premvilla**, opp. Sanjabani High School. (A & R) → 1R×5P @ Rs. 300/- p.r.p.d. (CM)→ Rs. 150/- p.r.

RAJGIR

UNITED BANK OF INDIA STAFF WELFARE SOCIETY 26&26/7 Hindusthan Park Kol 29. (C)→Ranjan Sengupta/Chandidas Halder/Tarun Kanti Kundu/Amit Roy ☎ 2464 3392 (L)→**Keshab Ashram**, Bangali Para near P.S. (A&R)→ 2R×4B @ 200/-, p.r.p.d. with attached bath & kitchen.

U. B. I. OFFICERS' ASSON. : 16, Old Court House St. Kol-1. (H. O.) (C)→☎ 2248 7471 8th Floor. (S)→**Keshab Ashram.** (A & R)→1 Cottage × 2B @ Rs.150/-

U. B. I. EMP. ASSON. · 16 Old court House St. Kol-1 (H.O.) (C) ☎ 2248-7471 (Ext. 211) (L)→**Prakash Bhavan** Central Bank of India Rd. (Near Market and Hot spring) (A & R) →3R × 4-Persons in each @ Rs. 120/- (CM)→Rs. 50/- in each room. (SC) →10/ - maximum for 7 days.

BANK OF BARODA EMPLOYEES' ASSO. (W.B.) : 4, India Exchange Place, Kol-1 (C)→Anjan Roy, ☎ 2220-6076-78. (L)→'SBI Building', Dimond Garden. (A&R)→4-B×4R@Rs. 100/- p.r.p.d. (CM)→Rs. 50/- p.r.

U. B. I. EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : C/O United Bank of India, Kolkata Branch, 4th Floor, 4, N. C. Dutta Sarani, Kol-1 (C)→The Secretary, ☎ 2220-0841. (L)→**Keshab Ashram**, Near Rajgir Thana. (A&R)→4B×4R. @ Rs 150/- p.r.p.d. 2-R @ Rs. 120/- p.r.p.d. (Other than members @ Rs. 5/- p.r.p.d. will be charged extra) (CM)→Rs. 50/- p.r. (For out-siders Recommendation of a member is required).

FRIENDS' ASSOCIATION, UNITED BANK OF INDIA, BOWBAZAR BRANCH : 235/2, B. B. Ganguly St. Kol-12 (C)→☎ 2237 1471. Secretary. (L)→**Sunayana Bhawan**, Bengali Para, near Rajgir P.S (A & R)→5B×4R @ Rs. 100/- (CM)→Rs. 50/- p.r.

UNITED BANK OF INDIA, REGENT PARK BRANCH :135G, Netaji Subhas Chandra Bose Road, Kol-40. (C)→☎ 2472-3141, (L) **Keshab Asram**, Near Police Station (with U. B. I. Gariahata Branch Holiday Home). (A & R)→1-Flat for 4 persons @ Rs. 120/- p.d.p.f. 1-Flat for 6 Persons @ Rs. 150/- p.d.p.f (CM)→Rs. 50/- p.r

UCO BANK STAFF CLUB, 10 B.T.M Sarani, Kol-1. Ground Floor. (C)→Kalachand Debnath/Jyotirmay Ghosh ☎ 2225-4041/2225-4120-29 (Ext. 206, 236, 237) (L)→ **Rashmi Villa**, near Bangalee Para, Rajgir P.S. (A & R)→@120/- p.r.p.d. (SC) 20/-.

UCO BANK STAFF RECREATION CLUB, 10 B.T.M Sarani, Kol-1. 4th Floor. (C)→Mrs. Mamata Pathak ☎ 2225-4041/2225-4120-29 (Ext. 304).

C. T. C. (KOLKATA TRAM CO.) REC. CLUB : 183, A. J. C. Bose Road, Kol-14 (C)→☎ 2244-2321/1313 (L)→**Hotel Basera**, Near Govt. Bunglow No., 2. (with B. O. I. Lindsay Street). (A & R)→4B ×3-R @ Rs. 120/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs 60/- p.r. (SC)→10% on lodging. (For Out-Siders : Recommendation of a member is required).

REGIONAL PROVIDENT FUND CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : 9th Floor, 44, Park Street, Kol-16. (C)→The secretary, ☎ 2247-5080, (L)→**Prakash Bhavan** Near Rajgir Market (A & R)→4B×3R @ Rs. 80/- p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 40/- p.r. (For out-siders : One introduction is required between 2-30 p.m. to 6 p.m.

CTC KRISHTI CHAKRA TRAMWAYS (KOL. TRAM CO.) REC. CLUB : (H. O.) 12 R.N. Mukherjee Road, Kol-1. (C)→Sunit Kr. Bag/Debprashad Ghosh (Cash Department) ☎ 2248 (L)→**Mahendra Bhavan**. (Near Police Station Bengali Para) Walking distance 5 Minutes to Hotspring (A & R)→2R/4B@100/- (CM) Rs.100/-.

ALLAHABAD BANK REC. CLUB : 14, India Exchange Place. Kol-1 (C)→Kamal Roy/Ashis Chakraborty ☎ 2220-8375-77 (L)→**Jugal Kunja**, beside Govt. Hospital (A&R)→1R×5+1 @ 120/-, 1R×3+1@ 100/-, attached kitchen. p.r.p.d.

CALCUTTA STATE TRANSPORT CORPORATION EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : 45, Ganesh Chandra Avenue. Kol-13. ☎ 2237-1212.(Extn. 217). (L)→**Binodan**, Bangali Para, Near Rajgir P.S. (A & R)→4+1×4-R @ Rs. 110/- p.r.p.d. (CM) 50/- (Booking 2 month before the date of reservation)

BANK OF BARODA EMP. CO. OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 4, India Exchange Place, Kol-1 (C)→☎ 2220-8645, (A & R) →1 B. R @ Rs. 70/- 3BR @ Rs. 100/- (CM)→Rs. 50/-

ANDHRA BANK EMPLOYEES' ASSOCIATION (WEST BENGAL) : 14/1B. Ezra St. Kol-1 (C)→Sudarshan Ghosh/Ajoy Ghosh. ☎ 2235-0352/7793 (L)→ **Diamond Garden**, near S. B. I. Building, (A&R)→2R×4B @220/- – 240/- p.r.p.d. (CM)→50/- p.r.

UNION BANK EMPLOYEES CO-OPP CREDIT SOCIETY LTD. 15 Indian Exchange Place Kol-1, (C)→ Manash Mazumder☎2220-6867/6868/2701/2702 (L)→ **Keshab Ashram**, Bangali Para (A & R) → 4R×4B@100/- p.r.p.d. (CM) 50/-.

REGIONAL PROVIDENT FUND CO-OPP. SOCIETY. : 44, Park St. Kol-16 10th Floor. (C) →Secretary, ☎ 2247-5080 (L)→**Prakash Bhavan**, (Near Rajgir Bazar). (A & R)→3R×4 Persons @ Rs. 80/- p.d. (CM)→Rs. 40/-.

STATE BANK OF INDIA STAFF ASSOCIATION : 38B, Chowringhee Road, Himalaya House, Kol-71. (C)→Pareshchandra Das. ☎ 2226-2371/1402, 2242-2505 (L)→**Malati Seba Sadan**, near Central Bank (A & R) →4B×4R @ Rs 100/-, p.r.p.d. (CM)→@ Rs. 50/- p.r.

STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR EMPL. HOLIDAY HOME SUB-COMMITTE : 14, N. S. Road. Kol-1 (C)→Ranjit Kar/Ashok Pal ☎ 2220-1188/1189, 3364/0529 (L)→**Diamond Garden**, Dharmashala Road, SBI Building (A&R)→ 2R×4B @ 100/-, p.r.p.d. (CM)→50/- p.r.

SYNDICATE BANK STAFF REC. CLUB. HOLIDAY HOME : 3B, Lal Bazar St. Kol-1 (C)→Secretary ☎ 2248-6005 (L)→**Hotel Bandana**, Dharmashala Road. (A & R)→5B Suit @ Rs. 120/- p.d. (CM)→@ Rs. 50/- (SC)→ Rs. 15/- for 7 days.

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY BOARD SPORTS AND CULTURAL COUNCIL. Bidyut Bhawan. (Tenth Floor) Sector 2, Bidhan Nagar, Kol 91. (C)→Arobindo Chakraborty/Pradip Chakraborty. ☎ 2359 1930-39. Extn. 566, 389. (L)→**Shivam Nikatan**. beside P.S. (A & R) →4-RxDB@130/- p.r.p.d. (CM) 50/- p.r.

KAMARHATI MUNICIPAL EMPLOYESS WELFARE SOCIETY : 1. M.M Feeder Road, Kol 56. (C) → Samir Bose, ☎ 2564 9580 (L) → **Shivam Niketan** Bangali Para → (A & R) 2R×4P @125 /- p.r.p.d. (SC) 15/- p.r.

P. D. C. L. RECREATION CLUB : 1, Kiron Sankar Roy Road, Kol 1. New Secretariat Building Block A. 6th floor (C) → Tapan Dev Barman/Aloke Sinha. ☎ 2248-2024 (L) → **Shivam Niketan** Bangali Para beside Police Station → (A & R) 2R×4P @ 120/- p.r.p.d. (CM) 100/- p.r.

RANIKHET

UCO BANK STAFF RECREATION CLUB 10, B.T.M Sarani, Kol-1 (C) → Sankar Dey ☎ 2225-4120-29. Ext. 228, 413.

RAVANGLA

UCO BANK STAFF CLUB 10, B.T.M. Sarani, Kol 1. 1st floor (C) → Tapan Chakraborty/ Dilip Naskar/ ☎ 2225-4120-29. Ext. 227. (L) → **Hotel New Dzongri** Kewzing Road, South Sikkim, near market → (A & R) @ 300/-p.r.p.d.

ALLAHABAD BANK EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. 14 India Exchange Place. Kol-1, Ground Floor, Kolkata Main Branch, (C)→A. K. Dey/S. Ghosh/ S. Chakraborty/K. Das. ☎ 2242 0559/2220 8375-77. (L)→**Hotel Mount Kanchanzonga,** near bus stand. (A & R)→1R×4H@200/-. 1R×6H@250/-, p.r.p.d attached bath & geyser.

THE INCOME-TAX SPORTS & RECREATION CLUB, W.B. P-13 Chowringhee Square, Kol 69, Aayakar Bhavan Annaxe 1st floor (C)→ ☎ 2248-2661-63. (Ext. 1601) booking time 1 30-2.30 (L) → (L)→**Hotel Mount Kanchanzonga,** near bus stand. (A & R) 1R×6H @ 200/-, 1R×4H @ 180/-, p.r.p.d.

SIMLA

TOURIST CENTRE Tentulberia, Garia Station Road, Kol 84. (C)→☎ 2432 2421./ M 9830539421.

PEERLESS HOLIDAY HOME COMMITTEE : 13A, Decers Lane, Kol-1 (C)→☎ 2248 3247 (Ext. 214) Time : 11 am to 1 pm. Joint-Convenor. (L)→**Love Leena Palace**, nr. Rly Stn. 3B×2R @ 100/- (CM) 50/-. Booking before 65 days.

UCO BANK STAFF CLUB :10 B T. M. Sarani, Kol-1. (C)→Sunil Roy/Amit Mullick ☎ 2225-4695/2225-4120-29 (Ext. 231). (L)→**Hotel Apsara**, Cart Road (A&R)→@400/ - p.r p.d.

UCO BANK STAFF RECREATION CLUB 10, B.T.M. Sarani, Kol 1 4th Floor (C) → Mrs. Mamata Pathak ☎ 2225-4120-29. Ext 304.

UCO BANK OFFICERS CONGRESS 16A, Brabourn Road, Kol 1, 3rd Floor (C) → Narayan Ch. Biswas ☎ 2235-1778.(L)→**Ranjan Hotel** (A&R)→6R×2+1@375/-, 2R×4B@650/-, 3B@475/- p.r.p.d.

ALLAHABAD RECREATION CLUB : 14, India Exchange Place, Kol-1 (C)→Kamal Roy/Ashis Chakraborty ☎ 2220-8375-77. (L)→**Hotel Yadhgar,** Fingask Estate Mall (A&R)→1R×6H@350/-, 3R×3H@300/-, p.r.p.d. attached bath, Cable TV, Geyser.

ALL INDIA ALLAHABAD BANK SC/ST EMPL. WELFARE COUNCIL RECREATION CLUB : 14, India Exchange Place, Kol-1 1st Floor (C)→☎ 2210-7595/ 2220-8375-77. (Ext. 144) (L)→**Hotel Yadhgar,** Fingask Estate Mall (A&R)→@300/-, 400/-, p.r.p.d.

NATIONAL INSURENCE FOUR RECREATION CLUB : 5, Netaji Subhas Road Kol 1 Royal Insurance Building 3rd Floor (C) → Purajit Nag Choudhuri/Soumen Ghosh. ☎ 2220-9211/9212/2386/2243-5386 (L) → **Madhuban** → (A & R) 2+1 @ 350 /-, 3+1 @ 400/- p.r.p.d.

MIRA TOURIST CENTRE Block H. Plot No. 141, Baishnabghata Patuli Kol-94 (C)→Goutam Majumder.

SIMULTALA

JADAVPUR UNIVERSITY EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : Jadavpur, Kol 32. (C) → Arobindo Bhavan, ☎ 2414-6441. Booking Time 12 p.m. - 7 p.m. (L) → **Dr. T. Sen Memorial Holiday Home** near Railway Station → (A & R) 3R×4B @60 /- p.r.p.d. (CM) 50/- p.r. (SC) 20/-p.r..

SYNDICATE BANK STAFF RECREATION CLUB HOLIDAY HOME : 3B, Lalbazar St. Kol-1 (C)→☎ 2248-6055 (L)→**Monghyr** (Swastha Kuthir) 10 mt. from the Rly. Stn. (A&R)→4-B×2-R @ 75/-, 4-B×2-R @ 60 p.r.p.d. (CM) 100/-. Booking before 50 days.

SYNDICATE BANK STAFF RECREATION CLUB : 3B Lalbazar Street, Kol 1. Central Accounts Office 3rd floor (C) → Gopal Dutta/Supriya Ghosh, ☎ 2248-6055. (L) → **Swastha Kutir** near Railway Station → (A & R) 6B @ 50 /- p.r.p.d. (CM) 50/- p.r. (SC) 20/-p.r.

ROYAL EXCHANGE ASSURANCE EMPLOYEES CO-OPP CREDIT SOCIETY LTD. : 6 Lyons Range. Kol 1. 2nd Floor (C) → Biplab Das, ☎2220-9641-43. (L) → **Nest** near Railway Station → (A & R) 2R×4B @100 /-, 1R×2R @ 90/- p.r.p.d. (CM) 100/- p.r. (SC) 10/- p.r.

LAVALOCK & LOUIS EMPLOYEES CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 4 Lyons Range Kol 1. 6th Floor (C) → Atunu Mazumdar/Shyamal Ghosh, ☎ 2220-4754/4794. (L) → **Tara Math** near Railway Station → (A & R) 2R×6B @80 /-, 1R×4B @ 45/-, 1R×2B @ 25/- p.r.p.d. (CM) 100/- p.r (SC) 20/- p.r.

SHANTINIKETAN

METRO RAIL RECREATION CLUB Metro Rail Bhavan, 33/1. J.L. Nehru Road, Kol-71, 2nd Floor, (C)→ Subir Duttta/Ahiranjan Ghosh, Personnel Branch, ☎ 2245 7348. Ext.-55051. (L)→**Nirala Lodge** Tourist Lodge Road, Bolepore (A&R)→ Gr. Fl. @175/-, 1st fl. @200/-, Dlx.@250/-, Dorm. 10+2@500/-.

UCO BANK STAFF RECREATION CLUB 10, B.T.M. Sarani, Kol 1, 7th Floor (C) → Shyamal Guha Roy ☎ 2225-4120-29. Ext. 501/510.

TARAPITH

CALCUTTA STATE TRANSPORT CORPORATION EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : 45, Ganesh Chandra Avenue, Kol-13. ☎ 2237-1212.(Extn. 217) (L)→**Indra Bhavan Lodge**, Near Mandir (A & R)→2R×4B @ Rs. 120/- p.r.p.d.

VARANASI

K.M.C. EMPLOYEES SANITORIUM SOCIEYT: 5, S.N. Banerjee Road, Kol-13 Central Records Dept. Ground Floor (west). (C)→Ranjit Kr. Pal (L)→**Jhumjhum Bari**, Gandhulia More, Benaras, (A&R)→ 4Bed×2 @ Rs.100/-, p.r.p.d. (CM) 100/-

BANK OF BARODA EMPLOYEES' ASSO. (W.B.) : C/o. Bank of Baroda, Intt. Business Branch, 'Ruby House', 8, India Exchange Place, Kol-1, (C)→☎ 2221 4467 (L)→Near 'Daswasamedh Ghat' (A & R)→1-Big Double Bed Room (for 2 + 1 Persons) @ Rs. 80/- p.r.p.d. 1-Small Double Beded Room (for 2 Persons) @ Rs. 60/- p.r.p.d. 2 Room × 3 Bed @ 100/- p.d. (CM)→ @ Rs 50/- p.r. (SC)→Rs. 10/- p.r.p.d.

S.B.I. EMPLOYEES' (BENGAL CIRCLE) CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : 8, Old Post Office Street, 2nd Floor, Kol-1. (C)→Secretary ☎ 2248-5075. (L)→**Bangalitola** (Ahalyabaighat) (A & R)→1-Suite (2-R) for 6- Persons @ Rs. 150/- p.s. (CM)→@ Rs. 50/- p.s. (For Out-siders : Recommendation of a member of this Society is required).

KOLKATA CORPORATION CO-OPP. CREDIT SOCIETY LTD. : 1, Hogg Street, Kol-13 (C)→☎ 2244-3471. (L)→**Agastha Kunda**, (Near Dashmedh Police Chowki) Benaras, U.P.-221001. (A&R)→ 5R×4heads/ p.r. @ Rs 100/-, 5R×14 Heads/ p.r. @ Rs 90/- (CM) Rs 50/- Booking : Minimum 4 Days Maximum 15 days.

ALLAHABAD BANK WORKERS UNION : 14, Indian Exchange Place. Kol-1 (2nd Floor) (C)→ ☎ 2220-8375-77 (Ext 123) (L)→**Kalyani Lodge**, Girja Ghar (A&R)→ 2R×3+1@70/- - 80/-, p.r.p.d. common bath, 2R×3+1@90/- p.r.p.d attached bath. (CM) 100/-.

SYNDICATE BANK STAFF REC. CLUB HOLIDAY HOME. : 3B, Lalbazar St. Kol-1. (C)→Secretary. ☎ 2248-6055 (L)→CK-34/42 Lahori Tall. C/O Rajsilk Industries (Near-Viswanath and Vishalakshmi Temple) (A&R)→4BR (With Cooking on 2nd Floor) @ Rs. 100/- p.d (CM)→Rs. 50/- (SC)→@ Rs. 10/- for 7 days.

KILBURN (MACNEIL & MAGOR) EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD. : 2 Fairlie Place, Kol-1 (C)→The General Secretary. ☎ 2220-6847/ (L)→**Sweet Home**, D/47/75 Ramapura, (Opp to 'Mazda Cinema' Hall) (A&R)→4B×3R @ Rs. 90/- p.r.p.d. 3B×1R @ Rs. 45/- p.r p.d. (Booking will start before 2 months). (For Outsiders : Recommendation of a member is required)

L. I. C. EMPLOYEES' UNIT NEW INDIA CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.. : (Metropolitan Building, 1st Floor), 7, Chowringhee Rd, Kol-13. (C)→The Secretary ☎ 2248-4193. (L)→**Pandey Haveli**, Near Tilvandeswar P.S. (with U. B. I Employees' Co-operative & U. B. I. N. S Road Br. Holiday Home) (A&R)→4 Beded×2Rooms @ Rs. 60/- p r.p.d 3B×1R @ Rs. 100/- p.d. (CM)→@ Rs. 50/- p.r. (SC)→@ Rs. 5/- p.r. for 3 days.

THE INCOME TAX SPORTS & RECREATION CLUB P-13, Chowringee Square. Kol 69, (C)→Secretary, ☎ 2248 2661-63, Ext.-601, 1st Floor, 'Aayakar Bhawan Annexe.' Booking Time 1.30-2.30 P.M (L)→**Hotel Sahu** D-36/265 August Kundu, Dasaswamedh (A & R)→ 1R×4H@130/-, 6H×1R@150/- p.r.p.d.

UCO BANK OFFICERS CONGRESS 16A, Brabourn Road, Kol 1, 3rd Floor (C) → Narayan Ch. Biswas ☎ 2235-1778.(L)→**Near Kashi Biswanath Mandir** (A&R)→ 7R×3B@200/-, p.r p.d.

VISHAKHAPATNAM

.**UCO BANK STAFF CLUB** 10, B.T.M. Sarani, Kol 1. 1st floor (C) → Satinath Chatterjee/ Goutam Sil ☎ 2248-0297/8045.(L) → **Prince Apartment**, Ramkrishna Bridge (A & R) → @ 300/- p.r.p.d.

UCO BANK STAFF RECREATION CLUB 10, B.T.M. Sarani, Kol-1, 7th floor. (C) → Shyamal Guha Roy ☎ 2225-4120-29. Ext. 501, 510.

VELLORE

UNITED BANK OF INDIA, GARIA BRANCH. Garia Kol 84. (C)→Niharkanti Mondal/Susanta Chakraborty/☎ 2430-4144.(L)→**Main Bazar Road**, near CMC Hospital, Chennai (A & R)→ @100/- - 150/- p.r.p.d. attached bath and kitchen.

THE COMMERCIAL TAXES DIRECTORATE EMPLOYEES CREDIT SOCIETY LTD. Sale Tax Building, 14, Belaghata Main Road. Kol 15 (C)→Adwaitya Shaoo ☎ 2251-6784. (Ext. 543) (L)→**Lokenath Seva Nikaten** 344/3 Main Bazar Road (A & R)→ 5H@150/- p.r p.d. with kitchen.

Abbreviation

C – Contact	R — Room
Ph — Phone	P.R.P.D. — Per room per day
M — Mobile	P.R.P.H — Per room per head.
L — Location	P. R. — Per room
A & R — Accomodation & Reservation	CM — Caution Money
B — Bed	SC — Service Charge
H — Head	CTV — Colour TV

বর্ণানুক্রমিক সূচি



প্রতিষ্ঠাতা ঃ রমণীকান্ত পাল

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল

ভারত ভ্রমণ

ভ্রমণপিপাসুদের একমাত্র "গাইড বুক"

